গর্গসংহিতা

(দশ খণ্ডাত্মিকা)

শ্রীমন্মহর্ষি গর্গাচার্য্য প্রণীত।

মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ একত্র।

ভট্টপল্লীনিবাসি-

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-

সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৬ নং ভবানী দত্ত লেন, 'বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রিক-মেসিন-যন্ত্রে"

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

ও প্রকাশিত।

সন ১৩৩৩ সাল।

মূল্য—৪৲ চারি টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

গর্গ-সংহিতা যদুকুলের আচার্য্য মহামুনি গর্গ, মহর্ষি শৌনক প্রভৃতির নিকটে প্রথম প্রকাশ করেন। এই সংহিতা অতি মধুর শ্রীকৃষ্ণলীলায় পরিপূর্ণ। শ্রীমতী রাধার মাধুর্য্যরসমিশ্রিত বিবিধ বৃত্তান্ত এই গর্গ-সংহিতায় বর্ণিত। ভক্ত-ভাবুক বৈষ্ণবের এই গ্রন্থ পরম সমাদরের বস্তু। শ্রীমদ্‌-ভাগবতেও যাহা অতি গূঢ়, মহামুনি গর্গাচার্য্য সেই সকল তত্ত্ব এই গ্রন্থে স্পষ্ট ভাবে উপদেশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠে অভক্তের ভক্তির উদয় হয়, ভক্তের ভক্তিসিদ্ধি হয়; এই গ্রন্থ পাঠে ঐতিহাসিকের ইতিহাস জ্ঞান, পৌরাণিকের পুরাণার্থে বিচক্ষণতা, কাব্যামোদীর কবিত্ব লাভ, অধার্ম্মিকের ধর্ম্মবুদ্ধি এবং ধার্ম্মিকের ধর্ম্মে পরম আসক্তি হইয়া থাকে। এই গ্রন্থ এতদিন বাঙ্গালায় মুদ্রিত হয় নাই, "বঙ্গবাসী" হইতে ইহা নূতন মুদ্রিত হইল। যোগ্য অনুবাদক শ্রীমান্ শ্রীরাম শাস্ত্রী যখন স্বয়ং অনুবাদ করিয়াছেন, তখন এই অনুবাদ যে বিশুদ্ধ মূলানুগত হইয়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস। কতিপয় স্থান আমি মূলের সঙ্গে মিলাইয়াও দেখিয়াছি। যদি কোন উপযুক্ত পাঠক এই গ্রন্থে ভ্রম প্রমাদ দেখিতে পান, তাহা অনুবাদককে জ্ঞাপন করিয়া আমাকে আনন্দিত করিবেন।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

বনচন্দ্রের বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কংসবধচ্ছলে মথুরায় গমন এবং পুনঃ ব্রজে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীরাধা ও গোপীগণের সহিত মহারাস। ষষ্ঠ দ্বারকাখণ্ডে রাধা-কৃষ্ণের দ্বারকা সমাগম ও রাধা-প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার। সপ্তম বিশ্বজিৎখণ্ডে প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে নানা দেশ মহাদেশ নগরী মহানগরী রাজা রাজ্য প্রভৃতি প্রকৃষ্ট ইতিহাস প্রকাশ। অষ্টম বলভদ্রখণ্ডে বলরামের অবতারলীলা। নবম বিজ্ঞানখণ্ডে ভক্তিযোগের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য প্রচার। দশম অশ্বমেধখণ্ডে অশ্বরক্ষণব্যপদেশে অনিরুদ্ধের বিজয় লীলায় বহু ইতিহাস প্রকাশ ও পথ প্রসঙ্গে কৃষ্ণের পুনরায় ব্রজে আগমন, মিলনাশায় ব্রজরাজ কর্তৃক অশ্বগ্রহণ, রাধা-কৃষ্ণ মিলন ও পুনরায় মহা-রাস। এতদ্ভিন্ন সম্মোহন তন্ত্রোক্ত "মাহাত্ম্যখণ্ড" নামে আরও একটী খণ্ড নিযোজিত হইল। উহাতে গর্গসংহিতা শ্রবণে বজ্রনাভাত্মজ পরম ভাগবত প্রতিবাহুর পুত্রলাভবৃত্তান্ত হরপার্ব্বতী সংবাদে বিবৃত।

এ গ্রন্থের ভবিষ্য-সূচনায় বিষ্ণুস্বামী, রামানুজ, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য, মাধ্বাচার্য্য প্রভৃতির নাম আছে, ত্রিকালদর্শী ঋষি মহর্ষির এইরূপ ভবিষ্যবাণী নানা পুরাণ ইতিহাসে বহুলভাবেই বিদ্যমান। ভাগবতের ভবিষ্যৎ বাণীতেও এইরূপ নন্দরাজ ও চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের নাম পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয়ের উৎসাহেই এই গ্রন্থ প্রকাশ। অনুবাদ বিষয়ে আমরা উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বহু সুপরামর্শ পাইয়াছি। তিনি বৈষ্ণব, গোস্বামী ও সুপণ্ডিত; সুতরাং তাঁহার এ দয়া স্বভাবসিদ্ধ। গোস্বামী মহাশয়ের পরামর্শে আদর্শও একাধিক সংগৃহীত হইয়াছিল; সুতরাং শোধন সম্বন্ধে সাহায্য সুযোগও ঘটিয়াছিল। ইতি—

৩রা আশ্বিন
১৩৩৩। } প্রকাশক।

সূচিপত্র।

বিষয় — পৃষ্ঠা।

গোলোকখণ্ড।

১ম অধ্যায়। মঙ্গলাচরণ,—শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য ও অবতার-বর্ণন — ১
২য় অঃ। গোলোকধাম বর্ণন — ৪
৩য় অঃ। কৃষ্ণসহায়ার্থ দেবগণের ব্রজে জন্মগ্রহণ — ৯
৪র্থ অঃ। নন্দ, বৃষভানু ও গোপী প্রভৃতি বর্ণন — ১৩
৫ম অঃ। বিবিধ গোপীজন্ম-কথা — ১৮
৬ষ্ঠ অঃ। কংস জন্মাদি-বর্ণন — ২০
৭ম অঃ। কংস-দিগ্বিজয় — ২৫
৮ম অঃ। রাধাজন্মবৃত্তান্ত — ২৯
৯ম অঃ। বসুদেব বিবাহ-বর্ণন — ৩২
১০ম অঃ। বলদেব জন্ম — ৩৪
১১শ অঃ। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাদি-বৃত্তান্ত — ৩৮
১২শ অঃ। নন্দমহোৎসব-বর্ণন — ৪৪
১৩শ অঃ। পূতনামোক্ষ ও কৃষ্ণকবচ — ৪৮
১৪শ অঃ। শকটাসুর ও তৃণাবর্ত্তবধ — ৫১
১৫শ অঃ। কৃষ্ণ নামকরণ — ৫৬
১৬শ অঃ। রাধিকা বিবাহ — ৬১
১৭শ অঃ। কৃষ্ণের বালচরিত্র দধিস্তেয়াদি বর্ণন — ৬৮
১৮শ অঃ। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক যশোদার বিশ্বরূপ দর্শন — ৭
১৯শ অঃ। যমলার্জ্জুন ভঙ্গ — ৭৩
২০শ অঃ। দুর্ব্বাসার কৃষ্ণ-স্তুতি — ৭৮

বৃন্দাবনখণ্ড।

১ম অঃ। বৃন্দাবন গমনে নন্দাদির উদ্‌যোগ — ৮০
২য় অঃ। গোবর্দ্ধনোৎপত্তি কথা — ৮৪
৩য় অঃ। যমুনার মথুরা গমন — ৮৮
৪র্থ অঃ। বৎসাসুরমোক্ষ — ৯১
৫ম অঃ। বকাসুরমোক্ষ — ৯৩
৬ষ্ঠ অঃ। অঘাসুরমোক্ষ — ৯৬
৭ম অঃ। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বৎসহরণ — ৯৭
৮ম অঃ। ব্রহ্মার কৃষ্ণস্বরূপ দর্শন — ১০০
৯ম অঃ। ব্রহ্মার কৃষ্ণস্তুতি — ১০৪
১০ম অঃ। শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ — ১০৯
১১শ অঃ। ধেনুকাসুর মোক্ষ — ১১২
১২শ অঃ। কালিয়দমন ও দাবাগ্নিপান — ১১৫
১৩শ অঃ। শেষনাগোপাখ্যান — ১১৮
১৪শ অঃ। কালিয়োপাখ্যান — ১২০
১৫শ অঃ। রাধাকৃষ্ণ প্রেম-বর্ণন — ১২৩
১৬শ অঃ। রাধার তুলসী-পূজা — ১২৬
১৭শ অঃ। রাধাকৃষ্ণ মিলন — ১২৯
১৮শ অঃ। রাধার কৃষ্ণদর্শন — ১৩২
১৯শ অঃ। বৃন্দাবনে রাসক্রীড়ারম্ভ — ১৩৬
২০শ অঃ। রাসক্রীড়া — ১৩৯
২১শ অঃ। রাসক্রীড়া — ১৪২
২২শ অঃ। রাসক্রীড়া — ১৪৫
২৩শ অঃ। শঙ্খচূড়বধ — ১৪৮
২৪শ অঃ। রাসপ্রসঙ্গে আসুরির কথা — ১৫২
২৫শ অঃ। রাসক্রীড়া — ১৫৫
২৬শ অঃ। শঙ্খচূড়োপাখ্যান — ১৫৮

গিরিরাজখণ্ড।

বিষয় — পৃষ্ঠা।

১ম অঃ। গোবর্দ্ধন পূজাবিধি — ১৬২
২য় অঃ। গোবর্দ্ধন মহোৎসব — ১৬৫
৩য় অঃ। ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গ ও গোবর্দ্ধন ধারণ — ১৬৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
৪র্থ অঃ। সুরভি কর্তৃক কৃষ্ণাভিষেক	১৭০
৫ম অঃ। কৃষ্ণের বর্ণ দর্শনে গোপগণের সন্দেহ ও বিবাদ	১৭২
৬ষ্ঠ অঃ। গোপকৃত কৃষ্ণবিভূতি পরীক্ষা	১৭৫
৭ম অঃ। গোবর্দ্ধনের অঙ্গীভূত তীর্থ বর্ণন	১৭৮
৮ম অঃ। গোবর্দ্ধন বিভূতি বর্ণন	১৮১
৯ম অঃ। বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনাবতার কথা	১৮২
১০ম অঃ। গোবর্দ্ধন শিলামাহাত্ম্য	১৮৫
১১শ অঃ। সিদ্ধ-মোক্ষ-বর্ণন	১৮৮

মাধুর্য্যখণ্ড।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম অঃ। শ্রুতিরূপা গোপীগণের উৎপত্তি	১৯১
২য় অঃ। ঋষিরূপা গোপীগণের উৎপত্তি	১৯৫
৩য় অঃ। মৈথিলী গোপীগণের উৎপত্তি	১৯৭
৪র্থ অঃ। কোশলা গোপীগণের উৎপত্তি	১৯৮
৫ম অঃ। অযোধ্যাপুরবাসিনী গোপীজন্ম	১৯৯
৬ষ্ঠ অঃ। অযোধ্যাপুরবাসিনী গোপীগণের উপাখ্যান	২০১
৭ম অঃ। কৃষ্ণকর্ত্তৃক অযোধ্যা-গোপীগণের পাণিপীড়ন	২০৪
৮ম অঃ। যজ্ঞসীতা গোপীর উপাখ্যান	২০৬
৯ম অঃ। একাদশী মাহাত্ম্য	২১০
১০ম অঃ। পৌলিন্দ গোপীকথা	২১১
১১শ অঃ। কৃষ্ণসখীগণের উপাখ্যান	২১৩
১২শ অঃ। হোলি উৎসব	২১৫
১৩শ অঃ। দেবনারীরূপা সখীগণের উপাখ্যান	২১৭
১৪শ অঃ। জালন্ধরী সখীগণের উপাখ্যান	২১৮
১৫শ অঃ। নাগেন্দ্রকন্যা সখীগণের উপাখ্যান	২২১
১৬শ অঃ। যমুনা কবচ	২২২
১৭শ অঃ। যমুনা স্তব	২২৩
১৮শ অঃ। যমুনাপূজা পদ্ধতি	২২৫
১৯শ অঃ। যমুনা সহস্র নাম	২২৬
২০শ অঃ। প্রলম্ব বধ	২৩৫
২১শ অঃ। কৃষ্ণকর্তৃক গোপীগণের দাবাগ্নি মোক্ষ ও বিপ্রপত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষা	২৩৬
২২শ অঃ। নন্দাদির বৈকুণ্ঠ-দর্শন	২৩৮
২৩শ অঃ। সুদর্শনোপাখ্যান	২৪০
২৪ অঃ। ব্যোমাসুর ও অরিষ্টবধ	২৪১

মথুরাখণ্ড।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ অঃ। শ্রীকৃষ্ণানয়ন জন্য কংসের মন্ত্রণা।	২৪৪
২ অঃ। কৃষ্ণকর্তৃক কেশিবধ	২৪৬
৩ অঃ। বৃন্দাবনে অক্রূরগামন	২৪৮
৪ অঃ। নন্দাদিসহ কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা	২৫১
৫ অঃ। যমুনা জলমধ্যে অক্রূরের ভগবদ্দর্শন, কৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ, রজকবধ ও বস্ত্রগ্রহণ	২৫৫
৬ষ্ঠ অঃ। মালাকার গৃহে গমন, কুব্জার বিকুব্জীকরণ, কংসধনুর্ভঙ্গ	২৫৮
৭ম অঃ। কৃষ্ণকর্ত্তৃক কুবলয়াপীড়বধ ও কংস মল্লগণসহ যুদ্ধ	২৬৩
৮ম অঃ। কংসবধ	২৬৭
৯ম অঃ। রামকৃষ্ণের বসুদেব দেবকী-সাক্ষাৎকার, উপনয়ন, সান্দীপনিগৃহে অধ্যয়ন, গুরুর মৃতপুত্র আনয়ন	২৭১
১০ম অঃ। রজক, তন্তুবায়ক ও সুদামার উপাখ্যান	২৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠা।
১১শ অঃ। কুব্জা ও কুবলয়াপীড়ের পূর্ব্বজন্ম	২৭৭
১২শ অঃ। চাণূরাদির পূর্ব্বজন্ম কথা	২৭৯
১৩শ অঃ। ব্রজে উদ্ধবাগমন	২৮১
১৪শ অঃ। নন্দের সহিত উদ্ধবের মিলন ও কৃষ্ণের কুশল বর্ণন	২৮৪
১৫শ অঃ। রাধিকাদির করে কৃষ্ণদত্ত পত্রার্পণ	২৮৮
১৬শ অঃ। রাধিকা ও গোপীগণের প্রতি আশ্বাসপ্রদান	২৯৩
১৭শ অঃ। রাধিকাপ্রমুখ গোপীগণের বিরহ খেদোক্তি	২৯৫
১৮শ অঃ। উদ্ধবের মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন	৩০০
১৯শ অঃ। কৃষ্ণের ব্রজাগমনোৎসব	৩০৩
২০শ অঃ। রাধাকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ঋভু ঋষির মুক্তিদান	৩০৬
২১শ অঃ। রাগগণের বাক্যে অপমান বোধে নারদের সরস্বতীর আরাধনা, সাক্ষাৎকার, স্তব ও তৎকর্ত্তৃক তাল মান স্বরসহ ছাপ্পান্ন কোটি প্রকার রাগরাগিণী শিক্ষা	৩১০
২২শ অঃ। নারদোপাখ্যান বর্ণন	৩১৪
২৩শ অঃ। নন্দব্রজ হইতে কৃষ্ণের পুনঃ মথুরায় আগমন	৩১৭
২৪শ অঃ। কোল নামক দৈত্য-বধ	৩১৯
২৫শ অঃ। শ্রীমথুরামাহাত্ম্য-বর্ণন	৩২৬

দ্বারকাখণ্ড।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
১ম অঃ। জরাসন্ধপরাজয়	৩৩০
২য় অঃ। সমুদ্র মধ্যে দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ ও যাদবগণসহ তথায় শ্রীকৃষ্ণের বাস-কথন	৩৩৪
৩য় অঃ। বলরাম-বিবাহোৎসব বর্ণন	৩৩৭
৪র্থ অঃ। রুক্মিণী কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকে দূতরূপে দ্বারকায় প্রেরণ ও শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডিন নগরে আগমন	৩৩৯
৫ম অঃ। অন্তঃপুর হইতে ভবানী পূজনার্থ রুক্মিণীর বহির্গমন	৩৪২
৬ষ্ঠ অঃ। রুক্মিণীহরণপ্রসঙ্গে রাজগণের সহিত যুদ্ধ ও বিজয়	৩৪৫
৭ম অঃ। শ্রীরুক্মিণী-বিবাহ	৩৪৮
৮ম অঃ। সত্যভামাদি অষ্টোত্তর ষোড়শ সহস্র মহিষীর বিবাহ বর্ণন ও তৎ-প্রসঙ্গে স্যমন্তকোপাখ্যান কথন	৩৫১
৯ম অঃ। রৈবতক পর্ব্বতের অবতরণ	৩৫৩
১০ম অঃ। গোমতী ও চক্রতীর্থের মাহাত্ম্য	৩৫৬
১১শ অঃ। চক্রতীর্থে গজকুম্ভীরমুক্তি	৩৫৯
১২শ অঃ। শঙ্খোদ্ধার মাহাত্ম্য	৩৬১
১৩শ অঃ। গোমতী-সিন্ধু-সঙ্গম মাহাত্ম্য	৩৬৩
১৪শ অঃ। রত্নাকর ও রৈবতক পর্ব্বত-মাহাত্ম্য	৩৬৫
১৫শ অঃ। কপিটঙ্ক নৃগকূপ ও গোপী ভূমি-মাহাত্ম্য কথন	৩৬৮
১৬শ অঃ। সিদ্ধাশ্রম প্রভাবে, গোপীগণের রাধারূপ দর্শন	৩৭১
১৭শ অঃ। রাধাপ্রেম-প্রকাশ	৩৭৪
১৮শ অঃ। রাসোৎসব	৩৭৭
১৯শ অঃ। লীলাসরোবরাদি তীর্থ মাহাত্ম্য	৩৮১
২০শ অঃ। সপ্ত সমুদ্র মাহাত্ম্য	৩৮৩
২১শ অঃ। পিণ্ডারক-মাহাত্ম্য	৩৮৫
২২শ অঃ। সুদামা বিপ্রের উপাখ্যান	৩৮৮

বিশ্বজিৎখণ্ড।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
১ম অঃ। মরুত্তোপাখ্যান	৩৯৪
২য় অঃ। প্রদ্যুম্নের বিজয়াভিষেক	৩৯৭
৩য় অঃ। দিগ্বিজয়ে যাদবসৈন্যের অভিযান	৩৯৯
৪র্থ অঃ। প্রদ্যুম্নের দিগ্বিজয়যাত্রা	৪০২
৫ম অঃ। কচ্ছ ও কলিঙ্গদেশ জয়	৪০৪
৬ষ্ঠ অঃ। মরুধন্ব মালব ও মহিষ্মতী জয়	৪০৬
৭ম অঃ। গুজরাট ও চেদিদেশ জয়	

বিষয় — পৃষ্ঠা।

৮ম অঃ। দ্যুমান ও শক্ত বধ — ৭১২
৯ম অঃ। চেদিদেশবিজয় — ৪১৪
১০ম অঃ। যাদবগণের করূষদেশ গমন — ৪১৭
১১শ অঃ। দন্ত বক্রের যুদ্ধ ও করূ বিজয় — ৪২১
১২শ অঃ। অগস্ত্যের নিকট প্রদ্যুম্নের উপদেশ প্রার্থনা — ৪২৪
১৩শ অঃ। শাম্ব মল্লার ও লঙ্কা বিজয় — ৪২৭
১৪শ অঃ। দ্রাবিড় দেশ জয় — ৪৩১
১৫শ অঃ। কেকয় বিজয় — ৪৩৪
১৬শ অঃ। ভূনকোপাখ্যান — ৪৩৭
১৭শ অঃ। মাগধ বিজয় — ৪৪১
১৮শ অঃ। মাথুর ও শূরসেন বিজয় — ৪৪৫
১৯শ অঃ। কৌরবোপাখ্যান — ৪৪৯
২০শ অঃ। কৌরব-যাদব-যুদ্ধ — ৪৫২
২১শ অঃ। কৌরব-সম্মেলন — ৪৫৫
২২শ অঃ। ভারত জয়ান্তর প্রদ্যুম্নের পার্ব্বত্য প্রদেশ গমন — ৪৫৮
২৩শ অঃ। যক্ষদেশযাত্রা — [illegible]
২৪শ অঃ। যক্ষ-যুদ্ধ — ৪৬৬
২৫শ অঃ। যক্ষ-বিজয় — ৪৭০
২৬শ অঃ। কিম্পুরুষ খণ্ড বিজয় — ৪৭৪
২৭শ অঃ। দশার্ণ দেশ বিজয় — ৪৭৯
২৮শ অঃ। উত্তরকুরু বিজয় — ৪৮১
২৯শ অঃ। হিরণ্যখণ্ড বিজয় — ৪৮৫
৩০শ অঃ। মানব দেশ বিজয় — ৪৮৭
৩১শ অঃ। মন্মথদেশ বিজয় — ৪৯১
৩২শ অঃ। হৃষ্টদৈত্য বধ — ৪৯৫
৩৩শ অঃ। ভূতসন্তাপন দৈত্যবধ — ৪৯৯
৩৪শ অঃ। বৃকদৈত্য বধ — ৫০৩
৩৫শ অঃ। কালনাভ দৈত্য বধ — ৫০৬
৩৬শ অঃ। মহানাভ দৈত্য বধ — ৫০৬
৩৭শ অঃ। হরিশ্মশ্রু দৈত্য বধ — ৫১০
৩৮শ অঃ। শকুনি-যুদ্ধ বর্ণন — ৫১২
৩৯শ অঃ। শকুনি যুদ্ধে কৃষ্ণাগমন — ৫১৬
৪০শ অঃ। শকুনিযুদ্ধে গরুড়ের আগমন — ৫২০
৪১শ অঃ। শকুনি দৈত্য বধ — ৫২৫
৪২শ অঃ। ভদ্রাশ্বখণ্ড বিজয় — ৫২৮
৪৩শ অঃ। বেদনগর বর্ণন — ৫৩০
৪৪শ অঃ। বেদাদিকৃত কৃষ্ণস্তুতি — ৫৩৪
৪৫শ অঃ। রাগরাগিণীগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণধ্যান — ৫৩৭
৪৬শ অঃ। বলরামকর্ত্তৃক বলন্তমালতী-পুরী কর্ষণ — ৫৪০
৪৭শ অঃ। শক্রসখার সহিত প্রদ্যুম্নের যুদ্ধ — ৫৪২
৪৮শ অঃ। প্রদ্যুম্নের দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন — ৫৪৬
৪৯শ অঃ। রাজসূয় যজ্ঞে উগ্রসেন কর্ত্তৃক স্বজন-নিমন্ত্রণ — ৫৫০
৫০শ অঃ। উগ্রসেনের রাজসূয় মহোৎসব — ৫৫২

বলভদ্রখণ্ড।

১ম অঃ। বলদেবের অবতার-কারণ — ৫৫৪
২য় অঃ। সঙ্কর্ষণের অবতার-মন্ত্রণা — ৫৫৬
৩য় অঃ। জ্যোতিষ্মতীর উপাখ্যান — ৫৫৯
৪র্থ অঃ। রেবতীর উপাখ্যান — ৫৬১
৫ম অঃ। কৃষ্ণ-বলরাম জন্মোৎসব — ৫৬৫
৬ষ্ঠ অঃ। প্রাড্‌বিবাক কর্ত্তৃক দুর্য্যোধন-সমীপে রামকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণন — ৫৬৮
৭ম অঃ। মথুরা লীলা-বর্ণন — ৫৭০
৮ম অঃ। দ্বারকা লীলা বর্ণন — ৫৭৩
৯ম অঃ। রাসক্রীড়া কথন — ৫৭৭
১০ম অঃ। বলরামপূজাপদ্ধতি — ৫৭৯
১১শ অঃ। বলরাম স্তোত্র — ৫৮২
১২শ অঃ। বলরাম কবচ — ৫৮৩
১৩শ অঃ। বলরাম সহস্রনাম — ৫৮৫

বিষয়	পৃষ্ঠা।
বিজ্ঞানখণ্ড।	
১ম অঃ। দ্বারকায় উগ্রসেনসভায় ব্যাসের আগমন	৫৯৪
২য় অঃ। ব্যাস কর্ত্তৃক লোকগতি বর্ণন	৫৯৬
৩য় অঃ। নির্গুণ ভক্তিযোগ কথন	৫৯৮
৪র্থ অঃ। ভক্তিমাহাত্ম্য	৬০০
৫ম অঃ। ভক্তির উৎকর্ষ	৬০২
৬ষ্ঠ অঃ। হরিমন্দিরপ্রতিষ্ঠা বর্ণন	৬০৪
৭ম অঃ। রাজস সেবা কথন	৬০৬
৮ম অঃ। মহাপূজা বিধি বর্ণন	৬০৮
৯ম অঃ। মহাপূজা প্রকার কথন	৬০৯
১০ম অঃ। পরব্রহ্ম নিরূপণ	৬১৪
অশ্বমেধখণ্ড।	
১ম অঃ। গর্গ-বজ্রনাভ সংবাদ	৬১৯
২য় অঃ। কৃষ্ণলীলা-বর্ণন	৬২২
৩য় অঃ। কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন	৬২৫
৪র্থ অঃ। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পারিজাত হরণ	৬২৭
৫ম অঃ। ইন্দ্রের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ	৬৩০
৬ষ্ঠ অঃ। কৃষ্ণ চরিত বর্ণন	৬৩৪
৭ম অঃ। উগ্রসেনের অশ্বমেধ যজ্ঞোদ্যোগ	৬৩৫
৮ম অঃ। অশ্বমেধের অশ্বনির্ণয়	৬৩৯
৯ম অঃ। উগ্রসেন সভায় গর্গাগমন	৬৪০
১০ম অঃ। উগ্রসেন ও রুচিমতী-সংবাদ	৬৪৪
১১শ অঃ। অশ্বমেধের অশ্বপূজা	৬৪৭
১২শ অঃ। অনিরুদ্ধের বিজয়াভিষেক	৬৫০
১৩শ অঃ। দিগ্বিজয়ার্থ যদুসৈন্যের অভিযান	৬৫১
১৪শ অঃ। অনিরুদ্ধের দিগ্বিজয়-যাত্রা	৬৫৫
১৫শ অঃ। অনিরুদ্ধ-যুদ্ধসজ্জা	৬৫৮
১৬শ অঃ। চম্পাবতীপুর বিজয়	৬৬১
১৭শ অঃ। স্ত্রীরাজ্য বিজয়	৬৬৫
১৮শ অঃ। অনিরুদ্ধ বিজয়ে বিমানাগমন	৬৬৯
১৯শ অঃ। অনিরুদ্ধ সমীপে বকাসুরাগমন	৬৭১
২০শ অঃ। উপলঙ্কা বিজয়	৬৭৩
২১শ অঃ। ভদ্রাবতী বিজয়	৬৭৭
২২শ অঃ। যাদব সৈন্যের অবন্তিকা গমন	৬৭৮
২৩শ অঃ। সান্দীপনি কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধ সমীপে বৈরাগ্য-বর্ণন	৬৮১
২৪শ অঃ। অনিরুদ্ধের রাজপুর-বিজয়	৬৮৩
২৫শ অঃ। বল্বল কর্ত্তৃক অশ্বমেধের অশ্বাপহরণ	৬৮৭
২৬শ অঃ। অশ্বান্বেষণে যাদব সৈন্যের উপদ্বীপে গমন	৬৮৯
২৭শ অঃ। যাদবগণ কর্ত্তৃক সেতু বন্ধন	৬৯১
২৮শ অঃ। দৈত্যগণের অনিরুদ্ধসহ যুদ্ধ-মন্ত্রণা	৬৯২
২৯শ অঃ। যাদব ও অসুরগণের যুদ্ধ	৬৯৬
৩০শ অঃ। উর্দ্ধকেশ ও নদাসুরবধ	৬৯৯
৩১শ অঃ। সিংহ-কুশাম্ব বধ	৭০২
৩২শ অঃ। বল্বল কর্ত্তৃক সেনাপতির পুত্র বধ	৭০৪
৩৩শ অঃ। মৃত বল্বলপুত্রের জীবন-প্রাপ্তি	৭০৭
৩৪শ অঃ। দৈত্য যাদব যুদ্ধ বর্ণন	৭১২
৩৫শ অঃ। দানব যুদ্ধে যাদব জয়	৭১৫
৩৬শ অঃ। বল্বল পুত্র কুনন্দনবধ	৭১৯
৩৭শ অঃ। দৈত্যসহায়ার্থ সমাগত ভৈরব মোহন	৭২২
৩৮শ অঃ। অনিরুদ্ধ সহায়ার্থ কৃষ্ণাগমন	৭২৫
৩৯শ অঃ। অসুর যুদ্ধে অনিরুদ্ধাবিজয়	৭২৮
৪০শ অঃ। কৃষ্ণসহ যাদব সৈন্যের ব্রজ প্রবেশ	৭৩০
৪১শ অঃ। রাধাকৃষ্ণ মিলন	৭৩৪

বিষয়	পৃষ্ঠা।
৪২শ অঃ। রাসক্রীড়া	৭৩৫
৪৩শ অঃ। রাসক্রীড়া	৭৪২
৪৪শ অঃ। রাসক্রীড়া	৭৪৩
৪৫শ অঃ। রাসক্রীড়া	৭৪৬
৪৬শ অঃ। রাসক্রীড়া সমাপ্তি	৭৪৯
৪৭শ অঃ। যাদবগণের ব্রজপুর হইতে যাত্রা	৭৫২
৪৮শ অঃ। কৌরবগণ কর্ত্তৃক অশ্বগ্রহণ	৭৫৪
৪৯শ অঃ। যাদব-কৌরব-যুদ্ধ	৭৫৭
৫০শ অঃ। যাদবগণকর্ত্তৃক হস্তিনাপুর বিজয়	৭৬০
৫১শ অঃ। যাদবগণের কৌন্তলক পুর গমন	৭৬৩
৫২শ অঃ। চন্দ্রহাস-অনিরুদ্ধ মিলন	৭৬৭
৫৩শ অঃ। যাদবগণের দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন ও উগ্রসেনসভায় উদ্ধব প্রেরণ	৭৬৯
৫৪শ অঃ। দ্বারকায় যজ্ঞাশ্বের উপস্থিতি	৭৭১
৫৫শ অঃ। যজ্ঞার্থ গোমতীজলানয়ন, নারদ কর্ত্তৃক গোপীগণ মধ্যে কলহ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা, ভগবানের স্বরূপ দর্শন	৭৭৪
৫৬শ অঃ। অশ্বমেধ সমাপ্তি ও উগ্রসেনের যজ্ঞাভিষেক	৭৭৮
৫৭শ অঃ। যজ্ঞ দক্ষিণা প্রদান	৭৮২
৫৮শ অঃ। কৃষ্ণাহ্বানে মৃত কংসাদি ভ্রাতৃগণের বৈকুণ্ঠ হইতে উগ্রসেন সভায় আগমন এবং কংসের প্রতি তাহাদের উপদেশ	৭৮৪
৫৯শ অঃ। কৃষ্ণের সহস্র নাম	৭৮৬
৬০শ অঃ। রাধাকৃষ্ণের গোলোকাগমন	৭৯৮
৬১শ অঃ। একাদশীমাহাত্ম্য বর্ণন	৮০০
৬২শ অঃ। বজ্রনাভের প্রতি গর্গাচার্য্যের বিবিধ উপদেশ প্রদান ও বিদায়-গ্রহণ, বজ্রনাভ কর্ত্তৃক মথুরা ও বৃন্দাবনে দেবপ্রতিষ্ঠা এবং পুত্রকে রাজ্যপ্রদানপূর্ব্বক গোলোকে গমন ও গ্রন্থ-সম্পূর্ত্তি	৮০৫

মাহাত্ম্যখণ্ড।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
১ম অধ্যায়। হরপার্ব্বতী সংবাদ	৮০৯
২য় অঃ। মহর্ষি শাণ্ডিল্য সমীপে মথুরাপতি প্রতিবাহুর পুত্র প্রাপ্তির উপায় প্রশ্ন	৮১১
৩য় অঃ। গর্গসংহিতা শ্রবণার্থ প্রতিবাহুর প্রতি শাণ্ডিল্যের উপদেশ	৮১৩
৪র্থ অঃ। সংহিতা মাহাত্ম্য ও নৃপতি প্রতিবাহুর পুত্রপ্রাপ্তি	৮১৫

সূচিপত্র সমাপ্ত

———০———

গোলোকখণ্ডম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ। ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

শরদ্বিকচপঙ্কজশ্রিয়মতীব বিদ্বেষকং
মিলিন্দমুনিসেবিতং কুলিশকঞ্জচিহ্নাবৃতম্।
স্ফুরৎকনকনূপুরং দলিতভক্ততাপত্রয়ং
চলদ্দ্যুতিপদদ্বয়ং হৃদি দধামি রাধাপতেঃ ॥১

বদনকমলনির্যদ্‌যস্য পীযূষমাদ্যং
পিবতি জনবরোঽহয়ং পাতু সোঽয়ং গিরং মে
বদরবর্ণবিহারঃ সত্যবত্যাঃ কুমারঃ
প্রণতদুরিতহারঃ শার্ঙ্গধন্বাবতারঃ ॥ ২

কদাচিন্নৈমিষারণ্যে শ্রীগর্গো জ্ঞানিনাং বরঃ।
আযযৌ শৌনকং দ্রষ্টুং তেজস্বী যোগভাস্করঃ ॥৩
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় শৌনকো মুনিভিঃ সহ ॥
পূজয়ামাস পাদ্যাদ্যৈরুপচারৈর্বিধানতঃ ॥ ৪

গ্রন্থারম্ভে শ্রীগণপতি পদে প্রণাম; শ্রীবাণী চরণে প্রণাম।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী এবং বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া তারপর জয় গ্রন্থ কীর্ত্তন করিবে।

শরৎকালীন প্রফুল্ল কমল-শোভাবিনিন্দী, মধুকররূপ মুনিজন-সেবিত, বজ্র ও পদ্মচিহ্নিত, উজ্জ্বল সুবর্ণ-নূপুর-শোভিত, ভক্তজনের ত্রিতাপহারী, বিচ্ছুরিত-কান্তিযুক্ত রাধাকান্তের পদদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করি। যাঁহার বদনকমল হইতে সর্ব্বপ্রথম শাস্ত্র-সুধা নিঃস্যন্দিত হওয়ায় সাধু মানব তাহা পান করিতে সমর্থ হন, সেই বদরীবনবিহারী প্রণত-দুরিতহারী বিষ্ণুর অবতার সত্যবতী-তনয় বেদব্যাস আমার বাক্য রক্ষা করুন। যোগে সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী মহর্ষি জ্ঞানিবর গর্গ এক সময়ে শৌনক ঋষির সাক্ষাৎকার কামনায় নৈমিষারণ্যে আগমন

শৌনক উবাচ

সতাং পর্য্যটনং ধন্যং গৃহিণাং শান্তয়ে স্মৃতম্।
নৃণামন্তস্তমোহারী সাধুরেব ন ভাস্করঃ ॥ ৫
তস্মান্মে হৃদি সম্ভূতং সন্দেহং নাশয় প্রভো।
কতিধা শ্রীহরের্ব্বিষ্ণোরবতারো ভবত্যলম্ ॥ ৬

শ্রীগর্গ উবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ব্রহ্মন্ ভগবদ্গুণবর্ণনম্।
শৃণ্বতাং গদতাং যদ্বৈ পৃচ্ছতাং বিতনোতি শম্ ॥
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ মহাদোষঃ প্রশাম্যতি ॥ ৮
মিথিলানগরে পূর্ব্বং বহুলাশ্বঃ প্রতাপবান্।
শ্রীকৃষ্ণভক্তঃ শান্তাত্মা বভূব নিরহঙ্কৃতিঃ ॥ ৯
অম্বরাদাগতং দৃষ্ট্বা নারদং মুনিসত্তমম্।
সম্পূজ্য চাসনে স্থাপ্য কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১০

শ্রীজনক উবাচ।

যোঽনাদিরাত্মা পুরুষো ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কস্মাত্তনুং সমাধত্তে তন্মে ব্রূহি মহামতে ॥ ১১

শ্রীনারদ উবাচ।

গোসাধুদেবতাবিপ্রবেদানাং রক্ষণায় বৈ।
তনুং ধত্তে হরিঃ সাক্ষাদ্ভগবানাত্মলালয়া ॥ ১২
যথা নটঃ স্বলীলায়াং মোহিতো ন পরস্তথা।
অন্যে দৃষ্ট্বা চ তন্মায়াং মুমুহুস্তে ন সংশয়ঃ ॥ ১৩

শ্রীজনক উবাচ।

কতিধা শ্রীহরের্ব্বিষ্ণোরবতারো ভবত্যলম্।
সাধুনাং রক্ষণার্থং হি কৃপয়া বদ মাং প্রভো ॥১৪

শ্রীনারদ উবাচ।

অংশাংশোঽংশস্তথাবেশঃ কলাঃ পূর্ণঃ প্রকথ্যতে
ব্যাসাদ্যৈশ্চ স্মৃতঃ ষষ্ঠঃ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥ ১৫
অংশাংশস্তু মরীচ্যাদিরংশা ব্রহ্মাদয়স্তথা।
কলাঃ কপিলকূর্ম্মাদ্যা আবেশা ভার্গবাদয়ঃ ॥ ১৬
পূর্ণো নৃসিংহো রামশ্চ শ্বেতদ্বীপাধিপো হরিঃ।
বৈকুণ্ঠোঽপি তথা যজ্ঞো নরনারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥১৭

করেন। শৌনক গর্গ ঋষিকে সমাগত দেখিয়া অন্যান্য মুনিগণসহ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পাদ্যাদি উপচার দ্বারা যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলেন। শৌনক কহিলেন,—গৃহিগণের শান্তির নিমিত্তই সাধুগণের পর্য্যটন, সুতরাং তাহা ধন্য; কেননা, সাধুজনই মানবসমূহের অন্তরতমোহারী হন, ভাস্কর নহেন; অতএব হে প্রভো! মদীয় হৃদয়গত সন্দেহ দূর করুন। ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার কত প্রকার, তাহা বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। গর্গ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, ভগবদ্গুণ-বর্ণন বিষয়ে বক্তা শ্রোতা এবং প্রশ্নকর্ত্তা সকলেরই মঙ্গল হয়। এ বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্ত-স্বরূপে উল্লিখিত আছে, ইহার শ্রবণমাত্রেই মানুষের মহাদোষ উপশমিত হয়। পূর্বে মিথিলানগরে প্রতাপবান্ নিরহঙ্কার কৃষ্ণভক্ত শান্তাত্মা নৃপতি বহুলাশ্ব বাস করিতেন। তিনি একদা আকাশপথে সমাগত মুনিসত্তম নারদকে দর্শন করত তাঁহার পূজা করিলেন এবং তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১—১০। মিথিলাধিপতি বলিলেন,—হে মহামতে! যিনি অনাদি আত্মা প্রকৃতির অতীত পুরুষ ভগবান্, তিনি কি নিমিত্ত দেহ ধারণ করেন, তাহা আমাকে বলুন। নারদ বলিলেন,—গো, সাধু, দেবতা, বিপ্র ও বেদের রক্ষার জন্য সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি আত্মলীলায় তনু গ্রহণ করিয়া থাকেন। নট যেমন নিজ লীলা-বিলাসে বিমোহিত হয় না, পরন্তু অপরে হইয়া থাকে; তদ্রূপ ভগবানের মায়াদর্শনে মানবগণ যে বিমোহিত হয়, তাহাতে আর সংশয় থাকিতে পারে না। মিথিলারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো! সাধুগণের রক্ষণার্থ ভগবান বিষ্ণুর কত প্রকার অবতার হয়, কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন। নারদ বলিলেন,—অংশাংশাবতার, অংশাবতার, আবেশাবতার, কলাবতার, পূর্ণাবতার এবং পরিপূর্ণতমাবতার—ব্যাসাদি এই ছয় প্রকার অবতার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ অংশাংশাবতার, ব্রহ্মাদি অংশাবতার, কপিল কূর্ম্মাদি কলাবতার, পরশুরামাদি আবেশাবতার; নৃসিংহ, রাম,

পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকে ধাম্নি রাজতে ॥১৮
কার্য্যাধিকারং কুর্ব্বন্তঃ সদাংশাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তৎকার্য্যভারং কুর্ব্বন্তস্তেঽংশাংশা বিদিতাঃ প্রভো
যেষামন্তর্গতো বিষ্ণুঃ কার্য্যং কৃত্বা বিনির্গতঃ।
নানাবেশাবতারাংশ্চ বিদ্ধি রাজন্মহামতে ॥ ২০
ধর্ম্মং বিজ্ঞায় কৃত্বা যঃ পুনরন্তরধীয়ত।
যুগে যুগে বর্ত্তমানঃ সোঽবতারঃ কলা হরেঃ ॥ ২১
চতুর্ব্ব্যূহো ভবেদ্যত্র দৃশ্যন্তে চ রসা নব।
অতঃ পরং চ বীর্য্যাণি স তু পূর্ণঃ প্রকথ্যতে ॥২২
যস্মিন্ সর্ব্বাণি তেজাংসি বিলীয়ন্তে স্বতেজসি।
তং বদন্তি পরে সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতমং স্বয়ম্ ॥২৩
পূর্ণস্য লক্ষণং যত্র যং পশ্যন্তি পৃথক্ পৃথক্।
ভাবেনাপি জনাঃ সোঽয়ং পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥২৪

শ্বেতদ্বীপাধিপতি, হরি, বৈকুণ্ঠ, যজ্ঞ, নরনারায়ণ ইঁহারা পূর্ণাবতার; আর সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরিপূর্ণতমাবতার বলিয়া অভিহিত। ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য, সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর গোলোকধামে বিরাজিত আছেন। সর্ব্বদা যাঁহারা কার্য্যের অধ্যক্ষতা করেন, তাঁহারা বিভু ভগবানের অংশাবতার; যাঁহারা সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করেন, তাঁহারা অংশাংশাবতার; আর স্বয়ং বিষ্ণু যাঁহাদের হৃদয় মধ্যে কার্য্যানুষ্ঠানের উপদেষ্টারূপে আবিষ্ট হইয়া পুনরায় বহির্গত হইয়া আইসেন, হে রাজন্! তাঁহারা আবেশাবতার বলিয়া জানিবেন। হে মহামতে! যিনি সম্যক্‌রূপে ধর্ম্ম বিদিত হইয়া তাহার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তিরোহিত হন এবং যিনি যুগে যুগে বর্ত্তমান থাকেন, তিনি ভগবান্ হরির কলাবতার। যাঁহাতে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ ও নববিধ রস বিদ্যমান এবং যিনি প্রভূত পরাক্রম, তিনি পূর্ণাবতার নামে কথিত। যাঁহার নিজ তেজে সর্ব্বপ্রকার তেজ বিলীন হয়, সত্তমগণ তাঁহাকে পরিপূর্ণতম অবতাররূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই অবতারে পূর্ণের লক্ষণ বিদ্যমান এবং জনগণ নিজ নিজ ভাবাবেশে ইঁহাকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরিদর্শন করে।

পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো নান্য এব হি।
এককার্য্যার্থমাগত্য কোটিকার্য্যং চকার হ ॥২৫
পূর্ণঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমোত্তমঃ
পরাৎপরো যঃ পুরুষঃ পরেশ্বরঃ।
স্বয়ং সদানন্দময়ং কৃপাকরং
গুণাকরং তং শরণং ব্রজাম্যহম্ ॥ ২৬

শ্রীগর্গ উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা হর্ষিতো রাজা রোমাঞ্চী প্রেমবিহ্বলঃ।
প্রামৃজ্য নেত্রেঽশ্রুপূর্ণে নারদং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৭

শ্রীবহুলাশ্ব উবাচ।

পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণঃ কেন হেতুনা।
আগতো ভারতে খণ্ডে দ্বারাবত্যাং বিরাজতে ॥
তস্য গোলোকনাথস্য গোলোকং ধাম সুন্দরম্।
কর্ম্মাণ্যপরিমেয়াণি ব্রূহি ব্রহ্মন্ বৃহন্মুনে ॥ ২৯
যদা তীর্থাটনং কুর্ব্বঞ্ছতজন্ম তপঃপরঃ।
তদা সৎসঙ্গমেত্যাশু শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ৩০
শ্রীকৃষ্ণদাসস্য চ দাসদাসঃ
কদা ভবেয়ং মনসার্দ্রচিত্তঃ।

তজ্জন্য ইঁহাকে পরিপূর্ণতম অবতার বলা হয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই এই পরিপূর্ণাবতার, অন্য কেহ নহেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একটী কার্য্যের জন্য অবতীর্ণ হইয়া কোটি কোটি কার্য্য করিয়া থাকেন। তিনি পূর্ণ পুরাণ পুরুষোত্তমোত্তম পরাৎপর পরম পুরুষ পরমেশ্বর; আমি সেই স্বয়ং সদানন্দময় কৃপাকর গুণাকর শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হই। ১১—২৬। গর্গ বলিলেন,—মিথিলাপতি ইহা শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট রোমাঞ্চিতগাত্র ও প্রেমবিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ নেত্রদ্বয় পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক দেবর্ষি নারদকে বলিতে লাগিলেন। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কি নিমিত্ত ভারতে আগমনপূর্ব্বক দ্বারকায় বিরাজ করিতেছেন? হে মুনিসত্তম! সেই গোলোকনাথের সুন্দর গোলোকধাম ও তাঁহার অপরিমেয় কর্ম্মসমূহ কীর্ত্তন করুন। মানব যখন শত শত জন্ম তীর্থ-পর্য্যটনপূর্ব্বক তপঃপরায়ণ হইয়া সৎসঙ্গলাভে সমর্থ হয়, তখনই আশু

যো দুর্লভো দেববরৈঃ পরাত্মা
স মে কথং গোচর আদিদেবঃ ॥ ৩১
শ্রীনারদ উবাচ।
ধন্যস্ত্বং রাজশার্দ্দূল শ্রীকৃষ্ণেষ্টো হরিপ্রিয়ঃ।
তুভ্যং চ দর্শনং দাতুং ভক্তেশোঽত্রাগমিষ্যতি ॥
ত্বাং নৃপং শ্রুতদেবং চ দ্বিজদেবো জনার্দ্দনঃ।
স্মরত্যলং দ্বারকায়ামহোভাগ্যং সতামিহ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীগর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
জিহ্বাং লব্ধাপি যঃ কৃষ্ণং কীর্ত্তনীয়ং ন কীর্ত্তয়েৎ
লব্ধাপি মোক্ষনিশ্রেণীং স নারোহতি দুর্ম্মতিঃ ॥১
অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রীকৃষ্ণাগমনং ভুবি।
অস্মিন্ বারাহকল্পে বৈ যদ্ভূতং তচ্ছৃণু প্রভো ॥২
পুরা দানবদৈত্যানাং নরাণাং খলু ভূভুজাম্।
ভূরিভারসমাক্রান্তা পৃথ্বী গোরূপধারিণী ॥ ৩
অনাথবক্রন্দন্তীব বেদয়ন্তী নিজব্যথাম্।
কম্পয়ন্তী নিজং গাত্রং ব্রহ্মাণং শরণং গতা ॥ ৪
ব্রহ্মাথাশ্বাস্য তাং সদ্যঃ সর্ব্বদেবগণৈর্বৃতঃ।
শঙ্করেণ সমং প্রাগাদ্বৈকুণ্ঠং মন্দিরং হরেঃ ॥ ৫
নত্বা চতুর্ভুজং বিষ্ণুং স্বাভিপ্রায়ং জগাদ হ।
অথোদ্বিগ্নং দেবগণং শ্রীনাথঃ প্রাহ তং বিধিম্ ॥
শ্রীভগবানুবাচ।
কৃষ্ণং স্বয়ং বিগণিতাণ্ডপতিং পরেশং
সাক্ষাদখণ্ডমতিদেবমতীব লীলম্।
কার্য্যং কদাপি ন ভবিষ্যতি যং বিনা হি
গচ্ছাশু তস্য বিশদং পদমব্যয়ং ত্বম্ ॥ ৭
শ্রীব্রহ্মোবাচ।
ত্বত্তঃ পরং ন জানামি পরিপূর্ণতমং স্বয়ম্।

শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আহা! আমি কখন শ্রীকৃষ্ণদাসের দাসানুদাস হইব, কখন আমার মন কৃষ্ণপ্রেমে আর্দ্র হইবে, যিনি দেববরগণেরও দুর্লভ, সেই পরমাত্মা আদিদেব কৃষ্ণ কখন আমার হৃদয়গোচর হইবেন? নারদ বলিলেন,—হে নৃপশার্দ্দূল! শ্রীকৃষ্ণ তোমার অভীষ্ট, তুমি হরিপ্রিয়, অতএব তুমি ধন্য; তোমাকে দর্শন দিবার জন্য ভক্তপালক ভগবান এইস্থানে উপস্থিত হইবেন। অহো! ভূতলে সাধুগণের কি সৌভাগ্য! হে নৃপ! তোমাকে এবং নৃপতি শ্রুতদেবকে দ্বিজদেব জনার্দ্দন দ্বারকায় থাকিয়া বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া থাকেন। ২৭—৩৮।

গোলোকখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—যে ব্যক্তি জিহ্বা লাভ করিয়াও কীর্ত্তনীয় কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন না করে, সে দুর্ম্মতি মোক্ষের সোপান প্রাপ্ত হইয়াও তাহাতে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। হে প্রভো নৃপ! এই বরাহকল্পে শ্রীকৃষ্ণের ভূতলে যেরূপে আগমন হইয়াছিল, অনন্তর তাহা তোমার নিকট সম্যক্প্রকারে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে পৃথিবী দুষ্ট দানব দৈত্য নর ও নরপতিগণকর্ত্তৃক অত্যন্ত ভারাক্রান্তা হইয়া গোরূপ ধারণপূর্ব্বক অনাথার ন্যায় রোদন করিতে করিতে কম্পিত কলেবরে ব্রহ্মার শরণাপন্না হইয়া নিজ বেদনা নিবেদন করেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে আশ্বস্তা করিয়া সমস্ত দেবতার সহিত শঙ্করকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ ভগবান হরির বৈকুণ্ঠধামে আগমন করিলেন। অনন্তর চতুরানন চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে দেবগণকে উদ্বিগ্ন দর্শন করিয়া তিনি ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন। ১—৬। ভগবান্ বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, পরেশ, অখণ্ড, সর্ব্বদেববর ও অখিল লীলাময়, তিনি ভিন্ন কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইবে না; অতএব তুমি সত্বর তাঁহার

যদি যোঽন্যস্তস্য সাক্ষাল্লোকং দর্শয় নঃ প্রভো ॥৮
শ্রীনারদ উবাচ।
ইত্যুক্তোঽপি হরিঃ পূর্ণঃ সর্ব্বৈর্দেবগণৈঃ সহ।
পদবীং দর্শয়ামাস ব্রহ্মাণ্ডশিখরোপরি ॥ ৯
বামপদাঙ্গুষ্ঠনখভিন্নব্রহ্মাণ্ডমস্তকে।
শ্রীবামনস্য বিবরে ব্রহ্মদ্রবসমাকুলে ॥ ১০
জলযানেন মার্গেণ বহিস্তে নির্যযুঃ সুরাঃ।
কলিঙ্গবিম্ববচ্চেদং ব্রহ্মাণ্ডং দদৃশুস্ত্বধঃ ॥ ১১
ইন্দ্রায়ণফলানীব লুঠন্ত্যন্যানি বৈ জলে।
বিলোক্য বিস্মিতাঃ সর্ব্বে বভূবুশ্চকিতা ইব ॥ ১২
কোটিশোযোজনার্দ্ধং বৈ পুরাণামষ্টকং গতাঃ।
দিব্যপ্রাকাররত্নাদিদ্রুমবৃন্দমনোহরম্ ॥ ১৩
তদূর্দ্ধং দদৃশুর্দেবা বিরজায়াস্তটং শুভম্।
তরঙ্গিতং ক্ষৌমশুভ্রং সোপানৈর্ভাস্বরং পরম্ ॥ ১৪
তং দৃষ্ট্বা প্রচলন্তস্তে তৎপুরং জগ্মুরুত্তমম্।
অসংখ্যকোটিমার্ত্তণ্ডজ্যোতিষাং মণ্ডলং মহৎ ॥১৫
দৃষ্ট্বা প্রতাড়িতাক্ষাস্তে তেজসা ধর্ষিতাঃ স্থিতাঃ।
নমস্কৃত্যাথ তত্তেজো দধ্যৌ বিষ্ণ্বাজ্ঞয়া বিধিঃ ॥১৬
তজ্জ্যোতির্ম্মণ্ডলেঽপশ্যৎ সাকারং ধাম শান্তিমৎ।
তস্মিন্ মহাদ্ভুতং দীর্ঘং মৃণালধবলং পরম্।
সহস্রবদনং শেষং দৃষ্ট্বা নেমুঃ সুরাস্ততঃ ॥ ১৭
তস্যোৎসঙ্গে মহালোকো গোলোকো
লোকবন্দিতঃ।
যত্র কালঃ কলয়তামীশ্বরো ধামমানিনাম্ ॥ ১৮
রাজন্ প্রভবেন্মায়া মনশ্চিত্তং মতির্হ্যহম্।
ন বিকারো বিশত্যেব ন মহাংশ্চ গুণাঃ কুতঃ ॥
তত্র কন্দর্পলাবণ্যাঃ শ্যামসুন্দরবিগ্রহাঃ।

বিশদ অব্যয় ধামে গমন কর। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি ত আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও পরিপূর্ণতম বলিয়া বিদিত নহি, অতএব হে প্রভো! যদি অন্য কেহ পরিপূর্ণতম থাকেন, তবে তাঁহার নিবাসস্থান আমাদিগকে প্রদর্শন করুন। নারদ বলিলেন,—ভগবান বিষ্ণু এইরূপে প্রার্থিত হইয়া সর্ব্বদেবগণসহ ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডের শিখরোপরিস্থ স্থান দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন,—ব্রহ্মাণ্ডের উপরে বামনদেবের বামপদাঙ্গুষ্ঠনখে নির্ভিন্ন এক বিবর বিদ্যমান, ঐ বিবর আদি-মন্দাকিনী জলে সমাকুল। সুরগণ সেই বিবর-পথে জলযানে ব্রহ্মাণ্ডের অপরদিকে আসিয়া পড়িলেন এবং ব্রহ্মাণ্ডকে অধোদেশে কলিঙ্গ-বিম্ববৎ অর্থাৎ ক্ষুদ্র করঞ্জফলের ন্যায় দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন,—ইন্দ্রায়ণ অর্থাৎ গুঞ্জা ফলের ন্যায় কোটি কোটি অন্যান্য অনেক ব্রহ্মাণ্ড সেই জলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। তাঁহারা এই সকল অবলোকন করিয়া বিস্মিত ও যেন চকিত হইলেন। তাহার অর্দ্ধ কোটি যোজন স্থান ব্যাপিয়া আটটী দিব্য পুর বিদ্যমান, সেই সকল মনোহর পুর দিব্য প্রাকার পরিবেষ্টিত এবং রত্ন ও বৃক্ষশ্রেণীতে শোভিত। দেবগণ সেই পুরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন—তাহার ঊর্দ্ধদেশে বিরজা নদী বিদ্যমান। বিরজার তীরভূমি পরমশোভন। তরঙ্গ রেখাসমন্বিত ও ক্ষৌম বসনের ন্যায় সুশুভ্র তত্রত্য সোপান সমূহ অত্যুজ্জ্বল। তদ্দর্শনে দেবগণ অগ্রসর হইয়া বিরজাতীরস্থ সেই ঊর্দ্ধতম পুরে প্রবেশ করিলেন। ঐ পুরী যেন অসংখ্য কোটি দিবাকর তুল্য এক মহা জ্যোতির্মণ্ডল। সেই তেজোদর্শনে তাঁহাদের নেত্র প্রপীড়িত হইল, তাঁহারা সেই তেজে ধর্ষিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিষ্ণুর আদেশে ব্রহ্মা সেই তেজকে নমস্কার করিয়া তাহার ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে তিনি সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যে এক শান্তিময় সাকার তেজ দর্শন করিলেন। সেই তেজো-মধ্যে মহাদ্ভুত পরম রমণীয় মৃণাল ধবল সুদীর্ঘ সহস্রবদন শেষনাগ বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া দেবগণ প্রণাম করিলেন। সেই শেষনাগের ক্রোড়ে লোকবন্দিত মহা-লোক গোলোক অবস্থিত, সেই গোলোকে তেজস্বী সংহারকদিগেরও সংহারক ঈশ্বর বিরাজিত রহিয়াছেন।৭—১৮। হে রাজন্। সেস্থানে মায়া, মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের প্রভাব নাই; বিকার এবং মহত্তত্ত্বও তথায় প্রবেশ

দ্বারি গন্তুং চাভ্যুদিতা ন্যষেধন্ কৃষ্ণপার্ষদাঃ ॥২০

দেবা ঊচুঃ ।

লোকপালা বয়ং সর্ব্বে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।
শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থায় শক্রাদ্যা আগতা ইহ ॥ ২১

শ্রীনারদ উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা তদভিপ্রায়ং শ্রীকৃষ্ণায় সখীজনাঃ ।
ঊচুর্দ্দেবপ্রতীহারা গত্বা চান্তঃপুরং পরম্ ॥ ২২
তদা বিনির্গতা কাচিচ্ছতচন্দ্রাননা সখী ।
পীতাম্বরা বেত্রহস্তা সাপৃচ্ছদ্বাঞ্ছিতং সুরান্ ॥ ২৩

চন্দ্রাননোবাচ ।

কস্যাণ্ডস্যাধিপাদে বা যূয়ং সর্ব্বে সমাগতাঃ ।
বদতাশু গমিষ্যামি তস্মৈ ভগবতে হ্যহম্ ॥ ২৪

দেবা ঊচুঃ ।

অহো অণ্ডান্যতান্যানি নাস্মাভির্দ্দর্শিতানি চ ।
একমণ্ডং প্রজানীমোঽথোঽপরং নাস্তি নঃ শুভে ॥

শ্রীচন্দ্রাননোবাচ ।

ব্রহ্মাদেব লুঠন্তীহ কোটিশো হ্যণ্ডরাশয়ঃ ।
তেষু যূয়ং যথা দেবাস্তথাণ্ডেঽণ্ডে পৃথক্ পৃথক্ ॥
নামগ্রামং ন জানীথ কদা নাত্র সমাগতাঃ ।
জড়বুদ্ধ্যা প্রহৃষ্যধ্বে গৃহান্নাপি বিনির্গতাঃ ॥ ২৭
ব্রহ্মাণ্ডমেকং জানন্তি যত্র জাতাস্তথা জনাঃ ।
মশকাশ্চ চ যথান্তঃস্থা ঔডুম্বরফলেষু বৈ ॥ ২৮

শ্রীনারদ উবাচ ।

উপহাস্যং গতা দেবা ইত্থং তুষ্ণীং স্থিতাঃ পুনঃ ।
চকিতানানতান্ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুর্ব্বচনমব্রবীৎ ॥ ২৯

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ ।

যস্মিন্নণ্ডে পৃশ্নিগর্ভোঽবতারোঽভূৎ সনাতনঃ ।
ত্রিবিক্রমনখোদ্ভিন্নে তস্মিন্নণ্ডে স্থিতা বয়ম্ ॥৩০

শ্রীনারদ উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা তঞ্চ সংশ্লাঘ্য শীঘ্রমন্তঃপুরং গতা ।

করিতে পারে না; গুণের আর কথা কি? তাহার দ্বারদেশে কন্দর্পকান্তি শ্যামসুন্দর-বিগ্রহ কৃষ্ণপার্ষদগণ বিদ্যমান, দেবগণ তথায় প্রবেশোদ্যত হইলে তাঁহারা তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। দেবগণ বলিলেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রমুখ আমরা সকলেই লোকপাল, ইন্দ্রাদি দেবগণসহ আমরা শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। নারদ বলিলেন,—কৃষ্ণপ্রিয় প্রতিহারিগণ তাঁহাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন, তখন পুরমধ্য হইতে পীতাম্বর-পরিহিতা শত শশধরকান্তি বেত্রহস্তা এক সখী নির্গতা হইয়া সুরগণকে তাঁহাদের মনোরথ জিজ্ঞাসা করিলেন। চন্দ্রাননা বলিলেন,—এখানে সমাগত আপনারা কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তাহা সত্বর বলুন, আমি ভগবানের নিকট গিয়া নিবেদন করিব। দেবগণ বলিলেন,—অহো! আমরা ত একই ব্রহ্মাণ্ড বিদিত আছি, হে শুভে! আমরা অন্য ব্রহ্মাণ্ড কখন দর্শনও করি নাই এবং অপর ব্রহ্মাণ্ড আছে বলিয়াও আমাদের বিদিত নহে।

চন্দ্রাননা বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এখানে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরাশি বিলুণ্ঠিত হইতেছে; তোমরা যেরূপ তোমাদের ব্রহ্মাণ্ডের দেবতা, তদ্রূপ সেই সকল বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডেও তোমাদের মত পৃথক্ পৃথক্ দেবতা সকল বিদ্যমান রহিয়াছেন। তোমরা কখনও এখানে আগমন কর নাই এবং সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের নামসমূহও অবগত নহ। জড়বুদ্ধিতেই নিজগৃহে প্রসন্নভাবে অবস্থান কর, গৃহের বাহিরে কখন বাহিরও হও নাই। উডুম্বর ফলমধ্যস্থ কীটের যেমন তাহার বাসস্থানটীতে মাত্র জ্ঞান থাকে, সাধারণ জনগণ যেমন নিজ জন্মস্থান—একটীমাত্র ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ই বিদিত; তোমরাও তদ্রূপ তোমাদের সেই একই ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় বিদিত আছ। নারদ বলিলেন,—দেবগণ এইরূপে উপহাস প্রাপ্ত হইয়া নীরবে অবস্থান করিয়া রহিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু, দেবগণকে চকিত ও আনতবদন দর্শন করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—পৃশ্নিগর্ভ সনাতন ভগবান্ যে ব্রহ্মাণ্ডে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠনখাঘাতে যে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভিন্ন হইয়াছিল, আমরা

পুনরাগত্য দেবেভ্যোঽপ্যাজ্ঞাং দত্ত্বা গতা পুরম্
অথ দেবগণাঃ সর্ব্বে গোলোকং দদৃশুঃ পরম্।
তত্র গোবর্দ্ধনো নাম গিরিরাজো বিরাজতে ॥ ৩২
বসন্তমানিনীভিশ্চ গোপীভির্গোগণৈর্বৃতঃ।
কল্পবৃক্ষলতাসঙ্ঘৈ রাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ ৩৩
যত্র কৃষ্ণা নদী শ্যামা তোলিকাকোটিমণ্ডিতা।
বৈদূর্য্যকৃতসোপানা স্বচ্ছন্দগতিরুত্তমা ॥ ৩৪
বৃন্দাবনং ভ্রাজমানং দিব্যদ্রুমলতাকুলম্।
চিত্রপক্ষিমধুব্রাতৈর্বংশীবটবিরাজিতম্ ॥ ৩৫
পুলিনে শীতলে বায়ুর্মন্দগামী বহত্যলম্।
সহস্রদলপদ্মানাং রজো বিক্ষেপয়ন্মুহুঃ ॥ ৩৬
মধ্যে নিজনিকুঞ্জোঽস্তি দ্বাত্রিংশদ্বনসংযুতঃ।
প্রাকারপরিখাযুক্তোঽরুণাক্ষয়বটাজিরঃ ॥ ৩৭
সপ্তধা পদ্মরাগাগ্রাজিরকুঞ্জবিভূষিতঃ।
কোটীন্দুমণ্ডলাকারৈর্ব্বিতানৈর্ণ্ণলিকাত্ম্যতিঃ ॥ ৩৮
পতৎপতাকৈর্দ্দিব্যাভৈঃ পুষ্পমন্দিরবর্ত্মভিঃ।
জাতভ্রমরসঙ্গীতো মত্তবর্হিপিকস্বনঃ ॥ ৩৯
বালার্ককুণ্ডলধরাঃ শতচন্দ্রপ্রভাঃ স্ত্রিয়ঃ।
স্বচ্ছন্দগতয়ো রত্নৈঃ পশ্যন্ত্যঃ সুন্দরং মুখম্ ॥ ৪০
রত্নাজিরেষু ধাবন্তো হারকেয়ূরভূষিতাঃ।
ক্বণন্নূপুরকিঙ্কিণ্যশ্চূড়ামণিবিরাজিতাঃ ॥ ৪১
কোটিশঃ কোটিশো গাবো দ্বারি দ্বারি মনোহরাঃ
শ্বেতপর্ব্বতসঙ্কাশা দিব্যভূষণভূষিতাঃ ॥ ৪২
পয়স্বিন্যস্তরুণ্যশ্চ শীলরূপগুণৈর্যুতাঃ।
সবৎসাঃ পীতপুচ্ছাশ্চ ব্রজন্ত্যো ভব্যমূর্ত্তিকাঃ ॥ ৪৩
ঘণ্টামঞ্জীরসংরাবাঃ কিঙ্কিণীজালমণ্ডিতাঃ।
হেমশৃঙ্গ্যো হেমতুল্যহারমালাঃ স্ফুরৎপ্রভাঃ ॥ ৪৪

সেই ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী। নারদ বলিলেন,—বিষ্ণুবাক্য-শ্রবণে সখী চন্দ্রাননা সেই বাক্য সাদরে গ্রহণ করিয়া সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তখনই পুনরায় আগমন করত দেবগণকে পুরপ্রবেশে আদেশ দিয়া পূর্ব্ববৎ পুরমধ্যে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর দেবগণ সকলেই সেই পরম রমণীয় গোলোক অবলোকন করিলেন। সেই গোলোকে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন বিরাজিত, গোপগণ পরিবেষ্টিত বসন্ত সময়োচিত ব্যবহারনিপুণা গোপী ও গো-গণ তথায় অধিষ্ঠিত; কল্পপাদপের লতাজালে তাঁহাদের রাসমণ্ডল বিমণ্ডিত; সেখানে শ্যামা যমুনা নদী অনন্ত লহরী তুলিয়া প্রবাহিত; তাহার তীর-সোপান-শ্রেণী বৈদূর্য্যাদি রত্নজালে উজ্জ্বল এবং সেই যমুনা নদীর গতি স্বচ্ছন্দ। মনোহর যমুনাতীরে দিব্য বৃক্ষ ও লতাকীর্ণ বৃন্দাবন বিরাজিত। বিচিত্র বিহগ, মধুকর ও বংশীবটে সেই বন অতীব শোভান্বিত। সেই সুশীতল যমুনা পুলিনে সহস্রদল পদ্মের পরাগ ইতস্ততঃ প্রক্ষেপপূর্ব্বক মৃদু-মন্দ গামী গন্ধবহ পর্য্যাপ্তরূপে মুহুর্মুহুঃ প্রবাহিত। সেই বৃন্দাবন মধ্যে দ্বাত্রিংশৎ বনবিরাজিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজ নিকুঞ্জ অবস্থিত; সেই নিকুঞ্জ প্রাকার ও পরিখাযুক্ত এবং তাহার প্রাঙ্গণে অরুণবর্ণ অক্ষয় বট বিদ্যমান; পদ্মরাগাদি সপ্তপ্রকার মণিদ্বারা তত্রত্য অঙ্গন ও ভিত্তিভূমি বিভূষিত; কোটি কোটি চন্দ্রমণ্ডলের মত বিতান শ্রেণীদ্বারা সেই অঙ্গন পরিশোভিত; দিব্যকান্তি পতাকা তথায় পতপত উড়িতেছে, সেই অঙ্গনপথে পুষ্পমন্দির বিদ্যমান, মধুকরগণ তথায় গুন্ গুন্ রবে গান করিতেছে; মত্ত ময়ূররব ও কোকিলকূজনে সেই কুঞ্জ মুখরিত হইতেছে। বালার্কের আকার সদৃশ কুণ্ডল-ধারিণী শত শশধরশোভাশালিনী রমণীগণ স্বচ্ছন্দ গতিতে বিচরণ করত রত্নশোভা সমন্বিত সুন্দর বদন পরস্পর সন্দর্শন করিতেছেন। সেই চূড়ামণিশোভিতা হারকেয়ূরভূষিতা ভামিনীরা যখন অঙ্গন মধ্যে ধাবমানা, তখন তাঁহাদের নূপুর ও কিঙ্কিণী হইতে ক্বণ ক্বণ ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। ১৯—৪১। শ্বেত শৈল-সদৃশী দিব্যভূষণ-ভূষিতা কোটি কোটি মনোহরা গো দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতেছে; তাহারা তরুণী পয়স্বিনী শান্তস্বভাবা ও রূপ-গুণে মনোরমা। শান্ত ভাবে ভ্রমণশীলা সেই সকল গো সবৎসা ও তাহাদের পুচ্ছ পীতবর্ণ; তাহাদের গলদেশে ঘণ্টা এবং পাদদেশে মঞ্জীর ও কিঙ্কিণী জাল হইতে সুমধুর রব

পাটলা হরিতাস্তাম্রাঃ পীতাঃ শ্যামা বিচিত্রিতাঃ।
ধূম্রাঃ কোকিলবর্ণাশ্চ যত্র গাবস্ত্বনেকধা ॥ ৪৫
সমুদ্রবর্দ্ধদুগ্ধদাশ্চ তরুণীকরচিহ্নিতাঃ।
কুরঙ্গবদ্বিলঙ্ঘ্যদ্ভির্গোবৎসৈর্ম্মণ্ডিতাঃ শুভাঃ ॥ ৪৬
ইতস্ততশ্চলন্তশ্চ গোগণেষু মহাবৃষাঃ।
দীর্ঘকন্ধরশৃঙ্গাঢ্যা যত্র ধর্ম্মধুরন্ধরাঃ ॥ ৪৭
গোপালা বেত্রহস্তাশ্চ শ্যামা বংশীধরাঃ পরাঃ।
কৃষ্ণলীলাং প্রগায়ন্তো রাগৈর্ম্মদনমোহনৈঃ ॥ ৪৮
ইত্থং নিজনিকুঞ্জং তং নত্বা মধ্যে গতাঃ সুরাঃ।
জ্যোতিষাং মণ্ডলং পদ্মং সহস্রদলশোভিতম্ ॥৪৯
তদূর্দ্ধং ষোড়শদলং ততোঽষ্টদলপঙ্কজম্।
তস্যোপরি স্ফুরদ্দীর্ঘং সোপানত্রয়মণ্ডিতম্ ॥ ৫০
সিংহাসনং পরং দিব্যং কৌস্তুভৈঃ খচিতং শুভৈঃ
দদৃশুর্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ শ্রীকৃষ্ণং রাধয়া যুতম্ ॥ ৫১
দিব্যৈরষ্টসখীসঙ্ঘৈর্মোহিন্যাদিভিরন্বিতম্।
শ্রীদামাদ্যৈঃ সেব্যমানমষ্টগোপালসেবিতৈঃ ॥ ৫২
হংসাভৈর্ব্যজনান্দোলচামরৈর্বজ্রমুষ্টিভিঃ।
কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশৈঃ সেবিতং ছত্রকোটিভিঃ ॥

শ্রীরাধিকালঙ্কৃতবামবাহুং
স্বচ্ছন্দবক্রীকৃতদক্ষিণাঙ্ঘ্রিম্।
বংশীধরং সুন্দরমন্দহাসং
ভ্রূমণ্ডলামোহিতকামরাশিম্ ॥ ৫৪
ঘনপ্রভং পদ্মদলায়তেক্ষণং
প্রলম্ববাহুং বহুপীতবাসসম্।
বৃন্দাবনোন্মত্তমিলিন্দশব্দৈ-
র্বিরাজিতং শ্রীবনমালয়া হরিম্ ॥ ৫৫
কাঞ্চীকলাকঙ্কণনূপুরত্বিষাতং
লসন্মনোহারিমহোজ্জ্বলস্মিতম্।
শ্রীবৎসরত্নোত্তমকুন্তলাশ্রয়ং
কিরীটহারাঙ্গদকুণ্ডলান্বিতম্ ॥ ৫৬

উত্থিত হইতেছে; হেমশৃঙ্গ সেই সকল গোর স্বর্ণহারসমূহের প্রভা প্রস্ফুরিত হইতেছে। সেই সকল গো বহুবিধ বর্ণবিশিষ্ট—কেহ পাটল, কেহ হরিত, কেহ তাম্র, কেহ পীত, কেহ শ্যাম, কেহ চিত্রবিচিত্র, কেহ ধূম্র এবং কেহ কোকিলবর্ণ। তাহারা সাগরের ন্যায় প্রভূত দুগ্ধধারা প্রদান করে এবং তাহাদের গাত্রে তরুণীগণের করচিহ্ন বিদ্যমান। তদীয় বৎসগণ হরিণের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে উল্লম্ফন সহকারে বিচরণ করিয়া তাহাদের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সেই সকল গোগণের চতুর্দ্দিকে মহাবৃষগণ বিচরণ করে, তাহাদের কন্ধর উন্নত ও শৃঙ্গ দীর্ঘ; তাহারা যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-ধুরন্ধর। বেত্রহস্ত বংশীধারী পরম রমণীয় শ্যামবর্ণ গোপালগণ মদনমোহন-রাগে কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। দেবগণ তাদৃশ কৃষ্ণনিকুঞ্জ মধ্যে গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন। সেই নিকুঞ্জমধ্যে সহস্রদল কমলশোভিত জ্যোতির্মণ্ডল স্বরূপ এক পদ্ম বিদ্যমান, তাহার উর্দ্ধে ষোড়শদল এবং তদূর্দ্ধে অষ্টদল পদ্ম প্রতিষ্ঠিত; তাহার উপরে প্রস্ফুরিত সুদীর্ঘ সোপানত্রয়-শোভিত মনোজ্ঞ কৌস্তুভমণি-নিবহখচিত পরম রমণীয় দিব্য সিংহাসন অবস্থিত; দেবগণ সেই সিংহাসনে রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। তিনি মোহিনী প্রভৃতি দিব্য অষ্টসখী দ্বারা সংবেষ্টিত ও শ্রীদামাদি অষ্ট গোপাল দ্বারা সেবিত; হংস সদৃশ ধবল ব্যজনে বীজিত ও হীরক রচিত মুষ্টিবদ্ধ চারু চামর দ্বারা আন্দোলিত এবং কোটি নিশাকর-জ্যোতি কোটি শ্বেতচ্ছত্র দ্বারা আবৃত। ৪২—৫৩। শ্রীরাধিকা বামাংশে থাকিয়া তাঁহার বামবাহু অলঙ্কৃত করিতেছেন, তিনি স্বেচ্ছায় দক্ষিণ চরণ বক্র করিয়া রাখিয়াছেন; হস্তে বংশী ধারণ করিয়া মন্দ মন্দ সুন্দর হাসিতেছেন এবং ভ্রূবিলাসে যেন কামকে মোহিত করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ মেঘের মত, নেত্র পদ্মপত্রতুল্য আয়ত, বাহু লম্বমান, পরিধানে পীতবসন এবং গলে বনমালা। সেই বনমালায় বৃন্দাবনের মত্ত মধুকরগণ আসক্ত হইয়া শব্দ করত হরির শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। কমনীয় কাঞ্চী, কঙ্কণ ও নূপুরে তাঁহার কতই কান্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, তাঁহার মহোজ্জ্বল ঈষৎ হাস্য মনোহারী ও বিলাস

দৃষ্ট্বা তমানন্দসমুদ্রমগ্নবৎ-
প্রহর্ষিতাশ্চাশ্রুকলাকুলেক্ষণাঃ।
ততঃ সুরাঃ প্রাঞ্জলয়ো নতাননা
নেমুর্মুরারিং পুরুষং পরায়ণম্॥ ৫৭

ইতি শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে
নারদবহুলাশ্বসংবাদে শ্রীগোলোকধাম-
বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীজনক উবাচ।
মুনে দেবা মহাত্মানং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা পরাৎপরম্।
অগ্রে কিং চক্রিরে তত্র তন্মে ব্রূহি কৃপাং কুরু॥
শ্রীনারদ উবাচ।
সর্ব্বেষাং পশ্যতাং তেষাং বৈকুণ্ঠোঽপি হরিস্ততঃ
উত্থায়াষ্টভুজঃ সাক্ষাল্লীনোঽভূৎ কৃষ্ণবিগ্রহে॥২
তদৈব চাগতঃ পূর্ণো নৃসিংহশ্চণ্ডবিক্রমঃ।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশো লীনোঽভূৎ কৃষ্ণতেজসি
রথে লক্ষহয়ে শুভ্রে স্থিতশ্চাগতবাংস্ততঃ।
শ্বেতদ্বীপাধিপো ভূমা সহস্রভুজমণ্ডিতঃ॥ ৪
শ্রিয়া যুক্তঃ স্বায়ুধাঢ্যঃ পার্ষদৈঃ পরিসেবিতঃ।
সম্প্রলীনো বভূবাশু সোঽপি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে॥ ৫
তদৈব চাগতঃ সাক্ষাদ্রামো রাজীবলোচনঃ।
ধনুর্ব্বাণধরঃ সীতাশোভিতো ভ্রাতৃভির্বৃতঃ॥ ৬
দশকোট্যর্কসঙ্কাশে চামরৈর্দোলিতে রথে।
অসংখ্যবানরেন্দ্রাঢ্যে লক্ষচক্রঘনস্বনে॥ ৭
লক্ষধ্বজে লক্ষহয়ে শাতকৌম্ভে স্থিতস্ততঃ।
শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে পূর্ণঃ সম্প্রলীনো বভূব হ॥ ৮
তদৈব চাগতঃ সাক্ষাদ্‌যজ্ঞো নারায়ণো হরিঃ।
প্রস্ফুরৎ প্রলয়াটোপজ্বলদগ্নিশিখোপমঃ॥ ৯
রথে জ্যোতির্ম্ময়ে দৃশ্যো দক্ষিণাঢ্যঃ সুরেশ্বরঃ।
সোঽপি লীনো বভূবাশু শ্রীকৃষ্ণে শ্যামবিগ্রহে

সমন্বিত, উত্তম রত্ন শ্রীবৎস তাঁহার কণ্ঠদেশ-কান্তি সম্পাদন করিতেছে এবং কিরীট, হার, অঙ্গদ ও কুণ্ডলে তদীয় মণ্ডনশ্রী বিস্তার করিয়াছে। দেবগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন, হর্ষে তাঁহাদের নয়ন অশ্রুকলায় আকুলিত হইল, তাঁহারা যুক্তকরে ও আনতবদনে পরায়ণ পরম পুরুষ মুরারিকে নমস্কার করিলেন।৫৪—৫৭।

গোলোকখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

জনকরাজ জিজ্ঞাসিলেন,—হে মুনে! দেবগণ পরাৎপর মহাত্মা কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তৎপর কি করিয়াছিলেন, কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করুন। নারদ বলিলেন,—সেই সকল দর্শক দেবগণের সমক্ষে অষ্টভুজ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ হরি উত্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে লীন হইলেন। তৎপর তখনই প্রচণ্ড-বিক্রম কোটি সূর্য্য সমপ্রভ পূর্ণাবতার নৃসিংহ তথায় সমাগত হইয়া কৃষ্ণবিগ্রহে লীন হইলেন। অনন্তর সহস্র বাহু সমন্বিত সায়ুধ সলক্ষ্মীক পার্ষদ-পরিসেবিত ভূমা শ্বেতদ্বীপপতি লক্ষ শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক আসিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে সংলীন হইলেন। ১—৫। তখনই ধনুর্ব্বাণধারী সীতা ও ভ্রাত্রাদিসহ সাক্ষাৎ পূর্ণাবতার রাজীবলোচন রাম লক্ষধ্বজযুক্ত লক্ষ অশ্ববাহিত দশকোটি সূর্য্যসঙ্কাশ সুবর্ণ রথে আরোহণপূর্ব্বক সমাগত হইলেন; তাঁহার আগমন সময়ে তদীয় রথ বহু চামর দ্বারা আন্দোলিত হইতেছিল। অসংখ্য বানর তাঁহার সঙ্গে আগমন করিয়াছিল, এবং তাঁহার লক্ষ সংখ্যক রথচক্রের ঘনধ্বনি উত্থিত হইতেছিল; তিনি আসিয়াই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে প্রলীন হইলেন। তখনই প্রস্ফুরিত দর্পোদ্ধত প্রজ্বলিত প্রলয়ানল-শিখা-তুল্য জ্যোতির্ম্ময় রথে দক্ষিণাসহ সাক্ষাৎ সুরেশ্বর নারায়ণ হরি যজ্ঞ আগমন করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে লীন হই-

তদা চাগতবান্ সাক্ষান্নরনারায়ণঃ প্রভুঃ।
চতুর্ভুজো বিশালাক্ষো মুনিবেশো ঘনদ্যুতিঃ ॥ ১১
তড়িৎকোটিজটাজূটঃ প্রস্ফুরদ্দীপ্তিমণ্ডলঃ
মুনীন্দ্রমণ্ডলৈর্দ্দিব্যৈর্মণ্ডিতোহখণ্ডিতব্রতঃ ॥ ১২
সর্ব্বেষাং পশ্যতাং তেষামাশ্চর্য্যমনসাং নৃপ।
সোহপি লীনো বভূবাশু শ্রীকৃষ্ণে শ্যামসুন্দরে ॥১৩
পরিপূর্ণতমং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণঞ্চ স্বয়ং প্রভুম্।
জ্ঞাত্বা দেবাঃ স্তুতিং চক্রুঃ পরং বিস্ময়মাগতাঃ ॥

শ্রীদেবা উচুঃ।

কৃষ্ণায় পূর্ণপুরুষায় পরাৎপরায়
যজ্ঞেশ্বরায় পরকারণকারণায়।
রাধাবরায় পরিপূর্ণতমায় সাক্ষাদ্-
গোলোকধামধিষণায় নমঃ পরস্মৈ ॥ ১৫
যোগেশ্বরাঃ কিল বদন্তি মহঃ পরং ত্বাং
তত্রৈব সাত্বতমনাঃ কৃতবিগ্রহঞ্চ।
অস্মাভিরদ্য বিদিতং যদদোহদ্বয়ন্তে
তস্মৈ নমোহস্তু মহসাং পতয়ে পরস্মৈ ॥ ১৬
ব্যঙ্গেন বা ন নহি লক্ষণয়া কদাপি
স্ফোটেন যচ্চ কবয়ো ন বিশন্তি মুখ্যাঃ।
নির্দ্দেশ্যভাবরহিতং প্রকৃতেঃ পরঞ্চ
ত্বাং ব্রহ্ম নির্গুণমলং শরণং ব্রজামঃ ॥ ১৭
ত্বাং ব্রহ্ম কেচিদবযন্তি পরে চ কালং
কেচিৎ প্রশান্তমপরে ভুবি কর্ম্মরূপম্।
পূর্ব্বে চ যোগমপরে কিল কর্তৃভাব-
মন্যোক্তিভির্ন বিদিতং শরণং গতাঃ স্ম ॥১৮
শ্রেয়স্করীং ভগবতস্তব পাদসেবাং
হিত্বাথ তীর্থযজনাদি তপশ্চরন্তি।
জ্ঞানেন যে চ বিদিতা বহুবিঘ্নসঙ্ঘৈঃ
সন্তাড়িতাঃ কিল ভবন্তি ন তে কৃতার্থাঃ ॥১৯
বিজ্ঞাপনমদ্য কিমু দেব অশেষসাক্ষী
যঃ সর্ব্বভূতহৃদয়েষু বিরাজমানঃ।
দেবৈর্নমদ্ভিরমলাশয়মুক্তদেহৈ-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায় ॥ ২০

লেন। অনন্তর তখনই সাক্ষাৎ বিভু নর-নারায়ণ আগমন করিলেন। তিনি চতুর্ব্বাহু বিশাললোচন মুনিবেশধারী ও মেঘকান্তি; তাঁহার জটাজূট কোটি কোটি বিদ্যুতের ন্যায় প্রস্ফুরিত জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মত প্রতিভাত; হে নৃপ! সেই অখণ্ডিতব্রত দিব্য মুনীন্দ্রমণ্ডল-মণ্ডিত নরনারায়ণ বিস্মিত-মনা দর্শকগণের সমক্ষে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে আশু বিলীন হইলেন। তখন দেবগণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম জানিতে পারিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন এবং সকলেই তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—পূর্ণপুরুষ পরাৎপর যজ্ঞেশ্বর পরকারণকারণ রাধাপতি সাক্ষাৎ গোলোকপতি পরিপূর্ণতম পরমপুরুষ কৃষ্ণকে নমস্কার। যোগেশ্বরগণ আপনাকে পরম তেজোরূপ বলেন, সাত্বত-মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ আপনাকে দেহধারী বলিয়া থাকেন; আমরা আজ আপনাকে যে অদ্বয়রূপে জানিতে পারিলাম, সেই পরম তেজোরূপী আপনাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মন্! মুখ্য মুখ্য কবিগণ ব্যঞ্জনা বা লক্ষণা আরোপ কিংবা স্ফোট অর্থাৎ শব্দের সূক্ষ্মশক্তি দ্বারা আপনার প্রকৃতরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন না; আপনি অনির্ব্বচনীয় ও মায়ারহিত, অতএব পরিপূর্ণ ব্রহ্ম, আমরা আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। কেহ আপনাকে বলেন ব্রহ্ম, কেহ বলেন কাল, কেহ বলেন প্রশান্তরূপ, কেহ বলেন পৃথিবীর কর্ম্মরূপী, কেহ বলেন যোগরূপ, কেহ বলেন কর্ত্তা,—এইরূপ বিভিন্ন বিরুদ্ধ উক্তি পরম্পরা দ্বারা আপনার স্বরূপ-নির্ণয় অসম্ভব, অতএব আমরা আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। ৬—১৮। হে ভগবন্! সর্ব্ব-শ্রেয়স্করী আপনার পাদসেবা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা তীর্থ যজনাদি তপশ্চরণ করেন, কিংবা কেবল জ্ঞান দ্বারা আপনাকে বিদিত হইতে যত্ন করেন, তাঁহারা বহু বিঘ্নরাশি দ্বারা সন্তাড়িত হইয়া কৃতার্থ হইতে সমর্থ হন না। হে দেব! সম্প্রতি আপনার নিকট আমাদের কি আর বিজ্ঞাপন যোগ্য আছে? আপনি সর্ব্বভূত-হৃদয়বাসী ও অশেষসাক্ষী, শুদ্ধহৃদয় জ্ঞানিজন

যো রাধিকাহৃদয়সুন্দরচন্দ্রহারঃ
শ্রীগোপিকানয়নজীবনমূলহারঃ।
গোলোকধামধিষণধ্বজ আদিদেবঃ
স ত্বং বিপৎসু বিবুধান্ পরিপাহি পাহি ॥ ২১
বৃন্দাবনেশ গিরিরাজপতে ব্রজেশ
গোপালবেশ কৃতনিত্যবিহারলীল।
রাধাপতে শ্রুতিধরাধিপতে ধরাং ত্বং
গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ উদ্ধর ধর্ম্মধারাম্ ॥ ২২

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্যুক্তো ভগবান্ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো গোকুলেশ্বরঃ
প্রত্যাহ প্রণতান্ দেবান্মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ২৩

শ্রীভগবানুবাচ।

হে সুরজ্যেষ্ঠ হে শম্ভো দেবাঃ শৃণুত মদ্বচঃ।
যাদবেষু চ জন্মধ্বমংশৈঃ স্ত্রীভির্ম্মদাজ্ঞয়া ॥ ২৪
অহং চাবতরিষ্যামি হরিষ্যামি ভুবো ভরম্।
করিষ্যামি চ বঃ কার্য্যং ভবিষ্যামি যদোঃ কুলে ॥
বেদা মে বচনং বিপ্রা মুখং গাবস্তনুর্মম।
অঙ্গানি দেবতা যূয়ং সাধবো হ্যসবো হৃদি ॥ ২৬
যুগে যুগে চ বাধ্যেত যদা পাষণ্ডিভির্জ্জনৈঃ।
ধর্ম্মঃ ক্রতুর্দ্দয়া সাক্ষাত্তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ২৭

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্যুক্তবন্তং জগদীশ্বরং হরিং
রাধা পতিপ্রাণবিয়োগবিহ্বলা।
দাবাগ্নিনা দুঃখলতেব মূর্চ্ছিতা-
শ্রুকম্পরোমাঞ্চিতভাবসংবৃতা ॥ ২৮

শ্রীরাধোবাচ।

ভুবো ভরং হর্ত্তুমলং ব্রজের্ভুবং
কৃতং পরং মে শপথং শৃণোত্বতঃ।
গতে ত্বয়ি প্রাণপতে চ বিগ্রহং
কদাচিদত্রৈব ন ধারয়াম্যহম্ ॥ ২৯
যদা ত্বমেবং শপথং ন মন্যসে
দ্বিতীয়বারং প্রদদামি বাক্‌পথম্।
প্রাণো ধরে গন্তুমতীব বিহ্বলঃ
কর্পূরধূলেঃ কণবদ্গমিষ্যতি ॥ ৩০

ও দেবগণও আপনার উদ্দেশে কেবল প্রণাম করিতে সমর্থ; হে ভগবন্! আমরা আপনার সেই পুরুষোত্তমরূপের প্রণাম করি। আপনি রাধিকা হৃদয়ের সুন্দর চন্দ্রহার। গোপী-গণের নয়ন ও জীবনের মূলহার, গোলোক-ধামের গৃহচূড়া; হে আদিদেব! আপনি দেবগণকে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করুন। হে রাধেশ! হে বৃন্দাবনেশ! আপনি গিরি-রাজ গোবর্দ্ধনপতি ব্রজপতিরূপে গোপাল-বেশে নিত্য লীলাবিহার করিয়া থাকেন; হে শ্রুতিধরাধীশ! আপনি গোবর্দ্ধন ধারণ-কারী, এক্ষণে ক্ষিতিকে উদ্ধার করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করুন। নারদ বলিলেন,—গোকুলে-শ্বর সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রণত দেবগণ-কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলি-লেন,—হে চতুরানন! হে শঙ্কর! হে দেবগণ! তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর,—আমার আদেশে তোমরা নিজ নিজ স্ত্রীগণের সহিত স্ব স্ব অংশে যদুবংশে জন্মগ্রহণ কর; আমিও যদুকুলে জন্ম লইয়া অবতীর্ণ হইব,—ভূভারহরণ পূর্ব্বক তোমাদের কার্য্যসিদ্ধি করিব। বেদ আমার বাক্য, বিপ্র আমার মুখ, গোগণ তনু, তোমরা দেবগণ অঙ্গ, এবং সাধুগণ হৃদয়ের প্রাণ। যুগে যুগে যখন পাষণ্ডগণ যজ্ঞ-দয়াদি ধর্ম্ম পণ্ড করে, তখন স্বয়ং আমিই ভূতলে অবতার পরিগ্রহ করিয়া থাকি। ১৯—২৭। নারদ বলিলেন,—স্বীয় পতি জগদীশ্বর হরি এইরূপ বলিলে রাধা প্রাণস্বরূপ পতির বিরহে বিহ্বলা হইয়া দাবাগ্নিদগ্ধ লতার ন্যায় মূর্চ্ছিতা হইলেন, তাঁহার নেত্র অশ্রুজলে আপ্লুত এবং দেহ কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইল। রাধা বলিলেন,—হে প্রাণনাথ! আপনি ভূভার হরণ জন্য ভূতলে গমন করিবেন, অতএব আমার এক অমোঘ প্রতিজ্ঞা বাক্য শ্রবণ করুন; আপনি চলিয়া গেলে আমি এখানে কোন-রূপেই শরীর ধারণ করিয়া থাকিতে পারিব না। যদি আপনি এই প্রতিজ্ঞা বাক্যেও অবজ্ঞা করেন, তবে দ্বিতীয়বার বলিতেছি,—আমার বিহ্বল প্রাণও চূর্ণ কর্পূরের রেণুর

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্বয়া সহ গমিষ্যামি মা শোকং কুরু রাধিকে।
হরিষ্যামি ভুবো ভারং করিষ্যামি বচস্তব ॥ ৩১

শ্রীরাধিকোবাচ।

যত্র বৃন্দাবনং নাস্তি যত্র নো যমুনা নদী।
যত্র গোবর্দ্ধনো নাস্তি তত্র মে ন মনঃসুখম্ ॥৩২

শ্রীনারদ উবাচ।

বেদনাগক্রোশভূমিং স্বধাম্নঃ শ্রীহরিঃ স্বয়ম্।
গোবর্দ্ধনঞ্চ যমুনাং প্রেষয়ামাস ভূপরি ॥ ৩৩
তদা ব্রহ্মা দেবগণৈর্নত্বা নত্বা পুনঃপুনঃ।
পরিপূর্ণতমং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণং সমুবাচ হ ॥ ৩৪

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

অহং কুত্র ভবিষ্যামি কুত্র ত্বঞ্চ ভবিষ্যসি।
এতে কুত্র ভবিষ্যন্তি কৈর্গৃহৈঃ কৈশ্চ নামাভিঃ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বসুদেবস্য দেবক্যাং ভবিষ্যামি পরঃ স্বয়ম্।
রোহিণ্যাং মৎকলা শেষো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
শ্রীঃ সাক্ষাদ্রুক্মিণী ভৈষ্মী শিবা জাম্ববতী তথা।
সত্যা চ তুলসী ভূমৌ সত্যভামা বসুন্ধরা ॥ ৩৭
দক্ষিণা লক্ষ্মণা চৈব কালিন্দী বিরজা তথা।
ভদ্রা হ্রীর্ম্মিত্রবিন্দা চ জাহ্নবী পাপনাশিনী ॥ ৩৮
রুক্মিণ্যাং কামদেবশ্চ প্রদ্যুম্ন ইতি বিশ্রুতঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহস্তস্য ত্বঞ্চ ভবিষ্যসি ॥ ৩৯
নন্দো দ্রোণো বসুঃ সাক্ষাদ্‌যশোদা সা ধরা স্মৃতা
বৃষভানুঃ সুচন্দ্রশ্চ তস্য ভার্য্যা কলাবতী ॥ ৪০
ভূমৌ কীর্ত্তিরিতি খ্যাতা তস্যাং রাধা ভবিষ্যতি
সদা রাসং করিষ্যামি গোপীভির্ব্রজমণ্ডলে ॥৪১

ইতি শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে
শ্রীনারদবহুলাশ্বসংবাদে আগমনোদ্‌-
যোগবর্ণনং নাম তৃতীয়ো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ন্যায় উড়িয়া যাইবে। ভগবান্ বলিলেন,—হে রাধিকে! শোক করিও না, আমি তোমার বাক্য পালন করিব,—তোমাকেও সঙ্গে লইয়া গিয়া ভূভার হরণ করিব। রাধিকা বলিলেন,—যেখানে বৃন্দাবন, যমুনানদী ও গোবর্দ্ধন গিরি নাই, সেখানে আমার মনের শান্তি হইবে না। নারদ বলিলেন,—তখন স্বয়ং ভগবান্ হরি নিজ গোলোকধাম হইতে চৌরাশী ক্রোশ ভূমি, গোবর্দ্ধন গিরি ও যমুনাকে ভূতলে প্রেরণ করিলেন। তখন ব্রহ্মা দেবগণ সহ পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করিব, আপনিই বা কোথায় অবতীর্ণ হইবেন; আর এই দেবগণই বা কোন্ গৃহে কি নামে জন্ম লইবেন? ভগবান্ বলিলেন,—আমি নিজে বসুদেবপত্নী দেবকীতে অবতীর্ণ হইব, আমার কলা বলদেব রোহিণীতে অবতীর্ণ হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। স্বয়ং লক্ষ্মী ভীষ্মকদুহিতা রুক্মিণী এবং শিবা জাম্ববতী হইবেন। তুলসী সত্যা নামে এবং বসুন্ধরা সত্যভামা নামে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইবেন। দক্ষিণা ও লক্ষ্মণা যথাক্রমে কালিন্দী ও বিরজানদী হইবেন; আমার হ্রীনাম্নী লজ্জাশক্তি ভদ্রা ও পাপনাশিনী জাহ্নবী মিত্রবিন্দা হইবেন। রুক্মিণীতে কামদেব অবতীর্ণ হইয়া প্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হইবেন; আর সেই প্রদ্যুম্ন হইতে তুমি হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। দ্রোণ নামক বসু নন্দ এবং ধরা যশোদা হইবেন; সুচন্দ্র বৃষভানু হইবেন, আর কলাবতী তাঁহার কীর্ত্তি নাম্নী ভূ-বিখ্যাতা পত্নী হইবেন এবং স্বয়ং রাধা সেই কীর্ত্তিতে অবতীর্ণা হইবেন; আর আমি সর্ব্বদা গোপীগণ সহ ব্রজমণ্ডলে রাসবিহার করিব। ২৮—৪১।

গোলোকখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

নন্দোঽপনন্দভবনাঃ শ্রীদামা সুবলঃ সখা।
স্তোককৃষ্ণোর্জ্জুনোংশুশ্চ নব নন্দগৃহে বিধে ॥১
বিশালর্ষভতেজস্বিদেবপ্রস্থবরূথপাঃ।
ভবিষ্যন্তি সখায়ো মে ব্রজে ষড়্ বৃষভানুষু।

শ্রীব্রহ্মোবাচ

কস্য বৈ নন্দপদবী কস্য বৈ বৃষভানুতা।
বদ দেবপতে সাক্ষাদুপনন্দস্য লক্ষণম্ ॥ ৩

শ্রীভগবানুবাচ।

গাঃ পালয়ন্তি ঘোষেষু সদা গোবৃত্তয়োঽনিশম্
তে গোপালা ময়া প্রোক্তাস্তেষাং ত্বং লক্ষণং শৃণু
নন্দঃ প্রোক্তঃ স গোপালৈর্নবলক্ষগবাং পতিঃ।
উপনন্দশ্চ কথিতঃ পঞ্চলক্ষগবাং পতিঃ ॥ ৫
বৃষভানুঃ স উক্তো যো দশলক্ষগবাং পতিঃ।
গবাং কোটিগৃহে যস্য নন্দরাজঃ স এব হি ॥ ৬
কোট্যর্দ্ধং চ গবাং যস্য বৃষভানুবরস্তু সঃ।
এতাদৃশৌ ব্রজে দ্বৌ তু সুচন্দ্রো দ্রোণ এব হি ॥
সর্ব্বলক্ষণলক্ষ্যাঢ্যৌ গোপরাজৌ ভবিষ্যতঃ।
শতচন্দ্রাননানাং চ সুন্দরীণাং সুবাসসাম্।
গোপীনাং মদ্‌ব্রজে রম্যে শতযূথো ভবিষ্যতি ॥ ৮

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

হে দীনবন্ধো হে দেব জগৎকারণকারণ
যূথস্য লক্ষণং সর্ব্বং তন্মে ব্রূহি পরেশ্বর ॥ ৯

শ্রীভগবানুবাচ।

অর্ব্বুদং দশকোটীনাং মুনিভিঃ কথিতং বিধে।
দশার্ব্বুদং যত্র ভবেৎ সোঽপি যূথঃ প্রকথ্যতে ॥
গোলোকবাসিন্যঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিদ্বৈ দ্বারপালিকাঃ
শৃঙ্গারপ্রকরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিচ্ছয্যোপকারকাঃ ॥
পার্ষদাখ্যাস্তথা কাশ্চিচ্ছ্রীবৃন্দাবনপালিকাঃ।
গোবর্দ্ধননিবাসিন্যঃ কাশ্চিৎ কুঞ্জবিধায়কাঃ ॥ ১২
মে নিকুঞ্জনিবাসিন্যো ভবিষ্যন্তি ব্রজে মম।
এবং চ যমুনাযূথো জাহ্নবীযূথ এব চ ॥ ১৩
রমায়া মধুমাধব্যা বিরজায়াস্তথৈব চ।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভগবান বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ব্রজধামে নন্দ, উপনন্দ, ভবন, শ্রীদাম, সখা সুদাম, সুবল, স্তোককৃষ্ণ, অর্জ্জুন, অংশু—এই নবজন নন্দ গৃহে এবং বিশাল, ঋষভ, তেজস্বী, দেব, প্রস্থ, বরূথপ বৃষভানুগণ মধ্যে এই ছয়জন আমার সখা হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবেশ! কাহার নন্দ পদবী; কাহারই বা বৃষভানু সংজ্ঞা এবং কাহারই বা উপনন্দ নাম, ইহাদের লক্ষণ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ভগবান্ বলিলেন,—ঘোষ জাতিতে যাহারা গোপালন করে এবং গোবৃত্তি যাহাদের সর্ব্বদা অবলম্বনীয়, তাহারা গোপাল; সম্প্রতি তাহাদের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। গোপালগণ বলেন—যিনি নব লক্ষ গোর স্বামী, তিনি নন্দ; যিনি পঞ্চ লক্ষ গোর স্বামী তিনি উপনন্দ এবং যিনি দশ লক্ষ গোর স্বামী তিনি বৃষভানু নামে অভিহিত; আর যাঁহার গৃহে কোটি গো বিদ্যমান, তিনি নন্দরাজ; যাঁহার গৃহে পঞ্চাশ লক্ষ গো আছে, তিনি বৃষভানুবর; ব্রজপুরে এইরূপ অর্দ্ধকোটি ও এককোটি গোর পতি যথাক্রমে সুচন্দ্র এবং দ্রোণ এই দুইজন মাত্র; ইহাঁরা সর্ব্বলক্ষণান্বিত গোপরাজ। আমার ব্রজপুরে শত শশধর সদৃশ সুন্দরবদনা সুবসনধারিণী মনোজ্ঞা গোপীগণের শত সংখ্যক যূথ হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দীননাথ! হে দেব! হে জগৎকারণ। হে পরমেশ্বর! আমার নিকট যূথের সম্পূর্ণ লক্ষণ বলুন। ১—৯। ভগবান্ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! মুনিগণ দশ কোটীকে এক অর্ব্বুদ বলেন, এই প্রকারে দশ অর্ব্বুদ এক যূথ জানিবে; তন্মধ্যে মদীয় ব্রজপুরে কেহ কেহ গোলোকবাসিনী, কেহ কেহ দ্বারপালিকা, কেহ কেহ শৃঙ্গারকারিণী, কেহ কেহ শয্যারচনাকারিণী, কেহ কেহ পার্ষদা, কেহ কেহ বৃন্দাবনপালিকা, কেহ কেহ গোবর্দ্ধনবাসিনী, কেহ কেহ কুঞ্জরচনাকারিণী এবং কেহ কেহ আমার নিকুঞ্জনিবাসিনী হইবে। এই প্রকার যমুনাযূথ ও জাহ্নবীযূথও জানিবে। রমা,

ললিতায়া বিশাখায়া মায়ায়ূথো ভবিষ্যতি ॥ ১৪
এবং হ্বষ্টসখীনাঞ্চ সখীনাং কিল যোড়শ।
দ্বাত্রিংশচ্চ সখীনাঞ্চ যূথা ভাব্যা ব্রজে বিধে ॥
শ্রুতিরূপা ঋষিরূপা মৈথিলাঃ কোশলাস্তথা।
অযোধ্যাপুরবাসিন্যো যত্র সীতা পুলিন্দকাঃ ॥ ১৬
যাসাং ময়া বরো দত্তো পূর্ব্বে পূর্ব্বে যুগে যুগে।
তাসাং যূথা ভবিষ্যন্তি গোপীনাং মদ্‌ব্রজে শুভে

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

এতাঃ কথং ব্রজে ভাব্যাঃ কেন পুণ্যেন কৈর্ব্বরৈঃ
দুর্লভং হি পদং তা বৈ যোগিভিঃ পুরুষোত্তম ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

শ্বেতদ্বীপে চ ভূমানং শ্রুতয়স্তুষ্টুবুঃ পরম্।
উশতীভির্গিরাভিশ্চ প্রসন্নোঽভূৎ সহস্রপাৎ ॥১৯

শ্রীহরিরুবাচ।

বরং বৃণীত যূয়ং বৈ যন্মনোবাঞ্ছিতং মহৎ।
যেষাং প্রসন্নোঽহং সাক্ষাত্তেষাং কিং দুর্লভং
হি তৎ ॥২০

মধুমাধবী, বিরজা, ললিতা, বিশাখা, মায়া ইহাঁদিগেরও একটী যূথ হইবে। হে বিধে! মদীয় ব্রজপুরে অষ্ট ষোড়শ ও দ্বাত্রিংশ সখীরও অপর এক একটী যূথ হইবে। এইপ্রকার শ্রুতি-রূপা, ঋষিরূপা, মৈথিলা, কৌশলা এবং যেস্থান সীতা দেবীর অধ্যুষিত, সেই অযোধ্যা-পুরবাসিনী এবং পুলিন্দজাতীয় রমণীগণেরও অপর এক একটী যূথ হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে আমি যাহাদিগকে বরদান করিয়া-ছিলাম, আমার শুভাবহ ব্রজপুরে তাহা-দেরও গোপীরূপে যূথ হইবে। ব্রহ্মা বলি-লেন,—হে পুরুষোত্তম! কি পুণ্যে কোন্ বরে এই যোগিজনদুর্লভ পদবী লাভ করিয়া এই সকল নারী ব্রজে অবতীর্ণ হইবেন? ভগবান্ বলিলেন,—শ্বেতদ্বীপে শ্রুতি সকল অত্যুজ্জ্বল স্তুতি বাক্যে পরিপূর্ণতম অবতার হরির স্তব করিয়াছিলেন। তাহাতে সহস্র পাদ্ হরি প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন,—আমি স্বয়ং যাহা-দের প্রতি প্রসন্ন, তাহাদের দুর্লভ কি আছে? তোমরা আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা

শ্রীশ্রুতয় উচুঃ।

বাঙ্‌মনোগোচরাতীতং ততো ন জ্ঞায়তে তু তৎ
আনন্দমাত্রমিতি যদ্বদন্তীহ পুরাবিদঃ ॥ ২১
তদ্রূপং দর্শয়াস্মাকং যদি দেয়ো বরো হি নঃ।
শ্রুত্বৈতদ্দর্শয়ামাস স্বং লোকং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥২২
কেবলানুভবানন্দমাত্রমক্ষরমব্যয়ম্।
যত্র বৃন্দাবনং নাম বনং কামদুঘৈদ্রুর্মৈঃ ॥ ২৩
মনোরমনিকুঞ্জাঢ্যং সর্ব্বর্তুসুখসংযুতম্
যত্র গোবর্দ্ধনো নাম সুনির্ঝরদরীযুতঃ ॥ ২৪
রত্নধাতুময়ঃ শ্রীমান সুপক্ষিগণসংবৃতঃ।
যত্র নির্ম্মলপানীয়া কালিন্দী সরিতাং বরা।
রত্নবদ্ধোভয়তটী হংসপদ্মাদিসঙ্কুলা ॥ ২৫
নানারাসরসোন্মত্তং যত্র গোপীকদম্বকম্।
তৎ কদম্বকমধ্যস্থঃ কিশোরাকৃতিরচ্যুতঃ ॥ ২৬
দর্শয়িত্বা চ তাঃ প্রাহ ব্রূত কিং করবাণি বঃ।

কর। শ্রুতিগণ বলিলেন,—আপনি বাক্য ও মনের অগোচর, এজন্য আপনার রূপের জ্ঞান হয় না, পুরাতন ঋষিগণ আপনাকে আনন্দমাত্র বলিয়াছেন। ১০—২১। সম্প্রতি আমাদিগকে যদি আপনার বর দেয় হয়, তবে আপনার সেই আনন্দময়মূর্ত্তি আমাদিগকে প্রদর্শন করুন। হরি এইরূপ শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহা-দিগকে প্রকৃতির অতীত স্বীয় লোক প্রদর্শন করিলেন; সে লোক অক্ষর অব্যয়, সুতরাং কেবল অনুভবযোগ্য আনন্দ মাত্র; সে লোকের নাম বৃন্দাবন এবং তাহা কামনা-পূরক পাদপশ্রেণীতে পরিপূর্ণ। তথায় মনোরম নানা নিকুঞ্জ বিদ্যমান, ঋতুসমূহ সর্ব্বকালে তুল্য-সুখপ্রদ, উত্তম নির্ঝরিণী ও গুহাযুক্ত রত্ন ধাতু-ময় বিবিধ বিহগবেষ্টিত শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন-গিরি বিরাজিত। সেই বৃন্দাবনে নির্ম্মল-জলা সরিদ্‌বরা-যমুনা নদী প্রবাহিতা, তাহার উভয় তীরভূমি রত্নবদ্ধ ও হংস-পদ্মাদি শোভিত। তত্রত্য গোপিকাগণ নানারূপ রাসরসে উন্মত্ত, সেই সকল গোপী মধ্যে কিশোরাকৃতি অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত। তিনি শ্রুতিগণকে এইরূপ দর্শন করাইয়া বলিলেন,—

দৃষ্টো মদীয়ো লোকোঽয়ং যতো নাস্তি পরং বরম্
শ্রীশ্রুতয় উচুঃ ।
কন্দর্পকোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ ।
কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষিপ্তান্যসংশয়ম্ ॥ ২৮
যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ ।
ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনি নস্তথা ॥ ২৯
শ্রীহরিরুবাচ ।
দুর্লভো দুর্ঘটশ্চৈব যুষ্মাকং তু মনোরথঃ ।
ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যো ভাবতুমর্হতি ॥ ৩০
আগামিনি বিরিঞ্চৌ তু জাতে সৃষ্ট্যর্থমুদ্যতে ।
কল্পে সারস্বতেঽতীতে ব্রজে গোপ্যো ভবিষ্যথ ॥
পৃথিব্যাং ভারতে ক্ষেত্রে মাথুরে মম মণ্ডলে ।
বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান্ বো রাসমণ্ডলে ॥৩২
জারধর্ম্মেণ সুস্নেহং সুদৃঢ়ং সর্ব্বতোঽধিকম্ ।
ময়ি সম্প্রাপ্য সর্ব্বা হি কৃতকৃত্যা ভবিষ্যথ ॥৩৩
শ্রীভগবানুবাচ ।
তাশ্চ গোপ্যো ভবিষ্যন্তি পূর্ব্বকল্পবরান্মম ।
অন্যাসাং চৈব গোপীনাং লক্ষণং শৃণু তদ্বিধে ॥৩৪
সুরাণাং রক্ষণার্থায় রাক্ষসানাং বধায় চ ।
ত্রেতায়াং রামচন্দ্রোঽভূদ্বীরো দশরথাত্মজঃ ॥ ৩৫
সীতা স্বয়ংবরং গত্বা ধনুর্ভঙ্গং চকার সঃ ।
উবাহ জানকীং সীতাং রামো রাজীবলোচনঃ ॥৩৬
তং দৃষ্ট্বা মৈথিলাঃ সর্ব্বাঃ পুরন্ধ্রো মুমুহুর্ব্বিধে ।
রহস্যূচুর্ম্মহাত্মানং ভর্ত্তা নো ভব হে রঘো ॥ ৩৭
তামাহ রাঘবেন্দ্রস্তু মা শোকং কুরুত স্ত্রিয়ঃ ।
দ্বাপরান্তে করিষ্যামি ভবতীনাং মনোরথম্ ॥৩৮
তীর্থং দানং তপঃ শৌচং সমাচরত তত্ত্বতঃ ।
শ্রদ্ধয়া পরয়া ভক্ত্যা ব্রজে গোপ্যো ভবিষ্যথ ॥৩৯
ইতি তাভ্যো বরং দত্বা শ্রীরামঃ করুণানিধিঃ ।
কোশলান্ প্রযযৌ ধন্বী তেজসা জিতভার্গবঃ ॥৪০
মার্গে চ কৌশল্যা নার্য্যো রামং দৃষ্ট্বাতিসুন্দরম্ ।
মনসা বব্রিরে তং বৈ পতিং কন্দর্পমোহনম্ ॥৪১

এখন বল, তোমাদের আর কোন্ কার্য্য সাধন করিব; এই ত আমার লোক দর্শন করিলে, ইহা হইতে আর কোন শ্রেষ্ঠ লোক নাই। শ্রুতিগণ বলিলেন,—কোটিকন্দর্প-কান্তি তোমার সুন্দররূপ দর্শনে আমাদের হৃদয় স্ত্রী-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, কামবেগে আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তোমার গোলোকবাসী গোপিকাগণ যেরূপ তোমাকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইয়া কামতত্ত্বে তোমার সেবা করে, আমাদেরও তদ্রূপ ইচ্ছা হইতেছে। হরি বলিলেন,—তোমাদের মনোরথ দুর্লভ ও দুর্ঘট; তবে আমি সম্যক্রূপে অনু-মোদন করিলে, সঙ্ঘটিত হইতে পারে। হে শ্রুতিগণ! সৃষ্টির সারস্বত কল্প অতীতে যখন পরবর্ত্তী ব্রহ্মা প্রাদুর্ভুত হইবেন, তখন তোমরা ব্রজে গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। আমিও পৃথিবীমধ্যস্থ ভারতক্ষেত্রে আমার মথুরা-মণ্ডলের বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়া রাসমণ্ডলে তোমাদের সহিত প্রিয়রূপে মিলিত হইব। তোমরাও সকলে সুন্দর সুস্নেহে আমাকে উত্তম উপপতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃত্য হইবে। ভগবান্ বলিলেন,—হে বিধে! ইহারাও আমার পূর্ব্ব কল্পীয় বরপ্রভাবে গোপী হইবে, সম্প্রতি অন্যান্য গোপীগণের লক্ষণ বলিতেছি। রাক্ষসগণের হনন ও সুরগণের রক্ষণ জন্য ত্রেতাযুগে দশরথাত্মজ মহাবীর রামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই রাজীব-লোচন রাম সীতা-স্বয়ম্বর সভায় গমন পূর্ব্বক ধনুর্ভঙ্গ করিয়া জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে বিবাহ করেন। হে ব্রহ্মন্। মৈথিলললনাগণ রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া মোহ প্রাপ্ত হন, এবং নির্জ্জনে মহামনা রামকে বলেন,—হে রঘো! তুমি আমাদের পতি হও। তচ্ছ্রবণে রাম তাঁহাদিগকে বলেন,—হে রমণীগণ! তোমরা শোক করিও না, দ্বাপরান্তে তোমাদের মনোরথ পূর্ণ করিব; সম্প্রতি অকপট ভাবে পরম শুদ্ধ-ভক্তিসহকারে তীর্থ দান তপ শৌচ আচরণ কর, তোমরা ব্রজের গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। ২২—৩৯। অতিতেজস্বী ধনুর্দ্ধারী করুণাসাগর রাম তাঁহাদিগকে এইরূপে বরপ্রদানপূর্ব্বক পথিমধ্যে পরশুরামকে স্বীয়তেজে পরাভব করিয়া কোশল দেশে গমন করিলেন তখন

মনসাপি বরং রামো দদৌ তাভ্যো হ্যশেষবিৎ।
মনোরথং করিষ্যামি ব্রজে গোপ্যো ভবিষ্যথ ॥
আগতং সীতয়া সার্দ্ধং সৈনিকৈঃ সহিতং রঘুম্
অযোধ্যাপুরবাসিন্যঃ শ্রুত্বা দ্রষ্টুং সমাযযুঃ ॥ ৪৩
বীক্ষ্য তং মোহমাপন্না মূর্চ্ছিতাঃ প্রেমবিহ্বলাঃ।
তেপুস্তপস্তাঃ সরযূতীরে রামধৃতব্রতাঃ ॥ ৪৪
আকাশবাগভূত্তাসাং দ্বাপরান্তে মনোরথঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ কালিন্দীতীরজে বনে ॥ ৪৫
পিতুর্ব্বাক্যাদ্‌যদা রামো দণ্ডকাখ্যং বনং গতঃ।
চচার সীতয়া সার্দ্ধং লক্ষ্মণেন ধনুষ্মতা ॥ ৪৬
গোপালোপাসকাঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
ধ্যায়ন্তঃ সততং মাং বৈ রাসার্থং ধ্যানতৎপরাঃ
তেষামাশ্রমমাসাদ্য ধনুর্ব্বাণধরো যুবা।
তেষাং ধ্যানে গতো রামো জটামুকুটমণ্ডিতঃ ॥৪৮

অন্যাকৃতিং তে তং বীক্ষ্য পরং বিস্মিতমানসাঃ।
ধ্যানাদুত্থায় দদৃশুঃ কোটিকন্দর্পসন্নিভম্ ॥ ৪৯
উচুস্তে যস্ত গোপালো বংশীবেত্রে বিনা প্রভুঃ।
ইত্থং বিচার্য্য মনসা নেমুশ্চক্রুঃ স্তুতিং পরাম্ ॥ ৫০
বরং বৃণীত মুনয়ঃ শ্রীরামস্তানুবাচ হ।
যথা সীতা তথা সর্ব্বে ভূয়াস্ম ইতি বাদিনঃ ॥৫১

শ্রীরাম উবাচ।

যথাহি লক্ষ্মণো ভ্রাতা তথা প্রার্থ্যো বরো যদি।
অত্রৈব সফলো ভাব্যো ভবদ্ভির্মৎপ্রসঙ্গতঃ ॥ ৫২
সীতোপমেয়বাক্যেন দুর্ঘটো দুর্লভো বরঃ।
একপত্নীব্রতোঽহং বৈ মর্য্যাদাপুরুষোত্তমঃ ॥ ৫৩
তস্মাত্তু মদ্বরেণাপি দ্বাপরান্তে ভবিষ্যথ
মনোরথং করিষ্যামি ভবতাং বাঞ্ছিতং পরম্ ॥ ৫৪
ইতি দত্ত্বা বরং রামস্ততঃ পঞ্চবটীং গতঃ।
পর্ণশালাং সমাসাদ্য বনবাসং চকার হ ॥ ৫৫
তদ্দর্শনস্মররুজঃ পুলিন্দ্যঃ প্রেমবিহ্বলাঃ।

পথিমধ্যে কোশলরমণীগণ অতি সুন্দর মদন-মনোহর রামকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিলেন। অশেষ-দর্শী রামও তাঁহাদিগকে মনে মনে বর-দান করিলেন এবং বলিলেন,—তোমরা ব্রজ-পুরে গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, আমি তোমাদের মনোরথ পূর্ণ করিব। সৈনিক ও সীতাসহ রাম আসিতেছেন শুনিয়া অযোধ্যা-পুরবাসিনী রমণীগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য সমাগত হইলেন এবং তাঁহাকে অবলোকন করিয়া প্রেমে বিহ্বল ও মূর্চ্ছিত হইয়া গেলেন। অতঃপর তাঁহারা রামব্রত ধারণপূর্ব্বক সরযূ-তীরে তপঃপরায়ণা হইলেন, তখন তাঁহাদের সমীপে এক আকাশবাণী হইল—দ্বাপরান্তে যমুনাতীরস্থ বৃন্দাবনে তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অতঃপর পিতার নিদেশে রাম যখন দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়া-ছিলেন এবং ধনুর্ধারী লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে বনে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন গোপালোপাসক দণ্ডকারণ্যবাসিগণ রাসরসার্থ ধ্যানতৎপর হইয়া তাঁহাকে সতত চিন্তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আশ্রমে আসিয়া রাম তখন জটা-মুকুটমণ্ডিত ধনুর্ব্বাণধারী যুবা পুরুষরূপে তাঁহা-দের ধ্যানপথাগত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা রামের অন্য প্রকার-রূপ দর্শনে পরম বিস্মিত-মনা হইয়া গেলেন। তাঁহারা ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া রামকে কোটি কন্দর্পপ্রভ অব-লোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—অহো প্রভু আজ বংশী বেত্র ব্যতীত গোপাল হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা মনে মনে এইরূপ বিচার পূর্ব্বক প্রণত হইয়া উত্তম স্তব করিতে লাগি-লেন। তখন রাম বলিলেন,—হে মুনিগণ! বর প্রার্থনা কর। মুনিগণ বলিলেন,—আপনার যেমন সীতা, আমরাও তদ্রূপ হইব, এই বর দান করুন।৪০—৫১। রাম বলিলেন,—আমার যেরূপ ভ্রাতা লক্ষ্মণ, তোমরাও তদ্রূপ, যদি এইরূপ বর প্রার্থনা কর, তবে আমার প্রসাদে অদ্যই তাহা পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু তোমরা যে সীতাতুল্য হইতে চাও, এরূপ বর দুর্ঘট ও দুর্লভ। আমি একপত্নীব্রতধর, ইহাই আমার পুরুষোত্তম অবতারের মর্য্যাদা; তথাপি আমার বরে তোমরা দ্বাপরান্তে আমার নারী হইবে, আমি তোমাদের অভীষ্ট পূরণ করিব। অন-ন্তর রাম পর্ণশালাবাসী হইয়া বনবাস করিতে

শ্রীমৎপাদরজো ধৃত্বা প্রাণাংস্ত্যক্তুং সমুদ্যতাঃ ॥৫৬
ব্রহ্মচারিবপুর্ভূত্বা রামস্তত্র সমাগতঃ।
উবাচ প্রাণসন্ত্যাগং মা কুরুত স্ত্রিয়ো বৃথা ॥ ৫৭
বৃন্দাবনে দ্বাপরান্তে ভবিতা বো মনোরথঃ।
ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মচারী তু তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৫৮
অথ রামো বানরেন্দ্রৈ রাবণাদীন্ নিশাচরান্।
জিত্বা লঙ্কামেত্য সীতাং পুষ্পকেণ পুরীং যযৌ ॥
সীতাং তত্যাজ রাজেন্দ্রো বনে লোকাপবাদতঃ।
অহো সতামপি ভুবি ভবনং ভূরিদুঃখদম্ ॥ ৬০
যদা যদাকরোদ্ যজ্ঞং রামো রাজীবলোচনঃ।
তদাতদা স্বর্ণময়ীং সীতাং কৃত্বা বিধানতঃ ॥ ৬১
যজ্ঞসীতাসমূহোঽভূন্মন্দিরে রাঘবস্য চ।
তাশ্চৈতন্যঘনা ভূত্বা রন্তুং রামং সমাগতাঃ ॥ ৬২
তা আহ রাঘবেশেন্দ্রো নাহং গৃহ্ণামি হে প্রিয়াঃ।
ততোচুস্তাঃ প্রেমপরা রামং দশরথাত্মজম্ ॥ ৬৩
কথং চাস্মান্ন গৃহ্ণাসি ভজন্তীর্মৈথিলীঃ সতীঃ।
অর্দ্ধাঙ্গীর্যজ্ঞকালেষু সততং কার্য্যসাধিনীঃ ॥ ৬৪
ধর্ম্মিষ্ঠস্ত্বং শ্রুতিধরোঽধর্ম্মবত্তাষসে কথম্।
করং গৃহীত্বা ত্যজসি ততঃ পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৬৫

শ্রীরাম উবাচ।

সমীচীনং বচঃ সত্যো যুষ্মাভির্গদিতং চ মে।
একপত্নীব্রতোঽহং হি রাজর্ষিঃ সীতয়ৈকয়া ॥ ৬৬
তস্মাদ্ যূয়ং দ্বাপরান্তে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে।
ভবিষ্যথ করিষ্যামি যুষ্মাকং তু মনোরথম্ ॥৬৭

শ্রীভগবানুবাচ

তা ব্রজেঽপি ভবিষ্যন্তি যজ্ঞসীতাশ্চ গোপিকাঃ
অন্তঃসাক্ষৈব গোপীনাং লক্ষণং শৃণু তদ্বিধে ॥৬৮
ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে
ভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে উদ্যোগপ্রশ্নবর্ণনং
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

লাগিলেন, একদা পুলিন্দ রমণীগণ তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক কন্দর্পপীড়ায় প্রেমবিহ্বলা হইয়া তাঁহার পাদরেণু ধারণ করত প্রাণত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প হইল। রাম ব্রহ্মচারিবেশে তাহাদের নয়নপথে উপনীত হইয়া বলিলেন,—হে রমণী-গণ! বৃথা প্রাণত্যাগ করিও না। দ্বাপরান্তে বৃন্দাবনে তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। ব্রহ্মচারিবেশী রাম এইরূপ বলিয়া সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর রাম লঙ্কাপুরে আগমনপূর্ব্বক বানরবরগণ সাহায্যে রাবণাদি নিশাচরদিগকে জয় করত সীতাকে লইয়া পুষ্পকারোহণে অযোধ্যাপুরে আগমন করি-লেন। তারপর লোকাপবাদ বশতঃ রাজেন্দ্র রাম সীতাকে বনে পরিত্যাগ করিলেন। অহো! সাধুস্বভাবদিগের সংসারে কতই না দুষ্কর দুঃখ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে! অনন্তর রাজীবলোচন রাম যে যে সময়ে যজ্ঞ করেন, তখন তখনই যথাবিধানে স্বর্ণ-সীতা নির্ম্মাণ করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। সেই সকল যজ্ঞ-সীতা রাঘব-মন্দিরে চৈতন্যঘন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার সহিত রমণ মানসে সমাগতা হইয়াছিলেন। তখন রাঘবেন্দ্র রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে বলিলেন —হে প্রিয়াগন! আমি তোমাদিগকে গ্রহণ করিব না। তখন সেই প্রেমপরা রমণীরা দশরথাত্মজ রামকে কহিলেন,—আমরা মিথিলাবাসিনী আপনার সেব্যমানা সতী পত্নী, আমরা আপনার অর্দ্ধাঙ্গরূপে ভবদীয় যজ্ঞ সাধন করিয়াছি, অতএব কেন আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। আপনি ধর্ম্মিষ্ঠ ও বেদপালক হইয়াও কেন অধার্ম্মিকের ন্যায় অন্যায় কথা বলিতেছেন। আমাদের পাণিগ্রহণ করিয়া যে ত্যাগ করিতেছেন, ইহাতে আপনার পাপ হইবে। রাম বলি-লেন,—হে সতীগণ! তোমরা আমার সম্বন্ধে যাহা বলিতেছ, তোমাদের এ বচন সমীচীন। আমি সীতাসহ একপত্নীব্রতধর ও রাজর্ষি; অতএব দ্বাপরান্তে তোমরা পুণ্য বৃন্দারণ্যে অবতীর্ণ হইবে, আমি তোমাদের মনোরথ পূর্ণ করিব। ভগবান্ বলিলেন,—হে বিধে! সেই সকল যজ্ঞসীতা গোপীরূপে ব্রজপুরে জন্মগ্রহণ করিবেন, এক্ষণে অন্য গোপীর লক্ষণ শ্রবণ কর। ৫২—৬৮।

গোলোকখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

রমা বৈকুণ্ঠবাসিন্যঃ শ্বেতদ্বীপসখীজনাঃ।
ঊর্দ্ধবৈকুণ্ঠবাসিন্যস্তথাজিতপদাশ্রিতাঃ॥ ১
শ্রীলোকাচলবাসিন্যঃ শ্রীসখ্যোঽপি সমুদ্রজাঃ।
তা গোপ্যোঽপি ভবিষ্যন্তি লক্ষ্মীপতিবরাদ্ব্রজে
কাশ্চিদ্দিব্যা অদিব্যাশ্চ তথা ত্রিগুণবৃত্তয়ঃ।
ভূমিগোপ্যো ভবিষ্যন্তি পুণ্যৈর্নানাবিধৈঃ কৃতৈঃ
যজ্ঞাবতারং রুচিরং রুচিপুত্রং দিবস্পতিম্।
মোহিতাঃ প্রীতিভাবেন বীক্ষ্য দেবজনাস্ত্রিয়ঃ॥ ৪
তাশ্চ দেবলবাক্যেন তপস্তেপুর্হিমাচলে।
ভক্ত্যা পরময়া তা মে গোপ্যো ভাব্যা ব্রজে বিধে
অন্তর্হিতে ভগবতি দেবে ধন্বন্তরৌ ভুবি।
ওষধ্যো দুঃখমাপন্না নিষ্ফলা ভারতেঽভবন্॥ ৬
সিদ্ধ্যর্থং তাস্তপস্তেপুঃ স্ত্রিয়ো ভূত্বা মনোহরাঃ।
চতুর্যুগে ব্যতীতে তু প্রসন্নোঽভূদ্ধরিঃ পরম্॥ ৭
বরং বৃণীত চেৎ যুক্তং শ্রুত্বা নার্যো মহাবনে।
তং দৃষ্ট্বা মোহমাপন্না ঊচুর্ভর্তা ভবাত্র নঃ॥ ৮

শ্রীহরিরুবাচ।

বৃন্দাবনে দ্বাপরান্তে লতা ভূত্বা মনোহরাঃ।
ভবিষ্যথ স্ত্রিয়ো রাসে করিষ্যামি বচশ্চ বঃ॥ ৯

শ্রীভগবানুবাচ।

ভক্তিভাবসমাযুক্তা ভূরিভাগ্যা বরাঙ্গনাঃ।
লতাগোপ্যো ভবিষ্যন্তি বৃন্দারণ্যে পিতামহ॥ ১০
জালন্ধর্য্যশ্চ যা নার্য্যো বীক্ষ্য বৃন্দাপতিং হরিম্।
ঊচুর্ব্বায়ং হরিঃ সাক্ষাদস্মাকং তু বরো ভবেৎ॥
আকাশবাগভূত্তাসাং ভজতাশু রমাপতিম্।
যথা বৃন্দা তথা যূয়ং বৃন্দারণ্যে ভবিষ্যথ॥ ১২
সমুদ্রকন্যাঃ শ্রীমৎস্যং হরিং দৃষ্ট্বা চ মোহিতাঃ।
তা হি গোপ্যো ভবিষ্যন্তি শ্রীমৎস্যস্য বরাদ্ব্রজে
আসীদ্রাজা পৃথুঃ সাক্ষান্মমাংশশ্চণ্ডবিক্রমঃ।
জিত্বা শত্রূন্ নৃপশ্রেষ্ঠো ধরাং কামান্ দুদোহ হ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—বৈকুণ্ঠবাসিনী রমা ও শ্বেতদ্বীপনিবাসিনী সখী সকল, ঊর্দ্ধ বৈকুণ্ঠবাসিনী অজিত পদাশ্রিত সখীগণ,লোকাচলবাসী সখীসমূহ এবং সমুদ্রোৎপন্না অখিল লক্ষ্মীসখী ইঁহারাও ব্রজপুরে ব্রজপতির বরে গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। তন্মধ্যে স্ব স্ব কৃত বিবিধ পুণ্য ফলে কেহ দিব্য, কেহ অদিব্য, কেহ ত্রিগুণময়ী এইরূপে সকলেই ভূতলে গোপী হইবেন। হে বিধে! দেবাঙ্গনাগণ স্বর্গপতি মনোজ্ঞ রুচিপুত্র যজ্ঞাবতারকে প্রীতি ভাবে অবলোকন করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারা দেবলের উপদেশে হিমালয়ে গিয়া পরমভক্তিভরে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও আমার গোপী হইবেন। ভগবান্ ধন্বন্তরি বসুন্ধরা ত্যাগ করিলে ওষধিসমূহ নিষ্ফলা হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হয় এবং তাহারা স্বীয় সাফল্যসিদ্ধির জন্য মনোহর স্ত্রীরূপে তপস্যা করে। অতঃপর চারিযুগ অতীত হইলে হরি পরম প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—"বর গ্রহণ কর"। তচ্ছ্রবণে ও হরির দর্শনে নারীগণ সেই মহাবনে মোহাপন্ন হইয়া বলিলেন—এই খানেই আপনি আমাদের পতি হউন। হরি বলিলেন,—হে নারীগণ! দ্বাপরান্তে তোমরা আমার মনোহারিণী বৃন্দাবন লতা হইবে, আমি রাসবিহারে তোমাদের অভীষ্ট পূরণ করিব। ভগবান্ বলিলেন,—হে পিতামহ। অত্যন্ত ভক্তিমতী সেই বরাঙ্গনাগণ ভূরিভাগ্য প্রভাবে বৃন্দাবনে আমার লতা-গোপী হইবেন। এইরূপ জালন্ধর রমণীগণ বৃন্দাবনপতি হরিকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—হরি আমাদের পতি হউন। তখন এক আকাশবাণী উত্থিত হইয়া বলিয়াছিল—তোমরা সত্বর রমাপতিকে ভজনা কর। বৃন্দাবনে বৃন্দার ন্যায় তোমরাও তাঁহার গোপী হইবে। ১—১২। সমুদ্র কন্যাগণ মৎস্যরূপী হরিকে দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছিল, তাহারাও মৎস্যবরে বৃন্দাবনে গোপী হইবে। প্রচণ্ড-বিক্রম পৃথু নামে আমার অংশে এক রাজা ছিলেন, সেই নৃপবর পৃথু শত্রু জয় করিয়া পৃথিবীকে কামদোগ্ধ্রী করিয়া-

বর্হিষ্মতীভবাস্তত্র পৃথুং দৃষ্ট্বা পুরস্ত্রিয়ঃ।
অত্রেঃ সমীপমাগত্য তা উচুর্মোহবিহ্বলাঃ ॥১৫
অয়ন্তু রাজরাজেন্দ্রঃ পৃথুঃ পৃথুলবিক্রমঃ।
কথং বরো ভবেন্নো বৈ তদ্বদ ত্বং মহামুনে ॥ ১৬
অত্রিরুবাচ।
গোদোহং কুরুতাশ্বস্ত পৃথ্বীয়ং ধারণাময়ী।
সর্ব্বং দাস্যতি বো তূর্ণং মনোরথমহার্ণবম্‌ ॥ ১৭
মনোরথং প্রদুদুহুর্মনঃপাত্রেণ তাশ্চ গাম্‌।
তস্মাদ্গোপ্যো ভবিষ্যন্তি বৃন্দারণ্যে পিতামহ ॥১৮
কামসেনা মোহনার্থং দিব্যা অপ্সরসো বরাঃ।
নারায়ণস্য সহসা বভূবুর্গন্ধমাদনে ॥ ১৯
ভর্ত্তৃকামাশ্চ তা আহ সিদ্ধো নারায়ণো মুনিঃ।
মনোরথো বো ভবিতা ব্রজে গোপ্যো ভবিষ্যথ
স্ত্রিয়ঃ সুতলবাসিন্যো বামনং বীক্ষ্য মোহিতাঃ।
তপস্তপ্ত্বা ভবিষ্যন্তি গোপ্যো বৃন্দাবনে বিধে ॥২১
নাগেন্দ্রকন্যা যাঃ শেষং ভেজুর্ভক্ত্যা বরেচ্ছয়া।
সঙ্কর্ষণস্য রাসার্থং ভবিষ্যন্তি ব্রজে চ তাঃ ॥ ২২

কশ্যপো বসুদেবশ্চ দেবকী চাদিতিঃ পরা।
শূরঃ প্রাণো ধ্রুবঃ সোঽপি দেবকোঽবতরিষ্যতি
বসুশ্চৈবোদ্ধবঃ সাক্ষাদ্দক্ষোঽক্রূরো দয়াপরঃ।
হৃদীকো ধনদশ্চৈব কৃতবর্ম্মা ত্বপাম্পতিঃ ॥ ২৪
গদঃ প্রাচীনবর্হিশ্চ মরুতো হ্যুগ্রসেন উৎ।
তস্য রক্ষাং করিষ্যামি রাজ্যং দত্ত্বা বিধানতঃ ॥২৫
যুযুধানশ্চাম্বরীষঃ প্রহ্লাদঃ সাত্যকিস্তথা।
ক্ষীরাব্ধিঃ শন্তনুঃ সাক্ষাদ্ভীষ্মো দ্রোণো বসুস্তথা
শল্যশ্চৈব দিবোদাসো ধৃতরাষ্ট্রো ভগো রবিঃ।
পাণ্ডুঃ পূষা সতাং শ্রেষ্ঠো ধর্ম্মো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥
ভীমো বায়ুর্বলিষ্ঠশ্চ মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽর্জ্জুনঃ।
শতরূপা সুভদ্রা চ সবিতা কর্ণ এব হি ॥ ২৮
নকুলঃ সহদেবশ্চ স্মৃতৌ হ্যাবশ্বিনীসুতৌ।
ধাতা বাহ্লীকবীরশ্চ বহ্নির্দ্রোণঃ প্রতাপবান্‌ ॥২৯
দুর্য্যোধনঃ কলেরংশোঽভিমন্যুঃ সোম এব চ।
দ্রৌণিঃ সাক্ষাচ্ছিবস্যাপি রূপং ভূমৌ ভবিষ্যতি
ইত্থং যদোঃ কৌরবাণামন্বেষা ভূভুজাং নৃণাম্‌।

ছিলেন। বর্হিষ্মতীপুরনিবাসী রমণীগণ তাঁহাকে দেখিয়া কামমোহিত হন এবং অত্রি মুনির সমীপে সমাগত হইয়া বলেন,—হে মহামুনে! প্রভূত বিক্রম রাজরাজেন্দ্র এই পৃথু কি করিলে আমাদের পতি হন, তাহা আপনি বলুন। অত্রি বলিলেন,—পৃথিবী সর্ব্ব বস্তুর আধার, তোমরা শীঘ্র সেই পৃথিবীকে দোহন কর, তিনি তোমাদিগকে দুষ্প্রাপ মনোরথ-সমূহ প্রদান করিবেন। অনন্তর তাঁহারা মনোরূপ পাত্রে পৃথিবী হইতে মনোরথ দোহন করিলেন, হে পিতামহ! তাঁহারাও বৃন্দাবনে আমার গোপী হইবেন। কামসেনা দিব্য অপ্সরাগণ নারায়ণকে মোহিত করিবার জন্য তাঁহাকে পতিকামনা করিয়া সত্বর গন্ধমাদনে গমন করিয়াছিলেন; সিদ্ধ নারাযণ মুনিও তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—তোমরা ব্রজপুরে গোপী হইয়া জন্মগ্রহন করিবে এবং তথায় তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। হে বিধে! সুতলবাসিনী রমণীরা বামন দর্শনে মোহিত হইয়া তপশ্চরণপূর্ব্বক বৃন্দাবনে গোপী হইয়া জন্মিবেন। নাগেন্দ্রকন্যাগণ যে সঙ্কর্ষণের সহিত রাসার্থ বরকামনায় ভক্তিভরে তাঁহার ভজন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ব্রজপুরে গোপী হইবেন। ১৩—২২। কশ্যপ বসুদেব, সত্তমা অদিতি দেবকী, প্রাণ শূরসেন এবং ধ্রুব দেবক হইয়া অবতীর্ণ হইবেন। বসু উদ্ধব, সাক্ষাৎ দক্ষ দয়াপর অক্রূর, কুবের হৃদীক, বরুণ কৃতবর্ম্মা, প্রাচীনবর্হি গদ, এবং শ্রেষ্ঠ মরুৎ উগ্রসেন হইবেন। আমি ইহাদিগকে যথাবিধি রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক পালন করিব। অম্বরীষ যুযুধান, প্রহ্লাদ সাত্যকি, ক্ষীরসাগর শন্তনু, বসু দ্রোণ ভীষ্ম হইবেন। দিবোদাস শল্য, ভগনামক রবি ধৃতরাষ্ট্র, পূষা পাণ্ডু আর ধর্ম্ম সাধুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির হইবেন। বলিষ্ঠ বায়ু ভীম, স্বায়ম্ভুব মনু অর্জ্জুন, শতরূপা সুভদ্রা এবং সূর্য্য কর্ণ হইবেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় নকুল ও সহদেব, ধাতা বীর বাহ্লীক, বহ্নি প্রতাপবান্‌ দ্রোণ, কলির অংশ দুর্য্যোধন, সোম অভিমন্যু এবং স্বয়ং শিব অশ্বত্থামা হইবেন। এইরূপে যদু ও কৌরব-

কুলে কুলে চ ভবতঃ স্বাংশো স্ত্রীভির্মদাজ্ঞয়া ॥ ৩১
যে যেঽবতারা মেপূর্ব্বং তেষাং রাজ্ঞ্যো রমাংশকাঃ
ভবিষ্যা রাজরাজ্ঞীষু সহস্রাণি চ ষোড়শ ॥ ৩২

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্যুক্তা শ্রীহরিস্তত্র ব্রহ্মাণং কমলাসনম্।
দিব্যরূপাং ভগবতীং যোগমায়ামুবাচ হ ॥ ৩৩

শ্রীভগবানুবাচ।

দেবক্যাঃ সপ্তমং গর্ভং সন্নিকৃষ্য মহামতে।
বসুদেবস্য ভার্য্যায়াং কংসত্রাসভয়াৎ পুনঃ ॥ ৩৪
নন্দব্রজে স্থিতাযাশ্চ রোহিণ্যাং সন্নিবেশয়।
নন্দপত্ন্যাং ভব ত্বং বৈ কুর্ব্বেদং কর্ম্ম চাদ্ভুতম্ ॥৩৫

শ্রীনারদ উবাচ।

শ্রুত্বা ব্রহ্মা দেবগণৈর্নত্বা কৃষ্ণং পরাৎপরম্।
ভূমিমাশ্বাস্য বাণীভিঃ স্বধাম চ সমাযযৌ ॥ ৩৬
পরিপূর্ণতমং সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণং বিদ্ধি মৈথিল।
কংসাদীনাং বধার্থায় প্রাপ্তোঽয়ং ভূমিমণ্ডলে ॥ ৩৭
রোমমাত্রতনৌ জিহ্বা ভবন্তীত্থং যদা নৃপ।
তদাপি শ্রীহরেস্তস্য বর্ণ্যতে ন গুণো মহান্ ॥ ৩৮
নভঃ পতন্তি বিহগা যথা হ্যাত্মসমং নৃপ।
তথা কৃষ্ণগতিং দিব্যাং বদন্তীহ বিপশ্চিতঃ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে ভগবদ্‌ব্রহ্মসংবাদে ভগবদাগমোদ্যোগপূরণং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীবহুলাশ্ব উবাচ।

কংসঃ কোঽয়ং পুরা দৈত্যো মহাবলপরাক্রমঃ।
তস্য জন্মানি কর্ম্মাণি ব্রূহি দেবর্ষিসত্তম ॥ ১

শ্রীনারদ উবাচ।

সমুদ্রমথনে পূর্ব্বং কালনেমির্মহাসুরঃ।
যুযুধে বিষ্ণুনা সার্দ্ধং যুদ্ধে তেন হতো বলাৎ ॥ ২
শুক্রেণ জীবিতস্তত্র সঞ্জীবিন্যা চ বিদ্যয়া।
পুনর্ব্বিষ্ণুং যোদ্ধুকাম উদ্যোগং মনসাকরোৎ ॥৩
তপস্তেপে তদা দৈত্যো মন্দরাচলসন্নিধৌ।
নিত্যং দূর্ব্বারসং পীত্বা ভজন্দেবং পিতামহম্ ॥৪

বংশে এবং অন্যান্য নৃপকুলে আমার অংশ মদীয় নিদেশে স্ত্রী-পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। এই সকল অবতারের স্ত্রীগণ রমার অংশরূপে অবতীর্ণ হইবেন। এই সকল রাজরাণীর সংখ্যা ষোড়শ সহস্র। হরি কমলযোনি ব্রহ্মাকে এইরূপ বলিয়া দিব্যরূপা ভগবতী যোগমায়াকে বলিতে লাগিলেন। ভগবান বলিলেন,—তুমি কংসভীতিত্রাণার্থ দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণপূর্ব্বক ব্রজপুরে বসুদেবপত্নী রোহিণীতে রক্ষা কর এবং তুমি স্বয়ং এই অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়া নন্দপত্নী যশোদার কন্যারূপে অবতীর্ণা হও। নারদ বলিলেন,—ব্রহ্মা দেবগণসহ এই সকল শুনিয়া পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ও পৃথিবীকে শুভবাক্যে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় ধামে গমন করিলেন। হে মিথিলাপতে! শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম বলিয়া বিদিত হও, ইঁনিই কংসাদির বধের জন্য ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ। হে নৃপ! শরীরের লোম পরিমাণ অসংখ্য রসনা হইলেও সেই হরির অনন্ত গুণের বর্ণনা করা যায় না। হে নৃপ! বিহগগণ যেমন নিজশক্তির অনুরূপ আকাশে গমন করে, পণ্ডিতগণও তদ্রূপ স্ব স্ব শক্তির অনুরূপ কৃষ্ণগতিগানে সমর্থ হইয়া থাকেন। ২৩—৩৯।

গোলোকখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে দেবর্ষিসত্তম! মহাপরাক্রম কংস কে, তাহার জন্ম কর্ম্ম কীর্ত্তন করুন। নারদ বলিলেন,—পুরাকালে সমুদ্রমন্থন সময়ে কালনেমি নামে এক মহাসুর সমুত্থিত হইয়া বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করে এবং বিষ্ণুবলে সে নিহত হয়। শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে সঞ্জীবনী বিদ্যায় পুনর্জ্জীবিত করিলে পুনর্ব্বার সে ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধকামনায় মনে মনে উদ্যম করে। দৈত্য কালনেমি মন্দর পর্ব্বতসমীপে

দিব্যেষু শতবর্ষেষু ব্যতীতেষু পিতামহঃ।
অস্থিশেষং সবল্মীকং বরং ব্রূহীত্যুবাচ তম্ ॥ ৫
কালনেমিরুবাচ।
ব্রহ্মাণ্ডে যে স্থিতা দেবা বিষ্ণুমূলা মহাবলাঃ।
তেষাং হস্তৈর্ন মে মৃত্যুঃ পূর্ণানামপি মা ভবেৎ ॥৬
ব্রহ্মোবাচ।
দুর্লভোহয়ং বরো দৈত্য যস্ত্বয়া প্রার্থিতঃ পরঃ।
কালান্তরে তে প্রাপ্তঃ স্যান্মদ্বাক্যং ন মৃষা ভবেৎ
শ্রীনারদ উবাচ।
কৌমারেহপি মহামল্লৈঃ সততং স যুযোধ হ।
উগ্রসেনস্য পত্ন্যাং কৌ জন্ম লেভেহসুরঃ পুনঃ ॥
জরাসন্ধো মাগধেন্দ্রো দিগ্‌জয়ায় বিনির্গতঃ।
যমুনানিকটে তস্য শিবিরোহভূদিতস্ততঃ ॥ ৯
দ্বিপঃ কুবলয়াপীড়ঃ সহস্রদ্বিপসত্ত্বভৃৎ।
বভঞ্জ শৃঙ্খলাসঙ্ঘং দুদ্রাব শিবিরান্মদী ॥ ১০
নিপাতয়ন্ স শিবিরান্ গৃহাংশ্চ ভূভৃতস্তটান্।
রঙ্গভূম্যামাজগাম যত্র কংসোহপাযুধ্যত ॥ ১১
পলায়িতেষু মল্লেষু কংসস্তং তু সমাগতম্।
শুণ্ডাদণ্ডে সংগৃহীত্বা পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ১২
পুনর্গৃহীত্বা হস্তাভ্যাং ভ্রাময়িত্বোগ্রসেনজঃ।
জরাসন্ধস্য সেনায়াং চিক্ষেপ শতযোজনম্ ॥ ১৩
তদদ্ভুতং বলং দৃষ্ট্বা প্রসন্নো মগধেশ্বরঃ।
অস্তিপ্রাপ্তী দদৌ কন্যে তস্মৈ কংসায় শংসিতে
অশ্বার্বুদং হস্তিলক্ষং রথানাং চ ত্রিলক্ষকম্।
অযুতং চৈব দাসীনাং পারিবর্হং জরাসুতঃ ॥১৫
দ্বন্দ্বযোধী ততঃ কংসো ভুজবীর্যমদোদ্ধতঃ।
মাহিষ্মতীং যযৌ বীরোহথৈকাকী চণ্ডবিক্রমঃ ॥১৬
চাণূরো মুষ্টিকঃ কূটঃ শলস্তোশলকস্তথা।
মাহিষ্মতীপতেঃ পুত্রা মল্লা যুদ্ধজয়ৈষিণঃ ॥ ১৭
কংসস্তানাহ সাম্নাপি দীয়ধ্বং রঙ্গমেব মে।
অহং দাসো ভবেয়ং বো ভবন্তো জয়িনো যদি ॥
অহং জয়ী চেদ্ভবতো দাসান্ সর্ব্বান করোম্যহম্

প্রতিদিন দূর্ব্বারস পান করিয়া ব্রহ্মাকে ভজন করত তপস্যা করিয়াছিল। তপস্যা করিতে করিতে তাহার দেহ বল্মীক মৃত্তিকাময় হইয়া গিয়াছিল, এইরূপে দিব্য শত বৎসর অতীত হইলে সেই কঙ্কালমাত্রসার কালনেমিকে ব্রহ্মা বলিলেন,—বর প্রার্থনা কর। কালনেমি কহিল,—ব্রহ্মাণ্ডে বিষ্ণুবলে বলীয়ান্ যে সকল মহাবল দেবতা বিদ্যমান, তাঁহারা পূর্ণক্ষমতাপন্ন হইলেও তাঁহাদের হস্তে যেন আমার মৃত্যু না হয়। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দৈত্য! তোমার প্রার্থিত এই বর বড়ই দুর্লভ, তথাপি কালান্তরে তুমি এই বর প্রাপ্ত হইবে, আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। নারদ বলিলেন,—সেই কালনেমি উগ্রসেনের পত্নীতে পুনর্ব্বার পৃথিবীতলে কংসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কৌমারকালেই মহামল্লগণের সহিত সতত সমর করিত। এই সময় মগধরাজ জরাসন্ধ দিগ্বিজয়ে বিনির্গত হইয়া যমুনাতীরের সর্ব্বত্র স্বীয় শিবির সংস্থাপন করে, তখন সহস্র হস্তীর তুল্যবল করী কুবলয়াপীড় মদমত্ত হইয়া স্বীয় বন্ধনশৃঙ্খল ভগ্ন করত শিবির হইতে নির্গমনপূর্ব্বক সেনানিবাস-গৃহ পর্ব্বত-তট ভগ্ন করিয়া পুনর্ব্বার কংসের যুদ্ধভূমিতে আগমন করে। তৎকালে মল্লগণ ভয়ে পলায়ন করিতে থাকিলে উগ্রসেননন্দন কংস সেই সমাগত হস্তীর শুণ্ডাদণ্ডে গ্রহণ করিয়া একবার ভূতলে পাতিত করিল এবং পুনর্ব্বার তাহাকে হাতে তুলিয়া লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে জরাসন্ধ সেনানিবাসের শতযোজন দূরে ফেলিয়া দিল। মগধাধীশ কংসের সেই অদ্ভুত বল অবলোকন করিয়া তাহার প্রতি প্রসন্ন হইল এবং তাহাকে প্রশংসাপূর্ব্বক তদীয় অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্নী কন্যাদ্বয় তাহার করে অর্পণ করিল। ১—১৪। জরাত্মজ মগধরাজ অর্ব্বুদ অশ্ব, লক্ষ হস্তী, তিন লক্ষ রথ ও অযুত দাসী কংসকে যৌতুক-স্বরূপ অর্পণ করিল। অনন্তর একদা ভুজবীর্যমদে উদ্ধত দ্বন্দ্বযোধী প্রচণ্ডবিক্রম কংস একাকী মাহিষ্মতীপুরে সমাগত হইয়া মাহিষ্মতীপুরপতির পুত্র চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল, তোষল প্রভৃতি জয়শীল মল্লগণকে সামবাক্যে বলিল,—আপনারা আমার সহিত মল্লযুদ্ধ করুন, যদি যুদ্ধে আপনারা জয়ী হন, তবে আমি আপনাদের

সর্ব্বেষাং পশ্যতাং তেষাং নাগরাণাং মহাত্মনাম্ ॥
ইতি প্রতিজ্ঞাং কৃত্বাথ যুযুধে তৈর্জয়ৈষিভিঃ
যদাগতং স চাণূরং গৃহীত্বা যাদবেশ্বরঃ ॥ ২০
ভূপৃষ্ঠে পোথয়ামাস শব্দমুচ্চৈঃ সমুচ্চরন্।
তদায়ান্তং মুষ্টিকাখ্যং মুষ্টিভির্যুধি নির্গতম্ ॥ ২১
একেন মুষ্টিনা তং বৈ পাতয়ামাস ভূতলে।
কূটং সমাগতং কংসো গৃহীত্বা পাদয়োশ্চ তম্ ॥২২
ভুজমাস্ফোট্য ধাবন্তং শলং নীত্বা ভুজেন সঃ।
পাতয়িত্বা পুনর্নীত্বা ভূমিং তং বিচকর্ষ হ ॥ ২৩
অথ তোশলকং কংসো গৃহীত্বা ভুজয়োর্বলাৎ।
নিপাত্য ভূমাবুত্থাপ্য চিক্ষেপ দশযোজনম্ ॥ ২৪
দাসভাবে চ তান্ কৃত্বা তৈঃ সার্দ্ধং যাদবেশ্বরঃ।
মদ্বাক্যেন যযাবাশু প্রবর্ষণগিরিং বরম্ ॥ ২৫
তস্মিন্ দ্বিবিদোঽভিপ্রায় যুযুধে বানরেণ সঃ।
দ্বিবিদেনাপি বিংশত্যা দিনৈঃ কংসো হ্যবিশ্রমম্
দ্বিবিদো গিরিমুৎপাট্য চিক্ষেপ তস্য মূর্দ্ধনি।
কংসো গিরিং গৃহীত্বা চ তস্যোপরি সমাক্ষিপৎ ॥
দ্বিবিদো মুষ্টিনা কংসং ঘাতয়িত্বা নভো গতঃ।
ধাবন্ কংসশ্চ তং নীত্বা পাতয়ামাস ভূতলে ॥
মূর্চ্ছিতস্তৎপ্রহারেণ পরং কশ্মলমাযযৌ।
ক্ষীণসত্ত্বশ্চূর্ণিতাস্থির্দাসভাবং গতস্তদা ॥ ২৯
তেনৈবাথ গতঃ কংস ঋষ্যমূকবনং ততঃ।
তত্র কেশী মহাদৈত্যো হয়রূপো ঘনস্বনঃ ॥ ৩০
মুষ্টিভির্ঘাতয়িত্বা তং বশীকৃত্যারুরোহ তম্।
ইত্থং কংসো মহাবীর্য্যো মহেন্দ্রাখ্যং গিরিং যযৌ
শতবারং চোজ্জহার গিরিমুৎপাট্য দৈত্যরাট্।
পুনস্তত্র স্থিতং রামং ক্রোধসংরক্তলোচনম্ ॥৩২
প্রলয়ার্কপ্রভং দৃষ্ট্বা ননাম শিরসা মুনিম্।

চিরদাস হইয়া থাকিব; আর যদি আমি জয়ী হই, তবে আপনাদিগকে আমার দাস করিয়া লইব. অনন্তর দর্শনকারী ঐ সকল মহাত্মা নাগারকগণের সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া কংস জয়শীল সেই সকল মল্লের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। প্রথমে চাণূর আসিল, কংস তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক উচ্চ-শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভূতলে পাতিত করিল। অনন্তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া যুদ্ধার্থ সম-গত মুষ্টিককে কংস একটীমাত্র মুষ্টিপ্রহারে ভূতলে পাতিত করিল। অতঃপর সমাগত কূটের পাদদ্বয় ধরিয়া তাহাকেও পাতিত করিল। শল বাহ্বাস্ফোটন করিয়া প্রধাবিত হইলে কংস তাহাকে ভুজদ্বারা ধারণপূর্ব্বক পাতিত করিল এবং পুনরায় হাতে তুলিয়া ভূমিতলে ফেলিয়া দিল। অনন্তর কংস তোশলককে সবলে গ্রহণপূর্ব্বক ভূপাতিত করিল এবং পুনরায় তাহার পাদদ্বয়ে ধারণ করত তুলিয়া লইয়া দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ করিল। অতঃপর যুদ্ধজয়ী কংস তাহাদিগকে দাস ভাবে আনয়ন করিয়া আমার বাক্যানু-সারে তাহাদের সহিত সত্বর প্রবর্ষণ নামক উত্তম পর্ব্বতে প্রস্থান করিল। তথায় দ্বিবিদ নামক বানরকে যুদ্ধাভিপ্রায় জানাইয়া তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ও বিংশতি দিবস অবিশ্রাম যুদ্ধ করিল। দ্বিবিদ এক পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া কংসের মস্তকে নিক্ষেপ করিল, কংসও সেই পর্ব্বত হস্তে ধারণপূর্ব্বক তাহারই উপর নিক্ষেপ করিল। অনন্তর দ্বিবিদ কংসকে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া আকাশ পথে উত্থিত হইল, কংসও তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিল।১৫—২৮। তখন দ্বিবিদ কংসপ্রহারে মূর্চ্ছিত মলিন ও হীনবল হইয়া কংসের দাসভাব স্বীকার করিল। অনন্তর কংস দ্বিবিদ সহ ঋষ্যমূকবনে গমন করিল, সেখানে অশ্বরূপধারী ঘনরাবী মহাদৈত্য কেশী বাস করিত, তাহাকে মুষ্টিপ্রহারে পাতিত ও তাহার উপর চাপিয়া বসিয়া তাহাকে বশে আনয়ন করিল। মহাবল দৈত্য-রাজ কংস এইরূপে মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিয়া শতবার সেই পর্ব্বত উৎপাটন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিল। মহেন্দ্র পর্ব্বতে পরশুরাম অবস্থান করিতেন, কংসের প্রতি তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন; সেই ক্রোধলোহিতলোচন প্রলয়কালীন সূর্য্য-সদৃশ মুনি পরশুরামকে দর্শনপূর্ব্বক কংস প্রণাম

পুনঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য তদ্দণ্ডব্রোর্নিপপাত হ ॥ ৩৩
ততঃ শান্তো ভার্গবোঽপি কংসং প্রাহ মহোগ্রদৃক্‌
হে কীট মর্কটীডিম্ভ তুচ্ছোঽসি মশকো যথা ॥৩৪
অদ্যৈব ত্বাং হন্মি দুষ্ট ক্ষত্রিয়ং বীর্য্যমানিনম্‌।
মৎসমীপে ধনুরিদং লক্ষভারসমং মহৎ ॥ ৩৫
ইদঞ্চ বিষ্ণুনা দত্তং শম্ভবে ত্রৈপুরে যুধি।
শম্ভোঃ করাদিহ প্রাপ্তং ক্ষত্রিয়াণাং বধায় চ ॥৩৬
যদি চেদং তনোষি ত্বং তদা চ কুশলং ভবেৎ।
চেদস্য কর্ষণং ন স্যাদ্ঘাতয়িষ্যামি তে বলম্‌ ॥ ৩৭
শ্রুত্বা বচস্তদা দৈত্যঃ কোদণ্ডং সপ্ততালকম্‌।
গৃহীত্বা পশ্যতস্তস্য সজ্জং কৃত্বাথ লীলয়া ॥ ৩৮
আকৃষ্য কর্ণপর্য্যন্তং শতবারং ততান হ।
প্রত্যঞ্চাস্ফোটনেনৈব টঙ্কারোঽভূত্তড়িৎস্বনঃ ॥৩৯
ননাদ তেন ব্রহ্মাণ্ডং সপ্তলোকৈর্ব্বিলৈঃ সহ।
বিচেলুর্দিগ্‌গজাস্তারা হ্যপতন্‌ ভূমিমণ্ডলে ॥ ৪০
ধনুঃ সংস্থাপ্য তৎ কংসো নত্বা নত্বাহ ভার্গবম্‌।
হে দেব ক্ষত্রিয়ো নাস্মি দৈত্যোঽহং তে চ কিঙ্করঃ ॥ ৪১
তব দাসস্য দাসোঽহং পাহি মাং পুরুষোত্তম।
শ্রুত্বা প্রসন্নঃ শ্রীরামস্তস্মৈ প্রাদাদ্ধনুশ্চ তৎ ॥৪২
...
[ই]দং কোদণ্ডং বৈষ্ণবং তদ্যেন ভঙ্গীভবিষ্যতি।
[প]রিপূর্ণতমেনাত্র সোঽপি ত্বাং ঘাতয়িষ্যতি ॥৪৩

শ্রীনারদ উবাচ।

[অ]থ নত্বা মুনিং কংসো বিচরন্‌ স মদোন্মদঃ।
[ন] কেঽপি যুযুধুস্তেন রাজানশ্চ বলিং দদুঃ ॥ ৪৪
[স]মুদ্রস্য তটে কংসো দৈত্যং নাম্না হ্যঘাসুরম্‌।
[স]র্পাকারং চ ফুৎকারৈর্লেলিহানং দদর্শ হ ॥ ৪৫
[আ]গচ্ছন্তং দশন্তং চ গৃহীত্বা তং নিপাত্য সঃ।
[চ]কার স্বগলে হারং নির্ভয়ো দৈত্যরাট্‌ বলী ॥৪৬
প্রাচ্যাং তু বঙ্গদেশেষু দৈত্যোঽরিষ্টো মহাবৃষঃ।

করিল এবং পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইল। অনন্তর পরশুরাম শান্ত হইলেন, কিন্তু মহা উগ্রদৃষ্টিতে কংসকে কহিলেন,—হে কীট! তুমি মশক ও মর্কটী-শিশুসদৃশ ক্ষুদ্র। হে দুষ্ট! অদ্যই বীর্য্যমানী ক্ষত্রিয় তোমাকে বিনষ্ট করিব। আমার সমীপে এই লক্ষভার সমন্বিত মহাধনু রহিয়াছে, ত্রিপুর সমরে হরি ইহা শঙ্করকে দিয়াছিলেন। আমি ক্ষত্রিয়গণের বিনাশার্থ শঙ্কর-কর হইতে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছি। যদি তুমি ইহা আকর্ষণ করিতে পার, তবে তোমার মঙ্গল হইবে; আর যদি ইহার আকর্ষণে অসমর্থ হও, তবে আমি তোমার বল বিনাশ করিব। তখন কংস পরশুরাম বাক্য শ্রবণ করিয়া সপ্ততাল তুল্য ধনু ধারণপূর্ব্বক সকলের সমক্ষে অবলীলাক্রমে জ্যারোপণ করিল এবং কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া শতবার প্রত্যাকর্ষণ করিল। প্রতিবারে আকর্ষণ-প্রত্যাকর্ষণে মেঘ গর্জ্জনের মত টঙ্কার ধ্বনি উত্থিত হইল, সে নিনাদে পাতালাদি সপ্তলোক সহ ব্রহ্মাণ্ড বিচলিত হইল। দিগ্‌গজগণ কম্পিত ও তারারাশি ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কংস তখন ধনু সংস্থাপন করিয়া পরশুরামকে বার বার প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—হে দেব! আমি আপনার দাস, আমি ক্ষত্রিয় নহি,—দৈত্য। হে পুরুষোত্তম! আমি আপনার দাসেরও দাস, আমাকে রক্ষা করুন। কংসবাক্য শ্রবণে পরশুরাম প্রসন্ন হইয়া তাহাকে সেই মহাধনু-দান করিয়া বলিলেন,—এই বৈষ্ণব ধনু যিনি ভঙ্গ করিবেন, তিনি পরিপূর্ণতম এবং তিনিই তোমার নিহন্তা হইবেন। ২৯—৪৩। নারদ বলিলেন,—অনন্তর মদোন্মত্ত কংস পরশুরামকে প্রণাম করিয়া নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল, তাহার সহিত কেহই সমরে সাহসী হইলেন না, যাবতীয় রাজগণই তাহাকে কর দিতে লাগিলেন। অনন্তর কংস সমুদ্রতটে সর্পাকার দৈত্য অঘাসুরকে দর্শন করিল, সে ফুৎকার দ্বারা রসনা বিস্তার করিয়া আহার্য্য আকর্ষণপূর্ব্বক আহার করিত। অঘাসুর দংশনার্থ আগত হইলে দৈত্যরাজ কংস তাহাকে ধরিয়া বিনষ্ট করিল এবং তাহার দ্বারা হার প্রস্তুত করিয়া গলে ধারণ করত নির্ভয় হইল। পূর্ব্বদিগ্‌-

তেন সার্দ্ধং স যুযুধে গজেনাপি গজো যথা ॥৪৭
শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ কংসমূর্দ্ধনি।
কংসো গিরিং সংগৃহীত্বা চাক্ষিপত্তস্য মস্তকে ॥৪৮
জঘান মুষ্টিনারিষ্টং কংসো বৈ দৈত্যপুঙ্গবঃ।
মূর্চ্ছিতং তং বিনির্জ্জিত্য তেনোদীচীং দিশং গতঃ
প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরং ভৌমং নরকাখ্যং মহাবলম্
উবাচ কংসো যুদ্ধার্থী যুদ্ধং মে দেহি দৈত্যরাট্ ॥
অহং দাসো ভবেয়ং বো ভবন্তো জয়িনো যদি।
অহং জয়ী চেত্তবতো দাসান্ সর্ব্বান্ করোম্যহম্

শ্রীনারদ উবাচ।

পূর্ব্বং প্রলম্বো যুযুধে কংসেনাপি মহাবলঃ।
মৃগেন্দ্রেণ মৃগেন্দ্রোহদ্রাবুত্তটেন যথোত্তটঃ ॥ ৫২
মল্লযুদ্ধে গৃহীত্বা তং কংসো ভূমৌ নিপাত্য চ।
পুনর্গৃহীত্বা চিক্ষেপ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরান্তরে ॥ ৫৩
আগতো ধেনুকো নাম্না কংসং জগ্রাহ রোষতঃ।
নোদয়ামাস দূরেণ বলং কৃত্বাথ দারুণম্ ॥ ৫৪
কংসস্তং নোদয়ামাস ধেনুকং শতযোজনম্।
নিপাত্য চূর্ণয়ামাস তদঙ্গং মুষ্টিভির্দৃঢ়ৈঃ ॥ ৫৫
তৃণাবর্ত্তো ভৌমবাক্যাৎ কংসং নীত্বা নভো গতঃ
তত্রৈব যুযুধে দৈত্য ঊর্দ্ধং বৈ লক্ষযোজনম্ ॥৫৬
কাংসোহনন্তবলং কৃত্বা দৈত্যং নীত্বা তদাম্বরাৎ।
ভূম্যাং সম্পাতয়ামাস বমন্তং রুধিরং মুখাৎ ॥ ৫৭
তুণ্ডেনাথ গ্রসন্তং চ বকং দৈত্যং মহাবলম্।
কংসো নিপাতয়ামাস মুষ্টিনা বজ্রঘাতিনা ॥ ৫৮
উত্থায় দৈত্যো বলবান্ সিতপক্ষো ঘনস্বনঃ।
ক্রোধযুক্তঃ সমুৎপত্য তীক্ষ্ণতুণ্ডোহগ্রসচ্চ তম্ ॥
নিগীর্ণোহপি সবজ্রাঙ্গস্তদ্গালে রোধকৃচ্চ যঃ।
সদ্যশ্চচ্ছর্দ্দ তং কংসং ক্ষতং কণ্ঠো মহাবকঃ ॥৬০
কংসো বকং সংগৃহীত্বা পাতয়িত্বা মহীতলে।
করাভ্যাং ভ্রাময়িত্বা চ যুদ্ধে তং বিচকর্ষ হ ॥ ৬১

বর্ত্তী বঙ্গদেশে অরিষ্ট নামক এক মহাবৃষ ছিল, গজ যেমন গজের সহিত যুদ্ধ করে, কংসও তদ্রূপ তাহার সহিত যুদ্ধ করিল। মহাবৃষ শৃঙ্গদ্বয়ে অনেক উচ্চ পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া কংসের মস্তকে নিক্ষেপ করে, কংসও সেই সকল গিরি ধারণ করিয়া তাহার মস্তকে প্রতিক্ষেপ করিতে থাকে। অনন্তর দৈত্যবর কংস মুষ্টি প্রহারে অরিষ্টকে বিনষ্ট করিল। এইরূপে অরিষ্টকে জয় করিয়া কংস প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরপতি ভূমিনন্দন মহাবল নরক সমীপে গমনপূর্ব্বক বলিল,—আমি যুদ্ধার্থী, হে দৈত্যরাজ! আমার সহিত যুদ্ধ কর। যদি আমার সহিত তোমরা যুদ্ধে জয়ী হও, তবে আমি তোমাদের দাস হইব, আর আমি জয়ী হইলে তোমাদিগকে দাস করিব। নারদ বলিলেন,—প্রথমে মহাবল প্রলম্ব কংসের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন; উভয়ের সেই যুদ্ধ যেন পর্ব্বতোপরি সিংহের সহিত সিংহের অথবা প্রতিযোদ্ধা মল্লের সহিত মল্লের ন্যায় প্রতিভাত হইল। কংস মল্লযুদ্ধে তাহাকে ধারণপূর্ব্বক ভূমিতলে পাতিত ও পুনরায় উত্থাপিত করিয়া প্রাগজ্যোতিষপুর মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তৎপর ধেনুক নামক দৈত্য আসিয়া সকলে কংসকে গ্রহণ পূর্ব্বক ভীম বিক্রমে দূরে নিক্ষেপ করিল, কংসও পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাকে ধারণ করত শতযোজন দূরে ফেলিয়া দিল এবং তাহাকে পাতিত করিয়া দৃঢ় মুষ্টি প্রহারে তাহার অঙ্গ বিচূর্ণিত করিল। অনন্তর তৃণাবর্ত্ত নরক নিদেশে কংসকে গ্রহণপূর্ব্বক গগনমার্গে উত্থিত হইল এবং অন্তরীক্ষে লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।৪৪—৫৬। কংসও তখন অশেষ বল বিকাশ করিয়া দৈত্য তৃণাবর্ত্তকে আকাশ হইতে আনয়নপূর্ব্বক ভূমিতলে পাতিত করিল, তৃণাবর্ত্ত মুখ হইতে শোণিত বমন করিতে লাগিল। অনন্তর বক নামক দৈত্য কংসকে তুণ্ডদ্বারা গ্রাস করিতে আসিল, কংসও সেই মহাবল বককে বজ্রসদৃশ মুষ্টিপ্রহারে ভূপতিত করিল। মেঘনাদী ক্রোধযুক্ত শ্বেতপক্ষ বলবান্ বক তখন উত্থিত হইয়া তীক্ষ্ণ তুণ্ডদ্বারা কংসকে গ্রাস করিল। বজ্রসদৃশ দৃঢ়াঙ্গ কংস বককর্ত্তৃক গিলিত হইয়াও তাহার গলদেশ রুদ্ধ করিয়া রাখিল, তখন বকের কণ্ঠদেশ ক্ষতাক্ত হইয়া গেল, সে কংসকে বমন দ্বারা তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া

তৎস্বসারং পূতনাখ্যাং যোদ্ধুকামামবস্থিতাম্।
তামাহ কংসঃ প্রহসন্ বাক্যং মে শৃণু পূতনে ॥৬২
স্ত্রিয়া সার্দ্ধমহং যুদ্ধং ন করোমি কদাচন।
বকাসুরঃ স্বাত্মে ভ্রাতা ত্বং চ মে ভগিনী ভব ॥
ততোঽনন্তবলং কংসং বীক্ষ্য ভৌমোঽপি ধর্ষিতঃ
চকার সৌহৃদং কংসে সাহায্যার্থং সুরান্ প্রতি ॥

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে
নারদবহুলাশ্বসংবাদে কংসবলবর্ণনং
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

অথ কংসঃ প্রলম্বাদ্যৈরন্যৈঃ পূর্ব্বং জিতৈশ্চ তৈঃ
শম্বরস্য পুরং প্রাগাৎ স্বাভিপ্রায়ং ন্যবেদয়ৎ ॥ ১
শম্বরো হ্যতিবীর্য্যোঽপি ন যুযোধ স তেন বৈ।
চকার সৌহৃদং কংসে সর্ব্বৈরতিবলৈঃ সহ ॥ ২
ত্রিশৃঙ্গশিখরে শেতে ব্যোমনামাসুরো বলী।
কংসপাদপ্রবুদ্ধোঽভূৎ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ৩
কংসং জঘান চোত্থায় প্রবলৈর্দৃঢ়মুষ্টিভিঃ।
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ঘোরমিতরেতরমুষ্টিভিঃ ॥ ৪
কংসস্য মুষ্টিভিঃ সোঽপি নিঃসত্ত্বোঽভূদ্ভ্রমাতুরঃ।
ভৃত্যং কৃত্বাথ তং কংসঃ প্রাপ্তং মাং প্রণনাম হ ॥
হে দেব যুদ্ধকাঙ্ক্ষোঽস্মি ক্ব যামি ত্বং বদাশু মে
প্রোবাচ তং তদা গচ্ছ দৈত্যং বাণং মহাবলম্ ॥৬
প্রেরিতশ্চেতি কংসাখ্যো ময়া যুদ্ধদিদৃক্ষুণা।
ভুজবীর্য্যমদোন্মত্তঃ শোণিতাখ্যং পুরং যযৌ ॥ ৭
বাণাসুরস্তৎপ্রতিজ্ঞাং শ্রুত্বা ক্রুদ্ধো হ্যভূন্মহান্।
ততাড় লত্তাং ভূমধ্যে জগর্জ্জ ঘনবদ্বলী ॥ ৮
আজানুভূমিগাং লত্তাং পাতালান্তমুপাগতাম্।

ফেলিল। অনন্তর কংস করদ্বয়ে বককে ধারণ পূর্ব্বক ভ্রামিত করিয়া ভূতলে পাতিত করত আকর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে বক-ভগিনী পূতনা যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে কংস হাসিতে হাসিতে বলিল,—হে পূতনে! আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি নারীর সহিত কদাচ যুদ্ধ করিব না। বকাসুর আমার ভ্রাতা, অতএব তুমি আমার ভগিনী হও। অনন্তর ভূমিপুত্র নরক কংসের অনন্ত বল দর্শনে চকিত হইয়া সুরযুদ্ধে সাহায্যার্থ তাহার সহিত সৌহার্দ্দ করিল। ৫৭—৬৩।

গোলোকখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর কংস প্রলম্বাদি এবং অন্যান্য পূর্ব্ব বিজিত অসুরগণসহ শম্বর-পুরে আগমন করিয়া যুদ্ধার্থ অভিপ্রায় প্রকাশ করিল; কিন্তু শম্বর অতি বীর্য্যবান্ হইয়াও তাহার সহিত সমর করিল না, সেই সকল অতি-বল অসুর সমন্বিত কংসের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিল। ত্রিশৃঙ্গ শিখরে ব্যোম নামক বলবান্ অসুর শয়ন করিয়াছিল, কংস তাহাকে পাদ প্রহার করিলে সে প্রবুদ্ধ হইল এবং ক্রোধে তাহার নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল। ব্যোমাসুর উত্থিত হইয়া প্রবল বেগে কংসকে মুষ্টি প্রহার করিল, কংসও তাহাকে দৃঢ় মুষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল; তাহাদের সেই পরস্পর মুষ্টি যুদ্ধ ঘোররূপ ধারণ করিল। ব্যোমাসুর কংসের মুষ্টিপ্রহারে দুর্ব্বল ও ভ্রমাতুর হইয়া গেল। অনন্তর কংস তাহাকে বশে আনয়ন পূর্ব্বক আমার সমীপে উপনীত হইয়া আমাকে প্রণাম করিল এবং বলিল,—হে দেব! আমি সমরকামী, আমায় সত্বর বলুন —আমি কোথায় যাইব। তখন আমি তাহাকে বলিলাম—হে দৈত্য! তুমি মহাবল বাণের নিকট গমন কর। ১—৬। আমি যুদ্ধদর্শনাভিলাষী হইয়া তাহাকে প্রেরণ করিলাম। ভুজবীর্য্য মদে উদ্ধত কংস শোণিতাখ্য বাণপুরে প্রয়াণ করিল, বলবান্ বাণাসুর তাহার প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া মহা ক্রুদ্ধ হইল, এবং মেঘ গর্জ্জনে গর্জ্জন করিয়া একটা লৌহ-দণ্ড ভূমধ্যে প্রোথিত করিল। সেই লৌহদণ্ড পাতালতল পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া এবং

কৃত্বা তমাহ বাণস্তু পূর্ব্বকৈনাং সমুদ্ধর ॥ ৯
শ্রুত্বা বচঃ করাভ্যাং তামুজ্জহার মদোৎকটঃ ।
প্রচণ্ডবিক্রমঃ কংসঃ খরদণ্ডং গজো যথা ॥ ১০
তয়া চোদ্ধৃতয়োৎখাতা লোকাঃ সপ্ততলা দৃঢ়াঃ ।
নিপেতুর্গিরয়োনেকা বিচেলুর্দৃঢ়দিগ্‌গজাঃ ॥ ১১
যোদ্ধুং তমুদ্যতং বাণং দৃষ্ট্বাগত্য বৃষধ্বজঃ ।
সর্ব্বান্ সম্বোধয়ামাস প্রোবাচ বলিনন্দনম্ ॥ ১২
কৃষ্ণং বিনা পরং চৈতং ভূমৌ কোঽপি ন জেষ্যতি
ভার্গবেণ বরো দত্তো ধনুরস্মৈ চ বৈষ্ণবম্ ॥ ১৩

শ্রীনারদ উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা সৌহৃদং হৃদ্যং সদ্যো বৈ কংসবাণয়োঃ
চকার পরয়া শান্ত্যা শিবঃ সাক্ষান্মহেশ্বরঃ ॥ ১৪
অথ কংসো দিক্‌প্রতীচ্যাং শ্রুত্বা বৎসং মহাসুরম্
তেন সার্দ্ধং স যুযুধে বৎসরূপেণ দৈত্যরাট্ ॥ ১৫
পুচ্ছে গৃহীত্বা তং বৎসং পোথয়ামাস ভূতলে ।
বশে কৃত্বাথ তং শৈলং ম্লেচ্ছদেশাংস্ততো যযৌ
সম্মুখাৎ কালযবনঃ শ্রুত্বা দৈত্যং মহাবলম্ ।
নির্যযৌ সম্মুখে যোদ্ধুং রক্তশ্মশ্রুর্গদাধরঃ ॥ ১৭
কংসো গদাং গৃহীত্বা স্বাং লক্ষভারবিনির্ম্মিতাম্
প্রাক্ষিপদ্‌যবনেন্দ্রায় সিংহনাদমথাকরোৎ ॥ ১৮
গদাযুদ্ধমভূদ্‌ঘোরং তত্তর্হি কংসকালয়োঃ ।
বিস্ফুলিঙ্গান্ ক্ষরন্তৌ দ্বে গদে চূর্ণীবভূবতুঃ ॥ ১৯
কংসঃ কালং সংগৃহীত্বা পাতয়ামাস ভূতলে ।
পুনর্গৃহীত্বা নিষ্পাত্য মৃততুল্যং চকার হ ॥ ২০
বাণবর্ষং প্রকুর্ব্বন্তীং সেনাং তাং যবনস্য চ ।
গদয়া প্রোথয়ামাস কংসো দৈত্যাধিপো বলী ॥ ২১
গজাংস্তুরঙ্গান্ সুরথান্ বীরান্ ভূমৌ নিপাত্য চ
জগর্জ্জ ঘনবদ্‌বীরো গদাযুদ্ধো মৃধাঙ্গনে ॥ ২২
ততশ্চ দুদ্রুবুর্ম্লেচ্ছাস্ত্যক্ত্বা স্বং স্বং রণং পরম্ ।
ভীতান্ পলায়িতান্ ম্লেচ্ছান্ন জঘানাথ নীতিমান্

তাহার কিয়দংশ জানু পর্য্যন্ত উপরে রাখিয়া বাণাসুর কংসকে কহিল,—সম্প্রতি তুমি এই লৌহদণ্ড উদ্ধার কর। বাণের বাক্য শুনিয়া প্রচণ্ড পরাক্রম কংস মদোদ্ধত মাতঙ্গ যেমন দৃঢ়-প্রোথিত দণ্ড উত্তোলন করে, তদ্রূপ করদ্বয়ে ধরিয়া তাহা উত্তোলন করিল। সেই দণ্ড উদ্ধৃত হইলে তাহার খাত সপ্ততল তুল্য প্রতিভাত হইল, অনেক পর্ব্বত পতিত হইতে লাগিল এবং দৃঢ় দিগ্‌গজগণ বিচলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর বলিনন্দন বাণরাজকে যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া শঙ্কর বৃষারোহণে তথায় আগমনপূর্ব্বক সকলকে প্রবোধিত করিলেন এবং বাণকে বলিলেন,—ভূতলে কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কেহ ইহাকে জয় করিতে সমর্থ নহে। পরশুরাম ইহাকে এইরূপ বরদানপূর্ব্বক বৈষ্ণব ধনু প্রদান করিয়াছেন। নারদ বলিলেন,—স্বয়ং মহেশ্বর এইরূপ বলিয়া পরম শান্তিসহকারে কংস ও বাণ মধ্যে পরস্পর সুদৃঢ় সৌহার্দ্দ স্থাপন করিলেন। অনন্তর দৈত্যরাজ কংস পশ্চিম প্রদেশস্থ বৎসরূপী মহাবল শৈলাসুরের কথা শুনিয়া তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং তাহার পুচ্ছ ধারণপূর্ব্বক তাহাকে ভূতলে পাতিত করিল। এইরূপে শৈলকে বশে আনয়নপূর্ব্বক কংস ম্লেচ্ছদেশে গমন করিল এবং আমার মুখে মহাবল দৈত্য কালযবনের কথা শুনিয়া তাহার সহিত সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইল। রক্তশ্মশ্রু কালযবন গদাধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে কংস সিংহনাদ করিয়া লক্ষভার সমন্বিত এক গদা সেই যবনরাজের উপরে নিক্ষেপ করিল। ৭—১৮। কংস-কালের সেই গদাযুদ্ধ অতিভীষণ ভাব ধারণ করিল। উভয়ের গদা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল এবং উভয়েরই গদা চূর্ণিত হইয়া গেল। অনন্তর কংস কালযবনকে ধারণ করিয়া ভূতলে পাতিত করিল, এবং বারবার তুলিয়া ফেলিয়া তাহাকে মৃতকল্প করিয়া তুলিল। কালযবনের সেনাগণ বাণবর্ষণ করিতেছিল, দৈত্যরাজ মহাবল কংস তাহাদিগকেও গদাদ্বারা পাতিত করিল। গদাযোধী বীর কংস মেঘবদ্ ঘন ঘোর গর্জ্জনে কালযবনের অশ্ব [illegible] রথ ও বীরসেনাগণকে একে একে ভূতলে পাতিত করিল। অনন্তর যবন সেনাগণ স্ব স্ব রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইল, কিন্তু নীতিমান্ কংস

উচ্চপাদো দীর্ঘজানুঃ স্তম্ভোরুর্লঘিমঃকটিঃ।
কপাটবক্ষাঃ পীনাংসঃ পুষ্টঃ প্রাংশুর্বৃহদ্ভুজঃ ॥ ২৪
পদ্মনেত্রো বৃহৎকেশোঽরুণবর্ণোঽসিতাম্বরঃ
কিরীটী কুণ্ডলী হারী পদ্মমালী লয়ার্করুক্ । ২৫
খড়্গী নিষঙ্গী কবচী মুদ্গরাঢ্যো ধনুর্দ্ধরঃ
মদোৎকটো যযৌ জেতুং দেবান্
কংসোঽমরাবতীম্ ॥২৬
চাণূরমুষ্টিকারিষ্টশলতোশলকেশিভিঃ।
প্রলম্বেন বকেনাপি দ্বিবিদেন সমাবৃতঃ ॥ ২৭
তৃণাবর্ত্তাঘকূটৈশ্চ ভৌমবাণাখ্যশম্বরৈঃ।
ব্যোমধেনুকবৎসৈশ্চ রুরুধে সোঽমরাবতীম্ ॥ ২৮
কংসাদীনাগতান্ দৃষ্ট্বা শক্রো দেবাধিপঃ স্বরাট্
সর্ব্বৈর্দেবগণৈঃ সার্দ্ধং যোদ্ধুং ক্রুদ্ধো বিনির্যযৌ
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ঘোরং তুমুলং রোমহর্ষণম্।
দিব্যৈশ্চ শস্ত্রসঙ্ঘাতৈর্ব্বাণৈস্তীক্ষ্ণৈঃ স্ফুরৎপ্রভৈঃ
শস্ত্রান্ধকারে সঞ্জাতে রথারূঢ়ো মহেশ্বরঃ।
চিক্ষেপ বজ্রং কংসায় শতধারং তড়িদ্দ্যুতি ॥৩:

মুদ্গরেণাপি তদ্বজ্রং তত্যাড়াশু মহাসুরঃ
পপাত কুলিশং যুদ্ধে ছিন্নধারং বভূব হ ॥ ৩২
ত্যক্ত্বা বজ্রং তদা বজ্রী খড়্গং জগ্রাহ রোষতঃ।
কংসং মূর্দ্ধ্নি তত্যাড়াশু নাদং কৃত্বাথ ভৈরবম্ ॥
সক্ষতো নাভবৎ কংসো মালাহত ইব দ্বিপঃ ॥৩৩
গৃহীত্বা স গদাং গুর্ব্বীমষ্টধাতুময়ীং দৃঢ়াম্ ॥ ৩৪
লক্ষভারসমাং কংসশ্চিক্ষেপেন্দ্রায় দৈত্যরাট্।
তাং সমাপতন্তীং বীক্ষ্য জগ্রাহাশু পুরন্দরঃ ॥ ৩৫
ততশ্চিক্ষেপ দৈত্যায় বীরো নমুচিসূদনঃ।
চচার যুদ্ধে বিদলন্নরীন্ মাতলিসারথিঃ ॥ ৩৬
কংসো গৃহীত্বা পরিঘং তত্যাড়াংসে সুরদ্বিষঃ।
তৎপ্রহারেণ দেবেন্দ্রঃ ক্ষণং মূর্চ্ছামবাপ সঃ ॥ ৩৭
কংসং মরুদ্গণাঃ সর্ব্বে গৃধ্রপক্ষৈঃ স্ফুরৎপ্রভৈঃ।
বাণৌঘৈশ্ছাদয়ামাসুর্ব্বর্ষাস্বিনমিবাম্বুদঃ ॥ ৩৮
দোঃসহস্রযুতো বীরশ্চাপং টঙ্কারয়ন্মুহুঃ।

সেই ভীত পলায়িত যবন সৈন্যগণকে প্রহার করিল না। অনন্তর উচ্চপাদ দীর্ঘজানু স্তম্ভোরু ক্ষীণকটি কপাটবক্ষা পীনস্কন্ধ প্রশস্ত-পৃষ্ঠ বৃহদ্ভুজ পদ্মনেত্র বৃহৎ কেশ অরুণবর্ণ নীলাম্বর পরিধায়ী কিরীটকুণ্ডলধারী কমলমালা-শোভী হারকণ্ঠ প্রলয় সূর্য্যসদৃশ মদোৎকট কংস খড়্গ, নিষঙ্গ, বাণ, কবচ মুদ্গর ও ধনু প্রভৃতি ধারণপূর্ব্বক দেবগণকে জয় করিবার জন্য অমরাবতীতে উপনীত হইল। চাণূর, মুষ্টিক, অরিষ্ট, শল, তোশল, কেশী, প্রলম্ব, বক, দ্বিবিদ, তৃণাবর্ত্ত, অঘাসুর, কূট, নরক, বাণ, সম্বর, ব্যোমাসুর, ধেনুক ও বৎস প্রভৃতি সৈন্যগণ সমাবৃত হইয়া কংস অমরাবতী অবরুদ্ধ করিল। সসৈন্য কংসকে সমাগত দেখিয়া ক্রুদ্ধ দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত দেবগণ সহ তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। লোমহর্ষণ সেই তুমুল দেবাসুর সমর অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল, উভয় পক্ষ হইতেই বিদ্যুৎস্ফুরিত সুতীক্ষ্ণ বাণ ও দিব্য অস্ত্র-শস্ত্র সকল নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষের অস্ত্রবর্ষণে রণভূমি অন্ধকার হইয়া গেল, তখন সুরপতি তড়িৎপ্রভ এক শতধার বজ্র কংসের উপর পাতিত করিলেন, মহাসুর কংসও মুদ্গর দ্বারা সেই বজ্র বিধ্বস্ত করিল। দেবরাজের বজ্র ছিন্নধার হইয়া রণাঙ্গনে পতিত হইল। অনন্তর রোষপরবশ শক্র সত্বর খড়্গ গ্রহণ করিয়া ভীমনাদে কংসমস্তকে প্রহার করিলেন, কিন্তু মালা প্রহারে মাতঙ্গমস্তকের ন্যায় কংস-মস্তক অক্ষতই রহিয়া গেল।১৯—৩৩। অনন্তর দৈত্য-পতি কংস লক্ষভার সমন্বিত অষ্টধাতুময়ী দৃঢ় গুরু গদা গ্রহণ করিয়া সুরপতিকে প্রহার করিল, মহাবীর নমুচিসূদন সুরপতি পুরন্দর সেই কংস-পাতিত গদা সত্বর গ্রহণ করিয়া পুনরায় কংস-মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর অসুরদ্বেষী মাতলি-সারথি ইন্দ্র শক্র সৈন্য মথিত করিয়া রণভূমে বিচরণ করিতে থাকিলে কংস পরিঘ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিল। সেই পরিঘ প্রহারে দেবরাজ ক্ষণকালের জন্য মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। বর্ষাকালে মেঘগণ যেন সূর্য্যকে আবৃত করে, তদ্রূপ মরুদ্গণ স্ফুরৎপ্রভ গৃধ্রপক্ষ তীক্ষ্ণ বাণনিবহ দ্বারা কংসকে আচ্ছাদিত করিলেন। অনন্তর সহস্রবাহু বীরগণ মুহুর্মুহু

তদা তান্ কালয়ামাস বাণৈর্বাণাসুরো বলী ॥ ৩৯
বাণঞ্চ বসবো রুদ্রা আদিত্যা ঋভবঃ সুরাঃ।
জঘ্নুর্নানাবিধৈঃ শস্ত্রৈঃ সর্ব্বতোঽদ্রিং সমাগতাঃ
ততো ভৌমাসুরঃ প্রাপ্তঃ প্রলম্বাদ্যসুরৈর্নদন্।
তেন নাদেন দেবাস্তে নিপেতুর্মূর্চ্ছিতা রণে ॥৪১
উত্থায়াশু তদা শক্রো গজমারুহ্য রক্তদৃক্।
নোদয়ামাস কংসায় মত্তমৈরাবতং গজম্ ॥ ৪২
অঙ্কুশাস্ফালনাৎ ক্রুদ্ধং পাতয়ন্তং পদৈর্দ্বিষঃ।
শুণ্ডাদণ্ডস্য ফুৎকারৈর্মর্দ্দয়ন্তমিতস্ততঃ ॥ ৪৩
স্রবন্মদং চতুর্দ্দন্তং হিমাদ্রিমিব দুর্গমম্
নদন্তং শৃঙ্খলাং শুণ্ডাং চালয়ন্তং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪৪
ঘণ্টাঢ্যকিঙ্কিণীজালরত্নকম্বলমণ্ডিতম্।
গোমূর্দ্ধচয়সিন্দূরকস্তূরীপত্রভৃন্মুখম্ ॥ ৪৫
দৃঢ়েন মুষ্টিনা কংসস্তং ততাড় মহাগজম্।
দ্বিতীয়মুষ্টিনা শক্রং সঞ্জঘান রণাঙ্গনে ॥ ৪৬
তস্য মুষ্টিপ্রহারেণ দূরে শক্রঃ পপাত হ।
জানুভ্যাং ধরণীং স্পৃষ্ট্বা গজোঽপি বিহ্বলো-
ঽভবৎ ॥ ৪৭
পুনরুত্থায় নাগেন্দ্রো দন্তৈশ্চাহত্য দৈত্যপম্।
শুণ্ডাদণ্ডেন চোদ্ধৃত্য চিক্ষেপ লক্ষযোজনম্ ॥ ৪৮
পতিতোঽপি স বজ্রাঙ্গঃ কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ।
স্ফুরদোষ্ঠোঽতিরুষ্টাঙ্গো যুদ্ধভূমিং সমাযযৌ ॥ ৪৯
কংসো গৃহীত্বা নাগেন্দ্রং সন্নিপাত্য রণাঙ্গনে।
নিষ্পীড্য শুণ্ডাং তস্যাপি দন্তাংশ্চূর্ণীচকার হ ॥ ৫০
অথ চৈরাবতো নাগো দ্রুদ্রাবাশু রণাঙ্গনাৎ।
নিপাতয়ন্মহাবীরান্ দেবধানীং পুরীং গতঃ ॥ ৫১
গৃহীত্বা বৈষ্ণবং চাপং সজ্জং কৃত্বাথ দৈত্যরাট্।
দেবান্ বিদ্রাবয়ামাস বাণৌঘৈশ্চ ধনুঃস্বনৈঃ ॥৫২

ততঃ সুরাস্তেন নিহন্যমানা
বিদুদ্রুবুর্নষ্টধিয়ো দিশান্তে।
কেচিদ্রণে মুক্তশিখা বভূবু-
র্ভীতাঃ স্ম ইত্থং যুধি বাদিনস্তে ॥ ৫৩
কেচিত্তথা প্রাঞ্জলয়োঽতিদীনবৎ-
সংন্যস্তশস্ত্রা যুধি মুক্তকচ্ছাঃ।

ধনুকে টঙ্কার করিয়া বহুবাণ নিক্ষেপে সুরগণকে পীড়িত করিতে লাগিল। তখন সকলদিক্ হইতে আসিয়া বসু, রুদ্র, আদিত্য, ঋভু প্রভৃতি সুরগণ বিবিধ বাণে বাণাসুরকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রলম্বাদি অসুরগণসহ নরক রণভূমে সমাগত হইয়া ভীষণ নাদ করিতে লাগিল, সেই নাদে দেবগণ মূর্চ্ছিত হইয়া রণভূমে পতিত হইলেন। তখন ইন্দ্র সহসা উত্থিত হইয়া রোষরক্ত-নয়নে গজারোহণে আগমনপূর্ব্বক কংসের দিকে সেই মত্ত ঐরাবতকে চালিত করিলেন, অঙ্কুশাঘাতে ক্রুদ্ধ ঐরাবত পদ-দ্বারা ইতস্ততঃ শত্রু সৈন্য দলিত ও শুণ্ডাদণ্ডের ফুৎকারে মথিত করিতে লাগিল। সেই হিমালয় শৃঙ্গতুল্য চতুর্দ্দন্তযুক্ত, মদস্রাবী, শুণ্ড ও শৃঙ্খল চালনাপূর্ব্বক মুহুর্মুহু নাদকারী, ঘণ্টা কিঙ্কণী ও রত্ন কম্বল মণ্ডিত, গোরোচনা ও সিন্দুরবর্ণ কস্তূরীতুল্য সুগন্ধযুক্ত মহাগজ ঐরাবতকে কংস দৃঢ়মুষ্টি প্রহার দ্বারা তাড়না করিল এবং আর একটী মুষ্টিদ্বারা ইন্দ্রকে রণভূমে প্রহার করিল। ইন্দ্র সেই মুষ্টিপ্রহারে দূরে পতিত হইলেন, গজও জানুদ্বারা ধরণী স্পর্শ করত বিহ্বল হইয়া পতিত হইল। নাগরাজ ঐরাবত পুনরায় উত্থিত হইয়া দন্তদ্বারা কংসকে আহত ও শুণ্ডাদণ্ডে ধারণ করিয়া লক্ষযোজন দূরে নিক্ষেপ করিল। কংস বজ্রবদ্ দৃঢ়াঙ্গ হইলেও সে পতনে কিঞ্চিৎ ব্যথিত ও রুষ্ট হইয়া অধরোষ্ঠ কম্পিত করিতে করিতে রণভূমে সমাগত হইল এবং সেই ঐরাবতকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া তাহার শুণ্ড নিষ্পেষণ ও দন্ত সকল চূর্ণিত করিল।৩৪-৫০। অনন্তর ঐরাবত দ্রুতবেগে রণাঙ্গন হইতে পলায়নপূর্ব্বক দেবপুরে উপনীত হইল, তাহার পলায়নকালে তদীয় অঙ্গস্পর্শে অনেক বীর পতিত হইল। অনন্তর দৈত্যপতি কংস বৈষ্ণবধনু গ্রহণ ও জ্যাযুক্ত করিয়া মহাশব্দকারী শরসমূহ দ্বারা দেবগণকে বিদ্রাবিত করিল। কংসকর্ত্তৃক নিহন্যমান সুরগণ নষ্টবুদ্ধি হইয়া দিকে দিকে পলায়ন করিলেন; কাহার কাহার ভয়ে শিখা মুক্ত হইয়া গেল এবং তাহারা সেই

স্থাতুং রণে কংসনৃদেবসম্মুখে
গতেঽপিতাঃ কেচিদতীব বিহ্বলাঃ ॥ ৫৪
ইত্থং স দেবান প্রগতান্নিরীক্ষ্য তা-
ন্নীত্বা চ সিংহাসনমাতপত্রবৎ ।
সর্ব্বৈস্তদা দৈত্যগণৈর্জ্জনাধিপঃ
স্বরাজধানীং মথুরাং সমাযযৌ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে দিগ্বিজয়বর্ণনং নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীগর্গ উবাচ ।

শ্রুত্বা তদা শৌনক ভক্তিযুক্তঃ
শ্রীমৈথিলো জ্ঞানভৃতাং বরিষ্ঠম্ ।
নত্বা পুনঃ প্রাহ মুনিং মহান্তং
দেবর্ষিবর্য্যং হরিভক্তিনিষ্ঠম্ ॥ ১

শ্রীবহুলাশ্ব উবাচ ।

ত্বয়া কুলং কৌ বিশদীকৃতং মে
স্বানন্দদোর্জ্জদ্যশসামলেন ।
শ্রীকৃষ্ণভক্তক্ষণসঙ্গমেন
জনোঽপি সন্ স্যাদিহ না কিমুস্বিৎ ॥ ২
শ্রীরাধয়া পূর্ণতমস্তু সাক্ষা-
দ্ভূত্বা ব্রজে কিং চরিতং চকার ।
তদ্ব্রূহি মে দেবঋষে ঋষীশ
ত্রিতাপদুঃখাৎ পরিপাহি মাং ত্বম্ ॥ ৩

শ্রীনারদ উবাচ ।

ধন্যং কুলং যন্নিমিনা নৃপেণ
শ্রীকৃষ্ণভক্তেন পরাৎপরেণ ।
পূর্ণীকৃতং যত্র ভবান্ প্রজাতো
যুক্তো হি মুক্তো ভবতো ন চিত্রম্ ॥ ৪
অথ প্রভোস্তস্য পবিত্রলীলাং
সুমঙ্গলাং সংশৃণুতাৎ পরস্য ।
অভূৎ সতাং যো ভুবি রক্ষণার্থং
ন কেবলং কংসবধায় কৃষ্ণঃ ॥ ৫
অথৈব রাধা বৃষভানুপত্ন্যা-
মাবেশ্য রূপং মহসঃ পরাখ্যম্ ।

যুদ্ধস্থলে 'আমরা ভীত হইয়াছি' বলিয়া নিজ দৈন্য জানাইতে লাগিলেন; কেহ কেহ অস্ত্রাদি ত্যাগ করত মুক্তকচ্ছ হইয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক অতিদীনবৎ হইলেন। সেই সকল অতি বিহ্বল দেবগণ মধ্যে কেহই দৈত্যরাজ কংসের সম্মুখে থাকিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপ দেবগণকে পলায়নপর দর্শন করিয়া অসুররাজ কংস সিংহাসন ও রাজচ্ছত্র গ্রহণপূর্ব্বক দৈত্যসেনাগণসহ নিজ রাজধানী মথুরায় আগমন করিল। ৫১—৫৫।

গোলোকখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৭॥

অষ্টম অধ্যায় ।

গর্গ বলিলেন,—হে শৌনক! তখন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ভক্তিমান্ মিথিলাপতি বহুলাশ্ব এই সকল মহাদ্ভুত কথা শুনিয়া হরিভক্তিনিষ্ঠ দেবর্ষিবর নারদকে প্রণাম পূর্ব্বক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। বহুলাশ্ব বলিলেন,—আপনার আগমনে আমার কুল ভূতলে আনন্দপ্রদ উন্নত এবং অমল যশে বিশদীকৃত হইল। কৃষ্ণভক্তের সহিত ক্ষণ সঙ্গমেও যে লোক সৎ হয়, এ বিষয়ে আর অধিক বক্তব্য কি আছে? পরিপূর্ণতম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপুরে রাধার সহিত অবতীর্ণ হইয়া কি লীলা করিয়াছিলেন, হে ঋষিসত্তম নারদ! তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া আধিদৈবিকাদি ত্রিতাপ হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন। ১—৩। নারদ বলিলেন,—তোমার কুল ধন্য, কেননা, শ্রীকৃষ্ণভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিমি নৃপতি তোমার কুল সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণ করিয়াছেন, এইরূপ কুলে তোমার জন্ম উপযুক্তই হইয়াছে, তোমার যে মুক্তি হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? অনন্তর পরম প্রভু সেই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময়ী পাবন লীলা শ্রবণ কর; তিনি যে কেবল কংস বধের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হন তাহা নহে, তিনি সাধুদিগের রক্ষণার্থও ব্রজে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ আপনার পরম তেজ বৃষ-

কলিন্দজাকূলনিকুঞ্জদেশে
সুমন্দিরে সাবততার রাজন্ ॥ ৬
ঘনাবৃতে ব্যোম্নি দিনস্য মধ্যে
ভাদ্রে সিতে নাগতিথৌ চ সোমে
অবাকিরন্ দেবগণাঃ স্ফুরদ্ভি-
স্তন্মন্দিরে নন্দনজৈঃ প্রসূনৈঃ ॥ ৭
রাধাবতারেণ তদা বভূবু-
র্নদ্যোঽমলাভাশ্চ দিশঃ প্রসেদুঃ।
ববুশ্চ বাতা অরবিন্দরাগৈঃ
সুশীতলাঃ সুন্দরমন্দযানৈঃ ॥ ৮
সুতাং শরচ্চন্দ্রশতাভিরামাং
দৃষ্ট্বাথ কীর্তির্মুদমাপ গোপী।
শুভং বিধায়াশু দদৌ দ্বিজেভ্যো
দ্বিলক্ষমানন্দকরং গবাঞ্চ ॥ ৯
প্রেঙ্খে খচিদ্রত্নময়ূখপূর্ণে
সুবর্ণযুক্তে কৃতচন্দনাঙ্গে।
আন্দোলিতা সা ববৃধে সখীজনৈ-
র্দিনে দিনে চন্দ্রকলেব ভাভিঃ ॥১০
যদ্দর্শনং দেববরৈঃ সুদুর্লভং
যজ্ঞৈরবাপ্তং জনজন্মকোটিভিঃ।

ভানু পত্নীতে রাধারূপে আবেশিত করেন, সেই তেজ হইতে যমুনাকূলের নিকুঞ্জ দেশে উত্তম মন্দিরে রাধা আবির্ভূতা হন। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে সোমবার মধ্যাহ্নকালে তিনি অবতীর্ণা হন, সে সময় আকাশ মেঘাবৃত ছিল। তখন দেবগণ সেই মন্দিরে নন্দনবন-জাত প্রফুল্ল প্রসূন বর্ষণ করিলেন, নদী সকল অমল ও দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, পদ্মপরাগসহ সুগন্ধ সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইল। শত শরৎ-শশধর-কান্তি রমণীয়া কন্যা-দর্শনে মাতা কীর্ত্তি অত্যন্ত হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, তিনি সত্বর শুভবিধান করিয়া আনন্দদায়ক দ্বি লক্ষ গো দ্বিজগণকে দান করিলেন। অনন্তর রাধা কিরণপূর্ণ রত্নখচিত চন্দনলিপ্ত সুবর্ণময় দোলায় সখীজন কর্তৃক আন্দোলিত হইয়া দিনে দিনে নিজপ্রভায় শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যাঁহার দর্শন দেববরগণেরও

সবিগ্রহাং তাং বৃষভানুমন্দিরে
লক্ষ্যন্তি লোকা ললনাপ্রলালনৈঃ ॥ ১১
শ্রীরাসরঙ্গস্য বিকাসচন্দ্রিকা
দীপাবলীভির্বৃষভানুমন্দিরে।
গোলোকচূড়ামণিকণ্ঠভূষণাং
ধ্যাত্বা পরাং তাং ভুবি পর্য্যটাম্যহম্ ॥ ১২
শ্রীবহুলাশ্ব উবাচ।
বৃষভানোরহো ভাগ্যং যস্য রাধা সুতাভবৎ।
কলাবত্যা সুচন্দ্রেণ কিং কৃতং পূর্ব্বজন্মনি ॥ ১৩
শ্রীনারদ উবাচ।
নৃগপুত্রো মহাভাগঃ সুচন্দ্রো নৃপতীশ্বরঃ।
চক্রবর্ত্তী হরেরংশো বভূবাতীব সুন্দরঃ ॥ ১৪
পিতৄণাং মানসী কন্যাস্তিস্রোঽভূবন্মনোহরাঃ।
কলাবতী রত্নমালা মেনকা নাম নামতঃ ॥ ১৫
কলাবতীং সুচন্দ্রায় হরেরংশায় ধীমতে।
বৈদেহায় রত্নমালাং মেনকাঞ্চ হিমাদ্রয়ে।
পারিবর্হেণ বিধিনা স্বেচ্ছাভিঃ পিতরো দদুঃ ॥ ১৬
সীতাভূদ্রত্নমালায়াং মেনকায়াঞ্চ পার্ব্বতী।

সুদুর্লভ, যাহা কোটি কোটি জন্ম যজ্ঞাচরণেও লাভ হয় না, লোক সকল তাঁহাকে আজ বৃষভানু মন্দিরে শরীরধারিণী এবং ললনাগণ দ্বারা লালিত দর্শন করিতেছে; রাসরঙ্গের প্রকাশকারিণী দীপাবলীরূপ যে জ্যোৎস্না আজ বৃষভানুমন্দিরে উদিত, গোকুল চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠভূষণস্বরূপা সেই পরমা রাধাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া আমি ভূমি পর্য্যটন করি। বহুলাশ্ব বলিলেন,—অহো! রাধা যাঁহার কন্যা হইলেন, সেই বৃষভানুর কি ভাগ্য! কলাবতী সুচন্দ্রের সহিত পূর্ব্ব জন্মে কি করিয়াছিলেন? ৪—১৩। নারদ বলিলেন,—নৃপবর মনোজ্ঞদর্শন মহাভাগ চক্রবর্ত্তী সুচন্দ্র হরির অংশে নৃগনৃপের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন; কলাবতী, রত্নমালা ও মেনকা নামে পিতৃগণের মনোহরা তিনটী মানসী কন্যা ছিল, পিতৃগণ বিবিধ যৌতুকসহ যথা বিধানে হরির অংশ সুধী সুচন্দ্রকে কলাবতী, বৈদেহকে রত্নমালা ও হিমালয়কে মেনকা অর্পণ করেন। রত্নমালায় সীতা

দ্বয়োশ্চরিত্রং বিদিতং পুরাণেষু মহামতে ॥ ১৭
সুচন্দ্রোঽথ কলাবত্যা গোমতীতীরজে বনে।
দিব্যৈর্দ্বাদশভির্বর্ষৈস্তেপে ব্রহ্মণস্তপঃ ॥ ১৮
অথো বিধিস্তমাগত্য বরং ব্রূহীত্যুবাচ হ।
শ্রুত্বা বল্মীকদেশাচ্চ নির্যযৌ দিব্যরূপধৃক্ ॥ ১৯
তং নত্বোবাচ মে ভূয়াদ্দিব্যং মোক্ষং পরাৎপরম্
তচ্ছ্রুত্বা দুঃখিতা সাধ্বী বিধিং প্রাহ কলাবতী ॥
পতিরেব হি নারীণাং দৈবতং পরমং স্মৃতম্।
যদি মোক্ষমসৌ যাতি তদা মে কা গতির্ভবেৎ ॥
এনং বিনা ন জীবামি যদি মোক্ষং প্রদাস্যসি।
তুভ্যং শাপং প্রদাস্যামি পতিবিক্ষেপবিহ্বলা ॥২২

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

ত্বচ্ছাপাত্ত্বয়ভীতোঽহং মে বরোঽপি মৃষা নহি।
তস্মাত্ত্বং প্রাণপতিনা সার্দ্ধং গচ্ছ ত্রিবিষ্টপম্ ॥২৩
ভুক্ত্বা সুখানি কালেন যুবাং ভূমৌ ভবিষ্যথঃ।
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে দ্বাপরান্তে চ ভারতে ॥ ২৪
যুবয়ো রাধিকা সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতমপ্রিয়া।
ভবিষ্যতি যদা পুত্রী তদা মোক্ষং গমিষ্যথঃ ॥২৫

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্থং ব্রহ্মবরেণাথ দিব্যেনামোঘরূপিণা।
কলাবতীসুচন্দ্রৌ চ ভূমৌ তৌ দ্বৌ বভূবতুঃ ॥২৬
কলাবতী কান্যকুব্জে ভলন্দননৃপস্য চ।
জাতিস্মরা হ্যভূদ্দিব্যা যজ্ঞকুণ্ডসমুদ্ভবা ॥ ২৭
সুচন্দ্রো বৃষভান্বাখ্যঃ সুরভানুগৃহেঽভবৎ।
জাতিস্মরো গোপবরঃ কামদেব ইবাপরঃ ॥ ২৮
সম্বন্ধং যোজয়ামাস নন্দরাজো মহামতিঃ।
তয়োশ্চ জাতিস্মরয়োরিচ্ছতোরিচ্ছয়া দ্বয়োঃ ॥ ২৯
বৃষভানোঃ কলাবত্যা আখ্যানং শৃণুতে নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ কৃষ্ণসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে শ্রীরাধিকাজন্মবর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ও মেনকায় পার্ব্বতী প্রাদুর্ভূত হন, হে মহামতে! এ দুই জনের চরিত্র তুমি পুরাণে বিদিত আছ। সুচন্দ্র কলাবতীর সহিত গোমতীতীরস্থ অরণ্যে দিব্য দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মার স্তব করেন। অনন্তর ব্রহ্মা তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, বর গ্রহণ কর। সুচন্দ্র তপস্যা করিতে করিতে বল্মীকস্তূপে আবৃত হইয়া গিয়াছিলেন, ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে তিনি তন্মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া দিব্যরূপ ধারণ করত তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন—আমার সর্ব্বোত্তম মোক্ষ হউক। তচ্ছ্রবণে সাধ্বী কলাবতী দুঃখিতা হইয়া বিধিকে বলিলেন,—পত্নীর পতিই পরম দৈবত বলিয়া অভিহিত, যদি আমার পতি মোক্ষলাভ করেন, তবে আমার গতি কি হইবে? আপনি যদি পতিকে মোক্ষ দান করেন, তবে পতি ব্যতীত আমি জীবিত থাকিব না। এবং পতি-বিরহ-বিহ্বলা হইয়া আমি আপনাকে শাপ প্রদান করিব। ব্রহ্মা বলিলেন,—তোমার শাপভয়ে আমি ভীত; অথচ আমার বরেরও অন্যথা হইবে না; অতএব তুমি তোমার প্রাণ-পতির সহিত সম্প্রতি স্বর্গে গমন কর, তথায় বিবিধ সুখ উপভোগ করিয়া যথাকালে তোমরা দুই জনে ভূতলে আগমন করিবে। দ্বাপ-রান্তে এই ভারতবর্ষে গঙ্গা-যমুনার মধ্যদেশে তোমাদের উভয় হইতে যখন শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া রাধিকা কন্যারূপে অবতীর্ণা হইবেন, তখন তোমরা উভয়েই মোক্ষলাভ করিবে। নারদ বলিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মার এই অমোঘ দিব্য-বরে সুচন্দ্র ও কলাবতী উভয়ে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, কলাবতী কান্যকুব্জবাসী ভলন্দন নৃপের যজ্ঞকুণ্ডসম্ভূতা জাতিস্মরা দিব্য কন্যা ও সুচন্দ্র সুরভানুগৃহে বৃষভানুরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। রূপে অদ্বিতীয় কামদেবতুল্য গোপবর বৃষভানু ও জাতিস্মর হইলেন, ইহাঁদের সম্বন্ধযোজক হইলেন মহামতি নন্দরাজ। পরন্তু উভয়েই জাতিস্মর বলিয়া পরস্পরের অভিলাষানুসারেই এই সম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হইয়া-ছিল। যে মানব এই কলাবতী-বৃষভানু উপাখ্যান শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া কৃষ্ণ-সাযুজ্য লাভ করে। ১৪—৩০।

গোলোকখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

তত্রৈকদা শ্রীমথুরাপুরে বরে
পুরোহিতঃ সর্ব্বযদূত্তমৈঃ কৃতঃ।
শূরেচ্ছয়া গর্গ ইতি প্রমাণিকঃ
সমাযযৌ সুন্দররাজমন্দিরম্ ॥ ১
হীরাখচিদ্ধেমলসৎকপাটকং
দ্বিপেন্দ্রকর্ণাহতভৃঙ্গনাদিতম্।
ইভস্রবন্নির্ঝরগণ্ডধারয়া
সমাবৃতং মণ্ডপখণ্ডমণ্ডিতম্ ॥ ২
মহোদ্ভটৈর্বীরজনৈঃ সকঞ্চুকৈ-
র্ধনুর্দ্ধরৈশ্চর্মকৃপাণপাণিভিঃ।
রথদ্বিপাশ্বধ্বজিনীবলাভিঃ
সুরক্ষিতং মণ্ডলমণ্ডলীভিঃ ॥ ৩
দদর্শ গর্গো নৃপদেবমাহুকং
শ্বাফল্কিনা দেবককংসসেবিতম্।
শ্রীশক্রসিংহাসন উন্নতে পরে
স্থিতং বৃতং ছত্রবিতানচামরৈঃ ॥ ৪
দৃষ্ট্বা মুনিং তং সহসাসনাশ্রয়া-
দুত্থায় রাজা প্রণনাম যাদবৈঃ।
সংস্থাপ্য সম্পূজ্য সুভদ্রপীঠকে
স্তুত্বা পরিক্রম্য নতঃ স্থিতোঽভবৎ ॥ ৫
দত্ত্বাশিষং গর্গমুনির্নৃপায় বৈ
পপ্রচ্ছ সর্ব্বং কুশলং নৃপাদিষু।
শ্রীদেবকং প্রাহ মহামনা ঋষি-
র্ম্মহৌজসং নীতিবিদং যদূত্তমম্ ॥ ৬

শ্রীগর্গ উবাচ।

শৌরিং বিনা ভুবি নৃপেষু বরস্তু নাস্তি
চিন্ত্যো ময়া বহুদিনৈঃ কিল যত্র তত্র।
তস্মান্ নৃদেব বসুদেববরায় দেহি
শ্রীদেবকীং নিজসুতাং বিধিনোদ্বহস্ব ॥ ৭

শ্রীনারদ উবাচ।

কৃত্বা তদৈব পুরি নিশ্চয়নাগবল্লীং
শ্রীদেবকঃ সকলধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
গর্গেচ্ছয়া তু বসুদেববরায় পুত্রীং
কৃত্বাথ মঙ্গলমলং প্রদদৌ বিবাহে ॥ ৮
কৃতোদ্বহঃ শৌরিরতীব সুন্দরং
রথং প্রয়াণে সমলঙ্কৃতং হয়ৈঃ।

নবম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর এক সময়ে সমস্ত যাদবকুলের পুরোহিত প্রমাণস্থানীয় মহর্ষি গর্গ শূরসেনের অভিলাষানুসারে পৃথ্বী-প্রধান মথুরাপুরের সুন্দর রাজমন্দিরে আগমন করেন। ঐ রাজপুরী হীরকখচিত, সুদীপ্ত, সুবর্ণের কপাটযুক্ত, মদস্রাবী করীর কর্ণাঘাতে আহত মধুকর কর্তৃক নিনাদিত, গজগণ্ড-ক্ষরিত মদগন্ধে আমোদিত ও মনোহর মণ্ডপ-মণ্ডিত, চর্ম্ম ও কৃপাণপাণি বর্ম্ম ও ধনুর্দ্ধারী ধীর বীর সৈন্য এবং মণ্ডলাকারে অবস্থিত রথ, হস্তী, অশ্ব ও ধ্বজধারী সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত। গর্গ দেখিলেন,—অক্রূর, দেবক ও কংস কর্তৃক সেবিত সুররাজ সিংহাসন তুল্য উন্নত আসনে ছত্র ও চন্দ্রাতপতলে চামর দ্বারা বীজ্যমান নরদেব আহুক সমাসীন। রাজা আহুক গর্গকে সহসা দর্শন করিয়া সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং সমস্ত যাদব সহ প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তম আসনে সংস্থাপন, সম্যক্ পূজা ও স্তব প্রদক্ষিণ করিয়া নতবদনে উপবেশন করিলেন। গর্গ মুনিও রাজাকে আশীর্ব্বাদ প্রদানপূর্ব্বক সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর মহামনা মুনি মহাতেজা নীতিজ্ঞ যদুগণের অগ্রণী দেবককে বলিতে লাগিলেন। গর্গ বলিলেন,—পৃথিবীস্থ নৃপগণ মধ্যে বসুদেব ব্যতীত শ্রেষ্ঠ নাই, ইহা আমি বহুদিন যাবৎ যখন তখন চিন্তা করিয়া থাকি, অতএব হে নৃপবর! বসুদেব করে নিজ কন্যা দেবকীকে যথাবিধানে অর্পণ কর। ১—৭। নারদ বলিলেন,—ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য নরদেব দেবক গর্গের ইচ্ছায় তখনি পুর মধ্যে বিবাহের নিশ্চয়জ্ঞাপক নাগবল্লী উত্তোলন করাইয়া বহু মঙ্গলানুষ্ঠানপূর্ব্বক নিজ কন্যা দেবকীকে বসুদেব করে অর্পণ করিলেন। বসুদেবও বিবাহ করিয়া গৃহগমনার্থ অশ্ব-

সার্দ্ধং তয়া দেবকরাজকন্যয়া
সমারুহৎ কাঞ্চনরত্নশোভয়া ॥ ৯
স্বসুঃ প্রিয়ং কর্ত্তুমতীব কংসো
জগ্রাহ রশ্মীংশ্চলতাং হয়ানাম্।
উবাহ বাহাংশ্চতুরঙ্গিণীভি-
র্বৃতঃ কৃপাস্নেহপরোহথ শৌরেঃ ॥১০
দাসীসহস্রং ত্বযুতং গজানাং
সৎপারিবর্হং নিযুতং হয়ানাম্।
লক্ষং রথানাঞ্চ গবাং দ্বিলক্ষং
প্রাদাদ্ দুহিত্রে নৃপ দেবকো বৈ ॥ ১১
ভেরীমৃদঙ্গোঙ্করগোমুখানাং
ধুন্ধুর্জবীণানকবেণুকানাম্।
মহৎস্বনোহভূচ্চলতাং যদূনাং
প্রয়াণকালে পথি মঙ্গলঞ্চ ॥ ১২
আকাশবাগাহ তদৈব কংসং
ত্বামষ্টমো হি প্রসবোঽস্যাঃ।
হন্তা ন জানাসি চ যাং রথস্থাং
রশ্মীন্ গৃহীত্বা বহসেঽবুধ ত্বম্ ॥ ১৩
কুসঙ্গনিষ্ঠোঽতিখলো হি কংসো
হন্তুং স্বসারং ধিষণাং চকার।
কচে গৃহীত্বা সিতখড়্গপাণি-
র্গতত্রপো নির্দ্দয় উগ্রকর্ম্মা ॥ ১৪
বাদিত্রকারা রহিতা বভূবু-
রগ্রেস্থিতাঃ স্যুশ্চকিতা হি পশ্চাৎ।
সর্ব্বেষু বা শ্বেতমুখেষু সৎসু
শৌরিস্তমাহাশু সতাং বরিষ্ঠঃ ॥ ১৫

শ্রীবসুদেব উবাচ।

ভোজেন্দ্র ভোজকুলকীর্ত্তিকরস্ত্বমেব
ভৌমাদিমাগধবকাসুরবৎসবাণৈঃ।
শ্লাঘ্যা গুণাস্তব যুধি প্রতিযোদ্ধুকামৈঃ
স ত্বং কথন্তু ভগিনীমসিনাত্র হন্যাঃ ॥ ১৬
জ্ঞাত্বা স্ত্রিয়ং কিল বকীং প্রতিযোদ্ধুকামাং
যুদ্ধং কৃতং ন ভবতা নৃপনীতিবৃত্ত্যা।
সা তু ত্বয়াপি ভগিনীব কৃতা প্রশান্ত্যৈ
সাক্ষাদিয়ন্তু ভগিনী কিমু তেঽবিচারাৎ ॥ ১৭
উদ্বাহপর্ব্বণি গতা চ তবানুজা চ
বালা সুতেব কৃপণা শুভদা সদৈষা।

শোভিত স্বর্ণরত্নালঙ্কৃত অত্যন্ত সুন্দর রথে দেবক কন্যা দেবকীর সহিত আরোহণ করিলেন। তখন কংস ভগিনীর প্রিয়কামনায় সেই রথের অশ্বরজ্জু গ্রহণ করত বসুদেবের প্রতি স্নেহ গৌরব পরায়ণ হইয়া সেই রথ চালাইতে আরম্ভ করিল। কংসের চতুরঙ্গিণী সেনা রথের চতুর্দ্দিকে চলিতে লাগিল। এই বিবাহে দেবক সহস্র দাসী, অযুত গজ, নিযুত অশ্ব, লক্ষ রথ এবং দ্বিলক্ষ গো কন্যাকে যৌতুক স্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলেন। বরবধূর প্রয়াণকালে যাদবগণের অনুযাত্রায় ভেরী, মৃদঙ্গ, গোমুখ, ঘুঙুর, বীণা, আনক, বেণু প্রভৃতি মঙ্গল বাদ্যের মহাশব্দ উত্থিত হইল। তখন এক আকাশবাণী কংসকে বলিল,—তুমি যাহাকে রথে করিয়া বহন করিতেছ, এই দেবকীর অষ্টম গর্ভজ সন্তান তোমার নিহন্তা হইবে, তুমি তাহা জান না? হে নির্ব্বোধ! তুমি সেই ভগিনীর রথরজ্জু গ্রহণ করিয়াছ? তচ্ছ্রবণে উগ্রকর্ম্মা কুসঙ্গনিষ্ঠ অতিখল নির্লজ্জ নির্দ্দয় কংস তখনই ভগিনীবধে অভিলাষ করিয়া শাণিত অসি পাণিতলে লইয়া দেবকীর কেশ ধারণ করিল। তখন অগ্রবর্ত্তী বাদ্যকরগণ চকিত হইয়া বাদ্য বন্ধ করত পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল, ভয়ে সকলের বদন বিকৃত হইয়া গেল, সাধুসত্তম বসুদেব তৎক্ষণাৎ বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৮—১৫। বসুদেব বলিলেন,—হে ভোজেন্দ্র! তুমিই ভোজকুলের কীর্ত্তিস্বরূপ, তোমার প্রতিযোদ্ধা নরক, মাগধ, বকাসুর,বৎস, বাণ প্রভৃতি বীরগণ যুদ্ধে তোমার গুণশ্লাঘা করিয়া থাকে, সেই তুমি অসিদ্বারা অদ্য কেন ভগিনী-বধে উদ্যত হইয়াছ? বক-ভগিনী পূতনা তোমার সহিত সমরাভিলাষিণী হইলে তুমি যে নৃপনীতিতে তাহাকে রমণী মনে করিয়া যুদ্ধে বিরত হইয়াছিলে, এবং শান্তি স্থাপনের জন্য তাহাকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলে, আজ সেই তুমি সাক্ষাৎ সহোদরার বধে উদ্যত,

যোগ্যোঽসি নাত্র মথুরাধিপ হন্তমেনাং
ত্বং দীনদুঃখহরণে কৃতচিত্তবৃত্তিঃ ॥ ১৮
শ্রীনারদ উবাচ।
নামাস্তথেত্থং প্রতিবোধিতোঽপি
কুসঙ্গনিষ্ঠোঽতিখলো হি কংসঃ।
তদা হরেঃ কালগতিং বিচার্য্য
শৌরিঃ প্রপন্নঃ পুনরাহ কংসম্ ॥ ১৯
শ্রীবসুদেব উবাচ।
নাস্যাস্ত তে দেব ভয়ং কদাচিদ্-
যদ্দৈববাক্যাৎ কথিতঞ্চ তচ্ছৃণু।
পুত্রান্ দদামীতি যতো ভয়ং স্যা-
স্মাত্তে ব্যথা স্যাঃ প্রসবপ্রজাতান্ ॥ ২০
শ্রীনারদ উবাচ।
শ্রুত্বা স নিশ্চিত্য বচোঽথ শৌরেঃ
কংসঃ প্রশস্যাশু গৃহং গতোঽভূৎ।
শৌরিস্তদা দেবকরাজপুত্র্যা
ভয়াবৃতঃ সন্ গৃহমাজগাম ॥ ২১

ইতি শ্রীগর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে বসুদেব-
বিবাহবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

এ তোমার কেমন বিচার? একে ত এইমাত্র বিবাহ হইয়াছে, তারপর বালিকা কনিষ্ঠা ভগিনী কন্যার ন্যায় স্নেহ-পাত্রী, বিশেষতঃ তোমার সর্ব্বদা হিতৈষিণী; আর তোমার হৃদয়ও দীনদুঃখহরণে সর্ব্বদা অনুরক্ত; অতএব হে মথুরাধিপ! ইনি কোনমতেই তোমার বধযোগ্যা নহেন। নারদ বলিলেন,—কুসঙ্গ-সঙ্গী অতিখল কংস এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়াও প্রবোধ মানিল না, তখন ভগবানের কালগতি বিচার করিয়া অনুগত বসুদেব পুনরায় কংসকে বলিতে লাগিলেন। বসুদেব বলি-লেন,—হে দেব! দেবকী হইতে কদাচ তোমার ভয় হইবে না, আকাশবাণী যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। দেবকীর পুত্র হইতেই যখন তোমার ভয়, তখন ইঁহার গর্ভজাত যাবতীয় সন্তান তোমাকে প্রদান করিব। সুতরাং তোমার কোন বিঘ্ন হইবে না। নারদ বলি-লেন,—কংস বসুদেবের এই বাক্য শ্রবণে

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
ভীতঃ পলায়িতো বায়ং যোদ্ধারঃ কংস-নোদিতাঃ
অযুতং শস্ত্রসংযুক্তা রুরুধুঃ শৌরিমন্দিরম্ ॥ ১
শৌরিঃ কালেন দেবক্যামষ্টৌ পুত্রানজীজনৎ।
অনুবর্ষং চাথ কন্যামেকাং মায়াং সনাতনীম্ ॥ ২
কীর্ত্তিমন্তং সুতং হ্যাদৌ জাতমানকদুন্দুভিঃ।
নীত্বা কংসং সমভ্যেত্য দদৌ তস্মৈ পরার্থবিৎ ॥৩
সত্যবাক্যস্থিতং শৌরিং দৃষ্ট্বা কংসো ঘৃণী হ্যভূৎ
দুঃখং সাধুর্ন সহতে সত্যে কস্য ক্ষমা নহি ॥৪
কংস উবাচ।
এষ বালো যাতু গৃহমেতস্মান্ন হি মে ভয়ম্।
যুবয়োরষ্টমং গর্ভং হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৫

বিশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসাপূর্ব্বক সত্বর গৃহে গমন করিল, বসুদেবও ভয়াকুল হইয়া দেবকীর সহিত স্বগৃহে আগমন করিলেন। ১৬—২১।

গোলোকখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—পাছে বসুদেব ভীত হইয়া পলায়ন করেন, এইজন্য কংসাদেশে শস্ত্রহস্ত অযুত যোদ্ধা বসুদেব-গৃহ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। অনন্তর দেবকীগর্ভে বসু-দেবের প্রতিবর্ষে এক একটী করিয়া আটটী পুত্রসন্তান ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। কন্যাটী সনাতনী মায়া। সেই অষ্ট পুত্রের মধ্যে প্রথমটীর নাম কীর্ত্তিমান, কীর্ত্তিমান জন্মিবামাত্র পরার্থবিৎ বসুদেব তাহাকে লইয়া গিয়া কংসকরে অর্পণ করিলেন। কংস বসু-দেবকে সত্যনিষ্ঠ জানিয়া দয়াপরবশ হইল। সাধুজন দুঃখ সহ্য না করিতে পারেন; কিন্তু সত্যে কাহার না ক্ষমার উদয় হয়।১—৪। কংস কহিল,—এই বালক গৃহে গমন করুক, ইহা হইতে আমার ভয় নাই; তোমাদের অষ্টম গর্ভজাত সন্তানকেই আমি নিঃসন্দেহ বিনাশ

শ্রীনারদ উবাচ।
ইত্যুক্তো বসুদেবস্তু সপুত্রো গৃহমাগতঃ।
সত্যং নামন্যত মনাক্ বাক্যং তস্য দুরাত্মনঃ॥ ৬
তদাম্বরাদাগতং মাং নত্বাপূজ্যোগ্রসেনজঃ।
পপ্রচ্ছ দেবাভিপ্রায়ং প্রাবোচন্তং নিবোধ মে॥৭
নন্দাদ্যা বসবঃ সর্ব্বে বৃষভান্বাদয়ঃ সুরাঃ।
গোপ্যো বেদঋগাদ্যাশ্চ সন্তি ভূমৌ নৃপেশ্বর॥৮
বসুদেবাদয়ো দেবা মথুরায়াঞ্চ বৃষ্ণয়ঃ।
দেবক্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা দেবতা সন্তি নিশ্চয়ঃ॥৯
সপ্তবারপ্রসংখ্যানাদষ্টমাঃ সর্ব্ব এব হি।
তে হন্তঃ সংখ্যয়া খং বা দেবানাঞ্চ মনোগতিঃ॥
শ্রীনারদ উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা তং ময়ি গতে কৃতদৈত্যবধোদ্যমে।
কংসঃ কোপাবৃতঃ সদ্যো যদূন্ হন্তুং মনো দধে॥
বসুদেবং দেবকীঞ্চ বদ্ধা চ নিগড়ৈর্দৃঢ়ৈঃ।
মমর্দ্দ তং শিলাপৃষ্ঠে দেবকীগর্ভজং শিশুম্॥ ১২
জাতিস্মরো বিষ্ণুভয়াজ্জাতং জাতং জঘান হ।
ইতি দুষ্টবিভাবাচ্চ ভূমৌ ভূতং হসংশয়ম্॥ ১৩
উগ্রসেনস্তদা ক্রুদ্ধো যাদবেন্দ্রো নৃপেশ্বরঃ।
বারয়ামাস কংসাখ্যং বসুদেবসহায়কৃৎ॥ ১৪
কংসস্য দুরভিপ্রায়ং দৃষ্ট্বোত্তস্থুর্মহাভটাঃ।
উগ্রসেনানুগা রক্ষাং চক্রুস্তে খড়্গপাণয়ঃ॥ ১৫
উগ্রসেনানুগান্ দৃষ্ট্বা কংসবীরাঃ সমুত্থিতাঃ।
তৈঃ সার্দ্ধমভবদ্যুদ্ধং সভামণ্ডপমধ্যতঃ॥ ১৬
দ্বারদেশেঽপি বীরাণাং যুদ্ধং জাতং পরস্পরম্।
খড়্গপ্রহারৈরযুতং জনানাং নিধনং গতম্॥ ১৭
কংসো গৃহীত্বাথ গদাং পিতুঃ সেনাং মমর্দ্দ হ।
কংসস্য গদয়া স্পৃষ্টাঃ কেচিচ্ছিন্নললাটকাঃ॥ ১৮
ভিন্নপাদা ভিন্ননখাশ্ছিন্নাংসাশ্ছিন্নবাহবঃ।
অধোমুখা ঊর্দ্ধমুখাঃ সশস্ত্রাঃ পতিতাঃ ক্ষণাৎ॥

করিব। নারদ বলিলেন,—বসুদেব কংসের কথায় পুত্রসহ গৃহে আগমন করিলেন, কিন্তু সেই দুরাত্মার বাক্য যে সত্য হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র প্রত্যয় করিতে পারিলেন না। তখন আমি আকাশপথে আসিতেছিলাম, উগ্রসেননন্দন কংস আমাকে প্রণাম ও পূজা করিয়া দেবগণের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। হে নৃপবর! ভূতলে বসুগণকে নন্দাদি, সুরগণকে বৃষভানু প্রভৃতি এবং ঋক আদি বেদগণকে গোপী জানিবে। মথুরার বসুদেবাদি যাদব নহেন তাঁহারা দেবগণ; আর দেবকী প্রভৃতি নারীগণ দেবতা, ইহা নিশ্চয়। তোমার হনন-কারীর সংখ্যা এক হইতে সাতবার যাহারই করিবে, সেই অষ্টম হইবে; এইরূপ গণনায় বসুদেবের সকল তনয়ই অষ্টম হইতে পারে, দেবগণের ইহাই মনোগত। নারদ বলিলেন,—দৈত্যগণের বিনাশ বাসনায় কংসকে আমি এইরূপ বলিয়া গমন করিলে কোপাবিষ্ট কংস তখনই যাদবগণের বধবাসনায় মনোনিবেশ করিল এবং বসুদেব দেবকীকে সুদৃঢ় নিগড়ে বদ্ধ করিয়া দেবকীর প্রথম গর্ভজ শিশুপুত্র কীর্ত্তিমানকে শিলাপৃষ্ঠে নিষ্পিষ্ট করিল।৫—১২। "এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া নিঃসংশয় ভূতলে আমার শত্রু উপস্থিত হইবে" জাতিস্মর কংস এইরূপ মনে করিয়া বিষ্ণুভয়ে বসুদেবের পরপর জাত সন্তানগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। যাদবেন্দ্র নৃপবর উগ্রসেন ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি বসুদেবের প্রিয়কামনায় পুত্র কংসকে এই দুষ্কার্য্যে নিষেধ করিলেন। কংসের এই দুষ্টাভিপ্রায় দর্শন করিয়া উগ্রসেনের অনুগত সৈন্যগণ খড়্গহস্তে তাঁহাদের রক্ষাবিধানে যত্নবান্ হইল। তদ্দর্শনে কংসপক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইল, ক্রমে তাহাদের সহিত সভামণ্ডপমধ্যেই যুদ্ধ বাধিয়া গেল। মণ্ডপের দ্বারদেশেও যুদ্ধ আরব্ধ হইল, সে যুদ্ধেও বীরগণের পরস্পর খড়্গপ্রহারে অযুত সৈন্য নিহত হইল। অনন্তর কংস গদা গ্রহণ করিয়া পিতৃসৈন্য মর্দ্দিত করিতে লাগিল; কংসের গদাস্পর্শে কাহারও ললাট, কাহারও পদ, কাহারও নখ, কাহারও স্কন্ধ এবং কাহারও বা বাহু ভগ্ন হইল; কেহ ঊর্দ্ধমুখ আর কেহ বা অধোমুখ হইয়া সশস্ত্র

বমন্তো রুধিরং বীরা মূর্চ্ছিতা নিধনং গতাঃ।
সভামণ্ডপমারক্তং দৃষ্টতে ক্ষতজপ্রবাৎ ॥ ২০
ইত্থং মদোৎকটঃ কংসঃ সন্নিপাত্যোদ্ভটান্ রিপূন্
ক্রোধাঢ্যো রাজরাজেন্দ্রং জগ্রাহ পিতরং খলঃ॥
নৃপাসনাৎ সংগৃহীত্বা বদ্ধা পাশৈশ্চ তং খলঃ।
তন্মিত্রৈশ্চ নৃপৈঃ সার্দ্ধং কারাগারং রুরোধ হ ॥২২
মধুনাং শূরসেনানাং দেশানাং সর্ব্বসম্পদাম্।
সিংহাসনে চোপবিশ্য স্বয়ং রাজ্যং চকার হ ॥২৩
পীড়িতা যাদবাঃ সর্ব্বে সম্বন্ধং মিবেষরম্।
চতুর্দ্দিশাজ্ঞরং দেশান্ বিবিশুঃ কালবেদিনঃ ॥ ২৪
দেবক্যাঃ সপ্তমে গর্ভে হর্ষশোকবিবর্দ্ধনে।
ব্রজং প্রণীতে রোহিণ্যামনন্তে যোগমায়য়া ॥ ২৫
অহো গর্ভঃ ক বিগত ইত্যুচুর্ম্মাথুরা জনাঃ ॥ ২৬
অথ ব্রজে পঞ্চদিনেষু ভাদ্রে
স্বাতৌ চ ষষ্ঠ্যাঞ্চ সিতে বুধে চ।
উচ্চৈগ্রহৈঃ পঞ্চভিরাবৃতে চ
লগ্নে তুলাখ্যে দিনমধ্যদেশে ॥ ২৭
সুরেষু বর্ষৎসু সুপুষ্পবর্ষং
ঘনেষু মুঞ্চৎসু চ বারিবিন্দূন্।
বভূব দেবো বসুদেবপত্ন্যাং
বিভাসয়ন্নন্দগৃহং স্বভাসা ॥ ২৮
নন্দোঽপি কুর্ব্বন্ শিশুজাতকর্ম্ম
দদৌ দ্বিজেভ্যো নিযুতং গবাঞ্চ।
গোপান্ সমাহুয় সুগায়কানাং
রাবৈর্ম্মহামঙ্গলমাতনোতি ॥ ২৯
দ্বৈপায়নো দেবলদেবরাত-
বসিষ্ঠবাচস্পতিভির্ম্ময়া চ।
আগত্য তত্রৈব সমাস্থিতোঽভূৎ-
পাদ্যাদিভির্নন্দকৃতৈঃ প্রসন্নঃ ॥ ৩০
নন্দরাজ উবাচ।
সুন্দরো বালকঃ কোঽয়ং ন দৃষ্টো যৎসমঃ ক্বচিৎ
কথং পঞ্চদিনাজ্জাতস্তন্মে ব্রূহি মহামুনে ॥ ৩১
শ্রীব্যাস উবাচ।
অহো ভাগ্যন্তু তে নন্দ শিশুঃ শেষঃ সনাতনঃ।

পতিত হইল। অনেক বীর রুধির বমন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত ও মৃত হইল, শোণিত-প্রবাহে সভামণ্ডপ রক্তবর্ণ হইয়া গেল। এই-রূপে শত্রুসৈন্যগণকে নিহত করিয়া মদোৎ-কট খল কংস অতিক্রোধে ক্রমে রাজরাজেন্দ্র পিতা উগ্রসেনের উপর পতিত হইল; তাঁহাকে সিংহাসন হইতে তুলিয়া লইয়া পাশে আবদ্ধ করত তদীয় মিত্রগণসহ কারাগারে আবদ্ধ করিল এবং মধু ও শূরসেন দেশের সমস্ত সম্পত্তি করায়ত্ত করিয়া সিংহাসনে উপবেশন-পূর্ব্বক স্বয়ং রাজত্ব করিতে লাগিল। এইরূপে পীড়িত হইয়াও কালবেদী যাদবগণ কুটুম্বগৃহে গমনের ছলে সত্বর চতুর্দ্দিকে দেশদেশান্তরে প্রবেশ করিলেন। ১৩—২৪। এই সময়ে হর্ষ-শোক-বিবর্দ্ধন দেবকীর সপ্তম গর্ভ সম্ভূত হইল, সেই গর্ভে ভগবান্ বলরাম আবির্ভূত হইলে যোগমায়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া ব্রজপুরে নন্দগৃহে রোহিণীতে সংস্থাপিত করিলেন। মথুরাবাসী জনগণ 'অহো দেবকীগর্ভ কোথায় গেল' বলিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর গর্ভের পঞ্চম দিন অতীত হইলে ভাদ্র-মাসে বুধবার শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠী তিথিতে স্বাতী-নক্ষত্রে পঞ্চ উচ্চগ্রহাবৃত তুলালগ্নে মধ্যাহ্নসময়ে বসুদেবপত্নী রোহিণীতে নিজতেজে নন্দভবন উদ্ভাসিত করিয়া বলদেব আবির্ভূত হইলেন। তখন দেবগণ পবিত্র পুষ্পবর্ষণ করিলেন, মেঘ-গণ মন্দ মন্দ বারিবিন্দু বর্ষণ করিতে লাগিল। নন্দ মহারাজ শিশুর জাতকর্ম্ম করিয়া দ্বিজ-গণকে নিযুত গোদান করিলেন এবং সুগায়ক গোপগণকে আহ্বান করিয়া বালকের মহা-মঙ্গল গীতাদির অনুষ্ঠান করাইলেন। দ্বৈপা-য়ন, দেবল, দেবরাত, বশিষ্ঠ ও বৃহস্পতির সহিত আমিও তথায় আসিয়া সমুপস্থিত হইলাম, নন্দও আমাদিগকে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রসন্ন করিলেন। নন্দ বলিলেন,—এই সুন্দর বালক কে, ইহার তুল্য ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; হে মহামুনে! কি প্রকারে পাঁচদিনে এই পুত্র জন্মিল? তাহা আমাকে বলুন। ব্যাস বলিলেন,—অহো নন্দ! তোমার কি সৌভাগ্য, এই শিশু সনাতন শেষ, ইনি

দেবক্যাং বসুদেবস্ত জাতোহয়ং মথুরাপুরে। ৩২
কৃষ্ণেচ্ছয়া তদুদরাৎ প্রণীতো রোহিণীং শুভাম্‌।
নন্দরাজ ত্বয়া দৃষ্টো দুর্লভো যোগিনামপি। ৩৩
তদ্দর্শনার্থং প্রাপ্তোহহং বেদব্যাসো মহামুনিঃ।
তস্মাত্ত্বং দর্শয়াস্মাকং শিশুরূপং পরাৎপরম্‌। ৩৪

শ্রীনারদ উবাচ।

অথ নন্দঃ শিশুং শেষং দর্শয়ামাস বিস্মিতঃ।
দৃষ্ট্বা প্রেঙ্খস্থিতং প্রাহ নত্বা সত্যবতীসুতঃ। ৩৫

শ্রীব্যাস উবাচ।

দেবাধিদেব ভগবন্‌ কামপাল নমোহস্তু তে।
নমোহনন্তায় শেষায় সাক্ষাদ্রামায় তে নমঃ। ৩৬
ধরাধরায় পূর্ণায় স্বধাম্নে সীরপাণয়ে।
সহস্রশিরসে নিত্যং নমঃ সঙ্কর্ষণায় তে। ৩৭
রেবতীরমণ ত্বং বৈ বলদেবোহচ্যুতাগ্রজঃ।
হলায়ুধঃ প্রলম্বঘ্নঃ পাহি মাং পুরুষোত্তম। ৩৮
বলায় বলভদ্রায় তালাঙ্কায় নমো নমঃ।
নীলাম্বরায় গৌরায় রৌহিণেয়ায় তে নমঃ। ৩৯
ধেনুকারির্মুষ্টিকারিঃ কুষ্মাণ্ডারিস্ত্বমেব হি।
রুক্ম্যরিঃ কূপকর্ণারিঃ কূটারির্ব্বল্বলান্তকঃ। ৪০
কালিন্দীভেদনোহসি ত্বং হস্তিনাপুরকর্ষকঃ।
দ্বিবিদারির্যাদবেন্দ্রো ব্রজমণ্ডলমণ্ডনঃ। ৪১
কংসভ্রাতৃপ্রহন্তাসি তীর্থযাত্রাকরঃ প্রভুঃ।
দুর্য্যোধনগুরুঃ সাক্ষাৎ পাহি পাহি জগৎপ্রভো। ৪২

জয়জয়াচ্যুত দেব পরাৎপর
স্বয়মনন্ত দিগন্তগতশ্রুত।
সুরমুনীন্দ্রফণীন্দ্রবরায় তে
মুসলিনে বলিনে হলিনে নমঃ। ৪৩
ইহ পঠেৎ সততং স্তবনন্তু যঃ
স তু হরেঃ পরমং পদমাব্রজেৎ।
জগতি সর্ব্ববলং ত্বরিমর্দ্দনং
ভবতি তস্য জয়ঃ স্বধনং ধনম্‌। ৪৪

মথুরাপুরে বসুদেব হইতে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎপর কৃষ্ণের ইচ্ছায় সেই দেবকীর উদর হইতে সৌভাগ্যবতী রোহিণীতে আনীত হইয়াছেন। হে নন্দরাজ! আজ যোগিগণেরও দুর্লভ ভগবান্‌ তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছেন। আমি মহামুনি বেদব্যাস আজ তাঁহার দর্শনার্থ এই-স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, অতএব সেই শিশু-রূপী পরাৎপরকে আমাদিগকে দর্শন করাও। নারদ বলিলেন,—অনন্তর নন্দ বিস্মিত হইয়া বেদব্যাসকে শিশুরূপী শেষকে দর্শন করাইলেন। সত্যবতী তনয় বেদব্যাস ক্রোড়স্থিত বলদেবকে অবলোকন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ২৫—৩৫। ব্যাস বলিলেন,—হে দেবাধিদেব ভগবন্‌! আপনি কামপাল; আপনাকে নমস্কার। আপনি শেষ অনন্ত সাক্ষাৎ রাম, আপনাকে নমস্কার। আপনি ধরাধর, পূর্ণ তেজোময় লাঙ্গলপাণি, সহস্রমস্তক, সঙ্কর্ষণ, আপনাকে নমস্কার। আপনি রেবতীরমণ, অচ্যুতাগ্রজ, বলদেব, হলায়ুধ ও প্রলম্বঘ্ন; হে পুরুষোত্তম! আমাকে রক্ষা করুন। আপনি বল বলভদ্র ও তালাঙ্ক নামে অভিহিত, আপনাকে নমস্কার। আপনার পরিধানে নীল বসন ও বর্ণ গৌর; হে রোহিণীনন্দন! আপনাকে বন্দনা করি। আপনি ধেনুক, মুষ্টিক, কুষ্মাণ্ড, রুক্মী, কূপকর্ণ, কূট ও বল্বলের অন্তক; আপনি কালিন্দীর ভেদ ও হস্তিনাপুরের কর্ষণ করিয়াছিলেন; আপনি দ্বিবিদারি, যাদবেন্দ্র ও ব্রজমণ্ডলের মণ্ডনস্বরূপ; আপনি কংসভ্রাতাদিগের নিহন্তা, তীর্থযাত্রাকারী সাক্ষাৎ প্রভু ও দুর্য্যোধনের গুরু, হে প্রভো! জগৎ রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। হে অচ্যুত পরাৎপর দেব! আপনার জয় হউক, জয় হউক। আপনি সাক্ষাৎ অনন্ত ও দিগন্ত-বিশ্রুতকীর্ত্তি, সুরেন্দ্র মুনীন্দ্র ও ফণীন্দ্রবর, আপনি হলী বলী ও মুসলী, আপনাকে নমস্কার। সংসারে যে মানব সতত আপনার এই স্তব পাঠ করেন, তিনি হরির পরমপদ প্রাপ্ত হন; জগতে তাঁহার শত্রু-সংহারক সর্ব্ববিধ বল লাভ হয় এবং তিনি

শ্রীনারদ উবাচ।

বলং পরিক্রম্য শতং প্রণম্য
দ্বৈপায়নো দেবপরাশরাত্মজঃ।
বিশালবুদ্ধির্মুনিবাদরায়ণঃ
সরস্বতীং সত্যবতীসুতো যযৌ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে
শ্রীনারদবহুলাশ্বসংবাদে বলভদ্রজন্ম-
বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।
বিবেশ বসুদেবস্য মনঃ পূর্ব্বং পরাৎপরঃ ॥ ১
সূর্য্যেন্দুবহ্নিসঙ্কাশো বসুদেবো মহামনাঃ।
বভূবাত্যন্তমহসা সাক্ষাদ্ যজ্ঞ ইবাপরঃ ॥ ২
দেবক্যামাগতে কৃষ্ণে সর্ব্বেষামভয়ঙ্করে।
ররাজ তেন সা গেহে ঘনে সৌদামিনী যথা ॥ ৩
তেজোবতীঞ্চ তাং বীক্ষ্য কংসঃ প্রাহ ভয়াতুরঃ
প্রাপ্তোঽয়ং প্রাণহন্তা মে পূর্ব্বমেষা ন চেদৃশী ॥ ৪
জাতমাত্রং হনিষ্যামীত্যুক্তা তস্থৌ ভয়বিহ্বলঃ।
পশ্যন্ সর্ব্বত্র চ হরিং পূর্ব্বশত্রুং বিচিন্তয়ন্ ॥ ৫
অহো বৈরানুবন্ধেন সাক্ষাৎ কৃষ্ণোঽপি দৃশ্যতে।
তস্মাদ্বৈরং প্রকুর্ব্বন্তি কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যর্থমাসুরাঃ ॥ ৬
অথ ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনীন্দ্রৈরস্মদাদিভিঃ।
শৌরিগেহোপরি প্রাপ্তাঃ স্তবং চক্রুঃ প্রণম্য তম্ ॥ ৭

দেবা উচুঃ।

যজ্জাগরাদিষু ভবেষু পরং হ্যহেতু-
র্হেতুঃ স্বিদস্য বিচরন্তি গুণাঃ শ্রয়েণ।
নৈর্ত্তদ্বিশন্তি মহদিন্দ্রিয়দেবসঙ্ঘা-
স্তস্মৈ নমোঽগ্নিমিব বিস্তৃতবিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ৮
নৈবেশিতুং প্রভুরয়ং বলিনা বলীয়ান্
মায়া ন শব্দ উত নো বিষয়ীকরোতি
তদ্ ব্রহ্ম পূর্ণমমৃতং পরমং প্রশান্তং
শুদ্ধং পরাৎপরতরং শরণং গতাঃ স্মঃ ॥ ৯

প্রভৃত ধনলাভে সর্ব্বত্র জয়ী হন। নারদ বলিলেন,—অনন্তর সমস্ত মুনিগণসহ বিশাল-বুদ্ধি বদরীবনবাসী দ্বৈপায়ন পরাশরতনয় বেদ-ব্যাস বলদেবকে শতবার প্রদক্ষিণ-প্রণাম করিয়া সরস্বতীতীরে প্রস্থান করিলেন। ৩৬—৪৫।

গোলোকখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বসু-দেবের হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সূর্য্য, চন্দ্র ও বহ্নিপ্রভ মহামনা বসুদেব দ্বিতীয় যজ্ঞের ন্যায় সহসা তেজোদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তার-পর নিখিল জগতের অভয়দাতা কৃষ্ণ দেবকী-গর্ভে আবির্ভূত হইলে তদ্দ্বারা তিনিও নিজগৃহে মেঘে সৌদামিনীর মত কান্তিমতী হইলেন। দেবকীকে তাদৃশ দীপ্তিমতী দেখিয়া কংস ভয়া-তুর হইল এবং মনে মনে বিচার করিল—দেবকী ত পূর্ব্বে এরূপ ছিলেন না, অতএব আমার প্রাণহন্তা দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হই-য়াছে। যাউক,—'জাতমাত্র আমি ইহার প্রাণ সংহার করিব' এই বলিয়া ভয়বিহ্বল হইয়া রহিল এবং পূর্ব্বশত্রু হরিকে চিন্তা করিতে করিতে সর্ব্বত্র হরিদর্শন করিতে লাগিল। অহো বৈরানুবন্ধ করিলেও স্বয়ং কৃষ্ণের সাক্ষাৎ-কার লাভ হয়, তাই বুঝি—অসুরগণ কৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য তাঁহার সহিত শত্রুতা করিয়া থাকে। অনন্তর অস্মদাদি মুনীন্দ্রগণসহ ব্রহ্মাদি-দেববৃন্দ বসুদেবগৃহে আগমন করিয়া ভগবান্‌কে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—যিনি জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের উৎপত্তি হেতু নহেন অথচ হেতু হন, এবং যাঁহার আশ্রয়ে গুণ সকল বিচরণ করে; অনলোৎপন্ন অগ্নিকণা যেমন তাহাতে পুনঃ প্রবেশ করিতে পারে না, তদ্রূপ মহত্তত্ত্ব ও ইন্দ্রিয়গণের দেবতা যাঁহাতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি প্রভু, যাঁহাকে জানা যায় না, যিনি স্বীয় বলে বলবান্, মায়া ও শব্দের অবিষয়ীভূত, আমরা সেই

অংশাংশকাংশককলা[illegible]
রাবেশপূর্ণনিখিল[illegible] ।
সর্গোদয়ঃ কিল ভবন্তি [illegible]
পূর্ণাৎ পরং ত্ব পরিপূর্ণতমং নতাঃ স্মঃ ॥১০
মন্বন্তরেষু চ যুগেষু গতাগতেষু
কল্পেষু চাংশকলয়া স্ববপুর্বিভর্ষি ।
অদ্যৈব ধাম পরিপূর্ণতমং তনোষি
ধর্ম্মং বিধায় ভুবি মঙ্গলমাতনোষি ॥ ১১
যদ্দুর্লভং বিশদযোগিভিরপ্যগম্যং
গম্যং দ্রবদ্ভিরমলাশয়ভক্তিযোগৈঃ ।
আনন্দকন্দচরতস্তব মন্দযানং
পাদারবিন্দমকরন্দরজো দধামঃ ॥ ১২
পূর্ব্বং তথাত্র কমনীয়বপুর্ময়ং স্বাং
কন্দর্পকোটিশতমোহনমদ্ভুতং চ ।
গোলোকধামধিষণদ্যুতিমাদধানং
রাধাপতিঃ ধরণধুর্য্যধনং দধামঃ ॥ ১৩

শ্রীনারদ উবাচ ।

নত্বা হরিং তদা দেবা ব্রহ্মাদ্যা মুনিভিঃ সহ ।
গায়ন্তঃ [illegible] ॥ ১৪
অথ মৈথিল [illegible] ।
অম্বরং নির্ম্মলং [illegible] ॥১৫
উজ্জ্বলাস্তারকা জাতাঃ [illegible] ।
নদা নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ প্রসন্নাপঃ সরোবরাঃ ॥ ১৬
সহস্রদলপদ্মানি শতপত্রাণি সর্ব্বতঃ ।
বিকচানি মরুৎস্পর্শৈঃ পতদ্গাঙ্গিরজাংসি চ ॥১৭
তেষু নেদুর্মধুকরা ননন্দুশ্চিত্রপক্ষিণঃ ।
শীতলা মন্দযানাশ্চ গন্ধাক্তা বায়বো ববুঃ ॥ ১৮
ঋদ্ধা জনপদা গ্রামা নগরা মঙ্গলায়নাঃ ।
দেবা বিপ্রা নগা গাবো বভূবুঃ সুখসংবৃতাঃ ॥১৯
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্জয়ধ্বনিসমাকুলাঃ ।
যত্র তত্র মহারাজ সর্ব্বেষাং মঙ্গলং পরম্ ॥ ২০
বিদ্যাধরাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধকিন্নরচারণাঃ ।
জগুঃ সুনায়কা দেবাস্তষ্টুবুঃ স্তুতিভিঃ পরম্ ॥২১
ননৃতুর্দিবি গন্ধর্ব্বা বিদ্যাধর্য্যো মুদান্বিতাঃ ।

পূর্ণ প্রশান্ত শুদ্ধ অমৃত পরম পরাৎপর ব্রহ্মের শরণাপন্ন হই। যে পরম পুরুষের অংশ, অংশাংশ, কলা, আবেশ ও পূর্ণ প্রভৃতি অবতারে সৃষ্টি সংহারাদি সাধিত হয়, পূর্ণ হইতেও পরিপূর্ণতম সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমরা নমস্কার করি। যিনি অতীত ও অনাগত মন্বন্তর, যুগ ও কল্পে স্বীয় অংশকলায় শরীর ধারণ করিয়া থাকেন; সম্প্রতিও যিনি স্বীয় পরিপূর্ণ-ধাম বিস্তৃত করিতেছেন, ধর্ম্ম-বিস্তার করিয়া যিনি পৃথিবীর বিবিধ মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন; যিনি উত্তম যোগিগণেরও দুর্লভ এবং একমাত্র সরল শুদ্ধাশয় ভক্তিযোগগম্য, আনন্দকন্দে মন্দমন্দ বিচরণশীল সেই বিভুর পদারবিন্দের মকরন্দরজকে আমরা হৃদয়ে ধারণ করি। ১—১২। হে রাধাপতে! আমরা আপনার যে রূপ পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম এবং এখনও দেখিতেছি,—আপনার সেই অদ্ভুত কমনীয় শতকোটি কন্দর্পমোহন দেহকান্তি উত্তম গোলোকধামের দ্যুতিধারী ধরণীধারণক্ষম রূপ হৃদয়ে ধারণ করি। নারদ বলিলেন,—তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ মুনিগণসহ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মুদিতমনে তাঁহার প্রশংসা ও গুণগান করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। হে মিথিলারাজ! অনন্তর হরির জন্মকাল উপস্থিত হইলে দশদিক্‌সহ আকাশতল নির্ম্মল, তারকারাজি প্রজ্বলিত, ভূমণ্ডল প্রসন্ন, নদ নদী সমুদ্র সরোবর স্বচ্ছ, সর্ব্বত্র সহস্র ও শতদল পদ্ম প্রস্ফুটিত, বায়ু-স্পর্শে তাহাদের সুগন্ধি পরাগসমূহ পতিত ও তাহাতে নাদকারী ভ্রমরসমূহ আসক্ত হইল। ময়ূরগণ আনন্দ করিতে লাগিল, শীতল সুগন্ধ বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইল, জনপদসমূহ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল, গ্রাম নগর সকল মঙ্গলের লীলানিকেতন এবং দেব, বিপ্র, পর্ব্বত ও গোগণ সুখসংবৃত হইল। স্বর্গে জয়ধ্বনি-সমাকুল দেবদুন্দুভি বাজিল, হে মহারাজ! সকলেরই পরম মঙ্গল হইতে লাগিল। বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, কিন্নর ও চারণগণ গান করিতে লাগিল; দেববরগণ বিবিধ স্তুতিবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। দিব্য গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ মুদিত হইয়া নৃত্য করিল, প্রধান

পারিজাতকমন্দারমালতীসুমনাংসি চ ॥ ২২
মুমুচুর্দেবমুখ্যাশ্চ গর্জ্জন্তশ্চ ঘনা জলে।
ভাদ্রে বুধে কৃষ্ণপক্ষে ধাত্রর্ক্ষে হর্ষণে বৃষে।
কৃষ্ণাষ্টম্যামর্দ্ধরাত্রে নক্ষত্রেশমহোদয়ে ॥ ২৩
অন্ধকারাবৃতে কালে দেবক্যাং শৌরিমন্দিরে।
আবিরাসীদ্ধরিঃ সাক্ষাদরণ্যামধ্বরেঽগ্নিবৎ ॥ ২৪
স্ফুরদক্ষবিচিত্রহারিণং বিলসৎকৌস্তুভরত্নধারিণম্
পরিধিদ্যুতিনূপুরাঙ্গদধৃতবালার্ককিরীটকুণ্ডলম্ ॥
চলদদ্ভুতবহ্নিকঙ্কণং তড়িদূর্জ্জিতগুণমেখলাচিতম্
মধুভৃদ্ধ্বনিপদ্মমালিনং নবজাম্বূনদদিব্যবাসসম্ ॥
সতড়িদ্ঘনদিব্যসৌভগং চলনীলালকবৃন্দভৃন্মুখম্
চলদংশুতমোহরং পরং শুভদং সুন্দরমম্বুজেক্ষণম্
কৃতপত্রবিচিত্রমণ্ডনং সততং কোটিমনোজমোহিনম্
পরিপূর্ণতমং পরাৎপরং কলবেণুধ্বনিবাদ্যতৎপরম্
তমবেক্ষ্য সুতং যদূত্তমো
হরিজন্মোৎসবফুল্ললোচনঃ।

অথ বিপ্রজনেষু চাশু বৈ
নিযুতং সন্মনসা গবাং দদৌ ॥ ২৯
হরিমানকদুন্দুভিস্তবৈঃ
স্তবনং তং প্রণিপত্য বিস্মিতঃ।
অকরোত্নুদিতপ্রভূদয়ো
গতভীঃ সূতিগৃহে কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩০
শ্রীবসুদেব উবাচ।
একো যঃ প্রকৃতিগুণৈরনেকধাসি
হর্ত্তা ত্বং জনক উতাস্য পালকস্ত্বম্।
নির্লিপ্তঃ স্ফটিক ইবাদ্য দেহবর্ণে-
স্তস্মৈ শ্রীভুবনপতে নমামি তুভ্যম্ ॥ ৩১
এধঃসু ত্বনল ইবাত্র বর্ত্তমানো
যোঽন্তস্থো বহিরপি চাম্বরং যথা হি।
আধারো ধরণিরিবাস্য সর্ব্বসাক্ষী
তস্মৈ তে নম ইব সর্ব্বগো নভস্বান্ ॥ ৩২
ভূভারোদ্ভটহরণার্থমেব জাতো
গোদেবদ্বিজনিজবৎসপালকোঽসি।

প্রধান দেবগণ পারিজাত, মন্দার ও মালতী প্রভৃতি উত্তম পুষ্প সকল বর্ষণ করিলেন, সজল মেঘগণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত বুধবারে হর্ষণযোগে অর্দ্ধরাত্রে অপাপ চন্দ্রে বৃষলগ্নে অন্ধকারাবৃত সময়ে অরণি হইতে যজ্ঞাগ্নির ন্যায় বসুদেবগৃহে দেবকীতে সাক্ষাৎ হরি আবির্ভূত হইলেন। ১৩—২৪। তাঁহার গলদেশে বিচিত্র অক্ষমালা এবং গাত্র, কৌস্তুভ-মণিমালা, সূর্য্যমণ্ডলসদৃশ নূপুর, অঙ্গদ, নবোদিত দিবাকর-কান্তি মুকুট ও কুণ্ডলে শোভিত। তিনি প্রচলিত অনলকান্তি কঙ্কণ, প্রদীপ্ত বিদ্যুৎতুল্য মেখলা ও মধুররব মধুকর সমন্বিত কমলমালাধারী এবং স্বর্ণকান্তি বসন। তাঁহার ঈষৎ চঞ্চল বদনে নীলালক শোভিত, তিনি বিজলীযুক্ত মেঘবৎ সুন্দর, অন্ধকারহারী প্রকাশিত সূর্য্যসদৃশ, পরম-কল্যাণপ্রদ মনোমোহন পদ্মনেত্র। তিনি বিচিত্র পত্রাবলীমণ্ডিত হইয়া কোটিকন্দর্পের মনোহারী হইয়াছেন এবং সেই পরিপূর্ণতম, পরমাত্মা মধুর বংশীধ্বনি করিতেছেন।

মহসত্তম বসুদেব সেই পুত্র দর্শন করিলেন, আনন্দে তাঁহার নেত্র উৎফুল্ল হইল, ভগবানের জাতকর্ম্ম সমাহিত করিয়া বিপ্রগণকে তখনই আনন্দচিত্তে নিযুত গোদান করিলেন। বিস্মিত-মনা বসুদেব বিবিধ স্তবে স্তুতি ও প্রণাম করিলেন, প্রভুর উদয়ে তাঁহার ভয় অপনোদিত হইল, তিনি সূতিকাগৃহে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন। বসুদেব বলিলেন,—তুমি এক হইয়াও মায়াগুণে নানাবিধ; তুমি এই জগতের হর্ত্তা, জনক ও পালক; কিন্তু নির্লিপ্ত; তোমার দেহশোভা স্ফটিবৎ শুভ্র: হে জগৎ-পতে! তোমাকে নমস্কার করি। কাষ্ঠমধ্যস্থ অগ্নির ন্যায় যিনি হৃদয়মধ্যস্থ হইয়াও আকাশের মত বাহিরেও বিদ্যমান, যিনি ধরণীর ন্যায় সর্ব্বাধার এবং যিনি বায়ুর ন্যায় সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বগত তাঁহাকে নমস্কার করি। তুমি ভূমির ভারস্বরূপ দারুণ যোদ্ধাদিগকে নিহত করিবার জন্য ভূতলে আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ; তুমি গো,দেবতা,ব্রাহ্মণ ও নিজ ভক্তজন পালন

গেহে মে ভুবি পুরুষোত্তমোত্তমত্বং
কংসাদ্মাং ভুবনপতে প্রপাহি পাপাৎ ॥ ৩৩

শ্রীনারদ উবাচ।

পরিপূর্ণতমং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণং শ্যামসুন্দরম্‌।
জ্ঞাত্বা নত্বাথ তং প্রাহ দেবকী সর্ব্বদেবতা ॥ ৩৪

শ্রীদেবক্যুবাচ।

হে কৃষ্ণ হেঽবিগণিতাণ্ডপতে পরেশ
গোলোকধামধিষণধ্বজ আদিদেব।
পূর্ণেশ পূর্ণ পরিপূর্ণতম প্রভো মাং
ত্বং পাহি পাহি পরমেশ্বর কংসপাপাৎ ॥৩৫

শ্রীনারদ উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্‌ কৃষ্ণঃ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্‌।
সস্মিতো দেবকীং শৌরিং প্রাহ স বৃজিনার্দ্দনঃ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ইয়ং চ পৃশ্নিঃ পতিদেবতা চ
ত্বং পূর্ব্বসর্গে সুতপাঃ প্রজার্থী।
ব্রহ্মাজ্ঞয়া দিব্যতপো যুবাভ্যাং
কৃতং পরং নির্জ্জলভোজনাভ্যাম্‌ ॥ ৩৭
কালেষু মন্বন্তরয়ে ব্যতীতে
তপঃ পরন্তপসঃ প্রজার্থী।
তদা প্রসন্নো যুবয়োরভূবং
বরং পরং ব্রূত ময়া তদোক্তম্‌ ॥ ৩৮
শ্রুত্বা যুবাভ্যাং কথিতং তদৈব
ভূয়াৎ সুতস্ত্বৎসদৃশঃ কিলাবয়োঃ।
তথাস্তু চোক্ত্বাথ গতে ময়ি প্রজা-
পতী হ্যভূতং স্বকৃতেন দম্পতী ॥ ৩৯
ন মৎসমঃ কোঽপি সুতো জগত্যলং
বিচার্য্য তদ্বামভবং পরেশ্বরঃ।
শ্রীপৃশ্নিগর্ভো ভুবি বিশ্রুতঃ পুন-
র্দ্বিতীয়কালেঽহমুপেন্দ্রবামনঃ ॥ ৪০
তথাভবং হ্যদ্যতনে পরাৎপরো
নীত্বাথ মাং প্রাপয় নন্দমন্দিরম্‌।
অতো ন ভূয়াস্তয়োগ্রসেনতঃ
সুতাং সমাদায় সুখী ভবিষ্যথঃ ॥ ৪১

শ্রীনারদ উবাচ।

তূষ্ণীং ভূত্বা হরিস্তত্র তন্বয়ঃ পশ্যতোস্তয়োঃ।
দৃশ্যং হ্যপ্রকটং কৃত্বা বালোঽভূৎ কৌ যথা নটঃ

কর; হে পুরুষোত্তমোত্তম ভুবনপতে! পাপ কংস হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর। ২৫—৩৫। নারদ বলিলেন,—সর্ব্বদেবতাস্বরূপিণী দেবকী তাঁহাকে পরিপূর্ণতম শ্যামসুন্দর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। দেবকী বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি অগণিত ব্রহ্মাণ্ডপতি, পরেশ, গোলোকধামের প্রকাশক ধ্বজাস্বরূপ, আদিদেব, পূর্ণেশ, পূর্ণ, পরিপূর্ণতম ও প্রভু; হে পরমেশ্বর! পাপ কংস হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর—পরিত্রাণ কর। নারদ বলিলেন,—পরিপূর্ণতম পাপনাশন সাক্ষাৎ ভগবান্‌ কৃষ্ণ ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে দেবকী বসুদেবকে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্‌ বলিলেন,—এই পতিব্রতা দেবকী পূর্ব্ব সৃষ্টিতে পৃশ্নি ছিলেন, আর আপনি ছিলেন সুতপা; আপনারা পুত্রার্থী হইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞায় নির্জ্জল উপবাসে আমার পরম দিব্য তপস্যা করেন। অনন্তর মন্বন্তর অতীত হইলে আমি আপনাদের সেই পুত্রার্থ পরম তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া উত্তম বর গ্রহণ করিতে বলিলাম। আপনারা আমার বাক্য শুনিয়া তখনই বলিলেন,—"তোমার সদৃশ আমাদের একটী পুত্র হউক।" তারপর আমি "তথাস্তু" বলিয়া গমন করিলাম; আপনারা পতি-পত্নী সেই স্বকৃত কর্ম্মফলে আজ পুত্রবান্‌ হইয়াছেন। আমি তখন বিচার করিলাম,—জগতে আমার সমান পুত্র ত আর কেহই নাই; সুতরাং আমি পরমেশ্বর হইয়াও আপনাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলাম। সম্প্রতি আমি পৃথিবীতে পৃশ্নিগর্ভ নামে বিশ্রুত হইলাম, অতঃপর দ্বিতীয় গর্ভে উপেন্দ্র ও বামন নামে বিখ্যাত হইব। আমি পরাৎপর হইয়াও আপনার পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত, অদ্যই আমাকে লইয়া গিয়া নন্দমন্দিরে স্থাপন এবং তথা হইতে তাঁহার কন্যা আনয়ন করুন। এইরূপ করিলে কংস হইতে আপনার ভয় থাকিবে না, আপনি সুখী হইবেন। ৩৬—৪১। নারদ বলিলেন,—অনন্তর সূতিকাগৃহে বসুদেব দেবকীর সমক্ষে

প্রেক্ষ্যে ধৃত্বাথ তং শৌরির্যাবদ্গন্তুং সমুদ্যতঃ।
তাবদ্‌ব্রজে নন্দপত্ন্যাং যোগমায়াজনি স্বতঃ ॥৪৩
তয়া শয়ানে বিশ্বস্মিন্ রক্ষকেষু স্বপৎসু চ।
দ্বার উদ্‌ঘাটিতাঃ সর্ব্বাঃ প্রস্ফুটচ্ছৃঙ্খলার্গলাঃ ॥৪৪
নির্গতে বসুদেবে চ মূর্দ্ধ্নি শ্রীকৃষ্ণশোভিতে।
সূর্য্যোদয়ে যথা সদ্যস্তমোনাশোঽভবৎ স্বতঃ ॥৪৫
ঘনেষু ব্যোম্নি বর্ষৎসু সহস্রবদনঃ স্বরাট্।
নিবারয়ন্ দীর্ঘফণৈরাসারং শৌরিমন্বগাৎ ॥ ৪৬
ঊর্ম্ম্যাবর্ত্তাকুলাবেগৈঃ সিংহসর্পাদিবাহিনী।
সদ্যো মার্গং দদৌ তস্মৈ কালিন্দী সরিতাং বরা
নন্দব্রজং সমেত্যাসৌ প্রসুপ্তং সর্ব্বতঃ পরম্
শিশুং যশোদাশয়নে নিধায়াশু দদর্শ তম্ ॥ ৪৮
তৎসুতাং সমুপাদায় পুনর্গেহান জগাম সঃ।
তীর্ত্বা শ্রীযমুনাং শৌরিঃ স্বাগারে পূর্ব্ববৎ স্থিতঃ

সুতং সুতাং বা জাতং চাজ্ঞাত্বা গোপী যশোমতী
পরিশ্রান্তা স্বশয়নে সুষ্বাপানন্দনিদ্রয়া ॥ ৫০
অথ বালধ্বনিং শ্রুত্বা রক্ষকাঃ সমুপস্থিতাঃ।
উচুঃ কংসায় বীরায় গত্বা তদ্রাজমন্দিরম্ ॥ ৫১
সূতীগৃহং স্বয়ং প্রাগাৎ কংসো বৈ ভয়কাতরঃ।
স্বসাথ ভ্রাতরং প্রাহ রুদন্তী দীনবৎ সতী ॥৫২

শ্রীদেবক্যুবাচ।

সুতামেকাং দেহি মে ত্বং পুত্রেষু প্রমৃতেষু চ।
স্ত্রিয়ং হন্তুং ন যোগ্যোঽর্হসি ভ্রাতস্ত্বং দীনবৎসলঃ
তেঽহনুজাহং হতসুতা কারাগারে নিপাতিতা।
দাতুমর্হসি কল্যাণ কল্যাণীং তনুজাং চ মে ॥৫৪

শ্রীনারদ উবাচ।

অশ্রুমুখ্যা মোহিতয়া সমাচ্ছাদ্যাত্মজাং বহু।
প্রার্থিতোঽঙ্কাদ্বিনির্ভর্ৎস্য তাং স আচিচ্ছিদে
খলঃ ॥ ৫৫

হরি তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত হইলেন, এবং ভূতলে বাজীকর নটের ন্যায় স্বীয়রূপ অপ্রকট করিয়া একবারে বালক হইয়া গেলেন। অনন্তর বসুদেব যেমন সেই বালককে ক্রোড়ে লইয়া গমনে উদ্যত হইলেন, অমনি নন্দালয়ে নন্দপত্নী যশোদায় স্বয়ং যোগমায়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন সমগ্র জগৎ যেন যোগমায়াপ্রভাবে নিদ্রিত। রক্ষকগণ নিদ্রামগ্ন হইল, দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। শৃঙ্খল অর্গল সকল স্বয়ং ছিন্ন হইল। শ্রীকৃষ্ণকে মস্তকে করিয়া বসুদেব নির্গত হইলে তদীয় মস্তকশোভায় সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তমোরাশি স্বয়ংই বিদূরিত হইল। তখন আকাশে মেঘগণ বর্ষণ করিতেছিল। স্বয়ং সহস্রবদন শেষনাগ তদীয় দীর্ঘফণা বিস্তার করিয়া বর্ষাধারা নিবারণপূর্ব্বক বসুদেবের অনুগমন করিলেন। যমুনা তখন অতি তরঙ্গ ও আবর্ত্তসঙ্কুলা,তদীয় বেগে সিংহ-সর্পাদি ভাসিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সরিদ্‌বরা যমুনা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পথ প্রদান করিলেন। বসুদেব নন্দালয়ে আসিয়া দেখিলেন, তৎকালে নন্দব্রজে সকলেই নিদ্রিত; তিনি শিশুকে সত্বর যশোদার শয্যার উপর রাখিয়া দিয়া সেই কন্যাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে লইয়া পুনর্ব্বার যমুনা পার হইয়া স্বগৃহে আগমনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অবস্থিত হইলেন। গোপী যশোদা পুত্র কিংবা কন্যা জন্মিয়াছে, জানিতেও পারিলেন না। তিনি প্রসবশ্রমে কাতর হইয়া আনন্দ-নিদ্রায় নিজ শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। অনন্তর বালকধ্বনি শ্রবণে রক্ষকগণ কংস-মন্দিরে উপনীত হইয়া তাহাকে নিবেদন করিল। ভয়কাতর কংস সত্বর সূতিকাগারে আগমন করিলে তদীয় ভগিনী দেবকী দীনবৎ রোদন করিতে করিতে ভ্রাতা কংসকে কহিলেন। দেবকী বলিলেন,—আমার সমস্ত পুত্রই বিনাশ করিয়াছ, এই একমাত্র কন্যা আমাকে প্রদান কর। তুমি আমার দীনবৎসল ভ্রাতা, অতএব স্ত্রীবধ তোমার যোগ্য নহে। আমি তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী, তুমি আমার পুত্রগণকে বিনাশ করিয়া আমাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছ; হে কল্যাণ! আমাকে আমার কল্যাণী কন্যা অর্পণ কর।৪২—৫৪। নারদ বলিলেন,অশ্রুবদনা মোহিতা দেবকী কন্যাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন, কিন্তু খল কংস তথাবিধ প্রার্থিত হইয়াও তাঁহাকে বহু ভর্ৎসনা করিয়া ক্রোড়

কুসঙ্গনিরতঃ পাপঃ খলো যদুকুলাধমঃ ।
স্বসুঃ সুতাং শিলাপৃষ্ঠে গৃহীত্বাঙ্‌ঘ্র্যোর্ন্যপাতয়ৎ
কংসহস্তাৎ সমুৎপত্য স্বয়ং সা চাম্বরে গতা ।
শতপত্রে রথে দিব্যে সহস্রহয়সেবিতে ॥ ৫৭
চামরান্দোলিতে শুভ্রে স্থিতাদৃশ্যত দিব্যদৃক্ ।
সায়ুধাষ্টভুজা মায়া পার্ষদৈঃ পরিসেবিতা ।
শতসূর্য্যপ্রতীকাশা কংসমাহ ঘনস্বনা ॥ ৫৮

শ্রীযোগমায়োবাচ ।

পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্ ।
জাতঃ ক্ক বা তু তে হন্তা বৃথা দীনাং তুনোষি বৈ

শ্রীনারদ উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা তং ততো দেবী গতা বিন্ধ্যাচলে গিরৌ
যোগমায়া ভগবতী বহুনামা বভূব হ ॥ ৬০
অথ কংসো বিস্মিতোঽভূচ্ছ্রুত্বা মায়াবচঃ পরম্ ।
দেবকীং বসুদেবঞ্চ মোচয়ামাস বন্ধনাৎ ॥ ৬১

কংস উবাচ ।

পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং খলো যদুকুলাধমঃ ।
যুষ্মৎপুত্রপ্রহন্তারং ক্ষমধ্বং মে কৃতং ভুবি ॥ ৬২
হে স্বসঃ শৃণু মে শৌরে মন্যে কালকৃতং ত্বিদম্ ।
যেন নিশ্চাল্যমানো বা বায়ুনেব ঘনাবলিঃ ॥ ৬৩
বিশ্বস্তোঽহং দেববাক্যে দেবাস্তেঽপি মৃষাগিরঃ ।
ন জানামি ক্ক মে শত্রুর্জাতঃ কৌ কথিতোঽনয়া
।
ইত্থং কংসস্তদঙ্ঘ্র্যোশ্চ পতিতোঽশ্রুমুখো রুদন্
চকার সেবাং পরমাং সৌহৃদং দর্শয়ংস্তয়োঃ ॥ ৬৫
অহো শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য পরিপূর্ণতমপ্রভোঃ ।
দানদক্ষৈঃ কটাক্ষৈশ্চ কিন্ন স্যাদ্ভূমিমণ্ডলে ॥ ৬৬
প্রাতঃকালে তদা কংসঃ প্রলম্বাদীন্ মহাসুরান্ ।
সমাহূয় খলস্তেভ্যোঽবদদ্বৃত্তঞ্চ মায়য়া ॥ ৬৭

কংস উবাচ ।

জাতো মে হন্তকুভূমৌ কথিতো যোগমায়য়া ।
অনির্দ্দশান্নির্দ্দশাংশ্চ শিশূন্ যূয়ং হনিষ্যথ ॥ ৬৮

হইতে কন্যা কাড়িয়া লইল। যদুকুলাধম কুসঙ্গরত পাপমতি ক্রূর কংস সেই ভগিনীতনয়াকে গুল্‌ফ দ্বয়ে ধারণ করিয়া শিলাপৃষ্ঠে পাতিত করিল। সেই দিব্যদর্শনা কন্যা কংসকর হইতে চকিতের ন্যায় আকাশে উত্থিত হইয়া সহস্র অশ্বযোজিত চামরান্দোলিত শুভ্র দিব্য শতপত্র রথে অবস্থিত হইলেন। সায়ুধা অষ্টভুজা পার্ষদপরিসেবিতা শতসূর্য্যপ্রতীকাশা সেই মায়া-কন্যা মেঘগম্ভীর স্বরে কংসকে কহিলেন। যোগমায়া বলিলেন,—তোমার হন্তা পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অন্য কোথাও জন্মিয়া থাকিবেন, বৃথা কেন দীনা দেবকীকে দুঃখ দিতেছ! নারদ বলিলেন,—দেবী এইরূপ বলিয়া বিন্ধ্যাচলে গমন করিলেন, সেখানে তিনি ভগবতী যোগমায়া প্রভৃতি নামে বিখ্যাতা। অনন্তর মায়াবাক্য-শ্রবণে কংস পরম বিস্মিত হইয়া দেবকী ও বসুদেবকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিল। কংস কহিল—আমি পাপ, পাপকর্ম্মা, যদুকুলাধম, খল; তোমাদের পুত্রগণকে আমি নিহত করিয়াছি, আমার কৃত অপরাধ ক্ষমা কর। হে ভগিনি! হে বসুদেব! আমার বাক্য শ্রবণ কর; আমার মনে হয়—ইহা কালকৃত, বায়ু দ্বারা মেঘাবলি যেমন চালিত হয়, ইহাও তদ্রূপ। আমি দেববাক্যে বিশ্বস্ত ছিলাম, এখন দেখিতেছি—দেবগণও মিথ্যাবাদী। মহামায়ার বাক্যেও বুঝিতে পারিলাম না—পৃথিবীতলে আমার শত্রু কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ৫৫—৬৪। নারদ বলিলেন,—কংস এইরূপ বলিয়া রোদন করিতে করিতে অশ্রুনয়নে তাঁহাদের পাদদ্বয়ে পতিত হইল এবং তাঁহাদের প্রতি সৌহার্দ্দ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরম যত্নে সেবা করিতে লাগিল। অহো! পরিপূর্ণতম প্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহদানে ও কৃপাকটাক্ষে ভূমণ্ডলে কিনা সিদ্ধ হয়? অনন্তর ক্রূর কংস প্রাতঃকালে প্রলম্বাদি মহাসুরগণকে আহ্বান করিয়া কপট বাক্যে তাহাদিগকে কহিতে লাগিল, কংস কহিল,—যোগমায়া বলিয়াছেন—আমার অন্তক ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; অতএব তোমরা দশদিন বয়স্ক এবং তন্ন্যূনবয়স্ক যাবতীয় শিশু বিনাশ কর।

দৈত্যা উচুঃ।

ধনুষ্টঙ্কারতো যুদ্ধে ভবতা দ্বন্দ্বযোধিনা।
টঙ্কারেণোদ্দ্রুতা দেবা ভয়সে তৈঃ কথং তথম্॥
গোবিপ্রসাধুবেদাস্তন্বো দেবা ধর্ম্মাদয়ঃ পরে।
বিষ্ণোশ্চ তনবো হ্যেষাং নাশে দৈত্যবলং স্মৃতম্
জাতো যদি মহাবিষ্ণুস্তে শত্রুর্বো মহীতলে।
অয়ং চৈতদ্বধোপায়ো গবাদীনাং বিহিংসনম্॥

নারদ উবাচ।

ইত্থং মহোদ্ভটা দুষ্টা দৈতেয়াঃ কংসনোদিতাঃ।
দুদ্রুবুঃ খং গবাদিভ্যো জন্মুর্জাতাংশ্চ বালকান্
আসমুদ্রান্তভূমিতলে বিশন্তশ্চ গৃহে গৃহে।
কামরূপধরা দৈত্যাশ্চেরুঃ সর্পা ইবাভবন্॥ ৭৩
উৎপথা উদ্ভটা দৈত্যাস্তত্রাপি কংসনোদিতাঃ।
কপিঃ সুরাপ্যালিহতো ভূতগ্রস্ত ইবাভবন্॥ ৭৪
বৈদেহ মৈথিল নরেন্দ্র উপেন্দ্রভক্ত
ধর্ম্মিষ্ঠমুখ্য সুতপো জনক প্রতাপিন্।
এতৎ সতাঞ্চ ভুবি হেলনমঙ্গ রাজন্
সর্ব্বং ছিনত্তি বহুলাশ্ব চতুষ্পদার্থম্॥ ৭৫

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুলাশ্বসংবাদে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজন্মবর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

দৈত্যগণ বলিল,—আপনি দ্বন্দ্বযোধী, আপনি ধনুকে জ্যারোপণপূর্ব্বক টঙ্কার শব্দ করিলে দেবগণ পলায়ন করে, অতএব দেবতা হইতে ভীত হইতেছেন কেন? গো, বিপ্র, সাধু, বেদ, দেব, ধর্ম্মসমূহ—ইহারা বিষ্ণুর তনু; এই সকল বিনাশ করিলেই দৈত্যবল বৃদ্ধি হইবে। যদি আপনার নিহন্তা মহাবিষ্ণু মহীতলে জন্মিয়াই থাকে, তবে গবাদির হিংসাই হইতেছে তাহার প্রধানতম নিধনোপায়। নারদ বলিলেন,—কংসাদিষ্ট মহাদুষ্ট দৈত্যসেনাগণ এইরূপ বলিয়া শূন্যমার্গে প্রধাবিত হইল এবং গো ব্রাহ্মণাদি ও নবজাত বালকগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। কামরূপী দৈত্যগণ সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমিতলে গৃহে গৃহে সর্পের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। একে ত সেই সকল যোদ্ধা উৎপথগামী, তার পর কংস প্রেরিত; তাহারা মদ্যপায়ী বৃশ্চিকদষ্ট ভূতগ্রস্ত চঞ্চল বানরের মত হইয়া গেল। হে বৈদেহ! হে মৈথিল! হে উপেন্দ্রভক্ত নরেন্দ্র! তুমি ধার্ম্মিকাগ্রণী, সুতপা প্রতাপী জনক; হে রাজন্! বহুলাশ্ব! যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে কষ্ট দেয়, সে ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই বর্গচতুষ্টয় বিনষ্ট করিয়া থাকে।৬৫—৭৫।

গোলোক খণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ।

অথ পুত্রোৎসবং জাতং শ্রুত্বা নন্দ উষঃক্ষণে।
ব্রাহ্মণাংশ্চ সমাহূয় কারয়ামাস মঙ্গলম্॥ ১
স বিধিং জাতকং কৃত্বা নন্দরাজো মহামনাঃ।
বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাভিশ্চ মুদা লক্ষং গবাং দদৌ
ক্রোশমাত্রং রত্নসানূন্ সুবর্ণশিখরান্ গিরীন্।
সরসান্ সপ্তধান্যানি দদৌ বিপ্রেভ্য আনতঃ॥ ৩
মৃদঙ্গবীণাশঙ্খাদ্যা নেদুর্দুন্দুভয়ো মুহুঃ
গায়কাশ্চ জগুর্দ্বারে ননৃতুর্ব্বারযোষিতঃ॥ ৪

দ্বাদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর প্রভাতকালে পুত্রজন্ম শ্রবণে আনন্দমনা নন্দরাজ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া তনয়ের মঙ্গল কার্য্য করাইলেন; মহামনা নন্দ যথাবিধি তনয়ের জাতকর্ম্ম সমাহিত করিয়া মুদিত মনে বহু দক্ষিণার সহিত ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ গোদান করিলেন। তিনি একক্রোশ ব্যাপী স্থানে রত্ন সানু ও সুবর্ণ শিখর বহু গিরি নির্ম্মাণ ও তাহা নানাবিধ রথযুক্ত করিয়া সপ্ত ধান্য-পর্ব্বতের সহিত আনতবদনে বিপ্রগণকে দান করিলেন। তখন মুহুর্ম্মুহু শঙ্খ, মৃদঙ্গ, বীণা, শঙ্খ ও দুন্দুভি প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য ধ্বনিত হইতে লাগিল; দ্বারদেশে গায়কগণ গান ও বারবনিতারা নৃত্য

পতাকৈর্হেমকলশৈর্বিতানৈস্তোরণৈঃ শুভৈঃ।
অনেকবর্ণৈশ্চিত্রৈশ্চ বভৌ শ্রীনন্দমন্দিরম্ ॥ ৫
রথ্যাবীথ্যশ্চ দেহল্যো ভিত্তিপ্রাঙ্গণবেদিকাঃ।
তোলিকা মণ্ডপসমা রেজুর্গন্ধিজলাম্বরৈঃ ॥ ৬
গাবঃ সুবর্ণশৃঙ্গ্যশ্চ হেমমালালসদ্গলাঃ।
ঘণ্টামঞ্জীরঝঙ্কারা রক্তকম্বলমণ্ডিতাঃ ॥ ৭
পীতপুচ্ছাঃ সবৎসাশ্চ তরুণীকরচিহ্নিতাঃ।
হরিদ্রাকুঙ্কুমাযুক্তাশ্চিত্রধাতুবিচিত্রিতাঃ ॥ ৮
বর্হপুষ্পৈর্গন্ধজলৈর্বৃষা ধর্ম্মধুরন্ধরাঃ।
ইতস্ততো বিরেজুঃ শ্রীনন্দদ্বারি মনোহরাঃ ॥ ৯
গোবৎসা হেমমালাঢ্যা মুক্তাহারবিরাজিতাঃ।
ইতস্ততো বিলঙ্ঘন্তো মঞ্জীরচরণাঃ সিতাঃ ॥ ১০
শ্রুত্বা পুত্রোৎসবং তস্য বৃষভানুবরস্তথা।
কলাবত্যা গজারূঢ়ো নন্দমন্দিরমাযযৌ ॥ ১১
নন্দা নবোপনন্দাশ্চ তথা ষড় বৃষভানবঃ।
নানোপায়নসংযুক্তাঃ সর্ব্বে তেঽপি সমায়যুঃ ॥১২
উষ্ণীষোপরিমালাঢ্যাঃ পীতকঞ্চুকশোভিতাঃ।
বৃদ্ধকুঞ্চা বদ্ধকেশা বনমালাবিভূষণাঃ ॥ ১৩
বংশীধরা বেত্রহস্তাঃ সুপত্রতিলকাঙ্কিতাঃ।
বদ্ধবর্ণা পরিকরা গোপাস্তেঽপি সমায়যুঃ ॥ ১৪
নৃত্যন্তঃ পরিগায়ন্তো ধুন্বন্তো বসনানি চ।
নানোপায়নসংযুক্তাঃ শ্মশ্রুলাঃ শিশবঃ পরে ॥ ১৫
হৈয়ঙ্গবীনদুগ্ধানাং দধ্যাজ্যানাং বলীন্ বহূন্।
নীত্বা বৃদ্ধা যষ্টিহস্তা নন্দমন্দিরমায়যুঃ ॥ ১৬
পুত্রোৎসবং ব্রজেশস্য কথয়ন্তঃ পরস্পরম্।
প্রেমবিহ্বলভাবৈঃ স্বৈরানন্দাশ্রুসমাকুলাঃ ॥ ১৭
জাতে পুত্রোৎসবে নন্দঃ স্বানন্দাশ্রুকুলেক্ষণঃ।
পূজয়ামাস তান্ সর্ব্বাংস্তিলকাদ্যৈর্বিধানতঃ ॥ ১৮

শ্রীগোপা উচুঃ।

হে ব্রজেশ্বর হে নন্দ জাতো পুত্রোৎসবস্তথা।
অনপত্যস্তেচ্ছতোঽলমতঃ কিং মঙ্গলং পরম্ ॥ ১৯

করিল; পতাকাযুক্ত হেমকুম্ভ, নানাবর্ণে বিচিত্র মনোজ্ঞ বিতান ও তোরণে নন্দমন্দির অতীব সুন্দরকান্তি ধারণ করিল। সাধারণ পথ, রাজপথ, দেহলী, ভিত্তিভূমি, অঙ্গন, বেদী ও মণ্ডপ সকল তোরণ সুগন্ধ জলযুক্ত বসনে শোভিত হইল। গোগণের শৃঙ্গ সুবর্ণ দ্বারা শোভিত, তাহাদের গলদেশে সুবর্ণমালা লম্বিত ও তাহাতে ঝঙ্কারকারী ঘণ্টা ঘুঙ্ঘুর নিবদ্ধ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে রক্তকম্বলে আবৃত করা হইল। পীতপুচ্ছা, সবৎসা, বৃহৎ-গুলফা, সেই গোগণকে হরিদ্রা ও কুঙ্কুমান্বিত গৈরিকাদি নানা ধাতুরসে বিচিত্রিত করা হইল। তখন ধর্ম্মধুরন্ধর মনোহর বৃষগণ বহু পুষ্প ও গন্ধজলে শোভিত হইয়া নন্দমন্দিরের দ্বারদেশে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল। হেমমালালঙ্কৃত মুক্তহার-বিরাজিত পাদদেশে নূপুর-নিবদ্ধ শ্বেতবর্ণ গোবৎসগণ উল্লম্ফন সহকারে চতুর্দ্দিকে দৌড়িতে লাগিল। ১—১০। গোপবর বৃষভানু নন্দের পুত্রজন্ম শ্রবণে কলাবতীর সহিত গজারোহণে তদীয় মন্দিরে আগমন করিলেন; নন্দ, নব উপনন্দ, ছয় বৃষভানু—ইঁহারা সকলেই বিবিধ উপহার সহকারে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। মাল্যবেষ্টিত উষ্ণীষধারী, পীতবর্ণ বর্ম্মবস্ত্র-শোভিত, মনোজ্ঞ অধরোষ্ঠশালী, বদ্ধকেশ, বনমালাবিভূষিত, বংশীধর, বেত্রহস্ত, অলক-তিলক-শোভিত, নিজজাতিসূচক চিহ্নে-চিহ্নিত গোপনিকর পরিবারসহ তথায় আগমন করিল। নানা উপহার হস্তে লইয়া শ্মশ্রুযুক্ত ও বালক-গোপগণ আগমন করিল; তন্মধ্যে কেহ কেহ স্ব স্ব বসন কম্পিত করিয়া নৃত্য ও কেহ কেহ গান করিতে লাগিল; যষ্টিবর্ষ যষ্টি-হস্ত বৃদ্ধ গোপগণ সদ্যোজাত নবনীত, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত প্রভৃতি বহু উপহারসহ নন্দমন্দিরে সমাগত হইল; তাহারা পরস্পর ব্রজরাজ নন্দের পুত্রজন্মকথা কহিতে কহিতে স্ব স্ব ভাবে প্রেম-বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু দ্বারা সমাকুলিত হইয়া গেল। পুত্রজন্মে আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত নন্দরাজ সমাগত গোপগণকে যথোপযুক্ত তিল-কাদি প্রদান করত সৎকৃত করিলেন, গোপগণ বলিল,—হে ব্রজেশ্বর, হে নন্দ; আপনি অন-পত্য ছিলেন, আপনার বহুদিনের শুভ ইচ্ছায় আজ পুত্র হইয়াছে, ইহা হইতে আর অধিক

দৈবেন দর্শিতং চেদং দিনং বো বহুভির্দ্দিনৈঃ।
কৃতকৃত্যাশ্চ ভূতাঃ স্মো দৃষ্ট্বা শ্রীনন্দনন্দনম্ ॥২০
হে মোহনেতি দূরাত্ত্বমঙ্কং নীত্বা গদিষ্যসি।
যদা লালনভাবেন ভবিতা নস্তদা সুখম্ ॥ ২১
শ্রীনন্দ উবাচ।
ভবতামাশিষঃ পুণ্যাজ্জাতং সৌখ্যমিদং শুভম্।
আজ্ঞাবর্ত্তী হ্যহং গোপগোপীনাং ব্রজবাসিনাম্ ॥
শ্রীনারদ উবাচ।
শ্রীনন্দরাজসুতসম্ভবমদ্ভুতঞ্চ
শ্রুত্বা বিসৃজ্য গৃহকর্ম্ম তদৈব গোপ্যঃ।
তূর্ণং যযুঃ সবলয়ো ব্রজরাজগেহা-
মুদ্যৎ প্রমোদপরিপূরিতহৃন্মনোঽঙ্গাঃ ॥২৩
আনন্দমন্দিরপুরাৎ স্বগৃহাদ্ব্রজন্ত্যঃ
সর্ব্বা ইতস্তত উত স্বরমাব্রজন্ত্যঃ।
যানশ্লথদ্বসনভূষণকেশবন্ধা
রেজুর্নরেন্দ্র পথি ভূপরিমুক্তমুক্তাঃ ॥ ২৪
ঝঙ্কারনূপুরনবাঙ্গদহেমচীর-
মঞ্জীরহারমণিকুণ্ডলমেখলাভিঃ।
শ্রীকণ্ঠসূত্রভুজকঙ্কণবিন্দুকাভিঃ
পূর্ণেন্দুমণ্ডলনবদ্যুতিভির্বিরেজুঃ ॥ ২৫
শ্রীরাজিকালবণরাত্রিবিশেষচূর্ণৈ-
র্গোধূমসর্ষপযবৈঃ করলালনৈশ্চ।
উত্থাপ্য বালকমুখোপরি চাশিষন্ত্যঃ
সর্ব্বা দহুর্নৃপ জগুর্জ্জগতুর্যশোদাম্ ॥ ২৬
শ্রীগোপ্য উচুঃ।
সাধুসাধু যশোদে তে দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা ব্রজেশ্বরি।
ধন্যা ধন্যা পরা কুক্ষির্যয়ায়ং জনিতঃ সুতঃ ॥ ২৭
ইচ্ছাযুক্তং কৃতং তে বৈ দৈবেন বহুকালতঃ।
রক্ষ বালং পদ্মনেত্রং সুস্মিতং শ্যামসুন্দরম্ ॥ ২৮
শ্রীযশোদোবাচ।
ভবদীয়দয়াশীর্ভির্জ্জাতং সৌখ্যং দয়া চ মে।
ভবতীনামপি পরং দিষ্ট্যা ভূয়াদতঃ পরম্ ॥২৯
হে রোহিণি মহাবুদ্ধে পূজনস্তু ব্রজৌকসাম্।

মঙ্গল কি হইতে পারে! বহু দিন পরে দৈব-কর্তৃক আজ এই শুভ দর্শন সংঘটিত হইল; আমরা এই নন্দ-নন্দনকে দেখিয়া কৃতকৃত্য হইলাম। আপনি যখন পালনপ্রসঙ্গে ইহাকে দূর হইতে উৎসঙ্গে লইয়া 'হে মোহনমূর্ত্তি' বলিয়া সম্বোধন করিবেন, তখন আমাদের অত্যন্ত সুখশান্তি হইবে। ১১—২১। নন্দ বলিলেন,—আপনাদের আশীর্ব্বাদলব্ধ পুণ্যপ্রভাবে আমার এই শুভসৌভাগ্য সমুপস্থিত হইয়াছে; আমি অবশ্যই ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণের আজ্ঞা-বর্ত্তী হইব। নারদ বলিলেন,—নন্দরাজের এই অদ্ভুত পুত্রজন্ম শ্রবণে প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ-হৃদয়া পুলকিত-কায়া গোপীগণ তখনই গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর বিবিধ উপহারসহ নন্দ-মন্দিরে আগমন করিলেন। হে রাজেন্দ্র! আনন্দময় স্ব স্ব মন্দির হইতে সত্বরগমনে নন্দ-মন্দিরে গমনকালে সেই জ্ঞানবিহ্বল গোপী-গণের বসন শিথিল, কবরীবন্ধ বিমুক্ত এবং মুক্তমালা প্রভৃতি অলঙ্কার সকল পথে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় অত্যন্ত শোভা হইয়াছিল। ঝঙ্কারযুক্ত নূপুর, মনোজ্ঞ অঙ্গদ, সুবর্ণখচিত বসন, ঘুঙ্গুরযুক্ত হার, মণি-নির্ম্মিত কুণ্ডল, মেখলা, সুন্দর কণ্ঠসূত্র, করস্থিত কঙ্কণ প্রভৃতি অলঙ্কারে শোভিত সেই সকল গোপী তারকা-রাজি বিরাজিত পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা-ধারণ করিয়াছিলেন। হে নৃপ! সেই সকল গোপী স্ব স্ব করে শ্বেতসর্ষপ, লবণ ও হরিদ্রা-চূর্ণ গোধূম, সর্ষপ ও যবের সহিত গ্রহণ করত কিঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া বালকের বদনোপরি স্থাপনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন এবং গান করিতে করিতে শ্রীমতী যশোদাকে বলিতে লাগিলেন। ২২—৩০। গোপীগণ বলিলেন,—হে ব্রজেশ্বরি যশোদে! সাধু সাধু,—তোমার বড়ই ভাগ্যোদয়—বড়ই ভাগ্যোদয়; তোমার যে উদরে এই পুত্র জন্মিয়াছে, সেই কুক্ষি পরম ধন্যা,—পরম ধন্যা। দৈব তোমার বহুকালকৃত কামনা পূর্ণ করিয়াছেন, এখন তোমার এই পদ্মনেত্র ঈষৎ হাস্যযুক্ত সুন্দরবদন শ্যামসুন্দর নন্দনকে রক্ষা করুন। যশোদা বলিলেন,—আপনাদের দয়াশীর্ব্বাদে আমার এই সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, ইহা আপনাদেরই দয়া; অতঃপর আপনাদের

আগতানাং সৎকুলানাং যথেষ্টং ঈপ্সিতং কুরু ।

শ্রীনারদ উবাচ ।

রোহিণী রাজকন্যাপি তৎকরৌ দানশীলিনৌ ।
তত্রাপি নোদিতা দানে দদাবতিমহামনাঃ ॥৩১
গৌরবর্ণা দিব্যবাসা রত্নাভরণভূষিতা ।
ব্যচরদ্রোহিণী সাক্ষাৎ পূজয়ন্তী ব্রজৌকসাম্ ॥ ৩২
পরিপূর্ণতমে সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণে ব্রজমাগতে ।
নদৎসু নরতূর্য্যেষু জয়ধ্বনিরভূন্মহান্ ॥ ৩৩
দধিক্ষীরঘৃতৈর্গোপা গোপ্যো হৈয়ঙ্গবৈর্নবৈঃ ।
সিষিচুর্হর্ষিতাস্তত্র জগুরুচ্চৈঃ পরস্পরম্ ॥ ৩৪
বহিরন্তঃপুরে জাতে সর্ব্বতো দধিকর্দ্দমে ।
বৃদ্ধাশ্চ স্থূলদেহাশ্চ পেতুর্হাস্যং কৃতং পরৈঃ ॥ ৩৫
সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশশংসকাঃ
বন্দিনস্ত্বমলপ্রজ্ঞাঃ প্রস্তাবসদৃশোক্তয়ঃ ॥ ৩৬
তেভ্যো নন্দো মহারাজ সহস্রং গাঃ পৃথক্ পৃথক্
বাসোলঙ্কাররত্নানি হয়েভানখিলান্ দদৌ ॥ ৩৭
বন্দিভ্যো মাগধেভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যো বহুলং ধনম্ ।
ববর্ষ ঘনবদ্গোপালো নন্দরাজো ব্রজেশ্বরঃ ॥ ৩৮
নিধিঃ সিদ্ধিশ্চ বৃদ্ধিশ্চ ভুক্তির্মুক্তির্গৃহে গৃহে ।
বীথ্যাং বীথ্যাং লুঠন্তীব তদিচ্ছা কস্যচিন্নহি ॥ ৩৯
সনৎকুমারকপিলশুকব্যাসাদিভিঃ সহ ।
হংসদত্তপুলস্ত্যাদ্যৈর্নয়া ব্রহ্মা জগাম হ ॥ ৪০
হংসারূঢ়ো হেমবর্ণো মুকুটী কুণ্ডলী স্ফুরন্ ।
চতুর্মুখো বেদকর্ত্তা দ্যোতয়ন্মণ্ডলং দিশাম্ ॥ ৪১
তথা তমনুভূতাদ্যো বৃষারূঢ়ো মহেশ্বরঃ ।
রথারূঢ়ো রবিঃ সাক্ষাদ্গজারূঢ়ঃ পুরন্দরঃ ॥ ৪২
বায়ুশ্চ খঞ্জনারূঢ়ো যমো মহিষবাহনঃ ।
ধনদঃ পুষ্পকারূঢ়ো মৃগারূঢ়ঃ ক্ষপেশ্বরঃ ॥ ৪৩
অজারূঢ়ো বীতিহোত্রো বরুণো মকরস্থিতঃ ।
ময়ূরস্থঃ কার্ত্তিকেয়ো ভারতী হংসবাহিনী ॥ ৪৪
লক্ষ্মীশ্চ গরুড়ারূঢ়া দুর্গাখ্যা সিংহবাহিনী ।

পরম মঙ্গল হউক। রোহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞে রোহিণি! এই সকল সৎকুলজাতা সমাগতা ব্রজবাসিনী কামিনীগণের পর্য্যাপ্তরূপে ঈপ্সিত পূজা কর। নারদ বলিলেন,—রোহিণীও রাজকন্যা, তাঁহার করদ্বয়ও সর্ব্বদা দানকার্য্যে অভ্যস্ত; তথাপি যশোদা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া দিব্যবসন পারিধায়িনী, রত্নাভরণভূষিতা গৌরবর্ণা মহামনা রোহিণী সকল দিকে দেখিয়া শুনিয়া বিবিধ দানমানে ব্রজবাসিনীগণের পূজা করিলেন। পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপুর আগমনে নরবাদিত তূর্য্যধ্বনি সহকারে মহাজয়ধ্বনি উত্থিত হইল। গোপ-গোপীগণ হর্ষিত হইয়া দধি, ক্ষীর, ঘৃত ও সদ্যোজাত নবনীত দ্বারা সেস্থান অভিষিক্ত করিয়া উচ্চরবে পরস্পর গান করিতে লাগিল। কি বাহির কি অন্তঃপুর, সর্ব্বত্র দধিদ্বারা কর্দ্দমাক্ত হইল; স্থূলদেহ বৃদ্ধ গোপগণ সে কর্দ্দমে পতিত হইল, অপর গোপ সকল হাস্য করিয়া উঠিল। পৌরাণিকগণ সূত, বংশকীর্ত্তন কারিগণ মাগধ ও অমলপ্রজ্ঞ প্রস্তাব সদৃশ উক্তিকারিগণ বন্দিনামে অভিহিত; হে মহারাজ! নন্দরাজ তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ সহস্র গো, বহু বসন, অলঙ্কার, রত্ন, অশ্ব ও হস্তী দান করিলেন। মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে, ব্রজেশ্বর নন্দরাজও তদ্রূপ মুক্তহস্তে সেই সকল মাগধ বন্দিগণকে বিপুল ধন বিতরণ করিলেন। গৃহে গৃহে পথে পথে নিধি, সিদ্ধি, বৃদ্ধি, ভুক্তি, মুক্তি লুঠিয়া বেড়াইতে লাগিল; বস্তুতঃ তৎকালে ঐ সকল এতই সুলভ হইল যে, কেহ তৎপ্রাপ্তির জন্য অভিলাষও করিল না। ৩১—৩৯। সনৎকুমার, কপিল, শুক বেদব্যাস, হংসদত্ত ও পুলস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণ তথায় আগমন করিলেন এবং আমিও ব্রহ্মার সহিত সেস্থানে উপস্থিত হইলাম। হংসবাহন হেমবর্ণ মুকুট কুণ্ডলধারী বেদকর্ত্তা শোভমান চতুর্মুখ ব্রহ্মা দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া সমাগত হইলেন; অতঃপর অনুচর ভূতগণ সহ বৃষবাহন মহেশ্বর তাঁহার পশ্চাৎ আগমন করিলেন; তারপর রথারূঢ় সাক্ষাৎ রবি, গজবাহন দেবরাজ, কপোতারূঢ় পবন, মহিষবাহন যম, পুষ্পকারূঢ় কুবের, মৃগবাহন চন্দ্র, ছাগারূঢ় অগ্নি, মকরবাহন বরুণ, ময়ূরারূঢ় কার্ত্তিক, হংসারূঢ়া সরস্বতী, গরুড়-

গোরূপধারিণী পৃথ্বী বিমানস্থা সমাযযৌ ॥ ৪৫
দোলারূঢ়া দিব্যবর্ণা মুখ্যাঃ ষোড়শ মাতৃকাঃ।
ষষ্ঠী চ শিবিকারূঢ়া খড়্গাবৈর্যষ্টিধারিণী ॥ ৪৬
মঙ্গলো বানরারূঢ়ো ভাসারূঢ়ো বুধঃ স্মৃতঃ।
গীষ্পতিঃ কৃষ্ণসারস্থঃ শুক্রো গবয়বাহনঃ ॥ ৪৭
শনিশ্চ মকরারূঢ় উষ্ট্রস্থঃ সিংহিকাসুতঃ।
কোটিবালার্কসঙ্কাশ আযযৌ নন্দমন্দিরম্ ॥ ৪৮
কোলাহলসমাযুক্তং গোপগোপীগণাকুলম্।
নন্দমন্দিরমভ্যেত্য ক্ষণং স্থিত্বা যযুঃ সুরাঃ ॥ ৪৯
পরিপূর্ণতমং সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণং বালরূপিণম্।
নত্বা দৃষ্ট্বা তদা দেবাশ্চক্রুস্তস্য স্তুতিং পরাম্ ॥৫০
বীক্ষ্য কৃষ্ণং তদা দেবা ব্রহ্মাদ্যা ঋষিভিঃ সহ।
স্বধামানি যযুঃ সর্ব্বে হর্ষিতাঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে শ্রীনন্দমহোৎসববর্ণনং
নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

বাহিনী লক্ষ্মী, সিংবাহিনী দুর্গা, এবং বিমান-বাহিনী গোরূপধরা ধরা আগমন করিলেন। অনন্তর ক্রমে দোলারূঢ়া দিব্যবর্ণা ষোড়শ মুখ্য মাতৃকা, শিবিকারূঢ়া অসি-যষ্টিধারিণী ষষ্ঠী, বানরারূঢ় মঙ্গল, ভাস-পক্ষিবাহন বুধ, কৃষ্ণসার মৃগবাহন বৃহস্পতি, গবয়বাহন শুক্র, মকরারূঢ় শনি এবং উষ্ট্রবাহন রাহু আগমন করিলেন। ইঁহারা নন্দমন্দিরে আগমন করিয়া কোটি কোটি নবোদিত দিবাকরের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সকল সুরগণ গোপ-গোপীসমাকুল কোলাহলময় নন্দমন্দিরে ক্ষণকালে অবস্থান করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন এবং গমনকালে পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ বাল-রূপী শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া প্রণাম ও পরম স্তুতি করিলেন। এইরূপে ঋষিগণসহ ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃষ্ণদর্শনানন্তর প্রেমবিহ্বল ও হৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব ধামে গমন করিয়াছিলেন। ৪০—৫১।

গোলোকখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

শৌর্য্যনাময়পৃচ্ছার্থং করং দাতুং নৃপস্য চ।
পুত্রোৎসবং কথয়িতুং নন্দে শ্রীমথুরাং গতে ॥ ১
কংসেন প্রেষিতা দুষ্টা পূতনা ঘাতকারিণী।
পুরেষু গ্রামঘোষেষু চরন্তী ঘর্ঘরস্বনা ॥ ২
অথ গোকুলমাসাদ্য গোপগোপীগণাকুলম্।
রূপং দধার সা দিব্যং বপুঃ ষোড়শবার্ষিকম্ ॥ ৩
ন কেঽপি রুরুধুর্দ্দেবাঃ সুন্দরীং তাঞ্চ গোপিকাঃ
শচীং বাণীং রমাং রম্ভাং রতিঞ্চ ক্ষিপতীমিব ॥৪
রোহিণ্যাঞ্চ যশোদায়াং ধর্ষিতায়াং স্ফুরৎকুচা।
অঙ্কমাদায় তং বালং লালয়ন্তী পুনঃপুনঃ ॥ ৫
দদৌ শিশোর্ম্মহাঘোরা কালকূটারতস্তনম্।
প্রাণৈঃ সার্দ্ধং পপৌ দুগ্ধং কটুং রোষারতো হরিঃ
মুঞ্চ মুঞ্চ বদন্তীত্থং ধাবন্তী পীড়িতস্তনা।
নীত্বা বহির্গতা তং বৈ গতমায়া বভূব হ ॥ ৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—একদা নন্দ বসুদেবের কুশল জানিবার জন্য এবং তাঁহাকে পুত্র-জন্ম সংবাদ বিজ্ঞাপন ও রাজাকে করদানার্থ মথুরায় গমন করিলেন। এই সময় কংস-প্রেরিতা দুষ্টা বালঘাতিনী পূতনা ভীমরব করিতে করিতে গ্রাম মধ্যে গৃহে গৃহে বিচরণ করিতেছিল; অনন্তর সে ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীর ন্যায় সুন্দর দিব্য দেহ ধারণ করিয়া গোপগোপী-সমাকুল গোকুলে আগমন করিল। তাহার তাৎকালিক মনোহররূপ যেন ইন্দ্রাণী বাণী রমা রম্ভা ও রতিকেও অতিক্রম করিয়াছিল; সুতরাং দেবগণ ও গোপিকারা কেহই তাহাকে বাধা প্রদান করিলেন না। পয়োধর শোভিতা ভীষণা পূতনা রোহিণী ও যশোদাকে চকিত করত লালনচ্ছলে নবকুমার কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া কালকূটলিপ্ত তদীয় স্তন তাঁহার মুখে অর্পণ করিল। রোষাবিষ্ট হরি তাহার প্রাণের সহিত কটু দুগ্ধ পান করিলেন; তখন পীড়িত-স্তনা পূতনা—"ছাড় ছাড়" বলিতে বলিতে

পতন্নেত্রা শ্বেতগাত্রা রুদন্তী পতিতা ভুবি।
ননাদ তেন ব্রহ্মাণ্ডং সপ্তলোকৈর্ব্বিলৈঃ সহ ॥ ৮
চচাল বসুধা দ্বীপৈস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
ষট্‌ক্রোশং সা দৃঢ়ান্ দীর্ঘান্ বৃক্ষান্ পৃষ্ঠতলে গতান্ ॥ ৯
চূর্ণীচকার বপুষা বজ্রাঙ্গেণ নৃপেশ্বর।
বদন্তস্তে গোপগণা বীক্ষ্য ঘোরং বপুর্ম্মহৎ ॥ ১০
অস্যা অঙ্গুলিগো বালো ন জীবতি কদাচন।
তস্যা উরসি সানন্দং ক্রীড়ন্তং সুস্মিতং শিশুম্ ॥
দুগ্ধং পীত্বা জৃম্ভমাণং তং দৃষ্ট্বা জগৃহুঃ স্ত্রিয়ঃ।
যশোদয়া চ রোহিণ্যা নিধায়োরসি বিস্মিতাঃ ॥১২
সম্বন্ধো বালকং নীত্বা রক্ষাং চক্রুর্ব্বিধানতঃ।
কালিন্দীপুণ্যমৃত্তোয়ৈর্গোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ ॥ ১৩
গোমূত্রগোরজোভিশ্চ স্নাপয়িত্বা ত্বিদং জগুঃ ॥১৪

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্তে শিরঃ পাতু বৈকুণ্ঠঃ কণ্ঠমেব হি।
শ্বেতদ্বীপপতিঃ কর্ণৌ নাসিকাং যজ্ঞরূপধৃক্ ॥১৫
নৃসিংহো নেত্রযুগ্মঞ্চ জিহ্বাং দশরথাত্মজঃ।
অধরাববতাং তে তু নরনারায়ণাবৃষী ॥ ১৬
কপোলৌ পাতু তে সাক্ষাৎ সনকাদ্যা কলা হরেঃ
ভালন্তে শ্বেতবারাহো নারদো ভ্রূলতেঽবতু ॥১৭
চিবুকং কপিলঃ পাতু দত্তাত্রেয় উরোঽবতু।
স্কন্ধৌ দ্বাবৃষভঃ পাতু করৌ মৎস্যঃ প্রপাতু তে
দোর্দ্দণ্ডং সততং রক্ষেৎ পৃথুঃ পৃথুলবিক্রমঃ।
উদরং কমঠঃ পাতু নাভিং ধন্বন্তরিশ্চ তে ॥ ১৯
মোহিনী গুহ্যদেশঞ্চ কটিন্তে বামনোঽবতু।
পৃষ্ঠং পরশুরামশ্চ তবোরূ বাদরায়ণঃ ॥ ২০
বলো জানুদ্বয়ং পাতু জঙ্ঘে বুদ্ধঃ প্রপাতু তে।
পাদৌ পাতু সগুল্ফৌ চ কল্কির্ধর্ম্মপতিঃ প্রভুঃ ॥

প্রধাবিত হইল এবং মায়া পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত দেহ ধারণ করত কৃষ্ণসহ বাহিরে আসিয়া পড়িল। তাহার নয়ন স্খলিত ও গাত্র শ্বেতবর্ণ হইল, সে ভূতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার রোদন-শব্দে সপ্তলোক ও সপ্তপাতালসহ ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিত হইল; সপ্তদ্বীপসহ বসুধা বিচলিত হইলেন। হে নৃপবর! সে ব্যাপার বড়ই বিস্ময়কর। তাহার পতনকালে ছয় ক্রোশ স্থানব্যাপী দৃঢ় দীর্ঘ তরু সকল তদীয় পৃষ্ঠতলে পতিত ও তাহার বজ্রতুল্য সুদৃঢ় দেহাঘাতে চূর্ণিত হইল। গোপগণ তখন তাহার ঘোর মহাদেহ দর্শন করিয়া বলিতে লাগিল—ইহার হস্তস্থিত বালক কখন জীবিত নাই। শিশু কৃষ্ণ কিন্তু ঈষৎ হাস্যসহকারে তাহার বুকের উপর আনন্দে ক্রীড়া করিতে করিতে দুগ্ধ পান করিয়া জৃম্ভণ করিতে লাগিলেন। বিস্মিত ব্রজরমণীগণ কৃষ্ণকে তথাবিধ দর্শন করিয়া গ্রহণ করিলেন, যশোদা তাঁহাকে গ্রহণ করত রোহিণীর ক্রোড়ে স্থাপিত করিয়া যথাবিধি তাঁহার রক্ষা বিধান করিতে লাগিলেন, যমুনার পূত মৃত্তিকা ও জলে তাঁহার দেহ অভিষিক্ত করিয়া তদীয় মস্তকোপরি গোপুচ্ছ ভ্রমণ করাইলেন; গোমূত্র ও গোময়ে তাঁহাকে স্নান করাইয়া বক্ষ্যমাণ রক্ষাবাক্য বলিতে লাগিলেন।—১৪। গোপীগণ বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ তোমার মস্তক রক্ষা করুন; বৈকুণ্ঠ তোমার কণ্ঠ, শ্বেতদ্বীপপতি কর্ণদ্বয়, যজ্ঞরূপধারী নাসিকা, নৃসিংহ নেত্রযুগল, দশরথ তনয় রাম রসনা এবং নরনারায়ণ ঋষি তোমার অধরোষ্ঠ রক্ষা করুন। সাক্ষাৎ হরির অংশ সনকাদি তোমার কপোলদ্বয় রক্ষা করুন এবং শ্বেতবরাহ তোমার ললাট ও দেবর্ষি নারদ তোমার ভ্রূযুগল রক্ষা করুন। কপিল তোমার চিবুক রক্ষা করুন, দত্তাত্রেয় তোমার বক্ষ রক্ষা করুন। ঋষভ তোমার স্কন্ধদ্বয় রক্ষা করুন, মৎস্যরূপী হরি তোমার করদ্বয় রক্ষা করুন। প্রভূত পরাক্রম পৃথু সতত তোমার ভুজযুগল রক্ষা করুন; কূর্ম্ম তোমার কুক্ষি রক্ষা করুন। ধন্বন্তরি তোমার নাভি রক্ষা করুন। মোহিনী তোমার গুহ্যদেশ এবং বামন তোমার কটি রক্ষা করুন। পরশুরাম তোমার পৃষ্ঠ, বাদরায়ণ উরু, বলরাম জানুদ্বয় ও বুদ্ধ তোমার জঙ্ঘাদ্বয় রক্ষা করুন। ধর্ম্মপতি প্রভু কল্কি তোমার পাদদ্বয় ও মনোজ্ঞ গুল্ফ রক্ষা করুন।

সর্ব্বরক্ষাকরং দিব্যং শ্রীকৃষ্ণকবচং পরম্।
ইদং ভগবতা দত্তং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে ॥ ২২
ব্রহ্মণা শম্ভবে দত্তং শম্ভুর্দুর্ব্বাসসে দদৌ।
দুর্ব্বাসাঃ শ্রীযশোমত্যৈ প্রাদাৎ শ্রীনন্দমন্দিরে ॥
অনেন রক্ষাং কৃত্বাস্য গোপীভিঃ শ্রীযশোমতী।
পায়য়িত্বা স্তনং দানং বিপ্রেভ্যঃ প্রদদৌ মহৎ ॥
তদা নন্দাদয়ো গোপা আগতা মথুরাপুরাৎ।
দৃষ্ট্বা ঘোরাং পূতনাখ্যাং বভূবুর্ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ২৫
ছিত্বা কুঠারৈস্তদ্দেহং গোপাঃ শ্রীযমুনাতটে।
অনেকাশ্চ চিতাঃ কৃত্বা দাহয়ামাসুরেব তাম্ ॥ ২৬
এলালবঙ্গশ্রীখণ্ডতগরাগরুগন্ধিভৃৎ।
ধূমো দগ্ধস্য দেহস্য পবিত্রস্য সমুত্থিতঃ ॥ ২৭
অহো কৃষ্ণমৃতে কং বা ব্রজামঃ শরণন্ত্বিহ।
পূতনায়ৈ মোক্ষগতিং দদৌ পতিতপাবনঃ ॥ ২৮
শ্রীবহুলাশ্ব উবাচ।
কেয়ং বা রাক্ষসী পূর্ব্বং পূতনা বালঘাতিনী।
বিষস্তনা দুষ্টভাবা পরং মোক্ষং কথং গতা ॥ ২৯
শ্রীনারদ উবাচ।
বলিযজ্ঞে বামনস্য দৃষ্ট্বা রূপমতঃ পরম্।
বলিকন্যা রত্নমালা পুত্রস্নেহং চকার হ ॥ ৩০
এতাদৃশো যদি ভবেদ্বালস্তং হি শুচিস্মিতম্।
পায়য়ামি স্তনং তেন প্রসন্নং মে মনস্তদা ॥ ৩১
বলেঃ পরমভক্তস্য সুতায়ৈ বামনো হরিঃ।
মনোরথস্য তে ভূয়ান্মনস্যপি বরং দদৌ ॥ ৩২
সা ভবদ্দ্বাপরান্তে বৈ পূতনা নাম বিশ্রুতা।
শ্রীকৃষ্ণস্পর্শসম্ভূতা পরং প্রাপ্তমনোরথা ॥ ৩৩
যঃ পূতনামোক্ষমিমং শৃণোতি
কৃষ্ণস্য দেবস্য পরাৎপরস্য।
ভক্তির্ভবেৎ প্রেমযুতাপি তস্য
ত্রিবর্গসিদ্ধিঃ কিমু মৈথিলেন্দ্র ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে পূতনামোক্ষো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

এই সর্ব্বরক্ষাকর দিব্য পরম শ্রীকৃষ্ণ কবচ ভগবান্ প্রথমে নাভিপঙ্কজজাত ব্রহ্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তারপর ব্রহ্মা শঙ্করকে এবং শঙ্কর দুর্ব্বাসাকে প্রদান করেন। তৎপর মহর্ষি দুর্ব্বাসা নন্দমন্দিরে এই কবচ যশোদাকে দিয়াছিলেন। গোপীগণসহ যশোমতী এই কবচদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রক্ষাবিধান করিয়া তাঁহাকে স্তন্যপান করাইলেন এবং বিপ্রগণকে বহু দান করিলেন। তখন নন্দাদি গোপ-গণ মথুরা হইতে আগমন করিলেন এবং সকলেই সেই ঘোররূপা পূতনাকে দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া গেলেন। গোপগণ কুঠার দ্বারা তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া যমুনাতীরে অনেক চিতা রচনা করত তাহাকে দাহ করিলেন। এলা, লবঙ্গ, শ্রীখণ্ড, তগর, অগরু প্রভৃতি সুগন্ধ কাষ্ঠে তাহার দেহ দাহ হওয়ায় তদীয় দেহ হইতে পবিত্র ধূম উত্থিত হইল। পতিত-পাবন হরি পূতনাকে মোক্ষগতি প্রদান করি-লেন; অহো! এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এই ধরাধামে আমরা কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব। বহুলাশ্ব বলিলেন, এই বালঘাতিনী পূতনা রাক্ষসী কে, ইহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত কি, এই বিষস্তনী দুষ্টভাবা কেমন করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইল? নারদ বলিলেন,—বলিকন্যা রত্নমালা বলিযজ্ঞে বামনের রূপ দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি পুত্রস্নেহ করিয়াছিলেন এবং মনে মনে বলিয়াছিলেন,—যদি আমার এইরূপ একটি বালক জন্মে, আর যদি সেই শুচিস্মিত বালককে স্তন্যপান করাইতে পারি, তবে তখন আমার মন প্রসন্ন হইবে। বামনরূপী হরিও পরমভক্ত বলিকন্যাকে মনে মনে বরদান করিলেন—"তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক।" দ্বাপরান্তে সেই বলিকন্যা পূতনা নামে বিখ্যাতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে পূর্ণমনোরথ হইয়াছিল। যে মানব পরাৎপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই পূতনামুক্তি-বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, তাহার প্রেমযুতা ভক্তি লাভ হয়; হে মৈথি-লেন্দ্র! তাহার ত্রিবর্গসিদ্ধি সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি আছে। ১৫—৩৪।

গোলোকখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীগর্গ উবাচ।

ইত্যেবং কথিতং দিব্যং শ্রীকৃষ্ণচরিতং বরম্।
যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা স কৃতার্থো ন সংশয়ঃ

শ্রীশৌনক উবাচ।

সুধাখণ্ডাৎ পরং মিষ্টং শ্রীকৃষ্ণচরিতং শুভম্।
শ্রুত্বা ত্বন্মুখতঃ সাক্ষাৎ কৃতার্থাঃ স্মো বয়ং মুনে॥
শ্রীকৃষ্ণভক্তঃ শান্তাত্মা বহুলাশ্বঃ সতাং বরঃ।
অতো মুনিং কিং পপ্রচ্ছ তন্মে ব্রূহি তপোধন॥

শ্রীগর্গ উবাচ।

অথ রাজা মৈথিলেন্দ্রো হর্ষিতঃ প্রেমবিহ্বলঃ।
নারদং প্রাহ ধর্ম্মাত্মা পরিপূর্ণতমং স্মরন্॥ ৪

শ্রীবহুলাশ্ব উবাচ।

ধন্যোঽহঞ্চ কৃতার্থোঽহং ভবতা ভূরিকর্ম্মণা।
সঙ্গো ভগবদ্ভক্তানামত্যন্তো দুর্লভোঽস্তি হি॥ ৫
শ্রীকৃষ্ণস্বর্ভকঃ সাক্ষাদদ্ভুতো ভক্তবৎসলঃ।
অগ্রে চকার কিং চিত্রং চরিত্রং বদ মে মুনে॥ ৬

শ্রীনারদ উবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া রাজন্ ভবতা কৃষ্ণধর্ম্মিণা।
সঙ্গমঃ খলু সাধূনাং সর্বেষাং বিতনোতি শম্॥ ৭
একদা কৃষ্ণজন্মর্ক্ষে যশোদা নন্দগেহিনী।
গোপীগোপান্ সমাহূয় মঙ্গলং চাকরোদ্দ্বিজৈঃ॥ ৮
রক্তাম্বরং কনকভূষণভূষিতাঙ্গং
বালং প্রগৃহ্য কলিতাঞ্জনপদ্মনেত্রম্।
শ্যামং স্ফুরদ্ধরিনখাবৃতচন্দ্রহারং
দেবান্ প্রণম্য সুধনং প্রদদৌ দ্বিজেভ্যঃ॥৯
প্রেঙ্খে নিধায় নিজমাত্মজমাশু গোপী
সম্পূজ্য মঙ্গলদিনে প্রতিগোপিকাস্তাঃ।
নৈবাশৃণোৎ সুরুদিতস্য সুতস্য শব্দং
গোপেষু মঙ্গলগৃহেষু গতাগতেষু॥ ১০
তত্রৈব কংসখলনোদিত উৎকচাখ্যো
দৈত্যঃ প্রভঞ্জনতনুঃ শকটং স এত্য।
বালস্য মূর্দ্ধ্নি যদি পাতয়িতুং প্রবৃত্তঃ
কৃষ্ণোঽপি তং কিল ততাড় তু রোদনেন॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—এই প্রকার অনুত্তম দিব্য শ্রীকৃষ্ণচরিত কীর্ত্তিত হইল, যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করে, সে নিঃসংশয় কৃতার্থ হয়। শৌনক কহিলেন,—হে মুনে! শুভ কৃষ্ণ চরিত সুধাখণ্ড হইতেও পরম মিষ্ট আপনার স্ব-মুখে তাহা শুনিয়া আমরা সকলেই কৃতার্থ হইলাম। হে তপোধন! অনন্তর শান্তাত্মা শ্রীকৃষ্ণভক্ত সুধীসত্তম বহুলাশ্ব মুনিকে আর কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন। গর্গ বলিলেন,—অনন্তর প্রেমবিহ্বল হৃষ্ট ধর্ম্মাত্মা মৈথিলেন্দ্র পরিপূর্ণতম কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া নারদকে বলিতে লাগিলেন। বহুলাশ্ব বলিলেন,—আমি ধন্য কৃতকৃত্য হইলাম, ভবাদৃশ ভূরিকর্ম্মা ভগবদ্ ভক্তের সঙ্গ ভূতলে অত্যন্ত দুর্লভ। অদ্ভুত বালক সাক্ষাৎ ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তারপর কি করিলেন, হে মুনে! সেই বিচিত্র চরিত্র আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, আপনিও কৃষ্ণৈকমনা; সুতরাং ভবাদৃশ সাধকের সঙ্গ সর্ব্বত্র কুশল বিস্তার করিয়া থাকে। একদা নন্দপত্নী যশোদা কৃষ্ণের জন্মনক্ষত্রে গোপগোপীগণকে আহ্বান করিয়া দ্বিজগণ দ্বারা তাঁহার মঙ্গল কার্য্য করাইলেন। তিনি রক্ত-বসন-পরিধায়ী সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃতদেহ নীলোৎপলনয়ন শ্যামসুন্দর সিংহনখরাবৃত প্রদীপ্ত চন্দ্রহারধারী বালককে কোলে লইয়া দেবগণকে প্রণাম এবং দ্বিজগণকে উত্তম ধনদান করিলেন। ১—৯। তিনি তনয়কে দোলায় স্থাপন করত সেই মঙ্গল দিনে সমাগতা গোপীগণের প্রত্যেকের পূজা করিতে ছিলেন; নন্দালয়ের সেই আনন্দগৃহে অনেক গোপগোপীর সমাগম হইয়াছিল। এইজন্য যশোদা মনোহর রোদনকারী কৃষ্ণের রোদন ধ্বনি শুনিতে পাইলেন না। শিশুর নিকটে একখানি শকট ছিল, খল কংস প্রেরিত উৎকচ নামক দৈত্য বায়ুরূপে আসিয়া সেই শকট শিশু মস্তকে পাতিত করিতে প্রবৃত্ত

চূর্ণং গতেহথ শকটে পতিতে চ দৈত্যো
ত্যক্ত্বা প্রভঞ্জনতনুং বিমলো বভূব।
নত্বা হরিং শতহয়েন রথেন যুক্তো
গোলোকধাম নিজলোকমলং জগাম ॥ ১২
নন্দাদয়ো ব্রজজনা ব্রজগোপিকাশ্চ
সর্ব্বে সমেত্য যুগপৎ পৃথুকাংস্তদাহুঃ।
এব স্বয়ঞ্চ পতিতঃ শকটঃ কথং হি
জানীথ হে ব্রজসুতাঃ সুগতাশ্চ যূয়ম্ ॥ ১৩
বালা উচুঃ।
প্রেঙ্খস্থোহয়ং ক্ষিপন্ পাদৌ রুদন্ দুগ্ধার্থমেব হি
ততাড় পাদং শকটে তেনেদং শকটং ত্বহু ॥১৪
শ্রদ্ধাং ন চক্রুর্বালোক্তে গোপা গোপ্যশ্চ বিস্মিতাঃ।
ত্রৈমাসিকঃ ক্ক বালোহয়ং ক্ক চৈতদ্ভারভৃন্নঃ ॥ ১৫
বালমঙ্কে সংগৃহীত্বা যশোদা গ্রহশঙ্কিতা।
কারয়ামাস বিধিবদ্ যজ্ঞং বিপ্রৈঃ সুতর্পিতৈঃ ॥

শ্রীবহুলাশ্ব উবাচ
কোহয়ং পূর্ব্বন্তু কুশলী দৈত্য উৎকচনামভাক্
অহো কৃষ্ণপদস্পর্শাদ্গতো মোক্ষং মহামুনে ॥১৭
শ্রীনারদ উবাচ।
হিরণ্যাক্ষসুতো দৈত্য উৎকচো নাম মৈথিল।
লোমশস্যাশ্রমে গচ্ছন্ বৃক্ষাংশ্চূর্ণীচকার হ ॥ ১৮
তং দৃষ্ট্বা স্থূলদেহাঢ্যমুৎকচাখ্যং মহাবলম্।
শশাপ রোষযুগ্‌বিপ্রো বিদেহো ভব দুর্ম্মতে ॥১৯
সর্পকঞ্চুকবদ্দেহঃ পতন্ কর্ম্মবিপাকতঃ।
সদ্যস্তচ্চরণোপান্তে পতিত্বা প্রাহ দৈত্যরাট্ ॥২০
উৎকচ উবাচ।
হে মুনে হে কৃপাসিন্ধো কৃপাং কুরু মমোপরি
তে প্রভাবং ন জানামি দেহং মে দেহি হেপ্রভো
শ্রীনারদ উবাচ।
তদা প্রসন্নঃ স মুনির্দৃষ্টং নয়শতং বিধেঃ।
সতাং রোষোহপি বরদো বরো মোক্ষার্থদঃ কিমু

হইলে, কৃষ্ণ তাহাকে রোদন করিতে করিতে বিতাড়িত করিলেন। অনন্তর শকট পতিত ও দৈত্যদেহ চূর্ণিত হইল; উৎকচ বায়ু দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্য দেহ ধারণ করিল। সে হরিকে প্রণাম করিয়া শতাশ্বযুক্ত রথে আরোহন করত মঙ্গলালয় কৃষ্ণের গোলোকধামে গমন করিল। তখন নন্দাদি গোপ ও ব্রজগোপিকারা যুগপৎ তথায় সমাগত হইয়া গোপবালকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রজবালকগণ! তোমরা এইস্থানে অবস্থিত আছ, কেন এই শকট স্বয়ং পতিত হইল জান কি? বালকগন বলিল,—দুগ্ধপানার্থী এই দোলারূঢ বালক রোদন করিতে করিতে পাদদ্বয় ক্ষেপণ করিয়া শকটে আঘাত করিয়াছিল, তাহাতেই এই শকট পতিত হইয়াছে। বিস্মিত গোপ গোপীগন সেই বালকবাক্যে বিশ্বাস করিলেন না, তাহারা বলিলেন,—অহো! কোথায় এই তিন মাসের বালক; আর কোথায় এই অতি ভার শকট। যশোদা তখন গ্রহাশঙ্কা করিয়া বালককে ক্রোড়ে ধারণ করত বিধিজ্ঞ বিপ্রগন দ্বারা যথাবিধি যজ্ঞ করাইলেন। বাহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মহামুনে! এই কুশলী উৎকচ নামক দৈত্য পূর্ব্বে কে ছিল যে, কৃষ্ণপাদস্পর্শে মোক্ষপ্রাপ্ত হইল! নারদ বলিলেন,—হে মৈথিল! এই উৎকচ নামক দৈত্য পূর্ব্বে হিরণ্যাক্ষের পুত্র ছিল, উৎকচ একদা লোমশ মুনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক অনেক বৃক্ষ চূর্ণ করে। রোষপরবশ লোমশ সেই স্থূলদেহ মহাবল উৎকচকে অবলোকন করিয়া অভিশাপ করিলেন,—রে দুর্ম্মতে! তুই শরীরহীন হইবি।" কর্ম্মবিপাকবশতঃ তখনই তাহার দেহ সর্পনির্ম্মোকের ন্যায় পতিত হইল এবং সেই দৈত্যবর মুনির চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিতে লাগিল।১০—২০। উৎকচ বলিল,—হে মুনে! হে দয়াসাগর! আমার প্রতি কৃপা করুন। হে প্রভো! আমি আপনার প্রভাব পরিজ্ঞাত নহি, আমাকে দেহদান করুন। নারদ বলিলেন,—তখন মুনি যথাবিধি প্রণত উৎকচের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। সাধুগণের রোষই বরপ্রদ হয়, বর যে মোক্ষপ্রদ হইবে,

শ্রীলোমশ উবাচ
বাতদেহস্ত তে ভূয়াৎ ব্যতীতে চাক্ষুষান্তরে।
বৈবস্বতান্তরে মুক্তির্ভবিতা চ পদা হরেঃ॥ ২৩
শ্রীনারদ উবাচ।
তস্মাদুৎকচদৈত্যস্ত মুক্তো লোমশতেজসা।
সন্তো নমোঽস্ত যে নূনং সমর্থা বরশাপয়োঃ॥২৪
উৎসঙ্গে ক্রীড়িতং বালং লালয়ন্ত্যেকদা নৃপ।
গিরিভারং ন সেহে তং বোঢ়ুং শ্রীনন্দগেহিনী॥
অহো গিরিসমো বালঃ কথং স্যাদিতি বিস্মিতা
ভূমৌ নিধায় তং সদ্যো নেদং কস্মৈ জগাদ হ॥
কংসপ্রণোদিতো দৈত্যস্তৃণাবর্ত্তো মহাবলঃ।
জহার বালং ক্রীড়ন্তং বাতাবর্ত্তেন সুন্দরম্॥২৭
রজোঽন্ধকারোঽভূত্তত্র ঘোরশব্দশ্চ গোকুলে।
রজস্বলানি চক্ষুংষি বভূবুর্ঘটিকাদ্বয়ম্॥ ২৮
ততো যশোদা নাপশ্যৎ পুত্রং তং মন্দিরাজিরে
মোহিতা রুদতী ঘোরান্ পশ্যন্তী গৃহশেখরান্॥
অদৃষ্টে চ যদা পুত্রে পতিতা ভুবি মূর্চ্ছিতা।
উচ্চৈ রুরোদ করুণং মৃতবৎসা যথা হি গৌঃ॥
রুরুদুশ্চ তদা গোপ্যঃ প্রেমস্নেহসমাকুলাঃ।
অশ্রুমুখ্যো নন্দসূনুং পশ্যন্ত্যস্তা ইতস্ততঃ॥৩১
তৃণাবর্ত্তো নভঃ প্রাপ্ত ঊর্দ্ধং বৈ লক্ষযোজনম্।
স্কন্ধে সুমেরুবদ্বালং মন্যমানঃ প্রপীড়িতঃ॥ ৩২
অথ কৃষ্ণং পাতয়িতুং দৈত্যস্তত্র সমুদ্যতঃ।
গলং জগ্রাহ তস্যাপি পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্॥ ৩৩
মুঞ্চ মুঞ্চেতি গদিতে দৈত্যে কৃষ্ণোঽদ্ভুতোঽর্ভকঃ
গলগ্রাহেণ মহতা ব্যসুং দৈত্যং চকার হ॥ ৩৪
তজ্জ্যোতিঃ শ্রীঘনশ্যামে লীনং সৌদামিনী যথা
দৈত্যোঽম্বরান্নিপতিতঃ শিলায়াং শিশুনা সহ॥৩৫
বিশীর্ণাবয়বস্যাপি পতিতস্য স্বনেন বৈ।
বিনেদুশ্চ দিশঃ সর্ব্বাঃ কম্পিতং ভূমিমণ্ডলম্॥৩৬
তৎপৃষ্ঠস্থং শিশুং তূষ্ণীং রুদন্ত্যো গোপিকাস্ততঃ

তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি? লোমশ বলিলেন,—চাক্ষুষ মন্বন্তরে তোমার বায়ুদেহ লাভ হইবে এবং বৈবস্বত মন্বন্তরে হরির পদাঘাতে তুমি মুক্তিলাভ করিবে। নারদ বলিলেন,—লোমশ তেজে উৎকচ দৈত্য এইরূপে মুক্ত হইল; অতএব যাঁহারা নিশ্চিতরূপে বর ও শাপপ্রয়োগে সমর্থ, সেই সন্তমগণকে নমস্কার। হে নৃপ! অতঃপর একদা বালক কৃষ্ণ নন্দপত্নী যশোদার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে তুলিতে গিয়া গিরিবৎ ভারবোধে বহিতে পারিলেন না। "অহো! এই বালক কেন পর্ব্বততুল্য ভারী হইল" যশোদা এই বলিয়া বিস্মিতহৃদয়ে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ক্ষিতিতলে রাখিয়া দিলেন, কিন্তু এ বৃত্তান্ত কাহাকেও বলিলেন না। তখন কংস প্রেরিত মহাবল দৈত্য তৃণাবর্ত্ত ক্রীড়ারত সেই সুন্দর বালককে হরণ করিল। তৎকালে গোকুলে ঘোর রবে একটা ঘূর্ণি বায়ু উত্থিত হইল, তাহাতে ধূলিজাল উৎক্ষিপ্ত হইয়া সর্ব্বদিক্ অন্ধকার করিয়া ফেলিল এবং ঘটিকাদ্বয় যাবৎ সেই ধূলিসমূহ সমস্ত লোকের চক্ষু আবৃত করিয়া রাখিল। তখন যশোদা তনয়কে গৃহাঙ্গনে দেখিতে না পাইয়া মোহিতা হইলেন, তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহচূড়ায় ঘোরদর্শন অমঙ্গল সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন, অথচ শিশুকে দেখিলেন না, তখন মূর্চ্ছিতা ও ভূপাতিতা হইয়া মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় গভীর আর্ত্তনাদে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে প্রেমস্নেহসমাকুল রোদনপরায়ণা অশ্রুমুখী অন্যান্য গোপীগণ নন্দনন্দনকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ২১—৩১। তৃণাবর্ত্ত তখন শিশুকে স্কন্ধে করিয়া লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে আকাশে উঠিয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণকে সুমেরুবৎ ভারবোধে সে হইয়া পড়িয়াছে। অনন্তর দৈত্য তাঁহাকে ভূপাতিত করিতে উদ্যত হইলে পরিপূর্ণতম স্বয়ং কৃষ্ণ তদীয় গলদেশ গ্রহণ করিলেন, দৈত্য—"ছাড় ছাড়" বলিতে লাগিল। কিন্তু অদ্ভুত বালকবেশী কৃষ্ণ দৃঢ়রূপে গলপীড়নে তাহাকে বিগতপ্রাণ করিলেন। বিদ্যুতের ন্যায় দৈত্যদেহনির্গত একটা তেজ সেই ঘনশ্যাম সুন্দর-দেহে লীন হইয়া গেল, দৈত্য শিশুসহ আকাশ হইতে শিলাতলে পতিত হইল। সেই

দদৃশুর্যুগপৎ সর্ব্বা নীত্বা মাত্রে দদুর্জ্জগুঃ ॥ ৩৭
গোপ্য উচুঃ।
ন যোগ্যাসি যশোদে ত্বং বালং লালয়িতুং মনাক্
ন ঘৃণা তে ক্বচিদ্দৃষ্টা ক্রুদ্ধাসি কথিতেন বৈ ॥৩৮
প্রাপ্তেঽন্ধকারে স্বারোহাৎ কোঽপি বালং জহাতি হি।
ত্বয়া নির্ঘৃণয়া ভূমৌ ধৃতো বালো মহাভয়ে ॥৩৯
শ্রীযশোদোবাচ।
ন জানামি কথং বালো ভারো ভূতো গিরীন্দ্রবৎ
তস্মান্ময়া কৃতো ভূমৌ চক্রবাতে মহাভয়ে ॥ ৪০
গোপ্য উচুঃ।
মা মৃষা বদ কল্যাণি হে যশোদে গতব্যথে।
অয়ং দুগ্ধমুখো বালো লঘুঃ কুসুমতূলবৎ ॥ ৪১
শ্রীনারদ উবাচ।
তদা গোপ্যোঽথ গোপাশ্চ নন্দাদ্যা আগতে শিশৌ।
অতীব মোদং সম্প্রাপুর্বদন্তঃ কুশলং জনৈঃ ॥৪২
যশোদা বালকং নীত্বা পায়য়িত্বা স্তনং মুহুঃ।
আঘ্রায়োরসি বস্ত্রেণ রোহিণীং প্রাহ মোহিতা ॥
শ্রীযশোদোবাচ।
একো দৈবেন দত্তোঽয়ং ন পুত্রা বহবশ্চ মে।
তস্যাপি বহবোঽরিষ্টা আগচ্ছন্তি ক্ষণেন বৈ ॥৪৩
অদ্য মৃত্যুমুখান্মুক্তোঽভবিষ্যৎ কিমতঃ পরম্।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কুত্র বাসো ভবেদতঃ ॥
ধনং দেহো গৃহং সৌধো রত্নানি বিবিধানি চ।
সর্ব্বেষাং তু হ্যবশ্যং বৈ ভূয়ান্মে কুশলী শিশুঃ ॥
হরেরর্চ্চাং দানমিষ্টং পূর্ব্বং দেবালয়ং শতম্।
করিষ্যামি তদা বালোঽরিষ্টেভ্যো বিজয়ী যদা ॥
একবালেন মে সৌখ্যমন্ধযষ্টিরিব প্রিয়ে।
বালং নীত্বা গমিষ্যামি দেশে রোহিণি নির্ভয়ে ॥
শ্রীনারদ উবাচ।
তদৈব বিপ্রা বিদ্বাংস আগতা নন্দমন্দিরম্।

দৈত্য দেহ বিশীর্ণ হইলেও তাহার পতন শব্দে দিক্ সকল নিনাদিত ও ভূমণ্ডল কম্পিত হইল। অনন্তর গোপীগণ দেখিলেন,—বালক তাহার পৃষ্ঠদেশে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, তাহারা যুগপৎ রোদন করিতে করিতে শিশুকে লইয়া গিয়া মাতা যশোমতীকে অর্পণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। গোপিগণ বলিলেন,—যশোদে! তুমি বালকপালনের কিছুমাত্র যোগ্যা নহ; তোমার কখনও দয়া নাই, কিন্তু কিছু কহিলে ক্রোধ কর। অন্ধকার স্থানে কেহ কি আপনার ক্রোড় হইতে বালককে ত্যাগ করে! তুমি নির্দ্দয়া, তাই সেই মহাভয়াকুল অবস্থাতেও তনয়কে ভূতলে ত্যাগ করিয়াছ। যশোদা বলিলেন,—বালক কেন গিরিবরের ন্যায় ভারভূত হইয়াছে, তাহা আমি বুঝি নাই; তাই সেই মহাভয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাতেও তনয়কে ভূতলে ত্যাগ করিয়াছিলাম। গোপীগণ বলিলেন,—যশোদে! এখন ত ভয় অপনোদিত হইয়াছে, মিথ্যা কথা কহিও না; হে কল্যাণি! এ যে দুগ্ধপোষ্য বালক—কুসুম কিংবা তুলার ন্যায় লঘু। ৩২—৪১। নারদ বলিলেন,—বালক আগমন করিলে তখন নন্দাদি গোপ ও গোপীগণ অত্যন্ত মুদিতমনে তত্রত্য জনগণের সহিত কুশলালাপ করিলেন; যশোদা বালককে বস্ত্রে করিয়া বক্ষে লইয়া স্তন্যদান ও মুহুর্ম্মুহু তদীয় মস্তকাঘ্রাণ করিলেন এবং মোহিত হইয়া রোহিণীকে বলিতে লাগিলেন। যশোদা বলিলেন,—আমার অনেক পুত্র নাই, দৈব একটিমাত্র দিয়াছেন, তাহারও ক্ষণে ক্ষণে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে, অদ্য মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হইয়াছে, অতঃপর ভবিষ্যতেই বা কি আছে! কি করিব, কোথায় যাইব, অতঃপর কোথায় গিয়া বাস করিব! ধন, দেহ, গেহ, সুন্দর রাজমন্দির, বিবিধ রত্ন এ সব দূরের কথা, প্রধানতঃ আমার নবকুমার কুশলী হউক। যখন এই বালক বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তখন আমি হরির অর্চ্চনা, শত শত দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া অভীপ্সিত দান করিব। হে প্রিয়ে! অন্ধের যষ্টির ন্যায় এই একটীমাত্র শিশু আমার সর্ব্বসৌখ্যের খনি; হে রোহিণি! এই বালক লইয়া আমি কোন ভয়শূন্য দেশে গমন করিব। নারদ বলিলেন,—তখনই বহু

যশোদয়া চ নন্দেন পূজিতা আসনস্থিতাঃ ॥ ৪৯

শ্রীব্রাহ্মণা উচুঃ ।

মা শোকং কুরু হে নন্দ হে যশোদে ব্রজেশ্বরি ।
করিষ্যামঃ শিশো রক্ষাং চিরজীবী ভবেদয়ম্ ॥৫০

শ্রীনারদ উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা দ্বিজমুখ্যাস্তে কুশাগ্রৈর্নবপল্লবৈঃ ।
পবিত্রকলশৈস্তোয়ৈর্ঋগ্‌যজুঃসামজৈঃ স্তবৈঃ ॥৫১
পরৈঃ স্বস্ত্যয়নৈর্যজ্ঞং কারয়িত্বা বিধানতঃ ।
অগ্নিং সম্পূজ্য বিধিবদ্রক্ষাং বিদধিরে শিশোঃ ॥

শ্রীব্রাহ্মণা উচুঃ ।

দামোদরঃ পাতু পাদৌ জানুনী বিষ্টরশ্রবাঃ ।
উরূ পাতু হরির্নাভিং পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৩
কটিং রাধাপতিঃ পাতু পীতবাসাস্তবোদরম্ ।
হৃদয়ং পদ্মনাভশ্চ ভুজৌ গোবর্দ্ধনোদ্ধরঃ ॥ ৫৪
মুখঞ্চ মথুরানাথো দ্বারকেশঃ শিরোঽবতু ।
পৃষ্ঠং পাত্বসুরধ্বংসী সর্ব্বতো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ৫৫
শ্লোকত্রয়মিদং স্তোত্রং যঃ পঠেন্মানবঃ সদা ।
মহাসৌখ্যং ভবেত্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥৫

শ্রীনারদ উবাচ ।

নন্দস্তেভ্যো গবাং লক্ষং সুবর্ণং দশলক্ষকম্ ।
সহস্রং নবরত্নানাং বস্ত্রলক্ষং দদৌ পরম্ ॥ ৫৭
গতেষু দ্বিজমুখ্যেষু নন্দো গোপান্নিমন্ত্র্য চ ।
ভোজয়ামাস সম্পূজ্য বস্ত্রৈর্ভূষৈর্মনোহরৈঃ ॥ ৫৮

শ্রীবহুলাশ্ব উবাচ ।

তৃণাবর্ত্তঃ পূর্ব্বকালে কোঽয়ং সুকৃতকৃন্নরঃ ।
পরিপূর্ণতমে সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণে লীনতাং গতঃ ॥ ৫৯

শ্রীনারদ উবাচ ।

পাণ্ডুদেশোদ্ভবো রাজা সহস্রাক্ষঃ প্রতাপবান্ ।
হরিভক্তো ধর্ম্মনিষ্ঠো যজ্ঞকৃদ্দানতৎপরঃ ॥ ৬০
রেবাতটে মহাদিব্যে লতাবেত্রসমাকুলে ।
নারীণাঞ্চ সহস্রেণ রমমাণো চচার হ ॥ ৬১
দুর্ব্বাসসং মুনিং সাক্ষাদাগতং ন ননাম হ ।
তদা মুনির্দ্দদৌ শাপং রাক্ষসো ভব দুর্ম্মতে ॥৬২
পুনস্তদঙ্ঘ্র্যোঃ পতিতং নৃপং প্রাদাদ্বরং মুনিঃ ।
শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহস্পর্শান্মুক্তিস্তে ভবিতা নৃপ ॥৬৩

বিদ্বান্ বিপ্র নন্দমন্দিরে সমাগত হইলেন নন্দও যশোদার সহিত আসনাদি দানে তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে নন্দ! হে ব্রজেশ্বরি যশোদে! শোক করিও না; আমরা শিশুকে রক্ষা করিব, এই বালক চিরজীবী হইবে। নারদ বলিলেন,—দ্বিজবরগণ এইরূপ বলিয়া কুশাগ্র ও নবপল্লব দ্বারা পবিত্র কুম্ভজলে ঋক্ যজু ও সামসম্ভব স্তবনিবহে উত্তম স্বস্ত্যয়ন এবং যথাবিধি অগ্নিপূজাপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া শিশুর রক্ষাবিধান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—দামোদর পাদদ্বয় ও বিষ্টরশ্রবা জানুদ্বয় রক্ষা করুন; হরি উরু এবং স্বয়ং পরিপূর্ণতম নাভি রক্ষা করুন। রাধাপতি তোমার কটি, পীতবাসা উদর, পদ্মনাভ হৃদয়, গোবর্দ্ধনোদ্ধারী ভুজদ্বয়, মথুরানাথ মুখ, এবং দ্বারকেশ শির রক্ষা করুন। অসুরধ্বংসী তোমার পৃষ্ঠ এবং স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বাবয়ব রক্ষা করুন। যে মানব এই শ্লোকত্রয়ময় স্তোত্র সতত পাঠ করে, তাহার মহাসৌখ্য হয়, কুত্রাপি তাহার ভয় থাকে না।৪২—৫৬। নারদ বলিলেন,—নন্দ তাঁহাদিগকে লক্ষ গো, দশলক্ষ সুবর্ণ, সহস্র নবরত্ন এবং লক্ষ বসন দান করিলেন। অনন্তর বিপ্রবরগণ গমন করিলে তিনি গোপগণকে নিমন্ত্রণ করত মনোহর বসন-ভূষণ দ্বারা পূজা করিয়া ভোজন করাইলেন। বহুলাশ্ব বলিলেন,—তৃণাবর্ত্ত কে এবং পূর্ব্বজন্মে এমন কি সুকৃতকারী ছিল যে, পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়া গেল। নারদ বলিলেন,—পাণ্ডুদেশে হরিভক্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং যজ্ঞ ও দানে তৎপর সহস্রাক্ষ নামে প্রতাপবান্ এক রাজা ছিলেন; তিনি লতাবেত্রপরিবৃত নর্ম্মদার দিব্যতটে সহস্র রমণীর সহিত রমমাণ হইয়া বিচরণ করিতেন। একদা দুর্ব্বাসা মুনি তথায় আগমন করিলে তিনি প্রণাম করিলেন না, তখন মুনি শাপ দিলেন—"রে দুর্ম্মতি! তুই রাক্ষস হইবি।" অতঃপর সহস্রাক্ষ তাঁহার পাদদ্বয়ে পতিত হইলে মুনি নৃপকে বরদান করিলেন,—"হে নৃপ! শ্রীকৃষ্ণশরীরস্পর্শে

শ্রীনারদ উবাচ।
সোঽপি দুর্ব্বাসসঃ শাপাৎ তৃণাবর্ত্তোঽভবদ্ভুবি।
শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহস্পর্শাৎ পরং মোক্ষমবাপ হ ॥ ৬৪

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে শকটাসুরতৃণাবর্ত্তমোক্ষো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
প্রেঙ্খে হরিং কনকরত্নময়ে শয়ানং
শ্যামং শিশুং জনমনোহরমন্দহাসম্।
দৃষ্ট্যার্ত্তিহারিমসিবিন্দুধরং যশোদা
স্বাঙ্কে চকার ধৃতকজ্জলপদ্মনেত্রম্ ॥ ১
পাদং পিবন্তমতিচঞ্চলমদ্ভুতাঙ্গং
বক্রৈর্ব্বিনীলনবকোমলকেশবন্ধৈঃ।
শ্রীপত্রকেসরিনখস্ফুরদর্দ্ধচন্দ্রং
তং লালয়ন্ত্যতিঘৃণা মুদমাপ গোপী ॥২

বালস্য পীতপয়সো নৃপ জৃম্ভতস্য
তত্ত্বাবৃতঞ্চ বদনে সকলং বিরাজম্।
মাত্রা সুরাধিপমুখৈঃ প্রযুতঞ্চ সর্ব্বং
দৃষ্ট্বা পরং ভয়মবাপ নিমীলিতাক্ষী ॥ ৩
রাজন্ পরস্য পরিপূর্ণতমস্য সাক্ষাৎ-
কৃষ্ণস্য বিশ্বমখিলং কপটেন সা হি।
নষ্টস্মৃতিঃ পুনরভূৎ স্বসুতে ঘৃণার্ত্তা
কিং বর্ণয়ামি সুতপো বহু নন্দপত্ন্যাঃ ॥ ৪
শ্রীবহুলাশ্ব উবাচ।
নন্দো যশোদয়া সার্দ্ধং কিং চকার তপো মহৎ।
যেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোঽপি পুত্রীভূতো বভূব হ ॥ ৫
শ্রীনারদ উবাচ।
অষ্টানাং বৈ বসূনাঞ্চ দ্রোণো মুখ্যো ধরাপতিঃ।
অনপত্যো বিষ্ণুভক্তো দেবরাজ্যং চকার হ ॥৬
একদা পুত্রকাঙ্ক্ষী চ ব্রহ্মণা নোদিতো নৃপ।
মন্দরাদ্রিং গন্তুমুৎপু ধরয়া ভার্য্যয়া সহ ॥ ৭

তোমার মুক্তি হইবে।" নারদ বলিলেন,—সেই সহস্রাক্ষ দুর্ব্বাসার শাপে ভূতলে তৃণাবর্ত্ত হইয়াছিল; অতঃপর শ্রীকৃষ্ণশরীরস্পর্শে পরম মুক্তিলাভ করিল। ৫৭—৬৪।

গোলোকখণ্ডে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—স্বর্ণরত্নময় দোলায় শয়ান শ্যামসুন্দর শিশুকে যশোদা ক্রোড়ে করিলেন; শিশু জনমনোহর মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে; তাহার পদ্মনেত্রে কজ্জল ও বদনে দৃষ্টিদোষনাশক মসীবিন্দু শোভিত হইতেছে। অপূর্ব্বাকৃতি অতি চঞ্চল বালক স্বীয় পাদ চুম্বন করিতেছে। গাঢ় নীলবর্ণ বক্র কোমল কেশকলাপে তদীয় বদন আবৃত হইয়াছে এবং প্রদীপ্ত সিংহনখযুক্ত অর্দ্ধচন্দ্রে অঙ্গশোভা বিচ্ছুরিত হইতেছে। দয়াবতী যশোমতী শিশুকে লালিত করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিছেলেন। হে নৃপ! বালক স্তন্যপান করিয়া জৃম্ভণ করিলে, মাতা যশোদা তদীয় মুখমধ্যে সমস্ত তত্ত্বসহ সম্পূর্ণ বিশ্ব ও ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ দর্শন করিলেন; তদ্দর্শনে তাঁহার ভয় হইল, তিনি নয়ন মুদ্রিত করিলেন। হে রাজন্! দয়াবতী যশোমতী পরম পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় তদীয় মুখমধ্যে বিশ্ব অবলোকন করিয়াও পুনরায় পুত্রজ্ঞানে মোহাপন্ন হইলেন। অহো! নন্দ-পত্নীর অনন্ত তপস্যার বিষয় আর কি বর্ণন করিব। বহুলাশ্ব বলিলেন,—নন্দ যশোদার সহিত এমন কি সু-তপস্যা করিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন? নারদ বলিলেন,—নন্দ অষ্টবসুর মধ্যে প্রধান বসু দ্রোণ নামে অভিহিত ছিলেন, তাঁহার পত্নীর নাম ছিল ধরা। অপুত্র বিষ্ণুভক্ত দ্রোণ বসু দেবরাজ্য শাসন করিতেন। হে নৃপ! একদা পুত্রাভিলাষী দ্রোণ ব্রহ্মার আদেশে ভার্য্যার সহিত তপস্যার্থ মন্দর পর্ব্বতে গমন করেন।

কন্দমূলফলাহারৌ তপ্তপর্ণাশনৌ তপঃ।
জলভক্ষৌ ততস্তৌ তু নির্জ্জলৌ নির্জ্জনে স্থিতৌ
বর্ষাণামর্ব্বুদে যাতে তপস্তত্তপতোর্দ্বয়োঃ।
ব্রহ্মা প্রসন্নস্তাবেত্য বরং ব্রূহীত্যুবাচ হ ॥ ৯
বল্মীকান্নির্গতো দ্রোণো ধরয়া ভার্য্যয়া সহ।
নত্বা বিধিঞ্চ সম্পূজ্য হর্ষিতঃ প্রাহ তং প্রভুম্ ॥

শ্রীদ্রোণ উবাচ।

পরিপূর্ণতমে কৃষ্ণে পুত্রীভূতে জনার্দ্দনে।
ভক্তিঃ স্যাদাবয়োর্ব্রহ্মন্ সততং প্রেমলক্ষণা ॥ ১১
যয়াঞ্জসা তরন্তীহ দুস্তরং ভবসাগরম্।
নান্যং বরং বাঞ্ছিতং স্যাদাবয়োস্তপতোর্ব্বিধে ॥১২

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

যুবাভ্যাং যাচিতং যন্মে দুর্ঘটং দুর্লভং বরম্।
তথাপি ভূয়াৎ সফলং যুবয়োরন্যজন্মনি ॥ ১৩

শ্রীনারদ উবাচ।

দ্রোণো নন্দোঽভবদ্ভূমৌ যশোদা সা ধরা স্মৃতা।
কৃষ্ণো ব্রহ্মবচঃ কর্ত্তুং প্রাপ্তো ঘোষং পিতুঃ পুরা

সুধাখণ্ডাৎ পরং মিষ্টং শ্রীকৃষ্ণচরিতং শুভম্।
গন্ধমাদনশৃঙ্গে বৈ নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ১৫
কৃপয়া চ কৃতার্থোঽহং নরনারায়ণস্য চ।
ময়া তুভ্যঞ্চ কথিতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥১৬

শ্রীবহুলাশ্ব উবাচ।

নন্দগেহে হরিঃ সাক্ষাচ্ছিশুরূপঃ সনাতনঃ।
কিং চকার বলেনাপি তন্মে ব্রূহি মহামুনে ॥ ১৭

শ্রীনারদ উবাচ।

একদা শিষ্যসহিতো গর্গাচার্য্যো মহামুনিঃ।
শৌরিণা নোদিতঃ সাক্ষাদাযযৌ নন্দমন্দিরম্ ॥১৮
নন্দঃ সম্পূজ্য বিধিবৎ পাদ্যাদ্যৈর্মুনিসত্তমম্।
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য সাষ্টাঙ্গং প্রণনাম হ ॥ ১৯

শ্রীনন্দ উবাচ।

অদ্য নঃ পিতরো দেবাঃ সন্তুষ্টা অগ্নয়শ্চ নঃ।
পবিত্রং মন্দিরং জাতং যুষ্মচ্চরণরেণুভিঃ ॥ ২০
মৎপুত্রনামকরণং কুরু দ্বিজ মহামুনে।
পুণ্যোস্তীর্থৈশ্চ তৎপ্রাপ্যং ভবদাগমনং প্রভো ॥২১

তাঁহারা কখন কন্দ-মূল-ফলাহারী হইয়া, কখন শুষ্কপত্র মাত্র আহার করিয়া, কখন কেবল মাত্র জলপানে, কখন বা নির্জ্জল উপবাসে নির্জ্জনে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করিলেন। এইরূপ তপস্যায় তাঁহাদের অর্ব্বুদবর্ষ অতীত হইলে ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন,—বর গ্রহণ কর। দ্রোণ-ভার্য্যা ধরার সহিত বল্মীক মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া প্রভু ব্রহ্মাকে পূজা ও প্রণাম করত হর্ষভরে বলিলেন।১—১০। দ্রোণ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! পরিপূর্ণতম জনার্দ্দন কৃষ্ণ আমাদের পুত্র হউন এবং যে ভক্তি দ্বারা নিশ্চয়রূপে দুস্তর ভব-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাঁহাতে আমাদের সতত সেই প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হউক। আমরা এই জন্য তপস্যা করিতেছি, আমাদের অন্য বরের বাসনা নাই। ব্রহ্মা বলিলেন,—আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তোমাদের এ বর দুর্লভ ও দুর্ঘট; তথাপি তোমাদের অপর জন্মে ইহা সফল হইবে। নারদ বলিলেন,—ভূমিতলে সেই দ্রোণ নন্দ, ও ধরা যশোদা, হইয়াছেন; আর কৃষ্ণ ব্রহ্মার বাক্যরক্ষা করিবার জন্য পিতা বসুদেব গৃহ হইতে ব্রজ-পুরে আগমন করিয়াছেন। শুভ শ্রীকৃষ্ণ চরিত সুধাখণ্ড হইতেও পরম মধুর; গন্ধ-মাদন পর্ব্বত শিখরে নারায়ণ মুখে ইহা শ্রুত হইয়া নর-নারায়ণের কৃপায় কৃতার্থ হইয়া-ছিলাম, তাহাই আজ তোমাকে কহিলাম পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মহামুনে! শিশুরূপী সনাতন সাক্ষাৎ হরি বলরাম সহ নন্দগৃহে কি করিয়া-ছিলেন, তাহা আমাকে বলুন। নারদ বলি-লেন,—একদা মহামুনি স্বয়ং গর্গাচার্য্য বসু-দেব দ্বারা প্রার্থিত হইয়া শিষ্য সহ নন্দমন্দিরে আগমন করিলেন। নন্দও মুনিসত্তম গর্গের পাদ্যাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন।১১—১৯। অনন্তর নন্দ বলিলেন,—অদ্য আমার প্রতি অগ্নিদেব ও পিতৃগণ প্রসন্ন হইয়াছেন; আপনাদের পদ-রেণুদ্বারা গৃহ পবিত্র হইয়াছে। হে মহামুনে! হে দ্বিজ! আমার পুত্রের নামকরণ করুন।

শ্রীগর্গ উবাচ।
তে পুত্রনামকরণং করিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
পূর্ব্ববার্ত্তাং গদিষ্যামি গচ্ছ নন্দ রহঃস্থলম্ ॥ ২২
শ্রীনারদ উবাচ।
উত্থাপ্য গর্গো নন্দেন বালাভ্যাঞ্চ যশোদয়া।
একান্তে গোব্রজে গত্বা তয়োর্নাম চকার হ ॥২৩
সম্পূজ্য গণনাথাদীন্ গ্রহান্ সংশোধ্য যত্নতঃ।
নন্দং প্রাহ প্রসন্নাঙ্গো গর্গাচার্য্যো মহামুনিঃ ॥ ২৪
শ্রীগর্গ উবাচ।
রোহিণীনন্দনস্যাস্য নামোচ্চারং শৃণুষ চ।
রমন্তে যোগিনো হ্যস্মিন্ সর্ব্বত্র রমতীতি বা ॥২৫
গুণৈশ্চ রময়ন্ ভক্তাংস্তেন রামং বিদুঃ পরে।
গর্ভসঙ্কর্ষণাদস্য সঙ্কর্ষণ ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৬
সর্ব্বাবশেষাদ্যং শেষং বলাধিক্যাদ্বলং বিদুঃ।
স্বপুত্রস্যাপি নামানি শৃণু নন্দ হ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ২৭
সদ্যঃ প্রাণিপবিত্রাণি জগতাং মঙ্গলানি চ।
ককারঃ কমলাকান্ত ঋকারো রাম ইত্যপি ॥২৮
ষকারঃ ষড়্গুণপতিঃ শ্বেতদ্বীপনিবাসকৃৎ।
ণকারো নারসিংহোঽয়মকারো হ্যক্ষরোঽগ্নিভুক্ ॥
বিসর্গৌ চ তথা হেতৌ নরনারায়ণাবৃষী।
সম্প্রলীনাশ্চ ষট্ পূর্ণা যস্মিন্ শব্দে মহামুনৌ ॥
পরিপূর্ণতমে সাক্ষাত্তেন কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীতো বর্ণোঽস্যানুযুগং ধৃতঃ ॥৩১
দ্বাপরান্তে কলেরাদৌ বালোঽয়ং কৃষ্ণতাং গতঃ।
তস্মাৎ কৃষ্ণ ইতি খ্যাতো নাম্নায়ং নন্দনন্দনঃ ॥
বসবশ্চেন্দ্রিয়াণীতি তদ্দেবশ্চিত্তমেব হি।
তস্মিন্ যশ্চেষ্টতে সোঽপি বাসুদেব ইতি স্মৃতঃ
বৃষভানুসুতা রাধা যা জাতা কীর্ত্তিমন্দিরে।
তস্যাঃ পতিরয়ং সাক্ষাত্তেন রাধাপতিঃ স্মৃতঃ ॥
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকে ধাম্নি রাজতে ॥৩৫
সোঽয়ং তব শিশুর্জ্জাতো ভারাবতরণায় চ।
কংসাদীনাং বধার্থায় ভক্তানাং রক্ষণায় চ ॥ ৩৬

হে প্রভো! পুণ্যতীর্থেরও আপনাদের দর্শনলাভ দুষ্প্রাপ্য। গর্গ বলিলেন নিঃসংশয় তোমার পুত্রের নামকরণ করিব; হে নন্দ! এখন নির্জ্জন স্থানে চল, পূর্ব্ববার্ত্তা বলিব। নারদ বলিলেন,—মহামুনি গর্গাচার্য্য উত্থিত হইয়া বালকদ্বয় ও নন্দ যশোদা সহ নির্জ্জন গোব্রজে গমনপূর্ব্বক যথাবিধি সযত্নে গণনাথগণের পূজা ও গ্রহগণের শুদ্ধিসাধন করত বালকদ্বয়ের নামকরণ করিলেন এবং প্রসন্নহৃদয়ে নন্দকে বলিতে লাগিলেন। গর্গ বলিলেন,—এই রোহিণী-নন্দনের নামকরণ করিতেছি শ্রবণ কর। যোগিগণ ইহাঁতে রমণ করেন বা ইনি সর্ব্বত্র রমমাণ হন এবং ইনি স্বীয় গুণনিচয়ে ভক্তগণকে আনন্দিত করেন, অতএব বিজ্ঞগণ ইহাঁকে রাম বলিয়া বিদিত হন। দেবকীগর্ভ হইতে ইহাঁকে রোহিণী-গর্ভে সংকর্ষণ করায় ইহাঁর অপর নাম সঙ্কর্ষণ। সমস্ত শেষ হইলেও ইনি অবশিষ্ট থাকেন বলিয়া শেষ এবং বলাধিক্য হেতু ইনি বল বলিয়া বিদিত। হে নন্দ! অতন্দ্রিত হইয়া এক্ষণে স্বীয় তনয়ের প্রাণিগণের সদ্যঃ পবিত্রতাকারী জগতের মঙ্গলকর নামসমূহ শ্রবণ কর। ককার অক্ষরে কমলাপতি, ঋকার অক্ষরে রাম, ষকার অক্ষরে শ্বেতদ্বীপনিবাসকারী ষড়্-গুণপতি, ণকার অক্ষরে নরসিংহ, অকার অক্ষরে অগ্নিভুক্ এবং বিন্দুদ্বয়ান্বিত বিসর্গ অক্ষরে ঋষি নর-নারায়ণ; যে মহামুনি শব্দবাচ্য পরিপূর্ণতমে পূর্ণস্বরূপ এই ছয় জন প্রলীন, তিনি কৃষ্ণনামে প্রকীর্ত্তিত। ইনি সত্যাদি যুগে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করেন, দ্বাপরের অবসানে কলির প্রথমে ইনি বালক-বেশে কৃষ্ণরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব এই নন্দনন্দন "কৃষ্ণ" নামে খ্যাত হইবেন। বসুশব্দে ইন্দ্রিয় তাহার দেবতা ও চিত্ত; ইনি এই ইন্দ্রিয়াদিতে বাস করেন বলিয়া বাসুদেব, বৃষভানুর কন্যা রাধা যিনি কীর্ত্তির গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন; ইনি স্বয়ং তাঁহার পতি বলিয়া রাধাপতি নামে অভিহিত। ২২—৩৪। অসংখ্য-ব্রহ্মাণ্ডপতি পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে বিরাজিত। অধুনা তিনি কংসাদির বধে ভূভারহরণ এবং ভক্তগণের

অনন্তান্যস্য নামানি বেদগুহ্যানি ভারত।
লীলাভিশ্চ ভবিষ্যন্তি তৎকর্ম্মসু ন বিস্ময়ঃ ॥ ৩৭
অহো ভাগ্যন্তু তে নন্দ সাক্ষাচ্ছ্রীপুরুষোত্তমঃ।
ত্বদ্‌গৃহে বর্ত্তমানোঽয়ং শিশুরূপঃ পরাৎপরঃ ॥৩৮

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বাথ গতে গর্গে স্বাত্মানং পূর্ণমাশিষাম্।
মেনে প্রমুদিতঃ পত্ন্যা নন্দরাজো মহামতিঃ ॥৩৯
অথ গর্গো জ্ঞানিবরো জ্ঞানদো মুনিসত্তমঃ।
কালিন্দীতীরশোভাঢ্যং বৃষভানুপুরং গতঃ ॥৪০
ছত্রেণ শোভিতং বিপ্রং দ্বিতীয়মিব বাসবম্।
দণ্ডেন রাজিতং সাক্ষাদ্ধর্ম্মরাজমিব স্থিতম্ ॥৪১
তেজসা দ্যোতিতদিশং সাক্ষাৎ সূর্য্যমিবাপরম্।
পুস্তকমেখলাযুক্তং দ্বিতীয়মিব পদ্মজম্ ॥ ৪২
শোভিতং শুক্লবাসোভির্দ্দেবং বিষ্ণুমিব স্থিতম্।
তং দৃষ্ট্বা মুনিশার্দ্দূলং সহসোত্থায় সাদরম্ ॥ ৪৩
প্রণম্য শিরসা সদ্যঃ সম্মুখোঽভূৎ কৃতাঞ্জলিঃ।
মুনিঞ্চ পীঠকে স্থাপ্য পাদ্যাদ্যৈরুপচারবিৎ ॥৪৪
পূজয়ামাস বিধিবচ্ছ্রীগর্গং জ্ঞানিনাং বরম্।
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য বৃষভানুবরো মহান্ ॥ ৪৫

শ্রীবৃষভানুরুবাচ।

সতাং পর্য্যটনং শান্তং গৃহিণাং শান্তয়ে স্মৃতম্।
নৃণামন্তস্তমোহারী সাধুরেব ন ভাস্করঃ ॥ ৪৬
তীর্থীভূতা বয়ং গোপা জাতাস্ত্বদ্দর্শনাৎ প্রভো।
তীর্থানি তীর্থীকুর্ব্বন্তি ত্বাদৃশাঃ সাধবঃ ক্ষিতৌ ॥
হে মুনে রাধিকা নাম কন্যা মে মঙ্গলায়না।
কস্মৈ বরায় দাতব্যা বদ ত্বং মে সুনিশ্চিতম্ ॥৪৮
ত্বং পর্য্যটন্নর্ক ইব ত্রিলোকীং দিব্যদর্শনঃ।
বরোঽনয়া সমো যো বৈ তস্মৈ দাস্যামি কন্যকাম্

শ্রীনারদ উবাচ।

হস্তং গৃহীত্বা শ্রীগর্গো বৃষভানোর্ম্মহামুনিঃ।
জগাম যমুনাতীরং নির্জ্জনং সুন্দরস্থলম্ ॥ ৫০
কালিন্দীজলকল্লোলকোলাহলসমাকুলম্।
তত্রোপবেশ্য গোপেশং মুনীন্দ্রঃ প্রাহ ধর্ম্মবিৎ ॥

পালন জন্য তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ। হে ভারত! ইঁহার বেদগুহ্য আরও অনন্ত নাম আছে, বহুলীলায় তাঁহার সে সকল নাম প্রকাশ পাইবে; ইঁহার কর্ম্মে কিছুমাত্র বিস্ময় কর্ত্তব্য নহে। অহো নন্দ! তোমার বহু ভাগ্য যে, এই সাক্ষাৎ পরাৎপর পুরুষোত্তম শিশুরূপে তদীয় গৃহে অদ্য বিদ্যমান। ৩৫—৩৮। নারদ বলিলেন,—এইরূপ বলিয়া গর্গ গমন করিলে মহামতি নন্দ আপনাকে পূর্ণ মঙ্গলময় মনে করিয়া পত্নীর সহিত প্রমুদিত হইলেন। অনন্তর মুনিসত্তম জ্ঞানিবর জ্ঞানপ্রদ গর্গ কালিন্দী-তীরে শোভাবহুল বৃষভানুভবনে গমন করিলেন। শ্বেতচ্ছত্র-শোভিত দ্বিতীয় বাসবের ন্যায়, দণ্ডদ্বারা শোভিত দ্বিতীয় ধর্ম্মরাজ যমের ন্যায়; তিনি স্বীয় তেজে দশদিক্ উদ্দীপ্তকারী সূর্য্যের ন্যায়, পুস্তক ও মেখলাযুক্ত দ্বিতীয় পদ্মযোনির ন্যায় এবং শ্বেতবসন শোভায় শোভিত বিষ্ণুর ন্যায় তথায় উপনীত হইলেন। পূজাবিধিজ্ঞ মহামনা বৃষভানু সেই মুনিশার্দ্দূলকে সহসা সমাগত দেখিয়া সাদরে উত্থিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপর সেই জ্ঞানিবর গর্গকে আসনে উপবেশন করাইয়া পাদ্যাদি উপচারে যথারীতি পূজা করত প্রদক্ষিণ করিলেন। বৃষভানু বলিলেন,—সাধুগণের প্রশান্ত পর্য্যটন গৃহিগণের শান্তির নিমিত্তই হইয়া থাকে; সাধুগণই মানবগণের মনঃস্তমোহারী—ভাস্কর নহেন। হে প্রভো! গোপ আমরা আপনার দর্শনে পবিত্র হইলাম। যে স্থানে ভবাদৃশ সাধুগণের সমাগম, ক্ষিতিতলে তাহা তীর্থতুল্য। হে মুনে! আপনি দিব্য-দর্শন দিবাকরের ন্যায় ত্রিলোক পর্য্যটন করিয়া থাকেন; আমার মঙ্গলনিলয়া রাধিকা নাম্নী কন্যা কোন্ বরে অর্পণ করিব, তাহা আমাকে উত্তমরূপে নিশ্চয় করিয়া বলুন। ইহার তুল্য-বরে আমি ইহাকে অর্পণ করিব। নারদ বলিলেন,—মহামুনি গর্গ গোপেশ বৃষভানুর করদ্বয়ে ধারণ করিয়া কালিন্দী-জলকল্লোলে কোলাহল-সমাকুল সুন্দর স্থানে নির্জ্জন যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন এবং ধর্ম্মজ্ঞ মুনিবর গর্গ তাঁহাকে তথায় উপ-

শ্রীগর্গ উবাচ।

হে গোপ গুপ্তমাখ্যানং কথনীয়ং ন চ ত্বয়া।
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥৫২
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকেশঃ পরাৎপরঃ।
তস্মাৎ পরো বরো নাস্তি জাতো নন্দগৃহে পতিঃ

শ্রীবৃষভানুরুবাচ।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দস্যাপি মহামুনে।
শ্রীকৃষ্ণস্যাবতারস্য সর্ব্বং ত্বং বদ কারণম্ ॥ ৫৪

শ্রীগর্গ উবাচ।

ভুবো ভারাবতারায় কংসাদীনাং বধায় চ।
ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ কৃষ্ণো বভূব জগতীতলে ॥ ৫৫
শ্রীকৃষ্ণপট্টরাজ্ঞী যা গোলোকে রাধিকাভিধা।
ত্বদ্‌গৃহে সাপি সঞ্জাতা ত্বং ন জানাসি তাং পরাম্

শ্রীনারদ উবাচ।

তদা প্রহর্ষিতো গোপো বৃষভানুঃ সুবিস্মিতঃ।
কলাবতীং সমাহূয় তয়া সার্দ্ধং বিচার্য্য চ ॥ ৫৭
রাধাকৃষ্ণানুভাবং চ জ্ঞাত্বা গোপবরঃ পরঃ।
আনন্দাশ্রুকলাং মুঞ্চন্ পুনরাহ মহামুনিম্ ॥ ৫৮

শ্রীবৃষভানুরুবাচ।

তস্মৈ দাস্যামি হে ব্রহ্মন্ কন্যাং কমললোচনাম্।
ত্বয়া পন্থা দর্শিতো মে ত্বয়া কার্য্যোঽয়মুদ্বহঃ ॥ ৫৯

শ্রীগর্গ উবাচ

অহং ন কারয়িষ্যামি বিবাহমনয়োর্নৃপ।
তয়োর্ব্বিবাহো ভবিতা ভাণ্ডীরে যমুনাতটে ॥৬০
বৃন্দাবনসমীপে চ নির্জ্জনে সুন্দরস্থলে।
পরমেষ্ঠী সমাগত্য বিবাহং কারয়িষ্যতি ॥ ৬১
তস্মাদ্রাধাং গোপবর বিদ্ধ্যর্দ্ধাঙ্গীং পরস্য চ।
লোকে চূড়ামণিঃ সাক্ষাদ্রাজ্ঞাং গোলোকমন্দিরম্
যূয়ং সর্ব্বেঽপি গোপালা গোলোকাদাগতা ভুবি
তথা গোপীগণা গোপা গোলোকে রাধিকেচ্ছয়া
যদ্দর্শনং দুর্লভমেব দুর্ঘটং
দেবৈশ্চ যজ্ঞৈর্ন চ জন্মভিঃ কিল।
সবিগ্রহাং তাং তব মন্দিরাজিরে
লক্ষন্তি গুপ্তাং বহুগোপগোপিকাঃ ॥ ৬৪

শ্রীনারদ উবাচ।

তদা চ বিস্মিতৌ রাজন্ দম্পতী হর্ষিতৌ পরম্

বেশন করাইয়া বলিতে লাগিলেন। ৩৯—৫১। গর্গ বলিলেন,—হে গোপ! এই গুপ্ত কথা কোথাও প্রকাশ করিও না, অসংখ্য-ব্রহ্মাণ্ডপতি পরাৎপর গোলোকপতি পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নন্দগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ বর আর নাই। বৃষভানু বলিলেন,—অহো নন্দের কি সৌভাগ্য! হে মহামুনে! শ্রীকৃষ্ণাবতারের সকল কারণ আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। গর্গ বলিলেন,—কংসাদি-বধে ভূভারহরণ জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনায় কৃষ্ণ জগতীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাঁহার প্রধানা পত্নী—গোলোকে যিনি পরমা রাধিকা নামে অভিহিতা, তিনিও যে তোমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তুমি জান না? নারদ বলিলেন,—তখন গোপবর বৃষভানু প্রহর্ষিত ও বিস্মিত হইয়া কলাবতীকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার সহিত বিচার করত রাধাকৃষ্ণের আবির্ভাব বুঝিতে পারিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে মহামুনি গর্গকে বলিতে লাগিলেন। বৃষভানু বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি সেই বরেই মদীয় কমললোচনা কন্যা অর্পণ করিব; আপনিই এই পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, অতএব আপনিই বিবাহ নির্ব্বাহ করিয়া দিউন। ৫২—৫৯। গর্গ বলিলেন,—হে নৃপ! আমি এ বিবাহ করাইব না, বৃন্দাবন সমীপে সুন্দর নির্জ্জন স্থান যমুনার তটে ভাণ্ডীরবনে এই বিবাহ হইবে; ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া বিবাহ করাইবেন। অতএব হে গোপবর! রাধাকে নন্দনন্দনের অর্দ্ধাঙ্গী জানিবে, আর তদীয় বর নন্দনন্দন রাজগণের চূড়ামণি ও ব্রজমণ্ডলপতি। রাধিকার ইচ্ছায় গোলোক হইতে তোমরা গোপালরূপে ভূতলে আসিয়াছ; আর অন্যান্য গোপ-গোপীগণও আগমন করিয়াছে। যাঁহার দর্শনলাভ দেবগণেরও দুর্লভ ও দুর্ঘট, অনেক জন্মের অনেক যজ্ঞেও যাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না, সেই গুপ্তা রাধা শরীরধারিণী হইয়া তোমার গৃহাঙ্গনে গোপীগণের দৃষ্টা হইতেছেন। নারদ বলি-

রাধাকৃষ্ণপ্রভাবঞ্চ শ্রুত্বা শ্রীগর্গমূচতুঃ ॥ ৬৫

দম্পতী উচতুঃ।

রাধাশব্দস্য হে ব্রহ্মন্ ব্যাখ্যানং বদ তত্ত্বতঃ।
ত্বত্তো ন সংশয়চ্ছেত্তা কোঽপি ভূমৌ মহামুনে ॥

শ্রীগর্গ উবাচ।

সামবেদস্য ভাবার্থং গন্ধমাদনপর্ব্বতে।
শিষ্যেণাপি ময়া তত্র নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ৬৭
রময়া তু রকারঃ স্যাদাকারস্ত্বাদিগোপিকা।
ধকারো ধরয়া হি স্যাদাকারো বিরজা নদী ॥ ৬৮
শ্রীকৃষ্ণস্য পরস্যাপি চতুর্ধা তেজসোঽভবৎ।
লীলা ভূঃ শ্রীশ্চ বিরজা চতস্রঃ পত্ন্য এব হি ॥ ৬৯
সম্প্রলীনাশ্চ তাঃ সর্ব্বা রাধায়াং কুঞ্জমন্দিরে।
পরিপূর্ণতমাং রাধাং তস্মাদাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ৭০
রাধাকৃষ্ণেতি হে গোপ যে জপন্তি পুনঃ পুনঃ।
চতুষ্পদার্থাঃ কিং তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণোঽপি লভ্যতে ॥ ৭১

শ্রীনারদ উবাচ।

তদাতিবিস্মিতো রাজন্ বৃষভানুঃ প্রিয়াযুতঃ।
রাধাকৃষ্ণপ্রভাবং তং জ্ঞাত্বানন্দময়ো হ্যভূৎ ॥ ৭২
ইত্থং গর্গো জ্ঞানিবরঃ পূজিতো বৃষভানুনা।
জগাম স্বগৃহং সাক্ষান্মুনীন্দ্রঃ সর্ব্ববিৎ কবিঃ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীগোলোকখণ্ডে নারদবহুলাশ্বসংবাদে নন্দপত্ন্যা বিশ্বরূপদর্শনং শ্রীকৃষ্ণনামকরণং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

গাশ্চারয়ন্নন্দনমঙ্কদেশে
সংলালয়ন্ দূরতমং সকাশাৎ।
কলিন্দজাতীরসমীরকম্পিতং
নন্দোঽপি ভাণ্ডীরবনং জগাম ॥ ১
কৃষ্ণেচ্ছয়া বেগতরোঽথ বাতো
ঘনৈরভূন্মেদুরমম্বরঞ্চ।
তমালনীপদ্রুমপল্লবৈশ্চ
পতদ্ভিরেজদ্ভিরতীব ভীকৈঃ ॥ ২

লেন,—হে রাজন! গোপদম্পতি তখন রাধাকৃষ্ণের প্রভাব শ্রবণে অত্যন্ত বিস্মিত ও হর্ষিত হইয়া গর্গকে বলিলেন। গোপদম্পতি বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! রাধা শব্দের যথার্থ ব্যাখ্যা করুন; হে মহামুনে! এ ভূতলে আপনা হইতে অন্য কেহ সংশয়চ্ছেত্তা নাই। গর্গ বলিলেন,—গন্ধমাদন পর্ব্বতে শিষ্যের সহিত আমি নারায়ণ মুখ হইতে এ বিষয়ে সামবেদের ভাবার্থ শুনিয়াছিলাম। রকার অর্থে রমা, আকার অর্থে আদিগোপী, ধকার অর্থে ধরা, আকার অর্থে বিরজানদী; ইহা পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের চারিপ্রকার তেজ হইতে উৎপন্ন; লীলা, ভূ, শ্রী ও বিরজা এই চারিটী শ্রীকৃষ্ণের পত্নী; এই সব কুঞ্জমন্দিরে রাধা-দেহে সংলীন হয়, এজন্য মনীষিগন রাধাকে পরিপূর্ণতম বলিয়া থাকেন। হে গোপ! যাহারা "রাধাকৃষ্ণ" ইহা পুনঃপুনঃ জপ করেন, চতুর্ব্বর্গসিদ্ধির কথা আর কি বলিব, সাক্ষাৎ কৃষ্ণও তাঁহাদের লভ্য হন। নারদ বলিলেন,—হে রাজন! তখন সপত্নীক বৃষভানু অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, রাধাকৃষ্ণের প্রভাব বিদিত হইয়া তাঁহারাও আনন্দময় হইয়া গেলেন। মুনীন্দ্র সর্ব্ববিৎ কবি জ্ঞানিবর গর্গ বৃষভানু কর্ত্তৃক এইরূপে পূজিত হইয়া নিজধামে গমন করিলেন। ৬০—৭৩।

গোলোকখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—একদা নন্দ নিজ ক্রোড়ে বালককে লইয়া গো-গণকে চরাইতে চরাইতে নিজাবাসের দূরদেশে শীতল সমীরণ-কম্পিত যমুনাতীরস্থ ভাণ্ডীরবনে গমন করিলেন। তখন কৃষ্ণের ইচ্ছায় প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল; ঘন মেঘে নভোমণ্ডল স্নিগ্ধ হইল; তমাল ও কদম্ব প্রভৃতি তরুপল্লব পতিত হওয়ায় সে বন অতি ভীষণ

তদান্ধকারে মহতি প্রজাতে
বালে রুদত্যঙ্কগতেহতিভীতে।
নন্দো ভয়ং প্রাপ শিশুং সবিভ্র-
দ্ধরিং পরেশং শরণং জগাম ॥ ৩
তদৈব কোটার্কসমূহদীপ্তি-
রাগচ্ছতীবাচলতী দিশাসু।
বভূব তস্যাং বৃষভানুপুত্রীং
দদর্শ রাধাং নবনন্দরাজঃ ॥ ৪
কোটীন্দুবিম্বদ্যুতিমাদধানাং
নীলাম্বরং সুন্দরমাদিবর্ণম্।
মঞ্জীরধীরধ্বনিনূপুরাণা-
মাবিভ্রতীং শব্দমতীব মঞ্জুম্ ॥ ৫
কাঞ্চীকলাকঙ্কণশব্দমিশ্রাং
হারাঙ্গুলীয়াঙ্গদবিস্ফুরন্তীম্।
শ্রীনাসিকামৌক্তিকহংসিকাভিঃ
শ্রীকণ্ঠচূড়ামণিকুণ্ডলাঢ্যাম্ ॥ ৬
তত্তেজসা ধর্ষিত আশু নন্দো
নত্বাথ তামাহ কৃতাঞ্জলিঃ সন্।
অয়ন্তু সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমস্ত্বং
প্রিয়াসি মুখ্যাসি সদৈব রাধে ॥ ৭
গুপ্তং ত্বিদং গর্গমুখেন বেদ্মি
গৃহাণ রাধে নিজনাথমঙ্কাৎ।
এনং গৃহং প্রাপয় মেঘভীতং
বদামি চেত্থং প্রকৃতের্গুণাঢ্যম্ ॥ ৮
নমামি তুভ্যং ভুবি রক্ষ মাং ত্বং
যথেপ্সিতং সর্ব্বজনৈর্দুরাপম্।

শ্রীরাধোবাচ।

অহং প্রসন্না তব ভক্তিভাবা-
ন্মদ্দর্শনং দুর্লভমেব নন্দ ॥ ৯

শ্রীনন্দ উবাচ।

যদি প্রসন্নাসি তদা ভবেন্মে
ভক্তির্দৃঢ়া কৌ যুবয়োঃ পদাব্জে।
সতাঞ্চ ভক্তিস্তব ভক্তিভাজাং
সঙ্গঃ সদা মেহথ যুগে যুগে চ ॥ ১০

শ্রীনারদ উবাচ।

তথাস্তু চোক্তাহথ হরিং করাভ্যাং
জগ্রাহ রাধা নিজনাথমঙ্কাৎ।

ভাব ধারণ করিল। তখন বন অত্যন্ত অন্ধকারময় হইল, বালক নন্দের ক্রোড়ে ভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিল; নন্দও ভয় পাইলেন, তিনি শিশুকে ধারণ করিয়া পরেশ হরির শরণ লইলেন। সূর্য্যতেজ যেমন সর্ব্বদিকে বিচ্ছুরিত হয়, তদ্রূপ প্রদীপ্ত কোটি অর্কতেজ সদৃশ এক দীপ্তরাগ তথায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল; নন্দরাজ তখনই সেই তেজোমধ্যে বৃষভানুনন্দিনী রাধাকে দর্শন করিলেন। রাধা শত শশধরের কান্তি ধারণ করিয়াছেন; সুন্দর ও গাঢ় নীলবর্ণের বসন পরিয়াছেন, অতি ধীর মধুরধ্বনি মঞ্জীরযুক্ত নূপুর পায়ে দিয়াছেন। তিনি শব্দায়মান উত্তম কাঞ্চী, কঙ্কণ এবং হার অঙ্গদ ও অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার নাসিকায় সুশুভ্র মৌক্তিক, কণ্ঠে শ্রীকণ্ঠ, মস্তকে চূড়ামণি এবং কর্ণে কুণ্ডল শোভিত হইয়াছে। নন্দ তাঁহার তেজে ধর্ষিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন,—এই ত আমার ক্রোড়স্থ শিশু সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম; আর তুমি তাহার সর্ব্বদা প্রধানা প্রিয়কারিণী; হে রাধে! আমি গর্গমুখে গুপ্তভাবে ইহা শুনিয়াছি; অতএব আমার ক্রোড় হইতে নিজনাথকে গ্রহণ কর। এই বালক মেঘ হইতে ভীত হইতেছে, ইহাকে গৃহে লইয়া যাও; এই বালক সম্প্রতি মায়া গুণ যুক্ত, তাই এইরূপ বলিতেছি। তুমি আমায় রক্ষা কর,—ভূতলে অনন্য দুর্লভ অভীষ্ট প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার। রাধা বলিলেন,—হে নন্দ! আমার দর্শন দুর্লভই বটে, কিন্তু আমি তোমার ভক্তিভাবে প্রসন্না হইয়াছি। ১—৯। নন্দ বলিলেন,—যদি প্রসন্নাই হইয়া থাক, তবে তোমাদের উভয়ের পাদপদ্মে যেন আমার দৃঢ় ভক্তি থাকে; ভূতলে তোমার প্রতি ভক্তি তোমার ভক্ত সাধুগণের সঙ্গ যেন যুগে যুগে আমার হয়। নারদ বলিলেন,—অনন্তর রাধা

গতেঽথ নন্দে প্রণতে ব্রজেশে
তদাহি ভাণ্ডীরবনং জগাম ॥ ১১
গোলোকলোকাচ্চ পুরা সমাগতা
ভূমির্নিজং স্বং বপুরাদধানা।
যা পদ্মরাগাদিখচিৎসুবর্ণং
বভূব সা তৎক্ষণমেব সর্ব্বম্ ॥ ১২
বৃন্দাবনং দিব্যবপুর্দ্দধানং
বৃক্ষৈর্বরৈঃ কামদুঘৈঃ সহৈব।
কলিন্দপুত্রী চ সুবর্ণসৌধৈঃ
শ্রীরত্নসোপানময়ী বভূব ॥ ১৩
গোবর্দ্ধনো রত্নশিলাময়োঽভূৎ
সুবর্ণশৃঙ্গৈঃ পরিতঃ স্ফুরদ্ভিঃ।
মত্তালিভির্নির্ঝরসুন্দরীভি-
র্দ্দরীভিরুচ্চাঙ্গকরীব রাজন্ ॥ ১৪
তদা নিকুঞ্জোঽপি নিজং বপুর্দ্দধৎ
সভাযুতং প্রাঙ্গণদিব্যমণ্ডপম্।
বসন্তমাধুর্য্যধরং মধুব্রতৈ-
র্ময়ূরপারাবতকোকিলধ্বনিম্ ॥ ১৫
সুবর্ণরত্নাদিখচিতটৈর্বৃতং
পতৎপতাকাবলিভির্বিরাজিতম্।
সরঃস্ফুটদ্ভির্ভ্রমরাবলীঢ়কৈ-
র্বিচর্চ্চিতং কাঞ্চনচারুপঙ্কজৈঃ ॥ ১৬
তদৈব সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমোত্তমো
বভূব কৈশোরবপুর্ঘনপ্রভঃ।
পীতাম্বরঃ কৌস্তুভরত্নভূষণো
বংশীধরো মন্মথরাশিমোহনঃ ॥ ১৭
ভুজেন সংগৃহ্য হসন্ প্রিয়াং হরি-
র্জ্জগাম মধ্যে সুবিবাহমণ্ডপম্।
বিবাহসম্ভারযুতঃ সমেখলঃ
সদর্ভমদ্‌বারিঘটাদিমণ্ডিতম্ ॥ ১৮
তত্রৈব সিংহাসন উদ্গতে বরে
পরস্পরং সম্মিলিতৌ বিরেজতুঃ।
পরং ব্রুবন্তৌ মধুরঞ্চ দম্পতী
স্ফুরৎপ্রভৌ খে চ তড়িদ্ঘনাবিব ॥ ১৯
তদাম্বরাদ্দেববরো বিধিঃ প্রভুঃ
সমাগতস্তস্য পরস্য সম্মুখে।

'তাহাই হউক' বলিয়া নন্দের ক্রোড় হইতে নিজ প্রিয় হরিকে কর দ্বারা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ব্রজরাজ নন্দ প্রণাম পুরঃসর গমন করিলে রাধা তখনই ভাণ্ডীরবনে প্রবেশ করিলেন। ভূমিদেবী স্বদেহ ধারন করিয়া গোলোকহইতে পূর্ব্বেই আগমন করিয়াছিলেন, তিনি সেখানেও যেমন পদ্মরাগাদি রত্ন ও সুবর্ণমণ্ডিত ছিলেন, এখানে আসিয়াও তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ হইয়া গেলেন। বৃন্দাবন দিব্যদেহ ধারণ করিয়া অভিলষিতপ্রদ উত্তম উত্তম তরুনিকর-সহকারে প্রতিভাত হইলেন; যমুনা রত্ন সোপানময়ী ও বহু সুবর্ণ অট্টালিকায় শোভিত হইলেন; গিরি গোবর্দ্ধন রত্নশিলাময়, সর্ব্বদিকে উজ্জ্বল ও সুবর্ণ শৃঙ্গ সমন্বিত হইলেন; হে রাজন্। মদোন্মত্ত ভ্রমর ও নির্ঝরিণী যুক্ত সুন্দর গুহা দ্বারা ঐ গিরি যেন উন্নতাঙ্গ মাতঙ্গের ন্যায় প্রতিভাত হইল। তখন লতাপত্রাদিময় নিকুঞ্জ ও সভা অঙ্গন ও মণ্ডপাদি নিজ নিজ আকার ধারণ করিল, বসন্তমাধুর্য্য বিস্তৃত হইল, মধুকর, ময়ূর, পারাবত ও কোকিলকুল ধ্বনি করিল; সুবর্ণরত্নাদিভূষিত তটগণে পরিবৃত হইয়া পতপত শব্দায়মান পতাকাবলী দ্বারা নিকুঞ্জবন পরিশোভিত হইল, সরোবরে মনোহর স্বর্ণকমল সকল প্রস্ফুটিত হইল, তাহাতে মধুকরনিকর গুন্ গুন্ রবে পতিত হইয়া পুষ্পপরাগের আস্বাদ গ্রহণ করিল; আর তখনই সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম হরি কৈশোর দেহ ধারণ করিলেন। তিনি পীতাম্বর কৌস্তুভরত্ন-ভূষিত বংশীধারী ও অগণিত-মদন-মোহনমূর্ত্তি হইলেন এবং প্রিয়াকে করদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে সুন্দর বিবাহমণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মেখলা, কুশ ও জলপূর্ণকুম্ভ প্রভৃতি বিবাহোচিত দ্রব্য-সম্ভারে মণ্ডপ পরিপূর্ণ ছিল। ১০—১৮। সেই স্থানেই এক উত্তম সিংহাসনে দম্পতি রাধাকৃষ্ণ মিলিত হইয়া পরস্পর মধুর আলাপ করত উজ্জ্বল বিদ্যুৎযুক্ত মেঘের ন্যায়

নত্বা তদঙ্ঘ্রী উশতীগিরাভিঃ
কৃতাঞ্জলিশ্চারুচতুর্ম্মুখো জগৌ ॥ ২০
শ্রীব্রহ্মোবাচ।
অনাদিমাদ্যং পুরুষোত্তমোত্তমং
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রং নিজভক্তবৎসলম্।
স্বয়ং ত্বসঙ্খ্যাণ্ডপতিং পরাৎপরং
রাধাপতিং ত্বাং শরণং ব্রজাম্যহম্ ॥ ২১
গোলোকনাথস্ত্বমতীব লীলো
লীলাবতীয়ং নিজলোকলীলা।
বৈকুণ্ঠনাথোঽসি যদা ত্বমেব
লক্ষ্মীস্তদেয়ং বৃষভানুজা হি ॥ ২২
ত্বং রামচন্দ্রো জনকাত্মজেয়ং
ভূমৌ হরিস্ত্বং কমলালয়েয়ম্।
যজ্ঞাবতারোঽসি যদা তদেয়ং
শ্রীর্দক্ষিণা স্ত্রী প্রতিপত্নিমুখ্যা ॥ ২৩
ত্বং নারসিংহোঽসি রমা হৃদীয়ং
নারায়ণস্ত্বঞ্চ নরেণ যুক্তঃ।
তদা ত্বিয়ং শান্তিরতীব সাক্ষা-
চ্ছায়েব যাতা চ তবানুরূপা ॥ ২৪
ত্বং ব্রহ্ম চেয়ং প্রকৃতিস্তটস্থা
কালো যদেমাঞ্চ বিদুঃ প্রধানম্।
মহান্ যদা ত্বং জগদঙ্কুরোঽসি
রাধা তদেয়ং সগুণা চ মায়া ॥ ২৫
যদান্তরাত্মা বিদিতশ্চতুর্ভি-
স্তদা ত্বিয়ং লক্ষণরূপবৃত্তিঃ।
যদা বিরাট্‌দেহধরস্ত্বমেব
তদাখিলং বা ভুবি ধারণেয়ম্ ॥ ২৬
শ্যামঞ্চ গৌরং বিদিতং দ্বিধা মহ-
স্তবৈব সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমোত্তম।
গোলোকধামাধিপতিং পরেশং
পরাৎপরং ত্বাং শরণং ব্রজাম্যহম্ ॥
সদা পঠেদ্‌যো যুগলস্তবং পরং
গোলোকধামপ্রবরং প্রয়াতি সঃ।
ইহৈব সৌন্দর্য্যসমৃদ্ধিসিদ্ধয়ো
ভবন্তি তস্যাপি নিসর্গতঃ পুনঃ ॥ ২৮
যদা যুবাং প্রীতিযুতৌ চ দম্পতী
পরাৎপরৌ তাবনুরূপরূপিতৌ।
তথাপি লোকব্যবহারসংগ্রহা-
দ্বিধিং বিবাহস্য তু কারয়াম্যহম্ ॥ ২৯

শোভিত হইতে লাগিলেন। তখন দেববর প্রভু ব্রহ্মা আকাশপথে পরমপুরুষের সম্মুখে সমাগত হইলেন এবং তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উজ্জ্বল বাক্যে চতুর্ম্মুখে বক্ষ্যমাণ চারু বাক্য বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—তুমি অনাদি, আদ্য, পুরুষোত্তমোত্তম, নিজ ভক্তবৎসল অসংখ্য-ব্রহ্মাণ্ডপতি পরাৎপর সাক্ষাৎ রাধাপতি কৃষ্ণচন্দ্র; তোমার চরণে শরণাপন্ন হইলাম। হে গোলোকনাথ! তুমি অনন্ত লীলাময়; আর এই রাধাও স্বীয় লোকলীলায় অসীম লীলাবতী, তুমি যখন বৈকুণ্ঠপতি, তখন এই বৃষ ভানুসুতা রাধা তোমার লক্ষ্মী; তুমি রাম চন্দ্র, ইনি জনক-নন্দিনী সীতা, তুমি হরি আর রাধা কমলালয়া; তোমার যখন যজ্ঞরূপে অবতার হয়, তখন ইনি ত্বদীয় দক্ষিণারূপা মুখ্যাপত্নী; তোমার নরসিংহাবতারে ইনি তোমার হৃদগতা রমা; নরনারায়ণ অবতারে ইনি ছায়ার ন্যায় তোমার অত্যন্ত অনুগতা অনুরূপা শান্তি; তুমি ব্রহ্ম, ইনি তটস্থা প্রকৃতি; তুমি কাল, ইনি প্রধান; তুমি যখন জগতের বীজ মহান্ তখন এই রাধা তোমার সগুণা মায়া। চারি প্রকার অন্তঃকরণ দ্বারা তুমি যখন পরমাত্মা বলিয়া বিদিত হও, তখন ইনি তোমার সেই সেই অন্তঃকরণের লক্ষণরূপা বৃত্তি; তুমি যখন বিরাট দেহধারী তখন ইনি পৃথিবীতে ধারণারূপে অবতীর্ণা। হে সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমোত্তম! শ্যাম ও গৌর তোমার এই দ্বিবিধ তেজ, তুমি গোলোকধাম-পতি পরেশ পরাৎপর; আমি তোমার শরণ লইলাম।১৯—২৭। যে ব্যক্তি রাধাকৃষ্ণের পরম স্তব সতত পাঠ করে, তাহার সর্ব্বধামপ্রবর গোলোকে গতি হইয়া থাকে। আর ইহ-লোকেও আপনা আপনি সৌন্দর্য্য, সমৃদ্ধি ও সিদ্ধিসমূহ লাভ হয়। আপনারা পরাৎপর ও প্রীতিযুক্ত দম্পতি এবং পরস্পর অনুরূপ;

শ্রীনারদ উবাচ।
তদা স উত্থায় বিধিহু'তাশনং
প্রজ্বাল্য কুণ্ডে স্থিতয়োস্তয়োঃ পুরঃ।
শ্রুতেঃ করগ্রাহবিধিং বিধানতো
বিধায় ধাতা সমবস্থিতোঽভবৎ ॥ ৩০
স বাহয়ামাস হরিঞ্চ রাধিকাং
প্রদক্ষিণং সপ্ত হিরণ্যরেতসঃ।
ততশ্চ তৌ তে প্রণময্য বেদবি-
ত্তৌ পাঠয়ামাস চ সপ্তমন্ত্রকম্ ॥ ৩১
ততো হরের্ব্বক্ষসি রাধিকায়াঃ
করঞ্চ সংস্থাপ্য হরেঃ করং পুনঃ।
শ্রীরাধিকায়াঃ কিল পৃষ্ঠদেশকে
সংস্থাপ্য মন্ত্রাংশ্চ বিধিঃ প্রপাঠয়ন্ ॥৩২
রাধাকরাভ্যাং প্রদদৌ চ মালিকাং
কিঞ্জল্কিনীং কৃষ্ণগলেঽলিনাদিনীম্।
হরেঃ করাভ্যাং বৃষভানুজাগলে
ততশ্চ বহ্নিং প্রণময্য বেদবিৎ ॥ ৩৩
সংবাসয়ামাস সুপীঠয়োশ্চ তৌ
কৃতাঞ্জলী মৌনযুতৌ পিতামহঃ।
তৌ পাঠয়ামাস তু পঞ্চমন্ত্রকং
সমর্প্য রাধাঞ্চ পিতেব কন্যকাম্ ॥ ৩৪
পুষ্পাণি দেবা ববৃষুস্তদা নৃপ
বিদ্যাধরীভির্ননৃতুঃ সুরাঙ্গনাঃ।
গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণাঃ কলং
সকিন্নরাঃ কৃষ্ণসুমঙ্গলং জগুঃ ॥ ৩৫
মৃদঙ্গবীণামুরুযষ্টিবেণবঃ
শঙ্খানকা দুন্দুভয়ঃ সতালকাঃ।
নেদুর্মুহুর্দ্দেববরৈর্দ্দিবি স্থিতৈ-
র্জয়েত্যভূন্মঙ্গলশব্দমুচ্চকৈঃ ॥৩৬
উবাচ তত্রৈব বিধিং হরিঃ স্বয়ং
যথেপ্সিতং ত্বং বদ বিপ্রদক্ষিণাম্।
তদা হরিং প্রাহ বিধিঃ প্রভো মে
দেহি ত্বদঙ্ঘ্র্যোর্নিজভক্তিদক্ষিণাম্ ॥ ৩৭
তথাস্তু বাক্যং বদতো বিধির্হরেঃ
শ্রীরাধিকায়াশ্চ পদদ্বয়ং শুভম্।
নত্বা করাভ্যাং শিরসা পুনঃ পুন-
র্জগাম গেহং প্রণতঃ প্রহর্ষিতঃ ॥ ৩৮

তথাপি আমি লোকব্যবহার রক্ষার জন্য বিবাহ-বিধির অনুষ্ঠান করিব। নারদ বলিলেন,—তখন ব্রহ্মা উত্থিত হইয়া উপবিষ্ট রাধাকৃষ্ণের সম্মুখে কুণ্ডমধ্যে যথাবিধি অগ্নি-প্রজ্বালন করিলেন এবং বৈদিক বিধি অনুসারে পাণিগ্রহণ ক্রিয়া সম্পাদন করাইয়া উপবিষ্ট হইলেন। বেদ-বিধিজ্ঞ ব্রহ্মা রাধা-কৃষ্ণের সপ্তবার অগ্নি প্রদক্ষিণ ও তাঁহাদিগের দ্বারা প্রণাম করাইলেন এবং তারপর সপ্তমন্ত্র পাঠ করাইয়া বিবাহ বিধি সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা রাধিকার হস্ত কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে এবং কৃষ্ণের হস্ত রাধিকার পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপনপূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করাইলেন। বেদজ্ঞ ব্রহ্মা রাধা-করদ্বয় দ্বারা কৃষ্ণের কণ্ঠে ও কৃষ্ণ-করদ্বয় দ্বারা রাধার গলে কেশরযুক্ত কমল-মাল্য প্রদান করাইয়া তাঁহাদের উভয়কেই অগ্নি প্রণাম করাইলেন; তখন তাঁহাদের গললগ্ন মালায় মধুকরগণ লগ্ন হইয়া সুমধুর রব করিয়াছিল। অনন্তর পিতামহ কৃতাঞ্জলি মৌনযুক্ত রাধা কৃষ্ণকে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া পঞ্চ মন্ত্র পাঠ করাইলেন। পিতা যেমন বরকরে কন্যাপর্ণ করেন, পিতামহও তদ্রূপ করিয়া রাধাকে কৃষ্ণকরে অর্পণ করিলেন। হে নৃপ তখন দেবগণ পুষ্পবর্ষণ ও অমরনারীরা বিদ্যাধরীগণের সহিত নৃত্য করিলেন; গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ ও কিন্নরগণ সুমধুর কৃষ্ণমঙ্গল গান করিল। মৃদঙ্গ, বীণা, তানপুর, বংশী, শঙ্খ, ঢক্কা ও দুন্দুভি বাদ্য তাললয়ে মুহুর্মুহু বাদিত হইল; স্বর্গবাসী দেববরগণ উচ্চরবে মঙ্গলময় জয় শব্দ করিলেন। তখন স্বয়ং হরি বিধিকে বলিলেন,—তুমি যথেপ্সিত পুরোহিত দক্ষিণা প্রার্থনা কর। ব্রহ্মা তখন বলিলেন,—হে প্রভো! তোমার পাদপদ্মে যেন আমার ভক্তি থাকে, এই দক্ষিণা আমাকে দান কর। ২৮—৩৭। হরি তখন "তাহাই হউক" বলিলে ব্রহ্মা রাধাকৃষ্ণের শুভদ পদদ্বয়ে করদ্বয় ও

ততো নিকুঞ্জেষু চতুর্ব্বিধান্নং
দিব্যং মনোজ্ঞং প্রিয়য়া প্রদত্তম্।
জঘাস কৃষ্ণঃ প্রহসন্ পরাত্মা
কৃষ্ণেন দত্তং ক্রমুকঞ্চ রাধা॥ ৩৯
ততঃ করেণাপি করং প্রিয়ায়া
হরির্গৃহীত্বা প্রচচাল কুঞ্জে।
জগাম জল্পন্মধুরং প্রপশ্যন্
বৃন্দাবনং শ্রীযমুনালতাশ্চ॥ ৪০
শ্রীমল্লতাকুঞ্জনিকুঞ্জমধ্যে
নিলীয়মানং প্রহসন্তমেব।
বিলোক্য শাখান্তরিতঞ্চ রাধা
জগ্রাহ পীতাম্বরমাব্রজন্তী॥ ৪১
দুদ্রাব রাধা হরিহস্তপদ্মা
ঝঙ্কারমঞ্জীরৈঃ প্রতিকুর্ব্বতী কৌ।
নিলীয়মানা যমুনানিকুঞ্জে
পুনর্ব্রজন্তী হরিহস্তমাত্রাৎ॥ ৪২
যথা তমালঃ কলধৌতবল্ল্যা
ঘনো যথা চঞ্চলয়া চকাস্তি।
নীলোঽদ্রিরাজো নিকষাশ্মখন্ডৈ
শ্রীরাধয়াদ্যস্তু তথা রমণ্যা॥ ৪৩
শ্রীরাসরঙ্গে জনবর্জ্জিতে পরে
রেমে হরীরাসরসেন রাধয়া।
বৃন্দাবনে ভৃঙ্গময়ূরকূজ-
লতে চরত্যেব রতীশ্বরঃ পরঃ॥ ৪৪
শ্রীরাধয়া কৃষ্ণহরিঃ পরাত্মা
ননর্ত্ত গোবর্দ্ধনকন্দরাসু।
মত্তালিষু প্রস্রবণৈঃ সরোভি-
র্বিরাজিতাসু দ্যুতিমল্লতাসু॥ ৪৫
চচার কৃষ্ণো যমুনাং সমেত্য
বরং বিহারং বৃষভানুপুত্র্যা।
বাধাকরাল্লক্ষদলং সপদ্মং
ধাবন্ গৃহীত্বা যমুনাজলেষু॥ ৪৬
রাধা হরেঃ পীতপটঞ্চ বংশীং
বেত্রং গৃহীত্বা সহসা হসন্তী।

মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর পরমাত্মা কৃষ্ণ সহাস্যবদনে নিকুঞ্জ মধ্যে প্রিয়া-প্রদত্ত দিব্য মনোজ্ঞ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ অন্ন আহার করিলেন; আর রাধাও কৃষ্ণপ্রদত্ত গুবাকাদি গ্রহণ করিলেন। অতঃপর কৃষ্ণ নিজ কর দ্বারা রাধার কর ধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন এবং বৃন্দাবন, যমুনা ও বন-লতা দর্শন ও মধুর সম্ভাষণ করিতে করিতে কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ তখন হাসিতে হাসিতে সেই পরম রমণীয় লতা-কুঞ্জ মধ্যে এক তরুশাখার অন্তরালে লুকাইতে উদ্যত হইলে সঙ্গিনী রাধা তদ্দর্শনে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন; যখন রাধা হরির করকমল ধারণ করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিয়া-ছিলেন, তখন ক্ষিতিবক্ষ তদীয় চরণ-নূপুরের ঝঙ্কার শব্দে ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। এবং পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণে হস্তমাত্রদূরে গমন করিয়া যমুনা-নিকুঞ্জে লুক্কায়িত হইলেন, স্বর্ণলতায় যেমন তমালের শোভা হয়, মেঘ যেমন বিদ্যুৎ দ্বারা শোভিত হয়, নিকষ-প্রস্তর-খনি দ্বারা যেরূপ গিরিরাজ নীলাচলের শোভা হয়, তদ্রূপ আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণও তখন রম-ণীয়া রাধা দ্বারা শোভিত হইয়াছিলেন।

রতীশ্বরোপম পরম দেব হরি মধুকর ও ময়ূরনাদিত লতাজাল সমাকুল জন-বর্জ্জিত পরম রমণীয় বৃন্দাবনে রাসরসরঙ্গে রাধার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন।৩৮—৩৪। পরমাত্মা হরি শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত মত্ত মধুকর সমাকুল প্রস্রবণ ও সরোবররাজিত কান্তিমতী লতাযুক্ত গোবর্দ্ধন গিরির কন্দরে নৃত্য করি-লেন। কৃষ্ণ যমুনা জলে অবতরণ করিয়া রাধার সহিত উত্তম বিহার করিলেন, রাধা লক্ষদল কমল নিক্ষেপ করিলে, কৃষ্ণ জলমধ্যে দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। রাধা হাসিতে হাসিতে সহসা কৃষ্ণের পীতবসন, বংশী ও বেত্র গ্রহণ করিলে কৃষ্ণ বলিলেন,—"আমার বংশী দাও।" তখন রাধাও বলি-লেন—তবে তুমিও আমার পদ্ম ফিরাইয়া

দেহীতি বংশীং বদতো হরেশ্চ
জগাদ রাধা কমলং তু দেহি ॥ ৪৭
তস্মৈ দদৌ দেববরোঽথ পদ্মং
রাধা দদৌ পীতপটঞ্চ বংশীম্ ।
বেত্রঞ্চ তস্মৈ হরয়ে তয়োঃ পুন-
র্ব্বভূব লীলা যমুনাতটেষু ॥ ৪৮
ততশ্চ ভাণ্ডীরবনে প্রিয়ায়া-
শ্চকার শৃঙ্গারমলং মনোজ্ঞম্ ।
পত্রাবলীপাবককজ্জলাদ্যৈঃ
পুষ্পৈঃ সুরত্নৈর্ব্রজগোপরত্নঃ ॥ ৪৯
হরেশ্চ শৃঙ্গারমলং প্রকর্ত্তুং
সমুদ্যতা তত্র যদা হি রাধা ।
তদৈব কৃষ্ণস্তু বভুব বালো
বিহায় কৈশোরবপুঃ স্বয়ং হি ॥ ৫০
নন্দেন দত্তং শিশুমেব যাদৃশং
ভূমৌ লুঠন্তং প্ররুদন্তমাভয়াৎ ।
হরিং বিলোক্যাশু রুরোদ রাধিকা
তনোষি মায়াং নু কথং হরে ময়ি ॥ ৫১
ইত্থং রুদন্তীং সহসা বিষণ্ণা-
মাকাশবাগাহ তদৈব রাধাম্ ।
শোকং তু রাধে ইহ মা কুরু ত্বং
মনোরথস্তে ভবিতা হি পশ্চাৎ ॥ ৫২
শ্রুত্বাথ রাধা হি হরিং গৃহীত্বা
গতাশু গেহে ব্রজরাজপত্ন্যাঃ ।
দত্ত্বা চ বালং কিল নন্দপত্ন্যা
উবাচ দত্তঃ পথি তে চ ভর্ত্রা ॥ ৫৩
উবাচ রাধাং নৃপ নন্দগেহিনী
ধন্যাসি রাধে বৃষভানুকন্যকে ।
ত্বয়া শিশুর্মে পরিরক্ষিতো ভয়া-
ন্মেঘাবৃতে ব্যোম্নি ভয়াতুরো বনে ॥ ৫৪
সম্পূজিতা সদ্গুণশ্লাঘিতা সা
সংনন্দিতা সা বৃষভানুপুত্রী ।
যদা হ্যনুজ্ঞাপ্য যশোমতীং সা
শনৈঃ স্বগেহং নিজগাম রাধা ॥ ৫৫
ইত্থং হরের্গুপ্তকথা চ বর্ণিতা
রাধাবিবাহস্য সুমঙ্গলাবৃতা ।

দাও।” তখন কৃষ্ণ রাধাকে পদ্ম দিতেন; আর রাধাও পীতবসন, বংশী ও বেত্র প্রত্যর্পণ করিতেন, এইরূপে যমুনাতীরে রাধাকৃষ্ণের লীলা সমাহিত হইত।৪৪—৪৮। অনন্তর ব্রজবাসী গোপগণের রত্নস্বরূপ কৃষ্ণ ভাণ্ডীরবনে পত্রাবলী, পাবক কজ্জল, পুষ্প ও উত্তম রত্ন দ্বারা পর্য্যাপ্তরূপে প্রিয়া রাধার মনোজ্ঞ শৃঙ্গার সহিত করিলেন; তার পর রাধা যখন প্রিয় হরির বিপরীত শৃঙ্গার করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কৃষ্ণ স্বকীয় কৈশোর দেহ পরিত্যাগ করিয়া বালক হইয়া গেলেন। নন্দ যেরূপ শিশুটী প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ শিশু হইয়া ভূমি বিলুণ্ঠন ও ভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। রাধিকা হরিকে তদ্রূপ দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ কাঁদিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে হরে! আমার উপর কেন মায়া বিস্তার করিতেছ? বিষণ্ণা রাধা এইরূপে রোদন করিতে থাকিলে সহসা এক আকাশবাণী তাঁহাকে বলিল,—হে রাধে! এখন তুমি শোক করিও না, ভবিষ্যতে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।৩৫—৫২। অনন্তর রাধা আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া হরিকে গ্রহণ করিলেন এবং সত্বর গৃহে গমন করিয়া ব্রজরাজপত্নী যশোদার করে অর্পণপূর্ব্বক বলিলেন,—তোমার স্বামী পথি মধ্যে আমার নিকট এই বালককে দিয়াছিলেন। যশোদা রাধাকে বলিলেন,—হে বৃষভানুনন্দিনি! আকাশ মেঘাবৃত, সুতরাং বনও ভয়াকুল; এ অবস্থায় তুমি আমার শিশুকে ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছ; হে রাধে! তুমি ধন্যা। বৃষভানুনন্দিনী রাধা পূজিতা, সদ্গুণের জন্য প্রশংসিতা ও অভিনন্দিতা হইয়া যশোমতীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে স্বগৃহে গমন করিলেন। এই আমি রাধা-কৃষ্ণের মঙ্গলময় বিবাহ-বিষয়ক গুপ্ত কথা বর্ণন করিলাম;

শ্রুতা চ বৈর্ব্বা পঠিতা চ পাঠিতা
তান্ পাপবৃন্দা ন কদা স্পৃশন্তি॥ ৫৬

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে শ্রীনারদ বহুলাশ্বসংবাদে শ্রীরাধিকাবিবাহবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

অথ বালৌ কৃষ্ণরামৌ গৌরশ্যামৌ মনোহরৌ।
লীলয়া চক্রতুরলং সুন্দরং নন্দমন্দিরম্॥ ১
রিঙ্গমাণৌ চ জানুভ্যাং পাণিভ্যাং সহ মৈথিল।
ব্রজতাল্পেন কালেন ব্রুবন্তৌ মধুরং ব্রজে॥ ২
যশোদয়া চ রোহিণ্যা লালিতৌ পোষিতৌ শিশূ
কদা বিনির্গতাবঙ্কাৎ ক্বচিদঙ্কং সমাস্থিতৌ॥ ৩
মঞ্জীরকিঙ্কিণীরাবং কুর্ব্বন্তৌ তাবিতস্ততঃ।
ত্রিলোকীং মোহয়ন্তৌ দ্বৌ মায়াবালকবিগ্রহৌ॥ ৪
ক্রীড়ন্তমাদায় শিশুং যশোদা-
জিরে লুঠন্তং ব্রজবালকৈশ্চ।
তদ্ধূলিলেপাবৃতধূসরাঙ্গং
চক্রে হ্যলং প্রোক্ষণমাদরেণ॥ ৫
জানুদ্বয়াভ্যাঞ্চ সমং করাভ্যাং
পুনর্ব্রজন্ প্রাঙ্গণমেত্য কৃষ্ণঃ।
মাত্রঙ্কদেশে পুনরাব্রজন্ সন্
বভৌ ব্রজে কেসরিবাললীলঃ॥ ৬
তং সর্ব্বতো হৈমনচক্রযুক্তং
পীতাম্বরং কঞ্চুকমাদধানম্।
স্ফুরৎপ্রভং রত্নময়ঞ্চ মৌলিং
দৃষ্ট্বা সুতং প্রাপ মুদং যশোদা॥ ৭
বালং মুকুন্দমতিসুন্দরবালকেলিং
দৃষ্ট্বা পরং মুদমবাপুরতীব গোপ্যঃ।
শ্রীনন্দরাজব্রজমেত্য গৃহং বিহায়
সর্ব্বাস্ত বিস্মৃতগৃহাঃ সুখবিগ্রহাস্তাঃ॥ ৮
শ্রীনন্দরাজগৃহকৃত্রিমসিংহরূপং
দৃষ্ট্বা ব্রজন্ প্রতিরবন্নৃপ ভীরুবদ্ যঃ।

যাঁহারা ইহা শ্রবণ ও পাঠ করেন কিংবা পাঠ করিয়া অপরকে শ্রবণ করান, কদাপি তাঁহাদিগকে পাপরাশি স্পর্শ করিতে পারে না। ৫৩—৫৬।

গোলোকখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর মনোহর শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ ও গৌরবর্ণ বলরাম নানা লীলাময় সুন্দর নন্দ মন্দির অলঙ্কৃত করিলেন। হে রাজন্! তাঁহারা জানুদ্বয় ও করদ্বয় দ্বারা অল্পকাল মধ্যে চলিতে ও মধুর বাক্য বলিতে শিখিলেন। যশোদা ও রোহিণী কর্ত্তৃক লালিত ও পালিত শিশুদ্বয় কখনও তাঁহাদের ক্রোড় হইতে বাহির হইয়া আসিতেন আবার কখনও তাঁহাদের ক্রোড়মধ্যে প্রবেশ করিতেন। নূপুর ও কিঙ্কিনী ধ্বনি করিতে করিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সেই মায়া-বালকবিগ্রহধারী রামকৃষ্ণ ত্রিলোক মোহিত করিতেন। ব্রজ-বালকগণের সহিত অঙ্গনে ক্রীড়া করিতে করিতে কৃষ্ণ ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতেন; অতি আদর সহকারে যশোদা শিশু কৃষ্ণকে লইয়া গিয়া তদীয় ধূলি জলাদি দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দিতেন। কৃষ্ণ যখন জানুদ্বয় করদ্বয় দ্বারা পুনরায় অঙ্গনে আসিয়া আবার যশোদার ক্রোড়ে গমন করিতেন, তখন তিনি ক্রীড়াপরায়ণ সিংহশিশুর ন্যায় শোভিত হইতেন। সুবর্ণালঙ্কারে শোভিত-সর্ব্বাঙ্গ পীতবসন অঙ্গরক্ষক বস্ত্রে আবৃতদেহ স্ফুরিতপ্রভ রত্নময় মুকুটধারী তনয়কে দেখিয়া যশোদা আনন্দ লাভ করিতেন। ১—৭। গোপীগণ বালক্রীড়ারত অতি সুন্দর মুকুন্দকে সন্দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইতেন; গৃহসুখাভ্যস্তা সেই সকল গোপী গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজে নন্দরাজগৃহে আগমন করিয়া সমস্ত গৃহসুখ ভুলিয়া যাইতেন। হে রাজন! নন্দরাজগৃহে কৃত্রিম সিংহচ্ছবি দর্শনে ভয়ের ভান করিয়া কৃষ্ণ যখন চীৎকার

নীত্বা চ তং নিজসুতং গৃহমাব্রজন্তীঃ
গোপ্যো ব্রজে সম্বপরা হ্যবদন্‌ যশোদাম্‌ ॥৯

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ ।

ক্রীড়ার্থং চপলং হ্যেনং মা বহিষ্কারয়াঙ্গনাৎ ।
বালকেলিং দুগ্ধমুখং কাকপক্ষধরং শুভে ॥ ১০
উর্দ্ধদন্তদ্বয়ং জাতং পূর্ব্বং মাতুলদোষদম্‌ ।
অস্যাপি মাতুলো নাস্তি তে সুতস্য যশোমতি ॥
তস্মাদ্দানন্ত কর্ত্তব্যং বিঘ্নানাং নাশহেতবে ।
গোবিপ্রসুরসাধূনাং ছন্দসাং পূজনং তথা ॥ ১২

শ্রীনারদ উবাচ ।

তদা যশোদারোহিণ্যৌ সুতকল্যাণহেতবে ।
বস্ত্ররত্ননবান্নানাং দানং নিত্যঞ্চ চক্রতুঃ ॥ ১৩
অথ ব্রজে রামকৃষ্ণৌ বালসিংহাবলোকনৌ ।
পদ্ভ্যাং চলন্তৌ ঘোষেষু বর্দ্ধমানৌ বভূবতুঃ ॥১৪
শ্রীদামসুবলাদ্যৈশ্চ বয়স্যৈর্ব্রজবালকৈঃ ।
যমুনাসিকতে শুভ্রে লুঠন্তৌ সকুতূহলৌ ॥ ১৫
কালিন্দ্যুপবনে শ্যামৈস্তমালৈঃ সঘনৈর্বৃতে ।
কদম্বকুঞ্জশোভাঢ্যে চেরতু রামকেশবৌ ॥ ১৬
জনয়ন্‌ গোপগোপীনামানন্দং বাললীলয়া ।
বয়স্যৈশ্চোরয়ামাস নবনীতং ঘৃতং হরিঃ ॥ ১৭
একদা হ্যুপনন্দস্য পত্নী নাম্না প্রভাবতী ।
শ্রীনন্দমন্দিরং প্রাপ্য যশোদাং প্রাহ গোপিকা ॥

প্রভাবত্যুবাচ ।

নবনীতং ঘৃতং দুগ্ধং দধি তক্রং যশোমতি ।
আবয়োর্ভেদরহিতং ত্বৎপ্রসাদাচ্চ মেহভবৎ ॥১৯
নাহং বদামি চানেন স্তেয়ং কুত্রাপি শিক্ষিতম্‌ ।
শিক্ষাং করোষি নো সুতে নবনীতমুষি স্বতঃ ॥২০
যদা ময়া কৃতা শিক্ষা তদা ধৃষ্টস্তবাঙ্গজঃ ।
গালিপ্রদানং দত্বায়ং দ্রবতি প্রাঙ্গণান্মম ॥ ২১
ব্রজাধীশস্য পুত্রোহয়ং ভূত্বা স্তেয়ং সমাচরেৎ ।
ন ময়া কথিতং কিঞ্চিদ্‌ যশোদে তব গৌরবাৎ ॥

শ্রীনারদ উবাচ ।

শ্রুত্বা প্রভাবতীবাক্যং যশোদা নন্দগেহিনী ।
বালং নির্ভর্ৎস্য তামাহ সাম্না প্রেমপরায়ণা ॥ ২৩

করিতেন, তখন গোপীরা নিজের পুত্রের মত তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া গৃহে গমন করিতেন এবং সেই সকল দয়াবতী গোপীরা যশোমতীকে কহিতেন। গোপীগণ বলিতেন,—এই বালক ক্রীড়াচঞ্চল, ইহাকে অঙ্গন হইতে বহিষ্কৃত করিও না; হে শুভে! কাকপক্ষধর দুগ্ধপোষ্য এই বালক বালক্রীড়া-পরায়ণ। প্রথমেই ইহার উর্দ্ধ দন্ত দ্বয় উদ্গত হইয়াছে; ইহা মাতুলের দোষজনক; হে যশোমতি! তোমার এই পুত্রেরও মাতুল নাই। অতএব বিঘ্নবিনাশার্থ দান এবং গো, বিপ্র, সাধু ও বেদের পূজা করা কর্ত্তব্য। নারদ বলিলেন,—তখন যশোদা ও রোহিণী পুত্রের কল্যাণ কামনায় নিত্য বস্ত্র, রত্ন ও নবান্ন দান করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাল সিংহের ন্যায় দৃষ্টিসম্পন্ন কৃষ্ণ বলরাম ব্রজপুরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহারা পৌরগণের সাহায্যে পদদ্বয়ে চলিতে শিখিলেন। এই সময় তাঁহারা শ্রীদাম সুবলাদি বয়স্য ব্রজবালকগণের সহিত যমুনার শুভ্র সৈকতে কৌতুহলবশে লুণ্ঠিত হইতেন; কখন তমালাদি শ্যামবর্ণ ঘনসন্নিবিষ্ট কদম্বকুঞ্জে শোভাসমৃদ্ধ কালিন্দীর উপবনে বিচরণ করিতেন। তাঁহাদের বাললীলায় গোপ গোপীগণের মনে অত্যন্ত আনন্দ জন্মিত। হরি বয়স্যগণের সহিত নবনীত ও ঘৃত হরণ করিতেন। একদা উপনন্দের পত্নী প্রভাবতী নাম্নী গোপিকা নন্দমন্দিরে আগমন করিয়া যশোদাকে কহিল। ৮—১৮। প্রভাবতী বলিল,—হে যশোমতি! নবনীত,ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও তক্র এ সকল দ্রব্যে তোমার আমার বলিয়া আমি ভেদ কিছু দেখি না; তোমার কৃপায় আমার এ সকল আছে; এ জন্য আমি কিছু বলিতেছি না, কিন্তু তোমার পুত্র চুরি করা কোথায় শিখিল? তোমার ননীচোর পুত্রের তুমি নিজে কেন শিক্ষা দাও না? আমি যদি তোমার পুত্রকে শিক্ষা দিতে যাই, তবে তোমার ধৃষ্ট তনয় গালি প্রদান করিয়া আমার গৃহ হইতে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া আইসে। হে যশোদে! ব্রজরাজ নন্দের তনয় হইয়া চুরি করে, আমি তোমার গৌরবহানিভয়ে কিছু

যশোদোবাচ।
গবাং কোটির্গৃহে মেহস্তি গোরসৈরাদ্রিতাচলা।
ন জানে দধিমুড্বালং নাস্তি সোহত্র কদাচন ॥
অনেন মুষিতং গব্যং তৎসমং ত্বং গৃহাণ মে।
ত্বে শিশৌ মে শিশৌ ভেদো নাস্তি কিঞ্চিৎ প্রভাবতি ॥ ২৫
নবনীতমুখং চৈনমত্র ত্বং হ্যানয়িষ্যসি।
তদা শিক্ষাং করিষ্যামি ভর্ৎসনং বন্ধনং তথা ॥
শ্রীনারদ উবাচ।
শ্রুত্বা বাক্যং তদা গোপী প্রসন্না গৃহমাগতা।
একদা দধিচৌর্য্যার্থং কৃষ্ণস্তস্যা গৃহং গতঃ ॥ ২৭
বয়স্যৈর্বালকৈঃ সার্দ্ধং পার্শ্বকুড্যে গৃহস্য চ।
হস্তাদ্ধস্তং সংগৃহীত্বা শনৈঃ কৃষ্ণো বিবেশ হ ॥ ২৮
শিক্যস্থং গোরসং দৃষ্ট্বা হস্তাগ্রাহ্যং হরিঃ স্বয়ম্।
উলূখলে পীঠকে চ গোপান্ স্থাপ্যারুরোহ তম্ ॥
তদাপি প্রাংশুনা লভ্যং গোরসং শিক্যসংস্থিতম্
শ্রীদাম্না সুবলেনাপি দণ্ডেনাপি ততাড় চ ॥ ৩০
ভগ্নভাণ্ডাৎ সর্ব্বগব্যং বহস্তূমৌ মনোহরম্।
জঘাস সবলো মর্কৈর্ব্বালকৈঃ সহ মাধবঃ ॥ ৩১
ভগ্নভাণ্ডস্বনং শ্রুত্বা প্রাপ্তা গোপী প্রভাবতী।
পলায়িতেষু বালেষু জগ্রাহ শ্রীকরং হরেঃ ॥ ৩২
নীত্বা মৃষাশ্রুং তীরুকং গচ্ছন্তী নন্দমন্দিরম্।
অগ্রে নন্দং স্থিতং দৃষ্ট্বা মুখে বস্ত্রং চকার হ ॥৩৩
হরির্ব্বিচিন্তয়ন্নিত্যং মাতা দণ্ডং প্রদাস্যতি।
দধার তদ্বালরূপং স্বচ্ছন্দগতিরীশ্বরঃ ॥ ৩৪
সা যশোদাং সমেত্যাশু প্রাহ গোপী রুষান্বিতা।
ভাণ্ডং ভগ্নীকৃতং সর্ব্বং মুষিতং দধ্যনেন বৈ ॥ ৩৫
যশোদা তৎসুতং বীক্ষ্য হসন্তী প্রাহ গোপিকাম্

বলি না। নারদ বলিলেন,—প্রভাবতী বাক্য শ্রবণে প্রেমপরায়ণা নন্দপত্নী যশোদা বালককে ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে শান্ত বাক্যে বলিলেন। যশোদা বলিলেন,—হে প্রভাবতি! আমার গৃহে কোটি গো বিদ্যমান, ইহাদের দুগ্ধে পর্ব্বত পর্য্যন্ত অভিষিক্ত হইতে পারে; কেন যে আমার বালক দধি চুরি করে জানি না; সে তো এখানে কিছুই খায় না। বালক যত দুগ্ধ দধি প্রভৃতি গব্য চুরি করিয়াছে, আমার নিকট তত্তুল্য গ্রহণ কর; তোমার পুত্রে ও আমার পুত্রে কিছুমাত্র ভেদ নাই। বালক যখন নবনীত ভক্ষণ করিবে, তখনই তদবস্থায় অর্থাৎ নবনীতমাখা মুখে তাহাকে এইস্থানে আনয়ন করিও, তখন আমি তাহাকে বন্ধন ও তিরস্কার করিব। নারদ বলিলেন,—গোপী প্রভাবতী তখন যশোদা বাক্য শ্রবণে প্রসন্না হইয়া গৃহে আগমন করিল। একদা দধি চুরি করিবার জন্য কৃষ্ণ বয়স্য বালকগণ সহ তাহার গৃহে গমন করিলেন এবং গৃহভিত্তির উপর উঠিয়া তাহাদের হস্তে ধারণপূর্ব্বক উঠাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। হরি দেখিলেন— শিকার উপর দুগ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু তাহা হস্ত দ্বারা পাওয়া যায় না; তিনি উদুখল ও পীড়ি উপর্য্যুপরি স্থাপন করিয়া তাহার উপর গোপ-বালকগণকে তুলিয়া দিলেন এবং স্বয়ং তাহাদের উপর আরূঢ় হইলেন, তথাপি সেই অত্যুচ্চ জনলভ্য, শিকায় স্থাপিত দুগ্ধ হাতে পাইলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদাম ও সুবলের সহিত সেই দধিভাণ্ড দণ্ড দ্বারা ভগ্ন করিলেন, ভগ্ন ভাণ্ড হইতে দধি ভূমিতে পতিত হইলে তাহাতে তাঁহাদের মন আকৃষ্ট হইল; কৃষ্ণ বলরাম ও বালকগণের সহিত তাহা পান করিতে লাগিলেন, বানরগণও আসিয়া তাহা পান করিতে লাগিল।১৯—৩১। গোপী প্রভাবতী ভাণ্ড ভাঙ্গার শব্দ শুনিয়া সেখানে আসিলেন, গোপবালক সকলেই পলায়ন করিল, প্রভাবতী কৃষ্ণের করে ধরিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ ভয়ের ভান করিয়া কৃত্রিম অশ্রু ত্যাগ আরম্ভ করিলেন, প্রভাবতী তাঁহাকে লইয়া নন্দমন্দিরে গমন করিলেন। তিনি সম্মুখে নন্দকে দেখিয়া মাথার ঘোমটা টানিয়া দিলেন, হরি নিয়ত ভাবিতে লাগিলেন—মাতা ত এইবার দণ্ড দিবেন। স্বৈরগতি হরি তখন প্রভাবতীর পুত্ররূপ ধারণ করিলেন। কোপান্বিতা প্রভাবতী যশোমতী সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন—এই বালক ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া

বস্ত্রান্তঞ্চ মুখাদ্‌গোপী দূরীকৃত্য বদাংহসঃ ॥ ৩৬
অপবাদো যদা দেয়ো নির্ব্বাসং কুরু মে পুরাৎ।
যুষ্মৎপুত্রকৃতং চৌর্য্যমস্মৎপুত্রকৃতং ভবেৎ ॥ ৩৭
জনলজ্জাসমাযুক্তা দূরীকৃত্য মুখাম্বরম্।
সাপি প্রাহ নিজং বালং বীক্ষ্য বিস্মিতমানসা ॥
নিস্পদস্ত্বং কৃতঃ প্রাপ্তো ব্রজসারোঽস্তি মে করে
বদন্তীথঞ্চ তং নীত্বা নির্গতা নন্দমন্দিরাৎ ॥ ৩৯
যশোদা রোহিণী নন্দো রামো গোপাশ্চ
গোপিকাঃ।
জহসুঃ কথয়ন্তস্তে দৃশ্যোঽন্যায়ো ব্রজে মহান্ ॥ ৪০
ভগবাংস্তু বহির্বীথ্যাং ভূত্বা শ্রীনন্দনন্দনঃ।
প্রহসন্ গোপিকাং প্রাহ ধৃষ্টাঙ্গশ্চঞ্চলেক্ষণঃ ॥ ৪১
শ্রীভগবানুবাচ।
পুনর্ম্মাং যদি গৃহ্লাসি কদাচিত্ত্বং হি গোপিকে।
তে ভর্ত্তৃরূপস্তু তদা ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৪২

শ্রীনারদ উবাচ।
শ্রুত্বা সা বিস্মিতা গোপী গতা গেহেঽথ মৈথিল
তদা সর্ব্বগৃহে গোপ্যো ন গৃহ্নন্তি হরিং হ্রিয়া ॥৪৩
ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে শ্রীনারদ
বহুলাশ্বসংবাদে শ্রীকৃষ্ণবালচরিত্রে দধিস্তেয়-
বর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
গোপীগৃহেষু বিচরন্নবনীতচোরঃ
শ্যামো মনোহরবপুর্নবকঞ্জনেত্রঃ।
শ্রীবালচন্দ্র ইব বৃদ্ধিগতো নরাণাং
চিত্তং হরন্নিব চকার ব্রজে চ শোভাম্ ॥১
শ্রীনন্দনন্দনমতীব চলং গৃহীত্বা
গেহং নিধায় মুমুহুর্নবনন্দগোপাঃ।
সৎকন্দুকৈশ্চ সততং পরিপালয়ন্তে
গায়ন্ত ঊর্জ্জিতসুখা ন জগৎ স্মরন্তঃ ॥ ২

সমস্ত দধি অপহরণ করিয়াছে। যশোদা প্রভাবতীর পুত্রকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—মুখ হইতে অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া ইহার অপরাধের কথা বল। আর যদি বৃথা অপবাদ দাও, তবে আমার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হও। চুরি করিয়াছে তোমার পুত্র, আর দোষ দাও আমার পুত্রের। লোকলজ্জাযুক্তা প্রভাবতী তখনই অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া নিজ পুত্রকে দর্শন করত বিস্মিতমনে কহিল—তুই নিস্পদ হইয়া এখানে কিরূপে আসিলি, আমার করে ত শ্রীকৃষ্ণ ছিল! প্রভাবতী এইরূপ বলিতে বলিতে নিজ পুত্রকে লইয়া নন্দমন্দির হইতে নির্গত হইল। যশোদা, রোহিণী, নন্দ, বলরাম, এবং গোপ-গোপীগণ হাস্যসহকারে বলিলেন—ব্রজের অন্যায়টা একবার দেখ। এ দিকে নন্দনন্দনরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাহিরের পথে আসিয়া হাসিতে হাসিতে গোপীগণকে বলিতে লাগিলেন; তখন তদীয় দেহে ধৃষ্টতা ও নয়নে চাপল্য ফুটিয়া উঠিল। ভগবান্ বলিলেন,—হে গোপিকে! পুনরায় কখনও যদি তুমি আমাকে ধর, তবে আমিও তোমার স্বামীর রূপ ধরিব, সংশয় নাই। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর ইহা শুনিয়া বিস্মিতা গোপী গৃহে গমন করিল, তদবধি কোন গৃহে কোন গোপী লজ্জায় শ্রীকৃষ্ণকে ধরিত না। ৩৬—৪৩।

গোলোকখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—মনোহর-দেহ নবীন কমলের ন্যায় নেত্রযুক্ত শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপীর গৃহে বিচরণপূর্ব্বক নবনীত চুরি করিতেন। তিনি বালচন্দ্রের ন্যায় ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া যেন মানবগণের মন হরণ করিয়াই ব্রজের অত্যন্ত শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। নবনন্দ গোপ চপল শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করত গৃহে রাখিয়া অত্যন্ত মোহিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা অতিশয় সুখে শ্রীকৃষ্ণকে পালন, সতত

রাজোবাচ।

নবোপনন্দনামানি বদ দেবঋষে মম ॥
অহোভাগ্যন্তু যেষাং বৈ তে পূর্ব্বং কে ইহাগতাঃ
তথা ষট্ বৃষভানূনাং কর্ম্মাণি মঙ্গলানি চ ॥ ৩

শ্রীনারদ উবাচ।

গয়শ্চ বিমলঃ শ্রীশঃ শ্রীধরো মঙ্গলায়নঃ ॥ ৪
মঙ্গলো রঙ্গবল্লীশো রঙ্গোজির্দ্দেবনায়কঃ।
নবনন্দাশ্চ কথিতা বভূবুর্গোকুলে ব্রজে ॥ ৫
বীতহোত্রাগ্নিভুক্‌সাম্বঃ শ্রীকরো গোপতিঃ শ্রুতঃ
ব্রজেশঃ পাবনঃ শান্ত উপনন্দাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৬
নীতিবিন্মার্গদঃ শুক্লঃ পতঙ্গো দিব্যবাহনঃ।
গোপেষ্টশ্চ ব্রজে রাজন্ জাতাঃ ষড়্‌বৃষভানবঃ
গোলোকে কৃষ্ণচন্দ্রস্য নিকুঞ্জদ্বারমাশ্রিতাঃ।
বেত্রহস্তাঃ শ্যামলাঙ্গা নবনন্দাশ্চ তে স্মৃতাঃ ॥৮
নিকুঞ্জে কোটিশো গাবস্তাসাং পালনতৎপরাঃ।
বংশীময়ূরপক্ষাঢ্যা উপনন্দাশ্চ তে স্মৃতাঃ ॥ ৯
নিকুঞ্জদুর্গরক্ষায়াং দণ্ডপাশধরাঃ স্থিতাঃ।
ষট্‌দ্বারমাস্থিতাঃ ষড়্‌বৈ কথিতা বৃষভানবঃ ॥১০
শ্রীকৃষ্ণস্যেচ্ছয়া সর্ব্বে গোলোকাদাগতা ভুবি।
তেষাং প্রভাবং বক্তুং হি ন সমর্থশ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ১১
অহং কিম্ বদিষ্যামি তেষাং ভাগ্যং মহোদয়ম্
তেষামারোহমাস্থায় বালকেলির্ব্বভৌ হরিঃ ॥ ১২
একদা যমুনাতীরে মৃৎ কৃষ্ণেনাবলীঢ়িতা।
যশোদাং বালকাঃ প্রাহুর্ব্বাস্তু বালো মৃদং তব ॥১৩
বলভদ্রে চ বদতি তদা সা নন্দগেহিনী।
করে গৃহীত্বা স্বসুতং ভীরুনেত্রমুবাচ হ ॥ ১৪

শ্রীযশোদোবাচ।

কস্মান্মৃদং ভক্ষিতবান্ মহাজ্ঞ
ভবান্ বয়স্যাশ্চ বদন্তি সাক্ষাৎ।
জ্যায়ান্ বলোহয়ং বদতি প্রসিদ্ধং
মা এবমর্থং ন জহাতি নেষ্টম্ ॥ ১৫

শ্রীভগবানুবাচ।

সর্ব্বে মৃষাবাদরতা ব্রজার্ভকা
মাতর্ময়া ক্বাপি ন মৃৎ প্রভক্ষিতা।

তদীয় গুণগান এবং তাহার উত্তম পুতুলখেলায় সমস্ত জগৎ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবর্ষে নারদ! নয় জন নন্দ ও উপনন্দদিগের নাম, মঙ্গলময় কর্ম্ম এবং ছয়জন বৃষভানুর নামও আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। অহো! তাঁহাদের কি ভাগ্য যে, তাঁহারা এই ব্রজপুরে জন্মগ্রহণ করিলেন। নারদ বলিলেন,—গয়, বিমল, শ্রীশ, শ্রীধর, মঙ্গলায়ন, মঙ্গল, রঙ্গবল্লীশ, রঙ্গোজি ও দেবনায়ক ইঁহারা গোকুলে নবনন্দ নামে কথিত হন। বীতিহোত্র, অগ্নিভুক্, সাম্ব, শ্রীকর, শ্রুত, গোপতি, ব্রজেশ, পাবন এবং শান্ত ইঁহারা উপনন্দ নামে অভিহিত! হে রাজন! নীতিবিৎ, মার্গদ, শুক্ল, পতঙ্গ, দিব্যবাহন, গোপেষ্ট এই ছয়জন বৃষভানুর ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকুঞ্জ দ্বারে অবস্থিত এবং বেত্রধারী ও শ্যামবর্ণ তাঁহারা নবনন্দ; যাঁহারা নিকুঞ্জে কোটি কোটি গোর পালনে রত ও বংশী ও ময়ূরপক্ষধারী তাঁহারা উপনন্দ নামে কথিত; আর যাঁহারা দণ্ড পাশ ধারণ করিয়া নিকুঞ্জের দুর্গদ্বার রক্ষ-নার্থ অবস্থিত, তাঁহারা ষট বৃষভানু। নিকুঞ্জের ছয়টী দ্বারে এই ছয়জন বৃষভানু বিদ্যমান। তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় গোলোক হইতে ভূতলে সমাগত হইয়াছেন, চতুরানন ব্রহ্মাও তাঁহাদের মাহাত্ম্য বর্ণনে সমর্থ নহেন, তাঁহাদের মহাভাগ্যোদয় সম্বন্ধে আমি আর কি বলিব? কেননা,তাঁহাদেরই ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া হরি বালকেলি করিয়া থাকেন। ১—১২। এক সময় যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছিলেন, বলরাম ও অন্যান্য বালকগণ যশোদাকে বলিল—তোমার পুত্র মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছে। নন্দপত্নী যশোদা তখন নিজ পুত্র কৃষ্ণের করে ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কৃষ্ণের ভয়ের ভাব আসিল। যশোদা বলিলেন,—হে মহামূঢ় বালক! তুমি মাটী খাও কেন,একথা তোমার বয়স্য বালকেরা এবং তোমার অগ্রজ স্বয়ং বলদেবও বলিতেছে; তুমি যদি এইরূপ কর্ম্ম ত্যাগ না কর তবে তোমার মঙ্গল হইবে না। ভগবান্ বলিলেন,—

যদা সমীচীনমনেন বাক্পথ-
স্তদা মুখং পশ্য মদীয়মঞ্জসা ॥ ১৬
শ্রীনারদ উবাচ।
অথ গোপী বালকস্য পশ্যন্তী সুন্দরং মুখম্।
প্রসারিতঞ্চ দদৃশে ব্রহ্মাণ্ডং রচিতং গুণৈঃ ॥ ১৭
সপ্তদ্বীপান্ সপ্তসিন্ধূন্ সখণ্ডান্ সগিরীন্ দৃঢ়ান্।
আব্রহ্মলোকাল্লোকাংস্ত্রীন্ স্বাত্মভিঃ সব্রজৈঃ সহ
দৃষ্ট্বা নিমীলিতাক্ষী সা ভূত্বা শ্রীযমুনাতটে।
বালোহয়ং মে হরিঃ সাক্ষাদিতিজ্ঞানময়ী হ্যভূৎ ॥
তদা জহাস শ্রীকৃষ্ণো মোহয়ন্নিব মায়য়া।
যশোদা বৈভবং দৃষ্টং ন সস্মার গতস্মৃতিঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে ব্রহ্মাণ্ডদর্শনং নামাষ্টা-
দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

হে মাতঃ! ব্রজবালকেরা সকলেই মিথ্যাবাদী, আমি কখনও মাটী খাই নাই; যদি তুমি ইহাদের বাক্যই সত্য বলিয়া মানিয়া লও, তবে এখনই আমার মুখ দেখিয়া প্রত্যক্ষ কর। নারদ বলিলেন,—অনন্তর বালক মুখব্যাদান করিল, যশোদা শিশুর সুন্দর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন—তাঁহার মুখমধ্যে ত্রিগুণ-রচিত ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান। যশোদা যমুনাতটে বালকের মুখমধ্যে সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র, সশৃঙ্গ বহু দৃঢ় পর্ব্বত, ব্রহ্মাদি ত্রিলোক এবং ব্রজধাম সহ নিজ আত্মা অবলোকন করিয়া নয়ন নিমীলিত করিলেন; তিনি বুঝিলেন,—আমার এই বালক সাক্ষাৎ হরি। তখন শ্রীকৃষ্ণ যেন যশোদাকে নিজ মায়ায় মোহিত করিয়া হাস্য করিলেন; যশোদা মোহিত হইলেন, তিনি কৃষ্ণের পূর্ব্বদৃষ্ট ঐশ্বর্য্য আর স্মরণপথে রাখিতে পারিলেন না। ১৩—২০।

গোলোকখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ।
একদা গোকুলে গোপ্যো মমন্থুর্দধি সর্ব্বতঃ।
গৃহে গৃহে প্রগায়ন্ত্যো গোপালচরিতং পরম্ ॥ ১
যশোদাপি সমুত্থায় প্রাতঃ শ্রীনন্দমন্দিরে।
ভাণ্ডে রাগং বিনিক্ষিপ্য মমন্থ দধি সুন্দরী ॥ ২
মঞ্জীররাবং সঙ্কুর্ব্বন্ বালঃ শ্রীনন্দনন্দনঃ।
ননর্ত্ত নবনীতার্থং রায়শব্দকুতূহলাৎ ॥ ৩
বালকেলির্ব্বভৌ নৃত্যন্মাতুঃ পার্শ্বমনুভ্রমন্।
সুনাদিকিঙ্কিণীসজ্ঘঝঙ্কারং কারয়ন্মুহুঃ ॥ ৪
হৈয়ঙ্গবীনং সততং নবীনং
যাচন্ স মাতুর্মধুরং ব্রুবন্ সঃ।
আদায় হস্তেহশ্মসুতং রুষা সুধী-
র্ব্বিভেদ কৃষ্ণো দধিমন্থপাত্রম্ ॥ ৫
পলায়মানং স্বসুতং যশোদা
প্রধাবতী প্রাপ ন হস্তমাত্রাৎ।
যোগীশ্বরাণামপি যো দুরাপঃ
কথং স মাতুর্গ্রহণে প্রয়াতি ॥ ৬

ঊনবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—একদা গোকুলে গোপীগণ গৃহে গৃহে উত্তম গোপালচরিত গুণ গাহিতে গাহিতে দধি মন্থন করিতেছিলেন; সুন্দরী যশোদাও প্রভাত সময়ে নন্দ-মন্দিরে ভাণ্ডমধ্যে মন্থন দণ্ড রাখিয়া দণ্ডায়মানা হইয়া দধি মন্থন করিতে লাগিলেন। তখন মন্থনদণ্ডের শব্দে কুতূহলী কৃষ্ণ নবনীতার্থ মঞ্জীরধ্বনি সহকারে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণ মাতার পার্শ্বদেশে ভ্রমণ ও মুহুর্ম্মুহু কিঙ্কিণীর মনোহর ঝঙ্কার করিয়া নৃত্য করত বালকেলি করিতে লাগিলেন। চতুর কৃষ্ণ মধুর বাক্যে মাতার নিকট বারবার সদ্যোজাত নবনীত যাচ্ঞা করিলেন এবং পরে ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তদ্বারা প্রস্তরখণ্ড দধি ভাণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া পাত্র ভাঙ্গিয়া দিলেন। অতঃপর পলায়ন করিলেন, যশোদা তাঁহাকে ধরিবার জন্য ধাবিতা হইলেন, কৃষ্ণ হস্ত পরিমিত

তথাপি ভক্তেষু চ ভক্তবশ্যতা
প্রদর্শিতা শ্রীহরিণা নৃপেশ্বর।
বালং গৃহীত্বা স্বসুতং যশোমতী
ববন্ধ রজ্জ্বাথ রুষা হ্যুলূখলে ॥ ৭
আদায় যদ্ যদ্বহু দাম তত্তৎ-
স্বল্পং প্রভূতং স্বসুতে যশোদা।
গুণৈর্ন বদ্ধঃ প্রকৃতেঃ পরো যঃ
কথং স বদ্ধো ভবতীহ দাম্না ॥ ৮
যদা যশোদা গতবন্ধনেচ্ছা
খিন্না নিষণ্ণা নৃপ ছিন্নমানসা।
আসীত্তদায়ং কৃপয়া স্ববন্ধে
স্বচ্ছন্দধামঃ স্ববশোঽপি কৃষ্ণঃ ॥ ৯
এবং প্রসাদো নহি বীতকর্ম্মণাং
ন জ্ঞানিনাং কর্ম্মধিয়াং কুতঃ পুনঃ।
মাতুর্যথাভূন্নৃপ এষু তস্মা-
মুক্তিং দদাত্যাশু মলং ন মাধবঃ ॥ ১০

তদৈব গোপ্যস্তু সমাগতাস্ত্বরং
দৃষ্ট্বাথ ভগ্নং দধিমন্থভাজনম্।
উলূখলে বদ্ধমতীব দামভি-
র্ভীতং শিশুং বীক্ষ্য জগুর্দয়াতুরাঃ ॥ ১১
গোপ্য ঊচুঃ।
অস্মদ্‌গৃহেষু পাত্রাণি ভিনত্তি সততং শিশুঃ।
তদপ্যেনং নো বদামঃ কারুণ্যান্নন্দগেহিনি ॥১২
গতব্যথে হ্যকরুণে যশোদে হে ব্রজেশ্বরি।
যষ্ট্যা নির্ভর্ৎসিতো বালস্ত্বয়া বদ্ধো ঘটক্ষয়াৎ ॥
শ্রীনারদ উবাচ।
ইত্যুক্তায়াং যশোদায়াং ব্যগ্রায়াং গৃহকর্ম্মসু।
কর্ষন্নুলূখলং কৃষ্ণো বালৈঃ শ্রীযমুনাং যযৌ ॥১৪
তত্তটে চ মহাবৃক্ষৌ পুরাণৌ যমলার্জ্জুনৌ।
তয়োর্মধ্যে গতঃ কৃষ্ণো হসন্ দামোদরঃ প্রভুঃ ॥
চকর্ষ সহসা কৃষ্ণস্তির্য্যগ্‌গতমুলূখলম্।
কর্ষণেন সমূলৌ দ্বৌ পেততুর্ভূমিমণ্ডলে ॥ ১৬

স্থান মধ্যে থাকিলেও তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না। যিনি যোগীশ্বরগণেরও দুষ্প্রাপ্য, তিনি মাতার হস্তে কি প্রকারে ধৃত হইবেন? হে নৃপেশ্বর! তথাপি হরি স্বভক্তে ভক্তবশ্যতা প্রদর্শন করিলেন; যশোদা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং রোষপরবশে রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যশোদা পুত্রের বন্ধনার্থ যতই দীর্ঘ রজ্জু আনয়ন করিলেন, বন্ধনের বেলায় তাহা অত্যন্ত ছোট হইয়া যাইতে লাগিল। যিনি গুণে বদ্ধ হন না, সেই প্রকৃতির অতীত হরি কি প্রকারে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইবেন! হে নৃপ! যখন যশোদা পরাজিতা হইয়া বন্ধনের বাসনা ত্যাগ করিলেন, এবং নিজে খিন্না হইয়া নিষণ্ণা হইলেন, তখন স্বচ্ছন্দগতি ও স্বাধীন কৃষ্ণ কৃপা করিয়া নিজের ইচ্ছায় বন্ধন গ্রহণ করিলেন। হে নৃপ! তিনি মাতার প্রতি যেরূপ করুণা করিলেন, এইরূপ প্রসন্নতা কর্ম্মত্যাগী জ্ঞানিগণের প্রতিও তাঁহার হয় না, কর্ম্মাসক্তের আর কথা কি? শ্রীপতি জ্ঞানীদিগকে মুক্তিই প্রদান করেন, কিন্তু পর্য্যাপ্তরূপে ভক্তিদানে তিনি কুণ্ঠিত।

তখনই গোপীগণ ত্বরাগতি তথায় আগমন করিয়া দেখিলেন—দধিমন্থনের পাত্র ভগ্ন, অতিদৃঢ় রজ্জু দ্বারা বালক উদূখলে আবদ্ধ। তাঁহারা বালককে ভীত দেখিয়া দয়াবশে বলিতে লাগিলেন। ১—১১। গোপীগণ বলিলেন,—হে নন্দগৃহিণি! এই শিশু আমাদের গৃহেও নিত্য পাত্র ভগ্ন করে, কিন্তু করুণাবশে আমরা তাহাকে কিছু বলি না। হে ব্রজেশ্বরি! হে যশোদে! তোমার ব্যথা বোধ নাই, দয়া নাই। পাত্র ভগ্ন করিয়াছে, এজন্য যষ্টিদ্বারা ভয়প্রদর্শনযোগ্য বালককে তুমি বন্ধন করিয়াছ! নারদ বলিলেন,—এইরূপে কথিতা হইয়াও যশোদা গৃহকর্ম্মে ব্যগ্রা রহিলেন, তখন কৃষ্ণ সেই উদূখল আকর্ষণ করিতে করিতে বালকগণসহ যমুনাতীরে উপনীত হইলেন। যমুনাতীরে অতিপুরাতন যমল ও অর্জ্জুন নামে দুইটী বৃহৎ বৃক্ষ বিদ্যমান, দামোদর প্রভু কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে সেই বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বক্রভাবে সেই তরুদ্বয়-মধ্যগত উদূখলকে সহসা আকর্ষণ করিলেন। সেই আকর্ষণে বৃক্ষদ্বয় সমূলে উৎপাটিত হইয়া

পতনেনাপি শব্দোঽভূৎ প্রচণ্ডো বজ্রপাতবৎ।
বিনির্গতৌ চ বৃক্ষাভ্যাং দেবৌ হ্যাবেধসোঽগ্নিবৎ
দামোদরং পরিক্রম্য পাদৌ স্পৃষ্টৌ স্বমৌলিনা।
কৃতাঞ্জলী হরিং নত্বা নতৌ তৎসম্মুখে স্থিতৌ॥

দেবাবূচতুঃ।

আবাং মুক্তৌ ব্রহ্মদণ্ডাৎ সদ্যস্তেঽচ্যুতদর্শনাৎ।
মাভূত্তে নিজভক্তানাং হেলনং হ্যাবয়োর্হরে॥১৯
করুণানিধয়ে তুভ্যং জগন্মঙ্গলশীলিনে।
দামোদরায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ২০

শ্রীনারদ উবাচ।

ইতি নত্বা হরিং তৌ দ্বৌ উদীচীং চ দিশং গতৌ
তদৈব হ্যাগতাঃ সর্ব্বে নন্দাদ্যা ভয়কাতরাঃ॥ ২১
কথং বৃক্ষৌ প্রপতিতৌ বিনা বাতং ব্রজার্ভকাঃ
বদতাশু তদা বালা ঊচুঃ সর্ব্বে ব্রজৌকসঃ॥ ২২

বালা ঊচুঃ।

অনেন পাতিতৌ বৃক্ষৌ তাভ্যাং দ্বৌ পুরুষৌ
স্থিতৌ।
এনং নত্বা গতাবদ্য তাবুদীচ্যাং স্ফুরৎপ্রভৌ॥২৩

শ্রীনারদ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং ন তে শ্রদ্দধিরে ততঃ।
মুমোচ নন্দঃ স্বং বালং দাম্না বদ্ধমুলূখলে॥ ২৪
সংলালয়ন্ স্বাঙ্কদেশে সমাঘ্রায় শিশুং নৃপ।
নির্ভর্ৎস্য ভামিনীং নন্দো বিপ্রেভ্যো গোশতং
দদৌ॥ ২৫

শ্রীবহুলাশ্ব উবাচ।

কাবিমৌ পুরুষৌ দিব্যৌ বদ দেবর্ষিসত্তম।
কেন দোষেণ বৃক্ষত্বং প্রাপিতৌ যমলার্জ্জুনৌ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

নলকুবরমণিগ্রীবৌ রাজরাজসুতৌ পরৌ।
জগ্মতুর্নন্দনবনং মন্দাকিন্যাস্তটে স্থিতৌ॥ ২৭
অপ্সরোভির্গীয়মানৌ চেরতুর্গতবাসসৌ।
বারুণীমদিরামত্তৌ যুবানৌ দ্রব্যদর্পিতৌ॥ ২৮
কদাচিদ্দেবলো নাম মুনীন্দ্রো বেদপারগঃ।
নগ্নৌ দৃষ্ট্বা চ তাবাহ দুষ্টশীলৌ গতস্মৃতী॥ ২৯

ভূতলে পতিত হইল। বৃক্ষপতনে বজ্রপতনবৎ প্রচণ্ড শব্দ হইল এবং কাষ্ঠ হইতে যেমন অগ্নি নির্গত হয়, তদ্রূপ সেই বৃক্ষদ্বয় হইতে দুইটী দেববিগ্রহ নির্গত হইলেন। তাঁহারা কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া নিজ নিজ মস্তকদ্বারা তদীয় পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন এবং করযোড়ে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। দেবদ্বয় বলিলেন,—হে অচ্যুত! আপনার দর্শনে আমরা ব্রহ্মশাপ হইতে সদ্য মুক্ত হইলাম। হে হরে! আপনার ভক্তগণের প্রতি আমাদের যেন কখন অবহেলা না আইসে। হে করুণানিধে! জগতের মঙ্গল করাই আপনার স্বভাব; হে দামোদর, হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! আপনাকে নমস্কার নমস্কার। নারদ বলিলেন,—তাঁহারা এইরূপে হরিকে নমস্কার করিয়া উত্তর দিকে গমন করিলেন। তখনই ভয়কাতর নন্দাদি গোপগণ তথায় সমাগত হইলেন এবং ব্রজবালকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে বালকগণ! বায়ু বিনা এই বৃক্ষদ্বয় কি প্রকারে পতিত হইল? তাহা সত্বর বল। তখন ব্রজবাসী বালকগণ বলিতে লাগিল। বালকগণ বলিল,—কৃষ্ণ এই বৃক্ষদ্বয় পাতিত করিয়াছে। বৃক্ষমধ্য হইতে দুইজন পুরুষ বহির্গত হইয়া কৃষ্ণকে নমস্কারপূর্ব্বক প্রভা স্ফুরিত করিতে করিতে উত্তর দিকে গমন করিয়াছে। ১২—২৩। নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! বালকগণের বাক্য শুনিয়া তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিলেন না। নন্দ রজ্জুদ্বারা উদূখলাবদ্ধ নিজ বালককে মুক্ত ও ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং নিজ পত্নীকে তিরস্কার করিয়া বিপ্রগণকে শত গো-দান করিলেন। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে দেবর্ষিসত্তম! এই দিব্য পুরুষদ্বয় কে, কি দোষে যমলার্জ্জুন বৃক্ষ হইয়াছিল, তাহা বলুন। নারদ বলিলেন,—একদা কুবেরতনয় নলকূবর ও মণিগ্রীব মন্দাকিনী তীরস্থিত নন্দনবনে গমন করেন; অপ্সরাগণ তাঁহাদের সমীপে গান করিতেছিল। ধনমত্ত ঐ যুবকদ্বয় বারুণী মদিরাপানে মত্ত হইয়া উলঙ্গাবস্থায় বিচরণ করিতে থাকেন। তখন বেদপারগ

দেবল উবাচ।

যুবাং বৃক্ষসমৌ দৃষ্টৌ নির্লজ্জৌ দ্রব্যদর্পিতৌ
তস্মাৎ বৃক্ষৌ তু ভূয়াস্তাং বর্ষাণাং শতকং ভুবি
দ্বাপরান্তে ভারতে চ মাথুরে ব্রজমণ্ডলে।
কলিন্দনন্দিনীতীরে মহাবনসমীপতঃ ॥ ৩১
পরিপূর্ণতমং সাক্ষাৎ কৃষ্ণং দামোদরং হরিম্।
গোলোকনাথং তং দৃষ্ট্বা পূর্ব্বরূপৌ ভবিষ্যথঃ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্থং দেবলশাপেন বৃক্ষত্বং প্রাপিতৌ নৃপ।
নলকূবরমণিগ্রীবৌ শ্রীকৃষ্ণেন বিমোচিতৌ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে যমলার্জ্জুনভঙ্গো নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

মুনীন্দ্র দেবল সেই দুষ্টস্বভাব লুপ্তবিবেক পুরুষদ্বয়কে দেখিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। দেবল বলিলেন,—তোমরা ধনমত্ত এবং বৃক্ষের তুল্য নির্লজ্জ; অতঃপর তোমরা শতবৎসর ভূতলে বৃক্ষ হইয়া থাক। দ্বাপরের অবসানে ভারতের মথুরামণ্ডল ব্রজধামে যমুনার তীরে মহাবনের সমীপে পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ গোলোকনাথ দামোদর হরি কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিয়া পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! এইরূপে দেবলশাপে বৃক্ষত্ব-প্রাপ্ত নলকূবর ও মণিগ্রীব কৃষ্ণকর্তৃক বিমুক্ত হইয়াছিল। ২৪—৩৩।

গোলোকখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৯॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

একদা কৃষ্ণচন্দ্রস্য দর্শনার্থং পরস্য চ।
দুর্ব্বাসা মুনিশার্দ্দূলো ব্রজমণ্ডলমাযযৌ ॥ ১
কালিন্দীনিকটে পুণ্যে সৈকতে রমণস্থলে।
মহাবনসমীপে চ কৃষ্ণমারাদ্দদর্শ হ ॥ ২
শ্রীমন্মদনগোপালং লুঠন্তং বালকৈঃ সহ।
পরস্পরং প্রযুধ্যন্তং বালকেলিং মনোহরম্ ॥ ৩
ধূলিধূসরসর্ব্বাঙ্গং বক্রকেশং দিগম্বরম্।
ধাবন্তং বালকৈঃ সার্দ্ধং হরিং বীক্ষ্য স বিস্মিতঃ ॥

শ্রীমুনিরুবাচ।

স ঈশ্বরোঽয়ং ভগবান্ কথং বালৈর্লুঠন্ ভুবি ॥
অয়ং তু নন্দপুত্রোঽস্তি ন শ্রীকৃষ্ণঃ পরাৎপরঃ ॥৫

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্থং মোহং গতে তত্র দুর্ব্বাসসি মহামুনৌ।
ক্রীড়ন্ কৃষ্ণস্তৎসমীপে তদঙ্কে হ্যাগতঃ স্বয়ম্ ॥৬
পুনর্বিনির্গতো হ্যঙ্কাদ্ বালসিংহাবলোকনঃ।

বিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—একদা পরমাত্মা কৃষ্ণ-চন্দ্রের দর্শনার্থ মুনিসত্তম দুর্ব্বাসা ব্রজধামে সমাগত হন। পরম রমণীয় যমুনার নিকটে মহাবন সমীপে দূর হইতে দুর্ব্বাসা দর্শন করিলেন—শ্রীমান্ মদনগোপাল পূতসৈকতে বালকগণসহ বিলুণ্ঠিত হইতেছেন; বালকগণসহ পরস্পর যুদ্ধ করিয়া মনোহর কেলি করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, কেশ সকল বক্র এবং তিনি উলঙ্গ। বালকগণের সহিত ধাবমান হরিকে দেখিয়া মুনি বিস্মিত হইলেন। দুর্ব্বাসা বলিলেন,—ইনি যদি ভগবান ঈশ্বরই হইবেন, তবে বালকগণের সহিত ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? অতএব ইনি নন্দপুত্র, পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ নহেন।১—৫। নারদ বলিলেন,—মহামুনি দুর্ব্বাসা সেই স্থানে এইরূপে মোহপ্রাপ্ত হইলে কৃষ্ণ তাঁহার নিকটে ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালক সিংহতুল্য দৃষ্টি-

হসন্ কলং ব্রুবন্ কৃষ্ণঃ সম্মুখং পুনরাগতঃ ॥ ৭
হসতস্তস্য চ মুখে প্রবিষ্টঃ শ্বসনৈর্ম্মুনিঃ।
দদর্শান্যং মহালোকং শরণ্যং জনবর্জ্জিতম্ ॥ ৮
অরণ্যেষু ভ্রমংস্তত্র কুতঃ প্রাপ্ত ইতি ব্রুবন্।
তদৈবাজগরেণাপি নিগীর্ণোঽভূন্মহামুনিঃ ॥ ৯
ব্রহ্মাণ্ডং তত্র দদৃশে সলোকং সবিলং পরম্।
ভ্রমন্ দ্বীপেষু স মুনিঃ স্থিতোঽভূৎ পর্ব্বতে সিতে
তপস্তেপে বর্ষাণাং শতকোটিং প্রভুং ভজন্।
নৈমিত্তিকাখ্যে প্রলয়ে প্রাপ্তে বিশ্বভয়ঙ্করে ॥১১
আগচ্ছন্তঃ সমুদ্রাস্তে প্লাবয়ন্তো ধরাতলম্।
বহংস্তেষু চ দুর্ব্বাসা ন প্রাপান্তং জলস্য চ ॥১২
ব্যতীতে যুগসাহস্রে মগ্নোঽভূদ্বিগতস্মৃতিঃ।
পুনর্জ্জলেষু বিচরন্নণ্ডমন্যং দদর্শ হ ॥ ১৩
তচ্ছিদ্রে চ প্রবিষ্টোঽসৌ দিব্যাং সৃষ্টিং গতস্ততঃ
তদণ্ডমূর্দ্ধ্নি লোকেষু বিধেরায়ুঃসমং চরন্ ॥ ১৪
এবং ছিদ্রং তত্র বীক্ষ্য প্রাবিশৎ স হরিং স্মরন্
বহির্বিনির্গতো হ্যণ্ডাদ্দদর্শাণ্ড মহাজলম্ ॥ ১৫
তস্মিন্ জলে তু লক্ষ্যন্তে কোটিশো হ্যণ্ডরাশয়ঃ।
ততো মুনির্জ্জলং পশ্যন্ দদর্শ বিরজাং নদীম্ ॥১৬
তৎপারং প্রগতঃ সাক্ষাদ্গোলোকং প্রাবিশন্মুনিঃ
বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনং শুভম্ ॥ ১৭
দৃষ্ট্বা প্রসন্নঃ স মুনির্নিকুঞ্জং প্রাবিশত্তদা।
গোপগোপীগণবৃতং গবাং কোটিভিরন্বিতম্ ॥১৮
অসংখ্যকোটিমার্ত্তণ্ডজ্যোতিষাং মণ্ডলে ততঃ।
দিব্যে লক্ষদলে পদ্মে স্থিতং রাধাপতিং হরিম্ ॥
পরিপূর্ণতমং সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণং পুরুষোত্তমম্।
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতিং গোলোকং স্বং দদর্শ হ ॥২০
শ্রীকৃষ্ণস্যাপি হসতঃ প্রবিষ্টস্তন্মুখে মুনিঃ।
পুনর্বিনির্গতোঽপশ্যদ্বালং শ্রীনন্দনন্দনম্ ॥ ২১

সম্পন্ন কৃষ্ণ পুনরায় তাঁহার ক্রোড় হইতে বহির্গত হইয়া মধুর হাস্যসহকারে মধুর বাক্য বলিতে বলিতে তাঁহার সম্মুখে সমাগত হইলেন। কৃষ্ণ হাসিতে থাকিলে দুর্ব্বাসা শ্বাসযোগে তাঁহার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্য এক জনবর্জ্জিত আশ্রয়স্বরূপ মহালোক অবলোকন করিলেন। তিনি সেই স্থানে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"আমি কোথায় আসিয়াছি?" তখনই এক অজগর সেই মহামুনিকে গ্রাস করিল। দুর্ব্বাসা তথায় লোক ও পাতালসহ এক ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিলেন তিনি তত্রত্য দ্বীপসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে এক শ্বেত পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া পরমাত্মাকে ভজন করত শতকোটি বৎসর তপস্যা করিলেন। তখন নৈমিত্তিক নামক প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে বিশ্ব ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিল। সমুদ্র সকল ধরাতল প্লাবিত করিতে করিতে সমাগত হইল। দুর্ব্বাসা সেই জলে ভাসিয়া চলিলেন, কিন্তু সে জলের অন্ত দর্শন করিলেন না। ক্রমে সহস্র যুগ অতীত হইলে তাঁহার স্মৃতি লুপ্ত হইল, তিনি জলমধ্যে মগ্ন হইলেন। জলে বিচরণ করিতে করিতে দুর্ব্বাসা আর একটী ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিলেন, তিনি সেই ব্রহ্মাণ্ড ছিদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দিব্য সৃষ্টি দর্শন করিতে লাগিলেন। মুনি সেই ব্রহ্মাণ্ড মস্তকস্থ লোক সকলে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া তাহাতে এক ছিদ্র দর্শন করিলেন এবং হরিকে স্মরণ করিতে করিতে তথায় প্রবিষ্ট হইলেন। অতঃপর সেই অণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া এক জলরাশি দর্শন করিলেন। সেই জলেও তিনি কোটি কোটি রাশি রাশি ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিলেন। অনন্তর দুর্ব্বাসা সেই জল দেখিতে দেখিতে বিরজা নদী দর্শন করিলেন এবং সেই বিরজা পার হইয়া সাক্ষাৎ গোলোকে প্রবিষ্ট হইলেন; তথায় বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধনও শুভ যমুনাপুলিন দর্শন করত প্রসন্ন হইয়া নিকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই নিকুঞ্জ গোপ-গোপীগণাবৃত কোটি কোটি গোগণ-সমন্বিত। ৭—১৮। তন্মধ্যে অসংখ্য কোটি মার্ত্তণ্ডের মত জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল বিদ্যমান, দুর্ব্বাসা সেই মণ্ডল মধ্যে দিব্য লক্ষদল পদ্মে গোলোকপতি অসংখ্য-ব্রহ্মাণ্ডপতি রাধাপতি হরি পরিপূর্ণতম পুরুষোত্তম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান দর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন হাসিতেছিলেন, দুর্ব্বাসা তাঁহার মুখমধ্যে

কালিন্দীনিকটে পুণ্যে সৈকতে রমণস্থলে।
বালকৈঃ সহিতং কৃষ্ণং বিচরন্তং মহাবনে॥ ২২
তদা মুনিশ্চ দুর্ব্বাসা জ্ঞাত্বা কৃষ্ণং পরাৎপরম্।
শ্রীনন্দনন্দনং নত্বা নত্বা প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ২৩

শ্রীমুনিরুবাচ।

বালং নবীনশতপত্রবিশালনেত্রং
বিম্বাধরং সজলমেঘরুচিং মনোজ্ঞম্।
মন্দস্মিতং মধুরসুন্দরমন্দযানং
শ্রীনন্দনন্দনমহং মনসা নমামি॥ ২৪
মঞ্জীরনূপুররণন্নবরত্নকাঞ্চী
শ্রীহারকেসরিনখপ্রতিযন্ত্রসঙ্ঘম্।
দৃষ্ট্যার্ত্তিহারিমষিবিন্দুবিরাজমানং
বন্দে কলিন্দতনুজাতটবালকেলিম্॥ ২৫
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখোপরি কুঞ্চিতাগ্রাঃ
কেশা নবীনঘননীলনিভাঃ স্ফুরন্তঃ।
রাজন্ত আনতশিরঃকুমুদস্য যস্য
নন্দাত্মজায় সবলায় নমো নমস্তে॥ ২৬

শ্রীনন্দনন্দনস্তোত্রং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
তন্নেত্রগোচরো যাতি সানন্দো নন্দনন্দনঃ॥ ২৭

শ্রীনারদ উবাচ।

ইতি প্রণম্য শ্রীকৃষ্ণং দুর্ব্বাসা মুনিসত্তমঃ।
তং ধ্যায়ন্ প্রজপন্ প্রাগাদ্বদর্য্যাশ্রমমুত্তমম্॥২৮

শ্রীগর্গ উবাচ।

ইত্থং দেবর্ষিবর্য্যেণ নারদেন মহাত্মনা।
কথিতং কৃষ্ণচরিতং বহুলাশ্বায় ধীমতে॥ ২৯
ময়া তে কথিতং ব্রহ্মন্ যশঃ কলিমলাপহম্।
চতুষ্পদার্থদং দিব্যং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৩০

শৌনক উবাচ।

বহুলাশ্বো মৈথিলেন্দ্রঃ কিং পপ্রচ্ছ মহামুনিম্।
নারদং জ্ঞানদং শান্তং তন্মে ব্রূহি তপোধন॥ ৩১

শ্রীগর্গ উবাচ।

নারদং জ্ঞানদং নত্বা মানদো মৈথিলো নৃপঃ।
পুনঃ পপ্রচ্ছ কৃষ্ণস্য চরিতং মঙ্গলায়নম্॥ ৩২

শ্রীবহুলাশ্ব উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ সাক্ষাৎ পরমানন্দবিগ্রহঃ।

প্রবিষ্ট হইলেন এবং পুনরায় তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া দেখিলেন—বালক নন্দনন্দন কৃষ্ণ যমুনা সমীপে পুণ্য রমণীয় সৈকতে বালকগণ সহ মহাবনে বিচরণ করিতেছেন। তখন ঋষি দুর্ব্বাসা তাঁহাকে পরাৎপর কৃষ্ণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং নন্দনন্দনকে বারবার প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন মুনি বলিলেন,—বালক নবীন কমলতুল্য বিশাললোচন বিম্বাধর সজল-জলদকান্তি মনোজ্ঞ মন্দহাস্যকরী মধুর-সুন্দর মন্দগামী শ্রীনন্দনন্দনকে মনে মনে আমি প্রণাম করি। শব্দায়মান মঞ্জীর ও নূপুরযুক্ত উজ্জ্বল রত্নকাঞ্চীধারী সংগ্রথিত সিংহনখ-শ্রেণীর হার ভূষিত দুঃখহারক-দৃষ্টিকারী, মসিবিন্দুশোভিত, যমুনাতীরে বালক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি। যাঁহার পূর্ণেন্দু সদৃশ সুন্দর বদনের উপর কুঞ্চিতাগ্র কেশকলাপ নবীন মেঘের নীলপ্রভা বিচ্ছুরিত করত শোভিত হয়, যিনি আনত মস্তক, সেই কুমুদবদন নন্দনন্দনকে বলরামের সহিত বারবার প্রণাম করি। যে মানব নন্দনন্দনের এই স্তোত্র প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগান্তে পাঠ করেন, নন্দনন্দন সানন্দে তাঁহার নেত্রগোচর হন। নারদ বলিলেন,—মুনিসত্তম দুর্ব্বাসা শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকারে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণচিন্তা ও কৃষ্ণ নাম জপ করিতে করিতে উত্তম বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন।১৯—২৮। গর্গ বলিলেন, এইরূপে দেবর্ষিসত্তম মহাত্মা নারদ ধীমান্ বহুলাশ্বের সমীপে কৃষ্ণচরিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; হে ব্রহ্মন্! আমিও তোমার নিকট সেই কলিকলুষনাশক যশস্কর চতুর্ব্বর্গপ্রদ দিব্য কথা কীর্ত্তন করিলাম, পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। শৌনক কহিলেন,—হে তপোধন! মিথিলাপতি বহুলাশ্ব জ্ঞানদ শান্ত মহামুনি নারদকে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। গর্গ বলিলেন,—নারদকে জ্ঞানদ জ্ঞান করিয়া মানদ মৈথিল মহীপতি পুনরায় মঙ্গলালয় কৃষ্ণচরিত জানিতে চাহিলেন। বহুলাশ্ব বলি-

পরং চকার কিং চিত্রং চরিত্রং বদ মে প্রভো ॥৩
পূর্ব্বাবতারৈশ্চরিতং কৃতং বৈ মঙ্গলায়নম্ ।
অপরং কিন্তু কৃষ্ণস্য পবিত্রং কিমতঃ পরম্ ॥৩৪
শ্রীনারদ উবাচ ।
সাধু সাধু ত্বয়া পৃষ্টং চরিত্রং মঙ্গলং হরেঃ ।
ততেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি বৃন্দারণ্যে চ যদ্যশঃ ॥৩৫
ইদং গোলোকখণ্ডঞ্চ গুহ্যং পরমমদ্ভুতম্ ।
শ্রীকৃষ্ণেন প্রকথিতং গোলোকে রাসমণ্ডলে ॥৩৬
নিকুঞ্জে রাধিকায়ৈ চ রাধা মহ্যং দদাবিদম্ ।
ময়া তুভ্যং শ্রাবিতঞ্চ দত্তং সর্ব্বার্থদং পরম্ ॥৩৭

ইদং পঠতি বিপ্রশ্চ সর্ব্বশাস্ত্রার্থগো ভবেৎ ।
শ্রুত্বেদং চক্রবর্ত্তী স্যাৎ ক্ষত্রিয়শ্চণ্ডবিক্রমঃ ॥৩৮
বৈশ্যো নিধিপতির্ভূয়াচ্ছূদ্রো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ।
নিষ্ফলো যোঽপি জগতি জীবন্মুক্তঃ স জায়তে ॥
যো নিত্যং পঠতে সম্যক্ ভক্তিভাবসমন্বিতঃ
স গচ্ছেৎ কৃষ্ণচন্দ্রস্য গোলোকং প্রকৃতেঃ পরম্

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে ভগবজ্জন্মবর্ণনং দুর্ব্বাসসো মায়াদর্শনং শ্রীনন্দনন্দনস্তোত্রবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

লেন,—হে প্রভো! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরমানন্দমূর্ত্তি, অতঃপর তিনি কি বিচিত্র চরিত্র প্রকটিত করিলেন, তাহা বলুন। তাঁহার পূর্ব্বাবতারে প্রকটিত চরিত্র মঙ্গলময়, শ্রীকৃষ্ণের ইহা হইতে আর পবিত্র চরিত্র কি হইতে পারে? নারদ বলিলেন,—সাধু সাধু, তুমি হরির মঙ্গলময় চরিত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ—অতএব বৃন্দাবনে তাঁহার যে কীর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে, তাহা তোমার নিকট সম্যক্রূপে কীর্ত্তন করিব। এই অদ্ভুত গোলোকখণ্ড পরম গুহ্য, শ্রীকৃষ্ণ গোলোকের নিকুঞ্জ মধ্যে রাসমণ্ডলে রাধার নিকট প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তন করেন; রাধা আমাকে ইহা দান করেন, আমি সেই সর্ব্বার্থপ্রদ উত্তম গোলোকখণ্ড তোমাকে দিলাম ও শ্রবণ করাইলাম। বিপ্র ইহা পাঠ করিলে সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন ক্ষত্রিয় শুনিলে সাক্ষাৎ প্রচণ্ডবিক্রম চক্রবর্ত্তী হন; বৈশ্য শুনিলে ধনপতি এবং শূদ্র শুনিলে বন্ধনমুক্ত হইযা থাকে। আর জগতে যদি কেহ নিষ্কামভাবে শ্রবণ করেন, তবে তিনি জীবন্মুক্ত হন। যিনি ভক্তিভাবসমন্বিত হইয়া নিত্য সম্যক্ পাঠ করেন, তিনি প্রকৃতির অতীত শ্রীকৃষ্ণের গোলোক গমন করিয়া থাকেন। ২৯—৪০।

গোলোকখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

গোলোকখণ্ডং সমাপ্তম্ ॥ ১ ॥

বৃন্দাবনখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

কৃষ্ণাতীরে কোকিলাকেলিকীরে
গুঞ্জাপুঞ্জে দেবপুষ্পাদিকুঞ্জে।
কম্বুগ্রীবৌ ক্ষিপ্তবাহূ চলন্তৌ
রাধাকৃষ্ণৌ মঙ্গলং মে ভবেতাম্॥ ১
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ২

শ্রীনারদ উবাচ।

একদোপদ্রবং বীক্ষ্য নন্দো নন্দান্ সহায়কান্।
বৃষভানূপনন্দাংশ্চ বৃষভানুবরাংস্তথা॥ ৩
সমাহূয় পরান্ বৃদ্ধান্ সভায়াং তানুবাচ হ।

নন্দ উবাচ।

কিং কর্ত্তব্যং তু বদতোৎপাতাঃ সন্তি মহাবনে॥

নারদ উবাচ

তেষাং শ্রুত্বাথ সন্নন্দো গোপো বৃদ্ধোঽতিমন্ত্রবিৎ
অঙ্কে নীত্বা রামকৃষ্ণৌ নন্দরাজমুবাচ হ॥ ৫

সন্নন্দ উবাচ।

উত্থাতব্যমিতোঽস্মাভিঃ সর্বৈঃ পরিকরৈঃ সহ।
গন্তব্যং চান্যদেশেষু যত্রোৎপাতা ন সন্তি হি॥৬
বালস্তে প্রাণবৎ কৃষ্ণো জীবনং ব্রজবাসিনাম্।
ব্রজে ধনং কুলে দীপো মোহনো বাললীলয়া॥৭
হা বক্যা শকটেনাপি তৃণাবর্ত্তেন বালকঃ।
মুক্তোঽয়ং দ্রুমপাতেন হ্যুৎপাতং কিমতঃ পরম্

প্র ম অধ্যায়।

কোকিল ও শুককুলের লীলানিকেতন পুঞ্জ পুঞ্জ গুঞ্জাতরুযুক্ত যমুনার মন্দারাদি দেবকুসুম কুঞ্জে বাহুহেলনে বিহারকারী কম্বুকণ্ঠ রাধাকৃষ্ণ আমার মঙ্গলস্বরূপ হউন। অজ্ঞান-অন্ধকারে অন্ধব্যক্তির জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা দ্বারা যিনি নয়ন উন্মীলিত করেন, সেই গুরুকে নমস্কার। নারদ বলিলেন,—নন্দরাজ একদা ব্রজপুরে উপদ্রব দর্শনে বিপদের সহায়ক সন্নন্দ, উপনন্দ, বৃষভানু ও বৃষভানুবর প্রভৃতি এবং অপরাপর বৃদ্ধগণকে সভায় আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন। নন্দ বলিলেন,—এই মহাবনে মহোৎপাত সকল দেখা দিয়াছে, এখন কর্ত্তব্য কি, বল। নারদ বলিলেন,—তচ্ছ্রবণে তন্মধ্য হইতে সন্নন্দ নামক এক মন্ত্রণাবিদ্ বৃদ্ধ গোপ রাম কৃষ্ণকে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া নন্দরাজকে বলিলেন। সন্নন্দ বলিলেন,—সপরিবারে আমাদের এখান হইতে বসবাস উঠাইতে হইবে। যে স্থান উপদ্রবহীন, তথায় আমাদের যাইতে হইবে। প্রাণসম তোমার শিশু কৃষ্ণ ব্রজবাসিজনের জীবন, ব্রজের ধন, কুলের প্রদীপ এবং বাললীলার জন্য মনোহর। আহা! বকী, শকট, ও তৃণাবর্ত্ত অসুরের আক্রমণ এবং বৃক্ষপতন হইতে এই শিশু রক্ষা পাইয়াছে, ইহা হইতে

তস্মাৎ বৃন্দাবনং সর্ব্বৈর্গন্তব্যং বালকৈঃ সহ।
উৎপাতেষু ব্যতীতেষু পুনরাগমনং কুরু ॥ ৯

নন্দ উবাচ।

কতি ক্রোশৈর্বিস্তৃতং তদ্বনং বৃন্দাবনং ব্রজাৎ
তল্লক্ষণং তৎসুখং চ বদ বুদ্ধিমতাংবর ॥ ১০

সন্নন্দ উবাচ।

প্রাগুদীচ্যাং বর্হিষদো দক্ষিণস্যাং যদোঃ পুরাৎ।
পশ্চিমায়াং শোণপুরান্মাথুরং মণ্ডলং বিদুঃ ॥ ১১
বিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণং সার্দ্ধং যদ্‌যোজনেন বৈ।
মাথুরং মণ্ডলং দিব্যং ব্রজমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১২
মথুরায়াং শৌরিগৃহে গর্গাচার্য্যমুখাচ্ছ্রুতম্।
মাথুরং মণ্ডলং দিব্যং তীর্থরাজেন পূজিতম্ ॥১৩
বনেভ্যস্তত্র সর্ব্বেভ্যো বনং বৃন্দাবনং বরম্।
পরিপূর্ণতমস্যাপি লীলাক্রীড়ং মনোহরম্ ॥ ১৪
বৈকুণ্ঠাদপরো লোকো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
একং বৃন্দাবনং নাম বৈকুণ্ঠাচ্চ পরাৎপরম্ ॥ ১৫
যত্র গোবর্দ্ধনো নাম গিরিরাজো বিরাজতে।
কালিন্দীনিকটে যত্র পুলিনং মঙ্গলায়নম্ ॥ ১৬
বৃহৎসানুর্গিরির্যত্র যত্র নন্দীশ্বরো গিরিঃ।
ক্রোশানাং চ চতুর্ব্বিংশদ্বিস্তৃতৈঃ কাননৈর্বৃতম্ ॥
পশব্যং গোপগোপীনাং গবাং সেব্যং মনোহরম্
লতাকুঞ্জাবৃতং তদ্বৈ বনং বৃন্দাবনং স্মৃতম্ ॥ ১৮

নন্দ উবাচ।

কদা ব্রজোঽয়ং সন্নন্দ তীর্থরাজেন পূজিতঃ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি পরং কৌতূহলং হি মে ॥১৯

সন্নন্দ উবাচ।

শঙ্খাসুরো মহাদৈত্যঃ পুরা নৈমিত্তিকে লয়ে।
স্বপতো ব্রহ্মণঃ সোঽপি বেদগ্রগ্দৈত্যপুঙ্গবঃ ॥
জিত্বা দেবান্ ব্রহ্মলোকাদগৃহীত্বা বেদান্ গতোঽর্ণবে
গতেষু যদি বেদেষু দেবানাঞ্চ গতং বলম্ ॥ ২১
তদা সাক্ষাদ্ধরিঃ পূর্ণো ধৃত্বা মাৎস্যং বপুঃ পরম্।
নৈমিত্তিকলয়াম্ভোধৌ যুযুধে তেন যজ্ঞরাট্ ॥ ২২
শূলং চিক্ষেপ হরয়ে শঙ্খো দৈত্যো মহাবলঃ।
স্বচক্রেণ হরিঃ সাক্ষাত্তচ্ছূলং শতধাকরোৎ ॥২৩

আর কি উৎপাত আছে! অতএব সকলেরই বালকসহ বৃন্দাবনে গমন করা কর্ত্তব্য। তার পর উৎপাত অপনোদিত হইলে পুনরায় আগমন করিও। ১—৯। নন্দ বলিলেন,—হে বিপ্রবর! ব্রজ হইতে বৃন্দাবন কত ক্রোশ ব্যবধান, সে বনের লক্ষণ কি, সেখানে কি সুখ আছে, তাহা বল। সন্নন্দ বলিলেন,—বর্হিষদ নগরের পূর্ব্বোত্তরে, যদুপুরের দক্ষিণে এবং শোণপুরের পশ্চিমে মথুরামণ্ডল বিদ্যমান, সার্দ্ধ একবিংশতিযোজন দীর্ঘ ও তৎপরিমিত বিস্তৃত দিব্য মথুরামণ্ডলকে মনীষিগণ ব্রজপুর বলিয়া থাকেন। মথুরার বসুদেব গৃহে গর্গাচার্য্য মুখে শুনিয়াছি,—ঐ দিব্য মথুরামণ্ডল তীর্থরাজ প্রয়াগ কর্ত্তৃক পূজিত হন। তথায় বৃন্দাবন নামে এক সর্ব্বোত্তম বন বিদ্যমান, ঐ মনোহর বৃন্দাবন পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল। বৈকুণ্ঠ হইতে অপর কোন উত্তম লোক হয়ও নাই, হইবেও না; কিন্তু ঐ একমাত্র বৃন্দাবন সেই বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। তথায় গিরিবর গোবর্দ্ধন বিরাজিত; তত্রত্য যমুনা পুলিন পরম মঙ্গলনিলয়, সেখানে নন্দীশ্বর ও বৃহৎসানু নামে আরও দুইটী পর্ব্বত আছে। সে স্থান চতুর্ব্বিংশতি ক্রোড় পরিমিত বিস্তৃত কাননে পরিবেষ্টিত, ঐ মনোহর বন পশুগণের হিতদায়ী এবং গোপগোপী ও গোগণের আশ্রয়ণীয়, বহু লতা ও কুঞ্জে পরিবৃত এবং উহাই বৃন্দাবন নামে অভিহিত। ১০—১৮। নন্দ বলিলেন,—হে সন্নন্দ! কখন সেই ব্রজপুরী প্রয়াগ রাজকর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিল, ইহা জানিবার জন্য আমার পরম কৌতূহল হইতেছে। সন্নন্দ বলিলেন,—পুরাকালীন নৈমিত্তিক লয়ে ব্রহ্মা যখন প্রসুপ্ত হন, তৎকালে বেদদ্রোহী মহাবলী দৈত্যপুঙ্গব শঙ্খাসুর দেবগণকে জয় করত ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত বেদ গ্রহণ করিয়া সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করে! বেদ চলিয়া গেলে দেবগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তখন স্বয়ং পূর্ণপরব্রহ্ম যজ্ঞপতি হরি মহা মৎস্যদেহ ধারণ করিয়া সেই নৈমিত্তিক লয়ে সমুদ্রমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার সহিত সমর করেন। তখন মহাবল শঙ্খাসুর হরির

হরিং তভাড় শিরসা শঙ্খো বিষ্ণুরুরঃস্থলে।
তস্য মূর্দ্ধপ্রহারেণ ন চচাল পরাৎপরঃ ॥ ২৪
তদা গদাং সমাদায় মৎস্যরূপধরো হরিঃ।
পৃষ্ঠে জঘান তং দৈত্যং শঙ্খরূপং মহাবলম্ ॥২৫
গদাপ্রহারব্যথিতঃ কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ।
পুনরুত্থায় সর্ব্বেশং মুষ্টিনা স তভাড় হ ॥ ২৬
তদা বিষ্ণুঃ স্বচক্রেণ সশৃঙ্গং তচ্ছিরো দৃঢ়ম্।
জহার কুপিতঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ কমলেক্ষণঃ ॥ ২৭
জিত্বা শঙ্খং দেববরৈঃ সার্দ্ধং বিষ্ণুর্ব্রজেশ্বরঃ।
প্রয়াগমেত্য স হরির্বেদাংস্তান্ ব্রহ্মণে দদৌ ॥২৮
যজ্ঞং চকার বিধিবৎ সর্ব্বদেবগণৈঃ সহ।
প্রয়াগং চ সমাহূয় তীর্থরাজং চকার হ ॥ ২৯
তৎসাক্ষাদক্ষয়বটঃ কৃতো লীলাতপত্রবৎ।
মুনিভানুসুতেঽথোর্ম্মিচামরৈস্তং বিরেজতুঃ ॥৩০
তদৈব সর্ব্বতীর্থানি জম্বুদ্বীপস্থিতানি চ।
নীত্বা বলিং সমাজগ্মুস্তীর্থরাজায় ধীমতে ॥ ৩১

তীর্থরাজঞ্চ সম্পূজ্য নত্বা তীর্থানি সর্ব্বতঃ।
স্বধামানি যযুর্নন্দ হরৌ দেবৈর্গতে সতি ॥ ৩২
তদৈব নারদঃ প্রাপ্তো মুনীন্দ্রঃ কলহপ্রিয়ঃ।
সিংহাসনে ভ্রাজমানং তীর্থরাজমুবাচ হ ॥ ৩৩

শ্রীনারদ উবাচ।

তীর্থৈঃ প্রপূজিতস্ত্বং বৈ তীর্থরাজ মহাতপঃ।
তুভ্যঞ্চ সর্ব্বতীর্থানি মুখ্যানীহ বলিং দদুঃ ॥ ৩৪
ব্রজাদ্বৃন্দাবনাদীনি নাগতানীহ তে পুরঃ।
তীর্থানাং রাজরাজস্ত্বং প্রমত্তৈস্তৈস্তিরস্কৃতঃ ॥৩৫

সন্নন্দ উবাচ।

ইতি প্রভাষ্য তং সাক্ষাদ্গতে দেবর্ষিসত্তমে।
তীর্থরাজস্তদা ক্রুদ্ধো হরিলোকং জগাম হ ॥ ৩৬
নত্বা হরিং পরিক্রম্য পুরঃ স্থিত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
সর্ব্বতীর্থৈঃ পরিবৃতঃ শ্রীনাথং প্রাহ তীর্থরাট্ ॥৩৭

তীর্থরাজ উবাচ।

হে দেবদেব প্রাপ্তোঽহং তীর্থরাজস্ত্বয়া কৃতঃ।

প্রতি শূল নিক্ষেপ করিলে হরিও স্বীয় চক্রদ্বারা তাহা শতধা ছিন্ন করিলেন। শঙ্খাসুর নিজ মস্তকদ্বারা বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল, কিন্তু সেই মস্তক প্রহারে পরাৎপর ভগবান্ বিচলিত হইলেন না, মৎস্যরূপী হরি গদাগ্রহণ করিয়া মহাবল শঙ্খের পৃষ্ঠদেশে প্রহার করিলেন। গদাঘাতে ব্যথিত শঙ্খ কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাকুলিত হইয়া তখনি পুনরায় উত্থিত হইল এবং জগৎ-পতিকে মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিল। তখন কমল-নয়ন সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু কুপিত হইয়া স্বীয় চক্রদ্বারা তাহার সুদৃঢ় সশৃঙ্গ মস্তক ছেদন করিলেন। হে ব্রজেশ্বর। এইরূপে শঙ্খদৈত্যকে জয় করিয়া বিষ্ণু দেববরগণসহ প্রয়াগে আগ-মনপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে বেদ সকল অর্পণ করিলেন। এবং সেখানে সমস্ত দেবতার সহিত যথাবিধি যজ্ঞ করিয়া প্রয়াগরাজকে আবাহন করতঃ তাঁহাকে তীর্থরাজ করিয়া দিলেন। তথায় তদীয় লীলাচ্ছত্রস্বরূপ অক্ষয়বট প্রতিষ্ঠিত হইল, গঙ্গা ও যমুনা নিজ লহরীরূপ চামর দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন, জম্বুদ্বীপস্থিত সমস্ত-তীর্থ পূজোপহার সহকারে আগমন করিয়া তীর্থরাজ প্রয়াগকে অর্পণ করিলেন। অতঃপর তাঁহারা তীর্থরাজের পূজা ও প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, হরিও দেবগণসহ নিজধামে উপনীত হইলেন। ১৯—৩২। হে নন্দ! তখন কলহপ্রিয় মুনিবর নারদ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সিংহাসনে সুখাসীন হইয়া তীর্থরাজকে বলিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন,—হে তপঃসম্পন্ন তীর্থরাজ! তুমি সর্ব্বতীর্থ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছ, সকল তীর্থই তোমাকে মুখ্য মুখ্য পূজোপহার প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ব্রজপুর হইতে বৃন্দাবনাদি ত তোমার সমীপে উপস্থিত হন নাই! তুমি তীর্থরাজ হইলেও সেই সকল প্রমত্ত বৃন্দাবনাদি দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছ। সন্নন্দ বলিলেন,—স্বয়ং দেবর্ষিসত্তম নারদ প্রয়াগকে এইরূপ বলিয়া চলিয়া গেলে সর্ব্বতীর্থ-পরিবৃত তীর্থরাজ প্রয়াগ ক্রুদ্ধ হইয়া হরিপুরে গমন করিলেন এবং হরিকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মুখে করযোড়ে অবস্থানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। তীর্থরাজ বলিলেন,—হে দেব-দেব! আপনা কর্ত্তৃক আমি তীর্থরাজ হই-

বলিং দদুর্মে তীর্থানি মথুরামণ্ডলং বিনা ॥ ৩৮
প্রমত্তৈর্ব্রজতীর্থৈশ্চ তৈরহন্তু তিরস্কৃতঃ।
তস্মাত্ত্বভ্যঞ্চ কথিতং প্রাপ্তোহহং তব মন্দিরে ॥
।
ধরায়াং সর্ব্বতীর্থানাং ত্বং কৃতস্তীর্থরাণ্ময়া।
কিন্তু স্বস্য গৃহস্যাপি ন কৃতো রাট্ ত্বমেব হি ॥
কিং ত্বমে মন্দিরং লিপ্সুর্মত্তবদ্ভাষসে কথম্।
তীর্থরাজ গৃহং গচ্ছ শৃণু বাক্যং শুভঞ্চ মে ॥ ৪১
মথুরামণ্ডলং সাক্ষান্মন্দিরং মে পরাৎপরম্।
লোকত্রয়াৎ পরং দিব্যং প্রলয়েহপি ন সংহৃতম্ ॥

সন্নন্দ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা তীর্থরাজো বিস্মিতোহভূদ্ গতস্ময়ঃ।
আগত্য নত্বা সম্পূজ্য মাথুরং ব্রজমণ্ডলম্।
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য স্বধাম গতবান্ পুনঃ ॥৪৩
ধরায়া মানভঙ্গার্থং পূর্ব্বং মে তৎপ্রদর্শিতম্।
ময়া তবাগ্রে কথিতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

নন্দ উবাচ।

ধরায়া মানভঙ্গার্থং কেন পূর্ব্বং প্রদর্শিতম্।
এতন্মে বদ গোপেশ মাথুরং ব্রজমণ্ডলম্ ॥ ৪৫

সন্নন্দ উবাচ।

আদৌ বারাহকল্পেঽস্মিন্ হরির্বারাহরূপধৃক্।
রসাতলাৎ সমুদ্ধৃত্য গাং বভৌ দংষ্ট্রয়া প্রভুঃ ॥৪৬
গচ্ছন্তং বারিবৃন্দেষু ভগবন্তং রমেশ্বরম্।
দংষ্ট্রাগ্রে শোভিতা পৃথ্বী প্রাহ দেবং জনার্দ্দনম্ ॥

ধরোবাচ।

দেব কুত্র স্থলে ত্বং বৈ স্থাপনাং মে করিষ্যসি।
জলপূর্ণং জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে বদ হে প্রভো ॥৪৮

বরাহ উবাচ।

যদা বৃক্ষাঃ প্রদৃষ্টা হি ভবন্ত্যুদ্বেগতা জলে।
তদা তে স্থাপনা ভূয়াৎ পশ্যন্তী গচ্ছ ভূরুহান্ ॥

ধরোবাচ।

স্থাবরাণান্তু রচনা মমোপরি সমাস্থিতা।
অন্যাস্তি কিংবা ধরণী ত্বহং হি ধারণাময়ী ॥৫০

য়াছি, একমাত্র মথুরামণ্ডল ভিন্ন সমস্ত তীর্থই আমাকে পূজোপহার প্রদান করিয়াছেন, আমি প্রমত্ত ব্রজতীর্থগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছি। অতএব আপনাকে ইহা বলিবার জন্য আমি আপনার মন্দিরে উপস্থিত। ভগবান্ বলিলেন,—আমি তোমাকে পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থের রাজা করিয়াছি, কিন্তু আমি আমার নিজগৃহের রাজত্ব তোমাকে প্রদান করি নাই; তুমি আমার মন্দির লইতে ইচ্ছা করিয়া উন্মত্তের ন্যায় এ কি বলিতেছ? হে তীর্থরাজ! গৃহে গমন কর—আর আমার শুভবাক্য শ্রবণ কর। মথুরামণ্ডল আমার সাক্ষাৎ সর্ব্বোত্তম মন্দির, ইহা লোকত্রয়ের অতীত, এই দিব্য মথুরা প্রলয়েও সংলীন হন না। সন্নন্দ বলিলেন,—ইহা শুনিয়া তীর্থরাজ বিস্মিত হইলেন, তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইল; তিনি ব্রজমণ্ডলে আগমন করিয়া মথুরাকে পূজা প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পুনরায় নিজ ধামে গমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ধরার মানভঙ্গার্থ যে মথুরামণ্ডল প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং আমি যাহা বিদিত ছিলাম, সম্প্রতি তাহা তোমার সমীপে কীর্ত্তন করিলাম, পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর। নন্দ বলিলেন,—হে গোপবর! ধরার মানভঙ্গার্থ কে পূর্ব্বে মথুরার ব্রজমণ্ডল দেখাইয়াছিলেন, আমাকে তাহা বল। ৩৩—৪২। সন্নন্দ বলিলেন,—আদি বরাহকল্পে বরাহরূপধারী প্রভু হরি রসাতল হইতে পৃথিবীকে দন্তদ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন। রমাপতি ভগবান্ দেব জনার্দ্দন পৃথিবীকে দংষ্ট্রাগ্রে লইয়া রসাতল হইতে উত্থিত হইলে, পরম শোভা হইয়াছিল। জলমধ্যগত ভগবানকে ধরা বলিলেন,—হে দেব! সমগ্র জগৎ জলপূর্ণ দেখিতেছি, অতএব হে প্রভো! কোন্ স্থানে আমার স্থাপনা করিবেন। বরাহ বলিলেন,—তুমি দেখিবে—যে স্থানে জলের উচ্ছ্বাস উত্থিত ও বৃক্ষগণ দণ্ডায়মান, সেইস্থানে তোমার প্রতিষ্ঠা হইবে; অতএব তুমি তথাবিধ বৃক্ষ দেখিতে দেখিতে গমন কর। ধরা বলিলেন,—আমি ধারণা করি, আমার উপর স্থাবরগণের অবস্থান হয়, আমা

সন্নন্দ উবাচ।

বদন্তীত্থং দদর্শাগ্রে জলে বৃক্ষান্ মনোহরান্।
বীক্ষ্য পৃথ্বী হরিং প্রাহ সর্ব্বতো বিগতস্ময়া ॥৫১

ধরোবাচ।

দেব কস্মিন্ স্থলে বৃক্ষাঃ সন্তি হ্যেতে সপল্লবাঃ।
ইদং মনসি মে চিত্রং বদ যজ্ঞপতে প্রভো ॥ ৫২

বরাহ উবাচ।

মাথুরং মণ্ডলং দিব্যং দৃষ্টন্তেঽগ্রে নিতম্বিনি।
গোলোকভূমিসংযুক্তং প্রলয়েঽপি ন সংহৃতম্ ॥৫৩

সন্নন্দ উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতা পৃথ্বী গতমানা বভূব হ।
তস্মান্নন্দ মহাবাহো ব্রজোঽয়ং সর্ব্বতোঽধিকঃ ॥
শ্রুত্বেদং ব্রজমাহাত্ম্যং জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
তীর্থরাজাৎ পরং বিদ্ধি মাথুরং ব্রজমণ্ডলম্ ॥৫৫

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীবৃন্দাবনখণ্ডে নন্দ-সন্নন্দসংবাদে বৃন্দাবনগমনোদ্যোগবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ভিন্ন অন্য আর কে ধরণী আছে। সন্নন্দ বলিলেন,—বসুন্ধরা এইরূপ বলিতে বলিতে সম্মুখবর্ত্তী জলে মনোহর তরুনিকর দর্শনে সর্ব্বপ্রকার গর্ব্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক বরাহরূপী হরিকে বলিতে লাগিলেন। ধরা বলিলেন,—হে দেব! পল্লবান্বিত এই সকল পাদপ কোন্ স্থল অবলম্বনে জল মধ্যে আছে, হে প্রভু যজ্ঞপতে! ইহা আমার মনে বড়ই বৈচিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব বলুন। বরাহ বলিলেন,—হে নিতম্বিনি! গোলোক-ভূলগ্ন এই যে সম্মুখে দিব্য মথুরামণ্ডল পরিদৃষ্ট হইতেছে, ইহা প্রলয়েও প্রলীন হয় না। সন্নন্দ বলিলেন—বসুন্ধরা ইহা শুনিয়া বিস্মিতা হইলেন, তাঁহার অভিমান অপগত হইল। অতএব হে মহাবাহু নন্দ! এই ব্রজমণ্ডল সমগ্র স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ! মানব এই ব্রজমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া জীবন্মুক্ত হয়। এই মথুরাস্থ ব্রজমণ্ডলকে তীর্থরাজ প্রয়াগ হইতেও প্রধান জানিবে। ৪৩-৫৫।

বৃন্দাবনখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নন্দ উবাচ।

হে সন্নন্দ মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞোঽসি বহুশ্রুতঃ।
ব্রজমণ্ডলমাহাত্ম্যং বদতস্তে মুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ১
গিরির্গোবর্দ্ধনো নাম তস্যোৎপত্তিং চ মে বদ।
কস্মাদেনং গিরিবরং গিরিরাজং বদন্তি হি ॥ ২
যমুনেয়ং নদী সাক্ষাৎ কস্মাল্লোকাৎ সমাগতা।
তন্মাহাত্ম্যং চ বদ মে ত্বমসি জ্ঞানিনাং বরঃ ॥ ৩

সন্নন্দ উবাচ।

একদা হাস্তিনপুরে ভীষ্মং ধর্ম্মভৃতাং বরম্।
পপ্রচ্ছ পাণ্ডুরিত্থং স্বং জনানাং চানুশৃণ্বতাম্ ॥৪
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকাধিপতিঃ প্রভুঃ ॥ ৫
ভুবো ভারাবতারায় গচ্ছন্ দেবো জনার্দ্দনঃ।
রাধাং প্রাহ প্রিয়ে ভীরু গচ্ছ ত্বমপি ভূতলে ॥৬

রাধোবাচ।

যত্র বৃন্দাবনং নাস্তি ন যত্র যমুনা নদী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নন্দ বলিলেন,—হে সন্নন্দ! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ ও বহুবিৎ; তোমার মুখ হইতে তোমার কথিত ব্রজমণ্ডল মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে গোবর্দ্ধন গিরির উৎপত্তিও আমার নিকট কীর্ত্তন কর। এই গিরিবরকে কেন গিরিরাজ বলা হয়? এই নদীরূপিণী সাক্ষাৎ যমুনা কোন্ লোক হইতে সমাগতা হইয়াছেন? এবং তাঁহার মাহাত্ম্য কি? তুমি জ্ঞানিবর, অতএব তাহাও আমাকে বল। সন্নন্দ বলিলেন,—একদা পাণ্ডু হস্তিনাপুরে বহু শ্রোতার সমক্ষে ধার্ম্মিকপ্রবর ভীষ্মকে এই প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি গোলোকেশ্বর পরিপূর্ণতম দেব জনার্দ্দন সাক্ষাৎ প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূভারহরণ জন্য গোলোকে গমন করেন। তিনি রাধাকে বলিলেন,—প্রিয়ে! হে ভীরু! তুমিও ভূতলে গমন কর। রাধা বলিলেন,—যে স্থানে বৃন্দা-

যত্র গোবর্দ্ধনো নাস্তি তত্র মে ন মনঃসুখম্ ॥ ৭

সনন্দ উবাচ।

বেদনাগক্রোশভূমিং স্বধাম্নঃ শ্রীহরিঃ স্বয়ম্।
গোবর্দ্ধনং চ যমুনাং প্রেষয়ামাস ভূপরি ॥ ৮
বেদনাগক্রোশভূমিঃ সাপি চাত্র সমাগতা।
চতুর্বিংশদ্বনৈর্যুক্তা সর্ব্বলোকৈশ্চ বন্দিতা ॥ ৯
ভারতাৎ পশ্চিমদিশি শাল্মলীদ্বীপমধ্যতঃ।
গোবর্দ্ধনো জন্ম লেভে পত্ন্যাং দ্রোণাচলস্য চ ॥
গোবর্দ্ধনোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে।
হিমালয়সুমের্বাদ্যাঃ শৈলাঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ ॥ ১১
নত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য পূজাং কৃত্বা বিধানতঃ।
গোবর্দ্ধনস্য পরমাং স্তুতিং চক্রুর্মহাদ্রয়ঃ ॥ ১২

শৈলা ঊচুঃ।

ত্বং সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্রস্য পরিপূর্ণতমস্য চ।
গোলোকে গোগণৈর্যুক্তে গোপীগোপালসংযুতে
ত্বং হি গোবর্দ্ধনো নাম বৃন্দারণ্যে বিরাজসে।
ত্বমো গিরীণাং সর্ব্বেষাং গিরিরাজোঽসি সাম্প্রতম্ ॥ ১৪
নমো বৃন্দাবনাঙ্কায় তুভ্যং গোলোকমৌলিনে।
পূর্ণব্রহ্মাতপত্রায় নমো গোবর্দ্ধনায় চ ॥ ১৫
॥ ...

ইতি শ্রুত্বাথ গিরয়ো জগ্মুঃ স্বস্বং স্থলং ততঃ।
শৈলো গিরিবরঃ সাক্ষাৎ গিরিরাজ ইতি স্মৃতঃ॥
একদা তীর্থযায়ী চ পুলস্ত্যো মুনিসত্তমঃ।
দ্রোণাচলসুতং শ্যামং গিরিং গোবর্দ্ধনং বরম্ ॥ ১৭
মাধবীলতিকাপুষ্পফলভারসমন্বিতম্।
নির্ঝরৈর্নাদিতং শান্তং কন্দরামঙ্গলায়নম্ ॥ ১৮
তপোযোগং রত্নময়ং শতশৃঙ্গং মনোহরম্।
চিত্রধাতুবিচিত্রাঙ্গং সটঙ্কং পক্ষিসংকুলম্ ॥ ১৯
মৃগৈঃ শাখামৃগৈর্ব্যাপ্তং ময়ূরধ্বনিমণ্ডিতম্।
মুক্তিপ্রদং মুমুক্ষূণাং তং দদর্শ মহামুনিঃ ॥ ২০
তল্লিপ্সুর্মুনিশার্দ্দূলো দ্রোণপার্শ্বং সমাগতঃ।
পূজিতো দ্রোণগিরিণা পুলস্ত্যঃ প্রাহ তং গিরিম্

পুলস্ত্য উবাচ।

হে দ্রোণ ত্বং গিরিন্দ্রোঽসি সর্ব্বদেবৈশ্চ পূজিতঃ

বন নাই,—যমুনা নদী নাই,—গিরি গোবর্দ্ধন নাই, সেস্থানে যাইতে আমার মন প্রসন্ন নহে। ১—৭। সনন্দ বলিলেন,—অতঃপর হরি স্বয়ং নিজ ধাম হইতে চৌরাশী ক্রোশ ভূমি, গোবর্দ্ধন ও যমুনা নদী পৃথ্বীতলে প্রেরণ করিলেন। ঐ সমাগত চৌরাশী ক্রোশ বৃন্দাবন চতুর্ব্বিংশতি বনযুক্ত ও সর্ব্বলোকবন্দিত। ভারতের পশ্চিম প্রদেশে শাল্মলীদ্বীপ মধ্যে গোবর্দ্ধন দ্রোণপর্ব্বতের পত্নীতে জন্মলাভ করিলেন। গোবর্দ্ধন জন্মিলে সুরগণ তদুপরি পুষ্পবর্ষণ এবং হিমালয় সুমেরু আদি গিরিবরগণ তথায় আগমন করিয়া যথাবিধি গোবর্দ্ধনের পূজা প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করত উত্তম স্তব করিয়াছিলেন। শৈলগণ বলিলেন,—তুমি স্বয়ং পরিপূর্ণতম কৃষ্ণচন্দ্রের গোপ গোপী ও গোগণযুক্ত গোলোকের বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন নামে বিরাজ করিতেছ; তুমিই সম্প্রতি আমাদের সমগ্র গিরিসমাজের রাজা। বৃন্দাবন তোমার ক্রোড়ে বিরাজিত, তুমি গোলোক-মুকুট; তোমাকে নমস্কার। হে গোবর্দ্ধন! তুমি পূর্ণব্রহ্মের ছত্রস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। সনন্দ বলিলেন—অনন্তর শৈলগণ, এইরূপে স্তুতি করিয়া স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, গোবর্দ্ধন গিরিরাজ নামে অভিহিত হইলেন। ৮—১৬। একদা তীর্থযাত্রী মুনিসত্তম পুলস্ত্য দ্রোণাচল নন্দন শ্যামসুন্দর গিরি গোবর্দ্ধনে আগমন করেন। মহামুনি পুলস্ত্য মাধবীলতা-পুষ্প-শোভিত, ফলভারসমাকুল, নির্ঝরনাদিত, মঙ্গলময় কন্দরশালী, শান্ত, তপোযোগ্য, রত্নময়, শতশৃঙ্গ, মনোহর বিচিত্র ধাতুরাগরঞ্জিত, সশব্দ পক্ষিপরিবৃত, হরিণ বানরাদি পশুপরিব্যাপ্ত, ময়ূরধ্বনিমণ্ডিত এবং মুমুক্ষুগণের মুক্তিপ্রদ সেই গোবর্দ্ধন গিরি দর্শন করিলেন। মুনিশার্দ্দূল পুলস্ত্য গোবর্দ্ধন গিরির প্রাপ্তি কামনায় তৎপিতা দ্রোণাচল সমীপে গমন করিলেন এবং দ্রোণাচল কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পুলস্ত্য বলিতে লাগিলেন। পুলস্ত্য বলিলেন,—হে গিরীন্দ্র দ্রোণ!

দিব্যৌষধিসমাযুক্তঃ সদা জীবনদো নৃণাম্ ॥ ২২
অর্থী ত্বদন্তিকে প্রাপ্তঃ কাশীতোহহং মহামুনিঃ।
গোবর্দ্ধনং সুতং দেহি নান্যৈরর্থৈরত্র প্রয়োজনম্ ॥
বিশ্বেশ্বরস্য দেবস্য কাশীনাম্নী মহাপুরী।
যত্র পাপী মৃতঃ সদ্যঃ পরং মোক্ষং প্রয়াতি হি।
(তত্রৈব স্থাপয়িষ্যামি যত্র কোহপি ন পর্ব্বতঃ।)
যত্র গঙ্গা গতা সাক্ষাদ্বিশ্বনাথোহপি যত্র বৈ ॥ ২৫
গোবর্দ্ধনে তব সুতে লতাবৃক্ষসমাকুলে।
তস্মিংস্তপঃ করিষ্যামি জাতোহয়ং মে মনোরথঃ
সন্নন্দ উবাচ।
পুলস্ত্যবচনং শ্রুত্বা স্বসুতস্নেহবিহ্বলঃ।
অশ্রুপূর্ণো দ্রোণগিরিস্তং মুনিং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৭
দ্রোণ উবাচ।
পুত্রস্নেহাকুলোহহং বৈ পুত্রো মেহয়মতি প্রিয়ঃ।
তে শাপভয়ভীতোহহং বদাম্যেনং মহামুনে ॥২৮
হে পুত্র গচ্ছ মুনিনা ভারতে কর্ম্মকে শুভে।
ত্রৈবর্গ্যং লভতে যত্র নৃভির্মোক্ষমপি ক্ষণাৎ ॥ ২৯

গোবর্দ্ধন উবাচ।
মুনে কথং মাং নয়সি দৈর্ঘ্যতঃ যোজনাষ্টকম্।
যোজনদ্বয়মুচ্চাঙ্গং পঞ্চযোজনবিস্তৃতম্ ॥ ৩০
পুলস্ত্য উবাচ।
উপবিশ্য করে মে ত্বং গচ্ছ পুত্র যথাসুখম্।
বাহয়ামি করে ত্বাং বৈ যাবৎ কাশীং সমাগতঃ ॥
গোবর্দ্ধন উবাচ।
মুনে যত্র স্থলে ভূম্যাং স্থাপনাং মে করিষ্যসি।
করিষ্যামি ন চোত্থানং তদ্ভূম্যাঃ শপথো মম ॥৩২
পুলস্ত্য উবাচ।
অহমাশাল্মলীদ্বীপান্মর্য্যাদীকৃত্য কোশলম্।
ন স্থাপনাং করিষ্যামি শপথস্তেপি মে পথি ॥ ৩৩
সন্নন্দ উবাচ।
মুনেঃ করতলে তস্মিন্নারুরোহ মহাচলঃ।
প্রণম্য পিতরং দ্রোণমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণঃ ॥ ৩৪
মুনিস্তং দক্ষিণকরে ধৃত্বাগচ্ছনৈঃ শনৈঃ।
স্বতেজো দর্শয়ন্নৃণাং প্রাপ্তোহভূদ্ ব্রজমণ্ডলে

তুমি সর্ব্বদেবপূজিত, দিব্য ওষধিসমন্বিত ও সর্ব্বদা মানবগণের জীবনপ্রদ। আমি কাশী-বাসী মহামুনি হইয়াও তোমার সমীপে আসিয়া প্রার্থী হইয়াছি। তোমার তনয় গোবর্দ্ধনকে আমায় দাও। অন্য কোন প্রার্থনা আমার নাই। দেবদেব বিশ্বেশ্বরের যে কাশী নাম্নী মহাপুরী আছে, সেখানে পাপী মরিয়া সদ্য পরম মুক্তি লাভ করে; যেখানে গঙ্গা আছেন এবং স্বয়ং বিশ্বেশ্বর তথায় বাস করেন। তথাপি লতাতরু সমাকুল তোমার পুত্র গোবর্দ্ধনকে তথায় স্থাপিত করিয়া আমি সেইস্থানে তপস্যা করিবার অভিলাষ করিয়াছি। সন্নন্দ বলি-লেন,—পুলস্ত্যবাক্য শ্রবণে সুতস্নেহবিহ্বল দ্রোণাদ্রির নয়ন অশ্রু দ্বারা আর্দ্র হইল, তিনি মুনিকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। দ্রোণ বলি-লেন,—এই পুত্র আমার অতিপ্রিয়, তাই আমি পুত্রস্নেহাকুল। তথাপি হে মুনে! আপনার শাপভয়ে ভীত হইয়া পুত্রকে আপনার অভি-প্রায় জ্ঞাপন করিতেছি। হে পুত্র! শুভ ভারত কর্ম্মভূমি, তথায় মানবগণ ত্রিবর্গ এমন কি সদ্য মুক্তিলাভে সমর্থ; অতএব তুমি মুনির সহিত ভারতে গমন কর। গোবর্দ্ধন বলিলেন,—আমি অষ্ট-যোজন দীর্ঘ, পঞ্চ-যোজন বিস্তৃত ও দুই যোজন উচ্চ, হে মুনে! কেমন করিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন? পুলস্ত্য বলিলেন,—হে পুত্র! তুমি স্বচ্ছন্দে আমার হস্তে অবস্থান করিয়া গমন কর, আমি করে করিয়া তোমাকে কাশী পর্য্যন্ত লইয়া যাইব। গোবর্দ্ধন বলিলেন,—হে মুনে! যাইতে যাইতে ভারবোধে আমাকে যে স্থলে স্থাপন করিবেন, আমি তথায়ই থাকিয়া যাইব, সে স্থান হইতে আর উত্থিত হইব না, আমার ইহা প্রতিজ্ঞা জানিবেন। পুলস্ত্য বলিলেন,—শাল্মলীদ্বীপ হইতে কোশলদেশ পর্য্যন্ত তোমাকে হস্ত হইতে পথে কোথায়ও নামা-ইব না, আমারও ইহা শপথ জানিবে। ১৭—৩৩। সন্দন্ন বলিলেন,—তখন অশ্রু-পূর্ণলোচন মহাবল গোবর্দ্ধন পিতা দ্রোণকে প্রণাম করিয়া মুনিকরতলে আরোহণ করি-লেন। মুনি মানবগণকে স্বীয় তেজ প্রদর্শন

জাতিস্মরো গিরিরত্র প্রাহেদং পথি চিন্তয়ন্ ।
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥৩৬
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্ব্রজেঽবতরিষ্যতি ।
বাললীলাঞ্চ কৈশোরীং চেষ্টাং গোপালবালকৈঃ ॥
দানলীলাং মানলীলাং হরিরত্র করিষ্যতি ।
তস্মান্ময়া ন গন্তব্যং ভূমিশ্চেয়ং কলিন্দজা ॥৩৮
গোলোকাদ্রাধয়া সার্দ্ধং শ্রীকৃষ্ণোঽত্রাগমিষ্যতি ।
কৃতকৃত্যো ভবিষ্যামি কৃত্বা তদ্দর্শনং পরম্ ॥ ৩৯
ইতি বিচার্য্য মনসা ভূরিভারং দদৌ করে ।
তদা মুনিশ্চ শ্রান্তোঽভূদ্ভূতপূর্ব্বগতস্মৃতিঃ ॥ ৪০
করাত্তূত্তার্য্য তং শৈলং নিধায় ব্রজমণ্ডলে ।
লঘুশঙ্কো জপার্থং হি গতোঽভূদ্ভারপীড়িতঃ ॥৪১
কৃত্বা শৌচং জলে স্নাত্বা পুলস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ।
উত্তিষ্ঠেতি মুনিঃ প্রাহ গিরিং গোবর্দ্ধনং পরম্ ॥
নোত্থিতং ভূরিভারাঢ্যং করাভ্যাং তং মহামুনিঃ
স্বতেজসা বলেনাঽপি গৃহীতুমুপচক্রমে ॥ ৪৩
মুনিনা সংগৃহীতোঽপি গিরিরাজো গিরার্দ্রয়া ।
ন চচালাঙ্গুলিং কিঞ্চিদপি দ্রোণনন্দনঃ ॥ ৪৪

পুলস্ত্য উবাচ ।

গচ্ছ গচ্ছ গিরিশ্রেষ্ঠ ভারং মা কুরু মা কুরু ।
ময়া জ্ঞাতোঽসি রুষ্টস্ত্বমভিপ্রায়ং বদাশু মে ॥ ৪৫

গোবর্দ্ধন উবাচ ।

মুনেঽত্র মে ন দোষোঽস্তি ত্বয়া মে স্থাপনা কৃতা ।
করিষ্যামি ন চোত্থানং পূর্ব্বং মে শপথঃ কৃতঃ ॥

সন্নন্দ উবাচ ।

পুলস্ত্যো মুনিশার্দ্দূলঃ ক্রোধাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ ।
স্ফুরদোষ্ঠো দ্রোণপুত্রং শশাপ বিগতোদ্যমঃ ॥ ৪৭

পুলস্ত্য উবাচ ।

গিরে ত্বয়াতিধৃষ্টেন ন কৃতো মে মনোরথঃ ।
তস্মাত্তু তিলমাত্রং হি নিত্যং ত্বং ক্ষীণতাং ব্রজ

সন্নন্দ উবাচ ।

কাশীংগতে পুলস্ত্যর্ষৌ স্বয়ং গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ।

করিতে করিতে গোবর্দ্ধনকে দক্ষিণ করে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে ব্রজমণ্ডল পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। জাতিস্মর গিরি গোবর্দ্ধন পথি মধ্যে চিন্তা করিতে করিতে মনে মনে বলিলেন,—অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতি পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই ব্রজে অবতীর্ণ হইবেন ; হরি এখানে গোপাল বালকগণের সহিত বাল্য ও কৈশোর লীলা এবং দানলীলা ও মানলীলা করিবেন ; অতএব পবিত্র যমুনাতীরজ এই ব্রজভূমি আমি পরিত্যাগ করিব না। শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত গোলোক হইতে এখানে আগমন করিবেন ; আমি দুর্লভদর্শন তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া কৃতকৃত্য হইব। গোবর্দ্ধন মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া মুনির করে ভূরিভার প্রদান করিলেন ; তখন ভারপীড়িত মুনি শ্রান্ত ও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া কর হইতে গোবর্দ্ধনকে অবতারণ করত ব্রজমণ্ডলে স্থাপনপূর্ব্বক নিঃশঙ্ক হইয়া শৌচ জপাদি নির্ব্বাহার্থ গমন করিলেন। মুনিসত্তম পুলস্ত্য শৌচান্তে জলে স্নান করিয়া গিরিবর গোবর্দ্ধনকে বলিলেন—গাত্রোত্থান কর। ভূরি-ভার গিরিগোবর্দ্ধন উত্থিত হইলেন না,মুনি স্বীয় তেজোবলে তাহাকে করদ্বয়ে গ্রহণ করিতে উপক্রম করিলেন। মুনি কর্ত্তৃক গৃহীত দ্রোণ-নন্দন গিরিরাজ গোবর্দ্ধন তদীয় বিনয় বাক্যে অঙ্গুলিমাত্রও চলিত হইলেন না। ৩৪—৪৪। পুলস্ত্য বলিলেন,—হে গিরিবর! গমন কর গমন কর ; আর ভার দিও না, দিও না। তুমি রুষ্ট হইয়াছ, ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি : এখন স্বীয় অভিলাষ আমার নিকট প্রকাশ কর। গোবর্দ্ধন বলিলেন—হে মুনে! এ বিষয়ে আমার দোষ নাই, আপনিই আমাকে স্থাপনা করিয়াছেন ; আমাকে রাখিয়া দিলে আমি যে আর উত্থিত হইব না, এ শপথ ত আমি পূর্ব্বেই করিয়াছি। সন্নন্দ বলিলেন,—হতোদ্যম মুনিশার্দ্দূল পুলস্ত্যের ক্রোধে সমস্ত ইন্দ্রিয় বিচলিত হইল, তিনি ওষ্ঠ কম্পিত করিয়া দ্রোণতনয়কে অভিশপ্ত করিলেন। পুলস্ত্য বলিলেন,—হে গিরে! তুমি অত্যন্ত ধৃষ্টতা করিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করিলে না, অতএব প্রতিদিন এক এক তিল করিয়া ক্ষয়-

নিত্যং সঙ্কীয়তে নন্দ তিলমাত্রং দিনে দিনে॥
যাবদ্ভাগীরথী গঙ্গা যাবদ্গোবর্দ্ধনো গিরিঃ।
তাবৎ কলেঃ প্রভাবস্তু ভবিষ্যতি ন কর্হিচিৎ॥
গোবর্দ্ধনস্য প্রকটং চরিত্রং
নৃণাং মহাপাপহরং পবিত্রম্।
ময়া তবাগ্রে কথিতং বিচিত্রং
সুমুক্তিদং কৌ রুচিরং ন চিত্রম্॥ ৫১

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীবৃন্দাবনখণ্ডে
গিরিরাজোৎপত্তিকথনং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সন্নন্দ উবাচ।

গোলোকে হরিণাজ্ঞপ্তা কালিন্দী সরিতাং বরা।
কৃষ্ণং প্রদক্ষিণীকৃত্য গন্তুমভ্যুদিতাভবৎ॥ ১
তদৈব বিরজা সাক্ষাদ্ গঙ্গা ব্রহ্মদ্রবোদ্ভবা।
যে নদ্যৌ যমুনায়ান্তু সম্প্রলীনে বভূবতুঃ॥ ২
পরিপূর্ণতমাং কৃষ্ণাং তস্মাৎ কৃষ্ণস্য নন্দরাট্।
পরিপূর্ণতমস্যাপি পট্টরাজ্ঞীং বিদুর্জনাঃ॥ ৩
ততো বেগেন মহতা কালিন্দী সরিতাং বরা।
বিভেদ বিরজাবেগং নিকুঞ্জদ্বারনির্গতা॥ ৪
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডচয়ং স্পৃষ্ট্বা ব্রহ্মদ্রবং গতা।
ভিন্দন্তী তজ্জলং দীর্ঘং স্ববেগেন মহানদী॥ ৫
বামপাদাঙ্গুষ্ঠনখভিন্নব্রহ্মাণ্ডমস্তকে।
শ্রীবামনস্য বিবরে ব্রহ্মদ্রবসমাকুলে॥ ৬
তস্মিন্ শ্রীগঙ্গয়া সার্দ্ধং প্রবিষ্টাভূৎ সরিদ্বরা।
বৈকুণ্ঠং চাজিতপদং সম্প্রাপ্য ধ্রুবমণ্ডলে॥ ৭
ব্রহ্মলোকমভিব্যাপ্য পতন্তী ব্রহ্মমণ্ডলাৎ।
ততঃ সুরাণাং শতশো লোকাল্লোকং জগাম হ॥ ৮
ততঃ পপাত বেগেন সুমেরুগিরিমূর্দ্ধনি।
গিরিকূটানতিক্রম্য ভিত্বা গণ্ডশিলাতটান্॥ ৯
সুমেরোর্দ্দক্ষিণাদিশং গন্তুমভ্যুদিতাঽভবৎ।

প্রাপ্ত হও। সন্নন্দ বলিলেন,—হে নন্দ! পুলস্ত্য এইরূপ বলিয়া কাশী চলিয়া গেলে এই গোবর্দ্ধন গিরি প্রতিদিন একতিল করিয়া ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। যাবৎকাল পর্য্যন্ত ভূতলে ভাগীরথী গঙ্গা ও গোবর্দ্ধন গিরি বিদ্যমান থাকিবেন, সে পর্য্যন্ত কলির প্রভাব কুত্রাপি হইবে না। হে নন্দ! এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উৎপত্তি কথা ও পবিত্র চরিত্র মর্ত্ত্যে মানবগণের মহাপাপহর; এই মনোজ্ঞ উত্তম মুক্তিপ্রদ বিচিত্র কথা আপনার সমীপে বর্ণন করিলাম, ইহা আশ্চর্য্য মনে করিবেন না। ৪৫—৫১।

বৃন্দাবনখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

সন্নন্দ বলিলেন—এক সময় হরি নদীশ্রেষ্ঠা যমুনাকে গোলোকে আগমনার্থ আদেশ করেন। তখন যমুনা কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমনোদ্যতা হইলে বিরজা ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মপাদোদ্ভবা গঙ্গা এই নদীদ্বয় যমুনা অঙ্গে লীন হন। হে নন্দরাজ! এজন্য লোকে যমুনাকে পরিপূর্ণতমা এবং পরিপূর্ণতম কৃষ্ণের প্রধানা রাণী বলিয়া থাকেন। অনন্তর এক সময়ে সরিদ্বরা যমুনা নিজ প্রবল বেগে বিরজাবেগ ভেদ করিয়া তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেন এবং স্বয়ং নিকুঞ্জদ্বার দিয়া নির্গত হন। তারপর মহানদী যমুনা অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সমূহ স্পর্শ করিয়া গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গতা হন। তিনি নিজ প্রবল বেগে গঙ্গাজল ভেদ করেন। বামনদেবের বামপদাঙ্গুষ্ঠের নখদ্বারা ব্রহ্মাণ্ড মস্তক নির্ভিন্ন হইলে যে বিবর বিকাশ হয়, সরিদ্বরা যমুনা সেই বিবর পথে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। তারপর ধ্রুবমণ্ডলে গিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন; অতঃপর ব্রহ্মমণ্ডল বৈকুণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মলোক প্লাবিত করেন, এবং তৎপর শতশত দেবলোকের এক লোক হইতে অপর লোকে উপনীত হন। অনন্তর অত্যন্ত বেগে সুমেরু পর্ব্বতের মস্তকে পতিত হন এবং গিরিশৃঙ্গসমূহ অতিক্রম করিয়া গণ্ডগিরি সকল ভেদ করত

ততঃ শ্রীযমুনা সাক্ষাচ্ছীগঙ্গায়াং বিনির্গতা ॥ ১০
গঙ্গা তু প্রযযৌ শৈলং হিমবন্তং মহানদী।
কৃষ্ণা তু প্রযযৌ শৈলং কালিন্দং প্রাপ্য সা যদা
কালিন্দীতি সমাখ্যাতা কালিন্দপ্রভবা যদা।
কালিন্দগিরিসানূনাং গণ্ডশৈলতটান্ দৃঢ়ান্ ॥১২
ভিত্ত্বা লুঠন্তী ভূখণ্ডে কৃষ্ণা বেগবতী সতী।
দেশান্ পুনন্তী কালিন্দী প্রাপ্তবান্ খাণ্ডবে বনে
পরিপূর্ণতমং সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণং বরমিচ্ছতী।
ধৃত্বা বপুঃ পরং দিব্যং তপস্তেপে কলিন্দজা ॥ ১৪
পিত্রা বিনির্ম্মিতে গেহে জলেঽদ্যাপি সমাশ্রিতা
ততো বেগেন কালিন্দী প্রাপ্তাভূদ্ ব্রজমণ্ডলে ॥
বৃন্দাবনসমীপে চ মথুরানিকটে শুভে।
শ্রীমহাবনপার্শ্বে চ সৈকতে রমণস্থলে ॥ ১৬
শ্রীগোকুলে চ যমুনা যূথীভূত্বাঽতিসুন্দরী।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ররাসার্থং নিজবাসং চকার হ ॥ ১৭
অথ ব্রজাদ্ ব্রজন্তী সা ব্রজবিক্ষেপবিহ্বলা।
প্রেমানন্দাশ্রুসংযুক্তা ভূত্বা পশ্চিমবাহিনী ॥ ১৮
ততস্ত্রিবারং বেগেন নত্বাথো ব্রজমণ্ডলে।
দেশান্ পুনন্তী প্রযযৌ প্রয়াগং তীর্থসত্তমম্ ॥১৯
পুনঃ শ্রীগঙ্গয়া সার্দ্ধং ক্ষীরাব্ধিং সা জগাম হ।
দেবাঃ সুবর্ষং পুষ্পাণাং চক্রুর্দ্দিবি জয়ধ্বনিম্ ॥২০
কৃষ্ণা শ্রীযমুনা সাক্ষাৎ কালিন্দী সরিতাং বরা।
সমুদ্রমেত্য শ্রীগঙ্গা প্রাহ গদ্গদয়া গিরা ॥ ২১

যমুনোবাচ।

হে গঙ্গে ত্বং তু ধন্যাসি সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডপাবনী।
কৃষ্ণপাদাব্জসম্ভূতা সর্ব্বলোকৈকবন্দিতা ॥ ২২
ঊর্দ্ধং যামি হরের্লোকং গচ্ছ ত্বমপি হে শুভে।
ত্বৎসমানং হি দিব্যঞ্চ ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥২৩
সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা তস্মাত্ত্বাং প্রণমাম্যহম্।
যৎ কিঞ্চিদ্বা প্রকথিতং তৎ ক্ষমস্ব সুমঙ্গলে ॥২৪

গঙ্গোবাচ।

হে কৃষ্ণে ত্বং তু ধন্যাসি সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডপাবনী।

সুমেরুর দক্ষিণদিক্ দিয়া গমনে উদ্যতা হন। তারপর যমুনা ও গঙ্গা পরস্পর পৃথক্ হইয়া গঙ্গা হিমালয় পর্ব্বতে এবং মহানদী যমুনা কালিন্দ পর্ব্বতে গমন করেন। যমুনা যখন কালিন্দ হইতে বিনির্গত হন,তখন তিনি কালিন্দী নামে আখ্যাতা হইয়া থাকেন। বেগবতী যমুনা কালিন্দ শৈলের সানুস্থিত সুদৃঢ় গণ্ড-গিরির তট সকল ভেদ করিয়া ভূতলে পতিত হন এবং তত্রত্য দেশসকল পবিত্র করিয়া খাণ্ডব কাননে উপস্থিত হইয়া থাকেন। কলিন্দনন্দিনী যমুনা পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য পরম দিব্য দেহ ধারণ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। ১—১৪। তিনি অনেক দিন পিতৃগৃহে কলিন্দপর্ব্বতের কন্যা-রূপে মানুষদেহে বিরাজিত থাকিয়া বেগময় জলরূপে ব্রজমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন। শুভদ মথুরা বৃন্দাবন সমীপে পরমরমণীয় সৈকত স্থলে মহাবনপার্শ্বস্থ গোকুলে যমুনাসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে রাস করিবার অভিলাষে নিজাবাস নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ব্রজ হইতে যখন তিনি প্রবাহরূপে প্রচলিত হন, তখন তাঁহার অত্যন্ত ব্রজবিরহ ব্যথা উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি প্রেমানন্দজ নয়ন-জলে আকুলিত হইয়া পশ্চিমবাহিনী হন। অতঃপর নিজবেগে বারত্রয় ব্রজমণ্ডলকে নমস্কার করিয়া তত্রত্য দেশ সকল পবিত্র করিতে করিতে তীর্থরাজ প্রয়াগে গিয়া যখন গঙ্গার সহিত সমুদ্রগমনে উদ্যত হন, তখন স্বর্গে দেবগণ জয়ধ্বনি সহকারে পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন। যমুনা সাগরে আগমন করিয়া গদ্গদ বাক্যে গঙ্গাকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। যমুনা বলিলেন,—হে গঙ্গে! তুমি ধন্যা; তুমি কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে জাতা, সর্ব্বলোকপূজিতা ও সকল ব্রহ্মাণ্ডের পাবনী। হে শুভে! আমি ঊর্দ্ধে হরিপুরে গমন করিতেছি, তুমিও আমার সহিত গমন কর। তোমার সমান পবিত্র তীর্থ হয়ও নাই,—হইবেও না। হে গঙ্গে! তুমি সর্ব্বতীর্থময়ী, অতএব আমি তোমাকে প্রণাম করি। আমি তোমাকে যদি কিছু মন্দ বাক্য বলিয়া থাকি, হে সুমঙ্গলে! তাহা ক্ষমা কর। ১৫—২৪। গঙ্গা বলিলেন,—হে যমুনে। তুমিও কৃষ্ণ-

কৃষ্ণবামাঙ্গসম্ভূতা পরমানন্দরূপিণী ॥ ২৫
পরিপূর্ণতমা সাক্ষাৎ সর্ব্বলোকৈকবন্দিতা।
পরিপূর্ণতমস্যাপি শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৬
পট্টরাজ্ঞীং পরাং কৃষ্ণে কৃষ্ণাং ত্বাং প্রণমাম্যহম্।
তীর্থৈর্দ্দেবৈর্দুর্লভা ত্বং গোলোকেঽপি চ দুর্ঘটা ॥
অহং যাস্যামি পাতালং শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞয়া শুভম্।
ত্বদ্বিয়োগাতুরাহহং বৈ যানং কর্ত্তুং ন চ ক্ষমা ॥
যূথীভূত্বা ভবিষ্যামি শ্রীব্রজে রাসমণ্ডলে।
যৎ কিঞ্চিন্মে প্রকথিতং তৎ ক্ষমস্ব হরিপ্রিয়ে ॥
সন্নন্দ উবাচ।
ইত্থং পরস্পরং নত্বা দ্বে নদ্যৌ যযতুর্দ্রুতম্।
লোকান্ পবিত্রীকুর্ব্বন্তী পাতালে স্বঃসরিদ্গতা ॥
সাপি ভোগবতী নাম্না বভৌ ভোগবতীবনে।
যজ্জলং সত্রিনয়নঃ শেষো মূর্দ্ধ্না বিভর্ত্তি হি ॥ ৩১
অথ কৃষ্ণা স্ববেগেন ভিত্ত্বা সপ্তাব্ধিমণ্ডলম্।
সপ্তদ্বীপমহীপৃষ্ঠে লুঠন্তী বেগবত্তরা ॥ ৩২
গত্বা স্বর্ণময়ীং ভূমিং লোকালোকাচলং গতা।
তৎসানুগণ্ডশৈলানাং তটং ভিত্বা কলিন্দজা ॥৩৩
তন্মূর্দ্ধ্নি চোৎপপাতাশু স্ফুরদ্বজ্জলধারয়া।
উদগচ্ছন্তী তদূর্দ্ধং সা যযৌ স্বর্গন্তু নাকিনাম্ ॥ ৩৪
আব্রহ্মলোকং লোকাংস্তানভিব্যাপ্য হরেঃ পদম্
ব্রহ্মাণ্ডরন্ধ্রং শ্রীব্রহ্মদ্রবযুক্তং সমেত্য সা ॥ ৩৫
পুষ্পবর্ষং প্রবর্ষৎসু দেবেষু প্রণতেষু চ।
পুনঃ শ্রীকৃষ্ণগোলোকমারুরোহ সরিদ্বরা ॥ ৩৬
কলিন্দগিরির্নন্দিনীনবচরিত্রমেতচ্ছুভং
শ্রুতঞ্চ যদি পাঠিতং ভুবি তনোতি সন্মঙ্গলম্।
জনোঽপি যদি ধারয়েৎ কিল পঠেচ্চ যো নিত্যশঃ
স যাতি পরমং পদং নিজনিকুঞ্জলীলারতম্ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং শ্রীবৃন্দাবনখণ্ডে নন্দ-সন্নন্দসংবাদে কালিন্দ্যাগমনবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

বামাঙ্গসম্ভূতা, সুতরাং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডপাবনী ও ধন্যা; তুমি পরমানন্দরূপিণী সর্ব্বলোকের একমাত্র পূজিতা ও সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতমা; বিশেষতঃ তুমি পরিপূর্ণতম মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়া পাটরাণী; অতএব হে কৃষ্ণে! আমি তোমায় প্রণাম করি। তুমি তীর্থ ও দেবগণেরও দুর্লভ, গোলোকেও তুমি সুলভ নহ। আমি শ্রীকৃষ্ণের আদেশে শুভাবহ পাতালে গমন করিতেছি, কিন্তু তোমার বিরহ-ব্যথায় গমনে সমর্থ হইতেছি না। আবার ব্রজপুরের রাসমণ্ডলে একত্র মিলিত হইব; হে হরিপ্রিয়ে! আমি যাহা কিছু অপ্রিয় বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর। সন্নন্দ বলিলেন,—এই প্রকারে গঙ্গা ও যমুনা পরস্পর প্রণাম পুরঃসর দ্রুত প্রচলিত হইলেন; সুরনদী গঙ্গা সমস্ত লোক পবিত্র করত পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া শেষনাগের ভোগবতী বনে ভোগবতী নামে বিখ্যাতা হইলেন। ত্রিলোচন শঙ্কর ও শেষ নাগ তদীয় জল নিজ নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। ২৫—৩১। অনন্তর অতিবেগবতী যমুনা স্বীয় বেগে সপ্ত সাগরমণ্ডল ভেদ করিয়া সপ্তদ্বীপময়ী মহী আপ্লুত করত স্বর্ণময়ী ভূমির মধ্য দিয়া লোকালোকাচলে উপনীত হইলেন। অনন্তর উচ্ছলিত জল বেগে লোকালোক পর্ব্বতের সানুস্থিত গণ্ডশৈলের তটভূমি ভেদ করিয়া সত্বর তাহার শিখর দেশে উৎপতিত হইলেন এবং ক্রমে তদূর্দ্ধদেশ দেবাবাস স্বর্গে গমন করিলে ব্রহ্মলোক হইতে অখিলসুরলোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোকে পরিব্যাপ্ত হইলেন। তারপর ব্রহ্মদ্রবযুক্ত হরি পাদস্থান ব্রহ্মাণ্ডরন্ধ্রে আগমন করিয়া পুনর্ব্বার গোলোকে গমন করিলেন, তখন দেবগণ প্রণত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মানব যদি কলিন্দগিরিনন্দিনী যমুনার এই পরম মঙ্গলময় পবিত্র চরিত্র নিত্য শ্রবণ, পাঠ কিংবা ধারণ করে, তবে পৃথিবীতে সর্ব্ববিধ সুমঙ্গল বিস্তৃত হয় এবং সে ব্যক্তি নিজ নিকুঞ্জ লীলারত ভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩২—৩৭।

বৃন্দাবনখণ্ডে তৃতীয় আধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ।

সন্নন্দস্য বচঃ শ্রুত্বা গন্তুং নন্দঃ সমুদ্যতঃ।
সর্ব্বৈর্গোপগণৈঃ সার্দ্ধং মুদিতোঽভূন্মহামনাঃ
যশোদয়া চ রোহিণ্যা সর্ব্বগোপীগণৈঃ সহ।
অশ্বৈ রথৈর্বীরজনৈর্মণ্ডিতো বিপ্রমণ্ডলৈঃ ॥২
গোভিশ্চ শকটৈর্যুক্তো বৃদ্ধৈর্ব্বালৈস্তথানুগৈঃ।

পুত্রাভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যাং নন্দরাজো মহামতিঃ।
রথমারুহ্য হে রাজন্ বনং বৃন্দাবনং যযৌ ॥ ৪
বৃষভানুবরো গোপো গজমারুহ্য ভার্য্যয়া।
অঙ্কে নীত্বা সুতাং রাধাং গীয়মানশ্চ গায়কৈঃ ॥ ৫
মৃদঙ্গতালবীণানাং বেণূনাং কলনিস্বনৈঃ।
গোপালগোগণৈঃ সার্দ্ধং বৃন্দারণ্যং জগাম হ ॥৬
উপনন্দাস্তথা নন্দাস্তথা ষট্ বৃষভানবঃ।
সর্ব্বৈঃ পরিকরৈঃ সার্দ্ধং জগ্মুর্বৃন্দাবনং বনম্ ॥ ৭
বৃন্দাবনে সম্প্রবিশ্য গোপাঃ সর্ব্বে সহানুগাঃ।
ঘোষান্ বিধায় বসতীর্ব্বাসং চক্রুরিতস্ততঃ ॥ ৮
সভামণ্ডপসংযুক্তং সদুর্গং পরিখাবৃতম্।
চতুর্যোজনবিস্তীর্ণং সপ্তদ্বারসমন্বিতম্ ॥ ৯
সরোবরৈঃ পরিবৃতং রাজমার্গং মনোহরম্।
সহস্রকুঞ্জকং পুরং বৃষভানুরচীক্লৃপৎ ॥ ১০

চচার ক্রীড়নপরো গোপীনাং প্রীতিমাহবন্ ॥১১
অথ বৃন্দাবনে রাজন্ সর্ব্বগোপালসম্মতৌ।
বভূবতুর্ব্বৎসপালৌ রামকৃষ্ণৌ মনোহরৌ ॥ ১২
চারয়ামাসতুর্বৎসান্ গ্রামসীম্ন্যর্ভকৈঃ সহ।
কালিন্দীনিকটে পুণ্যে পুলিনে রামকেশবৌ ॥ ১৩
নিকুঞ্জেষু চ কুঞ্জেষু সম্প্রলীনাবিতস্ততঃ।
রিঙ্গমাণৌ চ কুত্রাপি নন্দন্তৌ চেরতুর্ব্বনে ॥ ১৪
কিঙ্কিণীজালসংযুক্তৌ সিঞ্জন্মঞ্জীরনূপুরৌ।
নীলপীতাম্বরধরৌ হারকেয়ূরভূষিতৌ ॥ ১৫
ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতো বালৈর্ব্বংশীবাদনতৎপরৌ

চতুর্থ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—সন্নন্দের বাক্য শ্রবণে গোপগণসহ মহামনা নন্দরাজ পরম আনন্দিত হইয়া গমনোদ্যত হইলেন, তিনি যশোদা, রোহিণী, সমস্ত গোপ বীরজনমণ্ডিত অশ্ব রথ ও বিপ্রমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া গো-গণ যোজিত শকটারোহী অনুগ বৃদ্ধ বালকগণ সহ গায়কগণ কর্ত্তৃক গীয়মান হইয়া শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য সহকারে পুত্র রাম কৃষ্ণকে লইয়া রথারোহণে বৃন্দাবনে গমন করিলেন। হে রাজন্! মহামতি গোপবর বৃষভানু নিজকন্যা রাধাকে ক্রোড়ে করিয়া ভার্য্যার সহিত গজারোহণে গায়কগণ কর্ত্তৃক গীয়মান হইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন। তখন মৃদঙ্গ, পনব ও বেণুর মধুর ধ্বনিসহকারে গোগণসহ গোপাল সকল তাঁহার সহিত বৃন্দাবনে উপনীত হইল। উপনন্দ, নন্দ ও অপর ছয় বৃষভানু তাঁহারাও নিজ নিজ যাবতীয় গৃহ-দ্রব্যসম্ভারসহ বৃন্দাবনে গমন করিলেন। এইরূপে স্ব স্ব অনুচরসহ সমস্ত গোপ বৃন্দাবনে প্রবেশপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে গোপালগণের বসতিস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বৃষভানু সভা-মণ্ডপসংযুক্ত চতুর্যোজন বিস্তৃত সপ্তদ্বার সমন্বিত পরিখাযুক্ত দুর্গ-সরোবর-পরিবৃত মনোহর রাজ-পথ শোভিত সহস্র কুঞ্জযুক্ত এক পুর রচনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের আনন্দ-বর্দ্ধন-করত সেই নগরে ও বৃষভানুপুরে বালকগণের সহিত ক্রীড়ারত হইয়া বিচরণ করিতে লাগি-লেন। হে রাজন্! অনন্তর সমস্ত গোপের সম্মতিক্রমে মনোহর কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দা-বনে বৎস পালনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বালক-গণসহ গ্রামের বাহিরে বৎসগণকে চরাইতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ কখন যমুনার পুণ্য পুলিন-সন্নিহিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ কুঞ্জে লুক্কায়িত হইতেন; কখন সানন্দে ক্রীড়া করিতে করিতে বনে বিচরণ করিতেন। হার-কেয়ূরভূষিত নীলবসন বলরাম ও পীতবসন কৃষ্ণ কটিদেশে শব্দায়-মান কিঙ্কিণী ও চরণে নূপুর পরিধান করিয়া বংশীবাদন তৎপর বালকগণসহ কন্দুকাদি নিক্ষেপপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেন; তাঁহাদের

মুখেন কিঙ্কিণীশব্দং কুর্ব্বদ্ভির্ব্বালকৈশ্চ তৌ ॥ ১৬
ধাবন্তৌ পক্ষিভিশ্ছায়াং রেজতু রামকেশবৌ।
ময়ূরপক্ষসংযুক্তৌ পুষ্পপল্লবভূষিতৌ ॥ ১৭
একদা বৎসবৃন্দেষু প্রাপ্তং বৎসাসুরং নৃপ।
কংসপ্রণোদিতং জ্ঞাত্বা শনৈস্তত্র জগাম হ ॥ ১৮
ধাবন্ গোপেষু সর্ব্বত্র লাঙ্গুলং চালয়ন্মুহুঃ।
দৈত্যঃ পশ্চিমপাদাভ্যাং হরিমংসে ততাড় হ ॥১৯
পলায়িতেষু বালেষু কৃষ্ণস্তং পাদয়োর্দ্বয়োঃ।
গৃহীত্বা ভ্রাময়িত্বাথ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ২০
পুনর্নীত্বা করাভ্যাং তং কপিত্থে প্রাহিণোদ্ধরিঃ।
তদা মৃত্যুং গতে দৈত্যে কপিত্থোহপি মহাদ্রুমঃ
কপিত্থান্ পাতয়ামাস তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
বিস্মিতেষু চ বালেষু সাধু সাধ্বিতি বাদিষু ॥ ২২
দিবি দেবা জয়ারাবৈঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে।
তদ্দৈত্যস্য মহজ্জ্যোতিঃ কৃষ্ণে লীনং বভূব হ ॥ ২৩

বহুলাশ্ব উবাচ।
অহো পূর্ব্বং সুকৃতকৃৎ কোহয়ং বৎসাসুরো মুনে
শ্রীকৃষ্ণে লীনতাং প্রাপ্তঃ শ্রীপ্রপূর্ণে পরাৎপরে ॥

শ্রীনারদ উবাচ।
মুরুপুত্রো মহাদৈত্যঃ প্রমীলো নাম দেবজিৎ।
বসিষ্ঠস্যাশ্রমে প্রাপ্তো নন্দিনীং গাং দদর্শ হ ॥ ২৫
তল্লিপ্সুর্ব্রাহ্মণো ভূত্বা যযাচে গাং মনোহরাম্
তূষ্ণীং স্থিতে গৌরুবাচ বসিষ্ঠে দিব্যদর্শনে ॥২৬

নন্দিন্যুবাচ।
মুনীনাং গাং সমাহর্ত্তুং ভূত্বা বিপ্রঃ সমাগতঃ।
দৈত্যোহসি মুরুজস্তস্মাদ্গোবৎসো ভব দুর্ম্মতে

শ্রীনারদ উবাচ।
তদৈব বৎসরূপোহভূন্মুরুপুত্রো মহাসুরঃ।
বসিষ্ঠং গাং পরিক্রম্য নত্বা ত্রাহীত্যুবাচ হ ॥ ২৮

গৌরুবাচ।
দ্বাপরান্তে মহাদৈত্য বৃন্দারণ্যে যদা তব।
গোবৎসেষু গতস্যাপি তদা মুক্তির্ভবিষ্যতি ॥২৯

সঙ্গী বালকেরা প্রমোদবশে মুখদ্বারা কিঙ্কিণী রব করিত। কৃষ্ণ-বলরাম আকাশে উড্ডীন পক্ষিগণের ছায়া অনুসরণ করিয়া ধাবিত হইতেন; কখন বা ময়ূরপক্ষ সংযুক্ত পুষ্প-পল্লবে স্ব স্ব ভূষা সম্পাদিত করিতেন। হে নৃপ! একসময়ে কংসপ্রেরিত বৎসাসুর বৎসপাল মধ্যে পতিত হইলে কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া তথায় উপস্থিত হন। বৎসাসুর লাঙ্গুল উত্তোলিত করিয়া গোপগণমধ্যে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছিল; সে পশ্চাদ্‌ভাগের পদদ্বয় দ্বারা কৃষ্ণের স্কন্ধদেশে আঘাত করিল। বালকগণ তখন পলায়ন করিতেছিল, কৃষ্ণ সেই অসুরের পাদদ্বয় ধরিয়া ভ্রামিত করত ভূতলে পাতিত করিলেন এবং তখনই পুনরায় করদ্বয়ে তুলিয়া লইয়া কপিত্থবৃক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। অসুর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, পরন্তু তদীয় দেহ-সম্পর্কে সেই পতিত সুবৃহৎ কপিত্থ তরুর আঘাত পরম্পরায় অনেক কপিত্থ তরু ভূমিতলে পতিত হইল; সে ব্যাপারও যেন কি এক অদ্ভুত! বালকগণ বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণের বহু সাধুবাদ করিল, স্বর্গে দেবগণ জয়ধ্বনিসহকারে পুষ্পবর্ষণ করিলেন; আর সেই দৈত্যের দেহজ্যোতি কৃষ্ণে লীন হইয়া গেল। ১২—২৩। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মুনে! এই সুকৃতকারী বৎসাসুর পূর্বে এমন কি ছিল যে, পরিপূর্ণতম পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়া গেল। নারদ বলিলেন,—মুরুপুত্র সুরজয়ী প্রমীল নামক মহাদৈত্য একদা বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিয়া তদীয় সুরূপা নন্দিনী গাভী দর্শনে প্রলুব্ধ হয় এবং ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণপূর্ব্বক বশিষ্ঠ নিকটে সেই নন্দিনী প্রার্থনা করে। তখন দিব্যদর্শন বশিষ্ঠ মৌনী হইয়া অবস্থিত হইলে নন্দিনী বলিতে লাগিল। নন্দিনী বলিল,—রে দুর্ম্মতি মুরুতনয়! তুই দৈত্য হইয়া বিপ্রবেশে মুনিজনের গো হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্, অতএব গোবৎস হ। ... বলিলেন,—তখনই মহাসুর মুরুতনয় বৎসরূপ প্রাপ্ত হইল এবং বশিষ্ঠ ও নন্দিনীকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া বলিল—আমাকে পরিত্রাণ করুন। নন্দিনী বলিল,—হে মহাদৈত্য! দ্বাপরান্তে বৃন্দাবনে যখন তুই গোবৎস হইয়া বৎসগণমধ্যে বিচরণ করিবি, তখন তোর মুক্তি

শ্রীনারদ উবাচ ।
পরিপূর্ণতমে সাক্ষাৎ কৃষ্ণে পতিতপাবনে ।
তস্মাদ্বৎসাসুরো দৈত্যো লীনোঽভূন্ন হি
বিস্ময়ঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীবৃন্দাবনখণ্ডে বৎসাসুরমোক্ষো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ ।
একদা চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বালকৈর্হরিঃ ।
যমুনানিকটে প্রাপ্তং বকং দৈত্যং দদর্শ হ ॥ ১
শ্বেতপর্ব্বতসঙ্কাশো বৃহৎপাদো ঘনধ্বনিঃ ।
পলায়িতেষু বালেষু বজ্রতুণ্ডোঽগ্রসদ্ধরিম্ ॥ ২
রুদন্তো বালকাঃ সর্ব্বে গতপ্রাণা ইবাভবন্ ।
হাহাকারং তদা কৃত্বা দেবাঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ ॥ ৩
ইন্দ্রো বজ্রং তদা নীত্বা তং ততাড় মহাবকম্ ।
তেন ঘাতেন পতিতো ন মমার সমুত্থিতঃ ॥ ৪

হইবে। নারদ বলিলেন,—সেই দৈত্য বৎসাসুর পতিতপাবন সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণে লীন হয়, অতএব এবিষয়ে বিস্ময়ের কিছুই নাই। ২৪—৩০।

বৃন্দাবনখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—একদা রাম ও কৃষ্ণ গোপবালকগণের সহিত গোচরণ করিতে করিতে যমুনা নিকটে উপনীত হইয়া বকদৈত্যকে দর্শন করেন। শ্বেত পর্ব্বত-তুল্যপ্রভ বৃহৎপাদ বক মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিলে বালকগণ পলায়নপর হইল; বক বজ্রতুল্য তুণ্ড দ্বারা কৃষ্ণকে গিলিয়া ফেলিল। তখন বালকগণ রোদন করিতে করিতে মৃতবৎ হইয়া গেল। দেবগণ হাহাকার করিতে করিতে তথায় সমাগত হইলেন, ইন্দ্র বজ্র গ্রহণ করিয়া

ব্রহ্মাপি ব্রহ্মদণ্ডেন তং ততাড় রুষান্বিতঃ ।
তেন ঘাতেন পতিতো মূর্চ্ছিতো ঘটিকাদ্বয়ম্ ॥ ৫
বিধুন্বন্ স্বতনুং বেগাৎ জৃম্ভিতঃ পুনরুত্থিতঃ ।
ন মমার তদা দৈত্যো জগর্জ্জ ঘনস্বনী ॥ ৬
ত্রিলোচনস্ত্রিশূলেন তং জঘান মহাসুরম্ ।
ছিন্নৈকপক্ষো দৈত্যোঽপি ন মৃতোঽতিভয়ঙ্করঃ
বায়ব্যাস্ত্রেণ বায়ুস্তং সংজঘান বকং ততঃ ।
উচ্চচাল বকস্তেন পুনস্তত্র স্থিতোঽভবৎ ॥ ৮
যমস্তং যমদণ্ডেন তাড়য়ামাস চাগ্রতঃ ।
তেন দণ্ডেন ন মৃতো বকো বৈ চণ্ডবিক্রমঃ ॥ ৯
দণ্ডোঽপি ভগ্নতাং প্রাগাৎ সক্ষতো নাভবদ্বকঃ
তদৈব চাগ্রতঃ প্রাপ্তশ্চণ্ডাংশুশ্চণ্ডবিক্রমঃ ॥ ১০
শতবাণৈর্বকং দৈত্যং সংজঘান ধনুর্দ্ধরঃ ।
তীক্ষ্ণৈঃ পক্ষগতৈর্বাণৈর্ন মমার বকস্ততঃ ॥ ১১
ধনদস্তং চ খড়্গেন সুতীক্ষ্ণেন জঘান হ ।

সেই মহাবককে প্রহার করিলেন। বজ্রপ্রহারে বক পতিত হইয়াও মরিল না, সে পুনরায় উত্থিত হইল। ব্রহ্মাও ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন, সেই প্রহারে বক ভূপাতিত হইল এবং ঘটিকাদ্বয় যাবৎ মূর্চ্ছিত হইয়া রহিল। বক গাত্র কম্পন ও জৃম্ভণকরিয়া পুনরায় উত্থিত হইল। বলবান্ বক মরিল না, সে তখন মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিল। ত্রিলোচন ত্রিশূল দ্বারা সেই মহাসুরকে আঘাত করিলেন, কিন্তু তাহাতেও সেই অতি ভয়ঙ্কর বক মরিল না, তাহার একটী মাত্র পক্ষ ছিন্ন হইল; অনন্তর বায়ু বায়ব্যাস্ত্রে বককে বিষম প্রহার করিলেন, তাহাতে সে কিঞ্চিৎমাত্র চালিত হইয়া পুনরায় অবস্থিত হইল। যম স্বীয় দণ্ডদ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন, কিন্তু সে দণ্ডাঘাতেও চণ্ডবিক্রম বক মরিল না; এমন কি, তাহার দেহে ক্ষতও হইল না; পরন্তু সেই দণ্ডই ভগ্ন হইল। অনন্তর ধনু ধারণ করিয়া প্রচণ্ডতেজা মার্ত্তণ্ড বকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণ শত বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন, কিন্তু বাণাঘাতে তাহার প্রাণান্ত হইল না। ১—১১।

ছিন্নদ্বিতীয়পক্ষোঽভূন্ন মৃতো দৈত্যপুঙ্গবঃ ॥ ১২
নীহারাস্ত্রেণ তং সোমঃ সংজঘান মহাবকম্।
শীতার্ত্তো মূর্চ্ছিতো দৈত্যো ন মৃতঃ পুনরুত্থিতঃ
আগ্নেয়াস্ত্রেণ তং হ্যগ্নিঃ সন্তাতাড় মহাবকম্।
ভস্মরোমাভবদ্দৈত্যো ন মমার মহাখলঃ ॥ ১৪
অপাম্পতিস্তং পাশেন বদ্ধা কৌ বিচকর্ষ হ।
কর্ষণাৎ স মহাপাপশ্ছিন্নোঽভূন্ন মৃতশ্চ বৈ ॥ ১৫
ততাড় গদয়া তং বৈ ভদ্রকালী তরস্বিনী।
মূর্চ্ছিতস্তৎপ্রহারেণ পরং কশ্মলতাং যযৌ ॥ ১৬
ক্ষতমূর্দ্ধা সমুত্থায় বিধুন্বন্ স্বতনুং পুনঃ।
জগর্জ্জ ঘনবদ্ধীরো বকো দৈত্যো মহাখলঃ ॥ ১৭
তদা শক্তিধরঃ শক্তিং তস্মৈ চিক্ষেপ সত্বরঃ।
তয়ৈকপাদো ভগ্নোঽভূন্ন মৃতঃ পক্ষিণাং বরঃ ॥
তদা ক্রোধেন সহসা ধাবন্ দৈত্যস্তড়িৎস্বনঃ।
দেবান্ বিদ্রাবয়ামাস স্বচঞ্চা তীক্ষ্ণতুণ্ডয়া ॥ ১৯
অগ্রে পলায়িতান্ দেবানধাবদ্বকোঽম্বরে।
পুনস্তত্র গতো দৈত্যো নাদয়ন্মণ্ডলং দিশাম্ ॥ ২০
তদা দেবর্ষয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বে ব্রহ্মর্ষয়ো দ্বিজাঃ।
শ্রীনন্দনন্দনায়াশু সফলাং চাশিষং দদুঃ ॥ ২১
তদৈব কৃষ্ণস্তন্মধ্যে ততান বপুরুজ্জ্বলম্।
চচ্ছর্দ্দ কৃষ্ণং সহসা ক্ষতকণ্ঠো মহাবকঃ ॥ ২২
পুনঃ কৃষ্ণং সমাহর্ত্তুং তীক্ষ্ণয়া তুণ্ডয়াগতম্।
পুচ্ছে গৃহীত্বা তং কৃষ্ণঃ পোথয়ামাস ভূতলে ॥ ২৩
পুনরুত্থায় তুণ্ডং স্বং প্রসার্য্যাবস্থিতং বকম্।
দদার তুণ্ডে হস্তাভ্যাং কৃষ্ণঃ শাখাং গজো যথা
তদা মৃতস্য দৈত্যস্য জ্যোতিঃ কৃষ্ণে সমাবিশৎ।
দেবতা ববৃষুঃ পুষ্পৈর্জয়রাবৈঃ সমন্বিতাঃ ॥ ২৫
গোপালা বিস্মিতাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণং সংশ্লিষ্য সর্ব্বতঃ
উচুস্তং কুশলীভূতো মুক্তো মৃত্যুমুখাৎ সখে ॥২৬
এবং কৃষ্ণো বকং হত্বা সবলো বালকৈঃ সহ।
গোবৎসৈর্হর্ষিতো গায়ন্নাযযৌ রাজমন্দিরে ॥ ২৭

কুবের সুতীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা দৈত্যবর বককে প্রহার করিলেন, তাহাতে তাহার অপর পক্ষ ছিন্ন হইয়া গেল, কিন্তু সে মরিল না। নিশানাথ নীহারাস্ত্রে সেই মহাবককে প্রহার করিলেন, তাহাতে সে শীতার্ত্ত ও মূর্চ্ছিত হইল বটে, কিন্তু মরিল না, পরন্তু পুনরায় উত্থিত হইল। অগ্নি আগ্নেয়াস্ত্রে তাহাকে আঘাত করিলেন, তাহাতে মহাখল মহাবকের রোমসমূহ দগ্ধ হইল, কিন্তু মরিল না। জলপতি বরুণ তাহাকে পাশ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া ভূতলে আকর্ষণ করিলেন, সেই মহাপাপাকর্ষণে বক ছিন্ন হইয়াও মরিল না। ভদ্রকালী ত্বরাসহকারে গদাদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন, গদাপ্রহারে বক অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তর ক্ষতমস্তক মহাবল বীর বক দৈত্য উত্থিত হইয়া নিজ দেহ কম্পিত করিতে করিতে ঘনবৎ ঘোর গর্জ্জন করিল। তখন শক্তিধর কার্ত্তিকেয় সত্বর তাহাকে শক্তি প্রহার করিলেন, কিন্তু তাহাতেও পক্ষিবর বক মরিল না, তাহার একটীমাত্র পদ ভগ্ন হইল। অনন্তর বজ্রনাদী বক দৈত্য ক্রোধভরে সহসা ধাবিত হইয়া তীক্ষ্ণধার তুণ্ড ও চঞ্চু দ্বারা দেবগণকে বিদ্রাবিত করিল। দেবগণ সম্মুখভাগে শূন্যে পলায়নপর হইলে বক তাঁহাদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া ঘোর রবে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিল। তখন সমস্ত দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও দ্বিজগণ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে সত্বর সফল শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। ১২—২১। তখনই কৃষ্ণ বকের উদর মধ্যে নিজ দেহ প্রদীপ্ত করিয়া বর্দ্ধিত করিলেন, বকের কণ্ঠে ক্ষত হইল, সে কৃষ্ণকে তৎক্ষণাৎ উদ্গিরণ করিল। বক পুনর্ব্বার কৃষ্ণকে তীক্ষ্ণ তুণ্ড দ্বারা গ্রহণ করিতে আসিল, কৃষ্ণ তাহার পুচ্ছে ধারণ করিয়া ভূতলে প্রোথিত করিলেন। বকও পুনরায় উত্থিত হইয়া তদীয় তীক্ষ্ণ তুণ্ড বিস্তার পূর্ব্বক অবস্থিত হইল, গজ যেমন তরুশাখা বিদীর্ণ করে, কৃষ্ণও তদ্রূপ করদ্বয়ে তাহার তুণ্ড বিদারণ করিলেন। তখন মৃত বকদৈত্যের জ্যোতি কৃষ্ণ শরীরে প্রবেশ করিল, দেবগণ জয়ধ্বনি সহকারে পুষ্প বর্ষণ করিলেন, বিস্মিত গোপালগণ সকল দিক্ হইতে আসিয়া কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিল এবং বলিল—হে সখে। তুমি নিরাপদে মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হইলে। এইরূপে কৃষ্ণ বকের বধ

পরিপূর্ণতমস্যাস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ।
জগুর্গৃহে গতা বালাঃ শ্রুত্বেদং তেঽতিবিস্মিতাঃ

বহুলাশ্ব উবাচ।

কোঽয়ং দৈত্যঃ পূর্ব্বকালে কস্মাৎ কেন বকোঽভবৎ।
পূর্ণব্রহ্মণি সর্ব্বেশে শ্রীকৃষ্ণে লীনতাং গতঃ ॥২৯

শ্রীনারদ উবাচ।

হয়গ্রীবসুতো দৈত্য উৎকলো নাম হে নৃপ।
রণেঽমরান্ বিনির্জ্জিত্য শক্রচ্ছত্রং জহার হ ॥৩০
তথা নৃণাং নৃপাণাং চ রাজ্যং হৃত্বা মহাবলঃ।
চকার বর্ষাণি শতং রাজ্যং সর্ব্ববিভূতিমৎ ॥ ৩১
একদা বিচরন দৈত্যঃ সিন্ধুসাগরসঙ্গমে।
জাজলেস্তু নিসিদ্ধস্য পর্ণশালাসমীপতঃ ॥ ৩২
জলে নিক্ষিপ্য বড়িশং মীনানাকর্ষয়ন্মুহুঃ।
নিষেধিতোঽপি মুনিনা নামন্যত স দুর্ম্মতিঃ ॥৩৩
তস্মৈ শাপং দদৌ সিদ্ধো জাজলির্ম্মুনিসত্তমঃ।
বকবত্ত্বং ঝষানৎসি ত্বং বকো ভব দুর্ম্মতে ॥ ৩৪
তৎক্ষণাদ্বকরূপোঽভূদ্ভ্রষ্টতেজা গতস্ময়ঃ।
পতিতঃ পাদয়োস্তস্য নত্বা প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩৫

উৎকল উবাচ।

ন জানে তে তপশ্চণ্ডং মুনে মাং পাহি জাজলে
সাধূনাং ভবতাং সঙ্গং মোক্ষদ্বারং পরং বিদুঃ ॥৩৬
মিত্রে শত্রৌ সমা মানেঽপমানে হেমলোষ্ট্রয়োঃ।
সুখে দুঃখে সমা যে বৈ ত্বাদৃশাঃ সাধবশ্চ তে ॥
কিং কিং ন জাতং মহতাং দর্শনাৎ কৌ মুনে নৃণাম্।
পারমেষ্ঠ্যঞ্চ সাম্রাজ্যমৈন্দ্রযোগপদং ভবেৎ ॥ ৩৮
জাজলে মুনিশার্দ্দূল ত্রৈবর্গ্যং কিমভূজ্জনৈঃ।
সাধূনাং কৃপয়া সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্মাপি লভ্যতে ॥৩৯

শ্রীনারদ উবাচ।

তদা প্রসন্নঃ স মুনির্জ্জাজলিস্তমুবাচ হ।
বর্ষষষ্টিসহস্রাণি তপস্তপ্তঞ্চ যেন বৈ ॥ ৪০

জাজলিরুবাচ।

বৈবস্বতান্তরে প্রাপ্তে হ্যষ্টাবিংশতিমে যুগে।

সাধন করিয়া বলরাম ও বালকগণ সহ গোবৎস সকল লইয়া মহাহর্ষে গান করিতে করিতে নন্দ-রাজ মন্দিরে আগমন করিলেন। বালকগণ গৃহে আগমন করিয়া পরিপূর্ণতম মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিল, তচ্ছ্রবণে সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল। বহুলাশ্ব বলিলেন,—এই দৈত্য কে, পূর্ব্বকালে কি ছিল, কি প্রকারে বক হইল এবং কেনই বা পূর্ণব্রহ্ম জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণে লীন হইল? ২২—৩১। নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! এই দৈত্য হয়গ্রীবের পুত্র, ইহার নাম উৎকল। মহাবল উৎকল দেবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের রাজচ্ছত্র এবং অনেক মর্ত্ত্য নৃপতির রাজ্য অপহরণ করিয়া মহাপ্রভাবে শত বর্ষ রাজত্ব করে। উৎকল একদা অন্যান্য অসুরগণ সহ সিন্ধু-সাগর সঙ্গমে সিদ্ধ মুনি জাজলির পর্ণশালা-সমীপে বিচরণ করিতে করিতে জলে বড়িশ নিক্ষেপ করিয়া মৎস্যগণকে মুহুর্ম্মুহু আকর্ষণ করে, মুনি নিষেধ করিলেও দুর্ম্মতি তাহা মানিত না। সিদ্ধ মুনিসত্তম জাজলি তাহাকে শাপ দিলেন—"রে দুর্ম্মতে! তুই বকের ন্যায় মৎস্যগণকে ভক্ষণ করিস্, অতএব বক হ।" উৎকলে গর্ব্ব খর্ব্ব হইল, সে তৎক্ষণাৎ তেজো-ভ্রষ্ট হইয়া বকরূপ প্রাপ্ত হইল এবং মুনির পাদ-দ্বয়ে পতিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক করজোড়ে বলিতে লাগিল। উৎকল কহিল,—হে মুনে! আমি আপনার প্রচণ্ড তপঃপ্রভাব বিদিত নহি, হে জাজলে! আমাকে রক্ষা করুন। ভবাদৃশ সাধুজনের সঙ্গ মোক্ষের দ্বার স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হয়। শত্রু মিত্র, মান অপমান, স্বর্ণ লোষ্ট্র, সুখ দুঃখ এ সকল বিষয়ে সাধুগণের সমান জ্ঞান। হে মুনে! মহীতলে মহদ্ব্যক্তির দর্শনে মানবগণের কি না হয়? ব্রহ্মপদ, সাম্রাজ্য ও ইন্দ্রত্ব ত অনায়াসলভ্য; হে জাজলে! হে মুনিবর! ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গলাভের ত কথাই নাই, সাধুগণের কৃপায় সাক্ষাৎ পূর্ণ-ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। নারদ বলিলেন,—ষষ্টিসহস্র বৎসর যাবৎ তপশ্চরণকারী মুনি জাজলি তখন প্রসন্ন হইয়া তাহাকে কহিলেন। জাজলি বলিলেন,—অষ্টাবিংশতি যুগের বৈব-

দ্বাপরান্তে ভারতেঽপি মাথুরে ব্রজমণ্ডলে। ৪১
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।
বৃন্দাবনে গবাং বৎসাংশ্চারয়ন্ বিচরিষ্যতি ॥৪২
তদা তন্ময়তাং কৃষ্ণে যাস্যসি ত্বং ন সংশয়ঃ।
হিরণ্যাক্ষাদয়ো দৈত্যা বৈরেণাপি পরং গতাঃ ॥
শ্রীনারদ উবাচ।
ইত্থং বকাসুরো দৈত্য উৎকলো জাজলের্ব্বরাৎ।
শ্রীকৃষ্ণে লীনতাং প্রাপ্তঃ সৎসঙ্গাৎ কিং ন জায়তে ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে বকাসুরমোক্ষো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
একদা বালকৈঃ সাকং গোবৎসাংশ্চারয়ন্ হরিঃ।
কালিন্দীনিকটে রম্যে বালক্রীড়াং চকার হ ॥ ১
অঘাসুরো নাম মহান্ দৈত্যস্তত্র স্থিতোঽভবৎ।
ক্রোশদীর্ঘং বপুঃ কৃত্বা প্রসার্য্য মুখমণ্ডলম্ ॥ ২
দূরাদ্ যং পর্ব্বতাকারং বীক্ষ্য বৃন্দাবনে বনে।
গোপা জগ্মুর্মুখে তস্য বৎসৈঃ কৃত্বাঙ্গুলিধ্বনিম্ ॥
তদ্রক্ষার্থঞ্চ সবলস্তন্মুখে প্রাবিশদ্ধরিঃ।
নিগীর্ণেষু সবৎসেষু বালেষু স্বহিরূপিণা ॥ ৪
হাশব্দোঽভূৎ সুরাণাং তু দৈত্যানাং হর্ষ এব হি
কৃষ্ণো বপুঃ স্বং বৈরাজং ততানাধোদরে ততঃ ॥৫
তস্য সংরোধগাঃ প্রাণাঃ শিরো ভিত্ত্বা বিনির্গতাঃ
তন্মুখান্নির্গতঃ কৃষ্ণো বালৈর্ব্বৎসৈশ্চ মৈথিল ॥ ৬
সবৎসকান্ শিশূন্ দৃষ্ট্বা জীবয়ামাস মাধবঃ।
তজ্জ্যোতিঃ শ্রীঘনশ্যামে লীনং জাতং তড়িৎ যথা ॥৭
তদৈব বর্ষুর্দ্দেবাঃ পুষ্পবর্ষাণি পার্থিব
এবং শ্রুত্বা মুনের্ব্বাক্যং মৈথিলো বাক্যমব্রবীৎ ॥৮
রাজোবাচ।
কোঽয়ং দৈত্যঃ পূর্ব্বকালে শ্রীকৃষ্ণে লীনতাংগতঃ

স্বত মন্বন্তরে দ্বাপর যুগান্তে মহীতলের মথুরা মণ্ডলে সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন; তিনি বৃন্দাবনে গোবৎসগণকে চারণ করিয়া বিচরণ করিবেন; তখন তুমি নিঃসংশয় শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইবে। হে দৈত্য! হিরণ্যাক্ষাদি অসুরেরা হরির বৈর করিয়াও পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। নারদ বলিলেন,—সৎসঙ্গ হইতে কি না হয়? উৎকল দৈত্য বক হইয়াও এইরূপে জাজলির বরে শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়াছিল। ৩২—৪৪।

বৃন্দাবনখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—একদা কৃষ্ণ বালকগণসহ রম্য যমুনা নিকটে গোচারণ করিতে করিতে বালক্রীড়া করিতেছিলেন। অঘাসুর নামক এক মহা দৈত্য, দেহ এক ক্রোশ দীর্ঘ করিয়া মুখমণ্ডল ব্যাদান করত সে স্থানে অবস্থিত ছিল। গোপগণ বৃন্দাবনের দূরদেশে অবস্থিত সেই অঘাসুরকে পর্ব্বত মনে করিয়া করতালি দিতে দিতে বৎসগণসহ তাহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত বলরামসহ কৃষ্ণ অঘাসুরমুখে প্রবেশ করিলেন। বৎস ও বালকগণসহ কৃষ্ণ সেই সর্পরূপী অঘাসুর কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইলে দেবগণের হাহাকার এবং অসুরগণের আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। কৃষ্ণ তাহার উদর মধ্যে নিজ বিরাট দেহ বিস্তার করিলেন, তখন তাহার প্রাণবায়ু রুদ্ধ হইয়া মস্তকভেদ করত বহির্গত হইল। হে মৈথিল! কৃষ্ণ বালক ও বৎসগণসহ তাহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন এবং বৎস ও শিশুগণকে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা জীবিত করিলেন। বিদ্যুৎ যেমন মেঘের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ সেই অসুরের জ্যোতিও ঘনশ্যাম কৃষ্ণে বিলীন হইল। হে পার্থিব! তখন দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিলেন। মিথিলাপতি মুনির এবংবিধ বাক্য শুনিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ১—৮। রাজা বলিলেন,—কৃষ্ণদেহে বিলীন এই

অহো বৈরানুবন্ধেন শীঘ্রং দৈত্যো হরিং গতঃ ॥৯।

নারদ উবাচ।

শঙ্খাসুরসুতো রাজন্নঘো নাম মহাবলঃ।
যুবাতিসুন্দরঃ সাক্ষাৎ কামদেব ইবাপরঃ ॥ ১০
অষ্টাবক্রং মুনিং যান্তং বিরূপং মলয়াচলে।
দৃষ্ট্বা জহাস তমঘঃ কুরূপোঽয়মিতি ব্রুবন্ ॥ ১১
তং শশাপ মহাতুষ্টং ত্বং সর্পো ভব দুর্ম্মতে।
কুরূপা বক্রগা জাতিঃ সর্পাণাং ভূমিমণ্ডলে ॥ ১২
তৎপাদয়োর্নিপতিতং দৈত্যং দীনং গতস্ময়ম্।
দৃষ্ট্বা প্রসন্নঃ স মুনির্বরং তস্মৈ দদৌ পুনঃ ॥ ১৩

অষ্টাবক্র উবাচ।

কোটিকন্দর্পলাবণ্যঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত তবোদরে।
যদা গচ্ছেৎ সর্পরূপাত্তদা মুক্তির্ভবিষ্যতি ॥ ১৪

শ্রীনারদ উবাচ।

অষ্টাবক্রস্য শাপেন সর্পো ভূত্বা হ্যঘাসুরঃ।
তদ্বরাৎ পরমং মোক্ষং গতো দেবৈশ্চ দুর্লভম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে অঘাসুরমোক্ষো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

দৈত্য পূর্ব্বকালে কি ছিল? অহো! বৈরানুবন্ধ করিয়া দৈত্য এতশীঘ্র হরির শরীরে লীন হইল! নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! মহাবল অঘাসুর শঙ্খাসুরের তনয়; এই অসুর দ্বিতীয় কামদেবের মত সুন্দর যুবা পুরুষ ছিল। এক সময় মলয়াচলে কদাকার অষ্টাবক্রকে দেখিয়া অঘাসুর তাঁহাকে কুরূপ বলিয়া উপহাস করিয়াছিল। অষ্টাবক্রমুনি মহাতুষ্ট অসুরকে শাপ দিলেন,—"রে দুর্ম্মতে! ভূমণ্ডলে সর্পজাতি কুরূপ ও বক্রগতি; তুই সেই সর্প হ।" দৈত্য গর্ব্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক মুনির পাদদ্বয়ে পতিত হইল, মুনি তদীয় দৈন্যদর্শনে প্রসন্ন হইয়া পুনরায় তাহাকে বরদান করিলেন। অষ্টাবক্র বলিলেন,—কোটিকন্দর্প-কান্তি শ্রীকৃষ্ণ যখন তোমার উদরে প্রবেশ করিবেন, তখন তোমার সর্পরূপ হইতে মুক্তি হইবে। নারদ বলিলেন,—অঘাসুর অষ্টাবক্র শাপে সর্প হইয়াও তাঁহারই বরে দেবদুর্লভ পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৯—১৫।

বৃন্দাবনখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

অথান্যৎ শৃণু রাজেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ।
কৌমারে ক্রীড়নং চেদং পৌগণ্ডে কীর্ত্তনং তথা ॥
শ্রীকৃষ্ণোঽঘমুখান্মৃত্যো রক্ষিত্বা বৎসবৎসপান্।
যমুনাপুলিনং গত্বা প্রাহেদং হর্ষবর্দ্ধনঃ ॥ ২
অহোঽতিরম্যং পুলিনং প্রিয়াঃ কোমলবালুকম্।
শরৎপ্রফুল্লপদ্মানাং পরাগৈঃ পরিপূরিতম্ ॥ ৩
বায়ুনা ত্রিবিধাখ্যেন সুগন্ধেন সুগন্ধিতম্।
মধুপধ্বনিসংযুক্তং কুঞ্জদ্রুমলতাকুলম্ ॥ ৪
অত্রোপবিশ্য গোপালাঃ দিনৈকপ্রহরে গতে।
ভোজনস্যাপি সময়স্তস্মাৎ কুরুত ভোজনম্ ॥ ৫
অত্র ভোজনযোগ্যা ভূর্দৃশ্যতে মৃদুবালুকা।

সপ্তম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অন্য উপাখ্যান শ্রবণ কর, ইহা তাঁহার কৌমার কালের ক্রীড়া, কিন্তু প্রকাশিত হয় পৌগণ্ডকালে। শ্রীকৃষ্ণ বৎস ও বৎসপালক বালকগণকে কৃতান্ততুল্য অঘাসুরের মুখ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের হর্ষ বৰ্দ্ধন মানসে যমুনাপুলিনে গমনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে প্রিয়গণ! কোমল বালুকাময় এই পুলীন অতি রমণীয়; শরৎকালের বিকশিত পদ্মের পরাগে ইহা পরিপূরিত; শৈত্য, মান্দ্য ও সৌগন্ধ্য এই ত্রিবিধ বায়ুদ্বারা সুগন্ধময়; মধুকর ধ্বনিসমন্বিত কুঞ্জ ও তরুলতাসমাকুল; হে গোপালগণ! দিনের একপ্রহর অতীত হইয়াছে, এ স্থানে উপবেশন কর, ভোজনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব ভোজন কর। এই স্থানের বালুকা কোমল, দেখিতেছি—ইহাই ভোজনের

বৎসকাঃ সলিলং পীত্বা তে চরিষ্যন্তি শাদ্বলম্ ॥৬
ইতি কৃষ্ণবচঃ শ্রুত্বা তথেত্যাহুশ্চ বালকাঃ।
প্রকর্তুং ভোজনং সর্ব্বে হ্যুপবিষ্টাঃ সরিত্তটে ॥ ৭
অথ কেচিদ্বালকাশ্চ যেষাং পার্শ্বে ন ভোজনম্।
তে তু কৃষ্ণস্য কর্ণান্তে জগদুর্দীনয়া গিরা ॥৮
বয়ন্তু কিং করিষ্যামঃ অস্মৎপার্শ্বে ন ভোজনম্
নন্দগ্রামং তু দূরং হি গচ্ছামো বৎসকৈর্ব্বয়ম্ ॥৯
ইতি শ্রুত্বা হরিঃ প্রাহ মা শোকং কুরুত প্রিয়াঃ
অহং দাস্যামি সর্ব্বেষাং প্রযত্নেনাপি ভোজনম্ ॥
তস্মান্মদ্বাক্যনিরতাঃ সর্ব্বে ভবত বালকাঃ।
ইতি কৃষ্ণস্য বচনাৎ কৃষ্ণপার্শ্বে চ তে স্থিতাঃ।
মুক্ত্বা শিক্যানি সর্ব্বেহন্যে বুভুজুঃ কৃষ্ণসংযুতাঃ ॥

চকার কৃষ্ণঃ কিল রাজমণ্ডলীং
গোপালবালৈঃ পুরতঃ প্রপূরিতৈঃ।
অনেকবর্ণৈর্ব্বসনৈঃ প্রকল্পিতৈ-
র্মধ্যে স্থিতো পীতপটেন ভূষিতঃ ॥ ১২

রেজে ততঃ সোহবরগোপদারকৈ-
র্যথামরেশো হ্যমরৈশ্চ সব্বতঃ।
পুনর্যথাম্ভোরুহকোমলৈর্দ্দলৈ-
র্মধ্যে তু বৈদেহ সুবর্ণকর্ণিকা ॥ ১৩

কুসুমৈরঙ্কুরৈঃ কেচিৎ পল্লবৈশ্চ দলৈঃ ফলৈঃ।
হস্তৈর্দৃষদ্ভিঃ শিগ্যভিশ্চ জক্ষুস্তে কৃতভাজনাঃ ॥১৪
তত্রৈকো বালকঃ শীঘ্রং কৃষ্ণায় কবলং দদৌ।
কৃষ্ণস্তু কবলং ভুক্ত্বা সর্ব্বান্ পশ্যন্নিদং জগৌ ॥১৫
অন্যান্নিদর্শয় স্বাদু নাহং জানামি বৈ সখে।
তথেত্যুক্ত্বা স বালশ্চ নীত্বান্যান্ কবলান্ দদৌ
ভুক্ত্বা তে কথয়ামাসুঃ প্রহসন্তঃ পরস্পরম্।
পুনস্তত্রাপি সুবলো হরয়ে কবলং দদৌ ॥ ১৭
কৃষ্ণস্তু কবলং কিঞ্চিদ্ভুক্ত্বা তত্র জহাস হ।
যে ভুক্তকবলা বালাস্তে সর্ব্বে জহসুঃ স্ফুটম্ ॥১৮

বালা ঊচুঃ।

যস্য মাতামহী মূঢ়া শৃণু নন্দকুমারক।

যোগ্য ভূমি। এই সময়ে বৎসগণও জলপান করিয়া তৃণময় ভূমিতে বিচরণ করিতেছে। বালকগণ কৃষ্ণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে 'তাহাই হউক' বলিয়া ভোজন করিবার জন্য যমুনাতটে উপবেশন করিল। অনন্তর যাহাদের পার্শ্বে ভক্ষ্য সামগ্রী ছিল না, তথাবিধ কতিপয় বালক কৃষ্ণের কর্ণে দীনবাক্যে বলিল—আমাদের পার্শ্বে খাদ্য নাই, আমরা কি করিব? আমরা দূরে বিদ্যমান নন্দনগরে বৎসসহ গমন করি। ইহা শুনিয়া কৃষ্ণ কহিলেন,—হে প্রিয়গণ। শোক করিও না, আমি সাদরে সকলকেই ভোজ্য দান করিব; অতএব হে বালকগণ! তোমরা সকলেই আমার বাক্যে নিশ্চিন্ত হও। কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণে তাহারা কৃষ্ণপার্শ্বে অবস্থিত হইল; অন্য বালকগণ শিকা হইতে ভোজ্য মুক্ত করিয়া কৃষ্ণের সহিত ভোজন করিল। ১—১১। কৃষ্ণ একটী রাজসভা করিলেন, গোপালবালকে তাহার সর্ব্বদিক্ পূরিত হইল; তাহারা বিবিধবর্ণের বসনে ভূষিত আর কৃষ্ণ পীতপট পরিধান করিয়া মধ্যে অবস্থিত হইলেন। হে বৈদেহ! তখন চতুর্দ্দিকে অমরগণ-পরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় কিংবা দলবেষ্টিত পদ্মমধ্যস্থ স্বর্ণকর্ণিকার ন্যায় গোপবালকগণ-পরিবৃত কৃষ্ণের শোভা হইল। কেহ কুসুম, কেহ অঙ্কুর, কেহ পল্লব, কেহ পত্র কেহ ফল, কেহ কর, কেহ প্রস্তর এবং কেহ কেহ বা শিকাকে পাত্র রচনা করিয়া ভোজন করিল। তন্মধ্য হইতে কোন বালক সত্বর কবল গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণকে প্রদান করিল, কৃষ্ণও সেই গ্রাস ভক্ষণ করিয়া সকলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন,—হে সখে! অন্যান্য বালকগণকে গ্রাস প্রদর্শন কর, আমি স্বাদের বিষয় বিদিত নহি। বালক 'তাহাই হউক' বলিয়া অপর গ্রাসসমূহ গ্রহণ করিয়া, অন্যান্য বালকগণকে প্রদান করিল; তাহারাও তাহা ভক্ষণ করিয়া পরস্পর হাস্যসহকারে পূর্ব্বরূপ বলিয়া উঠিল। বালকগণমধ্যে হইতে সুবল পুনরায় হরিকে গ্রাস প্রদান করিল, কিন্তু কৃষ্ণ সেই কবলের কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিয়া হাস্য করিলেন। এইরূপে যে যে বালক কবল ভক্ষণ করিল, তাহারা সকলেই উচ্চহাস্য

ন জ্ঞানং ভোজনে তস্য তস্মাৎ স্বাদু ন বিদ্যতে
ততো দদৌ চ কবলং শ্রীদামা মাধবায় চ।
অন্যান্ সর্ব্বান্ বহুশ্রেষ্ঠং জগুঃ সর্ব্বে ব্রজার্ভকাঃ
পুনঃ কৃষ্ণায় প্রদদৌ কবলং চ বরূথপঃ।
অন্যান্ বালাংস্তথা সর্ব্বান্ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রযত্নতঃ ॥২১
ভুক্ত্বা তু জহসুঃ সর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণাদ্যা ব্রজার্ভকাঃ।

বালা উচুঃ।

তাদৃশং ভোজনং চাস্য যাদৃশং সুবলস্য বৈ ॥ ২২
ভুক্ত্বা তুদ্বিগ্নমনসঃ সর্ব্বে বয়মতঃ কিল।
এবং পৃথক্ পৃথক্ সর্ব্বে দর্শয়ন্তঃ স্বভোজনম্ ॥
হাসয়ন্তো হসন্তশ্চ চক্রুঃ ক্রীড়াং পরস্পরম্
জঠরস্য পটে বেণুং বেত্রং শৃঙ্গঞ্চ কক্ষকে ॥ ২৪
বামে পাণৌ চ কবলং হ্যঙ্গুলীষু ফলানি চ।
শিরসা মুকুটং বিভ্রৎ স্কন্ধে পীতপটং তথা ॥ ২৫
হৃদয়ে বনমালাঞ্চ কটৌ কাঞ্চীং তথৈব চ।
পাদয়োর্নূপুরৌ বিভ্রচ্ছ্রীবৎসং কৌস্তুভং হৃদি ॥ ২৬
তিষ্ঠন্মধ্যে গোপগোষ্ঠ্যাং হাসয়ন্ নর্ম্মভিঃ স্বকৈঃ
স্বর্গে লোকে চ মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্ ঘরিঃ ॥২৭
এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু ভুঞ্জানেষর্ভকেষু চ।
বিবিশুর্গহ্বরে দূরং তৃণলোভেন বৎসকাঃ ॥ ২৮
বিলোক্য তান্ ভয়ত্রস্তান্ গোপান্ কৃষ্ণ উবাচহ
যুয়ং গচ্ছত মাহং তু স্থানেষ্যে বৎসকানিহ ॥২৯
ইত্যুক্ত্বা কৃষ্ণ উত্থায় গৃহীত্বা কবলং করে।
বিচিকায় দরীকুঞ্জগহ্বরে বৎসকান্ স্বকান্ ॥ ৩০
তদৈব চাম্ভোজভবঃ সমাগতো
বিলোক্য মুক্তিং হ্যঘরাক্ষসস্য চ।
দদর্শ কৃষ্ণং পুলিনে যথারুচি
ভুঞ্জানমগ্রং ব্রজবালকৈঃ সহ ॥ ৩১
দৃষ্ট্বা চ কৃষ্ণং মনসা স উচে
স্বয়ং হি গোপো ন হি দেবদেবঃ।
হরির্যদি স্যাদিহ কুৎসিতান্নে
কথং রতো বা ব্রজগোপবালৈঃ ॥ ৩২

করিল। বালকগণ বলিল,—হে নন্দ-নন্দন! শ্রবণ কর; যাহার মাতামহ মূঢ়, তাহার ভোজনজ্ঞান থাকে না, সেই জন্য তোমার নিকট স্বাদু বলিয়া বোধ হয় নাই। ১২—১৯। অনন্তর শ্রীদাম মাধবকে ও অন্যান্য বালককে গ্রাস প্রদান করিলেন,ব্রজবালকগণ উত্তম বলিয়া সেই গ্রাসের বহু প্রশংসা করিল। অতঃপর বরূথপ নামক এক বালক পুনরায় কৃষ্ণকে ও অপর বালকগণকে কবল দান করিল, তাহারা প্রযত্ন-সহকারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত হাসিয়া উঠিল। বালকগণ বলিল, —সুবলের গ্রাস যেরূপ, ইহাও তদ্রূপ; আমরা সকলেই তাহা ভোজন করিয়া উদ্বিগ্নমনা হইয়াছি। এইরূপ সকলেই পৃথক্ পৃথক্ভাবে গ্রাস প্রদর্শন করিল; আর সকলেই পরস্পর হাসিয়া ও হাসাইয়া ক্রীড়া করিতে থাকিল। কটিবস্ত্রে বেণু, কক্ষে বেত্র ও শিঙ্গা, বাম-করে কবল, অঙ্গুলী অগ্রে ফল, মাথায় মুকুট, স্কন্ধে পীতপট, গলে বনমালা, কটীতে কাঞ্চী, পদদ্বয়ে নূপুর এবং হৃদয়ে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ-মণি ধারণ করিয়া কৃষ্ণ গোপগোষ্ঠমধ্যে উপ-বেশন পূর্ব্বক স্বীয় নর্ম্ম বাক্যে বালকগণকে হাসাইতে লাগিলেন। দেবতা ও মানবগণ আশ্চর্য্যভাবে দেখিতে থাকিলে এইরূপে ভুক্ হরি ভোজন করিতে লাগিলেন, এই প্রকার কৃষ্ণ পালিত বালকগণের ভোজন সম্পন্ন হইল, বৎসগণ তৃণলোভে দূরস্থ গিরি-গহ্বরে প্রবেশ করিল; গোপবালকগণ ভয়ে ব্যাকুল হইল, তদ্দর্শনে কৃষ্ণ কহিলেন,—তোমরা গহ্বরে গমন করিও না,আমিই বৎসগণকে এই স্থানে আনয়ন করিব। এইরূপ বলিয়া কৃষ্ণ উত্থিত হইলেন,এবং তৃণকবল করে লইয়া গুহা ও গহ্বরকুঞ্জে স্বীয় বৎসগণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।২০—৩০। কৃষ্ণ যে সময়ে বালকগণের সহিত যমুনাপুলিনে ভোজন করেন, তখন পদ্মযোনি ব্রহ্মা অঘাসুরের মুক্তি দেখিয়া সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি দেখি-লেন কৃষ্ণ ব্রজবালকগণের সহিত যথেচ্ছ অন্ন ভক্ষণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ইনি দেবদেব নহেন,—গোপ; যদি হরিই হইতেন, তবে গোপাল-

ইত্যুক্ত্বা মোহিতো ব্রহ্মা মায়য়া পরমাত্মনঃ।
দ্রষ্টুং মঞ্জু মহত্ত্বন্তু মনশ্চক্রে হ্যহো নৃপ ॥৩৩
সর্ব্বান্ বৎসানিতো গোপান্নীত্বা খেঽবস্থিতঃ পুরা।
অন্তর্দ্দধে বিস্মিতোঽজো দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণম্ ॥
ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীবৃন্দাবনখণ্ডে নারদবহুলাশ্বসংবাদে বৎসবৎসপাল-হরণং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

অদৃষ্ট্বা বৎসকানেত্য বৎসপান্ পুলিনে হরিঃ।
উভৌ বিচিন্বন্ বিপিনে মেনে কর্ম্ম বিধেঃ কৃতম্
ততো গবাং গোপিকানাং মুদং কর্ত্তুং স লীলয়া
সর্ব্বস্তু বিশ্বকৃচ্চক্রে হ্যাত্মানমুভয়ায়িতম্ ॥ ২
যাবদ্বৎসপবৎসানাং বপুঃ পাণিপদাদিকান্।
যাবদ্যষ্টিবিষাণাদীন্ যাবচ্ছীলগুণাদিকান্ ॥ ৩
যাবদ্ভূষণবস্ত্রাদীন্ তাবচ্ছ্রীহরিণা স্বতঃ।
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং বিশ্বমিতি বাক্যং প্রদর্শিতম্ ॥৪
আত্মবৎসানাত্মগোপৈশ্চারয়ন্ ক্রীড়য়া হরিঃ।
প্রাবিশন্নন্দনগরমস্তঙ্গিরিগতে রবৌ ॥৫
তত্তদ্গোষ্ঠে পৃথঙ্ নীত্বা তত্তদ্বৎসান্ প্রবেশ্য চ।
কৃষ্ণোঽভবত্তত্তদাত্মা তত্তদ্ গেহং প্রবিষ্টবান্ ॥৬
শ্রুত্বা বংশীরবং গোপ্যঃ সম্ভ্রমাচ্ছীঘ্রমুত্থিতাঃ।
পয়াংসি পায়য়ামাসুর্লালয়িত্বা সুতান্ পৃথক্ ॥ ৭
স্বান্ স্বান্ বৎসাংস্তথা গাবো রম্ভমাণা নিরীক্ষ্য চ
লিহন্ত্যো জিহ্বয়াঙ্গানি পয়াংসি চ হ্যপায়য়ন্ ॥৮
অভবন্মাতরঃ সর্ব্বা গোপ্যো গাবো হরেরহো।
অতিস্নেহঞ্চ বরৃধে পূর্ব্বতো হি চতুর্গুণম্ ॥ ৯
স্বপুত্রান্ লালয়িত্বা তু মজ্জনোন্মর্দ্দনাদিভিঃ।

গণের সহিত অতি কুৎসিতান্নভক্ষণে রত হইবেন কেন! অহো নৃপ! ব্রহ্মা পরমাত্মার মায়ায় মোহাপন্ন হইয়া এইরূপ বলিলেন, তিনি তাঁহার মনোজ্ঞ মহিমা জানিবার জন্য মনন করিলেন ব্রহ্মা স্বয়ং শূন্যে অবস্থিত ছিলেন, তারপর অঘাসুর মোক্ষণ দর্শনে বিস্মিত হইয়া সমস্ত গো ও গোপবালকগণকে হরণ করিয়া অন্তর্দ্ধান করেন। ৩১—৩৪।

বৃন্দাবনখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—কৃষ্ণ বৎসগণকে না দেখিয়া যমুনাপুলিনে আগমন করিলেন, কিন্তু তথায় বৎসপাল ও বালকগণকে দেখিলেন না; তখন বন ও পুলিন এই উভয় স্থানে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ইহা ব্রহ্মার কর্ম্ম মনে করিতে লাগিলেন। অনন্তর নিখিল বিশ্ব-বিধাতা কৃষ্ণ লীলাদ্বারা গো ও গোপীগণের আনন্দদান করিবার জন্য আত্মাকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন; একভাগে কৃষ্ণ রহিলেন এবং অপর ভাগে যাবতীয় বৎস ও বৎস-পাল বালক সৃষ্টি করিলেন। তাহাদের যেরূপ দেহ হস্ত ও পদ, যেরূপ যষ্টি, যেরূপ শৃঙ্গ লাঙ্গলাদি, যেরূপ চরিত্র ও গুণাদি, যেরূপ ভূষণ বস্ত্রাদি—হরি স্বীয় দেহ হইতে অবিকল তদ্রূপ করিয়াই সৃষ্টি করিয়া অখিল বিশ্ব যে, বিষ্ণুময়, সেই বাক্য প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করিলেন। কৃষ্ণ ক্রীড়াবশে আত্মরূপ গোপগণসহ আত্ম-রূপ বৎসগণকে চারণ করিলেন, দিবাকর অস্তাচলে গমন করিলে তৎসহ নন্দমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন, বসৎগণকে সেই সেই গোষ্ঠে পৃথক্ পৃথক্ প্রবেশ করাইলেন, এবং স্বয়ং গোপ বালকবেশে সকল গোপগৃহে যথাপূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন। বংশীরব শ্রবণে গোপবধূগণ সসম্ভ্রমে সত্বর উত্থিত হইলেন, এবং নিজ নিজ তনয়-গণকে দুগ্ধপান করাইয়া লালন করিতে লাগিলেন; গোগণও স্ব স্ব বৎস সকলকে উৎকণ্ঠা-সহকারে সমীপাগত দেখিয়া জিহ্বা দ্বারা তাহাদের অঙ্গসকল লেহন করিল ও দুগ্ধ পান করাইল। অহো! গোপী ও গোগণ হরির মাতা হইল, গোপবালক ও গোবৎসগণ অতিস্নেহে পূর্ব্বাপেক্ষাও চতুর্গুণ অধিক বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। গোপীগণ মার্জ্জন ও

পশ্চাদ্গোপ্যশ্চ কৃষ্ণস্য দর্শনং কর্তুমাযযুঃ ॥ ১০
অনেকানাস্তু বালানামুদ্বাহাঃ কৃষ্ণরূপিণাম্।
বভূবুস্তা ব্রজে বধ্বো রতাঃ কৃষ্ণে তু কোটিশঃ ॥
বৎসপালমিষেণাপি স্বাত্মানং হ্যাত্মনা হরেঃ।
পালিতো বৎসরশ্চৈকো বভূব ব্রজমণ্ডলে ॥ ১২
স রামশ্চৈকদা বৎসাংশ্চারণ্যশ্চারয়ন্ যযৌ।
হায়নাপূরণীষত্র পঞ্চষাসু চ রাত্রিষু ॥ ১৩
তত্রাপি দূরাচ্চরন্তশ্চ গাবো
বৎসানুষব্রজ্যগিরেশ্চ শৃঙ্গাৎ।
লিহন্তি চাঙ্গানি বিলোকয়ন্ত্যো
হ্যপায়য়ংস্তা অমৃতানি সদ্যঃ ॥ ১৪
গোবর্দ্ধনাদধো বৎসান্ পীতদুগ্ধান্ বিলোক্য চ
স্নেহাবৃতাঃ স্থিতা গাশ্চ গোপালা দদৃশুর্নৃপ ॥ ১৫
ততঃ ক্রোধেন মহতা পর্ব্বতাদবতীর্য্য চ।
তাড়নার্থে স্বপুত্রাণামাজগ্মুঃ কচ্ছতো দ্রুতম্ ॥১৬

যদা গতা সমীপে তু পুত্রাণাং গোপনায়কাঃ।
স্বান্ স্বান্ সুতাংস্তদোদ্বায় হৃত্তে কৃত্বা মিলন্তি বৈ
যথা যুবানো বৃদ্ধাশ্চ স্নেহাদশ্রুপরিপ্লুতাঃ।
স্বানস্বান্ পৌত্রান্ গৃহীত্বা তু হ্যুপবিষ্টা মিলন্তিহি
এবং প্রেমপরান্ সর্ব্বান্ দৃষ্ট্বা সঙ্কর্ষণো বলঃ
বহুপ্রকারং সন্দেহং কৃত্বা মনসি সোঽব্রবীৎ ॥১৯
অহো কিং বৎসরাৎ প্রাপ্তো ন জ্ঞাতোঽপি
ব্রজে ময়া।
অতিস্নেহস্তু সর্ব্বেষাং বর্দ্ধতে চ দিনে দিনে ॥২০
কেয়ং মায়া সমায়াতা দেবগন্ধর্ব্বরক্ষসাম্।
নান্যা মে মোহিনী মায়া বিনা কৃষ্ণস্য সাম্প্রতম্ ॥
এবং বিচার্য্য রামস্তু লোচনে স্বে ন্যমীলয়ৎ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ দিব্যাক্ষাভ্যাং দদর্শ হ ॥
সর্ব্বান্ বৎসাংস্তথা গোপান্ বংশীবেত্রবিভূষিতান্
বর্হিপক্ষধরান্ শ্যামান্ ভূর্ধ্বজ্যিকৃতকৌতুকান্ ॥২৩
জালকানাং মণীনাঞ্চ গুঞ্জানাং স্রগ্‌ভিরেব চ।

উন্মর্দ্দনাদি দ্বারা স্ব-স্বপুত্রের লালন করিয়া পশ্চাৎ কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য আগমন করিলেন। ১—১০। অনেক বালকের বিবাহ হইয়াছিল; সম্প্রতি কৃষ্ণস্বরূপ সেই ব্রজ বালকগণের সহিত কোটি কোটি গোপবধূ রতি-ক্রীড়ারতা হইল। এইরূপে বৎসপালনচ্ছলে নিজ আত্মাকে নিজ আত্মাদ্বারা পালন করিতে করিতে ব্রজপুরে হরির এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। একদা বলরাম গোবৎসচারণ করিতে করিতে অরণ্য প্রদেশে উপনীত হন, তখন ব্রহ্মার গোহরণের এক বৎসর পূর্ণ হইতে পাঁচ ছয় রাত্রি মাত্র অবশিষ্ট। সেই অরণ্যের পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রভাতে গোগণ বিচরণ করিতেছিল, তাহারা দূরদেশ হইতে বৎসগণকে দেখিতে পাইয়া তথায় আগমন করিল এবং জিহ্বাদ্বারা তাহাদের দেহ লেহন করিয়া স্ব স্ব অমৃত তুল্য দুগ্ধ পান করাইল, হে নৃপ! গোপগণ দেখিল—গোবর্দ্ধনের অধোদেশে বৎসগণকে দুগ্ধ পান করাইয়া বিশেষতঃ স্নেহাবৃত হইয়া গোগণ তথায় অবস্থিত রহিয়াছে। অনন্তর তাহারা অত্যন্ত ক্রোধে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া নিজ পুত্রগণকে তাড়না করি-

বার জন্য গিরিতটে উপস্থিত হইল; কিন্তু গোপনায়কগণ নিকটে আসিবামাত্র স্নেহবশে স্ব স্ব তনয়গণকে ক্রোড়ে লইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া গেল। যুবা বৃদ্ধ সকলেই তুল্যভাবে স্নেহাশ্রুপরিপ্লুত হইয়া, স্ব স্ব পুত্র পৌত্র লইয়া তাহাদের সহিত মিলিত ও উপবিষ্ট হইল। ১১—১৮। সঙ্কর্ষণ বলরাম গোপগণকে এই প্রকার প্রেমপরায়ণ দর্শনে বহুভাবে সন্দেহ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন;—অহো প্রায় সংবৎসর যাবৎ ব্রজপুরে যে কি হইয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না,—দিনে দিনে সকলেরই স্নেহাতিশয্য বাড়িয়া যাইতেছে। এ কি মায়া আসিল! ইহা কি দেব, গন্ধর্ব্ব বা রাক্ষসগণের মায়া! সম্প্রতি আমার মনে হয়—ইহা কৃষ্ণের মোহিনী মায়া ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অন্যথা আমারও মোহ জন্মাইতে পারিত না। এইরূপ বিচার করিয়া বলরাম স্বীয় নেত্র মুদ্রিত করত দিব্যচক্ষুদ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান দর্শন করিলেন। বলরাম সমস্ত বৎস ও বৎসপালগণকে বংশীবেত্র-বিভূষিত, ময়ূরপক্ষধারী, শ্যাম, পর্ব্বতপাদদেশে ক্রীড়াকৌতুক

পদ্মানাং কুমুদানাঞ্চ হ্যেষাং স্রগ্‌ভির্বিভূষিতান্
উষ্ণীষৈর্মুকুটৈর্দিব্যৈঃ কুণ্ডলৈরলকৈর্বৃতান্।
আনন্দবর্ধান্ কুর্ব্বাণাঞ্ছরৎপদ্মদৃশৈরপি ॥ ২৫
কোটিকন্দর্পলাবণ্যান্ নাসামৌক্তিকশোভিতান্
শিখাভূষণসংযুক্তান্ পাণিভূষণভূষিতান্ ॥ ২৬
দ্বিভুজান্ পীতবস্ত্রৈশ্চ কাঞ্চীকটকনূপুরৈঃ।
প্রভাতরবিকোটিনাং শোভাভিঃ শোভিতান
শুভান ॥ ২৭
উত্তরো গিরিরাজস্য যমুনায়াশ্চ দক্ষিণে
আচষ্ট বৃন্দকারণ্যে সর্ব্বান্ কৃষ্ণং হলায়ুধঃ ॥ ২৮
জ্ঞাত্বা কৃষ্ণকৃতং কর্ম্ম তথা বিধিকৃতং বলঃ।
পুনর্ব্বৎসান্ বৎসপাংশ্চ পশ্যন কৃষ্ণমুবাচ হ ॥২৯
ব্রহ্মানন্তো ধর্ম্ম ইন্দ্রঃ শিবশ্চ
সেবন্তে ত্বং ভক্তিযুক্তাঃ সদৈতে!
স্বাত্মারামঃ পূর্ণকামঃ পরেশঃ
স্রষ্টুং শক্তঃ কোটিশোহণ্ডানি যঃ খে ॥ ৩০
শ্রীনারদ উবাচ।
এবং ব্রুবতি শ্রীরামে তাবত্তত্রাগতো বিধিঃ।
দদর্শ কৃষ্ণং রামঞ্চ বৎসকৈর্বৎসপৈঃ সমম্ ॥ ৩১
অহো কৃষ্ণেন চানীতা যত্র সর্ব্বে ধৃতা ময়া।
ইতি ব্রুবন্ যযৌ স্থানে তত্র সর্ব্বান্ দদর্শ সঃ ॥৩২
দৃষ্ট্বা প্রসুপ্তান্ সর্ব্বাংস্তু স আগত্য ব্রজে পুনঃ।
বৎসপালৈর্হরিং বীক্ষ্য মনসি প্রাহ বিস্মিতঃ ॥৩৩
অহো বিচিত্রং যে সর্ব্বে কুত্র স্থানাৎ সমাগতাঃ
ক্রীড়ন্তো পূর্ব্ববচ্চাত্র সাকং কৃষ্ণেন ক্রীড়নৈঃ ॥৩৪
মৎক্রটির্ব্বৎসরৈশ্চৈকো ব্যতীতোঽভূন্মহীতলে।
সর্ব্বে প্রসন্নতাং প্রাপ্তা ন জ্ঞাতো কেনচিৎ ক্বচিৎ
এবং সম্মোহয়ন্ ব্রহ্মামোহনং বিশ্বমোহনম্।
স্বমায়য়ান্ধকারেণ স্বগাত্রং নৈব দৃষ্টবান ॥ ৩৬
বৎসপালাপহরণাৎ কিমভূজ্জগতঃ পতেঃ।
অহো খদ্যোতবদ্ বেধা শ্রীকৃষ্ণরবিসম্মুখে ॥ ৩৭
এবং বিমুহ্যতি সতি জড়ীভূতে চ ব্রহ্মণি।
স্বমায়াং কৃপয়াকৃষ্য কৃষ্ণঃ স্বং দর্শনং দদৌ ॥ ৩৮

কারী, মণিসমূহ ও গুঞ্জাফলের মালা দ্বারা শোভিত, পদ্ম ও কুমুদের মাল্যভূষিত, দিব্য উষ্ণীষ মুকুটধারী, কুণ্ডল ও অলকালঙ্কৃত, শরতের পদ্মসদৃশ নয়নের দৃষ্টিদানে আনন্দদায়ী, কোটি কন্দর্পকান্তি, নাসিকাস্থিত মুক্তাভরণে ভূষিত, শিখাভূষণসংযুক্ত, করভূষণসমন্বিত, দ্বিভুজ, পীতবসন, কাঞ্চী কটক ও নূপুর-শোভিত, কোটি বালদিবাকরপ্রভায় উজ্জ্বলিত মনোজ্ঞরূপে দর্শন করিলেন। বলরাম গোবর্দ্ধন গিরির উত্তরে ও যমুনার দক্ষিণে বৃন্দাবনে সমস্তই কৃষ্ণময় দর্শন করিলেন। তিনি ইহা কৃষ্ণ ও ব্রহ্মার কৃত কার্য্য জানিয়া পুনরায় বৎস ও বৎসপালগণকে দর্শন করত কৃষ্ণকে বলিলেন ;—ব্রহ্মা, অনন্ত, ধর্ম্ম, ইন্দ্র, ও শঙ্কর সর্ব্বদা তোমাকে ভক্তিযুক্ত হইয়া সেবা করেন ; তুমি আত্মারাম,পূর্ণকাম, পরেশ ; তুমি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে সমর্থ। ১৯—৩০ নারদ বলিলেন,—বলরাম এইরূপ বলিতে থাকিলে তখন ব্রহ্মা তথায় সমাগত হইয়া বৎস ও বৎসপালগণসহ রাম ও কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। "অহো! আমি যে স্থানে বৎস ও বৎসপালগণকে রাখিয়াছিলাম, কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া আনিয়াছেন" এইরূপ বলিয়া সেইস্থানে গিয়া দেখিলেন—তাহারা তথায় পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। ব্রহ্মা তাহাদিগকে প্রসুপ্ত দেখিয়া পুনরায় ব্রজে আগমন করিলেন এবং বৎসপালগণসহ হরিকে আবলোকন করত বিস্মিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন ;—অহো কি বিচিত্র! ইহারা কিরূপে এখানে সমাগত হইয়া কৃষ্ণের সহিত পূর্ব্ববৎ ক্রীড়াসামগ্রীদ্বারা ক্রীড়ারত হইল! পৃথিবীর বৎসর রূপ আমার এক ক্রটিসময় অতীত হইয়া গেল, সকলেই প্রসন্নতাপ্রাপ্ত, কেহই কোনরূপে ইহা জানিতেও পারিল না। এইরূপে ব্রহ্মা মোহাতীত বিশ্বমোহনকে মোহিত করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু নিজ মায়ান্ধকারে তিনি তাঁহার নিজ দেহই দর্শন করিতে পারেন নাই। বৎসপাল হরণে জগৎপতির আর কি হইবে, শ্রীকৃষ্ণরূপ তপনের সম্মুখে ব্রহ্মাই খদ্যোতরূপ হইলেন। ব্রহ্মা এইরূপে মোহিত ও জড়ীভূত হইলে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহার

এবং তত্র সকৃদ্‌ ব্রহ্মা গোবৎসান্‌ গোপদারকান্‌
সর্ব্বানাচষ্ট শ্রীকৃষ্ণং ভক্ত্যা বিজ্ঞানলোচনৈঃ ॥ ৩৯
দদর্শাথ বিধিস্তত্র বাহ্যমন্তঃশরীরতঃ।
স্বাত্মনা সহিতং রাজন্‌ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥
এবং বিলোক্য ব্রহ্মা তু জড়ো ভূত্বা স্থিরোঽভবৎ।
বৃন্দাবদ্‌বৃন্দকারণ্যো প্রদৃশ্যেত যথাতথা ॥ ৪১
স্বাত্মনো মহিমা দ্রষ্টুং হ্যনীশোঽপি চ ব্রহ্মণি।
চচ্ছাদ সপদি জ্ঞাত্বা মায়াজবনিকাং হরিঃ ॥ ৪২
ততঃ প্রলব্ধনয়নঃ স্রষ্টা সুপ্ত ইবোত্থিতঃ।
উন্মীল্য নয়নে কৃচ্ছ্রাদ্দদর্শেদং সহাত্মনা ॥ ৪৩
সমাহিতস্তত্র ভূত্বা সদ্যোঽপশ্যদ্দিশো দশ।
শ্রীমদ্বৃন্দাবনং রম্যং বাসন্তীলতিকান্বিতম্‌ ॥ ৪৪
শার্দ্দূলবালকৈর্যত্র ক্রীড়ন্তি মৃগবালকাঃ।
শ্যেনৈঃ কপোতা নকুলৈঃ সর্পা বৈরবিবর্জ্জিতাঃ
তত্রৈব বৃন্দকারণ্যে সপাণিকবলং বিধিঃ।
বৎসান্‌ সখীন্‌ বিচিন্বন্তমেকং কৃষ্ণং দদর্শ সঃ ॥৪৬

দৃষ্ট্বা গোপালবেষেণ গুপ্তং গোলোকবল্লভম্‌।
জ্ঞাত্বা সাক্ষাদ্ধরিং ব্রহ্মা ভীতোঽভূৎ স্বকৃতেন চ
তং প্রসাদয়িতুং রাজন্‌ জ্বলন্তং সর্ব্বতো দিশম্‌ ॥
লজ্জয়াবাঙ্মুখো ভূত্বা হ্যবতীর্য্য স্ববাহনাৎ ॥৪৮
শনৈরুপসসারেশং প্রসীদেতি বদন্নমন্‌।
স্রবদ্বর্ষাশ্রুদত্তার্ঘঃ স পপাতাথ দণ্ডবৎ ॥ ৪৯
উত্থাপ্যাশ্বাস্য তং কৃষ্ণো প্রিয়ং প্রিয় ইব স্পৃশন্‌
সুরান্‌ সুভুবি দূরস্থানালুলোক সুধার্দ্রদৃক্‌ ॥ ৫০
ততো জয় জয়েত্যুচ্চৈঃ স্তুবতাং নমতাং সতাম্‌।
তদ্দয়াদৃষ্টদৃষ্টানাং সানন্দঃ সংভ্রমোঽভবৎ ॥ ৫১

দৃষ্ট্বা হরিং তত্র সমাস্থিতং বিধি-
র্নমাম তং ভক্তমনাঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
স্তুতিং চকারাশু স দণ্ডবল্লুঠন্‌
প্রহৃষ্টরোমা ভুবি গদ্গদাক্ষরঃ ॥ ৫২

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীবৃন্দাবনখণ্ডে
নারদবহুলাশ্বসংবাদে শ্রীকৃষ্ণদর্শন-
বর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮॥

স্বমায়া কর্ষণ করত স্বরূপে দর্শন দান করিলেন। ভক্তি দ্বারা ব্রহ্মার জ্ঞানদৃষ্টি লাভ হইল, তিনি গোবৎস গোপবালক ও শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিলেন। হে রাজন্‌! ব্রহ্মা অন্তর বাহিরে সর্ব্বত্র আত্মার সহিত জগৎ বিষ্ণুময় দর্শন করিলেন। ৩৯—৪০। ব্রহ্মা এইরূপ দর্শন করিয়া জড়ভাবে স্থির হইয়া থাকিলেন; ব্রহ্মা রাধা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বৃন্দাবনের যত্রতত্র দৃশ্য ভগবানের মহিমা দেখিতে অক্ষম জানিতে পারিয়া হরি মায়াযবনিকা অপসরণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাত্মা ব্রহ্মা নয়নলাভে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জাগ্রত হইয়া অতিকষ্টে নেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক ইহা দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সেই স্থানে সদ্য সমাহিত হইয়া দশদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত বাসন্তী লতাসমন্বিত শ্রীযুক্ত রম্য বৃন্দাবন দর্শন করিলেন। তথায় ব্যাঘ্রবালকের সহিত মৃগশিশুরা শান্তভাবে ক্রীড়া করে; শ্যেন ও কপোত, নকুল ও সর্প তথায় বৈরবিবর্জ্জিত; ব্রহ্মা আরও দেখিলেন—একমাত্র কৃষ্ণই করতলে তৃণকবল লইয়া প্রিয় বৎসগণকে বৃন্দারণ্যে অন্বেষণ করিতেছেন। গোলোকপতি সাক্ষাৎ হরিকে গুপ্ত গোপালবেশে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা পূর্ব্বকর্ম্ম স্মরণ করত ভীত হইলেন। হে রাজন্‌! সেই সর্ব্বদিকে প্রজ্বলিত কৃষ্ণকে প্রসন্ন করিবার জন্য স্বীয় বাহন হইতে অবতরণপূর্ব্বক লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন, তিনি ঈশকে বারবার প্রণামপূর্ব্বক "প্রসন্ন হও" বলিয়া একটু একটু করিয়া কৃষ্ণের নিকটে গেলেন, এবং হর্ষে তাঁহার অশ্রু ক্ষরিত হইল, তিনি অর্ঘ প্রদান করিয়া দণ্ডের ন্যায় ভূপতিত হইলেন! প্রিয় যেমন প্রিয়কে স্পর্শ করে, তদ্রূপ কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে ধরিয়া তুলিলেন। ও আশ্বস্ত করিলেন এবং সুধার ন্যায় সস্নেহ দৃষ্টি দ্বারা দূরস্থিত সুরগণকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন সকলেই উচ্চ জয় জয় রবে তাঁহার স্তুতি ও প্রণাম করিলেন, কৃষ্ণের দয়াদৃষ্টিপ্রাপ্তে সকলেরই আনন্দ ও সম্ভ্রম সমুদ্ভূত হইল। ব্রহ্মা তাঁহাকে সেইস্থানে অবস্থিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ভক্তিযুক্তমনে ও করজোড়ে প্রণাম করিলেন, এবং রোমাঞ্চিত-

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

কৃষ্ণায় মেঘবপুষে চপলাম্বরায়
পীযুষমিষ্টবচনায় পরাৎপরায়।
বংশীধরায় শিখিচন্দ্রকয়াম্বিতায়
দেবায় ভ্রাতৃসহিতায় নমোঽস্তু তস্মৈ ॥ ১
কৃষ্ণস্তু সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমঃ স্বয়ং
পূর্ণঃ পরেশঃ প্রকৃতেঃ পরো হরিঃ।
যস্যাবতারাংশকলা বয়ং সুরাঃ
সৃজাম বিশ্বং ক্রমতোঽস্য শক্তিভিঃ ॥ ২
স ত্বং সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্রাবতারো
নন্দস্যাপি পুত্রতামাগতঃ কৌ।
বৃন্দারণ্যে গোপবেশেন বৎসান্
গোপৈর্মুখ্যৈশ্চারয়ন্ ভ্রাজসে বৈ ॥ ৩
হরিং কোটিকন্দর্পলীলাভিরামং
স্ফুরৎকৌস্তুভং শ্যামলং পীতবস্ত্রম্।
ব্রজেশন্তু বংশীধরং রাধিকেশং
পরং সুন্দরং তং নিকুঞ্জে নমামি ॥ ৪
তং কৃষ্ণং ভজ হরিমাদিদেবমস্মিন্
ক্ষেত্রজ্ঞং খমিব বিলিপ্তমেঘমেব।
স্বচ্ছাঙ্গং পরমধিযজ্ঞচৈত্যরূপং
ভক্ত্যাদ্যৈর্বিশদবিরাগভাবসত্ত্বৈঃ ॥ ৫
যাবন্মনশ্চ রজসা প্রবলেন বিদ্ধন্
সঙ্কল্প এব তু বিকল্পক এব তাবৎ।
তাভ্যাং ভবেন্মনসিজস্ত্বভিমানযোগ-
স্তেনাপি বুদ্ধিবিকৃতিং ক্রমতঃ প্রযান্তি ॥ ৬
বিদ্যুদ্দ্যুতিস্ত্বৃতুগুণো জলমধ্যরেখা
ভূতোল্মুকঃ কপটপান্থরতির্যথা চ।
ইত্থং তথাস্য জগতস্তু সুখং মৃষেতি
দুঃখাবৃতং বিষয়ঘূর্ণমলাতচক্রম্ ॥ ৭
বৃক্ষা জলেন চলতাপি চলা ইবাত্র
নেত্রেণ ভূরিচলিতেন চলেব ভূশ্চ।
এবং গুণৈঃ প্রকৃতিজৈর্ভ্রমতো জনস্য
সত্যং বদেদ্গুণসুখং ইদমেব কৃষ্ণ ॥ ৮

গাত্রে ভূতলে দণ্ডবৎ লুণ্ঠিত হইয়া গদ্গদ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। ৪১—৫২।

বৃন্দাবনখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—মেঘকান্তি, চপলাম্বর, অমৃততুল্যমিষ্টভাষী, পরাৎপর, বংশীধর, বিচিত্র-ময়ূরপুচ্ছচূড়, শ্রীকৃষ্ণ-দেবকে ভ্রাতা বলরাম সহ নমস্কার করি। কৃষ্ণ সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম, পূর্ণ, পরেশ, প্রকৃতির অতীত, পরব্রহ্ম হরি; আমরা দেবগণ যাঁহার অংশ ও কলাবতার, যাঁহার শক্তিতেই আমরা ক্রমশঃ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকি; সেই তুমি সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং পৃথিবীতে নন্দের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছ। তুমি প্রধান প্রধান গোপগণের সহিত গোপবেশে বৃন্দাবনে গোচারণ করিয়া বিরাজ কর। কোটি কন্দর্পের লীলায় অভিরাম, স্ফুরৎপ্রভ-কৌস্তুভ-ভূষণ, শ্যামবর্ণ, পীতবসন, বংশীধর, ব্রজেশ, রাধিকেশ, পরম সুন্দর হরিকে নিকুঞ্জ মধ্যে প্রণাম করি। যিনি আকাশে বিলিপ্ত মেঘের ন্যায় এই দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি অধিযজ্ঞের চৈত্যস্বরূপ, স্বচ্ছাঙ্গ পরব্রহ্ম এবং যিনি নির্ম্মল ভক্তি-আদি বিশদ-বিরাগভাবলভ্য, সেই আদি-দেব হরি কৃষ্ণকে ভজনা করি। হে সর্ব্বজ্ঞ! যখনই মনে রজোভাবের উদয় হয়, তখনই মন সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক হইয়া থাকে; সেই সঙ্কল্প-বিকল্পবশে মন হইতেই অভিমান জন্মে; আর তাহাতেই ক্রমে বুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া দেয়। ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের চমক, ঋতুর গুণ, জল-মধ্যগত রেখা, পিশাচের আগুন এবং কপট পথিকের রতির মত জগতের সুখ মিথ্যা, উহা অলাতচক্রবৎ। দুঃখাবৃত বিষয়-মোহে ঘূর্ণমান নেত্র অত্যন্ত ঘূর্ণিত হইলে যেমন অচলা ভূ চলিতবৎ প্রতিভাত হয়, তরুগণ না চলিলেও জল চলিত হওয়ায় চলার মত দেখায়, হে কৃষ্ণ! এইরূপ প্রকৃতিপ্রসূত গুণ

দুঃখং সুখঞ্চ মনসা প্রভবঞ্চ সুপ্তে
মিথ্যা ভবেৎ পুনরহো ভুবি জাগরেহস্য।
ইত্থং বিবেকঘটিতস্য জনস্য সর্ব্বং
স্বপ্নভ্রমাদৃতজগৎ সততং ভবেদ্ধি॥ ৯
জ্ঞানী বিসৃজ্য মমতামভিমানযোগং
বৈরাগ্যভাবরসিকঃ সততং নিরীহঃ।
দীপেন দীপকশতঞ্চ যথা প্রজাতং
পশ্যেত্তথাত্মবিভবং ভুবি চৈকতত্ত্বম্॥ ১০
ভক্তো ভজেদজপতিং হৃদি বাসুদেবং
নির্ধূমবহ্নিরিব মুক্তগুণঃ স্বভাবঃ।
পশ্যন্ ঘটেষু সজলেষু যথেন্দুমেক-
মেতাদৃশঃ পরমহংসবরঃ কৃতার্থঃ॥ ১১
স্তুবন্তি বেদাঃ সততঞ্চ যং সদা-
হরের্নহিয়ঃ কিল ষোড়শীং কলাম্।
কদাপি জানন্তি ন তে ত্রিলোকে
বক্তুং গুণাংস্তস্য জনোঽস্তি কঃ পরঃ॥ ১২

বক্ত্রৈশ্চতুর্ভিস্ত্বহমেব দেবঃ
শ্রীপঞ্চবক্ত্রঃ কিল পঞ্চবক্ত্রৈঃ।
সহস্রশীর্ষাস্ত সহস্রবক্ত্রৈ-
...তি সেবাং কুরুতে চ তস্য॥ ১৩
বিষ্ণুশ্চ বৈকুণ্ঠনিবাসকশ্চ
ক্ষীরোদবাসী হরিরেব সাক্ষাৎ।
নারায়ণো ধর্ম্মসুতস্তথাপি
গোলোকনাথং ভজতে ভবন্তম্॥ ১৪
অহোঽতিধন্যো মহিমা মুরারে-
র্জানন্তি ভূমৌ মুনয়ো ন মানবাঃ।
সুরাসুরা বা মনবোঽপ্যবুধাঃ পুনঃ
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি ন তৎপদদ্বয়ম্॥ ১৫
বরং হরিং গুণাকরং সুমুক্তিদং পরাৎপরম্।
রমেশ্বরং গুণেশ্বরং ব্রজেশ্বরং নমাম্যহম্॥ ১৬
তাম্বুলসুন্দরমুখং মধুরং ব্রুবন্তং
বিম্বাধরং স্মিতযুতং সিতকুন্দদন্তম্।
নীলালকাবৃতকপোলমনোহরাভং
বন্দে চলৎকনককুণ্ডলমণ্ডনার্হম্॥ ১৭
সুন্দরস্ত তব রূপমেব হি
মন্মথস্য মনসো হরং পরম্।

বশতঃ ভ্রান্ত জগৎ তাদৃশ সুখকে সত্য বলিয়া ধারণ করে সুখ দুঃখ মনের দ্বারা উদ্ভূত হয়, সুপ্তাবস্থায় তাহা লুপ্ত হইয়া থাকে; আর জাগরণকালে তাহা পুনরায় অনুভূত হয়; যাহার এই বিবেক আছে, তাহার নিকট এ জগৎ সতত স্বপ্নভ্রম বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে। জ্ঞানী মমতা ও অভিমান ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা বৈরাগ্যভাবরসিক ও নিরীহ হইবেন এবং একটী দীপ হইতে যেমন শত শত দীপের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ এক পরমাত্মা হইতে সমস্ত উৎপন্ন এই একমাত্র তত্ত্ব দর্শন করিবেন। ১—১০। ভক্ত নির্ধূম বহ্নিশিখার ন্যায় গুণযুক্ত ও আত্মনিষ্ঠ হইয়া হৃদয়ে ব্রজেশ বাসুদেবের ভজনা করিবেন; আর একই চন্দ্রবিম্ব যেমন ঘটমধ্যস্থ জলেও দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আত্মার একত্ব দর্শনে শ্রেষ্ঠ পরমহংস ও কৃতার্থ হইবেন। বেদসমূহ সতত যাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া, কখনও তাহার ষোড়শাংশের একাংশও প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না, ত্রিলোকে সেই হরির গুণবর্ণনে অপর কে সমর্থ হইবে? আমি চারি মুখে, দেব দেব পঞ্চানন পঞ্চ বদনে, সহস্রবদন অনন্ত সহস্র মুখে যাহার স্তব করিয়া সেবা করেন; বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ী সাক্ষাৎ হরি, এবং ধর্ম্মসুত নারায়ণ সেই গোলোকপতি আপনার সেবা করিয়া থাকেন। অহো! মুরারির মহিমা ধন্য, ভূতলে সে মহিমা মুনিগণই জানেন, মানবে নহে। অন্য মনুগণ সুর, অসুর, ইহারা স্বপ্নেও তদীয় পাদপদ্ম দর্শনে অসমর্থ। গুণাকর, মুক্তিদ, পরাৎপর, রমেশ, গুণেশ, ব্রজেশ্বর, পরমাত্মা হরিকে নমস্কার করি। তাম্বুলরাগে সুন্দরবদন, মধুরভাষী, বিম্বাধর, ঈষৎ হাস্যযুক্ত কুন্দকুসুমবৎ সুন্দরদন্ত, নীলালকাবৃত-কপোল, মনোহরকান্তি, দোদুল্যমান কুণ্ডলে মণ্ডিত কৃষ্ণকে বন্দনা করি। হে কৃষ্ণ! তোমার পরম

আবিরস্তু মম নেত্রয়োঃ সদা
শ্যামলং মকরকুণ্ডলাবৃতম্॥ ১৮
বৈকুণ্ঠলীলাপ্রবরং মনোহরং
নমস্কৃতং দেবগণৈঃ পরং বরম্।
গোপাললীলাভিযুতং ভজাম্যহং
গোলোকনাথং শিরসা নমাম্যহম্॥ ১৯
যুক্তং বসন্তকলকণ্ঠবিহঙ্গমৈশ্চ
সৌগন্ধিকং স্বরুণপল্লবশাখিসঙ্গম্।
বৃন্দাবনং সুধিতধীরসমীরলীলং
গচ্ছন্ হরির্জয়তি পাতু সদৈব ভক্তান্॥২০
হরতি কমলমানং লোলমুক্তাভিমানং
ধরনিরসিকদানং কামদেবস্য বাণম্।
শ্রবণবিদিতযানং নেত্রযুগ্মপ্রয়াণং
ভক্তমুহৃতসমক্ষং দানদক্ষং কটাক্ষম্॥ ২১
শরচ্চন্দ্রাকারং নখমণিসমূহং সুখকরং
সুরক্তং হৃৎপূর্ণং প্রকটিততমঃখণ্ডনকরম্।
ভজেঽহং ব্রহ্মাণ্ডে সকলনরপাপাভিদলনং
হরের্বিষ্ণোর্দেবৈর্দিবি ভারতখণ্ডে স্তুতমলম্॥২২

মহাপদ্মে কিংবা পরিধিরিব চাভাতি সততং
কদাদিত্যস্ফূর্জদ্রথচরণ ইত্থং ধ্বনিধরম্।
যথান্যস্তং চক্রং শতকিরণযুক্তং তু হরিণা
স্ফুরচ্ছ্রীমঞ্জীরং হরিচরণপদ্মে স্বধিগতম্॥ ২৩
কট্যাং পীতাম্বরং দিব্যং ক্ষুদ্রঘণ্টিকয়ান্বিতম্।
ভজাম্যহং চিত্তহরং কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ॥ ২৪
ভজে কৃষ্ণক্রোড়ে ভৃগুমুনিপদং শ্রীগৃহমলং
তথা শ্রীবৎসাঙ্কং নিকষরুচিযুক্তং হ্যাতিপরম্।
গলে হীরাহারান্ কনকমণিমুক্তাবলিধরান্
স্ফুরত্তারাকারান্ ভ্রমরবলিভারান্ ধ্বনিকরান্॥২৫
বংশীবিভূষিতমলং দ্বিজদানশীলং
সিন্দূরবর্ণমতিকীচকরাবলীলম্।
হেমাঙ্গুরীয়নিকরং নখচন্দ্রযুক্তং
হস্তদ্বয়ং স্মরকদম্বসুগন্ধপৃক্তম্॥ ২৬
শনৈশ্চলন্মানসরাজহংস-
গ্রীবাগতৌ কন্ধর উচ্চদেশে।
কাদম্বিনীমানহরৌ বরৌ চ
ভজামি নিত্যং হরিকাকপক্ষৌ॥ ২৭

সুন্দররূপ মন্মথেরও মন হরণ করে; আমার নেত্রে সর্ব্বদা মকরকুণ্ডলাবৃত শ্যামকলেবর কৃষ্ণ আবির্ভূত হউন। সর্ব্বোত্তম বৈকুণ্ঠ-লীলাপ্রবর মনোহর রূপের দেবগণ নমস্কার করেন। আমি গোপাললীলাযুক্ত গোলোকনাথকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া ভজনা করি! বসন্ত কালের কোকিলাদি কলকণ্ঠ বিহগযুক্ত, সুগন্ধ-ময়, তরুণ পল্লবযুক্ত বৃক্ষাবৃত, সুধোপম ধীর-সমীর সম্পর্কিত বৃন্দাবনে বিচরণ করিয়া কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন এবং সর্ব্বদা ভক্তগণকে রক্ষা করুন। ১১—২০। তোমার কর্ণান্ত-বিশ্রান্ত নেত্রদ্বয় কমলের মান হরণ করে, দোলায়-মান মুক্তার অভিমান দূর করে; তোমার রসিকতা ধরণীর যাবতীয় রসিকের পরাভব করে; আর তোমার কটাক্ষ কামবাণকে তিরস্কৃত করে। আমি সেই সকল ভজনা করিব। যাঁহার নখমণিসমূহ শরচ্চন্দ্রাকার সুখকর সুরক্ত হৃদয়গ্রাহী গাঢ়ান্ধকারহারী, জগতের সর্ব্ববিধ পাপহারী, ভারতখণ্ডে ও স্বর্গে দেবমণ্ডলী যাহার বিষ্ণু হরিরূপের স্তব করেন, আমি তাঁহাকে ভজনা করি। তোমার পাদপদ্মের সর্ব্বদা শব্দায়মান কিরণযুক্ত হরি-চক্রাকার নূপুর হইতে যে পরিধির ন্যায় ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহা কি শত কিরণযুক্ত সূর্য্য রথচক্রের পরিধি? অথবা তোমার পাদপদ্মের পরিধি? যাহার কটিতে ক্ষুদ্র ঘণ্টাযুক্ত দিব্য পীতাম্বর, আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণের সেই মনোহর রূপের ভজনা করি। যাহার বক্ষ শ্রীবৎসভূষিত, নিকষ পাষাণ কান্তি অত্যুজ্জ্বল ভৃগুপদলাঞ্ছিত বক্ষে লক্ষ্মী বিলাস করেন, যাহার গলে স্বর্ণ রত্ন ও মুক্তাবলী রাজিত এবং তারকাকারে প্রস্ফুরিত মধুকরসমূহের ন্যায় ধ্বনিকারী হীরাহার বিদ্যমান; যিনি বংশীবিভূষিত, দ্বিজগণে অত্যন্ত দানশীল, সিন্দূরবর্ণ সুন্দর অঙ্গুলীদ্বারা বংশীবাদনে তৎপর; যাহার অঙ্গুলীতে স্বর্ণা-ঙ্গুরীয়, হস্তদ্বয় চন্দ্রতুল্য নখযুক্ত; যিনি কদম্ব কুসুমের সুগন্ধপৃক্ত ও কামদেব সদৃশ; সুগতিসম্পন্ন মানস-রাজহংসের ন্যায় যাঁহার উচ্চ কন্ধর গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত উন্নত, যাঁহার

কলদর্পণবদ্বিশদং সুখদং
নবযৌবনরূপধরং নৃপতিম্।
মণিকুণ্ডলকুন্তলশালিরতিং
ভজ গণ্ডযুগং রবিচন্দ্ররুচি ॥ ২৮
খচিতকনকমুক্তা রক্তবৈদূর্য্যবাসং
মদনবদনলীলাসর্ব্বসৌন্দর্য্যরাসম্।
অরুণবিধুসকাশং কোটিসূর্য্যপ্রকাশং
ঘটিতশিখিস্ববীটং নৌমি বিষ্ণোঃ কিরীটম্
যদ্দ্বারিদেশেন গতির্গুহেন্দ্র-
গণেশতারেশদিবাকরাণাম্।
আজ্ঞাং বিনা যান্তি ন কুঞ্জমণ্ডলং
তং কৃষ্ণচন্দ্রং জগদীশ্বরং ভজে ॥ ৩০
ইতি কৃত্বা স্তুতিং ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ।
পুনঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা স্ববিজ্ঞপ্তিং চকার হ ॥ ৩১
অপরাধস্তু পুত্রস্য মাতৃবত্বং ক্ষমস্ব চ।
অহং তন্নাভিকমলাৎ সম্ভবোহহং জগৎপতে ॥৩২
ক্কাহং লোকপতিঃ ক্ক ত্বং কোটিব্রহ্মাণ্ডনায়কঃ।
তস্মাৎ ব্রজপতে দেব রক্ষ মাং মধুসূদন ॥ ৩৩
মায়য়া যস্য মুহ্যন্তি দেবদৈত্যনরাদয়ঃ।
স্বমায়য়া তম্মোহায় মূর্খোহহং হ্যুদ্যতোহভবম্ ॥৩৪
নারায়ণস্ত্বং গোবিন্দ নাহং নারায়ণো হরে।
ব্রহ্মাণ্ডং ত্বং বিনির্ম্মায় শেষে নারায়ণঃ পুরা ॥৩৫
যস্য শ্রীব্রহ্মণি ধাম্নি প্রাণং ত্যক্ত্বা তু যোগিনঃ।
যথা যান্ত্যস্তি তস্মিংস্তু সকুলা পূতনা গতা ॥ ৩৬
বৎসানাং বৎসপানাঞ্চ কৃত্বা রূপাণি মাধব।
বিচচার বনে ত্বন্তু হ্যপরাধান্ মম প্রভো ॥ ৩৭
তস্মাৎ ক্ষমস্ব গোবিন্দ প্রসীদ ত্বং মমোপরি।
অগণ্যাপরাধং মে সুতোপরি পিতা যথা ॥৩৮
ত্বদভক্তা রতা জ্ঞানে তেষাং ক্লেশো বিশিষ্যতে
পরিশ্রমাৎ কর্ষকাণাং যথা ক্ষেত্রে তুষার্থিনাম্ ॥
ত্বদ্ভক্তিভাবে নিরতা ব্রজবল্লভপতিং গতাঃ।
যোগিনো মুনয়শ্চৈব তথা যে ব্রজবাসিনঃ ॥ ৪০

মনোজ্ঞ কাকপক্ষ মেঘের মানহরণ করিয়াছে সেই হরিকে নিত্য ভজনা করি। স্বচ্ছ-দর্পণবৎ নির্ম্মল, সুখদ, নবযৌবনকান্তিযুক্ত নরগণের রক্ষক, মণিকুণ্ডল ও কুন্তলশালী, যাঁহার গণ্ডযুগল মার্ত্তণ্ড ও চন্দ্রের মত দ্যুতিযুক্ত যিনি স্বর্ণ মুক্তা ও রক্ত বৈদূর্য্য খচিত বসন পরিধান করিয়াছেন, যিনি মদনের ন্যায় বদনশালী সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সারভূত রাসলীলাকারী, অরুণ-চন্দ্রকান্তি ও কোটি সূর্য্য তুল্যপ্রভ এবং যাঁহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ বিদ্যমান, সেই বিষ্ণু কিরীটকে নমস্কার করি। যাহার দ্বারদেশে কার্ত্তিক, গণেশ, ইন্দ্র চন্দ্র ও দিবাকরের গতি নাই, আদেশ ব্যতীত যাঁহার নিকুঞ্জ মধ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না, সেই জগদীশ্বর কৃষ্ণচন্দ্রকে ভজনা করি। ২১—৩০। ব্রহ্মা এইরূপে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া পুনরায় করজোড়ে স্বীয় বক্তব্য জ্ঞাপন করিলেন;—হে জগৎপতে! আমি আপনার নাভিকমলজাত, অতএব মাতা যেমন পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন,তদ্রূপ আপনিও আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। হে ব্রজপতে! কোথায় আমি একটী লোকের অধিপতি আর আপনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক; অতএব হে মধুসূদন! আমাকে রক্ষা করুন। যাঁহার মায়ায় সুর, অসুর ও নরাদি মোহিত, হয়, আমি মূর্খের মত তাঁহাকে আমার মায়ায় মোহিত করিতে উদ্যত হইয়াছি। হে গোবিন্দ! আপনি নারায়ণ, আমি নারায়ণ নহি; হে হরে! আপনি ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া শেষ-শয্যায় জলশায়ী হন। যোগিগণ প্রাণত্যাগ করিয়া পূতনার মত আপনার ব্রহ্মতেজে মিলিত হন, হে মাধব! আমারই অপরাধে আপনি বৎস ও বৎসপালগণের রূপ ধারণ করিয়া বনে বনে বিচরণ করিয়াছেন। অতএব প্রভো! আমাকে ক্ষমা করুন, হে গোবিন্দ! পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ গ্রহণ করেন না, তদ্রূপ আপনিও আমার অপরাধ উপেক্ষা করিয়া আমার উপর প্রসন্ন হউন। যাহারা আপনার অভক্ত হইয়া জ্ঞানে রত,পরিশ্রমপূর্ব্বক ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া তুষলাভ কারীর ন্যায় তাহাদের ক্লেশ হওয়াই সম্ভব; কিন্তু আপনার প্রতি একান্ত ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিগণ আপনাকেই প্রাপ্ত হয়। গোপী মুনি ও ব্রজবাসিগণের মধ্যেও

দ্বিধা রতির্ভবেদ্বরা শ্রুতাচ্চ দর্শনাচ্চ বা।
অহো হরে তু মায়য়া বভূব নৈব মে রতিঃ ॥ ৪১
ইত্যুক্ত্বাশ্রুমুখো ভূত্বা নত্বা তৎপাদপঙ্কজৌ।
পুনরাহ বিধিঃ কৃষ্ণং ভক্ত্যা সর্ব্বং ক্ষমাপয়ন্ ॥৪২
ঘোষেষু বাসিনামেষাং ভূত্বাহং ত্বৎপদাম্বুজম্।
যদা ভজেয়ং সুগতিস্তদা ভূয়ান্ন চান্যথা ॥ ৪৩
বয়ন্ত গোপদেহেষু সংস্থিতাশ্চ শিবাদয়ঃ।
সকৃৎ কৃষ্ণস্ত পশ্যন্তস্তম্মাদ্ধন্যাশ্চ ভারতে ॥ ৪৪
অহো ভাগ্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ মাতাপিত্রোস্তব প্রভো।
তথা চ গোপগোপীনাং পূর্ণত্বং দৃশ্যসে ব্রজে ॥৪৫

মুক্তাহারঃ সর্ব্ববিশ্বোপকারঃ
সর্ব্বাধারঃ পাতু মাং বিশ্বকারঃ।
লীলাগারঃ স্বরিকন্যাবিহারঃ
ক্রীড়াপারঃ কৃষ্ণচন্দ্রাবতারঃ ॥ ৪৬

রাধাপতে মদনমোহন দেবদেব।
সম্মোহিতং ব্রজপতে ভুবি তেহজয়া মাং
গোবিন্দ গোকুলপতে পরিপাহি পাহি ॥৪৭

করোতি যঃ কৃষ্ণ হরেঃ প্রদক্ষিণাং
ভবেজ্জগত্তীর্থফলঞ্চ তস্য তু।
স তে কৃষ্ণ লোকং সুখদং পরাৎপরং
গোলোকলোকং প্রবরং গমিষ্যতি ॥ ৪৮

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্যভিষ্টূয় গোবিন্দং শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরম্।
নত্বা ত্রিবারং লোকেশশ্চকার তু প্রদক্ষিণম্ ॥৪৯
তত্র চালক্ষিতো ভূত্বা বৎসান্ বালান্ পিতামহঃ
বরং দত্ত্বা প্রয়াণার্থং যাচনাং স চকার হ ॥ ৫০
ততশ্চ ব্রহ্মণে তস্মৈ নেত্রেণাজ্ঞাং দদৌ হরিঃ ॥
পুনঃ প্রণম্য স্বং লোকমাত্মভূঃ প্রত্যপদ্যত ॥৫১
অথ কৃষ্ণো বনাত্তূর্ণমানয়ামাস বৎসকান্।
যত্রাপি পুলিনে রাজন্ গোপানাং রাজমণ্ডলী ॥
গোপার্ভকাশ্চ শ্রীকৃষ্ণং বৎসৈঃ সার্দ্ধং সমাগতম্
ক্ষণার্দ্ধং মেনিরে বীক্ষ্য কৃষ্ণমায়াবিমোহিতাঃ ॥৫৩
ত উচুর্বৎসকৈঃ কৃষ্ণ ত্বরং ত্বন্ত সমাগতঃ।
কুরুষ ভোজনং চাত্র কেনাপি ন কৃতং প্রভো ॥

শ্রবণে ও দর্শনে দ্বিধারতি দৃষ্ট হয়। ৩০—৪০। অহো! হরির মায়ায় তৎপ্রতি আমার রতি হইল না! ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া অশ্রুপূর্ণমুখে তাঁহার পাদপদ্মে প্রণামপূর্ব্বক সর্ব্বাপরাধ ক্ষমার জন্য পুনরায় কৃষ্ণকে ভক্তিভরে বলিতে লাগিলেন;—আমি গোপকুলে জন্ম লইয়া যেন আপনার পাদপদ্ম ভজনা করত সুগতি লাভ করিতে পারি, ইহার যেন অন্যথা না হয়। আমরা ব্রহ্মা শিবাদি দেবতাগণ গোপরূপে যখন ভারতে গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া একবার কৃষ্ণ দর্শন করিয়াছি, তখন ধন্য। হে শ্রীকৃষ্ণ! অহো! আপনার মাতা পিতা এবং গোপ গোপীগণেরও কি সৌভাগ্য যে, তাঁহারা ব্রজপুরে আপনার পূর্ণরূপ দর্শন করিতেছেন। সর্ব্ববিশ্বোপকার মুক্তাহার বিশ্বাকার সর্ব্বাধার লীলাগার দেবকন্যাবিহার ক্রীড়াপার কৃষ্ণচন্দ্রাবতার আমাকে রক্ষা করুন। বৃষ্ণিকুলের কমল স্বরূপ নন্দনন্দন রাধাপতি দেবদেব মদনমোহন ব্রজপতি গোকুলপতি গোবিন্দ মায়া-মোহাপন্ন আমাকে রক্ষা করুন—রক্ষা করুন। যে ব্যক্তি কৃষ্ণের প্রদক্ষিণ করে, তাহার সর্ব্বজগতের তীর্থফললাভ হয়; সে সুখদ পরাৎপর লোকপ্রবর পরম গোলোকে গমন করে। নারদ বলিলেন,—লোকেশ ব্রহ্মা এইরূপে সুন্দর বৃন্দাবনেশ্বর গোবিন্দের স্তব করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কিছুকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া বৎস ও বৎসপালগণকে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক প্রস্থানার্থ প্রার্থনা করিলেন। ৪০—৫০। অনন্তর হরি নেত্রসঙ্কেতে তাঁহাকে গমনের আদেশ দিলেন। লোকপিতামহ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাও পুনরায় প্রণাম করিয়া নিজলোকে গমন করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর কৃষ্ণ বন হইতে সত্বর বৎস ও বৎপালগণকে আনয়ন করিলেন, এবং যমুনাপুলিনে যে স্থানে গোপমণ্ডলি বিরাজমান, তাহাদিগকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণমায়া-বিমোহিত গোপগণ সেই সময়কে ক্ষণার্দ্ধবৎ বোধ করিল তাহারা বৎসগণসহ সমাগত কৃষ্ণকে কহিল তুমি সত্বর আসিয়া ভোজন কর; হে প্রভো! তোমার

ততশ্চ বিহসন্ কৃষ্ণোঽভ্যবহৃত্যার্ভকৈঃ সহ।
দর্শয়ামাস সর্ব্বেভ্যশ্চর্ম্মাজগরমেব চ ॥ ৫৫
সায়ংকালে স রামস্তু কৃষ্ণো গোপৈঃ পরাবৃতঃ।
অগ্রে কৃত্বা বৎসবৃন্দং হ্যাজগাম শনৈর্ব্রজম্ ॥৫৬

গোবৎসকৈঃ সিতসিতাসিতপীতবর্ণৈ
রক্তাদিধূম্রহরিতৈর্বহুশীলরূপৈঃ।
গোপালমণ্ডলগতং ব্রজপালপুত্রং
বন্দে বনাৎ সুখদগোষ্ঠকমাব্রজন্তম্ ॥ ৫৭

আনন্দো গোপিকানান্তু হ্যাসীৎ কৃষ্ণস্য দর্শনে।
যাসাং যেন বিনা রাজন্ ক্ষণো যুগসমোঽভবৎ ॥৫৮
কৃত্বা গোষ্ঠে পৃথগ্ বৎসান্ বালাঃ স্বং স্বং গৃহং গতাঃ।
জগুশ্চাঘাসুরবধমাত্মনো রক্ষণং হরেঃ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে ব্রহ্মস্তুতির্নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

জন্য কেহই ভোজন করে নাই। অতঃপর কৃষ্ণ হাস্য করিয়া বালকগণের সহিত ভোজন করিলেন এবং বালকগণকে অজগর চর্ম্ম প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর বলরাম সহ কৃষ্ণ গোপগণে পরিবৃত হইয়া শুক্ল, শুক্লকৃষ্ণ মিশ্র, লোহিত, ধূম্র ও হরিত প্রভৃতি নানা বর্ণের নানারূপ স্বভাববিশিষ্ট বৎসবৃন্দকে অগ্রে করিয়া ধীরে ধীরে ব্রজপুরে উপনীত হইলেন। সুখদ বন হইতে গোষ্ঠে প্রত্যাবৃত্ত গোপমণ্ডলীর মধ্যগত নন্দনন্দনকে বন্দনা করি। হে রাজন্! যে কৃষ্ণ বিরহে যাঁহাদের ক্ষণকাল যুগের ন্যায় বোধ হইত, সেই কৃষ্ণদর্শনে গোপীগণের আনন্দ হইল। বালকগণ স্ব স্ব গোষ্ঠে পৃথক্ পৃথক্ বৎস বন্ধন করিয়া অঘাসুর বধ ও হরি হইতে আত্মরক্ষা বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। ৫০—৫৯।

বৃন্দাবনখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

বৎসাদ্বকমুখান্মুক্তং ততো মুক্তং হ্যঘাসুরাৎ।
শ্রুত্বা কতিদিনৈঃ কৃষ্ণং যশোদাভূদ্ভয়াতুরা ॥ ১
কলাবতীং রোহিণীঞ্চ গোপীগোপান্ বয়োধিকান্
বৃষভানুবরং গোপং নন্দরাজং ব্রজেশ্বরম্ ॥ ২
নবোপনন্দান্নন্দাংশ্চ বৃষভানূন্ ব্রজেশ্বরান্।
সমাহূয় তদগ্রে চ বচঃ প্রাহ যশোমতী ॥ ৩

যশোদোবাচ।

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কল্যাণং মে কথং ভবেৎ
মৎসুতে বহবোঽরিষ্টা আগচ্ছন্তি ক্ষণে ক্ষণে ॥৪
পূর্ব্বং মহাবনং ত্যক্ত্বা বৃন্দারণ্যে গতা বয়ম্।
এতত্ত্যক্ত্বা ক্ব যাস্যামো দেশে বদত নির্ভয়ে ॥৫
চঞ্চলোঽয়ং বালকো মে ক্রীড়ন্ দূরে প্রয়াতি হি
বালকাশ্চঞ্চলাঃ সর্ব্বে ন মন্যন্তে বচো মম ॥ ৬
বকাসুরশ্চ মে বালং তীক্ষ্ণতুণ্ডোঽগ্রসদ্বলী।

দশম অধ্যায়।

কয়েক দিনের মধ্যে প্রথমে বৎসাসুর, তারপর বকাসুর এবং তৎপর এই অঘাসুর হইতে শ্রীকৃষ্ণের বিঘ্ন-মুক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া যশোদা ভয়াতুরা হইলেন; যশোমতী কলাবতী, রোহিণী,বয়োধিক গোপ গোপী গোপবর, বৃষভানু, ব্রজরাজ নন্দ, সনন্দ, নব উপনন্দ, নন্দ,ব্রজরাজ বৃষভানু ইহাঁদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। ১—৩। যশোদা বলিলেন,—আমার তনয়ে ক্ষণে ক্ষণে বহুবিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে; এখন কি করি, কোথায় যাই, কি করিলে আমার মঙ্গল হয়? পূর্ব্বে মহাবন ত্যাগ করিয়া আমরা বৃন্দাবনে আগমন করিলাম; সম্প্রতি এই বন ত্যাগ করিয়া আবার কোন্ নির্ভয় স্থানে গমন করি, তাহা বল। আমার এই চঞ্চল বালক ক্রীড়া করিতে করিতে দূর দেশে গমন করে, বালকগণও এমনই চঞ্চল যে, আমার বাক্য মানে না। মহাবল বকাসুর তীক্ষ্ণ তুণ্ডদ্বারা আমার দীন

তস্মান্মুক্তস্তু জগ্রাহার্ভকৈর্দীনমঘাসুরঃ ॥ ৭
বৎসাসুরস্তজ্জিঘাংসুঃ সোঽপি দৈবেন মারিতঃ
বৎসার্থং স্বগৃহাদ্বালং ন বহিঃ কারয়াম্যহম্ ॥ ৮

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্থং বদন্তীং সততং রুদন্তীং
যশোমতীং বীক্ষ্য জগাদ নন্দঃ।
আশ্বাসয়ামাস সুগর্গবাক্যৈ-
র্ধর্ম্মার্থবিদ্ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৯

শ্রীনন্দরাজ উবাচ।

গর্গবাক্যং ত্বয়া সর্ব্বং বিস্মৃতং হে যশোমতি।
ব্রাহ্মণানাং বচঃ সত্যং নাসত্যং ভবতি ক্বচিৎ ॥
তস্মাদ্দানং প্রকর্ত্তব্যং সর্ব্বারিষ্টনিবারণম্।
দানাৎ পরন্তু কল্যাণং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥১

শ্রীনারদ উবাচ

তদা যশোদা বিপ্রেভ্যো নবরত্নং মহাধনম্।
স্বালঙ্কারাংশ্চ বালস্য সবলস্য দদৌ নৃপ ॥ ১২
অযুতং বৃষভানাঞ্চ গবাং লক্ষং মনোহরম্।
দ্বিলক্ষমন্নভারাণাং নন্দো দানং দদৌ ততঃ ॥

বালককে গ্রাস করিয়াছিল, যদিও তাহা হইতে মুক্ত হইল, আবার অঘাসুর গ্রাস করিল। বৎসাসুরও তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে দৈব কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। আর আমি গোচরণার্থ বালককে গৃহের বাহির করিব না। নারদ বলিলেন,—যশোদাকে এইরূপ বলিতে ও সতত রোদন করিতে দেখিয়া ধার্ম্মিকবর পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ নন্দ তাঁহাকে গর্গের বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিলেন। নন্দরাজ বলিলেন,—হে যশোদে! তুমি গর্গের বাক্য সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছ; ব্রাহ্মণের বাক্য সত্য, কদাচ মিথ্যা হয় না। অতএব এক্ষণে সর্ব্বারিষ্ট নাশক দান কর্ত্তব্য হইতেছে। দান হইতে শ্রেষ্ঠ কোন কল্যাণই হয় নাই, হইবেও না। নারদ বলিলেন,—তখন যশোদা মহাধন নবরত্ন, কৃষ্ণ ও বলরামের মঙ্গল কামনায় নিজের অলঙ্কারসকল বিপ্রগণকে দান করিলেন। তারপর নন্দ স্বয়ং অযুত বৃষ,মনোহর লক্ষ গাভী ও দ্বিলক্ষ অন্নভার প্রদান করিলেন। ৪—১৩

শ্রীনারদ উবাচ

গোপেচ্ছয়া রামকৃষ্ণৌ গোপালৌ তৌ বভূবতুঃ।
গাশ্চারয়ন্তৌ গোপালৈর্ব্বয়স্যৈশ্চেরতুর্ব্বনে ॥ ১৪
অগ্রে পৃষ্ঠে তদা গাবশ্চরন্ত্যঃ পার্শ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য বলস্যাপি পশ্যন্ত্যঃ সুন্দরং মুখম্ ॥ ১৫
ঘণ্টামঞ্জীরঝঙ্কারং কুর্ব্বন্ত্যস্তা ইতস্ততঃ।
কিঙ্কিণীজালসংযুক্তা হেমমালালসদ্গলাঃ ॥ ১৬
মুক্তাগুচ্ছৈর্ব্বর্হিপিচ্ছৈর্লসৎপুচ্ছাচ্ছকেসরাঃ।
স্ফুরতাং নবরত্নানাং মালাজালৈর্ব্বিরাজিতাঃ ॥১৭
শৃঙ্গয়োরন্তরে রাজন্ শিরোমণিমনোহরাঃ।
হেমরশ্মিপ্রভাস্ফূর্জ্জচ্ছৃঙ্গপার্শ্বপ্রবেষ্টনাঃ ॥ ১৮
আরক্ততিলকাঃ কাশ্চিৎ পীতপুচ্ছারুণাঙ্ঘ্রয়ঃ।
কৈলাসগিরিসঙ্কাশাঃ শীলরূপমহাগুণাঃ ॥ ১৯
সবৎসা মন্দগামিন্য উধোভারেণ মৈথিল।
কুণ্ডোধ্নাঃ পাটলাঃ কাশ্চিল্লক্ষশোভা ভব্যমূর্ত্তয়ঃ ॥

নারদ বলিলেন,—গোপগণের অভিপ্রায়ানুসারে কৃষ্ণ বলরাম গোপালক হইলেন এবং গোপবালকগণের সহিত বনে বনে গোচারণ করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। গোগণ কৃষ্ণ বলরামের সুন্দর বদন সন্দর্শন করিতে করিতে তাঁহাদের অগ্রে পশ্চাতে ও উভয়-পার্শ্বে বিচরণ করিতে থাকিলে কালে চারিদিকে গোগণের গাত্রলগ্ন ঘণ্টা মঞ্জীরের ঝঙ্কার রব উঠিত; কিঙ্কিণী-জালসংযুক্ত হেমমালা তাহাদের গলদেশে দুলিত হইত; ময়ূরপুচ্ছ ও মুক্তাগুচ্ছে তাহাদের স্বচ্ছ-পুচ্ছের শোভা বিচ্ছুরিত করিত; প্রদীপ্ত নবরত্নের মালাজালে তাহাদের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হইত; হে রাজন্! তাহাদের শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে মনোহর মুকুট-বিরাজিত থাকিত। বিস্ফূর্জ্জিত জ্যোতিঃসমন্বিত হেম রজ্জু দ্বারা তাহাদের শৃঙ্গবেষ্টন সংসাধিত হইত। তাহাদের মধ্যে কোন কোন গোর গাত্রে আরক্ত তিলক, কোন কোন গোর পুচ্ছ পীতবর্ণ, কাহারও কাহারও চরণ অরুণবর্ণ, কোন কোন গো কৈলাস শৈলের ন্যায় শ্বেত; এবং সকলেই শান্ত ও রূপ ও গুণান্বিত। হে মৈথিল! সকলেই সবৎসা, দেখিতে সুন্দর-মূর্ত্তি ও স্তনভারে মন্দগামী; এবং সকলেরই

কাশ্চিৎ পীতা বিচিত্রাশ্চ শ্যামাশ্চ হরিতাস্তথা ।
তাম্রা ধূম্রা ঘনশ্যামা ঘনশ্যামে গতেক্ষণাঃ ॥ ২১
লঘুশৃঙ্গ্যো দীর্ঘশৃঙ্গ্য উচ্চশৃঙ্গ্যো বৃষৈঃ সহ ।
মৃগশৃঙ্গ্যো বক্রশৃঙ্গ্যঃ কপিলা মঙ্গলায়নাঃ ॥ ২২
শাদ্বলং কোমলং কান্তং বীক্ষন্ত্যোঽপি বনে বনে ।
কোটিশঃ কোটিশো গাবশ্চরন্ত্যঃ কৃষ্ণপার্শ্বয়োঃ ॥
পুণ্যং শ্রীযমুনাতীরং তমালৈঃ শ্যামলৈর্ব্বনম্ ।
নীপৈর্নিম্বৈঃ কদম্বৈশ্চ প্রবালৈঃ পনসৈস্ত্রুমৈঃ ॥
কদলৈঃ কোবিদারাম্রৈর্জম্বুবিল্বৈর্ম্মনোহরৈঃ ।
অশ্বত্থৈশ্চ কপিত্থৈশ্চ মাধবীভিশ্চ মণ্ডিতম্ ॥ ২৫
বভৌ বৃন্দাবনং দিব্যং বসন্তর্ত্তুমনোহরম্ ।
নন্দনং সর্ব্বতোভদ্রং ক্ষিপন্তং চৈত্ররথং বনম্ ॥২৬
যত্র গোবর্দ্ধনো নাম সনির্ঝরদরীযুতঃ ।
রত্নধাতুময়ঃ শ্রীমান্ মন্দারবনসঙ্কুলঃ ॥ ২৭
শ্রীখণ্ডবদরীরম্ভাদেবদারুবটৈর্বৃতম্
পলাশপ্লক্ষাশোকৈশ্চারিষ্টার্জ্জুনকদম্বকৈঃ ॥ ২৮
পারিজাতৈঃ পাটলৈশ্চ চম্পকৈঃ পরিশোভিতম্
করঞ্জজালকুঞ্জাঢ্যঃ শ্যামৈরিন্দ্রয়বৈর্বৃতঃ ॥ ২৯
কলকণ্ঠৈঃ কোকিলৈশ্চ পুংস্কোকিলময়ূরভৃৎ ।
গাশ্চারয়ংস্তত্র কৃষ্ণো বিচচার বনে বনে ॥ ৩০
বৃন্দাবনে মধুবনে পার্শ্বে তালবনস্য চ ।
কুমুদ্বনে বাহুলে চ দিব্যকামবনে পরে ॥ ৩১
বৃহৎসান্বাগিরেঃ পার্শ্বে গিরের্নন্দীশ্বরস্য চ ।
সুন্দরে কোকিলবনে কোকিলাধ্বনিসঙ্কুলে ॥৩২
রম্যে কুশবনে সৌম্যে লতাজালসমন্বিতে ।
মহাপুণ্যে ভদ্রবনে ভাণ্ডীরোপবনে নৃপ ॥ ৩৩
লোহার্গলে চ যমুনাতীরে তীরে বনে বনে ।
পীতবাসঃপরিকরো নটবেষো মনোহরঃ ॥ ৩৪
বেত্রভৃদ্বাদয়ন্ বংশীং গোপীনাং প্রীতিমাবহন্ ।
ময়ূরপিচ্ছভৃন্মৌলী স্রগ্বী কৃষ্ণো বভৌ নৃপ ॥ ৩৫
অগ্রে কৃত্বা গবাং বৃন্দং সায়ংকালে হরিঃ স্বয়ম্ ।
রাগৈঃ সমীরয়ন্ বংশীং শ্রীনন্দব্রজমাবিশৎ ॥ ৩৬

স্তন ঘটের মত। তন্মধ্যে কেহ পাটলবর্ণা, কেহ পীতবর্ণা, কেহ লোহিতবর্ণা, কেহ শ্যামবর্ণা, কেহ হরিদ্বর্ণা,কেহ তাম্রবর্ণা,কেহ ধূম্রবর্ণা, কেহ মেঘবৎ শ্যামবর্ণা এবং সকলেরই দৃষ্টি শ্যামসুন্দর কৃষ্ণে আকৃষ্ট। কাহারও শৃঙ্গ খর্ব্ব, কাহারও দীর্ঘ, কাহারও উচ্চ, কাহারও মৃগের ন্যায়, কাহারও বক্র এবং সকলেই মঙ্গলপ্রদা কপিলা ও বৃষগণসহ বিচরণশীলা। বনে বনে কমনীয় কোমল তৃণ নিরীক্ষণ করিয়া কোটি কোটি গো কৃষ্ণের উভয় পার্শ্বে বিচরণ করে।২৪—২৩। শ্যামবর্ণ তমাল, নীপ, নিম্ব, কদম্ব, প্রবাল, পনস, রম্ভা, কোবিদার, আম্র, জম্বু, মনোহর বিল্ব, অশ্বত্থ, কপিত্থবৃক্ষ এবং মাধবীলতা-মণ্ডিত পুণ্য যমুনাতীরবর্ত্তী দিব্য বৃন্দাবনে বসন্ত ঋতু সর্ব্বদা বিরাজমান; বৃন্দাবন নন্দন, সর্ব্বতোভদ্র ও চৈত্ররথ প্রভৃতি উত্তম বৃক্ষকে উপহাস করিয়া বিরাজিত রহিয়াছে। সে স্থানে নিঝরিণী-যুক্ত গুহাসমন্বিত রত্ন-ধাতুময় মন্দার-কাননসঙ্কুল চন্দন, বদরী, রম্ভা, দেবদারু, বট পলাশ, প্লক্ষ, অশোক, আরিষ্ট, অর্জ্জুন, কদম্ব, পারিজাত, পাটল, চম্পক, করঞ্জ, গুঞ্জা শ্যাম ও ইন্দ্রযব প্রভৃতি তরুলতাগণে পরিবৃত শ্রীমান্ গোবর্দ্ধনগিরি বিরাজিত রহিয়াছে। এই পর্ব্বতে বহু কলকণ্ঠ কোকিল, পুংস্কোকিল ও ময়ূরগণ বিচরণ করে। তত্রত্য বনে বনে গোচারণ করত কৃষ্ণ বিচরণ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! কৃষ্ণ যমুনাতীরবর্ত্তী বৃন্দাবনে, মধুবনে, তালবনপার্শ্বে, কুমুদবনে, বাহুলবনে, পরম রমণীয় কামবনে, বৃহৎসন্নু গিরিপার্শ্বে,নন্দীশ্বর পর্ব্বতপার্শ্বে,সুন্দর কোকিল-ধ্বনি সঙ্কুল কোকিল কাননে, রম্য লতাজাল-সমন্বিত কুশ কাননে, মহাপুণ্য ভদ্রবনে,ভাণ্ডীর-বনে, লোহার্গলবনে গোচারণ করিতে করিতে বিচরণ করিতেন। হে নৃপ! মনোহর নট-বেশী বেত্রহস্ত কৃষ্ণ পীত-বসনে কটিবন্ধ করিয়া বংশীধ্বনিকরত গোপীগণের আনন্দবর্দ্ধনপূর্ব্বক ময়ূরপুচ্ছের মুকুট মাথায় দিয়া গলে বনমালা পরিয়া যখন বিচরণ করিতেন, তখন তাঁহার এক অপূর্ব্ব শোভা হইত। ২৪—৩৫। হরি স্বয়ং সায়ংকালে গোগণকে অগ্রে করিয়া মনোহর রাগে বংশী বাজাইতে বাজাইতে যখন নন্দগৃহে প্রবেশ করিতেন, তৎকালে

বেণুবংশীধ্বনিকুলাশ্রীবংশীবটমার্গতঃ।
গোরজোভির্নভো ব্যাপ্তং বীক্ষ্য গেহাদ্বিনির্গতাঃ।
দূরীকর্তুং হ্যাধিবাধামাহর্তুং সুখমুত্তমম্।
বিস্মর্তুং ন সমর্থাস্তং দ্রষ্টুং গোপ্যঃ সমাযযুঃ ॥ ৩৮
সঙ্কোচবীথীষু ন সংগৃহীতঃ
শনৈশ্চলন্ গোগণসঙ্কুলাসু
সিংহাবলোকো গজবাললীলৈ-
র্বধূজনৈঃ পঙ্কজপত্রনেত্রঃ ॥ ৩৯
সুমণ্ডিতং মৈথিল গোরজোভি-
নীলং পরং কুন্তলমাদধানঃ।
হেমাঙ্গদী মৌলিবিরাজমান-
আকর্ণবক্রীকৃতদৃষ্টিবাণঃ ॥ ৪০
গোধূলিভির্মণ্ডিতকুন্দহারঃ
কর্ণোপরিস্ফূর্জ্জিতকর্ণিকারঃ।
পীতাম্বরো বেণুনিনাদকারঃ
পাতু প্রভুর্বো হৃতভূরিভারঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-গোচারণবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

গোগণের খুরোত্থিত ধূলিতে নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইত; তিনি যখন বেণু-বংশী-ধ্বনি করিতে করিতে বংশীবটপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দলাভ করিবার জন্য গৃহ হইতে গোপীগণ বহির্গত হইয়া আসিতেন, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাদের মনোব্যথা বিদূরিত হইত; তাঁহারা কখন তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিতে পারিতেন না। পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণ যখন সিংহদৃষ্টিতে গোগণের রক্ষকরূপে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে সেই গোগণ-সঙ্কুল সঙ্কীর্ণপথে আসিতেন, তখন গজবালকবৎ গমনশীল গোপবধূগণ তাঁহার তুল্যগমনে সমর্থ হইতেন না। হে মৈথিল! গোগণের পাদরজে কৃষ্ণের নীলকুন্তল অত্যন্ত শোভিত হইত, তিনি হেমবলয় ও মুকুটে শোভিত হইয়া দৃষ্টিবাণ আকর্ণ বক্র করিয়া শোভিত হইতেন, গোধূলিজাল তদীয় গলদেশে কুন্দকুসুমমালার ন্যায় শোভিত হইত, কমনীয় কর্ণিকার কুসুমে তাঁহার কর্ণকান্তি উজ্জ্বলিত হইত। হে রাজন্! এবম্ভূত বেণু-বাদনকারী পীতবসনধারী ভূভারহারী প্রভু কৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৩৬—৪১।

বৃন্দাবনখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ

একদা সবলঃ কৃষ্ণশ্চারয়ন্ গা মনোহরাঃ।
গোপালৈঃ সহিতঃ সর্ব্বৈর্যযৌ তালবনং নবম্ ॥ ১
ধেনুকস্য ভয়াদ্গোপা ন গতাস্তে বনান্তরম্।
কৃষ্ণোঽপি ন গতস্তত্র বল একো বিবেশ হ ॥ ২
নীলাম্বরং কটৌ বদ্ধা বলদেবো মহাবলঃ
পরিপক্কফলার্থং হি তদ্বনে বিচচার হ ॥ ৩
বাহুভ্যাং কম্পয়ংস্তালান্ ফলসঙ্ঘং নিপাতয়ন্
গর্জ্জংশ্চ নির্ভয়ঃ সাক্ষাদনন্তোঽনন্তবিক্রমঃ ॥ ৪
ফলানাং পততাং শব্দং শ্রুত্বা ক্রোধাবৃতঃ খরঃ
মধ্যাহ্নে স্বাপকৃদ্দুষ্টো ভীমঃ কংসসখো বলী ॥ ৫
আযযৌ সম্মুখে যোদ্ধুং বলদেবস্য ধেনুকঃ

একাদশ অধ্যায়

নারদ বলিলেন,—একদা কৃষ্ণ বলরামসহ মনোহর গোচারণ করিতে করিতে গোপালগণ সহ তালবনে গমন করিলেন। ধেনুকাসুরের ভয়ে গোপগণ এমন কি কৃষ্ণও সে বনে প্রবেশ করিলেন না। বলরাম সেই বনে একাকী প্রবেশ করিলেন। মহাবল বলরাম নীলবসনে কটিদ্বয় আবদ্ধ করিয়া পরিপক্ক ফল সংগ্রহার্থ সেই বনে বিচরণ করিতে করিতে বাহুদ্বয় দ্বারা তত্রত্য তালতরুনিকর কম্পিত করিয়া বহুফল পাতিত করিলেন। অনন্ত-বিক্রম সাক্ষাৎ অনন্ত গর্জ্জন করিতে করিতে নির্ভয়ে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই দুষ্ট কংসসখা ভীষণ বলবান্ দৈত্য খররূপী ধেনুক মধ্যাহ্নকালে বন মধ্যে শয়ন করিয়া-

বলং পশ্চিমপাদাভ্যাং নিহত্যোরসি সত্বরম্ ॥ ৬
চকার খরশব্দং স্বং পরিধাবন্মুহুর্মুহুঃ।
গৃহীত্বা ধেনুকং শীঘ্রং বলঃ পশ্চিমপাদয়োঃ ॥
চিক্ষেপ তালবৃক্ষে চ হস্তেনৈকেন লীলয়া।
তেন ভগ্নশ্চ তালোঽপি তালান্ পার্শ্বস্থিতান্ বহূন্।।
পাতয়ামাস রাজেন্দ্র তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৮
পুনরুত্থায় দৈত্যেন্দ্রো বলং জগ্রাহ রোষতঃ ॥ ৯
যোজনং নোদয়ামাস গজং প্রতিগজো যথা।
গৃহীত্বা তং বলঃ সদ্যো ভ্রাময়িত্বাথ ধেনুকম্ ॥
ভূপৃষ্ঠে পোথয়ামাস মূর্চ্ছিতো ভগ্নমস্তকঃ।
ক্ষণেন পুনরুত্থায় ক্রোধসংযুক্তবিগ্রহঃ ॥ ১১
মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা চতুঃশৃঙ্গং ধৃত্বা রূপং ভয়ঙ্করম্।
গোপান্ বিদ্রাবয়ামাস শৃঙ্গৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভয়ঙ্করৈঃ ॥১২
অগ্রে পলায়িতান গোপান্ দুদ্রাবাশু মদোৎকটঃ
শ্রীদামা তঞ্চ দণ্ডেন সুবলো মুষ্টিনা তথা ॥ ১৩
স্তোকঃ পাশেন তং দৈত্যং সংতভাড় মহাবলম্
ক্ষেপণেনার্জ্জুনোংশুশ্চ দৈত্যং লক্তিকয়া খরম্ ॥
বিশালর্ষভ এত্যাশু পাদেন স্ববলেন চ।
তেজস্বী হ্যর্দ্ধচন্দ্রেণ দেবপ্রস্থশ্চ পেটকৈঃ ॥ ১৫
বরূথপঃ কন্দুকেন সন্তভাড় মহাখরম্।
অথ কৃষ্ণোঽপি তং নীত্বা হস্তাভ্যাং ধেনুকাসুরম্
ভ্রাময়িত্বাহশু চিক্ষেপ গিরিগোবর্দ্ধনোপরি।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রহারেণ মূর্চ্ছিতো ঘটিকাদ্বয়ম্ ॥ ১৭
পুনরুত্থায় স্বতনুং বিধুন্বন্ দারয়ন্মুখম্।
শৃঙ্গাভ্যাং শ্রীহরিং নীত্বা ধাবন্ দৈত্যো নভোগতঃ ॥ ১৮
চকার তেন খে যুদ্ধমূর্দ্ধং বৈ লক্ষযোজনম্।
গৃহীত্বা ধেনুকং দৈত্যং শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্
চিক্ষেপাধো ভূমিমধ্যে চূর্ণিতাস্থিঃ স মূর্চ্ছিতঃ।
পুনরুত্থায় শৃঙ্গাভ্যাং নাদং কৃত্বাতিভৈরবম্ ॥ ২০

ছিল। ফল পতন শব্দ শুনিয়া রোষবশে সেই বলরামের সম্মুখে আসিয়া যুদ্ধার্থ উদ্যত হইল। ধেনুক পশ্চাৎ দিকের পাদদ্বয় দ্বারা সত্বর তাঁহার বক্ষদেশে প্রহার করিল এবং মুহুর্মুহু গর্দ্দভ-স্বভাবসিদ্ধ রব করিতে করিতে প্রধাবিত হইতে লাগিল। বলরামও একহস্তে তৎক্ষণাৎ ধেনুকের পশ্চাৎ দিকের পদদ্বয়ে ধরিয়া অবলীলাক্রমে তালবৃক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। বলরামের প্রহারে সেই তালতরু ভগ্ন হইয়া গেল, পরন্তু সেই তরুসম্পর্কে পার্শ্বস্থিত অপরাপর অনেক তালবৃক্ষ পতিত হইল। হে রাজেন্দ্র! তাহা যেন এক বিস্ময়কর ব্যাপার। ১—৮। দৈত্যবর ধেনুক পুনরায় উত্থিত হইয়া রোষবশে বলরামকে ধরিয়া ফেলিল এবং গজ যেমন প্রতিপক্ষ গজকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ করিয়া তাহাকে যোজন দূরে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর বলরামও তৎক্ষণাৎ ধেনুককে ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভূতলে পাতিত করিলেন, ধেনুক ভগ্নমস্তক হইয়া মূর্চ্ছিত হইল। কিন্তু সে রোষবশে ক্ষণকাল মধ্যে উত্থিত হইয়া চতুঃশৃঙ্গযুক্ত মস্তকে ভয়ঙ্কর রূপ প্রকটন করত তীক্ষ্ণশৃঙ্গে গোপগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। গোপগণ অগ্রভাগে পলায়নপর হইলে মদোৎকট ধেনুক সত্বর তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল; তখন শ্রীদাম দণ্ডদ্বারা, সুবল যষ্টিপ্রহারে, স্তোক নামক গোপ পাশ দ্বারা সেই মহাবল দৈত্যকে তাড়না করিলেন। অর্জ্জুন বংশযষ্টি দ্বারা, অংশু লগুড় দ্বারা, সত্বর সমাগত বলবান্ বিশাল ঋষভ পাদপ্রহারে, তেজস্বী অর্দ্ধচন্দ্রে, দেবপ্রস্থ পেটক দ্বারা এবং বরূথপ কন্দুক দ্বারা সেই মহাবল খরকে প্রহার করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই ধেনুকাসুরকে করদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে তৎক্ষণাৎ গোবর্দ্ধন গিরির উপর নিক্ষেপ করিলেন। কৃষ্ণের প্রহারে সে ঘটিকাদ্বয় মূর্চ্ছিত হইয়া রহিল। ধেনুক পুনরায় উত্থিত হইয়া স্বীয় দেহ কম্পিত করিল এবং মুখ ব্যাদান করত কৃষ্ণকে শৃঙ্গদ্বারা আক্রমণ করিয়া আকাশ পথে প্রধাবিত হইল। ধেনুক লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল, সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণ দৈত্য ধেনুককে গ্রহণ করিয়া অধোদেশে নিক্ষেপ করিলেন, সে ভূমিতলে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইল, তাহার অস্থি চূর্ণিত হইয়া গেল।

গোবর্দ্ধনং সমুৎপাট্য শ্রীকৃষ্ণে প্রাক্ষিপোৎ খরঃ।
গিরিং গৃহীত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ প্রাক্ষিপত্তস্য মস্তকে ॥২১
দৈত্যো গিরিং গৃহীত্বাথ শ্রীকৃষ্ণে প্রাহিণোদ্বলী
কৃষ্ণো গোবর্দ্ধনং নীত্বা পূর্ব্বস্থানে সমাক্ষিপৎ ॥
পুনর্দ্ধাবন্ মহাদৈত্যঃ শৃঙ্গাভ্যাং দারয়ন্ ভুবম্।
বলং পশ্চিমপাদাভ্যাং তাড়য়িত্বা জগর্জ্জ হ ॥২৩
ননাদ তেন ব্রহ্মাণ্ডং প্রৈজদ্ভূখণ্ডমণ্ডলম্।
হস্তাভ্যাং সংগৃহীত্বা তং বলদেবো মহাবলঃ ॥২৪
ভূপৃষ্ঠে পোথয়ামাস মূর্চ্ছিতং ভগ্নমস্তকম্।
পুনস্তত্তাড় তং দৈত্যং মুষ্টিনা হ্যচ্যুতাগ্রজঃ ॥২৫
তেন মুষ্টিপ্রহারেণ সদ্যো বৈ নিধনং গতঃ।
তদৈব ববৃষুর্দেবাঃ পুষ্পৈর্নন্দনসম্ভবৈঃ ॥ ২৬
দেহাদ্বিনির্গতঃ সোঽপি শ্যামসুন্দরবিগ্রহঃ।
স্রগ্বী পীতাম্বরো দেবো বনমালাবিভূষিতঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণং সবলং নত্বা পরিক্রম্য স্থিতোঽভবৎ ॥২৭
তদৈব সদ্যো গোলোকাদাগতোঽভূন্মহারথঃ।
লক্ষপার্ষদসংযুক্তঃ সহস্রধ্বজশোভিতঃ।
সহস্রচক্রধ্বনিভৃদ্ধয়াযুতসমাবৃতঃ ॥ ২৮
লক্ষচামরশোভাঢ্যোঽরুণবর্ণোঽর্হরত্নভৃৎ।
দিব্যযোজনবিস্তীর্ণো মনোযায়ী মনোহরঃ ॥ ২৯
কিঙ্কিণীজালসংযুক্তো ঘণ্টামঞ্জীরসংযুতঃ।
হরিং প্রদক্ষিণীকৃত্য সবলং দিব্যরূপধৃক্ ॥ ৩০
দিব্যং রথং সমারুহ্য দ্যোতয়ন্মণ্ডলং দিশাম্।
জগাম দৈত্যো হে রাজন্ গোলোকং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৩১
শ্রীকৃষ্ণো ধেনুকং হত্বা সবলো বালকৈঃ সহ।
তদ্যশস্তু প্রগায়দ্ভির্ববৌ গোকুলগোগণৈঃ ॥৩২

রাজোবাচ।

মুনে মুক্তিং কথং প্রাপ্তঃ পূর্ব্বং কো ধেনুকাসুরঃ
কথং খরত্বমাপন্ন এতন্মে ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ৩৩

শ্রীনারদ উবাচ।

বৈরোচনের্বলেঃ পুত্রো নাম্না সাহসিকো বলী।
নারীণাং দশসাহস্রৈ রেমে বৈ গন্ধমাদনে ॥ ৩৪

ধেনুক পুনরায় উত্থিত হইয়া অতি ভীষণ নাদ করিতে করিতে শৃঙ্গদ্বয়ে গোবর্দ্ধন গিরি উৎপাটনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিল। কৃষ্ণও সেই গিরি ধারণ করিয়া ধেনুক-মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। ৯—২১। বলবান্ দৈত্যও পুনরায় সেই গিরি ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিল। শ্রীকৃষ্ণ এবার সেই গিরি গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বস্থানে স্থাপিত করিলেন। মহাদৈত্য ধেনুক পুনরায় ধাবিত হইয়া শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা মেদিনী বিদীর্ণ করিয়া এবং পশ্চাদ্‌ভাগের পদদ্বয় দ্বারা বলরামকে তাড়না করিয়া গর্জ্জন করিতে ছিল। তদীয় নাদে ভূমণ্ডল সহ ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হইল, মহাবল বলদেব তাহাকে করদ্বয়ে ধারণ করিয়া ভূপাতিত করিলেন, সে মূর্চ্ছিত হইল, তাহার মস্তক ভগ্ন হইয়া গেল। অচ্যুতাগ্রজ বলদেব মুষ্টিপ্রহারে পুনরায় তাহাকে তাড়না করিলেন, সেই মুষ্টিপ্রহারে তৎক্ষণাৎ ধেনুক নিধন প্রাপ্ত হইল। তখনই দেবগণ নন্দনকাননজাত পুষ্পরাশি বর্ষণ করিলেন, দৈত্যদেহচ্যুত তদীয় প্রাণ শ্যামসুন্দর বিগ্রহ পরিগ্রহ করিল, সে মাল্যশোভিত পীতাম্বর বনমালা বিভূষিত হইল। তখনই গোলোক হইতে লক্ষ পার্ষদ সংযুক্ত সহস্র ধ্বজ শোভিত সহস্র চক্র ধ্বানিসমন্বিত অযুত অশ্বযুক্ত অরুণবর্ণ উত্তম রত্নযুক্ত লক্ষ চামরে পরিশোভিত কিঙ্কিণী ঘণ্টা ও মঞ্জীরের মধুর শব্দ সমন্বিত মনোহর দিব্য যোজন-বিস্তৃত কামগামী এক রথ উপস্থিত হইল। বলরামসহ কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করত দিব্য রথে আরোহণপূর্ব্বক দিক্ সকল উদ্ভাসিত করিয়া দিব্যরূপধারী দৈত্য প্রকৃতির অতীত গোলোকে গমন করিল। ২২—৩১। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ ধেনুকের নিধন সাধন করিয়া বলরাম ও গোগণ সহ অতিশয় উর্জ্জিত হইলেন, গোকুলবাসী গোপবালকেরা তাঁহার যশোগান করিতে লাগিল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—হে মুনে! ধেনুকাসুর পূর্ব্বে কি ছিল, কি করিয়া মুক্তিলাভ করিল এবং কি প্রকারে খরত্ব পাইয়াছিল, ইহা আমার নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করুন। নারদ বলিলেন,—বিরোচননন্দন বলির সাহসিক নামে এক বলবান পুত্র ছিল, সে গন্ধমাদন

বাদিত্রাণাং নূপুরাণাং শব্দোঽভূত্তদ্বনে মহান্ ।
গুহায়ামাস্থিতস্যাপি শ্রীকৃষ্ণং স্মরতো মুনেঃ ॥৩৫
দুর্ব্বাসসোঽথ তেনাপি ধ্যানভঙ্গো বভূব হ ।
নির্গতঃ পাদুকারূঢ়ো দুর্ব্বাসাঃ কৃশবিগ্রহঃ ॥ ৩৬
দীর্ঘশ্মশ্রুর্যষ্টিধরঃ ক্রোধপুঞ্জোঽনলদ্যুতিঃ ।
যস্য শাপাদ্ বিশ্বমিদং কম্পতে স জগা দহ ॥৩৭

দুর্ব্বাসা উবাচ ।

উত্তিষ্ঠ গর্দ্দভাকার গর্দ্দভো ভব দুর্ম্মতে ।
বর্ষাণাং তু চতুর্লক্ষং ব্যতীতে ভারতে পুনঃ ॥৩৮
মাথুরে মণ্ডলে দিব্যে পুণ্যে তালবনে বনে ।
বলদেবস্য হস্তেন মুক্তিস্তে ভবিতাসুর ॥ ৩৯

নারদ উবাচ ।

তস্মাদ্বলস্য হস্তেন শ্রীকৃষ্ণস্তং জঘান হ ।
প্রহ্লাদায় বরো দত্তো ন বধ্যো মে তবান্বয়ঃ ॥৪০

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং শ্রীবৃন্দাবনখণ্ডে ধেনুকাসুরমোক্ষো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

পর্ব্বতে অযুত কামিনীর সহিত ক্রীড়া করিত। তৎকালে তত্রত্য বন মধ্যে নারীগণের নূপুর-ধ্বনি উত্থিত হয়। ঋষি দুর্ব্বাসা সেই গন্ধ-মাদনগুহায় অবস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করত ধ্যানমগ্ন ছিলেন। দীর্ঘশ্মশ্রুধারী যষ্টি-হস্ত ঋষি দুর্ব্বাসা পাদুকাযুক্ত পদে সেই গুহা হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন। যাঁহার অভিশাপে এই পৃথিবী কম্পিত হয়, সেই দুর্ব্বাসা তখন বলিতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসা বলিলেন,—রে গর্দ্দভাকার দুর্ম্মতে! তুই গর্দ্দভ হইয়া থাক্। হে অসুর! চারি লক্ষ বৎসর অতীত হইলে পুনরায় ভূতলে দিব্য পুণ্য মথুরামণ্ডলের তালবনে বলরামের হস্তে তোর মুক্তি হইবে। নারদ বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে প্রহ্লাদকে বর দিয়াছিলেন যে, তোমার বংশ আমার বধ্য নহে। এইজন্য তিনি তাহাকে বলরাম দ্বারা বধ করাইয়া ছিলেন। ৩২—৪০।

বৃন্দাবনখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ ।

বলং বিনাথ গোপালৈশ্চারয়ন্ গাং হরিঃ স্বয়ম্ ।
কালিন্দীকূলমাগত্য যযৌ বারি বিষাবৃতম্ ॥ ১
কালিয়েন ফণীন্দ্রেণ জলং যত্র বিদূষিতম্ ।
পীত্বা নিপেতুর্ব্যসবো গাবো গোপা জলান্তিকে ॥
তদা তান্ জীবয়ামাস দৃষ্ট্যা পীযূষপূর্ণয়া ।
আর্দ্রচিত্তো হরিঃ সাক্ষাৎ ভগবান্ বৃজিনার্দ্দনঃ ॥
কটৌ পীতপটং বদ্ধা নীপমারুহ্য মাধবঃ ।
পপাতোত্তুঙ্গবিটপাত্তত্তোয়ে বিষদূষিতে ॥ ৪
উচ্চচাল জলং দুষ্টং কৃষ্ণসম্পাতঘূর্ণিতম্ ।
তৎসর্পমন্দিরং নদ্যাং ভঙ্গীভূতং বভূব হ ॥ ৫
তদৈব কালিয়ঃ ক্রুদ্ধঃ ফণী ফণশতাবৃতঃ ।
দশন্ দন্তৈশ্চ ভুজয়া চচ্ছাদ নৃপ মাধবম্ ॥ ৬
কৃষ্ণো দীর্ঘং বপুঃ কৃত্বা বন্ধনান্নির্গতশ্চ তম্ ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—একদা কৃষ্ণ বলদেব ব্যতীত অন্যান্য গোপবালকগণের সহিত গোচরণ করিতে করিতে বিষজলাবৃত কালিন্দীর কূলে আসিয়া উপস্থিত হন। ফণিবর কালিয় সেই জল বিষদূষিত করিয়া রাখিয়া-ছিল, গোগণ ও গোপালগণ জলপানে মৃত হইয়া সেই বিষ জলে পতিত হয়। তখন দুরিতহারী দয়ার্দ্রহৃদয় সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ অমৃতময় দৃষ্টিদ্বারা তাহাদিগকে জীবিত করিলেন এবং স্বয়ং পীতপটে কটিদেশ আবদ্ধ করত অত্যুচ্চ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া তথা হইতে সেই বিষদূষিত জলে উল্লম্ফনপূর্ব্বক পতিত হইলেন। কৃষ্ণসম্পাতে সেই বিষদুষ্ট জল আবর্ত্তাকারে উচ্ছলিত হইল এবং সেই নদীমধ্যস্থ কালিয়ের আবাসগৃহ তরঙ্গের ন্যায় আলোড়িত হইতে লাগিল। ১—৫। তখনই ক্রুদ্ধ কালিয়নাগ শত ফণা বিস্তারপূর্ব্বক কৃষ্ণকে ফণা দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দন্ত দ্বারা দংশন করিতে লাগিল। হে নৃপ! কৃষ্ণ স্বীয় দেহ দীর্ঘ করিয়া সেই সর্পবন্ধন হইতে

পুচ্ছে গৃহীত্বা সর্পেন্দ্রং ভ্রাময়িত্বা স্থিতস্ততঃ ॥ ৭
জলে নিপাত্য হস্তাভ্যাং চিক্ষেপাশু ধনুঃশতম্
পুনরুত্থায় সর্পেন্দ্রো লেলিহানো ভয়ঙ্করঃ ॥ ৮
বামহস্তে হরিং সর্পো রুষা জগ্রাহ মাধবম্ ।
হরির্দক্ষিণহস্তেন গৃহীত্বা তং মহাখলম্ ॥ ৯
তজ্জলে পোথয়ামাস সুপর্ণ ইব পন্নগম্ ।
সর্পো মুখশতং দীর্ঘং প্রসার্য্য পুনরাগতঃ ॥ ১০
পুচ্ছে গৃহীত্বা তং কৃষ্ণশ্চকর্ষাশু ধনুঃশতম্ ।
কৃষ্ণহস্তাদ্বিনিষ্ক্রম্য সর্পস্তং ব্যদশৎ পুনঃ ॥ ১১
ততাড় মুষ্টিনা সর্পং ত্রৈলোক্যবলধারকঃ ।
কৃষ্ণমুষ্টিপ্রহারেণ মূর্চ্ছিতো বিগতস্মৃতিঃ ॥ ১২
নতং কৃত্বাননশতং স্থিতোহভূৎ কৃষ্ণসম্মুখে ।
আরুহ্য তৎফণশতং মণিবৃন্দমনোহরম্ ॥ ১৩
ননর্ত্ত নটবৎ কৃষ্ণো নটবেষো মনোহরঃ ।
গায়ন্ সপ্তস্বরৈ রাগং সঙ্গীতং চ সতালকম্ ॥ ১৪
পুষ্পৈর্দ্দেবেষু বর্ষৎসু তাণ্ডবে নটরাজবৎ ।
বাদয়ন্ স মুদা বীণানকদুন্দুভিবেণুকান্ ॥ ১৫
সতালং পদবিন্যাসৈস্তৎফণান্ শুভ্রজ্বলান্ বহূন্ ।
বভঞ্জ শ্বসতঃ কৃষ্ণঃ কালিয়স্য মহাত্মনঃ ॥ ১৬
তদৈব নাগপত্ন্যস্তা আগতা ভয়বিহ্বলাঃ ।
নত্বা কৃষ্ণপদং দেবমূচুর্গদ্গদয়া গিরা ॥ ১৭

নাগপত্ন্য উচুঃ ।

নমঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় গোলোকপতয়ে নমঃ ।
অসংখ্যাণ্ডাধিপতয়ে পরিপূর্ণতমায় তে ॥ ১৮
শ্রীরাধাপতয়ে তুভ্যং ব্রজাধীশায় তে নমঃ ।
নমঃ শ্রীনন্দপুত্রায় যশোদানন্দনায় তে ॥ ১৯
পাহি পাহি পরদেব পন্নগং
ত্বৎপরং ন শরণং জগত্রয়ে ।
ত্বং পরাৎপরতরো হরিঃ স্বয়ং
লীলয়া কিল তনোষি বিগ্রহম্ ॥ ২০

শ্রীনারদ উবাচ ।

নাগপত্নীস্তুতঃ কৃষ্ণঃ কালিয়ং বিগতস্ময়ম্ ।

নির্গত হইলেন; তারপর সেই সর্পরাজের পুচ্ছ হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করত চারিদিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাকে জলে পাতিত করিয়া পুনরায় চারিশত হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ভয়ঙ্কর সর্পরাজ সেই কালিয় পুনরায় উত্থিত হইয়া রসনা লেহন করিতে করিতে রোষবশে কৃষ্ণের বাম হস্ত গ্রহণ করিল, গরুড় যেমন সর্প গ্রহণ করে, কৃষ্ণও তদ্রূপ সেই মহাখল সর্পকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া কালিন্দীজলে পাতিত করিলেন। কালিয় সুদীর্ঘ শতমুখ বিস্তার করিয়া পুনরায় সমাগত হইল, শ্রীকৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ তাহার পুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে চারিশত হস্ত দূরে লইয়া গেলেন। সর্প পুনরায় কৃষ্ণহস্ত হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে দংশন করিল, ত্রিলোকবলধারী হরি মুষ্টিদ্বারা সর্পকে প্রহার করিলেন। সর্প কৃষ্ণমুষ্টি প্রহারে মূর্চ্ছিত ও বিহ্বল হইয়া পড়িল। তখন শত আনন নত করিয়া সর্প কৃষ্ণ সম্মুখে অবস্থিত হইল, নটবেশধারী মনোহর কান্ত কৃষ্ণও সেই মণিবৃন্দ-মনোহর তদীয় শত ফণার উপর আরোহণ করিয়া নটের ন্যায় নৃত্য এবং সপ্তস্বর সমন্বিত তাললয়যুক্ত সঙ্গীতরাগে গান করিলেন। তিনি নটরাজের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকিলে মুদান্বিত দেবগণ পুষ্পবর্ষণ সহকারে বেণু বীণা পটহ দুন্দুভি বাজাইলেন; শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল বাদ্যের তালে তালে পদবিন্যাস করিয়া কালিয়ের উজ্জ্বল ফণা সকল এক একটি করিয়া ভগ্ন করিলেন। মহাবল কালিয় তখন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিল; তখনই ভয়বিহ্বল নাগপত্নীগণ তথায় সমাগত হইয়া কৃষ্ণপদে প্রণামপূর্ব্বক গদ্গদ বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল। ৬—১৭। নাগপত্নীগণ বলিল,—গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে নমস্কার। হে ব্রজপতে! তুমি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি, পরিপূর্ণতম ও রাধাধীশ; তোমায় নমস্কার। হে যশোদানন্দন! হে নন্দনন্দন! তোমায় নমস্কার। হে পরম দেব! পন্নগগণকে পরিত্রাণ কর। ত্রিজগতে তোমার ন্যায় শরণ্য আর নাই, তুমি পরাৎপর হরি, তুমি লীলাবশে স্বয়ং শরীরধারী। নারদ বলিলেন,—পরিপূর্ণতম হরি নাগপত্নীগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া কালিয়কে পরিত্যাগ করিলেন,

বিসসর্জ্জ হরিঃ সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥ ২১
পাহীতি প্রবদন্তং তং কালিয়ং ভগবান্ হরিঃ।
প্রণতং সম্মুখে প্রাপ্তং প্রাহ দেবো জনার্দ্দনঃ ॥২২

শ্রীভগবানুবাচ।

দ্বীপং রমণকং গচ্ছ সকলত্রসুহৃদ্বৃতঃ।
সুপর্ণোহদ্যতনাদ্ভবং বৈ নাদ্যান্মৎপাদলাঞ্ছিতম্

শ্রীনারদ উবাচ।

সর্পঃ কৃষ্ণং তু সম্পূজ্য পরিক্রম্য প্রণম্য তম্।
কলত্রপুত্রসহিতো দ্বীপং রমণকং যযৌ ॥ ২৪
অথ শ্রুত্বা কালিয়েন সংগ্রস্তং নন্দনন্দনম্।
তত্রাজগ্মুর্গোপগণা নন্দাদ্যাঃ সকলত্রকাঃ ॥ ২৫
জলাদ্বিনির্গতং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা মুমুদিরে জনাঃ।
আশ্লিষ্য স্বসুতং নন্দঃ পরাং মুদমবাপ হ ॥ ২৬
সুতং লব্ধ্বা যশোদা সা সুতকল্যাণহেতবে।
দদৌ দানং দ্বিজাতিভ্যঃ স্নেহস্নুতপয়োধরা ॥ ২৭
তত্রৈব শয়নং চক্রুর্গোপাঃ সর্ব্বে পরিশ্রমাৎ।
কালিন্দীনিকটে রাজন্ গোপীগোপগণৈঃ সহ ॥
বেণুসঙ্ঘর্ষণোদ্ভূতো দাবাগ্নিঃ প্রলয়াগ্নিবৎ।
নিশীথে সর্বতো গোপান্ দগ্ধুমাগতবান্ স্ফুরন্ ॥
গোপা বয়স্যাঃ শ্রীকৃষ্ণং সবলং শরণং গতাঃ।
নত্বা কৃতাঞ্জলিং কৃত্বা ঊচুর্ভয়কাতরাঃ ॥ ৩০

গোপা উচুঃ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো শরণাগতবৎসল।
পাহি পাহি বনে কষ্টাদ্দাবাগ্নেঃ স্বজনান্ প্রভো

শ্রীনারদ উবাচ।

স্বলোচনানি মা ভৈষ্ট সম্মীলয়ত মাধবঃ।
ইত্যুক্ত্বা বহ্নিমপিবদ্দেবো যোগেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৩২
প্রাতর্গোপগণৈঃ সার্দ্ধং বিস্মিতৈর্নন্দনন্দনঃ।
গোগণৈঃ সহিতঃ শ্রীমদ্ব্রজমণ্ডলমায়যৌ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে কালিয়-
দমনং দাবাগ্নিপানং নাম দ্বাদশো-
হধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

কালিয় বলগর্ব্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে প্রণত হইয়া অবস্থিত হইল এবং বলিল,—আমাকে রক্ষা করুন। তখন ভগবান্ জনার্দ্দন সম্মুখস্থ কালিয়কে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—তুমি পত্নী প্রভৃতি সুহৃদ্‌গণসহ রমণক দ্বীপে গমন কর, তুমি আমার পদচিহ্নিত হইয়াছ, অতএব গরুড় অদ্যাবধি তোমাকে ভক্ষণ করিবে না। ১৮—২৩। নারদ বলিলেন,—কালিয় কৃষ্ণকে পূজা প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া পুত্র কলত্রসহ রমণক দ্বীপে গমন করিল। অনন্তর কালিয় নন্দনন্দন কৃষ্ণকে গ্রাস করিয়াছে শুনিয়া নন্দাদি গোপগণ সকলেই তথায় সমাগত হইলেন; তাঁহারা কৃষ্ণকে জল হইতে নির্গত দেখিয়া আনন্দলাভ করিলেন। নন্দ নিজ পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া পরম আনন্দপ্রাপ্ত হইলেন। তনয়লাভে স্নেহভরে যশোদার পয়োধর হইতে স্তন্য ক্ষরিত হইল, তিনি তদীয় কল্যাণার্থ দ্বিজগণকে দান করিলেন। হে রাজন্! গোপগোপীগণ শ্রমবশতঃ সেই যমুনাতীরেই শুইয়া পড়িলেন। তথায় নিশীথকালে বংশসংঘর্ষণোদ্ভূত প্রলয়াগ্নি-তুল্য দাবাগ্নি উত্থিত হইল, সেই অনল সর্ব্বদিকে জ্বালামালা বিস্তার করিয়া গোপগণকে দগ্ধ করিবার জন্য সমাগত হইল। গোপ ও গোপবালকগণ বলরাম ও কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা ভয়কাতর হইয়া করযোড়ে প্রণাম করত কৃষ্ণকে কহিলেন। গোপগণ বলিলেন,—হে মহাবাহো কৃষ্ণ! হে শরণাগতবৎসল! হে প্রভো! এই বনে আমরা দাবাগ্নি হইতে ক্লিষ্ট হইতেছি, আমাদিগকে রক্ষা কর—রক্ষা কর। নারদ বলিলেন,—তখন যোগেশ্বরেশ্বর দেব মাধব—"ভয় নাই, স্ব স্ব নয়ন মুদ্রিত কর" এই কথা বলিয়া সেই দাবাগ্নি পান করিলেন। তখন রাত্রি প্রভাত হইল, গোপগণ বিস্মিত হইলেন। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপগণসহ ব্রজপুরে আগমন করিলেন। ২৪—৩৩।

বৃন্দাবনখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

বৈদেহ উবাচ।

যদ্রজো দুর্লভং লোকে যোগিনাং বহুজন্মভিঃ।
তৎপাদাব্জং হরেঃ সাক্ষাদ্বভৌ কালিয়মূর্দ্ধসু ॥ ১
কোঽয়ং পূর্ব্বং কুশলকৃৎ কালিয়ো ফণিনাংবরঃ।
এনং বেদিতুমিচ্ছামি ব্রূহি দেবর্ষিসত্তম ॥ ২

শ্রীনারদ উবাচ।

স্বায়ম্ভুবান্তরে পূর্ব্বং নাম্না বেদশিরা মুনিঃ।
বিন্ধ্যাচলে তপোঽকার্ষীদ্ভৃগুবংশসমুদ্ভবঃ ॥ ৩
তদাশ্রমে তপঃ কর্ত্তুং প্রাপ্তো হ্যশ্বশিরা মুনিঃ।
তং বীক্ষ্য রক্তনয়নঃ প্রাহ বেদশিরা রুষা ॥ ৪

বেদশিরা উবাচ।

মমাশ্রমে তপো বিপ্র মা কুর্য্যাঃ সুখদং ন হি।
অন্যত্র তে তপোযোগ্যা ভূমির্নাস্তি তপোধন ॥ ৫

শ্রীনারদ উবাচ।

শ্রুত্বাঽথ বেদশিরসো বাক্যং হ্যশ্বশিরা মুনিঃ।
ক্রোধযুক্তো রক্তনেত্রঃ প্রাহ তং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৬

অশ্বশিরা উবাচ।

মহাবিষ্ণোরিয়ং ভূমির্ন তে মে মুনিসত্তম।
কতিভির্মুনিভিশ্চাত্র ন কৃতং তপ উত্তমম্ ॥ ৭
শ্বসন্ সর্প ইব ত্বং ভো বৃথা ক্রোধং করোষি হি
সদা সর্পো ভব ত্বং হি ভূয়াত্তে গরুড়াদ্ভয়ম্ ॥ ৮

বেদশিরা উবাচ।

ত্বং মহাতুরভিপ্রায়ো লঘুদ্রোহে মহোদ্যমঃ।
কার্য্যার্থী কাক ইব কৌ ত্বং কাকো ভব দুর্ম্মতে ॥ ৯

শ্রীনারদ উবাচ।

আবিরাসীত্ততো বিষ্ণুরিত্থঞ্চ শপতোস্তয়োঃ।
স্বস্বশাপাদ্দুঃখিতয়োঃ সান্ত্বয়ামাস তৌ গিরা ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ।

যুবাস্তু মে সমৌ ভক্তৌ ভুজাবিব তনৌ মুনী।
স্ববাক্যন্তু মৃষা কর্ত্তুং সমর্থোঽহং মুনীশ্বরৌ ॥ ১১
ভক্তবাক্যং মৃষা কর্ত্তুং নেচ্ছামি শপথো মম।
তে মূর্দ্ধ্নি হে বেদশিরশ্চরণৌ মে ভবিষ্যতঃ ॥১২

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বৈদেহ বলিলেন,—ইহলোকে যোগিগণের বহু জন্মেও যে রজ দুর্লভ, সেই সাক্ষাৎ হরি-পাদপদ্মরজ যে কালিয়মস্তকে বিন্যস্ত হইল, এই কুশলকারী ফণিবর কালিয় পূর্ব্বে কি ছিল, হে দেবর্ষিসত্তম! ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। নারদ বলিলেন,—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভৃগুবংশসম্ভব বেদশিরা নামক এক মুনি বিন্ধ্যাচলে তপস্যা করিতেন। অশ্বশিরা নামক অপর এক মুনি তাঁহার আশ্রমে তপস্যার্থ সমাগত হন। তাঁহাকে দেখিয়া রোষ-রক্ত নয়নে বেদশিরা বলিতে লাগিলেন। বেদশিরা বলিলেন,—হে বিপ্র। আমার এই বনে তপস্যা করিও না, এই বন সুখপ্রদ নহে। হে তপোধন! অন্য কোথাও কি তোমার তপোযোগ্য স্থান নাই? নারদ বলিলেন,—অশ্বশিরা মুনিসত্তম বেদশিরার বাক্য শুনিয়া ক্রোধরক্ত নয়নে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। অশ্বশিরা বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! এই ভূমি তোমারও নহে, আমারও নহে, ইহা মহাবিষ্ণুর; কত কত মুনি কি এখানে উত্তম তপ করেন নাই? অহো! তুমি সর্পের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বৃথা ক্রোধ করিতেছ, তুমি সর্প হও, গরুড় হইতে সর্ব্বদা তোমার ভয় হউক। বেদশিরা বলিলেন,—হে দুর্ম্মতে! তোমার অভিপ্রায় অত্যন্ত মন্দ, তুমি লঘুপাপে গুরুদণ্ড দানে উদ্যত এবং কাকের ন্যায় স্বকার্য্য সাধনে তৎপর, অতএব তুমি ভূতলে কাক হও। ১—৯। নারদ বলিলেন, অনন্তর তাঁহাদের উভয়ের এইরূপ পরস্পর শাপপ্রয়োগ হইলে বিষ্ণু তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং স্ব স্ব শাপে দুঃখপ্রাপ্ত মুনিদ্বয়কে বক্ষ্যমাণ বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে মুনিদ্বয়! তোমরা দুই জনই আমার দেহস্থিত ভুজদ্বয়ের ন্যায় সমান ভক্ত; হে মুনিবরদ্বয়! আমি আমার নিজ বাক্যের অন্যথা করিতে সমর্থ; কিন্তু আমি ভক্তবাক্যের অন্যথা করিতে ইচ্ছা করি না, কেননা, ইহাই

তদা তে গরুড়াদ্ভীতির্ন ভবিষ্যতি কর্হিচিৎ।
শৃণু মেঽশ্বশিরো বাক্যং শোকং মা কুরু মা কুরু
কাকরূপেঽপি সুজ্ঞানং তে ভবিষ্যতি নিশ্চিতম্
পরং ত্রৈকালিকং জ্ঞানং সংযুতং যোগসিদ্ধিভিঃ

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বাঽথ গতে বিষ্ণৌ মুনিরশ্বশিরা নৃপ।
সাক্ষাৎ কাকভুশুণ্ডোঽভূদ্ যোগীন্দ্রো নীলপর্ব্বতে
রামভক্তো মহাতেজাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থদীপকঃ।
রামায়ণং জগৌ যো বৈ গরুড়ায় মহাত্মনে॥ ১৬
চাক্ষুষে হ্যন্তরে প্রাপ্তে দক্ষঃ প্রাচেতসো নৃপ।
কশ্যপায় দদৌ কন্যা একাদশ মনোহরাঃ॥ ১৭
তাসাং কদ্রুশ্চ যা শ্রেষ্ঠা সাঽদ্যৈবং রোহিণী স্মৃতা
বসুদেবপ্রিয়া যস্যাং বলদেবোঽভবৎ সুতঃ॥ ১৮
সা কদ্রুশ্চ মহাসর্পান্ জনয়ামাস কোটিশঃ।
মহোদ্ভটান্ বিষবলানুগ্রান পঞ্চশতাননান্॥ ১৯
মহামণিধরান্ কাংশ্চিদ্ সহস্রশ্চ শতাননান।
তেষাং বেদশিরা নাম কালিয়োঽভূন্মহাফণী॥
তেষামাদৌ ফণীন্দ্রোঽভূচ্ছেষোঽনন্তঃ পরাৎপরঃ
সোঽদ্যৈব বলদেবোঽস্তি রামোঽনন্তোঽচ্যুতাগ্রজঃ
একদা শ্রীহরিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ।
শেষং প্রাহ প্রসন্নাত্মা মেঘগম্ভীরয়া গিরা॥ ২২

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূমণ্ডলং সমাধাতুং সামর্থ্যং কস্যচিন্ন হি।
তস্মাদেনং মহীগোলং মূর্দ্ধ্নি ত্বং হি সমুদ্ধর॥ ২৩
অনন্তবিক্রমস্ত্বং বৈ যতোঽনন্ত ইতি স্মৃতঃ।
ইদং কার্য্যং প্রকর্ত্তব্যং জনকল্যাণহেতবে॥ ২৪

শেষ উবাচ।

অবধিং কুরু যাবত্ত্বং ধরোদ্ধারস্য মে প্রভো।
ভূভারং ধারয়িষ্যামি তাবত্তে বচনাদিহ॥ ২৫

শ্রীভগবানুবাচ।

নিত্যং সহস্রবদনৈরুচ্চারঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
মদ্গুণস্ফুরতাং নাম্নাং কুরু সর্পেন্দ্র সর্ব্বতঃ॥ ২৬
মন্নামানি চ দিব্যানি যদা যাস্যবসানতাম্।

আমার নিয়ম। হে বেদশিরাঃ! তোমার মস্তকে আমার চরণদ্বয় বিন্যস্ত করিব, ইহাতে কদাচ তোমার গরুড়ভয় থাকিবে না। হে অশ্বশিরা! তুমিও আমার বাক্য শ্রবণ কর,—তুমিও শোক করিও না, কাকরূপেও তোমার নিশ্চিত যোগসিদ্ধিযুক্ত উত্তম ত্রৈকালিক জ্ঞান থাকিবে। নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! অনন্তর বিষ্ণু এইরূপ বলিয়া চলিয়া গেলেন, অশ্বশিরা নীলপর্ব্বতে যোগিবর ভুশুণ্ড কাক হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ভুশুণ্ড সর্ব্বশাস্ত্রে উজ্জ্বল জ্ঞানসম্পন্ন মহাতেজা সাক্ষাৎ রামভক্ত হইলেন, ইনি মহাত্মা গরুড়ের নিকট রামায়ণ গান করিয়াছিলেন। হে নৃপ! চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রচেতার পুত্র দক্ষ কশ্যপ করে তদীয় মনোহর একাদশটি কন্যা অর্পণ করেন, তন্মধ্যে কদ্রু সকলের জ্যেষ্ঠা; তিনিই সম্প্রতি বসুদেবপ্রিয়া রোহিণী, আর তাঁহাতেই বলরাম পুত্ররূপে আবির্ভূত। সেই কদ্রু কোটি কোটি মহাসর্প প্রসব করেন, তাহারা সকলেই মহাযোদ্ধা, দুঃসহ, বিষবলে বলীয়ান, উগ্র ও মহামণিধর; তন্মধ্যে কেহ পঞ্চ শতানন, কেহ শতানন। বেদশিরা ঐ সকল সর্প মধ্যে মহাফণী কালিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। উহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ফণিবর পরাৎপর শেষ নাগ অনন্ত, তিনিই সম্প্রতি বলদেব হইয়াছেন; আর তাঁহাকে অচ্যুতাগ্রজ, অনন্ত ও রাম বলা হইয়া থাকে। ১০—২১। একদা প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি প্রসন্নমনে মেঘগম্ভীর বাক্যে শেষ নাগকে বলিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—ভূমণ্ডল ধারণে কাহারও সামর্থ্য নাই, অতএব তুমি এই ভূমণ্ডল মস্তকে ধারণ কর। অনন্ত বিক্রম বলিয়া তুমি অনন্ত নামে আখ্যাত, লোককল্যাণার্থ তুমি এই কার্য্য কর। শেষ বলিলেন,—হে প্রভো! আপনি আমার পৃথিবীধারণের যে মর্য্যাদা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, আমি আপনার বাক্যে তদনুসারে ভূভার ধারণ করিব। ভগবান্ বলিলেন,—তুমি প্রতিদিন সর্ব্বদা তোমার সহস্রমুখে আমার গুণপ্রসিদ্ধ নাম সকল পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ করিতে থাক, হে সর্পরাজ! যখন আমার দিব্য নামসমূহ নিঃশেষরূপে কীর্ত্তিত

তদা ভূভারমুত্তার্য্য ক্ষণংস্বং সুসুখো ভব। ৭

শেষ উবাচ।

আধারোঽহং ভবিষ্যামি মমাধারশ্চ কো ভবে।
নিরাধারঃ কথং তোয়ে তিষ্ঠামি কথয় প্রভো। ২৮

শ্রীভগবানুবাচ।

অহঞ্চ কমঠো ভূত্বা ধারয়িষ্যামি তে তনুং।
মহাভারময়ীং দীর্ঘাং মা শোকং কুরু মৎসখে ॥২৯

শ্রীনারদ উবাচ।

তদা শেষঃ সমুত্থায় নত্বা শ্রীগরুড়ধ্বজম্।
জগাম নৃপ পাতালাদধো বৈ লক্ষযোজনম্ ॥৩০
গৃহীত্বা স্বকরেণেদং গরিষ্ঠং ভূমিমণ্ডলম্।
দধার স্বফণে শেষোঽপ্যেকস্মিংশ্চণ্ডবিক্রমঃ ॥৩১
সঙ্কর্ষণেঽথ পাতালে গতেঽনন্তে পরাৎপরে।
অন্তে ফণীন্দ্রাস্তমনু বিবিশুর্ব্রহ্মণোদিতাঃ ॥৩২
অতলে বিতলে কেচিৎ সুতলে চ মহাতলে।
তলাতলে তথা কেচিৎ সম্প্রাপ্তাস্তে রসাতলে ॥
তেভ্যস্তু ব্রহ্মণা দত্তং দ্বীপং রমণকং ভুবি।
কালিয়প্রমুখাস্তস্মিন্ ছ্যবসন্ সুখসংবৃতাঃ ॥ ৩৪
ইতি তে কথিতং রাজন্ কালিয়স্য কথানকম্।
ভুক্তিদং মুক্তিদং সারং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে শেষোপাখ্যানবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৩॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরাজোবাচ।

দ্বীপে রমণকে ব্রহ্মন সর্পানন্যান বিনা কথম্।
এতন্মে ব্রূহি সকলং কালিয়স্যাভবদ্ভয়ম্ ॥ ১

শ্রীনারদ উবাচ।

তত্র নাগান্তকো নিত্যং নাগসঙ্ঘং জঘান হ।
গতক্রুধং চৈকদা তে তার্ক্ষ্যং প্রাহুর্ভয়াতুরাঃ ॥২

নাগা উচুঃ।

হে গরুত্মন্নমস্তভ্যং ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুবাহনম্।
অস্মানৎসি যদা সর্পান্ কথং নো জীবনং ভবে

হইবে, তখন তুমি ভূভার পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইবে। শেষ বলিলেন,—আমি ত পৃথিবীর আধার হইব, কিন্তু আমার আধার কে হইবে। প্রভো! নিরাধার হইয়া আমি জলমধ্যে কিরূপে থাকিব, তাহা বলুন। ভগবান্ বলিলেন,—আমি কূর্ম্ম হইয়া তোমার মহাভারযুক্ত দীর্ঘ দেহ ধারণ করিব, হে সখে! শোক করিও না। নারদ বলিলেন,—হে নৃপ তখন প্রচণ্ডবিক্রম শেষ নাগ সমুত্থিত হইয়া গরুড়ধ্বজকে প্রণামপূর্ব্বক পাতালের অধোদেশে লক্ষযোজন দূরে গমন করত স্বীয় শিরে এই গুরুভার ভূমণ্ডল গ্রহণ করিয়া স্বীয় একটী মাত্র ফণার উপর ধারণ করিলেন। পরাৎপর সঙ্কর্ষণ অনন্ত পাতালে প্রবিষ্ট হইলে ব্রহ্মার আদেশে অন্যান্য ফণীন্দ্রগণ তাঁহার অনুগমনপূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর কেহ অতলে, কেহ বিতলে, কেহ সুতলে, কেহ মহাতলে, কেহ তলাতলে এবং কেহ কেহ রসাতলে গমন করিলেন। ব্রহ্মা তাহাদের বাসের জন্য পৃথিবী বক্ষে রমণক দ্বীপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, কালিয়-প্রমুখ সর্পগণ সেই রমণক দ্বীপে সুখে বাস করিতে লাগিলেন হে রাজন্! এই তোমার নিকট ভুক্তিমুক্তিপ্রদ কালিয়নাগের যাবতীয় সার কথা কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ২২—৩৫।

বৃন্দাবনখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্! রমণক দ্বীপে গরুড়ের সহিত অন্য সর্পগণের বিদ্বেষ ছিল না, কেবলমাত্র কালিয়ের কেন বিদ্বেষ ঘটিল, এই কথা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। নারদ বলিলেন,—নাগান্তক গরুড় সেখানে প্রতিদিন সর্পগণকে ভক্ষণ করিত; তাহাতে তাহারা ক্ষুব্ধ ও ভয়কাতর হইয়া গরুড়কে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিল। নাগগণ বলিল,—হে গরুড়। তুমি সাক্ষাৎ বিষ্ণুবাহন. তোমাকে নমস্কার। তুমি যদি সর্ব্বদা সর্পগণকে ভক্ষণ কর, তবে তাহারা কিরূপে

তস্মাদ্বলিং গৃহাণাশু মাসে মাসে গৃহাৎ পৃথক্।
বনস্পতিসুধান্নানামুপচারৈর্বিধানতঃ ॥ ৪

গরুড় উবাচ।

একঃ সর্পশ্চ যে দেয়ো ভবদ্ভির্বা গৃহাৎ পৃথক্।
কথং পচামি তদ্ভক্তে বলিং বৌটকবৎপরম্ ॥ ৫

শ্রীনারদ উবাচ।

তথাস্তু চোক্তাস্তে সর্বে গরুড়ায় মহাত্মনে।
গোপীথায়াত্মনো রাজন্নিত্যং দিব্যং বলিং দদুঃ ॥৬
কালিয়স্য গৃহস্যাপি সময়োঽভূদ্ যদা নৃপ।
তদা তার্ক্ষ্যবলিং সর্বং বুভুজে কালিয়ো বলাৎ ॥
তদাগতঃ প্রকুপিতো বেগতঃ কালিয়োপরি।
চকার পাদবিক্ষেপং গরুড়শ্চণ্ডবিক্রমঃ ॥ ৮
গরুড়াঙ্ঘ্রিপ্রহারেণ কালিয়ো মূর্চ্ছিতোঽভবৎ।
পুনরুত্থায় জিহ্বাভিঃ প্রাবলীঢমুখং শ্বসন ॥ ৯
প্রসার্য্য স্বং ফণশতং কালিয়ঃ ফণিনাং বরঃ।
ব্যদশদ্গারুড়ং বেগাদ্দন্ষ্ট্রৈর্বিষময়ৈর্বলী ॥ ১০
গৃহীত্বা তঞ্চ তুণ্ডেন গরুড়ো দিব্যবাহনম্।
ভূপৃষ্ঠে পোথয়ামাস পক্ষাভ্যাং তাড়য়ন্ মুহুঃ ॥ ১১
তুণ্ডাগ্নিনির্গতঃ সর্পস্তৎপক্ষান্ বিচকর্ষ হ।
তৎপাদৌ বেষ্টয়ংশ্চাদ্যান্ ফুৎকারং ব্যদধন্ মুহুঃ ॥১২
তার্ক্ষ্যপক্ষৌ চ পতিতৌ ভূমধ্যে যৌ বিরেজতুঃ
একেন বর্হিণোঽভূবন্ নীলকণ্ঠা দ্বিতীয়তঃ ॥ ১৩
তেষান্তু দর্শনং পুণ্যং সর্বকামফলপ্রদম্।
শুক্লপক্ষে মৈথিলেন্দ্র দশম্যামাশ্বিনস্য তৎ ॥ ১৪
কুপিতো গরুড়স্তং বৈ নীত্বা তুণ্ডেন কালিয়ম্।
নিপাত্য ভূম্যাং সহসা তত্তনুং বিচকর্ষ হ ॥ ১৫
তদা তুণ্ডাৎ স্তত্তুণ্ডাৎ কালিয়ো ভয়বিহ্বলঃ।
তমন্বধাবৎ সহসা পক্ষিরাট্ চণ্ডবিক্রমঃ ॥ ১৬
সপ্তদ্বীপান্ সপ্তখণ্ডান্ সপ্তসিন্ধূন্ গতঃ ফণী।
যত্র যত্র গতস্তার্ক্ষ্যং তত্র তত্র দদর্শ হ ॥ ১৭

বাঁচিবে! অতএব তুমি যথাবিধি মাসে মাসে প্রতি গৃহ হইতে বলিরূপে আমাদের প্রদত্ত অমৃত প্রভৃতি উপচার পর্য্যায়ক্রমে বলিরূপে গ্রহণ কর। গরুড় বলিল,—তোমরা প্রতি গৃহ হইতে পর্য্যায়ক্রমে একটী সর্পও আমাকে প্রদান করিও, তাহা না হইলে তাম্বূল বিনা যেমন ভুক্তবস্তু জীর্ণ হয় না, তদ্রূপ আমারও ভুক্তবস্তু জীর্ণ হইবে না। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! সর্পগণ তাহাই হইবে বলিয়া আত্মরক্ষার্থ মহাত্মা গরুড়কে নিত্য দিব্য বলি প্রদান করিতে লাগিল। ১—৬। হে নৃপ! এক সময় কালিয়গৃহে বলিপ্রদানের পালা পড়িলে সে বলপূর্ব্বক সেই সকল গরুড়বলি স্বয়ং ভক্ষণ করিল, তখন ক্রুদ্ধ গরুড় সবেগে কালিয়ের উপর পতিত হইয়া প্রচণ্ডবিক্রমে তাহাকে পদাঘাত করিল, কালিয় গরুড়ের পাদপ্রহারে মূর্চ্ছিত হইল। বলবান্ ফণিবর কালিয় পুনরায় উত্থিত হইয়া শ্বাস ত্যাগ ও জিহ্বা দ্বারা মুখ লেহন করিতে করিতে শত ফণা বিস্তারপূর্ব্বক বিষময় দন্তদ্বারা সবেগে গরুড়কে দংশন করিল। বিষ্ণুবাহন গরুড় তাহাকে তুণ্ডদ্বারা গ্রহণ করিয়া পক্ষদ্বয় দ্বারা বার বার প্রহার করত ভূতলে পাতিত করিল। কালিয় মুহুর্মুহু ফুৎকার করিতে করিতে গরুড়কে ব্যথিত করত তাহার তুণ্ড হইতে মুক্ত হইয়া তদীয় পক্ষসকল কর্ষন ও পাদদ্বয় বেষ্টন করিল। গরুড়ের দুইখানি পাখা ভূতলে পতিত হইল; একখানি হইতে ময়ূরগণ ও অপর পক্ষ হইতে চাষ পক্ষীরা উদ্ভূত হইল। হে মৈথিল! আশ্বিন মাসের শুক্লাদশমী দিনে এই ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়; এই পুণ্য কালিয়-গরুড়দ্বন্দ্ব-দর্শন সর্ব্বকাম ফলপ্রদ। গরুড় কুপিত হইয়া কালিয়কে তুণ্ডদ্বারা গ্রহণ ও ভূতলে পাতিত করত তৎক্ষণাৎ তাহার দেহ ছিন্নভিন্ন করিল। তখন ভয়বিহ্বল কালিয় গরুড়ের তুণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিল, প্রচণ্ডবিক্রম পক্ষিরাজ গরুড়ও তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কালিয় সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র, সপ্তলোক প্রভৃতি যে যে স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই গরুড়কে দেখিতে পাইল। ফণিবর কালিয় ক্রমে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক ও জনলোকে গমন করিল, কিন্তু সে যে লোকেই উপস্থিত হউক না কেন, গরুড়ও তথায় উপনীত হইল।

ভূর্লোকঞ্চ ভুবর্লোকং স্বর্লোকং প্রগতঃ ফণী।
মহর্লোকং ততো ধাবন্ জনলোকং জগাম হ ॥১৮
তত্রৈব গরুড়ে প্রাপ্তেঽধোঽধোলোকং পুনর্গতঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য ভয়াৎ কেঽপি রক্ষাং তস্য ন সন্দধুঃ॥
কুত্রাপি ন সুখে জাতে কালিয়োঽপি ভয়াতুরঃ।
জগাম দেবদেবস্য শেষস্য চরণান্তিকে ॥ ২০
নত্বা প্রণম্য তং শেষং পরিক্রম্য কৃতাঞ্জলিঃ।
দীনো ভয়াতুরঃ প্রাহ দীর্ঘপৃষ্ঠঃ প্রকম্পিতঃ ॥ ২১

কালিয় উবাচ।

হে ভূমিভর্ত্তর্ভুবনেশ ভূমন্
ভূভারহৃত্ত্বং হৃসি ভূরিলীলঃ।
মাং পাহি পাহি প্রভবিষ্ণুপূর্ণঃ
পরাৎপরস্ত্বং পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ২২

শ্রীনারদ উবাচ।

দীনং ভয়াতুরং দৃষ্ট্বা কালিয়ং শ্রীফণীশ্বরঃ।
বাচা মধুরয়া প্রীণন প্রাহ দেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ২৩

শেষ উবাচ।

হে কালিয় মহাবুদ্ধে শৃণু মে পরমং বচঃ।
কুত্রাপি নহি তে রক্ষা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২৪
আসীৎ পুরা মুনিঃ সিদ্ধঃ সৌভরির্নাম নামতঃ।
বৃন্দারণ্যে তপস্তেপে বর্ষানাময়ুতং জলে ॥ ২৫
মীনরাজবিহারং যো বীক্ষ্য গেহস্পৃহোঽভবৎ।
স উবাহ মহাবুদ্ধির্মান্ধাতুস্তনুজাশতম্ ॥ ২৬
তস্মৈ দদৌ হরিঃ সাক্ষাৎ পরাং ভাগবতীং শ্রিয়ম্
বীক্ষ্য তাং নৃপমান্ধাতা বিস্মিতোঽভূদ্গতস্ময়ঃ
যমুনান্তর্জলে দীর্ঘং সৌভরেস্তপতস্তপঃ।
পক্ষ্যতস্তস্য গরুড়ো মীনরাজং জঘান হ ॥ ২৮
মীনান্ সুদুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা দুঃখহা দীনবৎসলঃ।
তস্মৈ শাপং দদৌ ক্রুদ্ধঃ সৌভরির্মুনিসত্তমঃ ॥২৯

সৌভরিরুবাচ।

মীনানত্তনাদত্র যদাঽসি ত্বং বলাদ্বিরাট্
তদৈব প্রাণনাশস্তে ভূয়ান্মে শাপতস্বরম্ ॥ ৩০

শেষ উবাচ।

তদ্দিনাত্তত্র নায়াতি গরুড়ঃ শাপবিহ্বলঃ।
তস্মাৎ কালিয় গচ্ছাশু বৃন্দারণ্যে হরের্বনে ॥ ৩১
কালিন্দ্যাঞ্চ নিজং বাসং কুরু মদ্বাক্যনোদিতঃ।

অতঃপর কালিয় অধোলোক ও তদধোলোকে পর্য্যন্ত গমন করিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে কেহই তাহাকে রক্ষা করিল না। যখন কোথাও শান্তিলাভ করিল না, তখন দীর্ঘপৃষ্ঠ কম্পমান ভয়াতুর কালিয় দেবদেব অনন্তের চরণপ্রান্তে গমন করিল এবং তাঁহাকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া করযোড়ে দীনবৎ বলিতে লাগিল। ৭—২০। কালিয় বলিল,—হে ভূস্বামিন্ ভুবনেশ! হে ভূমন্! আপনি বহু লীলাকারী ও ভূভারহারী; আপনি পুরাণ-পুরুষ পরাৎপর প্রভবিষ্ণু পূর্ণ, আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। নারদ বলিলেন,—জনার্দ্দন অনন্তদেব কালিয়কে দীন ও ভয়াতুর দেখিয়া মধুর বাক্যে তৃপ্ত করত বলিতে লাগিলেন। শেষ বলিলেন,—কোথাও তোমার রক্ষা হইবে না, ইহাতে সংশয় নাই; হে মহাপ্রাজ্ঞ কালিয়! আমার উত্তম বাক্য শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সৌভরি নামে এক সিদ্ধ মুনি ছিলেন, তিনি বৃন্দাবনে অযুতবর্ষ জল-মধ্যে তপস্যা করেন। ঐ মুনি জলমধ্যে মীনরাজের বিহার দর্শনে গৃহধর্ম্মে স্পৃহান্বিত হন। ঐ মহাবুদ্ধি মুনি মান্ধাতার শত কন্যা বিবাহ করেন; ভগবান্ হরি তাঁহাকে উত্তম ভাগবতী শ্রী প্রদান করিয়াছিলেন। হে নৃপ! মহীপতি মান্ধাতা তাঁহার ভাগবতী শ্রীদর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছিল। সৌভরি যমুনার জলমধ্যে দীর্ঘকাল তপস্যা করিতেছিলেন, এক সময় তাঁহার সমক্ষে গরুড় মীনরাজকে বধ করে। দীনবৎসল মুনিসত্তম সৌভরি মীনগণের দুঃসহ দুঃখদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া গরুড়কে শাপ প্রদান করেন। সৌভরি বলিলেন,—হে পক্ষিরাজ যদি অদ্যাবধি তুমি অত্রত্য মীনগণের হিংসা কর, তবে আমার শাপে তোমার প্রাণনাশ হইবে। শেষ বলিলেন,—তদবধি শাপভয়ে গরুড় সে স্থানে আগমন করে না। অতএব হে কালিয়! তুমি সত্বর হরির বন—সেই বৃন্দাবনে গমন করিয়া আমার বাক্যানুসারে যমুনা-

নির্ভয়স্তে ভয়ং তার্ক্ষ্যান্ন ভবিষ্যতি কর্হিচিৎ ॥
শ্রীনারদ উবাচ।
ইত্যুক্তঃ কালিয়ো ভীতঃ সকলত্রঃ সপুত্রকঃ।
কালিন্দ্যাং বাসকৃদ্রাজন্ শ্রীকৃষ্ণেন নিবাসিতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে কালিয়োপাখ্যানবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
ইদং ময়া তে কথিতং কালিয়স্যাপি মর্দ্দনম্।
শ্রীকৃষ্ণচরিতং পুণ্যং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥
বহুলাশ্ব উবাচ।
শ্রীকৃষ্ণস্য কথাং শ্রুত্বা ভক্তস্তৃপ্তিং ন যাতি হি।
যথামরঃ সুধাং পীত্বা যথালিঃ পদ্মকর্ণিকাম্ ॥ ২
রাসং কৃত্বা হরৌ জাতে শিশুরূপে মহাত্মনি।
ভাণ্ডীরে দেববাগাহ শ্রীরাধাং খিন্নমানসাম্ ॥৩
শোকং মা কুরু কল্যাণি বৃন্দারণ্যে মনোহরে।
মনোরথস্তে ভবিতা শ্রীকৃষ্ণেন মহাত্মনা ॥ ৪
ইত্থং দেবগিরা প্রোক্তো মনোরথমহার্ণবঃ।
কথং বভূব ভগবান্ বৃন্দারণ্যে মনোহরে ॥ ৫
কথং শ্রীরাধয়া সার্দ্ধং রাসক্রীড়াং মনোহরাম্।
চকার বৃন্দকারণ্যে পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥ ৬
শ্রীনারদ উবাচ।
সাধু পৃষ্টং ত্বয়া রাজন্ ভগবচ্চরিতং শুভম্।
গুপ্তং বদামি দেবৈশ্চ লীলাখ্যানং মনোহরম্ ॥৭
একদা মুখ্যসখ্যৌ দ্বে বিশাখাললিতে শুভে।
বৃষভানোর্গৃহং প্রাপ্য তাং রাধাং জগদতু রহঃ ॥৮
সখ্যাবূচতুঃ।
যং চিন্তয়সি রাধে ত্বং যদ্গুণং বদসি স্বতঃ।
সোঽপি নিত্যং সমায়াতি বৃষভানুপুরেঽর্ভকৈঃ ॥
প্রেক্ষণীয়স্ত্বয়া রাধে দর্শনীয়োঽতিসুন্দরঃ।
পশ্চিমায়াং নিশীথিন্যাং গোচারণার্বিনির্গতঃ ॥১০

মধ্যে নিজাবাস সংস্থাপন কর। তুমি নির্ভয় হইবে, কখনও গরুড় হইতে তোমার ভয় থাকিবে না। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! ভীত কালিয় এইরূপে শেষ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সকলত্র ও সপুত্র শ্রীনিবাস-নিবাস বৃন্দাবনের যমুনাজল মধ্যে বাস করিতে লাগিল। ২১—৩৩।

বৃন্দাবনখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—এই আমি তোমার নিকট কালিয় দমন ও শ্রীকৃষ্ণের পূত চরিত্র বর্ণন করিলাম, পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। বহুলাশ্ব বলিলেন,—অমৃতপানে অমরের এবং কমল-কর্ণিকা-পানে মধুকরের যেমন তৃপ্তির অন্ত হয় না, তদ্রূপ কৃষ্ণকথা শ্রবণেও ভক্তের তৃপ্তির অবসান হয় না। ভাণ্ডীরবনে মহাত্মা কৃষ্ণ রাস করিয়া শিশুরূপী হইলে খিন্নমনা রাধার প্রতি এক আকাশবাণী হইল,—হে কল্যাণি! শোক করিও না, মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা মনোরম বৃন্দাবনে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। আকাশবাণী-কথিত সেই রাধামনোরথ কিরূপে পূর্ণ হইল এবং কেমন করিয়াই বা পরিপূর্ণতম ভগবান কৃষ্ণ মনোহর বৃন্দাবনে আসিয়া রাধার সহিত মনোরম রাসক্রীড়া করিলেন? নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি যে শুভ ভগবানের চরিত্র কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা অতি উত্তম। এই দেবদুর্লভ মনোহর গুপ্ত লীলাকথা বলিতেছি। একদা রাধার প্রধানা সখীদ্বয়—ললিতা বিশাখা বৃষভানুভবনে গমন করিয়া তাঁহাকে নির্জ্জনে বলিলেন। সখীদ্বয় বলিলেন,—হে রাধে! তুমি যাঁহাকে চিন্তা কর এবং যাঁহার গুণ আপনা হইতে বল, তিনি বালকগণ সহ নিত্য বৃষভানুপুরে আসিয়া থাকেন। সেই দর্শনীয়াকৃতি অতিসুন্দর বালককে তুমি দেখিও। তিনি রাত্রিশেষে গোচারণে বহির্গত হইয়া থাকেন। ১—১০।

রাধোবাচ।

লিখিত্বা তস্য চিত্রং হি দর্শয়াশু মনোহরম্।
তর্হি তৎপ্রেক্ষণং পশ্চাৎ করিষ্যামি ন সংশয়ঃ॥

শ্রীনারদ উবাচ

অথ সখ্যো ব্যলিখতাং চিত্রং নন্দশিশোঃ শুভম্
নবযৌবনমাধুর্য্যং রাধায়ৈ দদতুস্তরম্॥ ১২
তদ্দৃষ্ট্বা হর্ষিতা রাধা কৃষ্ণদর্শনলালসা।
চিত্রং করে প্রপশ্যন্তী সুষাপানন্দসঙ্কুলা॥ ১৩
দদর্শ কৃষ্ণং ভবনে শয়ানা
ঘনপ্রভং পীতপটং দধানম্।
ভাণ্ডীরদেশে যমুনাং সমেত্য
নৃত্যন্তমারাদ্ বৃষভানুপুত্রী॥ ১৪
তদৈব রাধা শয়নাৎ সমুত্থিতা
পরন্তু কৃষ্ণস্য বিয়োগবিহ্বলা।
সঞ্চিন্তয়ন্তী কমনীয়রূপিণং
মেনে ত্রিলোকীং তৃণবদ্বিদেহরাট্॥ ১৫
তর্হ্যাব্রজন্তং স্ববনাদ্ব্রজেশ্বরং
সঙ্কোচবীথ্যাং বৃষভানুপত্তনে।
গবাক্ষমেত্যাশু সখীপ্রদর্শিতং
দৃষ্ট্বা তু মূর্চ্ছাং সমবাপ সুন্দরী॥ ১৬
কৃষ্ণোঽপি দৃষ্ট্বা বৃষভানুনন্দিনীং
সুরূপকৌশল্যযুতাং গুণাশ্রয়াম্।
কুর্ব্বন্মনো রন্তুমতীব মাধবো
লীলাতনুঃ স প্রযযৌ স্বমন্দিরম্॥ ১৭
এবং ততঃ কৃষ্ণবিয়োগবিহ্বলাং
প্রভূতকামজ্বরখিন্নমানসাম্।
সংবীক্ষ্য রাধাং বৃষভানুনন্দিনী-
মুবাচ বাচং ললিতা সখী বরা॥ ১৮

ললিতোবাচ।

কথং ত্বং বিহ্বলা রাধে মূর্চ্ছিতাতিব্যথাং গতা।
যদীচ্ছসি হরিং সুভ্রু তস্মিন স্নেহং দৃঢ়ং কুরু॥
লোকস্যাপি সুখং সর্ব্বমধিকৃত্যাস্তি সাম্প্রতম্।
দুঃখাগ্নির্হৃৎ প্রদহতি কুম্ভকারাগ্নিবচ্ছুভে॥২০

শ্রীনারদ উবাচ।

ললিতায়াশ্চ ললিতং বচঃ শ্রুত্বা ব্রজেশ্বরী।
নেত্রে উন্মীল্য ললিতাং প্রাহ গদ্গদয়া গিরা॥২১

রাধা বলিলেন,—যদি তোমরা অগ্রে আমাকে তাঁহার মনোহর চিত্র লিখিয়া দেখাও, তাহা হইলে আমি পরে তাঁহাকে অবলোকন করিব, সংশয় নাই। নারদ বলিলেন,—অনন্তর সখীদ্বয় স্বয়ং নন্দনন্দনের নবযৌবন-মাধুর্য্যযুক্ত মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাধাকে প্রদান করিলেন। চিত্রদর্শনে রাধা হৃষ্টা হইয়া কৃষ্ণ দর্শনলালসায় ঐ চিত্র করে লইয়া দেখিতে দেখিতে আনন্দাকুলা হইয়া শয়ন করিলেন। নিজ ভবনে শয়ানা বৃষভানুনন্দিনী রাধা দেখিলেন,—ঘনপ্রভ পীতাম্বর কৃষ্ণ যমুনা তটের ভাণ্ডীর বনে আসিয়া নৃত্য করিতেছেন। রাধা তখনই শয্যা হইতে উত্থিতা হইলেন, তিনি কৃষ্ণবিরহে কাতরা হইয়া সেই কমনীয়রূপ কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তখন ত্রিলোক তাঁহার নিকট তৃণবৎ তুচ্ছ হইয়াছিল। তৎকালে ব্রজপতি কৃষ্ণ নিজাবাস হইতে বৃষভানুপুরের সংক্ষিপ্ত পথ দিয়া আসিতেছিলেন, সখীরা গবাক্ষপথে তাঁহাকে কৃষ্ণ সন্দর্শন করাইল, সুন্দরী রাধা তাঁহাকে দেখিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। কৃষ্ণও সুরূপা চাতুর্য্যযুক্তা গুণবতী বৃষভানুনন্দিনী রাধাকে দর্শন করিলেন; লীলাবিগ্রহ মাধব মনে অত্যন্ত রমণেচ্ছা করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর এইরূপে বৃষভানুনন্দিনী রাধা কৃষ্ণ-বিয়োগে বিহ্বলা এবং অত্যন্ত কামজ্বরে খিন্নমনা হইলেন, প্রধানা সখী ললিতা তাঁহাকে দেখিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ১১—১৮। ললিতা বলিলেন,—রাধে! কেন বিহ্বলা হইয়া মূর্চ্ছিতা ও অতি ব্যথিতা হও; হে সুভ্রু! যদি হরিকে চাও, তবে তাঁহাতে সুদৃঢ় স্নেহ কর। হে শুভে! কুম্ভকারাগ্নিবৎ দুঃখাগ্নি সমস্ত লোকের সুখ অধিকার করিয়া আছে, এবং তাহাদের হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। নারদ বলিলেন,—ললিতার ললিত বাক্য শ্রবণে ব্রজেশ্বরী নয়ন উন্মীলন করিয়া গদ্গদ-

রাধোবাচ।

ব্রজালঙ্কারচরণৌ ন প্রাপ্তৌ যদি মে কিল।
কদাচিদ্বিগ্রহং তার্হ নাহ স্বং ধারয়াম্যহম্॥ ২২

নারদ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যা ললিতা ভয়বিহ্বলা।
শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বং প্রযযৌ কৃষ্ণাতীরে মনোহরে॥ ২৩
মাধবীজালসংযুক্তে মধুপধ্বনিসঙ্কুলে।
কদম্বমূলে রহসি প্রাহ চৈকাকিনং হরিম্॥ ২৪

ললিতোবাচ।

যস্মিন্ দিনে চ তে রূপং রাধয়া দৃষ্টমদ্ভুতম্।
তদ্দিনাৎ স্তব্ধতাং প্রাপ্তা পুত্তিকেব ন বক্তি কি
অলঙ্কারস্তর্চ্চিরিব বস্ত্রং ভর্জ্জরজো যথা।
সুগন্ধিঃ কটুবদ্যস্যা মন্দিরং নির্জ্জনং বনম্॥২৬
পুষ্পং বাণং চন্দ্রবিম্বং বিষকন্দমবেহি ভোঃ।
তস্যৈ সন্দর্শনং দেহি রাধায় দুঃখনাশনম্॥২৭
তে সাক্ষিণঃ কিং বিদিতং ন ভূতলে
সৃজত্যলং পাসি হরস্যথো জগৎ
যদা সমানোঽসি জনেষু সর্ব্বত-
স্তথাপি ভক্তান্ ভজসে পরেশ্বরঃ॥ ২৮

নারদ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা হরিঃ সাক্ষাল্ললিতং ললিতাবচঃ।
উবাচ ভগবান্ দেবো মেঘগম্ভীরয়া গিরা॥ ২৯

শ্রীভগবানুবাচ।

সর্ব্বং হি ভাবং মনসঃ পরাৎপরং
নহ্যেকতো ভামিনি জায়তে ততঃ।
প্রেমৈব কর্ত্তব্যমতো ময়ি স্বতঃ
প্রেম্ণা সমানং ভুবি নাস্তি কিঞ্চিৎ॥ ৩০
যথা হি ভাণ্ডীরবনে মনোরথো
বভূব তস্যা হি তথা ভবিষ্যতি।
অহৈতুকং প্রেম চ সদ্ভিরাশ্রিতং
তচ্চাপি সন্তঃ কিল নির্গুণং বিদুঃ॥ ৩১
যে রাধিকায়াং ময়ি কেশবে মনাক্
ভেদং ন পশ্যন্তি হি দুগ্ধশৌক্লবৎ।
ত এব মে ব্রহ্মপদং প্রয়ান্তি ত-
দহৈতুকস্ফূর্জ্জিতভক্তিলক্ষণাঃ॥ ৩২

বাক্য বলিতে লাগিলেন। রাধা বলিলেন,—আমি নিশ্চয় বলিতেছি,—ব্রজের অলঙ্কার-স্বরূপ কৃষ্ণচরণদ্বয় যদি না পাই, তবে কখনই নিজদেহ ধারণ করিব না। নারদ বলিলেন,—রাধার এই বাক্য শ্রবণে ভয়বিহ্বলা ললিতা মনোহর যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণান্তিকে গমন করিলেন—এবং মাধবী-লতাজালযুক্ত ময়ূরধ্বনি-নিনাদিত কদম্বমূলে কৃষ্ণকে একাকী নির্জ্জনে পাইয়া বলিতে লাগিলেন। ললিতা বলিলেন,—যেদিন রাধা তোমার অদ্ভুতরূপ দর্শন করিয়াছেন, সেইদিন হইতেই স্তব্ধতা-প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় কোন কথাই বলেন না। তাঁহার নিকট অলঙ্কার অনলের ন্যায়, বস্ত্র—অগ্নিতপ্ত বালুকার ন্যায়, সুগন্ধি দ্রব্য কটু দ্রব্যের ন্যায়, মন্দির নির্জ্জন বনের ন্যায়, পুষ্প বাণের ন্যায় এবং চন্দ্রবিম্ব বিষকন্দের ন্যায় বোধ হইতেছে। আপনি দর্শনদানে সেই রাধার দুঃখ হরণ করুন। আপনি সর্ব্বসাক্ষী, জগতের কোন বৃত্তান্ত আপনার অবিদিত নহে; আপনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-পালন-কর্ত্তা। যদিও আপনি সর্ব্বজনে সমদর্শী, তথাপি ভক্তজনে আপনার অধিক প্রীতি, তাই আপনি পরেশ্বর।১৯—২৮। নারদ বলিলেন,—ললিতার এই কোমল বাক্য শ্রবণে সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণ মেঘগম্ভীরবাক্যে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে ভামিনি! মনের সমস্ত উত্তমভাব আমাতে ন্যস্ত হওয়া সম্ভব নহে, অতএব আপনা হইতে আমাতে কেবল প্রেমই কর্ত্তব্য; পৃথিবীতে প্রেমের সমান কিছুই নাই। ভাণ্ডীরবনে রাধার যে অভিলাষ হইয়াছে, সেই বনেই তাহা পূর্ণ হইবে; সাধুশীলের অবলম্বিত যে অহেতুক প্রেম, পণ্ডিতগণ তাহাকেই নিষ্কাম বলিয়া অভিহিত করেন। দুগ্ধের ধবলতার ন্যায় যাঁহারা রাধিকায় ও আমায় সম্পূর্ণ অভেদ জ্ঞান করেন, তাঁহাদেরই অহেতুক ভক্তিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে এবং তাঁহারাই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে রম্ভোরু! ভূতলে যে সকল কুবুদ্ধি মানব

যে রাধিকায়াং ময়ি কেশবে হরৌ
কুর্ব্বন্তি ভেদং কুধিয়ো জনা ভুবি।
তে কালসূত্রে প্রপতন্তি দুঃখিতা
রম্ভোরু যাবৎ কিল চন্দ্রভাস্করৌ॥ ৩৩

নারদ উবাচ।

ইত্থং শ্রুত্বা বচঃ কৃষ্ণং নত্বা তং ললিতা সখী।
রাধাং সমেত্য রহসি প্রাহ প্রহসিতাননা॥ ৩৪

ললিতোবাচ।

যথেচ্ছসি যথা কৃষ্ণং তথা ত্বাং মধুসূদনঃ।
যুবয়োর্ভেদরহিতং তেজস্ত্বেকং দ্বিধা জনৈঃ॥৩৫
তথাপি দেবি কৃষ্ণায় কর্ম্ম নিষ্কারণং কুরু।
যেন তে বাঞ্ছিতং ভূয়াদ্ভক্ত্যা পরময়া সতি॥৩৬

নারদ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা সখীবাক্যং রাধা রাসেশ্বরী নৃপ।
চন্দ্রাননাং প্রাহ সখীং সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বরাম্॥৩৭

রাধোবাচ।

প্রসন্নার্থং পরং সৌভাগ্যবর্দ্ধনম্।
মহাপুণ্যং বাঞ্ছিতদং পূজনং বদ কস্যচিৎ॥ ৩৮

ত্বয়া ভদ্রে ধর্ম্মশাস্ত্রং গর্গাচার্য্যমুখাচ্ছ্রুতম্।
তস্মাদ্ব্রতং পূজনং বা ব্রূহি মহ্যং মহামতে॥ ৩৯

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে
রাধাকৃষ্ণপ্রেমোদ্যোগো নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

রাধাবাক্যং ততঃ শ্রুত্বা রাজন্ সর্ব্বসখীবরা।
চন্দ্রাননা প্রত্যুবাচ সংবিচার্য্য ক্ষণং হৃদি॥ ১

চন্দ্রাননোবাচ।

পরং সৌভাগ্যদং রাধে মহাপুণ্যং বরপ্রদম্।
শ্রীকৃষ্ণস্যাপি লব্ধ্যর্থং তুলসীসেবনং মতম্॥ ২
দৃষ্টা স্পৃষ্টাথ বা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নামিতঃ স্তুতা।
রোপিতা সিঞ্চিতা নিত্যং পূজিতা প্রতিপালিতা
নবধা তুলসীভক্তিং যে কুর্ব্বন্তি দিনে দিনে।
যুগকোটিসহস্রাণি তে যান্তি সুকৃতং শুভে॥ ৪

রাধিকায় ও আমায় ভেদবুদ্ধি করে, তাহারা চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থানকাল পর্য্যন্ত কালসূত্র নরকে পতিত হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নারদ বলিলেন,—সখী ললিতা এইপ্রকার কৃষ্ণবাক্য সকল শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক সহাস্যবদনে রাধার নিকট উপস্থিত হইয়া গোপনে বলিতে লাগিলেন। ললিতা বলিলেন,—তুমি যেমন কৃষ্ণকে অভিলাষ কর, মধুসূদনও তদ্রূপ তোমাকে বাঞ্ছা করিয়া থাকেন; তোমাদের উভয়ের ভেদ নাই, তোমরা একই তেজোময়, লোকে দ্বিধা ভেদ করে মাত্র; তথাপি হে দেবি! হে সতি! যেরূপ করিলে তোমার পরম ভক্তিতে অভীষ্টসিদ্ধি হয়, কৃষ্ণের উদ্দেশে তাদৃশ নিষ্কাম কর্ম্ম কর। নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! রাসেশ্বরী রাধা এইরূপ সখীবাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞা সখী চন্দ্রাননাকে বলিতে লাগিলেন। রাধা বলিলেন,—কৃষ্ণকে প্রসন্ন করিবার জন্য উত্তম সৌভাগ্যবর্দ্ধন অভিলাষিতপ্রদ মহাপুণ্য কোন দেবতার পূজা প্রকাশ কর, হে ভদ্রে! তুমি গর্গাচার্য্যের মুখে ধর্ম্মশাস্ত্র শুনিয়াছ, অতএব মহাপ্রাজ্ঞে! আমাকে কোন পূজা বা ব্রতের বিষয় বল। ২৯—৩৯।

বৃন্দাবনখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫॥

ষোড়শ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর রাধা-বাক্য শ্রবণে সর্ব্বোত্তমা সখী চন্দ্রাননা মনে মনে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সুবিচারপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর দিলেন। চন্দ্রাননা বলিলেন,—হে রাধে! শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য আমার মতে পরম সৌভাগ্য ও বরপ্রদ মহাপুণ্য তুলসীসেবা কর্ত্তব্য। তুলসীর দর্শন, স্পর্শ, ধ্যান, কীর্ত্তন, নামোচ্চারণপূর্ব্বক স্তুতি, রোপণ, সেচন, নিত্য পূজা ও পালন—হে শুভে! যে সকল মানব প্রতিদিন এই নয় প্রকার তুলসী-ভক্তি

যাবচ্ছাখাপ্রশাখাভির্বীজপুষ্পদলৈঃ শুভৈঃ।
রোপিতা তুলসী মর্ত্যৈর্ব্বর্দ্ধতে বসুধাতলে ॥ ৫
তেষাং বংশেষু যে জাতা ভবিষ্যন্তি চ যে গতাঃ
আকল্পযুগসাহস্রং তেষাং বাসো হরেগৃর্হে ॥ ৬
যৎফলং সর্ব্বপত্রেষু সর্ব্বপুষ্পেষু রাধিকে।
তুলসীদলেন চৈকেন সর্ব্বদা প্রাপ্যতে তু তৎ ॥ ৭
তুলসীপ্রভবৈঃ পত্রৈর্যো নরঃ পূজয়েদ্ধরিম্‌।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ৮
সুবর্ণভারশতকং রজতং যচ্চতুর্গুণম্‌।
তৎফলং সমবাপ্নোতি তুলসীবনপালনাৎ ॥ ৯
তুলসীকাননং রাধে গৃহে যস্যাবতিষ্ঠতি।
তদ্‌গৃহং তীর্থরূপং হি ন যান্তি যমকিঙ্করাঃ ॥১০
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং কামদং তুলসীবনম্‌।
রোপয়ন্তি নরা শ্রেষ্ঠাস্তে ন পশ্যন্তি ভাস্করিম্‌ ॥১১
রোপণাৎ পালনাৎ সেকাৎ দর্শনাৎ স্পর্শনান্নৃণাম্‌
তুলসী দহতে পাপং বাঙ্মনঃকায়সঞ্চিতম্‌ ॥ ১২
পুষ্করাদ্যানি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বাসুদেবাদয়ো দেবা বসন্তি তুলসীদলে ॥ ১৩
তুলসীমঞ্জরীযুক্তো যস্তু প্রাণান্‌ বিমুঞ্চতি।
যমোঽপি নেক্ষিতুং শক্তো যুক্তং পাপশতৈরপি ॥
তুলসীকাষ্ঠজং যস্তু চন্দনং ধারয়েন্নরঃ।
তদ্দেহং ন স্পৃশেৎ পাপং ক্রিয়মাণমপীহ যৎ ॥১৫
তুলসীবিপিনচ্ছায়া যত্র যত্র ভবেচ্ছুভে।
তত্র শ্রাদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ম্‌ ॥ ১৬
তুলস্যাঃ সখি মাহাত্ম্যমাদিদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ।
ন সমর্থো ভবেদ্বক্তুং যথা দেবস্য শার্ঙ্গিণঃ ॥ ১৭
তুলসীসেবনং নিত্যং কুরু ত্বং গোপকন্যকে।
শ্রীকৃষ্ণো বশ্যতাং যাতি যেন বা সর্ব্বদৈব হি ॥১৮

নারদ উবাচ।

ইত্থং চন্দ্রাননাবাক্যং শ্রুত্বা রাসেশ্বরী নৃপ।
তুলসীসেবনং সাক্ষাদারেভে হরিতোষণম্‌ ॥১৯
কেতকীবনমধ্যে চ শতহস্তং সুবর্ত্তুলম্‌।
উচ্চৈর্হেমখচিদ্ভিত্তিপদ্মরাগতটং শুভম্‌ ॥ ২০
হরিদ্ধীরকমুক্তানাং প্রাকারেণ মহোল্লসৎ।

করেন, তাঁহারা সহস্রকোটি যুগ পর্য্যন্ত সুখ-ভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের রোপিত তুলসী বৃক্ষের যত শাখা প্রশাখা বীজ পুষ্প পত্র বর্দ্ধিত হইবে, বসুধাতলে তাঁহাদের বংশে যাঁহারা জন্মিয়াছেন, যাঁহারা জন্মিবেন এবং যজন্মিয়াছ যাঁহারা মৃত হইয়াছেন, বহুকল্পকাস্তর্গপ সহস্রযুগ তাঁহাদে[illegible] । য চরণে বাস হয়। হে রাধিকে! সর্ব্ববিধ পত্র পুষ্পে যে ফল, একটী মাত্র তুলসী দলে সর্ব্বদা সেই ফল লাভ হয়। যে মানব তুলসী পত্র দ্বারা হরির পূজা করেন, তিনি পদ্মপত্র জলের ন্যায় পাপলিপ্ত হন না। শতভার সুবর্ণ ও তাহার চতুর্গুণ রজত দানে যেরূপ ফল, তুলসী কানন-পালনে তাহার তুল্য ফল হয়। ১—১০। হে রাধে! যাঁহার গৃহে তুলসীবন বিদ্যমান, তাঁহার গৃহ তীর্থ স্বরূপ, সেস্থানে যমকিঙ্করগণ যায় না। যে সকল শ্রেষ্ঠ লোক সর্ব্বপাপহর কামপ্রদ পুণ্য তুলসীবন রোপণ করেন, তাঁহাদের যমদর্শন হয় না। তুলসী রোপণ, পালন, সেচন, দর্শন ও স্পর্শনে মানবগণের বাক্য, মন ও কায়কৃত কলুষ তুলসী নাশ করেন। পুষ্করাদি তীর্থ, গঙ্গাদি নদী এবং বাসুদেবাদি দেবগণ তুলসীদলে বাস করেন। তুলসীমঞ্জরীযুক্ত হইয়া জীবন ত্যাগ করিলে সে যদি শত পাপযুক্তও হয়, তথাপি যম তাহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। হে শুভে! যে যে স্থানে তুলসীতরুর ছায়া অব-স্থিত, সেই সেই স্থানে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য; আর সেই শ্রাদ্ধে দত্ত দ্রব্য অক্ষয় হয়। হে সখি! বিষ্ণুর অনন্ত মহিমার মত তুলসীর মহিমা আদিদেব ব্রহ্মাও বলিতে সমর্থ নহেন। হে গোপতনয়ে! তুমি নিত্য তুলসীর সেবা কর, ইহা করিলে কৃষ্ণ সর্ব্বদা তোমার বাধ্য থাকি-বেন। ১১—১৮। নারদ বলিলেন;—হে নৃপ! রাসেশ্বরী রাধা চন্দ্রাননার এইরূপ বাক্য শুনিয়া হরিসন্তোষকারক সাক্ষাৎ তুলসী সেবন আরম্ভ করিলেন। কেতকীবন মধ্যে শত হস্ত সুবর্ত্তুল সুবর্ণখচিত উচ্চভিত্তির উপর তুলসী মন্দির নির্ম্মিত হইল; পদ্মরাগ মণি দ্বারা মন্দিরের সুন্দর সোপান, হরিতবর্ণ হীরক ও মুক্তা দ্বারা

সর্ব্বতস্তোরণাযুক্তং চিন্তামণিসুমণ্ডিতম্ ॥ ২১
হেমধ্বজসমাযুক্তমুক্তাতোরণরাজতম্।
হৈমৈর্বিতানৈঃ পরিতো বৈজয়ন্তমিব স্ফুরৎ ॥ ২২
এতাদৃশং শ্রীতুলসীমন্দিরং সুমনোহরম্।
তন্মধ্যে তুলসীং স্থাপ্য হরিৎপল্লবশোভিতাম্ ॥
অভিজিন্নামনক্ষত্রে তৎসেবাং সা চকার হ।
সমাহূতেন গর্গেণ দিষ্টেন বিধিনা সতী ॥ ২৪
শ্রীকৃষ্ণতোষণার্থায় ভক্ত্যা পরময়া সতী।
ইষপূর্ণাং সমারভ্য চৈত্রপূর্ণাবধি ব্রতম্ ॥ ২৫
কৃত্বা স্নপয়ন্ দুগ্ধেন তথা চেক্ষুরসেন বৈ।
দ্রাক্ষয়াম্ররসেনাপি সিতয়া বহুমিশ্রয়া ॥ ২৬
পঞ্চামৃতেন তুলসীং মাসে মাসে পৃথক্ পৃথক্।
উদ্যাপনসমারম্ভং বৈশাখপ্রাতিপদ্দিনে ॥ ২৭
গর্গাদিষ্টেন বিধিনা বৃষভানুসুতা নৃপ।
ষট্‌পঞ্চাশদ্ভৈর্ভোগৈর্ব্রাহ্মণানাং দ্বিলক্ষকম্ ॥
সন্তর্প্য বস্ত্রভূষাদ্যৈর্দক্ষিণাং রাধিকা দদৌ।
দিব্যানাং স্থূলমুক্তানাং লক্ষভারং বিদেহরাট্ ॥
কোটিভারং সুবর্ণানাং গর্গাচার্য্যায় সা দদৌ।
শতভারং সুবর্ণানাং মুক্তানাঞ্চ তথৈব চ ॥ ৩০
ভক্ত্যা পরময়া রাধা ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে দদৌ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
তন্মন্দিরোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে ॥ ৩১
তদাবিরাসীত্তুলসী হরিপ্রিয়া
সুপর্ণপীঠোপরি শোভিতাসনা।
চতুর্ভুজা পদ্মপলাশবীক্ষণা
শ্যামা স্ফুরদ্ধেমকিরীটকুণ্ডলা ॥ ৩২
পীতাম্বরাচ্ছাদিতসর্পবেণী
স্রজং দধানা নববৈজয়ন্তীম্।
খগাৎ সমুত্তীর্য্য চ রঙ্গবল্লী
চুচুম্ব রাধাং পরিরভ্য বাহুভিঃ ॥ ৩৩

তুলস্যুবাচ

অহং প্রসন্নাস্মি কলাবতীসুতে
ত্বদ্ভক্তিভাবেন জিতা নিরন্তরম্।
কৃতং চ লোকব্যবহারসংগ্রহা-
ত্ত্বয়া ব্রতং ভামিনি সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ৩৪

মহোজ্জ্বল প্রাকার এবং মন্দিরের চতুর্দ্দিকে চিন্তামণি মণিমণ্ডিত তোরণ প্রস্তুত হইল। উচ্চ তোরণের উপর সুবর্ণধ্বজ উত্তোলিত ও তাহা সুবর্ণ-পতাকা যুক্ত হওয়ায় বৈ মালার ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। সতী রাধা গর্গাচার্য্যকে আহ্বান করিয়া তাঁহারই কথিত বিধানে এতাদৃশ সুন্দর তুলসী মন্দির মধ্যে অভিজিৎ নক্ষত্রে হরিৎবর্ণ পল্লব শোভিত তুলসী বৃক্ষ স্থাপিত করিয়া তুলসীর সেবা করিতে লাগিলেন। সতী রাধা পরম ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণতোষণ জন্য আশ্বিন পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই ব্রত করিলেন। দুগ্ধ, ইক্ষু, দ্রাক্ষা আম্ররস, শর্করা, মিস্ত্রি ও পঞ্চামৃত দ্বারা মাসে মাসে পৃথক্ পৃথক্ তুলসীর স্নান করাইলেন। হে নৃপ! গর্গাদিষ্ট বিধি অনুসারে বৃষভানুসুতা রাধা বৈশাখ শুক্লা প্রতিপদে উদ্যাপনের উদ্যোগ করিলেন। রাধিকা ষট্‌পঞ্চাশ প্রকার ভোজ্য এবং বসন ভূষণ দ্বারা দ্বিলক্ষ ব্রাহ্মণের তৃপ্তিসাধন করিয়া তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দান করিলেন। হে বিদেহরাজ! লক্ষভার দিব্য স্থূল মুক্তা ও কোটিভার স্বর্ণ গর্গাচার্য্যকে দান করিলেন। রাধা শত ভার সুবর্ণ ও মুক্তা ভক্তিভরে প্রত্যেক বিপ্রকে দান করিলেন। স্বর্গে দেবদুন্দুভি বাদিত হইল, অপ্সরাগণ নৃত্য করিল, দেবগণ রাধার মন্দিরের উপর পুষ্পবর্ষণ করিলেন। তখন হরিপ্রিয়া তুলসীর আবির্ভাব হইল। তিনি গরুড়পৃষ্ঠে উত্তম আসনে সমাসীনা, চতুর্ভুজা, পদ্মপত্রনেত্রা, শ্যামা, উজ্জ্বল-মুকুট-কুণ্ডলমণ্ডিতা। তদীয়া সর্পসদৃশী বেণী পীতবসনে আবৃতা এবং তিনি নূতন বৈজয়ন্তী মালাধারিণী। ললিতলতা তুলসী গরুড় হইতে অবতরণ করিয়া রাধাকে বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গনপূর্ব্বক চুম্বন করিলেন। ১৯—৩৩। তুলসী বলিলেন,—হে কলাবতী-তনয়ে! তোমার ভক্তিভাবে আমি প্রসন্না হইয়া নিরন্তর তোমার বাধ্য আছি; হে ভামিনি! তুমি লোক ব্যবহার সংগ্রহ করিয়া

মনোরথস্তে সফলোঽস্ত্ব ভূয়া-
দ্বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈশ্চিত্তমনোভিরগ্রতঃ ।
সদানুকূলত্বমলং পতেঃ পরং
সৌভাগ্যমেবং পরিকীর্ত্তনীয়ম্ ॥ ৩৫

নারদ উবাচ ।

এবং বদন্তীং তুলসীং হরিপ্রিয়াং
নত্বাথ রাধা বৃষভানুনন্দিনী ।
প্রত্যাহ গোবিন্দপদারবিন্দয়ো-
র্ভক্তির্ভবেন্মে বিদিতা হ্যহৈতুকী ॥ ৩৬
তথাস্তু চোক্তা তুলসী হরিপ্রিয়া-
থান্তর্দ্দধে মৈথিলরাজসত্তম ।
তদৈব রাধা বৃষভানুনন্দিনী
প্রসন্নচিত্তা স্বপুরে বভূব হ ॥ ৩৭
শ্রীরাধিকাখ্যানমিদং বিচিত্রং
শৃণোতি যো ভক্তিপরঃ পৃথিব্যাম্ ।
ত্রৈবর্গ্যভাবং মনসা সমেত্য
রাজংস্ততো যাতি নরঃ কৃতার্থতাম্ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে তুলসী-
পূজনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বসৌখ্যজনক এই ব্রত করিয়াছ। তোমার মনোরথ সফল হউক; বুদ্ধি,ইন্দ্রিয়, চিত্তবৃত্তি ও মনকে উত্তমরূপে পরিচালিত করিয়া পর্য্যাপ্তরূপে সর্ব্বদা পতির আনুকূল্য লাভ কর; তোমার এই পরম সৌভাগ্য বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। নারদ বলিলেন,—হরিপ্রিয়া তুলসী এইরূপ বলিলে বৃষভানুনন্দিনী রাধা তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—গোবিন্দ-পদারবিন্দদ্বন্দ্বে আমার নিষ্কাম ভক্তি হউক। হে মৈথিলরাজসত্তম! অনন্তর হরিপ্রিয়া তুলসী 'তাহাই হউক' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন; আর বৃষভানুনন্দিনী রাধাও তখন প্রসন্নচিত্ত হইয়া স্বপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। হে রাজন্! ভূতলে যে মানব ভক্তিভরে রাধার এই বিচিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করে, সে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লাভে কৃতার্থ হইয়া থাকে। ৩৪—৩৮।

বৃন্দাবনখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

বহুলাশ্ব উবাচ ।

রাধাকৃষ্ণস্য চরিতং শৃণ্বতো মে মনো মুনে ।
ন তৃপ্তিং যাতি শরদঃ পঙ্কজে ভ্রমরো যথা ॥ ১
রাসেশ্বর্য্যা কৃষ্ণপত্ন্যা তুলসীসেবনে কৃতে ।
যদ্বভূব ততো ব্রহ্মংস্তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥ ২

নারদ উবাচ ।

রাধিকায়াশ্চ বিজ্ঞায় তুলসীসেবনে তপঃ ।
প্রীতিং পরীক্ষন্ শ্রীকৃষ্ণো বৃষভানুপুরং যযৌ ॥ ৩
অদ্ভুতং গোপিকারূপং চলজ্ঝঙ্কারনূপুরম্ ।
কিঙ্কিণীঘণ্টিকাশব্দমঙ্গুলীয়কভূষিতম্ ॥ ৪
রত্নকঙ্কণকেয়ূরমুক্তাহারবিরাজিতম্ ।
বালার্কতাটঙ্কলসৎকবরীপাশকৌশলম্ ॥ ৫
নাসামৌক্তিকদিব্যাভং শ্যামকুন্তলসন্নিভম্ ।
ধৃত্বাসৌ বৃষভানোশ্চ মন্দিরং সন্দদর্শ হ ॥ ৬

সপ্তদশ অধ্যায় ।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মুনে! শরৎ-কালের কমলে মধুকর যেমন তৃপ্তির অন্ত পায় না, তদ্রূপ রাধাকৃষ্ণের চরিত্র শ্রবণেও আমার মন তৃপ্তির সীমা পাইতেছে না। হে তপোধন ব্রহ্মন্! অনন্তর তুলসীর সেবা করিয়া রাসেশ্বরী কৃষ্ণপত্নী রাধার কি হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। নারদ বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার তুলসীসেবারূপ তপস্যা বিদিত হইয়া তাঁহার ভক্তিপরীক্ষার জন্য বৃষভানুভবনে আগমন করিলেন। কৃষ্ণ অদ্ভুত গোপিকারূপ ধারণ করিলেন, গমন-কালে তাঁহার নূপুর [illegible]তে ঝঙ্কার উত্থিত হইল, তদীয় অঙ্গুলীভূষণ কিঙ্কিণী ও ক্ষুদ্র ঘণ্টাদি বাজিয়া উঠিল, রত্নকঙ্কণ কেয়ূর ও মুক্তাহারে তিনি অলঙ্কৃত হইলেন, তাঁহার করে নবোদিত দিবাকরকান্তি বলয় বিলসিত হইল, সুকৌশলে কেশপাশে কবরী বন্ধন করিলেন, তাঁহার নাসিকা দিব্য মুক্তায় শোভিত হইল, তিনি কুন্তলের ন্যায় শ্যামকান্তি ধারণ করিয়া

প্রাকারপরিখাযুক্তং চতুর্দ্বারসমন্বিতম্।
করীন্দ্রৈঃ কজ্জলাকারৈর্দ্বারি দ্বারি মনোহরম্ ॥ ৭
বায়ুবেগৈর্মনোবেগৈশ্চিত্রবর্ণৈস্তুরঙ্গমৈঃ।
হারচামরসংযুক্তং প্রোল্লসন্মণ্ডপাজিরম্ ॥ ৮
গবাং গণৈঃ সবৎসৈশ্চ বৃষৈর্ধর্ম্মধুরন্ধরৈঃ।
গোপালা যত্র গায়ন্তে বংশীবেত্রধরা নৃপ ॥ ৯
বৃষভানুপুরস্ত্বেবং পশ্যন্ মন্দিরকৌশলম্।
মায়াযুবতিবেশোঽসৌ ততো হ্যন্তঃপুরং যযৌ ॥১০
যত্র কোটিরবিস্ফূর্জৎকপাটস্তম্ভপঙ্ক্তয়ঃ।
রত্নাজিরেষু শোভন্তে ললনা রত্নসংযুতাঃ ॥ ১১
বীণাতালমৃদঙ্গাদীন্ বাদয়ন্ত্যো মনোহরাঃ।
পুষ্পযষ্টিসমাযুক্তা গায়ন্ত্যো রাধিকাগুণম্ ॥ ১২
তস্মিন্নন্তঃপুরে দিব্যং ভ্রাজচ্ছোপবনং মহৎ।
দাড়িমী-কুন্দমন্দারনিম্বোন্নতদ্রুমাবৃতম্ ॥১৩
কেতকীমালতীবৃন্দৈর্মাধবীভির্ব্বিরাজিতম্।
তত্র রাধানিকুঞ্জোঽস্তি কল্পবৃক্ষসুগন্ধিভৃৎ ॥ ১৪
পতন্তি যত্র ভ্রমরা মধুমত্তা নৃপেশ্বর।
গন্ধাক্তঃ শীতলো বায়ুর্মন্দগামী বহত্যলম্ ॥ ১৫
সহস্রদলপদ্মানাং রজো বিক্ষেপয়ন্মুহুঃ।
পুংস্কোকিলা কোকিলাশ্চ ময়ূরাঃ সারসাঃ শুকাঃ ॥
কূজন্তি মধুরং নাদং নিকুঞ্জশিখরেষু চ।
পুষ্পশয্যাসহস্রাণি জলকুল্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৭
প্রোচ্ছলন্তি স্ফুরৎকারা যত্র বৈ মেঘমন্দিরে।
বালার্ককুণ্ডলধরাশ্চিত্রবস্ত্রা বরাননাঃ ॥ ১৮
বর্ত্তন্তে কোটিশো যত্র সখ্যস্তৎকর্ম্মকৌশলাঃ।
তন্মধ্যে রাধিকা রাজ্ঞী ভ্রমন্তী মন্দিরাজিরে ॥১৯
কাশ্মীরপঙ্কসংযুক্তে সূক্ষ্মবস্ত্রবিরাজিতে।
শিরীষপুষ্পাঙ্কিতিজদলৈরাগুল্ফপূরকে ॥ ২০
মালতীমকরন্দানাং ক্ষরদ্ভির্ব্বিন্দুভির্বৃতে।
কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশা তন্বী কোমলবিগ্রহা।
শনৈঃশনৈঃ পাদপদ্মং চালয়ন্তী চ কোমলম্ ॥২১
সমাগতাং তাং মণিমন্দিরাজিরে
দদর্শ রাধা বৃষভানুনন্দিনী।

বৃষভানুভবনে প্রবেশ করিলেন। সেই মন্দির, প্রাকার ও পরিখাযুক্ত এবং চতুর্দ্বার-সমন্বিত; প্রত্যেক দ্বারে কজ্জল-কৃষ্ণ করীন্দ্র বিদ্যমান; বায়ু এবং মনের মত বেগশালী চিত্রবর্ণ অশ্বগণ ও সবৎসা গোগণ এবং ধর্ম্মধুরন্ধর বৃষগণ দ্বারা হার-চামরযুক্ত মনোহরমণ্ডপাঙ্গন অতিশয় শোভিত; বংশী বেত্রধর গোপালগণ তথায় গান করিয়া থাকে। অনন্তর মায়া-যুবতীবেশ-ধারী কৃষ্ণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।১—১০। অতঃপর কোটি সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল কপাট ও স্তম্ভপংক্তিপরিশোভিত; তত্রত্য রত্ননির্ম্মিত অঙ্গনে রত্নশোভিতা অঙ্গনাগণ বিরাজিত। সেই সকল মনোহরা রমণীরা বীণা, করতাল ও মৃদঙ্গাদি বাদ্য বাজাইতেছে এবং পুষ্পের যষ্টি করে লইয়া রাধিকার গুণ গাহিতেছে। সেই অন্তঃপুরে এক দিব্য মহা উদ্যান বিদ্যমান; দাড়িম, কুন্দ, মন্দার ও উন্নত নিম্ব বৃক্ষে ঐ উপবন পরিবেষ্টিত এবং কেতকী, মালতী ও মাধবী লতাজালে সমাবৃত। ঐ উপবনে কল্পবৃক্ষের সুগন্ধযুক্ত রাধানিকুঞ্জ বিরাজিত; হে নৃপেশ্বর! ঐ নিকুঞ্জে মধুমত্ত মধুকরগণ পতিত হয়। তথায় গন্ধযুক্ত পর্য্যাপ্ত শীতল সমীরণ সহস্রদল পদ্মের পরাগ বিক্ষিপ্ত করিয়া মন্দ মন্দ প্রবাহিত হয়। পুংস্কোকিল, কোকিলা, ময়ূর, সারস ও শুকগণ সেই নিকুঞ্জশিখরে মধুরশব্দে কূজন করে। যাহার ধারাগৃহে সহস্র পুষ্পশয্যা ও সহস্র সহস্র কৃত্রিম নির্ম্মল জলাশয় বিদ্যমান থাকিয়া বারি বর্ষণ করে। বালার্কবৎ কিরণযুক্ত কুণ্ডলধারিণী বিচিত্র বসনপরিহিতা সুন্দর-বদনা কোটি কোটি কর্ম্ম-কুশলা সখী সেখানে রহিয়াছেন; রাজ্ঞী রাধা সেই সকল সখী-পারবেষ্টিত হইয়া মন্দিরাঙ্গনে ভ্রমণ করিতেছেন। ১১—১৯। কুঙ্কুমদ্রবসমূহযুক্ত, সূক্ষ্মবসন শোভিত, শিরীষ পুষ্পদূর্ব্বা-পত্রে গুল্ফ পর্য্যন্ত পূরিত, ক্ষরিত মালতী কুসুমের মধুবিন্দু-দ্বারা পরিবৃত মন্দিরে কোটি শশধরকান্তি কোমলদেহা এক যুবতী—ধীরে ধীরে কোমল পাদপদ্ম পরিচালিত করিতে করিতে সমাগতা হইলেন। বৃষ-ভানুনন্দিনী রাধা মণিমন্দিরের অঙ্গনে সেই

যত্তেজসা তল্ললনা হৃতত্বিষো
জাতাম্বরং চন্দ্রমসেব তারকাঃ ॥২২
বিজ্ঞায় তদ্গৌরবমুত্তমং মহ-
দুত্থায় দোর্ভ্যাং পরিরভ্য রাধিকা।
দিব্যাসনে স্থাপ্য সুলোকরীত্যা
জলাদিকং চার্হণমাহরচ্ছুভম্ ॥ ২৩

রাধোবাচ।

স্বাগতং তে সখি শুভে নামধেয়ং বদাশু মে।
ভূরি ভাগ্যং মমৈবাদ্য ভবত্যাগতয়া স্বতঃ ॥২৪
ত্বৎসমানং দিব্যরূপং দৃশ্যতে নহি ভূতলে।
যত্র ত্বং বর্ত্তসে সুভ্রু পত্তনং ধন্যমেব তৎ ॥ ২৫
বদ দেবি সবিস্তারং হেতুমাগমনস্য চ।
মম যোগ্যং চ যৎকার্য্যং বক্তব্যং তত্ত্বয়া খলু ॥২৬
কটাক্ষেণ সুদীপ্ত্যা চ বচসা সুস্মিতেন বৈ।
গত্যাকৃত্যা শ্রীপতিবদ্দৃশ্যতে সাম্প্রতং ময়া ॥২৭
নিত্যং শুভে মে মিলনার্থমাব্রজ
ন চেৎ স্বসঙ্কেতমলং বিধেহি।
যেনৈব সঙ্গো বিধিনা ভবেদ্ধি
বিধির্ভবত্যা স সদা বিধেয়ঃ ॥ ২৮
অয়ি ত্বদাত্মাতিপরং প্রিয়ো মে
ত্বদাকৃতিঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনঃ।
যেনৈব মে দেবি হৃতস্তু চেত-
স্ত্বয়া ননান্দ্রেব বধুর্দ্ধধামি ॥ ২৯

নারদ উবাচ।

এবং রাধাবচঃ শ্রুত্বা মায়াযুবতিবেষধৃক্।
উবাচ ভগবান্ কৃষ্ণো রাধাং কমললোচনাম্ ॥ ৩০

শ্রীভগবানুবাচ।

রম্ভোরু নন্দনগরে নন্দগেহস্য চোত্তরে।
গোকুলে বসতির্মেঽস্তি নাম্নাহং গোপদেবতা॥৩১
ত্বদ্রূপগুণমাধুর্য্যং শ্রুতং মে ললিতামুখাৎ।
তদ্দৃষ্টুং চঞ্চলাপাঙ্গি ত্বদ্গৃহেঽহং সমাগতা ॥ ৩২
শ্রীমল্লবঙ্গলতিকাস্ফুটমোদনীনাং
গুঞ্জানিকুঞ্জমধুপধ্বনিকুঞ্জপুঞ্জম্।

অঙ্গনাকে দর্শন করিলেন। তাঁহার তেজে চন্দ্রোদয়ে তারকার ন্যায় সখীগণ তৎক্ষণাৎ নিষ্প্রভ হইলেন। রাধা তাঁহার উত্তম মহাগৌরব অনুভব করিয়া উত্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গনকরত শিষ্টজনরীতিতে দিব্য আসনে স্থাপনপূর্ব্বক পাদ্যাদি উত্তম পূজা-দ্রব্য প্রদান করিতে লাগিলেন। রাধা বলি-লেন,—সখি! তোমার সুখে আগমন হই-য়াছে ত? তোমার নাম কি, আমার নিকট সত্বর বল। তুমি স্বেচ্ছায় আগমন করিয়াছ, অতএব আজ আমার ভূরি ভাগ্য। ভূতলে তোমার তুল্য দিব্যরূপ দেখি না, হে সুভ্রু! তুমি যেখানে থাক, সে পুরও ধন্য। হে দেবি! আগমনের কারণ বিস্তাররূপে বল। এখন তোমার প্রতি আমার কি করা উচিত, তাহা তুমি নিশ্চয় করিয়া দাও। আমি সম্প্রতি কটাক্ষ, কান্তি, বাক্য, উত্তম হাস্য, গতি, আকৃতি প্রভৃতিতে তোমাকে শ্রীপতির ন্যায় দেখিতেছি, হে শুভে! আমার সহিত মিলনার্থ নিত্য এইরূপে আসিও, আর তাহা না হয়, তোমার গৃহের পরিচয় আমাকে বল, যাহাতে তোমার সহিত বৈধ মিলন হইতে পারে, তোমায় ইহা অবশ্যই করিতে হইবে। অয়ি! দেবি তোমার শরীর আমার অতি প্রিয়, নন্দনন্দনের আকৃতিও তোমারই মত; হে দেবি! তুমি আমার মন হরণ করিয়াছ; আমি বধূ, তুমি যেন আমার ননদী। ২০—২৯। নারদ বলিলেন,—মায়া-যুবতী-বেশধারী ভগবান্ কৃষ্ণ রাধার এই প্রকার বাক্য শুনিয়া সেই কমললোচনাকে বলিলেন। ভগবান্ বলিলেন—হে রম্ভোরু! নন্দনগরে নন্দগৃহের উত্তরে গোকুলে আমার বাস, আমার নাম গোপদেবতা; হে চঞ্চলা-পাঙ্গি! অমি ললিতার মুখে তোমার রূপ ও গুণমাধুর্য্য শুনিয়া তোমাকে দেখিবার জন্য তোমার গৃহে আগমন করিয়াছি। হে কমল-নেত্রে! কান্তিমতী লবঙ্গলতিকাদি পুষ্প-তরু, গুঞ্জলতা নিকুঞ্জ এবং মধুকর-নাদ-সমন্বিত কোমল কুঞ্জে শোভিত তোমার

দৃষ্টং শ্রুতং নবনবং তব কঞ্জনেত্রে
দিব্যং পুরন্দরপুরেঽপি ন যৎসমানম্ ॥ ৩৩

শ্রীনারদ উবাচ।

এবং তয়োর্ম্মেলনং তত্বভূব মিথিলেশ্বর।
প্রীতিং পরস্পরং কৃত্বা বনে তত্র বিরেজতুঃ ॥৩৪
হসন্তৌ তে চ গায়ন্তৌ পুষ্পকন্দুকলীলয়া।
পশ্যন্তৌ বনবৃক্ষাংশ্চ চেরতুর্ম্মৈথিলেশ্বর ॥ ৩৫
কলাকৌশলসম্পন্নাং রাধাং কমললোচনাম্।
গিরা মধুরয়া রাজন্ প্রাহেদং গোপদেবতা ॥ ৩৬

গোপদেবতোবাচ।

দূরে বৈ নন্দনগরং সন্ধ্যা জাতা ব্রজেশ্বরি।
প্রভাতে চাগমিষ্যামি ত্বৎসকাশং ন সংশয়ঃ ॥৩৭

নারদ উবাচ।

শ্রুত্বা বচস্তস্য তু তদ্ব্রজেশ্বরী
নিঃক্ষিপ্য সদ্যো নয়নাম্বুসন্ততিম্।
রোমাঞ্চহর্ষোদ্গমভাবসংবৃতা
রম্ভেব ভূমৌ পতিতা সমুদ্ধৃতা ॥ ৩৮
শঙ্কাগতাস্তত্র সখীগণাস্তরং
সুবীজয়ন্ত্যো ব্যজনৈর্ব্ব্যবস্থিতাঃ।

শ্রীখণ্ডপুষ্পরসচর্চিতাংশুকাং
জগাদ রাধাং নৃপ গোপদেবতা ॥ ৩৯

গোপদেবতোবাচ।

প্রভাতে আগমিষ্যামি মা শোকং কুরু রাধিকে
গোশ্চ ভ্রাতুর্গোরসস্য শপথো মে ন চেদিদম্ ॥৪০

নারদ উবাচ।

এবমুক্ত্বা হরী রাধাং সমাশ্বাস্য নৃপেশ্বর।
মায়াযুবতিবেষোঽসৌ যযৌ শ্রীনন্দগোকুলম্ ॥৪১

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে রাধা-
কৃষ্ণসঙ্গমো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ।

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং মায়াযোষিদ্বপুর্হরিঃ।
রাধাদুঃখপ্রশান্ত্যর্থং বৃষভানোর্গৃহং যযৌ ॥ ১
রাধা তামাগতাং বীক্ষ্য সমুত্থায়াতিহর্ষিতা।

দিব্য উপবন যতই দেখি,যতই শুনি,সর্ব্বত্রই নব নব ভাব, ইন্দ্রের পুরীতেও ইহার সমান নাই। নারদ বলিলেন,—হে মৈথিলেশ্বর! এইরূপে তাঁহাদের মিলন হইল, তাঁহারা পরস্পর প্রীতি সংস্থাপন করিয়া সেই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে মিথিলাপতে! তাঁহারা কখন হাস্য, কখন গান, কখন পুষ্পকন্দুক-ক্রীড়া এবং কখন বনতরু অবলোকন করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! গোপদেবতা একদা কলাকৌশলসম্পন্না কমলনয়না রাধাকে মধুর বাক্যে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। গোপ-দেবতা বলিলেন, হে ব্রজেশ্বরি! দূরে নন্দনগর, সন্ধ্যা সমাগতা, নিঃসংশয় প্রভাতে তোমার নিকট আগমন করিব।৩৩-৩৭। নারদ বলিলেন, ব্রজেশ্বরী তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিলেন, হর্ষরোমাঞ্চের মত তাঁহার গাত্র রোমাঞ্চিত হইল, তিনি উন্মূলিত কদলী তরুর ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইলেন। হে নৃপ! তাঁহার সখীগণ শঙ্কিত হইয়া সত্বর সেই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক ব্যজন দ্বারা উত্তম-রূপে বীজন করিলেন। তখন কর্পূর ও পুষ্পরস-চর্চ্চিত বসনে আবৃতা রাধাকে গোপ-দেবতা বলিতে লাগিলেন। গোপদেবতা বলিলেন,—হে রাধিকে! প্রভাতে আসিব, দুঃখ করিও না; যদি না আসি তবে আমার গো,ভ্রাতা ও দুগ্ধের দিব্য থাকিল। নারদ বলিলেন, হে নৃপেশ্বর! মায়া যুবতীবেশী হরি রাধাকে এই বলিয়া সম্যকরূপে আশ্বস্ত করিয়া নন্দগোকুলে গমন করিলেন। ৩৮—৪১।

বৃন্দাবন খণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর রাত্রি অতীত হইলে মায়ানারী-বিগ্রহ হরি রাধার দুঃখশান্তির জন্য প্রভাতে বৃষভানুভবনে গমন করিলেন। হে মৈথিল! রাধা তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া

দত্তাসনা বিধানেন পূজয়ামাস মৈথিল ॥ ২

রাধোবাচ ।

ত্বয়া বিনাহং নিশি দুঃখিতাভবম্
ত্বয্যাগতায়াং সখি লব্ধবস্তুবৎ ।
পূর্ব্বং হ্যপথ্যস্য সুখং যথা ততো
দুঃখং তথা ভামিনি মৎপ্রসঙ্গতঃ ॥ ৩

নারদ উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বাথ তদ্বাক্যং বিমনা গোপদেবতা ।
ন কিঞ্চিদূচে শ্রীরাধাং দুঃখিতেব ব্যবস্থিতা ॥৪
বিজ্ঞায় খেদসম্পন্নাং রাধিকা গোপদেবতাম্ ।
সখীভিঃ সংবিচার্য্যাথ জগাদ স্নেহতৎপরা ॥ ৫

রাধোবাচ ।

বিমনাস্ত্বং কথং ভদ্রে বদ মাং গোপদেবতে ।
মাত্রা ভর্ত্রা ননান্দ্রা বা শ্বশ্রা ক্রোধেন ভর্ৎসিতা
সপত্নীকৃতদোষেণ স্বভর্ত্তুর্ব্বিরহেণ বা ।
অন্যত্র লগ্নচিত্তেন বিমনাঃ কিং মনোহরে ॥ ৭
মার্গখেদেন বা কচ্চিদ্বিহ্বলাভূ রুজাথবা ।
শীঘ্রং বদ মহাভাগে স্বকং দুঃখস্য কারণম্ ॥ ৮
কৃষ্ণভক্তমৃতে বিপ্রং যেন কেনাপি দুঃখিতম্ ।
কথিতং তেহথ রম্ভোরু তচ্চিকিৎসাং করোম্যহম্
গজাশ্বাদীনি রত্নানি বস্ত্রাণি চ ধনানি চ ।
মন্দিরাণি বিচিত্রাণি গৃহাণ ত্বং যদীচ্ছসি ॥ ১০
ধনং দত্ত্বা তনুং রক্ষেত্তনুং দত্ত্বা ত্রপাং ব্যধাৎ ।
ধনং তনুং ত্রপাং দদ্যান্মিত্রকার্য্যার্থমেব হি ।
ধনং দত্ত্বা চ সততং রক্ষেৎ প্রাণান্নিরন্তরম্ ॥১১

যো মিত্রতাং নিষ্কপটং করোতি
নিষ্কারণং ধন্যতমঃ স এব ।
বিধায় মৈত্রং কপটং বিদধ্যা-
ত্তং লম্পটং হেতুপটং নটং ধিক্ ॥ ১২

তস্যাঃ প্রেমবচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ গোপদেবতা ।
প্রহসন্নাহ রাজেন্দ্র শ্রীরাধাং কীর্ত্তিনন্দিনীম্ ॥১৩

গোপদেবতোবাচ ।

রাধে বৃহৎসানুগিরেস্তটীষু
সঙ্কোচবীথীষু মনোহরাসু ।
যান্তীং স্বতো মাং দধিবিক্রয়ার্থং
রুরোধ মার্গে নবনন্দপুত্রঃ ॥ ১৪

অতিহর্ষে উত্থিত হইলেন এবং যথাবিধি আসনদানে পূজা করিলেন। রাধা বলিলেন,—হে সখি! তোমার বিরহে আমি রাত্রিতে দুঃখিত ছিলাম, সম্প্রতি তোমার আগমন অপহৃত বস্তু প্রাপ্তিতুল্য; হে ভামিনি! আমার সঙ্গ তোমার পক্ষে অপথ্য-ভোজনের ন্যায় প্রথমে সুখ ও পরে দুঃখের কারণ হইয়াছে। নারদ বলিলেন,—রাধার এবংবিধ বাক্য শ্রবণে গোপদেবতা বিমনা হইয়া দুঃখিতের ন্যায় অবস্থিত হইলেন, রাধাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না। স্নেহতৎপরা রাধিকা গোপদেবতাকে দুঃখিত জানিয়া সখীগণের সহিত সম্যক্‌রূপে বিচার করত বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। রাধা বলিলেন,—হে ভদ্রে! তুমি বিমনা হইলে কেন? তাহা আমাকে বল; হে গোপদেবতে! তোমাকে কি তোমার মাতা, পতি, ননদী কিংবা শাশুড়ী ক্রোধে ভর্ৎসনা করিয়াছেন? অথবা সপত্নীকৃত দোষে তোমার পতিবিরহ-ব্যথা ঘটিয়াছে? হে মনোহরে! কিংবা তোমার পতি অন্যাসক্ত বলিয়া বিমনা হইয়াছ? অথবা তুমি কি পথশ্রমে বা পীড়ায় বিহ্বলা হইয়াছ? হে মহাভাগে! স্বকীয় দুঃখকারণ সত্বর বল। একমাত্র কৃষ্ণভক্ত বিপ্র ব্যতীত যে কেহ তোমাকে নিন্দিত বাক্য বলিয়া থাকুক, হে রম্ভোরু! আমি তাহার প্রতিকার করিব। গজ, অশ্ব, রত্ন, বস্ত্র ও বিচিত্র মন্দির প্রভৃতি যথেচ্ছ গ্রহণ কর। ধন দিয়া শরীর রক্ষা করিবে, শরীর দানে লজ্জা রক্ষা কর্ত্তব্য; মিত্রের কার্য্য সাধনার্থ ধন, তনু ও লজ্জা ত্যাগ করিবে; আর ধন দিয়া নিরন্তর প্রাণ রক্ষা করিবে।১—১১। যিনি নিষ্কাম নিষ্কপট মিত্রতা করেন, তিনিই ধন্য; মৈত্রী করিয়া যে কাপট্য করে, সেই সকাম মিত্র-লম্পট নট, তাহাকে ধিক্। হে রাজন্! কীর্ত্তিনন্দিনী রাধিকার সপ্রেম বাক্য শ্রবণে ভগবান্ গোপদেবতা প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বলিলেন। গোপদেবতা বলিলেন,—হে রাধে! দধি বিক্রয়ার্থ গিরিতটের সানুদেশ

বংশীধরো বেত্রকরঃ করে মাং
স্বয়ং গৃহীত্বা প্রহসন্ বিলজ্জঃ।
মহ্যং করাদানধনায় দানং
দেহীতি জল্পন্ বিপিনে রসজ্ঞঃ ॥১৫
তুভ্যং ন দাস্যামি কদাপি দানং
স্বয়ম্ভুবে গোরসলম্পটায়।
এবং ময়োক্তে বচনেঽথ ভাণ্ডং
নীত্বা বিশীর্ণীকৃতবান্ স দগ্ধঃ ॥ ১৬
ভাণ্ডং স ভিত্বা দধি কিঞ্চ পীত্বা
নীত্বোত্তরীয়ং মম চেস্তরীয়ম্।
নন্দীশ্বরাদ্রের্বিদিশং জগাম
তেনাহমারাদ্বিমনাঃ স্ম জাতা ॥ ১৭
জাত্যা স গোপঃ কিল কৃষ্ণবর্ণো-
হধনী ন বীরো নহি শীলরূপঃ।
যস্মিংস্বয়া প্রেম কৃতং সুশীলে
ত্যজাশু নির্মোহনমদ্য কৃষ্ণম্ ॥ ১৮
নারদ উবাচ।
ইত্থং সবৈরং পরুষং বচস্তৎ
শ্রুত্বা চ রাধা বৃষভানুনন্দিনী।
সুবিস্মিতা বাক্যপরং সরস্বতীং
পরং স্ময়ন্তী নিজগাদ তাং প্রতি ॥১৯
রাধোবাচ।
যৎপ্রাপ্তয়ে বিধিহরপ্রমুখাস্তপন্তি
বহ্নৌ তপঃ পরময়া নিজযোগরীত্যা।
দত্তঃ শুকঃ কপিল আসুরিরঙ্গিরা যৎ
পাদারবিন্দমকরন্দরজঃ স্পৃশন্তি ॥ ২০
তং কৃষ্ণমাদিপুরুষং পরিপূর্ণদেবং
লীলাবতারমজমার্ত্তিহরং জনানাম্।
ভূভূরিভারহরণায় সতাং শুভায়
জাতং বিনিন্দসি কথং সখি দুর্বিনীতে ॥২১
গাঃ পালয়ন্তি সততং রজসো গবাঙ্গা-
ঙ্গানি স্পৃশন্তি চ জপন্তি গবাং সুনাম
প্রেক্ষন্ত্যহর্নিশমলং সুমুখং গবাঞ্চ
জাতিঃ পরা ন বিদিতা ভুবি গোপজাতেঃ ॥
তৎকৃষ্ণবর্ণবিলসৎসুকলাং সমীক্ষ্য
তস্মিন্ বিলগ্নমনসা সুসুখং বিহায়।
উন্মত্তবদ্‌ব্রজতি ধাবতি নীলকণ্ঠো
বিভ্রৎ কপর্দ্দবিষভস্মকপালসর্পান্ ॥২৩

দিয়া সঙ্কীর্ণ মনোহর পথে যাইতেছিলাম, বালক নন্দনন্দন আমাকে দেখিয়া স্বতই আসিয়া পথ রোধ করিল। সেই বংশীধর বেত্রকর সত্বর আমার করে ধরিয়া নির্লজ্জের ন্যায় হাসিতে লাগিল; আর সেই রসজ্ঞ বনমধ্যে বলিতে লাগিল,—আমি কর আদায় করিয়া থাকি, আমাকে কর দাও। আমি বলিলাম—তুমি স্বয়ং প্রভু-দুগ্ধলোভী, তোমাকে কদাপি করদান করিব না। আমি ঐরূপ বলিলে সে দধিভাণ্ড গ্রহণ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বালক ভাণ্ড ভাঙ্গিল, দধি ভক্ষণ করিল; আমার বক্ষঃস্থলাবরণের উত্তরীয় লইয়া নন্দীশ্বর পর্ব্বতের কোণ দেশে চলিয়া গেল; সেই জন্য আমি বিমনা হইয়া তোমার নিকট অবস্থান করিতেছি! সে জাতিতে গোপ, কৃষ্ণবর্ণ, দরিদ্র ও ভীরু; তাহার শীল রূপ কিছুই নাই। তুমি যাহাকে সুশীল মনে করিয়া প্রেম করিয়াছ, আজ এখন হইতেই সেই কুৎসিৎ কৃষ্ণকে ত্যাগ কর। বৃষভানু-নন্দিনী রাধা তাহার এইরূপ বৈরযুক্ত কর্কশ বাক্য শুনিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন, তিনি ঈষৎ হাসিয়া তাঁহাকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ১২—১৯। রাধা বলিলেন,—যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মা ও শিবপ্রমুখ দেবগণ নিজ নিজ যোগনিয়মে তপস্যা করেন; দত্ত, শুক, কপিল, আসুরি, অঙ্গিরা প্রভৃতি যাঁহার পাদ-পদ্মের মকরন্দরজ স্পর্শ করিয়া থাকেন; যিনি আদিপুরুষ, পরিপূর্ণতম দেব স্বয়ং আজ লীলার জন্য অবতীর্ণ; যিনি অখিল জগতের দুঃখহারী; যিনি ধরার ভূরিভার হরণ ও সাধুগণের রক্ষার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, হে দুর্বিনীতে সখি! কেন সেই শ্রীকৃষ্ণকে নিন্দা কর? গোপজাতি সতত গো-পালন করে, গোরজ ও গো স্পর্শ করে, গোগণের উত্তম নাম জপ করে, দিবা রাত্র নিরন্তর গোগণের সুন্দর বদন দর্শন করে, অতএব গোপজাতি হইতে ভূতলে

স্বর্লোকসিদ্ধমুনিযক্ষমরুদ্গণানাং
পালাঃ সমস্তনরকিন্নরনাগনাথাঃ।
যৎপাদপদ্মমনিশং প্রণিপত্য ভক্ত্যা
লব্ধশ্রিয়ঃ কিল বলিং প্রদদুঃ স্ম তস্মৈ ॥২৪
বৎসাদ্যকালিয়বকার্জ্জুনধেনুকানা-
মাচক্রবাতশকটাসুরপূতনানাম্‌।
এষাং বধঃ কিমুত তস্য যশো মুরারে-
র্যঃ কোটিশোঽণ্ডনিচয়োদ্ভবনাশহেতুঃ ॥২৫
ভক্তাৎ প্রিয়ো ন বিদিতঃ পুরুষোত্তমস্য
শম্ভুর্ব্বিধির্ন চ রমা ন চ রৌহিণেয়ঃ।
ভক্তাননুব্রজতি ভক্তিনিবদ্ধচিত্ত-
শ্চূড়ামণিঃ সকললোকজনস্য কৃষ্ণঃ ॥ ২৬
গচ্ছন্নিজং জনমনুপ্রপুণাতি লোকা-
নাবেদয়ন্‌ হরিজনে স্বরুচিং মহাত্মা।
তস্মাদতীব ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি ন কদাপি সুভক্তিযোগম্‌ ॥
গোপদেবতোবাচ।
রাধে ত্বদীয়ধিষণা ধিষণং হসন্তী
বাণী শ্রুতিং প্রকুশলেন বিড়ম্বয়ন্তী।
অত্রাগমিষ্যতি যদাথ হরিঃ পরেশঃ
সত্যং দদাতি বচনং তব দেবি মন্যে ॥ ১৮
রাধোবাচ।
অত্রাগমিষ্যতি যদাথ হরিঃ পরেশঃ
কিং কারয়ামি ভবতীং বদ তর্হি সুভ্রু।
চেদাগমো নহি ভবেদ্বনমালিনঃ স্বং
সর্ব্বং ধনঞ্চ ভবনঞ্চ দদামি তুভ্যম্‌ ॥ ২৯
নারদ উবাচ।
অথ রাধা সমুত্থায় নত্বা শ্রীনন্দনন্দনম্‌।
উপবিশ্যাসনে দধ্যৌ ধ্যানস্তিমিতলোচনা ॥ ৩০
উৎকণ্ঠিতাং স্বেদযুক্তাং বাষ্পকণ্ঠীং প্রিয়াং হরিঃ।
অশ্রুপূর্ব্বমুখীং বীক্ষ্য বিভ্রৎ স্বাং পৌরুষীং তনুম্‌

শ্রেষ্ঠ নাই। সেই কৃষ্ণের শোভমান বর্ণবিকাশ দর্শনে তাঁহাতে নিমগ্নমনা হইয়া নীলকণ্ঠ মহাদেব নিজের উত্তম সুখ বিসর্জ্জন দিয়া উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করেন, ধাবিত হন, জটাজূট বিষ ভস্ম কপাল ও সর্প ধারণ করেন। সিদ্ধ, মুনি, যক্ষ, মরুদ্‌ ও স্বর্গলোকের পালক এবং সমস্ত নর, কিন্নর ও নাগগণের নাথগণও তাঁহার পাদপদ্মে অহর্নিশ ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ঐশ্বর্য্য লাভ করেন ও তাঁহার উদ্দেশে উপহার প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি বৎস, কালিয়,বক, অর্জ্জুন, ধেনুক, তৃণাবর্ত্ত, শকট ও পূতনাদি অসুরবধ করিয়াছেন; কিন্তু যিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরাশির উৎপত্তি ও নাশের হেতু, সেই মুরারির পক্ষে এ সকলের বধে কতটুকু যশের সম্ভাবনা। সেই পুরুষোত্তমের ভক্ত হইতে প্রিয় কেহ নাই; শিব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, বলরাম ইঁহারাও ভক্ত হইতে অধিক প্রিয় নহেন; ভক্তিতে তাঁহার চিত্ত আবদ্ধ করিলে সেই অখিললোক চূড়ামণি কৃষ্ণ ভক্তগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকেন। সেই মহাত্মা নিজ ভক্তজনের অনুগমন করিতে করিতে অখিল লোক পবিত্র করেন,হরি ভক্তজনের প্রতি নিজ প্রীতি প্রকটিত করেন, অতএব ভগবান্‌ মুকুন্দ তাঁহার একান্ত-ভক্তগণকেও তিনি মুক্তি দান করেন, কখনও উত্তম ভক্তি দেন না। গোপদেবতা বলিলেন,—হে রাধে! তোমার বুদ্ধি বৃহস্পতিকেও উপহাস করে; আর তোমার বাক্য বেদবাক্যকেও সুকুশলে বিড়ম্বিত করে। হে দেবি! যখন পরেশ হরি এখানে আগমন করিবেন, তখন তোমার বাক্য সত্য বলিয়া বুঝিব। রাধা বলিলেন,—সে সুভ্রু! পরেশ হরি আগমন করিলে তোমার কোন্‌ কার্য্য করাইয়া লইব, তাহা বল; আর যদি বনমালীর আগম নাই হয়, আমার স্বীয় ধন ভবন সমস্তই তোমাকে দান করিব। ২০—২৯ নারদ বলিলেন,—অনন্তর রাধা উত্থিত হইয়া নন্দনন্দাকে নমস্কার করিলেন এবং পুনরায় আসনে উপবেশনপূর্ব্বক ধ্যানে মুদিতনয়ন হইয়া রহিলেন। ভক্ত-বৎসল হরি প্রিয়া রাধাকে উৎকণ্ঠিতা, ঘর্ম্মযুক্তা, শ্বাসকারিণী, অশ্রুসিক্তমুখী দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন

পশ্যন্তীনাং সখীনাঞ্চ সহসা ভক্তবৎসলঃ।
রাধাং প্রাহ প্রসন্নাত্মা মেঘগম্ভীরয়া গিরা॥ ৩২

রম্ভোরু চন্দ্রবদনে ব্রজসুন্দরীশে
রাধে প্রিয়ে নবসুযৌবনমানশীলে।
উন্মীল্য নেত্রমপি পশ্য সমাগতং মাং
তূর্ণং ত্বয়া মধুরয়া চ গিরোপহূতম্॥ ৩৩
আগচ্ছ কৃষ্ণ ইতি বাক্যমতঃ শ্রুতং মে
সদ্যো বিসৃজ্য নিজগোকুলগোপবৃন্দম্।
বংশীবটাচ্চ যমুনানিকটাৎ প্রধাব-
স্তৎপ্রীতয়েহথ ললনেহত্র সমাগতোহস্মি॥৩৪
ময্যাগতে সতি গতা সখিরূপিণী কা
যক্ষাসুরী সুরবধূ কিল কিন্নরী বা।
মায়াবতী চ্ছলয়িতুং ভবতীং চ তস্মা-
দ্বিশ্বাস এব ন বিধেয় উরঙ্গপত্ন্যাম্॥ ৩৫

শ্রীনারদ উবাচ।

অথ রাধা হরিং দৃষ্ট্বা নত্বা তৎপাদপঙ্কজম্।
মুদমাপ পরাং রাজন্ সদ্যঃ পূর্ণমনোরথা॥ ৩৬
এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য চরিতান্যদ্ভুতানি চ।
যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা স কৃতার্থো ভবেন্নরঃ॥৩৭

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রদর্শনং নাম অষ্টাদশো হধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

হইলেন এবং স্বীয় পুরুষ শরীর ধারণ করিয়া সখীগণের সমক্ষে মেঘগম্ভীর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাধে! তোমার উরু রম্ভার ন্যায়, বদন চন্দ্র-সদৃশ; তুমি ব্রজসুন্দরীগণের শ্রেষ্ঠ; নব-যৌবন, শীল, রূপ তোমাতে বিদ্যমান; হে প্রিয়ে! তোমার মধুর বাক্যে আহূত হইয়া আমি আসিয়াছি, সত্বর নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ। হে ললনে! "হে কৃষ্ণ আগমন কর" এই বাক্য আমি যেমন শুনিলাম, অমনি নিজ গোকুল ও গোবৃন্দ পরিত্যাগপূর্ব্বক যমুনা তটের বংশী বট হইতে প্রধাবিত হইয়া তোমার প্রীতির জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি এখানে আসিবা-মাত্র সখীরূপিণী কে যেন এখান হইতে গমন করিল; সে কি যক্ষিণী, আসুরী, সুরী, কি কিন্নরী? সে তোমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছিল; মায়াবিনী ও নাগপত্নীতে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। নারদ বলিলেন, রাজন্! অনন্তর রাধা হরিকে দেখিয়া তদীয় পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন এবং তখনই পূর্ণ-মনোরথ হইয়া সাতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হই-হইলেন। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণচন্দ্রের এই সকল অদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ করে, সে কৃতার্থ হয়। ৩০—৩৭।

বৃন্দাবনখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮॥

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ।

বহুলাশ্ব উবাচ।

রাধায়ৈ দর্শনং দত্ত্বা কৃত্বা প্রেমপরীক্ষণম্।
অগ্রে চকার কাং লীলাং ভগবানাত্মলীলয়া॥ ১

শ্রীনারদ উবাচ।

মাধবো মাধবে মাসি মাধবাভিঃ সমাকুলে।
বৃন্দাবনে সমারেভে রাসং রাসেশ্বরঃ স্বয়ম্॥ ২
বৈশাখমাসি পঞ্চম্যাং জাতে চন্দ্রোদয়ে শুভে।
যমুনোপবনে রেমে রাসেশ্বর্য্যা মনোহরঃ॥ ৩
পুরা মৈথিলগোলোকাদ্ভূমির্যা কৌ সমাগতা।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—ভগবান্ রাধাকে আত্ম-লীলাবশে দর্শন দান ও তদীয় প্রেম পরীক্ষা করিয়া তারপর কি লীলা করিয়াছিলেন? নারদ বলিলেন,—স্বয়ং রাসেশ্বর মাধব বৈশাখমাসে বসন্ত ঋতুজাত-লতা সমা-কুল বৃন্দাবনে রাস আরম্ভ করিলেন। মনোহর কৃষ্ণ বৈশাখ মাসের পঞ্চমীর শুভ চন্দ্রোদয়ে যমুনার উপবনে রাসেশ্বরীর সহিত রমণ আরম্ভ করিলেন। হে মৈথিল! পূর্ব্বে পৃথিবীতে

সর্ব্বা বভূবুঃ সৌবর্ণপদ্মরাগময়ী স্বরম্‌ ॥ ৪
বৃন্দাবনং দিব্যবপুর্দ্দধৎ কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ।
মাধবীভির্লতাভিশ্চ প্রাক্ষিপন্নন্দনম্‌ ॥ ৫
রত্নসোপানসম্পন্না স্ফুরৎসৌবর্ণতৌলিকা।
বিরাজ যমুনা রাজান্‌ হংসপদ্মাদিসঙ্কুলা ॥ ৬
রত্নধাতুময়ঃ শ্রীমদ্রত্নশৃঙ্গস্ফুরদ্দ্যুতিঃ।
সপক্ষিগণসংযুক্তো লতাপুষ্পমনোহরঃ ॥ ৭
নির্ঝরৈঃ সুন্দরীভিশ্চ দরীভির্ভ্রমরীরুতঃ।
রেজে গোবর্দ্ধনো নাম গিরিরাজঃ করীন্দ্রবৎ ॥৮
সর্ব্বে নিকুঞ্জাঃ পরিতো রেজুর্দ্দিব্যবপুর্ধরাঃ।
সভামণ্ডপবীথীভিঃ প্রাঙ্গণস্তম্ভপংক্তিভিঃ ॥ ৯
পতৎপতাকৈর্দ্দিব্যাভৈঃ সৌবর্ণৈঃ কলশৈর্নৃপ।
শ্বেতারুণৈঃ পুষ্পদলৈঃ পুষ্পমন্দিরবর্ত্মভিঃ ॥ ১০
বসন্তমাধুর্য্যধরাঃ কূজৎকোকিলসারসাঃ।
পারাবতৈর্ম্ময়ূরৈশ্চ যত্র তত্র নিকুঞ্জিতাঃ ॥ ১১
রাধাকৃষ্ণকথাং পুণ্যাং গায়মানৈর্ম্মধুব্রতৈঃ।
পতদ্ভির্মধুমত্তৈশ্চ কুঞ্জাঃ সর্ব্বে বিরাজিতাঃ ॥ ১২
পুলিনে শীতলো বায়ুর্মন্দগামী বহত্যলম্‌।
সহস্রদলপদ্মানাং রজো বিক্ষেপয়ন্মুহুঃ ॥ ১৩
কাশ্চিদ্‌গোলোকবাসিন্যঃ কাশ্চিচ্ছয্যোপকারিকাঃ
শৃঙ্গারপ্রকরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিদ্বৈ দ্বারপালিকাঃ ॥ ১৪
পার্ষদাখ্যাঃ সব্যজনাশ্ছত্রচামরপাণয়ঃ।
পুষ্পাভরণকারিণ্যঃ শ্রীবৃন্দাবনপালিকাঃ ॥ ১৫
গোবর্দ্ধননিবাসিন্যঃ কাশ্চিৎ কুঞ্জবিধায়কাঃ।
তন্নিকুঞ্জনিবাসিন্যো নর্ত্তক্যো বাদ্যতৎপরাঃ ॥ ১৬
সর্ব্বা বৈ চন্দ্রবদনাঃ কিশোরবয়সো নৃপ।
আসাং দ্বাদশযূথাশ্চাজগ্মুঃ শ্রীকৃষ্ণসন্নিধিম্‌ ॥ ১৭
তথৈব যমুনা সাক্ষাদ্‌যূথীভূত্বা সমাযযৌ।
নীলাম্বরা রত্নভূষা শ্যামা কমললোচনা ॥ ১৮
তথৈব জাহ্নবী গঙ্গা যূথীভূত্বা সমাযযৌ।
শ্বেতাম্বরা শ্বেতবর্ণা মুক্তাভরণভূষিতা ॥ ১৯
তথাযযৌ রমা সাক্ষাদ্‌ যূথীভূত্বারুণাম্বরা।
চন্দ্রবর্ণা মন্দহাসা পদ্মরাগবিভূষিতা ॥ ২০

যে গোলোক হইতে ভূমি আগমন করিয়াছিলেন, তিনি এবং অন্যান্য সকলেই সত্বর স্বর্ণ-কমলের রাগযুক্ত হইলেন, কামধুক বৃক্ষগণ মাধবী লতাসমূহসহ বৃন্দাবনে দিব্য বেশ ধারণ করিয়া স্বর্গের নন্দন কাননকেও তিরস্কৃত করিলেন। হে রাজন্‌! যমুনা বিরাজ করিলেন, যমুনার সোপানশ্রেণী রত্ন-নির্ম্মিত, উহা হইতে তরঙ্গাকারে সুবর্ণবর্ণ প্রস্ফুরিত হয়; জল হংস-পদ্মাদিসঙ্কুল। রত্ন-ধাতুময় শ্রীমান, প্রস্ফুরিত-প্রভ শৃঙ্গযুক্ত বিহগগণ সমন্বিত লতাপুষ্প-মনোহর, সুন্দর নির্ঝর ও গুহান্বিত গিরিরাজ গোবর্দ্ধন মধুকর-পরিরত করিবরের ন্যায় বিরাজমান। ১—৮। হে নৃপ! চারিদিকের নিকুঞ্জ সকল দিব্যদেহ ধারণ করিয়া শোভিত রহিয়াছে; ঐ নিকুঞ্জ সভামণ্ডপ, প্রশস্ত পথ, প্রাঙ্গণ, স্তম্ভশ্রেণী, দিব্য-প্রভ পতৎপতায়মা পতাকা, সুবর্ণ কলস, শ্বেত ও অরুণবর্ণ পুষ্প-সমন্বিত পুষ্পমন্দিরে শোভমান। বসন্তের মাধুর্য্য ধারণকারী সারস ও কোকিলকুল কূজন করিতেছে; ময়ূর ও পারাবতগণ যেখানে সেখানে শব্দ করিতেছে; মধুকর-নিকর পুণ্য-রাধাকৃষ্ণ কথা গান করিতেছে এবং মধু-মত্ত হইয়া কুঞ্জের সর্ব্বত্র পতিত ও শোভিত হইতেছে। পুলিনে মন্দগামী শীতল সমীরণ সহস্রদল পদ্মের পরাগ প্রক্ষেপ করিতে করিতে পর্য্যাপ্তরূপে মুহুর্ম্মুহু প্রবহমান; তখন কৃষ্ণ-সন্নিধানে গোপীগণের দ্বাদশটী যূথ সমাগত হইলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ গোলোক-বাসিনী, কেহ কেহ শয্যারচয়িত্রী, কেহ কেহ শৃঙ্গার-কারিণী, কেহ কেহ দ্বারপালিকা, কেহ কেহ ছত্র-চামর-হস্তা পার্ষদময়ী, কেহ কেহ পুষ্পাভরণরচনাকারিণী, কেহ কেহ বৃন্দাবন-পালিকা, কেহ কেহ গোবর্দ্ধনবাসিনী, কেহ কেহ কুঞ্জরচনাকারিণী এবং কেহ কেহ সেই নিকুঞ্জ-বাসিনী নৃত্য-গীত-তৎপরা। হে নৃপ! সকলেই চন্দ্র-বদনা কিশোর-বয়স্কা। এইরূপ নীল-বসনা, রত্ন-ভূষণা, শ্যামা কমললোচনা যমুনাও যূথবদ্ধ হইয়া সমাগত হইলেন; শ্বেত-বসনা শ্বেতবর্ণা মুক্তাভরণ-ভূষিতা জাহ্নবী গঙ্গা আগমন করিলেন। অরুণ-বসনা, চন্দ্র-বর্ণা মন্দহাসা পদ্মরাগ-বিভূষিতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী

তথাযযৌ কৃষ্ণপত্নী নাম্না যা মধুমাধবী।
পদ্মবর্ণা পুষ্পভূষা যূথীভূত্বা শুভাম্বরা ॥ ২১
তথৈব বিরজা সাক্ষাদ্ যূথীভূত্বা সমাযযৌ।
হরিদ্বস্ত্রা গৌরবর্ণা রত্নালঙ্কারভূষিতা ॥ ২২
ললিতায়া বিশাখায়া মায়াযূথং সমাযযৌ।
এবং ত্বষ্টসখীনাঞ্চ সখীনাং কিল ষোড়শ ॥ ২৩
দ্বাত্রিংশচ্চ সখীনাঞ্চ যূথাঃ সর্ব্বে সমাযযুঃ।
ররাজ ভগবান্ রাজন্ স্ত্রীগণৈ রাসমণ্ডলে ॥ ২৪
বৃন্দাবনে যথাকাশে চন্দ্রস্তারাগণৈর্যথা।
পীতবাসাঃ পরিকরো নটবেষো মনোহরঃ ॥ ২৫
বেত্রভৃদ্বাদয়ন বংশীং গোপীনাং প্রীতিমাবহন্।
ময়ূরপক্ষভৃন্মৌলী স্রগ্বী কুণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ ২৬
রাধয়া শুশুভে রাসে যথা রত্যা রতীশ্বরঃ।
এবং গায়ন্ হরিঃ সাক্ষাৎসুন্দরীগণসংবৃতঃ ॥২৭
যমুনাপুলিনং পুণ্যমাযযৌ রাধয়া যুতঃ।
গৃহীত্বা হস্তপদ্মেন পদ্মাভং স্বপ্রিয়াকরম্ ॥ ২৮
নিষসাদ হরিঃ কৃষ্ণাতীরে নীরমনোহরে।
পুনর্জল্পন্ সুমধুরং পশ্যন্ বৃন্দাবনশ্রিয়ম্ ॥ ২৯
চলন্ হসন্ রাধিকয়া কুঞ্জং কুঞ্জং চচার হ।
কুঞ্জে নিলীয়মানস্তং ত্বরং ত্যক্তা প্রিয়াকরম্ ॥ ৩০
বিলোক্য শাখান্তরিতং রাধা জগ্রাহ মাধবম্।
রাধা দুদ্রাব তদ্ধস্তাজ্ঝঙ্কারং কুর্ব্বতী পদে ॥৩১
বিলীয়মানা কুঞ্জেষু পশ্যতো মাধবস্য চ।
ধাবন্ হরির্গতো যাবত্তাবদ্রাধা ততো গতা ॥ ৩২
বৃক্ষপার্শ্বে হস্তমাত্রাদিতশ্চেতশ্চ ধাবতী।
তমালো হেমবল্লেব ঘনশ্চঞ্চলয়া যথা ॥ ৩৩
হেমখন্যেব নীলাদ্রী রেজে রাধিকয়া হরিঃ।
রাধয়া বিশ্বমোহিন্যা বভৌ মদনমোহনঃ ॥ ৩৪
বৃন্দাবনে রাসরঙ্গে রত্যেব মদনো যথা।
ধৃত্বা রূপাণি তাবন্তি যাবন্তি ব্রজযোষিতঃ ॥ ৩৫
ননর্ত্ত রাসরঙ্গেঽসৌ রঙ্গভূম্যাং নটো যথা।

আসিলেন। মনোজ্ঞ-বসনা পুষ্পভূষণা পদ্মবর্ণা মধুমাধবী নাম্নী কৃষ্ণপত্নী যূথবদ্ধ হইয়া সমাগত হইলেন। হরিতবস্ত্রা গৌরবর্ণা রত্নালঙ্কার ভূষিতা সাক্ষাৎ বিরজারও একটী যূথ আসিল। ২১—২২। ললিতা ও বিশাখার মায়াযূথ আগমন করিল, এইরূপে অষ্টসখীর ষোড়শ ও অপর সখীগণের ষোড়শ এ দ্বাত্রিংশৎ যূথ সমাগত হইল; হে রাজন! আকাশে তারাগণের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় বৃন্দাবনের রাসমণ্ডলে ভগবান নারীগণমধ্যে বিরাজিত হইলেন। তিনি পীতপটে কটিতট বদ্ধ করিয়া মনোহর নটবেশে বেত্র ধারণ ও বংশীবাদনকরত গোপীগণের প্রীতিবর্দ্ধন করিলেন; চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছধারণ, গলে মালা ও কর্ণে কুণ্ডল মণ্ডিত করিয়া রতির সহিত রতিপতি মদনের ন্যায় বামে রাধার সহিত শোভিত হইলেন। সাক্ষাৎ হরি নারীগণের প্রতি অনুরাগভরে গান করিতে করিতে প্রিয়া রাধার সহিত তদীয় পদ্মপ্রভ কর নিজ করকমলে ধারণ করিয়া পবিত্র যমুনা-পুলিনে আগমন করিলেন। তিনি নীর-মনোহর যমুনাতীরে উপবিষ্ট হইলেন এবং সুমধুর জল্পনা করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ প্রিয় বৃন্দাবন দর্শন করিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে রাধিকার সহিত কুঞ্জে কুঞ্জে বিচরণ করিলেন; সহসা প্রিয়া রাধিকার কর পরিত্যাগ করিয়া কুঞ্জমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ২৩—৩০। মাধব পল্লবান্তরে লুক্কায়িত হইলে তদ্দর্শনে রাধা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, কিন্তু রাধা তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন, তাঁহার পদ হইতে অলঙ্কারের ঝঙ্কারধ্বনি উত্থিত হইল। মাধবের সমক্ষে রাধা কুঞ্জমধ্যে অদৃশ্যা হইলেন। রাধা-হস্তচ্যুত প্রধাবিত পলায়মান কৃষ্ণ যতদূর গমন করিলেন, রাধাও ততদূর দৌড়িলেন, বৃক্ষপার্শ্বে কৃষ্ণের হস্তমাত্র ব্যবধানে রাধা ধাবিত হইতে লাগিলেন। তখন তমালে স্বর্ণলতা, মেঘে সৌদামিনী এবং নীলাচলে স্বর্ণখনির মত রাধা হরির সহিত শোভিত হইলেন। বৃন্দাবনের রাসরঙ্গে রতির সহিত মদনের ন্যায় বিশ্ববিমোহিনী রাধার সহিত মদনমোহন মিলিত হইলেন; ভগবান্ —ব্রজগোপী যত, তত কৃষ্ণ হইয়া রঙ্গভূমিতে

গায়ন্ত্যশ্চাপি নৃত্যন্ত্যঃ সর্ব্বা গোপ্যো মনোহরাঃ ॥
বিরেজুঃ কৃষ্ণচন্দ্রেণ্চ যথা শক্রেঃ সুরাঙ্গনাঃ
বরং বিহারং কৃষ্ণায়াং চকার মধুসূদনঃ ॥ ৩৭
সর্ব্বৈর্গোপীগণৈঃ সার্দ্ধং যক্ষীভির্যক্ষরাড়িব।
কবরীকেশপাশাভ্যাং প্রসূনৈঃ প্রচ্যুতৈঃ শুভৈঃ
চিত্রবর্ণৈর্ব্বভৌ কৃষ্ণা যথোষ্ণিমুদ্রিতা তথা।
মৃদঙ্গতালৈর্মধুরধ্বনিস্বনৈ-
র্জগুর্যশস্তা মধুসূদনস্য হি।
প্রাপুর্মুদং পূর্ণমনোরথাশ্চলৎ-
প্রসূনহারা হরিণা গতব্যথাঃ ॥ ৩৯
শ্রীহস্তসন্তাড়িতবারিবিন্দুভিঃ
স্ফারাসমস্ফূর্জ্জিতশীকরদ্যুভিঃ।
বৃন্দাবনেশো ব্রজসুন্দরীভী
রেজে গজীভির্গজরাড়িব স্বয়ম্ ॥ ৪০
বিদ্যাধর্য্যো দেবগন্ধর্ব্বপত্ন্যঃ
পশ্যন্ত্যস্তা রাসরঙ্গং দিবিস্থাঃ।
দেবৈঃ সার্দ্ধং চক্রিরে পুষ্পব
মোহং প্রাপ্তাঃ প্রশ্লথৎবস্ত্রনীব্যঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে
রাসক্রীড়ানাম একোনবিংশো-
ঽধ্যায় ॥ ১৯ ॥

নটের ন্যায় রাসরঙ্গে নৃত্য করিলেন; মনোহর গোপীগণও নৃত্য-গীত করিয়া শক্রের সহিত সুরাঙ্গনার ন্যায় কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত বিরাজ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণাতীরে গোপীগণের সহিত যে উত্তম বিহার করিলেন, উহা যেন যক্ষীগণের সহিত যক্ষরাজের ক্রীড়ার মত প্রতিভাত হইল। গোপীগণের কবরী ও কেশপাশ হইতে সুন্দর প্রসূন সকল প্রচ্যুত ও পতিত হইয়া যমুনাকে মুকুট বেষ্টিতার ন্যায় করিয়াছিল। গোপীগণের গলদেশের পুষ্পমাল্য আন্দোলিত হইল, কৃষ্ণ তাহাদের মনোব্যথা দূর করিলেন, তানযুক্ত মধুর মৃদঙ্গবাদ্য সহকারে গোপীগণ মধুসূদনের যশোগান করিয়া আনন্দলাভে পূর্ণমনোরথ হইলেন। গোপিকাগণ সুন্দর হস্ত দ্বারা বারিবিন্দু উচ্ছলিত করিলেন, সে জলের ধারা ও শীকর অত্যুজ্জ্বল হইল; করিণীগণের সহিত করীর ন্যায় বৃন্দাবনপতি শোভিত হইলেন। গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, দেবাঙ্গনাগণ গগনমার্গে অবস্থিতা হইয়া সেই রাসরঙ্গ দর্শন ও দেবগণের সহিত পুষ্পবর্ষণ করিলেন; তাঁহাদের কটি বসন স্খলিত হইল, তাঁহারা মোহপ্রাপ্ত হইলেন। ৩১—৪১।

বৃন্দাবনখণ্ডে ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

অথ কৃষ্ণো হরির্ব্বারিলীলাং কৃত্বা মনোহরঃ।
সর্ব্বৈর্গোপীগণৈঃ সার্দ্ধং গিরিং গোবর্দ্ধনং যযৌ ॥১
গোবর্দ্ধনে কন্দরায়াং রত্নভূম্যাং হরিঃ স্বয়ম্।
রাসং চ রাধয়া সার্দ্ধং রাসেশ্বর্য্যা চকার হ ॥ ২
তত্র সিংহাসনে রম্যে তস্থতুঃ পুষ্পসঙ্কুলে।
তড়িদ্‌ঘনাবিব গিরৌ রাধাকৃষ্ণৌ বিরেজতুঃ ॥ ৩
স্বামিন্যাস্তত্র শৃঙ্গারং চক্রুঃ সখ্যো মুদান্বিতাঃ।
শ্রীখণ্ডকুঙ্কুমাদ্যৈশ্চ পাবকাগুরুকজ্জলৈঃ ॥ ৪
মকরন্দৈঃ কীর্ত্তিসুতাং সমভ্যর্চ্চ্য বিধানতঃ।
দদৌ শ্রীযমুনা সাক্ষাদ্রাধায়ৈ নূপুরাণ্যলম্ ॥ ৫

বিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর মনোহর হরি জলক্রীড়া সমাপন করিয়া গোপীগণসহ গোবর্দ্ধন গিরিতে গমন করিলেন। হরি গোবর্দ্ধন গিরির কন্দরে রত্নভূমিতে রাসেশ্বরী রাধার সহিত রাস করিলেন। তত্রত্য পুষ্পশোভিত রম্য সিংহাসনে উপবেশন করিয়া কৃষ্ণ-রাধা মেঘ-সৌদামিনীর ন্যায় শোভমান হইলেন। সখীগণ আনন্দিত হইয়া কর্পূর, কুঙ্কুম,রক্তচিত্র, অগুরু ও কজ্জল দ্বারা তাঁহাদের কর্ত্রী কীর্ত্তিসুতা রাধার শৃঙ্গারবেশ রচনা করিলেন। স্বয়ং যমুনা যথাবিধি মধু দ্বারা রাধার সম্যক্

মঞ্জীরভূষণং দিব্যং শ্রীগঙ্গা জহ্নুনন্দিনী।
শ্রীরমা কিঙ্কিণীজালং হারং শ্রীমধুমাধবী ॥ ৬
চন্দ্রহারং চ বিরজা কোটিচন্দ্রামলং শুভম্।
ললিতা কঞ্চুকমণিং বিশাখা কণ্ঠভূষণম্ ॥ ৭
অঙ্গুলীয়করত্নানি দদৌ চন্দ্রাননা তদা।
একাদশী রাধিকায়ৈ রত্নাঢ্যং কঙ্কণদ্বয়ম্ ॥ ৮
ভুজকঙ্কণরত্নানি শতচন্দ্রাননা দদৌ।
তস্যৈ মধুমতী সাক্ষাৎ স্ফুরদ্রত্নাঙ্গদদ্বয়ম্ ॥৯
তাটঙ্কযুগলং বন্দী কুণ্ডলে সুখদায়িনী।
আনন্দী যা সখীমুখ্যা রাধায়ৈ ভালতোরণম্ ॥ ১০
পদ্মা সন্তালতিলকং বিন্দুং চন্দ্রকলা দদৌ।
নাসামৌক্তিকমালোলং দদৌ পদ্মাবতী সতী ॥ ১১
বালার্কদ্যুতিসংযুক্তং ভালপুষ্পং মনোহরম্।
শ্রীরাধায়ৈ দদৌ রাজংশ্চন্দ্রকান্তা সখী শুভা ॥১২
শিরোমণিং সুন্দরী চ রত্নবেণীং প্রহর্ষিণী।
ভূষণে চন্দ্রসূর্য্যাখ্যে বিদ্যুৎকোটিসমপ্রভে ॥ ১৩
রাধিকায়ৈ দদৌ দেবী বৃন্দা বৃন্দাবনেশ্বরী।
এবং শৃঙ্গারসংস্ফুর্জ্জদ্রূপয়া রাধয়া হরিঃ ॥ ১৪
গিরিরাজে বভৌ রাজন্ যজ্ঞো দক্ষিণয়া যথা।
যত্র বৈ রাধয়া রাসে শৃঙ্গারোঽকারি মৈথিল ॥১৫
তত্র গোবর্দ্ধনে জাতং স্থলং শৃঙ্গারমণ্ডলম্।
অথ কৃষ্ণঃ স্বপ্রিয়াভির্যযৌ চন্দ্রসরোবরম্ ॥ ১৬
চকার তজ্জলে ক্রীড়াং গজীভির্গজরাড়িব।
তত্র চন্দ্রঃ সমাগত্য চন্দ্রকান্তৌ মণী শুভৌ ॥ ১৭
সহস্রদলপদ্মে দ্বে স্বামিন্যৈ হরয়ে দদৌ।
অথ কৃষ্ণো হরিঃ সাক্ষাৎ পশ্যন্ বৃন্দাবনশ্রিয়ম্ ॥
প্রযযৌ বাহুলবনং লতাজালসমন্বিতম্।
তত্র স্বেদসমাযুক্তং বীক্ষ্য সর্ব্বং সখীজনম্ ॥ ১৯
রাগন্তু মেঘমল্লারং জগৌ বংশীধরঃ স্বয়ম্।
সদ্যস্তত্রৈব ববৃষুর্মেঘা অম্বুকণাংস্তথা ॥ ২০
তদৈব শীতলো বায়ুর্ববৌ গন্ধমনোহরঃ।
তেন গোপীগণাঃ সর্ব্বে সুখং প্রাপ্তা বিদেহরাট্!
জগুর্যশঃ শ্রীমুরারেরুচ্চৈস্তত্র সমন্বিতাঃ ॥ ২১

পূজা করিয়া নূপুর প্রদান করিলেন; জহ্নুনন্দিনী গঙ্গা দিব্য মঞ্জীর ভূষণ, রমা কিঙ্কিণী-জাল, মধুমাধবী হার, বিরজা কোটিচন্দ্রের অমল কিরণ যুক্ত চন্দ্রহার, ললিতা কঞ্চুকমণি, বিশাখা কণ্ঠভূষণ এবং চন্দ্রাননা রত্নাঙ্গুরীয়ক প্রদান করিলেন। একাদশী রাধিকাকে রত্নবহুল কঙ্কণদ্বয় দিলেন, শতচন্দ্রাননা রত্ননির্ম্মিত ভুজ কঙ্কণদ্বয়, মধুমতী স্ফুরিতপ্রভ রত্নাঙ্গদ দ্বয়, বন্দী নাম্নী সখী তাড়যুগল, সুখদায়িনী কুণ্ডলদ্বয় এবং সখীমুখ্যা আনন্দী রাধাকে মুখালঙ্কার প্রদান করিলেন। ১—১০। পদ্মা ললিত-ললাট-তিলক ও ইন্দুকলাসদৃশ ভাল-বিন্দু দান করিলেন; সতী পদ্মাবতী নাসিকার লোল মুক্তা দান করিলেন। হে রাজন্! রাধার সখী সুন্দরী চন্দ্রপত্নী তাঁহাকে বালার্ক-কান্তি মনোহর ভালপুষ্প প্রদান করিলেন। সুন্দরী-শিরোমণি প্রহর্ষিণী রত্নবেণী; আর বৃন্দাবনেশ্বরী বৃন্দাদেবী রাধিকাকে কোটি বিদ্যুৎপ্রভ সূর্য্য ও চন্দ্রনামক ভূষণদ্বয় প্রদান করিলেন। হে রাজন্! এইরূপ শৃঙ্গারবেশে রাধার অঙ্গকান্তি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল, হরি রাধার সহিত গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে দক্ষিণার সহিত যজ্ঞের ন্যায় বিরাজিত হইলেন। হে রাজন্! যেস্থানে রাসে রাধা শৃঙ্গার করিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধনের সেই স্থান শৃঙ্গার-মঙ্গল নামে খ্যাত হইল। অনন্তর কৃষ্ণ নিজ প্রিয়াগণসহ চন্দ্র-সরোবরে গমন করিয়া সেই সরোবরে করিণীগণের সহিত করীর ন্যায় তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিলেন। তখন চন্দ্র স্বয়ং সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া দুইটী মনোজ্ঞ চন্দ্রকান্ত মণি এবং দুইটী সহস্রদল কমল রাধা-কৃষ্ণকে প্রদান করিলেন। অনন্তর সাক্ষাৎ হরি কৃষ্ণ বৃন্দাবনের শোভাসন্দর্শন করিয়া লতা-জালসমন্বিত বাহুল বনে গমন করিলেন; সেখানে গিয়া সখীসমূহকে স্বেদযুক্ত দর্শনে স্বয়ং বংশীধারণপূর্ব্বক মেঘমল্লার রাগ গান করিলেন, মেঘগণ সেস্থানে সদ্য জলকণা বর্ষণ করিল; আর তখনই গন্ধ-মনোহর শীতল বায়ু বহিতে লাগিল। হে বিদেহরাজ! তাহাতে গোপীগণ অত্যন্ত সুখলাভ করত সকলেই সমবেত হইয়া উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণের গুণগান করি-

তস্মাত্তালবনং প্রাগাৎ শ্রীকৃষ্ণো রাধিকাপতিঃ ।
রাসমণ্ডলমারেভে গায়ন্ ব্রজবধূবৃতঃ ।
তত্র গোপীগণাঃ সর্ব্বে স্বেদযুক্তাস্তৃষাতুরাঃ ॥ ২৩
উচু রাসেশ্বরং রাসে কৃতাঞ্জলিপুটাঃ শনৈঃ ॥২৪

গোপ্য উচুঃ ।

দূরং বৈ যমুনা দেব তৃষা জাতা পরং হি নঃ ।
কর্ত্তব্যং ভবতাত্রৈব সরো দিব্যং মনোহরম্ ।
বারাং বিহারং পানং চ করিষ্যামো হরে বয়ম্ ॥
জগৎকর্ত্তা পালকস্ত্বং সংহারস্ত্বাপি নায়কঃ ॥ ২৬

নারদ উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বেত্রদণ্ডেন কৃষ্ণো ভূমিং ততাড় হ ।
তদৈব নির্গতঃ স্রোতো বেত্রগঙ্গেতি কথ্যতে ।
যজ্জলস্পর্শমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা প্রমুচ্যতে ॥ ২৭
তত্র স্নাত্বা নরঃ কোঽপি গোলোকং যাতি মৈথিল
গোপীভী রাধয়া সার্দ্ধং শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ হরিঃ
বারাং বিহারং কৃতবান্ দেবো মদনমোহনঃ ।
ততঃ কুমুদ্বনং প্রাপ্তো লতাবৃন্দং মনোহরম্ ॥২৯
ভ্রমরধ্বনিসংযুক্তং চক্রে রাসং সখীজনৈঃ ।
রাধা তত্রৈব শৃঙ্গারং শ্রীকৃষ্ণস্য চকার হ ॥ ৩০
পুষ্পৈর্নানাবিধৈর্দিব্যৈঃ পশ্যন্তীনাং ব্রজৌকসাম্ ।
চম্পকোদ্যৎপরিকরঃ স্বর্ণযূথীভুজাঙ্গদঃ ॥ ৩১
সহস্রদলরাজীবকর্ণিকাবিলসচ্ছ্রুতিঃ ।
মোহিনীমালিনীকুন্দকেতকীহারভৃদ্ধরিঃ ॥ ৩২
কদম্বপুষ্পবিলসৎকিরীটকটকোজ্জ্বলঃ ।
মন্দারপুষ্পোত্তরীয়পদ্মযষ্টিধরঃ প্রভুঃ ॥ ৩৩
তুলসীমঞ্জরীযুক্তবনমালাবিভূষিতঃ ।
এবং শৃঙ্গারতাং প্রাপ্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রিয়য়া স্বয়া ॥৩৪
বভৌ কুমুদ্বনে রাজন্ বসন্তো হর্ষিতো যথা ।
মৃদঙ্গবীণাবংশীভির্ম্মুরুযষ্টিসুকাংস্যকৈঃ ॥ ৩৫
তালশব্দৈস্তলৈর্যুক্তা জগুর্গোপ্যো মনোহরম্ ।
ভৈরবং মেঘমল্লারং দীপকং মালকৌশকম্ ॥ ৩৬
শ্রীরাগং চাপি হিন্দোলং রাগমেবং পৃথক্ পৃথক্
অষ্টতালৈস্ত্রিভিগ্রামৈঃ স্বরৈঃ সপ্তভিরগ্রতঃ ॥৩৭

লেন। ১১—২১। সেস্থান হইতে রাধাপতি তালবনে গমন করিলেন এবং ব্রজবধূগণে পরিবৃত হইয়া গান করিতে করিতে রাস আরম্ভ করিলেন। তথায় রাসে গোপীগণ তৃষ্ণাতুরা ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া করযোড়ে রাসেশ্বর কৃষ্ণকে কহিলেন। গোপীগণ বলিলেন,—হে দেব! যমুনা দুরবর্ত্তিনী, আমাদের পিপাসাও অত্যন্ত হইয়াছে, আপনি এই রাসমণ্ডল মধ্যেই উত্তম সরোবর নির্ম্মাণ করুন। হে হরে! আমরা বারিবিহার ও পান করিব। আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনকর্ত্তা। নারদ বলিলেন,—কৃষ্ণ ইহা শুনিয়া বেত্রদণ্ড দ্বারা ভূমিতে তাড়না করিলেন, তখনই স্রোত নির্গত হইল, উহা বেত্রগঙ্গা নামে কথিত। উহার জলস্পর্শ মাত্রে ব্রহ্মহত্যা পাপ মুক্ত হয়। হে মৈথিল! যে কোন নর তথায় স্নান করিয়া গোলোকে গমন করে। মদনমোহন দেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধা ও গোপীগণসহ বারিবিহার করিয়া তারপর মধুকর-ধ্বনিযুক্ত লতাবৃন্দ-মনোহর কুমুদবনে গমন করিলেন। ২২—২৯। তথায় সখীজনসহ রাস করিলেন, রাধা সেখানেও ব্রজবাসিনী রমণীগণের সমক্ষে নানাবিধ পবিত্র দ্রব্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার বেশ করিলেন। বহু চম্পক কুসুম পরিবৃত স্বর্ণযূথী পুষ্পে হরির বাহু-বলয় হইল, সহস্রদল পদ্মের পরাগে তাঁহার কর্ণশোভা হইল এবং তিনি মোহিনী মালা, কুন্দ ও কেতকী কুসুমমালা ধারণ করিলেন। উজ্জ্বল কদম্বকুসুমে তাঁহার মুকুট ও কিরীট হইল, প্রভু হরি মন্দার পুষ্পমালার উত্তরীয় ও কমলনির্ম্মিত যষ্টি ধারণ করিলেন এবং তুলসী মঞ্জীরযুক্ত বনমালায় বিভূষিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শৃঙ্গার প্রাপ্ত হইয়া প্রফুল্ল বসন্ত ঋতুর মত স্বীয় প্রিয়ার সহিত কুমুদবনে বিরাজ করিলেন। গোপীগণ মৃদঙ্গ, বীণা, বংশী, তানপুরা ও ঝাঁজর প্রভৃতি বাদ্যের সহিত উত্তম তানলয় সহকারে মনোহর গান করিলেন। অষ্টতাল, তিন গ্রাম ও সপ্তস্বর সমন্বিত ভৈরব, মেঘমল্লার, দীপক, মালকোশী, শ্রীরাগ এবং হিন্দোল প্রভৃতি রাগ পৃথক্ পৃথক্ গীত হইল।

নৃত্যৈর্নানাবিধৈ রম্যৈর্হাবভাবসমন্বিতৈঃ।
তোষয়ন্ত্যো হরিং রাধাং কটাক্ষৈর্ব্রজগোপিকাঃ
গায়ন্ মধুবনং প্রাগাৎ সুন্দরীগণসংবৃতঃ।
রাসেশ্বর্য্যা রাসলীলাং চক্রে রাসেশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৯
বৈশাখচন্দ্রকৌমুদ্যা মালতীগন্ধবায়ুনা।
স্ফুরৎসৌগন্ধকহ্লারপতদ্রেণুকরেণ বৈ ॥ ৪০
বিকচন্মাধবীবৃন্দৈঃ শোভিতে নির্জ্জনে বনে।
রেমে গোপীগণৈঃ কৃষ্ণো নন্দনে বৃত্রহা যথা ॥৪১

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীবৃন্দাবনখণ্ডে
রাসক্রীড়া নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

হাবভাবসমন্বিত নানাবিধ রমণীয় নৃত্যে ও কটাক্ষবিক্ষেপে ব্রজগোপিকারা রাধাকৃষ্ণের সন্তোষসাধন করিলেন, রাধা সুন্দরীগণ সমাবৃত হইয়া গান করিতে করিতে মধুবনে সমাগত হইলেন। তথায় স্বয়ং ভগবান্ রাসেশ্বর রাসেশ্বরীর সহিত রাস করিলেন; বৈশাখের চন্দ্রালোক, মালতী পুষ্পের গন্ধে আমোদিত বায়ু, প্রস্ফুটিত সুগন্ধি কহ্লার কুসুমের ক্ষরিত রেণু ও বিকশিত মাধবী পুষ্পবৃন্দে শোভিত নির্জ্জন বনে নন্দন-কাননে ইন্দ্রের ন্যায় গোপীগণসহ কৃষ্ণ রমমাণ হইলেন। ৩০—৪১।

বৃন্দাবনখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

ইত্থং কুন্দবনে রম্যে মালতীনাং বনে শুভে
আম্রাণাং নাগরঙ্গাণাং নিম্বুনাং সঘনে বনে ॥ ১
দাড়িমীনাং চ দ্রাক্ষাণাং বদামানাং বনে নৃপ।
কদম্বানাং শ্রীফলানাং কুটজানাং তথৈব চ ॥ ২
বটানাং পনসানাঞ্চ পিপ্পলানাং বনে শুভে।
তুলসীকোবিদারাণাং কেতকীকদলীবনে ॥ ৩
করিল্লকুঞ্জবকুলমন্দারাণাং বনে হরিঃ।
চরন্ কামবনং প্রাগাদ্ রাজন্ ব্রজবধূবৃতঃ ॥ ৪
তত্রৈব পর্ব্বতে কৃষ্ণো ননাদ মুরলীকলম্।
মূর্চ্ছিতা বিহ্বলা জাতাস্তন্নাদেন ব্রজাঙ্গনাঃ ॥ ৫
মনোজবাণভিন্নাঙ্গাঃ শ্লথন্নীব্যঃ সুরৈঃ সহ।
কশ্মলং প্রযযু রাজন্ বিমানেষমরাঙ্গনাঃ ॥ ৬
চতুর্ব্বিধা জীবসঙ্ঘাঃ স্থাবরৈর্মোহমাস্থিতাঃ।
নদ্যো নদাঃ স্থিরীভূতাঃ পর্ব্বতা দ্রবতাং গতাঃ ॥
তৎপাদচিহ্নসংযুক্তো গিরিঃ কামবনেঽভবৎ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো যাতি কৃতার্থতাম্ ॥ ৮
অথ গোপীগণৈঃ সাকং শ্রীকৃষ্ণো রাধিকাপতিঃ
নন্দীশ্বরবৃহৎসানুতটে রাসং চকার হ ॥ ৯
তত্র গোপ্যোঽতিমানিন্যো বভূবুর্মৈথিলেশ্বর।
তাস্ত্যক্ত্বা রাধয়া সার্দ্ধং তত্রৈবান্তর্দধে হরিঃ ॥১০

একবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! এইরূপে হরি-কমনীয় কুন্দবনে, মনোজ্ঞ মালতীবনে, আম্রবনে, নাগরঙ্গবনে, ঘনসন্নিবিষ্ট নিম্বুকবনে, দাড়িম ও দ্রাক্ষা কাননে, বাদামবনে, কদম্ব শ্রীফল ও কুটজকাননে, উত্তম বট পনস ও পিপ্পলবনে, তুলসী কোবিদার কেতকী ও কদলী কাননে, করিল্লকুঞ্জে, বকুলবনে ও মন্দারকাননে বিচরণ করত ব্রজবধূগণে পরিবৃত হইয়া কামবনে আগমন করিলেন। হে রাজন্! কৃষ্ণ তত্রত্য পর্ব্বতে মুরলীর মধুর ধ্বনি করিলেন, ব্রজাঙ্গনাগণ সেই শব্দে বিহ্বলা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। মদনবাণে দেববালাগণের দেহ বিদ্ধ ও কটিবন্ধন শ্লথ হইল। হে রাজন্! তাঁহারা বিমানে বসিয়া সুরগণের সহিত পীড়িত হইলেন। জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও অণ্ডজ—চতুর্ব্বিধ প্রাণীই বৃক্ষাদির সহিত মোহিত এবং নদনদী রুদ্ধগতি ও অদ্রি দ্রবিত হইল। কামবনের পর্ব্বত তাঁহার পাদপদ্ম চিহ্নে চিহ্নিত হইল, তাহার দর্শনমাত্রে মানব কৃতার্থ হয়। অনন্তর রাধাধীশ কৃষ্ণ গোপীগণের সহিত নন্দীশ্বর পর্ব্বতের বৃহৎ সানুতটে রাসক্রীড়া করিলেন। হে মৈথিলেশ্বর! তথায় গোপীগণ অত্যন্ত মানিনী হইলে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরি-

গোপ্যশ্চ সর্ব্বা বিরহাতুরা ভৃশং
কৃষ্ণং বিনা মৈথিল নির্জ্জনে বনে।
তা বভ্রমুশ্চাশ্রুকলাকুলাক্ষ্যো
যথা হরিণ্যশ্চকিতা ইতস্ততঃ ॥ ১১
কৃষ্ণং হ্যপশ্যন্ত্য ইতি ব্যথাং গতা
যথা করিণ্যঃ করিণং বনে বনে।
যথা কুরর্য্যঃ কুররং ব্রজাঙ্গনাঃ
সর্ব্বা রুদন্ত্যো বিরহাতুরা ভৃশম্ ॥ ১২
উন্মত্তবৎ বৃক্ষলতাকদম্বকং
সর্ব্বা মিলিত্বা চ পৃথগ্বনে বনে।
পপ্রচ্ছুরাজন্ নৃপ নন্দনন্দনং
কুত্র স্থিতং তং বদতাশু ভূরুহাঃ ॥ ১৩
শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্ণেতি গিরা বদন্ত্যঃ
শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজলগ্নমানসাঃ।
শ্রীকৃষ্ণরূপাস্ত বভূবুরঙ্গনা
শ্চিত্রং ন পেশস্কৃতমেত্য কীটবৎ ॥ ১৪

শ্রীপাদুকাধঃস্থলগোপিগোপ্যঃ
শ্রীপাদুকাব্জং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ ১৫
ততস্তু তৎপ্রসাদেন তৎপদার্চ্চনদর্শনাৎ।
দদৃশুর্গাং তদা গোপ্যো ভগবৎপাদচিহ্নিতাম্ ॥

বহুলাশ্ব উবাচ।

রাধেশো রাধয়া সার্দ্ধং হিত্বা গোপীর্যযৌ ক্ব ভো
তদ্দর্শনং কথং জাতং গোপীনাং বদ মে প্রভো

শ্রীনারদ উবাচ

শ্রীকৃষ্ণো রাধয়া সার্দ্ধং সঙ্কেতবটমাবিশৎ।
প্রিয়ায়াঃ কবরীপুষ্পরচনাং স চকার হ ॥ ১৮
শ্রীকৃষ্ণকুন্তলে নীলে বক্রত্বং রাধিকাকরোৎ।
চিত্রপত্রাবলীঃ কৃষ্ণপূর্ণেন্দুমুখমণ্ডলে ॥ ১৯
এবং কৃষ্ণো ভদ্রবনং খদিরাণাং বনং মহৎ।
বিল্বানাঞ্চ বনং পশ্যন্ কোকিলাখ্যং বনং গতঃ
গোপ্যঃ কৃষ্ণং বিচিন্বন্ত্যো দদৃশুস্তৎপদানি চ।
যবচক্রধ্বজচ্ছত্রৈঃ স্বস্তিকাঙ্কুশবিন্দুভিঃ ॥ ২১
অষ্টকোণেন বজ্রেণ পদ্মেনাভিযুতানি চ।

ত্যাগপূর্ব্বক রাধার সহিত সেই স্থানেই অন্তর্ধান করেন। ১—১০। হে মৈথিল! সেই নির্জ্জন বনে কৃষ্ণকে না দেখিয়া গোপীগণ অত্যন্ত বিরহকাতরা হইলেন, অশ্রুকণায় তাঁহাদের নয়ন আকুলিত হইল, তাঁহারা চকিত হরিণীগণের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলেন। কৃষ্ণকে দেখিতে না পাওয়ায় গোপীগণ বনে করীর অদর্শনে করিণীগণের ন্যায় অত্যন্ত বেদনা পাইলেন এবং বিরহাতুর হইয়া বাজপক্ষীর অদর্শনে তদীয় পত্নীগণের ন্যায় দারুণ রোদন করিলেন। হে রাজন্! তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বিভিন্ন বনস্থ তরুলতা ও কদম্ব বৃক্ষকে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভূরুহগণ! নন্দনন্দন কৃষ্ণ কোথায় আছেন, সত্বর বলিয়া দাও।
পাদপদ্মে লগ্নমনা গোপীগণ "হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ" বাক্য বলিতে বলিতে কৃষ্ণরূপ প্রাপ্ত হইয়া গেলেন। ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কেননা, পেশস্কারী কীট কাচপোকার চিন্তা করিতে করিতে তদাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পাদলগ্ন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর তৎপ্রসাদে তাহার অর্চ্চন ও দর্শন পুণ্যে গোপীগণ একটি স্থান কৃষ্ণপদচিহ্নিত দেখিলেন। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে প্রভো! রাধাপতি কৃষ্ণ গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া রাধার সহিত কোথায় গমন করিলেন? আর কি করিয়া তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন, তাহা আমায় বলুন। নারদ বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত সঙ্কেতবটে প্রবেশ করিলে প্রিয়ার কবরীপুষ্প রচনা করিতে লাগিলেন; আর রাধিকা কৃষ্ণের নীল কুন্তল বক্র করিয়া ও তদীয় পূর্ণেন্দুসদৃশ বদনমণ্ডলের চিত্র পত্রাবলী রচনা করিয়া দিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ এইরূপে ভদ্রবন, খদিরের মহাবন ও বিল্ববন দর্শন করিয়া কোকিল নামক বনে গমন করিলেন। ১১—২০। গোপীগণ কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন; তাঁহারা যব, চক্র, ধ্বজ, ছত্র, স্বস্তিক, অঙ্কুশ, বিন্দু, অষ্ট কোণাকার বজ্র ও

নীলশঙ্খঘটৈর্মৎস্যত্রিকোণেযূর্দ্ধরেখকৈঃ ॥ ২২
ধনুর্গোখুরচন্দ্রার্দ্ধশোভিতানি মহাত্মনঃ।
তৎপদাঙ্কানুসারেণ ব্রজন্ত্যো গোপিকাস্ততঃ ॥২৩
তদ্রজঃ সততং নীত্বা ধৃত্বা মূর্দ্ধি ব্রজাঙ্গনাঃ।
পদাঙ্কান্যানি দদৃশুরন্যচিহ্নান্বিতানি চ ॥ ২৪
কেতুপদ্মাতপত্রৈশ্চ যবেনাথোর্দ্ধরেখয়া।
চক্রচন্দ্রার্দ্ধাঙ্কুশকৈর্বিন্দুভিঃ শোভিতানি চ ॥২৫
লবঙ্গলতিকাভিশ্চ বিচিত্রাণি বিদেহরাট্।
গদাপাঠীনশঙ্খৈশ্চ গিরিরাজেন শক্তিভিঃ ॥ ২৬
সিংহাসনরথাভ্যাঞ্চ বিন্দুদ্বয়যুতানি চ।
বীক্ষ্য প্রাহু রাধিকয়া গতোঽসৌ নন্দনন্দনঃ ॥২৭
পদ্মন্ত্যস্তৎপাদপদ্মং কোকিলাখ্যং বনং গতাঃ।
গোপীকোলাহলং শ্রুত্বা রাধিকাং প্রাহ মাধবঃ ॥
কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশে রাধে সর্প ত্বরং প্রিয়ে।
আগতা গোপিকাঃ সর্ব্বাস্ত্বাং নেষ্যন্তি হি সর্ব্বতঃ ॥ ২৯
তদা মানবতী রাধা ভূত্বা প্রাহ রমাপতিম্।
রূপযৌবনকৌশল্যশীলগর্ব্বসমন্বিতা ॥ ৩০

রাধোবাচ।
চলিতুং ন সমর্থাহং মন্দিরান্ন বিনির্গতা।
সুকুমারী খেদযুক্তা কথং মাং নয়সি প্রিয় ॥ ৩১
নারদ উবাচ।
ইতি বাক্যং ততঃ শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণো রাধিকেশ্বরঃ।
পীতাম্বরেণ দিব্যেন বায়ুং তস্যৈ চকার হ ॥ ৩২
হস্তং গৃহীত্বা তামাহ গচ্ছ রাধে যথাসুখম্।
কৃষ্ণেনাপি তদা প্রোক্তা ন যযৌ তেন বৈ পুনঃ
পৃষ্ঠং দত্ত্বাথ হরয়ে তুষ্ণীভূতা স্থিতা পুনঃ।
প্রিয়াং মানবতীং রাধাং প্রাহ কৃষ্ণঃ সতাং প্রিয়ঃ
শ্রীভগবানুবাচ।
বিহায় গোপীরিহ কাময়ানাং
ভজাম্যহং মানিনি চেতসা ত্বাম্।
যত্তে প্রিয়ং তৎ প্রকরোমি রাধে
মে স্কন্ধমারুহ্য সুখং ব্রজাশু ॥ ৩৫
নারদ উবাচ।
এবং প্রিয়াং প্রিয়তমঃ স্কন্ধযানেপ্সিতাং নৃপ।

পদ্ম, নীল শঙ্খ, ঘট, মৎস্য, ত্রিকোণ উর্দ্ধরেখা, ধনুক, গোষ্পদ, অর্দ্ধচন্দ্র প্রভৃতি চিহ্নে চিহ্নিত মহাত্মা কৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণের চরণচিহ্ন হইতে রজঃ লইয়া নিয়ত মস্তকে ধারণ করিলেন। তাঁহারা অন্যান্য চিহ্নযুক্ত কৃষ্ণের অন্য পাদাঙ্ক দর্শন করিলেন; উহা ধ্বজ, পদ্ম, ছত্র, যব, ঊর্দ্ধরেখা, চক্র, অর্দ্ধচন্দ্র, অঙ্কুশ ও বিন্দু শোভিত। হে বিদেহরাজ! ঐ পাদ-চিহ্ন লবঙ্গলতায় বিচিত্র: গদা, মৎস্য, শঙ্খ, পর্ব্বত, শক্তি শোভিত, এবং সিংহাসন, রথ ও বিন্দুদ্বয়যুক্ত। গোপীগণ ঐ সকল পাদপদ্ম চিহ্ন দেখিয়া বলিলেন,—নন্দনন্দন কৃষ্ণ রাধিকার সহিত কোকিলাখ্য বনে গমন করিয়াছেন। কৃষ্ণ গোপী-কোলাহল শুনিয়া রাধিকাকে কহিলেন,—হে প্রিয়ে! হে কোটিচন্দ্রপ্রভে! হে রাধে! সত্বর সরিয়া যাও, সর্ব্বদিক্ হইতে গোপীগণ আগমন করিতেছেন, তোমাকে লইয়া যাইবেন। তখন রূপ, যৌবন, কৌশল, ও শীলে, গর্ব্বিতা রাধা মানবতী হইয়া রমা-পতিকে কহিলেন। ২১—৩০। রাধা বলি-লেন,—হে প্রিয়! আমি চলিতে অসমর্থ, মন্দির হইতে নির্গত হইতে পারিতেছি না; আমি কোমলাঙ্গী ও স্বেদযুক্ত, তুমি আমাকে কেমন করিয়া লইয়া যাইবে? নারদ বলিলেন,—অনন্তর রাধাধীশ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়বাক্য শুনিয়া দিব্য পীতবসন দ্বারা তাঁহাকে বাতাস দিতে লাগিলেন এবং তাঁহার করে ধারণ করিয়া কহিলেন,—হে রাধে! সুখে গমন কর। কৃষ্ণ বলিলেও তিনি গেলেন না, পুনরায় তাহার দিকে পশ্চাৎ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহি-লেন। সজ্জনপ্রিয় কৃষ্ণ মানবতী প্রিয়া রাধাকে কহিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে মানিনি! আমি আমার প্রতি অভিলাষিণী গোপিনী-গণকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে হৃদয়ের সহিত তোমায় ভজনা করিতেছি, হে রাধে! তোমার যাহা প্রিয়, তাহা আমি অবশ্যই করিব, আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া সুখে গমন কর! নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! স্বচ্ছন্দগতি

বিহায়ান্তর্দ্দধে কৃষ্ণো স্বচ্ছন্দগতিরীশ্বরঃ ॥ ৩৬
গতমানা কীর্ত্তিসুতা ভগবদ্বিরহাতুরা ।
উচ্চৈ রুরোদ রাজেন্দ্র কোকিলাখ্যে বনে পরে ॥
তদৈব যূথাঃ সম্প্রাপ্তা গোপীনাং মৈথিলেশ্বর ।
তদ্রোদনং দুঃখতরং শ্রুত্বা লজ্জাসুরপাতুরাঃ ॥ ৩৮
কাশ্চিত্তাং মকরন্দৈশ্চ স্নাপয়াঞ্চক্রুরীশ্বরীম্ ।
চন্দনাগুরুকস্তূরীকুঙ্কুমদ্রবসীকরৈঃ ॥ ৩৯
বায়ুং চক্রুস্তদঙ্গেষু ব্যজনান্দোলচামরৈঃ ।
আশ্বাস্য বাগ্‌ভিঃ পরমাং নানানুনয়কোবিদাঃ ॥
তন্মুখান্মানিনো মানং শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য গোপিকাঃ ।
মানবত্যো মৈথিলেন্দ্র বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীবৃন্দাবনখণ্ডে
রাসক্রীড়ানামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

পরমেশ্বর প্রিয়তম কৃষ্ণ, এইরূপে স্কন্ধারোহণে স্পৃহাবতী প্রিয়া রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! রাধার মান গেল, তিনি ভগবানের বিরহে কাতরা হইয়া সেই কোকিলাখ্য মহাবনে উচ্চরবে রোদন করিতে লাগিলেন। হে মৈথিলেশ্বর! রাধার অতীব দুঃখদ-রোদন শ্রবণে তখনই লজ্জান্বিত গোপীর দল সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কোন কোন গোপী সেই ঈশ্বরী রাধাকে পুষ্পরস, চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, কুঙ্কুম, দ্রবকণা দ্বারা স্নান করাইয়া চামর দোলাইয়া তদীয় দেহে বাতাস করিলেন; নানারূপ অনুনয়জ্ঞা গোপীরা সেই পরমেশ্বরী রাধাকে বাক্য দ্বারা আশ্বস্ত করিলেন। হে মৈথিলেন্দ্র! সেই মানবতী গোপিকারা রাধার মুখে মানী কৃষ্ণের মানের কথা শুনিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। ৩১—৪১।

বৃন্দাবনখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।
অথ কৃষ্ণগুণান্ রম্যান্ সমেতাঃ সর্ব্বযোষিতঃ ।
জগুস্তালস্বরৈ রম্যৈঃ কৃষ্ণাগমনহেতবে ॥ ১
গোপ্য ঊচুঃ ।
লোকাভিরাম জনভূষণ বিশ্বদীপ
কন্দর্পমোহন জগদ্বৃজিনার্ত্তিহারিন্ ।
আনন্দকন্দ যদুনন্দন নন্দসূনো
স্বচ্ছন্দপদ্মমকরন্দ নমো নমস্তে ॥ ২
গোবিপ্রসাধুবিজয়ধ্বজ দেববন্দ্য
কংসাদিদৈত্যবধহেতুকৃতাবতার ।
শ্রীনন্দরাজকুলপদ্মদিনেশ দেব
দেবাদিমুক্তজনদর্পণ তে জয়োঽস্তু ॥ ৩
গোপালসিন্ধুপরমৌক্তিকরূপধারিন্
গোপালবংশগিরিনীলমণে পরাত্মন্ ।
গোপালমণ্ডলসরোবরকঞ্জমূর্ত্তে
গোপালচন্দনবনে কলহংসমুখ্য ॥ ৪

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর গোপীগণ সকলে সমবেত হইয়া কৃষ্ণের আগমনের জন্য রমণীয় তালযুক্ত স্বরে রম্য কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিলেন। গোপীগণ বলিলেন,—আপনি সকল জনের মনোজ্ঞ, লোকের ভূষণ, বিশ্বের প্রদীপ, কন্দর্পের মোহন, জগতের আর্ত্তিহারী, আনন্দকন্দ, যদুনন্দন, নন্দনন্দন, স্বাতন্ত্র্যরূপ কমলের মধুসদৃশ, আপনাকে নমস্কার নমস্কার। আপনি গো, বিপ্র ও সাধুগণের বিজয়ধ্বজ; দেবগণের বন্দ্য এবং কংসাদি দৈত্যগণের বধের জন্য অবতার পরিগ্রহ করিয়াছেন; হে দেব! আপনি নন্দরাজের কুল-কমলের দিবাকর ও দেবাদি মুক্তজনের দর্পণ স্বরূপ; আপনার জয় হউক। হে পরমাত্মন্! আপনি গোপালরূপ সমুদ্রের মুক্তারূপধারী, গোপালবংশরূপ অচলের নীলমণি, গোপালমণ্ডলরূপ সরোবরের মূর্ত্তিমান্ বিকসিত কমল এবং গোপালরূপ চন্দনবনের

শ্রীরাধিকাবদনপঙ্কজষট্পদস্ত্বং
শ্রীরাধিকাবদনচন্দ্রচকোররূপঃ।
শ্রীরাধিকাহৃদয়সুন্দরচন্দ্রহারঃ
শ্রীরাধিকামধুলতাকুসুমাকরোসি॥ ৫
যো রাসরঙ্গনিজবৈভবভূরিলীলো
যো গোপিকানয়নজীবনমূলরূপঃ।
মানং চকার রহসা কিল মানবত্যাং
সোহয়ং হরির্ভবতু নো নয়নাগ্রগামী॥ ৬
যো গোপিকাসকলযূথমলঞ্চকার
বৃন্দাবনঞ্চ নিজপাদরজোভিরদ্রিম্।
যঃ সর্ব্বলোকবিভবায় বভূব ভূমৌ
তং ভূরিলীলমুরগেন্দ্রভুজং ভজামঃ॥ ৭
চন্দ্রং প্রতপ্তকিরণং জ্বলনং প্রসন্নং
সর্ব্বং বনাস্তমসিপত্রবনং পরেশ।
বাণং প্রভঞ্জনমতীব সুমন্দযানং
মন্যামহে কিল ভবন্তমৃতে ব্যথার্ত্তাঃ॥ ৮
সৌদাসরাজমহিষীবিরহাদতীব
জাতং সহস্রগুণিতং নলপট্টরাজ্ঞ্যাঃ।
তস্মাত্তু কোটিগুণিতং জনকাত্মজায়া-
স্তস্মাদনন্তমতিদুঃখমলং হরে নঃ॥ ৯

নারদ উবাচ।

ইত্থং রাজন্ রুদন্তীনাং গোপীনাং কমলেক্ষণঃ।
আবির্ব্বভূব সহসা স্বয়মর্থমিবাত্মনঃ॥ ১০
সু . . . . ।
স্নিগ্ধামলসুগন্ধাঢ্যং নীলকুঞ্চিতকুন্তলম্॥ ১১
আগতং বীক্ষ্য যুগপৎ তমুত্তস্থুর্ব্রজাঙ্গনা
তন্মাত্রানিচয়ং দৃষ্ট্বা যথা জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ॥ ১২
হরির্ননর্ত্ত তন্মধ্যে বংশীবাদনতৎপরঃ।
রাধয়া সহিতো রাজন্ যথা রত্যা রতীশ্বরঃ॥ ১৩
যাবত্যো গোপিকাঃ সংখ্যাস্তাবদ্রূপধরো হরিঃ।
গচ্ছংস্তাভির্ব্রজে রেমে স্বাবস্থাভির্মনো যথা॥
বনোদ্দেশে স্থিতং কৃষ্ণং গতদুঃখা ব্রজাঙ্গনাঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটা উচুর্গিরা গদ্গদয়া হরিম্॥ ১৫

শ্রেষ্ঠ কলহংস; আপনি শ্রীরাধার বদন-পঙ্কজের ষট্পদ, শ্রীরাধার বদনচন্দ্রের চকোররূপী, রাধিকা-হৃদয়ের সুন্দর চন্দ্রহার এবং রাধিকা-রূপ মধুলতার বসন্তকালস্বরূপ। যিনি নিজ ঐশ্বর্য্যে রাস রঙ্গে অনেক লীলা করিয়াছেন, যিনি গোপিকাগণের নয়ন ও জীবনের মূল-স্বরূপ, যিনি গোপনে মানবতীর সহিত মান করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণ আমাদের নয়নপথে আবির্ভূত হউন। যিনি গোপীগণের সকল যূথ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, নিজ পাদরজে বৃন্দাবন ও গোবর্দ্ধন শোভিত করিয়াছেন এবং যিনি সকল লোকের বিভবের জন্য ভূতলে আবির্ভূত, সেই ভূরিলীলাকারী ভুজগেন্দ্রতুল্য ভুজশালী কৃষ্ণকে ভজনা করি। আপনার বিয়োগব্যথায় ব্যথিত আমাদের পূর্ণচন্দ্র উত্তপ্ত-কিরণ এবং অগ্নি শীতল বলিয়া বোধ হইতেছে, সমগ্র বন অসিপত্রের ন্যায় অনুমিত হইতেছে, আর অতি মৃদুমন্দগামী বায়ু যেন বাণ বলিয়া বোধ হইতেছে। সৌদাস রাজার বিরহে তদীয় মহিষীর যে দুঃখ হয়, নল বিরহে দময়ন্তীর তাহা হইতে সহস্রগুণ অধিক হইয়াছিল; রাম-বিরহে জনকনন্দিনী সীতার তাহা হইতে কোটিগুণ কষ্ট হয়; আর হে হরে! তোমার বিরহে আমাদের তাহা হইতেও অনন্তগুণে অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে। ১—৯। নারদ বলি-লেন,—হে রাজন্! গোপীগণ এইরূপে রোদন করিতে থাকিলে কমলনয়ন কৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত ধনের ন্যায় সহসা উপস্থিত হইলেন; তদীয় কিরীট, কেয়ূর, কুণ্ডল ও অঙ্গদভূষণ স্ফুরিত হইল। স্নিগ্ধ নির্ম্মল ও সুগন্ধযুক্ত নীলবর্ণ কুঞ্চিত-কুন্তল কৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ তন্মাত্র পঞ্চক দর্শনে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ন্যায় এককালে উত্থিত হইলেন। ১০—১২। হে রাজন্! বংশীবাদন-তৎপর হরি রতির সহিত রতিপতির ন্যায় রাধার সহিত সেই গোপীগণ মধ্যে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মন যেমন স্বীয় বৃত্তির সহিত বিহার করে, তদ্রূপ হরি যত গোপী তত কৃষ্ণ হইয়া তাঁহাদের সহিত ব্রজে রমমাণ হইলেন। গোপীগণের দুঃখ দূরে গেল, তাঁহারা বনমধ্যস্থিত কৃষ্ণকে

গোপ্য উচুঃ।

ক গতস্ত্বং বদ হরে ত্যক্ত্বা গোপীগণং মহান্‌।
সর্বঃ জগত্তৃণীকৃত্য ত্বৎপাদে প্রাপ্তমানসম্‌ ॥ ১৬

শ্রীভগবানুবাচ।

হে গোপ্যঃ পুষ্করদ্বীপে হংসো নাম মহামুনিঃ।
সমুদ্রে দধিমণ্ডোদে তত্তাপান্তর্গতস্তপঃ ॥ ১৭
চকারাহৈতুকীং ভক্তিং মম ধ্যানপরায়ণঃ।
ব্যতীতং তস্য তপতো গোপ্যো মন্বন্তরদ্বয়ম্‌ ॥ ১৮
তমদ্যোবাগ্রসন্মৎস্যো যোজনার্দ্ধবপুর্ধরঃ।
তন্নির্জগার পৌণ্ড্রস্তু মৎস্যরূপধরোঽসুরঃ ॥ ১৯
এবং সম্প্রাপ্তকষ্টস্য হংসস্যাপি মুনেরহম্‌।
গত্বাথ শীঘ্রেণ তয়োঃ শিরশ্ছিত্বারিণা মুনিম্‌ ॥ ২০
মোচয়িত্বাথ গতবান্‌ শ্বেতদ্বীপে ব্রজাঙ্গনাঃ।
ক্ষীরাব্ধৌ শেষপর্যাঙ্কে শয়নস্তু ময়া কৃতম্‌ ॥ ২১
দুঃখিতা ভবতীর্জ্ঞাত্বা নিদ্রাং ত্যক্ত্বা ততঃ প্রিয়াঃ
সহসা ভক্তবশ্যোঽহং পুনরাগতবানিহ ॥ ২২
জানন্তি সন্তঃ সমদর্শিনো যে
দান্তা মহান্তঃ কিল নৈরপেক্ষাঃ।
তে নৈরপেক্ষং পরমং সুখং মে
জ্ঞানেন্দ্রিয়াদীনি যথা রসাদীন্‌ ॥ ২৩

গোপ্য উচুঃ।

ক্ষীরাব্ধৌ শেষপর্যঙ্কে যদ্রূপঞ্চ ত্বয়া কৃতম্‌।
তদ্রূপদর্শনং দেহি যদি প্রীতোঽসি মাধব ॥ ২৪

নারদ উবাচ।

তথাস্তু চোক্ত্বা ভগবান্‌ গোপীব্যূহস্য পশ্যতঃ।
রূপং শ্রীরাধারূপমেব চ ॥ ২৫
তত্র ক্ষীরসমুদ্রো ভূল্লোলকল্লোলমণ্ডিতঃ।
দিব্যানি রত্নসৌধানি বভূবুর্মঙ্গলানি চ ॥ ২৬
তত্র শেষো বিসশ্বেতঃ কুণ্ডলীভূতসংস্থিতঃ।
বালার্কমৌলিসাহস্রফণাছত্রবিরাজিতঃ ॥ ২৭
তস্মিন্‌ বৈ শেষপর্যঙ্কে সুখং সুষ্বাপ মাধবঃ।
তস্য শ্রীরূপিণী রাধা পাদসেবাং চকার হ ॥ ২৮
তদ্রূপং সুন্দরং দৃষ্ট্বা কোটিমার্তণ্ডসন্নিভম্‌।

কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্‌গদ বাক্যে বলিলেন। গোপীগণ বলিলেন,—হে হরে! তুমি মহান্‌ গোপীযূথ ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছিলে? গোপীগণ যে তোমার পাদপদ্মে মন ন্যস্ত করিয়া জগৎকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়াছে। ভগবান্‌ বলিলেন,—হে গোপীগণ! পুষ্কর দ্বীপে হংস নামে এক মহামুনি আছেন, তিনি দধিমণ্ডোদ সমুদ্রের জলমধ্যে তপস্যা করেন। তিনি আমাতে ধ্যানপরায়ণ হইয়া আমার প্রতি নিষ্কামভক্তি করিয়া থাকেন। হে গোপীগণ! তাঁহার তপঃকালের দুই মন্বন্তর অতীত হইয়াছে। অর্দ্ধ যোজন দেহ এক মৎস্য অদ্য তাঁহাকে গিলিয়াছে, আর মৎস্যরূপী পৌণ্ড্র নামক এক অসুর ঐ মৎস্যকে গ্রাস করিয়াছে। অনন্তর এইরূপে হংস মুনি মহাকষ্টে পতিত হইলে আমি তাঁহার নিকট শীঘ্র গমন করিয়া চক্র দ্বারা মৎস্য ও অসুরের শিরশ্ছেদ করিলাম। হে ব্রজাঙ্গনাগণ! অনন্তর এইরূপে আমি মুনিকে মোচন করিয়া শ্বেতদ্বীপে গমন ও তথায় শেষ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম। হে প্রিয়াগণ! আমি ভক্তবশ্য, তাই তোমাদিগকে দুঃখিতা জানিয়া নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক সহসা এই স্থানে পুনরায় উপস্থিত হইয়াছি। যেরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ রসাদি বিষয় অবগত আছে, সেইরূপ আমারও নিরপেক্ষ পরমসুখ সাধু সমদর্শী দান্ত নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ জনগণ বিদিত আছেন। ১৩—২৩। গোপীগণ বলিলেন,—হে মাধব! যদি আমাদের প্রতি আপনি প্রীত থাকেন, তবে ক্ষীরসাগরে শেষশয্যায় আপনি যে রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রদর্শন করুন। নারদ বলিলেন,—"তাই হউক" বলিয়া ভগবান্‌ গোপীযূথের সমক্ষে অষ্টভুজমূর্ত্তি ও রাধামূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তথায় কল্লোলময় লহরীযুক্ত ক্ষীরসাগর ও মঙ্গলময় দিব্য রত্নসৌধ সকল হইল; তথায় বাল দিবাকর তুল্য সহস্র মস্তকে ফণারূপ ছত্রে শোভিত মৃণাল ধবল শেষ নাগ কুণ্ডলী করিয়া অবস্থিত হইলেন; সেই শেষশয্যায় মাধব সুখে শয়ন করিলেন। লক্ষ্মীরূপিণী রাধা তাঁহার পাদসেবা করিতে লাগিলেন।

নত্বা গোপীগণাঃ সর্ব্বে বিস্ময়ং পরমং গতাঃ ॥২৯
গোপীভ্যো দর্শনং দত্তং যত্র কৃষ্ণেন মৈথিল।
তত্র ক্ষেত্রং মহাপুণ্যং জাতং পাপপ্রণাশনম্ ॥ ৩০
অথ গোপিগণৈঃ সার্দ্ধং যমুনামেত্য মাধবঃ।
কালিন্দীজলবেগেষু কলাকেলিং চকার হ ॥৩১
রাধাকরাল্লক্ষদলং পদ্মং নীত্বাম্বরং তথা।
ধাবন্ জলেষু গতবান্ প্রহসন্ মাধবঃ স্বয়ম্ ॥৩২
রাধা হরেঃ পীতপটং বংশীবেত্রং স্ফুরৎপ্রভম্।
গৃহীত্বা প্রহসন্তী সা গচ্ছন্তী যমুনাজলে ॥ ৩৩
বংশীং দেহীতি বদতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ।
রাধা জগাদ কমলং বাসো দেহীতি মাধব ॥ ৩৪
কৃষ্ণো দদৌ রাধিকায়ৈ পদ্মমম্বরমেব চ।
রাধা দদৌ পীতপটং বেত্রং বংশীং মহাত্মনে ॥৩৫
অথ কৃষ্ণঃ কলং গায়ন্ মালামাজানুলম্বিতাম্।
বৈজয়ন্তীমাদধানঃ শ্রীভাণ্ডীরং জগাম হ ॥ ৩৬
প্রিয়ায়াস্তত্র শৃঙ্গারং চকার কুশলেশ্বরঃ।
পত্রাবলীযাবকাদ্যৈঃ পুষ্পৈঃ কজ্জলকুঙ্কুমৈঃ ॥৩৭
চন্দনাগুরুকস্তূরীকেসরাদ্যৈর্হরের্মুখে।
পত্রং চকার শৃঙ্গারে মনোজ্ঞং কীর্ত্তিনন্দিনী ॥৩৮

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে
রাসক্রীড়া নাম দ্বাবিংশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

অথ কৃষ্ণো গোপিকাভির্লোহজঙ্ঘবনং যযৌ
বসন্তমাধবীভিশ্চ লতাভিঃ সঙ্কুলং নৃপ ॥ ১
তৎপুষ্পদামনিচয়ৈঃ স্ফুরৎসৌগন্ধিশালিভিঃ
সর্ব্বাসাং হরিণা তত্র কবর্য্যো গুম্ফিতাস্ততঃ ॥ ২
ভ্রমরধ্বনিসংযুক্তে সুগন্ধানিলবাসিতে।
কালিন্দীনিকটে কৃষ্ণো বিচচার প্রিয়ান্বিতঃ ॥ ৩
করিল্লৈঃ পীলুভিঃ শ্যামৈস্তালৈশ্চ সঙ্কুলদ্রুমৈঃ।
মহা পুণ্যবনং কৃষ্ণো যযৌ রাসেশ্বরো হরিঃ ॥ ৪

সেই কোটি দিবাকর দ্যুতি সুন্দররূপ দর্শনে গোপীগণ অতীব বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া প্রণাম করিলেন। হে মৈথিল! যে স্থানে এইরূপ ভাবে কৃষ্ণ দর্শন দিয়াছিলেন, তথায় পাপ-নাশন এক মহাপুণ্য ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। অনন্তর কৃষ্ণ গোপীগণসহ যমুনায় আসিয়া মধুর জলকেলি করেন এবং রাধার কর হইতে লক্ষদল কমল গ্রহণ করিয়া তদীয় বসনের সহিত হাসিতে হাসিতে জল মধ্যে প্রধাবিত হন; আর রাধাও হরির পীত বসন স্ফুরৎপ্রভ-বংশী ও বেত্র গ্রহণ করিয়া হাস্য করিতে করিতে যমুনা জলে বিচরণ করেন। ২৪—৩৩। মহাত্মা কৃষ্ণ 'বংশী দাও' বলিলে রাধাও বলিলেন,—হে মাধব! কমল ও বসন প্রদান কর। কৃষ্ণ রাধাকে কমল ও-বসন প্রদান করিলেন, রাধাও মহাত্মা কৃষ্ণকে পীতবসন বংশ বেত্র দিলেন। অনন্তর কুশলি-শিরোমণি কৃষ্ণ আজানুলম্বিত বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া মধুর গান করিতে করিতে ভাণ্ডীরবনে গমন করিয়া পত্রাবলী, কুসুম্ভ, পুষ্প, কজ্জল; কুঙ্কুম দ্বারা প্রিয়া রাধার শৃঙ্গার বেশ করিলেন, কীর্ত্তিনন্দিনী রাধাও কৃষ্ণমুখে চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কেসরাদি দ্রব্য দ্বারা মনোজ্ঞ শৃঙ্গার বেশ রচনা করিলেন। ৩৪—৩৮।

বৃন্দাবনখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়বিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর কৃষ্ণ গোপিকা-গণসহ লোহজঙ্ঘ বনে গমন করিলেন, হে নৃপ! ঐ বন বাসন্তী মাধবী লতায় সমাকুল। কৃষ্ণ সেই সকল পুষ্পমালা দ্বারা গোপীগণের কবরী বন্ধন করিলেন, তখন ঐ সকল মালা হইতে সুগন্ধ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। অনন্তর কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার সহিত মধুকরধ্বনিযুক্ত সুগন্ধ সমীরণে সুবাসিত যমুনাতীরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাসেশ্বর কৃষ্ণ করিল্ল, পীলু, তমাল ও তাল তরু সমাকুল মহাপুণ্য বনে গমন করিলেন এবং তথায় রাসেশ্বরীর সহিত

তত্র রাসং সমারেভে রাসেশ্বর্য্যা সমন্বিতঃ।
গীয়মানশ্চ গোপীভিরপ্সরোভিঃ স্বরাড়িব ॥ ৫
তত্র চিত্রমভূদ্রাজন্ শৃণু ত্বং তন্মুখান্মম।
শঙ্খচূড়ো নাম যক্ষো ধনদানুচরো বলী ॥ ৬
ভূতলে তৎসমো নাস্তি গদাযুদ্ধবিশারদঃ।
মন্মুখাদৌগ্রসেনেশ্চ বলং শ্রুত্বা মহোৎকটম্ ॥
লক্ষভারময়ীং গুর্ব্বীং গদামাদায় যক্ষরাট্ ।
স্বসকাশান্মধুপুরীমাযযৌ চণ্ডবিক্রমঃ ॥ ৮
সভায়ামাস্থিতং প্রাহ কংসং নত্বা মদোদ্ধতঃ।
গদাযুদ্ধং দেহি মহ্যং ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবান্ ॥৯
অহং দাসো ভবেয়ং বৈ ভবাংশ্চ বিজয়ী যদি।
অহং জয়ী চেত্তবস্তং দাসং শীঘ্রং করোম্যহম্ ॥ ১০
তথাস্তু চোক্তা কংসস্তু গৃহীত্বা মহতীং গদাম্।
শঙ্খচূড়েন যুযুধে রঙ্গভূমৌ বিদেহরাট্ ॥ ১১
তয়োশ্চ গদয়া যুদ্ধং ঘোররূপং বভূব হ।
তাড়নাচ্চটচটাশব্দঃ কালমেঘতড়িদ্ধ্বনিঃ ॥ ১২
তৌ ভাতে রঙ্গমধ্যে মল্লৌ নাট্যে নটাবিব।
ইভেন্দ্রাবিব দীর্ঘাঙ্গৌ মৃগেন্দ্রাবিব চোৎকটৌ ॥১৩
দ্বয়োশ্চ যুধ্যতো রাজন্ পরস্পরজিগীষয়া।
বিস্ফুলিঙ্গান্ ক্ষরন্ত্যৌ দ্বে গদে চূর্ণীবভূবতুঃ ॥ ১৪
কংসঃ প্রকুপিতং যক্ষং মুষ্টিনাভিজঘান হ।
শঙ্খচূড়োঽপি তং কংসং মুষ্টিনা তং ততাড় চ॥১৫
মুষ্টামুষ্টি তয়োরাসীদ্দিনানাং সপ্তবিংশতিম্।
দ্বয়োরক্ষীণবলয়োর্ব্বিস্ময়ং গতয়োস্ততঃ ॥ ১৬
শঙ্খচূড়ং সংগৃহীত্বা কংসো দৈত্যাধিপো বলী।
বলাচ্চিক্ষেপ সহসা ব্যোম্নি তং শতযোজনম্ ॥১৭
শঙ্খচূড়ঃ প্রপতিতঃ কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ
কংসং গৃহীত্বা নভসি চিক্ষেপাযুতযোজনম্ ॥ ১৮
আকাশাৎ পতিতঃ কংসঃ কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ।
যক্ষং গৃহীত্বা সহসা পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ১৯
শঙ্খচূড়স্তং গৃহীত্বা পোথয়ামাস ভূতলে।

মিলিত হইয়া রাসে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তিনি গোপীগণ কর্ত্তৃক গীয়মান হইয়া অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক গীয়মান দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইলেন। হে রাজন্! সে স্থানে এক বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত হয়, তুমি আমার মুখে তাহা শ্রবণ কর। কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড় নামে এক যক্ষ আছে, সে গদাযুদ্ধে বিশারদ, ভূতলে তাহার তুল্য বলবান্ নাই। আমার মুখে উগ্রসেননন্দন কংসের মহোৎকট বলের কথা শুনিয়া প্রচণ্ডবিক্রম ঐ যক্ষরাজ লক্ষ ভারময়ী এক গুরু গদা গ্রহণ করিয়া স্বীয় আবাস হইতে মথুরায় আগমন করিল। মদোদ্ধত শঙ্খচূড় সভায় উপবিষ্ট কংসকে প্রণামপূর্ব্বক বলিল,—আপনি ত্রিলোকবিজয়ী আমার সহিত গদাযুদ্ধ করুন। আপনি যদি বিজয়ী হন, আমি আপনার দাস হইব; আর আমি জয়ী হইলে তৎক্ষণাৎ আপনাকে দাস করিব। ১—১০। হে বিদেহরাজ! 'তাহাই হউক' ইহা কহিয়া কংস মহাগদা গ্রহণপূর্ব্বক রঙ্গভূমে শঙ্খচূড়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদের উভয়ের গদাযুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিল; উভয়ের প্রহারে প্রলয়কালীন বিদ্যুৎযুক্ত মেঘধ্বনির ন্যায় চটচটা শব্দ উত্থিত হইল। রঙ্গমধ্যে উভয় মল্ল দুইটী নটের ন্যায় শোভিত হইলেন; উভয়েই করীন্দ্রের ন্যায় দীর্ঘদেহ এবং সিংহের ন্যায় মহাবিক্রমী। হে রাজন্! পরস্পর জয়াশায় দুই জনে যুদ্ধ করিতে থাকিলে উভয়েরই গদা হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল, উভয়েরই গদা চূর্ণ হইয়া গেল। কংস ক্রুদ্ধ যক্ষকে মুষ্টি দ্বারা প্রহার করিল, যক্ষও কংসকে মুষ্টি প্রহারে তাড়িত করিল। তাহাদের পরস্পর মুষ্টিযুদ্ধ বিংশতি দিন চলিল; উভয়েরই বল অক্ষীণ দেখিয়া পরস্পর বিস্মিত হইল। দৈত্যপতি বলবান্ কংস সহসা শঙ্খচূড়কে ধরিয়া শত যোজন দূরে শূন্যে বেগে নিক্ষেপ করিল; শঙ্খচূড় ভূপতিত ও কিঞ্চিৎ ব্যাকুলিতমনা হইয়া কংসকে গ্রহণপূর্ব্বক আকাশে অযুত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিল। কংসও আকাশ হইতে পতিত ও কিঞ্চিৎ ব্যথিত হৃদয়ে যক্ষকে ধরিয়া ভূতলে পাতিত করিল, শঙ্খচূড়ও তাহাকে ধরিয়া ধরায়

এবং যুদ্ধে সম্প্রবৃত্তে চকম্পে ভূমিমণ্ডলম্ ॥২০
মুনীন্দ্রঃ সর্ব্ববিৎ সাক্ষাদ্গর্গাচার্য্যঃ সমাগতঃ।
রঙ্গেষু বন্দিতস্তাভ্যাং কংসং প্রাহোর্জ্জয়া গিরা ॥

শ্রীগর্গ উবাচ।

যুদ্ধং মা কুরু রাজেন্দ্র বিফলোহয়ং রণোহত্র বৈ
ত্বৎসমানো হ্যয়ং বীরঃ শঙ্খচূড়ো মহাবলঃ ॥ ২২
তব মুষ্টিপ্রহারেণ ভূশমৈরাবতো গজঃ।
জানুভ্যাং ধরণীং স্পৃষ্ট্বা কশ্মলং পরমং যযৌ ॥২৩
অন্যেহপি বলিনো দৈত্যা মুষ্টিনা তে মৃতিং গতাঃ
শঙ্খচূড়ো ন পতিতঃ সন্দেহো নাস্তি তচ্ছৃণু ॥ ২৪
পরিপূর্ণতমো যো বৈ সোহপি ত্বাং ঘাতয়িষ্যতি
তথৈনং শঙ্খচূড়াখ্যং শিবস্যাপি বরোর্জ্জিতম্॥২৫
তস্মাৎ প্রেম প্রকর্ত্তব্যং শঙ্খচূড়ে যদূদ্বহ।
যক্ষরাট্ চ ত্বয়া কংসে কর্ত্তব্যং প্রেম নিশ্চিতম্

নারদ উবাচ।

গর্গেণোক্তৌ তদা তৌ দ্বৌ মিলিত্বাথ পরস্পরম্
পরমাং চক্রতুঃ প্রীতিং শঙ্খচূড়যদূদ্বহৌ ॥ ২৭
অথ কংসমনুজ্ঞাপ্য গৃহং গন্তুং সমুদ্যতঃ।
গচ্ছন্মার্গেঽশৃণোদ্রাত্রৌ রাসগানং মনোহরম্ ॥২৮
তালশব্দানুসারেণ সম্প্রাপ্তো রাসমণ্ডলে।
রাসেশ্বর্য্যা সমং রাসেঽপশ্যদ্রাসেশ্বরং হরিম্ ॥২৯

শ্রীরাধয়ালঙ্কৃতবামবাহুং
স্বচ্ছন্দবক্রীকৃতদক্ষিণাঙ্ঘ্রিম্।
বংশীধরং সুন্দরমন্দহাসং
ভ্রূমণ্ডলৈর্ম্মোহিতকামরাশিম্ ॥ ৩০
ব্রজাঙ্গনাযূথপতিং ব্রজেশ্বরং
সুসেবিতং চামরছত্রকোটিভিঃ।
বিজ্ঞায় কৃষ্ণং হ্যতিকোমলং শিশুং
গোপীং সমাহর্ত্তুমলং মনোঽকরোৎ ॥ ৩১

বহুলাশ্ব উবাচ।

কিং বভূব ততো রাসে শঙ্খচূড়ে সমাগতে।
এতন্মে ব্রূহি বিপ্রেন্দ্র ত্বং পরাবরবিত্তমঃ ॥ ৩২

নারদ উবাচ।

ব্যাঘ্রাননং কৃষ্ণবর্ণং তালবৃক্ষদশোচ্ছ্রিতম্।

প্রোথিত করিল। এইরূপ যুদ্ধ হইতে থাকিলে ভূমণ্ডল কম্পিত হইল; মুনিবর সাক্ষাৎ সর্ব্ববিৎ গর্গাচার্য্য তথায় সমাগত হইলেন, রঙ্গভূমে উভয়েই মুনিকে বন্দনা করিল, মুনি কংসকে উর্জ্জিত বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ১১—২১। গর্গ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! তোমার যুদ্ধ করা বিফল, অতএব যুদ্ধ করিও না; এই মহাবীর শঙ্খচূড় তোমার তুল্যবল। তোমার মুষ্টিপ্রহারে ঐরাবত গজও অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া জানু দ্বারা ধরণী আশ্রয় করত পতিত হয়। অন্যান্য অনেক বলবান্ দৈত্য তোমার মুষ্টি প্রহারে মৃতমুখে প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু শঙ্খচূড় পতিত হয় নাই, তাহার নিঃসংশয় কারণ শ্রবণ কর, যিনি তোমাকে বধ করিবেন, সেই পরিপূর্ণতম কৃষ্ণ শিববরে উর্জ্জিত শঙ্খচূড়কেও বিনাশ করিবেন। অতএব হে যদুবর! শঙ্খচূড়ে সৌহার্দ্দ কর। শঙ্খচূড়কেও সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে যক্ষরাজ! তোমারও কংসের সহিত অবশ্যই প্রেম করা কর্ত্তব্য। নারদ বলিলেন,—অনন্তর তৎকালে গর্গকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া শঙ্খচূড় ও কংস উভয়ে মিলিত হইয়া পরস্পর পরম প্রীতি সংস্থাপন করিলেন। অতঃপর কংসের আজ্ঞা লইয়া শঙ্খচূড় গৃহগমনে সমুদ্যত হইলে পথে যাইতে যাইতে রাত্রিতে মনোহর রাস গান শ্রবণ করিল তাললয়সংযুক্ত সঙ্গীতের অনুসরণে শঙ্খচূড় সেই রাসমণ্ডলে উপস্থিত হইল এবং রাসেশ্বরী রাধার সহিত রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে রাসে দর্শন করিল। রাধা তাঁহার বাম বাহু অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তিনি সুন্দর ছন্দে দক্ষিণপদ বক্রীকৃত করিয়াছেন; তিনি বংশীধর, সুন্দর মন্দহাস্য, ভ্রূকটাক্ষে কোটি কন্দর্পের মোহনকারী, ব্রজগোপীযূথপতি ব্রজেশ্বর ও কোটি ছত্র-চামরে পরিসেবিত। শঙ্খচূড় কৃষ্ণকে অতিকোমল শিশু মনে করিয়া গোপীকে চুরি করিবার জন্য মনন করিল। বহুলাশ্ব বলিলেন—হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি পরাবরজ্ঞ। অনন্তর শঙ্খচূড় সমাগত হইলে রাসে কি হইল, ইহা আমাকে বলুন। নারদ বলিলেন,—ব্যাঘ্র-

ভয়ঙ্করং ললজ্জিহ্বং দৃষ্ট্বা গোপ্যোঽতিতত্রসুঃ ॥
দুদ্রুবুঃ সর্ব্বতো গোপ্যো মহান্ কোলাহলোঽভবৎ
হাহাকারস্তদৈবাসীচ্ছঙ্খচূড়ে সমাগতে ॥ ৩৪
শতচন্দ্রাননাং গোপীং গৃহীত্বা যক্ষরাট্ খলঃ।
দুদ্রাবাশূত্তরামাশাং নিঃশঙ্কঃ কামপীড়িতঃ ॥ ৩৫
রুদন্তীং কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি ক্রোশন্তীং ভয়বিহ্বলাম্।
তমন্বধাবৎ শ্রীকৃষ্ণঃ শালহস্তো রুষা ভৃশম্ ॥ ৩৬
যক্ষো বীক্ষ্য তমায়ান্তং কৃতান্তমিব দুর্জ্জয়ম্।
গোপীং ত্যক্ত্বা জীবিতেচ্ছুঃ প্রাদ্রবদ্ভয়বিহ্বলঃ ॥
যত্র যত্র গতো ধাবন্ শঙ্খচূড়ো মহাখলঃ।
তত্রতত্র গতঃ কৃষ্ণঃ শালহস্তো ভৃশং রুষা ॥ ৩৮
হিমাচলতটং প্রাপ্তঃ শালমুদ্যম্য যক্ষরাট্।
তস্থৌ তৎসম্মুখে রাজন্ যুদ্ধকামো বিশেষতঃ ॥
তস্মৈ চিক্ষেপ ভগবান্ শালবৃক্ষং ভুজৌজসা।
তেন ঘাতেন পতিতো বৃক্ষো বাতহতো যথা ॥৪০

পুনরুত্থায় বৈকুণ্ঠং মুষ্টিনা তং জঘান হ।
জগর্জ্জ সহসা দুষ্টো নাদয়ন্মণ্ডলং দিশাম্ ॥ ৪১
গৃহীত্বা তং হরির্দোর্ভ্যাং ভ্রাময়িত্বা ভুজৌজসা।
পাতয়ামাস ভূপৃষ্ঠে বাতঃ পদ্মমিবোদ্ধৃতম্ ॥ ৪২
শঙ্খচূড়স্তং গৃহীত্বা পোথয়ামাস ভূতলে।
এবং যুদ্ধে সম্প্রবৃত্তে চকম্পে ভূমিমণ্ডলম্ ॥ ৪৩
মুষ্টিনা তচ্ছিরশ্ছিত্ত্বা তস্মাচ্চূড়ামণিং হরিঃ।
জগ্রাহ মাধবঃ সাক্ষাৎ সুকৃতী শেবধিং যথা ॥৪৪
তজ্জ্যোতির্নির্গতং দীর্ঘং দ্যোতয়ন্মণ্ডলং দিশাম্
শ্রীদাম্নি শ্রীকৃষ্ণসখে লীনং জাতং ব্রজে নৃপ ॥৪৫
এবং হত্বা শঙ্খচূড়ং ভগবান্ মধুসূদনঃ।
মণিপাণিঃ পুনঃ শীঘ্রমাযযৌ রাসমণ্ডলম্ ॥ ৪৬
চন্দ্রাননায়ৈ চ মণিং দত্ত্বা তং দীনবৎসলঃ।
পুনর্গোপীগণৈঃ সার্দ্ধং রাসং চক্রে হরিঃ স্বয়ম্॥৪৭

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে
রাসক্রীড়ায়াং শঙ্খচূড়বধো নাম
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

বদন কৃষ্ণবর্ণ দশটী তালতরু তুল্য উচ্ছ্রিত, লোলজিহ্ব ভয়ঙ্কর শঙ্খচূড়কে দেখিয়া গোপীগণ অত্যন্ত ত্রাসান্বিত হইলেন; তাঁহারা সর্ব্বদিকে পলাইতে থাকিলে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। শঙ্খচূড়ের আগমনে তখন হাহাকার পড়িয়া গেল। কামপীড়িত খল যক্ষরাজ শঙ্খচূড় শতচন্দ্রাননা গোপীকে গ্রহণ করিয়া নির্ভয়ে উত্তরদিকে ধাবিত হইল। ভয়বিহ্বলা চন্দ্রাননা 'হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ' বলিয়া রোদন ও চীৎকার করিতে লাগিল, কৃষ্ণ অতি ক্রোধে করে শাল তরু লইয়া তাহার পশ্চাদ্ ধাবিত হইলেন। যক্ষ কৃতান্ততুল্য দুর্জ্জয় কৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইল, সে প্রাণের আশায় গোপীকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। মহাবল শঙ্খচূড় দৌড়িয়া যে যে স্থানে যাইতে লাগিল, অতীব রোষপরায়ণ কৃষ্ণ সেই সেই স্থানে শাল হস্তে উপস্থিত হইলেন। হে রাজন্! যক্ষরাজ হিমালয়ের তটে উপস্থিত হইয়া এক শাল তরু তুলিয়া লইল এবং বিশেষভাবে সমরবাসনায় কৃষ্ণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ভগবান্ কৃষ্ণ বাহুবেগে তাহার উপর শালবৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন, শঙ্খচূড় সেই আঘাতে বাতাহত তরুর ন্যায় পতিত হইল। দুষ্ট যক্ষ পুনরায় উঠিয়া কৃষ্ণকে মুষ্টি দ্বারা প্রহার করিল এবং সহসা দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করত গর্জ্জন করিয়া উঠিল। হরি বাহুদ্বয়ে তাহাকে ধরিয়া সবেগে ভ্রামিত করত বাতোদ্ধৃত পদ্মের ন্যায় ভূতলে পাতিত করিলেন। শঙ্খচূড়ও তাহাকে ধরিয়া ভূতলে পোথিত করিল। এইরূপে যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে ভূমণ্ডল কম্পিত হইল। ৩২—৪৩। কৃষ্ণও মুষ্ট্যাঘাতে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া সুকৃতি ব্যক্তি যেরূপ নিধি প্রাপ্ত হন, সেইরূপ তাহা হইতে চূড়ামণি গ্রহণ করিলেন। হে নৃপ! তাহার দেহ হইতে অতিদীর্ঘ তেজ বিনির্গত হইয়া দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করত ব্রজে কৃষ্ণসখা শ্রীদামে লীন হইল। দীন বৎসল ভগবান্ মধুসূদন স্বয়ং হরি এইরূপে শঙ্খচূড়কে নিধন করিয়া সত্বর মণিহস্তে পুনরায় রাসমণ্ডলে উপস্থিত হইলেন এবং সেই চন্দ্রাননাকে সেই

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

অথ গোপীগণৈঃ সার্দ্ধং পশ্যন্ শ্রীযমুনাতটম্ ।
বিহর্ত্তুমাযযৌ কৃষ্ণো বৃন্দারণ্যং মনোহরম্ ॥ ১
বৃন্দাবনে চৌষধয়ো লীনা জাতা হরের্ব্বরাৎ ।
তাঃ সর্ব্বাশ্চাঙ্গনা ভূত্বা যূথীভূত্বা সমাযযুঃ ॥ ২
লতাগোপীসমূহেন চিত্রবর্ণেন মৈথিল ।
রেমে বৃন্দাবনে রাজন্ হরির্বৃন্দাবনেশ্বরঃ ॥ ৩
কলিন্দনন্দিনীতীরে কদম্বাচ্ছাদিতে শুভে ।
ত্রিবিধেন সমীরেণ সর্ব্বতঃ সুরভীকৃতে ॥ ৪
বিলসৎপুলিনে রম্যে বংশীবটবিরাজিতে ।
স্থিতোঽভূদ্রাধয়া সার্দ্ধং রাসশ্রমসমন্বিতঃ ॥ ৫
বীণাতালমৃদঙ্গাদিমুরুযষ্টিযুতানি চ ।
বাদিত্রাণ্যম্বরে নেদুঃ সুরৈর্গোপীগণৈঃ সহ ॥ ৬
দেবেষু পুষ্পং বর্ষৎসু জয়ধ্বনিযুতেষু চ ।
তোষয়ন্ত্যো হরিং গোপ্যো জগুস্তদ্যশ উত্তমম্ ॥
কাশ্চিচ্চ মেঘমল্লারং দীপকঞ্চ তথাপরাঃ
মালকোশং ভৈরবঞ্চ শ্রীরাগঞ্চ তথৈব চ ॥ ৮
হিন্দোলঞ্চ জগুঃ কাশ্চিদ্রাজন্ সপ্তস্বরৈঃ সহ ।
কাশ্চিত্তাসাং প্রমুগ্ধাশ্চ কাশ্চিন্মধ্যাঃ স্ত্রিয়ো নৃপ ॥
কাশ্চিৎ প্রৌঢ়াঃ প্রেমপরাঃ শ্রীকৃষ্ণে লগ্নমানসাঃ ।
জারধর্ম্মেণ গোবিন্দং কাশ্চিদ্গোপ্যো ভজন্তি হি
কাশ্চিৎ শ্রীকৃষ্ণসহিতাঃ কন্দুকক্রীড়নে রতাঃ ।
কাশ্চিৎ পুষ্পৈশ্চ হরিণা ক্রীড়াং চক্রুঃ পরস্পরম্ ॥
কাশ্চিল্লতাসু ধাবন্ত্যঃ ক্বণন্নূপুরমেখলাঃ ।
কাশ্চিৎ পিবন্তি সততং বলাৎ কৃষ্ণাধরামৃতম্ ॥ ১২
কাশ্চিদ্ভুজাভ্যাং শ্রীকৃষ্ণং যোগিনামপি দুর্লভম্ ।
সংগৃহীত্বা প্রহস্যারাচ্চক্রুরালিঙ্গনং মহৎ ॥ ১৩
মনোজ্ঞো যন্ত্ররাজা চ গোপীনাং ভগবান্ হরিঃ ।
কাশ্মীরমুদ্রিতো রেমে বনে বৃন্দাবনেশ্বরঃ ॥ ১৪

মণি দান করিয়া গোপীগণসহ পুনরায় রাস করিলেন। ৪৪—৪৭।

বৃন্দাবনখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর গোপীগণসহ যমুনাতট দর্শন করিতে করিতে রাধাকৃষ্ণ-বিহারার্থ মনোহর বৃন্দাবনে আগমন করিলেন। বৃন্দাবনে ওষধি লতা সকল লীন হইয়াছিল, হরির বরে তাহারা অঙ্গনা হইয়া জন্মগ্রহণ করে; সেই সকল অঙ্গনা দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত হইল। হে মৈথিল! সেই সকল চিত্রবর্ণ লতা-গোপীগণসহ বৃন্দাবনেশ্বর হরি রমমাণ হইলেন। হে রাজন্! রাসশ্রমযুক্ত কৃষ্ণ কদম্বাচ্ছাদিত শৈত্য মান্দ্য ও সৌগন্ধ্যাদি ত্রিবিধ গুণযুক্ত বায়ুদ্বারা সর্ব্বদিক্ সুরভীকৃত বংশীবট-বিরাজিত রমণীয় উজ্জ্বল পুলিন সমন্বিত মনোজ্ঞ যমুনাতীরে রাধার সহিত উপবেশন করিলেন। সুরগণ আকাশে তানপুরাযুক্ত বীণা, তাল, মৃদঙ্গাদি বাদ্য বাজাইলেন এবং জয়ধ্বনিও পুষ্প বর্ষণ করিলেন। গোপগণসহ গোপীরা তাঁহার উত্তম যশ গান করিতে লাগিলেন। ১—৭। কোন কোন গোপী মেঘমল্লার ও দীপক, কোন কোন গোপী মালকোষ ভৈরব ও শ্রীরাগ এবং হে রাজন্! কেহ কেহ সপ্তস্বরসহ হিন্দোলন গান করি-লেন। হে নৃপ! তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন গোপী প্রমুগ্ধা, কোন কোন গোপী মধ্যা, কোন কোন গোপী প্রৌঢ়া,—সকলেই প্রেমপরা ও শ্রীকৃষ্ণে তদ্গতচিত্তা। কোন কোন গোপী উপপতি-ধর্ম্মে গোবিন্দের ভজনা করেন, কোন কোন গোপী কৃষ্ণের সহিত কন্দুকক্রীড়ারত, কেহ কেহ হরির সহিত পরস্পর পুষ্পক্রীড়া করেন, কোন কোন গোপী নূপুর মেখলার ক্বণধ্বনি তুলিয়া লতাতলে ধাবিতা হন; কোন কোন গোপী বলপূর্ব্বক কৃষ্ণের অধরামৃত পান করেন, কোন কোন গোপী যোগীদিগেরও দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণকে সমীপে পাইয়া হাসিতে হাসিতে ভুজদ্বয়ে গাঢ় আলিঙ্গন করেন। বৃন্দা-বনেশ্বর পরম রমণীয় ভগবান্ হরি কুঙ্কুম-ভূষিত হইয়া গোপীগণের সহিত বনে ক্রীড়া

কাশ্চিদ্বীণাং বাদয়ন্ত্যঃ সমং বংশীধরেণ বৈ।
মৃদঙ্গং বাদয়ন্ত্যঃ কা গায়ন্ত্যো ভগবদ্গুণান্ ॥১৫
কাশ্চিচ্চৈব মধুরং তালং তাড়য়ন্ত্যো হরেঃ পুরঃ।
সুরযন্ত্রং সংগৃহীত্বা হরিণা মাধবীতলে ॥ ১৬
গায়ন্ত্যঃ সুস্থিরা ভূমৌ বিস্মৃত্য জগতঃ সুখম্।
কাশ্চিল্লতাসু শ্রীকৃষ্ণভুজে বাহুং নিধায় চ ॥ ১৭
বৃন্দাবনস্য পশ্যন্ত্যো শোভাং রাজন্নিতস্ততঃ।
লতাজালৈঃ সম্বলিতং গোপীনাং হারসঞ্চয়ম্ ॥ ১৮
পৃথক্ চকার গোবিন্দঃ স্পৃষ্ট্বা তাসামুরঃস্থলম্।
গোপীনাং নাসিকামুক্তাবলীং তৎকুন্তলং স্বয়ম্ ॥
শনৈঃ শনৈঃ শোভনং তচ্চক্রে শ্রীনন্দনন্দনঃ।
কৃষ্ণচর্ব্বিততাম্বূলমর্দ্ধং নীত্বাথ গোপিকাঃ ॥ ২০
চর্ব্বয়ন্তি সুগন্ধাঢ্যমহো তাসাং তপো মহৎ।
কাশ্চিচ্ছ্যামকপোলেষু দ্ব্যঙ্গুলেন শনৈঃ শনৈঃ॥২১

করিলেন। কোন কোন গোপী বংশীধর কৃষ্ণের সহিত বীণা বাজাইলেন, কেহ কেহ মৃদঙ্গ বাজাইয়া ভগবদ্গুণ গান করিলেন, মাধবী লতাতলে কোন কোন গোপী হরির সম্মুখে তানপুরার তান তুলিয়া তাহাতে মধুর তান দিতে লাগিলেন। অনেকে জগতের সুখ বিস্মৃত হইয়া ভূমিতলে নিবিষ্টচিত্তে উপবেশনপূর্ব্বক গান করিলেন। হে রাজন্! কেহ কেহ লতাতলে শ্রীকৃষ্ণভুজে নিজবাহু বিন্যস্ত করিয়া ইতস্ততঃ বৃন্দাবনের শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। গোপীগণের হারসমূহ লতাজালের সহিত জড়িত হওয়ায় কৃষ্ণ তাহাদের বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণপূর্ব্বক তাহা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ঠিক করিয়া দেন, এবং তথাবিধ নাসিকা-মৌক্তিক ও কুন্তল স্বয়ং সুবিন্যস্ত করেন। ৮—১৯। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে তাঁহাদের শোভা সম্পাদন করিতে থাকিলে গোপিকারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার অর্দ্ধচর্ব্বিত সুগন্ধসম্বলিত তাম্বূল লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিল। অহো! এই সকল গোপীর তপস্যা কি সু মহৎ! অনেক গোপী হাসিতে হাসিতে পৃথক্ পৃথক্রূপে কৃষ্ণকপোলে দুইটী অঙ্গুলী দিয়া সবেগে কদম্ব বৃক্ষে করদ্বারা ঠুকিতে লাগিল।

হসন্ত্যস্তাড়য়ন্ত্যস্তাঃ কদম্বেষু বলাৎ পৃথক্।
পুংবেষনায়িকাঃ কাশ্চিন্মৌলিকুণ্ডলমণ্ডিতাঃ ॥২২
নৃত্যন্ত্যঃ কৃষ্ণপুরতঃ শ্রীকৃষ্ণ ইব[illegible] ॥
রাধাবেষধরা গোপ্যঃ শতচন্দ্রাননপ্রভাঃ ॥ ২৩
তোষয়ন্ত্যশ্চ রাধাং তাং তথা রাধাপতিং [illegible]
কাশ্চিত্তাঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈঃ সংযুক্তাঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ॥ ২৪
যোগীব চাস্থিতা ভূমৌ পরমানন্দসংপ্লুতাঃ।
কাশ্চিল্লতাসু বৃক্ষেষু ভূম্যাং বৈ বিদিশাসু চ ॥২৫
পশ্যন্ত্যঃ শ্রীপতিং দেবং স্বস্মিন্ বা মৌনমাস্থিতাঃ
এবং রাসে গোপবধ্বঃ সর্ব্বাঃ পূর্ণমনোরথাঃ ॥২৬
বভূবুরেত্য গোবিন্দং সর্ব্বেশং ভক্তবৎসলম্।
যৎপ্রসাদস্তু গোপীনাং প্রাপ্তো রাজন্ মহামতে
জ্ঞানিনামপি নাস্ত্যেবং কর্ম্মিণাং তু কুতশ্চ সঃ।
এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য হরে রাধাপতেঃ প্রভোঃ।
রাসে চিত্রং যদ্বভূব তচ্ছৃণুষ্ব মহামতে ॥ ২৮

হে মৈথিল! কোন্ কোন গোপী মুকুট কুণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া পুরুষবেশ ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণের সম্মুখে দ্বিতীয় কৃষ্ণের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল। শত শশধরবদনা অনেক গোপী রাধার বেশ ধারণ করিয়া রাধাও কৃষ্ণের গুণগান-করত রাধার সন্তোষ সাধন করিতে লাগিলেন। প্রেমবিহ্বলা কোন কোন গোপী সাত্ত্বিকভাবে ভূতলে অবস্থিত হইয়া পরমানন্দময় যোগীর ন্যায় বিরাজ করিলেন। কোন গোপী লতায়, কেহ বৃক্ষে, কেহ ভূতলে, কেহ দিক্‌বিদিকে শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিলেন এবং কেহ কেহ স্বীয় আত্মায় কৃষ্ণ দর্শন করিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন। এইরূপে সকল গোপীই রাসে ভক্তবৎসল সর্ব্বেশ গোবিন্দকে লাভ করিয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন;—হে মহামতে রাজন্! গোপীগণ যে অনুগ্রহ লাভ করিলেন, জ্ঞানীদিগেরও তাহা হয় না, কর্ম্মিগণের ত কথাই নাই। এইরূপে রাসকারী রাধাপতি কৃষ্ণচন্দ্র প্রভু হরির রাসকালে যে বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছিল, হে মহামতে! তাহা

মুনীন্দ্র আসুরির্নাম শ্রীকৃষ্ণেষ্টো মহাতপাঃ ॥ ২৯
নারদাদ্রৌ তপস্তেপে হরৌ ধ্যানপরায়ণঃ।
হৃৎপুণ্ডরীকে শ্রীকৃষ্ণং জ্যোতির্মণ্ডলমাস্থিতম্ ॥
মনোজ্ঞং রাধয়া সার্দ্ধং নিত্যং ধ্যানে দদর্শ হ।
একদা ধ্যানমধ্যে তু রাত্রৌ কৃষ্ণো ন চাগতঃ ॥
বারং বারং কৃতং ধ্যানং খিন্নো জাতো মহামুনিঃ
ধ্যানাদুত্থায় স মুনিঃ কৃষ্ণদর্শনলালসঃ ॥ ৩২
নারায়ণাশ্রমং প্রাগাদ্ বদরীখণ্ডমণ্ডিতম্।
ন দদর্শ হরিং দেবং নরনারায়ণং মুনিঃ ॥ ৩৩
তদাতিবিস্মিতো বিপ্রো লোকালোকগিরিং যযৌ
সহস্রশিরসং দেবং ন দদর্শ স তত্র বৈ ॥ ৩৪
পপ্রচ্ছ পার্ষদাংস্তত্র ক্ব গতো ভগবানিতঃ।
ন বিদ্মো ভো বয়ং চোক্তো মুনিঃ খিন্নমনাস্তদা
শ্বেতদ্বীপং যযৌ দিব্যং ক্ষীরসাগরশোভিতম্।
তত্রাপি শেষপর্য্যঙ্কে ন দদর্শ হরিং পুনঃ ॥ ৩৬
তদা মুনিঃ খিন্নমনাঃ প্রেম্ণা পুলকিতাননঃ।
পপ্রচ্ছ পার্ষদাংস্তত্র ক্ব গতো ভগবানিতঃ ॥৩৭
ন বিদ্মো ভো বয়ং চোক্তো মুনিশ্চিন্তাপরায়ণঃ।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি দর্শনং তৎ কথং ভবেৎ
এবং ব্রুবন্মনোযায়ী বৈকুণ্ঠং প্রাপ্তবাংস্ততঃ ॥ ৩৮
নাপশ্যত্তত্র দেবেশং রমাং বৈকুণ্ঠবাসিনীম্ ॥ ৩৯
ন দৃষ্টস্তত্র ভক্তেষু মুনিনাসুরিণা নৃপ।
ততো মুনীন্দ্রো যোগীন্দ্রো গোলোকং স
জগাম হ ॥ ৪০
বৃন্দাবনে নিকুঞ্জেঽপি ন দদর্শ পরাৎপরম্।
তদা মুনিঃ খিন্নমনাঃ শ্রীকৃষ্ণবিরহাতুরঃ ॥ ৪১
পপ্রচ্ছ পার্ষদাংস্তত্র ক্ব গতো ভগবানিতঃ।
ঊচুস্তং পার্ষদা গোপা বামনাণ্ডে মনোহরে ॥৪২
পৃশ্নিগর্ভো যত্র জাতস্তত্রৈব ভগবান্ স্বয়ম্।
ইত্যুক্ত আসুরিস্তস্মাদস্মিন্নণ্ডে সমাগতঃ ॥ ৪৩
হরিং হ্যপশ্যন্ প্রচলন কৈলাসং প্রাপ্তবান্মুনিঃ।
তত্র স্থিতং মহাদেবং কৃষ্ণধ্যানপরায়ণম্।

শ্রবণ কর। ২০—২৮। আসুরি নামক মুনীন্দ্র মহাতপা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ছিলেন; তিনি হরিতে ধ্যানপরায়ণ হইয়া নারদ-পর্ব্বতে তপস্যা করেন। আসুরি ধ্যানযোগে হৃৎপদ্ম মধ্যে জ্যোতির্মণ্ডল মধ্যগত রাধাসহ সুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য দর্শন করিতেন। একদা রাত্রিকালে কৃষ্ণ ধ্যান-পথে আগত হই লেন না, মহামুনি আসুরি বারবার ধ্যান করিয়াও দেখিতে না পাইয়া দুঃখিত হই-লেন। কৃষ্ণদর্শনাভিলাষী মুনি ধ্যান হইতে উঠিয়া বদরীখণ্ডমণ্ডিত নারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন। মুনি নরনারায়ণ হরিকে দেখিতে পাইলেন না, তখন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া লোকালোক পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। বিপ্র আসুরি সেখানেও সহস্রশীর্ষা ভগবানের দর্শন লাভ করিলেন না, তত্রত্য পার্ষদগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখান হইতে ভগবান্ কোথায় গিয়াছেন? তখন তাহারা "আমরা জানি না" বলিলে তিনি খিন্নমনা হইয়া ক্ষীর-সাগর শোভিত দিব্য শ্বেতদ্বীপে গমন করি-লেন, সেখানেও শেষশয্যায় হরিকে দর্শন করিলেন না। প্রেমে পুলকিতানন মুনি খিন্ন-মনে তত্রত্য পার্ষদগণকে পূর্ব্বের মত জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখান হইতে ভগবান্ কোথায় গিয়াছেন? অনন্তর তাহারা "আমরা বিদিত নহি" বলিলে চিন্তান্বিত হইয়া "কি করি, কোথায় যাই, কি করিলে তাঁহার দর্শন পাই" এইরূপ বলিয়া মনোগামী মুনি বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ২৯—৩৮। সেখানেও দেবেশ ও বৈকুণ্ঠবাসিনীকে দেখিলেন না। হে নৃপ! যোগিবর ভক্তসত্তম মুনি আসুরি তথায় দর্শন না পাইয়া অতঃপর গোলোকে আগমন করি-লেন, কিন্তু বৃন্দাবনের নিকুঞ্জে পরাৎপর হরির দর্শন পাইলেন না। তখন কৃষ্ণবিরহাতুর মুনি খিন্নমনে পার্ষদগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—ভগবান্ এখান হইতে কোথায় গিয়াছেন? তত্রত্য গোপ-পার্ষদগণ বলিল—যে মনোহর বামন-ব্রহ্মাণ্ডে পৃশ্নিগর্ভ ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন, স্বয়ং ভগবান্ সেই ব্রহ্মাণ্ডে গিয়া-ছেন। পার্ষদগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়া আসুরি সেই স্থান হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডে আসিলেন। মুনি হরিকে না দেখিয়া চলিতে চলিতে কৈলাসে

নত্বা পপ্রচ্ছ তত্রাস্থৌ স্থিরচেতা মহামুনিঃ ॥ ৪৪
আসুরিরুবাচ।
ভগবন্ সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডং ময়া দৃষ্টমিতস্ততঃ ॥ ৪৫
আবৈকুণ্ঠাচ্চ গোলোকাদ্ ভ্রমতা তদ্দিদৃক্ষুণা।
কুত্রাপি দেবদেবস্য দর্শনং ন বভূব মে।
কুত্রাস্তে ভগবানদ্য বদ সর্ব্ববিদাং বর ॥ ৪৬
শ্রীমহাদেব উবাচ।
ধন্যস্ত্বমাসুরে ব্রহ্মন্ কৃষ্ণভক্তোঽহস্যহৈতুকঃ।
দিদৃক্ষুণা ত্বয়াঽয়াসং কৃতং বেদ্মি মহামুনে ॥ ৪৭
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীহ যথা রসাদীং-
স্তথা সকামা মুনয়ঃ সুখং যৎ।
মনাঙ্ ন জানন্তি জনৈরপেক্ষ্যং
গূঢ়ং পরং নির্গুণলক্ষণং তৎ ॥ ৪৮
হংসং মুনিং দুঃখগতং মহোদধৌ
যঃ সর্ব্বতো মোচয়িতুং গতস্ত্বরম্।
সোঽদ্যৈব বৃন্দাবিপিনে সখীজনৈঃ
করোতি রাসং রসিকেশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৯
ষাণ্মাসিকী চাদ্য কৃতা নিশীথিনী
স্বমায়য়া দেববরেণ ভো মুনে।
অহং গমিষ্যামি তদেব দ্রষ্টুং
ত্বমেব গচ্ছাশু মনোরথং যথা ॥ ৫০

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে শ্রীনারদ-বহুলাশ্বসংবাদে রাসক্রীড়ায়ামাসুর্য্যুপাখ্যানং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়।

শ্রীনারদ উবাচ।
এবং বিচিন্ত্য মনসা শিবোঽথাসুরিণা সহ।
তৌ কৃষ্ণদর্শনার্থায় জগ্মতুর্ব্রজমণ্ডলম্ ॥ ১
দিব্যদ্রুমলতাকুঞ্জতোলিকাপুঞ্জশোভিতম্।
পশ্যন্তৌ তৌ দিব্যভূমিং কালিন্দীনিকটে গতৌ
গোলোকবাসিন্যো নার্য্যো বেত্রহস্তা মহাবলাঃ।
চক্রুর্বলাত্তন্নিষেধং মার্গস্থা দ্বারপালিকাঃ ॥ ৩
তাবূচতুশ্চাগতৌ স্বঃ কৃষ্ণদর্শনলালসৌ।

আসিলেন, দেখিলেন—তথায় কৃষ্ণধ্যানপরায়ণ মহাদেব অবস্থিত। তখন রাত্রি হইয়াছে, মুনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। আসুরি বলিলেন,—ভগবন্! আমি হরি-দর্শনাশায় বৈকুণ্ঠ হইতে গোলোক পর্য্যন্ত নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ইতস্তত ভ্রমণ করিয়াছি, কোথায়ও আমার দেবদেবের দর্শনলাভ ঘটে নাই, হে সর্ব্বজ্ঞবর! অদ্য ভগবান কোথায় আছেন, বলুন। ৩৯—৪৬। মহাদেব বলিলেন,—হে আসুরে! তুমি কৃষ্ণভক্ত, সুতরাং ধন্য; হে ব্রহ্মন্! তুমি যে নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণ-দর্শনাশায় অত্যন্ত আয়াস স্বীকার করিয়াছ, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। এ সংসারে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ যেমন রসাদি বিষয় জানিতে পারে না, তদ্রূপ সকাম মুনিগণও গূঢ় পরম নিরপেক্ষ নির্গুণ সুখের কিঞ্চিন্মাত্রও বিদিত নহেন। মহা সমুদ্রে পতিত দুঃখ প্রাপ্ত হংস-মুনিকে যিনি মুক্ত করিতে সত্বর হইয়াছিলেন, সেই মহান্ রসিকেশ্বর ভগবান্ স্বয়ং অদ্য বৃন্দাবনে সখীজনের সহিত রাস করিতেছেন। হে মুনে! আজ সেই দেববর ভগবান্ নিজ মায়ায় রাত্রিকে ষণ্মাসব্যাপিনী করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইব, তুমিও অভিলাষানুরূপ শীঘ্র আগমন কর। ৪৭—৫০।

বৃন্দাবনখণ্ডে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—মহাদেব মনোমধ্যে এই-রূপ চিন্তা করিয়া আসুরির সহিত কৃষ্ণদর্শনা-শায় ব্রজমণ্ডলে গমন করিলেন। তাঁহারা দিব্য দ্রুম, লতাকুঞ্জ ও তোলিকাপুঞ্জ শোভিত দিব্যস্থান যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখি-লেন,—মহাবলশালিনী গোলোকবাসিনী কামিনীগণ বেত্রহস্তে দ্বারপালিকার কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারা পথ মধ্যে অবস্থিত হইয়া মহাদেব ও আসুরিকে আসিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—আমরা কৃষ্ণ-

তাবাহুর্নৃপশার্দ্দূল মার্গস্থা দ্বারপালিকাঃ ॥ ৪

দ্বারপালিকা উচুঃ।

সর্ব্বতো বৃন্দকারণ্যং কোটিশঃ কোটিশো বয়ম্।
রাসরক্ষাং সদা কুর্ম্মো ন্যস্তা কৃষ্ণেন ভো দ্বিজৌ
একোঽস্তি পুরুষঃ কৃষ্ণো নির্জ্জনে রাসমণ্ডলে।
অন্যো ন যাতি রহসি গোপীযূথং বিনা ক্বচিৎ ॥
চেদ্দিদৃক্ষু যুবাং তস্য স্নানং মানসরোবরে।
কুরুতং তত্র গোপীত্বং প্রাপ্যাশু ব্রজতং মুনী ॥৭

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্তৌ তৌ মুনিশিবৌ স্নাত্বা মানসরোবরে
গোপীত্বং প্রাপ্য সহসা জগ্মতু রাসমণ্ডলে ॥ ৮
সৌবর্ণপ্রখচিৎপদ্মরাগভূমিমনোহরে।
মাধবীলতিকাবৃন্দকদম্বাচ্ছাদিতে শুভে ॥ ৯
বসন্তচন্দ্রকৌমুদ্যা প্রদীপ্তে সর্ব্বকৌশলে।
যমুনারত্নসোপানতোলিকাভির্বিরাজিতে ॥ ১০
ময়ূরহংসদাত্যূহকোকিলৈঃ কূজিতে পরে।
যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতে ॥ ১১
সভামণ্ডপবীথীভিঃ প্রাঙ্গণস্তম্ভপঙ্‌ক্তিভিঃ।
পতৎপতাকৈর্দিব্যাভৈঃ সৌবর্ণৈঃ কলশৈর্বৃতে
শ্বেতারুণৈঃ পুষ্পসঙ্ঘৈঃ পুষ্পমন্দিরবর্ত্মভিঃ।
অলিকোলাহলৈর্ব্যাপ্তে বাদিত্রমধুরস্বনৈঃ ॥ ১৩
সহস্রদলপদ্মানাং বায়ুনা মন্দগামিনা।
শীতলেন সুপুণ্যেন সর্ব্বতঃ সুরভীকৃতে ॥ ১৪
তস্মিন্নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণং কোটিচন্দ্রপ্রকাশয়া।
পদ্মিহস্তা হংসগামিন্যা রাধয়া সমলঙ্কৃতম্ ॥ ১৫
স্ত্রীরত্নৈরাবৃতং শশ্বদ্রাসমণ্ডলমধ্যগম্।
কোটিমন্মথলাবণ্যং শ্যামসুন্দরবিগ্রহম্ ॥ ১৬
বংশীধরং পীতপটং বেত্রপাণিং মনোহরম্।
শ্রীবৎসাঙ্কং কৌস্তুভিনং বনমালাবিরাজিতম্ ॥
ক্বণন্নূপুরমঞ্জীরকাঞ্চিকেয়ূরভূষিতম্।
হারকঙ্কণবালার্ককুণ্ডলদ্বয়মণ্ডিতম্ ॥ ১৮
কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশং মৌলিনং নন্দনন্দনম্।
দানদক্ষৈঃ কটাক্ষৈশ্চ হরন্তং যোষিতাং মনঃ ॥১৯

দর্শন বাসনায় সমাগত হইয়াছি। হে নৃপবর! পথস্থিতা দ্বারপালিকারা বলিতে লাগিলেন। দ্বারাপালিকারা কহিলেন,—হে দ্বিজদ্বয়! আমরা কোটি কোটি নারী কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া বৃন্দাবনের সর্ব্বদিকে থাকিয়া সর্ব্বদা রাস-রক্ষা করিয়া থাকি। নির্জ্জন রাসমণ্ডলে পুরুষ একমাত্র কৃষ্ণই আছেন, সেই গুপ্ত স্থানে [যূ]থ ব্যতীত অন্য কেহ কখনও যাইতে পারে না। হে মুনিবরদ্বয়! তোমাদের যদি তাঁহার দর্শনে অভিলাষ থাকে, তবে মানস সরোবরে স্নান কর, তারপর গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া তথায় উপনীত হও। নারদ বলি-লেন,—আসুরি ও মহাদেব এই প্রকারে কথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মানসসরোবরে স্নান করিলেন এবং গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া রাস-মণ্ডলে উপনীত হইলেন। ১—৮। সুবর্ণ খচিত সেই ভূমি পদ্মরাগ-মনোহর, সেই স্থান মাধবী লতাজালে আচ্ছাদিত কদম্ব তরুতল; বসন্তকালীন চন্দ্র কিরণে তাহা উজ্জ্বল ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ময়ূর হংস দাত্যূহ ও কোকিল-কূজিত এবং রমণীয়; তত্রত্য পল্লব শোভিত তরু সকল যমুনা সমীরণে সুন্দররূপে কম্পিত হই-তেছে; তথায় সভামণ্ডপ ও প্রশস্ত পথ বিদ্য-মান; উহা প্রাঙ্গণ স্তম্ভপংক্তি ও দিব্যকান্তিযুক্ত পতপতায়মান পতাকা দ্বারা শোভিত ও সুবর্ণ কলসাবৃত; সেস্থানে পুষ্পমন্দির বিদ্যমান, শ্বেত ও অরুণবর্ণ পুষ্পসমূহে ঐ মন্দিরপথ সমাকীর্ণ; উহা অলি-কোলাহলে ব্যাপ্ত ও মধুরধ্বনি বাদ্যে প্রতিধ্বনিত। সহস্রদল পদ্মের গন্ধ-যুক্ত বায়ু তথায় মন্দ মন্দ গমন করে এবং তাহার সকল স্থানই পবিত্র শীতল ও সুগন্ধময় করিয়া দেয়। সেই নিকুঞ্জে কোটি চন্দ্র কান্তি হংসগামিনী পদ্মহস্তা রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ সমলঙ্কৃত, স্ত্রীগণপরিবৃত ও রাসমণ্ডলমধ্যগত। তিনি কোটি কন্দর্পকান্তি, শ্যামসুন্দরতনু, বংশীধর বেত্রকর, পীতবসনধারী মনোহর; তিনি শ্রীবৎসচিহ্নিত কৌস্তুভভূষিত ও বনমালা বিরাজিত, ক্বণধ্বনিযুক্ত নূপুর মঞ্জীর কাঞ্চী ও কয়ূরে সমালঙ্কৃত, হার, কঙ্কণ ও বালার্ককিরণ কুণ্ডলদ্বয়ে মণ্ডিত। তিনি দান দক্ষ কটাক্ষ দ্বারা নারীগণের মন হরণ করেন। হে নৃপসত্তম!

দূরাদপশ্যতাং রাজন্নাসুরীশৌ কৃতাঞ্জলী।
গোপীজনানাং সর্ব্বেষাং পশ্যতাং নৃপসত্তম।
নত্বা শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জমূচতুর্হর্ষবিহ্বলৌ॥ ২০

ঋষিবূচতুঃ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ দেবদেব জগৎপতে॥ ২১
পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ তে নমঃ।
জনার্দ্দন জগন্নাথ পদ্মনাভ ত্রিবিক্রম।
দামোদর হৃষীকেশ বাসুদেব নমোঽস্তু তে॥২২

অদ্যৈব দেব পরিপূর্ণতমস্তু সাক্ষা-
দ্ভূভূরিভারহরণায় সতাং শুভায়।
প্রাপ্তোঽসি নন্দভবনে পরতঃ পরস্ত্বং
কৃত্বা হি সর্ব্বনিজলোকমশেষশূন্যম্॥ ২৩
অংশাংশকাংশকলয়াভিকৃতাভিরাম-
মাবেশপূর্ণনিচয়াভিরতীব যুক্তঃ।
বিশ্বং বিভর্ষি রসরাসমলং করোষি
বৃন্দাবনং চ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ং ত্বম্॥ ২৪
গোলোকনাথ গিরিরাজপতে পরেশ
বৃন্দাবনেশ কৃতনিত্যবিহারলীল।
রাধাপতে ব্রজবধূজনগীতকীর্ত্তে
গোবিন্দ গোকুলপতে কিল তে জয়োঽস্তু॥
শ্রীমন্নিকুঞ্জলতিকাকুসুমাকরস্ত্বং
শ্রীরাধিকাহৃদয়কণ্ঠবিভূষণস্ত্বম্।
শ্রীরাসমণ্ডলপতির্ব্রজমণ্ডলেশো
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলমহীপরিপালকোঽসি॥ ২৬

নারদ উবাচ।

তদা প্রসন্নো ভগবান্ রাধয়া সহিতো হরিঃ।
মন্দস্মিতো মুনিং প্রাহ মেঘগম্ভীরয়া গিরা॥২৭

শ্রীভগবানুবাচ।

ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি যুবয়োস্তপতোস্তপঃ।
মদ্দর্শনং তেন জাতং সর্ব্বতো নৈরপেক্ষয়োঃ॥ ২৮
নিষ্কিঞ্চনো যঃ শান্তশ্চাজাতশত্রুঃ স মৎসখা।
তস্মাদ্যুবাভ্যাং মনসা ব্রিয়তামীপ্সিতো বরঃ॥২৯

শিবাসুরী উচতুঃ।

নমোঽস্তু ভূমন্ যুবয়োঃ পদাব্জে
সদৈব বৃন্দাবনমধ্যবাস।
ন রোচতেঽন্যোঽস্মতস্ত্বদন্ঘ্রে-
র্নমো যুবাভ্যাং হরিরাধিকাভ্যাম্॥ ৩০

আসুরি ও ঈশ সেই কোটিচন্দ্রকান্তি মুকুট-শোভিত নন্দনন্দনকে দূর হইতে সন্দর্শন করিয়া গোপীগণের সমক্ষে করযোড়ে তাঁহার পাদপদ্মে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। আসুরি ও ঈশ বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি মহাযোগী দেবদেব জগৎপতি পুণ্ডরীকনয়ন গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ! তোমাকে নমস্কার। হে কৃষ্ণ! তুমি জনার্দ্দন জগন্নাথ, পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, দামোদর, হৃষীকেশ, বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার। হে দেব পরিপূর্ণতম! তুমি স্বয়ং আজ পৃথিবীর ভূরিভারহরণ ও সাধুগণের শুভার্থ শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর হইয়াও নিজ লোক একবারে শূন্য করিয়া নন্দভবনে অবতীর্ণ হইয়াছ। ৯—২৩। অংশাংশ, অংশ, কলা, আবেশ, পূর্ণ প্রভৃতি অবতার পরিগ্রহ করিয়া তুমি সমগ্র জগতের পালন কর; আর তুমিই পরিপূর্ণতমরূপে স্বয়ং রাসরস পূর্ণ করিয়া বৃন্দাবনের শোভাবৃদ্ধি করিয়া থাক। হে গোলোকপতে! তুমি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের অধীশ্বর, পরেশ, বৃন্দাবনেশ্বর ও নিত্য লীলা-বিহারী। হে রাধাধীশ! ব্রজবধূগণ তোমার যশোগান করেন; হে গোবিন্দ! হে গোকুল-পতে! তোমার জয় হউক। তুমি শোভাযুক্ত নিকুঞ্জলতার বসন্তকাল, রাধিকার হৃদয় ও কণ্ঠের ভূষণ, সুন্দর রাসমণ্ডলের অধীশ্বর, ব্রজমণ্ডলপতি, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলরূপ পৃথিবীর পরিপালক। নারদ বলিলেন,—তখন রাধার সহিত ভগবান্ হরি প্রসন্ন হইলেন, তিনি ঈষৎ হাস্যমুখে মেঘগম্ভীর বাক্যে মুনিকে কহিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—তোমরা সর্ব্ব-প্রকারে নিরপেক্ষ হইয়া ষষ্টিসহস্রবর্ষ তপস্যা করিয়াছিলে, সেই তপঃফলে আজ আমার দর্শনলাভ করিলে। যে ব্যক্তি নিষ্কিঞ্চন ও যাহার শত্রু নাই, সে আমার সখা; অতএব তোমরা মনোমত বর প্রার্থনা কর। শিব ও আসুরি বলিলেন,—হে ভূমন্! তোমাদের পাদপদ্মে প্রণাম; তোমরা সর্ব্বদা

নারদ উবাচ।

তথাস্তু চোক্তা ভগবান্ বৃন্দারণ্যে মনোহরে।
কালিন্দীনিকটে রাজন্ রাসমণ্ডলমণ্ডিতে ॥ ৩১
নিকুঞ্জপার্শ্বে পুলিনে বংশীবটসমীপতঃ।
শিবোঽপি চাসুরিমুনির্নিত্যং বাসং চকার হ ॥৩২
অথ কৃষ্ণো রাসলীলাং চক্রে পদ্মাকরে বনে।
পতৎসুগন্ধিং রজসি গোপীভির্ভ্রমরাকুলে ॥ ৩৩
এবং ষাণ্মাসিকী রাত্রিঃ কৃতা কৃষ্ণেন মৈথিল।
গোপীনাং রাসলীলায়াং ব্যতীতা ক্ষণবৎ সুখৈঃ
অরুণোদয়বেলায়াং স্বগৃহান্ ব্রজযোষিতঃ।
যুথীভূত্বা যযু রাজন্ সর্ব্বাঃ পূর্ণমনোরথাঃ ॥ ৩৫
শ্রীনন্দমন্দিরং সাক্ষাৎ প্রযযৌ নন্দনন্দনঃ।
বৃষভানুপুরং প্রাগাদ্ বৃষভানুসুতা ত্বরম্ ॥ ৩৬
এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য রাসাখ্যানং মনোহরম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং কামদং মঙ্গলায়নম্ ॥ ৩৭
ত্রিবর্গদং জনানাস্তু মুমুক্ষূণাং সুমুক্তিদম্।
ময়া তবাগ্রে কথিতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে রাসক্রীড়া নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

বৃন্দাবনমধ্যে বাস কর ; হে রাধাকৃষ্ণ ! তোমার চরণ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে আমাদের রুচি নাই, তোমাদিগকে নমস্কার। নারদ বলিলেন, —হে রাজন্ ! ভগবান্ তাহাই হউক বলিলেন। রাসমণ্ডলমণ্ডিত যমুনার নিকটে মনোহর বৃন্দাবনে নিকুঞ্জপার্শ্বে বংশী-বটের সমীপস্থ পুলিনে শিব ও আসুরি নিত্য বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ গোপীগণসহ কমলকাননে রাসলীলা করিলেন, তথায় সুগন্ধযুক্ত পুষ্পপরাগ পতিত হইত এবং তাহাতে মধুকরগণ আসক্ত থাকিত। হে মৈথিল ! এই প্রকারে কৃষ্ণ ষণ্মাসব্যাপিনী সেই রাত্রিতে রাস করিলেন, রাসলীলানন্দে গোপীগণের নিকট সেই সময় ক্ষণবৎ প্রতীত হইল। হে রাজন্ ! পূর্ণমনোরথ ব্রজগোপীগণ যুথবদ্ধ হইয়া অরুণোদয়বেলায় স্বগৃহে গমন করিলেন। নন্দনন্দন স্বয়ং কৃষ্ণ নন্দভবনে উপনীত হইলেন ; আর বৃষভানুনন্দিনী রাধা সত্বর বৃষভানুপুরে প্রয়াণ করিলেন। এই আমি তোমার নিকট কৃষ্ণচন্দ্রের সর্ব্বপাপহর পুণ্যকামদ, মঙ্গলনিলয়, মানবগণের ত্রিবর্গপ্রদ ও মুক্তিকামীর মুক্তিদ মনোহর রাসোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ২৪—৩৮।

বৃন্দাবনখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

বহুলাশ্ব উবাচ।

অঘাসুরাদিদৈত্যানাং জ্যোতিঃ কৃষ্ণে সমাবিশৎ
শ্রীদাম্নি শঙ্খচূড়স্য কস্মাল্লীনং বভূব হ ॥ ১
এতদ্বদ মহাবুদ্ধে ত্বং পরাবরবিত্তম।
অহো শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২

নারদ উবাচ।

পুরা গোলোকবৃত্তান্তং নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং শৃণু রাজন্মহামতে ॥ ৩
রাধা শ্রীবিরজা ভূশ্চ তিস্রঃ পত্ন্যোঽভবন্ হরেঃ
তাসাং রাধা প্রিয়াতীব শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪
রাধিকাসেবয়া রাজন্ কোটিচন্দ্রপ্রকাশয়া।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—অঘাসুরাদি দৈত্যগণের জ্যোতি শ্রীকৃষ্ণে লীন হইল, কিন্তু শঙ্খচূড়ের জ্যোতি শ্রীদামে প্রবেশ করিল কেন ? হে মহাপ্রাজ্ঞ ! আপনি পরাবরজ্ঞ, অতএব তাহা বলুন। আহা ! শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরিত কি পরমাদ্ভুত ? নারদ বলিলেন,—হে মহামতে ! পূর্ব্বে নারায়ণের মুখে যে গোলোকবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, হে রাজন্ ! সেই সর্ব্বপাপহর পবিত্র কথা শ্রবণ কর। রাধা, শ্রীবিরজা ও ভূমি, হরির এই তিন পত্নী ; তন্মধ্যে রাধাই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া। হে রাজন ! কোটিচন্দ্রপ্রভা

কুঞ্জে বিরজয়া রেমে একান্তে চৈকদা প্রভুঃ ॥ ৫
সপত্নীসহিতং রাধা কৃষ্ণং শ্রুত্বা সখীমুখাৎ।
অতীব বিমনা জাতা সপত্নীসৌখ্যদুঃখিতা ॥ ৬
শতযোজনবিস্তারং শতযোজনমূর্দ্ধগম্‌।
কোট্যশ্বিনীসমাযুক্তং কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্‌ ॥ ৭
বিচিত্ররত্নসৌবর্ণমুক্তাদামবিলম্বিতম্‌।
পতাকাহেমকলশৈঃ কোটিভির্ব্বিশুভং রথম্‌ ॥ ৮
সমারুহ্য সখীনাং সা বেত্রহস্তৈর্দ্দশার্ব্বুদৈঃ।
হরিং দ্রষ্টুং জগামাশু শ্রীরাধা ভগবৎপ্রিয়া ॥ ৯
তস্মিন্‌কুঞ্জে দ্বারপালং শ্রীদামানং মহাবলম্‌।
হরিন্যস্তং সমালোক্য তং নির্ভৎস্য সখীজনৈঃ ॥
বেত্রৈঃ সন্তাড্য সহসা দ্বারি গন্তুং সমুদ্যতা
সখীকোলাহলং শ্রুত্বা হরিরন্তরধীয়ত ॥ ১১
রাধাভয়াচ্চ বিরজা নদী ভূত্বাবহত্তদা।
কোটিযোজনমায়ামগোলোকং সহসা নদী ॥ ১২
সহসা কুণ্ডলীকৃত্বা শুশুভেহব্ধিরিবাবনিম্‌।
রত্নপুষ্পৈর্বিচিত্রাঙ্গা যথোষ্ণিষ্মুদ্রিতা তথা ॥ ১৩
হরিং গতং তং বিজ্ঞায় নদীভূতাঞ্চ তাং তথা।
আলোক্য তন্নিকুঞ্জঞ্চ স্বকুঞ্জং রাধিকা যযৌ ॥১৪
অথ কৃষ্ণো নদীভূতাং বিরজাং বিরজাম্বরাম্‌।
সবিগ্রহাং চকারাশু স্ববরেণ নৃপেশ্বর ॥ ১৫
পুনর্ব্বিরজয়া সার্দ্ধং বিরজাতীরজে বনে।
নিকুঞ্জবৃন্দকারণ্যে চক্রে রাসং হরিঃ স্বয়ম্‌ ॥ ১৬
বিরজায়াং সপ্ত সুতা বভূবুঃ কৃষ্ণতেজসা।
নিকুঞ্জং তে হ্যলংচক্রুঃ শিশবো বাললীলয়া ॥ ১৭
একদা তৈঃ কলিরভূজ্জ্যেষ্ঠৈশ্চ তাড়িতঃ।
পলায়মানো ভয়ভৃন্মাতুঃ ক্রোড়ে জগাম হ ॥১৮
তল্লালনং সমাশ্বাস্য সমাবেক্ষে সুতং সতী।
তদা বৈ ভগবান্‌ সাক্ষাৎ তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥১৯
রুষা সুতং শশাপেয়ং শ্রীকৃষ্ণবিরহাতুরা
ত্বং জলং ভব দুর্বুদ্ধে কৃষ্ণবিচ্ছেদকারকঃ ॥ ২০
কদাপি ত্বজ্জলং মর্ত্ত্যা ন পিবন্তু কদাচন।
জ্যেষ্ঠাংশ্চশাপ ব্রজত মেদিনীং কালকারকাঃ ॥২১

রাধাসখী বিরজার সহিত প্রভু কৃষ্ণ নিভৃত-কুঞ্জে রমমাণ হইলে রাধা সখীমুখে সপত্নীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনবার্ত্তা শ্রবণ করত সপত্নীসৌখ্য-দুঃখে অতীব বিমনা হন। অনন্তর ভগবৎপ্রিয়া রাধা বেত্রহস্ত দশার্ব্বুদ সখীর সহিত শতযোজন বিস্তৃত, শতযোজন উচ্চ, কোটি কোটি অশ্বে বাহিত, কোটিসূর্য্যসমপ্রভ, বিচিত্র সুবর্ণ রত্ন ও মুক্তাদাম-বিলম্বিত, কোটি কোটি পতাকা ও স্বর্ণকলসে শোভিত রথে আরোহণ করিয়া হরিকে দর্শন করিতে সমাগত হইলেন। ১—৯। সেই নিকুঞ্জের দ্বারপাল মহাবল শ্রীদাম, হরিকর্ত্তৃক তিনি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত। তাঁহাকে দেখিয়া সখীগণসহ রাধা সহসা তাঁহাকে ভর্ৎসনা ও বেত্রদ্বারা তাড়না করিয়া দ্বারপ্রবেশে উদ্যতা হইলেন। তখন হরি সখীগণের কোলাহল শুনিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন, বিরজা রাধাভয়ে নদী হইয়া বহিতে লাগিলেন। ঐ নদী তৎক্ষণাৎ কোটিযোজন বিস্তৃত গোলোককে কুণ্ডলীভূত হইয়া বেষ্টন করত বসুন্ধরাবেষ্টনে সাগরের ন্যায় শোভিত এবং রত্নপুষ্পসমূহে বিচিত্রবদনা হইয়া পৃথিবীর উষ্ণীষ বন্ধনের মত প্রতীত হইল। হরি অন্তর্হিত ও বিরজা নদীভাবগত দেখিয়া রাধা সেই কুঞ্জদর্শনমাত্র করিয়া নিজ কুঞ্জে চলিয়া গেলেন। হে নৃপবর! অনন্তর বিরজাম্বরা বিরজাকে নদী হইতে দেখিয়া কৃষ্ণ বরপ্রভাবে তাঁহাকে দেহযুক্ত করিলেন এবং বিরজা-তীরস্থ বহু নিকুঞ্জরাজিত বৃন্দাবনে বিরজার সহিত স্বয়ং রাস করিলেন। ১০—১৬। কৃষ্ণ-তেজে বিরজার সাতটি পুত্র জন্মিল, সেই সকল শিশু বাললীলায় নিকুঞ্জ অলঙ্কৃত করিতে এক সময় তাহাদের মধ্যে কলহ হয়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-কনিষ্ঠকে প্রহার করে, কনিষ্ঠ ভয় পাইয়া পলা-য়ণ-পূর্ব্বক মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লয়; সতী-মাতা বিরজা তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া পালন করিতে আরম্ভ করেন। তখন সাক্ষাৎ ভগবান্‌ কৃষ্ণ সেই স্থানে অন্তর্হিত হন। কৃষ্ণ-বিরহাতুরা ঐ বিরজা সুতকে শাপ দেন— রে দুর্ম্মতে! তুই কৃষ্ণবিচ্ছেদকারক, অতএব জল হইবি, তোর জল যেন মানব কখন পান না করে; জ্যেষ্ঠগণকে শাপ দিলেন—কলহ-

জলরূপাঃ পৃথগ্‌যানা ন সমেতা ভবিষ্যথ।
নৈমিত্তিকং চ ভবতাং মেলনং স্যাৎ সদা লয়ে॥
নারদ উবাচ।
ইত্থং তে মাতৃশাপেন ধরণীং বৈ সমাগতাঃ।
প্রিয়ব্রতরথাঙ্গানাং পরিখাসু সমাস্থিতাঃ॥ ২৩
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলার্ণবাঃ।
বভূবুঃ সপ্ত তে রাজন্নক্ষোভ্যাশ্চ দুরত্যয়াঃ॥২৪
দুর্বিগাহ্যাশ্চ গম্ভীরা আয়ামং লক্ষযোজনাৎ।
দ্বিগুণং দ্বিগুণং জাতং দ্বীপে দ্বীপে পৃথক্ পৃথক্
অথ পুত্রেষু যাতেষু পুত্রস্নেহার্তিবিহ্বলা।
স্বপ্রিয়াং তাং বিরহিণীমেত্য কৃষ্ণো বরং দদৌ॥
কদা ন তে মে বিচ্ছেদো ময়ি ভীরু ভবিষ্যতি
স্বতেজসা স্বপুত্রাণাং সদা রক্ষাং করিষ্যসি॥২৭
অথ রাধাং বিরহিণীং জ্ঞাত্বা কৃষ্ণো হরিঃ স্বয়ম্।
শ্রীদাম্না সহ বৈদেহ তন্নিকুঞ্জং সমাযযৌ॥ ২৮

পরায়ণ তোমরাও পৃথিবীতে গমন কর ও জল হও; তোমরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ জল হইবে, কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ থাকিবে না। প্রলয়ে তোমাদের একত্র নৈমিত্তিক মিলন হইবে। নারদ বলিলেন,—এইরূপে তাহারা মাতৃশাপে পৃথিবীতে আগমন করিয়া প্রিয়ব্রত নৃপতির রথচক্র-জাত পরিখামধ্যে আশ্রয় লইল; তাহারাই লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল এই নামে আখ্যাত, দুরবগাহ, গম্ভীর ও দুরত্যয় সপ্ত সাগরে পরিণত হইয়াছে। হে রাজন্! প্রত্যেক সমুদ্র সীমায় এক একটী দ্বীপ আছে, লবণ সমুদ্র লক্ষ যোজন দীর্ঘ, তারপর এক একটী দ্বীপান্তরিত অপর সাগর তাহার দ্বিগুণ দীর্ঘ। অনন্তর পুত্রগণ প্রস্থান করিলে বিরজা বিরহাতুরা হইলেন, কৃষ্ণ স্বীয় বিরহিণী বিরজার নিকট আসিয়া তাঁহাকে বর দিলেন। হে ভীরু! কখন আমার সহিত তোমার বিচ্ছেদ হইবে না, নিজতেজে আত্মজগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। ১৭—২৭। হে বৈদেহ! অনন্তর কৃষ্ণ রাধাকে বিরহিণী জানিয়া শ্রীদামের সহিত স্বয়ং তাঁহার নিকুঞ্জে উপনীত হইলেন,

নিকুঞ্জদ্বারি সংপ্রাপ্তং সসখং প্রাণবল্লভম্।
বীক্ষ্য মানবতী ভূত্বা রাধা প্রাহ হরিং বচঃ॥২৯
রাধোবাচ।
তত্রৈব গচ্ছ যত্রাভূৎ স্নেহস্তে নূতনো হরে।
নদীভূতা হি বিরজা নদো ভবিতুমর্হসি।
কুরু বাসং তন্নিকুঞ্জে ময়া তে কিং প্রয়োজনম্
নারদ উবাচ।
ইতি শ্রুত্বাথ ভগবাংস্তন্নিকুঞ্জং জগাম হ
শ্রীকৃষ্ণমিত্রং শ্রীদামা রাধাং প্রাহ রুষা বচঃ॥ ৩১
শ্রীদামোবাচ।
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্॥৩২
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকেশো বিরাজতে।
তাদৃশীঃ কোটিশঃ শক্তীঃ কর্ত্তুং শক্তঃ পরাৎপরঃ
তং বিনিন্দসি রাধে ত্বং মানং মা কুরু মা কুরু॥
রাধোবাচ।
হে মূঢ় পিতরং স্তুত্বা মাতরং মাং বিনিন্দসি।
রাক্ষসো ভব দুর্ব্বুদ্ধে গোলোকাচ্চ বহির্ভব॥৩৪
শ্রীদামোবাচ।
অনুকূলেন কৃষ্ণেন জাতং মানং শুভে তব॥ ৩৫

নিকুঞ্জ দ্বারে উপস্থিত সখার সহিত প্রাণপ্রিয় পতিকে দেখিয়া রাধা মানবতী হইয়া হরিকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। রাধা বলিলেন,—হে হরে! যেখানে তোমার নূতন স্নেহ হইয়াছে, সেইখানে যাও; বিরজা নদী হইয়াছে, তোমারও নদ হওয়া উচিত। তুমি তাহার নিকুঞ্জে বাস কর, আমায় আর তোমার প্রয়োজন কি? নারদ বলিলেন,—ইহা শুনিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ রাধার কুঞ্জে গমন করিলেন, কৃষ্ণসখা শ্রীদাম ক্রোধে রাধাকে বলিতে লাগিলেন। শ্রীদাম বলিলেন,—অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি গোলোকপতি পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিরাজিত, সেই পরাৎপর হরি তোমার মত কোটি কোটি শক্তি সৃষ্টি করিতে সমর্থ; তাঁহাকে নিন্দা কর! হে রাধে! মান করিও না—করিও না। রাধা বলিলেন,—হে মূঢ়! পিতাকে প্রশংসা করিয়া মাতা আমাকে নিন্দা কর; হে দুর্ম্মতে! রাক্ষস হও গোলোক

তস্মাদ্ভুবি পরাৎ কৃষ্ণাৎ পরিপূর্ণতমাৎ প্রভোঃ
শতবর্ষং তে বিয়োগো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩৬

নারদ উবাচ।

এবং পরস্পরং শাপাৎ স্বকৃতাদ্ভয়ভীতয়োঃ।
অতীব চিন্তাং গতয়োরাবিরাসীৎ স্বয়ং প্রভুঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

বচনং বৈ স্বনিগমং দূরীকর্ত্তুং ক্ষমোঽস্ম্যহম্।
ভক্তানাং বচনং রাধে দূরীকর্ত্তুং নচ ক্ষমঃ ॥ ৩৮
মা শোকং কুরু কল্যাণি বরং মে শৃণু রাধিকে।
মাসং মাসং বিয়োগান্তে দর্শনং মে ভবিষ্যতি
ভুবো ভারাবতারায় কল্পে বারাহসংজ্ঞকে।
ভক্তানাং দর্শনং দাতুং গামিষ্যামি ত্বয়া সহ ॥৪
শ্রীদামঞ্ছৃণু মে বাক্যমংশেন ত্বমসুরো ভব।
বৈবস্বতান্তরে রাসে হেলনং মে করিষ্যসি ॥ ৪১

মত্তেজস্ত তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
পুনঃ যদ্বিগ্রহং পূর্বং প্রাপ্স্যসি মৎ বরাত্তম ॥৪২

নারদ উবাচ।

এবং শাপেন শ্রীদামা পুরা পুণ্যজনালয়ে।
সুধনস্ত গৃহে জন্ম লেভে রাজন্ মহাতপাঃ ॥৪৩
শঙ্খচূড় ইতি খ্যাতো ধনদানুচরোঽভবৎ।
তস্মাচ্ছ্রীদাম্নি তজ্জ্যোতির্লীনং জাতংবিদেহরাট্,
স্বাত্মারামো লীলয়া সর্ব্বকার্য্যং
স্বস্মিন্ ধাম্নি হ্যদ্বিতীয়ঃ করোতি।
যঃ সর্ব্বেশঃ সর্ব্বরূপো মহাত্মা
চিত্রং নেদং নৌমি কৃষ্ণায় তস্মৈ ॥ ৪৫
ইদং ময়া তে কথিতং মনোহরং
বৈদেহ বৃন্দাবনখণ্ডমগ্রতঃ।
শৃণোতি চৈতচ্চরিতং নরো বরঃ
পরং পদং পুণ্যতমং প্রয়াতি সঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বৃন্দাবনখণ্ডে
শঙ্খচূড়োপাখ্যানং নাম ষড়্‌-
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

হইতে বহির্গমন কর। শ্রীদাম বলিলেন—হে শুভে! কৃষ্ণ অনুকূল বলিয়া তোমার মান হইয়াছে, অতএব পৃথিবীতে পরিপূর্ণতম প্রভু পরাৎপর কৃষ্ণের সহিত তোমার বিয়োগ ঘটিবে সংশয় নাই। ২৮—৩৬। নারদ বলিলেন,—এইরূপে স্বকৃত-শাপে পরস্পর ভয়ভীত রাধা-শ্রীদামের অত্যন্ত চিন্তা উপস্থিত হইলে, প্রভু কৃষ্ণ স্বয়ং উভয়ের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ বলিলেন,—আমি আমার নিজের বাক্য এবং প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে পারি, কিন্তু হে রাধে! ভক্তগণের বাক্য অন্যথা করিতে সমর্থ নহি। হে রাধিকে! শোক করিও না, আমার বাক্য শ্রবণ কর। হে কল্যাণি! বিয়োগের অবসান হইবে, তুমি মাসে মাসে আমার দর্শন লাভ করিবে বরাহকল্পে বসুন্ধরার ভার হরণার্থ ভক্তগণকে দর্শন দিবার জন্য তোমার সহিত ভূতলে আগমন করিব। শ্রীদামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—হে শ্রীদাম! তুমিও আমার বাক্য শ্রবণ কর। তুমি নিজাংশে অসুর হও, বৈবস্বত মন্বন্তরে তুমি রাসে আমার অবহেলা করিবে, তখন আমার হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে, সংশয় নাই। তুমি আমার বরে পুনরায় পূর্ব্ববৎ শরীর প্রাপ্ত হইবে। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! পুরাকালে এইরূপ শাপবশতঃ শ্রীদাম যক্ষালয়ে সুধনের গৃহে মহাতপস্বী কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড় নামে জন্মগ্রহণ করেন। হে বিদেহরাজ! এইজন্য শঙ্খচূড়ের তেজ শ্রীদামে বিলীন হয়। যিনি আত্মারাম, অদ্বিতীয়, লীলাবশে নিজতেজে সর্ব্বকার্য্য সাধক, সর্ব্বেশ ও মহাত্মা, এবং যাহাতে ইহা বিচিত্র নহে, সেই কৃষ্ণকে নমস্কার। হে বৈদেহ! এই আমি তোমার নিকট মনোহর বৃন্দাবনখণ্ড কীর্ত্তন করিলাম, যে নরবর এই চরিত শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপ্রধান পুণ্যতম পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ৩৭—৪৬।

বৃন্দাবনখণ্ডে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬॥

দ্বিতীয়ং বৃন্দাবনখণ্ডং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥

গিরিরাজখণ্ডম

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

বহুলাশ্ব উবাচ .

কথং দধার ভগবান্ গিরিং গোবর্দ্ধনং বরম্ ।
উচ্ছিলীন্ধ্রং যথা বালো হস্তেনৈকেন লীলয়া ।
পরিপূর্ণতমস্যাস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ
তদেব চরিতং দিব্যমদ্ভুতং মুনিসত্ত ' ॥

শ্রীনারদ উবাচ ।

বার্ষিকং হি করং রাজ্ঞে যথা শক্রায় বৈ তথা ।
বলিং দদুঃ প্রাবৃড়ন্তে গোপাঃ সর্ব্বে কৃষীবলাঃ ॥ ৩
মহেন্দ্রযাগসম্ভারচয়ং দৃষ্ট্বৈকদা হরিঃ ।
নন্দং পপ্রচ্ছ সদসি বল্লবানাঞ্চ শৃণ্বতাম্ ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

শক্রস্য পূজনং হ্যেতৎ কিং ফলং চাস্য বিদ্যতে
লৌকিকং বা বদস্ত্যেতদথবা পারলৌকিকম্ ॥

শ্রীনন্দ উবাচ ।

শক্রস্য পূজনং হ্যেতদ্ভুক্তিমুক্তিকরং পরম্ ।
এতদ্বিনা নরো ভূমৌ জায়তে ন সুখী ক্বচিৎ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

শক্রাদয়ো দেবগণাশ্চ সর্ব্বতো
ভুঞ্জন্তি যে স্বর্গসুখং স্বকর্ম্মভিঃ
বিশন্তি তে মর্ত্ত্যপদং শুভক্ষয়ে
তৎসেবনং বিদ্ধি ন মুক্তিকারণম ॥ ৫

প্রথম অধ্যায় .

বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম ! বালকের অবলীলাক্রমে ছত্রাক ধারণের ন্যায় ভগবান্ কেমন করিয়া একহস্তে গুরুভার গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিলেন, মহাত্মা পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত দিব্য চরিত বর্ণন করুন। নারদ বলিলেন,—লোকে যেমন রাজাকে বার্ষিক করদান করে, তদ্রূপ একদা বর্ষান্তে কৃষিজীবী গোপগণ ইন্দ্রের উদ্দেশে বলিপ্রদানার্থ ইন্দ্রযাগের দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে কৃষ্ণ সভামধ্যে গোপগণের সমক্ষে নন্দরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—এই যে ইন্দ্রপূজার আয়োজন, ইহার ফল কি? ইহা কি ইহলৌকিক কিংবা পারলৌকিক? ১—৫। নন্দ বলিলেন,—এই ইন্দ্রপূজা পরম ভুক্তি ও মুক্তিপ্রদ, এই পূজা ব্যতীত ভূতলে মানব কদাচ সুখী হইতে পারে না। ভগবান্ বলিলেন,—যে সকল ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বস্ব কর্ম্মবশে সর্ব্বপ্রকার স্বর্গাদি সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোক প্রাপ্ত হন, জানিবেন—তাঁহাদের

ভক্ষং অবেক্ষ্য পরমেষ্ঠিনো মতো
ন । ৮

তস্মাৎ পরং কালমবেক্ষ্য হি
সদা বলিষ্ঠং সুবুধা বিজ্ঞ্রপরং । ৮
ততস্ত্বান্বিয়ে সুরোত্তমৈঃ পরং
তজেজ্ঞ্যশ যজ্ঞপতিং সুরেশম্ ।
বিসৃজ্য সর্ব্বং মনসা কৃতেঃ ফলং
ব্রজেৎ পরং মোক্ষমসৌ ন চান্যথা । ৯
গোবিপ্রসাধ্বগ্নিসুরাঃ শ্রুতিস্তথা
ধর্ম্মশ্চ যজ্ঞাধিপতের্ব্বিভূতয়ঃ ।
ধিক্ষেষু চৈতেষু হরিং ভজন্তি যে
সদা ত্বিহামুত্র সুখং ব্রজন্তি তে । ১০
সমুত্থিতোঽসৌ হরিবক্ষসো গিরি-
র্গোবর্দ্ধনো নাম গিরীন্দ্ররাজরাট্ ।
সমাগতো হ্যত্র পুলস্ত্যতেজসা
যদ্দর্শনাজ্জন্ম পুনর্ন বিদ্যতে । ১১
সম্পূজ্য গোবিপ্রসুরান্মহাদ্রয়ে
দাতব্যমদ্যৈব পরং হ্যুপায়নম্ ।

এষ প্রিয়ো মে মখরাজ এব হি
ন চেদ্যথেচ্ছাস্তি তথা কুরু ব্রজ । ১২
শ্রীনারদ উবাচ ।
তেষাং মধ্যেঽথ সন্নন্দো গোপো বৃদ্ধোঽতিনীতিবিৎ ।
অতিপ্রসন্নঃ শ্রীকৃষ্ণমাহ নন্দস্য শৃণ্বতঃ ॥
সন্নন্দ উবাচ ।
হে নন্দসূনো হে তাত ত্বং সাক্ষাৎ জ্ঞানশেখরঃ
কর্ত্তব্যা কেন বিধিনা পূজাদ্রের্বদ তত্ত্বতঃ । ১৪
শ্রীভগবানুবাচ ।
আলিপ্য গোময়েনাপি গিরিরাজভুবং শুভঃ ।
ধৃত্বাথ সর্ব্বসম্ভারং ভক্তিযুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ । ১৫
সহস্রশীর্ষামন্ত্রেণাদ্রয়ে স্নানঞ্চ কারয়েৎ ।
গঙ্গাজলেন যমুনাজলেনাপি দ্বিজৈঃ সহ । ১৬
শুক্লগোদুগ্ধধারাভিস্ততঃ পঞ্চামৃতৈর্গিরিম্ ।
স্নাপয়িত্বা গন্ধপুষ্পৈঃ পুনঃ কৃষ্ণাজলেন বৈ । ১৭
বস্ত্রং দিব্যঞ্চ নৈবেদ্যমাসনং সর্ব্বতোঽধিকম্ ।

সেবা মুক্তির কারণ নহে। যে কালভয় ব্রহ্মারও বিদ্যমান, সেই ব্রহ্মার রচিত মর্ত্ত্য মানবগণের বিষয়ে আর কথা কি; এজন্য পরম বিজ্ঞগণ অনন্ত কালকেই সম্পূর্ণ বলবান্ বলিয়া থাকেন। অতএব সেই কালকে অবলম্বন করিয়া মন হইতে সমস্ত কর্ম্মফল পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত কর্ম্মসমূহ দ্বারা সুরোত্তম পরম যজ্ঞপতির পূজা করা কর্ত্তব্য; এইরূপ করিলেই মানব পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, অন্যথা নহে। গো, বিপ্র, সাধু, অগ্নি, দেবতা, বেদ, ধর্ম্ম—এই সমস্ত যজ্ঞপতির বিভূতি; যাঁহারা সতত এই সকল আধারে হরির আরাধনা করেন, তাঁহারা ইহকালে ও পরকালে সুখ প্রাপ্ত হন। হরির হৃদয় হইতে এই গোবর্দ্ধন গিরি উৎপন্ন হইয়াছেন এবং পুলস্ত্য ঋষি নিজতেজে ইহাঁকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন, এজন্য ইনি গিরিবরগণের সম্রাট্। যিনি এই স্থানে উপস্থিত হইয়া ইহাঁকে দর্শন করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না। এইরূপ মোট যজ্ঞই আমার প্রিয় অতএব অদ্যই এই পর্ব্বতে গো বিপ্র ও দেবতাগণের পূজা করিয়া উত্তম উপহার প্রদান করা কর্ত্তব্য, অন্যথা তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিতে পার। নারদ বলিলেন,—অনন্তর তাঁহাদের মধ্য হইতে অতিনীতিজ্ঞ প্রসন্নাত্মা বৃদ্ধ সন্নন্দ গোপ নন্দগোপের সমক্ষে কৃষ্ণকে কহিলেন। সন্নন্দ বলিলেন,—হে তাত নন্দনন্দন! তুমি সাক্ষাৎ জ্ঞানি-শিরোমণি, কিরূপ বিধানে গোবর্দ্ধন গিরির পূজা কর্ত্তব্য, তাহা যথাযথ কীর্ত্তন কর। ৬—১৪। ভগবান্ বলিলেন,—গিরিবর গোবর্দ্ধনের সানুদেশ গোময় দ্বারা লেপন করিয়া সর্ব্ববিধ যজ্ঞসম্ভার স্থাপন করিবে; তারপর জিতেন্দ্রিয় ও ভক্তিযুক্ত হইয়া দ্বিজগণ সহ গঙ্গাজল ও যমুনাজল দ্বারা সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি মন্ত্রে গোবর্দ্ধনকে স্নান করাইবে; অতঃপর শুক্লগো-দুগ্ধধারায় ও পঞ্চামৃতে গিরিকে স্নান করাইয়া পুনরায় গন্ধ পুষ্প ও যমুনাজলে স্নান করাইতে হইবে; তারপর দিব্য বস্ত্র, নৈবেদ্য, সর্ব্বোত্তম আসন, মালা ও

মাল্যালঙ্কারনিচয়ং দত্ত্বা দীপাবলিং পরম্ ॥ ১৮
ততঃ প্রদক্ষিণাং কুর্য্যান্নমস্কুর্য্যাত্ততঃ পরম্।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ত্বিদমেবমুদীরয়েৎ ॥ ১৯
নমো বৃন্দাবনাঙ্কায় তুভ্যং গোলোকমৌলিনে।
পূর্ণব্রহ্মাতপত্রায় নমো গোবর্দ্ধনায় চ ॥ ২০
পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ কুর্য্যান্নীরাজনমতঃ পরম্।
ঘণ্টাকাংস্যমৃদঙ্গাদ্যৈর্ব্বাদিত্রৈর্ম্মধুরস্বনৈঃ ॥ ২১
বেদাহমেতং মন্ত্রেণ বর্ষং লাজৈঃ সমাচরেৎ।
তৎসমীপে চান্নকূটং কুর্য্যাচ্ছ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥ ২২
কচোলানাং চতুঃষষ্টিপঞ্চপংক্তিসমন্বিতম্।
তুলসীদলমিশ্রৈশ্চ শ্রীগঙ্গাযমুনাজলৈঃ ॥ ২৩
ষট্‌পঞ্চাশত্তমৈর্ভোগৈঃ কুর্য্যাৎ সেবাং সমাহিতঃ।
ততোগ্নীন্ ব্রাহ্মণান্ পূজ্য গাঃ সুরান্
গন্ধপুষ্পকৈঃ ॥ ২৪
ভোজয়িত্বা দ্বিজবরান্ সৌগন্ধৈর্মিষ্টভোজনৈঃ।
অন্যেভ্যশ্চাশ্বপাকেভ্যো দদ্যাদ্ভোজনমুত্তমম্ ॥২৫
গোপীগোপালবৃন্দৈশ্চ গবাং নৃত্যঞ্চ কারয়েৎ।
মঙ্গলৈর্জয়শব্দৈশ্চ কুর্য্যাদ্গোবর্দ্ধনোৎসবম্ ॥ ২৬
যত্র গোবর্দ্ধনাভাবস্তত্র পূজাবিধিং শৃণু।
গোময়ৈর্বর্দ্ধনং কুর্য্যাত্তদাকারং পরোন্নতম্ ॥২৭
পুষ্পবৃক্ষৈর্লতাজালৈরীষিকাভিঃ সমন্বিতঃ।
পূজনীয়ঃ সদা মর্ত্ত্যৈর্গিরির্গোবর্দ্ধনো ভুবি ॥ ২৮
শিলাসমানং পূরটং ক্ষিপ্ত্বাদ্রৌ তচ্ছিলাং নয়েৎ।
গৃহ্ণীয়াদ্যো বিনা স্বর্ণং স মহারৌরবং ব্রজেৎ ॥২৯
শালগ্রামস্য দেবস্য সেবনং কারয়েৎ সদা।
পাতকং ন স্পৃশেত্তং বৈ পদ্মপত্রং যথা জলম্ ॥৩০
গিরিরাজশিলাসেবাং যঃ করোতি দ্বিজোত্তমঃ।
সপ্তদ্বীপমহীতীর্থাবগাহফলমেতি সঃ ॥ ৩১
গিরিরাজমহাপূজাং বর্ষে বর্ষে করোতি যঃ।
ইহ সর্ব্বসুখং ভুক্ত্বামুত্র মোক্ষং প্রয়াতি সঃ ॥৩২

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীগিরিরাজখণ্ডে
শ্রীনারদবহুলাশ্বসংবাদে শ্রীগিরিরাজ-
পূজাবিধিবর্ণনং নাম প্রথমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অলঙ্কার সকল প্রদান করিয়া উত্তম দীপাবলী দান করিবে; তারপর প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া করজোড়ে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে হইবে। হে গোবর্দ্ধন! তুমি পূর্ণ ব্রহ্মের ছত্র ও গোলোকের মুকুট স্বরূপ, বৃন্দাবন তোমার ক্রোড়ে অবস্থিত, তোমাকে নমস্কার। অনন্তর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া নীরাজন করিবে এবং ঘণ্টা, কাংস্য, মৃদঙ্গাদি বাদ্যের মধুর ধ্বনিসহকারে 'বেদাহমেতং' ইত্যাদি মন্ত্রে লাজবর্ষণ করিতে হইবে। অতঃপর শ্রদ্ধা-সহকারে পর্ব্বত সমীপে পঞ্চপংক্তিসমন্বিত অন্নকূট স্থাপন করিবে, চতুঃষষ্টি পাত্র স্থাপন পূর্ব্বক উহা তুলসীদল ও গঙ্গা যমুনাজল যুক্ত করিয়া ষট্‌পঞ্চাশ প্রকার উত্তম ভোগ দ্বারা সমাহিত হইয়া সেবা করিবে। অনন্তর গন্ধ পুষ্প দ্বারা অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো ও দেবতাগণের পূজা করিয়া সুগন্ধ মিষ্ট খাদ্য দ্রব্য দ্বারা দ্বিজবরগণকে ভোজন করাইবে; এতদ্ভিন্ন চণ্ডালাদি অন্যান্য জাতিকেও উত্তম ভোজন দান করিবে। তারপর গোপী ও গোপালগণ দ্বারা গোগণের নৃত্য করাইবে; এইরূপে মঙ্গল জয়শব্দ দ্বারা গোবর্দ্ধনোৎসব সমাহিত করিবে। ১৫—২৬। যেখানে গোবর্দ্ধন গিরি নাই, তথাকার পূজাবিধি শ্রবণ কর। তথায় গোময় দ্বারা তদাকার অত্যুন্নত গোবর্দ্ধন গিরি রচনা করিয়া পুষ্প লতা ও তৃণদ্বারা পরিবেষ্টিত করিবে। মানবগণের এইরূপ করিয়া ভূতলে সর্ব্বদা গিরি গোবর্দ্ধনের পূজা করা কর্ত্তব্য। অথবা শিলার তুল্য পরিমাণ সোণা পর্ব্বতে রাখিয়া তৎসদৃশ একখণ্ড শিলা গোবর্দ্ধন হইতে আনয়ন করিবে। যে মানব স্বর্ণ না দিয়া শিলা আনয়ন করিবে, তাহার মহারৌরবনরকে গতি হইবে। যে মানব সর্ব্বদা শালগ্রাম শিলার সেবা করে, পদ্মপত্রের জলের মত তাহাকে পাতক স্পর্শ করিতে পারে না। যে দ্বিজোত্তম গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের শিলা পূজা করেন, তাঁহার সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সর্ব্বতীর্থে অবগাহন-ফল লাভ হয়। বর্ষে বর্ষে যিনি গিরিরাজের মহাপূজা করেন, তিনি ইহকালে সর্ব্ব সুখ-

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ ।

শ্রুত্বা বচো নন্দসুতস্য সাক্ষাৎ
শ্রীনন্দসন্নন্দবরা ব্রজেশাঃ ।
সুবিস্মিতাঃ পূর্ব্বকৃতং বিহায়
প্রচক্রিরে শ্রীগিরিরাজপূজাম্ ॥ ১
নীত্বা বলীন্ মৈথিল নন্দরাজঃ
সুতৌ সমানীয় চ রামকৃষ্ণৌ ।
যশোদয়া শ্রীগিরিপূজনার্থং
সমুৎসুকো গর্গযুতঃ প্রসন্নঃ ॥ ২
ত্বরং সমারুহ্য মহোন্নতং গজং
বিচিত্রবর্ণং ধৃতহেমশৃঙ্খলম্
গোবর্দ্ধনান্তং প্রযযৌ গবাং গণৈঃ
শরদ্ঘনৈঃ শক্র ইব প্রিয়াযুতঃ ॥ ৩
নন্দোপনন্দা বৃষভানবশ্চ
পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ সহাঙ্গনাভিঃ ।
সমাযযুঃ শ্রীগিরিরাজপার্শ্বং
সর্ব্বং সমানীয় চ যজ্ঞভারম্ ॥ ৪
সহস্রবালার্কপরিস্ফুরদ্দ্যুতি-
মারুহ্য রাধা শিবিকাং সখীগণৈঃ
শচীব দিব্যাম্বররত্নভূষণা
বক্তৌ চকোরীভ্রমরীসমাকুলা ॥ ৫
সমাগতে পার্শ্বগতে স্বলঙ্কৃতে
রাজন্ সখীকোটিসমাবৃতে পরে ।
সখ্যৌ বিভাতে ললিতাবিশাখে
চন্দ্রাননে চালিতচারুচামরে ॥ ৬
এবং রমা বৈ বিরজা চ মাধবী
মায়া চ কৃষ্ণা নৃপ জহ্নুনন্দিনী ।
দ্বাত্রিংশদষ্টৌ চ তথাহি ষোড়শ
সখ্যশ্চ তাসাং কিল যূথ আগতঃ ॥ ৭
শ্রীমৈথিলানাং কিল কৌশলানাং
তথা শ্রুতীনামৃষিরূপকাণাম্ ।
তথা ত্বযোধ্যাপুরবাসিনীনাং
শ্রীযজ্ঞসীতাবনবাসিনীনাম্ ॥ ৮
রমাদিবৈকুণ্ঠনিবাসিনীনাং
তথোর্দ্ধবৈকুণ্ঠনিবাসিনীনাম্ ।

ভোগ ও পরকালে মোক্ষলাভ করিয়া থাকে । ২৭—৩২ ।

গিরিরাজ খণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—সাক্ষাৎ নন্দনন্দনের বাক্য শুনিয়া নন্দ সন্নন্দাদি ব্রজরাজগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহারা পূর্ব্বসঙ্কল্প বিস্মৃত হইয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধনেরই পূজা করিলেন। হে মৈথিল! প্রসন্নমনা নন্দরাজ বহু বলি আনয়ন করিয়া পুত্র কৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে লইয়া যশোদা ও গর্গমুনি সহ গোবর্দ্ধনপূজায় সমুৎসুক হইলেন। তিনি অত্যুন্নত বিচিত্র-বর্ণ স্বর্ণশৃঙ্খলসমন্বিত গজে আরোহণ করিয়া শারদমেঘ সমৃদ্ধ শচীসমভিব্যাহারী শক্রের ন্যায় সত্বর গোগণসহ সেই গিরিসমীপে উপনীত হইলেন। নন্দ, উপনন্দ ও বৃষভানু পুত্র পৌত্র ও পত্নীসহ সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞোপকরণ লইয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজার জন্য সমাগত হইলেন; সহস্র বালসূর্য্য সদৃশ প্রদীপ্ত কান্তি শিবিকায় আরোহণ করিয়া সখীগণসহ রাধা দেবী দিব্য বস্ত্র ও রত্নভূষণা শচীর ন্যায় সমাগতা হইলেন; তখন তাহার বদনকে ভ্রমরীগণ পদ্ম মনে করিয়া এবং চকোরীগণ চন্দ্র মনে করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। হে রাজন্! অলঙ্কৃতা কোটি কোটি পরম-রমণীয়া সখী তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া সমবেত হইল; চন্দ্রবদনা ললিতা বিশাখা সখীদ্বয় তাঁহাকে চারু চামর বীজন করিতে লাগিলেন। ১—৬। হে নৃপ! এইরূপে রমা, বিরজা, মাধবী, মায়া, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি রাধাদেবীর দ্বাত্রিংশৎ অষ্ট ও ষোড়শ সখীযূথ তথায় সমাগত হইলেন। ক্রমে মৈথিলী ও কোশলবাসিনী সখীগণ, শ্রুতি ও ঋষিরূপিণী সখীগণ, অযোধ্যাপুরবাসিনী বনবাসিনী যজ্ঞ সীতাদি সখীগণ, বৈকুণ্ঠবাসিনী রমাদি সখীগণ, তদূর্দ্ধ-বৈকুণ্ঠবাসিনী সখীগণ,

মহোজ্জলদ্বীপনিবাসিনীনাং
ধ্রুবাদিলোকাচলবাসিনীনাম্ ॥ ৯
সমুদ্রজাদিব্যগুণত্রয়াণা-
মদিব্যবৈমানিকজৌষধীনাম্।
জালন্ধরীণাং চ সমুদ্রকন্যা
বর্হিষ্মতীজা সুতলস্থিতানাম্ ॥ ১০
তথাপ্সরঃ সর্ব্বফণীন্দ্রজানা-
মাসাং চ যূথা ব্রজবাসিনীনাম্।
সমাযযুঃ শ্রীগিরিরাজপার্শ্বং
স্বলঙ্কৃতাঃ পাণিবলিপ্রদীপাঃ ॥ ১১
গোপাশ্চ বৃদ্ধাঃ শিশবো যুবানঃ
পীতাম্বরোষ্ণীষকবর্হমণ্ডিতাঃ।

রেজুঃ সমেতা নবযষ্টিবেণুভিঃ ১২
গোবর্দ্ধনোৎসবং শৈলবরস্য সম্মুখা-
দ্গঙ্গাধরো বদ্ধকপর্দ্দমণ্ডলঃ।
কপালভৃন্নস্থিজভস্মরূষিতঃ
সর্পাবলিমালাবলয়ৈর্ব্বিভূষিতঃ ॥ ১৩
ধত্তুরভৃঙ্গাবিষপানবিহ্বলো
হিমাদ্রিপুত্রীসহিতো গণাবৃতঃ।
আরুহ্য নন্দীশ্বরমাদিরাজনঃ
সমাযযৌ শ্রীগিরিরাজমণ্ডলম্ ॥ ১৪
রাজর্ষিবিপ্রর্ষিসুরর্ষয়শ্চ
সিদ্ধেশযোগেশ্বরহংসমুখ্যাঃ।

সহস্রশো বিপ্রগণাঃ সমেতাঃ ॥ ১৫
গোবর্দ্ধনো রত্নশিলাময়োঽভূৎ-
সুবর্ণশৃঙ্গৈঃ পরিতঃ স্ফুরদ্ভিঃ।
মত্তালিভির্নির্ঝরসুন্দরীভি-
র্দরীভিরুচ্চাঙ্গকরীব রাজন্ ॥ ১৬
তদৈব শৈলাঃ কিল মূর্ত্তিমন্তঃ
সোপায়না মেরুহিমাচলাদ্যাঃ।
নেমুর্গিরিং মঙ্গলপাণয়স্তং
গোবর্দ্ধনং রূপধরং গিরীন্দ্রাঃ ॥ ১৭
দ্বিজৈশ্চ গোবর্দ্ধনদেবপূজনং
কৃত্বাচ্যুতোক্তং দ্বিজবহ্নিগোধনম্।
সম্পূজ্য ধৃত্বা সুধনং মহাধনং
বলিং দদৌ শ্রীগিরয়ে ব্রজেশ্বরঃ ॥ ১৮

মহোজ্জল দ্বীপবাসিনী সখীগণ, ধ্রুবাদিলোক ও অচলবাসিনী সখীগণ, সমুদ্রজাদি দিব্য ত্রিগুণময়ী সখীগণ, অদিব্য বিমানবাসিনী সখীগণ, ওষধি-রূপিণী সখীগণ, জালন্ধরী সখীগণ, সুতলবাসিনী সমুদ্রজা সখীগণ, বর্হিষ্মতী পুরবাসিনী সখীগণ, অপ্সরা রূপিণী সখীগণ, ফণীন্দ্রকন্যারূপিণী সখী-গণ এবং ব্রজবাসিনী সখীগণের দল নানা-লঙ্কার-ভূষিতা হইয়া বিবিধ উপহার সহকারে দীপাবলী করে লইয়া গিরিরাজ পার্শ্বে সমাগতা হইলেন। এইরূপে পীতাম্বর-পরিহিত ময়ূর পক্ষমণ্ডিত গুঞ্জাদি বনমালা পরিশোভিত নবীন বংশযষ্টিহস্ত বৃদ্ধ শিশু ও যুবা গোপগণ সমাগত হইলেন। আমার মুখে শৈলবর গোবর্দ্ধনোৎসবের বার্ত্তা শুনিয়া গঙ্গাধর মস্তকে জটাজুট মণ্ডল বন্ধন, করে কপাল ধারণ, দেহে অস্থিভস্মলেপন, করে বলয়াকারে সর্পসমূহের মালা ধারণ করিয়া ধুতুরা ভাঙ্গ ও বিষপানে বিহ্বল হইয়া স্বগণসহ গিরিজার সহিত বৃষা-রোহণে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে সমাগত হইলেন। বহু দূরদেশ হইতে সহস্র সহস্র বিপ্র সহ রাজর্ষি, বিপ্রর্ষি, দেবর্ষি, সিদ্ধেশ্বর, যোগেশ্বর ও মুখ্য পরমহংসগণ গোবর্দ্ধন দর্শনার্থ আগমন করিলেন। হে রাজন্! রত্নশিলাময় গিরি গোবর্দ্ধনের চারিদিকে সুবর্ণশৃঙ্গ সকল উজ্জ্ব-লিত থাকায় এবং মত্ত মধুকরনিকর ও নির্ঝর-যুক্ত সুন্দর গুহা পরিবেষ্টিত হওয়ায় ঐ গিরি যেন অত্যুন্নত হস্তীর ন্যায় শোভিত হইলেন। তখন মেরু হিমালয়াদি মহীধরগণ মূর্ত্তিমান্ হইয়া উপহার সহকারে মঙ্গলময় বস্তু করে লইয়া আসিয়া বিগ্রহধারী গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে প্রণাম করিলেন। ৭—১৭। ব্রজে-শ্বর নন্দরাজ কৃষ্ণের কথানুসারে দ্বিজগণ দ্বারা গোবর্দ্ধন দেবের পূজা করাইয়া স্বয়ং দ্বিজ, অগ্নি ও গোধনের পূজা করত তাঁহার উদ্দেশে উত্তম মহাধন স্থাপন করিয়া উপহার

নন্দোপনন্দৈর্বৃষভানুভিশ্চ
গোপীগণৈর্গোপগণৈঃ প্রহর্ষিতঃ ।
গায়ন্তিরানর্তনবাদ্যতৎপরৈ-
শ্চকার কৃষ্ণোঽদ্রিবরপ্রদক্ষিণাম্ ॥ ১৯

দেবেষু বর্ষৎসু চ পুষ্পবর্ষং
জনেষু বর্ষৎসু চ লাজসঞ্চয়ম্ ।
রেজে মহারাজ ইবাধ্বরে জনৈ-
র্গোবর্দ্ধনো নাম গিরীন্দ্ররাজরাট্ ॥ ২০

কৃষ্ণোঽপি সাক্ষাদ্ব্রজশৈলমধ্যা-
দ্রূপান্তিদীর্ঘং কিল চান্যরূপম্ ।
শৈলোঽস্মি লোকানিতি ভাষয়ন্ সন্
জঘাস সর্ব্বং কৃতমন্নকূটম্ ॥ ২১

গোপালগোপীগণবৃন্দমুখ্যা
উচুঃ স্বয়ং বীক্ষ্য গিরেঃ প্রভাবম্ ।
দাতুং বরং তত্র সমুদ্যতং তং
সুবিস্মিতা হর্ষিতমানসাস্তে ॥২২

জ্ঞাতোঽসি গোপৈর্গিরিরাজ দেবঃ
প্রদর্শিতো নন্দসুতেন সাক্ষাৎ।
নো গোধনং বা কিলবন্ধুবর্গো
বৃদ্ধিং সমায়াতু দিনে দিনে কৌ ॥ ২৩

তথাস্তু চোক্তা গিরিরাজরাজো
গোবর্দ্ধনো দিব্যবপুর্দ্দধানঃ ।
কিরীটকেয়ুরমনোহরাঙ্গঃ
ক্ষণেন তত্রান্তরধীয়তারাৎ ॥ ২৪

নন্দোপনন্দা বৃষভানবশ্চ
বলঃ সুচন্দ্রো বৃষভানুরাজঃ ।
শ্রীনন্দরাজশ্চ হরিশ্চ গোপা
গোপ্যশ্চ সর্ব্বা নিজগোধনৈশ্চ ॥ ২৫

দ্বিজাশ্চ যোগেশ্বরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
শিবাদয়শ্চাপ্সজনাশ্চ সর্ব্বে ।
নত্বাথ সম্পূজ্য গিরিং প্রসন্নাঃ
স্বং স্বং গৃহং জগ্মুরনিচ্ছয়া চ ॥ ২৬

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য পরং পবিত্রং
গিরীন্দ্ররাজস্য মহোৎসবং চ ।
ময়া তবাগ্রে কথিতং বিচিত্রং
নৃণাং মহাপাপহরং পবিত্রম্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীগিরিরাজখণ্ডে শ্রীনারদবহুলাশ্বসংবাদে গিরিরাজমহোৎসববর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

প্রদান করিলেন। তখন নন্দ, উপনন্দ, বৃষভানু এবং অন্যান্য গোপ ও গোপীগণ গীত-বাদ্য ও নৃত্য করিতে থাকিলে নন্দরাজ পরমানন্দিত হইলেন, কৃষ্ণ স্বয়ং গিরিবর গোবর্দ্ধনকে প্রদক্ষিণ করিলেন। দেবগণ পুষ্পবর্ষণ ও জনগণ লাজ বৃষ্টি করিলেন, তখন গিরিরাজ গোবর্দ্ধন যজ্ঞভূমে মহারাজের ন্যায় শোভিত হইলেন। কৃষ্ণ তখন সেই গোবর্দ্ধন মধ্যে অতি দীর্ঘ অন্য এক দেহ ধারণ করিয়া সকল লোককে 'আমিই গিরি গোবর্দ্ধন' এই কথা বলিয়া স্বয়ং পূর্ব্বরচিত সেই সমস্ত অন্নকূট ভক্ষণ করিলেন। মুখ্য গোপ গোপীগণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাঁহাকে বরদানে উদ্যত দেখিয়া সুবিস্মিত ও প্রসন্নমনে বলিতে লাগিলেন,—হে গিরিরাজ ! নন্দনন্দন কৃষ্ণের প্রসাদে আমরা তোমার দেবরূপ দর্শন করিলাম ; ভূতলে আমাদের গোধন ও বন্ধুবর্গ প্রতিদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। কিরীট কেয়ূরে মনোহরাঙ্গ গিরিরাজ গোবর্দ্ধন 'তাহাই হউক' বলিয়া দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে অন্তর্হিত হইলেন। নন্দ, উপনন্দ, বৃষভানু, বলরাম, সুচন্দ্র, বৃষভানুরাজ, নন্দরাজ, হরি, গোপ, গোপী, দ্বিজ, গোপেশ্বর, সিদ্ধগণ, শিবাদি দেবতা এবং অপরাপর সকলেই গিরিরাজকে প্রণাম ও পূজা করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেই স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। এই আমি তোমার নিকট শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মহাপাপহর পবিত্র বিচিত্র উত্তম চরিত্র ও গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের মহোৎসব কীর্ত্তন করিলাম। ১৮—২৭।

গিরিরাজখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ।

অথ মন্মুখতঃ শ্রুত্বা স্বাত্মযাগস্য নাশনম্ ।
গোবর্দ্ধনোৎসবং জাতং কোপং চক্রে পুরন্দরঃ
সাম্বর্ত্তকং নাম গণং প্রলয়ে মুক্তবন্ধনম্ ।
ইন্দ্রো ব্রজবিনাশায় প্রেষয়ামাস সত্বরম্ ॥ ২
অথ মেঘগণাঃ ক্রুদ্ধা ধ্বনন্তশ্চিত্রবর্ণিনঃ ।
কৃষ্ণাভাঃ পীতভাঃ কেচিৎ কেচিচ্চ হরিতপ্রভাঃ
ইন্দ্রগোপনিভাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্পূরবৎপ্রভাঃ ।
নানাবিধাশ্চ যে মেঘা নীলপঙ্কজসুপ্রভাঃ ॥ ৪
হস্তিতুল্যান্ বারিবিন্দূন্ বর্ষুন্তে মদোদ্ধতাঃ ।
হস্তিশুণ্ডাসমাভিশ্চ ধারাভিশ্চঞ্চলাশ্চ যে ॥ ৫
নিপেতুঃ কোটিশশ্চাদ্রিকূটতুল্যোপলা ভৃশম্ ।
বাতা ববুঃ প্রচণ্ডাশ্চ ক্ষেপয়ন্তস্তরূন্ গৃহান্ ॥ ৬
প্রচণ্ডবজ্রপাতানাং মেঘানামন্তকারিণাম্ ।
মহাশব্দোঽভবদ্ভূমৌ মৈথিলেন্দ্র ভয়ঙ্করঃ ॥ ৭
ননাদ তেন ব্রহ্মাণ্ডং সপ্তলোকৈর্বিলৈঃ সহ ।
বিচেলুর্দিগ্গজাস্তারা ন্যপতন্ ভূমিমণ্ডলে ॥ ৮
ভয়ভীতা গোপমুখ্যাঃ সকুটুম্বা ব্রজৌকসঃ ।
শিশূন্ স্বান্ স্বান্ পুরস্কৃত্য নন্দমন্দিরমাযযুঃ ॥ ৯
শ্রীনন্দনন্দনং নত্বা সবলং পরমেশ্বরম্ ।
উচুর্ব্রজৌকসঃ সর্ব্বে ভয়ার্ত্তাঃ শরণং গতাঃ ॥ ১০

গোপা উচুঃ ।

রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব্রজেশ্বর ।
পাহি পাহি মহাকষ্টাদিন্দ্রদত্তাদ্রিজান্ জনান্ ॥ ১১
হিত্বেন্দ্রযাগং ত্বদ্বাক্যাৎ কৃতো গোবর্দ্ধনোৎসবঃ
অদ্য শক্রে প্রকুপিতে কর্ত্তব্যং কিং বদাশু নঃ ॥

শ্রীনারদ উবাচ ।

ব্যাকুলং গোকুলং বীক্ষ্য গোপীগোপালসঙ্কুলম্
সবৎসকং গোকুলং চ গোপানাহ নিরাকুলঃ ॥ ১৩

শ্রীভগবানুবাচ ।

মা ভৈষ্ট যাতাদ্রিতটং সর্ব্বৈঃ পরিকরৈঃ সহ ।
যঃ পূজা প্রহৃতা যেন স রক্ষাং সংবিধাস্যতি ॥ ১৪

তৃতীয় অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর পুরন্দর আমার মুখে নিজ যজ্ঞলোপকারক গোবর্দ্ধনোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রজবিনাশের জন্য তৎক্ষণাৎ প্রলয়কালীন বর্ষণকারী সংবর্ত্তক নামক মেঘগণকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর ক্রুদ্ধ মেঘগণ গর্জ্জন করিতে করিতে বিচিত্ররূপ বর্ষণ করিতে লাগিল। ঐ সকল মেঘগণ মধ্যে কোন মেঘ কৃষ্ণবর্ণ, কোন মেঘ পীতবর্ণ, কোন কোন মেঘ হরিতবর্ণ, কোন মেঘ ইন্দ্রগোপকীটবৎ রক্তবর্ণ, কোন কোন মেঘ কর্পূরবৎ ধবল বর্ণ এবং কোন কোন মেঘ নীল-কমল বর্ণ। এইরূপ বিবিধ বর্ণ চঞ্চল মদোদ্ধত মেঘগণ হস্তিতুল্য বড় বড় বারিবিন্দু ও করিশুণ্ডবৎ ধারা বর্ষণ করিল। তাহারা নিরন্তর কোটি কোটি পর্ব্বত-তুল্য শিলা বর্ষণ করিতে লাগিল। বৃক্ষ ও গৃহসমূহ পাতিত করিয়া প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইল, হে মৈথিলরাজ! ভূতলে অন্তকারী প্রবল বজ্রপাতী মেঘগণের ভয়ঙ্কর মহাশব্দ হইতে লাগিল। সপ্তলোক ও পাতালসহ ব্রহ্মাণ্ড সেই মেঘনাদে নিনাদিত হইল। দিগ্-গজগণ প্রচলিত ও ভূতলে তারারাজি পতিত হইতে লাগিল। ভয়ভীত সকুটুম্ব ব্রজবাসী গোপবরগণ আত্মরক্ষার্থ স্ব স্ব শিশুগণকে অগ্রে করিয়া নন্দমন্দিরে আগমন করিলেন এবং বলরামসহ পরমেশ্বর নন্দনন্দনকে নমস্কার করত তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। গোপগণ বলিলেন,—হে মহাবাহো বলরাম! হে ব্রজেশ্বর কৃষ্ণ! ইন্দ্রদত্ত এই মহাদুঃখ হইতে নিজ জনগণকে রক্ষা কর—রক্ষা কর। আমরা তোমার কথায় ইন্দ্রযাগ ত্যাগ করিয়া গোবর্দ্ধনোৎসব করিয়াছি, তাই আজ শক্র কুপিত হইয়াছেন, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি, সত্বর বল। ১—১২। নারদ বলিলেন,—নির্ভীক কৃষ্ণ গোপ-গোপাল সঙ্কুল সবৎস গোগণসহ গোকুলকে ব্যাকুল দেখিয়া গোপগণকে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—ভীত হইও না, তোমরা সকলে সমস্ত দ্রব্যসম্ভারসহ গোবর্দ্ধনতটে গমন কর; যিনি তোমাদের পূজা

নারদ উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা স্বজনৈঃ সার্দ্ধমেত্য গোবর্দ্ধনং হরিঃ ।
সমুৎপাট্য দধারাদ্রিং হস্তেনৈকেন লীলয়া ॥ ১৫
যথোচ্ছিলীন্ধ্রং শিশুরশ্রমো গজঃ
স্বপুষ্করেণৈব চ পুষ্করং গিরিম্।
ধৃত্বা বভৌ শ্রীব্রজরাজনন্দনঃ
কৃপাকরোঽসৌ করুণাময়ঃ প্রভুঃ ॥ ১৬
অথাহ গোপান্ বিশতাদ্রিগর্ত্তং
হে তাত মাতর্ব্রজবল্লভেশাঃ ।
সোপস্করৈঃ সর্ব্বধনৈশ্চ গোভি-
রত্রৈব শক্রস্য ভয়ং ন কিঞ্চিৎ ॥ ১৭
ইত্থং হরের্বচঃ শ্রুত্বা গোপা গোধনসংযুতাঃ ।
সকুটুম্বোপস্করৈশ্চ বিবিশুঃ শ্রীগিরেস্তলম্ ॥ ১৮
বয়স্যা বালকাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণোক্তাঃ সবলা নৃপ ।
স্বান্ স্বাংশ্চ লগুড়ানদ্রেরবষ্টম্ভান্ প্রচক্রিরে ॥১৯
জলৌঘমাগতং বীক্ষ্য ভগবাংস্তদ্গিরেরধঃ ।
সুদর্শনং তথা শেষং মনসাজ্ঞাং চকার হ ॥ ২০
কোটিসূর্য্যপ্রভং চাদ্রেরূর্দ্ধং চক্রং সুদর্শনম্।
ধারাসম্পাতমপিবদগস্ত্য ইব মৈথিল ॥ ২১
অধোধস্তং গিরেঃ শেষঃ কুণ্ডলীভূতমাস্থিতঃ ।
রুরোধ তজ্জলং দীর্ঘং যথা বেলা মহোদধিম্ ॥২২
সপ্তাহং সুস্থিরস্তস্থৌ গোবর্দ্ধনধরো হরিঃ ।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রং পশ্যন্তশ্চকোরা ইব তে স্থিতাঃ ॥২৩
মত্তমৈরাবতং নাগং সমারুহ্য পুরন্দরঃ ।
সসৈন্যঃ ক্রোধসংযুক্তো ব্রজমণ্ডলমাযযৌ ॥ ২৪
দূরাচ্চিক্ষেপ বজ্রং স্বং নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া ।
স্তম্ভয়ামাস শক্রস্য সবজ্রং মাধবো ভুজম্ ॥ ২৫
ভয়ভীতস্তদা শক্রঃ সাংবর্ত্তকগণৈঃ সহ ।
দুদ্রাব সহসা দেবৈর্যথেভঃ সিংহতাড়িতঃ ॥ ২৬
তদৈবার্কোদয়ো জাতো গতা মেঘা ইতস্ততঃ ।
বাতা উপরতাঃ সদ্যো নদ্যঃ স্বল্পজলা নৃপ ॥ ২৭
বিপঙ্কং ভূতলং জাতং নির্ম্মলং খং বভুব হ ।

গ্রহণ করিয়াছেন, সেই গোবর্দ্ধনই তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। নারদ বলিলেন,—হরি এইরূপ কহিয়া স্বজনগণসহ গিরিসমীপে উপনীত হইলেন এবং গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়া অবলীলাক্রমে এক হস্তে ধারণ করিলেন। বালক যেমন বিনাশ্রমে ছত্রাক ধারণ করে, গজ যেমন শুণ্ড দ্বারা পদ্ম তুলিয়া লয়, তদ্রূপ নন্দনন্দন করুণাময় কৃপাকর প্রভু কৃষ্ণ—গিরি-ধারণ করিয়া শোভিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ গোপগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে মাতঃ! হে তাত! হে ব্রজবল্লভ গোপবরগণ! আপনারা যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার ধন ও গোগণসহ এই গিরিগর্ত্তে প্রবেশ করুন, এখানে শক্র হইতে আপনাদের কোন ভয় থাকিবে না। হরির এই প্রকার বাক্য শুনিয়া গোপগণ গোধন গৃহোপকরণ ও পরিবারসহ গোবর্দ্ধনগিরির তলদেশে প্রবেশ করিলেন। হে নৃপ! কৃষ্ণের আদেশে বলরামসহ তদীয় বয়স্য বালকগণ পর্ব্বততলে তাঁহাদের স্ব স্ব লগুড়াদি স্তম্ভাকারে রাখিয়া দিলেন। তখন সেই পর্ব্বতের তলদেশে রাশি রাশি বৃষ্টিজল আসিতে দেখিয়া ভগবান্ সুদর্শন ও শেষ নাগ অনন্তকে মনে মনে আদেশ করিলেন। হে মৈথিল! অগস্ত্য যেমন সাগর পান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কোটি দিবাকরকান্তি সুদর্শনচক্র পর্ব্বতের ঊর্দ্ধে ধারাকারে পতিত মেঘজল পান করিলেন; আর শেষ নাগ স্বদেহ কুণ্ডলী করিয়া তলদেশে উপবেশনপূর্ব্বক বেলা যেরূপ সাগরজল অবরোধ করে, সেইরূপ বর্ষণজল রোধ করিয়া রহিলেন। গোবর্দ্ধনধারী হরি এইভাবে সপ্তাহ সুস্থির হইয়া রহিলেন, আর চাতকের ন্যায় গোপাল-গণ কৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করত অবস্থিত হইলেন। ১৩—২৩ ক্রোধযুক্ত শক্র সসৈন্যে মত্ত ঐরাবতারোহণে ব্রজমণ্ডলে আগমন করিয়া নন্দ-গোষ্ঠ ধ্বংস করিবার জন্য দূর হইতে স্বীয় বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, মাধব বজ্রসহ ইন্দ্রের বাহু স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন। তখন ভয়ভীত ইন্দ্র সিংহতাড়িত গজের ন্যায় সংবর্ত্তকাদি মেঘগণ ও দেবসৈন্যগণসহ সত্বর পলায়ন করিলেন। হে নৃপ! তখনই মেঘগণ চারিদিকে চলিয়া গেল, সূর্য্য উদিত হইলেন; বায়ু সদ্য প্রশমিত, নদী সকল স্বল্পজল, ভূতল

চতুষ্পদাঃ পক্ষিণশ্চ সুখমাপুস্ততস্ততঃ ॥ ২৮
হরিণোক্তাস্তদা গোপা নির্যযুর্গিরিগর্ত্ততঃ ।
স্বং স্বং ধনং গোধনং চ সমাদায় শনৈঃ শনৈঃ ॥
নির্যাতেতি বয়স্যাংশ্চ প্রাহ গোবর্দ্ধনোদ্ধরঃ ।
তে তমাহুশ্চ নির্গচ্ছ ধারয়ামোঽদ্রিমোজসা ॥৩০
ইতি বাদপরান্ গোপান্ গোবর্দ্ধনধরো হরিঃ ।
তদর্দ্ধং চ গিরের্ভারং প্রাদাত্তেভ্যো মহামনাঃ ॥
পতিতাস্তেন ভারেণ গোপবালাশ্চ নির্ব্বলাঃ ॥৩২
করেণ তান্ সমুত্থাপ্য স্বস্থানে পূর্ব্ববদ্গিরিম্ ।
সর্ব্বেষাং পশ্যতাং কৃষ্ণঃ স্থাপয়ামাস লীলয়া ॥৩৩
তদৈব গোপীগণগোপমুখ্যাঃ
সম্পূজ্য কৃষ্ণং নৃপনন্দসূনুম্ ।
গন্ধাক্ষতাদ্যৈর্দধিদুগ্ধভোগৈ-
র্জ্ঞাত্বা পরং নেমুরতীব সর্ব্বে ॥ ৩৪
নন্দো যশোদা নৃপ রোহিণী চ
বলশ্চ সন্নন্দমুখাশ্চ বৃদ্ধাঃ ।
আলিঙ্গ্য কৃষ্ণং প্রদদুর্ধনানি
শুভাশিষঃ স্নেহযুজুর্গার্গাঃ ॥ ৩৫
সংশ্লাঘ্য তং গায়নবাদ্যতৎপরা
নৃত্যন্ত আরাদুপ নন্দনন্দনম্ ।
আজগ্মুরেব স্বগৃহান্ ব্রজৌকসো
হরিং পুরস্কৃত্য মনোরথং গতাঃ ॥ ৩৬
তদৈব দেবা ববৃষুঃ প্রহর্ষিতাঃ
পুষ্পৈঃ শুভৈঃ সুন্দরনন্দনোদ্ভবৈঃ ।
জগুর্যশঃ শ্রীগিরিরাজধারিণো
গন্ধর্ব্বমুখ্যা দিবি সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥৩৭

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং শ্রীগিরিরাজখণ্ডে
শ্রীনারদবহুলাশ্বসংবাদে গোবর্দ্ধনোদ্ধরণং
নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

কর্দ্দমহীন ও নভোমণ্ডল নির্ম্মল হইল। ক্রমে পশু ও পক্ষিগণ নিরাপদ্ হইল, কৃষ্ণের আদেশে গোপগণ নিজ নিজ গৃহদ্রব্য ও গোধনসহ ধীরে ধীরে গিরিগর্ত্ত হইতে নির্গত হইলেন। গোবর্দ্ধনধারী হরি বয়স্য বালকগণকে চলিয়া যাইতে বলিলে তাহারা তাঁহাকে বলিল,—তুমি পর্ব্বত হইতে বাহির হও, আমরাও স্বীয় বলে গিরি ধারণ করিব। বালকগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে মহামনা গোবর্দ্ধনধারী হরি সেই গিরির অর্দ্ধভার তাহাদের উপর ন্যস্ত করিলেন, কিন্তু গোপ বালকগণ সেই ভারে দুর্ব্বল হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কৃষ্ণ করদ্বারা বালকগণকে উত্তোলন করিয়া সকলের সমক্ষে সেই পর্ব্বত অনায়াসে উঠাইয়া লইয়া পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। হে নৃপ! তখনই প্রধান প্রধান গোপ গোপীগণ নন্দনন্দন কৃষ্ণকে গন্ধ, অক্ষত, দধি ও দুগ্ধাদি ভোগ দ্বারা পূজা করিলেন এবং তাঁহাকে পরম পুরুষ জানিয়া বহুবার প্রণাম করিলেন। হে নৃপ! নন্দ, যশোদা, রোহিণী বলরাম এবং সন্নন্দপ্রমুখ বৃদ্ধ গোপগণ কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া প্রচুর ধন দান করত স্নেহবশে শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। হে রাজন্! ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের প্রশংসাপূর্ব্বক গীত-বাদ্য-সহকারে তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিলেন এবং তাঁহারা পূর্ণমনোরথ হইয়া তাঁহাকে অগ্রে করত নিজ নিজ গৃহে আগমন করিলেন। তখন প্রহর্ষিত দেবগণ নন্দন কাননজাত সুন্দর শুভ কুসুম বর্ষণ করিলেন এবং প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ স্বর্গে গোবর্দ্ধনধারী হরির যশোগান করিতে লাগিলেন।২৪—৩৭।

গিরিরাজখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ।
অথ দেবগণৈঃ সার্দ্ধং শক্রস্তত্র সমাগতঃ।
গতমানো গিরৌ কৃষ্ণং রহসি প্রণনাম হ ॥ ১

চতুর্থ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর ইন্দ্র অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবগণসহ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে সমাগত হইয়া গোপনে কৃষ্ণকে প্রণাম করি-

ইন্দ্র উবাচ।

ত্বং দেবদেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রভুঃ
পূর্ণঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমোত্তমঃ।
পরাৎপরস্ত্বং প্রকৃতেঃ পরো হরি-
র্মাং পাহি পাহি ত্রিপতে জগৎপতে ॥ ২
দশাবতারো ভগবাংস্ত্বমেব
রিরক্ষয়া ধর্ম্মগবাং শ্রুতেশ্চ
অদ্যৈব জাতঃ পরিপূর্ণদেবঃ
কংসাদিদৈত্যেন্দ্রবিনাশনায় ॥ ৩
ত্বন্মায়য়া মোহিতচিত্তবৃত্তিং
মদোদ্ধতং হেলনভাজনং মাম্।
পিতেব পুত্রং ত্রিপতে ক্ষমস্ব
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪

ওঁ নমো গোবর্দ্ধনোদ্ধরণায় গোবিন্দায় গোকুলনিবাসায় গোপালায় গোপালপতয়ে গোপীজনভর্ত্রে গিরিজোদ্ধর্ত্রে করুণানিধয়ে জগদ্বিধয়ে জগন্মঙ্গলায় জগন্নিবাসায় জগন্মোহনায় কোটিমন্মথমন্মথায় বৃষভানুসুতাবরায় শ্রীনন্দরাজকুলপ্রদীপায় শ্রীকৃষ্ণায় পরিপূর্ণতমায় তেহসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতয়ে গোলোকধামধিষণাধিপতয়ে স্বয়ম্ভগবতে সবলায় নমস্তে নমস্তে ॥ ৫

শ্রীনারদ উবাচ।

ইতি শক্রকৃতং স্তোত্রং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেত্তস্য সঙ্কটান্ন ভয়ং ভবেৎ ॥ ৬
ইতি স্তুত্বা হরিং দেবং সর্ব্বৈর্দেবগণৈঃ সহ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রণনাম পুরন্দরঃ ॥ ৭
অথ গোবর্দ্ধনে রম্যে স্বর্গতো সমুদ্রজা।
স্নাপয়ামাস গোপেশং দুগ্ধধারাভিরাশু ॥ ৮
শুণ্ডাদণ্ডৈশ্চতুর্ভিশ্চ স্বর্গঙ্গাজলপূরিতৈঃ।
শ্রীকৃষ্ণং স্নাপয়ামাস মত্ত ঐরাবতো গজঃ ॥ ৯
ঋষিভিঃ শ্রুতিভিঃ সর্ব্বৈর্দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
তুষ্টুবুস্তে হরিং রাজন্ হর্ষিতাঃ পুষ্পবর্ষিণঃ ॥ ১০
কৃষ্ণাভিষেকে সঞ্জাতে গিরির্গোবর্দ্ধনো মহান্।
দ্রবীভূতো হবহদ্রাজন্ হর্ষানন্দাদিতস্ততঃ ॥ ১১
প্রসন্নো ভগবাংস্তস্মিন্ কৃতবান্ হস্তপঙ্কজম্।

লেন। ইন্দ্র বলিলেন,—আপনি দেবদেব, পরমেশ্বর, প্রভু, পূর্ণ, পুরাণ, পুরুষোত্তম: আপনি পরাৎপর, প্রকৃতির অতীত, স্বর্গপতি, জগৎপতি; হে হরে! আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আপনিই ধর্ম্ম গোগণ ও বেদের রক্ষার জন্য দশাবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন; সম্প্রতিও আপনি কংসাদি দৈত্যেন্দ্রগণের বধের জন্য পরিপূর্ণদেবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনার মায়ায় আমার মনোবৃত্তি মোহাপন্ন হইয়াছে, আমি মদোদ্ধত হইয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিয়াছি, হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! হে স্বর্গপতি! পিতা যেরূপ পুত্রকে ক্ষমা করেন, তদ্রূপ প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি গোবর্দ্ধনধারী গোবিন্দ, গোকুলনিবাসী, গোপাল, গোপালপতি ও গোপীজনাধীশ; আপনাকে নমস্কার। আপনি পর্ব্বতোৎপাটনকারী, করুণানিধি, জগদ্বিধাতা, জগন্মঙ্গল, জগন্নিবাস, জগন্মোহন, কোটি মন্মথেরও মনোমথনকারী, বৃষভানুনন্দিনী রাধার অধীশ, নন্দরাজের কুলপ্রদীপ, পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি, গোলোকপতি ও জ্ঞানের অধিপতি স্বয়ং ভগবান্; বলদেবের সহিত আপনাকে নমস্কার নমস্কার। নারদ বলিলেন,—যে মানব প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পর এই ইন্দ্রকৃত স্তব পাঠ করে, তাহার সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি হয়; সঙ্কট হইতে তাহার ভয় থাকে না। পুরন্দর সর্ব্বদেবগণসহ এই প্রকারে হরির স্তব করিয়া করজোড়ে প্রণাম করিলেন। ১—৭। অনন্তর সমুদ্রজা সুরভি গো নিজ দুগ্ধধারা দ্বারা রমণীয় গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গোপেশকে স্নান করাইলেন। মত্ত ঐরাবত গজ চতুর্দ্দন্ত শোভিত শুণ্ডাদণ্ডে স্বর্গ গঙ্গাজল পূরিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্নানকরাইল। হে রাজন্! ঋষিগণ, বেদগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ প্রসন্ন হইয়া স্তব ও পুষ্পবর্ষণ করিলেন। হে নৃপ! কৃষ্ণের অভিষেক হইয়া গেলে মহাগিরি গোবর্দ্ধন হর্ষানন্দে দ্রবীভূত হইয়া ইতস্ততঃ বহিতে লাগিলেন। ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া পর্ব্বতগাত্রে নিজ পদ্মহস্ত বিন্যস্ত

তদ্বস্তচিহ্নমদ্যাপি দৃশ্যতে তত্গিরৌ নৃপ ॥ ১২
তত্তীর্থঞ্চ পরং ভূতং নরাণাং পাপনাশনম্।
তদেব পাদচিহ্নং স্যাত্তত্তীর্থং বিদ্ধি মৈথিল ॥ ১৩
এতাবতস্তু তত্রৈব পাদচিহ্নং বভূব হ।
সুরভেঃ পাদচিহ্নানি বভূবুস্তত্র মৈথিল ॥ ১৪
স্বর্গঙ্গাজলপাতেন, কৃষ্ণস্নানেন মৈথিল।
তত্র বৈ মানসী গঙ্গা গিরৌ জাতাঘনাশিনী ॥ ১৫
সুরভের্দুগ্ধধারাভির্গোবিন্দস্নানতো নৃপ।
জাতো গোবিন্দকুণ্ডোঽদ্রৌ মহাপাপহরঃ পরঃ ॥
কদাচিত্তস্মিন্ দুগ্ধস্য স্বাদুত্বং প্রতিপদ্যতে।
তত্র স্নাত্বা নরঃ সাক্ষাদ্গোবিন্দপদমাপ্নুয়াৎ ॥১৭
প্রদক্ষিণীকৃত্য হরিং প্রণম্য বৈ
দত্ত্বা বলীংস্তত্র পুরন্দরাদয়ঃ।
জয়ধ্বনিং কৃত্য সুপুষ্পবর্ষিণো
যযুঃ সুরাঃ সৌখ্যযুতাস্ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ১৮
কৃষ্ণাভিষেকস্য কথাং শৃণোতি যো
দশাশ্বমেধাবভৃথাধিকং ফলম্।
প্রাপ্নোতি রাজেন্দ্র স এব ভূমঃ
পরং পদং যাতি পরস্তু বেধসঃ ॥ ১৯
ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং শ্রীগিরিরাজখণ্ডে
শ্রীনারদবহুলাশ্বসংবাদে শ্রীকৃষ্ণাভি-
ষেকো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

করিলেন, হে নৃপ! অদ্যাপি কৃষ্ণের সেই কর-চিহ্ন পর্ব্বতগাত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা নরগণের পাপনাশন পরমপাবন তীর্থ হইল। হে মৈথিল! পর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণের যে পদচিহ্ন পতিত হইয়াছিল, তাহাও তীর্থ বলিয়া জানিবে। হে রাজন্! এইরূপে পর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণের পদ-চিহ্ন পতিত হইলে তথায় সুরভিরও পাদচিহ্ন পতিত হইয়াছিল। হে মৈথিল! স্বর্গগঙ্গা হইতে পতিত জলে কৃষ্ণাভিষেক সম্পন্ন হইলে সেই জল গোবর্দ্ধনগিরিতে পাপনাশিনী মানসী গঙ্গারূপে পরিণত হইল। হে নৃপ! সুরভির দুগ্ধধারায় গোবিন্দের যে অভিষেক হইয়াছিল, তাহা ঐ পর্ব্বতে মহাপাপহর গোবিন্দকুণ্ড নামে বিখ্যাত হইল। ঐ কুণ্ডের জল দুগ্ধের ন্যায় স্বাদু, মানব ঐ জলে স্নান করিয়া সাক্ষাৎ গোবিন্দ পদলাভ করে। অনন্তর পুরন্দরাদি দেবগণ হরিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া নানা উপহার প্রদানপূর্ব্বক জয়ধ্বনি ও উত্তম পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে সৌখ্যযুক্ত হইয়া স্বর্গপুরে গমন করিলেন। যে মানব এই কৃষ্ণাভিষেককথা শ্রবণ করে, তাহার দশাশ্বমেধের অভিষেক ফল হইতেও অধিক ফল লাভ হয়; হে রাজেন্দ্র! সেই মানব ব্রহ্মার শাশ্বত পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৮—১৯।

গিরিরাজখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
একদা সর্ব্বগোপালা গোপ্যো নন্দসুতস্য তৎ।
অদ্ভুতং চরিতং দৃষ্ট্বা নন্দমাহুর্যশোমতীম্ ॥ ১
গোপা উচুঃ।
হে গোপরাজ ত্বদ্বংশে কোঽপি জাতো ন চাদ্রিধৃক্
ন ক্ষমস্ত্বং শিলাং ধর্ত্তুং সপ্তাহং হে যশোমতি ॥২
ক্ক সপ্তহায়নো বালঃ ক্কাদ্রিরাজস্য ধারণম্।
তেন নো জায়তে শঙ্কা তব পুত্রে মহাবলে ॥ ৩
অয়ং বিভ্রদ্গিরিবরং কমলং গজরাড়িব।

পঞ্চম অধ্যায়

নারদ বলিলেন,—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত চরিতদর্শনে একদা সমস্ত গোপ ও গোপী নন্দ ও যশোদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপগণ বলিলেন,—হে গোপরাজ! তোমার বংশে কেহ কখন গিরিধারণক্ষম জন্মে নাই; হে যশোদে! তুমি সপ্তাহ পর্য্যন্ত একখণ্ড শিলা ধারণেও সমর্থ নহ। কোথায় এই সাত বৎসরের বালক, আর কোথায়ই বা এই গিরিবরের ধারণ! অতএব তোমার মহাবল বালকে আমাদের আশঙ্কা হইতেছে! এই বালক অবলীলাক্রমে এক হস্তে করিবরের কমল

উচ্ছিলীন্ধ্রং যথা বালো হস্তেনৈকেন লীলয়া ॥৪
গৌরবর্ণা যশোদে ত্বং নন্দ ত্বং গৌরবর্ণধৃক্।
অয়ং জাতঃ কৃষ্ণবর্ণ এতৎ কুলবিলক্ষণম্ ॥৫
যথাস্ত ক্ষত্রিয়াণান্ত বাল এতাদৃশো যথা।
বলভদ্রে ন দোষঃ স্যাচ্চন্দ্রবংশসমুদ্ভবে ॥ ৬
জাতেস্ত্যাগং করিষ্যামো যদি সত্যং ন ভাষসে
গোপেষু চাস্য বোৎপত্তিং বদ চেন্ন কলির্ভবেৎ ॥
শ্রীনারদ উবাচ।
শ্রুত্বা গোপালবচনং যশোদা ভয়বিহ্বলা।
নন্দরাজস্তদা প্রাহ গোপান্ ক্রোধপ্রপূরিতান্ ॥৮
শ্রীনন্দ উবাচ।
গর্গস্য বাক্যং হে গোপা বদিষ্যামি সমাহিতঃ।
যেন গোপগণা যূয়ং ভবতাশু গতব্যথাঃ ॥ ৯
ককারঃ কমলাকান্ত ঋকারো রাম ইত্যপি।
ষকারঃ ষড়্গুণপতিঃ শ্বেতদ্বীপনিবাসকৃৎ ॥ ১০
ণকারো নারসিংহোঽয়মকারো হ্যক্ষরোঽগ্নিভুক্।
বিসর্গৌ চ তথা হেতৌ নরনারায়ণাবৃষী ॥ ১১
সম্প্রলীনাশ্চ ষট্ পূর্ণা যস্মিঞ্ছুদ্ধে মহাত্মনি।
পরিপূর্ণতমে সাক্ষাত্তেন কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১২
শুক্লো রক্তস্তথা পীতো বর্ণোঽস্যানুযুগং ধৃতঃ।
দ্বাপরান্তে কলেরাদৌ বালোঽয়ং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥
তস্মাৎ কৃষ্ণ ইতি খ্যাতো নাম্নায়ং নন্দনন্দনঃ।
বসবশ্চেন্দ্রিয়াণীতি তদ্দেবা চিত্ত এব হি ॥ ১৪
তস্মিন্ যশ্চেষ্টতে সোঽপি বাসুদেব ইতি স্মৃতঃ ॥
বৃষভানুসুতা রাধা যা জাতা কীর্ত্তিমন্দিরে।
তস্যাঃ পতিরয়ং সাক্ষাত্তেন রাধাপতিঃ স্মৃতঃ ॥১৬
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকে ধাম্নি রাজতে ॥ ১৭
সোঽয়ং তব শিশুর্জাতো ভারাবতরণায় চ।
কংসাদীনাং বধার্থায় ভক্তানাং পালনায় ॥ ১৮
অনন্তান্যস্য নামানি বেদগুহ্যানি ভারত।
লীলাভিশ্চ ভবিষ্যন্তি তৎকর্ম্মসু ন বিস্ময়ঃ ॥১৯
ইতি শ্রুত্বাহজে গোপাঃ সন্দেহং ন করোম্যহম্।
বেদবাক্যং ব্রহ্মবচঃ প্রমাণং হি মহীতলে ॥ ২০

ধারণের ন্যায় এবং শিশুর ছত্রাক গ্রহণের মত গিরিবর ধারণ করিয়াছে। হে যশোদে! হে নন্দ! তোমরা গৌরবর্ণ; অতএব এই বালক যে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া জন্মিয়াছে, ইহা কুলবিপর্য্যয়। এইরূপ বালক ক্ষত্রিয়গণের গৃহে জন্মিবার উপযুক্ত। চন্দ্রবংশ সমুদ্ভব বলিয়া বলদেবে এ সকল দোষ বিদ্যমান নহে। যদি সত্য বাক্য না বল, তবে আমরা তোমাদিগকে ত্যাগ করিব। কিরূপে গোপবংশে এই বালকের জন্ম হইল, যদি না বল, তবে কলহ হইবে। নারদ বলিলেন,—গোপাল-বাক্য শ্রবণে যশোদা ভয়ে বিহ্বলা হইলেন, তখন নন্দরাজ রোষপূর্ণ গোপগণকে বলিতে লাগিলেন ।১—৮। নন্দ বলিলেন,—হে গোপ-গণ! আমি সমাহিত হইয়া গর্গবাক্য বলি-তেছি; যাহা হইতে আশু তোমাদের ব্যথা দূর হইবে। গর্গ বলিয়াছেন,—"ককার কমলা-পতি, ঋকার রাম, ষকার শ্বেতদ্বীপবাসী ষড়্-গুণপতি, ণকার নরসিংহ, অকার অক্ষর অগ্নি-ভুক্; আর বিসর্গদ্বয় নর-নারায়ণ। এই পূর্ণ ছয় জন যে মহাত্মা পরিপূর্ণতমে প্রলীন, তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ইনি যুগে যুগে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণধারণ করিয়া থাকেন। দ্বাপরের অবসানে কলির আদিতে এই বালক কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব এই নন্দনন্দন 'কৃষ্ণ' এই নামে আখ্যাত। বসু অর্থে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের দেবতা ও চিত্ত, তাহাতে যিনি চেষ্টাযুক্ত, তাহাকে বাসুদেব নামে কথিত। কীর্ত্তি গৃহে যে বৃষভানু-কন্যা রাধা জন্মিয়াছেন, ইনি তাঁহার পতি, এজন্য ইনি সাক্ষাৎ রাধাপতি নামে প্রসিদ্ধ। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম, তিনি গোলোকধামে বিরাজ করেন। কংসাদির সংহার ও ভক্তগণের পালনার্থে ভূভারহরণ জন্য সেই কৃষ্ণ তোমার শিশুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে ভারত! ইহাঁর বেদগুহ্য অনন্ত নাম আছে; বহু লীলা-দ্বারা তাহা প্রকাশিত হইবে, ইহাঁর কার্য্যে বিস্ময় কর্ত্তব্য নহে।" ৯—১৯। হে গোপগণ! এইরূপ গর্গবাক্য শুনিয়া আমি তনয়ে সন্দেহ ত্যাগ করিয়াছি। মহীতলে বেদ ও ব্রাহ্মণের

গোপা উচুঃ।
যদ্যাগতস্তব গৃহে গর্গাচার্য্যো মহামুনিঃ।
তৎক্ষণে নামকরণে নাহূতা জাতয়ো বয়ম্‌। ২১
স্বগৃহে নামকরণং ত্বয়া চ কৃতং শিশোঃ।
তব [illegible]

[illegible] উবাচ।
এবং [illegible] গোপা নির্গতা নন্দমন্দিরাৎ।
[illegible] ক্রোধপূরিতবিগ্রহাঃ। ২৩
বৃষভানুবরং সাক্ষাৎ নন্দরাজসহায়কম্‌।
প্রাহুর্গোপগণাঃ সর্ব্বে জাতের্মদসমন্বিতাঃ। ২৪
গোপা উচুঃ।
বৃষভানুবর ত্বং বৈ জাতিমুখ্যো মহামনাঃ।
নন্দরাজং ত্যজ জাতেঃ হে গোপেশ্বর ভূপতে। ২৫
বৃষভানুবর উবাচ।
কো দোষো নন্দরাজস্য জাতেস্তং সন্ত্যজাম্যহম্‌
গোপেষ্টো জাতিমুকুটো নন্দরাজো মম প্রিয়ঃ।
গোপা উচুঃ।
ন চেত্ত্যজসি তং রাজংস্ত্যজামস্ত্বাং ব্রজৌকসঃ
ত্বদ্গৃহে বর্দ্ধিতা কন্যা চোদ্বাহযোগ্যা মহামতে। ২৭
ভবতা জাতিমুখ্যেন সম্পত্তুন্মদশালিনা।
ন দত্তা বরমুখ্যায় কলুষং তব বিদ্যতে। ২৮
অদ্য ত্বাং জাতিসংভ্রষ্টং পৃথক্‌ কুর্ম্মহে নৃপ।
ন চেত্ত্যজ নন্দরাজং ত্যজ ত্যজ মহামতে। ২৯
বৃষভানুবর উবাচ।
গর্গস্য বাক্যং হে গোপা বদিষ্যামি সমাহিতঃ।
যেন গোপগণা যূয়ং ভবতাশু গতব্যথাঃ। ৩০
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকেশঃ পরাৎপরঃ।
তস্মাৎ পরো বরো নাস্তি জাতো নন্দগৃহে শিশুঃ
ভুবো ভারাবতারায় কংসাদীনাং বধায় চ।
ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ কৃষ্ণো বভূব জগতীতলে। ৩২
শ্রীকৃষ্ণপট্টরাজ্ঞী যা গোলোকে রাধিকাভিধা।
ত্বদ্গেহে সাপি সঞ্জাতা ত্বং ন জানাসি তাং পরাম্‌
অহং ন কারয়িষ্যামি বিবাহমনয়োর্নৃপ।
তয়োর্বিবাহো ভবিতা ভাণ্ডীরে যমুনাতটে। ৩৪

বাক্যই প্রমাণ। গোপগণ বলিলেন,—আমরা তোমার জ্ঞাতি, যখন তোমার গৃহে মহামুনি গর্গাচার্য্য আসিয়াছিলেন, তখন সেই নামকরণ কার্য্যে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ কর নাই, নিজগৃহে নিজেই তুমি নামকরণ করিয়াছ; তোমার এমনই রীতি যে, তোমার গৃহে যে কার্য্যই হউক, তুমি তাহা গোপন করিয়া থাক। নারদ বলিলেন,—নন্দরাজ এইরূপ বলিলে গোপগণ নন্দমন্দির হইতে নির্গত হইয়া ক্রোধপূর্ণ হৃদয়ে গোপবর বৃষভানুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জ্ঞাতিসমুচিত মদে মত্ত হইয়া নন্দরাজের সাহায্যকারী বৃষভানুবরকে বলিতে লাগিলেন। গোপগণ বলিলেন,—হে বৃষভানুবর! তুমি প্রধান জ্ঞাতি ও মহামনা, হে গোপেশ্বর! হে গোপভূপতে! তুমি জ্ঞাতি সম্বন্ধ হইতে নন্দরাজকে পরিত্যাগ * কর। বৃষভানুবর বলিলেন—নন্দরাজ গোপগণের ইষ্টকারক, গোষ্ঠীপতি ও আমার প্রিয়; তাঁহার কি দোষ যে, তাঁহাকে জ্ঞাতি সম্বন্ধ হইতে ত্যাগ করিব? গোপগণ বলিলেন,—হে রাজন্‌! তুমি যদি তাহাকে ত্যাগ না কর, ব্রজবাসী আমরা তোমাকে ত্যাগ করিব। হে মহামতে! তোমারও গৃহে বিবাহযোগ্যা বর্দ্ধমানা কন্যা বিদ্যমানা। তুমি জ্ঞাতি প্রধান, সম্পদে মত্ত হইয়া উপযুক্তপাত্রে কন্যার্পণ করিতেছ না, ইহাতে তোমার পাপ হইতেছে। হে মহামতে। নন্দরাজকে সত্বর ত্যাগ কর, ত্যাগ কর! হে নৃপ! অন্যথা আজ আমরা তোমাকে জ্ঞাতি সম্বন্ধ হইতে ত্যাগ করিয়া পৃথক্‌ করিয়া দিব। ২০—২৯। বৃষভানুবর বলিলে—হে গোপগণ! আমি সমাহিত হইয়া গর্গবাক্য বলিতেছি, যাহা হইতে তোমাদের আশু সন্দেহ দূর হইবে। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি পরাৎপর গোলোকেশ শিশুরূপে নন্দগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ বর নাই। কংসাদির বধার্থ ও ভূভার হরণ জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনায় কৃষ্ণ জগতীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গোলোকের রাধিকা নামে শ্রীকৃষ্ণের যিনি পাটরাণী, তিনিও তোমার গৃহে জন্মিয়াছেন, তোমার সেই পরমা রাধার বিষয় বিদিত নহ। আমি উঁহাদের

বৃন্দাবনসমীপে চ নির্জ্জনে সুন্দরে স্থলে।
পরমেষ্ঠী সমাগত্য বিবাহং কারয়িষ্যতি ॥ ৩৫
তস্মাদ্রাধাং গোপবর বিদ্ধ্যর্দ্ধাঙ্গীং পরস্য চ।
লোকচূড়ামণেঃ সাক্ষাদ্রাজ্ঞীং গোলোকমন্দিরে ॥
যূয়ং সর্ব্বেঽপি গোপালা গোলোকাদাগতা ভুবি
তথা গোপীগণা গাবো গোকুলে রাধিকেচ্ছয়া ॥
এবমুক্ত্বা গতে সাক্ষাদ্‌গর্গাচার্য্যে মহামুনৌ।
তদ্দিনাদথ রাধায়াং সন্দেহং ন করোম্যহম্ ॥৩৮
বেদবাক্যং ব্রহ্মবচঃ প্রমাণং হি মহীতলে।
ইতি বঃ কথিতং গোপা কিম্ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছথ ॥

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীগিরিরাজখণ্ডে
নারদবহুলাশ্বসংবাদে গোপবিবাদো নাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

বিবাহ করাইব না, যমুনাতীরে ভাণ্ডীরবনে তাঁহাদের বিবাহ হইবে। বৃন্দাবনের সমীপস্থ নির্জ্জন সুন্দর বনস্থলে ব্রহ্মা সমাগত হইয়া তাঁহাদের বিবাহ করাইবেন। অতএব হে গোপবর! রাধাকে পরমপুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী জানিবে। তিনি গোলোক মন্দিরে লোক-চূড়ামণি সাক্ষাৎ কৃষ্ণের পট্টরাজ্ঞী। তোমরা গোপগণ যেরূপ গোলোক হইতে সমাগত হইয়াছ, তদ্রূপ গোপী ও গোগণও রাধিকার ইচ্ছায় গোকুলে সমাগত। যে দিন হইতে মহামুনি গর্গাচার্য্য এইরূপ বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সেই হইতে আমিও রাধায় আর কোন সন্দেহ করি না। মহীতলে বেদ ও ব্রাহ্মণের বাক্যই প্রমাণ। হে গোপগণ! এই আমি তোমাদের নিকট রাধা কৃষ্ণ কথা কহিলাম, পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ৩০—৪০।

গিরিরাজখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

বৃষভানুবরস্যেদং বচঃ শ্রুত্বা ব্রজৌকসঃ।
ঊচুঃ পুনঃ শান্তিগতা বিস্মিতা [illegible] ॥ ১

গোপা ঊচুঃ।

সমীচীনং বচো রাজন্ রাধেয়ং তু হরিপ্রিয়া।
তৎপ্রভাবেণ তে দীর্ঘং বৈভবং দৃশ্যতে ভুবি ॥ ২
সহস্রশো গজা মত্তাঃ কোটিশোঽশ্বাশ্চ চঞ্চলাঃ।
রথাশ্চ দেবধিষ্ণ্যাভাঃ শিবিকাঃ কোটিশঃ শুভাঃ
কোটিশঃ কোটিশো গাবো হেমরত্নমনোহরাঃ।
মন্দিরাণি বিচিত্রাণি রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৪
সর্ব্বং সৌখ্যং ভোজনাদি দৃশ্যতে সাম্প্রতং তব
কংসোঽপি ধর্ষিতো জাতো দৃষ্ট্বা তে বলমদ্ভুতম্
কান্যকুব্জপতেঃ সাক্ষাদ্ভলন্দননৃপস্য চ।
জামাতা ত্বং মহাবীর কুবের ইব কোশবান্ ॥ ৬
ত্বৎসমং বৈভবং নাস্তি নন্দরাজগৃহে ক্বচিৎ।
কৃশীবলো নন্দরাজো গোপতির্দীনমানসঃ ॥ ৭

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—বৃষভানুবরের এই বাক্য শ্রবণে ব্রজবাসিগণের সন্দেহ দূর হইল, তাঁহারা শান্তিপ্রাপ্ত ও বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। গোপগণ বলিলেন,—হে রাজন্! এই রাধা হরিপ্রিয়া, তোমার এই বাক্য সমীচীন, তাহারই প্রভাবে ভূতলে তোমার এই বিপুল সম্পদ্ দৃষ্ট হইতেছে। সহস্র সহস্র মত্ত মাতঙ্গ, কোটি কোটি দ্রুতগামী অশ্ব, দেবমন্দিরপ্রভ রথ, কোটি কোটি উত্তম শিবিকা, হেমরত্ন মনোহর কোটি কোটি গো, বিচিত্র বিচিত্র মন্দির ও বিবিধ রত্ন, ভোজনাদি সৌখ্য—সম্প্রতি তোমার গৃহে এ সকল দৃষ্ট হইতেছে; তোমার অদ্ভুত বলদর্শনে কংসও ভয়ে ভীত হইতেছে। হে মহাবীর! তুমি কান্যকুব্জপতি ভলন্দন নৃপের কুবেরোপম ধনবান্ জামাতা; তোমার তুল্য ধন নন্দরাজ-গৃহে নাই, কৃষিজীবী গোপবর নন্দরাজ ত

যদি নন্দসুতঃ সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতমো হরিঃ।
সর্ব্বেষাং পশ্যতাং নস্তৎপরীক্ষাং কারয় প্রভো ॥৮
শ্রীনারদ উবাচ।
তেষাং বাক্যং ততঃ শ্রুত্বা বৃষভানুবরো মহান্।
চকার নন্দরাজস্য বৈভবস্য পরীক্ষণম্ ॥ ৯
কোটিদামানি মুক্তানাং স্থূলানাং মৈথিলেশ্বর।
একৈকা যেষু মুক্তাশ্চ কোটিমৌল্যাঃ স্ফুরৎপ্রভাঃ
নিধায় তানি পাত্রেষু বৃণানৈঃ কুশলৈর্জনৈঃ।
প্রেষয়ামাস নন্দায় সর্ব্বেষাং পশ্যতাং নৃপ ॥ ১১
নন্দরাজসভাং গত্বা বৃণানাঃ কুশলা ভৃশম্।
নিধায় দামপাত্রাণি নন্দমাহুঃ প্রণম্য তম্ ॥ ১২
বৃণানা উচুঃ ।
বিবাহযোগ্যাং নবকঞ্জনেত্রাং
কোটীন্দুবিম্বদ্যুতিমাদধানাম্।
বিজ্ঞায় রাধাং বৃষভানুমুখ্য-
শ্চক্রে বিচারং সুবরং বিচিন্বন্ ॥ ১৩
তবাঙ্গজং দিব্যমনঙ্গমোহনং
গোবর্দ্ধনোদ্ধারণদোঃসমুদ্ভটম্।
সংবীক্ষ্য চাস্মান্ বৃষভানুবন্দিতঃ
সম্প্রেষয়ামাস বিশাম্পতে প্রভো ॥ ১৪
বরস্য চাঙ্কে স্তরণায় পূর্ব্বং
মুক্তাফলানাং নিচয়ং গৃহাণ।
ইতশ্চ কন্যার্থমলং প্রদেহি
সৈষা হি চাস্মৎকুলজা প্রসিদ্ধিঃ ॥ ১৫
শ্রীনারদ উবাচ।
দৃষ্ট্বা দ্রব্যং পরো নন্দো বিস্মিতোঽপি বিচারয়ন্
প্রষ্টুং যশোদাং তত্তুল্যং নীত্বা চান্তঃপুরং যযৌ ॥
চিরং দধ্যৌ তদা নন্দো যশোদা চ যশস্বিনী।
এতন্মুক্তাসমানন্তু দ্রব্যং নাস্তি গৃহে মম ॥ ১৭
লোকে লজ্জা গতা সর্ব্বা হাসঃ স্যাচ্ছেদ্ধনোদ্ভবে।
কিং কর্ত্তব্যং তৎপ্রতি যৎ শ্রীকৃষ্ণোদ্বাহকর্ম্মণি ॥
ততো যোগ্যং তদ্গ্রহণং পশ্চাৎ কার্য্যং ধনাগমে
এবং চিন্তয়তস্তস্য নন্দস্যৈব যশোদয়া ॥ ১৯
অলক্ষ্য আগতস্তত্র ভগবান্ বৃজিনার্দ্দনঃ।
নীত্বা দামশতং তেষু বহিঃ ক্ষেত্রেষু সর্ব্বতঃ ॥২০

লীনমনা। নন্দনন্দন যদি সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম হরিই হন, তবে আমাদের সকলের সমক্ষে তাঁহার পরীক্ষা কর। নারদ বলিলেন,—গোপগণের বাক্য শ্রবণে শ্রেষ্ঠ বৃষভানুবর নন্দরাজের ঐশ্বর্য্যের পরীক্ষা করিলেন। হে মৈথিলেশ্বর! যে সকল মুক্তার এক একটী কোটিমূল্য, তদ্রূপ উজ্জ্বল স্থূল মুক্তার কোটি কোটি মালা বহুপাত্রে বিন্যস্ত করিয়া সকলের সমক্ষে অনেক কুশলী বাহকজন দ্বারা নন্দের নিকট প্রেরণ করিলেন। হে নৃপ! সেই সকল অতিনিপুণ বাহকেরা নন্দরাজ সভায় সমাগত হইয়া এবং মালাপাত্র সকল রাখিয়া দিয়া প্রণামপূর্ব্বক নন্দকে বলিল। বাহকগণ কহিল,—গোপগণ প্রধান বৃষভানুবর নূতন-পদ্মনেত্রা কোটি চন্দ্রবিম্বসদৃশ কান্তিমতী কন্যা রাধাকে বিবাহ-যোগ্যা মনে করিয়া বরান্বেষণ করত দিব্য কাম-মোহন-কান্তি গোবর্দ্ধনধারণক্ষম বাহুবলযুক্ত তোমার বীর তনয়কে উপযুক্ত বর বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। এই মুক্তাফলসমূহ গ্রহণ করিয়া সম্প্রতি বরের ক্রোড়ে অর্পণ কর এবং এস্থান হইতেও কন্যার অলঙ্কারার্থ ধন প্রদান কর; হে প্রভু বৈশ্যরাজ! এইরূপ করা আমাদের কুলের রীতি।১—১৫। নারদ বলিলেন,—সেই দ্রব্য দর্শনে নন্দ পরম বিস্মিত হইয়া মনে মনে বিচার করত যশোদাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহা লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক যশস্বিনী যশোদার সহিত অনেক চিন্তা করিলেন;—এইরূপ মুক্তার সমান সম্পত্তি আমারগৃহে নাই, এই ধন গ্রহণ করিলে সমাজে লজ্জা ও হাস্যাস্পদ হইব, এই দানের পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহকার্য্যে আমরা কি দিতে পারিব! ইহার তুল্য ধন দিতে পারিলে তবেই ইহা আমাদের গ্রহণ করা উচিত। নন্দ যশোদার সহিত এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে দুরিত-হারী ভগবান্ হরি অলক্ষ্যে সেইস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং সেই সকল শত শত মুক্তামালা গ্রহণ করিয়া কৃষিজীবীরা যেমন স্ব স্ব ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ করে, তদ্রূপ

মুক্তাফলানি চৈকৈকং প্রাক্ষিপৎ স্বকরেণ বৈ।
যথা বীজানি চান্নানাং স্বক্ষেত্রেষু কৃষীবলঃ ॥২১
অথ নন্দোঽপি গণয়ন্ কলিকানিচয়ং পুনঃ।
শতং ন্যূনঞ্চ তদ্দৃষ্ট্বা সন্দেহং স জগাম হ ॥ ২২
শ্রীনন্দ উবাচ।
নাস্তি পূর্ব্বং যৎসমানং তত্রাপি ন্যূনতাং গতম্
অহো কলঙ্কো ভবিতা জ্ঞাতিষু স্বেষু সর্ব্বতঃ ॥২৩
অথবা ক্রীড়নার্থং হি কৃষ্ণো যদি গৃহীতবান্।
বলদেবোঽথবা বালস্তৌ পৃচ্ছে দীনমানসঃ ॥ ২৪
শ্রীনারদ উবাচ।
ইত্থং বিচার্য্য নন্দোঽপি কৃষ্ণং পপ্রচ্ছ সাদরম্।
প্রহসন ভগবান্ নন্দং প্রাহ গোবর্দ্ধনোদ্ধরঃ ॥ ২৫
শ্রীভগবানুবাচ।
কৃষীবলা বয়ং গোপাঃ সর্ব্ববীজপ্ররোহকাঃ।
ক্ষেত্রে মুক্তাপ্রবীজানি বিকীর্ণীকৃতবানহম্ ॥ ২৬
নারদ উবাচ
শ্রুত্বাথ স্বাত্মজেনোক্তং তং নির্ভর্ৎস্য ব্রজেশ্বরঃ।
তানি নেতুং তৎসহিতস্তৎক্ষেত্রাণি জগাম হ ॥২৭
তত্র মুক্তাফলানাস্তু শাখিনঃ শতশঃ শুভাঃ।
দৃষ্টাস্তে দীর্ঘবপুষো হরিৎপল্লবশোভিতাঃ ॥ ২৮
মুক্তানাং স্তবকানাস্তু কোটিশঃ কোটিশো নৃপ।
সন্ত্যা বিলম্বিতা রেজুর্জ্যোতীংষীব নভঃস্থলে ॥২৯
তদাতিহর্ষিতো নন্দো জ্ঞাত্বা কৃষ্ণং পরেশ্বরম্।
মুক্তাফলানি দিব্যানি পূর্ব্বস্থূলসমানি চ ॥ ৩০
তেষাস্তু কোটিভারাণি নিধায় শকটেষু চ।
দদৌ তেভ্যো বৃণানেভ্যো নন্দরাজো ব্রজেশ্বর ॥
তে গৃহীত্বাথ তৎ সর্ব্বং বৃষভানুবরং গতাঃ।
সর্ব্বেষাং শৃণ্বতাং নন্দবৈভবং প্রজগুর্নৃপ ॥ ৩২
তদাতিবিস্মিতাঃ সর্ব্বে জ্ঞাত্বা নন্দসুতং হরিম্।
বৃষভানুবরং নেমুর্নিঃসন্দেহা ব্রজৌকসঃ ॥ ৩৩
রাধা হরেঃ প্রিয়া জ্ঞাতা রাধায়াশ্চ প্রিয়ো হরিঃ।
জ্ঞাতো ব্রজজনৈঃ সর্ব্বৈস্তদ্দিনান্মৈথিলেশ্বর ॥৩৪

সেই সকল মুক্তাফল করে লইয়া এক একটি রিয়া ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর নন্দ সেই সকল মুক্তাফল কুড়াইয়া লইলেন এবং পুনরায় গণিয়া দেখিলেন,—তাহাতে একশত মুক্তা কম হইয়াছে। তদ্দর্শনে নন্দের সন্দেহ হইল। নন্দ বলিলেন,—পূর্ব্বে যে পরিমাণ মুক্তা ছিল, তাহা হইতে কমিয়া গিয়াছে, অহো! জ্ঞাতিগণ মধ্যে এজন্য আমার কলঙ্ক হইবে। কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবার জন্য গ্রহণ করিয়াছে, অথবা বালক বলরাম লইয়াছে—দীনচিত্তে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি। নারদ বলিলেন,—নন্দ এইরূপ বিচার করিয়া সাদরে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবর্দ্ধনধর ভগবান্ কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে নন্দকে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—আমরা কৃষি-গোপ, সর্ব্বপ্রকার বীজ বপন করিয়া থাকি, আমিই ক্ষেত্রে এই সকল মুক্তাবীজ বপন করিয়াছি। নারদ বলিলেন,—ব্রজরাজ নন্দ পুত্রের উক্তি শুনিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিলেন এবং সেই সকল মুক্তা আনিবার জন্য কৃষ্ণের সহিত সেই ক্ষেত্রমধ্যে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,—ক্ষেত্রে তখন মুক্তা-ফলের শত শত সুন্দর বৃক্ষ জন্মিয়াছে, সেই সকল বড় বড় বৃক্ষ হরিতবর্ণ পল্লবে শোভিত হইয়াছে, কোটি কোটি মুক্তা-স্তবক তাহাতে ইতস্ততঃ বিন্যস্ত রহিয়াছে,সেই সকল মুক্তামালা যেন আকাশে নক্ষত্রের মত বিরাজ করিতেছে। হে নৃপ! তখন ব্রজপতি নন্দ কৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া বুঝিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন, এবং পূর্ব্ব-প্রেরিত স্থূল মুক্তার তুল্য সেই সকল দিব্য মুক্তাফলের কোটি কোটি ভার শকটে করিয়া আনয়নপূর্ব্বক বৃষভানুপ্রেরিত বাহকগণকে অর্পণ করিলেন। ১৬—৩১। হে নৃপ! অনন্তর তাহারা সেই সকল মুক্তা লইয়া গিয়া বৃষভানু-বরের নিকট উপস্থিত হইল এবং সকলের সমক্ষে নন্দরাজের ঐশ্বর্য্যের কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তখন অত্যন্ত বিস্মিত ব্রজবাসী গোপগণ নন্দনন্দনকে সাক্ষাৎ হরি জানিয়া নিঃসন্দেহ হইল এবং বৃষভানুবরকে নমস্কার করিল। হে মৈথিলেশ্বর! তদবধি ব্রজবাসী গোপগণ বুঝিল—রাধা হরির প্রিয়া এবং

মুক্তাক্ষেপঃ কৃতো যত্র হরিণা নন্দসূনুনা।
মুক্তাসরোবরস্তত্র জাতো মৈথিল তীর্থরাট্ ॥ ৩৫
একমুক্তাফলস্যাপি দানং তত্র করোতি যঃ।
লক্ষমুক্তাদানফলং সমাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬
এবং তে কথিতো রাজন্ গিরিরাজমহোৎসবঃ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদো নৃণাং কিম্ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৩৭

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং শ্রীগিরিরাজখণ্ডে
শ্রীনারদবহুলাশ্বসংবাদে হরিপরীক্ষণং
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

বহুলাশ্ব উবাচ।
কতি মুখ্যানি তীর্থানি গিরিরাজে মহাত্মনি।
এতদ্ব্রূহি মহাযোগিন্ সাক্ষাত্ত্বং দিব্যদর্শনঃ ॥১
শ্রীনারদ উবাচ।
রাজন্ গোবর্দ্ধনঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বতীর্থবরঃ স্মৃতঃ।
বৃন্দাবনঞ্চ গোলোকমুকুটোঽদ্রিঃ প্রপূজিতঃ ॥ ২
গোপগোপীগবাং রক্ষাপ্রদঃ কৃষ্ণপ্রিয়ো মহান্।
পূর্ণব্রহ্মাতপত্রং যস্তস্মাত্তীর্থবরস্তু কঃ ॥ ৩
ইন্দ্রযাগং বিনির্ভৎর্স্য সর্ব্বৈর্নিজজনৈঃ সহ।
যৎপূজনং সমারেভে ভগবান্ ভুবনেশ্বরঃ ॥ ৪
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকেশঃ পরাৎপরঃ ॥ ৫
অস্মিন্ স্থিতঃ সদা ক্রীড়ামর্ভকৈঃ সহ মৈথিল।
করোতি তস্য মাহাত্ম্যং বক্তুং নালং চতুর্ম্মুখঃ ॥৬
যত্র বৈ মানসী গঙ্গা মহাপাপৌঘনাশিনী।
গোবিন্দকুণ্ডং বিশদং শুভশ্চন্দ্রসরোবরঃ ॥ ৭
রাধাকুণ্ডং কৃষ্ণকুণ্ডং ললিতাকুণ্ডমেব চ।
গোপালকুণ্ডস্তত্রৈব কুসুমাকর এব চ ॥ ৮
শ্রীকৃষ্ণমৌলিসংস্পর্শান্মৌলিচিহ্না শিলাভবৎ।
তস্যা দর্শনমাত্রেণ দেবমৌলির্ভবেজ্জনঃ ॥ ৯
যস্যাং শিলায়াং কৃষ্ণেন চিত্রাণি লিখিতানি চ।
অদ্যাপি চিত্রিতা পুণ্যা নাম্না চিত্রশিলা গিরৌ ॥
যাং শিলামর্ভকৈঃ কৃষ্ণো বাদয়ন্ ক্রীড়নে রতঃ।

হরিও রাধার প্রিয়। নন্দনন্দন যে ক্ষেত্রে মুক্তা-ক্ষেপণ করিয়াছিলেন, হে মৈথিল! তাহা তীর্থরাজ মুক্তা-সরোবর নামে প্রসিদ্ধ হইল। যে মানব সেই মুক্তা-সরোবরে একটীমাত্র মুক্তা দান করে, তাহার লক্ষ মুক্তাদানের ফল হয়, সংশয় নাই। হে রাজন্! এই তোমার নিকট গিরিরাজ মহোৎসব বর্ণন করিলাম, ইহা মানবগণের ভুক্তি ও মুক্তিপ্রদ, পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ৩২—৩৭।

গিরিরাজখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মহাযোগিন্! আপনি সাক্ষাৎ দিব্যদর্শন, মহাত্মা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে কত মুখ্য তীর্থ বিদ্যমান, তাহা বলুন। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! গোবর্দ্ধন গিরি সর্ব্বতীর্থের শ্রেষ্ঠ; বৃন্দাবন এবং গোলোকের মুকুট-সদৃশ কৃষ্ণপ্রিয় এই গোবর্দ্ধন পূজিত হইয়া গোপ গোপী ও গো রক্ষা করেন। যিনি পূর্ণব্রহ্মের আতপত্র, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ তীর্থ আর কি থাকিতে পারে? ভগবান্ ভুবনেশ্বর ইন্দ্র-যাগের অবজ্ঞা করিয়া নিজজনসহ যাঁহার পূজা করিয়াছেন, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি গোলোকপতি পরিপূর্ণতম ভগবান্ কৃষ্ণ স্বয়ং যেস্থানে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বদা বালকগণসহ ক্রীড়া করেন, হে রাজন্! তাঁহার মাহাত্ম্য চতুর্ম্মুখও কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহেন। ১—৬। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে মহা পাপরাশি-বিনাশিনী মানসী গঙ্গা ও বিশদ গোবিন্দকুণ্ড, শুভদ চন্দ্র সরোবর, রাধাকুণ্ড,কৃষ্ণকুণ্ড,ললিতাকুণ্ড,গোপাল-কুণ্ড এবং কুসুমাকর কুণ্ড অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের মুকুটস্পর্শে এই শৈলের শিলা মৌলিচিহ্নিত হইয়াছে, ঐ শিলা দর্শনে মানব দেবতার মুকুটতুল্য হয়। যে শিলায় শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক অনেক চিত্র লিখিত হইয়াছে,অদ্যাপি পর্ব্বতের ঐ বিচিত্র পবিত্র শিলা চিত্রশিলা নামে প্রসিদ্ধ। যে শিলা বাজাইয়া কৃষ্ণ বালকগণ-

বাদনী সা শিলা জাতা মহাপাপৌঘনাশিনী ॥১১
যত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেণ গোপালৈঃ সহ মৈথিল ।
কৃতা বৈ কন্দুকক্রীড়া তৎক্ষেত্রং কন্দুকং স্মৃতম্
দৃষ্ট্বা শক্রপদং যাতি নত্বা ব্রহ্মপদঞ্চ তৎ ।
বিলুণ্ঠন্ যস্য রজসা সাক্ষাদ্বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ ॥১৩
গোপানামুষ্ণিষাণ্যত্র চোরয়ামাস মাধবঃ ।
ঔষ্ণিষং নাম তত্তীর্থং মহাপাপহরং গিরৌ ॥ ১৪
তত্রৈকদা বৈ দধিবিক্রয়ার্থং
বিনির্গতো গোববধূসমূহঃ ।
শ্রুত্বা ক্বণন্নূপুরশব্দমারা-
দ্রুরোধ তন্মার্গমনঙ্গমোহী ॥ ১৫
বংশীধরো বেত্রবরেণ গোপৈঃ
পুরশ্চ তাসাং বিনিধায় পাদম্ ।
মহ্যং করাদানধনায় দানং
দেহীতি গোপীর্নিজগাদ মার্গে ॥ ১৬
গোপ্য উচুঃ ।
বক্রস্ত্বমেবাসি সমাস্থিতঃ পথি
গোপার্ভকৈর্গোরসলম্পটো ভৃশম্ ।
মাত্রা চ পিত্রা সহ কারয়ামো
বলাত্ত্ববন্তং কিল কংসবন্ধনে ॥ ১৭
শ্রীভগবানুবাচ ।
কংসং হনিষ্যামি মহোগ্রদণ্ডং
সবান্ধবং মে শপথো গবাঞ্চ ।
এবং করিষ্যামি যদোঃ পুরে বলা-
ন্নেষ্যে সদাহং গিরিরাজভূমেঃ ॥ ১৮
নারদ উবাচ ।
ইত্যুক্ত্বা দধিপাত্রাণি বালৈর্নীত্বা পৃথক্ পৃথক্ ।
ভূপৃষ্ঠে পোথয়ামাস সানন্দং নন্দনন্দনঃ ॥ ১৯
অহো এষ পরং ধৃষ্টো নির্ভয়ো নন্দনন্দনঃ ।
নিরঙ্কুশো ভাষণীয়ো বনে বীরঃ পুরেঽবলঃ ॥২০
ব্রুবামহে যশোদায়ৈ নন্দায় চ কিলাদ্য বৈ ।
এবং বদন্ত্যস্তা গোপ্যঃ সস্মিতাঃ প্রযযুর্গৃহান্ ॥২১
নীপপালাশপত্রাণাং কৃত্বা দ্রোণানি মাধবঃ ।
জঘাস বালকৈঃ সার্দ্ধং পিচ্ছিলানি দধীনি চ॥২২
দ্রোণাকারাণি পত্রাণি বভূবুঃ শাখিনাং তদা ।

সহ ক্রীড়ারত হইতেন, সেই মহাপাপরাশি-নাশিনী শিলা বাদনীশিলা নামে খ্যাত। হে মৈথিল! শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপালগণসহ যেস্থানে কুন্দুকক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহা কন্দুকক্ষেত্র নামে আখ্যাত। এই ক্ষেত্রের দর্শনে ইন্দ্রপদ ও প্রণাম করিলে ব্রহ্মপদ লাভ হয; আর তাহার ধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইলে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠলোক লাভ হইয়া থাকে। মাধব এইস্থানে গোপগণের উষ্ণীষ অপহরণ করিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধনের মহাপাপহর ঐ স্থান ঔষ্ণীষতীর্থ নামে কীর্ত্তিত হয়। একদা গোপবধূগণ দধি বিক্রয়ার্থ এই পথে বিনির্গত হইতেছিলেন, মদনমোহন কৃষ্ণ দূর হইতে তাঁহাদের নূপুরের ক্বণধ্বনি শুনিয়া পথ অবরুদ্ধ করেন; গোপগণসহ বেত্রহস্তে অবস্থিত বংশীধর কৃষ্ণ তাঁহাদের সম্মুখে পাদ প্রসারিত করিয়া পথরোধ করত বলিলেন,—আমাকে করার্থ ধনদান কর। পথিমধ্যে এইরূপ বলিলে গোপীগণ বলিলেন,—তুমি কুটিল ও অত্যন্ত দুগ্ধলুব্ধ হইয়া গোপবালকগণ সহ পথমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়াছ, আমরা তোমার পিতা মাতার সহিত তোমাকে বলবান্ কংস দ্বারা আবদ্ধ করাইব। ভগবান্ বলিলেন,—আমি গোগণের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, উগ্রদণ্ডধারী কংসকে সবংশে বিনাশ করিব, আর তোমাদিগকেও যদুপুরে লইয়া যাইব এবং তথায়ও এইরূপ করিব। ৭—১৮। নারদ বলিলেন,—নন্দনন্দন কৃষ্ণ এইরূপ কহিলে বালকগণ প্রত্যেকেই দধিভাণ্ড গ্রহণ করিয়া সানন্দে ভূতলে পাতিত করিল। “অহো! এই নন্দনন্দন অত্যন্ত ধূর্ত্ত, নির্ভয়, নিরঙ্কুশ-ভাষণশীল, স্বগৃহে নিরীহ ও বনে বলবান্; আমরা অদ্যই নন্দ যশোদাকে একথা বলিয়া দিব” গোপীগণ এইরূপ বলিতে বলিতে সহাস্যবদনে স্বগৃহে গমন করিলেন। মাধব কদম্ব ও পলাশপত্রের দ্রোণী প্রস্তুত করিয়া বালকগণ সহ সেই সকল পিচ্ছিল দধি ভক্ষণ করিলেন। হে নৃপবর! তদবধি তত্রত্য তরুসমূহের পত্র

তৎ ক্ষেত্রঞ্চ মহাপুণ্যং দ্রোণং নাম নৃপেশ্বর ॥২৩
দধিদানং তত্র কৃত্বা পীত্বা পত্রধৃতং দধি।
নমস্কুর্য্যান্নরস্তস্ত গোলোকান্ন চ্যুতির্ভবেৎ ॥ ২৪
নেত্রে ষাচ্ছাদ্য যত্রৈব লীনোঽভূন্মাধবোঽর্ভকৈঃ
তত্র তীর্থং লৌকিকঞ্চ জাতং পাপপ্রণাশনম্ ॥২৫
কদম্বখণ্ডতীর্থঞ্চ লীলাযুক্তং হরেঃ সদা।
তস্ত দর্শনমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥ ২৬
যত্র বৈ রাধয়া রাসে শৃঙ্গারোঽকারি মৈথিল।
তত্র গোবর্দ্ধনে জাতং স্থলং শৃঙ্গারমণ্ডলম্ ॥২৭
যেন রূপেণ কৃষ্ণেন ধৃতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ।
তদ্রূপং বিদ্যতে তত্র নৃপ শৃঙ্গারমণ্ডলে ॥ ২৮
অব্দাশ্চতুঃসহস্রাণি তথা চাষ্টৌ শতানি চ।
গতাস্তত্র কলেরাদৌ ক্ষেত্রে শৃঙ্গারমণ্ডলে ॥ ২৯
গিরিরাজগুহামধ্যাৎ সর্ব্বেষাং পশ্যতাং নৃপ।
স্বতঃ সিদ্ধঞ্চ তদ্রূপং হরেঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥ ৩০
শ্রীনাথং দেবদমনং তং বদিষ্যন্তি সজ্জনাঃ।
গোবর্দ্ধনে গিরৌ রাজন্ সদা লীলাং করোতি যঃ
যে করিষ্যন্তি নেত্রাভ্যাং তস্ত রূপস্ত দর্শনম্।
তে কৃতার্থা ভবিষ্যন্তি মৈথিলেন্দ্র কলৌ জনাঃ ॥
জগন্নাথো রঙ্গনাথো দ্বারকানাথ এব চ।
বদ্রিনাথশ্চতুষ্কোণে ভারতস্তাপি পর্ব্বতে ॥ ৩৩
মধ্যে গোবর্দ্ধনস্তাপি নাথোঽয়ং বর্ত্ততে নৃপ।
পবিত্রে ভারতে বর্ষে পঞ্চ নাথাঃ সুরেশ্বরাঃ ॥৩৪
সদ্ধর্ম্মমণ্ডপস্তম্ভা আর্ত্তত্রাণপরায়ণাঃ।
তেষান্তু দর্শনং কৃত্বা নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥ ৩৫
চতুর্ণাং ভুবি নাথানাং কৃত্বা যাত্রাং নরঃ সুধীঃ।
ন পশ্যেদ্দেবদমনং স ন যাত্রাফলং লভেৎ ॥ ৩৬
শ্রীনাথং দেবদমনং পশ্যেদ্গোবর্দ্ধনে গিরৌ।
চতুর্ণাং ভুবি নাথানাং যাত্রায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ॥৩৭
ঐরাবতস্ত সুরভেঃ পাদচিহ্নানি যত্র বৈ।
তত্র নত্বা নরঃ পাপী বৈকুণ্ঠং যাতি মৈথিল ॥৩৮
হস্তচিহ্নং পাদচিহ্নং শ্রীকৃষ্ণস্ত মহাত্মনঃ।
দৃষ্ট্বা নত্বা নরঃ কশ্চিৎ সাক্ষাৎ কৃষ্ণপদং ব্রজেৎ॥
এতানি নৃপ তীর্থানি কুণ্ডাদ্যায়তনানি চ।

দ্রোণাকার হইয়া গেল; আর সেই মহাপুণ্য-ক্ষেত্র দ্রোণ নামে অভিহিত হইল। সেস্থানে দধি দান ও পত্রপুটে দধি ভক্ষণ করিয়া নমস্কার করিলে নর গোলোক হইতে চ্যুত হয় না; যেস্থানে মাধব বালকগণ সহ নেত্র আচ্ছাদন করিয়া লীন হইয়াছিলেন, তথায় পাপনাশন লৌকিক নামক তীর্থের উদ্ভব হইয়াছে। কদম্বখণ্ডতীর্থ হরির সর্ব্বদা লীলাযুক্ত, তাহার দর্শনমাত্রে নর নারায়ণ হয়। হে মৈথিল! যে স্থানে কৃষ্ণ রাধার সহিত রাসে শৃঙ্গার করিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন গিরির সেস্থান শৃঙ্গার মণ্ডল নামে খ্যাত; যেরূপে কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শৃঙ্গারমণ্ডলে সেইরূপ বিদ্যমান আছে। হে নৃপ! শৃঙ্গারমণ্ডলের চারি হাজার আট শত বৎসর গত হইয়াছে। কলির প্রথমকালে সেই শৃঙ্গারমণ্ডল ক্ষেত্রে গোবর্দ্ধনের গুহা মধ্য হইতে সকলের সমক্ষে স্বতঃসিদ্ধ হরির সেইরূপ প্রকটিত হইবে। হে রাজন্! যিনি গোবর্দ্ধন গিরিতে সর্ব্বদা লীলা করেন, সজ্জনগণ সেই শ্রীনাথকে দেবদমন নামে অভিহিত করিবেন! যাঁহারা নেত্রদ্বয় দ্বারা তাঁহার রূপ দর্শন করেন, হে মৈথিলেন্দ্র! কলিকালে তাঁহারা কৃতার্থ হইবেন। ১৯—৩২। ভারতের চারিকোণস্থিত পর্ব্বতে জগন্নাথ, রঙ্গনাথ, দ্বারকানাথ ও বদ্রিনাথ নামে ভগবান্ বিদ্যমান; আর পূর্ব্বোক্ত শ্রীনাথ গোবর্দ্ধনের মধ্যে অবস্থিত। হে নৃপ! পবিত্র ভারতবর্ষে এই সুরেশ্বর পঞ্চ নাথ শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্মমণ্ডলের স্তম্ভস্বরূপ ও আর্ত্তজনের ত্রাণপরায়ণ; তাঁহাদের দর্শনে নর নারায়ণ হয়। সুধী মানব ভূতলে এই চারিনাথের যাত্রা করিয়াও যদি দেবদমন দর্শন না করেন, তবে তাঁহার যাত্রাফল লাভ হয় না। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের এই দেবদমন শ্রীনাথ দর্শন করিলে ভূতলে মানব ঐ চারি নাথের যাত্রা ফল লাভ করিয়া থাকে। হে মৈথিল! ঐরাবত ও সুরভির পাদচিহ্ন যে স্থানে অবস্থিত, পাপী নর তথায় প্রণাম করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের হস্তচিহ্ন ও পদচিহ্নের দর্শন ও প্রণাম করিয়া

অঙ্গানি গিরিরাজস্য কিন্তুয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৪০

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীগিরিরাজখণ্ডে শ্রীনারদবহুলাশ্বসংবাদে শ্রীগিরিরাজ-তীর্থবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

বহুলাশ্ব উবাচ।

কেষু কেষু তদঙ্গেষু কিং কিং তীর্থং সমাশ্রিতম্‌।
বদ দেব মহাভাগ ত্বং পরাবরবিত্তমঃ ॥ ১

শ্রীনারদ উবাচ।

যত্র যস্য প্রসিদ্ধিঃ স্যাত্তদঙ্গং পরমং বিদুঃ।
ক্রমতো নাস্ত্যঙ্গচয়ো গিরিরাজস্য মৈথিল ॥ ২
যথা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম সর্ব্বাঙ্গাণি চ তস্য বৈ।
বিভূতের্ভাবতঃ শশ্বত্তথা বক্ষ্যামি মানদ
শৃঙ্গারমণ্ডলস্যাধো মুখং গোবর্দ্ধনস্য চ।
যত্রান্নকূটং কৃতবান্‌ ভগবান্‌ ব্রজবাসিভিঃ ॥ ৪
নেত্রে বৈ মানসী গঙ্গা নাসা চন্দ্রসরোবরঃ।
গোবিন্দকুণ্ডং হ্যধরৌচিবুকং কৃষ্ণকুণ্ডকম্‌ ॥ ৫
রাধাকুণ্ডং তস্য জিহ্বা কপোলৌ ললিতাসরঃ।
গোপালকুণ্ডং কর্ণৌচ কর্ণান্তঃ কুসুমাকরঃ ॥ ৬
মৌলিচিহ্না শিলা তস্য ললাটং বিদ্ধি মৈথিল
শিরশ্চিত্রশিলা তস্য গ্রীবা বৈ বাদনী শিলা ॥ ৭
কান্দুকং পার্শ্বদেশাংশ্চ ঔষ্ণীষং কটিরুচ্যতে।
দ্রোণতীর্থ পৃষ্ঠদেশে লৌকিকং চোদরে স্মৃতম্‌ ॥৮
কদম্বখণ্ডমুরসি জীবঃ শৃঙ্গারমণ্ডলম্‌।
শ্রীকৃষ্ণপাদচিহ্নস্তু মনস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৯
হস্তচিহ্নং তথা বুদ্ধিরৈরাবতপদং পদম্‌।
সুরভেঃ পাদচিহ্নেষু পক্ষৌ তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১০
পুচ্ছকুণ্ডে তথা পুচ্ছং বৎসকুণ্ডে বলং স্মৃতম্‌।
রুদ্রকুণ্ডে তথা ক্রোধঃ কামঃ শক্রসরোবরে ॥১১
কুবেরতীর্থং চোদ্‌যোগো ব্রহ্মতীর্থে প্রসন্নতাম্‌।
যমতীর্থে হ্যহঙ্কারো বদন্তীত্থং পুরাবিদঃ ॥ ১২
এবমঙ্গানি সর্ব্বত্র গিরিরাজস্য মৈথিল।
কথিতানি ময়া তুভ্যং সর্ব্বপাপহরাণি চ ॥ ১৩

যে কোন লোক কৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হয়। হে নৃপ! এই তোমার নিকট গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের কুণ্ড, আয়তন ও অঙ্গাদি তীর্থ সকল কীর্ত্তিত হইল, পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর।৩৩—৪০।

গিরিরাজখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মহাভাগ! আপনি অতীত ও অনাগতবিৎ, গোবর্দ্ধনের কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গে কি কি তীর্থ অবস্থিত, হে দেব! তাহা বলুন। নারদ বলিলেন,—হে মৈথিল! গোবর্দ্ধনের অঙ্গসমূহের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতার কোন ক্রম নির্দ্দিষ্ট নাই, যেস্থানে যাহার প্রসিদ্ধি, তাহাই উত্তম বলিয়া বুঝিতে হইবে। হে নারদ! যেমন নিত্য বিভূতির সত্তানিবন্ধন ব্রহ্ম সর্ব্বগত আর সমস্তই তাঁহার অঙ্গ,গোবর্দ্ধনেরও তদ্রূপ জানিবে; আমিও তদনুসারে বর্ণন করিব। শৃঙ্গারমণ্ডলের অধোদিকে গোবর্দ্ধনের বদন বিদ্যমান, এই স্থানে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণসহ অন্নকূট করিয়াছিলেন। মানসী গঙ্গা গোবর্দ্ধনের নেত্রদ্বয়,চন্দ্র সরোবর নাসিকা, গোবিন্দকুণ্ড ওষ্ঠাধর, কৃষ্ণকুণ্ড চিবুক, রাধাকুণ্ড জিহ্বা, ললিতা সরোবর কপোলদ্বয়, গোপাল-কুণ্ড কর্ণ, কুসুমাকর কর্ণান্তস্থান এবং মুকুট-চিহ্নিত শিলা ললাট জানিবে। হে মৈথিল! চিত্রশিলা মস্তক, বাদনী শিলা গ্রীবা, কান্দুক পার্শ্বদেশ, ঔষ্ণীষ কটি, দ্রোণতীর্থ পৃষ্ঠদেশ, লৌকিক উদর, কদম্বখণ্ড বক্ষ, শৃঙ্গারমণ্ডল জীব এবং শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নিত স্থান মহাত্মা গিরিরাজের মন নামে অভিহিত।১—৯। এইরূপ হস্তচিহ্ন বুদ্ধি, ঐরাবতপদ পদ, আর সুরভির পদচিহ্ন সকল সেই মহাত্মা গোবর্দ্ধনের পক্ষদ্বয়। পুচ্ছকুণ্ড পুচ্ছ, বৎসকুণ্ড বল, রুদ্রকুণ্ড ক্রোধ, ইন্দ্রসরোবর কাম, কুবের তীর্থ উদ্যম, ব্রহ্মতীর্থ প্রসন্নতা, যমতীর্থ অহঙ্কার—পুরাবিদ্‌-গণ ইহা কহিয়া থাকেন। হে মৈথিল! গিরি-রাজের সর্ব্বত্র সর্ব্ব পাপহর এই সকল অঙ্গ

গিরিরাজবিভূতিঞ্চ যঃ শৃণোতি নরোত্তমঃ।
স গচ্ছেদ্ধাম পরমং গোলোকং যোগিদুর্লভম্ ॥১৪
সমুত্থিতোঽসৌ হরিবক্ষসো গিরি-
র্গোবর্দ্ধনোনাম গিরীন্দ্ররাজরাট্।
সমাগতো হ্যত্র পুলস্ত্যতেজসা
যদ্দর্শনাজ্জন্ম পুনর্ন বিদ্যতে ॥ ১৫

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীগিরিরাজখণ্ডে নারদবহুলাশ্বসংবাদে গিরিরাজবিভূতি-বর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

বহুলাশ্ব উবাচ।

অহো গোবর্দ্ধনঃ সাক্ষাদ্গিরিরাজো হরিপ্রিয়ঃ
তৎসমানং ন তীর্থং হি বিদ্যতে ভূতলে দিবি ॥১
কদা বভূব শ্রীকৃষ্ণবক্ষসোঽয়ং গিরীশ্বরঃ।
এতদ্বদ মহাবুদ্ধে ত্বং সাক্ষাদ্ধরিমানসঃ ॥ ২

শ্রীনারদ উবাচ।

গোলোকোৎপত্তিবৃত্তান্তং শৃণু রাজন্ মহামতে।
চতুষ্পদার্থদং নৃণামাদ্যলীলাসমন্বিতম্ ॥ ৩
অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ প্রভুঃ ॥৪
প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ং জ্যোতী রমমাণো নিরন্তরম্।
যত্র কালঃ কলয়তামীশ্বরো ধামমানিনাম্ ॥ ৫
রাজন্ন প্রভবেন্মায়া ন মহাংশ্চ গুণাঃ কুতঃ।
ন বিশন্তি ক্বচিদ্রাজন্ মনশ্চিত্তং মতিহ্যহম্ ॥ ৬
স্বধাম্নি ব্রহ্ম সাকারমিচ্ছয়া বিরচীকরৎ।
প্রথমং চাভবচ্ছেষো বিশ্বশ্বেতো বৃহদ্বপুঃ ॥ ৭
তদুৎসঙ্গে মহালোকো গোলোকো লোকবন্দিতঃ
যং প্রাপ্য ভক্তিসংযুক্তঃ পুনরাবর্ত্ততে নহি ॥ ৮
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতের্গোলোকাধিপতেঃ প্রভোঃ
পুনঃ পাদাব্জসম্ভূতা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥ ৯
পুনর্ব্বামাংসতস্তস্মা কৃষ্ণাভূৎ সরিতাং বরা।
রেজে শৃঙ্গারকুসুমৈর্যথোষ্ণিষমুদ্রিতা নৃপ ॥ ১০

আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; যে নরোত্তম এই গোবর্দ্ধন-বিভূতি শ্রবণ করেন, তিনি যোগিজন দুর্লভ উত্তম গোলোকধামে গমন করিয়া থাকেন। হরির বক্ষ হইতে এই শৈলসমূহের সম্রাট গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সমুত্থিত, পুলস্ত্যতেজে তাঁহার এই স্থানে সমাগম হইয়াছে, ইহাঁর দর্শনে আর পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। ১০—১৫।

গিরিরাজ খণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—অহো! গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ হরিপ্রিয়, ভূত- স্বর্গে তাঁহার সমান তীর্থ নাই; আপনি সাক্ষাৎ হরিগতচিত্ত, কখন এই গিরিবর শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ হইতে সমুদ্ভূত হন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! ইহা বলুন। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! গোলোকের উৎপত্তি বিবরণ শ্রবণ কর। হে মহামতে! ইহা মানবগণের চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ ও আদিলীলা-সমন্বিত। পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ অনাদি আত্মা, প্রকৃতির অতীত নির্গুণ পুরুষ প্রভু, ভগবান্ পৃথক্ পৃথক্ তেজঃসম্পন্ন, স্বয়ংজ্যোতি ও নিরন্তর রমমাণ; ইনি তেজস্বী সংহারকারকগণেরও সংহারক ঈশ্বর।১—৫। হে রাজন্! মায়া ও মহত্তত্ত্বাদির প্রভাব তাহাতে নাই, গুণের আর কথা কি? হে রাজন্! মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার কখনও ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। ইনি স্বেচ্ছায় নিজতেজে ব্রহ্মকে সাকার করিয়া রচনা করেন। ইহাঁ হইতে প্রথমে অতি শ্বেতদেহ দীর্ঘকায় শেষ সমুৎপন্ন হন, তাঁহারই ক্রোড়ে লোকবন্দিত মহালোক গোলোক অবস্থিত। ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি এই গোলোকে আগমন করিলে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন না। তারপর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি গোলোকাধিপতি প্রভুর পাদপদ্ম হইতে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা ও বামস্কন্ধ হইতে সরিদ্বরা যমুনা সমুদ্ভূতা হন; হে নৃপ! ইনি শৃঙ্গার-কুসুমে শোভিত হইয়া উষ্ণীষাবৃত্তের ন্যায়

শ্রীরাসমণ্ডলং দিব্যং হেমরত্নসমন্বিতম্।
নানাশৃঙ্গারপটলং গুল্ফাভ্যাং শ্রীহরেঃ প্রভোঃ
সভাপ্রাঙ্গণবীথীভির্মণ্ডপৈঃ পরিবেষ্টিতঃ।
বসন্তমাধুর্য্যধরঃ কূজৎকোকিলসঙ্কুলঃ ॥ ১২
ময়ূরৈঃ ষট্‌পদৈর্ব্যাপ্তঃ সরোভিঃ পরিসেবিতঃ।
জাতো নিকুঞ্জো জঙ্ঘাভ্যাং শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ ॥
বৃন্দাবনঞ্চ জানুভ্যাং রাজন্ সর্ব্ববনোত্তমম্।
লীলাসরোবরঃ সাক্ষাদূরুভ্যাং পরমাত্মনঃ ॥ ১৪
কটিদেশাৎ স্বর্ণভূমির্দিব্যরত্নখচিৎপ্রভা।
উদরে রোমরাজিশ্চ মাধব্যো বিস্তৃতা লতাঃ ॥১৫
নানাপক্ষিগণৈর্ব্যাপ্তা ধ্বনদ্‌ভ্রমরভূষিতাঃ।
সুপুষ্পফলভারৈশ্চ নতাঃ সৎকুলজা ইব ॥ ১৬
শ্রীনাভিপঙ্কজাত্তস্য পঙ্কজানি সহস্রশঃ।
সরঃসু হরিলোকস্য তানি রেজুরিতস্ততঃ ॥ ১৭
ত্রিবলিপ্রান্ততো বায়ুর্মন্দগামাতিশীতলঃ।
জত্রুদেশাচ্ছুভা জাতা মথুরা দ্বারকা পুরী ॥ ১৮
ভুজাভ্যাং শ্রীহরের্জাতাঃ শ্রীদামাদ্যষ্টপার্ষদাঃ।
নন্দাশ্চ মণিবন্ধাভ্যামুপনন্দাঃ করাগ্রতঃ ॥ ১৯
শ্রীকৃষ্ণবাহুমূলাভ্যাং সর্ব্বে বৈ বৃষভানবঃ।
কৃষ্ণরোমসমুদ্ভূতাঃ সর্ব্বে গোপগণা নৃপ ॥ ২০
শ্রীকৃষ্ণমনসো গাবো বৃষা ধর্ম্মধুরন্ধরাঃ।
বুদ্ধের্যবসগুল্মানি বভূবুর্মৈথিলেশ্বর ॥ ২১
তদ্বামাংসাৎ সমুদ্ভূতং গৌরং তেজঃ স্ফুরৎপ্রভম্
লীলা শ্রীর্ভূশ্চ বিরজা তস্মাজ্জাতা হরেঃ প্রিয়াঃ ॥
লীলা হ্যতিপ্রিয়া তস্য তাং রাধা তু বিদুঃ পরে।
শ্রীরাধায়া ভুজাভ্যাস্তু বিশাখা ললিতা সখী ॥ ২৩
সহচর্য্যস্তথা গোপ্যো রাধারোমোদ্ভবা নৃপ।
এবং গোলোকরচনাং চকার মধুসূদনঃ ॥ ২৪

বিধায় সর্ব্বং নিজলোকমিত্থং
শ্রীরাধয়া তত্র ররাজ রাজন্।
অসংখ্যলোকাণ্ডপতিঃ পরাত্মা
পরঃ পরেশঃ পরিপূর্ণদেবঃ ॥ ২৫

বিরাজিত। অনন্তর প্রভু কৃষ্ণের গুল্ফদ্বয় হইতে সুবর্ণ ও রত্নসমন্বিত নানাপ্রকার শৃঙ্গার-যোগ্য পরিচ্ছেদযুক্ত দিব্য রাসমণ্ডল সমুদ্ভূত হইয়াছে। তারপর মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের জঙ্ঘাদ্বয় হইতে সভাপ্রাঙ্গণ প্রশাস্তপথ ও মণ্ডপ পরিবেষ্টিত, বসন্ত-মাধুর্য্যযুক্ত, কূজনকারী কোকিল-সঙ্কুল, ময়ূর ও মধুকরব্যাপ্ত এবং সরোবর পরিসেবিত নিকুঞ্জ সঞ্জাত হইয়াছে। হে রাজন্! তাঁহার জানু-দ্বয় হইতে সর্ব্ববনোত্তম বৃন্দাবন এবং সেই পরমাত্মার উরুদ্বয় হইতে সাক্ষাৎ লীলা-সরোবর সমুৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার কটিদেশ হইতে দিব্যরত্নপ্রভা স্বর্ণভূমি এবং উদরের রোমরাজি হইতে মাধবী লতা বিস্তৃত হইয়াছে; বহু বিহগাবৃত ভ্রমরধ্বনি বিভূষিত উত্তম পুষ্প ও ফলভারে নত ঐ সকল লতা যেন সৎকুল-জাত রমণীর ন্যায় শোভমানা। তাঁহার নাভি-কমল হইতে সহস্র সহস্র পদ্ম উদ্ভূত হইয়াছে; গোলোকের সরোবরসমূহে ইতস্ততঃ ঐ সকল কমল শোভিত হইয়া থাকে। তাঁহার ত্রিবলী-প্রান্ত হইতে অতি-শীতল মন্দগামী বায়ু এবং কণ্ঠের উভয় পার্শ্বস্থ অস্থি হইতে শুভা দ্বারকা ও মথুরাপুরী হইয়াছে। ৬—১৮। শ্রীহরির ভুজদ্বয় হইতে শ্রীদামাদি অষ্ট পার্ষদ, মণিবন্ধ হইতে নন্দগণ, করাগ্র হইতে উপনন্দগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের বাহু-মূল হইতে সমস্ত বৃষভানু সমুদ্ভূত হইয়াছেন। হে নৃপ! শ্রীকৃষ্ণের রোমরাজি হইতে সমস্ত গোপী, মন হইতে গো ও ধর্ম্মধুরন্ধর বৃষ সকল এবং বুদ্ধি হইতে ঘাস গুল্ম জন্মিয়াছে। হে মৈথিলেশ্বর! তাঁহার বাম স্কন্ধ হইতে স্ফুরৎপ্রভ গৌর তেজ আর সেই তেজ হইতে হরিপ্রিয়া লীলা, শ্রীভূমি ও বিরজা জন্মিয়া-ছেন ।লীলা তাঁহার অতিপ্রিয়া, তাঁহাকেই রাধা বলিয়া সকলে বিদিত হন। হে নৃপ! রাধার ভুজদ্বয় হইতে সখী বিশাখা ও ললিতা সমুদ্ভূতা হইয়াছেন আর তদীয় সহচরী গোপী-গণ তাঁহার রোমরাজি হইতে জন্মিয়াছেন। মধুসূদন এইরূপে গোলোক রচনা করিয়া-ছেন। হে রাজন্! এইরূপে সমস্ত নিজ-লোক রচনা করিয়া পরিপূর্ণ-দেব পরম পরেশ পরাত্মা অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণ

তত্রৈকদা সুন্দররাসমণ্ডলে
স্ফুরৎক্বণন্নূপুরশব্দসঙ্কুলে।
সুচ্ছত্রমুক্তাফলদামজামৃত-
স্রবদ্বৃহদ্বিন্দুবিরাজিতাঙ্গনে॥ ২৬
শ্রীমালতীনাং সুবিতানজালতঃ
স্বতঃ স্রবৎসন্মকরন্দগন্ধিতে।
মৃদঙ্গতালধ্বনিবেণুনাদিতে
সুকণ্ঠগীতাদিমনোহরে পরে॥ ২৭
শ্রীসুন্দরীরাসরসে মনোরমে
মধ্যস্থিতং কোটিমনোজমোহনম্।
জগাদ রাধা পতিমূর্জ্জয়া গিরা
কৃত্বা কটাক্ষং রসদানকৌশলম্॥ ২৮

শ্রীরাধোবাচ।

যদি রাসে প্রসন্নোঽসি মম প্রেম্না জগৎপতে।
তদহং প্রার্থনাং ত্বাঞ্চ করোমি মনসি স্থিতাম্॥ ২৯

শ্রীভগবানুবাচ।

ইচ্ছাং বরয় বামোরু যা তে মনসি বর্ত্ততে।
ন দেয়ং যদি যদ্বস্তু প্রেম্না দাস্যামি তৎপ্রিয়ে॥ ৩০

শ্রীরাধোবাচ।

বৃন্দাবনে দিব্যনিকুঞ্জপার্শ্বে
কৃষ্ণাতটে রাসরসায় যোগ্যম্।
রহঃস্থলং ত্বং কুরুতান্মনোজ্ঞং
মনোরথোঽয়ং মম দেবদেব॥ ৩১

নারদ উবাচ।

তথাস্তু চোক্ত্বা ভগবান্ রহোযোগ্যং বিচিন্তয়ন্।
স্বং নেত্রপঙ্কজাভ্যান্তু হৃদয়ং সন্দদর্শ হ॥ ৩২
তদৈব কৃষ্ণহৃদয়াদ্গোপীব্যূহস্য পশ্যতঃ।
নির্গতং সজলং তেজোঽনুরাগস্যেব চাঙ্কুরম্॥ ৩৩
পতিতং রাসভূমৌ তদ্ববৃধে পর্ব্বতাকৃতি
রত্নধাতুময়ং দিব্যং সুনির্ঝরদরীবৃতম্॥ ৩৪
কদম্ববকুলাশোকলতাজালমনোহরম্।
মন্দারকুন্দবৃন্দাঢ্যং সুপক্ষিগণসঙ্কুলম্॥ ৩৫
ক্ষণমাত্রেণ বৈ দেহ লক্ষযোজনবিস্তৃতম্।
শতকোটীযোজনানাং লম্বিতং শেষবৎ পুনঃ॥ ৩৬
ঊর্দ্ধং সমুন্নতং জাতং পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্।
করীন্দ্রবৎ স্থিতং শশ্বৎ পঞ্চাশৎকোটিবিস্তৃতম্॥

রাধার সহিত তথায় বিরাজমান। একদা তত্রত্য রাসমণ্ডলে নূপুরের শব্দ ও উজ্জ্বল কান্তি প্রস্ফুরিত হইল, অঙ্গনমধ্যে সুন্দর ছত্রাকার মুক্তাফলের মালা হইতে অমৃতের বড় বড় বিন্দু পতিত হইল, মনোজ্ঞ মালতী লতাজাল হইতে স্বয়ং পতিত মধুগন্ধে অঙ্গন আমোদিত হইল, তাললয়যুক্ত মৃদঙ্গ ও বেণু বাদ্যের সহিত সুকণ্ঠ-গীতে সে স্থান অত্যন্ত মনোহর হইল, সেই সুন্দরীগণের রাসরস-মনোহর রাসমণ্ডল-মধ্যে কোটিকন্দর্পমোহন কৃষ্ণ অবস্থিত হইলেন; তখন রাধা রসদানে কুশল পতিকে উর্জ্জিত বাক্যে কটাক্ষ করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। রাধা বলিলেন,—হে জগৎপতে। যদি আমার প্রেমে আপনি রাসে প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমি আপনাকে আমার অভীপ্সির প্রার্থনা করি। ভগবান্ বলিলেন,—হে বামোরু! তোমার যাহা মনোবাসনা, তাহা প্রকাশ কর; হে প্রিয়ে! যাহা আমার অদেয় বস্তু, প্রেমে তাহাও আমি প্রদান করিব। ২৯—৩০। রাধা বলিলেন,—হে দেবদেব! যমুনাতটে বৃন্দাবনের দিব্য নিকুঞ্জ পার্শ্বে রাসরসের যোগ্য মনোজ্ঞ নির্জ্জন স্থান নির্দ্দিষ্ট করুন, ইহাই আমার মনোরথ। নারদ বলিলেন,—ভগবান্ 'তাহাই হউক' বলিয়া উপর্যুক্ত নির্জ্জন স্থান চিন্তা করিতে করিতে কমল নয়নদ্বারা নিজ হৃদয় দর্শন করিলেন। তখনই গোপীগণের সমক্ষে কৃষ্ণ হৃদয় হইতে যেন অনুরাগের অঙ্কুর স্বরূপ সজল তেজ নির্গত হইল। ঐ তেজ রাসভূমিতে পতিত হইয়া পর্ব্বতাকারে পরিণত হইয়া বৃদ্ধি পাইল। মনোজ্ঞ নির্ঝরযুক্ত গুহাবৃত দিব্য রত্নধাতুময় ঐ পর্ব্বত কদম্ব বকুল ও অশোক লতাজালে মনোহর, মন্দার ও কুন্দবৃন্দে সমৃদ্ধ এবং সুন্দর বিহগগণে সমাকুল। হে মৈথিল! ক্ষণকাল মধ্যে ঐ পর্ব্বত লক্ষযোজন বিস্তৃত, শেষ নাগের মত শতকোটি যোজন দীর্ঘ, ঊর্দ্ধে পঞ্চাশ কোটি যোজন উন্নত এবং নিম্নে পঞ্চাশ কোটি যোজন বিস্তৃত হইয়া হস্তি-

কোটিযোজনদীর্ঘাঙ্গৈঃ শৃঙ্গাণাং শতকৈঃ স্ফুরৎ।
উচ্চকৈঃ স্বর্ণকলশৈঃ প্রাসাদমিব মৈথিল ॥ ৩৮
গোবর্দ্ধনাখ্যং তচ্চাহুঃ শতশৃঙ্গং তথা পরে।
এবম্ভূতস্তু তদপি বর্দ্ধিতং মনসোৎসুকম্ ॥ ৩৯
কোলাহলে তদা জাতে গোলোকে ভয়বিহ্বলে।
বীক্ষ্যোত্থায় হরিঃ সাক্ষাদ্ধস্তেনাশু ততাড় তম্ ॥
কিং বর্দ্ধসে ভো প্রচ্ছিন্নং লোকমাচ্ছাদ্য তিষ্ঠসি
কিং বা ন চৈতে বসিতুং তচ্ছান্তিমকরোদ্ধরিঃ ॥
সংবীক্ষ্য তং গিরিবরং প্রসন্না ভগবৎপ্রিয়া।
তস্মিন্ রহঃস্থলে রাজন্ ররাজ হরিণা সহ ॥ ৪২
সোঽয়ং গিরিবরঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেন প্রণোদিতঃ
সর্ব্বতীর্থময়ঃ শ্যামো ঘনশ্যামঃ সুরপ্রিয়ঃ ॥ ৪৩
ভারতাৎ পশ্চিমদিশি শাল্মলীদ্বীপমধ্যতঃ।
গোবর্দ্ধনো জন্ম লেভে পত্ন্যাং দ্রোণাচলস্য চ ॥
পুলস্ত্যেন সমানীতো ভারতে ব্রজমণ্ডলে।

রাজের ন্যায় অবস্থিত হইল। কোটি যোজন দীর্ঘাঙ্গ তদীয় শত শত শৃঙ্গ স্ফুরিত হইয়া উন্নত স্বর্ণকুম্ভশোভিত প্রাসাদের ন্যায় প্রতিভাত হইল। এই পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন বলা হয়, কেহ কেহ ইহাঁকে শতশৃঙ্গও কহিয়া থাকেন। এইরূপ বর্দ্ধিত হইয়াও গোবর্দ্ধন মনের উৎসাহে আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তখন ভয়বিহ্বল গোলোকে এক কোলাহল উত্থিত হইল, অনন্তর তদ্দর্শনে স্বয়ং হরি হস্তদ্বারা তাঁহাকে সত্বর তাড়না করিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ওহে! কেন এইরূপ ভীষণ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া লোক সকল আচ্ছাদিত করত অবস্থিত হইয়াছ, এই সকল লোক কি এখানে বাস করিবে না? হরি এইরূপ কহিয়া তাহার শান্তি বিধান করিলেন। হে রাজন্! ভগবৎপ্রিয়া রাধা তখন গোবর্দ্ধন দর্শনে প্রসন্না হইয়া সেই নির্জ্জন স্থানে হরির সহিত বিরাজ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বতীর্থময় ঘনশ্যাম শ্যামসুন্দর-দেহ এই গিরিবর গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়াছেন। গোবর্দ্ধন ভারতের পশ্চিম প্রদেশে শাল্মলীদ্বীপ মধ্যে দ্রোণ পর্ব্বতের পত্নীতে

বৈদেহ তস্যাগমনং ময়া তুভ্যং পুরোদিতম্ ॥ ৪৫
যথা পুরা বর্দ্ধিতুমুৎসুকোঽয়ং
তথাপিধানং ভাবিতা ভুবো বা।
বিচিন্ত্য শাপং মুনিনা পরেশো
দ্রোণাত্মজায়েতি দদৌ ক্ষয়ার্থম্ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং শ্রীগিরিরাজখণ্ডে শ্রীনারদবহুলাশ্বসংবাদে শ্রীগিরিরাজোৎপত্তিবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ মহাপাপং প্রণশ্যতি ॥ ১
বিজয়ো ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদ্গৌতমীতীরবাসকৃৎ।
আযযৌ স্বমৃণং নেতুং মথুরাং পাপনাশিনীম্ ॥ ২
কৃত্বা কার্য্যং গৃহং গচ্ছন্ গোবর্দ্ধনতটং গতঃ।

জন্মগ্রহণ করেন, পুলস্ত্য তাঁহাকে ভারতের ব্রজমণ্ডলে আনয়ন করিয়াছেন। হে বৈদেহ! ইহার আগমন বৃত্তান্ত আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই দ্রোণাত্মজ পূর্ব্বে যেরূপ সোৎসাহে বর্দ্ধিত হইতে উৎসুক হইয়াছিলেন, তাহাতে পৃথ্বী প্রায় তিরোহিত হইবেন, পরেশ কৃষ্ণ ইহা চিন্তা করিয়া মহর্ষি অগস্ত্য দ্বারা ইহাঁর ক্ষয়ের জন্য শাপপ্রদান করাইয়াছিলেন। ৩১—৪৬।

গিরিরাজখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়

নারদ বলিলেন,—এবিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণমাত্রে মহাপাপ বিনষ্ট হয়। গোমতীতীরে বিজয় নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি নিজ ঋণগ্রহণার্থ পাপনাশিনী মথুরায় আগমন করেন। হে মৈথিল! তিনি স্বকার্য্য

তত্র পাষাণং চৈকং জগ্রাহ মৈথিল ॥ ৩
শনৈঃ শনৈর্বনোদ্দেশে নির্গতো ব্রজমণ্ডলাৎ।
অগ্রে দদর্শ চায়ান্তং রাক্ষসং ঘোররূপিণম্ ॥ ৪
হৃদয়ে চ মুখং যস্য ত্রয়ঃ পাদা ভুজাশ্চ ষট্।
হস্তত্রয়ঞ্চ স্থূলোষ্ঠো নাসা হস্তসমুন্নতা ॥ ৫
সপ্তহস্তা ললজ্জিহ্বা কণ্টকাভাস্তনূরুহাঃ
অরুণে অক্ষিণী দীর্ঘে দন্তা বক্রা ভয়ঙ্করাঃ ॥ ৬
তং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণো রাজন্ কম্পিতাবয়বো ভৃশম্।
তত্রাস্থিতোঽভূক্রুদিতো ন সমক্ষঃ পলায়িতুম্ ॥ ৭
রাক্ষসো ঘুর্ঘুরং শব্দং কৃত্বা চাপি বুভুক্ষিতঃ।
আযযৌ সম্মুখে রাজন্ ব্রাহ্মণস্য স্থিতস্য চ ॥ ৮
গিরিরাজোদ্ভবেনাসৌ পাষাণেন জঘান তম্।
গিরিরাজশিলাস্পর্শাত্ত্যক্ত্বাসৌ রাক্ষসীং তনুম্ ॥
পদ্মপত্রবিশালাক্ষঃ শ্যামসুন্দরবিগ্রহঃ।
বনমালী পীতবাসা মুকুটী কুণ্ডলান্বিতঃ ॥ ৯
বংশীধরো বেত্রহস্তঃ কামদেব ইবাপরঃ।
ভূত্বা কৃতাঞ্জলির্বিপ্রং প্রণনাম মুহুর্মুহুঃ ॥ ১০

সিদ্ধ উবাচ।

ধন্যস্ত্বং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পরত্রাণপরায়ণঃ।
ত্বয়া বিমোচিতোঽহং বৈ রাক্ষসত্বান্মহামতে ॥ ১১
পাষাণস্পর্শমাত্রেণ কল্যাণং মে বভূব হ।
ন কোঽপি মাং মোচয়িতুং সমর্থো হি ত্বয়া বিনা

ব্রাহ্মণ উবাচ।

বিস্মিতস্তব বাক্যেঽহং ন ত্বাং মোচয়িতুং ক্ষমঃ।
পাষাণস্পর্শনফলং ন জানে বদ সুব্রত ॥ ১৩

সিদ্ধ উবাচ।

গিরিরাজো হরে রূপং শ্রীমান্ গোবর্দ্ধনো গিরিঃ
তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো যাতি কৃতার্থতাম্ ॥ ১৪
গন্ধমাদনযাত্রায়াং যৎফলং লভতে নরঃ।
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং গিরিরাজস্য দর্শনে ॥ ১৫
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কেদারে যত্তপঃফলম্।
তচ্চ গোবর্দ্ধনে বিপ্র ক্ষণেন লভতে নরঃ ॥ ১৬
মলয়াদ্রৌ স্বর্ণভারদানস্যাপি চ যৎ ফলম্।
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং গিরিরাজে হি মাসিকম্
পর্ব্বতে মঙ্গলপ্রস্থে যো দদ্যাদ্ধেমদক্ষিণাম্।

সাধনান্তে গৃহে যাইতে যাইতে গোবর্দ্ধনতটে উপনীত হন এবং তথা হইতে বর্ত্তুলাকার একখণ্ড শিলা গ্রহণ করত বনপথে ব্রজমণ্ডল হইতে ধীরে ধীরে বহির্গমন করেন। তিনি সম্মুখে সমাগত এক ঘোররূপী রাক্ষস দর্শন করিলেন; ঐ রাক্ষসের হৃদয়ে মুখ, তিনখানি পদ, ছয় বাহু, তিন হাত, ওষ্ঠ হস্তত্রয় পরিমিত স্থূল, নাসিকা এক হাত উন্নত, লোল রসনা সপ্তহস্তমিত, লোম সকল কণ্টকবৎ, নয়ন অরুণবর্ণ এবং দন্ত সকল বক্র ও ভয়ঙ্কর। হে রাজন্! তদ্দর্শনে অত্যন্ত কম্পিত কলেবর পলায়নে অপারগ ব্রাহ্মণ বসিয়া পড়িলেন, তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য রাক্ষস ঘুর্ঘুর শব্দ করিয়া সম্মুখে আগমন করিল। ব্রাহ্মণ গোবর্দ্ধন জাত সেই পাষাণ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন, সে গিরিরাজশিলাঘাতে রাক্ষস তনু ত্যাগ করিয়া পদ্মপত্রবৎ আয়তনেত্র শ্যামসুন্দর দেহ বনমালী পীতবাসা মুকুট কুণ্ডলমণ্ডিত বংশীধর বেত্রকর সৌন্দর্য্যে দ্বিতীয় কামদেবের মত হইয়া করজোড়ে দ্বিজকে মুহুর্মুহু প্রণাম করিল। ১—১০। সিদ্ধ বলিল,—হে মহামতে! তুমি পরত্রাণপরায়ণ,অতএব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ও ধন্য, আমি তোমা-কর্ত্তৃক রাক্ষসত্ব হইতে বিমুক্ত হইলাম। পাষাণ স্পর্শমাত্রেই আমার মহা মঙ্গল হইয়াছে, তুমি ভিন্ন আমায় মুক্ত করিতে কেহই সমর্থ নহে। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি তোমার বাক্যে বিস্মিত, তোমাকে মুক্ত করিবার শক্তি আমার নাই; পাষাণস্পর্শের ফল আমি বিদিত নহি, হে সুব্রত! তুমি তাহা বল। সিদ্ধ বলিলেন,—শ্রীমান্ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনগিরি হরির রূপান্তর, তাঁহার দর্শনমাত্রে মানব কৃতার্থতা লাভ করে। মানব গন্ধমাদন যাত্রায় যে ফল লাভ করে, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন দর্শনে তাহার কোটিগুণ ফল লাভ হয়। কেদারে পাঁচ হাজার বৎসর তপস্যায় যে ফল, হে বিপ্র! মানব ক্ষণমাত্রে তাহা গোবর্দ্ধনে লাভ করিতে পারে। মলয়াচলে এক ভার সুবর্ণদানে যে ফল, গোবর্দ্ধনে একমাস মাত্র বাস করিলে তাহার কোটিগুণ

স যাতি বিষ্ণুসারূপ্যং মুক্তঃ পাপশতৈরপি ॥ ১৮
তৎপদং হি নরো যাতি গিরিরাজস্য দর্শনাৎ।
গিরিরাজসমং পুণ্যমন্যত্তীর্থং ন বিদ্যতে ॥ ১৯
ঋষভাদ্রৌ কূটকাদ্রৌ কোলকাদ্রৌ তথা নরঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গযুক্তানাং গবাং কোটীর্দদাতি যঃ ॥ ২০
মহাপুণ্যং লভেৎ সোঽপি বিপ্রান্ সম্পূজ্য যত্নতঃ
তস্মাল্লক্ষগুণং পুণ্যং গিরৌ গোবর্দ্ধনে দ্বিজ ॥ ২১
ঋষ্যমূকস্য সহ্যস্য তথা দেবগিরেঃ পুনঃ।
যাত্রায়াং লভতে পুণ্যং সমস্তায়া ভুবঃ ফলম্ ॥২২
গিরিরাজস্য যাত্রায়াং তস্মাৎ কোটিগুণং ফলম্।
গিরিরাজসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ২৩
শ্রীশৈলে দশবর্ষাণি কুণ্ডে বিদ্যাধরে নরঃ।
স্নানং করোতি সুকৃতী শতযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ২৪
গোবর্দ্ধনে পুচ্ছকুণ্ডে দিনৈকং স্নানকৃন্নরঃ।
কোটিযজ্ঞফলং সাক্ষাৎ পুণ্যমেতি ন সংশয়ঃ ॥২৫
বেঙ্কটাদ্রৌ বারিধারে মহেন্দ্রে বিন্ধ্যপর্ব্বতে।
যজ্ঞং কৃত্বা হয়মেধং নরো নাকপতির্ভবেৎ ॥ ২৬
গোবর্দ্ধনেঽস্মিন্ যো যজ্ঞং কৃত্বা দত্ত্বা সুদক্ষিণাম্
নাকে পদং সংবিধায় স বিষ্ণোঃ পদমাব্রজেৎ ॥২৭
চিত্রকূটে পয়স্বিন্যাং শ্রীরামনবমীদিনে।
পারিযাত্রে তৃতীয়ায়াং বৈশাখস্য দ্বিজোত্তমঃ ॥২৮
কুকুরাদ্রৌ চ পূর্ণায়াং নীলাদ্রৌ দ্বাদশীদিনে।
ইন্দ্রকীলে চ সপ্তম্যাং স্নানং দানং তপঃক্রিয়াঃ ॥
তৎসর্ব্বং কোটিগুণিতং ভবতীত্থং হি ভারতে।
গোবর্দ্ধনে তু তৎ সর্ব্বমনন্তং জায়তে দ্বিজ ॥ ৩০
গোদাবর্য্যাং গুরৌ সিংহে মায়াপুর্য্যাস্তু কুম্ভগে।
পুষ্করে পুষ্যনক্ষত্রে কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে ॥ ৩১
চন্দ্রগ্রহে তু কাশ্যাং বৈ ফাল্গুনে নৈমিষে তথা।
একাদশ্যাং শূকরে চ কার্ত্তিক্যাং গণমুক্তিদে ॥ ৩২
জন্মাষ্টম্যাং মধোঃ পুর্য্যাং খাণ্ডবে দ্বাদশীদিনে।
কার্ত্তিক্যাং পুর্ণিমায়াস্তু বটেশ্বরমহাবটে ॥ ৩৩
মকরার্কে প্রয়াগে তু বর্হিস্মত্যাং হি বৈধৃতৌ।
অযোধ্যাসরযূতীরে শ্রীরামনবমীদিনে ॥ ৩৪
এবং শিবচতুর্দ্দশ্যাং বৈজনাথগুভে বনে।

ফল লাভ হয়। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের মঙ্গলপ্রস্থ নামক স্থানে যে ব্যক্তি সুবর্ণ দক্ষিণা দান করে, সে শতপাপযুক্ত হইলেও বিষ্ণুসারূপ্য প্রাপ্ত হয়; আর গিরিরাজদর্শনে বিষ্ণুপদ লাভ হইয়া থাকে। গিরিরাজের তুল্য পবিত্র অন্য তীর্থ নাই। এইরূপ ঋষভ পর্ব্বত, কূটক পর্ব্বত ও কোলক পর্ব্বতে যে মানব সুবর্ণশৃঙ্গযুক্ত কোটি গোদান করে, এবং যত্নপূর্ব্বক বিপ্রগণের পূজা করে, তাহার মহাপুণ্য হয়, হে দ্বিজ! তাহা হইতেও লক্ষগুণ পুণ্য গোবর্দ্ধন গিরিতে লাভ হইয়া থাকে। ঋষ্যমূক, সহ্য এবং দেবগিরি এমন কি সমস্ত পৃথিবী যাত্রায় যে পুণ্য ফল, একমাত্র গিরিরাজ গোবর্দ্ধন যাত্রায় তাহার কোটিগুণ ফললাভ হয়। গিরিরাজের সমান তীর্থ হয়ও নাই, হইবেও না। সুকৃতী মানব শ্রীপর্ব্বতের বিদ্যাধর কুণ্ডে দশ বর্ষ স্নান করিয়া শত যজ্ঞের ফল লাভ করে, কিন্তু গোবর্দ্ধনের পুচ্ছকুণ্ডে মানব একদিন মাত্র স্নান করিয়া সেই ফল ও কোটি যজ্ঞের পুণ্যফল লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই। বেঙ্কট, বারিধার, মহেন্দ্র ও বিন্ধ্য পর্ব্বতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া নর ইন্দ্র হয়; আর এই গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে যজ্ঞ করিয়া উত্তম দক্ষিণাদানে ইন্দ্রপদ ভোগ করিয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১১—২৭। হে দ্বিজোত্তম! শ্রীরাম নবমীদিনে চিত্রকূটের পয়স্বিনীতে, বৈশাখের শুক্ল তৃতীয়ায় পারিযাত্রে, পুর্ণিমায় কুকুর পর্ব্বতে, দ্বাদশীদিনে নীলাচলে এবং সপ্তমীতে ইন্দ্রকীলে যে স্নান, দান ও তপস্যাদি ক্রিয়া, ভারতের এইরূপই পুণ্যপ্রভাব যে, তৎসমস্ত কোটিগুণ ফলপ্রদ হয়; আর হে দ্বিজ! গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে তৎসমস্ত অনন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। গোদাবরীতে সিংহরাশিগত বৃহস্পতিতে, হরিদ্বারে কুম্ভস্থ বৃহস্পতিতে, পুষ্করে পুষ্যানক্ষত্রে, কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে, কাশীতে চন্দ্রগ্রহণে, নৈমিষারণ্যে ফাল্গুনমাসে, শূকরতীর্থে একাদশীতে, গণমুক্তিদে কার্ত্তিক মাসে, মথুরায় জন্মাষ্টমীতে, খাণ্ডবে দ্বাদশীদিনে, বটেশ্বর-মহাবটে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়, প্রয়াগে মকরার্কে, বর্হিস্মতীতে বৈধৃতিযোগে, অযোধ্যার

তথা দর্শে সোমবারে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥৩৫
দশম্যাং সেতুবন্ধে চ শ্রীরঙ্গে সপ্তমীদিনে।
এষু দানং তপঃ স্নানং জপো দেববিজার্চ্চনম্ ॥৩৬
তৎসর্ব্বং কোটিগুণিতং ভবতীহ দ্বিজোত্তম।
তত্তুল্যং পুণ্যমাপ্নোতি গিরৌ গোবর্দ্ধনে বরে ॥
গোবিন্দকুণ্ডে বিশদে যঃ স্নাতি কৃষ্ণমানসঃ।
প্রাপ্নোতি কৃষ্ণসারূপ্যং মৈথিলেন্দ্র ন সংশয়ঃ ॥৩৮
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ।
মানসীগঙ্গয়া তুল্যানি ভবন্ত্যত্র নো গিরৌ ॥৩৯
ত্বয়া বিপ্রকৃতং সাক্ষাদ্গিরিরাজস্য দর্শনম্।
স্পর্শনঞ্চ ততঃ স্নানং ন ত্বত্তোঽপ্যধিকো ভুবি ॥
ন মন্যসে চেন্মাং পশ্য মহাপাতকিনং পরম্।
গোবর্দ্ধনশিলাস্পর্শাৎ কৃষ্ণসারূপ্যতাং গতম্ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং গিরিরাজখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে শ্রীগিরিরাজমাহাত্ম্যং
নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

সরযূতীরে শ্রীরাম নবমীদিনে বৈদ্যনাথের শুভ-বনে চতুর্দ্দশীতে, গঙ্গাসাগর সঙ্গমে সোমবারে অমাবস্যায়,সেতুবন্ধে দশমীদিনে,শ্রীরঙ্গে সপ্তমী-দিনে—হে দ্বিজোত্তম! এ সকলে দান,তপ,স্নান, জপ, দেব ও দ্বিজপূজা সমস্তই কোটিগুণ ফলপ্রদ; আর ঐ সমস্তের তুল্যফল একমাত্র গিরিবর গোবর্দ্ধনে লাভ হইয়া থাকে। হে মৈথিলেন্দ্র! যে মানব কৃষ্ণমনা হইয়া গোবর্দ্ধনের বিশদ গোবিন্দকুণ্ডে স্নান করে, তাহার কৃষ্ণসারূপ্য লাভ হয়, সংশয় নাই। সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞফল গোবর্দ্ধনের একমাত্র মানসী গঙ্গার পুণ্যফলের তুল্য নহে। হে দ্বিজ! তুমি সাক্ষাৎ গিরিরাজের দর্শন, স্পর্শন ও তথায় স্নান করিয়াছ, তোমা হইতে ভূতলে শ্রেষ্ঠ কেহ নহে; ইহা যদি না মান, তবে অত্যন্ত মহাপাপী আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর; আমি গোবর্দ্ধন প্রস্তর স্পর্শে কৃষ্ণসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ২৮—৪১।

গিরিরাজখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা সিদ্ধবাক্যং ব্রাহ্মণো বিস্ময়ং গতঃ।
পুনঃ পপ্রচ্ছ তং রাজন্ গিরিরাজপ্রভাববিৎ ॥১
ব্রাহ্মণ উবাচ।
পুরা জন্মনি কস্ত্বং ভোস্ত্বয়া কিং কলুষং কৃতম্
সর্ব্বং বদ মহাভাগ ত্বং সাক্ষাদ্দিব্যদর্শনঃ ॥ ২
সিদ্ধ উবাচ।
পুরা জন্মনি বৈশ্যোঽহং ধনী বৈশ্যসুতো মহান্।
আবাল্যাদ্দ্যূতনিরতো বিটগোষ্ঠীবিশারদঃ ॥ ৩
বেশ্যারতঃ কুমার্গোঽহং মদিরামদবিহ্বলঃ।
মাত্রা পিত্রা ভার্য্যয়াপি ভৎসিতোঽহং সদা দ্বিজ
একদা তু ময়া বিপ্র পিতরৌ গরদানতঃ।
মারিতৌ চ তথা ভার্য্যা খড়্গেন পথি মারিতা ॥
গৃহীত্বা তদ্ধনং সর্ব্বং বেশ্যয়া সহিতঃ খলঃ।
দক্ষিণাশাঞ্চ গতবান্ দস্যুকর্ম্মাতিনির্দ্দয়ঃ ॥ ৬
একদা তু ময়া বেশ্যা নিক্ষিপ্তা হ্যন্ধকূপকে।

একাদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! এতাদৃশ সিদ্ধ বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইলেন এবং গিরিরাজ-প্রভাবজ্ঞ ঐ বিপ্র পুনরায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ওহে! তুমি পূর্ব্বজন্মে কি ছিলে এবং কি পাপ করিয়াছিলে, সমস্ত বল, হে মহাভাগ! তুমি সাক্ষাৎ দিব্যদর্শী। সিদ্ধ বলিলেন,—আমি পূর্ব্বজন্মে বৈশ্যপুত্র মহাধনী বৈশ্য ছিলাম, আমি বাল্যকাল হইতেই দ্যূতনিরত, ধূর্ত্তজনসঙ্গী, বেশ্যারত, কুপথগামী ও মদিরা-বিহ্বল হইয়া থাকিতাম। হে দ্বিজ! জনক, জননী, জায়া আমাকে নিরন্তর ভর্ৎসনা করিতেন। হে বিপ্র! আমি একদা বিষপ্রয়োগে পিতা ও মাতা এবং পথিমধ্যে খড়্গাঘাতে পত্নীকে বিনাশ করি।১—৫। তারপর নির্দ্দয় খল আমি সমস্ত ধন গ্রহণ করিয়া বেশ্যার সহিত দক্ষিণদেশে উপনীত হই এবং দস্যু-বৃত্তি করিতে থাকি। এক সময়ে ঐ বেশ্যাকে

দস্যুনা হি ময়া পাশৈর্মারিতাঃ শতশো নরাঃ ॥ ৭
ধনলোভেন ভো বিপ্র ব্রহ্মহত্যাশতং কৃতম্।
ক্ষত্রহত্যা বৈশ্যহত্যাঃ শূদ্রহত্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ৮
একদা মাংসমানেতুং মৃগান্ হন্তুং বনে গতম্।
সর্পোঽদশৎ পদা স্পৃষ্টো দুষ্টং মাং নিধনং গতম্
সন্তাড্য মুদ্গারৈর্ঘোরৈর্যমদূতা ভয়ঙ্করাঃ।
বদ্ধা মাং নরকং নিন্যুর্মহাপাতকিনং খলম্ ॥ ১০
মন্বন্তরন্তু পতিতঃ কুম্ভীপাকে মহাখলে।
কল্পৈকং তপ্তসূর্শ্মে চ মহাদুঃখং গতঃ খলঃ ॥১১
চতুরশীতিলক্ষাণাং নরকাণাং পৃথক্ পৃথক্
বর্ষং বর্ষং নিপতিতো নির্গতোঽহং যমেচ্ছয়া ॥ ১২
ততস্তু ভারতে বর্ষে প্রাপ্তোঽহং কর্ম্মবাসনাম্।
দশবারং শূকরোঽহং ব্যাঘ্রোঽহং শতজন্মসু ॥ ১
উষ্ট্রোঽহং জন্মশতকং মহিষঃ শতজন্মসু।
সর্পোঽহং জন্মসাহস্রং মারিতো দুষ্টমানবৈঃ ॥ ১৪
এবং বর্ষাযুতান্তে তু নির্জনে বিপিনে দ্বিজ।
রাক্ষসশ্চেদৃশো জাতো বিকরালো মহাখলঃ ॥১৫
কস্য শূদ্রস্য দেহং বৈ সমারুহ্য ব্রজং গতঃ।
বৃন্দাবনস্য নিকটে যমুনানিকটাৎ শুভাৎ ॥ ১৬
সমুত্থিতা যষ্টিহস্তাঃ শ্যামলাঃ কৃষ্ণপার্ষদাঃ।
তৈস্তাড়িতো ধর্ষিতোঽহং ব্রজভূমৌ পলায়িতঃ ॥
বুভুক্ষিতো বহুদিনৈস্ত্বাং খাদিতুমিহাগতঃ।
তাবত্ত্বয়া তাড়িতোঽহং গিরিরাজাশ্মনা মুনে ॥ ১৮
শ্রীকৃষ্ণকৃপয়া সাক্ষাৎ কল্যাণং মে বভূব হ ॥ ১৯

শ্রীনারদ উবাচ।

এবং প্রবদতস্তস্য গোলোকাচ্চ মহারথঃ।
সহস্রাদিত্যসঙ্কাশো হয়াযুতসমন্বিতঃ ॥ ২০
সহস্রচক্রধ্বনিভৃল্লক্ষপার্ষদমণ্ডিতঃ।
মঞ্জীরকিঙ্কিণীজালী মনোহরতরো নৃপ ॥ ২১
পশ্যতস্তস্য বিপ্রস্য তমানেতুং সমাগতঃ
তমাগতং রথং দিব্যং নেমতুর্ব্বিপ্র-নির্জরৌ ॥২২

আমি অন্ধকূপে নিক্ষেপ করি এবং দস্যুবৃত্তি রত হইয়া পাশ দ্বারা শত শত লোক বিনাশ করিতে থাকি। হে বিপ্র! আমি ধনলোভে শত ব্রহ্মহত্যা এবং সহস্র সহস্র ক্ষত্রহত্যা বৈশ্যহত্যা ও শূদ্রহত্যা করিয়াছিলাম। এক সময় মাংসাহরণার্থ আমি বনে মৃগ বধ করিতে গমন করি, আমি দুষ্ট, তাই আমার পাদস্পৃষ্ট এক সর্প আমাকে দংশন করে, তাহাতেই আমার মৃত্যু হয়। আমি মহাপাপী খল, ভয়ঙ্কর যমদূতগণ ঘোর মুদ্গার দ্বারা আমাকে তাড়না করিয়া আমাকে বন্ধন করত নরকে লইয়া যায়। আমি মহা খল, তাই এক মন্বন্তরকাল কুম্ভীপাক নরকে পতিত থাকি; তারপর খল আমি এক কল্প-কাল তপ্ত সূর্শ্মে নরকে মহাদুঃখ ভোগ করি—এইরূপে প্রতি বর্ষে সমস্ত চতুরশীতি লক্ষ নরক পৃথক্ পৃথক্ ভোগ করিয়া যমের ইচ্ছায় তথা হইতে নির্গত হই। তারপর ভারতবর্ষে আসিয়া কর্ম্মবাসনাবশে দশবার শূকর, শত জন্ম ব্যাঘ্র, শত জন্ম উষ্ট্র, শত জন্ম মহিষ ও সহস্র জন্ম সর্প হই। এই জন্মে দুষ্ট মানবেরা আমাকে মারিয়া ফেলিল। হে দ্বিজ! এইরূপে অযুত বৎসর অতীত হইলে এক জনহীন বনে মহাবল বিকরাল ঈদৃশ রাক্ষসরূপে আমি জন্ম-গ্রহণ করি। একদা কোন এক শূদ্রদেহে আবিষ্ট হইয়া আমি এই ব্রজপুরে সমাগত হই, বৃন্দাবনের সমীপস্থ শুভ যমুনাতট হইতে যষ্টিহস্ত শ্যামল কৃষ্ণ পার্ষদগণ উত্থিত হইয়া আমাকে তাড়না করে. আমি তাহাদের দ্বারা ধর্ষিত হইয়া ব্রজভূমে পলায়ন করি। আমি বহুদিনের বুভুক্ষিত, তাই তোমাকে ভক্ষণ করিতে যেমনি এইস্থানে উপস্থিত হই, হে মুনে! অমনি তুমি গিরিরাজ শিলাদ্বারা আমাকে তাড়না কর। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমার তাহাতে কল্যাণই হইয়াছে। ৬—১৯। নারদ বলিলেন,—সিদ্ধ এইরূপ বলিতে ছিল, তখন গোলোক হইতে মনোগামী রথ আসিল, ঐ রথ সহস্র দিবাকরদ্যুতি, অযুত অশ্বসমন্বিত, সহস্র-চক্র, শব্দকারী, লক্ষ পার্ষদ-মণ্ডিত, মঞ্জীর ও কিঙ্কিণী-জালযুত মনোহর। হে নৃপ! সেই দ্বিজ বিজয়ের সমক্ষে সেই সিদ্ধকে লইবার জন্ত

ততঃ সমারুহ্য রথং স সিদ্ধো
বিরঞ্জয়ন্মৈথিল মণ্ডলং দিশাম্ ।
শ্রীকৃষ্ণলোকং প্রযযৌ পরাৎপরং
নিকুঞ্জলীলাললিতং মনোহরম্ ॥ ২৩
বিপ্রোঽপি তস্মাৎ পুনরাগতো গিরিং
গোবৰ্দ্ধনং সৰ্ব্বগিরীন্দ্রদৈবতম্ ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য পুনঃ প্রণম্য তং
যযৌ গৃহং মৈথিল তৎপ্রভাববিৎ ॥ ২৪
ইদং ময়া তে কথিতং প্রচণ্ডং
সুমুক্তিদং শ্রীগিরিরাজখণ্ডম্ ।
শ্রুত্বা জনঃ পাপ্যপি ন প্রচণ্ডং
স্বপ্নেঽপি পশ্যেদ্‌যমমুগ্রদণ্ডম্ ॥ ২৫
যঃ শৃণোতি গিরিরাজযশস্কং
গোপরাজনবকেলিরহস্যম্ ।
দেবরাজ ইব সোঽত্র সমেতি
নন্দরাজ ইব শান্তিমমুত্র ॥ ২৬

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীগিরিরাজখণ্ডে
শ্রীনারদবহুলাশ্বসংবাদে শ্রীগিরিরাজ-
প্রভাবপ্রস্তাববর্ণনে সিদ্ধমোক্ষো-
নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ঐ রথ সমাগত। সেই সমাগত দিব্য রথকে বিপ্র ও সিদ্ধ উভয়েই প্রণাম করিলেন। হে মৈথিল! অনন্তর সিদ্ধ সেই রথে আরোহণ করিয়া দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করত নিকুঞ্জ-লীলা-ললিত মনোহর পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণলোকে গমন করিলেন। হে মৈথিল! দ্বিজ বিজয়ও তথা হইতে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সৰ্ব্বগিরীন্দ্র পৰ্ব্বত গোবৰ্দ্ধন গিরিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করত তদীয় প্রভাব জ্ঞাত হইয়া গৃহে গমন করিলেন। এই আমি তোমার নিকট উত্তম মুক্তিপ্রদ প্রচণ্ড গিরিরাজখণ্ড ব্যাখ্যা করিলাম; প্রচণ্ড পাপী জনও ইহা শুনিয়া স্বপ্নেও যমের উগ্রদণ্ড দর্শন করে না। যে মানব গিরিরাজ-যশোযুক্ত গোপরাজ কৃষ্ণের নূতন কেলিরহস্য শ্রবণ করে, সে ইহকালে দেবরাজতুল্য সুখ এবং অন্তকালে নন্দরাজ-তুল্য শান্তি লাভ করিয়া থাকে। ২০—২৬।

গিরিরাজখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

তৃতীয়ং গিরিরাজখণ্ডং সমাপ্তম্ ॥ ৩ ॥

গর্গ-সংহিতা

মাধুর্য্যখণ্ডম্ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

অতসীকুসুমোপমেয়কান্তি-
র্যমুনাকূলকদম্বমধ্যবর্ত্তী ।
নবগোপবধূবিলাসশালী
বনমালী বিতনোতু মঙ্গলানি ॥ ১
পরিকরীকৃতপীতপটং হরিং
শিখিকিরীটনতীকৃতকন্ধরম্ ।
লকুটবেণুকরং চলকুণ্ডলং
পটুতরং নটবেষধরং ভজে ॥ ২
বহুলাশ্ব উবাচ
শ্রুতিরূপাদয়ো গোপ্যো ভূতপূর্ব্বা বরান্মুনে ।

প্রথম অধ্যায় ।

অতসী কুসুমসদৃশ কৃষ্ণকান্তি, কালিন্দী-কূলের কদম্ব তরুর মধ্যবর্ত্তী, নবীন গোপ-বধূগণের সহিত বিলাসশালী বনমালী মঙ্গল বিস্তার করুন। যিনি কটীতে পীতপট বাঁধিয়াছেন, ময়ূরপুচ্ছযুক্ত মুকুট ধারণ করিয়া কন্ধরা নত করিয়াছেন, যাঁহার কর্ণে কুণ্ডল দুলিতেছে, সেই বেণু বেত্রকর নটবেশধর পটুতর হরিকে ভজনা করি। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মুনে! ভগবানের বরে যে সকল ভূতপূর্ব্ব

কথং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেণ জাতাঃ পূর্ণমনোরথাঃ ॥ ৩
গোপালকৃষ্ণচরিতং পবিত্রং পরমাদ্ভুতম্ ।
এতদ্বদ মহাবুদ্ধে ত্বং পরাবরবিত্তমঃ ॥ ৪
শ্রীনারদ উবাচ ।
শ্রুতিরূপাশ্চ যা গোপ্যো গোপানাং সুকুলে ব্রজে
লেভিরে জন্ম বৈদেহ শেষশায়িবরাচ্ছ্রুতাৎ ॥ ৫
কমনীয়ং নন্দসূনুং বীক্ষ্য বৃন্দাবনে চ তাঃ ।
বৃন্দাবনেশ্বরীং বৃন্দাং ভেজিরে তদ্বরেচ্ছয়া ॥ ৬
বৃন্দাদত্তাদ্বরাদাশু প্রসন্নো ভগবান্ হরিঃ ।

শ্রুতিরূপাদি গোপী হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক তাঁহারা কিরূপে পূর্ণমনোরথ হইলেন? হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি সবিশেষ সর্ব্বজ্ঞ, অতএব গোপাল কৃষ্ণচন্দ্রের এই পবিত্র পরমাদ্ভুত চরিত্র বর্ণন করুন। নারদ বলিলেন,—হে বৈদেহ! শেষশায়ী ভগবানের পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বরানুসারে শ্রুতিরূপা গোপীগণ গোকুলের উত্তম গোপ-কুলে জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহারা বৃন্দাবনে কৃষ্ণের কমনীয় কান্তি অবলোকন করিয়া তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য বৃন্দাবনেশ্বরী বৃন্দাকে ভজনা করেন।১—৬। বৃন্দাপ্রদত্ত বরে ভক্তবৎসল ভগবান্ হরি আশু প্রসন্ন হইয়া

নিত্যং তাসাং গৃহে যাতি রাসার্থং ভক্তবৎসলঃ
একদা তু নিশীথিন্যা ব্যতীতে প্রহরদ্বয়ে।
রাসার্থং ভগবান্ কৃষ্ণঃ প্রাপ্তবাংস্তদ্গৃহে নৃপ ॥৮
তদা তূৎকণ্ঠিতা গোপ্যঃ কৃত্বা তৎপূজনং পরম্
পপ্রচ্ছুঃ পরয়া ভক্ত্যা গিরা মধুরয়া প্রভুম্ ॥ ৯
গোপ্য উচুঃ।
কথং ন চাগতঃ শীঘ্রং নো গৃহান্ বৃজিনার্দ্দন।
উৎকণ্ঠিতানাং গোপীনাং ত্বয়ি চন্দ্রে চকোরবৎ
শ্রীভগবানুবাচ।
যো যস্য চিত্তে বসতি ন স দূরে কদাচন।
খে সূর্য্যং কমলং ভূমৌ দৃষ্ট্বেদং স্ফুরতি প্রিয়াঃ ॥
ভাণ্ডীরে মে গুরুঃ সাক্ষাৎ দুর্ব্বাসা ভগবান্মুনিঃ
আগতোঽদ্য প্রিয়াস্তস্য সেবার্থং গতবানহম্ ॥১২
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১৩
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১৪

স্বগুরুং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা সেবেত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ১৫
তস্মাৎ তৎপূজনং কৃত্বা নত্বা তৎপাদপঙ্কজম্।
আগতোঽহং বিলম্বেন ভবতীনাং গৃহান্ প্রিয়াঃ
শ্রীনারদ উবাচ।
শ্রুত্বা তৎপরমং বাক্যং গোপ্যঃ সর্ব্বাস্তু বিস্মিতাঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটা ঊচুঃ শ্রীকৃষ্ণং নম্রকন্ধরাঃ ॥ ১৭
গোপ্য উচুঃ।
পরিপূর্ণতমস্যাপি দুর্ব্বাসাস্তে গুরুঃ স্মৃতঃ
আহো তদ্দর্শনং কর্ত্তুং মনো নশ্চোদ্যতং প্রভো
অদ্য দেব নিশীথিন্যা ব্যতীতে প্রহরদ্বয়ে।
কথং তদ্দর্শনং ভূয়াদস্মাকং পরমেশ্বর ॥ ১৯
তথা মধ্যে দীর্ঘনদী যমুনা প্রতিবন্ধিকা।
কথং তত্তরণং নাবয়তে দেব ভবিষ্যতি ॥ ২০
শ্রীভগবানুবাচ।
অবশ্যমেব গন্তব্যং ভবতীভির্যদা প্রিয়াঃ।

রাসার্থ নিত্য তাঁহাদের গৃহে গমন করিতে লাগিলেন। হে নৃপ! এক সময় অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে সেই নিশীথ সময়ে ভগবান্ কৃষ্ণ রাসার্থ তাঁহাদের গৃহে আগমন করিলেন, তখন উৎকণ্ঠিত গোপীগণ তাঁহার অনুত্তম পূজা করিয়া পরম ভক্তিভরে মধুর বাক্যে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপীগণ বলিলেন,—হে পাপহারি হরি! কেন আমাদের গৃহে শীঘ্র আগমন করেন না? গোপী আমরা চন্দ্রের নিমিত্ত চাতকের ন্যায় আপনার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকি। ৭—১০। ভগবান্ বলিলেন,—হে প্রিয়াগণ! আকাশে সূর্য্য এবং ভূতলে কমল দেখিয়া মনে হয়, যে যাহার চিত্তে বাস করে, সে কখনও তাহার দূরে নহে। ভাণ্ডীরবনে আমার গুরু সাক্ষাৎ ভগবান্ দুর্ব্বাসা ঋষি অদ্য আসিয়াছিলেন, হে প্রিয়াগণ! আমি তাঁহার সেবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলাম। গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু দেব মহেশ্বর; গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার। যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকায় অজ্ঞান-তিমিরান্ধ নয়নের উন্মীলন করেন, সেই নমস্কার। তোমরা আমাকে তোমাদের নিজ গুরু বলিয়া জানিবে, গুরুকে কখনও অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে; সর্ব্বদেবময় গুরুকে মানুষ-বুদ্ধিতে সেবা করিতে নাই; হে প্রিয়াগণ! অতএব আমি গুরু পাদপদ্মের পূজা ও প্রণাম করিয়া বিলম্বে তোমাদের গৃহে আগমন করিয়াছি। নারদ বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ পরম বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপী সকল বিস্মিত হইলেন এবং নতবদনে করজোড়ে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। গোপীগণ বলিলেন,—অহো! পরিপূর্ণতম তোমারও আবার গুরু দুর্ব্বাসা! হে প্রভো! তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আজ আমাদের মন সমুৎসুক হইয়াছে। হে দেব! অদ্য অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইয়াছে, হে পরমেশ্বর! এই নিশীথ সময়ে তাঁহার দর্শন আমাদের কেমন করিয়া ঘটিবে? মধ্যে দীর্ঘা যমুনা নদী প্রতিবন্ধিকা, হে দেব! তরণী ব্যতীত কেমন করিয়া যমুনা পার হওয়া যাইবে? ১১—২০। ভগবান্ বলিলেন,—হে প্রিয়াগণ

যমুনামেত্য চৈতবৈ বক্তব্যং মার্গহেতবে ॥ ২১
যদি কৃষ্ণো বালযতিঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ।
তর্হি নো দেহি মার্গং বৈ কালিন্দি সরিতাংবরে
ইত্যুক্তে বচনে কৃষ্ণা মার্গং বো দাস্যতি স্বতঃ।
সুখেন তেন ব্রজত যূয়ং সর্ব্বা ব্রজাঙ্গনাঃ ॥ ২৩

শ্রীনারদ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বাথ তদ্বাক্যং পাত্রৈর্দীর্ঘৈর্ব্রজাঙ্গনাঃ।
ষট্পঞ্চাশত্তমান্ ভোগান্ নীত্বা সর্ব্বাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৪
যমুনামেত্য হর্ষ্যুক্তং জগুরানতকন্ধরাঃ।
সদ্যঃ কৃষ্ণা দদৌ মার্গং গোপীভ্যো মৈথিলেশ্বর
তেন গোপ্যো গতাঃ সর্ব্বা ভাণ্ডীরং চাতিবিস্মিতাঃ।
৩৩ প্রদক্ষিণীকৃত্য মুনিং দুর্ব্বাসসং চ তাঃ ॥২৬
নত্বা তদ্দর্শনং চক্রুঃ পুরো ধৃত্বাশনং বহু।
মে পূর্ব্বং চাপি মে পূর্ব্বমন্নং ভোজ্যং ত্বয় ।মুনে
এবং বিবদমানানাং গোপীনাং ভক্তিলক্ষণম্।
বিজ্ঞায় মুনিশার্দ্দূলঃ প্রোবাচ বিমলং বচঃ ॥ ২৮

মুনিরুবাচ।

গোপ্যঃ পরমহংসোঽহং কৃতকৃত্যো হি নিষ্ক্রিয়ঃ
তস্মান্মুখে মে দাতব্যং স্বং স্বং চাপ্যশনং করৈঃ

শ্রীনারদ উবাচ।

এবং বিদারিতে তেন মুখে মুখে গোপ্যোঽতি হর্ষিতাঃ।
ষট্পঞ্চাশত্তমান্ ভোগান্ স্বান্ স্বান্ সর্ব্বাঃ সমাক্ষিপন্ ॥ ৩০
ক্ষিপন্তীনাং চ গোপীনাং পশ্যন্তীনাং মুনীশ্বরঃ।
জঘাস কোটিশো ভারান্ ভোগান্ সর্ব্বান্ ক্ষুধাতুরঃ ॥ ৩১
বিস্মিতানাং চ গোপীনাং পশ্যন্তীনাং পরস্পরম্
ইত্থং শূন্যানি পাত্রাণি বভূবুর্নৃপসত্তম ॥ ৩২
অথ গোপ্যো মুনিং শান্তং নত্বা তং ভক্তবৎসলম্
বিস্মিতাঃ প্রণতাঃ প্রাহুঃ সর্ব্বাঃ পূর্ণমনোরথাঃ ॥

তোমরা অবশ্যই গমন কর, যখন যমুনাতীরে উপনীত হইবে, তখন পথ প্রদানের জন্য তাহাকে ইহা বলিও—"হে সরিদ্বরে কালিন্দি! যদি বালক ব্যবহারী কৃষ্ণ যতি সর্ব্বদোষশূন্য হন, তবে আমাদিগকে পথ প্রদান কর।" হে ব্রজাঙ্গনাগণ! এইরূপ বলিলে কালিন্দী স্বতই তোমাদিগকে পথ প্রদান করিবেন। আর তোমরাও অনায়াসে সেই পথে গমন করিবে। নারদ বলিলেন,—ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের সেই বাক্য শ্রবণে বৃহৎ বৃহৎ পাত্রে পৃথক্ পৃথক্ ছাপ্পান্ন প্রকার উত্তম উত্তম ভোগ্য বস্তু গ্রহণ করিয়া যমুনাতীরে আগমনপূর্ব্বক নতবদনে শ্রীকৃষ্ণকথিত সেই পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিলেন। হে মৈথিলেশ্বর! যমুনা তৎক্ষণাৎ গোপীগণকে পথ প্রদান করিলেন,গোপীগণও অতি বিস্মিত হইয়া সেই পথে ভাণ্ডীরবনে উপনীত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা দুর্ব্বাসা ঋষিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন, তাঁহার সম্মুখে সেই ভোগ রাখিয়া দিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন এবং সকলেই এক কালে বলিতে লাগিলেন,—"হে মুনে! আপনি আমার অন্ন অগ্রে গ্রহণ করুন—ঋষিশার্দ্দূল দুর্ব্বাসা এইরূপ বিবদমানা গোপীগণের ভক্তিলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া বক্ষ্যমাণ বিমল বাক্য বলিলেন। মুনি বলিলেন,—হে গোপীগণ! আমি পরমহংস, কৃতকৃত্য ও নিষ্ক্রিয়, অতএব তোমরা স্ব স্ব করে করিয়া তোমাদের আনীত ভক্ষ্য দ্রব্য আমার বদনে প্রদান কর। নারদ বলিলেন,—এইরূপ বলিয়া দুর্ব্বাসা বদন ব্যাদান করিলে অতিহৃষ্টা গোপীগণ তাঁহার মুখে সেই ছাপ্পান্ন প্রকার, স্ব স্ব আনীত উত্তম ভক্ষ্যদ্রব্য ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। ২১—৩০। ক্ষুধাতুর ভগবান্ মুনীশ্বর দুর্ব্বাসাও অন্নপ্রদানকারিণী গোপীগণের সমক্ষে সেই কোটি কোটি ভার ভোগ্য বস্তু সমস্ত ভক্ষণ করিলেন। হে নৃপসত্তম! এইরূপে পাত্র সকল শূন্য হইয়া গেল, গোপীগণ তদ্দর্শনে পরস্পর বিস্মিত হইলেন। অনন্তর গোপীগণ ভক্তবৎসল শান্ত মুনিকে প্রণাম করিলেন এবং সকলেই পূর্ণমনোরথ হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বিস্ময় সহকারে বলিতে লাগি-

গোপ্য উচুঃ।

মুনেরাগমনাৎ পূর্ব্বং কৃষ্ণোক্তবচসা নদীম্।
তীর্ত্বা গতাস্ত্বৎসমীপং দর্শনার্থং শুভেচ্ছয়া॥ ৩৪
ইতঃ কথং গমিষ্যামঃ সন্দেহোহয়ং মহানভূৎ।
তদ্বিধেহি নমস্তভ্যং যেন পন্থা লঘুর্ভবেৎ॥ ৩৫

মুনিরুবাচ।

সুখেনাতঃ প্রগন্তব্যং ভবতীভির্যদা স্বতঃ।
যমুনামেত্য চৈতদ্ধি বক্তব্যং মার্গহেতবে॥ ৩৬
যদি দূর্ব্বারসং পীত্বা দুর্ব্বাসাঃ কেবলং ক্ষিতৌ।
ব্রতী নিরন্নো নির্বারি বর্ত্ততে পৃথিবীতলে॥৩৭
তর্হি নো দেহি মার্গং বৈ কালিন্দি সরিতাংবরে।
ইত্যুক্তে বচনে কৃষ্ণা মার্গং বো দাস্যতি স্বতঃ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচো গোপ্যো নত্বা তং মুনিপুঙ্গবম্
যমুনামেত্য মুন্যুক্তং চোক্ত্বা তীর্ত্বা নদীং নৃপ॥
শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বমাজগ্মুর্বিস্মিতা মঙ্গলায়নাঃ॥ ৪০
অথ রাসে গোপবধ্বঃ সন্দেহং মনসোত্থিতম্।
পপ্রচ্ছুঃ শ্রীহরিং বীক্ষ্য রহঃ পূর্ণমনোরথাঃ॥ ৪১

গোপ্য উচুঃ।

দুর্ব্বাসসো দর্শনং ভোঃ কৃতমস্মাভিরগ্রতঃ।
যুবয়োর্বাক্যতশ্চাত্র সন্দেহোহয়ং প্রজায়তে॥৪২
যথা গুরুস্তথা শিষ্যো মৃষাবাদী ন সংশয়ঃ।
জারস্ত্বমসি গোপীনাং রসিকো বাল্যতঃ প্রভো॥
কথং বালযতিস্ত্বং বৈ বদ তদ্বৃজিনার্দ্দন।
কথং দূর্ব্বারসং পীত্বা দুর্ব্বাসা বহুভুঙ্মুনিঃ॥ ৪৪
নো জাত এষ সন্দেহঃ পশ্যন্তীনাং ব্রজেশ্বর॥

শ্রীভগবানুবাচ।

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমানঃ সর্ব্বগঃ পরঃ।
সদা বৈষম্যরহিতো নির্গুণোহহং ন সংশয়ঃ॥ ৪৫
তথাপি ভক্তান্ ভজতো ভজেহং বৈ যথা তথা
তথৈব সাধুর্জ্ঞানী বৈ বৈষম্যরহিতঃ সদা॥ ৪৬
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

লেন। গোপীগণ বলিলেন,—হে মুনে! আপনার সমীপে আগমনের পূর্ব্বে আপনার শুভ দর্শনেচ্ছায় কৃষ্ণকথিত বাক্যে যমুনা পার হইয়া আসিয়াছিলাম, এখন এখান হইতে কি করিয়া যাইব, সে সম্বন্ধে মহা সন্দেহ হইতেছে, আপনাকে নমস্কার করি, আমাদের পথ যাহাতে সুগম হয়, তাহা করুন। মুনি বলিলেন,—তোমরা যখন সুখে গমন করিবে, তখন যমুনাতীরে গিয়া এই কথা কহিও যে—"যদি দুর্ব্বাসা কেবল দূর্ব্বারস পান করিয়া পৃথিবীতে প্রাণ ধারণ করেন এবং ভূতলে তিনি ব্রতী ও অন্ন জলত্যাগী হইয়া থাকেন তবে হে সরিদ্‌বরে কালিন্দি! আমাদিগকে পথ প্রদান কর।" এইরূপ বলিলে কালিন্দী তোমাদিগকে স্বতই পথ প্রদান করিবেন। নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! মঙ্গলালয়া গোপীগণ তথাবিধ বাক্য শ্রবণে মুনিসত্তমকে প্রণামপূর্ব্বক যমুনাতীরে উপনীত হইলেন এবং মুনিকথিত বাক্য বলিয়া নদী পার হইয়া বিস্ময় সহকারে কৃষ্ণ পার্শ্বে আগমন করিলেন। ৩০—৪০। অনন্তর রাসে পূর্ণমনোরথ গোপবধূদিগের মনে সংশয় উপস্থিত হইল, তাঁহারা হরিকে নির্জ্জনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপীগণ বলিলেন—হে কৃষ্ণ! আমরা ইতিপূর্ব্বে দুর্ব্বাসার দর্শন করিয়াছি, কিন্তু তোমাদের উভয়ের বাক্যেই আমাদের এই সন্দেহ হইতেছে। যেমন গুরু, তেমনিই শিষ্য, দুই জনেই মিথ্যাবাদী, সংশয় নাই। হে প্রভো! তুমি বাল্যকাল হইতেই গোপীগণের রসিক উপপতি, হে দুরিতহারিন্! তথাপি কিরূপে তুমি বালক যতি ব্যবহারী; আর বহ্বাশী দুর্ব্বাসাই বা কেমন দূর্ব্বারসপায়ী; হে ব্রজেশ্বর! এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের সন্দেহ উপস্থিত। ভগবান্ বলিলেন, আমি সর্ব্বদা নির্ম্মল, নিরহঙ্কার, সমদর্শী, সর্ব্বগ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বৈষম্যরহিত ও নির্গুণ, সন্দেহ নাই; তথাপি ভক্তগণ আমায় যেরূপে ভজনা করে, আমিও তদ্রূপে তাহাদিগকে ভজনা করি এবং জ্ঞানী সাধুর মত সর্ব্বদা বৈষম্যরহিত হইয়া থাকি। অজ্ঞ কর্ম্মাসক্তগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না অর্থাৎ তাহাদিগকে কর্ম্ম হইতে অন্য দিকে চালিত করিবে

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥৪৮
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্‌॥
নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥
ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥৫১
তস্মান্মুনিশ্চ দুর্ব্বাসা বহুভুক্‌ যুষ্মদ্ধিতে রতঃ।
ন তস্য ভোজনেচ্ছা স্যাদ্দুর্ব্বারসমিতাশনঃ॥৫২

শ্রীনারদ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচো গোপ্যঃ সর্ব্বাস্তাশ্ছিন্নসংশয়াঃ।
শ্রুতিরূপা জ্ঞানময্যো বভূবুর্মৈথিলেশ্বর॥৫৩

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং মাধুর্য্যখণ্ডে শ্রীনারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে শ্রুতিরূপোপাখ্যানং নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

গোপীনামৃষিরূপাণামাখ্যানং শৃণু মৈথিল।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং কৃষ্ণভক্তিবিবর্দ্ধনম্‌॥১
বঙ্গেষু মঙ্গলো নাম গোপ আসীন্মহামনাঃ।
লক্ষ্মীবান্‌ শ্রুতসম্পন্নো নবলক্ষগবাম্পতিঃ॥২
ভার্য্যাঃ পঞ্চসহস্রাণি বভূবুস্তস্য মৈথিল।
কদাচিদ্দৈবযোগেন ধনং সর্ব্বং ক্ষয়ং গতম্‌॥৩
চৌরৈর্নীতাস্তস্য গাবঃ কাশ্চিদ্রাজ্ঞা হৃতা বলাৎ।
এবং দৈন্যে চ সম্প্রাপ্তে দুঃখিতো মঙ্গলোঽভবৎ
তদা শ্রীরামস্য বরাদ্দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
ঋষয়ঃ স্ত্রীত্বমাপন্না বভূবুস্তস্য কন্যকাঃ॥৫
দৃষ্ট্বা কন্যাসমূহং স দুঃখী গোপোঽথ মঙ্গলঃ।
উবাচ দৈন্যদুঃখাঢ্য আধিব্যাধিসমাকুলঃ॥৬

না; বরং ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি অবহিত হইয়া স্বয়ং কর্ম্ম সকল করিয়া তাহাদিগকেও কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। যাঁহার কর্ম্ম সকল ফল কামনা শূন্য, তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠানজাত জ্ঞানরূপ অগ্নিতে সমুদয় কর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়াছে, বিজ্ঞগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলেন। সমস্ত বিষয়ের প্রতিগ্রহ পরিত্যাগী সংযতচিত্ত নিষ্কাম ব্যক্তি কেবলমাত্র দেহযাত্রানির্ব্বাহোপযোগী ভোগ্য গ্রহণ করিয়া পাপলিপ্ত হন না। ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছু নাই, কর্ম্ম ও সমাধিযোগানুষ্ঠানে যোগ্যতা প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই জ্ঞান যথাকালে স্বতই স্বীয় অন্তঃকরণে লাভ করিয়া থাকেন। পদ্মপত্রের জল যেমন পত্রে লিপ্ত হয় না, ব্রহ্মে সমর্পণ ও ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠাতাও তদ্রূপ কর্ম্মে লিপ্ত হন না। অতএব তোমাদের হিতে রত দুর্ব্বাসা মুনিও বহুভুক্‌ হইয়াছেন। তাঁহার ভোজনাভিলাষ ছিল না, তিনি পরিমিত দুর্ব্বারসপায়ী। নারদ কহিলেন,—হে মৈথিলেশ্বর! ইহা শুনিয়া গোপীগণের সন্দেহ দূর হইল, সেই শ্রুতিরূপা গোপীগণ জ্ঞানময়ী হইয়া গেলেন। ৪০—৫৩।

মাধুর্য্যখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে মৈথিল! ঋষিরূপা গোপীগণের উপাখ্যান শ্রবণ কর, উহা পুণ্য সর্ব্বপাপহর এবং বিশেষ ভাবে কৃষ্ণভক্তিবর্দ্ধন। বঙ্গে মঙ্গল নামে এক গোপ ছিলেন, তিনি লক্ষ্মীবান্‌, জ্ঞানসম্পন্ন এবং নবলক্ষ গোর অধীশ্বর। হে মৈথিল! তাঁহার পাঁচ হাজার পত্নী ছিল। একদা দৈববশে তাঁহার সমস্ত ধন বিনষ্ট হয়, তস্করে তাঁহার অনেক গো অপহরণ করে, অনেক গো রাজা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। এইরূপে দৈন্য উপস্থিত হইলে মঙ্গল দুঃখিত হন। সেই সময়ে রামচন্দ্রের বরে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি সকল স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে মঙ্গল আধিব্যাধিযুক্ত হইয়া অত্যন্ত দৈন্য ও দুঃখদশায় উপনীত হইয়াছিলেন; অনন্তর সেই সকল কন্যা

মঙ্গল উবাচ।
কিং করোমি ক গচ্ছামি কো মে দুঃখং
ব্যপোহতি।
শ্রীর্ন ভূতির্নাভিজনং ন বলং মেঽস্তি সাম্প্রতম্
ধনং বিনা কথং চাসাং বিবাহো হা ভবিষ্যতি।
ভোজনে যত্র সন্দেহো ধনাশা তত্র কীদৃশী ॥ ৮
সন্তি দৈন্যে কন্যকাঃ স্যুঃ কাকতালীয়বদ্‌গৃহে।
তস্মাৎ কস্যাপি রাজ্ঞস্তু ধনিনো বলিনস্ত্বহম্।
দাস্যাম্যেতাঃ কন্যকাশ্চ কন্যানাং সৌখ্যহেতবে ॥৯
শ্রীনারদ উবাচ।
কদর্থীকৃত্য তাঃ কন্যা এবং বুদ্ধ্যাস্থিতোঽভবৎ।
তদৈব মাথুরাদ্দেশাদ্গোপশ্চৈকঃ সমাগতঃ ॥ ১০
তীর্থযায়ী জয়ো নাম বৃদ্ধো বুদ্ধিমতাংবরঃ।
তন্মুখান্নন্দরাজস্য শ্রুতং বৈভবমদ্ভুতম্ ॥ ১১
নন্দরাজস্য বলয়ে মঙ্গলো দৈন্যপীড়িতঃ।
বিচিন্ত্য প্রেষয়ামাস কন্যকাশ্চারুলোচনাঃ ॥ ১২
তা নন্দরাজস্য গৃহে কন্যকা রত্নভূষিতাঃ।
গবাং গোময়হারিণ্যো বভূবুর্গোব্রজেষু চ ॥ ১৩
শ্রীকৃষ্ণং সুন্দরং দৃষ্ট্বা কন্যা জাতিস্মরাশ্চ তাঃ।
কালিন্দীসেবনং চক্রুর্নিত্যং শ্রীকৃষ্ণহেতবে ॥ ১৪
অথৈকদা শ্যামলাঙ্গী কালিন্দী দীর্ঘলোচনা।
তাভ্যঃ স্বদর্শনং দত্ত্বা বরং দাতুং সমুদ্যতা ॥১৫
তা বব্রিরে ব্রজেশস্য পুত্রো ভূয়াৎ পতিশ্চ নঃ।
তথাস্তু চোক্ত্বা কালিন্দী তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৬
তাঃ প্রাপ্তা বৃন্দকারণ্যে কার্ত্তিক্যাং রাসমণ্ডলে।
তাভিঃ সার্দ্ধং হরী রেমে সুরীভিঃ সুররাড়িব ॥

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে
শ্রীনারদবহুলাশ্বসংবাদে ঋষিরূপোপা-
খ্যানং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

দর্শনে মঙ্গল গোপ দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন। মঙ্গল বলিলেন,—কি করিব, কোথায় যাইব, কে আম'র দুঃখ দূর করিবে; সম্প্রতি আমার না আছে শ্রী, না আছে ধন, না আছে বংশগৌরব, না আছে বল; ধন ব্যতীত এই সকল কন্যার কিরূপে বিবাহ হইবে! যেস্থলে আমার আহারই নির্ব্বাহ হয় না, তথায় ধনের আশা কোথায়? দৈন্য দশায় কন্যা জন্মে, এই প্রবাদ আমার গৃহে কাকতালীয়বৎ মিলিয়া গেল। অতএব আমি কোন ধনী বলবান্ রাজাকে এই সকল কন্যা অর্পণ করিব, তাহাতে কন্যাগণের সুখ হইবে। ১—১০। নারদ বলিলেন,—মঙ্গল কন্যাগণের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশপূর্ব্বক এইরূপ স্থির করিয়া অবস্থিত হইলেন, তথনই মথুরা-প্রদেশ হইতে একজন গোপ আগমন করিলেন; তাঁহার নাম—জয়, তিনি তীর্থযাত্রী, বৃদ্ধ ও বুদ্ধিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ। মঙ্গল তাঁহার মুখে নন্দরাজের অদ্ভুত বিভবের কথা শুনিলেন। নন্দরাজের উদ্দেশে কি উপহার প্রেরণ করিবেন, চিন্তা করিয়া দৈন্যপীড়িত মঙ্গল অগত্যা কমললোচনা কন্যাগণকে পাঠাইয়া দিলেন, সে সকল কন্যা নন্দরাজের গৃহে রত্নভূষিতা হইয়া গোগৃহে গোগণের গোময়-পরিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত হইল। সুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাহাদের পূর্ব্বজন্ম স্মরণ হইল, কৃষ্ণপ্রাপ্তি বাসনায় তাহারা নিত্য যমুনার সেবা করিতে লাগিল। অনন্তর একদা দীর্ঘ-লোচনা শ্যামলাঙ্গী কালিন্দী তাহাদিগকে স্বীয় দর্শনদান ও বরদানে উদ্যতা হইয়া সমাগত হইলে তাহারা বলিল,—ব্রজরাজ নন্দের পুত্র আমাদের পতি হউন। কালিন্দী "তাহাই হউক" বলিয়া সেইস্থলে অন্তর্হিতা হইলেন। সেই সকল কন্যা কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বৃন্দাবনের রাসমণ্ডলে উপস্থিত হইলে অমরনারীগণের সহিত অমররাজ ইন্দ্রের ন্যায় তাহাদের সহিত কৃষ্ণ রমণ করিলেন। ১১—১৭।

মাধুর্য্যখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

উবাচ

মৈথিলীনাঞ্চ গোপীনামাখ্যানং শৃণু মৈথিল।
দশাশ্বমেধতীর্থস্য ফলদং ভক্তিবর্দ্ধনম্‌ ॥ ১
শ্রীরামস্য বরাজ্জাতা নবনন্দগৃহেষু যাঃ।
কমনীয়ং নন্দসূনুং দৃষ্ট্বা তা মোহমাস্থিতাঃ ॥ ২
মার্গশীর্ষে শুভে মাসি চক্রুঃ কাত্যায়নীব্রতম্‌।
উপচারৈঃ ষোড়শভিঃ কৃত্বা দেবীং মহীময়ীম্‌ ॥৩
অরুণোদয়বেলায়াং স্নাতাঃ শ্রীযমুনাজলে।
নিত্যং সমেতা আজগ্মুর্গায়ন্ত্যো ভগবদ্‌গুণান্‌ ॥ ৪
একদা তাঃ স্ববস্ত্রাণি তীরে ন্যস্য ব্রজাঙ্গনাঃ।
বিজহ্রুর্যমুনাতোয়ে করাভ্যাং সিঞ্চতীর্মিথঃ ॥ ৫
তাসাং বাসাংসি সন্নীত্বা ভগবান্‌ প্রাতরাগতঃ।
ত্বরং কদম্বমারুহ্য চোরবন্মৌনমাস্থিতঃ ॥ ৬
তা ন বীক্ষ্য স্ববাসাংসি বিস্মিতা গোপকন্যকাঃ
নীপস্থিতং বিলোক্যাথ সলজ্জা জহসুর্নৃপ ॥ ৭
প্রতীচ্ছত স্ববাসাংসি সর্ব্বা আগত্য চাত্র বৈ।
অন্যথা নহি দাস্যামি বৃক্ষাৎ কৃষ্ণ উবাচ হ ॥ ৮
রাজন্যস্তাঃ শীতজলে হসন্ত্যঃ প্রাহুরানতাঃ ॥ ৯

গোপ্য ঊচুঃ।

হে নন্দনন্দন মনোহর গোপরত্ন
গোপালবংশনবহংস মহার্ত্তিহারিন্‌।
শ্রীশ্যামসুন্দর তবোদিতমদ্য বাক্যং
কুর্ম্মঃ কথং বিবসনাঃ কিল তেঽপি দাস্যঃ ॥
গোপাঙ্গনাবসনমুগ্‌ নবনীতহারী জাতো
ব্রজেঽতিরসিকঃ কিল নির্ভয়োঽসি।
বাসাংসি দেহি নহি চেন্মথুরাধিপায়
বক্ষ্যামহেঽনয়মতীব কৃতং ত্বয়াত্র ॥ ১১

শ্রীভগবানুবাচ।

দাস্যো মমৈব যদি সুন্দরমন্দহাসা
ইত্থস্তু বৈত্য কিল চাত্র কদম্বমূলে।
নোচেৎ সমস্তবসনানি নয়ামি গেহং
যুস্মাৎ করিষ্যথ মমৈব বচোঽর্থবিলম্বাৎ ॥১২

তৃতীয় অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে মৈথিল! মৈথিল-গোপীগণের গাথা শ্রবণ কর, ইহা দশাশ্বমেধ তীর্থের তুল্য ফলদ ও ভক্তিবর্দ্ধন। শ্রীরাম-বরে যাঁহারা নবনন্দ-মন্দিরে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারাও কমনীয়কান্তি কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া মোহ প্রাপ্ত হন। তাঁহারা পুণ্য অগ্র-হায়ণ মাসে মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে কাত্যায়নী-ব্রত করিলেন। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া ভগবানের গুণগান করিতে করিতে আসিয়া নিত্য অরুণোদয়ে যমুনাজলে স্নান করিতেন। এক সময় সেই সকল ব্রজাঙ্গনা স্ব স্ব বসন তীরে রাখিয়া করদ্বয়দ্বারা পরস্পর জলসিঞ্চন করত যমুনামধ্যে অবগাহন করিতেছিলেন, প্রভাতকালে ভগ-বান্‌ কৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাদের বসন গ্রহণ করত সত্বর কদম্ব বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক চোরের ন্যায় চুপ করিয়া রহিলেন। সেই সকল গোপকন্যা স্ব স্ব বসন না দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, হে নৃপ! অতঃপর কদম্ব বৃক্ষস্থ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া লজ্জাবশে হাসিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বৃক্ষ হইতে বলিলেন,—তোমরা সকলে এই-স্থানে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব বসন প্রার্থনা কর, অন্যথা আমি বস্ত্র দিব না। হে রাজন্‌! তখন তাঁহারা শীতল জলে বিরাজিত। তাই হাসিতে হাসিতে আনত বদনে বলিতে লাগিলেন। গোপীগণ বলিলেন,—হে নন্দনন্দন! তুমি গোপকুলের রত্ন ও গোপালবংশের নব হংস-স্বরূপ মনোহর ও মনোদুঃখহারী; হে শ্যাম-সুন্দর! আমরা তোমার দাসী, কিন্তু বিবসনা হইয়া কেমন করিয়া আজ তোমার বাক্য রক্ষা করিব? তুমি নিশ্চিতই গোপাঙ্গনাগণের বসনচোর ও নবনীতহর্ত্তা হইয়া ব্রজে জন্মি-য়াছ, তাই তুমি অতি রসিক ও নির্লজ্জ। আমাদের বস্ত্র দাও, অন্যথা অত্রত্য তোমার কৃত দুর্নীত মথুরাপতিকে বলিয়া দিব।১—১১। ভগবান্‌ বলিলেন,—তোমাদের মন্দহাস্য অতীব সুন্দর, যদি তোমরা আমার দাসীই হও, তবে অবিলম্বে এই কদম্ব মূলে আগমন করিয়া আমার বাক্য পালন কর, অন্যথা আমি তোমা-

শ্রীনারদ উবাচ।

তদা তা নির্গতাঃ সর্ব্বা জলাদ্গোপ্যোহতি-
বেপিতাঃ।
আনতা যোনিমাচ্ছাদ্য পাণিভ্যাং শীতকর্শিতাঃ
কৃষ্ণদত্তানি বাসাংসি দধুঃ সর্ব্বা ব্রজাঙ্গনাঃ।
মোহিতাশ্চান্বিতাস্তত্র কৃষ্ণে লজ্জায়িতেক্ষণাঃ॥
জ্ঞাত্বা তাসামভিপ্রায়ং পরমপ্রেমলক্ষণম্।
আহ মন্দস্মিতঃ কৃষ্ণঃ সমন্তাদ্বীক্ষ্য তা বচঃ॥১৫

শ্রীভগবানুবাচ।

ভবতীভির্মার্গশীর্ষং কৃতং কাত্যায়নীব্রতম্।
মদর্থং তচ্চ সফলং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১৬
পরশ্বোহহনি চাটব্যাং কৃষ্ণাতীরে মনোহরে।
যুষ্মাভিশ্চ করিষ্যামি রাসং পূর্ণমনোরথম্॥ ১৭
ইত্যুক্তাথ গতে কৃষ্ণে পরিপূর্ণতমে হরৌ।
প্রাপ্তানন্দা মন্দহাসা গোপ্যঃ সর্ব্বা গৃহান্ যযুঃ॥

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে মৈথিল্যুপাখ্যানং নাম
তৃতীয়োহধ্যায়ঃ॥ ৩॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কৌশলানাং গোপিকানাং বর্ণনং শৃণু মৈথিল।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতম্॥ ১
নবোপনন্দগেহেষু জাতা রামবরাদ্‌ব্রজে।
পরিণীতা গোপজনৈ রত্নভূষণভূষিতাঃ॥ ২
পূর্ণচন্দ্রপ্রতীকাশা নবযৌবনসংযুতাঃ।
পদ্মিন্যো হংসগমনাঃ পদ্মপত্রবিলোচনাঃ॥ ৩
জারধর্ম্মেণ সুস্নেহং সুদৃঢ়ং সর্ব্বতোহধিকম্।
চক্রুঃ কৃষ্ণে নন্দসুতে কমনীয়ে মহাত্মনি॥ ৪
তাভিঃ সার্দ্ধং তদা হাস্যং ব্রজবীথীষু মাধবঃ।
স্মিতৈঃ পীতপটাদানৈঃ কর্ষণৈঃ স চকার হ॥ ৫
দধিবিক্রয়ার্থং যান্ত্যঃ কৃষ্ণকৃষ্ণেতি চাব্রুবন্।
কৃষ্ণে হি প্রেমসংসক্তা ভ্রমন্ত্যঃ কুঞ্জমণ্ডলে॥ ৬

দের সমস্ত বস্ত্র গৃহে লইয়া যাইব। নারদ বলিলেন,—তখন অতি বিস্মিতা শীত-কাতরা আনতা গোপীগণ করদ্বয়ে যোনি আচ্ছাদন করিয়া জল হইতে নির্গত হইলেন। ব্রজাঙ্গনা-গণ কৃষ্ণ-দত্ত বসন পরিধান করিয়া মোহিতা হইলেন এবং লজ্জাযুক্ত নয়নে তাঁহাকে অব-লোকন করত সেইস্থানে অবস্থান করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদের পরম প্রেমলক্ষণযুক্ত মনোভাব লক্ষ্য করিয়া মৃদুমন্দ হাস্যে সকলের প্রতি দৃষ্টি-পাত করত বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ভগ-বান্ বলিলেন,—তোমরা আমার জন্য সমগ্র অগ্রহায়ণ মাসে যে কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছ, তাহা সফল হইবে, সংশয় নাই। পরশ্ব দিনে তোমরা যখন মনোহর যমুনাতীরে বিচরণ করিবে, তখন তোমাদের সহিত রাসরসে মিলিত হইয়া মনোরথ পূর্ণ করিব। অনন্তর এইরূপ বলিয়া পরিপূর্ণতম কৃষ্ণ গমন করিলে মন্দহাস্য গোপীগণ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া গৃহে গমন করিলেন। ১২—১৮।

মাধুর্য্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে মৈথিল! কৌশল-বাসিনী গোপিনীগণের বর্ণনা শ্রবণ কর, শ্রীকৃষ্ণ-চরিতামৃত সর্ব্বপাপহর ও পবিত্র। রামবরে ব্রজপুরে নব উপনন্দগৃহে ঐ সকল গোপী জন্মগ্রহণ করিয়া গোপগণকর্ত্তৃক পরি-ণীতা হন। তাঁহারা রত্নভূষণে ভূষিতা, পূর্ণ-চন্দ্রপ্রভা, নব যৌবনসম্পন্না, পদ্মপত্রবৎ আয়ত-নেত্রা, পদ্মিনী ও হংসগমনা, তাঁহারা নন্দনন্দন মহাত্মা কমনীয় কৃষ্ণে উপপতি-ধর্ম্মে সর্ব্বোত্তম সুদৃঢ় স্নেহ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মাধব তাঁহাদের সহিত ব্রজের পথে সর্ব্বদা হাস্য করিতেন, কখনও মন্দ-হাস্য করিয়া তাঁহাদের পীতবসন গ্রহণ ও তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেন। তাঁহারা দধি বিক্রয়ার্থ গমন করত কৃষ্ণে প্রেম-সংসক্তা হইয়া কুঞ্জমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে করিতে "হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ"

খে বায়ৌ চাগ্নিজলয়োর্মহ্যাং জ্যোতির্দ্দিশাসু চ।
ক্রমেষু জনবৃন্দেষু তাসাং কৃষ্ণো হি লক্ষ্যতে ॥৭
প্রেমলক্ষণসংযুক্তাঃ শ্রীকৃষ্ণহৃতমানসাঃ।
অষ্টভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈঃ সম্পন্নাস্তাশ্চ যোষিতঃ ॥
প্রেম্না পরমহংসানাং পদবীং সমুপাগতাঃ।
কৃষ্ণানন্দাঃ প্রভাবন্তো ব্রজবীথীষু তা নৃপ ॥ ৯
জড়াজড়ং ন জানন্ত্যো জড়োন্মত্তপিশাচবৎ।
অব্রুবন্ত্যো ব্রুবন্ত্যো বা গতলজ্জা গতব্যথাঃ ॥১০
এবং কৃতার্থতাং প্রাপ্তাস্তন্ময়া যাশ্চ গোপিকাঃ।
বলাদাকৃষ্য কৃষ্ণস্য চুচুম্বুর্মুখপঙ্কজম্ ॥ ১১
তাসাং তপঃ কিং কথয়ামি রাজন্
পূর্ণে পরে ব্রহ্মণি বাসুদেবে।
যাশ্চক্রিরে প্রেম হৃদিন্দ্রিয়াদ্যৈ-
র্বিসৃজ্য লোকব্যবহারমার্গম্ ॥ ১২
যা রাসরঙ্গে বিনিধায় বাহুং
কৃষ্ণাংসয়োঃ প্রেমবিভিন্নচিত্তাঃ।
চতুর্ব্বর্গে কৃষ্ণমলং তপস্তদ্-
বক্তুং ন শক্তো বদনৈঃ ফণীন্দ্রঃ ॥ ১৩
যোগেন সাংখ্যেন শুভেন কর্ম্মণা
ন্যায়াদিবৈশেষিকতত্ত্ববিত্তমৈঃ।
যৎ প্রাপ্যতে তচ্চ পদং বিদেহরাট্
সম্প্রাপ্যতে কেবলভক্তিভাবতঃ ॥ ১৪
ভক্ত্যৈব বশ্যো হরিরাদিদেবঃ
সদা প্রমাণং কিল চাত্র গোপ্যঃ।
সাংখ্যঞ্চ যোগং ন কৃতং কদাপি
প্রেম্নৈব যস্য প্রকৃতিং গতাঃ স্যুঃ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে কোশলোপাখ্যানং
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

অযোধ্যাবাসিনীনাঞ্চ গোপীনাং বর্ণনং শৃণু।
চতুষ্পদার্থদং সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তিকরং পরম্ ॥ ১

বলিয়া সম্বোধন করিতেন। গগন, পবন, বহ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতির্মণ্ডল, দিক্, দ্রুম, জনবৃন্দ—সর্ব্বত্রই তাঁহারা কৃষ্ণকে দেখিতে পাইত। কৃষ্ণাপহৃতচিত্তা প্রেমলক্ষণসংযুক্ত সেই সকল নারী অষ্ট সাত্ত্বিক-ভাবসমন্বিতা হইলেন, তাহারা প্রেমে পরমহংস পদবী লাভ করিলেন। হে নৃপ! তাঁহারা ব্রজপথে কৃষ্ণানন্দে বিভোর হইয়া গেলেন। ১—১০। তাঁহারা জড় অজড় জানিতেন না; জড়, উন্মত্ত ও পিশাচবৎ কখন কথা কহিতেন, কখনও চুপ করিয়া থাকিতেন; তাঁহাদের লজ্জা বা বেদনার অনুভূতি ছিল না। এইরূপে তন্ময়া গোপীরা কৃতার্থতা প্রাপ্ত হইয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করত কৃষ্ণের মুখকমল চুম্বন করিতেন। হে রাজন্! যাঁহারা লোক ব্যবহারপথ পরিহার করিয়া হৃদয় ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা পূর্ণ পরব্রহ্ম বাসুদেবে এইরূপ প্রেম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তপস্যার কথা কি বলিব? যাঁহারা এইরূপ প্রেম-বিভাবিত চিত্তে রাসরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে বাহু বিন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তপস্যা ফণিবর অনন্ত অনন্তবদনেও বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। ন্যায়াদি বৈশিষিক তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সাংখ্যযোগ ও নির্ম্মল কর্ম্ম দ্বারা যে পদ প্রাপ্ত হন, হে বিদেহরাজ! তাহা কেবল ভক্তিভাবেই লাভ হইয়া থাকে। হরিহরাদি দেবগণ একমাত্র ভক্তিদ্বারাই সর্ব্বদা বশ্য হন, এ বিষয়ে গোপীগণই প্রমাণ; তাঁহারা কখনও সাংখ্য বা যোগের সেবা করেন নাই, একমাত্র প্রেমেই তাঁহারা কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়াছেন।১১—১৫।

মাধুর্য্যখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অযোধ্যাবাসিনী গোপগণের বর্ণন শ্রবণ কর, উহা চতুর্ব্বর্গপ্রদ,

সিন্ধুদেশেষু নগরী চম্পকা নাম মৈথিল।
বভূব তস্যাং বিমলো রাজা ধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ২
কুবের ইব কোশাঢ্যো মনস্বী মৃগরাড়িব।
বিষ্ণুভক্তঃ প্রশান্তাত্মা প্রহ্লাদ ইব মূর্ত্তিমান্ ॥৩
ভার্য্যাণাং ষট্সহস্রাণি বভূবুস্তস্য ভূপতেঃ।
রূপবত্যঃ কঞ্জনেত্রা বন্ধ্যাত্বং তাঃ সমাগতাঃ ॥ ৪
অপত্যং কেন পুণ্যেন ভূয়ান্মেহত্র শুভং নৃপ।
এবং চিন্তয়তস্তস্য বহবো বৎসরা গতাঃ ॥ ৫
একদা যাজ্ঞবল্ক্যস্তু মুনীন্দ্রস্তমুপাগতঃ।
তং নত্বাভ্যর্চ্চ্য বিধিবন্নৃপস্তৎসম্মুখে স্থিতঃ ॥ ৬
চিন্তাকুলং নৃপং বীক্ষ্য যাজ্ঞবল্ক্যো মহামুনিঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিচ্ছান্তঃ প্রত্যুবাচ নৃপোত্তমম্ ॥ ৭

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

রাজন্ কৃশোহসি কস্মাত্ত্বং কা চিন্তা তে হৃদি স্থিতা।
সপ্তস্বঙ্গেষু কুশলং দৃশ্যতে সাম্প্রতং তব ॥ ৮

বিমল উবাচ

ব্রহ্মংস্ত্বং কিং ন জানাসি তপসা দিব্যচক্ষুষা।
তথাপ্যহং বদিষ্যামি ভবতো বাক্যগৌরবাৎ ॥৯
অনপত্যেন দুঃখেন ব্যাপ্তোহহং মুনিসত্তম।
কিং করোমি তপো দানং বদ যেন ভবেৎ প্রজা

নারদ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ।
দীর্ঘং দধ্যৌ মুনিশ্রেষ্ঠো ভূতং ভব্যং বিচিন্তয়ন্ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

অস্মিন্ জন্মনি রাজেন্দ্র পুত্রো নৈব চ নৈব চ।
পুত্র্যস্তব ভবিষ্যন্তি কোটিশো নৃপসত্তম ॥ ১২

রাজোবাচ।

পুত্রং বিনা পূর্ব্বঋণান্ন কোহপি
প্রমুচ্যতে ভূমিতলে মুনীন্দ্র।
সদা হ্যপুত্রস্য গৃহব্যথা স্যাৎ
পরং ত্বিহামুত্র সুখং ন কিঞ্চিৎ ॥ ১৩

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

মা খেদং কুরু রাজেন্দ্র পুত্র্যো দেয়াস্ত্বয়া খলু।
শ্রীকৃষ্ণায় ভবিষ্যায় পরং দায়াদিকৈঃ সহ ॥ ১৪

এমন কি সাক্ষাৎ পরম কৃষ্ণপদপ্রাপ্তির কারণ। হে মৈথিল! সিন্ধুদেশে চম্পকা নামে এক নগরী বিদ্যমান, সেখানে বিমল নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ নৃপতি ছিলেন। তিনি কুবেরের ন্যায় কোষাঢ্য, সিংহের সমান মনস্বী, প্রহ্লাদের সদৃশ প্রশান্তাত্মা ও তিনি মূর্ত্তিমান্ কৃষ্ণ ভক্ত। সেই ভূপতির রূপবতী পদ্মনেত্রা ষট্-সহস্র ভার্য্যা ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হন। হে নৃপ! "কোন্ পুণ্যে এ সংসারে আমার উত্তম পুত্র হইবে" এইরূপ চিন্তায় তাঁহার বহু বৎসর অতীত হইল। একদা মুনি-সত্তম যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সমীপে উপনীত হন, নৃপতি তাঁহাকে প্রণাম ও পূজা করিয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইলে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ শান্ত মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য সেই নৃপবরকে চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলি-লেন,—হে রাজন্! তুমি কৃশ হইয়াছ কেন? তোমার মনে কি চিন্তা উপস্থিত? সম্প্রতি তোমার সপ্ত রাজ্যাঙ্গে কুশলচিহ্ন দেখিতেছি।

১—৮। বিমল বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি তপস্যা দ্বারা দিব্যদর্শন, আপনি কি না জানেন? তথাপি আমি আপনার বাক্য-গৌরববশতঃ বলিতেছি। হে মুনিসত্তম! আমি অনপত্য-দুঃখে দুঃখিত, যাহাতে আমার পুত্র হয়, এমন কি তপস্যা বা দান করিব? তাহা বলুন। নারদ বলিলেন,—ইহা শুনিয়া মুনিসত্তম যাজ্ঞবল্ক্য ধ্যানে নেত্র মুদ্রিত করিয়া, দীর্ঘকাল অতীত ও অনাগত চিন্তা করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! এ জন্মে তোমার পুত্র কখনই হইবে না; হে নৃপসত্তম! তোমার কোটি কোটি কন্যা হইবে। রাজা বলি-লেন,—হে মুনিসত্তম! ভূতলে কেহ পুত্র ব্যতীত পূর্ব্ব পুরুষের ঋণ হইতে মুক্ত হয় না; অপুত্রের গৃহে সর্ব্বদা দুঃখ, পরন্তু ইহ পর কোনকালেই কিছুমাত্র সুখ হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! দুঃখ করিও না, বহু কুটুম্ব পরি-বৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন, তুমি সেই সকল কন্যা তাঁহার করে অর্পণ করিবে, হে

তেনৈব কর্ম্মণা ত্বং বৈ দেবর্ষিপিতৃণামৃণাৎ ।
বিমুক্তো নৃপশার্দ্দূল পরং মোক্ষমবাপ্স্যসি ॥ ১৫

শ্রীনারদ উবাচ ।

তদাতিহর্ষিতো রাজা শ্রুত্বা বাক্যং মহামুনেঃ ।
পুনঃ পপ্রচ্ছ সন্দেহং যাজ্ঞবল্ক্যং মহামুনিম্ ॥ ১৬

রাজোবাচ ।

কস্মিন্ কুলে কুত্র দেশেঽভবিষ্যৎ শ্রীহরিঃ স্বয়ম্
কীদৃগ্রূপশ্চ কিংবর্ণো বর্ষৈশ্চ কতিভির্গতৈঃ ॥ ১৭

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।

দ্বাপরস্য যুগস্যান্তে তব রাজ্যান্মহাভুজ ।
অবশেষং বর্ষশতে তথা পঞ্চদশে নৃপ ॥ ১৮
তস্মিন্ বর্ষে যদুকুলে মথুরায়াং যদোঃ পুরে ।
ভাদ্রে বুধে কৃষ্ণপক্ষে ধাত্রর্ক্ষে হর্ষণে বৃষে ॥ ১৯
ববেঽষ্টম্যামর্দ্ধরাত্রে নক্ষত্রেশমহোদয়ে ।
অন্ধকারাবৃতে কালে দেবক্যাং শৌরিমন্দিরে ॥ ২০
ভবিষ্যতি হরিঃ সাক্ষাদরণ্যামধ্বরেঽগ্নিবৎ ।
শ্রীবৎসাঙ্কো ঘনশ্যামো বনমাল্যতিসুন্দরঃ ॥ ২১
পীতাম্বরঃ পদ্মনেত্রো ভবিষ্যতি চতুর্ভুজঃ ।
তস্মৈ দেয়াস্ত্বয়া কন্যা আয়ুস্তেঽস্তি ন সংশয়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে নারদ বহুলাশ্বসংবাদে অযোধ্যাপুরবাসিন্যুপাখ্যানং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

এবমুক্ত্বা গতে সাক্ষাদ্‌যাজ্ঞবল্ক্যে মহামুনৌ ।
অতীব হর্ষমাপন্নো বিমলশ্চম্পকাপতিঃ ॥ ১
অযোধ্যাপুরবাসিন্যঃ শ্রীরামস্য বরাচ্চ যাঃ ।
বভূবুস্তস্য ভার্য্যাসু তাঃ সর্ব্বাঃ কন্যকাঃ শুভাঃ ॥
বিবাহযোগ্যাস্তা দৃষ্ট্বা চিন্তয়ংশ্চম্পকাপতিঃ ।
যাজ্ঞবল্ক্যবচঃ স্মৃত্বা দূতমাহ নৃপেশ্বরঃ ॥ ৩

বিমল উবাচ ।

মথুরাং গচ্ছ দূত ত্বং গত্বা শৌরিগৃহং শুভম্ ।
দর্শনীয়স্ত্বয়া পুত্রো বসুদেবস্য সুন্দরঃ ॥ ৪
শ্রীবৎসাঙ্কো ঘনশ্যামো বনমালী চতুর্ভুজঃ ।

নৃপোত্তম! তাহাতেই তুমি দেব ঋষি ও পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া পরম মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। নারদ বলিলেন,—রাজা তখন মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্যের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া পুনর্ব্বার নিজ সন্দেহের বিষয় মুনিসত্তমকে প্রশ্ন করিলেন। রাজা বলিলেন,—কোন্ কুলে, কোন্ দেশে কত দিন পরে কৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন? তাঁহার কিরূপ রূপ এবং কি প্রকার বর্ণ হইবে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে মহাবাহো নৃপ! এই দ্বাপর যুগের অবসানে তোমার রাজত্বকালের এক শত পঞ্চদশ বর্ষ অবশিষ্ট থাকিতে—সেই বৎসর মথুরার যদুকুলে যদুপুরে রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত বুধবারে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে হর্ষণযোগে ববকরণে শুদ্ধচন্দ্রে বৃষলগ্নে বসুদেবমন্দিরে অন্ধকারাবৃতকালে শ্রীবৎসাঙ্ক ঘনশ্যাম বনমালী পীতবসন পদ্মনেত্র চতুর্ভুজ সাক্ষাৎ হরি অরণী হইতে যজ্ঞাগ্নির ন্যায় দেবকীতে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহাকে তুমি কন্যা অর্পণ করিও, তুমি ততকাল বাঁচিয়া থাকিবে, সংশয় নাই। ৯—২২।

মাধুর্য্যখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—মহামুনি স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা কহিয়া গমন করিলে চম্পকাপতি বিমল অত্যন্ত হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন, যে সকল অযোধ্যাপুরবাসিনীরা শ্রীরামের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার পত্নীতে সুন্দর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগকে বিবাহযোগ্যা দেখিয়া নৃপবর চম্পকাপতি চিন্তিত হইলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য-বাক্য স্মরণ করিয়া দূতকে বলিলেন। বিমল বলিলেন,—হে দূত! তুমি মথুরায় গমন কর, শুভ বসুদেবভবনে গিয়া তাঁহার তনয়কে দেখ; বসুদেব পুত্র যদি সুন্দর শ্রীবৎসাঙ্ক ঘনশ্যাম

যদি স্যাত্তর্হি দাস্যামি তস্মৈ সর্ব্বাঃ সুকন্যকাঃ ॥৫

নারদ উবাচ।

ইতি বাক্যং ততঃ শ্রুত্বা দূতোঽসৌ মথুরাং গতঃ
পপ্রচ্ছ সর্ব্বাভিপ্রায়ং মাথুরাংশ্চ মহাজনান্ ॥ ৬
তদ্বাক্যং মাথুরাঃ শ্রুত্বা কংসভীতাঃ সুবুদ্ধয়ঃ।
তং দূতং রহসি প্রাহুঃ কর্ণান্তে মন্দবাগ্ যথা ॥ ৭

মাথুরা উচুঃ।

বসুদেবস্য যে পুত্রাঃ কংসেন বহবো হতাঃ।
একাবশিষ্টাবরজা কন্যা সাপি দিবং গতা ॥ ৮
বসুদেবোঽস্তি চাত্রৈব হৃপুত্রো দীনমানসঃ।
ইদং ন কথনীয়ং হি ত্বয়া কংসভয়ং পুরে ॥ ৯
শৌরিসন্তানবার্ত্তাং যো বক্তি চেন্মথুরাপুরে।
তং দণ্ডয়তি কংসোঽসৌ শৌর্য্যষ্টমশিশো রিপুঃ

নারদ উবাচ

জনবাক্যং ততঃ শ্রুত্বা দূতো বৈ চম্পকাপুরীম্
গত্বাথ কথয়ামাস রাজ্ঞে কারণমদ্ভুতম্ ॥ ১১

দূত উবাচ।

মথুরায়ামস্তি শৌরিরনপত্যোঽতিদীনবৎ।
তৎপুত্রাস্ত পুরা জাতাঃ কংসেন নিহতাঃ শ্রুতম্
একাবশিষ্টা কন্যাপি খঙ্গতা কংসহস্ততঃ।
এবং শ্রুত্বা যদুপুরান্নির্গতোঽহং শনৈঃ শনৈঃ ॥১৩
চরন্ বৃন্দাবনে রম্যে কালিন্দীনিকটে শুভে।
অকস্মাল্লতিকাবৃন্দে দৃষ্টঃ কশ্চিচ্ছিশুর্ময়া ॥ ১৪
তল্লক্ষণসমো রাজন্ গো-গোপগণমধ্যতঃ।
শ্রীবৎসাঙ্কো ঘনশ্যামো বনমাল্যতিসুন্দরঃ ॥ ১৫
দ্বিভুজো গোপসূনুশ্চ পরং হ্যেতদ্বিলক্ষণম্।
ত্বয়া চতুর্ভুজশ্চোক্তো বসুদেবাত্মজো হরিঃ ॥ ১৬
কিং কর্ত্তব্যং বদ নৃপ মুনিবাক্যং মৃষা নহি।
যত্র যত্র যথেচ্ছা তে তত্র মাং প্রেষয় প্রভো ॥১৭

নারদ উবাচ।

ইতি চিন্তয়তস্তস্য বিস্মিতস্য নৃপস্য চ।
গজাহ্বয়াৎ সিন্ধুদেশাঞ্জেতুং ভীষ্মঃ সমাগতঃ ॥১৮

বিমল উবাচ।

যাজ্ঞবল্ক্যেন পূর্ব্বোক্তো মথুরায়াং হরিঃ স্বয়ম্।

বনমালী চতুর্ভুজ হন, তবেই আমি তাঁহাকে আমার সুন্দরী কন্যাসকল অর্পণ করিব। নারদ বলিলেন,—অনন্তর সেই দূত এই কথা শুনিয়া মথুরায় গমন এবং মথুরাবাসী মহাজনগণকে সকল অভিপ্রায় নিবেদন করিল। একান্তে যেমন কাণে কাণে কথা হয়, দূতবাক্য শ্রবণে কংসভয়-ভীত সুবুদ্ধি মথুরাবাসীরাও তদ্রূপ সেই দূতকে নির্জ্জনে মৃদুবাক্যে বলিতে লাগিল। মথুরাবাসীরা বলিল,—বসুদেবের বহু পুত্র কংস কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, একমাত্র কনিষ্ঠা কন্যা অবশিষ্টা ছিল, সেও আকাশে গমন করিয়াছে। পুত্রহীন বসুদেব দীনমনে এইস্থানে বাস করিতেছেন। ইহা তুমি কাহাকেও বলিও না, এই মথুরাপুর কংসভীতিসঙ্কুল, এই মথুরায় বসুদেব-সন্তান-বার্ত্তা কেহ বলিলে বসুদেবের অষ্টম সন্তান-রিপু কংস তাহাকে দণ্ড দিবে। ১—১০। নারদ বলিলেন,—অনন্তর দূত লোক বাক্য শুনিয়া চম্পকাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইল এবং রাজার নিকট এই অদ্ভুত কারণ কীর্ত্তন করিল। দূত বলিল,—মথুরায় বসুদেব আছেন, কিন্তু তিনি অপুত্র অতিদীন; শুনিলাম পূর্ব্বে তাঁহার অনেক পুত্র হইয়াছিল, কংস তাহাদিগকে নিহত করিয়াছে; একমাত্র কন্যা অবশিষ্টা ছিল, সেও আকাশপথে চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ শুনিয়া আমি ধীরে ধীরে মথুরা হইতে নির্গত হইলাম, চলিতে চলিতে রম্য বৃন্দাবনের মনোজ্ঞ যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া অকস্মাৎ লতাকুঞ্জে গোপগণ মধ্যে একটী শিশু দর্শন করিলাম। হে রাজন্! ঐ বালক আপনার কথিত লক্ষণান্বিত—শ্রীবৎসাঙ্ক, ঘনশ্যাম, বনমালী ও অতিসুন্দর; আপনি বলিয়াছেন,—বসুদেবাত্মজ হরি চতুর্ভুজ, কিন্তু সেই সুন্দর গোপনন্দন দ্বিভুজ, এইমাত্র বৈলক্ষণ্য। হে নৃপ! এখন কি করিব, বলুন; মুনিবাক্য মিথ্যা হইবে না; প্রভো! যেখানে যেখানে আপনার ইচ্ছা, সেই সেই স্থানে আমাকে প্রেরণ করুন। নারদ বলিলেন—দূতবাক্য চিন্তা করিয়া রাজার মহাবিস্ময় উপস্থিত হইল। সেই সময়ে সিন্ধুদেশ জয় করিবার জন্য ভীষ্ম হস্তিনাপুর হইতে সমাগত

বসুদেবস্য দেবক্যাং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৯
ন জাতো বসুদেবস্য সকাশেঽদ্য হরিঃ পরঃ।
ঋষিবাক্যং মৃষা ন স্যাৎ কস্মৈ দাস্যামি
কন্যকাঃ ॥ ২০
মহাভাগবতঃ সাক্ষাত্ত্বং পরাবরবিত্তমঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো বাল্যভাবাদ্ধীরো ধন্বী বসূত্তমঃ।
এতদ্বদ মহাবুদ্ধে কিং কর্ত্তব্যং ময়াত্র বৈ ॥ ২১
নারদ উবাচ।
বিমলং প্রাহ গাঙ্গেয়ো মহাভাগবতঃ কবিঃ।
দিব্যদৃগ্‌ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রভাববিৎ ॥ ২২
ভীষ্ম উবাচ।
হে রাজন্ গুপ্তমাখ্যানং বেদব্যাসমুখাচ্ছ্রুতম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং শৃণু হর্ষবিবর্দ্ধনম্ ॥ ২৩
দেবানাং রক্ষণার্থায় দৈত্যানাং হি বধায় চ।
বসুদেবগৃহে জাতঃ পরিপূর্ণতমো হরিঃ ॥ ২৪
অর্দ্ধরাত্রে কংসভয়ান্নীত্বা শৌরিশ্চ তং ত্বরম্।
গত্বা চ গোকুলে পুত্রং নিধায় শয়নে নৃপ ॥ ২৫

যশোদানন্দয়োঃ পুত্রীং মায়াং নীত্বা পুরং যযৌ
ববৃধে গোকুলে কৃষ্ণো গুপ্তো জ্ঞাতো ন
কৈর্নৃভিঃ ॥ ২৬
সোঽদ্যৈব বৃন্দকারণ্যে হরির্গোপালবেষধৃক্।
একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ো বাসং করিষ্যতি ॥
দৈত্যং কংসং ঘাতয়িত্বা প্রকটঃ স ভবিষ্যতি ॥২৭
অযোধ্যাপুরবাসিন্যঃ শ্রীরামস্য বরাচ্চ যাঃ।
তাঃ সর্ব্বাস্তব ভার্য্যাসু বভূবুঃ কন্যকাঃ শুভাঃ ॥
গূঢ়ায় দেবদেবায় দেয়াঃ কন্যাস্ত্বয়া খলু।
ন বিলম্বঃ ক্বচিৎ কার্য্যো দেহঃ কালবশো হ্যয়ম্
ইত্যুক্ত্বাথ গতে ভীষ্মে সর্ব্বজ্ঞে হস্তিনাপুরম্।
দূতং স্বং প্রেষয়ামাস বিমলো নন্দসূনবে ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে অযোধ্যাপুরবাসিন্যুপাখ্যানং
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

হইলেন। বিমল তাঁহাকে বলিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য পূর্ব্বে বলিয়াছেন—স্বয়ং হরি মথুরায় বসুদেব গৃহে দেবকীতে নিঃসংশয় জন্মগ্রহণ করিবেন। অদ্যাবধি পরমদেব হরি বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই, ঋষিবাক্য মিথ্যা হইবে না, কিন্তু আমি কাহাকে আমার কন্যা সকল দান করিব? আপনি সাক্ষাৎ মহাভাগবত, অতীত ও অনাগতবিৎ, বাল্যকাল হইতেই জিতেন্দ্রিয়, ধনুর্দ্ধারী বীর বসূত্তম; অতএব হে মহাবুদ্ধে! এ বিষয়ে আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা বলুন। ১১—২০। নারদ বলিলেন,—গঙ্গানন্দন প্রধান বিষ্ণুভক্ত, দিব্যদৃষ্টি, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণপ্রভাবজ্ঞ ভীষ্ম বিমলকে বলিলেন। ভীষ্ম বলিলেন,—হে রাজন্! বেদব্যাস মুখে যে গুপ্ত কথা শুনিয়াছি, সেই সর্ব্বপাপহর পবিত্র হর্ষবর্দ্ধন আখ্যান শ্রবণ কর। হে নৃপ! দেবগণের রক্ষণ ও দৈত্যগণের নিধন করিবার জন্য পরিপূর্ণতম হরি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কংসভয়ে ভীত বসুদেব সেই পুত্রকে অর্দ্ধরাত্রে সত্বর লইয়া গিয়া গোকুলে

গমনপূর্ব্বক যশোদার শয্যায় রাখিয়া দিয়া নন্দযশোদার মায়া-কন্যা লইয়া নিজপুরে আগমন করেন। কৃষ্ণ গোপনে গোকুলে বর্দ্ধিত হইয়াছেন,কোন মানব তাহা জানে না। সেই কৃষ্ণই আজ বৃন্দাবনে গুপ্ত গোপালবেশধারী, তিনি একাদশ বৎসর এইভাবে তথায় বাস করিবেন এবং দৈত্য কংসকে ধ্বংস করিয়া তিনি প্রকট হইবেন। রামের বরে যে সকল অযোধ্যাবাসিনীরা তোমার ভার্য্যায় মনোজ্ঞা কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই সকল কন্যা তুমি সেই গুপ্ত গোপাল দেবদেব শ্রীকৃষ্ণকে নিঃসংশয়ে দান কর। এই শরীর কালবশ, সুতরাং কিছুমাত্র বিলম্ব করিও না। অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ ভীষ্ম এইরূপ বলিয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলে, নৃপতি বিমল নন্দনন্দনের উদ্দেশে স্বীয় দূত প্রেরণ করিলেন। ২১—৩০।

মাধুর্য্যখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

অথ দূতঃ সিন্ধুদেশান্মাথুরান্ পুনরাগতঃ।
চরন্ বৃন্দাবনে কৃষ্ণাতীরে কৃষ্ণং দদর্শ হ ॥ ১
কৃষ্ণং প্রণম্য রহসি কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য দূতো বিমলোক্তমুবাচ সঃ ॥ ২

দূত উবাচ।

স্বয়ং পরং ব্রহ্ম পরঃ পরেশঃ
পরৈরদৃশ্যঃ পরিপূর্ণদেবঃ।
যঃ পুণ্যসঙ্ঘৈঃ সততং হি দূর-
স্তস্মৈ নমঃ সজ্জনগোচরায় ॥ ৩
গোবিপ্রদেবশ্রুতিসাধুধর্ম্ম-
রক্ষার্থমদ্যেব যদোঃ কুলেঽজঃ।
জাতোঽসি কংসাদিবধায় যোঽসৌ
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণার্ণবায় ॥ ৪
অহো পরং ভাগ্যমলং ব্রজৌকসাং
ধন্যং কুলং নন্দবরস্য তে পিতুঃ।
ধন্যো ব্রজো ধন্যমরণ্যমেতদ্-
যত্রৈব সাক্ষাৎ প্রকটঃ পরো হরিঃ ॥ ৫
যদ্রাধিকাসুন্দরকণ্ঠরত্নং
কস্তূরিকামোদ ইব প্রসিদ্ধঃ।
যশশ্চ তে নির্ম্মলমাশু শুক্রী-
করোতি সর্ব্বত্র গতং ত্রিলোকীম্ ॥
জানাসি সর্ব্বং জনচৈত্তভাবং
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা কৃতিবৃন্দসাক্ষী।
তথাপি বক্ষ্যে নৃপবাক্যমুক্তং
পরং রহস্যং রহসি স্বধর্ম্মম্ ॥ ৭
যা সিন্ধুদেশেষু পুরী প্রসিদ্ধা
শ্রীচম্পকা নাম শুভা যথেন্দ্রী।
তৎপালকোঽসৌ বিমলো যথেন্দ্র-
স্ত্বৎপাদপদ্মে কৃতচিত্তবৃত্তিঃ ॥ ৮
সদা কৃতং যজ্ঞশতং ত্বদর্থং
দানং তপো ব্রাহ্মণসেবনং চ।
তীর্থং জপো যেন সুসাধনেন
তস্মৈ পরং দর্শনমেব দেহি ॥ ৯
তৎকন্যকাঃ পদ্মবিশালনেত্রাঃ
পূর্ণং পতিং ত্বাং মৃগয়ন্ত্য আরাৎ।
সদা ত্বদর্থং নিয়মব্রতস্থা-
স্ত্বৎপাদসেবাবিমলীকৃতাঙ্গাঃ ॥ ১০

সপ্তম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর দূত সিন্ধুদেশ হইতে পুনরায় মথুরায় আগমন করিয়া বৃন্দাবনে বিচরণ করিতে করিতে যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিল এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া নির্জ্জনে করজোড়ে ধীরে ধীরে বিমল-কথিত বাক্য বলিতে লাগিল। দূত বলিল,—আপনি পরব্রহ্ম, পরম, পরেশ, পরের অদৃশ্য ও পরিপূর্ণদেব; অনেক পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যেও আপনাকে পাওয়া যায় না, অথচ আপনি সজ্জনের সুখলভ্য; আপনাকে নমস্কার। যিনি অজ হইয়াও গো, বিপ্র, দেব, বেদ, সাধু ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য কংসকে ধ্বংস করিতে যদুকুলে জন্মিয়াছেন, সেই অনন্ত গুণার্ণব আপনাকে নমস্কার। অহো! ব্রজবাসী জনগণের কি পরম সৌভাগ্য, আপনার পিতা নন্দের কুল ধন্য; যিনি রাধিকার সুন্দর কণ্ঠরত্ন স্বরূপ এবং কস্তুরীর সুগন্ধের ন্যায় প্রসিদ্ধ সেই পরমদেব হরি আজ যে স্থানে পূর্ণ প্রকট, সেই এই ব্রজপুর ও বৃন্দাবন ধন্য। আপনার নির্ম্মল যশ অধিকতর নির্ম্মল হইয়া ত্রিলোকের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা, কর্ম্মসমূহের সাক্ষী, এ জন্য সকলের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে বিদিত আছেন; তথাপি নৃপকথিত ধর্ম্মসম্মত উত্তম গুপ্তবাক্য গোপনে বলিতেছি। সিন্ধুদেশে ইন্দ্রপুরীর ন্যায় চম্পকা নামে যে প্রসিদ্ধা পুরী আছে, ইন্দ্রসদৃশ সেই পুরীর পালক নৃপতি বিমল আপনার পাদপদ্মে চিত্তবৃত্তি ন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি আপনার উদ্দেশে শত যজ্ঞ সর্ব্বদা দান,তপস্যা, ব্রাহ্মণগণের সেবা, তীর্থ ও জপ অত্যন্ত যত্নের সহিত করিয়া থাকেন, তাঁহাকে আপনার সুন্দর দর্শন দান করুন। পদ্মপত্রবৎ আয়তনেত্রা তদীয়া তনয়াগণ পূর্ণ আপনাকে পতি পাইবার

গৃহাণ তাসাং ব্রজদেব পাণীন্
দত্ত্বা পরং দর্শনমদ্ভুতং স্বম্।
গচ্ছাশু সিন্ধূন্ বিশদীকুরু ত্বং
বিমৃশ্য কর্ত্তব্যমিদং ত্বয়া হি॥ ১১

নারদ উবাচ।

দূতবাক্যঞ্চ তচ্ছ্রুত্বা প্রসন্নো ভগবান্ হরিঃ।
ক্ষণমাত্রেণ গতবান্ সদূতশ্চম্পকাং পুরীম্॥ ১২
বিমলস্য মহাযজ্ঞে বেদধ্বনিসমাকুলে।
সদূতঃ কৃষ্ণ আকাশাৎ সহসাবততার হ॥ ১৩
শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং সুন্দরং বনমালিনম্।
পীতাম্বরং পদ্মনেত্রং যজ্ঞবাটগতং হরিম্॥ ১৪
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় বিমলঃ প্রেমবিহ্বলঃ।
পপাত চরণোপান্তে রোমাঞ্চী স কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১৫
সংস্থাপ্য পীঠকে দিব্যে রত্নহেমখচিৎপদে।
স্তুত্বা সম্পূজ্য বিধিবদ্রাজা তৎসম্মুখে স্থিতঃ॥
গবাক্ষেভ্যঃ প্রপশ্যন্তীঃ সুন্দরীবীক্ষ্য মাধবঃ।
উবাচ বিমলং কৃষ্ণো মেঘগম্ভীরয়া গিরা॥ ১৭

শ্রীভগবানুবাচ।

মহামতে বরং ব্রূহি যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
যাজ্ঞবল্ক্যস্য বচসা জাতং মদ্দর্শনং তব॥ ১৮

বিমল উবাচ।

মনো মে ভ্রমরীভূতং সদা ত্বৎপাদপঙ্কজে।
বাসং কুর্য্যাদ্দেবদেব নান্যেচ্ছা মে কদাচন॥ ১৯

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বিমলো রাজা সর্ব্বং কোশধনং মহৎ।
দ্বীপবাজিরথৈঃ সার্দ্ধং চক্র আত্মনিবেদনম্॥২০
সমর্প্য বিধিনা সর্ব্বাঃ কন্যকা হরয়ে নৃপ।
নমশ্চকার কৃষ্ণায় বিমলো ভক্তবৎসলঃ॥ ২১
তদা জয়জয়ারাবো বভূব জনমণ্ডলে।
ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি দেবতা গগনস্থিতাঃ॥ ২২
তদৈব কৃষ্ণসারূপ্যং প্রাপ্তোঽনঙ্গস্ফুরদ্দ্যুতিঃ।
শতসূর্য্যপ্রতীকাশো দ্যোতয়ন্মণ্ডলং দিশাম্॥২৩
বৈনতেয়ং সমারুহ্য নত্বা শ্রীগরুড়ধ্বজম্।
সভার্য্যঃ পশ্যতাং নৃণাং বৈকুণ্ঠং বিমলো যযৌ॥

জন্য সর্ব্বত্র অন্বেষণ করেন; সর্ব্বদা আপনার জন্য নিয়ম ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক আপনার পাদপদ্ম-সেবায় শরীর পবিত্র করিয়া থাকেন। হে ব্রজদেব! আপনার উত্তম দর্শন দান করিয়া তাঁহাদের পাণিগ্রহণ করুন; আপনি ইহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সত্বর গমনপূর্ব্বক সিন্ধুদেশ পবিত্র করুন। ১—১১। নারদ বলিলেন,—তথাবিধ দূত বাক্য শ্রবণে ভগবান হরি প্রসন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ দূতের সহিত চম্পকাপুরীতে উপস্থিত হইলেন। তখন বিমল নৃপতির মহাযজ্ঞের বেদধ্বনিতে সে পুরী সমাকুল ছিল, কৃষ্ণ দূতসহ সহসা শূন্য হইতে অবতরণ করিলেন। যজ্ঞশালাগত শ্রীবৎসাঙ্ক ঘনশ্যাম, সুন্দর, বনমালী, পীতবসন, পদ্মনেত্র, কৃষ্ণকে দেখিয়া প্রেমবিহ্বল বিমল তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রোমাঞ্চিতগাত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। নৃপতি তাঁহাকে সুবর্ণ ও রত্নখচিত পাদস্তম্ভযুক্ত দিব্য আসনে উপবেশন করাইয়া যথাবিধি পূজা ও স্তবকরত তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলেন। শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ গবাক্ষ হইতে দৃষ্টিনিক্ষেপে দর্শনকারিণী সুন্দরীগণকে দর্শন করিয়া নৃপতি বিমলকে মেঘগম্ভীর বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে মহামতে! যাজ্ঞবল্ক্য বাক্যে আমার দর্শনলাভ করিয়াছ,তুমি তোমার মনোগত বর প্রার্থনা কর। বিমল বলিলেন,—হে দেবদেব! আমার মন সর্ব্বদা তোমার পাদপদ্মের ভ্রমরস্বরূপ হইয়া বাস করুক, কদাচ আমার অন্য বাসনা নাই। ১২—১৯। নারদ বলিলেন,—রাজা বিমল এইরূপ বলিয়া বিশাল কোষস্থিত সমস্ত ধন, হস্তী,অশ্ব ও রথের সহিত আত্মনিবেদন করিলেন;—হে নৃপ! ভক্তবৎসল বিমল যথাবিধি কৃষ্ণকে কন্যাসকল অর্পণ করিয়া নমস্কার করিলেন। তখন জনমণ্ডলে জয় জয় রব উত্থিত হইল, গগনমণ্ডল হইতে দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিলেন। তখনই বিমল কৃষ্ণসারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার অঙ্গ হইতে অনঙ্গকান্তি স্ফুরিত হইল। তিনি শতসূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী হইয়া দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করত গরুড়ধ্বজকে প্রণামপূর্ব্বক গরুড়ারোহণে

দত্ত্বা মুক্তিং নৃপতয়ে শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।
তৎসুতাঃ সুন্দরীর্নীত্বা ব্রজমণ্ডলমাযযৌ ॥ ২৫
তত্র কামবনে রম্যে দিব্যমন্দিরসংযুতে।
ক্রীড়ন্ত্যঃ কন্দুকৈঃ সর্ব্বাস্তস্থুঃ কৃষ্ণপ্রিয়াঃ শুভাঃ
যাবতীশ্চ প্রিয়া মুখ্যাস্তাবদ্রূপধরো হরিঃ।
ররাজ রাসে ব্রজরাড্ রঙ্গযংস্তন্মনঃ শুভঃ ॥ ২৭
রাসে বিমলপুত্রীণামানন্দজলবিন্দুভিঃ।
চ্যুতৈর্ব্বিমলকুণ্ডোঽভূত্তীর্থানাং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ২৮
দৃষ্ট্বা পীত্বা চ তং স্নাত্বা পূজয়িত্বা নৃপেশ্বর।
ছিত্বা মেরুসমং পাপং গোলোকং যাতি মানবঃ
অযোধ্যাবাসিনীনাস্তু কথাং যঃ শৃণুয়ান্নরঃ
স ব্রজেদ্ধাম পরমং গোলোকং যোগিদুর্লভম্ ॥৩০

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদেঽযোধ্যাপুরবাসিন্যুপাখ্যানং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ভার্য্যার সহিত সকলের সমক্ষে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিলেন। ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নৃপতিকে মুক্তিদান করিয়া তদীয় কন্যাগণসহ ব্রজমণ্ডলে উপনীত হইলেন। সেই সকল মনোজ্ঞ কৃষ্ণপ্রিয়াগণ তত্রত্য দিব্য মন্দিরযুক্ত রমণীয় কামবনে অবস্থিত হইয়া কন্দুকদ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেই সকল প্রধানা প্রিয়াগণের যত সংখ্যা, মনোজ্ঞদর্শন ব্রজরাজ হরি তত রূপ ধরিয়া তাহাদের প্রতি মন লগ্ন করত রাসে বিরাজিত হইলেন। সেই রাসে বিমল-কন্যাগণের নেত্র হইতে যে আনন্দবারি বিন্দু ক্ষরিত হইয়াছিল, তাহা তীর্থসমূহের উত্তম বিমলকুণ্ড নামে খ্যাত হইয়াছে; হে নৃপেশ্বর! ঐ কুণ্ডদর্শন, কুণ্ডে স্নান, উহার পূজা ও জল পান করিলে মেরুতুল্য পাপ ছেদন করিয়া মানব গোলোকে গমন করে। যে মানব অযোধ্যাবাসিনী গোপীগণের কথা শ্রবণ করে, তাহার যোগিজনদুর্লভ গোলোকধাম লাভ হয়। ২০—৩০।

মাধুর্য্যখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ।

গোপীনাং যজ্ঞসীতানামাখ্যানং শৃণু মৈথিল।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং কামদং মঙ্গলায়নম্ ॥ ১
উশীনরো নাম দেশো দক্ষিণস্যাং দিশি স্থিতঃ।
একদা যত্র পর্জ্জন্যো ন ববর্ষ সমা দশ ॥ ২
ধনবন্তস্তত্র গোপা অনাবৃষ্টিভয়াতুরাঃ।
সকুটুম্বা গোধনৈশ্চ ব্রজমণ্ডলমাযযুঃ ॥ ৩
পুণ্যে বৃন্দাবনে রম্যে কালিন্দীনিকটে শুভে।
নন্দরাজসহায়েন বাসং তে চক্রিরে নৃপ ॥ ৪
তেষাং গৃহেষু সঞ্জাতা যজ্ঞসীতাশ্চ গোপিকাঃ।
শ্রীরামস্য বরা দিব্যা দিব্যযৌবনভূষিতাঃ ॥ ৫
শ্রীকৃষ্ণং সুন্দরং দৃষ্ট্বা মোহিতাস্তা নৃপেশ্বর।
ব্রতং কৃষ্ণপ্রসাদার্থং প্রষ্টুং রাধাং সমাযযুঃ ॥ ৬

গোপ্য ঊচুঃ।

বৃষভানুসুতে দিব্যে হে রাধে কঞ্জলোচনে।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদার্থং বদ কিঞ্চিদ্ব্রতং শুভম্ ॥৭

অষ্টম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—মৈথিল! যজ্ঞসীতা-গোপীগণের আখ্যান শ্রবণ কর; উহা সর্ব্বপাপ-হর, পুণ্য, কামদ ও মঙ্গলের আলয়। দক্ষিণ-দেশে উশীনর নামক দেশ বিদ্যমান; এক সময় দশ বৎসর যাবৎ সেস্থানে দেববর্ষণ হয় নাই। তত্রত্য ধনবান্ গোপগণ অনাবৃষ্টি ভয়ে ভীত হইয়া কুটুম্ব ও গোধনগণসহ ব্রজমণ্ডলে আগমন করেন। হে নৃপ! তাঁহারা নন্দরাজের সাহায্যে মনোজ্ঞ যমুনা নিকটে রম্য পুণ্য বৃন্দারণ্যে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীরামবরে তাঁহাদের গৃহে যজ্ঞসীতা গোপীগণ জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহারা দিব্যা ও দিব্য-যৌবন-ভূষিতা। হে নৃপেশ্বর! সুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া তাঁহারা মোহিত হন এবং কি ব্রত করিলে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা জানিবার জন্য রাধার নিকট গমন করেন। গোপীগণ বলিলেন,—হে বৃষভানুনন্দিনি রাধে! হে দিব্য-পদ্মনেত্রে! শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিবার জন্য কোন

তব বশ্যো নন্দসূনুর্দ্দেবৈরপি সুদুর্গমঃ।
জগন্মোহিনী রাধে সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগা ॥ ৮

শ্রীরাধোবাচ।

শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদার্থং কুরুতৈকাদশীব্রতম।
তেন বশ্যো হরিঃ সাক্ষাদ্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৯

গোপ্য উচুঃ।

সংবৎসরস্য দ্বাদশ্যা নামানি বদ রাধিকে।
মাসে মাসে ব্রতং তস্যাঃ কর্ত্তব্যং কেন ভাবতঃ

রাধোবাচ।

মার্গশীর্ষে কৃষ্ণপক্ষে উৎপন্না বিষ্ণুদেহতঃ।
মুরাসুরবধার্থায় তিথিরেকাদশী বরা ॥ ১১
মাসে মাসে পৃথক্‌ভূতা সৈব সর্ব্বব্রতোত্তমা।
তস্যাঃ ষড়্‌বিংশতিং নাম্নাং বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া
উৎপত্তিশ্চ তথা মোক্ষা সফলা চ ততঃ পরম্।
পুত্রদা ষট্‌তিলা চৈব জয়া চ বিজয়া তথা ॥ ১৩
আমলকী ততঃ পশ্চান্নাম্না বৈ পাপমোচনী।
কামদা চ ততঃ পশ্চাৎ কথিতা বৈ বরূথিনী ॥১৪
মোহিনী চাপরা প্রোক্তা নির্জ্জলা কথিতা ততঃ
যোগিনী দেবশয়নী কামিনী চ ততঃ পরম্ ॥ ১৫
পবিত্রা চাপ্যজা পদ্মা ইন্দিরা চ ততঃ পরম্।
পাশাঙ্কুশা রমা চৈব ততঃ পশ্চাৎ প্রবোধিনী ॥
সর্ব্বসম্পদ্‌প্রদা চৈব দ্বে প্রোক্তে মলমাসজে।
এবং ষড়্‌বিংশতিং নাম্নামেকাদশ্যাঃ পঠেচ্চ যঃ
সংবৎসরদ্বাদশীনাং ফলমাপ্নোতি সোঽপি হি ॥১৭
একাদশ্যাশ্চ নিয়মং শৃণুতাথ ব্রজাঙ্গনাঃ।
ভূমিশায়ী দশম্যাং তু চৈকভুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
একবারং জলং পীত্বা ধৌতবস্ত্রোঽতিনির্ম্মলঃ।
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তউত্থায় চৈকাদশ্যাং হরিং নতঃ ॥ ১৯
অধমং কূপিকাস্নানং বাপ্যাং স্নানং তু মধ্যমম্।
তড়াগে চোত্তমং স্নানং নদ্যাঃ স্নানং ততঃ পরম্
এবং স্নাত্বা নরবরঃ ক্রোধলোভবিবর্জ্জিতঃ।
ন লিপ্যেত্তদ্দিনে নীচাংস্তথা পাষণ্ডিনো নরান্ ॥
মিথ্যাবাদরতাংশ্চৈব তথা ব্রাহ্মণনিন্দকান্।
অন্যাংশ্চৈব দুরাচারানগম্যাগমনে রতান্ ॥ ২২
পরদ্রব্যাপহারাংশ্চ পরদারাভিগামিনঃ।

উপদেশ কর। দেবগণেরও দুষ্প্রাপ্য নন্দনন্দন কৃষ্ণ তোমার বশ্য, হে রাধে! তুমি জগন্মোহিনী ও সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগা। ১—৮। রাধা বলিলেন,—তোমরা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নার্থ একাদশীব্রত কর, তাহাতেই সাক্ষাৎ হরি বশ্য হইবেন, সংশয় নাই। গোপীগণ বলিলেন,—হে রাধিকে! পূর্ণ এক বৎসরের দ্বাদশী নামসমূহ কীর্ত্তন কর, আর বল—কিভাবে মাসে মাসে তাহার ব্রত করিতে হইবে। রাধা বলিলেন,—বিষ্ণুদেহ হইতে অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণপক্ষে উত্তমা একাদশী বসুর মুরাধের জন্য উৎপন্ন হন; সেই সর্ব্বোত্তমোত্তমা একাদশী মাসে মাসে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে হইয়া থাকেন। তোমাদের হিত কামনায় তাঁহার ষড়্‌বিংশতি নাম কীর্ত্তন করিতেছি। প্রথমে উৎপত্তি, তৎপর মোক্ষা, তৎপর সফলা, পুত্রদা, ষট্‌তিলা, জয়া ও বিজয়া; তৎপশ্চাৎ আমলকী ও পাপমোচনী, তৎপর কামদা, তৎপশ্চাৎ বরূথিনী ও মোহিনী, তৎপশ্চাৎ নির্জ্জলা কথিত হয়। তৎপর যোগিনী দেবশয়নী, কামিনী; তারপর পবিত্রা, অজা, পদ্মা, ইন্দিরা; তারপর পাশাঙ্কুশা ও রমা, তৎপশ্চাৎ প্রবোধিনী, সর্ব্বসম্পদ্‌প্রদা এবং দুইটী মলমাসজা কথিত হয়। যে ব্যক্তি একাদশীর এই ষড়্‌বিংশতি নাম পাঠ করেন, তিনি সংবৎসরের দ্বাদশী ফললাভ করিয়া থাকেন। ৯—১৭। হে ব্রজাঙ্গনাগণ! অনন্তর একাদশীর নিয়ম শ্রবণ কর। দশমীতে ভূমিশায়ী হইবে, একবার ভোজন ও ইন্দ্রিয় সংযম করিবে; এবং একবারমাত্র জলপান করিয়া ধৌতবসন পরিধানপূর্ব্বক অত্যন্ত নির্ম্মল হইবে। একাদশীর ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া হরিকে নমস্কার করিবে। কূপস্নান অধম, বাপীস্নান মধ্যম, তড়াগস্নান উত্তম, আর নদীস্নান তাহা হইতে উত্তম। উত্তম মানব এইরূপে স্নান করিয়া ক্রোধ লোভাদি পরিত্যাগ করিবে। তদ্দিনে তৈলাভ্যঙ্গ করিবে না একাদশীদিনে মানব নীচ ও পাষণ্ডের সংসর্গ ত্যাগ করিবে; ব্রতী মানব মিথ্যাবাদরত, ব্রাহ্মণনিন্দক অগম্যাগমনাসক্ত পরদ্রব্যাপহারী,

দুর্ব্বৃত্তান ভিন্নমর্য্যাদান্ নালপেৎ স ব্রতী নরঃ
কেশবং পূজয়িত্বা তু নৈবেদ্যং তত্র কারয়েৎ।
দীপং দদ্যাদ্ গৃহে তত্র ভক্তিযুক্তেন চেতসা ॥২৪
কথাঃ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো দদ্যাৎ সদ্দক্ষিণাং পুনঃ
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাৎ গায়ন্ কৃষ্ণপদানি চ ॥২৫
কাংস্যং মাংসং মসূরাংশ্চ কোদ্রবং চণকং তথা
শাকং মধু পরান্নং চ পুনর্ভোজনমৈথুনে ॥ ২৬
বিষ্ণুব্রতে চ কর্ত্তব্যে দশম্যাং দশ বর্জ্জয়েৎ।
দ্যূতং ক্রীড়াঞ্চ নিদ্রাঞ্চ তাম্বূলং দন্তধাবনম্ ॥ ২৭
পরাপবাদং পৈশুন্যং স্তেয়ং হিংসাং তথা রতিম্
ক্রোধাঢ্যং হ্যনৃতং বাক্যমেকাদশ্যাং বিবর্জ্জয়েৎ
কাংস্যং মাংসঞ্চ ক্ষৌদ্রঞ্চ তৈলং বিতথভোজনম্
পুষ্টিষষ্টিমসূরাংশ্চ দ্বাদশ্যাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৯
অনেন বিধিনা কুর্য্যাদ্দ্বাদশীব্রতমুত্তমম্ ॥ ৩০

গোপ্য ঊচুঃ।

একাদশীব্রতস্যাস্য কালং বদ মহামতে।
কিং ফলং বদ তস্যাস্য মাহাত্ম্যং বদ তত্ত্বতঃ ॥৩১
দশমী পঞ্চপঞ্চাশদঘটিকা চেৎ প্রদৃশ্যতে।
তর্হি চৈকাদশী ত্যাজ্যা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ ॥
দশমীপলমাত্রেণ ত্যাজ্যা চৈকাদশী তিথিঃ।
মদিরাবিন্দুপাতেন ত্যাজ্যো গঙ্গাঘটো যথা ॥৩৩
একাদশী যদা বৃদ্ধিং দ্বাদশী বা যদা গতা।
তদা পরা হ্যুপোষ্যা স্যাৎ পূর্ব্বা বৈ দ্বাদশীব্রতে ॥
একাদশীব্রতস্যাস্য ফলং বক্ষ্যে ব্রজাঙ্গনাঃ।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥ ৩৫
অষ্টাশীতিসহস্রাণি দ্বিজান্ ভোজয়তে তু যঃ।
তৎকৃতং ফলমাপ্নোতি দ্বাদশীব্রতকৃন্নরঃ ॥ ৩৬
সসাগরবনোপেতাং যো দদাতি বসুন্ধরাম্।
তৎসহস্রগুণং পুণ্যমেকাদশ্যা মহাব্রতে ॥ ৩৭
যে সংসারার্ণবে মগ্নাঃ পাপপঙ্কসমাকুলে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় দ্বাদশীব্রতমুত্তমম্ ॥ ৩৮
রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বৈকাদশীব্রতকৃন্নরঃ।
ন পশ্যতি যমং রৌদ্রং যুক্তঃ পাপশতৈরপি ॥ ৩৯

পরদারাভিগামী, দুর্ব্বৃত্ত, মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী এবং অন্যান্য প্রকারে দুরাচার-নিরতগণের সংসর্গ বর্জ্জন করিবে। ভক্তিযুক্তচিত্তে কেশবকে পূজা করিয়া উত্তম নৈবেদ্য প্রদান ও কেশবগৃহে দীপদান করিবে এবং বিপ্রমুখে ব্রত কথা শ্রবণ করিয়া উত্তম দক্ষিণা দান করিবে। কৃষ্ণ গুণ গানকরিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে। কাংস্য পাত্রে ভোজন, মাংস, মসূর, কোদ্রব, চণক, শাক, মধু, পরান্ন, পুনর্ভোজন ও মৈথুন বিষ্ণুব্রতে দশমী দিনে এই দশ দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। একাদশী দিনে দ্যূতক্রীড়া, নিদ্রা, তাম্বূল, দন্তধাবন, পরনিন্দা, খলতা, চৌর্য্য, হিংসা, রতি, ক্রোধ বাহুল্য, মিথ্যা কথা বর্জ্জনীয়। ১৮—২৮। দ্বাদশী দিনে কাংস্য পাত্রে ভোজন, মাংস, মধু, তৈল, উচ্ছিষ্ট ভোজন, পৌষ্টিক, ষষ্টি ধান্য পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ বিধানে দ্বাদশীব্রত কর্ত্তব্য। গোপীগণ বলিলেন,—হে মহাপ্রজ্ঞে! এই একাদশী ব্রতের কাল কীর্ত্তন করুন। ইহার কি ফল, এবং মাহাত্ম্য কি, তাহাও যথাযথ বর্ণন করুন। রাধা বলিলেন,—দশমী যদি পঞ্চান্ন দণ্ড হয়, তবে তৎপর দিনের একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। এক পল মাত্রও দশমীযুক্ত একাদশী মদিরা-বিন্দুযুক্ত গঙ্গাজলের ঘটের ন্যায় ত্যাজ্য জানিবে। যদি একাদশী বর্দ্ধমানা হয়, তবে পরদিনে উপবাস কর্ত্তব্য ; আর কেবল দ্বাদশী বর্দ্ধমানা হইলে উপবাস হইবে। হে ব্রজাঙ্গনাগণ! এই একাদশীব্রতের কথা বলিতেছি, ইহার শ্রবণমাত্রে বাজপেয় ফল লাভ হয়। অষ্টাশীতি সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যে ফল, দ্বাদশীব্রতকারী নর সেই ফল প্রাপ্ত হয়। মানব সসাগর-কাননোপেত পৃথিবী দান করিয়া যে ফল পায়, একাদশী মহাব্রতে তাহার সহস্রগুণ ফল পাইয়া থাকে। যাহারা পাপপঙ্ক-সমাকুল সংসার-সাগরে মগ্ন, উত্তম দ্বাদশীব্রত তাহাদের উদ্ধারের উপায়রূপে উপদিষ্ট। মানব রাত্রি জাগরণ করিয়া একা-দশীব্রত করিলে শত পাপযুক্ত হইয়াও ভীষণ

পূজয়েদ্‌যো হরিং ভক্ত্যা দ্বাদশ্যাং তুলসীদলৈঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ৪০
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ।
একাদশ্যুপবাসস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥৪১
দশ বৈ মাতৃকে পক্ষে তথা বৈ দশ পৈত্রিকে।
প্রিয়ায়া দশপক্ষে তু পুরুষানুদ্ধরেন্নরঃ॥ ৪২
যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা দ্বয়োশ্চ সদৃশং ফলম্।
ধেনুঃ শ্বেতা যথা কৃষ্ণা উভয়োঃ সদৃশং পয়ঃ॥৪৩
মেরুমন্দরমাত্রাণি পাপানি শতজন্মসু।
একা চৈকাদশী গোপ্যো দহতে তুলরাশিবৎ॥৪৪
বিধিবদ্বিধিহীনং বা দ্বাদশ্যাং দানমেব চ।
স্বল্পং বা সুকৃতং গোপ্যো মেরুতুল্যং ভবেচ্চ তৎ
একাদশীদিনে বিষ্ণোঃ শৃণুতে যো হরেঃ কথাম্।
সপ্তদ্বীপবতীদানে যৎফলং লভতে চ সঃ॥ ৪৬
শঙ্খোদ্ধারে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং গদাধরম্।
একাদশ্যুপবাসস্য কলাং নার্হতি ষোড়শীম্॥ ৪৭

প্রভাসে চ কুরুক্ষেত্রে কেদারে বদ্রিকাশ্রমে।
কাশ্যাঞ্চ সূকরক্ষেত্রে গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ॥ ৪৮
সংক্রান্তীনাং চতুর্লক্ষে দানং দত্তঞ্চ যন্নরৈঃ।
একাদশ্যুপবাসস্য কলাং নার্হতি ষোড়শীম্॥ ৪৯
নাগানাঞ্চ যথা শেষঃ পক্ষিণাং গরুড়ো যথা।
দেবানাঞ্চ যথা বিষ্ণুর্বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা॥ ৫০
বৃক্ষাণাঞ্চ যথাশ্বত্থঃ পত্রাণাং তুলসী যথা।
ব্রতানাঞ্চ তথা গোপ্যো বরা চৈকাদশী তিথিঃ
দশবর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্যতি যো নরঃ।
তত্তুল্যং ফলমাপ্নোতি দ্বাদশীব্রতকৃন্নরঃ॥ ৫২
ইত্থমেকাদশীনাঞ্চ ফলমুক্তং ব্রজাঙ্গনাঃ।
কুরুতাশু ব্রতং যূয়ং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছথ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে যজ্ঞসীতোপাখ্যানে একাদশীমাহাত্ম্যং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

যমলোক দর্শন করে না। ২৯—৩৯। যে ব্যক্তি দ্বাদশী দিনে তুলসীদল দ্বারা ভক্তিভরে হরির পূজা করে, পদ্মপত্রের জলের মত সে পাপলিপ্ত হয় না। সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় একাদশী উপবাসের ষোড়শাংশের একাংশযোগ্যও নহে। একাদশী ব্রতকারী মাতৃপক্ষের দশ, পিতৃপক্ষের দশ এবং পত্নী-পক্ষ অর্থাৎ শ্বশুর কুলের দশপুরুষ উদ্ধার করে। ধেনু শ্বেতই হউক আর কৃষ্ণই হউক, দুগ্ধ দান গুণে যেমন উভয়েই তুল্য, তদ্রূপ শুক্ল কৃষ্ণ উভয় একাদশীই তুল্য ফল-প্রদ। হে গোপিগণ! মেরু কিংবা মন্দর পর্ব্বত প্রমাণ শত জন্মের পাপ তুলারাশির ন্যায় একাদশী দগ্ধ করে। হে গোপীগণ! দ্বাদশী দিনের দান বিধিপূর্ব্বকই হউক আর অবিধিকৃতই হউক কিংবা অল্প হউক, সে সুকৃত মেরুতুল্য হইয়া থাকে। যে মানব একাদশী দিনে হরি কথা শ্রবণ করে, তাহার সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা দানের তুল্য ফল ফলে। মানব শঙ্খোদ্ধারে স্নান করিয়া দেব গদাধরকে দর্শন করিলে যে পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়, তাহা একাদশী উপবাসের ষোড়শাংশের একাংশতুল্য নহে। প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, কেদার, বদরিকাশ্রম, কাশী, শূকর-ক্ষেত্র, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ, চারি লক্ষ সংক্রান্তি —এই সকলে মানব যে দান করে, তাহা একাদশী উপবাসের ষোড়শাংশের একাংশ যোগ্যও নহে। হে গোপীগণ! নাগগণ মধ্যে অনন্ত, পক্ষিগণ মধ্যে গরুড়, দেবগণ মধ্যে বিষ্ণু, বর্ণগণ মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৃক্ষগণ মধ্যে অশ্বত্থ এবং পত্রসমূহ মধ্যে তুলসী যেরূপ প্রধান, তদ্রূপ ব্রত সকলের মধ্যে একাদশীব্রতই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। মানব অযুত বৎসর তপস্যা করিয়া যে ফল পায়, একমাত্র দ্বাদশীব্রতে তাহার তুল্য-ফল প্রাপ্ত হয়; হে ব্রজাঙ্গনাগণ! একাদশী ব্রতের ফল এইরূপই কথিত হইয়া থাকে, তোমরা সত্বর সেই ব্রত কর; আর কি শুনিতে চাও। ৪০—৫৩।

মাধুর্য্যখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

গোপ্য উচুঃ ।

বৃষভানুসুতে সুভ্রু সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগে ।
বিভূষয়ন্তী ত্বং বাচা বাচং বাচস্পতের্মুনেঃ ॥ ১
একাদশীব্রতং রাধে কেন কেন পুরা কৃতম্ ।
তদ্‌ব্রূহি নো বিশেষেণ ত্বং সাক্ষাৎ জ্ঞানশেবধিঃ ॥ ২

শ্রীরাধোবাচ ।

আদৌ দেবৈঃ কৃতং গোপ্যো বরমেকাদশীব্রতম্
ভ্রষ্টরাজ্যস্য লাভার্থং দৈত্যানাং নাশনায় চ ॥ ৩
বৈশন্তেন পুরা রাজ্ঞা কৃতমেকাদশীব্রতম্ ।
স্বপিতুস্তারণার্থায় যমলোকগতস্য চ ॥ ৪
অকস্মাল্লুম্পকেনাপি জ্ঞাতিত্যক্তেন পাপিনা ।
একাদশী কৃতা যেন রাজ্যং লেভে স লুম্পকঃ ॥৫
ভদ্রাবত্যাং কেতুমতা কৃতমেকাদশীব্রতম্ ।
পুত্রহীনেন সদ্বাক্যাৎ পুত্রং লেভে স মানবঃ ॥৬
ব্রাহ্মণ্যৈ দেবপত্নীভির্দত্তমেকাদশীব্রতম্ ।
তেন লেভে স্বর্গসৌখ্যং ধনধান্যঞ্চ মানুষী ॥ ৭
পুষ্পদন্তমাল্যবন্তৌ শক্রশাপাৎ পিশাচতাম্ ।
প্রাপ্তৌ কৃতং ব্রতং তাভ্যাং পুনর্গন্ধর্ব্বতাং গতৌ
পুরা শ্রীরামচন্দ্রেণ কৃতমেকাদশীব্রতম্ ।
সমুদ্রে সেতুবন্ধার্থং রাবণস্য বধায় চ ॥ ৯
লয়ান্তে চ সমুৎপন্নধাত্রীবৃক্ষতলে সুরাঃ
একাদশীব্রতং চক্রুঃ সর্ব্বকল্যাণহেতবে ॥ ১০
ব্রতং চকার মেধাবী দ্বাদশ্যাঃ পিতৃবাক্যতঃ ।
অপ্সরঃস্পর্শদোষেণ মুক্তোঽভূন্নির্ম্মলদ্যুতিঃ ॥১১
গন্ধর্ব্বো ললিতঃ পত্ন্যা গতঃ শাপাৎ স রক্ষতাম্
একাদশীব্রতেনাপি পুনর্গন্ধর্ব্বতাং গতঃ ॥ ১২
একাদশীব্রতেনাপি মান্ধাতা স্বর্গতিং গতঃ ।
সগরশ্চ ককুৎস্থশ্চ মুচুকুন্দো মহামতিঃ ॥ ১৩
ধুন্ধুমারাদয়শ্চান্যে রাজানো বহবস্তথা ।
ব্রহ্মকপালনির্ম্মুক্তো বভূব ভগবান্ ভবঃ ॥ ১৪
ধৃষ্টবুদ্ধির্বৈশ্যপুত্রো জ্ঞাতিত্যক্তো মহাখলঃ ।
একাদশীব্রতং কৃত্বা বৈকুণ্ঠং স জগাম হ ॥ ১৫

নবম অধ্যায় ।

গোপীগণ বলিলেন,—হে সুভ্রু বৃষভানুসুতে! তুমি সর্ব্বশাস্ত্রপারগা, বৃহস্পতির বাক্যও তোমার বাক্যে বিভূষিত হয়। হে রাধে! তুমি সাক্ষাৎ জ্ঞাননিধি; পূর্ব্বে কে এই একাদশীব্রত করিয়াছিল, তাহা আমাদের নিকট বিশেষরূপে বর্ণন কর। রাধা বলিলেন,—হে গোপিগণ! এই শ্রেষ্ঠ একাদশীব্রত অসুরগণের বিনাশ ও ভ্রষ্ট রাজ্যলাভের জন্য দেবগণ পূর্ব্বে করিয়াছিলেন; তারপর বৈশন্ত নামক নৃপতি যমলোকগত নিজ পিতৃগণের উদ্ধারার্থ এই ব্রত করেন। পাপী লুম্পক নরপতি অকস্মাৎ জ্ঞাতিপরিত্যক্ত হইয়া এই একাদশীব্রত করে এবং তাহার ফলে তাহার ভ্রষ্টরাজ্য লাভ হয়। ভদ্রবতী পুরীর অপুত্রক কেতুমান্ নৃপতি সজ্জনগণের উপদেশে একাদশী ব্রত করিয়া পুত্রলাভ করেন। একদা দেবপত্নীগণ কোন এক ব্রাহ্মণীকে এই একাদশীব্রতের উপদেশ করেন, ঐ ব্রাহ্মণী মানুষী হইয়াও ধনধান্য ও স্বর্গসুখ লাভ করিয়াছিলেন। পুষ্পদন্ত ও মাল্যবান্ শক্রশাপে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা একাদশী ব্রত করিয়া পুনরায় গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বকালে সমুদ্রে সেতুবন্ধন ও রাবণের বধের জন্য রামচন্দ্র এই একাদশীব্রত করিয়াছিলেন। প্রলয়ান্তে সমুৎপন্ন আমলকী তরুতলে দেবতারা জগতের কল্যাণলাভার্থ একাদশীব্রত করিয়াছিলেন। ১—১০। মেধাবী মুনি পিতৃবাক্যে দ্বাদশীব্রত করিয়া অপ্সরাদিগের স্পর্শদোষ হইতে বিমুক্ত ও উত্তম কান্তিসম্পন্ন হন। ললিত নামক গন্ধর্ব্ব পত্নীর শাপে রাক্ষস হইয়া এই একাদশী ব্রতাচরণে পুনর্ব্বার গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করে। একাদশী ব্রতাচরণে মান্ধাতা, সগর, ককুৎস্থ, মহামতি মুচুকুন্দ, ধুন্ধুমার এবং অন্যান্য অনেক নৃপতি স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ ভব একাদশীব্রতে ব্রহ্মকপালমুক্ত হন। জ্ঞাতিপরিত্যক্ত ধৃষ্টবুদ্ধি নামক মহাখল বৈশ্যতনয় একাদশীব্রত করিয়া

রাজ্ঞা রুক্মাঙ্গদেনাপি কৃতমেকাদশীব্রতম্।
তেন ভূমণ্ডলং ভুক্ত্বা বৈকুণ্ঠং সপুরো যযৌ ॥ ১৬
অম্বরীষেণ রাজ্ঞাপি কৃতমেকাদশীব্রতম্।
নাস্পৃশদ্ব্রহ্মশাপোঽপি যো ন প্রতিহতঃ ক্বচিৎ
হেমমালী নাম যক্ষঃ কুষ্ঠী ধনদশাপতঃ।
একাদশীব্রতং কৃত্বা চন্দ্রতুল্যো বভূব হ ॥ ১৮
মহীজিতা নৃপেণাপি কৃতমেকাদশীব্রতম্।
তেন পুত্রং শুভং লব্ধ্বা বৈকুণ্ঠং স জগাম হ ॥ ১৯
হরিশ্চন্দ্রেণ রাজ্ঞাপি কৃতমেকাদশীব্রতম্।
তেন লব্ধা মহীরাজ্যং বৈকুণ্ঠং সপুরো যযৌ ॥ ২০

শ্রীশোভনো নাম পুরা কৃতে যুগে
জামাতৃকোঽভূন্মুচুকুন্দভূভৃতঃ।
একাদশীং যঃ সমুপোষ্য ভারতে
প্রাপ্তঃ স দেবৈঃ কিল মন্দরাচলে ॥ ২১
অদ্যাপি রাজ্যং কুরুতে কুবেরব-
দ্রাজ্ঞ্যা যুতোঽসৌ কিল চন্দ্রভাগয়া।
একাদশীং সর্ব্বতিথীশ্বরীং পরাং
জানীথ গোপ্যো নহি তৎসমাস্তা ॥ ২২

শ্রীনারদ উবাচ।

ইতি রাধামুখাচ্ছ্রুত্বা যজ্ঞসীতাশ্চ গোপিকাঃ
একাদশীব্রতং চক্রুর্বিধিবৎ কৃষ্ণলালসাঃ ॥ ২৩
একাদশীদিনেনাপি প্রসন্নঃ শ্রীহরিঃ স্বয়ম্।
মার্গশীর্ষে পূর্ণিমায়াং রাসং তাভিশ্চকার হ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে যজ্ঞসীতোপাখ্যানে একা-
দশীমাহাত্ম্যং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ।

পুলিন্দকানাং গোপীনাং করিষ্যে বর্ণনং হ্যতঃ।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যমদ্ভুতং ভক্তিবর্দ্ধনম্ ॥ ১
পুলিন্দা উদ্ভটাঃ কেচিদ্বিন্ধ্যাদ্রিবনবাসিনঃ।
বিলুম্পন্তো রাজবসু দীনানাং ন কদাচন ॥ ২
কুপিতস্তেষু বলবান্ বিন্ধ্যদেশাধিপো বলী।

বৈকুণ্ঠে গমন করে। নৃপতি রুক্মাঙ্গদও একাদশীব্রত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি ভূমণ্ডল ভোগ করিয়া পৌরজনসহ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। রাজা অম্বরীষও একাদশীব্রত করিয়াছিলেন। তাহার ফলে সর্ব্বত্র অপ্রতিহত ব্রহ্মশাপও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। হেমমালী নামক যক্ষ কুবের-শাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়, সে একাদশীব্রত করিয়া চন্দ্রতুল্য হইয়াছিল। মহীজিৎ নৃপতি একাদশী ব্রতাচরণে উত্তম পুত্র লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রও একাদশী ব্রত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি পৃথিবীরাজ্য লাভ করিয়া পৌরজনসহ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। ১১—২০। আদি সত্য-যুগে শোভন নামক নরপতি মহীপাল মুচুকুন্দের জামাতা হন, তিনি একাদশী ব্রত করিয়া ভারতের মন্দরাচলে দেবতাগণের সহিত উত্তম স্থানলাভ করিয়াছিলেন; অদ্যাপি তিনি স্বমহিষী চন্দ্রভাগার সহিত কুবেরের মত রাজ্য করিতেছেন। হে গোপীগণ! একাদশীকে সর্ব্বতিথির প্রধানা উত্তম তিথি জানিবে, তাহার সমান অন্য কোন তিথি নাই। নারদ বলিলেন,—যজ্ঞসীতা-গোপীগণ রাধার মুখে ইহা শুনিয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য যথাবিধি একাদশী ব্রত করেন; তাঁহাদের একাদশী ব্রত ফলে স্বয়ং হরি প্রসন্ন হইয়া অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমায় তাঁহাদের সহিত রাস করিয়াছিলেন। ২১—২৪।

মাধুর্য্যখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অতঃপর পুলিন্দ গোপীগণের বিষয় বর্ণন করিতেছি, উহা সর্ব্বপাপহর পুণ্য ও অদ্ভুত ভক্তিবর্দ্ধন। বিন্ধ্যাচলবাসী অতিবলী পুলিন্দগণ রাজার ধন লুণ্ঠন করিত, কদাচ দরিদ্রের ধন গ্রহণ করিত না। বলবান্ বিন্ধ্যদেশাধিপ

অক্ষৌহিণীভ্যাং তান্ সর্ব্বান্ পুলিন্দান্ স
রুরোধ হ ॥ ৩
যুযুধুস্তেঽপি খড়্গৈশ্চ কুন্তৈঃ শূলৈঃ পরশ্বধৈঃ ।
শক্ত্যৃষ্টিভির্ভুশুণ্ডীভিঃ শরৈঃ কতি দিনানি চ ॥ ৪
পত্রং তে প্রেষয়ামাসুঃ কংসায় যদুভূভৃতে ।
কংসপ্রণোদিতো দৈত্যঃ প্রলম্বো বলবাংস্তদা ॥৫
যোজনদ্বয়মুচ্চাঙ্গং কালমেঘসমদ্যুতিম্ ।
কিরীটকুণ্ডলধরং সর্পহারবিভূষিতম্ ॥ ৬
পাদয়োঃ শৃঙ্খলাযুক্তং গদাপাণিং কৃতান্তবৎ ।
ললজ্জিহ্বং ঘোররূপং পাতয়ন্তং গিরীন্ দ্রুমান্ ॥
কম্পয়ন্তং ভুবং বেগাৎ প্রলম্বং যুদ্ধদুর্ম্মদম্ ।
দৃষ্ট্বা প্রধর্ষিতো রাজা সসৈন্যো রণমণ্ডলম্ ॥ ৮
ত্যক্ত্বা দুদ্রাব সহসা সিংহং বীক্ষ্য গজো যথা ।
প্রলম্বস্তান্ সমানীয় মথুরামাযযৌ পুনঃ ॥ ৯
পুলিন্দাস্তেঽপি কংসস্য ভৃত্যত্বং সমুপাগতাঃ ।
সকুটুম্বাঃ কামগিরৌ বাসং চক্রুর্নৃপেশ্বর । ১০
তেষাং গৃহেষু সঞ্জাতাঃ শ্রীরামস্য বরাৎ পরাৎ ।
পুলিন্দ্যঃ কন্যকা দিব্যা রূপিণ্যঃ শ্রীরিবার্চ্চিতাঃ
তদ্দর্শনস্মররুজঃ পুলিন্দ্যঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ।
শ্রীমৎপাদরজো ধৃত্বা ধ্যায়ন্ত্যস্তমহর্নিশম্ ॥ ১২
তাশ্চাপি রাসে সম্প্রাপ্তাঃ শ্রীকৃষ্ণং পরমেশ্বরম্ ।
পরিপূর্ণতমং সাক্ষাদ্গোলোকাধিপতিং প্রভুম্ ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজরজো দেবৈঃ সুদুর্ল্লভম্ ।
অহো ভাগ্যং পুলিন্দীনাং তাসাং প্রাপ্তং
বিশেষতঃ ॥ ১৪

যে পারমেষ্ঠ্যমখিলং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
নো সার্ব্বভৌমমনিশং ন রসাধিপত্যম্ ।
নো যোগসিদ্ধিমভিতো ন পুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্ত্যলং পরমপাদরজঃ সুভক্তাঃ ॥ ১৫
নিষ্কিঞ্চনাঃ স্বকৃতকর্ম্মফলৈর্বিরাগা
যত্তৎ পদং হরিজনা মুনয়ো মহান্তঃ ।

পুলিন্দগণের প্রতি কুপিত হন এবং দুই অক্ষৌহিণী সৈন্যসমভিব্যাহারে তাহাদিগকে অবরোধ করেন। পুলিন্দগণও খড়্গ, কুন্ত, শূল, পরশ্বধ, শক্তি, ঋষ্টি ভুশুণ্ডী ও বাণ দ্বারা তাঁহার সহিত কয়েকদিন যাবৎ যুদ্ধ করিয়াছিল! অতঃপর পুলিন্দগণ যদুরাজ কংসের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলে, তৎকালে কংস-প্রেরিত বলবান্ প্রলম্ব দৈত্য যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। কিরীট কুণ্ডলধারী সর্পহার-বিভূষিত প্রলম্বের দেহ যোজনদ্বয় উচ্চ ও প্রলয়কালের মেঘ তুল্য কান্তি; তাহার পাদদ্বয় শৃঙ্খলযুক্ত এবং সে কৃতান্তবৎ গদাপাণি, ঘোররূপ যুদ্ধদুর্ম্মদ প্রলম্ব লোহজিহ্বা বিস্তার করিয়া পর্ব্বত ও বৃক্ষসমূহ পাতিত করত স্ববেগে ভূতল কম্পিত করিতে করিতে উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে দেখিয়া ভীত হইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণসহ রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া সিংহদর্শনে গজের ন্যায় পলায়ন করিলেন। প্রলম্বও পুলিন্দগণকে বন্দী করিয়া পুনরায় মথুরায় আগমন করিল, সেই সকল পুলিন্দ কংসের ভৃত্য হইয়া রহিল। হে নৃপবর! ঐ সকল পুলিন্দ কুটুম্বগণের সহিত কামগিরিতে বাস করিল। ১—১০। শ্রীরামের উত্তমবরে ঐ সকল পুলিন্দগৃহে লক্ষ্মীর ন্যায় সুন্দরী দিব্যরূপিণী পুলিন্দকন্যারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। প্রেম-বিহ্বলা পুলিন্দকন্যারা কৃষ্ণদর্শনে কামপীড়িত হইয়া তদীয় পাদরজ ধারণ করত অহর্নিশ তাঁহার ধ্যান করিয়া থাকে। সেই সকল পুলিন্দকন্যাও রাসে পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ গোলোকপতি প্রভু পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের চরণ সরোজ-রজ দেবগণেরও দুর্লভ, অহো! পুলিন্দগণের কি সৌভাগ্য যে, তাহারা তাহা বিশেষভাবে লাভ করিল। যাঁহারা অখিল ব্রহ্মলোক ও ইন্দ্রলোক অভিলাষ করেন না; সর্ব্বদা সার্ব্বভৌম-পদ ও পাতালরাজ্যে যাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা হয় না, যাঁহারা যোগসিদ্ধি ও পুনর্জ্জন্ম চান না, সেই সুভক্তগণ পরমপুরুষ কৃষ্ণের পাদরজ পর্য্যাপ্ত রূপে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। নিষ্কিঞ্চন হরিপরায়ণ মহামুনিগণ যে কৃষ্ণপদ ধ্যান করেন, বিরক্ত ভক্ত ব্যক্তিগণ স্বকৃত কর্ম্মফলে

ভক্তা ভুষন্তি হরিপাদরজঃপ্রসক্তা
অন্যে বদন্তি ন সুখং কিল নৈরপেক্ষ্যম্ ॥১৬

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে পুলিন্দকোপাখ্যানং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

অন্যাসাং চৈব গোপীনাং বর্ণনং শৃণু মৈথিল।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং হরিভক্তিবিবর্দ্ধনম্ ॥ ১
নীতিবিন্মার্গদঃ শুক্লঃ পতঙ্গো দিব্যবাহনঃ।
গোপেষ্টশ্চ ব্রজে রাজন্ জাতা ষড়্ বৃষভানবঃ ॥২
তেষাং গৃহেষু সঞ্জাতা লক্ষ্মীপতিবরাৎ প্রজাঃ।
রমা বৈকুণ্ঠবাসিন্যঃ শ্রীসখ্যোঽপি সমুদ্রজাঃ ॥ ৩
ঊর্দ্ধং বৈকুণ্ঠবাসিন্যস্তদা জনপদাশ্রিতাঃ।
শ্রীলোকাচলবাসিন্যঃ শ্রীসখ্যোঽপি সমুদ্রজাঃ ॥৪
চিন্তয়ন্ত্যঃ সদা শ্রীমদ্গোবিন্দচরণাম্বুজম্।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদার্থং তাভির্মাঘব্রতং কৃতম্ ॥ ৫
মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং বসন্তাদৌ হরিঃ স্বয়ম্।
তাসাং প্রেমপরীক্ষার্থং কৃষ্ণো বৈ তদ্গৃহান্ গতঃ ॥ ৬
ব্যাঘ্রচমাম্বরং বিভ্রদ্ জটামুকুটমণ্ডিতঃ।
বিভূতিধূসরো বেণুং বাদয়ন্ মোহয়ন্ জগৎ ॥ ৭
তাসাং বীথীষু সম্প্রাপ্তিং বীক্ষ্য গোপ্যোঽপি সর্ব্বতঃ।
আযযুর্দর্শনং কর্ত্তুং মোহিতাঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ॥ ৮
অতীব সুন্দরং দৃষ্ট্বা যোগিনং গোপকন্যকাঃ।
ঊচুঃ পরস্পরং সর্ব্বাঃ প্রেমানন্দসমাকুলাঃ ॥ ৯

গোপ্য ঊচুঃ।

কোঽয়ং শিশুর্নন্দসুতাকৃতির্বা
কস্যাপি পুত্রো ধনিনো নৃপস্য।
নারীকুবাগ্বাণবিভিন্নমর্ম্মা
জাতো বিরক্তো গতকৃত্যকর্ম্মা ॥ ১০
অতীব রম্যঃ সুকুমারদেহো
মনোজবদ্বিশ্বমনোহরোঽয়ম্।

কামনা না করিয়া কেবল সেই পাদপদ্ম সেবায়ই প্রসক্ত থাকেন; ভক্তগণ বলেন,—মুক্তিতে কিছুমাত্র সুখ নাই। ১১—১৬।

মাধুর্য্যখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে মৈথিল! অন্যান্য গোপীগণের বর্ণন শ্রবণ কর, উহা সর্ব্বপাপহর পুণ্য ও হরিভক্তিবিবর্দ্ধন। হে রাজন্! ব্রজে যে নীতিবিৎ, মার্গদ, শুক্ল, পতঙ্গ, দিব্যবাহন ও গোপেষ্ট নামে ছয় জন বৃষভানু জন্মিয়াছিলেন, রমাপতির বরে তাঁহাদের গৃহে বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী, তাঁহার সমুদ্রজা সখীগণ, তদীয় রাজ্যাশ্রিত ঊর্দ্ধবৈকুণ্ঠবাসিনীগণ, লোকাচলবাসিনীগণ, লক্ষ্মীসখী সমুদ্রকন্যাগণ কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা গোবিন্দপদারবিন্দ ধ্যান করিতেন এবং কৃষ্ণকে প্রসন্ন করিবার জন্য মাঘব্রত করিয়াছিলেন। বসন্তের প্রথম সময়ে মাঘের শুক্লপঞ্চমীতে স্বয়ং হরি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেম-পরীক্ষার্থে ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধারী ও জটামুকুটমণ্ডিত হইয়া বিভূতি দ্বারা দেহ ধূসরবর্ণ করিয়া বেণু বাজাইতে বাজাইতে জগৎ মোহিত করতঃ তাঁহাদের গৃহে আগমন করেন। তিনি পথে বাহির হইলে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সকল দিক্ হইতে গোপীগণ তাঁহার দর্শনার্থ আগমন করিলেন এবং প্রেমে বিহ্বল হইয়া মোহিত হইয়া গেলেন। প্রেমানন্দ-সমাকুল গোপকন্যারা সেই অতি সুন্দর যোগীকে দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন। গোপীগণ বলিলেন,—নন্দনন্দনের তুল্যাকৃতি এই শিশু কে, বোধ হয় কোন ধনী কিংবা নৃপের তনয় হইবে; বুঝিবা—নারীর কটুবাণীরূপ বাণে ভিন্নহৃদয় হইয়া গৃহকৃত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিবেকী হইয়াছে। ১—১০। ইহার রম্যদেহ অতি

অহো কথং জীবতি চাস্য মাতা
পিতা চ ভার্য্যা ভগিনী বিনৈনম্ ॥ ১১
এবং তাঃ সর্ব্বতো যূথীভূয়া সর্ব্বা ব্রজাঙ্গনাঃ।
পপ্রচ্ছুস্তং যোগিবরং বিস্মিতাঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ॥
গোপ্য উচুঃ।
কস্ত্বং যোগিন্নাম কিং তে কুত্র বাসস্ত তে মুনে।
কা বৃত্তিস্তব কা সিদ্ধির্বদ নো বদতাংবর ॥১৩
সিদ্ধ উবাচ।
যোগেশ্বরোঽহং মে বাসঃ সদা মানসরোবরে।
নাম্না স্বয়ং প্রকাশোঽহং নিরন্নঃ স্ববলাৎ সদা ॥১৪
স্বার্থে পরমহংসানাং যাম্যহং হে ব্রজাঙ্গনাঃ।
ভূতং ভব্যং বর্ত্তমানং বেদ্ম্যহং দিব্যদর্শনঃ ॥ ১৫
উচ্চাটনং মারণঞ্চ মোহনং স্তম্ভনং তথা।
জানামি মন্ত্রবিদ্যাভির্বশীকরণমেব চ ॥ ১৬
গোপ্য উচুঃ।
যদি জানাসি যোগিংস্ত্বং বার্ত্তাং কালত্রয়োদ্ভবাম্
কিং বর্ত্ততে নো মনসি বদ তর্হি মহামতে ॥১৭

সিদ্ধ উবাচ
ভবতীনাঞ্চ কর্ণান্তে কথনীয়মিদং বচঃ।
যুষ্মদাজ্ঞয়া বা বক্ষ্যে সর্ব্বেষাং শৃণ্বতামিহ ॥ ১৮
গোপ্য উচুঃ।
সত্যং যোগেশ্বরোঽসি ত্বং ত্রিকালজ্ঞো ন সংশয়ঃ
বশীকরণমন্ত্রেণ সদ্যঃ পঠনমাত্রতঃ ॥ ১৯
যদি সোঽত্রৈব চায়াতি চিন্তিতো যোঽস্তি বৈ মুনে
তদা মন্যামহে ত্বাং বৈ মন্ত্রিণাং প্রবরং পরম্ ॥২০
সিদ্ধ উবাচ।
দুর্লভো দুর্ঘটো ভাবো যুষ্মাভির্গদিতঃ স্ত্রিয়ঃ।
তথাপ্যহং করিষ্যামি বাক্যং ন চলতে সতাম্ ॥
নিমীলয়ত নেত্রাণি মা শোকং কুরুত স্ত্রিয়ঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো যুষ্মাকং কার্য্যমেব চ ॥ ২২
নারদ উবাচ।
তথেতি মালিতাক্ষীষু গোপীষু ভগবান্ হরিঃ।
বিহায় তদ্‌যোগিরূপং বভৌ শ্রীনন্দনন্দনঃ ॥ ২৩
নেত্রাণ্যুন্মীল্য দদৃশুঃ সানন্দং নন্দনন্দনম্।

সুকোমল, মদনের মত বিশ্বমনোহর! আহা! ইহার বিরহে ইহার পিতা মাতা ভার্য্যা ভগিনী কেমন করিয়া জীবিত রহিয়াছে! এইরূপে প্রেমবিহ্বল বিস্মিত ব্রজাঙ্গনাগণ সর্ব্বদিকে দলবদ্ধ হইয়া সেই যোগিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপীগণ বলিলেন,—হে যোগিন্! তুমি কে, তোমার নাম কি, তোমার কোথায় নিবাস? হে মুনে! তোমার বৃত্তি কি, হে বাগ্মিবর! তোমার সিদ্ধি কিরূপ বল। সিদ্ধ বলিলেন,—আমি যোগেশ্বর, মানসসরোবরে সর্ব্বদা আমার বাস; আমি স্বয়ংপ্রকাশ নামে প্রসিদ্ধ ও নিজশক্তিবলে নিরাহার থাকি। আমি পরমহংসগণের স্বার্থসাধনার্থ ভ্রমণ করি; হে ব্রজাঙ্গনাগণ! আমি দিব্যদর্শন, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানবেত্তা। আমি মন্ত্রবিদ্যায় উচ্চাটন, মারণ, মোহন, স্তম্ভন এবং বশীকরণ বিদিত আছি। গোপীগণ বলিলেন,—হে যোগিন্! যদি তুমি ত্রিকাল বার্ত্তা বিদিত, তবে হে মহামতে! আমাদের মনে কি আছে, বল। সিদ্ধ বলিলেন,—আপনাদের কাণে কাণে সে কথা বলিব; আর আপনাদের আদেশ হইলে এখানে সকলের সমক্ষেও বলিতে পারি। গোপীগণ বলিলেন,—সত্যই আপনি ত্রিকালজ্ঞ যোগেশ্বর সংশয় নাই; আপনার বশীকরণ মন্ত্র পাঠমাত্রেই যদি এখনই আমাদের চিন্তিত ব্যক্তি এইস্থানে উপস্থিত হন, তাহা হইলে আপনাকে মন্ত্রবিৎপ্রবর বলিয়া বুঝিব। ১১—২০। সিদ্ধ বলিলেন,—হে নারীগণ! আপনারা যাহা বলিলেন, তাহা দুর্লভ ও দুর্ঘট; তথাপি আমি আপনাদের বাক্য প্রতিপালন করিব; কেননা, সুজনগণের বাক্য স্খলিত হয় না। হে রমণীগণ! আপনারা শোক করিবেন না, নেত্র নিমীলন করুন; আপনাদের নিঃসন্দেহ কার্য্যসিদ্ধি হইবে। নারদ বলিলেন,—তাহাই হইল, গোপীগণ নেত্র নিমীলিত করিলে ভগবান্ হরি সেই যোগিবেশ পরিহার করিয়া নন্দনন্দন কৃষ্ণরূপ হইলেন। গোপীগণ নেত্র উন্মীলন করিয়া সানন্দে নন্দনন্দনকে সন্দর্শন

বিস্মিতাস্তৎপ্রভাবজ্ঞা হর্ষিতা মোহমাগতাঃ ॥ ২৪
মাঘমাসে মহারাসে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে।
তাভিঃ সার্দ্ধং হরী রেমে সুরীভিঃ সুররাড়িব ॥২৫

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে শ্রীসখীনামুপাখ্যানং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
ইদং ময়া তে কথিতং গোপীনাং চরিতং শুভম্
অন্যাসাং চৈব গোপীনাং বর্ণনং শৃণু মৈথিল ॥১
বীতিহোত্রাগ্নিভুক্ সাম্বঃ শ্রীকরো গোপতিঃ শ্রুতঃ।
ব্রজেশঃ পাবনঃ শান্ত উপনন্দা ব্রজে ভবাঃ ॥২
ধনবন্তো রূপবন্তঃ পুত্রবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
শীলাদিগুণসম্পন্নাঃ সর্ব্বে দানপরায়ণাঃ ॥ ৩
তেষাং গৃহেষু সঞ্জাতাঃ কন্যকা দেববাক্যতঃ।
কাশ্চিদ্দিব্যা অদিব্যাশ্চ তথা ত্রিগুণবৃত্তয়ঃ ॥ ৪
ভূমিগোপ্যশ্চ সঞ্জাতাঃ পুণ্যৈর্নানাবিধৈঃ কৃতৈঃ।
তা রাধিকাসহচর্য্যঃ সখ্যোঽভবন্ বিদেহরাট্ ॥৫
একদা মানিনীং রাধাং তাঃ সর্ব্বা ব্রজগোপিকাঃ
ঊচুর্হরিঃ প্রাপ্তং হোলিকায়া মহোৎসবে ॥

গোপ্য ঊচুঃ।
রম্ভোরু চন্দ্রবদনে মধুমানিনীশে
রাধে বচঃ সুললিতং ললনে শৃণু ত্বম্।
শ্রীহোলিকোৎসববিহারমলং বিধাতু-
মায়াতি তে পুরবনে ব্রজভূষণোঽয়ম্ ॥ ৭
শ্রীযৌবনোন্মদবিঘূর্ণিতলোচনোঽসৌ
নীলালকালিকলিতাংসকপোলগোলঃ
সৎপীতকঞ্চুকঘনান্তমশেষমারা-
দাচালয়ন্ ধ্বনিমতা স্বপদারুণেন ॥ ৮
বালার্কমৌলিবিমলাঙ্গদহারমুদ্য-
দ্বিদ্যুৎক্ষিপনমকরকুণ্ডলমাদধানঃ।
পীতাম্বরেণ জয়তি দ্যুতিমণ্ডলোসৌ
ভূমণ্ডলে স ধনুষেব ঘনো দিবিস্থঃ ॥ ৯

করিলেন এবং যোগিবরের প্রভাব বিদিত হইয়া হর্ষে বিস্মিতা ও মোহপ্রাপ্তা হইলেন। হরি অমরনারীগণের সহিত অমররাজের মত পুণ্য বৃন্দাবনে মাঘমাসের মহারাসে তাঁহাদের সহিত রমণ করিলেন। ২১—২৫।

মাধুর্য্যখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে মৈথিল! আমি তোমাদের নিকট গোপীগণের এই শুভ চরিত বর্ণন করিলাম, এক্ষণে অন্য গোপীদিগের বর্ণন শ্রবণ কর। বীতিহোত্র, অগ্নিভুক্, সাম্ব, শ্রীকর, গোপতি, শ্রুত, ব্রজেশ, পাবন ও শান্ত প্রভৃতি ব্রজের উপনন্দগণ ধনবান্, রূপবান্, পুত্রবান্ ও জ্ঞানবান্ এবং সকলেই শীলাদি গুণসম্পন্ন ও দানপরায়ণ। দেববাক্যে তাঁহাদের গৃহে অনেক কন্যা জন্মগ্রহণ করে; তন্মধ্যে কেহ দিব্য, কেহ অদিব্য, কেহ সত্ত্বাদি ত্রিগুণ-বৃত্তি সমন্বিত। এই সকল ভূমি গোপী আত্মকৃত নানাবিধ পুণ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া রাধিকার সহচরী সখী হইয়াছিলেন। হে বিদেহরাজ! একদা হোলি মহোৎসবে কৃষ্ণ রাধিকার নিকট উপস্থিত হইলেন, গোপীগণ তদ্দর্শনে মানিনী রাধাকে কহিলেন। গোপীগণ বলিলেন,—হে রম্ভোরু! হে চন্দ্রবদনে! হে মধুমানিনি! হে ঈশে! হে রাধে! হে ললনে! তুমি মধুর বাক্য শ্রবণ কর। এই ব্রজভূষণ শ্রীকৃষ্ণ হোলিবিহারোৎসব সম্পূর্ণ করিবার জন্য তোমার পুরবনে আগমন করিয়াছেন; সুন্দর যৌবনমদে ইঁহার নয়ন বিঘূর্ণিত হইতেছে, অংসদেশে ও সুগোল নীল কপোলদেশে নীল অলকাবলী বিরাজ করিতেছে, তিনি নূপুরধ্বনিযুক্ত রক্তবর্ণ পদ দ্বারা গাঢ় পীতবর্ণের কঞ্চুক চালনা করিতেছেন। বালার্কতুল্য মুকুট, বিমল অঙ্গদ ও হার এবং বিদ্যুদ্বিস্ফুরিত মকরকুণ্ডল বিমণ্ডিত পীতবাস৷

আবীরকুঙ্কুমরসৈশ্চ বিলিপ্তদেহো
হস্তে গৃহীতনবসেচনযন্ত্র আরাৎ।
প্রেক্ষংস্তবাশু সখি বাটমতীব রাধে
ত্বদ্রাসরঙ্গরসকেলিরতঃ স্থিতঃ সঃ॥ ১০
নির্গচ্ছ ফাল্গুনমিষেণ বিহায় মানং
দাতব্যমদ্য চ যশঃ কিল হোলিকায়ৈ।
কর্ত্তব্যমাশু নিজমন্দিররঙ্গবারি
পাটীরপঙ্কমকরন্দচয়ং চ তূর্ণম্॥ ১১
উত্তিষ্ঠ গচ্ছ সহসা নিজমণ্ডলীভি-
র্যত্রাস্তি সোহপি কিল তত্র মহামতে ত্বম্।
এতাদৃশোহপি সময়ো ন কদাপি লভ্যঃ
প্রক্ষালিতং করতলং বিদিতং প্রবাহে॥ ১২
শ্রীনারদ উবাচ।
অথ মানবতী রাধা মানং ত্যক্ত্বা সমুত্থিতা।
সখীসঙ্ঘৈঃ পরিবৃতা প্রকর্ত্তুং হোলিকোৎসবম্॥
শ্রীখণ্ডাগুরুকস্তূরীহরিদ্রাকুঙ্কুমদ্রবৈঃ।
পূরিতাভির্দৃতীভিশ্চ সম্ভৃতাস্তা ব্রজাঙ্গনাঃ॥১৪
রক্তহস্তাঃ পীতবস্ত্রাঃ কূজন্নূপুরমেখলাঃ।
গায়ন্ত্যো হোলিকাগীতীর্গালীভির্হাস্যসংযুতিভিঃ॥১৫
আবীরারুণচূর্ণানাং মুষ্টিভিস্তা ইতস্ততঃ।
কুর্ব্বন্ত্যশ্চারুণং ভূমিং দিগন্তং চাম্বরং তথা॥ ১৬
কোটিশঃ কোটিশস্তত্র স্ফুরন্ত্যাবীরমুষ্টয়ঃ।
সুগন্ধারুণচূর্ণানাং কোটিশঃ কোটিশস্তথা॥ ১৭
সর্ব্বতো জগৃহুঃ কৃষ্ণং করাভ্যাং ব্রজগোপিকাঃ।
যথা মেঘং চ দামিন্যঃ সন্ধ্যায়াং শ্রাবণস্য চ॥১৮
তন্মুখং চ বিলিম্পন্ত্যোহথাবীরারুণবৃষ্টিভিঃ।
কুঙ্কুমাক্তদৃতীভিস্তমার্দ্রীচক্রুর্বিধানতঃ॥ ১৯
ভগবানপি তত্রৈব যাবতীর্ব্রজযোষিতঃ।
ধৃত্বা রূপাণি তাবন্তি বিজহার নৃপেশ্বর॥ ২০
রাধয়া শুশুভে তত্র হোলিকায়া মহোৎসবে।
বর্ষাসন্ধ্যাক্ষণে কৃষ্ণঃ সৌদামিন্যা ঘনো যথা॥২১

কৃষ্ণ ইন্দ্রধনু দ্বারা সুশোভন আকাশস্থ মেঘের ন্যায় ভূমণ্ডলে অত্যন্ত কান্তি ও জয়যুক্ত হইয়াছেন। হে সখি! আবীর ও কুঙ্কুমরসে তাঁহার দেহ লিপ্ত হইয়াছে, তিনি পিচকারী করে লইয়া ত্বদীয় রাসরঙ্গের রসকেলিতে রত হইয়া পথের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি করত দূরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ১—১০। হে রাধে! মান পরিত্যাগ করিয়া ফল্গুৎসব-চ্ছলে বাহির হইয়া আইস; আজ হোলি উৎসবের যশ বিস্তার কর; শীঘ্র নিজ গৃহে রঙ্গযুক্ত জল, চন্দনজল ও পুষ্পরস প্রভৃতি সঞ্চিত কর। হে মহা প্রাজ্ঞে! তুমি উঠ; যে স্থানে কৃষ্ণ অবস্থিত গোপীমণ্ডলীসহ তথায় সত্বর গমন কর; এতাদৃশ সুসময় আর কখনও পাইবে না। এ সুযোগে যদি যাও, তবে তোমার মানভঙ্গ প্রকটিত হইবে না, পরন্তু প্রবাহপথে চলিত ব্যক্তির অনিচ্ছা-কৃত করক্ষালনই বুঝিবে। নারদ বলিলেন,— অতঃপর মানবতী রাধা মান ত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং হোলি উৎসব করিবার জন্য সখীগণে পরিবৃত হইয়া চলিলেন; ব্রজা-ঙ্গনাগণ কর্পূর, অগুরু, কস্তুরী হরিদ্রা ও কুঙ্কুমরসে চর্ম্মপাত্র পূরিত করিয়া বহির্গত হই-লেন। রক্তহস্তা পীতবস্ত্রা গোপীগণ ইতস্তত নূপুর মেখলার শব্দ সহকারে হাস্যরসাত্মক গালিযুক্ত হোলিকা গীতি গাহিতে গাহিতে আবীর ও কুঙ্কুম চূর্ণের মুষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভূমি আকাশ দিগন্ত লালে লাল করিলেন। তখন কোটি কোটি গোপী আবীরমুষ্টি ও কোটি কোটি গোপী সুগন্ধ কুঙ্কুমচূর্ণ লইয়া ঘুরিতে ফিরিতে লাগিলেন। শ্রাবণ মাসের সন্ধ্যাকালীন সৌদামিনী যেমন মেঘকে আবৃত করে, ব্রজ-গোপীগণও তদ্রূপ সকল দিক্ হইতে করদ্বয়ে কৃষ্ণকে গ্রহণ করিলেন, আবার কুঙ্কুম বৃষ্টি করিয়া কৃষ্ণের বদন বিলিপ্ত করিলেন এবং কুঙ্কুমাক্ত চর্ম্মপুট দ্বারা তদীয় দেহ যথা-বিধি আর্দ্র করিয়া দিলেন। হে নৃপবর! ভগবান্‌ও তথায় অত্যন্ত জয়োল্লাসে যত গোপী তত রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগি-লেন। বর্ষা সময়ের সন্ধ্যাকালীন সৌদামিনী দ্বারা মেঘ যেমন শোভিত হয়, কৃষ্ণও তদ্রূপ হোলি মহোৎসবে রাধার সহিত তথায় শোভিত

কৃষ্ণোঽপি তদ্রক্তকৃতাক্তনেত্রো
দত্ত্বা স্বকীয়ং নবমুত্তরীয়ম্ ।
তাভ্যো যযৌ নন্দগৃহং পরেশো
দেবেষু বর্ষৎসু চ পুষ্পবর্ষম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে হোলিকোৎসবে দিব্যা-
ত্রিগুণবৃত্তিভূমিগোপ্যুপাখ্যানং নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

অথ দেবাঙ্গনানাং চ গোপীনাং বর্ণনং শৃণু ।
চতুষ্পদার্থদং নৃণাং ভক্তিবর্দ্ধনমুত্তমম্ ॥ ১
বভূব মালবে দেশে গোপো নন্দো দিবস্পতিঃ ।
ভার্য্যাসহস্রসংযুক্তো ধনবান্ নীতিমান্ পরঃ ॥ ২
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন মথুরায়াং সমাগতঃ ।
নন্দরাজং ব্রজাধীশং শ্রুত্বা শ্রীগোকুলং যযৌ ॥৩
মিলিত্বা গোপরাজং স দৃষ্ট্বা বৃন্দাবনশ্রিয়ম্ ।
নন্দরাজাজ্ঞয়া তত্র বাসং চক্রে মহামনাঃ ॥ ৪
যোজনদ্বয়মাশ্রিত্য ঘোষং চক্রে গবাং পুনঃ ।
মুদং প্রাপ ব্রজে রাজন্ জ্ঞাতিভিঃ স দিবস্পতিঃ
তস্য দেবলবাক্যেন সর্ব্বা দেবজনস্ত্রিয়ঃ ।
জাতাঃ কন্যা মহাদিব্যা জ্বলদগ্নিশিখোপমাঃ ॥ ৬
শ্রীকৃষ্ণং সুন্দরং দৃষ্ট্বা মোহিতাঃ কন্যকাশ্চ তাঃ ।
দামোদরস্য প্রাপ্ত্যর্থং চক্রুর্মাঘব্রতং পরম্ ॥ ৭
অর্দ্ধোদয়েঽর্কে যমুনাং নিত্যং স্নাত্বা ব্রজাঙ্গনাঃ ।
উচ্চৈর্জগুঃ কৃষ্ণলীলাং প্রেমাস্পদসমাকুলাঃ ॥ ৮
তাসাং প্রসন্নঃ শ্রীকৃষ্ণো বরং ব্রূতেত্যুবাচ হ ।
তা উচুস্তং পরং নত্বা কৃতাঞ্জলিপুটাঃ শনৈঃ ॥ ৯

গোপ্য উচুঃ ।

যোগীশ্বরাণাং কিল দুর্লভস্ত্বং
সর্ব্বেশ্বরঃ কারণকারণোঽসি ।
ত্বং নেত্রগামী ভবতাৎ সদা নো
বংশীধরো মন্মথমন্মথাঙ্গঃ ॥১০

হইলেন। অনন্তর রাধা-হস্তক্ষিপ্ত কুঙ্কুমে আরক্ত নেত্র পরেশ কৃষ্ণ সখীগণকে স্বীয় নূতন উত্তরীয় প্রদান পূর্ব্বক নন্দগৃহে উপনীত হইলেন। তখন দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিলেন। ১১—২২।

মাধুর্য্যখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর দেবাঙ্গনা গোপীগণের বর্ণন শ্রবণ কর; উহা মানবগণের চতুর্ব্বর্গপ্রদ ও উত্তম ভক্তিবিবর্দ্ধন। মালবদেশে দেবস্পতি নামক গোপ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার সহস্র ভার্য্যা ছিল, তিনি ধনবান্ এবং উত্তম নীতিমান ছিলেন। মহামনা দিবস্পতি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে মথুরায় সমাগত হইয়া ব্রজপতি নন্দরাজের কথা শ্রবণ করত গোকুলে আগমন করেন এবং গোপরাজ নন্দের সহিত মিলিত হইয়া বৃন্দাবনের শোভা-সন্দর্শনপূর্ব্বক নন্দের আদেশে ব্রজে বাস করেন। হে রাজন্! দিবস্পতি যোজনদ্বয়ব্যাপী গোগণের গোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া জ্ঞাতিগণের সহিত ব্রজে বাস করত আনন্দ লাভ করিলেন। দেবলবাক্যে দেবাঙ্গনাগণ তাঁহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সকল মহাদিব্য কন্যারা প্রজ্বলিত অনলশিখা সদৃশ সুন্দরী। সেই সকল কন্যা সুন্দর দামোদর কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মোহিত হন এবং তাঁহাকে পাইবার জন্য উত্তম মাঘব্রত করেন। ঐ সকল ব্রজাঙ্গনা প্রেমাস্পদের জন্য আকুল হইয়া অর্দ্ধোদিত দিবাকরে নিত্য যমুনায় স্নান করত উচ্চরবে কৃষ্ণলীলা গান করিতেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—বর গ্রহণ কর। তাঁহারা তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন। গোপীগণ বলিলেন,—তুমি যোগীশ্বরগণের দুর্লভ, সর্ব্বেশ্বর, কারণের কারণ, অঙ্গশোভায় মন্মথেরও মন্মথ; তুমি বংশীধারী হইয়া

তথাস্তু চোক্ত্বা হরিরাদিদেব-
স্তাসাং তু যো দর্শনমাততান।
ভূয়াৎ সদা তে হৃদি নেত্রমার্গে
তথা স আহূত ইবাশু চিত্তে ॥ ১১
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো নান্য এব হি
এককার্য্যার্থমাগত্য কোটিকার্য্যং চকার হ ॥ ১২
পরিকরীকৃতপীতপটং হরিং
শিখিকিরীটনতীকৃতকন্ধরম্।
লকুটবেণুকরং চলকুণ্ডলং
পটুতরং নটবেষধরং ভজে ॥ ১৩
ভক্ত্যৈব বশ্যো হরিরাদিদেবঃ
সদা প্রমাণং কিল চাত্র গোপ্যঃ।
সাংখ্যং চ যোগং ন কৃতং কদাপি
প্রেম্ণৈব যস্য প্রকৃতিং গতাঃ স্যুঃ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে দেবজনস্তুপোখ্যানং নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

জালন্ধরীণাং গোপীনাং জন্মানি শৃণু মৈথিল
কর্ম্মাণি চ মহারাজ পাপঘ্নানি নৃণাং সদা ॥ ১
রাজন্ সপ্তনদীতীরে রঙ্গপত্তনমুত্তমম্।
সর্ব্বসম্পদ্‌যুতং দীর্ঘং যোজনদ্বয়বর্ত্তুলম্ ॥ ২
রঙ্গোজিস্তত্র গোপালঃ পুরাধীশো মহাবলঃ।
পুত্রপৌত্রসমাযুক্তো ধনধান্যসমৃদ্ধিমান্
হস্তিনাপুরনাথায় ধৃতরাষ্ট্রায় ভূভৃতে।
হৈমানামর্ব্বুদশতং বার্ষিকং স দদৌ সদা ॥ ৪
একদা তত্র বর্ষান্তে ব্যতীতে কিল মৈথিল।
বার্ষিকং তু করং রাজ্ঞে ন দদৌ স মদোৎকটঃ ॥
মিলনার্থং ন চায়াতে রঙ্গোজৌ গোপনায়কে
বীরা দশসহস্রাণি ধৃতরাষ্ট্রপ্রণোদিতাঃ ॥ ৬
বদ্ধ্বা তং দামভির্গোপমাজগ্মুস্তে গজাহ্বয়ম্
কতি বর্ষাণি রঙ্গোজিঃ কারাগারে স্থিতোঽভবৎ
সন্নিরুদ্ধস্তাড়িতোঽপি লোভী ভীরুর্ন চাভবৎ

সর্ব্বদা আমাদের নেত্রগামী হও। ১—১০। হে রাজন্! আদিদেব হরি 'তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহাদের সমক্ষে যেরূপ বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা তোমার হৃদয়ে ও নেত্র-পথে পতিত হউক এবং আবাহিত হইয়া আসিবার মত তোমার চিত্তে সর্ব্বদা বিরাজ করুন। শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম, অন্য নহে; তিনি একটী কার্য্যের জন্য আগমন করিয়া কোটি কোটি কার্য্য করিয়া থাকেন। পীতপটে কটিবন্ধ, ময়ূরপুচ্ছচূড়ায় নতকন্ধর, বেত্রবেণুকর চলকুণ্ডল পটুতর নটবেশধরকে আমি ভজনা করি! আদিদেব হরি সর্ব্বদা একমাত্র ভক্তিবশ্য, এ বিষয়ে ব্রজগোপীগণই প্রমাণ; তাঁহারা সাংখ্য যোগ কখনও করেন নাই, কেবল মাত্র প্রেমেই তাঁহারা তাঁহার সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১১—১৪।

মাধুর্য্যখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

নারদ বলিলেন,—হে মৈথিল! জালন্ধরী গোপীগণের জন্ম ও কর্ম্ম শ্রবণ কর; ইহা মানব-গণের সর্ব্বদা সর্ব্বপাপহর। হে রাজন্! সপ্তনদীতরে উত্তম রঙ্গপত্তন বিদ্যমান, উহা সর্ব্বসম্পদ্‌যুক্ত, যোজনদ্বয় দীর্ঘ ও বর্ত্তুলাকার! রঙ্গোজি নামক গোপ উক্ত রঙ্গপত্তনের অধি-পতি, তিনি মহাবল, পুত্র-পৌত্রান্বিত, ধন ও ধান্যে সমৃদ্ধিমান। রঙ্গোজি হস্তিনাপুরপতি ধরানাথ ধৃতরাষ্ট্রকে শত অর্ব্বুদ সুবর্ণ বার্ষিক করপ্রদান করিতেন। হে মৈথিল। একদা মদোন্মত্ত গোপরাজ রঙ্গোজি বৎসর অতীত হইয়া গেলেও রাজাকে বার্ষিক কর দিলেন না; পরন্তু আসিয়া কোনরূপ সন্ধি বন্দোবস্তও করিলেন না! তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র-প্রেরিত দশ সহস্র বীর আসিয়া তাঁহাকে রজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইল। রঙ্গোজি কয়েক বৎসর কারাগারে আবদ্ধ রহি-লেন, তিনি সম্যক্ প্রকারে নিরুদ্ধ ও তাড়িত

ন দদৌ স ধনং কিঞ্চিদ্ধৃতরাষ্ট্রায় ভূভৃতে ॥ ৮
কারাগারান্মহাভীরাৎ কদাচিৎ স পলায়িতঃ।
রাত্রৌ রঙ্গপুরং প্রাগাদ্রঙ্গোজির্গোপনায়কঃ ॥ ৯
পুনস্তং হি সমাহর্ত্তুং ধৃতরাষ্ট্রপ্রণোদিতম্।
অক্ষৌহিণীত্রয়ং রাজন্ সমর্থবলবাহনম্ ॥ ১০
তেন সার্দ্ধং স বাণৌঘৈস্তীক্ষ্ণধারৈঃ স্ফুরৎপ্রভৈঃ
যুযুধে দংশিতো যুদ্ধে ধনুষ্টঙ্কারয়ন্মুহুঃ ॥ ১১
শত্রুভিশ্ছিন্নকবচশ্ছিন্নধন্বা হতস্বকঃ।
পুরমেত্য মৃধং চক্রে রঙ্গোজিঃ কতিভির্দ্দিনৈঃ॥১২
অনাথঃ শরণং চেচ্ছন্ কংসায় যদুভূভৃতে।
দূতং স্বং প্রেষয়ামাস রঙ্গোজির্ভয়পীড়িত ॥ ১৩
দূতস্তু মথুরামেত্য সভাং গত্বা নতাননঃ।
কৃতাঞ্জলিশ্চোগ্রসেনিং নত্বা প্রাহ গিরার্দ্রয়া ॥ ১৪
রঙ্গোজিনামা নৃপ রঙ্গপত্তনে
গোপোস্তি নীতিজ্ঞবরঃ পুরাধিপঃ।
স শত্রুসংরুদ্ধপুরো মহাত্মন্
[illegible]নাথঃ শরণং গতস্তব ॥ ১৫
ত্বং দীনদুঃখার্ত্তিহরো মহীতলে
ভৌমাদিসঙ্গীতগুণো মহাবলঃ।
সুরাসুরান্সুভটভূমিপালকান্
বিজিত্য যুদ্ধে সুররাড়িব স্থিতঃ ॥ ১৬
চন্দ্রং চকোরশ্চ রবিং কুশেশয়ং
যথা শরচ্ছীকরমেব চাতকঃ।
ক্ষুধাতুরোহন্নং চ জলং তৃষাতুরঃ
স্মরত্যসৌ শত্রুভয়ে তথা তব ॥ ১৭
নারদ উবাচ।
ইত্থং শ্রুত্বা বচস্তস্য কংসো বৈ দীনবৎসলঃ।
দৈত্যকোটিসমাযুক্তো মনো গন্তুং সমাদধে ॥১৮
গোমূত্রচয়সিন্দূরকস্তূরীপত্রভূন্মুখম্।
বিন্ধ্যাদ্রিসদৃশং শ্যামং মদনির্ঝরসংযুতম্ ॥ ১৯
পাদে চ শৃঙ্খলাজালং নদন্তং ঘনবদ্ভৃশম্।
দ্বিপং কুবলয়াপীড়ং সমারুহ্য মদোৎকটঃ ॥ ২০

হইয়াও লোভ বশতঃ ভীরু হইলেন না—রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কিছুমাত্র ধন প্রদান করিলেন না। গোপরাজ রঙ্গোজি একদা সেই মহাভয়ঙ্কর কারাগার হইতে রজনী যোগে পলায়ন করিয়া রঙ্গপুরে আগমন করিলেন। ১—৯। হে রাজন্! রঙ্গোজিকে পুনরায় ধরিয়া আনিবার জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র তিন অক্ষৌহিণী সেনা প্রেরণ করিলেন, সে সকল সেনা সমর্থ ও বলবাহনযুক্ত। রঙ্গোজি কবচ ধারণ করিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, সমরক্ষেত্রে মুহুর্ম্মুহু ধনুষ্টঙ্কার করিয়া স্ফুরিতপ্রভ তীক্ষ্ণধার বাণসমূহদ্বারা যুদ্ধ করিলেন। শত্রুগণ তাঁহার কবচ ও ধনু ছিন্ন এবং সৈন্যগণকে নিহত করিলে, তিনি নিজপুরে আসিলেন, সেখানেও কয়েকদিন ধরিয়া শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ চলিল। তিনি অনাথ হইয়া যদুরাজ কংসের স্মরণ লইলেন, ভয়ার্ত্ত রঙ্গোজি তৎসমীপে নিজ দূত প্রেরণ করিলেন! দূত মথুরায় আগমনপূর্ব্বক উগ্রসেননন্দন কংসের সভায় গমন করত নতাননে ও করজোড়ে প্রণাম করিয়া আর্দ্রবাক্যে তাঁহাকে কহিল—নীতিবিৎপ্রবর রঙ্গপুরের অধিপতি রঙ্গোজি নামক গোপরাজের পুর তদীয় শত্রুদ্বারা সংরুদ্ধ হইয়াছে, তিনি পীড়িত ও অনাথ হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছেন; আপনি মহীতলে মহাবল ও দীনজনের দুঃখার্ত্তিহারী, ভূমিনন্দন নরকাদি বীরও আপনার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে; আপনি সুরাসুর বীর ভূমিপালগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দেবরাজের ন্যায় বিরাজিত। চকোর যেমন চন্দ্রকে, কমল যেমন সূর্য্যকে, চাতক যেমন শারদ বারিবিন্দুকে এবং ক্ষুধাতুর অন্ন ও তৃষ্ণাতুর যেরূপ জল চিন্তা করে, তিনিও তদ্রূপ শত্রুভয়ে আপনাকে স্মরণ করিতেছেন। ১০—১৭। নারদ বলিলেন,—দূতের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে দীনবৎসল কংস কোটি কোটি দৈত্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রায় উদ্যত হইল। মহোৎকট কংস মেঘবৎ ভয়ঙ্কর গর্জ্জনকারী শ্যামবর্ণ বিন্ধ্যাদ্রিসদৃশ শৃঙ্খলজাল দ্বারা বদ্ধপাদ কুবলয়াপীড় করীর উপর আরোহণ করিল; ঐ করীর মুখে গোমূত্র, সিন্দুর ও কস্তূরীর তিলক রচিত ছিল, এবং তাহার মুখ হইতে মদজল ক্ষরিত হইত।

চাণূরমুষ্টিকাদ্যৈশ্চ কেশীব্যোমবৃষাসুরৈঃ।
সহসা দংশিতঃ কংসঃ প্রযযৌ রঙ্গপত্তনে॥ ২১
যদূনাঞ্চ কুরূণাঞ্চ বলয়োস্ত পরস্পরম্।
বাণৈঃ খড়্গৈস্ত্রিশূলৈশ্চ ঘোরং যুদ্ধং বভূব হ ॥২২
বাণান্ধকারে সঞ্জাতে কংসো নীত্বা মহাগদাম্।
বিবেশ কুরুসেনাসু বনে বৈশ্বানরো যথা॥ ২৩
কাংশ্চিদ্বীরান্ সকবচান্ গদয়া বজ্রকল্পয়া।
পাতয়ামাস ভূপৃষ্ঠে বজ্রেণেন্দ্রো যথা গিরিম্॥ ২৪
রথান্ মমর্দ্দ পাদাভ্যাং পার্ষ্ণিঘাতেন ঘোটকান্
গজে গজং তাড়য়িত্বা গজান্ প্রোন্নীয় চাভ্রিষু
স্কন্ধয়োঃ কক্ষয়োর্দ্ধৃত্বা স নীত্বান্ রত্নকম্বলান্।
কাংশ্চিদ্বলাদ্ ভ্রাময়িত্বা চিক্ষেপ গগনে বলী ॥২৬
গজাংশুণ্ডাসু চোন্নীয় লোলঘণ্টাসমাবৃতান্।
চিক্ষেপ সম্মুখে রাজন্ মৃধে ব্যোমাসুরো বলী॥
রথান্ গৃহীত্বা সাশ্বাংশ্চ শৃঙ্গাভ্যং ভ্রাময়ন্মুহুঃ।
চিক্ষেপ দিক্ষু বলবান্ দৈত্যো হৃষ্টো বৃষাসুরঃ॥২৮

বলাৎ পশ্চিমপাদাভ্যাং বীরানশ্বানিতস্ততঃ।
পাতয়ামাস রাজেন্দ্র কেশী দৈত্যাধিপো বলী॥
এবং ভয়ঙ্করং যুদ্ধং দৃষ্ট্বা বৈ কুরুসৈনিকাঃ।
শেষা ভয়াতুরা বীরা জগ্মুস্তেঽপি দিশো দশ ॥৩০
রঙ্গোজিং সকুটুম্বং তং নীত্বা কংসোঽথ দৈত্যরাট্
মথুরাং প্রযযৌ বীরো নাদয়ন্ দুন্দুভিং শনৈঃ ॥৩১
শ্রুত্বা পরাজয়ং স্বস্য কৌরবাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
দৈত্যানাং সময়ং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে বৈ মৌনমাস্থিতাঃ॥
পুরং বর্হিষদং-নাম ব্রজসীম্নি মনোহরম্।
রঙ্গোজয়ে দদৌ কংসো দৈত্যানামধিপো বলী॥
বাসং চকার তত্রৈব রঙ্গোজির্গোপনায়কঃ।
বভূবুস্তস্য ভার্য্যাসু জালন্ধর্য্যো হরের্বরাৎ॥ ৩৪
পরিণীতা গোপজনৈ রূপযৌবনভূষিতাঃ।
জারধর্ম্মেণ সুস্নেহং শ্রীকৃষ্ণে তাঃ প্রচক্রিরে ॥৩৫
চৈত্রমাসে মহারাসে তাভিঃ সাকং হরিঃ স্বয়ম্।

চাণূর মুষ্টিক কেশী ব্যোম ও বৃষাসুর প্রভৃতি পরিবেষ্টিত কংস কবচ ধারণ করিয়া সত্বর রঙ্গপুরে গমন করিল। যদু ও কুরুসৈন্যে বাণ, খড়্গ ও ত্রিশূল দ্বারা পরস্পর মহাসমর আরব্ধ হইল। বাণে বাণে রণভূমি অন্ধকারাবৃত হইলে কংস মহাগদা গ্রহণ করিয়া বনে বৈশ্বানরের ন্যায় কুরুসৈন্যে প্রবেশ করিল। বজ্রদ্বারা ইন্দ্র যেমন পর্ব্বত পাতিত করেন, কংসও তদ্রূপ বজ্র সদৃশ গদা দ্বারা কোন কোন বীরকে কবচসহ ভূতলে পাতিত করিল; বলবান্ কংস পদাঘাতে রথনিচয় ও করপ্রহারে অশ্বসমূহ মর্দ্দিত করিল, গজ ধরিয়া গজের উপর নিক্ষেপ করিল, অন্যান্য অনেক গজকে স্কন্ধে, কতকগুলিকে কক্ষে, রত্নালঙ্কৃত পীঠাস্তরণযুক্ত অপর করিগণকে তাহাদের রক্ষকের সহিত বেগে গ্রহণ করিয়া গগনতলে নিক্ষেপ করিল। ১৮—২৬। হে রাজন্! বলী ব্যোমাসুর দোলায়মান ঘণ্টাসমাবৃত গজগণের শুণ্ডে গ্রহণ করিয়া রণক্ষেত্রের সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। হৃষ্ট দৈত্য বলবান্ বৃষাসুর গিরিশৃঙ্গ সদৃশ অশ্বযুক্ত রথসমূহ গ্রহণ করিয়া মুহুর্ম্মুহু ভ্রামিত করত দশদিকে নিক্ষেপ করিল। হে রাজন্! দৈত্যপতি বলবান্ কেশী সবেগে বলবান্ অশ্বগণের পশ্চাদ্দিগের পদে ধরিয়া ইতস্তত পাতিত করিতে লাগিল। অবশিষ্ট বীর কুরুসৈন্যগণ এইরূপ ভয়ঙ্কর সমর দর্শনে ভয়াতুর হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল। অনন্তর দৈত্যরাজ বীর কংস দুন্দুভিধ্বনি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত জ্ঞাতিগণসহ রঙ্গোজিকে লইয়া মথুরায় উপনীত হইলেন। কৌরবগণ নিজ পরাজয় শ্রবণে ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইলেন এবং দৈত্যগণের ব্যবহার দর্শনে মৌন হইয়া রহিলেন। দৈত্যাধিপ বলী কংস ব্রজসীমায় অবস্থিত বর্হিষদ নামক মনোহর পুর রঙ্গোজিকে প্রদান করিল। গোপনায়ক রঙ্গোজি তথায় বাস করিতে লাগিলেন। হরিবরে তাঁহার ভার্য্যায় জালন্ধরী গোপীগণ জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা রূপযৌবনভূষিত গোপগণকর্ত্তৃক পরিণীতা হইলেন এবং উপপতি ধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণে উত্তম স্নেহ-স্থাপন করিলেন। বৃন্দাবনেশ্বর স্বয়ং হরি চৈত্র মাসের মহারাসে তাঁহাদের

পুণ্যে বৃন্দাবনে রম্যে রেমে বৃন্দাবনেশ্বরঃ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে জালন্ধর্য্যুপাখ্যানং নাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

ব্রজে শোণপুরাধীশো গোপো নন্দো ধনী মহান্
ভার্য্যাঃ পঞ্চসহস্রাণি বভূবুস্তস্য মৈথিল ॥ ১
জাতা মৎস্যবরাত্তাস্তু সমুদ্রে গোপকন্যকাঃ।
তথাপ্যাশ্চাত্রি-বাচাপি পৃথিব্যা দোহনান্নৃপ ॥ ২
বর্হিষ্মতীপুরন্ধ্র্যো যা জাতা জাতিস্মরাঃ পরাঃ।
তথান্যাপ্সরসোঽভূবন্ বরান্নারায়ণস্য চ ॥ ৩
তথা সুতলবাসিন্যো বামনস্য বরাৎ স্ত্রিয়ঃ
তথা নাগেন্দ্রকন্যাশ্চ জাতাঃ শেষবরাৎ পরাৎ ॥৪
তাভ্যো দুর্ব্বাসসা দত্তং কৃষ্ণাপঞ্চাঙ্গমদ্ভুতম্।
তেন সম্পূজ্য যমুনাং বব্রিরে শ্রীপতিং বরম্ ॥৫

একদা শ্রীহরিস্তাভির্বৃন্দারণ্যে মনোহরে।
যমুনানিকটে দিব্যে পুংস্কোকিলতরুব্রজে ॥ ৬
মধুপধ্বনিসংযুক্তে কূজৎকোকিলসারসে।
মধুমাসে মন্দবায়ৌ বসন্তলতিকাবৃতে ॥ ৭
দোলোৎসবং সমারেভে হরির্মদনমোহনঃ।
কদম্ববৃক্ষে রহসি কল্পবৃক্ষমনোহরে ॥ ৮
কালিন্দীজলকল্লোলকোলাহলসমাকুলে।
তদ্দোলাখেলনং চক্রুস্তা গোপ্যঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ॥
রাধয়া কীর্ত্তিসুতয়া চন্দ্রকোটিপ্রকাশয়া।
রেজে বৃন্দাবনে কৃষ্ণো যথা রত্যা রতীশ্বরঃ ॥ ১০
এবং প্রাপ্তাশ্চ যাঃ সর্ব্বাঃ শ্রীকৃষ্ণং নন্দনন্দনম্।
পরিপূর্ণতমং সাক্ষাত্তাসাং কিং বর্ণ্যতে তপঃ ॥ ১১
নাগেন্দ্রকন্যা যাঃ সর্ব্বাশ্চৈত্রমাসে মনোহরে।
বলভদ্রং হরিং প্রাপ্তাঃ কৃষ্ণাতীরে তু তাঃ শুভাঃ
ইদং ময়া তে কথিতং গোপীনাং চরিতং শুভম্।

সহিত রমণীয় পুণ্য বৃন্দারণ্যে রমণ করি-
লেন। ২৭—৩৬।

মাধুর্য্যখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

নারদ বলিলেন,—হে মৈথিল! ব্রজে নন্দ-নামে আখ্যাত মহাধনী গোপ ছিলেন, তিনি শোণপুরপতি তাঁহার পঞ্চসহস্র ভার্য্যা ছিল। সমুদ্রে মৎস্যবরে এবং অত্রি মুনির বাক্যে পৃথিবী দোহনে তাঁহাদের অনেক কন্যা হয়। হে নৃপ! বর্হিষ্মতী পুরন্ধ্রীরাও তাঁহাদের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকলেই জাতিস্মরা। নারায়ণবরে অন্যান্য অনেক অপ্সরাও তাঁহাদের কন্যারূপে জন্মিয়াছিল। এইরূপ বামনদেবের বরে সুতলবাসিনী বরনারীরা এবং শেষ নাগের উত্তম বরে নাগেন্দ্রনন্দিনীগণ তাঁহাদের কন্যা হয়। দুর্ব্বাসা তাহাদিগকে যমুনার অদ্ভুত পঞ্চাঙ্গ প্রদান করেন। ঐ সকল গোপকন্যা সেই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা যমুনার পূজা করিয়া কৃষ্ণের নিকট বর প্রার্থনা করে। একদা মদনমোহন হরি মধুমাসে তাহাদের সহিত দোলোৎসব আরম্ভ করেন। ঐ উৎসব যমুনাতীরের মনোহর দিব্য কল্পপাদপ-শোভিত বৃন্দাবনে সমাহিত হয়। তখন বৃন্দাবনের তরুনিকরে পুংস্কোকিলের কূজন, মধুকরগণের মধুরধ্বনি, কোকিল ও সারসের সুন্দর রব হইতেছিল; কালিন্দী জলকল্লোল-কোলাহলে সমাকুল ছিলেন। গোপীগণ প্রেম-বিহ্বল হইয়া কোটি চন্দ্রপ্রভা কীর্ত্তিসুতা রাধিকার সহিত কদম্ব বৃক্ষে নির্জ্জনে দোল খেলা করেন। তখন কৃষ্ণ বৃন্দাবনে রতির সহিত মদনের ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন। ১—১০। যাঁহারা এইরূপে সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম নন্দনন্দন কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের তপস্যার আর কি বর্ণন করিব। যে সকল মনোজ্ঞা নাগেন্দ্রকন্যা মনোরম চৈত্র মাসে যমুনাতীরের রাম ও কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল গোপীর পবিত্র চরিত্র এই আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন

সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৩
বহুলাশ্ব উবাচ।
যমুনায়াশ্চ পঞ্চাঙ্গং দত্তং দুর্ব্বাসসা মুনে।
গোপীভ্যো যেন গোবিন্দঃ প্রাপ্তস্তদ্‌ব্রূহি মাং প্রভো ॥ ১৪
শ্রীনারদ উবাচ।
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ পাপহানিঃ পরা ভবেৎ ॥ ১৫
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্মান্ধাতা রাজসত্তমঃ।
মৃগয়াং বিচরন্ প্রাপ্তঃ সৌভরেরাশ্রমং শুভম্ ॥১৬
বৃন্দাবনে স্থিতং সাক্ষাৎ কৃষ্ণাতীরে মনোহরে
নত্বা জামাতরং রাজা সৌভরিং প্রাহ মানদঃ ॥১৭
মান্ধাতোবাচ।
ভগবন্ সর্ব্ববিৎ সাক্ষাত্ত্বং পরাবরবিত্তমঃ।
লোকানাং তমসান্ধানাং দিব্যসূর্য্য ইবাপরঃ ॥ ১৮
ইহ লোকে ভবেদ্রাজ্যং সর্ব্বসিদ্ধিসমন্বিতম্।
অমুত্র কৃষ্ণসারূপ্যং যেন স্যাত্তদ্বদাশু মে ॥ ১৯

সৌভরিরুবাচ।
যমুনায়াশ্চ পঞ্চাঙ্গং বদিষ্যামি তবাগ্রতঃ।
সর্ব্বসিদ্ধিকরং শশ্বৎ কৃষ্ণসারূপ্যকারণম্ ॥ ২০
যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি
তাবদ্রাজ্যপ্রদং চাত্র শ্রীকৃষ্ণবশকারকম্ ॥ ২১
কবচঞ্চ স্তবং নাম্নাং সহস্রং পটলং তথা।
পদ্ধতিং সূর্য্যবংশেন্দ্র পঞ্চাঙ্গানি বিদুর্বুধাঃ ॥২২

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে নাগেন্দ্রকন্যোপাখ্যানং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

মান্ধাতোবাচ।
যমুনায়াঃ কৃষ্ণরাজ্ঞ্যাঃ কবচং সর্ব্বতোঽমলম্।
দেহি মহ্যং মহাভাগ ধারয়িষ্যাম্যহং সদা ॥১
সৌভরিরুবাচ
যমুনায়াশ্চ কবচং সর্ব্বরক্ষাকরং নৃণাম্।
চতুষ্পদার্থদং সাক্ষাচ্ছৃণু রাজন্মহামতে ॥ ২

করিলাম, উহা পুণ্য ও সর্ব্বপাপহর। পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মুনে! দুর্ব্বাসা গোপীগণকে যে যমুনার পঞ্চাঙ্গ প্রদান করেন, যাহার ফলে তাঁহাদের গোবিন্দ লাভ হয়, হে প্রভো! তাহা বর্ণন করুন। নারদ বলিলেন,—এ বিষয়ে এইরূপ একটী পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয়, উহার শ্রবণমাত্রে অশেষরূপে পাপ নাশ হইয়া থাকে। অযোধ্যাপতি রাজসত্তম শ্রীমান্ মান্ধাতা মৃগয়া করিতে করিতে সৌভরির শুভাবহ আশ্রমে উপনীত হন; ঐ আশ্রম বৃন্দাবনের মনোহর যমুনাতীরে অবস্থিত। মানদ মান্ধাতা নৃপতি জামাতা সৌভরিকে নমস্কার করিয়া বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি সাক্ষাৎ সর্ব্ববিৎ, অতীত ও অনাগতবেত্তা, মোহান্ধকারান্ধ লোক সকলের দ্বিতীয় দিবাকরতুল্য; যাহাতে ইহলোকে সর্ব্বসিদ্ধি-সমন্বিত রাজ্য ও পরলোকে কৃষ্ণসারূপ্য প্রাপ্তি হয়, আমাকে সত্বর তাহা বলুন।

১১—১৯। সৌভরি বলিলেন,—তোমার সম্মুখে সতত সর্ব্বসিদ্ধিকর কৃষ্ণ-সারূপ্য-কারণ যমুনার পঞ্চাঙ্গ কহিতেছি; উহা দ্বারা যতদিন দিবাকর উদিত হইবেন এবং যে পর্য্যন্ত চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, ততকাল রাজ্যপদ অক্ষুণ্ণ হইবে ও কৃষ্ণকে বশীভূত করা যাইবে। হে সূর্য্যবংশসত্তম! কবচ, স্তব, সহস্রনাম, পটল ও পদ্ধতি—বিবুধগণ ইহাকে পঞ্চাঙ্গ বলিয়া বিদিত হন। ২০—২২।

মাধুর্য্যখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

মান্ধাতা বলিলেন,—হে মহাভাগ! কৃষ্ণমহিষী যমুনার সর্ব্বোত্তম কবচ আমাকে প্রদান করুন, আমি উহা সর্ব্বদা ধারণ করিব। সৌভরি বলিলেন,—হে মহামতে! মানব-

কৃষ্ণাং চতুর্ভুজাং শ্যামাং পুণ্ডরীকদলেক্ষণাম্ ।
রথস্থাং সুন্দরীং ধ্যাত্বা ধারয়েৎ কবচং ততঃ ॥৩
স্নাতঃ পূর্ব্বমুখো মৌনী কৃতসন্ধ্যঃ কুশাসনে ।
কুশৈর্ব্বদ্ধশিখো বিপ্রঃ পঠেদ্বৈ স্বস্তিকাসনঃ ॥ ৪
যমুনা মে শিরঃ পাতু কৃষ্ণা নেত্রদ্বয়ং সদা ।
শ্যামা ভ্রূভঙ্গদেশঞ্চ নাসিকাং নাকবাসিনী ॥ ৫
কপোলৌ পাতু মে সাক্ষাৎপরমানন্দরূপিণী ।
কৃষ্ণবামাংসসম্ভূতা পাতু কর্ণদ্বয়ং মম ॥ ৬
অধরৌ পাতু কালিন্দী চিবুকং সূর্য্যকন্যকা ।
যমস্বসা কন্ধরাঞ্চ হৃদয়ং মে মহানদী ॥ ৭
কৃষ্ণপ্রিয়া পাতু পৃষ্ঠং তটিনী মে ভুজদ্বয়ম্ ।
শ্রোণীতটঞ্চ সুশ্রোণী কটিং মে চারুদর্শনা ॥ ৮
ঊরুদ্বয়ং তু রম্ভোরুর্জানুনী ত্বঙ্ঘ্রিভেদিনী ।
গুল্ফৌ রাসেশ্বরী পাতু পাদৌ পাপাপহারিণী ॥৯
অন্তর্ব্বহিরধশ্চোর্দ্ধং দিশাসু বিদিশাসু চ ।
সমন্তাৎ পাতু জগতঃ পরিপূর্ণতমপ্রিয়া ॥১০

ইদং শ্রীযমুনায়াশ্চ কবচং পরমাদ্ভুতম্ ।
দশবারং পঠেদ্ভক্ত্যা নির্ধনো ধনবান্ ভবেৎ ॥১১
ত্রিভির্মাসৈঃ পঠেদ্ধীমান্ ব্রহ্মচারী মিতাশনঃ ।
সর্ব্বরাজ্যাধিপত্যঞ্চ প্রাপ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১২
দশোত্তরশতং নিত্যং ত্রিমাসাবধি ভক্তিতঃ ।
যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা তস্য কিং কিং ন জায়তে ॥
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ ।
অন্তে ব্রজেৎ পরং ধাম গোলোকং
যোগিদুর্লভম্ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে
সৌভরিমান্ধাতৃসংবাদে যমুনাকবচং
নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

মান্ধাতোবাচ ।

যমুনায়াঃ স্তবং দিব্যং সর্ব্বসিদ্ধিকরং পরম্ ।
সৌভরে মুনিশার্দ্দূল বদ মাং কৃপয়া স্বরম্ ॥ ১

গণের সর্ব্বরক্ষাকর সাক্ষাৎ চতুর্ব্বর্গপ্রদ যমুনার কবচ শ্রবণ কর। হে রাজন্! চতুর্ভুজা, শ্যামা, পদ্মপত্র-নেত্রা, রথস্থা, সুন্দরী যমুনাকে ধ্যান করিয়া তারপর কবচ ধারণ করিবে। স্নানান্তে মৌনী হইয়া কুশাসনে পূর্ব্বমুখে উপবেশন-পূর্ব্বক সন্ধ্যা বন্দনা করিয়া কুশ দ্বারা শিখা-বন্ধন করত স্বস্তিকাসনে সমাসীন হইয়া বিপ্র ইহা পাঠ করিবেন। যমুনা আমার মস্তক রক্ষা করুন; কৃষ্ণা সর্ব্বদা নেত্রদ্বয়, শ্যামা ভ্রূভঙ্গদেশ, নাক-বাসিনী নাসিকা এবং সাক্ষাৎ পরমানন্দরূপিণী আমার কপোলদ্বয় রক্ষা করুন; কৃষ্ণবামাঙ্গসম্ভূতা আমার কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন; কালিন্দী অধরদ্বয় রক্ষা করুন; সূর্য্য-কন্যা চিবুক, যম-ভগিনী কন্ধরা, মহানদী হৃদয় এবং কৃষ্ণপ্রিয়া আমার পৃষ্ঠ ও তটিনী ভুজদ্বয় রক্ষা করুন। সুশ্রোণী শ্রোণীতট, চারুদর্শনা কটি, রম্ভোরু ঊরুদ্বয়, অঙ্ঘ্রি-ভেদিনী জানুদ্বয় এবং রাসেশ্বরী গুল্ফদ্বয় ও পাপহারিণী পদদ্বয় রক্ষা করুন। অন্তর, বাহির অধ, ঊর্দ্ধ, দিক্, বিদিক্—জগতের সমস্ত দিকে পরিপূর্ণতমা আমায় রক্ষা করুন।

১—১০ ভক্তিভরে এই পরমাদ্ভুত যমুনা-কবচ দশবার পাঠ করিলে নির্ধন মানব ধন-বান হয়; ধীমান্ মানব মিতাশী ও ব্রহ্মচারী হইয়া তিন মাস পাঠ করিলে অখিল রাজ্যের আধিপত্য লাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি প্রযত হইয়া তিন মাস পর্য্যন্ত নিত্য ভক্তিপূর্ব্বক একশত দশবার এই কবচ পাঠ করে, তাহার কি না লাভ হয়? যে মানব প্রাতরুত্থান করিয়া ইহা পাঠ করে, তাহার সর্ব্বতীর্থের ফললাভ হয় এবং সে অন্তকালে যোগিদুর্লভ পরম ধাম গোলোকে গমন করে। ১১—১৪।

মাধুর্য্যখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

মান্ধাতা বলিলেন,—হে মুনিসত্তম সৌভরে! যমুনার সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ উত্তম দিব্য স্তব কৃপা

শ্রীসৌভরিরুবাচ।

আর্ত্তণ্ডকন্যকায়াস্ত স্তবং শৃণু মহামতে।
সর্ব্বসিদ্ধিকরং ভূমৌ চাতুর্ব্বর্গ্যফলপ্রদম্ ॥ ২

কৃষ্ণবামাংসভূতায়ৈ কৃষ্ণায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ শ্রীকৃষ্ণরূপিণ্যৈ কৃষ্ণে তুভ্যং নমো নমঃ ॥৩

যঃ পাপপঙ্কাম্বুকলঙ্ককুৎসিতঃ
কামী কুধীঃ সৎসু কলিং করোতি হি।
বৃন্দাবনং ধাম দদাতি তস্মৈ
নদন্মিলিন্দাদি কলিন্দনন্দিনী ॥ ৪

কৃষ্ণে সাক্ষাৎ কৃষ্ণরূপা ত্বমেব
বেগাবর্ত্তে বর্ত্ততে মৎস্যরূপী।
ঊর্ম্মাবূর্ম্মৌ কূর্ম্মরূপী সদা তে
বিন্দৌ বিন্দৌ ভাতি গোবিন্দদেবঃ ॥ ৫

বন্দে লীলাবতীং ত্বাং সঘনঘননিভাং
কৃষ্ণবামাংসভূতাং
বেগং বৈ বৈরজাখ্যং সকলজলচয়ং খণ্ডয়ন্তীং
বলাৎ স্বাৎ।
ছিত্ত্বা ব্রহ্মাণ্ডমারাৎ সুরনগরনগান্
গণ্ডশৈলাদিদুর্গান্,
ভিত্ত্বা ভূখণ্ডমধ্যে তটিনি ধৃতবতীমূর্ম্মিমালাং
প্রয়াতীম্ ॥ ৬

দিব্যং কৌ নামধেয়ং শ্রুতমথ যমুনে
দণ্ডয়ত্যদ্রিতুল্যং,
পাপব্রাতং ত্বখণ্ডং বসতু মম গিরাং মণ্ডলে তু
ক্ষণং তৎ।
দণ্ড্যাংশ্চাকার্য্যদণ্ড্যান্ সকৃদপি বচসা
খণ্ডিতং যদ্গৃহীতং,
ভ্রাতুর্মার্ত্তণ্ডসূনোরটতি পুরি দৃঢ়স্তে প্রচণ্ডো-
হভিদণ্ডঃ ॥৭

রজ্জুর্ব্বা বিষয়ান্ধকূপতরণে পাপাখুদর্ব্বীকরী
বেণুর্য্যক্কিক্ চ বিরাজমূর্ত্তিশিরসো মালাস্তি বা
সুন্দরী
ধন্যং ভাগ্যমতঃ পরং ভুবি নৃণাং যত্রাদিকৃদ্দুর্লভা
গোলোকেহপ্যতিদুর্লভাতিসুভগা ভাত্য-
দ্বিতীয়া নদী ॥ ৮

গোপীগোকুলগোপকেলিকলিতে কালিন্দি
কৃষ্ণপ্রভে,

করিয়া সত্বর আমায় বলুন। সৌভরি বলিলেন,—হে মহামতে! সূর্য্যকন্যা যমুনার স্তব শ্রবণ কর, উহা ভূতলে সর্ব্বসিদ্ধিকর ও চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ। কৃষ্ণ-বামাঙ্গ-সম্ভূতা কৃষ্ণাকে সতত নমস্কার। হে কৃষ্ণে! তুমি শ্রীকৃষ্ণরূপিণী, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। যে ব্যক্তি পাপ-রূপ পঙ্কিল জলে কলঙ্কিত, কামী, কুবুদ্ধি, সাধু-গণের সহিত কলহকারী, কলিন্দনন্দিনী যমুনা তাহাকেও ভ্রমরাদির ধ্বনিযুক্ত বৃন্দাবন ধাম প্রদান করেন। হে কৃষ্ণে! তুমিই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-স্বরূপিণী, আর তোমার বেগবান্ আবর্ত্তে মৎস্যরূপে এবং ঊর্ম্মিতে ঊর্ম্মিতে কূর্ম্মরূপে ভগবান্ সর্ব্বদা বিহার করেন, প্রত্যেক বারিবিন্দুতে গোবিন্দ প্রতিভাত হন। তুমি ঘন মেঘনিভা, কৃষ্ণবামাঙ্গসম্ভূতা ও লীলাবতী, তোমাকে বন্দনা করি! তুমি নিজ বলে গগনতল হইতে বিরজানদীর জল সকল খণ্ডিত করিয়া বৈরাজ নামক বেগ প্রবাহিত করিয়াছ, তুমি ব্রহ্মাণ্ড ছিন্ন ও সর্ব্বত্র সুরনগর, গিরি, গণ্ডগিরি প্রভৃতি দুর্গসমূহ ভিন্ন করিয়া ভূমণ্ডলে লহরী তুলিয়া স্বীয় তটাশ্রয়ে প্রচলিতা হইয়াছ! হে যমুনে! পৃথিবীতে তোমার যে বিশ্রুত নাম পর্ব্বতপ্রমাণ পাপরাশি নাশ করে, সেই অখণ্ড নাম আমার বাঙ্মণ্ডলীতে ক্ষণকাল বাস করুক। অকার্য্যকারী দণ্ডার্হ পাপিজনও খণ্ডিত অর্থাৎ কোনও রূপে তোমার সেই নাম একবার বাক্য দ্বারা উচ্চারণ করে, তথাপি তাহাকে তুমি পাররহিত অদণ্ড্য কর! সে ব্যক্তি তোমার প্রচণ্ড দণ্ডধর ভ্রাতা মার্ত্তণ্ড-তনয় ধর্ম্মরাজের পুরে নির্ভয়ে বিচরণ করে। তুমি বিষয়ান্ধ কূপ-পতিত ব্যক্তির উদ্ধারের রজ্জু, কলুষরূপ মূষিকের নাশকারিণী সর্পিণী, বিরাটরূপী ভগবানের বেণী, উষ্ণীষ ও কণ্ঠের সুন্দর হার। অহো! ভূতলমানবের ভাগ্য ধন্য; কেননা, আদি-দেববল্লভা গোলোকেরও অতি দুর্লভা সুভগা যমুনা অদ্বিতীয়া নদীরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। ১—৮।

ত্বৎকূলে জললোলগোলবিচলৎকল্লোলকোলা হলঃ
ত্বৎকান্তারকুতূহলালিকুলকৃজ্‌ঝঙ্কারকেকাকুলঃ
কূজৎকোকিলসঙ্কুলো ব্রজলতালঙ্কা...
পাত মাম ৯

ভবন্তি জিহ্বাস্তনুরোমতু
গিরো যদা ভূসিকতা ইবাশু।
তদপ্যলং যান্তি ন তে গুণান্তং
সন্তো মহান্তঃ কিল শেষতুল...
কলিন্দগিরিনন্দিনীস্তব উষস্ত্বয়ং বা ...ঃ
শ্রুতশ্চ যদি পাঠিতো ভুবি তনোতি সন্মঙ্গল।
জনোঽপি যদি ধারয়েৎ কিল পঠেচ্চ যো
নিত্য ঃ
স যাতি পরমং পদং নিজনিকুঞ্জলীলাবৃতম্॥

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে
সৌভরিমান্ধাতৃসংবাদে যমুনাস্তবো নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

হে কৃষ্ণকান্তি কালিন্দি! তুমি গোপী, গোকু গোপগণের ক্রীড়াবিস্তারিণী; চঞ্চলভাবে প্রা লিত জলের গোলাকার লহরী-মালায় তোম কূল কল্লোল-কোলাহল-সমাকুল; তোমার সমী পস্থ বৃন্দাবনে কুতূহলী অলিকুলের মধুরধ্বনি ময়ূরের কেকাবাণী এবং কোকিলের কূজনে মুখরিত; লতালঙ্কার-ভূষিত এহেন ব্রজভূষণ বৃন্দাবন আমাকে রক্ষা করুন। জিহ্বা যদি শরীরের রোমপরিমাণ অসংখ্য হয়, বাণী যদি ধূলিকণার মত অগণিত হয়; আর সাধু মহাত্মারা যদি অনন্তনাগের মত অনন্তমুখ হন তথাপি তোমার গুণের অন্ত পান না। সত্তম ব্যক্তি প্রভাতকালে কলিন্দগিরিনন্দিনী যমুনার এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ করিয়া জগতে পরম মঙ্গল বিস্তার করেন। মানব যদি ইহ নিত্য পাঠ ও ধারণ করে, তবে সে নিশ্চিত নিজ নিকুঞ্জলীলাবৃত কৃষ্ণের পরম পদ প্রাপ্ত লীলাবৃত কৃষ্ণের পরম পদ প্রাপ্ত হয়। ৯—১:

মাধুর্য্যখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

মান্ধাতোবাচ।

কৃষ্ণায়াঃ পটলং পুণ্যং কামদং পদ্ধতিং তথা।
বদ মাং মুনিশার্দ্দূল ত্বং সাক্ষাৎ জ্ঞানশেবধিঃ ॥১

সৌভরিরুবাচ।

পটলং পদ্ধতিং বক্ষ্যে যমুনায়া মহামতে।
কৃত্বা শ্রুত্বাথ জপ্ত্বা বা জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ২
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য মায়াবীজং ততঃ পরম্।
রমাবীজং ততঃ কৃত্বা কামবীজং বিধানতঃ ॥ ৩
কালিন্দীতি চতুর্থ্যন্তে দেবীপদমতঃ পরম্।
নমঃ পশ্চাৎ সম্বিধার্য্য জপেন্মন্ত্রমিমং নরঃ ॥ ৪
জপেদ্রেকাদশলক্ষাণি মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ভুবি।
জনৈঃ প্রার্থ্যাশ্চ যে কামাঃ সর্ব্বে প্রাপ্যাঃ
স্বতশ্চ তে ॥ ৫
বিধায় ষোড়শদলং পদ্মং সিংহাসনে শুভে।
কর্ণিকায়াঞ্চ কালিন্দীং ন্যসেচ্ছ্রীকৃষ্ণসংযুতাম্ ॥ ৬
জাহ্নবীং বিরজাং কৃষ্ণাং চন্দ্রভাগাং সরস্বতীম্।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মান্ধাতা বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! আপনি সাক্ষাৎ জ্ঞাননিধি, এক্ষণে যমুনার পুণ্য কামদ পটল ও পদ্ধতি বর্ণন করুন। সৌভরি বলিলেন,—হে মহামতে! যমুনার পটল ও পদ্ধতি বলিতেছি, মানব উহা করিয়া, শুনিয়া ও জপিয়া জীবন্মুক্ত হয়। প্রথমে প্রণব ওঁ, তারপর মায়াবীজ হ্রীং, তৎপর রমাবীজ শ্রীং তদনন্তর যথাবিধি কামবীজ—ক্লীং উচ্চারণ করিবে। অতঃপর চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত কালিন্দ্যৈ, তারপর নমঃ যোগ করিয়া মানব "ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিন্দ্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র জপ করিবে। ভূতলে এই মন্ত্র একাদশ লক্ষ জপ করিলে সিদ্ধ হয় এবং জনগণ যে কামনা প্রার্থনা করে, তাহা স্বতই সিদ্ধ হইয়া থাকে। শুভ সিংহাসনে ষোড়শদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া কর্ণিকায় কৃষ্ণনামসংযুক্ত কালিন্দী নাম অঙ্কিত করিবে। সত্তম মানব ষোড়শদলে পৃথক্ পৃথক্ যথাবিধি জাহ্নবী, বিরজা, কৃষ্ণা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী,

গোমতীং কৌশিকীং বেণীং সিন্ধুং গোদাবরীং তথা ॥ ৭
বেদস্মৃতীং বেত্রবতীং শতদ্রুং সরযূং তথা।
পূজয়েন্মানবশ্রেষ্ঠ ঋষিকুল্যাং ককুদ্মিনীম্ ॥ ৮
পৃথক্ পৃথক্ তদ্দলেষু নামোচ্চার্য্য বিধানতঃ।
বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং বৃন্দাঞ্চ তুলসীং তথা।
চতুর্দ্দিক্ষু বিধায়াশু পূজয়েন্নামভিঃ পৃথক্ ॥ ৯

ওঁ নমো ভগবত্যৈ কলিন্দনন্দিন্যৈ সূর্য্যকন্যকায়ৈ যমভগিন্যৈ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ যূথীভূতায়ৈ স্বাহা।

অনেন মন্ত্রেণাবাহনাদিষোড়শোপচারান্ সমাহিত উপাহরেৎ ॥ ১০
ইত্যেবং পটলং বিদ্ধি তুভ্যং বক্ষ্যামি পদ্ধতিম্
যাবৎ সম্পূর্ণতাং যাতি পুরশ্চরণমেব হি ॥ ১১
তাবদ্ভবেদ্‌ব্রহ্মচারী জপেন্মৌনব্রতো দ্বিজঃ।
যবভোজী ভূমিশায়ী পত্রভুগ্‌জিতমানসঃ ॥ ১২
কামং ক্রোধং তথা লোভং মোহং দ্বেষং বিসৃজ্য সঃ।
ভক্ত্যা পরময়া রাজন্ বর্ত্তমানস্তু দেশকঃ ॥ ১৩
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তউত্থায় ধ্যাত্বা দেবীং কলিন্দজাম্।
অরুণোদয়বেলায়াং নদ্যাং স্নানং সমাচরেৎ ॥১৪
মধ্যাহ্নে চাপি সন্ধ্যায়াং সন্ধ্যাবন্দনতৎপরঃ।
সমাপ্তে নিয়মে রাজন্ কালিন্দীতীরমাস্থিতঃ ॥১৫
দশলক্ষং ব্রাহ্মণানাং সপুত্রাণাং মহাত্মনাম্।
পূজয়িত্বা গন্ধপুষ্পৈর্দত্ত্বা তেভ্যঃ সুভোজনম্ ॥১৬
বস্ত্রভূষণসৌবর্ণপাত্রাণি প্রস্ফুরন্তি চ।
দক্ষিণাশ্চ শুভা দদ্যাত্ততঃ সিদ্ধির্ভবেৎ খলু ॥১৭
ইতি তে পদ্ধতিঃ প্রোক্তা ময়া রাজন্মহামতে।
কুরু ত্বং নিয়মং সর্ব্বং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥১৮

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে সৌভরিমান্ধাতৃসংবাদে পটলপদ্ধতিবর্ণনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮॥

গোমতী, কৌশিকী, বেণী, সিন্ধু, গোদাবরী, বেদস্মৃতী, বেত্রবতী, শতদ্রু, সরযু, ঋষিকুল্যা ও ককুদ্মিনী নাম বিন্যস্ত করিয়া পূজা করিবে। পদ্মের চারিদিকে বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, বৃন্দা ও তুলসী নাম সন্নিবেশপূর্ব্বক প্রত্যেকের নামোচ্চারণ করিয়া পূজা করিবে।১—৯। মানব সমাহিত হইয়া মূলের লিখিত "ওঁ নমো ভগবত্যৈ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। ইহা পটল বলিয়া জানিবে, এক্ষণে তোমাকে পদ্ধতি বলিতেছি। যে পর্য্যন্ত পুরশ্চরণ পূর্ণ না হয়, দ্বিজ ততকাল ব্রহ্মচারী ও মৌনী হইয়া মন্ত্র জপ করিবে। হে রাজন্! মন্ত্রজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় মানব যবভোজী, ভূমিশায়ী ও পত্রমাত্রাহারী হইবে; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া পরম ভক্তিযুক্ত হইবে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া কালিন্দী দেবীকে ধ্যান করত অরুণোদয়ে নদীতে স্নান ও সন্ধ্যা-বন্দনা করিবে; মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নেও সন্ধ্যাবন্দনাদিতে তৎপর হইবে। হে রাজন্! এই নিয়ম সম্পূর্ণ অনুষ্ঠিত হইলে যমুনাতীরে উপনীত হইয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা উত্তম পুত্রযুক্ত দশলক্ষ মহাত্মা ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে। তারপর বস্ত্র, উজ্জ্বল ভূষণ ও সুবর্ণপাত্র উত্তম দক্ষিণারূপে প্রদান করিবে। এইরূপ করিলে নিশ্চিতই সিদ্ধিলাভ হয়। হে রাজন্! এই আমি তোমার নিকট পদ্ধতি বলিলাম, হে মহামতে! তুমি এই সকল নিয়মানুষ্ঠান কর, অতঃপর আর কি শুনিতে বাসনা হয়?১০—১৮।

মাধুর্য্যখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

মান্ধাতোবাচ।
নাম্নাং সহস্রং কৃষ্ণায়াঃ সর্ব্বসিদ্ধিকরং পরম্।
বদ মাং মুনিশার্দ্দূল ত্বং সর্ব্বজ্ঞো নিরাময়ঃ ॥ ১

ঊনবিংশ অধ্যায়

মান্ধাতা বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সুস্থদেহ, আমার নিকট

সৌভরিরুবাচ

নাম্নাং সহস্রং কালিন্দ্যা মান্ধাতস্তে বদাম্যহম্।
সর্ব্বসিদ্ধিকরং দিব্যং শ্রীকৃষ্ণবশকারকম্ ॥ ২

ওঁ অস্য শ্রীকালিন্দীসহস্রনামস্তোত্রমন্ত্রস্য সৌভরি ঋষিঃ। শ্রীযমুনা দেবতা। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। মায়াবীজমিতি কীলকম্। রমাবীজমিতি শক্তিঃ। শ্রীকলিন্দনন্দিনীপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। অথ ধ্যানম্।—

শ্যামামম্ভোজনেত্রাং সঘনঘনরুচিং রত্নমঞ্জীরকূজৎ-
কাঞ্চীকেয়ূরযুক্তাং কনকমণিময়ে বিভ্রতীং কুণ্ডলে দ্বে।
ভ্রাজচ্ছ্রীনীলবস্ত্রাং স্ফুরদমলচলদ্ধারভারাং মনোজ্ঞাম্।
ধ্যায়েন্মার্ত্তণ্ডপুত্রীং তনুকিরণচয়োদ্দীপ্তদীপাভিরামাম্ ॥ ৩ ॥

ইতি ধ্যানম্।

ওঁ কালিন্দী যমুনা কৃষ্ণা কৃষ্ণরূপা সনাতনী।
কৃষ্ণবামাংসসম্ভূতা পরমানন্দরূপিণী ॥ ৪
গোলোকবাসিনী শ্যামা বৃন্দাবনবিনোদিনী।
রাধাসখী রাসলীলারাসমণ্ডলমণ্ডনী ॥ ৫
নিকুঞ্জমাধবী বল্লী রঙ্গবল্লী মনোহরা।
শ্রীরাসমণ্ডলীভূতা যূথীভূতা হরিপ্রিয়া ॥ ৬
গোলোকতটিনী দিব্যা নিকুঞ্জতলবাসিনী।
দীর্ঘোর্ম্মিবেগগম্ভীরা পুষ্পপল্লববাহিনী ॥ ৭
ঘনশ্যামা মেঘমালা বলাকা পদ্মমালিনী।
পরিপূর্ণতমা পূর্ণা পূর্ণব্রহ্মপ্রিয়া পরা ॥ ৮
মহাবেগবতী সাক্ষান্নিকুঞ্জদ্বারনির্গতা।
মহানদী মন্দগতির্বিরজাবেগভেদিনী ॥ ৯
অনেকব্রহ্মাণ্ডগতা ব্রহ্মদ্রবসমাকুলা।
গঙ্গামিশ্রা নির্জ্জলাভা নির্ম্মলা সরিতাংবরা ॥ ১০
রত্নবদ্ধোভয়তটী হংসপদ্মাদিসঙ্কুলা
নদী নির্ম্মলপানীয়া সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডপাবনী ॥ ১১
বৈকুণ্ঠপরিখীভূতা পরিখা পাপহারিণী।
ব্রহ্মলোকগতা ব্রাহ্মী স্বর্গাস্বর্গনিবাসিনী ॥ ১২
উল্লসন্তী প্রোৎপতন্তী মেরুমালা মহোজ্জ্বলা।
শ্রীগঙ্গাম্ভঃশিখরিণী গণ্ডশৈলবিভেদিনী ॥ ১৩
দেশান্ পুনন্তী গচ্ছন্তী বহন্তী ভূমিমধ্যগা।
মার্ত্তণ্ডতনুজা পুণ্যা কলিন্দগিরিনন্দিনী ॥ ১৪
যমস্বসা মন্দহাসা সুদ্বিজা রচিতাম্বরা।

কালিন্দীর সর্ব্বসিদ্ধিকর পরম সহস্র নাম বর্ণন করুন। সৌভরি বলিলেন—হে মান্ধাতঃ! কালিন্দীর সহস্র নাম তোমাকে বলিতেছি; উহা দিব্য, সর্ব্বসিদ্ধিকর ও শ্রীকৃষ্ণ-বশকারক। এই কালিন্দী-সহস্রনাম স্তোত্র-মন্ত্রের সৌভরি ঋষি, যমুনা দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, মায়াবীজ কীলক, রমাবীজশক্তি কলিন্দনন্দিনীর প্রসন্নতাসিদ্ধির জন্য ইহা বিনিযুক্ত হয়। অনন্তর ধ্যান—শ্যামা, পদ্মনেত্রা, ঘনমেঘকান্তি, শব্দায়মান রত্নমঞ্জীর কাঞ্চী ও কেয়ূরযুক্তা, কনক-মণিময় কুণ্ডলদ্বয়ধারিণী, নীলবসন-শোভিতা, স্ফুরিতপ্রভ-চঞ্চলজলধারাযুক্তা, মনোজ্ঞা, দেহ-দীপ্তিতে প্রদীপ্ত প্রদীপ-সদৃশা মনোভিরামা মার্ত্তণ্ডপুত্রী যমুনাকে ধ্যানকরিবে। ১—৩। ইহাই হইল ধ্যান; অতঃপর সহস্র নাম, যথা—কালিন্দী, যমুনা, কৃষ্ণা, কৃষ্ণরূপা, সনাতনী, কৃষ্ণবামাংসম্ভূতা, পরমানন্দরূপিণী, গোলোকবাসিনী, শ্যামা, বৃন্দাবন-বিনোদিনী, রাধাসখী, রাসলীলা-রাসমণ্ডলমণ্ডনী, নিকুঞ্জ-মাধবী, বল্লী, রঙ্গবল্লী, মনোহরা, শ্রীরাসমণ্ডলীভূতা, যূথীভূতা, হরিপ্রিয়া, গোলোকতটিনী, দিব্যা, নিকুঞ্জতলবাসিনী, দীর্ঘোর্ম্মি বেগগম্ভীরা, পুষ্পপল্লববাহিনী, ঘনশ্যামা, মেঘমালা, বলাকা, পদ্মমালিনী, পরিপূর্ণতমা, পূর্ণা, পূর্ণব্রহ্মপ্রিয়া, পরা, মহাবেগবতী, সাক্ষাৎ নিকুঞ্জদ্বার নির্গতা, মহানদী, মন্দগতি, বিরজাবেগভেদিনী, অনেক-ব্রহ্মাণ্ডগতা, ব্রহ্মদ্রবসমাকুলা, গঙ্গামিশ্রা, নির্জলাভা, নির্ম্মলা, সরিতাংবরা। ৪—১০। রত্নবদ্ধোভয়তটী, হংসপদ্মাদিসঙ্কুলা, নদী, নির্ম্মলপানীয়া, সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডপাবনী, বৈকুণ্ঠপরিখী-ভূতা, পরিখা, পাপহারিণী, ব্রহ্মলোকগতা, ব্রাহ্মী, স্বর্গাস্বর্গনিবাসিনী, উল্লসন্তী, প্রোৎ-পতন্তী, মেরুমালা, মহোজ্জ্বলা, শ্রীগঙ্গাম্ভঃ-শিখরিণী গণ্ডশৈলবিভেদিনী, দেশপাবনী, গচ্ছন্তী, বহন্তী, ভূমিমধ্যগা, মার্ত্তণ্ডতনুজা, পুণ্যা, কলিন্দগিরিনন্দিনী, যমস্বসা, মন্দহাসা,

নীলাম্বরা পদ্মমুখী চরন্তী চারুদর্শনা ॥ ১৫
রম্ভোরুঃ পদ্মনয়না মাধবী প্রমদোত্তমা।
তপশ্চরন্তী সুশ্রোণী কূজন্নূপুরমেখলা ॥ ১৬
জলস্থিতা শ্যামলাঙ্গী খাণ্ডবাভা বিহারিণী।
গাণ্ডী বিভাষিণী বন্ধা শ্রীকৃষ্ণং বরমিচ্ছতী ॥১৭
দ্বারকাগমনা রাজ্ঞী পট্টরাজ্ঞী পরঙ্গতা।
মহারাজ্ঞী রত্নভূষা গোমতীতীরচারিণী ॥ ১৮
স্বকীয়া চ সুখা স্বার্থা স্বভক্তকার্য্যসাধিনী
নবলাঙ্গা বলা মুগ্ধা বরাঙ্গা বামলোচনা ॥ ১৯
অজ্ঞাতযৌবনা দীনা প্রভা কান্তির্দ্যুতিশ্ছবিঃ।
সুশোভা পরমা কীর্ত্তিঃ কুশলা জ্ঞাতযৌবনা ॥ ২০
নবোঢ়া মধ্যগা মধ্যা প্রৌঢ়িঃ প্রৌঢ়া প্রগল্ভকা
ধীরাধীরা ধৈর্য্যধরা জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা কুলাঙ্গনা ॥ ২১
ক্ষণপ্রভা চঞ্চলার্চ্চা বিদ্যুৎসৌদামিনী তড়িৎ।
স্বাধীনপতিকা লক্ষ্মীঃ পুষ্টা স্বাধীনভর্ত্তৃকা ॥ ২২
কলহান্তরিতা ভীরুরিচ্ছা প্রোৎকণ্ঠিতাকুলা।
কশিপুস্থা দিব্যশয্যা গোবিন্দহৃতমানসা ॥ ২৩
খণ্ডিতাখণ্ডশোভাঢ্যা বিপ্রলব্ধাভিসারিকা।
বিরহার্ত্তা বিরহিণী নারী প্রোষিতভর্ত্তৃকা ॥ ২৪

মানিনী মানদা প্রাজ্ঞা মন্দারবনবাসিনী।
ঝঙ্কা[illegible] ॥ ২৫
মেখলামেখলা কাঞ্চী কাঞ্চনী কঞ্চনাময়ী।
কঞ্চুকী কঞ্চুকমণিঃ শ্রীকণ্ঠাঢ্যা মহামণিঃ ॥ ২৬
শ্রীহারিণী পদ্মহারা মুক্তা মুক্তাফলার্চ্চিতা।
রত্নকঙ্কণকেয়ূরা স্ফুরদঙ্গুলিভূষণা ॥ ২৭
দর্পণা দর্পণীভূতা দুষ্টদর্পবিনাশিনী।
কম্বুগ্রীবা কম্বুধরা গ্রৈবেয়ক বিরাজিতা ॥২৮
তাটঙ্কিনী দন্তধরা হেমকুণ্ডলমণ্ডিতা।
শিখাভূষা ভালপুষ্পা নাসামৌক্তিকশোভিতা ॥২৯
মণিভূমিগতা দেবী রৈবতাদ্রিবিহারিণী।
বৃন্দাবনগতা বৃন্দা বৃন্দারণ্যনিবাসিনী ॥ ৩০
বৃন্দাবনলতা মাধবী বৃন্দারণ্যবিভূষণা।
সৌন্দর্য্যলহরী লক্ষ্মীর্মথুরাতীর্থবাসিনী ॥ ৩১
বিশ্রান্তবাসিনী কাম্যা রম্যা গোকুলবাসিনী।
রমণস্থলশোভাঢ্যা মহাবনমহানদী ॥ ৩২
প্রণতা প্রোন্নতা পুষ্টা ভারতী ভরতার্চ্চিতা।
তীর্থরাজগতির্গোত্রা গঙ্গাসাগরসঙ্গমা ॥ ৩৩

সুদ্বিজা, রচিতাম্বরা, নীলাম্বরা, পদ্মমুখী, চরন্তী, চারুদর্শনা, রম্ভোরু, পদ্মনয়না, মাধবী, প্রমদোত্তমা, তপশ্চরন্তী, সুশ্রোণি, কূজন্নূপুরমেখলা, জলস্থিতা, শ্যামলাঙ্গী, খাণ্ডবাভা, বিহারিণী, গাণ্ডী, বিভাষিণী, বন্ধা, শ্রীকৃষ্ণবরেচ্ছুকা, দ্বারকাগমনা, রাজ্ঞী, পট্টরাজ্ঞী, পরঙ্গতা, মহারাজ্ঞী, রত্নভূষা, গোমতীতীরচারিণী, স্বকীয়া, সুখা, স্বার্থা, স্বভক্তকার্য্যসাধিনী, নবলাঙ্গা, বলা, মুগ্ধা, বরাঙ্গা, বামলোচনা, অজ্ঞাতযৌবনা, দীনা, প্রভা, কান্তি, দ্যুতি, ছবি, সুশোভা, পরমা, কীর্ত্তি, কুশলা জ্ঞাতযৌবনা। ১১—২০। নবোঢ়া, মধ্যগা, মধ্যা, প্রৌঢ়ি, প্রৌঢ়া, প্রগল্ভা, ধীরা, অধীরা, ধৈর্য্যধরা, জ্যেষ্ঠা, শ্রেষ্ঠা, কুলাঙ্গনা, ক্ষণপ্রভা, চঞ্চলা, অর্চ্চা, বিদ্যুৎ, সৌদামিনী, তড়িৎ, স্বাধীনপতিকা, লক্ষ্মী, পুষ্টা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা, কলহান্তরিতা, ভীরু, ইচ্ছা, প্রোৎকণ্ঠিতা, আকুলা, কশিপুস্থা, দিব্যশয্যা, গোবিন্দহৃতমানসা, খণ্ডিতা, অখণ্ডশোভাঢ্যা, বিপ্রলব্ধা, অভিসারিকা, বিরহার্ত্তা, বিরহিণী, নারী, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, মানিনী, মানদা, প্রাজ্ঞা, মন্দারবনবাসিনী, ঝঙ্কারিণী, ঝনৎকারী, রণন্মঞ্জীরনূপুরা, মেখলা, অমেখলা, কাঞ্চী, কাঞ্চনী, কঞ্চ ামরী, কঞ্চুকী, কঞ্চুকমণি, শ্রীকণ্ঠা, আঢ্যা মহামণি, শ্রীহারিণী, পদ্মহারা, মুক্তা, মুক্তাফলার্চ্চিতা, রত্নকঙ্কণ কেয়ূরা, স্ফুরদঙ্গুলিভূষণা, দর্পণা, দর্পণীভূতা, দুষ্টদর্পবিনাশিনী, কম্বুগ্রীবা, কম্বুধরা, গ্রৈবেয়ক-বিরাজিতা, তাটঙ্কিনী, দণ্ডধরা, হেমকুণ্ডল-মণ্ডিতা, শিখাভূষা, ভালপুষ্পা, নাসামৌক্তিক-শোভিতা, মণিভূমিগতা, দেবী, রৈবতাদ্রি-বিহারিণী, বৃন্দাবনগতা, বৃন্দা, বৃন্দারণ্যনিবাসিনী, বৃন্দাবনলতা, মাধবী, বৃন্দারণ্যবিভূষণা, সৌন্দর্য্যলহরী, লক্ষ্মী, মথুরাতীর্থবাসিনী। ২১—৩১। বিশ্রান্তবাসিনী, কাম্যা, রম্যা, গোকুলবাসিনী, রমণস্থলশোভাঢ্যা, মহাবন-মহানদী, প্রণতা, প্রোন্নতা, পুষ্টা, ভারতী, ভরতার্চ্চিতা, তীর্থরাজগতি, গোত্রা, গঙ্গাসাগর-

সপ্তাব্ধিভেদিনী লোলা সপ্তদ্বীপগতাবলা।
লুঠন্তী শৈলভিন্দ্যন্তী স্ফুরন্তী বেগবত্তরা ॥ ৩৪
কাঞ্চনী কাঞ্চনীভূমিঃ কাঞ্চনীভূমিভাবিতা।
লোকদৃষ্টির্লোকলীলা লোকালোকাচলার্চ্চিতা ॥৩৫
শৈলোদ্গতা স্বর্গগতা স্বর্গার্চ্চা স্বর্গপূজিতা।
বৃন্দাবনী বনাধ্যক্ষা রক্ষা কক্ষা তটী পটী ॥ ৩৬
অসিকুণ্ডগতা কচ্ছা স্বচ্ছন্দোচ্ছলিতাদিজা।
কুহরস্থা রয়প্রস্থা প্রস্থা শান্তেতরাতুরা ॥ ৩৭
অম্বুচ্ছটা সীকরাভা দর্দ্দুরা দার্দ্দুরীধরা।
পাপাঙ্কুশা পাপসিংহী পাপক্রমকুঠারিণী ॥ ৩৮
পুণ্যসঙ্ঘা পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যদা পুণ্যবর্দ্ধিনী।
মধোর্বনদীমুখ্যাতুলা তালবনস্থিতা ॥ ৩৯
কুমুদ্বননদী কুব্জা কুমুদাম্ভোজবর্দ্ধিনী।
প্লবরূপা বেগবতী সিংহসর্পাদিবাহিনী ॥ ৪০
বহুলী বহুদা বহ্বী বহুলা বনবন্দিতা।
রাধাকুণ্ডকলারাধ্যা কৃষ্ণকুণ্ডজলাশ্রিতা ॥ ৪১
ললিতাকুণ্ডগা ঘণ্টা বিশাখাকুণ্ডমণ্ডিতা।
গোবিন্দকুণ্ডনিলয়া গোপকুণ্ডতরঙ্গিণী ॥ ৪২
শ্রীগঙ্গা মানসীগঙ্গা কুসুমাম্বরভাবিনী।
গোবর্দ্ধিনী গোধনাঢ্যা ময়ূরী বরবর্ণিনী ॥ ৪৩
সারসী নীলকণ্ঠাভা কূজৎকোকিলপোতকী
গিরিরাজপ্রসূর্ভূরিরাতপত্রাতপত্রিণী ॥ ৪৪
গোবর্দ্ধনাঙ্কা গোদন্তী দিব্যৌষধিনিধিঃ স্মৃতিঃ।
পারদী পারদময়ী নারদী শারদী ভৃতিঃ ॥ ৪৫
শ্রীকৃষ্ণচরণাঙ্কস্থা কামা কামবনাচিতা।
কামাটবী নন্দিনী চ নন্দগ্রামমহীধরা ॥ ৪৬
বৃহৎসানুদ্যুতিঃ প্রোতা নন্দীশ্বরসমন্বিতা।
কাকলী কোকিলময়ী ভাণ্ডীরকুশকৌশলা ॥ ৪৭
লোহার্গলপ্রদাকারা কাশ্মীরবসনাবৃতা।
বর্হিষদী শোণপুরী শূরক্ষেত্রপুরাধিকা ॥ ৪৮
নানাভরণশোভাঢ্যা নানাবর্ণসমন্বিতা।
নানানারীকদম্বাঢ্যা রঙ্গা রঙ্গমহীরুহা ॥ ৪৯
নানালোকগতা বর্চ্চির্নানাজলসমন্বিতা।
স্ত্রীরত্নং রত্ননিলয়া ললনা রত্নরঞ্জিনী ॥ ৫০
রঙ্গিণী রঙ্গভূম্যাঢ্যা রঙ্গা রঙ্গমহীরুহা।
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যা জগৎকীর্ত্তির্ঘনাঘনা ॥ ৫১
বিলোলঘণ্টা কৃষ্ণাঙ্গা কৃষ্ণদেহসমুদ্ভবা।
নীলপঙ্কজবর্ণাভা নীলপঙ্কজহারিণী ॥ ৫২

সঙ্গমা, সপ্তাব্ধিভেদিনী, লোলা, সপ্তদ্বীপগতা, বলা, লুঠন্তী, শৈলভিন্দ্যন্তী, স্ফুরন্তী, বেগবত্তরা, কাঞ্চনী, কাঞ্চনীভূমি, কাঞ্চনীভূমিভাবিতা, লোকদৃষ্টি, লোকলীলা, লোকালোকাচলার্চ্চিতা, শৈলোদ্গতা, স্বর্গগতা, স্বর্গার্চ্চা, স্বর্গপূজিতা, বৃন্দাবনী, বনাধ্যক্ষা, রক্ষা, কক্ষা, তটী, পটী, অসিকুণ্ডগতা, কচ্ছা, স্বচ্ছন্দোচ্ছলিতা, আদিজা, কুহরস্থা, রয়ঃপ্রস্থা, শান্তা, অশান্তা, আতুরা, অম্বুচ্ছটা, শীকরাভা, দর্দ্দুরা, দার্দ্দুরীধরা, পাপাঙ্কুশা, পাপসিংহী, পাপক্রমকুঠারিণী, পুণ্যসঙ্ঘা, পুণ্যকীর্ত্তি, পুণ্যদা, পুণ্যবর্দ্ধিনী, মধুবননদী, মুখ্যা, অতুলা, তালবনস্থিতা, কুমুদ্বননদী, কুব্জা, কুমুদা, অম্ভোজবর্দ্ধিনী, প্লবরূপা, বেগবতী, সিংহসর্পাদিবাহিনী। ৩২—৪০। বহুলী, বহুদা, বহ্বী, বহুলা, বনবন্দিতা, রাধাকুণ্ডকলা, আরাধ্যা, কৃষ্ণকুণ্ডজলাশ্রিতা, ললিতাকুণ্ডগা, ঘণ্টা, বিশাখাকুণ্ডমণ্ডিতা, গোবিন্দকুণ্ডনিলয়া, গোপকুণ্ডতরঙ্গিণী, শ্রীগঙ্গা, মানসীগঙ্গা, কুসুমাম্বরভাবিনী, গোবর্দ্ধিণী, গোধনাঢ্যা, ময়ূরী, বরবর্ণিনী, সারসী, নীলকণ্ঠাভা, কূজৎকোকিলপোতকী, গিরিরাজপ্রসূ, ভূরি, আতপত্রা, আতপত্রিণী, গোবর্দ্ধনাঙ্কা, গোদন্তী, দিব্যৌষধিনিধি, স্মৃতি, পারদী, পারদময়ী, নারদী, শারদী, ভৃতি, শ্রীকৃষ্ণচরণাঙ্কস্থা, কামা, কামবনাচিতা, কামাটবী, নন্দিনী, নন্দগ্রামমহীধরা, বৃহৎসানুদ্যুতি, প্রোতা, নন্দীশ্বরসমন্বিতা, কাকলী, কোকিলময়ী, ভাণ্ডীরকুশকৌশলা, লোহার্গলপ্রদাকারা, কাশ্মীরবসনাবৃতা, বর্হিষদী, শোণপুরী, শূরক্ষেত্রপুরাধিকা, নানাভরণশোভাঢ্যা, নানাবর্ণসমন্বিতা, নানানারীকদম্বাঢ্যা, রঙ্গা, রঙ্গমহীরুহা, নানালোকগতা, বর্চ্চিঃ, নানাজলসমন্বিতা, স্ত্রীরত্না, রত্ননিলয়া, ললনা, রত্নরঞ্জিনী। ৪১—৫০। রঙ্গিণী, রঙ্গভূম্যাঢ্যা, রঙ্গা, রঙ্গমহীরুহা, রাজবিদ্যা, রাজগুহ্যা, জগৎকীর্ত্তি, ঘনা, অঘনা, বিলোলঘণ্টা, কৃষ্ণাঙ্গা, কৃষ্ণদেহসমুদ্ভবা, নীলপঙ্কজবর্ণাভা, নীলপঙ্কজহারিণী,

নীলাভা নীলপদ্মাঢ্যা নীলাম্ভোরুহবাসিনী।
নাগবল্লী নাগপুরী নাগবল্লীদলার্চ্চিতা॥ ৫৩
তাম্বূলচর্চ্চিতা চর্চ্চা মকরন্দমনোহরা।
সকেশরা কেসরিণী কেশপাশাভিশোভিতা॥৫৪
কজ্জলাভা কজ্জলাক্তা কজ্জলী কলিতাঞ্জনা।
অলক্তচরণা তাম্রা লীলা তাম্রীকৃতাম্বরা॥ ৫৫
সিন্দূরিতা লিপ্তবাণী সুশ্রীঃ শ্রীখণ্ডমণ্ডিতা।
পাটীরপঙ্কবসনা জটামাংসীরুগম্বরা॥ ৫৬
আগর্য্যগুরুগন্ধাক্তা তগরাশ্রিতমারুতা।
সুগন্ধিতৈলরুচিরা কুন্তলালিঃ শকুন্তলা॥ ৫৭
শকুন্তলাপাংসুলা চ পাতিব্রত্যপরায়ণা।
সূর্য্যপ্রভা সূর্য্যকন্যা সূর্য্যদেহসমুদ্ভবা॥ ৫৮
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশা সূর্য্যজা সূর্য্যনন্দিনী
সংজ্ঞা সংজ্ঞাসুতা স্বেচ্ছা সংজ্ঞামোদপ্রদায়িনী॥
সংজ্ঞাপুত্রী স্ফুরচ্ছায়া তপতী তাপকারিণী।
সাবর্ণ্যানুভবা দেবী বড়বা সৌখ্যদায়িনী॥ ৬০
শনৈশ্চরানুজা কীলা চন্দ্রবংশবিবর্দ্ধিনী।
চন্দ্রবংশবধূশ্চন্দ্রা চন্দ্রাবলিসহায়িনী॥ ৬১
চন্দ্রাবতী চন্দ্রলেখা চন্দ্রকান্তানুগাংশুকা।
ভৈরবী পিঙ্গলাশঙ্কী লীলাবত্যাগরীময়ী॥ ৬২
ধনশ্রীর্দেবগান্ধারী স্বর্মণির্গুণবর্দ্ধিনী।
ব্রজমল্লার্য্যন্ধকারী বিচিত্রা জয়কারিণী॥ ৬৩
গান্ধারী মঞ্জরী টোড়ী গুর্জ্জর্য্যাসাবরী জয়া।
কর্ণাটী রাগিণী গৌরী বৈরাটী গৌরবাটিকা॥৬৪
চতুশ্চন্দ্রা কলা হেরী তৈলঙ্গী বিজয়াবতী।
তালী তলস্বরা গানা ক্রিয়ামাত্রপ্রকাশিনী॥ ৬৫
বৈশাখী চাচলা চারুর্মাচারী ঘূঘটী ঘটা
বৈরাগরী সোরটীশা কৈদারী জলধারিকা॥ ৬৬
কামাকরশ্রী কল্যাণী গৌড়কল্যাণমিশ্রিতা।
রামসঞ্জীবিনী হেলা মন্দারী কামরূপিণী॥ ৬৭
সারঙ্গী মারুতী হোঢ়া সাগরী কামবাদিনী।
বৈভাসী মঙ্গলা চান্দ্রী রাসমণ্ডলমণ্ডনা॥ ৬৮
কামধেনুঃ কামলতা কামদা কমনীয়কা।
কল্পবৃক্ষস্থলী স্থূলা ক্ষুধা সৌধনিবাসিনী॥ ৬৯
গোলোকবাসিনী সুভ্রূর্যষ্টিভৃদ্দ্বারপালিকা।
শৃঙ্গারপ্রকরা শৃঙ্গা স্বচ্ছা শয্যোপকারিকা॥ ৭০
পার্ষদা সুসখী সেব্যা শ্রীবৃন্দাবনপালিকা।
নিকুঞ্জভৃৎ কুঞ্জপুঞ্জা গুঞ্জাভরণভূষিতা॥ ৭১

নীলাভা, নীলপদ্মাঢ্যা, নীলাম্ভোরুহবাসিনী, নাগবল্লী, নাগপুরী, নাগবল্লীদলার্চ্চিতা, তাম্বূলচর্চ্চিতা, চর্চ্চা, মকরন্দমনোহরা, সকেসরা, কেসরিণী, কেশপাশাভিশোভিতা, কজ্জলাভা, কজ্জলাক্তা, কজ্জলী, কলিতাঞ্জনা, অলক্তচরণা, তাম্রা, নীলা তাম্রীকৃতাম্বরা, সিন্দূরিতা, লিপ্তবাণী, সুশ্রী, শ্রীখণ্ডমণ্ডিতা, পাটীরপঙ্কবসনা, জটামাংসীরুগম্বরা, আগরী, অগুরুগন্ধাঢ্যা, তগরাশ্রিতমারুতা, সুগন্ধিতৈলরুচিরা, কুন্তলালি, শকুন্তলা, শকুন্তলাপাংসুলা, পাতিব্রত্যপরায়ণা, সূর্য্যপ্রভা, সূর্য্যকন্যা, সূর্য্যদেহসমুদ্ভবা, কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশা, সূর্য্যজা, সূর্য্যনন্দিনী, সংজ্ঞা, সংজ্ঞাসুতা, স্বেচ্ছা, সংজ্ঞামোদপ্রদায়িনী, সংজ্ঞাপুত্রী, স্ফুরচ্ছায়া, তপতী, তাপকারিণী,সাবর্ণ্যানুভবা, বেদী, বড়বা, সৌখ্যদায়িনী।৫৩—৬০। শনৈশ্চরানুজা, কীলা, চন্দ্রবংশবিবর্দ্ধিনী, চন্দ্রবংশবধূ, চন্দ্রা, চন্দ্রাবলিসহায়িনী, চন্দ্রাবতী, চন্দ্রলেখা, চন্দ্রকান্তা, অনুগা, অংশুকা, ভৈরবী, পিঙ্গলাশঙ্কী, লীলাবতী, আগরীময়ী ধনশ্রী, দেবগান্ধারী, স্বর্মণি, গুণবর্দ্ধিনী, ব্রজমল্লারী, অন্ধকারী, বিচিত্রা, জয়কারিণী, গান্ধারী, মঞ্জরী, টোড়ী, গুর্জ্জরী, আসাবরী, জয়া, কর্ণাটী, রাগিণী, গৌরী, বৈরাটী, গৌরবাটিকা চতুশ্চন্দ্রা, কলা, হেরী, তৈলঙ্গী, বিজয়াবতী, তালী, তলস্বরা, গানা, ক্রিয়ামাত্রপ্রকাশিনী, বৈশাখী, অচলা, চারু, মাচারী ঘূঘটী, ঘটা, বৈরাগরী, সোরটিশা, কৈদারী, জলধারিকা, কামাকরশ্রী, কল্যাণী,গৌড়কল্যাণমিশ্রিতা, রামসঞ্জীবিনী, হেলা, মন্দারী, কামরূপিণী, সারঙ্গী, মারুতী, হোঢ়া, সাগরী, কামবাদিনী, বৈভাসী, মঙ্গলা,চান্দ্রী, রাসমণ্ডলমণ্ডনা, কামধেনু, কামলতা, কামদা কমনীয়কা, কল্পবৃক্ষস্থলী,স্থূলা, ক্ষুধা, সৌধনিবাসিনী, গোলোকবাসিনী, সুভ্রূ, যষ্টিভৃৎ, দ্বারপালিকা, শৃঙ্গারপ্রকরা, শৃঙ্গা, স্বচ্ছা, শয্যোপকরিকা।৫১—৭০ পার্ষদা, সুসখী, সেব্যা, শ্রীবৃন্দাবনপালিকা,

নিকুঞ্জবাসিনী প্রেষ্যা গোবর্দ্ধনতটীভবা।
বিশাখা ললিতা রামা নীরুজা মধুমাধবী ॥ ৭২
একা নৈকসখী শুক্লা সখীমধ্যা মহামনাঃ।
শ্রুতিরূপা ঋষিরূপা মৈথিলাঃ কৌশলাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥
অযোধ্যাপুরবাসিন্যো যজ্ঞসীতাঃ পুলিন্দকাঃ।
রমাবৈকুণ্ঠবাসিন্যঃ শ্বেতদ্বীপসখীজনাঃ ॥ ৭৪
ঊর্দ্ধবৈকুণ্ঠবাসিন্যো দিব্যাজিতপদাশ্রিতাঃ।
শ্রীলোকাচলবাসিন্যঃ শ্রীসখ্যঃ সাগরোদ্ভবাঃ ॥ ৭৫
দিব্যা অদিব্যা দিব্যাঙ্গা ব্যাপ্তাস্ত্রিগুণবৃত্তয়ঃ।
ভূমিগোপ্যো দেবনার্য্যো লতা ঔষধিবীরুধঃ ॥৭৬
জালন্ধর্য্যঃ সিন্ধুসুতাঃ পৃথুবর্হিষ্মতীভবাঃ।
দিব্যাম্বরা অপ্সরসঃ সৌতলা নাগকন্যকাঃ ॥ ৭৭
পরং ধাম পরং ব্রহ্ম পৌরুষা প্রকৃতিঃ পরা।
তটস্থা গুণভূগীতা গুণাগুণময়ী গুণা ॥ ৭৮
চিদ্‌ঘনা সদসন্মালা দৃষ্টির্দৃশ্যা গুণাকরী।
মহত্ত্বমহঙ্কারো মনো বুদ্ধিঃ প্রচেতনা ॥ ৭৯
চেতোবৃত্তিঃ স্বান্তরাত্মা চতুর্থী চতুরাক্ষরা।
চতুর্ব্যূহশ্চতুর্ম্মূর্ত্তির্ব্যোম বায়ুরগ্নির্জলম্ ॥ ৮০

মহী শব্দো রসো গন্ধঃ স্পর্শো রূপমনেকধা।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ং কর্ম্মময়ীং জ্ঞানং জ্ঞানেন্দ্রিয়ং দ্বিধা ॥
ত্রিধাধিভূতমধ্যাত্মমধিদৈবমধিস্থিতম্।
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ সর্ব্বদেবাধিদেবতা ॥৮২
তত্ত্বসঙ্ঘা বিরাম্মূর্ত্তির্ধারণা ধারণাময়ী।
শ্রুতিঃ স্মৃতির্বেদমূর্ত্তিঃ সংহিতা গর্গসংহিতা ॥ ৮৩
পারাশরী সৈব সৃষ্টিঃ পারহংসী বিধাতৃকা।
যাজ্ঞবল্ক্যী ভাগবতী শ্রীমদ্ভাগবতার্চ্চিতা ॥ ৮৪
রামায়ণময়ী রম্যা পুরাণপুরুষপ্রিয়া।
পুরাণমূর্ত্তিঃ পুণ্যাঙ্গা শাস্ত্রমূর্ত্তির্মহোন্নতা ॥ ৮৫
মনীষা ধিষণা বুদ্ধির্বাণী ধীঃ শেমুষী মতিঃ।
গায়ত্রী বেদসাবিত্রী ব্রাহ্মণী ব্রহ্মলক্ষণা ॥ ৮৬
দুর্গাপর্ণা সতী সত্যা পার্ব্বতী চণ্ডিকাম্বিকা।
আর্য্যা দাক্ষায়ণী দাক্ষী দক্ষযজ্ঞবিঘাতিনী ॥ ৮৭
পুলোমজা শচীন্দ্রাণী দেবী দেববরার্পিতা।
বায়ুনা ধারিণী ধন্যা বায়বী বায়ুবেগগা ॥ ৮৮
যমানুজা সংযমনী সংজ্ঞা চ্ছায়া স্ফুরদ্দ্যুতিঃ।
রত্নদেবী রত্নবৃন্দা তারা তরণিমণ্ডলা ॥ ৮৯

নিকুঞ্জভৃৎ, কুঞ্জ-পুঞ্জা, গুঞ্জাভরণভূষিতা, নিকুঞ্জ-বাসিনী, প্রেষ্যা, গোবর্দ্ধনতটীভবা, বিশাখা, ললিতা, রামা, নীরুজা, মধুমাধবী, একা, নৈক-সখী, শুক্লা, সখীমধ্যা মহামনাঃ, শ্রুতিরূপা, ঋষিরূপা, মৈথিলা, কৌশলস্ত্রী, অযোধ্যাপুর-বাসিনী, যজ্ঞসীতা, পুলিন্দকা, রমা, বৈকুণ্ঠ-বাসিনী, শ্বেতদ্বীপসখী, ঊর্দ্ধবৈকুণ্ঠবাসিনী, দিব্যা, অজিতপদাশ্রিতা, শ্রীলোকাচলবাসিনী, শ্রীসখী, সাগরোদ্‌ভবা, দিব্যা, অদিব্যা, দিব্যাঙ্গা ব্যাপ্তা, ত্রিগুণবৃত্তি, ভূমিগোপী, দেব-নারী, লতা, ওষধি বীরুধ, জালন্ধরী, সিন্ধুসুতা, পৃথুভবা, বর্হিষ্মতীভবা, দিব্যাম্বরা, অপ্সরা, সৌতলা, নাগকন্যকা, পরমধামরূপা, পরমব্রহ্ম-রূপা, পৌরুষা, প্রকৃতি পরা, তটস্থা, গুণভূ গীতা, গুণা, গুণময়ী, অগুণা, চিদ্‌ঘনা, সদ-সন্মালা, দৃষ্টি, দৃশ্যা, গুণাকরী, মহত্তত্ত্বরূপা, অহঙ্কাররূপা, মনোরূপা, বুদ্ধি, প্রচেতনা, চেতোবৃত্তি, স্বান্তরাত্মা, চতুর্থী, চতুরাক্ষরা, চতুর্ব্যূহ, চতুর্মূর্ত্তি, বোমরূপা, বায়ুরূপা, অগ্নিরূপা, জলরূপা। ৭১—৮০। মহীরূপা, শব্দরূপা, রসরূপা, গন্ধরূপা, স্পর্শরূপা, রূপ-রূপা, কর্ম্মেন্দ্রিয়, কর্ম্মময়ী, জ্ঞানরূপা, জ্ঞানে-ন্দ্রিয়রূপা, অধিভূতরূপা, অধ্যাত্মরূপা, অধি-দৈবরূপা, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, সর্ব্বদেবাধি-দেবতা, তত্ত্বসঙ্ঘা, বিরাটমূর্ত্তি, ধারণা, ধারণাময়ী শ্রুতি, স্মৃতি, বেদমূর্ত্তি, সংহিতা, গর্গসংহিতা, পারাশারী সৃষ্টি, পারহংসী, বিধাতৃকা, যাজ্ঞ-বল্ক্যী, ভাগবতী, শ্রীমদ্ভাগবতার্চ্চিতা, রামা-য়ণময়ী, রম্যা, পুরাণপুরুষপ্রিয়া, পুরাণমূর্ত্তি, পুণ্যাঙ্গা, শাস্ত্রমূর্ত্তি, মহোন্নতা, মনীষা, ধিষণা, বুদ্ধি, বাণী, ধী, শেমুষী, মতি, গায়ত্রী, বেদসাবিত্রী, ব্রাহ্মণী, ব্রহ্মলক্ষণা, দুর্গা, অর্পণা, সতী, সত্যা, পার্ব্বতী, চণ্ডিকা, অম্বিকা, আর্য্যা, দাক্ষায়ণী, দাক্ষী, দক্ষযজ্ঞবিঘাতিনী, পুলো-মজা, শচী, ইন্দ্রাণী, দেবী, দেববরার্পিতা, বায়ুধারিণী, ধন্যা, বায়বী, বায়ুবেগগা, যমানুজা, সংযমনী, সংজ্ঞা, ছায়া, স্ফুরদ্দ্যুতি, রত্নদেবী,

রুচিঃ শান্তিঃ ক্ষমা শোভা দয়া দক্ষা দ্যুতিত্রপা
তলতুষ্টিবিভা [illegible]
চতুর্ভুজা চারুনেত্রা দ্বিভুজাষ্টভুজা বলা।
শঙ্খহস্তা পদ্মহস্তা চক্রহস্তা গদাধরা ॥ ৯১
নিষঙ্গধারিণী চর্ম্মখড়্গপাণির্ধনুর্দ্ধরা।
ধনুষ্টঙ্কারিণী যোদ্ধ্রী দৈত্যোদ্ভটবিনাশিনী ॥৯২
রথস্থা গরুড়ারূঢ়া শ্রীকৃষ্ণহৃদয়স্থিতা।
বংশীধরা কৃষ্ণবেষা স্রগ্বিণী বনমালিনী ॥ ৯৩
কিরীটধারিণী যানা মন্দমন্দগতির্গতিঃ।
চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশা তন্বী কোমলবিগ্রহা ॥ ৯৪
ভৈষ্মী ভীষ্মসুতা ভীমা রুক্মিণী রুক্মরূপিণী।
সত্যভামা জাম্ববতী সত্যা ভদ্রা সুদক্ষিণা ॥ ৯৫
মিত্রবিন্দা সখীবৃন্দা বৃন্দারণ্যধ্বজোর্দ্ধগা।
শৃঙ্গারকারিণী শৃঙ্গা শৃঙ্গভূঃ শৃঙ্গদা খগা ॥ ৯৬
তিতিক্ষেক্ষা স্মৃতিঃ স্পর্দ্ধা স্পৃহা শ্রদ্ধা স্বনির্বৃতিঃ
ঈশা তৃষ্ণা ভিদা প্রীতির্হিংসায়াং চাক্রমা কৃষিঃ ॥
আশা নিদ্রা যোগনিদ্রা যোগিনী যোগদা যুগা।
নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা শমিতিঃ সত্বপ্রকৃতিরুত্তমা ॥ ৯৮
তমঃপ্রকৃতির্দুর্ম্মর্ষী রজঃপ্রকৃতিরানতিঃ।
ক্রিয়াক্রিয়াকৃতির্গ্লানিঃ সাত্বিক্যাধ্যাত্মিকী বৃষা ॥
সেবা শিখামণির্বৃদ্ধিরাহূতিঃ পিঙ্গলোদ্ভবা।
নাগভাষা নাগভূষা নাগরী নগরী নগা ॥ ১০০
নৌর্নৌকা ভবনৌর্ভাব্যা ভবসাগরসেতুকা।
মনোময়ী দারুময়ী সৈকতী সিকতাময়ী ॥ ১০১
লেখ্যা লেপ্যা মণিময়ী প্রতিহেমবিনির্ম্মিতা।
শৈলী শৈলভবা শীলা শীকরাভা চলাচলা ॥১০২
অস্থিতা স্বস্থিতা তূলী বৈদিকী তান্ত্রিকী বিধিঃ।
সন্ধ্যা সন্ধ্যাভ্রবসনা বেদসন্ধিঃ সুধাময়ী ॥ ১০৩
সায়ন্তনী শিখা বেধ্যা সূক্ষ্মা জীবকলাকৃতিঃ
আত্মভূতা ভাবিতাণ্বী প্রহ্বী কমলকর্ণিকা ॥১
নীরাজনী মহাবিদ্যা কন্দলী কার্য্যসাধনী।
পূজা প্রতিষ্ঠা বিপুলা পুনন্তী পারলৌকিকী ॥১০৫
শুক্লশুক্তির্মৌক্তিকা চ প্রতীতিঃ পরমেশ্বরী।
বিরাজোষ্ণিক্ বিরাট্‌বেণী বেণুকা বেণুনাদিনী ॥
আবর্ত্তিনী বার্ত্তিকদা বার্ত্তা বৃত্তির্বিমানগা।
রাসাঢ্যা রাসিনী রাসী রাসমণ্ডলমণ্ডলী ॥ ১০৭

রত্নবৃন্দা, তারা, তরণীমণ্ডলা, রুচি, শান্তি, ক্ষমা, শোভা, দয়া, দক্ষা, দ্যুতি, ত্রপা, তলতুষ্টি, বিভা, পুষ্টি, সন্তুষ্টি, পুষ্টভাবনা। ৮১—৯০। চতুর্ভুজা, চারুনেত্রা, দ্বিভুজা, অষ্টভুজা, বলা, শঙ্খহস্তা, পদ্মহস্তা, চক্রহস্তা, গদাধরা, নিষঙ্গধারিণী, চর্ম্মপাণি, খড়্গপাণি, ধনুর্দ্ধরা, ধনুষ্টঙ্কারিণী, যোদ্ধ্রী, দৈত্যোদ্ভটবিনাশিনী, রথস্থা গরুড়ারূঢ়া, শ্রীকৃষ্ণহৃদয়স্থিতা, বংশীধরা, কৃষ্ণবেশা, স্রগ্বিণী, বনমালিনী, কিরীটধারিণী, যানা, মন্দা, মন্দগতি গতি, চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশা, তন্বী, কোমলবিগ্রহা, ভৈষ্মী, ভীষ্মসুতা, ভীমা, রুক্মিণী, রুক্মরূপিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, সত্যা, ভদ্রা, সুদক্ষিণা মিত্রবিন্দা সখীবৃন্দা, বৃন্দারণ্যধ্বজোর্দ্ধগা, শৃঙ্গারকারিণী শৃঙ্গা, শৃঙ্গভূ, শৃঙ্গদা, খগা, তিতিক্ষা, ঈক্ষা স্মৃতি স্পর্দ্ধা স্পৃহা, শ্রদ্ধা, স্বনির্বৃতি, ঈশা, তৃষ্ণা, ভিদা, প্রীতি, হিংসাক্রমা, কৃষি, আশা নিদ্রা, যোগনিদ্রা যোগিনী, যোগদা, যুগা, নিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা, সমিতি, সত্বপ্রকৃতি, উত্তমা, তমঃপ্রকৃতি, দুর্ম্মর্ষী, রজঃপ্রকৃতি, আনতি, ক্রিয়া, অক্রিয়া, কৃতি, গ্লানি, সাত্বিকী, আধ্যাত্মিকী, বৃষা, সেবা, শিখামণি, বৃদ্ধি, আহূতি, পিঙ্গলোদ্‌ভবা, নাগভাষা, নাগভূষা, নাগরী, নগরী, নগা। ৯১—১০০। নৌ, নৌকা, ভবনৌ, ভাব্যা, ভবসাগরসেতুকা, মনোময়ী, দারুময়ী, সৈকতী, সিকতাময়ী, লেখ্যা, লেপ্যা, মণিময়ী, প্রতিহেমবিনির্ম্মিতা, শৈলী, শৈলভবা, শীলা, শীকরাভা, চলা, অচলা, অস্থিতা, স্বস্থিতা, তূলী, বৈদিকীবিধি, তান্ত্রিকীবিধি, সন্ধ্যা, সন্ধ্যাভ্রবসনা, বেদসন্ধি সুধাময়ী, সায়ন্তনী, শিখা, বেধ্যা, সূক্ষ্মা, জীবকলা, আকৃতি, আত্মভূতা, ভাবিতা, অণ্বী, প্রহ্বী, কমলকর্ণিকা, নীরাজনী, মহাবিদ্যা, কন্দলী, কার্য্যসাধিনী, পূজা, প্রতিষ্ঠা, বিপুলা, পুনন্তী, পারলৌকিকী, শুক্লশুক্তি, মৌক্তিকা, প্রতীতি পরমেশ্বরী, বিরাজোষ্ণিক্, বিরাট্‌বেণী, বেণুকা, বেণুনাদিনী, আবর্ত্তিনী, বার্ত্তিকদা বার্ত্তা, বৃত্তি, বিমানগা, রাসাঢ্যা, রাসিনী, রাসী, রাসমণ্ডলমণ্ডলী,

গোপগোপীশ্বরী গোপী গোপীগোপালবন্দিতা।
গোচারিণী গোপনদী গোপানন্দপ্রদায়িনী ॥ ১০৮
পশব্যদা গোপসেব্যা কোটিশো গোগণাবৃতা।
গোপানুগা গোপবতী গোবিন্দপদপাদুকা ॥১০৯
বৃষভানুসুতা রাধা শ্রীকৃষ্ণবশকারিণী।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা শশ্বদ্রসিকা রসিকেশ্বরী ॥ ১০০
অবটোদা তাম্রপর্ণী কৃতমালা বিহায়সী।
কৃষ্ণা বেণী ভীমরথী তাপী রেবা মহাপগা ॥১১১
বৈয়াসকী চ কাবেরী তুঙ্গভদ্রা সরস্বতী।
চন্দ্রভাগা বেত্রবতী ঋষিকুল্যা ককুদ্মিনী ॥ ১১২
গৌতমী কৌশিকী সিন্ধুর্বাণগঙ্গাতিসিদ্ধিদ।
গোদাবরী রত্নমালা গঙ্গা মন্দাকিনী বলা ॥১১৩
স্বর্ণদী জাহ্নবী বেলা বৈষ্ণবী মঙ্গলালয়া।
বালা বিষ্ণুপদী প্রোক্তা সিন্ধুসাগরসঙ্গতা ॥ ১১৪
গঙ্গাসাগরশোভাঢ্যা সামুদ্রী রত্নদা ধুনী।
ভাগীরথী স্বর্ধুনী ভূঃ শ্রীবামনপদচ্যুতা ॥ ১১৫
লক্ষ্মী রমা রামণীয়া ভার্গবী বিষ্ণুবল্লভা।
সীতার্চ্চির্জানকী মাতা কলঙ্করহিতা কলা ॥১১৬
কৃষ্ণপাদাব্জসম্ভূতা সর্ব্বা ত্রিপথগামিনী।
ধরা বিশ্বম্ভরাঽনন্তা ভূমির্ধাত্রী ক্ষমাময়ী ॥ ১১৭
স্থিতা ধরিত্রী ধরণী উর্ব্বী শেষফণস্থিতা।
অযোধ্যা রাঘবপুরী কৌশিকী রঘুবংশজা ॥১১৮
মথুরা মাথুরী পন্থা যাদবী ধ্রুবপূজিতা।
মায়াপুর্ব্বিল্বনীলাখ্যা গঙ্গাদ্বারবিনির্গতা ॥ ১১৯
কুশাবর্ত্তময়ী ধ্রৌব্যা ধ্রুবমণ্ডলমধ্যগা।
কাশী শিবপুরী শেষা বিন্ধ্যা বারণসী শিবা ॥১২০
অবন্তিকা দেবপুরী প্রোজ্জ্বলোজ্জয়িনী জিতা।
দ্বারাবতী দ্বারকামা কুশভূতা কুশস্থলী ॥ ১২১
মহাপুরী সপ্তপুরী নন্দিগ্রামস্থলস্থিতা।
শালগ্রামশিলাদিত্যশম্ভলগ্রামমধ্যগা ॥ ১২২
বংশগোপালিনী ক্ষিপ্তা হরিমন্দিরবর্ত্তিনী।
বর্হিষ্মতী হস্তিপুরী শক্রপ্রস্থনিবাসিনী ॥ ১২৩
দাড়িমী সৈন্ধবী জম্বু পৌষ্করী পুষ্করপ্রসূঃ
উৎপলাবর্ত্তগমনা নৈমিষী নৈমিষাবৃতা ॥ ১২৪
কুরুজাঙ্গলভূঃ কালী হৈমবত্যর্বুদী বুধা।
শূকরক্ষেত্রবিদিতা শ্বেতবারাহধারিতা ॥ ১২৫
সর্ব্বতীর্থময়ী তীর্থা তীর্থানাং তীর্থকারিণী।

গোপগোপীশ্বরী, গোপী, গোপী, গোপালবন্দিতা, গোচারিণী, গোপনদী, গোপানন্দপ্রদায়িনী, পশব্যদা, গোপসেব্যা কোটিগোগণাবৃতা, গোপানুগা, গোপবতী, গোবিন্দপদপাদুকা, বৃষভানুসুতা, রাধা, শ্রীকৃষ্ণবশকারিণী, কৃষ্ণ-প্রাণাধিকা, শশ্বদ্রসিকা, রসিকেশ্বরী। ১০১—১১০। অবটোদা, তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, বিহায়সী, কৃষ্ণবেণী, ভীমরথী, তাপী, রেবা, মহাপগা, বৈয়াসকী, কাবেরী, তুঙ্গভদ্রা, সরস্বতী, চন্দ্রভাগা, বেত্রবতী, ঋষিকুল্যা, ককুদ্মিনী, গৌতমী, কৌশিকী, সিন্ধু, বাণগঙ্গা, অতিসিদ্ধিদা, গোদাবরী, রত্নমালা, গঙ্গা, মন্দাকিনী, বলা, স্বর্ণদী, জাহ্নবী, বেলা, বৈষ্ণবী, মঙ্গলালয়া, বালা, বিষ্ণুপদী, সিন্ধু-সাগরসঙ্গতা গঙ্গাসাগরশোভাঢ্যা, সামুদ্রী, রত্নদা, ধুনী, ী, স্বর্ধুনী, শ্রীবামনপদচ্যুতা, ভূ, লক্ষ্মী, রমা, রামণীয়া, ভার্গবী, বিষ্ণুবল্লভা, সীতা, অর্চ্চিঃ, জানকী, মাতা, কলঙ্করহিতা, কলা, কৃষ্ণ-পাদাব্জসম্ভূতা, সর্ব্বা, ত্রিপথগামিনী, ধরা, বিশ্বম্ভরা, অনন্তা, ভূমি, ধাত্রী, ক্ষমাময়ী, স্থিতা, ধরিত্রী, ধরণী, উর্ব্বী, শেষফণাস্থিতা, অযোধ্যা, রাঘবপুরী, কৌশিকী, রঘুবংশজা, মথুরা, মাথুরী, পন্থা, যাদবী, ধ্রুবপূজিতা, মায়াপুঃ, বিল্ব-নীলবিনির্গতা, গঙ্গাদ্বারবিনির্গতা, কুশাবর্ত্তময়ী, ধ্রৌব্যা, ধ্রুবমণ্ডলমধ্যগা, কাশী, শিবপুরী, শেষা, বিন্ধ্যা, বারণসী, শিবা। ১১১—১২০। অবন্তিকা, দেবপুরী, প্রোজ্জ্বলা, উজ্জয়িনী, জিতা, দ্বারাবতী, দ্বারকামা, কুশভূতা, কুশস্থলী, মহাপুরী, সপ্তপুরী, নন্দিগ্রামস্থলস্থিতা, শালগ্রামশীলামধ্যগা, আদিত্যমধ্যগা, শম্ভলগ্রাম-মধ্যগা, বংশগোপালিনী, ক্ষিপ্তা, হরিমন্দির-বর্ত্তিনী, বর্হিষ্মতী, হস্তিপুরী, শক্র-প্রস্থনিবাসিনী, দাড়িমী, সৈন্ধবী, জম্বু, পৌষ্করী, পুষ্করপ্রসূ, উৎপলা, আবর্ত্তগমনা, নৈমিষী, নৈমিষাবৃতা, কুরুজাঙ্গলভূ, কালী, হৈমবতী, অর্ব্বুদী, বুধা, শূকরক্ষেত্র-বিদিতা, শ্বেতবারাহ-

হারিণী সর্ব্বদোষাণাং দায়িনী সর্ব্বসম্পদাম্ ॥১২৬
বর্দ্ধিনী তেজসাং সাক্ষাদ্গর্ভবাসনিকৃন্তনী।
গোলোকধামধনিনী নিকুঞ্জনিজমঞ্জরী ॥ ১২৭
সর্ব্বোত্তমা সর্ব্বপুণ্যা সর্ব্বসৌন্দর্য্যশৃঙ্খলা।
সর্ব্বতীর্থোপরিগতা সর্ব্বতীর্থাধিদেবতা ॥ ১২৮
নাম্নাং সহস্রং কালিন্দ্যাঃ কীর্ত্তিদং কামদং পরম্
মহাপাপহরং পুণ্যম্ আয়ুর্ব্বর্দ্ধনমুত্তমম্ ॥ ১২৯
একবারং পঠেদ্রাত্রৌ চৌরেভ্যো ন ভয়ং ভবেৎ
দ্বিবারং প্রপঠেন্মার্গে দস্যুভ্যো ন ভয়ং ক্বচিৎ ॥
দ্বিতীয়াং তু সমারভ্য পঠেৎ পূর্ণাবধিং দ্বিজঃ।
দশবারমিদং ভক্ত্যা ধ্যাত্বা দেবীং কলিন্দজাম্ ॥
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ
গুর্ব্বিণী জনয়েৎ পুত্রং বিদ্যার্থী পণ্ডিতো ভবেৎ
মোহনং স্তম্ভনং শশ্বৎ বশীকরণমেব চ।
উচ্চাটনং ঘাতনং চ শোষণং দীপনং তথা ॥১৩
উন্মাদনং তাপনং চ নিধিদর্শনমেব চ।
যদ্যদ্বাঞ্ছতি চিত্তেন তত্তৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চস্বী রাজন্যো জগতীপতিঃ।
বৈশ্যো নিধিপতির্ভূয়াৎ শূদ্রঃ শ্রুত্বা তু নির্ম্মলঃ ॥
পূজাকালে তু যো নিত্যং পঠেত্ ভক্তিভাবতঃ
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১৩৬
শতবারং পঠেন্নিত্যং বর্ষাবধিমতঃ পরম্।
পটলং পদ্ধতিং কৃত্বা স্তবং চ কবচ তথা ॥১৩৭
সপ্তদ্বীপমহীরাজ্যং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩৮
নিষ্কারণং পঠেদ্যস্তু যমুনাভক্তিসংযুতঃ।
ত্রৈবর্গ্যমেত্য সুকৃতী জীবন্মুক্তো ভবেদিহ ॥১৩৯

নিকুঞ্জলীলাললিতং মনোহরং
কলিন্দজাকূললতাকদম্বকম্।
বৃন্দাবনোন্মত্তমিলিন্দশব্দিতং
ব্রজেৎ স গোলোকমিদং পঠেচ্চ যঃ ॥১৪০

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে সৌভরি মান্ধাতৃসংবাদে শ্রীযমুনাসহস্রনামকথনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ধারিতা, সর্ব্বতীর্থময়ী, তীর্থা, তীর্থসমূহ-তীর্থকারিণী, সর্ব্বদোষহারিণী, সর্ব্বসম্পদদায়িনী, তেজোবর্দ্ধিনী, সাক্ষাৎ গর্ভবাস-নিকৃন্তনী, গোলোকধামধনিনী, নিকুঞ্জ-নিজমঞ্জরী, সর্ব্বোত্তমা, সর্ব্বপুণ্যা, সর্ব্বসৌন্দর্য্যশৃঙ্খলা, সর্ব্বতীর্থোপরিগতা, সর্ব্বতীর্থাধিদেবতা। ১২১—১২৮। যমুনার এই সহস্র নাম উত্তম, কীর্ত্তিদ, কামদ, মহাপাপহর, পুণ্য ও উত্তম আয়ুর্ব্বর্দ্ধন। ইহা রাত্রিতে একবার পাঠ করিলে তস্করগণ হইতে ভয় থাকে না; দুইবার পাঠ করিলে পথে কদাচিৎ দস্যুভীতি থাকে না। দ্বিজ দ্বিতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া কালিন্দী দেবীকে ধ্যান করত ভক্তিভরে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঠ করিবেন। ইহা পাঠ করিলে রোগী রোগমুক্ত, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধনমুক্ত হয় এবং গর্ভিণী পুত্র প্রসব করে ও বিদ্যার্থী বিদ্বান্ হয়। মোহন, স্তম্ভন, নিত্য বশীকরণ, উচ্চাটন, মারণ, শোষণ, দীপন, উন্মাদন, তাপন, নিধিদর্শন ইত্যাদি যাহা যাহা হৃদয়ে অভিলাষ করে, মানব তাহাই প্রাপ্ত হয়। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন, রাজন্য জগতীপতি, বৈশ্য-নিধিপতি এবং শূদ্র নির্ম্মল হয়। পূজাকালে যে ব্যক্তি ইহা ভক্তিযুক্ত হইয়া নিত্য পাঠ করে, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় সে পাপলিপ্ত হয় না। পটল, পদ্ধতি, ও স্তবকবচাদির অনুষ্ঠান করিয়া অতঃপর যে ব্যক্তি নিত্য শতবার এই সহস্র নাম পাঠ করে, সে সপ্তদ্বীপান্বিত পৃথিবীরাজ্য প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি যমুনার প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া নিষ্কামভাবে পাঠ করে, সেই সুকৃতী ইহকালেই ত্রিবর্গসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হয়। অধিক কি, ইহা পাঠ করিয়া মানব নিকুঞ্জ-লীলা-ললিত যমুনাকূলজাত লতা-পরিবৃত, বৃন্দাবনের মত্ত-মধুকর শব্দিত মনোহর গোলোকে গমন করে। ১২৯—১৪০।

মাধুর্য্যখণ্ডে ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ ।

ইতি কৃষ্ণাস্তবং শ্রুত্বা মান্ধাতা নৃপসত্তমঃ ।
অযোধ্যাং প্রযযৌ বীরো নত্বা শ্রীসৌভরিং মুনিম্‌
ইদং ময়া তে কথিতং গোপীনাং চরিতং শুভম্‌
মহাপাপহরং পুণ্যং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২

বহুলাশ্ব উবাচ ।

শ্রুতং তব মুখাদ্‌ব্রহ্মন্‌ গোপীনাং বর্ণনং পরম্‌ ।
যমুনায়াশ্চ পঞ্চাঙ্গং মহাপাতকনাশনম্‌ ॥ ৩
ঃ সবলঃ সাক্ষাদ্‌গোলোকাধিপতিঃ প্রভুঃ ।
অগ্রে চকার কাং লীলাং ললিতাং ব্রজমণ্ডলে ॥৪

শ্রীনারদ উবাচ ।

একদা চারয়ন্‌ গাঃ স্বাঃ সবলো গোপবালকৈঃ ।
ভাণ্ডীরে যমুনাতীরে বাললীলাং চকার হ ॥ ৫
বিহারং কারয়ন্‌ বালৈর্বাহ্যবাহকলক্ষণম্‌ ।
বিজহার বনে কৃষ্ণো দর্শয়ন্‌ গা মনোহরাঃ ॥ ৬
তত্রাগতো গোপরূপী প্রলম্বঃ কংসনোদিতঃ ।
ন জ্ঞাতো বালকৈঃ সোঽপি হরিণা বিদিতো-
ঽভবৎ ॥ ৭
বিহারবিজয়ং রামং নেতুং কোঽপি ন মন্যতে ।
উবাহ তং প্রলম্বোঽসৌ ভাণ্ডীরাদ্‌যমুনাতটম্‌ ॥৮
অবরোহণতো দৈত্যো মথুরাং গন্তুমুদ্যতঃ ।
দধার ঘনবদ্রূপং গিরীন্দ্র ইব দুর্গমঃ ॥ ৯
বভৌ বলো দৈত্যপৃষ্ঠে সুন্দরো লোলকুণ্ডলঃ ।
আকাশস্থঃ পূর্ণচন্দ্রঃ সতড়িজ্জলদো যথা ॥ ১০
দৈত্যং ভয়ঙ্করং বীক্ষ্য বলদেবো মহাবলঃ ।
কুধাহনন্মুষ্টিনা তং শিরস্যদ্রিং যথাদ্রিভিৎ ॥ ১১
বিশীর্ণমস্তকো দৈত্যো যথা বজ্রহতো গিরিঃ ।
পপাত ভূমৌ সহসা চালয়ন্‌ বসুধাতলম্‌ ॥ ১২
তজ্জ্যোতির্নির্গতং দীর্ঘং বলে লীনং বভূব হ ।
তদৈব ববৃষুর্দেবাঃ পুষ্পৈর্নন্দনসম্ভবৈঃ ॥ ১৩

বিংশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—হে নৃপসত্তম! বীর মান্ধাতা এই যমুনাস্তব শ্রবণ করিয়া সৌভরি মুনিকে প্রণামপূর্ব্বক অযোধ্যাপুরে প্রয়াণ করিলেন। এই আমি তোমার নিকট গোপীগণের পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তন করিলাম; ইহা পুণ্য ও মহাপাপহর, পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্‌! আপনার মুখ হইতে গোপীগণের উত্তম বিবরণ ও মহাপাতক-নাশন যমুনার পঞ্চাঙ্গ শ্রবণ করিলাম, সাক্ষাৎ গোলোকাধিপতি প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-বলরামসহ ব্রজমণ্ডলে অতঃপর কি ললিত-লীলা করিয়াছিলেন? নারদ বলিলেন,—একদা কৃষ্ণ বলরাম ও বালকগণসহ স্ব স্ব গোগণের চারণ করিতে করিতে যমুনা তীর-বর্ত্তী ভাণ্ডীরবনে বাললীলা করিতেছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ বাহ্য ও কেহ বাহক হইয়াছিল, এইরূপে কৃষ্ণ মনোহর গোগণকে দেখিতে দেখিতে বালকগণের সহিত বনে বিহার করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তথায় কংস-প্রেরিত প্রলম্ব গোপবালকরূপ ধারণ করিয়া সমাগত হইল. বালকগণ তাহাকে জানিতে পারিল না, কিন্তু কৃষ্ণ বিদিত হইলেন। এ বিহারে বলরাম বিজয়ী হইলেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে বহন করিতে ইচ্ছা করিল না; তখন সেই প্রলম্ব তাঁহাকে পৃষ্ঠে লইয়া ভাণ্ডীরবন হইতে যমুনাতীর পর্য্যন্ত লইয়া গেল। দৈত্যকে সেই স্থান হইতে মথুরাগমনে উদ্যত দেখিয়া বলরাম অবতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই দৈত্য দুর্গম গিরীন্দ্রতুল্য মেঘের মত আকার ধারণ করিল; লোল-কুণ্ডল সুন্দর বলরাম প্রলম্বপৃষ্ঠে বিদ্যুদ্‌যুক্ত জলদ ও আকাশস্থ পূর্ণ শশধরের স্থায় শোভিত হইলেন। ১—১০ মহাবল বলদেব ভয়ঙ্কর দৈত্যদর্শনে পুরন্দর যেমন পর্ব্বত প্রহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রোষবশে তাহার মস্তকে মুষ্টি প্রহার করিলেন। ছিন্ন-মস্তক প্রলম্ব বজ্রাহত পর্ব্বতের মত মহী-তল কম্পিত করিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষিতিতলে পতিত হইল। ঐ দৈত্যদেহনির্গত দীর্ঘতেজ বলরামে লীন হইয়া গেল, তখনই দেবগণ নন্দন-কাননজাত কুসুমসমূহ বর্ষণ করিলেন;

অভূজ্জয়জয়ারাবো দিবি ভূমৌ নৃপেশ্বর
এবং শ্রীবলদেবস্য চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১৪
ময়া তে কথিতং রাজন্ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি

বহুলাশ্ব উবাচ।

কোঽয়ং দৈত্যঃ পূর্ব্বকালে প্রলম্বো রণদুর্ম্মদঃ।
বলদেবস্য হস্তেন মুক্তিং প্রাপ কথং মুনে ॥ ১৫

শ্রীনারদ উবাচ।

শিবস্য পূজনার্থং হি যক্ষরাট্ স্ববনে শুভে।
কারয়ামাস পুষ্পাণাং রক্ষাং যক্ষৈরিতস্ততঃ ॥১৬
তদপ্যস্থাতিজগৃহুঃ পুষ্পাণি প্রস্ফুরন্তি চ।
ততঃ ক্রুদ্ধো দদৌ শাপং যক্ষরাট্ ধনদো বলী ॥
যে গৃহ্নন্ত্যস্য পুষ্পাণি যে চান্যে সুরমানবাঃ।
ভবিতারোঽসুরাঃ সর্ব্বে মচ্ছাপাৎ সহসা ভুবি ॥
হূহূসুতোঽথ বিজয়ো বিচরংস্তীর্থভূমিষু।
বনং চৈত্ররথং প্রাপ্তো গায়ন্ বিষ্ণুগুণান্ পথি ॥
বীণাপাণিরজানন্ বৈ গন্ধর্ব্বঃ সুমনাংসি চ।
গৃহীত্বা সোঽসুরো জাতো গান্ধর্ব্বত্বং বিহায় তৎ
তদৈব শরণং প্রাপ্তঃ কুবেরস্য মহাত্মনঃ।
নত্বা তৎপ্রার্থনাং চক্রে কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ ॥২১
তস্মৈ প্রসন্নো রাজেন্দ্র কুবেরোঽপি বরং দদৌ।
ত্বং বিষ্ণুভক্তঃ শান্তাত্মা মা শোকং কুরু মানদ ॥
দ্বাপরান্তে চ তে মুক্তির্বলদেবস্য হস্ততঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো ভাণ্ডীরে যমুনাতটে ॥ ২৩

শ্রীনারদ উবাচ।

হূহূসুতঃ স গন্ধর্ব্বঃ প্রলম্বোঽভূন্মহাসুরঃ।
কুবেরস্য বরাদ্রাজন্ পরং মোক্ষং জগাম হ ॥২৪

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে প্রলম্ববধো নাম
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

অথ ক্রীড়াপ্রসক্তেষু গোপেষু সবলেষু চ।
তৃণলোভেন বিবিশুর্গাবঃ সর্ব্বা মহদ্বনম্ ॥ ১

হে নৃপেশ্বর! স্বর্গে ও ভূতলে জয় জয় রব উত্থিত হইল। হে রাজন্! বলদেবের এই-রূপ পরমাদ্ভুত চরিত আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। বহুলাশ্ব বলিলেন—এই রণ-দুর্ম্মদ দৈত্য প্রলম্ব পূর্ব্বকালে কি ছিল, হে মুনে! কেনই বা বলরামের করে মুক্তিলাভ করিল। নারদ বলিলেন,—যক্ষরাজ কুবের শিবপূজার জন্য নিজ সুন্দর উদ্যানে পুষ্প-রক্ষার্থ ইতস্ততঃ যক্ষগণকে রক্ষা করিয়া-ছিলেন। তদবস্থায়ও সেই কাননের প্রস্ফু-টিত কুসুমসমূহ কাহারা গ্রহণ করিত। অতঃপর বলবান্ যক্ষরাজ কুবের ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন,—দেব মানব কিংবা অন্য যে কেহ এই কাননের পুষ্প অপহরণ করিবে, আমার শাপে তাহারা তৎক্ষণাৎ ক্ষিতিতলে অসুর হইয়া জন্মিবে। হূহূ-তনয় বিজয়-নামক গন্ধর্ব্ব বীণা করে লইয়া পথে পথে গোবিন্দ-গুণ গাহিতে গাহিতে বহু তীর্থক্ষেত্র বিচরণ করিয়া সেই চৈত্ররথ কাননে উপনীত হন; তিনি না জানিয়া পুষ্পগ্রহণ করত তদীয় গন্ধর্ব্বদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অসুর হইয়া যান। তখনি তিনি মহাত্মা কুবেরের শরণাপন্ন হন এবং করজোড়ে তাঁহাকে বারবার নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করেন। হে রাজন্! কুবেরও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দান করেন;—হে মানদ! তুমি শান্তাত্মা বিষ্ণুভক্ত; শোক করিও না; দ্বাপর যুগের অবসানে যমুনার ভাণ্ডীরবনে বলরামের করে তোমার মুক্তি হইবে, সন্দেহ নাই। নারদ বলিলেন,—সেই হূহূ তনয় গন্ধর্ব্ব মহাসুর প্রলম্ব হইয়া জন্মিয়া-ছিল, হে রাজন্। সে কুবেরের বরদানে উত্তম মোক্ষলাভ করিল। ১১—২৪।

মাধুর্য্যখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০

একবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর বলরাম সহ গোপবালকগণ ক্রীড়া রত হইলে গোগণ তৃণ-

তা আনেতুং গোপবালাঃ প্রাপ্তা মুঞ্জাটবীং পরাম্।
সম্ভূতস্তত্র দাবাগ্নিঃ প্রলয়াগ্নিসমো মহান্॥ ২
গোভির্গোপাঃ সমেতাস্তে শ্রীকৃষ্ণং সবলং হরিম্
বদন্তঃ পাহি পাহীতি ভয়ার্ত্তাঃ শরণং গতাঃ॥৩
বীক্ষ্য বহ্নিভয়ং স্বানাং কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
অমীলয়ত মা ভৈষ্ট লোচনানীত্যভাষত॥ ৪
তথাভূতেষু গোপেষু তমগ্নিং ভয়কারকম্।
অপিবদ্ভগবান্ দেবো দেবানাং পশ্যতাং নৃপ॥৫
এবং পীত্বা মহাবহ্নিং নীত্বা গোপালগোগণম্।
প্রাপ্তোঽভূদ্যমুনাপারে শুভাশোকবনে হরিঃ॥৬
তত্র ক্ষুৎপীড়িতা গোপাঃ শ্রীকৃষ্ণং সবলং হরিম্
কৃতাঞ্জলিপুটা উচুঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ স্মো বয়ং প্রভো॥৭
তদা তান্ প্রেষয়ামাস যজ্ঞআঙ্গিরসে হরিঃ।
তে গত্বা তং যজ্ঞবরং নত্বোচুর্বিমলং বচঃ॥ ৮
গোপা উচুঃ।
গোপালবালৈঃ সবলঃ সমাগতো
গাশ্চারয়ন্ শ্রীব্রজরাজনন্দনঃ।
ক্ষুৎসংযুতোঽস্মৈ সগণায় ভূসুরাঃ
প্রযচ্ছতাশ্বন্নমনঙ্গমোহিনে॥ ৯
শ্রীনারদ উবাচ।
ন কিঞ্চিদূচুস্তে সর্ব্বে বচঃ শ্রুত্বা দ্বিজা নৃপ।
গোপা নিরাশা আগত্য ইত্যূচুঃ সবলং হরিম্॥
গোপা উচুঃ।
ত্বমস্তধীশো ব্রজমণ্ডলে বলী
শ্রীগোকুলে নন্দপুরাগ্রদণ্ডধৃক্।
ন বর্ত্ততে দণ্ডমলং মধোঃ পুরি
প্রচণ্ডচণ্ডাংশুমহস্তব স্ফুরৎ॥ ১১
শ্রীনারদ উবাচ।
পুনস্তান্ প্রেষয়ামাস তৎপত্নীভ্যো হরিঃ স্বয়ম্।
যজ্ঞবাটং পুনর্গত্বা নত্বা বিপ্রপ্রিয়াস্তদা।
কৃতাঞ্জলিপুটা উচুর্গোপাঃ কৃষ্ণপ্রণোদিতাঃ॥ ১২
গোপা উচুঃ।
গোপালবালৈঃ সবলঃ সমাগতো
গাশ্চারয়ন্ শ্রীব্রজরাজনন্দনঃ

লোভে বৃহৎ মুঞ্জাবনে প্রবেশ করিল, তাহাদিগকে আনিবার জন্য গোপবালকগণ সেই বনে প্রবিষ্ট হইলে সেস্থানে প্রলয়াগ্নিতুল্য এক মহা দাবাগ্নি উত্থিত হইল, গোগণসমন্বিত বালকেরা ভয়ার্ত্ত ও বলরামসহ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া বলিল—রক্ষা কর, রক্ষা কর। যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বীয় সহচরগণের সেই বহ্নিভয় দর্শন করিয়া বলিলেন—ভয় নাই, স্ব স্ব নেত্র মুদ্রিত কর। হে নৃপ! বালকগণ তাহাই করিল. ভগবান্ কৃষ্ণ দেবগণের সমক্ষে সেই ভয়ঙ্কর বহ্নি পান করিলেন! কৃষ্ণ এইরূপে সেই মহাবহ্নি পান করিয়া গো ও গোপালগণকে লইয়া যমুনাতীরের সুন্দর অশোককাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় ক্ষুধাকাতর গোপবালকেরা করযোড়ে বলরাম সমন্বিত কৃষ্ণকে বলিল,—হে প্রভো! আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। তখন কৃষ্ণ তাহাদিগকে আঙ্গিরস ঋষির যজ্ঞাগারে প্রেরণ করিলেন। তাহারা সেই মহাযজ্ঞে গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক বিমলবাক্যে বলি। গোপবালকগণ বলিল,—ব্রজরাজ নন্দের তনয় শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও বালকগণ সহ গোচারণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সমাগত হইয়াছেন, হে ভূদেবগণ! স্বগণসহ সেই অনঙ্গমোহন ক্ষুধিত কৃষ্ণকে সত্বর অন্ন প্রদান করুন। নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! বিপ্রগণ বালকদিগের বাক্য শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, গোপশিশুরাও নিরাশ হইয়া বলরামসমন্বিত কৃষ্ণ সমীপে আসিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিল। ১—১০। গোপগণ বলিল.—তুমি ব্রজমণ্ডলের বলবান্ অধিপতি, গোকুলের নন্দপুরের উগ্রদণ্ডধারী; প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের মত তোমার কিরণমণ্ডলী প্রস্ফুরিত হইলেও মথুরাপুরীতে তোমার শাসনদণ্ড সেরূপ পর্য্যাপ্ত নহে। নারদ বলিলেন,—কৃষ্ণ পুনরায় তাহাদিগকে দ্বিজপত্নীগণের সমীপে প্রেরণ করিলেন, কৃষ্ণ প্রেরিত সেই বালকেরা পুনর্ব্বার যজ্ঞাগারে গমনপূর্ব্বক বিপ্রপত্নীগণকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে কহিল। গোপগণ বলিল,—বলরামসমন্বিত ব্রজরাজনন্দন কৃষ্ণ গোচারণ

কৃৎসংযুতোহস্মৈ সগণায় চাঙ্গনাঃ
প্রযচ্ছতাশ্বন্নমনঙ্গমোহিনে ॥ ১৩
শ্রীনারদ উবাচ।
কৃষ্ণং সমাগতং শ্রুত্বা কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ।
চক্রুস্তথান্নং পাত্রেষু নীত্বা সর্ব্বদ্বিজাঙ্গনাঃ ॥ ১৪
ত্যক্ত্বা সদ্যো লোকলজ্জাং কৃষ্ণপার্শ্বং সমাযযুঃ।
অশোকানাং বনে রম্যে কৃষ্ণাতীরে মনোহরে ॥১৫
যথা শ্রুতং তথা দৃষ্টং শ্রীহরে রূপমদ্ভুতম্।
প্রাপ্যানন্দং গতাঃ সর্ব্বাস্তুরীয়ং যোগিনো যথা
শ্রীভগবানুবাচ।
ধন্যা যূয়ং দর্শনার্থমাগতা হে দ্বিজাঙ্গনাঃ।
প্রতিযাত গৃহান্ শীঘ্রং নিঃশঙ্কা ভূমিদেবতাঃ ॥১৭
যুষ্মাকং তু প্রভাবেণ পতয়ো বো দ্বিজাতয়ঃ।
সদ্যো যজ্ঞফলং প্রাপ্য যুষ্মাভিঃ সহ নির্ম্মলাঃ ॥১৮
গমিষ্যন্তি পরং ধাম গোলোকং প্রকৃতেঃ পরম্।
শ্রীনারদ উবাচ।
অথ নত্বা হরিং সর্ব্বা আজগ্মুর্যজ্ঞমণ্ডপে ॥ ১৯
তা দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে স্বাত্মানং ধিক্ প্রচক্রিরে

করিতে সমাগত হইয়াছেন, হে অঙ্গনাগণ! সেই অনঙ্গমোহন ক্ষুধিত কৃষ্ণকে সত্বর অন্ন প্রদান করুন। নারদ বলিলেন,—কৃষ্ণ আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার দর্শনলালসায় দ্বিজাঙ্গনাগণ পাত্রে অন্ন লইয়া লোক-লজ্জা উপেক্ষাপূর্ব্বক তখনই সেই যমুনাতীরের রমণীয় মনোহর অশোককাননে কৃষ্ণ সমীপে সমাগতা হইলেন। তাঁহারা হরির যে অদ্ভুত রূপের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহাই দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া যোগিগণের ন্যায় তুরীয় ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে দ্বিজাঙ্গনাগণ! আমার দর্শনার্থ সমাগতা তোমরা ধন্যা। সত্বর স্বগৃহে গমন কর, ভূদেব ব্রাহ্মণগণ নিঃশঙ্ক হউন। হে পবিত্রহৃদয়া দ্বিজপত্নীগণ! তোমাদের পুণ্যপ্রভাবে স্বদীয় পতি দ্বিজগণ সদ্য যজ্ঞফললাভ করিয়া তোমাদের সহিত প্রকৃতির অতীত উত্তম গোলোকধামে গমন করিবেন। নারদ বলিলেন,—অনন্তর বিপ্রনারীগণ হরিকে প্রণাম করিয়া

দিদৃক্ষবস্তে শ্রীকৃষ্ণং কংসাদ্ভীতা ন চাগতাঃ ॥২০
ভুক্তান্নং সবলঃ কৃষ্ণো গোপালৈঃ সহ মৈথিল।
গাঃ পালয়ন্নাজগাম বৃন্দারণ্যং মনোহরম্ ॥২১

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে দাবাগ্নিমোক্ষবিপ্রপত্নী-দর্শনং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২১॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
একদা নন্দরাজাসৌ কৃত্বা চৈকাদশীব্রতম্।
দ্বাদশ্যাং যমুনাং স্নাতুং গোপালৈর্জলমাবিশৎ ॥ ১
তং গৃহীত্বা পাশি-ভৃত্যঃ পাশি-লোকং জগাম হ
তদা কোলাহলে জাতে গোপানাং মৈথিলেশ্বর ॥২
আশ্বাস্য সর্ব্বান্ ভগবান্ গতবান্ বারুণীং পুরীম্
ভস্মীচকার সহসা পুরীদুর্গং হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৩

যজ্ঞাগারে আগমন করিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া দ্বিজগণ স্ব স্ব আত্মার ধিক্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণদর্শনে অভিলাষী হইয়াও কংসভয়ে যাইতে পারিলেন না। হে মৈথিল! এদিকে কৃষ্ণ বলরাম ও বালকগণসহ অন্ন ভক্ষণ করিয়া গোগণকে রক্ষা করিতে করিতে মনোহর বৃন্দাবনে আগমন করিলেন। ১১—২১।

মাধুর্য্যখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২১॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—একদা নন্দরাজ একাদশী ব্রত করিয়া দ্বাদশী দিনে যমুনা স্নানার্থ গোপালগণের সহিত জলে প্রবেশ করিলেন, বরুণানুচর তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া বরুণলোকে গমন করিল। হে মৈথিলেশ্বর! তখন গোপগণের মধ্যে কোলাহল উত্থিত হইল, ভগবান্ স্বয়ং কৃষ্ণ সকলকে আশ্বাস প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ বরুণপুরীতে গমনপূর্ব্বক পুরীদুর্গ ভস্ম-

কোটিমার্ত্তণ্ডসঙ্কাশং দৃষ্ট্বা প্রকুপিতং হরিম্।
নত্বা কৃতাঞ্জলিঃ পাশী পরিক্রম্যাহ ধর্ষিতঃ ॥ ৪

বরুণ উবাচ।

নমঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় পরিপূর্ণতমায় চ।
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডভৃতে গোলোকপতয়ে নমঃ ॥ ৫
চতুর্ব্যূহায় মহসে নমস্তে সর্ব্বতেজসে।
নমস্তে সর্ব্বভাবায় পরস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৬

কেনাপি মূঢ়েন মমানুগেন
কৃতং পরং হেলনমদ্য চৈব।
তৎ ক্ষম্যতাং ভোঃ শরণং গতং মাং
পরেশ ভূমন্ পরিপাহি পাহি ॥ ৭

নারদ উবাচ।

ইতি প্রসন্নো ভগবান্ নন্দং নীত্বা সুজীবিতম্।
সৌখ্যং প্রকাশয়ন্ বন্ধুন্ ব্রজমণ্ডলমাযযৌ ॥ ৮
নন্দরাজমুখাচ্ছ্রুত্বা প্রভাবং শ্রীহরেস্তু তম্।
গোপীগোপগণা উচুঃ শ্রীকৃষ্ণং নন্দনন্দনম্ ॥ ৯
যদি ত্বং ভগবান্ সাক্ষাল্লোকপালৈঃ সুপূজিতঃ
দর্শয়াশু পরং লোকং বৈকুণ্ঠং তর্হি নঃ প্রভো ॥১০
নীত্বা সর্ব্বাংস্ততঃ কৃষ্ণ এত্য বৈকুণ্ঠমন্দিরম্।
দর্শয়ামাস রূপং স্বং জ্যোতির্মণ্ডলমধ্যগম্ ॥ ১১
সহস্রভুজসংযুক্তং কিরীটকটকোজ্জ্বলম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিরাজিতম্ ॥ ১২
অসংখ্যকোটিমার্ত্তণ্ডসঙ্কাশং শেষসংস্থিতম্।
চামরান্দোলদিব্যাভং ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিসেবিতম্ ॥১৩
তদৈব তান্ গোপগণান্ পার্ষদাস্তে গদাধরাঃ।
ঋজুং কৃত্বা নতিং ধৃত্বা দূরে স্থাপ্য প্রযত্নতঃ ॥১৪
চকিতানিব তান্ বীক্ষ্য প্রোচুস্তে পার্ষদা গিরা।
রে রে তূষ্ণীং প্রভবত মা বক্রত্বং বনেচরাঃ ॥১৫
ভাষণং মা প্রকুরুত ন দৃষ্টা কিং সভা হরেঃ।
বেদা বদন্তি চাত্রৈব সাক্ষাদ্দেবে স্থিতে প্রভৌ ॥
ইতি শিক্ষাং গতা গোপা হর্ষিতা মৌনমাস্থিতা।
মনস্যূচুরয়ং কৃষ্ণ উচ্চসিংহাসনে স্থিতঃ ॥ ১৭
অস্মানারাদধঃ কৃত্বাস্মাভির্ব্যক্তি ন কর্হিচিৎ।
তস্মাদ্ব্রজাদ্বরং নাস্তি কোঽপি লোকো ন
সৌখ্যদঃ ॥ ১৮

সাৎ করিলেন। প্রকুপিত কোটি দিবাকর-দ্যুতি হরিকে দেখিয়া বরুণ ভীত হইলেন এবং তাঁহাকে করযোড়ে নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। বরুণ বলিলেন,—পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে নমস্কার; অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপালক গোলোকপতিকে প্রণাম। চতুর্ব্যূহ দীপ্ততেজা সর্ব্বতেজা সর্ব্বভাবপূর্ণ পরব্রহ্মকে নমস্কার নমস্কার। হে পরেশ! হে ভূমন্! আমার কোন মূঢ় অনুচর অদ্য তোমায় অত্যন্ত অবজ্ঞা করিয়াছে, আমি শরণাগত, তাহার অপরাধ ক্ষমা কর, আমাকে রক্ষা কর। নারদ বলিলেন,—এইরূপে প্রসন্ন ভগবান্ সুজীবিত পিতা নন্দকে লইয়া বন্ধুগণের আনন্দবর্দ্ধনপূর্ব্বক ব্রজমণ্ডলে আগমন করিলেন। গোপ গোপীগণ নন্দরাজের মুখে নন্দনন্দন হরির তাদৃশ প্রভাব শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিল;—যদি আপনি লোকপাল-পূজিত সাক্ষাৎ ভগবান্, তবে হে প্রভো! আমাদিগকে পরম বৈকুণ্ঠলোক প্রদর্শন করুন। ১—১০। অনন্তর কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে লইয়া বৈকুণ্ঠমন্দিরে আগমন ও জ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যগত সহস্র ভুজযুক্ত কিরীট ও কটকোজ্জ্বল, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ও বনমালা বিভূষিত, অসংখ্য কোটি দিবাকর-দ্যুতি, শেষনাগোপরিস্থিত, ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক দোলায়মান চামরে বীজিত দিব্যপ্রভ স্বীয়রূপ প্রদর্শন করিলেন। গদাধারী কৃষ্ণ-পার্শ্বচারিগণ তখনই গোপগণকে নম্রভাবে নমস্কার করিয়া ও করে ধরিয়া প্রযত্নপূর্ব্বক দূরে উপবেশন করাইলেন। গোপগণ যেন বিচলিতের ন্যায় হইল, পার্ষদগণ তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিলেন,—রে রে বনচরগণ! চুপ করিয়া থাক, কুটিলতা করিও না; কথা কহিও না, তোমরা কি হরির সভা সন্দর্শন কর নাই? হরির অবস্থানকালে এস্থানে কেবল বেদগণেরই কথা কহিবার অধিকার আছে। গোপগণ এইরূপ শিক্ষালাভে হৃষ্ট হইয়া মৌনাবলম্বনে অবস্থিত হইল; কিন্তু মনে মনে বলিল,—আমাদিগকে নীচে রাখিয়া

যত্রানেন স্বভ্রাত্রাপি বার্ত্তা স্যাদ্ধি পরস্পরম্।
ইতি প্রবদতস্তান্ বৈ নীত্বা শ্রীভগবান্ হরিঃ।
ব্রজমাগতবান্ রাজন্ পরিপূর্ণতমঃ প্রভুঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে নন্দাদি বৈকুণ্ঠদর্শনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ।

একদা নৃপ গোপালাঃ শকটৈ রত্নপূরিতৈঃ।
বৃষভানূপনন্দাদ্যা আজগ্মুশ্চাম্বিকাবনম্ ॥ ১
ভদ্রকালীং পশুপতিং পূজয়িত্বা বিধানতঃ।
দত্ত্বা দানং দ্বিজাতিভ্যঃ সুপ্তাস্তত্র সরিত্তটে ॥ ২
তত্রৈকো নির্গতো রাত্রৌ সর্পো নন্দং পদেঽগ্রহীৎ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি চুক্রোশ নন্দোঽতিভয়বিহ্বলঃ ॥ ৩
তদোল্মুকৈর্গোপবালাস্তোতুরাজগরং নৃপ।
পদং সোঽপি ন তত্যাজ সর্পোঽথ স্বমণিং যথা
ততাড় স্বপদা সর্পং ভগবান্ লোকপাবনঃ।
ত্যক্ত্বা তদৈব সর্পত্বং ভূত্বা বিদ্যাধরঃ কৃতী।
নত্বা কৃষ্ণং পরিক্রম্য কৃতাঞ্জলিপুটোঽবদৎ ॥ ৫

সুদর্শন উবাচ।

অহং সুদর্শনো নাম বিদ্যাধরবরঃ প্রভো।
অষ্টাবক্রং মুনিং দৃষ্ট্বা হসিতোঽস্মি মহাবলঃ ॥ ৬
মহ্যং শাপং দদৌ সোঽপি ত্বং সর্পো ভব দুর্ম্মতে
তচ্ছাপাদদ্য মুক্তোঽহং কৃপয়া তব মাধব ॥ ৭
ত্বৎপাদপদ্মমকরন্দরজঃকণানাং
স্পর্শেন দিব্যপদবীং সহসা গতোঽস্মি।
তস্মৈ নমো ভগবতে ভুবনেশ্বরায়
যো ভূরিভারহরণায় ভুবোঽবতারঃ ॥৮

শ্রীনারদ উবাচ।

ইতি নত্বা হরিং কৃষ্ণং রাজন্ বিদ্যাধরস্ততঃ।

এই কৃষ্ণ অদূরে উচ্চ সিংহাসনে সমাসীন রহিয়াছে, অথচ আমাদের সহিত কোনরূপ বার্ত্তালাপ করিতেছে না; অতএব আমাদের পক্ষে ব্রজ হইতে অপর কোন সুখপ্রদ লোক নাই, কেন না, ব্রজে ইহার সহিত পরস্পর স্বীয় ভ্রাতার মত বার্ত্তালাপ হইত। হে রাজন্! গোপগণ ইহা বলিতে থাকিলে পরিপূর্ণতম প্রভু ভগবান্ হরি তাহাদিগকে লইয়া ব্রজে আগমন করিলেন। ১১—১৯।

মাধুর্য্যখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! একদা বৃষভানু ও উপনন্দাদি গোপগণ রত্নপূরিত শকটে অম্বিকাকাননে আগমন করেন। তাঁহারা ভদ্রকালী ও পশুপতির যথাবিধি পূজা ও দ্বিজগণকে অনেক দান করিয়া সেই নদীতটে শয়ন করিলেন। রাত্রিকালে তথায় এক সর্প নির্গত হইয়া নন্দরাজের পদ বেষ্টন করিল। নন্দ ভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া "হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ" বলিয়া চীৎকার করিলেন। হে নৃপ! গোপবালকগণ জ্বলন্ত উল্কা দ্বারা সেই অজগরকে ব্যথিত করিল, কিন্তু সর্প যেমন স্বমণি ত্যাগ করে না, তদ্রূপ নন্দরাজপদ পরিত্যাগ করিল না। লোকপাবন ভগবান্ স্বীয় পদ দ্বারা তাহাকে তাড়না করিলেন, তখনই সর্প স্বীয় দেহ ত্যাগ করিয়া কৃতী বিদ্যাধরদেহ ধারণপূর্ব্বক প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করত করযোড়ে কৃষ্ণকে কহিল। ১—৫। সুদর্শন বলিল,—হে প্রভো! আমি সুদর্শননামা মহাবল শ্রেষ্ঠ বিদ্যাধর, অষ্টাবক্র মুনিকে দেখিয়া হাসিয়াছিলাম, তিনিও আমাকে—"দুর্ম্মতে! তুমি সর্প হও" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। হে মাধব! আপনার কৃপায় অদ্য আমি সেই শাপ হইতে মুক্ত হইলাম। আপনার পাদপদ্ম পরাগের রজঃকণাস্পর্শে সহসা দিব্যপদবী প্রাপ্ত হইলাম, আপনি ভূরিভার-হরণার্থ ভূতলে অবতীর্ণ, হে ভগবন্! ভুবনেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। নারদ

জগাম বৈষ্ণবং লোকং সর্ব্বোপদ্রববর্জ্জিতম্ ॥ ১
নন্দাদ্যা বিস্মিতাঃ সর্ব্বে জ্ঞাত্বা কৃষ্ণং পরেশ্বরম্
অম্বিকা-বনতঃ শীঘ্রমাযযুর্ব্রজমণ্ডলম্ ॥ ১
ইদং ময়া তে কথিতং শ্রীকৃষ্ণচরিতং শুভম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১

বহুলাশ্ব উবাচ।

অহো শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য চরিতং পরমাদ্ভুতম্
শ্রুত্বা মনো মে তচ্ছ্রোতুমতৃপ্তং পুনরিচ্ছতি ॥১২
অগ্রে চকার কাং লীলাং লীলয়া ব্রজমণ্ডলে।
হরির্ব্রজেশঃ পরমো বদ দেবর্ষিসত্তম ॥ ১৩

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে
সুদর্শনোপাখ্যানং নাম ত্রয়ো-
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

বলিলেন,—হে রাজন্। এই প্রকারে বিদ্যাধর কৃষ্ণকে স্তাত ও নতি করিয়া সর্ব্বোপদ্রববর্জ্জিত বৈষ্ণবলোকে গমন করিল, নন্দাদি গোপগণও কৃষ্ণকে পরমেশ্বর জানিয়া বিস্মিত হইলেন ও অবিলম্বে অম্বিকাকানন হইতে ব্রজমণ্ডলে আগমন করিলেন। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বপাপহর পুণ্য মনোজ্ঞ কৃষ্ণচরিত কীর্ত্তন করিলাম, পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। বহুলাশ্ব বলিলেন,—অহো! কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত পরমাদ্ভুত, শুনিয়াও আমার মন পরিতৃপ্ত না হইয়া তাহা পুনরায় শুনিতে উৎসুক হইতেছে। হে দেবর্ষিসত্তম! ব্রজপতি পরমদেব হরি অতঃপর ব্রজমণ্ডলে কি লীলা করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। ৬—১৩।

মাধুর্য্যখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

একদা শৈলদেশেষু সবলো ভগবান্ হরিঃ।
কৃত্বা বিলাপনং ক্রীড়াং চোরপালকলক্ষণাম্ ॥১
তত্র ব্যোমাসুরো দৈত্যো বালান্মেষায়িতান্ বহূন্
নীত্বা নীত্বাদ্রিদর্য্যাঞ্চ বিনিক্ষিপ্য পুনঃ পুনঃ ॥২
শিলয়া পিদধে দ্বারং ময়পুত্রো মহাবলঃ।
সত্যচৌরঞ্চ তং জ্ঞাত্বা ভগবান্মধুসূদনঃ ॥ ৩
গৃহীত্বা পাতয়ামাস ভুজাভ্যাং ভূমিমণ্ডলে ॥ ৪
তদা মৃত্যুং গতো দৈত্যস্তজ্জ্যোতির্নির্গতং স্ফুরৎ
দশদিক্ষু ভ্রমদ্রাজন্ শ্রীকৃষ্ণে লীনতাং গতম্ ॥ ৫
তদা জয়জয়ারাবো দিবি ভূমৌ বভূব হ।
পুষ্পাণি ববৃষুর্দেবাঃ পরমানন্দসংবৃতাঃ ॥ ৬

বহুলাশ্ব উবাচ।

কোঽয়ং পূর্ব্বং কুশলকৃদ্‌ব্যোমো নামাথ তদ্বদ।
যেন কৃষ্ণে ঘনশ্যামে লীনোঽভূদ্দামিনী যথা ॥ ৭

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—একদা বলরামসমন্বিত ভগবান্ হরি পর্ব্বত প্রদেশে চোর চোর খেলাইতে লাগিলেন, বালকেরা তথায় কেহ কেহ চোর ও কেহ কেহ মেষ হইয়া তথাবিধ ক্রীড়া করিতে থাকিলে ময়পুত্র মহাবল দৈত্য ব্যোমাসুরও, তাহাদের সহিত আসিয়া মিশিল এবং বালকগণকে বহন করিয়া লইয়া গিয়া গিরিগুহায় নিক্ষেপ পূর্ব্বক শিলাদ্বারা গুহাদ্বার আচ্ছাদন করিল। ভগবান্ মধুসূদন তাহাকে প্রকৃত চোর জানিয়া ভুজদ্বয়ে গ্রহণপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। হে রাজন্! তখন দৈত্য দেহত্যাগ করিল, তাহার দেহ হইতে এক তেজ নির্গত হইয়া দশদিক্ উদ্‌ভাসিত করত ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রীকৃষ্ণে মিশিয়া গেল। তৎকালে স্বর্গে জয় জয় ধ্বনি হইল, দেবগণ পরম আনন্দাবৃত হইয়া ভূতলে পুষ্পবর্ষণ করিলেন। বহুলাশ্ব বলিলেন,—এই সুকৃতকারী ব্যোম

নারদ উবাচ।

আসীৎ কাশ্যাং ভীমরথো রাজা দানপরায়ণঃ।
যজ্ঞকৃন্মানদো ধন্বী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ॥ ৮
রাজ্যে পুত্রং সন্নিবেশ্য জগাম মলয়াচলম্।
তপস্তত্র সমারেভে বর্ষাণাং লক্ষমেব হি॥ ৯
তস্যাশ্রমে পুলস্ত্যোঽসৌ শিষ্যবৃন্দৈঃ সমাগতঃ।
তং দৃষ্ট্বা নোত্থিতো মানী রাজর্ষির্ন নতোঽভবৎ
শাপং দদৌ পুলস্ত্যোঽপি দৈত্যো ভব মহাখল
ততস্তচ্চরণোপান্তে পতিতং শরণাগতম্॥ ১১
উবাচ মুনিশার্দূলঃ পুলস্ত্যো দীনবৎসলঃ।
দ্বাপরান্তে মাথুরে চ পুণ্যে শ্রীব্রজমণ্ডলে॥ ১২
যদুবংশপতেঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণস্য ভুজৌজসা।
ঈপ্সিতা যোগিভির্মুক্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥১৩

শ্রীনারদ উবাচ।

সোঽয়ং ভীমরথো রাজা ময়দৈত্যসুতোঽভবৎ।
ভুজবেগেন মুক্তিং প্রাপ বিদেহরাট্॥১৪
একদা গোপবালেষু দৈত্যোঽরিষ্টো মহাবলঃ।
আগতো নাদয়ন্ খং গাং তটান্ শৃঙ্গৈর্বিদারয়ন্
গোপ্যো গোপা গোগণাশ্চ বীক্ষ্য তং
ভয়াদ্দ্রুতম্।
ভগবান্ দৈত্যহা দেবো মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দদৌ॥
গৃহীত্বা তং তু শৃঙ্গেষু নোদয়ামাস মাধবঃ।
সোঽপি তং নোদয়ামাস শ্রীকৃষ্ণং যোজনদ্বয়ম্॥
পুচ্ছে গৃহীত্বা তং কৃষ্ণো ভ্রাময়িত্বা ভুজৌজসা।
ভূপৃষ্ঠে পোথয়ামাস কমণ্ডলুমিবার্ভকঃ॥ ১৮
অরিষ্টঃ পুনরুত্থায় ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
শৃঙ্গৈশ্চ রোহিতং শৈলং সমুৎপাট্য মহাখলঃ॥১৯
গর্জ্জয়ন্ ঘনবদ্বীরঃ কৃষ্ণোপরি সমাক্ষিপৎ।
কৃষ্ণঃ শৈলং সংগৃহীত্বা তস্যোপরি সমাক্ষিপৎ॥
শৈলস্যাপি প্রহারেণ কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ।
ভূমৌ ততাড় শৃঙ্গাগ্রান্ নির্গতং তৈর্জলং ভুবঃ॥

নামক অসুর পূর্ব্বে কি ছিল যে, মেঘে সৌদামিনীর মত ঘনশ্যাম কৃষ্ণে লীন হইল, তাহা বলুন। ১—৭। নারদ বলিলেন,—বারাণসীতে দানপরায়ণ যজ্ঞকারী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মানদ ধনুর্দ্ধারী ভীমরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি তনয়কে রাজ্যে নিযুক্ত করিয়া মলয়াচলে গমনপূর্ব্বক তথায় লক্ষবর্ষ তপস্যা করেন। তাঁহার আশ্রমে শিষ্যবৃন্দসহ মহর্ষি পুলস্ত্য সমাগত হন কিন্তু অভিমানী রাজর্ষি ভীমরথ তাঁহাকে দেখিয়া উত্থিত হইলেন না প্রণামও করিলেন না। পুলস্ত্যও শাপ দিলেন—"হে মহাখল! তুমি দৈত্য হও।" অনন্তর ভীমরথ তাঁহার চরণোপান্তে পতিত ও শরণাগত হইলে দীনবৎসল ঋষিসত্তম পুলস্ত্য বলিলেন,—দ্বাপরান্তে মথুরায় পুণ্য ব্রজমণ্ডলে যদুপতি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভুজতেজে তোমার যোগিগণের ঈপ্সিত মুক্তিলাভ হইবে, সংশয় নাই। নারদ বলিলেন,—হে বিদেহরাজ! সেই এই ভীমরথ নৃপতি ময়দৈত্যের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বাহুবেগে মুক্তিলাভ করিল। ৮—১৪। এক সময় গোপ বালকগণের মধ্যে মহাবল দৈত্য অরিষ্ট প্রবিষ্ট হয় এবং ভূতল গগনতল নিনাদিত করত শৃঙ্গদ্বারা তটভূমি বিদারিত করে। গোপ, গোপী ও গোগণ তাহাকে দেখিয়া ভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। দৈত্যঘাতী দেব ভগবান্ "ভীত হইও না" বলিয়া অভয় দান করেন এবং তাহাকে শৃঙ্গে গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করেন। সেও শ্রীকৃষ্ণকে ধরিয়া যোজনদ্বয় দূরে নিক্ষেপ করে। কৃষ্ণও তাহাকে পুচ্ছে ধরিয়া নিজভুজবলে ভ্রামিত করত বালকের কমণ্ডলু নিক্ষেপের ন্যায় ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল বীর অরিষ্ট পুনরায় উত্থিত হইয়া রোষ-রক্তলোচনে শৃঙ্গদ্বারা রোহিত নামক পর্ব্বত উৎপাটন পূর্ব্বক মেঘের মত গর্জ্জন করিতে করিতে কৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিল। কৃষ্ণও সেই গিরিগ্রহণ করিয়া তাহারই উপর নিক্ষেপ করিলেন। পর্ব্বত প্রহারে সে কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাকুলমনা হইয়া সুদীর্ঘ শৃঙ্গাগ্র ভূতলে প্রবেশ করাইল, তাহাতে ভূতল হইতে জল নির্গত হইল।

শ্রীকৃষ্ণস্তং চ শৃঙ্গেষু গৃহীত্বা ভ্রাময়ন্মুহুঃ ।
ভূপৃষ্ঠে পোথয়ামাস বাতঃ পদ্মমিবোদ্ধৃতম্ ॥ ২২
তদৈব বৃষরূপত্বং ত্যক্ত্বা বিপ্রবপুর্দ্ধরঃ ।
নত্বা শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জং প্রাহ গদ্গদয়া গিরা ॥ ২৩

দ্বিজ উবাচ ।

বৃহস্পতেশ্চ শিষ্যোঽহং বরতন্তুর্দ্বিজোত্তমঃ ।
বৃহস্পতিসমীপে চ পঠিতুং গতবানহম্ ॥ ২৪
পাদৌ কৃত্বা স্থিতোঽভূবং পশ্চাত্তস্য সম্মুখে ।
তদা রুষাহ স মুনির্বৃষবত্ত্বং স্থিতঃ পুরঃ ॥ ২৫
গুরুহেলনকৃত্তস্মাত্ত্বং বৃষো ভব দুর্ম্মতে ।
তেন শাপাদ্বৃষোঽভূবং বঙ্গদেশেষু মাধব ॥ ২৬
অসুরাণাং প্রসঙ্গেনাসুরত্বং গতবানহম্ ।
ত্বৎপ্রসাদাদ্বিমুক্তোঽহং শাপতোঽসুরভাবতঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণায় নমস্তভ্যং বাসুদেবায় তে নমঃ ।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২৮

শ্রীনারদ উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরিং নত্বা সাক্ষাদ্দিব্যো বৃহস্পতেঃ ।
দ্যোতয়ন্ ভুবনং রাজন্ বিমানেন দিবং যযৌ ॥ ২৯
ইদং ময়া তে কথিতং খণ্ডং মাধুর্য্যমদ্ভুতম্ ।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং কৃষ্ণপ্রাপ্তিকরং পরম্ ॥ ৩০
কামদং পঠতাং শশ্বৎ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমাধুর্য্যখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে ব্যোমাসুরারিষ্টাসুরবধো
নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে শৃঙ্গে গ্রহণ করিয়া মুহুর্মুহু ভ্রামিত করিলেন এবং পবন যেমন বৃন্তচ্যুত পদ্ম ভূমিতে পাতিত করে, তদ্রূপ তাহাকে ভূতলে প্রোথিত করিলেন। ১৫—২২। তখনই দৈত্য বৃষরূপ ত্যাগ করিয়া বিপ্রদেহ ধারণ করিল এবং কৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রণামপূর্ব্বক গদ্‌গদ বাক্যে বলিতে লাগিল। দ্বিজ বলিল,—আমি বৃহস্পতির শিষ্য, আমার নাম—দ্বিজসত্তম বরতন্তু; আমি বৃহস্পতির সমীপে পড়িতে গিয়া তাঁহারই সমক্ষে পাদপ্রসারিত করত অবস্থিত হই, তিনি তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—তুমি বৃষের ন্যায় আমার সম্মুখে অবস্থিত হইয়াছ, ইহাতে গুরুহেলন হইয়াছে, অতএব হে দুর্ম্মতে। তুমি বৃষ হও। হে মাধব! আমি সেই শাপে বঙ্গদেশে বৃষ হইয়া অসুরগণের সংসর্গে অসুরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি আপনার প্রসাদে শাপমুক্ত হইয়া অসুর ভাব পরিত্যাগ করিলাম। হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনাকে নমস্কার, হে বাসুদেব! আপনাকে নমস্কার। প্রণত জনের ক্লেশনাশক গোবিন্দকে নমস্কার নমস্কার। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! সাক্ষাৎ বৃহস্পতিশিষ্য বরতন্তু হরিকে এই প্রকার কহিয়া প্রণাম করত ভুবন উদ্ভাসিত করিয়া বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করিলেন। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বপাপহর কৃষ্ণ-প্রাপ্তিকর উত্তম পবিত্র অদ্ভুত মাধুর্য্যখণ্ড কীর্ত্তন করিলাম; এই মাধুর্য্যখণ্ড-পাঠকারী মানবের ইহা অক্ষয় কামদ হয়। তুমি পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ২৩—৩১।

মাধুর্য্যখণ্ডে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

চতুর্থং মাধুর্য্যখণ্ডং সমাপ্তম্ ॥ ৪ ॥

গর্গ-সংহিতা

মথুরাখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দ্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্ ॥ ১

বহুলাশ্ব উবাচ।

মথুরায়াং কিং চরিত্রং কৃতবান্ ভগবান্মুনে।
কথং জঘান কংসাখ্যমেতন্মে ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ২

নারদ উবাচ।

অথৈকদাহং মথুরাং পুরীং পরাং
বিলোকিতুং চাগতবান্ নৃপেশ্বর।
কর্ত্তুং পরং দৈত্যবধোদ্যমং হরেঃ
পরস্য সাক্ষান্মনসা প্রণোদিতঃ ॥ ৩
সিংহাসনে চ প্রহৃতে পুরন্দরাৎ
সিতাতপত্রে চলচারুচামরে।
স্থিতং নৃপং কংসমুরঙ্গকৃৎসহং
প্রাবোচমেবং শৃণু তৎপ্রপূজিতঃ ॥ ৪
যশোদায়াঃ সুতা জাতা যা ত্বদ্ধস্তাদ্দিবং গতা।
দেবক্যাং কৃষ্ণ উৎপন্নো রোহিণীনন্দনো বলঃ ॥ ৫
স্বমিত্রে নন্দরাজে চ ন্যস্তৌ পুত্রৌ ভবত্তয়াৎ।
তবারী রামকৃষ্ণৌ দ্বৌ বসুদেবেন দৈত্যরাট্ ॥৬
পূতনাদ্যা হরিষ্টান্তা দৈত্যা যে ত্বদ্বলোৎকটাঃ।
যাভ্যাং হতা বনোদ্দেশে তে মৃত্যু তৌ স্মৃতৌ কিল ॥ ৭
এবমুক্তো ভোজপতিঃ ক্রোধাচ্চলিতবিগ্রহঃ।

প্রথম অধ্যায়।

বসুদেব-সুত কংস-চাণূরমর্দ্দন জগদ্‌গুরু দেব দেবকী-পরমানন্দপ্রদ কৃষ্ণকে বন্দনা কার। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মুনে! মথুরায় ভগবান্ কি লীলা করিয়াছিলেন, কি প্রকারে কংসকে বিনাশ করেন, তাহা যথাযথ বলুন। নারদ বলিলেন,—হে নৃপেশ্বর! আমি এক সময়ে উত্তম মথুরাপুরী দর্শন করিতে যাই, সাক্ষাৎ পরমাত্মা হরি দৈত্যগণের বধ করিতে উদ্যত হইয়া আমাকে মন দ্বারা প্রেরণ করেন। কংস ইন্দ্রের সিংহাসন, শ্বেতচ্ছত্র, আন্দোলিত চারু চামরদ্বয় অপহরণ করে; সে সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল, আমি তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সর্প সদৃশ ভুজসহ সেই কংসকে এইরূপ কহিলাম; শ্রবণ কর। তোমার হাত হইতে যে কন্যা আকাশে উড়িয়া গিয়াছিল, সে যশোদার কন্যা, দেবকীর নহে। দেবকীতে কৃষ্ণ ও রোহিণীতে বলরাম সমুৎপন্ন হইলে তোমার ভয়ে বসুদেব ঐ পুত্রদ্বয় স্বীয় মিত্র নন্দরাজের নিকট ন্যস্ত করেন। হে দৈত্যরাজ! ঐ রামকৃষ্ণ তোমার অরি। পূতনা হইতে আরম্ভ করিয়া বনোদ্দেশে তোমার প্রেরিত মহাযোদ্ধা দৈত্য আরিষ্ট পর্য্যন্তকে যে রাম-কৃষ্ণ বধ করিয়াছে, তাহারা নিশ্চিতই তোমার যম। ভোজরাজ

জগ্রাহ নিশিতং খড়্গং শৌরিং হন্তুং সভাতলে ॥
ময়া নিবারিতঃ সোঽপি বিস্তৃতৈর্নিগড়ৈর্দৃঢ়ৈঃ।
বদ্ধা তং ভার্য্যয়া সার্দ্ধং কারাগারং রুরোধ হ ॥ ৯
ইত্যুক্ত্বা তং ময়ি গতে কেশিনং দৈত্যপুঙ্গবম্।
রামকৃষ্ণবধার্থায় প্রেষয়ামাস দৈত্যরাট্ ॥ ১০
চাণূরাদীন্ সমাহূয় মহামাত্রং দ্বিপস্য চ।
কার্য্যভারকরাল্লোকান্ প্রাহেদং ভোজরাড্ বলী

কংস উবাচ।

হে কূট হে তোশলক হে চাণূর মহাবল।
রামকৃষ্ণৌ চ মে মৃত্যু দর্শিতৌ নারদেন তু ॥ ১২
ভবদ্ভিরিহ সম্প্রাপ্তৌ হন্তব্যৌ মল্ললীলয়া।
মল্লভূমিঞ্চ সংযুক্তাং কুরুতাশু শুভাবহাম্ ॥ ১৩
দ্বিপং কুবলয়াপীড়ং রঙ্গদ্বারি মদোৎকটম্।
প্রস্থাপ্য তেন হন্তব্যৌ মহামাত্র মমাহিতৌ ॥১৪
চতুর্দ্দশ্যান্তু কর্ত্তব্যো ধনুর্যাগঃ প্রশান্তয়ে।
অমাবাস্যাদিনে লোকা মল্লযুদ্ধং ভবেদিহ ॥ ১৫

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা স্বজনান্ কংসোঽক্রূরমাহূয় সত্বরম্।
রহসি প্রাহ রাজেন্দ্র মন্ত্রং মন্ত্রিজনপ্রিয়ম্ ॥ ১৬

কংস উবাচ।

ভো ভো দানপতে মন্ত্রিন্ শৃণু মে পরমং বচঃ।
গচ্ছ নন্দব্রজং প্রাতঃ কুরু কার্য্যং মহামতে ॥১৭
আসাতে তত্র মে শত্রূ বসুদেবসুতৌ কিল।
দর্শিতৌ নারদেনাপি দেবদেবর্ষিণা ভৃশম্ ॥ ১৮
সোপায়নৈর্গোপগণৈর্নন্দরাজাদিভিঃ সহ।
মথুরাদর্শনমিষাদ্রথেনানয় মা চিরম্ ॥ ১৯
দ্বিপেন বা মহামল্লৈর্ঘাতয়িষ্যামি তৌ শিশূ।
তৎপশ্চান্নন্দরাজঞ্চ বসুদেবসহায়কম্ ॥ ২০
বৃষভানুবরং পশ্চান্নব নন্দোপনন্দকান্।
পশ্চাচ্ছৌরিং হনিষ্যামি দেবকং তৎসহায়কম্ ॥২১
উগ্রসেনঞ্চ পিতরং বৃদ্ধং রাজ্যসমুৎসুকম্।
তৎপশ্চাদ্‌যাদবান্ সর্ব্বান্ হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥

আমাকর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইলে ক্রোধে তাহার দেহ কম্পিত হইল, সে সভামধ্যে বসুদেবের বধার্থ শাণিত অসি গ্রহণ করিল। আমি তাহাকে নিবারণ করিলাম, সে দৃঢ় ও দীর্ঘ শৃঙ্খল দ্বারা ভার্য্যার সহিত বসুদেবকে বন্ধনপূর্ব্বক কারাগারে অবরুদ্ধ করিল। আমি তাহাকে ঐরূপ বলিয়া চলিয়া গেলাম, দৈত্যরাজ কংস রামকৃষ্ণের বিনাশার্থ দৈত্যবর কেশীকে প্রেরণ করিল। ১—১০। বলবান্ কংস চাণূরাদি দৈত্য, হস্তীর মাহুত এবং যাহাদের উপর কার্য্যভার ন্যস্ত থাকে ও তাহা সম্পাদন করে, তাদৃশ ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিল। কংস কহিল,—হে কূট! হে তোশলক! হে মহাবল চাণূর! বলরাম ও কৃষ্ণ আমার কৃতান্ত, ইহা নারদ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। তাহারা এই স্থানে উপস্থিত হইলে মল্লক্রীড়ায় তোমরা তাহাদিগকে বিনাশ কর। তোমরা সত্বর সুন্দর উপযুক্ত মল্লভূমি নির্ম্মাণ কর; হে হস্তিরক্ষক! তুমি মদোদ্ধত কুবলয়াপীড় হস্তীকে রঙ্গদ্বারে রক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা আমার অহিতকারী রামকৃষ্ণের বিনাশ কর। হে লোকগণ! শত্রুনাশের জন্য চতুর্দ্দশীতে ধনুর্যজ্ঞ করিতে হইবে; আর অমাবস্যাদিনে সেই স্থলে মল্লযুদ্ধ হইবে। নারদ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! কংস স্বজনগণকে এই কথা কহিয়া সত্বর অক্রূরকে আহ্বানপূর্ব্বক নির্জ্জনে মন্ত্রিজন-মনোজ্ঞ মন্ত্রণা করিল। ১১—১৬। কংস কহিল,—হে দানপতে! হে মন্ত্রিন্! হে মহামতে! আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর; তুমি প্রভাতে নন্দব্রজে গমন করিয়া আমার আদিষ্ট কার্য্য কর। তথায় আমার শত্রু বসুদেবতনয় রাম-কৃষ্ণ বিদ্যমান, দেবর্ষি নারদ ইহা আমাকে উত্তমরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তুমি অবিলম্বে মথুরাদর্শনচ্ছলে নানা উপহার সহকারে নন্দরাজাদি গোপগণের সহিত বলরাম ও কৃষ্ণকে রথে আনয়ন কর। আমি হস্তী কিংবা মহামল্লগণ দ্বারা সেই শিশুদ্বয়ের বিনাশ করিব। পরে বৃষভানুবর নবনন্দ ও উপনন্দগণকে বিনাশ করিয়া তারপর বসুদেব ও তাহার সহায় দেবকের বধসাধন করিব। রাজ্যাভিলাষী বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেনকে এবং তৎপশ্চাৎ

এতে দেবগণাঃ সর্ব্বে জাতা মন্ত্রিন্ মহীতলে।
শকুনির্মে মহামিত্রো বলী চন্দ্রাবতীপতিঃ ॥ ২৩
ভূতসন্তাপনো হৃষ্টো বৃকঃ শম্বর এব চ।
কালনাভো মহানাভো হরিশ্মশ্রুস্তথৈব চ ॥ ২৪
এতে মিত্রাণি মে সন্তি মদর্থং প্রাণদা বলাৎ।
শ্বশুরোহপি জরাসন্ধো দ্বিবিদো মে সখা স্মৃতঃ ॥
বাণাসুরশ্চ নরকো ময্যেব কৃতসৌহৃদঃ।
এতে সর্ব্বাং মহীং জিত্বা বদ্ধা দেবান্ সবাসবান্
ক্ষিপ্ত্বা মেরুগুহাদুর্গে কুবেরং দ্রবানায়কম্।
ত্রৈলোক্যরাজ্যন্তু সদা করিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২৭
কবীনাং ত্বং কবিরিব গিরাং গীষ্পতিবদ্ভুবি।
এতৎ কার্য্যঞ্চ কর্ত্তব্যং ত্বয়া দানপতে ত্বরম্ ॥ ২৮

অক্রূর উবাচ।

ত্বয়া কৃতো যদুপতে মনোরথমহার্ণবঃ।
দৈবেচ্ছয়ায়ং ভবতি গোষ্পদং তদ্বিনার্ণবম্ ॥ ২৯

কংস উবাচ।

বিসৃজ্য দৈবং কুরুতে বলিষ্ঠো
দৈবং সমাশ্রিত্য হি নির্বলশ্চ
কালাত্মনো নিত্যহরেঃ প্রভাবা-
ন্নিরাকুলস্তিষ্ঠতি কর্ম্মযোগী ॥ ৩০

নারদ উবাচ।

এবমুক্ত্বা মন্ত্রিবরং সমুত্থায় সভাস্থলাৎ।
কিঞ্চিৎ প্রকুপিতঃ কংসঃ শনৈরন্তঃপুরং যযৌ ॥৩১

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমথুরাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে কংসমন্ত্রো নাম প্রথমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

অথ কেশী মহাদৈত্যো হয়রূপী মদোৎকটঃ।
রাজন্ বৃন্দাবনং রম্যং জগর্জ্জ ঘনবদ্বলী ॥ ১
যস্য পাদপ্রতাড়েন নিপেতুঃ শাখিনো দৃঢ়াঃ।
পুচ্ছঘাতেন গগনে খণ্ডং খণ্ডং যযুর্ঘনাঃ ॥ ২
তং বীক্ষ্য দুঃসহজবং গোপগোপীগণা ভৃশম্।

সমস্ত যাদবদিগকে বধ করিব, সংশয় নাই। হে মন্ত্রিন্! মহীতলে দেবগণ যাদব হইয়া জন্মিয়াছে। চন্দ্রাবতীপতি বলবান্ শকুনি আমার মিত্র; ভূততাপপ্রদ হৃষ্ট, বক, শম্বর, কালনাভ, মহানাভ এবং হরিশ্মশ্রু আমার এই সকল মিত্র আছেন, ইঁহারা বলপ্রকাশে আমার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। আমার শ্বশুরও জরাসন্ধ, দ্বিবিদ আমার সখা। বাণাসুর ও নরক আমার সহিত সৌখ্য করিয়াছেন; ইঁহারা মহীজয় করিয়া ইন্দ্রসহ দেবগণ ও ধনাধিপতি কুবেরকে বন্ধনপূর্ব্বক দুর্গম সুমেরুর গুহায় নিক্ষেপ করত নিরন্তর ত্রৈলোক্যরাজ্য শাসন করিবেন, সংশয় নাই। তুমি ভূতলে কবিগণেরও কবি এবং বাগ্বিষয়ে বৃহস্পতি সদৃশ; হে দানপতে! তুমি এ কার্য্য সত্বর কর। ১৭—২৮। অক্রূর কহিলেন,—হে যদুপতে! তুমি সমুদ্রতুল্য মনোরথ করিয়াছ, দৈবের ইচ্ছায় মহার্ণব গোষ্পদ হয়; আর দৈবের ইচ্ছা না থাকিলে গোষ্পদও সমুদ্র হয়। কংস কহিল,—বলবান্ ব্যক্তি দৈব বাদ দিয়া কার্য্য করে; আর দুর্ব্বল দৈব অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্মযোগী কালরূপী অব্যয় ভগবানের প্রভাবে কর্ম্ম করিয়া সুখে অবস্থান করেন। নারদ বলিলেন,—কংস মন্ত্রিবর অক্রূরকে এই প্রকার কহিয়া সভাস্থল হইতে উত্থিত হইল এবং কিঞ্চিৎ প্রকুপিত হইয়া ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। ২৯—৩১।

মথুরাখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর মহাযোদ্ধা মহাদৈত্য বলবান্ অশ্বরূপী কেশী রম্য বৃন্দাবনে আসিয়া মেঘবৎ গর্জ্জন করিল। তাহার পদাঘাতে দৃঢ় তরুগণ পতিত হইল এবং পুচ্ছপ্রহারে গগনে মেঘগণ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। হে মৈথিলেন্দ্র! সেই দুঃসহবেগ

ভয়াতুরা মৈথিলেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণং শরণং যযুঃ। ৩
মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দত্ত্বা ভগবান্ বৃজিনার্দ্দনঃ।
কটৌ পীতাম্বরং বদ্ধা হন্তুং দৈত্যং প্রচক্রমে॥ ৪
হরিং পশ্চিমপাদাভ্যাং সন্তাড়্ মহাসুরঃ।
চালয়ন্ পৃথিবীং রাজন্নাদয়ন্ ব্যোমমণ্ডলম্॥ ৫
গৃহীত্বা পাদয়োর্দৈত্যং ভ্রাময়িত্বা ভুজেন খে।
চিক্ষেপ যোজনং কৃষ্ণো বাতঃ পদ্মমিবোদ্ধৃতম্॥৬
পুনরাগতবান্ সোঽপি ক্রোধপূরিতবিগ্রহঃ।
পুচ্ছেন শ্রীহরিং দেবং সন্তাড়্ ব্রজাঙ্গনে॥ ৭
পুচ্ছে গৃহীত্বা তং কৃষ্ণো ভ্রাময়িত্বা ভুজৌজসা।
যোজনানাং শতং রাজন্ চিক্ষেপ গগনে বলাৎ
আকাশাৎ পতিতঃ সোঽপি কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ
সমুত্থায় পুনর্দৈত্যো জগর্জ্জ ঘনবদ্বলী॥ ৯
সটা বিধুন্বন্ রোমাণি বালং খে চালয়ন্মুহুঃ।
মহীং বিদারয়ন্ পাদৈরুৎপপাত হরেঃ পুরঃ॥১০

সন্তাড়্ মুষ্টিনা তং বৈ ভগবান্ মধুসূদনঃ।
তস্য মুষ্টিপ্রহারেণ মূর্চ্ছিতো ঘটিকাদ্বয়ম্॥ ১১
মস্তকেন গলোদ্দেশে সংগৃহ্য হরিং হয়ঃ।
ভূমণ্ডলাদুৎপপাত গগনে লক্ষযোজনম্॥ ১২
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্দেবাং গগনে প্রহরদ্বয়ম্।
পাদৈর্দন্তৈঃ সটাভিশ্চ পুচ্ছতীক্ষ্ণখুরৈর্নৃপ॥ ১৩
গৃহীত্বা তং হরির্দোর্ভ্যাং ভ্রাময়িত্বা ইতস্ততঃ।
আকাশাৎ পাতয়ামাস কমণ্ডলুমিবার্ভকঃ॥ ১৪
ভুজং প্রবেশয়ামাস তন্মুখে ভগবান্ হরিঃ।
তস্যোদরে গতো বাহুর্ববৃধে রোগবদ্ভৃশম্॥ ১৫
তদা তু লেণ্ডং কৃতবান্ রুদ্ধবায়ুর্মহাসুরঃ।
খণ্ডীভূতোদরঃ সদ্যো মমার হয়রূপধৃক্॥ ১৬
দেহাদ্বিনির্গতঃ সদ্যো মুকুটী কুণ্ডলান্বিতঃ।
দিব্যরূপধরঃ কৃষ্ণং প্রাঞ্জলিঃ প্রণনাম হ॥ ১৭

কুমুদ উবাচ।

শক্রস্যানুচরোঽহং বৈ কুমুদো নাম মাধব।
তেজস্বী রূপবান্ বীরো জিষ্ণুচ্ছত্রভ্রমিং দধৎ॥১৮

কেশীকে অবলোকন করত গোপ গোপীগণ ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইলেন। দুরিতহারী হরি "ভয় করিও না" বলিয়া অভয় দানকরত কটিতে পীতবসন বন্ধন করিয়া দৈত্যবধে উদ্যত হইলেন। হে রাজন্! মহাসুর পৃথিবী চালিত ও গগনমণ্ডল নিনাদিত করত পশ্চাদ্দিগের পদদ্বয়দ্বারা হরিকে তাড়না করিল। কৃষ্ণও বাহুদ্বারা তাহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া আকাশে ভ্রামিত করিলেন এবং বায়ু যেরূপ পদ্ম উদ্ধৃত করে, তদ্রূপ তাহাকে যোজন দূরে ফেলিয়া দিলেন। কেশী পুনরায় আগমন করিল, তাহার দেহ ক্রোধে পূর্ণ হইল, সে ব্রজপুরাঙ্গনে কৃষ্ণকে পুচ্ছ দ্বারা তাড়না করিল। হে রাজন্! কৃষ্ণ ভুজবলে তাহার পুচ্ছ ধরিয়া ভ্রামিত করত শত যোজন দূরে সবেগে গগনে নিক্ষেপ করিলেন। কেশীও আকাশ হইতে পতিত ও কিঞ্চিৎ ব্যাকুলমনা হইয়া উত্থিত হইল এবং মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে মুহুর্ম্মুহু সটা রোম ও কেশ কম্পিত করিয়া পদদ্বয় দ্বারা মেদিনী বিদারিত করত কৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

১—১০। ভগবান্ মধুসূদন তাহাকে মুষ্টি দ্বারা প্রহার করিলেন, কৃষ্ণের মুষ্টি প্রহারে কেশী ঘটিকাদ্বয় যাবৎ মূর্চ্ছিত হইয়া রহিল। হয়রূপী কেশী হরির গলদেশে মস্তক দ্বারা গ্রহণ করিয়া ভূতল হইতে লক্ষযোজন দূরে আকাশে উত্থিত হইল। প্রহরদ্বয় যাবৎ নভোমণ্ডলে উভয়ের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিল। হে নৃপ! পদ, দন্ত, সটা, পুচ্ছ ও তীক্ষ্ণ খুর দ্বারা কেশী যুদ্ধ করিল। কৃষ্ণ তাহাকে বাহুদ্বয়ে ধরিয়া ইতস্ততঃ ভ্রামিত করত বালকের কমণ্ডলু নিক্ষেপের ন্যায় আকাশমণ্ডল হইতে পাতিত করিলেন। ভগবান্ হরি তদীয় মুখ মধ্যে বাহু প্রবেশ করাইলেন, বাহু উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রোগের ন্যায় প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, হয়রূপী মহাসুর রুদ্ধবায়ু হইয়া মলত্যাগ করিল; তাহার উদর খণ্ডীকৃত হইল, সে তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। সে দেহ হইতে মুক্ত হইয়া সদ্য দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিল, মুকুট ও কুণ্ডলান্বিত হইয়া কৃষ্ণকে করজোড়ে প্রণাম করিল। কুমুদ কহিল,—হে মাধব! আমি ইন্দ্রের তেজস্বী

বৃত্রাসুরবধে-পূর্ব্বং ব্রহ্মহত্যাপ্রশান্তয়ে।
যজ্ঞং চকার নাকেশো বাজিমেধং ক্রতূত্তমম্ ॥১৯
অশ্বমেধহয়ং শুভ্রং শ্যামকর্ণং মনোজবম্।
তমারুরুক্ষুর্দৃষ্টোঽহং চোরয়িত্বাতলং গতঃ ॥ ২০
ততো মরুদ্গণৈর্নীতং পাশবদ্ধং মহাখলম্।
শশাপ মাং বলারাতিস্ত্বং রক্ষো ভব দুর্ম্মতে ॥ ২১
হয়াকৃতিস্তে সম্ভূয়াদ্ভূমৌ মন্বন্তরদ্বয়ম্।
তচ্ছাপাদদ্য মুক্তোঽহং সদ্যস্ত্বৎস্পর্শনাৎ প্রভো
কিঙ্করং কুরু মাং দেব ত্বদঙ্ঘ্রৌ লগ্নমানসম্।
নমস্তুভ্যং ভগবতে সর্ব্বলোকৈকসাক্ষিণে ॥ ২৩

শ্রীনারদ উবাচ।

প্রদক্ষিণীকৃত্য হরিং পরেশ্বরং
বিমানমারুহ্য মহোজ্জ্বলং পরম্।
বৈকুণ্ঠলোকং কুমুদো যযৌ ত্বরং
বিরাজয়ন্মৈথিল মণ্ডলং দিশাম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমথুরাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে কেশিবধো নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

রূপবান্ জয়শীল বীর অনুচর, আমার নাম কুমুদ; আমি দেবরাজের মস্তকে ছত্র ধারণ করিতাম। পুরাকালে বৃত্রাসুরবধে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হন, তিনি সেই পাপ-শান্তির জন্য উত্তম অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁহার সেই শুভ্র শ্যামকর্ণ মনের ন্যায় বেগ-গামী অশ্বমেধের অশ্বে আমার আরোহণ করিবার অভিলাষ হয়, কিন্তু তাঁহারা আমাকে দেখিয়া ফেলে, তখন আমি ঐ অশ্ব অপহরণ করিয়া অতলে গমন করি। ১৯—২০। অনন্তর মরুদ্গণ মহাখল আমাকে পাশবদ্ধ করিয়া আনয়ন করেন, ইন্দ্র আমাকে শাপ দেন,—"রে দুর্ম্মতে। তুই রাক্ষস হ, তোর অশ্বের ন্যায় আকৃতি হউক, তুই এই-ভাবে দুই মন্বন্তর কাল ভূতলে থাক! "হে প্রভো! আমি তোমার স্পর্শমাত্রে সদ্য সেই শাপ হইতে অদ্য মুক্ত হইলাম। হে দেব! আমার মন তোমার চরণে লগ্ন থাকুক, আমাকে কিঙ্কর কর। হে ভগবন্! তুমিই একমাত্র সর্ব্বলোকের সাক্ষিস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। নারদ বলিলেন,—হে মৈথিল! কুমুদ পরমেশ্বর হরিকে প্রদক্ষিণ করিয়া উত্তম মহোজ্জ্বল বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করত সত্বর বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিল। ২১—২৪।

মথুরাখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ

অক্রূরো রথমারুহ্য কর্ত্তুং কার্য্যং নৃপস্য বৈ।
প্রহর্ষিতো মৈথিলেন্দ্র প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥ ১
পরাং ভক্তিং হ্যুপগতঃ শ্রীকৃষ্ণে পুরুষোত্তমে।
এবং বিচারয়ন্ বুদ্ধ্যা পথি গচ্ছন্মহামতিঃ ॥ ২

অক্রূর উবাচ।

কিং ভারতে বা সুকৃতং কৃতং ময়া
নিষ্কারণং দানমলং ক্রতূত্তমম্।
তীর্থাটনং বা দ্বিজসেবনং শুভং
যেনাদ্য দ্রক্ষ্যামি হরিং পরেশ্বরম্ ॥ ৩
তপঃ সুতপ্তং কিমলং পুরা কৃতং
সৎসেবনং ভক্তিযুতং ময়া কৃতম্
যেনৈব মে দর্শনমদ্য দুর্লভং
শ্রীকৃষ্ণদেবস্য পুরো ভবিষ্যতি

তৃতীয় অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে মৈথিলেন্দ্র। অক্রূর রাজকার্য্য করিবার জন্য রথারোহণে আনন্দ-মনে নন্দ-গোকুলে গমন করিলেন। পুরুষো-ত্তম শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার পরম ভক্তির উদয় হইল, মহামতি অক্রূর বুদ্ধি দ্বারা এইরূপ বিচার করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। অক্রূর কহিলেন,—আমি ভারতে এমন কি পুণ্য করিয়াছি,—নিষ্কামভাবে বহুল দান ও উত্তম যজ্ঞ করিয়াছি,—তীর্থপর্য্যটন ও শুভপ্রদ বিপ্র-সেবা করিয়াছি যে, অদ্য পরেশ হরিকে দর্শন করিব! আমি পূর্ব্বে এমন কি অত্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলাম, ভক্তিযুক্ত হইয়া সাধুগণের সেব

তেষাং ভবো বৈ সকলো মহীতলে
যন্নেত্রগামী ভগবান্ সুরেশ্বরঃ।
কৃষ্ণাথ তদ্দর্শনমদ্য দুর্লভং
সদ্যঃ কৃতার্থো ভবিতাস্মি সর্ব্বতঃ॥ ৫

নারদ উবাচ।

ইত্থং সঞ্চিন্তয়ন্ কৃষ্ণং পশুহকুনমুত্তমম্।
সন্ধ্যায়াং গোকুলং প্রাপ্তো রথস্থো গান্দিনীসুতঃ॥ ৬
কৃষ্ণপাদাব্জচিহ্নানি যবাঙ্কুশযুতানি চ।
তদ্রাগযুক্‌পরাগাণি রজাংসি স দদর্শ কৌ॥ ৭
তদ্দর্শনোৎসুক্যভক্তিভাবানন্দসমাকুলঃ।
রথাৎ সমুৎপত্য তেষু লুঠংশ্চাশ্রু মুমোচ সঃ॥ ৮
যেষাং শ্রীকৃষ্ণদেবস্য ভক্তিঃ স্যাদ্ধৃদি মৈথিল
তেষামাব্রহ্মণঃ সর্ব্বং তৃণবজ্জগতঃ সুখম্॥ ৯
যথারূঢ়স্ততোঽক্রূরঃ ক্ষণান্নন্দপুরং গতঃ।
ঘোষেষু সবলং কৃষ্ণমাগচ্ছন্তং দদর্শ হ॥ ১০

দেবৌ পুরাণৌ পুরুষৌ পরেশৌ
পদ্মেক্ষণৌ শ্যামলগৌরবর্ণৌ।
যথেন্দ্রনীলধ্বজবজ্রশৈলৌ
সমাশ্রিতৌ তৌ পথি রামকৃষ্ণৌ॥ ১১
বালার্কমৌলী বসনং তড়িদ্দ্যু
বর্ষাশরন্মেঘরুচং দধানৌ।
দৃষ্ট্বা স তূর্ণং স্বরথাদগতোঽধো
তয়োর্নতো ভক্তিযুতঃ পপাত॥ ১২
তদাননং বাষ্পকলাকুলেক্ষণং
রোমাঞ্চিতং বীক্ষ্য হরিঃ পরেশ্বরঃ।
দোর্ভ্যাং সমুত্থাপ্য ঘৃণাতুরোঽশ্রু
মুমোচ ভক্তং পরিরভ্য মাধবঃ॥ ১৩
এবং মিলিত্বা সবলশ্চ তং হরিঃ
সদ্যঃ সমানীয় বরাসনং দদৌ।
নিবেদ্য গাং চাতিথয়ে সুভোজনং
রসান্বিতং প্রেমযুতো হ্যপাহরৎ॥ ১৪
তমাহ নন্দঃ পরিরভ্য দোর্ভ্যা-
মহো কথং জীবসি কংসরাজ্যে।

করিয়াছিলাম—যাহাতে আজ আমার কৃষ্ণ-সমীপে গমন ও দুর্লভ কৃষ্ণদর্শন সংঘটিত হইবে! মহীতলে তাঁহাদেরই জন্ম সফল, যাঁহারা সুরেশ্বর ভগবান্‌কে নেত্র-পথগামী করিয়াছেন। আমিও দুর্লভ সেই কৃষ্ণদর্শন করিয়া সর্ব্বপ্রকারে সদ্য কৃতার্থ হইব। নারদ বলিলেন,—গান্দিনীনন্দন অক্রূর এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ চিন্তা করিতে করিতে রথারোহণে শুভসূচক চিহ্ন অবলোকন করত সন্ধ্যাকালে গোকুলে উপনীত হইলেন। তিনি আরও দেখিলেন,—মহীতলে কৃষ্ণ পাদ-পদ্মচিহ্নিত যব ও অঙ্কুশযুক্ত কৃষ্ণরাগযুক্ত পরাগরঞ্জিত ধূলি উত্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে উৎসুক ও ভক্তিভাবানন্দে সমাকুল অক্রূর রথ হইতে অবতরণ করিয়া সেই ধূলীতে বিলুণ্ঠিত হইলেন ও আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। হে মৈথিল! যাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি আছে, ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত জগতের সুখ তাঁহাদের নিকট তৃণবৎ তুচ্ছ। ১—৯। অনন্তর অক্রূর রথে উঠিয়া ক্ষণকাল মধ্যে নন্দপুরে উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন,—বলরাম ও গোপগণ সহ কৃষ্ণ আগমন করিতেছেন। সেই দেব পুরাণপুরুষ পরেশ কমলনয়ন শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ ও গৌরবর্ণ বলরাম ইন্দ্রনীল মণি ও হীরক শৈলের ন্যায় পথমধ্যে অবস্থিত। বালার্ক-কিরণোপম মুকুট-শোভিত, বিদ্যুৎতুল্য বসন-পরিহিত, বর্ষা ও শরতের মেঘতুল্য রূপশালী রাম কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া অক্রূর সত্বর স্বীয় রথ হইতে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক ভক্তিভরে নত হইয়া তাঁহাদের পদে পতিত হইলেন শ্রীপতি পরেশ হরি তাঁহার বদন বাষ্পকণায় আকুল ও শরীর রোমাঞ্চিত দর্শন করিয়া স্বয় দয়ার্দ্র হইলেন এবং ভক্ত অক্রূরকে বাহুদ্বয়ে তুলিয়া লইয়া আলিঙ্গন করত অশ্রুমোচন করিলেন। বলরাম সহ কৃষ্ণ এইরূপে প্রেম যুক্ত ও মিলিত হইয়া তাঁহাকে সত্বর আহ্বান পূর্ব্বক উত্তম আসন প্রদান করত অভ্যাগত অতিথি সেই অক্রূরকে মধুপর্ক নিবেদন ও রসসমন্বিত উত্তম ভোজন প্রদান প্রভৃতি সং

গতত্রপো যো নিজধান বালান্
স্বসুঃ কথং সোঽস্তুজনেষু মোহী ॥ ১৫
গৃহং গতে নন্দবরে হরিস্তং
পপ্রচ্ছ সর্ব্বং কুশলং স্বপিত্রোঃ।
তথা যদূনাং কিল বান্ধবানাং
কংসস্য সর্ব্বাং বিপরীতবুদ্ধিম্ ॥ ১৬

অক্রূর উবাচ।

পরশ্বোঽহনি হে দেব হন্তুং শৌরিং সমুদ্যতঃ।
খড়্গপাণির্ভোজরাজো নারদেন নিবারিতঃ ॥১৭
দুঃখিতা বান্ধবাঃ সর্ব্বে যাদবা ভয়বিহ্বলাঃ।
স্বকুটুম্বাঃ কংসভয়াদ্ভ্রমন্ দেশান্তরং গতাঃ ॥ ১৮
অদ্যৈব যাদবান্ হন্তুং দেবান্ জেতুং সমুদ্যতঃ।
অন্যৎ কিমপি কো কর্ত্তুমিচ্ছতে দৈত্যরাট্ বলী ॥
তস্মাদ্ভবদ্ভ্যাং গন্তব্যং কুশলং কর্ত্তুমব্যয়ম্।
ভবন্তৌ হি বিনা কার্য্যং কিঞ্চিন্ন স্যাৎ সতাং প্রভূ

কার করিলেন। নন্দ তাঁহাকে বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—অহো! কংস-রাজ্যে কিরূপে জীবিত আছ। যে নির্লজ্জ ভগিনীর সন্তানগণের নিহন্তা, সে অন্য জনে কেমনে মুগ্ধ থাকে! এই বলিয়া নন্দ গৃহে গমন করিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে স্বীয় পিতা-মাতার সমস্ত কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন; এইপ্রকার যাদব-বান্ধবগণের কুশল ও কংসের বিপরীত ব্যবহারের বিষয়ও জানিতে চাহি-লেন। অক্রূর বলিলেন,—হে দেব! গত পরশ্ব দিবসও কংস বসুদেবকে অসিকরে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু নারদ নিবারণ করিয়াছেন। আপনার যাদব-বান্ধব সমস্তই দুঃখিত ও ভয়ভীত; তাঁহারা কংসভয়ে জ্ঞাতি-গণ সহ দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতেছেন। দৈত্যরাজ বলবান্ কংস অদ্যই যাদবগণের বধ ও দেবগণের বিজয় করিতে উদ্যত; সে ভূতলে আরও কি করিবার অভিলাষ করি-তেছে। হে রামকৃষ্ণ! আপনারা সাধুগণের প্রভু, অতএব অক্ষয় কল্যাণ বিধান করিবার জন্য গমন করুন, আপনারা ভিন্ন কোন কার্য্যই

নারদ উবাচ।

অথ তস্য বচঃ শ্রুত্বা সবলো ভগবান্ হরিঃ।
নন্দরাজমতেনাহ গোপান্ কার্য্যকরানিদম্ ॥ ২১

শ্রীভগবানুবাচ।

নন্দরাজোঽপি সবলো বৃদ্ধৈর্গোপগণৈরহম্।
নন্দা নবোপনন্দাশ্চ তথা ষড়্ বৃষভানবঃ ॥ ২২
মথুরাং তু গমিষ্যন্তি সর্ব্বে প্রাতঃ সমুত্থিতাঃ।
সর্ব্বে তু গোরসং তস্মাদ্দধিদুগ্ধঘৃতাদিকম্ ॥ ২৩
গৃহীত্বৈকত্র কর্ত্তব্যং সোপায়নমতঃ পরম্।
রথাংশ্চ শকটৈঃ সার্দ্ধং সমর্থান্ কুরুতাশু বৈ ॥২৪

নারদ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা কার্য্যকরা গোপাঃ সর্ব্বে গৃহে গৃহে।
শৃণ্বন্তীনাং গোপিকানামূচুঃ সর্ব্বং যথোদিতম্ ॥২৫
তচ্ছ্রুত্বোদ্বিগ্নহৃদয়া গোপ্যো বিরহবিহ্বলাঃ।
পরস্পরং বাক্যমূচুঃ সর্ব্বাস্তা হি গৃহে গৃহে ॥ ২৬
প্রস্থানস্য চ বার্ত্তেয়ং শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ।
বৃষভানুবরস্যাপি গৃহে প্রাপ্তা নৃপেশ্বর ॥ ২৭
গমিষ্যতো ভর্ত্তুরতীব দুঃখিতা
শ্রুত্বাথ বার্ত্তাং সদসি হ্যকস্মাৎ।

হইবে না। ১০—২০। নারদ বলিলেন,—বলরাম সমন্বিত ভগবান্ হরি অক্রূরের বাক্য শুনিয়া পিতা নন্দরাজের মতানুসারে কার্য্যকারী গোপগণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ভগ-বান বলিলেন,—আমার সহিত নন্দরাজ, বৃদ্ধ গোপগণ, বলদেব, নবনন্দ, উপনন্দ ও ষট্ বৃষভানু প্রভাতে সমুত্থিত হইয়া মথুরায় গমন করিবেন; এ জন্য সকলেই দধি, দুগ্ধ ও ঘৃতাদি সংগ্রহ করিয়া একত্র স্থাপন কর; তারপর উপযুক্ত উত্তম রথ ও শকট সত্বর সংগ্রহ করিয়া রাখ। নারদ বলিলেন,—ইহা শুনিয়া কার্য্যকারী গোপগণ গৃহে গৃহে নিজ নিজ ভার্য্যার সমক্ষে কৃষ্ণকথিত সমস্ত বাক্য বলিল। তচ্ছ্রবণে বিরহবিহ্বল গোপীগণের হৃদয়ে উদ্‌বেগ জন্মিল, তাহারা সকলেও গৃহে গৃহে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল। হে নৃপবর! মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই প্রয়াণবার্ত্তা বৃষভানুবরের গৃহেও পৌঁছিল। অনন্তর ভর্ত্তা

সম্প্রাপ মূর্চ্ছাং বৃষভানুনন্দিনী
রম্ভেব ভূমৌ পতিতা মরুদ্ধতা ॥ ২৮
কাশ্চিৎ পরিম্লানমুখশ্রিয়োঽভবন্
প্রকঙ্কণীকৃতকরাঙ্গুলীয়কাঃ।
সদ্যঃ শ্লথদ্ভূষণকেশবন্ধনা-
শ্চিত্রার্পিতারস্ত ইবাবতস্থিরে ॥ ২৯
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে
কাশ্চিদ্বদন্ত্যঃ স্বগৃহেঽতিবিহ্বলাঃ।
বিসৃজ্য কর্ম্মাণি গৃহস্য সর্ব্বতো
যোগীব চানন্দগতা নৃপেশ্বর ॥ ৩০
কাশ্চিৎ সমর্থাস্তু পরস্পরং বচঃ
সমেত্য রাজন্ যুগপৎ সখীজনম্।
ঊচুঃ স্খলদ্গদ্গদকণ্ঠবাচঃ
স্রবদ্বাষ্পকলাবহদ্দৃশঃ ॥ ৩১
গোপ্য ঊচুঃ।
অহোঽতিনির্ম্মোহিজনস্য চিত্রং
পরং চরিত্রং গদিতুং ন যোগ্যম্।
মুখেন চান্যং হৃদিভাব্যমন্য-
দেবো ন জানাতি কুতো মনুষ্যঃ ॥ ৩২
রাসেঽপি যদ্যজ্জগাদিতং তু তত্ত-
দ্বিহায় গন্তুং সমবস্থিতোঽধুনা।
গতে পুরীং প্রাণপতাবহোঽস্মিন্
কিং কিং ন কষ্টং বত নোঽভবিষ্যৎ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং মথুরাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদেঽক্রূরাগমনং নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

যাইবেন, সহসা সভায় এই বার্ত্তা পাইয়া বৃষ-ভানুনন্দিনী রাধা অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন এবং মূর্চ্ছিতা হইয়া বাতাহত কদলী তরুর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেলেন। কোন কোন গোপীর মুখকান্তি অত্যন্ত ম্লান হইল, করাঙ্গুলী কঙ্কণের কার্য্য করিল। ভূষণ ও কেশবন্ধন সদ্য স্খলিত হইল এবং তাঁহারা চিত্র পুত্তলিকার মত নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিলেন। হে নৃপবর! অন্য কোন কোন গোপী বিহ্বল হইয়া নিজ গৃহে হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! হে হরে! হে মুরারে!" বলিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বত্র গৃহকার্য্য সকল বিসর্জ্জন করিয়া আনন্দময় যোগীর ন্যায় হইয়া গেলেন। ২৯--৩০। হে রাজন্! অন্য অনেক সমর্থ গোপী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আসিয়া সখী গণের সহিত পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে গদ্গদবাণী বাহির হইতে লাগিল এবং নয়ন হইতে বহু অশ্রু কলা স্রাবিত হইল। গোপীগণ বলিলেন,—আহো! অতি নির্দ্দয় পুরুষের চরিত্র অতীব বিচিত্র, তাহা বলিবার যোগ্য নহে; তাহাদের হৃদয়ের চিন্তা একরূপ এবং মুখে অন্যরূপ, ইহা দেবগণই জানেন না, মানুষের আর কথা কি! কৃষ্ণ রাসে যাহা যাহা বলিয়াছিল, তৎসমস্ত ত্যাগ করিয়া গমনোদ্যত হইয়াছে, আহো! কি দুঃখের কথা—প্রাণপতি মথুরায় গমন করিলে আমাদের কি না কষ্ট হইবে! ৩১—৩৩।

মথুরাখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।
রাজন্নেবং বদন্তীনাং গোপীনাং বিরহং পরম্।
বিজ্ঞায় ভগবান্ দেবঃ শীঘ্রং তাসাং গৃহান্ যযৌ
যাবন্ত্যো যোষিতো রাজংস্তাবদ্রূপধরো হরিঃ।
স্বয়ং সম্বোধয়ামাস বাগ্ভিঃ সর্ব্বাঃ পৃথক্ পৃথক্
শ্রীরাধামন্দিরং গত্বা দৃষ্ট্বা রাধাং চ মূর্চ্ছিতাম্।

চতুর্থ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! গোপীগণ এইরূপে পরস্পর ঘোর বিরহব্যথার কথা বলিতে থাকিলে ভগবান্ তাহা জানিতে পারিয়া সত্বর তাঁহাদের গৃহে গমন করিলেন। হে রাজন্! হরি যত গোপী তত রূপ হইয়া স্বয়ং গোপী সকলকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বাক্য

রহঃস্থিতাং সখীসঙ্ঘে ননাদ মুরলীকলম্ ॥ ৩
শ্রুত্বা বংশীধ্বনিং রাধা সহসোত্থায় চাতুরা।
নেত্রে উন্মীল্য দদৃশে শ্রীগোবিন্দং সমাগতম্ ॥৪
পদ্মিনীব গতানন্দং পদ্মিনী পদ্মিনীপতিম্।
বীক্ষোত্থায়াগতা তস্মৈ সাদরেণাসনং দদৌ ॥ ৫
অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং রাধাং কমললোচনাম্।
শোচন্তীং ভগবানাহ মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৬

শ্রীভগবানুবাচ।

বিমনাস্ত্বং কথং ভদ্রে মা শোকং কুরু রাধিকে।
অথবা গন্তুকামং মাং শ্রুত্বাসি বিরহাতুরা ॥ ৭
ভুবো ভারাবতারায় কংসাদীনাং বধায় চ।
ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ সাক্ষাজ্জাতোহহং বৈ ত্বয়া সহ ॥৮
মথুরাং হি গমিষ্যামি হরিষ্যামি ভুবো ভরম্।
শীঘ্রমত্রাগমিষ্যামি করিষ্যামি শুভং তব ॥ ৯

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্তবন্তং জগদীশ্বরং হরিং
রাধা পতিং প্রাহ বিয়োগবিহ্বলা।
দাবাগ্নিনা দাবলতেব মূর্চ্ছিতা
সুকম্পরোমাঞ্চিতভাবসংবৃতা ॥ ১০

রাধোবাচ।

ভুবো ভরং হর্তুমলং পুরীং ব্রজ
কৃতং পরং মে শপথং শৃণু স্বতঃ।
গতে ত্বয়ি প্রাণপতে চ বিগ্রহং
কদাচিদত্রৈব ন ধারয়াম্যহম্ ॥ ১১
যদাত্থ মে ত্বং শপথং ন মন্যসে
দ্বিতীয়বারং প্রদদামি বাক্‌পথম্।
প্রাণোধরে গন্তুমতীব বিহ্বলঃ
কর্পূরধূলেঃ কণবদ্গমিষ্যতি ॥ ১২

শ্রীভগবানুবাচ।

বচনং বৈ স্বনিগমং দূরীকর্তুং ক্ষমোহস্ম্যহম্।
ভক্তানাং বচনং রাধে দূরীকর্তুং ন চ ক্ষমঃ ॥১৩
শ্রীদামশাপাৎ পূর্ব্বস্মাদ্গোলোকে কলহান্মম।
শতবর্ষং তে বিয়োগো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৪
মা শোকং কুরু কল্যাণি বরং মে স্মর রাধিকে।

দ্বারা সান্ত্বনা করিলেন। তিনি রাধার গৃহে গিয়া তাঁহাকে একান্তে সখীগণ মধ্যে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া মুরলীর মধুর ধ্বনি করিলেন। বিরহাতুরা রাধা বংশীরব শ্রবণে সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলেন—গোবিন্দ সমাগত হইয়াছেন, তিনি দিবাকর দর্শনে আনন্দ প্রাপ্ত পদ্মিনীর ন্যায় কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আগমন করত সাদরে তাঁহাকে আসন দান করিলেন। অশ্রুপূর্ণমুখী কমললোচনা দীনা রাধাকে শোক করিতে দেখিয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে ভগবান্ বলিতে লাগিলেন! ভগবান্ বলিলেন,—হে ভদ্রে! তুমি বিমনা হইয়াছ কেন? হে রাধিকে শোক করিও না। অথবা আমি গমন করিব, ইহা শুনিয়া বিরহে কাতর হইয়াছ! সাক্ষাৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া আমি কংসাদির বধ ও ভূভারহরণ জন্য তোমার সহিতই অবতীর্ণ হইয়াছি। আমি মথুরায় গমন ও ভূভার হরণ করিব; কিন্তু শীঘ্রই এই স্থানে উপস্থিত হইয়া তোমার প্রিয় কার্য্য করিব। ১—৯। নারদ বলিলেন,—জগৎপতি হরি এইরূপ বলিলে বিয়োগ-বিহ্বলা অতীব কম্পমানা রোমাঞ্চিতগাত্রা ভাবসংবৃতা রাধা দাবাগ্নিদগ্ধা বনলতার মত মূর্চ্ছিতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। রাধা বলিলেন,—তুমি ভূভার হরণ করিতে মথুরায় যাও, কিন্তু এ বিষয়ে মৎকৃত শপথ শ্রবণ কর;—হে প্রাণপতে! তুমি গমন করিলে আমি কখনও এখানে দেহ ধারণ করিব না; আমি যাহা বলিলাম, এই শপথ বাক্যে যদি তোমার প্রত্যয় না হয়, তবে দ্বিতীয় শপথ বাক্য বলিতেছি; প্রাণতুল্য তুমি গমন করিলে আমার অতীব বিহ্বল প্রাণ কর্পূর রজঃকণার ন্যায় উড়িয়া যাইবে। ভগবান্ বলিলেন,—হে রাধে! আমি আমার প্রতিজ্ঞা বাক্যের রোধ করিতে পারি, কিন্তু ভক্ত-বাক্যের অন্যথা করিতে পারি না। গোলকে কলহ বশত পূর্ব্বে শ্রীদাম আমাকে অভিশাপ প্রদান করেন,—"শতবৎসর তোমার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই।" হে কল্যাণি! শোক করিও না, হে রাধিকে!

মাসং মাসং বিয়োগেঽস্তে দর্শনং মে ভবিষ্যতি"

রাধোবাচ।

মাসং প্রতি বিয়োগে মে দাতুং স্বং দর্শনং হরে।
চেন্নাগমিষ্যসি তদাহন্ দুঃখাৎ সন্ত্যজাম্যহম্॥১৬
লোকাভিরাম জনভূষণ বিশ্বদীপ
কন্দর্পমোহন জগদ্বৃজিনার্ত্তিহারিন্।
আনন্দকন্দ যদুনন্দন নন্দসূনো
অদ্যাগমস্ত শপথং কুরু মে পুরস্তম্॥১৭

শ্রীভগবানুবাচ।

রম্ভোরু মাসং প্রতি তে বিয়োগে
চেন্নাগমিষ্যে শপথং গবাং মে।
নিঃসংশয়ং নিষ্কপটং বচস্ত-
মবেহি রাধে কথিতং ময়া যৎ॥১৮
যো মিত্রতাং নিষ্কপটং করোতি
নিষ্কারণো ধন্যতমঃ স এব।
বিধায় মৈত্রীং কপটং বিদধ্যা-
ত্তং লম্পটং হেতুপটং নটং ধিক্॥১৯
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীহ যথা রসাদীং-
স্তথা সকামা মুনয়ঃ সুখং যৎ।
মনাক্ ন জানন্তি হি [illegible]
গূঢ়ং পরং নির্গুণলক্ষণং তৎ॥২০
জানন্তি সন্তঃ সমদর্শিনো যে
দান্তা মহান্তঃ কিল নৈরপেক্ষ্যাঃ।
তে নৈরপেক্ষং পরমং সুখং মে
জ্ঞানেন্দ্রিয়াদীনি যথা রসাদীন্॥২১
সর্ব্বং হি ভাবং মনসঃ পরস্পরং
নহ্যেকতো ভামিনি জায়তে ততঃ।
প্রেমৈব কর্ত্তব্যমতো ময়ি স্বতঃ
প্রেম্না সমানং ভুবি নাস্তি কিঞ্চিৎ॥২২
যথাহি ভাণ্ডীরবটে মনোরথো
বভূব রাধে হি তথা ভবিষ্যতি।
অহৈতুকং প্রেম চ সদ্ভিরাশ্রিতং
তত্রাপি সন্তঃ কিল নির্গুণং বিদুঃ॥২৩
যে রাধিকায়াং ময়ি কেশবে ময়ি
ভেদং ন কুর্ব্বন্তি হি দুগ্ধশৌক্ল্যবৎ।
ত এব মে ব্রহ্মপদং প্রয়ান্তি ত
দহৈতুকস্ফূর্জ্জিতভক্তিলক্ষণাঃ॥২৪

আমার বরও স্মরণ কর ;—"এরূপ বিয়োগেও মাসে মাসে তোমার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে।" রাধা বলিলেন,—হে হরে! এই বিয়োগাবস্থায় যদি মাসে মাসে আমাকে স্বীয় দর্শন দিতে আগমন না কর, তবে আমি অতি দুঃখে জীবন ত্যাগ করিব। তুমি অখিল লোকের মনোজ্ঞ, সর্ব্বজনভূষণ, বিশ্বের প্রদীপ, মদনমোহন, জগতের আর্ত্তিহারী, আনন্দকন্দ, যদুনন্দন, নন্দনন্দন ; তুমি অদ্যই আমার সম্মুখে স্বদীয় আগমনের প্রতিজ্ঞা কর। ভগবান্ বলিলেন,—হে রম্ভোরু! পূর্ব্বোক্ত বিয়োগকালে যদি প্রতি মাসে তোমার সমীপে না আসি, তবে আমার গোগণের শপথ রহিল। হে রাধে! আমি যাহা বলিলাম, আমার এই বাক্য নিঃসংশয় নিষ্কপট জানিবে। যে ব্যক্তি কাপট্য হীন নিষ্কারণ মিত্রতা করে, সেই ব্যক্তিই ধন্যতম ; মৈত্রী বিধান করিয়া যে কপটতা করে, সেই স্বার্থপর লম্পট নাটকে ধিক্। ১০—১৯। কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ যেমন রসাদি বিষয় বিদিত নহে, ইহলোকে সকাম মুনিরাও তদ্রূপ নিরপেক্ষ গূঢ় পরম নির্গুণ লক্ষণান্বিত সুখ কিছুমাত্র জানিতে পারেন না। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ যেমন রসাদি বিষয়ে বিদিত, তদ্রূপ সাধু সমদর্শী দান্ত নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণই নিরপেক্ষ পরম সুখ অনুভব করিতে সমর্থ। হে ভামিনি! মনের পরস্পর সর্ব্বভাব এক ব্যক্তিতে থাকিতে পারে না, অতএব আমাকে স্বতই প্রেম করা কর্ত্তব্য ; ভূতলে প্রেমের সমান কিছুই নাই। হে রাধে! ভাণ্ডীর বনের বটমূলে তোমার যেরূপ মনোরথ হইয়াছিল, তদ্রূপই হইবে; সত্তমগণ অহেতুক প্রেম করিতেই কহিয়াছেন ; আর তাহাকেই তাঁহারা নির্গুণ বলিয়া বিদিত হন। যাঁহারা তোমাতে ও আমায় অর্থাৎ রাধিকা ও কেশবে দুগ্ধের ধবলতার মত অভেদ-বুদ্ধি করেন, তাঁহারাই আমার ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাদেরই অহেতুক ভক্তি-

যে রাধিকায়াং ত্বয়ি কেশবে ময়ি
পশ্যন্তি ভেদং কুধিয়ো নরা ভুবি।
তে কালসূত্রং প্রপতন্তি দুঃখিতা
রম্ভোরু যাবৎ কিল চন্দ্রভাস্করৌ॥ ২৫

নারদ উবাচ।

এবমাশ্বাস্য তাং রাধাং সর্ব্বগোপীগণং তথা।
আযযৌ নন্দভবনং ভগবান্নয়কোবিদঃ॥ ২৬
অথ সূর্য্যোদয়ে জাতে নন্দাদ্যাঃ শকটৈর্ব্বলিম্।
নীত্বা রথান্ সমারুহ্য সর্ব্বে শ্রীমথুরাং যযুঃ॥ ২৭
আরুহ্য রামকৃষ্ণাভ্যাং স্বং রথং গান্দিনীসুতঃ।
প্রয়াণমকরোদ্রাজন্ মথুরাং প্রত্যুদ্যতঃ॥ ২৮
কোটিশঃ কোটিশো গোপ্যো মার্গে মার্গে সমাস্থিতাঃ।
পশ্যন্ত্যস্তন্নির্গমনং ক্রোধাঢ্যা মোহবিহ্বলাঃ॥২৯
ক্রূর ক্রূরেতি চাক্রূরং বদন্ত্যঃ পরুষং বচঃ।
রুরুধুঃ সর্ব্বতো যানং যথার্কং সরথং ঘনাঃ॥ ৩০
অক্রূরস্য রথং রাজন্ নিজঘ্নুর্যষ্টিভির্ভৃশম্।
অশ্বাংস্তথা সারথিঞ্চ ভগবদ্বিরহাতুরাঃ॥ ৩১
অশ্বাস্তত্র সমুৎপেতুস্তাড়িতাস্ত ইতস্ততঃ।
গোপীহ্যঙ্গুলিঘাতেন সারথিঃ পতিতো রথাৎ॥
বিহায় লজ্জাং লোকস্য সমাকৃষ্য রথাদ্বলাৎ।
কঙ্কণৈস্তেতুরক্রূরং পশ্যতোঃ কৃষ্ণরাময়োঃ॥ ৩৩
গোপীযূথবলং দৃষ্ট্বা সবলো ভগবান্ হরিঃ।
গোপীঃ সম্বোধয়ামাস রক্ষিত্বা গান্দিনীসুতম্॥৩৪
সন্ধ্যায়ামাগমিষ্যামি মা শোকং কুরুতাঙ্গনাঃ।
পশ্যতশ্চাস্য মদ্ধাস্যং মাকুর্য্যাস্তদ্ব্রজৌকসঃ॥ ৩৫
ইত্যেবমুক্ত্বা সরথঃ সমাগতো-
হক্রূরেণ কৃষ্ণো বলদেবসংযুতঃ।
তুরঙ্গমৈর্বেগময়ৈর্ম্মনোহরৈ-
র্যযৌপুরীং যাদববৃন্দমণ্ডিতাম্॥ ৩৬
যাবদ্রথঃ কেতুকৃতাম্বরেণু-
রালক্ষ্যতে তাবদতীব মোহাৎ।

লক্ষণের স্ফূর্ত্তি হয়। হে রম্ভোরু! যাহারা তোমাতে ও আমাতে অর্থাৎ রাধিকা ও কেশবে ভেদ দর্শন করে, ভূতলে সেই কুবুদ্ধি মানবগণ কালসূত্র নরকে পতিত হয় ও চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়া থাকে। নারদ বলিলেন,—নীতিবিৎ প্রবর ভগবান্ এই প্রকারে রাধা ও গোপী-গণকে আশ্বস্ত করিয়া নন্দভবনে আগমন করিলেন। অনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে নন্দাদি গোপগণ শকট সকলে উপহার চাপাইয়া দিয়া রথারোহণে মথুরায় গমন করিলেন; হে রাজন্! গান্দিনীনন্দন অক্রূর রামকৃষ্ণ-সহ নিজ রথে আরোহণ পূর্ব্বক মথুরা-দর্শনে উদ্যত হইয়া প্রস্থিত হইলেন। ২০—২৮। মোহবিহ্বল ক্রোধাঢ্য কোটি কোটি গোপী কৃষ্ণের নির্গমন দর্শনজন্য পথে পথে অবস্থিত ছিলেন; তাঁহারা অক্রূরকে "হে ক্রূর হে ক্রূর" বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কর্কশ বাক্য বলিতে লাগিলেন এবং মেঘগণ যেমন সরথ দিবাকরকে রোধ করে, তদ্রূপ সর্ব্বদিক্ হইতে রুদ্ধ করিলেন। ২০—৩০। হে রাজন্! কৃষ্ণ-বিরহকাতরা গোপীগণ অক্রূরের রথ, অশ্ব ও সারথিকে যষ্টি দ্বারা অত্যন্ত আঘাত করিতে লাগিলেন। অশ্বসমূহ তাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ উৎপতিত হইল, ব্রজাঙ্গনাগণের অঙ্গুলীর আঘাতে রথ হইতে সারথি পড়িয়া গেল। গোপীগণ লোকলজ্জা ত্যাগ করিয়া রামকৃষ্ণের সমক্ষে রথ হইতে অক্রূরকে আকর্ষণ করত কঙ্কণ দ্বারা প্রহার করিলেন। বলরামসহ ভগবান্ হরি গোপীদলের বল অবলোকন করিয়া অক্রূরকে রক্ষা করত গোপীগণকে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন,হে গোপাঙ্গনাগণ! শোক করিও না সন্ধ্যার সময় আগমন করিব। হে ব্রজবাসিনীগণ! অক্রূরের সমক্ষে আমার উপহাসকর কোন কার্য্য করিও না। এই-রূপ বলিয়া বলরাম সহ কৃষ্ণ বেগগামী মনোহর হয়বাহিত রথে অক্রূরের সঙ্গে অবস্থিত হইয়া যাদববৃন্দ মণ্ডিত মথুরায় সমাগত হইলেন। যে পর্য্যন্ত রথধ্বজ ও অশ্ব খুরোত্থিত রজ দৃষ্ট হইল, তাবৎকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত মোহিত

স্থিতা হ্যভূবন পথি চিত্রবত্তাঃ
স্মৃত্বা হরের্বাক্যমুতাগতাশাঃ ॥ ৩৭
ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং মথুরাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে শ্রীমথুরার্থপ্রয়াণং নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
হরিরক্রূররামাভ্যাং মথুরোপবনং গতঃ।
যমুনানিকটং স্থিত্বা বারি পীত্বা রথং যযৌ ॥ ১
অক্রূরস্তাবনুজ্ঞাপ্য স্নাতুং শ্রীযমুনাং গতঃ।
নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ত্তুং বিবেশ বিমলে জলে ॥২
জলে চাগাধগম্ভীরে মহাবর্ত্তসমাকুলে।
দদর্শ রামকৃষ্ণৌ তৌ বদন্তৌ গান্দিনীসুতঃ ॥ ৩
বিস্মিতস্তৌ রথেঽপশ্যৎ পুনর্বারি স্থিতৌ নৃপ।
দদর্শ তত্র সর্পেন্দ্রং কুণ্ডলীভূতমাস্থিতম্ ॥ ৪
তস্যোৎসঙ্গে মহালোকং গোলোকং লোক-
বন্দিতম্।
গোবর্দ্ধনাদ্রিং যমুনাবৃন্দারণ্যং মনোহরম্।
অসংখ্যকোটিমার্ত্তণ্ডজ্যোতিষাং মণ্ডলং প্রভুম্।
পরিপূর্ণতমং সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৬
কোটিমন্মথলাবণ্যং রাসমণ্ডলমধ্যগম্।
রাধয়া সহিতং দেবং তত্রাক্রূরো দদর্শ হ ॥ ৭
জ্ঞাত্বা কৃষ্ণং পরং ব্রহ্ম নত্বা নত্বা পুনঃপুনঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটোঽক্রূরঃ স্তুতিং চক্রেঽতিহর্ষিতঃ ॥ ৮
অক্রূর উবাচ।
নমঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় পরিপূর্ণতমায় চ।
অসংখ্যাণ্ডাধিপতয়ে গোলোকপতয়ে নমঃ ॥ ৯
শ্রীরাধাপতয়ে তুভ্যং ব্রজাধীশায় তে নমঃ।
নমঃ শ্রীনন্দপুত্রায় যশোদানন্দনায় চ ॥ ১০
দেবকীসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে।
যদূত্তম জগন্নাথ পাহি মাং পুরুষোত্তম ॥ ১১
বাণী সদা তে গুণবর্ণনে স্যাৎ
কর্ণৌ কথায়াং মম দোশ্চ কর্ম্মণি।

গোপীরা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় পথে অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণবাক্যে আশান্বিতা হইয়া রহিলেন। ৩১—৩৭।

মথুরাখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হরি বলরাম ও অক্রূর সহ মথুরার উপবনে উপনীত হইলেন এবং যমুনা সমীপে অবস্থিত হইয়া জলপান করত পুনরায় রথে আরোহন করিলেন। অক্রূর রামকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে স্নানার্থ যমুনায় গমন করিলেন, তিনি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া করিবার জন্য বিমল যমুনাজলে প্রবিষ্ট হইলেন। গান্দিনীনন্দন অক্রূর মহাবর্ত্ত-সমাকুল অগাধ গভীর জলে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন—জলমধ্যে রামকৃষ্ণ পরস্পর কথা কহিতেছেন। হে নৃপ। তিনি বিস্মিত হইয়া পুনরায় রথে আসিলেন, দেখিলেন,—সেখানেও রামকৃষ্ণ রহিয়াছেন ; আবার বারি মধ্যেও তাঁহাদিগকে অবস্থিত অবলোকন করিলেন। তিনি দেখিলেন,—তথায় নাগরাজ শেষ কুণ্ডলী করিয়া অবস্থিত, তাঁহার ক্রোড়ে লোকবন্দিত মহালোক গোলোক বিদ্যমান; অক্রূর আরও দেখিলেন,—তথায় গোবর্দ্ধন গিরি, যমুনা, মনোহর বৃন্দাবন, অসংখ্য কোটি মার্ত্তণ্ডের জ্যোতির্ম্মণ্ডল, কোটি কোটি মদনের লাবণ্য-যুক্ত পরিপূর্ণতম পুরুষোত্তম প্রভু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডল মধ্যগত হইয়া রাধার সহিত অবস্থিত রহিয়াছেন। অক্রূর কৃষ্ণকে পরব্রহ্ম জানিয়া অত্যন্ত হর্ষ সহকারে করজোড়ে পুনঃ পুনঃ প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। ১—৮। অক্রূর কহিলেন,—পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে নমস্কার, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি গোলোকপতিকে প্রণাম। রাধাপতি ব্রজপতি তোমাকে নমস্কার, নন্দনন্দন যশোদানন্দনকে নমস্কার। হে দেবকীসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে যদূত্তম জগন্নাথ পুরুষোত্তম!

মনঃ সদা ত্বচ্চরণারবিন্দয়ো-
দৃশৌ স্ফুরদ্ধামবিশেষদর্শনে ॥ ১২

নারদ উবাচ।

এবং সংস্তবতস্তস্য পশ্যতো বিস্মিতস্য চ।
তত্রৈবান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সলোকো ভগবান্ প্রভু ॥১৩
নত্বা তঞ্চ তদাক্রূরঃ কৃত্বা নৈমিত্তিকং বিধিম্।
জ্ঞাত্বা কৃষ্ণং পরং ব্রহ্ম বিস্মিতো রথমাযযৌ ॥ ১৪
দিনাত্যয়ে রামকৃষ্ণাবনয়দ্গান্দিনীসুতঃ।
রথেন বায়ুবেগেন স্নিগ্ধগম্ভীরনাদিনা ॥ ১৫
পুরস্তোপবনে তত্র বীক্ষ্য নন্দং যদূত্তমঃ।
অক্রূরং প্রাহ বিহসন্মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥১৬

শ্রীভগবানুবাচ।

মথুরায়াং হি গন্তব্যং ভবতা স্বরথেন বৈ।
গোপালৈঃ সহিতঃ পশ্চাদাগমিষ্যামি মানদ ॥ ১৭

অক্রূর উবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ গোবিন্দ পুরুষোত্তম।
সহাগ্রজঃ সগোপালো গচ্ছ মে মন্দিরং প্রভো ॥

আমাকে রক্ষা করুন। আমার বাণী সর্ব্বদা আপনার গুণবর্ণনে, কর্ণ আপনার কথায়, ভুজ-দ্বয় ত্বদীয় কার্য্যে হৃদয় সর্ব্বদা ত্বদীয় পাদপদ্ম দ্বয়ে, নয়নদ্বয় আপনার উদ্দীপিত ধাম বিশেষ দর্শনে নিযুক্ত থাকুক। নারদ বলিলেন,—অক্রূর বিস্মিত হইয়া এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে প্রভু ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহার সমক্ষে নিজলোক সহ সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, অক্রূর তখন কৃষ্ণকে নমস্কার ও নিজ নৈমিত্তিক ক্রিয়া করত কৃষ্ণকে পরম ব্রহ্ম জানিয়া বিস্মিত হৃদয়ে রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর গান্দিনীনন্দন অক্রূর স্নিগ্ধ গম্ভীরনাদী বায়ুবদ্ বেগগামী রথে রাম-কৃষ্ণকে লইয়া সন্ধ্যার সময় মথুরায় উপনীত হইলেন। যদূত্তম কৃষ্ণ মথুরার উপ-বনে নন্দকে অবলোকন করিয়া মেঘ গম্ভীর বাক্যে হাসিতে হাসিতে অক্রূরকে কহিলেন। ভগবান বলিলেন,—তুমি রথ লইয়া মথুরায় গমন কর, হে মানদ! আমি গোপালগণের সহিত পশ্চাতে আসিতেছি। অক্রূর কহি-লেন,—হে দেবদেব জগন্নাথ গোবিন্দ প্রভু

পাদারবিন্দরজসা পবিত্রীকুরু মদ্গৃহম্।
ত্বাং বিনা ন গমিষ্যামি মন্দিরং স্বং জগৎপতে

শ্রীভগবানুবাচ।

গৃহং তবাগমিষ্যামি হত্বা বৈ যাদবাহিতম্।
সবলো বান্ধবৈঃ সার্দ্ধং করিষ্যামি তব প্রিয়ম্ ॥২০

নারদ উবাচ।

অথ তত্র স্থিতে কৃষ্ণে সোঽক্রূরো মথুরাং গতঃ।
নিবেদ্য চেদং কংসায় ততঃ স্বভবনং যযৌ ॥ ২১
অথাপরাহ্নে সবলং গোবিন্দং বালকৈঃ পুরীম্।
দ্রষ্টুমভ্যুদিতং বীক্ষ্য নন্দো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥২২
আর্জ্জবেন পুরীং বীক্ষ্যাগন্তব্যং ভবতা কিল।
ন গোকুলং বিদ্ধি চৈনাং কংসরাজ্যে মহাভয়ে ॥
তথাস্ত চোক্ত্বা ভগবান্ বৃদ্ধৈর্নন্দপ্রণোদিতৈঃ।
গোপালৈর্বালকৈঃ সার্দ্ধং সবলো গতবান্ পুরীম্
প্রাসাদৈর্গগনস্পর্শৈর্হৈমরত্নখচিদ্গৃহৈঃ।
শোভিতাং দুর্গসংযুক্তাং দেবধানীমিব স্থিতাম্ ॥

পুরুষোত্তম! বলরাম ও গোপগণ সহ আমার গৃহে আগমন করিয়া পাদপদ্মরেণু দ্বারা আমার গৃহ পবিত্র করুন। হে জগৎপতে! আপনি ব্যতীত আমি নিজ গৃহে গমন করিব না। ৯—১৯। ভগবান্ বলিলেন, —আমি যাদবগণের অহিতকারী কংসকে ধ্বংস করিয়া বলরাম ও বান্ধবগণসহ তোমার গৃহে গিয়া তোমার প্রিয় করিব। নারদ বলি-লেন,—অনন্তর কৃষ্ণ তথায় অবস্থিত হইলেন, অক্রূর মথুরায় গমন করিলেন; তারপর কংসকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া স্বভবনে উপনীত হইলেন। অতঃপর অপরাহ্নে কৃষ্ণ বলরাম ও বালকগণ সহ মথুরাপুরী দর্শনে উদ্যত হইলে নন্দ তদ্দর্শনে কৃষ্ণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন;—সাবধানে মথুরা দর্শন করিয়া আগমন করিবে, ইহা গোকুল নহে, মথুরাকে মহাভয়ান্বিত কংসরাজ্য জানিবে। নন্দাদি বৃদ্ধগণ-প্রণোদিত ভগবান্ কৃষ্ণ "তাহাই হইবে" ইহা কহিয়া বলরাম ও গোপবালকগণ সহ পুরে প্রবেশ করিলেন। সেই পুরী গগন-স্পর্শী প্রাসাদ ও স্বর্ণরত্নখচিত গৃহসমূহে

কালিন্দীরত্নসোপানৈশ্চলদূর্ম্মিকুতূহলৈঃ।
অলকামিব শোভাঢ্যাং দিব্যনারীনরৈর্ব্বৃতাম্ ॥২৬
প্রেক্ষ্য শ্রীমথুরাং কৃষ্ণো ধনিনাং মন্দিরাণি চ।
পশ্যন্ গোপালকৈঃ সার্দ্ধং রাজমার্গং বিবেশ হ।
শ্রুত্বাগতং তং বসুদেবনন্দনং
বহ্বঙ্গনা বৈ মথুরাপুরীং গতাঃ।
ত্যক্ত্বাথ কর্ম্মাণি বিসৃজ্য তাঃ শিশূন্
দ্রষ্টুং ব্যধাবন্নুদধিং যথাপগাঃ ॥২৮
কাশ্চিত্তু হর্ম্ম্যাৎ কিল জালদেশাৎ
কুড্যাত্তু কাশ্চিৎ পটতো গবাক্ষাৎ।
বিনির্গতা দ্বারকপাটদেশা-
ত্তুচ্চস্বরাত্তং দদৃশুঃ পুরস্ত্র্যঃ ॥২৯
একং চলৎকুন্তলমাননে স্বে
কিমগ্রগাণাস্তু মনাংসি হর্ত্তুম্।
পশ্চাৎ কৃতং মৌলিতলে দধানং
কিং পৃষ্ঠগানাং হরণং দ্বিতীয়ম্ ॥ ৩০
পীতাম্বরার্দ্ধং বলিনং স্ফুরৎকটী-
বর্দ্ধং তদংসে জলদে যথা তড়িৎ।
পদ্মং করে স্বাং হৃদি বৈজয়ন্তীং
স্রজং দধানং বসুদেবনন্দনম্ ॥ ৩১
বিলোক্য সর্ব্বা মুমুহুঃ পুরস্ত্রিয়ো
বিলোলপাঠীননবীনকুণ্ডলম্।
বালার্কহেমাঙ্গদবাহুমণ্ডলং
রাজন্নসংখ্যাণ্ডপতিং পরাৎপরম্ ॥ ৩২
পুরস্ত্র্য ঊচুঃ।
অহো বৃন্দাবনং ধন্যং যত্র সন্নিহিতো হ্যয়ম্।
ধন্যা গোপগণাঃ সর্ব্বে পশ্যন্ত্যেনং মনোহরম্ ॥৩৩
ধন্যা গোপরমণ্যস্তাস্তাভিঃ কিং সুকৃতং কৃতম্।
পিবন্তি বা রাসরঙ্গে মুহুশ্চাস্যাধরামৃতম্ ॥ ৩৪
নারদ উবাচ।
রাজমার্গে রঙ্গকারং রজকং যান্তমুন্মদম্।
গোপালানুমতেনৈব প্রাহ তং মধুসূদনঃ ॥ ৩৫
দেহি নো মিত্র বাসাংসি রুচিরাণি মহামতে।

শোভিত ও দুর্গসংযুক্ত; উহা যেন স্বর্গপুরীর ন্যায় বিরাজিত। যমুনার রত্নসোপান ও চঞ্চল লহরীশোভিতা দিব্য নরনারী-সমাকুলা কুবেরপুরীর ন্যায় শোভাবহুলা মথুরাপুরী দর্শন করিয়া গোপালগণ সহ কৃষ্ণ ধনিগণের গৃহসমূহ দর্শন করিতে করিতে রাজপথে প্রবেশ করিলেন। মথুরার চতুরা নারীরা বসুদেব-নন্দন কৃষ্ণ আসিয়াছেন শুনিয়া গৃহকর্ম্মসমূহ ও স্ব স্ব শিশুগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নদীনিচয়ের সাগর প্রবেশের ন্যায় মথুরাপুরে গমন করিলেন। ১৭—২৮। কোন কোন পুরকামিনী প্রাসাদের উপর হইতে জালরন্ধ্র দিয়া কেহ কেহ ভিত্তির উপর উঠিয়া গবাক্ষ বস্ত্র উন্মোচন করিয়া কেহ কেহ গৃহদ্বারের কপাট খুলিয়া বিনির্গত হইয়া অঙ্গন হইতেই কৃষ্ণকে দর্শন করিল। কৃষ্ণের চঞ্চল কুন্তলযুক্ত বদন-মণ্ডলের একদিকের কেশগুচ্ছ যেন অগ্র-গামিনী কামিনীগণের মনহরণ করিতেছে; আর মুকুটের পশ্চাদ্বর্ত্তী দ্বিতীয় কেশগুচ্ছ যেন পশ্চাদ্দিকে আগমনকারিণী রমণীগণের মন হরণ করিতেছেন। বলিশোভিত বসু-দেবনন্দন কৃষ্ণ উজ্জ্বল পীতবসনের অর্দ্ধ কটীতে আবদ্ধ করিয়াছে, আর অপরার্দ্ধ স্কন্ধদেশে জলদে সৌদামিনীর মত বিন্যস্ত করিয়াছেন; করে পদ্ম আর হৃদয়ে স্বীয় বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার কর্ণে নবীন মকরা-কার চঞ্চল কুণ্ডল দুলিতেছে, বাহুমণ্ডলে দিবাকরদ্যুতি স্বর্ণাঙ্গদ শোভিত হইতেছে; হে রাজন্! সেই অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতি পরাৎ-পর কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া পুরনারীরা মোহিত হইল। পুরনারীগণ বলিল,—অহো! যেস্থানে ইনি সন্নিহিত, সেই বৃন্দাবন ধন্য; আর ধন্য গোপগণ—যাঁহারা এই মনোহর কৃষ্ণকে দর্শন করেন। গোপরমণীগণ ধন্য, তাঁহারা কি পুণ্য করিয়াছেন যে, রাসরঙ্গে ইহার অধরামৃত মুহুর্মুহু পান করেন। নারদ বলিলেন,—রাজপথে রজক যাইতেছিল, গোপালগণের মতানুসারে মধুসূদন সেই অভিমানী রঙ্গকারকে কহিলেন;—হে মহা-

দাতুস্তে হি পরং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
প্রজ্বলন্ কৃষ্ণবাক্যেন ঘৃতেনাগ্নির্যথা ভৃশম্।
কংসভৃত্যো মহাদুষ্টঃ প্রাহেদং পথি মাধবম্ ॥ ৩৭

রজক উবাচ।

ঈদৃশান্যেব বস্ত্রাণি পিতৃভির্বঃ পিতামহৈঃ।
ধারিতানি কিমুদ্ধৃতাস্তে ন কৌপীনধারকাঃ ॥ ৩৮
যাতাশু বন্যা নগরাৎ সর্ব্বে বৈ জীবিতেচ্ছয়া।
কারাগারে কারয়ামি যুষ্মান্ বস্ত্রহরানহম্ ॥ ৩৯

নারদ উবাচ।

এবং প্রবদতস্তস্য রজকস্য যদূত্তমঃ।
জহার মস্তকং সদ্যঃ করাগ্রেণৈব লীলয়া ॥ ৪০
তজ্জ্যোতিঃ শ্রীঘনশ্যামে লীনং জাতং বিদেহরাট্
সদ্যস্তদনুগাঃ সর্ব্বে বাসঃ কোশান বিসৃজ্য বৈ ॥
দুদ্রুবুঃ সর্ব্বতো রাজন্ শরৎকালে যথা ঘনাঃ।
গৃহীত্বাত্মপ্রিয়ে বস্ত্রে স্থিতয়ো রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৪২
জগৃহুর্গোপবালাস্তে রাজমার্গজনা অপি।
তদ্ধারণাবিদো বালা বাসাংসি রুচিরাণি চ।
অস্তব্যস্তং পরিদধুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রপশ্যতঃ ॥ ৪৩
বীক্ষ্য তৌ বায়কঃ কশ্চিচ্ছ্রীকৃষ্ণবলদেবয়োঃ
বিচিত্রবর্ণৈর্বাসোভির্দিব্যং বেষং চকার হ ॥ ৪৪
তথান্যেষাং শিশূনাঞ্চ যথাযোগ্যং বিধায় সঃ।
রাজন্ পরময়া ভক্ত্যা পুনঃ কৃষ্ণং দদর্শ হ ॥ ৪৫
প্রসন্নো ভগবাংস্তস্মৈ প্রাদাৎ সারূপ্যমাত্মনঃ।
বলং শ্রিয়ং তথৈশ্বর্য্যং বলদেবো দদৌ পুনঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমথুরাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে মথুরায়াং শ্রীকৃষ্ণপ্রবেশো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

অথ গোপালকৈঃ সার্দ্ধং শ্রীকৃষ্ণো নন্দনন্দনঃ।
গৃহং জগাম সবলঃ সুদাম্নো দামমালিনঃ ॥ ১

মতে মিত্র! আমাকে মনোজ্ঞ বসন সকল অর্পণ কর, তুমি বসন দান করিলে তোমার পরম মঙ্গল হইবে, সংশয় নাই। ঘৃতসংযোগে অগ্নির ন্যায় রজক কৃষ্ণবাক্যে ক্রোধে অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল, সেই মহাদুষ্ট কংসভৃত্য পথি-মধ্যে মাধবকে বলিতে লাগিল। ২৯—৩৭। রজক কহিল,—তোমরা কৌপীনধারী, ঈদৃশ বসন তোমাদের পিতা পিতামহেরা কি পরিয়াছেন যে ইহা চাহিতেছ! হে বনবাসিগণ! যদি জীবনে আশা থাকে, তবে নগর হইতে সত্বর চলিয়া যাও। আমি তোমাদিগকে বসনাপহারী বলিয়া কারাগারে প্রেরণ করিব। নারদ বলিলেন,—রজক এইরূপ বলিতে থাকিলে যদূত্তম কৃষ্ণ করাগ্র দ্বারা অবলীলা-ক্রমে তখনই তাহার শিরচ্ছেদ করিলেন। হে বিদেহরাজ! তাহার জ্যোতি ঘনশ্যাম কৃষ্ণে লীন হইল। হে রাজন্! রজকের অনুচরগণ বসন ও ধনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক শরৎকালের মেঘের মত তৎক্ষণাৎ ইতস্ততঃ অদৃশ্য হইয়া গেল। রাম ও কৃষ্ণ নিজ মনোমত বসন গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, বালকগণ ও রাজমার্গগামী অপর সকলেও সেই সকল বসন গ্রহণ করিল। বালকগণ সেই সকল মনোজ্ঞ বসন পরিধানে অভিজ্ঞ নহে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের দেখাদেখি উলটপালট করিয়া পরিয়া লইল। হে রাজন্! কোন এক তন্তুবায় কৃষ্ণ বল-রামকে অবলোকন করিয়া বিচিত্রবর্ণ বসন দ্বারা তাঁহাদের বেশ রচনা করিয়া দিল এবং বালকগণকেও যথাযোগ্য বসনে ভূষিত করিয়া পরম ভক্তিসহকারে কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে লাগিল। ভগবান্ কৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে নিজের সারূপ্য প্রদান করি-লেন; আর বলদেব বল, শ্রী ও ঐশ্বর্য্য দান করিলেন। ৩৮—৪৬।

মথুরাখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর নন্দনন্দন কৃষ্ণ বলরাম ও বালকগণ সহ সুদামা নামক মালা-

দৃষ্ট্বা তৌ স সমুত্থায় নমস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ।
পুষ্পসিংহাসনে স্থাপ্য প্রাহ গদ্গদয়া গিরা ॥ ২

সুদামোবাচ।

ধন্যং কুলং মে ভবনঞ্চ জন্ম
ত্বয্যাগতে দেব কুলানি সপ্ত।
মাতুঃ পিতুঃ সপ্ত তথা প্রিয়ায়া
বৈকুণ্ঠলোকং গতবন্তি মন্যে ॥ ৩
ভূভারমাহর্ত্তুমলং যদোঃ কুলে
জাতৌ যুবাং পূর্ণতমৌ পরেশ্বরৌ।
নমো যুবাভ্যাং মম দীনদীনং
গৃহং গতাভ্যাং জগদীশ্বরৌ পরৌ ॥ ৪

নারদ উবাচ

ইত্যুক্ত্বা পুষ্পরচনালঙ্কারং মধুপধ্বনীন্।
নিবেদ্য মকরন্দাংশ্চ মালাকারো ননাম হ ॥ ৫
ধৃত্বা তৎপুষ্পনিচয়ং সবলো ভগবান্ হরিঃ।
দত্ত্বা গোপেভ্য আরাত্তং প্রাহ প্রহসিতাননঃ ॥ ৬
গরীয়সী মৎপদাব্জে ভক্তির্ভূয়াৎ সদা তব।
মদ্ভক্তানাং তু সঙ্গঃ স্যাৎ মৎস্বরূপমিহৈব হি ॥ ৭
বলদেবো দদৌ তস্মৈ শ্রিয়ং চান্বয়বর্দ্ধিনীম্।
উত্থায় তৌ ততো রাজন্নন্যাং বীথীং প্রজগ্মতুঃ ॥ ৮
যান্তীং স্ত্রিয়ং পদ্মনেত্রাং পাটীরালেপভাজনম্।
বিভ্রতীং যুবতীং কুব্জাং পথি পপ্রচ্ছ মাধবঃ ॥ ৯

শ্রীভগবানুবাচ।

কা ত্বং কস্য প্রিয়া সুভ্রু কস্যার্থং চন্দনং ত্বিদম্
দেহ্যাবয়োর্যেন তব চিরং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ১০

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

দাস্যস্মি সুন্দরবর কুব্জানাম মহামতে।
মদ্ধস্তোত্থঞ্চ পাটীরং জাতং ভোজপতেঃ প্রিয়ম্
অদ্যাপি কংসদাস্যস্মি সাম্প্রতং তব চাগ্রতঃ।
হস্তিশুণ্ডাদণ্ডসমে ভুজদণ্ডেহস্তি মে মনঃ ॥ ১২
যুবাং বিনা কোহন্যতমোঽনুলেপং কর্ত্তুমর্হতি
যুবয়োস্তু সমং রূপং ত্রৈলোক্যে ন হি বিদ্যতে ॥

নারদ উবাচ।

উভাভ্যাং সা দদৌ সান্দ্রং হর্ষিতা হ্যনুলেপনম্।

কারের গৃহে গমন করিলেন। সুদামা তাঁহাদিগকে দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক করজোড়ে প্রণাম করত পুষ্পের সিংহাসনে বসাইয়া গদ্‌গদ্ বাক্যে বলিতে লাগিল। সুদামা বলিল, —হে দেব! আপনার আগমনে আমার কুল, গৃহ ও জন্ম ধন্য হইয়াছে; মনে হয়—আমার মাতা, পিতা ও শ্বশুরের সপ্ত কুল বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়াছে। আপনারা পরিপূর্ণতম পরমেশ্বর, নিঃশেষরূপে ভূভার হরণজন্য যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; আমি দীন হীন, তথাপি আপনারা পরব্রহ্ম জগদীশ্বর হইয়াও আমার গৃহে সমাগত হইয়াছেন। আপনাদিগকে নমস্কার। নারদ বলিলেন,—মালাকার সুদামা এইরূপ বলিয়া মধুকরবযুক্ত পুষ্প দ্বারা তাঁহাদের অলঙ্কার রচনা করিয়া মধু নিবেদনপূর্ব্বক প্রণাম করিল। বলরাম সহ ভগবান্ কৃষ্ণ সেই সকল পুষ্প ধারণ করিলেন, সমীপস্থ গোপীগণকেও দিলেন এবং প্রসন্ন বদনে সুদামাকে বলিলেন,—আমার পাদপদ্মে সর্ব্বদা তোমার উত্তম ভক্তি হউক, ইহলোকে তুমি আমার ভক্তগণের সঙ্গ লাভ কর এবং আমার স্বরূপতা প্রাপ্ত হও। বলদেব তাহাকে বংশবৃদ্ধিকরী সম্পদ্ প্রদান করিলেন। হে রাজন্! অতঃপর রামকৃষ্ণ উত্থিত হইয়া অন্য পথে গমন করিলেন, সেই পথে পদ্মনেত্রা যুবতী কুব্জা চন্দনপূর্ণ পাত্র করে লইয়া যাইতেছিল, কৃষ্ণ তাহাকে কহিলেন। ১—৯। ভগবান্ বলিলেন,—হে সুভ্রু! তুমি কে, কাহার পত্নী, কাহার জন্য এই চন্দন লই। যাইতেছ? ইহা আমাদিগকে প্রদান কর, তোমার বিপুল মঙ্গল হইবে। কুব্জা কহিল,—হে সুন্দরবর! হে মহামতে! আমার নাম কুব্জা, আমি দাসী। আমার হস্তস্থিত এই চন্দন ভোজরাজ কংসের প্রিয়কামনায় প্রস্তুত করিয়াছি। এযাবৎ আমি কংসের দাসী ছিলাম সম্প্রতি আপনার হইলাম। হস্তিশুণ্ডতুল তোমার ভুজদণ্ডে আমার মন বিক্ষুব্ধ হইল তোমার মত যুবা ব্যতীত অন্য কে এই চন্দ লেপনের যোগ্য আছে! তোমাদে

অথ তাবঙ্গরাগেণ রামকৃষ্ণৌ বিরেজতুঃ॥ ১৪
জগৃহুশ্চন্দনং দিব্যং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্ব্রজার্ভকাঃ
ত্রিবক্রামথ তাং কৃষ্ণো ঋজ্বীং কর্ত্তুং মনোদধে॥
আক্রম্য পদ্ভ্যাং প্রপদেহঙ্গুলিদ্বয়ং
প্রোত্তানহস্তেন বিভুঃ পরেশ্বরঃ।
প্রগৃহ্য নৃণাং চিবুকে প্রপশ্যতাং
বক্রাং তন্বং তামুদনীনমদ্ধরিঃ॥ ১৬
তদৈব সা যষ্টিসমানবিগ্রহা
দীপ্ত্যা চ রম্ভাং ক্ষিপতীব রূপিণী।
ভূত্বা গৃহীত্বাহ হরিং তু বাসসি
শুচিস্মিতা জাতমনোজবিহ্বলা॥ ১৭
সৈরন্ধ্র্যুবাচ।
গচ্ছাশু হে সুন্দরবর্য্য মদ্গৃহং
ত্যক্তুং ভবন্তং কিল নোৎসহেহহম্।
প্রসীদ সর্ব্বজ্ঞ রসজ্ঞ মানদ
ত্বয়া ভৃশং প্রোন্মথিতং মনো মম॥ ১৮
নারদ উবাচ।
তদৈব গোপা জহসুঃ পরস্পর-
মহো কিমেতৎ করতালনিস্বনৈঃ।
প্রহস্য রামস্য হরিঃ প্রপশ্যত-
স্তদ্যাচ্যমানো হ্যবদৎ পরং বচঃ॥ ১৯
চ।
অহোহতিধন্যা মথুরা পুরীয়ং
বসন্তি যত্রৈব জনাস্তু সৌম্যাঃ।
যেহজ্ঞাতপন্থান্ স্বগৃহং নয়ন্তি
দৃষ্ট্বা পুরীং ধাম তবাগমিষ্যে॥ ২০
নারদ উবাচ।
এবমুক্তোত্তরীয়ান্তং সমাকৃষ্য গিরার্দ্রয়া
রাজমার্গং ব্রজন্ কৃষ্ণো বৈশ্যানাঢ্যান্ দদর্শ হ॥
পুষ্পতাম্বূলগন্ধাঢ্যৈঃ ফলৈর্দুগ্ধফলৈর্হরিম্।
সম্পূজ্য স্বাসনে স্থাপ্য নেমুরগ্র্যাধিয়ো বিশঃ॥ ২২
বৈশ্যা ঊচুঃ।
ভবেচ্চেদত্র তে রাজ্যং তাবকান্ স্মরতাৎ সদা
বয়ং তব প্রজা দেব রাজ্যে প্রাপ্তে ন কঃ স্মরেৎ

তুল্যরূপ ত্রৈলোক্যে নাই। নারদ বলিলেন,—হৃষ্টা কুব্জা রাম-কৃষ্ণকে সেই উত্তম চন্দনানুলেপন দান করিল, অনন্তর রাম-কৃষ্ণ সেই অঙ্গরাগে রঞ্জিত হইলেন। ব্রজবালকগণও সেই দিব্য চন্দনের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিল। অনন্তর কৃষ্ণ সেই ত্রিবক্রা কুব্জাকে সরল করিতে ইচ্ছা করিলেন, বিভু পরমেশ্বর কৃষ্ণ সেই স্থানে মানবগণের সমক্ষে তদীয় পদাঙ্গুলিদ্বয়ে স্বীয় পাদদ্বয় দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া উত্তান হস্তে চিবুক গ্রহণ করত আকর্ষণ করিয়া তাহাকে সরল করিলেন। তখনই তাহার দেহ যষ্টির ন্যায় সরল হইল, সে উজ্জ্বলরূপে যেন রম্ভাকেও বিড়ম্বিত করিল। সেই সুন্দরী মদনমোহিতা হইয়া কৃষ্ণের বসন ধারণ করত কহিতে লাগিল। কুব্জা কহিল,—হে সুন্দর-বর! সত্বর আমার গৃহে আগমন কর, তোমাকে ত্যাগ করিয়া আমি গৃহে যাইতে উৎসুক নহি। হে সর্ব্বজ্ঞ! প্রসন্ন হও, হে বরদ! হে মানদ! তুমি আমার মন অত্যন্ত মথিত করিয়াছ। নারদ বলিলেন,—তখনই গোপগণ হাস্য করিল, 'অহো! ইহা কি' বলিয়া পরস্পর করতল-ধ্বনি করিল; কুব্জার প্রার্থনায় কৃষ্ণও হাস্য করিয়া বলরামের সমক্ষে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ১০—১৯। ভগবান্ বলিলেন,—অহো! এই মথুরাপুরী অতি ধন্যা, অত্রত্য জনগণ সুন্দর, তাহারা অজ্ঞাতপথ পথিককে নিজ গৃহে লইয়া যায়; হে সুন্দরি! আমি মথুরা দর্শন করিয়া তোমার গৃহে আগমন করিব। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! কৃষ্ণ এইরূপ সরস কথা কহিয়া নিজ উত্তরীয় গ্রহণ করত রাজপথে চলিতে চলিতে ধনাঢ্য বৈশ্যগণকে দর্শন করিলেন। সেই মহাবুদ্ধি বৈশ্যগণ সুগন্ধ পুষ্প, তাম্বূল, ফল ও দুগ্ধ দ্বারা হরির পূজা করিয়া আসনে বসাইয়া প্রণাম করিল। বৈশ্যগণ বলিল,—যদি তোমার এইস্থানে রাজ্য হয়, তবে আমাদিগকে তোমারই লোক বলিয়া সর্ব্বদা তুমি স্মরণ রাখিও, আমরা তোমার প্রজা হইব, হে দেব! রাজ্য প্রাপ্ত হইলে পাছে কেহই স্মরণ করে না।

নারদ উবাচ।

পপ্রচ্ছ সুস্মিতো বৈশ্যান্ কোদণ্ডস্থানমচ্যুতঃ।
ন তে অমূচুঃ সুধিয়ঃ কোদণ্ডে ভঙ্গশঙ্কয়া॥ ২৪
তদ্রূপগুণমাধুর্য্যমোহিতা যে চ মাথুরাঃ।
কুমার পশ্যেহি ধনুরিত্যূচুস্তদ্দিদৃক্ষবঃ॥ ২৫
তৈর্দ্দৃষ্টেন পথা কৃষ্ণঃ প্রবিষ্টো ধনুষঃ স্থলম।
মৈত্রীং কুর্ব্বন বয়স্যৈশ্চ মাথুরৈঃ পুরবালকৈঃ॥ ২৬
যথেন্দ্রং হেমচিত্রাঢ্যং কোদণ্ডং সপ্ততালকম।
পুরুষৈঃ পঞ্চসাহস্রৈর্নেতুং যোগ্যং বৃহত্তরম্॥ ২৭
অষ্টধাতুময়ং ক্লিষ্টং লক্ষভারসমং পরম।
চতুর্দ্দশ্যাং পৌরজনৈরর্চ্চিতং যজ্ঞমণ্ডলে॥ ২৮
ভার্গবেণ পুরা দত্তং যদুরাজায় মাধবঃ।
দদর্শ কুণ্ডলীভূতং সাক্ষাচ্ছেষমিব স্থিতম্॥ ২৯
বার্য্যমাণো নৃভিঃ কৃষ্ণঃ প্রসহ্য ধনুরাদদে।
পশ্যতাং তত্র পৌরাণাং সজ্জং কৃত্বাথ লীলয়া॥ ৩০
আকৃষ্য কর্ণপর্য্যন্তং দোর্দ্দণ্ডাভ্যাং হরির্ধনুঃ।
বভঞ্জ মধ্যতো রাজন্নিক্ষুদণ্ডং গজো যথা॥ ৩১
ভজ্যমানস্য ধনুষষ্টঙ্কারোঽভূত্তড়িৎস্বনঃ।
ননাদ তেন ব্রহ্মাণ্ডং সপ্তলোকৈর্বিলৈঃ সহ॥ ৩২
বিচেলুর্দ্দিগ্‌গজাস্তারা রাজন্ভূখণ্ডমণ্ডলম্।
তদৈব বধিরীভূতা পৃথিব্যাং জনমণ্ডলী॥ ৩৩
কংসস্য হৃদয়ং শব্দো বিদদার ঘটীদ্বয়ম্।
তদ্রক্ষিণঃ প্রকুপিতা উত্থিতা আততায়িনঃ॥ ৩৪
গৃহীতুকামাঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যূচুর্বধ্যতামিতি।
অথ তানাগতান বীক্ষ্য সশস্ত্রান্ বলকেশবৌ॥ ৩৫
কোদণ্ডশকলে নীত্বা জঘ্নতুর্দুর্ম্মদান্ ভৃশম্।
শকলাতিপ্রহারেণ কেচিদ্বীরাশ্চ মূর্চ্ছিতাঃ॥ ৩৬
ভিন্নপাদা ভিন্ননখাঃ কেচিচ্ছিন্নাংসবাহবঃ।
বীরাঃ পঞ্চসহস্রাণি নিপেতুর্ভূমিমণ্ডলে॥ ৩৭
বিচেলুর্মাথুরাঃ সর্ব্বে তদ্রক্ষুস্তদ্দিদৃক্ষবঃ।
পুর্য্যাং কোলাহলে জাতে নৃণাং জাতং মহদ্ভয়ম্

নারদ বলিলেন,—অচ্যুত কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যসহকারে বৈশ্যগণকে ধনুস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু বুদ্ধিমান বৈশ্যগণ ভগ্নাশঙ্কায় ধনুকের বিষয় বলিল না! যে সকল মথুরাবাসী তাঁহার গুণ ও রূপমাধুর্য্যে মোহিত হইয়াছিল, তাহারা তাঁহার দর্শনাভিলাষে কহিল,—"কুমার! এস, ধনু দর্শন কর।" কৃষ্ণ মথুরার বয়স্য পুরবালকগণের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া তাহাদের প্রদর্শিত পথে ধনুস্থলে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রধনু সদৃশ এই ধনু স্বর্ণবর্ণে বহু বিচিত্রিত ও সপ্ততাপ্রমাণ এবং পঞ্চ সহস্র লোকের বহনযোগ্য বৃহৎ; উহা অষ্টধাতুময় লক্ষভার তুল্য অত্যন্ত দুর্ব্বহ; চতুর্দ্দশী দিনে পৌরজন কর্ত্তৃক উহা যজ্ঞমণ্ডপে পূজিত হয়; পূর্ব্বকালে পরশুরাম ঐ ধনু যদুপতি কংসকে দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কুণ্ডলীকৃত সাক্ষাৎ শেষ নাগের মত অবস্থিত ধনু দর্শন করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর লোকগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াও কৃষ্ণ সেই ধনু সবলে গ্রহণ করিলেন এবং সেইস্থানে পৌরজনগণের সমক্ষে অবলীলাক্রমে কর্ণ পর্য্যন্ত গুণ আকর্ষণ করিয়া বাহুদণ্ড দ্বারা গজের ইক্ষুদণ্ড ভগ্নের ন্যায় তাহার মধ্যদেশে ভগ্ন করিলেন। ২০—৩১। বজ্রধ্বনির মত সেই ভগ্নধনুর টঙ্কার ধ্বনি উত্থিত হইল, সেই শব্দে সপ্তলোক ও পাতাল সহ ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিত হইল, দিগ্‌গজগণ বিচলিত হইল ও তারকারাজি পতিত হইয়া ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত করিল। হে রাজন্! তৎকালে ভূতলের জনমণ্ডলী বধির হইয়া গেল, সেই শব্দ ঘটিকাদ্বয় যাবৎ কংসের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। ধনুর রক্ষীরা প্রকুপিত হইয়া উত্থিত হইল, সেই আততায়ীরা কৃষ্ণকে ধরিবার জন্য আগমন করিল এবং বলিল—বধ কর, বধ কর। অনন্তর সেই সকল সশস্ত্র দুর্ম্মদ রক্ষিগণকে আসিতে দেখিয়া রামকৃষ্ণ কোদণ্ড-খণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে ভীষণ প্রহার করিলেন। সেই সকল কোদণ্ডখণ্ড প্রহারে কোন কোন বীর মূর্চ্ছিত হইল, কাহারও কাহারও পদ ও নখ ভগ্ন হইল, কাহারও কাহারও স্কন্ধ ও বাহু ছিন্ন হইল। এইরূপে সেই পঞ্চ সহস্র বীর ভূতলে পতিত হইল, দর্শনাভিলাষী মথুরাবাসিগণ বিচলিত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিল। পুরমধ্যে কোলাহল

ভোজরাজসভাচ্ছত্রমকস্মান্নিপপাত হ।
গোপালৈঃ সবলঃ কৃষ্ণো ধাবন্ চাপস্থলান্নৃপ।
আযযৌ নন্দনিকটং সন্ধ্যাকালেঽতিভীতবৎ॥
নিরীক্ষ্য গোবিন্দসুরূপমদ্ভুতং
বিমোহিতা বৈ মথুরাপুরাঙ্গনাঃ।
বিস্রস্তবাসঃ কবরাঃ স্মরাধয়ঃ
পরস্পরং প্রাহুরিদং সখীজনম্॥ ৪০

পুরন্ধ্র্য উচুঃ।

কন্দর্পকোটিদ্যুতিমাহরংস্বরং
স্বৈরং চরন্ বৈ মথুরাপুরে হরিঃ।
নিরীক্ষ্যতে কাভিরতীব সাক্ষা-
দঙ্গেষু সর্ব্বেষ্বপি নঃ সমাদিশৎ॥ ৪১

কুশলা উচুঃ।

ক্রূরাঃ স্ত্রিয়ঃ কিং নহি সন্তি পত্তনে
নিরীক্ষ্যতে যাভিরনঙ্গমোহনঃ।
অঙ্গেষু সর্ব্বেষ্বপি সর্ব্বসুন্দরো
নাস্মাভিরানন্দময়ো নিরীক্ষ্যতে॥ ৪২
কস্মৈকদেশে মধুরত্বমীক্ষ্যতে
তত্রাস্তি নেত্রং প্রপতৎ পতঙ্গবৎ।
যস্ত্বেব সর্ব্বাঙ্গমনোহরঃ সখি
স এব নেত্রেণ কথং সমীক্ষ্যতে॥ ৪৩
অঙ্গে হ্যঙ্গে সুন্দরে নন্দসূনোঃ
প্রাপ্তং প্রাপ্তং যত্র যত্রাপি নেত্রম্।
তস্মাত্তস্মান্নামবল্লব্ধসৌখ্যং
লাবণ্যাব্ধৌ মগ্নবল্লগ্নচিত্তম্॥ ৪৪
দৃষ্ট্বা দিনে যং ব্রজরাজনন্দনং
স্বপ্নেঽপি তদ্বদ্দদৃশুঃ পুরস্ত্রিয়ঃ।
গোপ্যঃ কথং তং মধুরং ন সস্মরু-
র্যাভিঃ কৃতং মৈথিল রাসমণ্ডলম্॥ ৪৫

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমথুরাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে মথুরাদর্শনং নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

উত্থিত হইলে মানবগণের মহাভয় উপস্থিত হইল। ভোজরাজ কংসের সভায় ছত্র অকস্মাৎ পড়িয়া গেল. হে নৃপ! বলরাম ও গোপালগণসহ কৃষ্ণ ধনুস্থান হইতে প্রধাবিত হইয়া সন্ধ্যাকালে নন্দসমীপে যেন অতিভীতের মত উপস্থিত হইলেন। মথুরার পুরাঙ্গনারা গোবিন্দের সুন্দর অদ্ভুতরূপ দর্শন করিয়া বিমোহিত ও মদনের বশীভূত হইল, তাহাদের বসন ও কবরী স্খলিত হইল, তাহারা পরস্পর সখ্যভাবে বলাবলি করিতে লাগিল।৩২—৪০। পুরনারীরা কহিল,—কোটি কন্দর্পের কান্তিহারী হরি সত্বর স্বৈরগতিতে মথুরায় বিচরণ করিতে থাকিলে তাঁহার অঙ্গবিশেষ প্রদর্শন আমাদিগকে তদীয় সর্ব্বাঙ্গ দর্শনে লালসান্বিত করিয়াছেন। কুশলা কহিল,—মথুরাপুরে কি তাদৃশ অরসিক। নারী নাই,— যাহারা অনঙ্গমোহন কৃষ্ণকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে অবলোকন করে, আমরা ত সেই আনন্দময়ের সর্ব্বাঙ্গের সর্ব্বসুন্দরতা দেখিতে সমর্থ হইতেছি না; যেহেতু কাহারও এক দেশে মধুরত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই স্থানেই নেত্র পতঙ্গবৎ পতিত হয়; হে সখি! যদি সর্ব্বাঙ্গই মনোহর হয়, তবে একমাত্র নেত্র তাহা দেখে কেমন করিয়া? লাবণ্য-সাগরে মগ্ন ব্যক্তির মন যেমন তাহাতেই লগ্ন থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নন্দনন্দনের যে যে অঙ্গে নেত্র পতিত হয়, সেই সেই স্থানেই কৃষ্ণের নামমাত্রে তৃপ্তিলাভের ন্যায় তৃপ্তিলাভ করে। হে মৈথিল! পুরনারীরা নন্দনন্দনকে দিনে যেরূপ দর্শন করে, রাত্রে স্বপ্নেও তদ্রূপ দেখিয়া থাকে; কৃষ্ণ যে গোপমণ্ডলীর সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই গোপীগণ কেমন করিয়া তাঁহার মধুররূপ স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারে। ৪১—৪৫।

মথুরাখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
রজকস্য শিরশ্ছেদং কংসো বৈ রক্ষিণাং বধম্।
ধনুর্ভঙ্গং ততঃ শ্রুত্বা পরং ত্রাসমুপাগমৎ ॥ ১
তৎক্ষণাদ্দুর্নিমিত্তানি বামাঙ্গস্ফুরণানি চ
প্রপশ্যন্নঙ্গভঙ্গানি ন নিদ্রাং প্রাপ দৈত্যরাট্ ॥ ২
স্বপ্নে প্রেতৈঃ সমাযুক্তস্তৈলাভ্যক্তো দিগম্বরঃ।
জপাস্রগ্ মহিষারূঢ়ো দক্ষিণাশাং জগাম সঃ ॥৩
প্রাতঃকালে সমুত্থায় কার্য্যভারকরান্ জনান্।
আহূয় কারয়ামাস মল্লক্রীড়ামহোৎসবম্ ॥ ৪
বিশালাজিরসংযুক্তে হেমস্তম্ভসমন্বিতে।
সভামণ্ডপদেশাগ্রে রঙ্গভূমির্বভূব হ ॥ ৫
বিতানৈর্হৈমসঙ্কাশৈর্মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ।
সোপানৈর্হৈমমঞ্চৈশ্চ রঙ্গভূমির্বভৌ নৃপ ॥ ৬
রাজমঞ্চে রত্নময়ে মকরন্দার্চ্চিতে শুভে।
শক্রসিংহাসনং তত্র সোপবর্হণমণ্ডলম্ ॥ ৭
আতপত্রেণ দিব্যেন চন্দ্রমণ্ডলচারুণা।
হংসাভৈর্ব্যজনৈর্মুক্তৈশ্চামরৈর্বজ্রমুষ্টিভিঃ ॥ ৮
দশহস্তোচ্ছ্রিতং শশ্বদ্বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্।
তদারুহ্য বভৌ কংসোঽদ্রিশৃঙ্গং মৃগরাড়িব ॥ ৯
গায়কা প্রজগুস্তত্র ননৃতুর্বারযোষিতঃ।
নেদুর্মৃদঙ্গপটহতালভের্য্যানকাদয়ঃ ॥ ১০
রাজানো মণ্ডলেশাশ্চ পৌরা জানপদা নৃপ।
দদৃশুর্মল্লযুদ্ধং তে মঞ্চে মঞ্চে সমাস্থিতাঃ ॥ ১১
চাণূরো মুষ্টিকঃ কূটঃ শলস্তোশল এব চ।
ব্যায়ামমুদ্গরৈর্যুক্তা যুযুধুস্তে পরস্পরম্ ॥ ১২
নন্দরাজাদয়ো গোপাঃ কংসাহূতা নতাননাঃ।
দত্ত্বা বলিং পরং তস্মাএকস্মিন্ মঞ্চমাশ্রিতাঃ ॥১৩
বাণাসুরজরাসন্ধনরকাণাং পুরা নৃপ
অন্যেষাং শম্বরাদীনাং সকাশান্নৃভুজাং তথা ॥১৪
বলয়শ্চাযযু রাজন্ যদুরাজায় তত্র বৈ।
অথ তৌ রামকৃষ্ণৌ দ্বৌ মায়াবালকবিগ্রহৌ ॥১৫
মল্ললীলাদর্শনার্থং যযতু রঙ্গমণ্ডলম্।

সপ্তম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর কংস রজকের শিরশ্ছেদ, রক্ষিগণের বধ ও ধনুর্ভঙ্গের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ত্রাসান্বিত হইল; তৎক্ষণাৎ বামাঙ্গ-কম্পনাদি দুর্নিমিত্তসমূহ দর্শন করিল, সেই অঙ্গভঙ্গাদি দর্শনে দৈত্যরাজের নিদ্রা হইল না। কংস স্বপ্নে প্রেতগণযুক্ত, তৈলাভ্যক্ত, উলঙ্গ, জবাপুষ্পের মাল্য-পরিহিত ও মহিষারূঢ় হইয়া দক্ষিণদিকে গমন করিল। অনন্তর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যাহাদের উপর কার্য্যভার ন্যস্ত, তাহাদিগকে ডাকিয়া মল্লক্রীড়া-মহোৎসবের আয়োজন করাইল। বিশাল অঙ্গন-সমন্বিত স্বর্ণস্তম্ভযুক্ত উত্তম সভামণ্ডপের সম্মুখে রঙ্গভূমি নির্দ্দিষ্ট হইল; হে নৃপ! সুবর্ণ-বর্ণ পতাকা বিলম্বিত মুক্তাদাম এবং সুবর্ণময় সোপান সমন্বিত মঞ্চশ্রেণীতে রঙ্গভূমি মনোজ্ঞ শ্রী ধারণ করিল, মধু দ্বারা পূজিত রত্নময় মনোজ্ঞ রাজমঞ্চে উপাধানাদি-মণ্ডিত ইন্দ্র-সিংহাসন স্থাপিত ও তাহা চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শ্বেত দিব্য ছত্র, হংসধবল ব্যজন, হীরক-নির্ম্মিত মুষ্টিযুক্ত চামর নিচয় দ্বারা শোভিত করা হইল। ঐ সিংহাসন দশহস্ত উচ্চ ও সুদৃঢ়; বিশ্বকর্ম্মা উহা নির্ম্মাণ করেন। কংস তাহাতে আরোহণ করিয়া গিরিশৃঙ্গারূঢ় সিংহের ন্যায় শোভিত হইল। তথায় গায়কগণ গান ও বারবনিতারা নৃত্য করিল; মৃদঙ্গ, ঢক্কা, তাল, ভেরী ও আনক প্রভৃতি অনেক বাদ্য বাজিল। ১—১০। হে নৃপ! অনেক রাজা, মণ্ডলেশ্বর, পৌর ও প্রজামণ্ডলী মঞ্চে মঞ্চে অবস্থিত হইয়া মল্ল-যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। চাণুর, মুষ্টিক, কূট, শল, তোশল প্রভৃতি যোদ্ধারা ঘূর্ণায়মান মুদ্গার দ্বারা পরস্পর কৃত্রিম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কংস-নিমন্ত্রিত নন্দাদি গোপগণ তাহাকে প্রচুর উপহার প্রদানপূর্ব্বক কোন এক মঞ্চে নতবদনে উপবেশন করিলেন। যদুরাজ কংসের উদ্দেশে বাণাসুর, জরাসন্ধ, নরক এবং শম্বরাদি অন্যান্য অনেক নৃপতির নিকট হইতে পূর্ব্বেই প্রভূত উপহার আসিয়াছিল। অনন্তর মায়া-বালক-বপু বলরাম ও কৃষ্ণ মল্ললীলা দর্শনার্থ রঙ্গালয়ে

গোমূত্রচয়সিন্দূরকস্তূরীপত্রভৃন্মুখম্।
স্রবন্মদমহামত্তং রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতম্॥ ১৬
গজং কুবলয়াপীড়ং রঙ্গদ্বারমবস্থিতম্।
বীক্ষ্য কৃষ্ণো মহামাত্রং প্রাহ গম্ভীরয়া গিরা॥ ১৭
আকর্ষয়াঙ্গ নাগেন্দ্রং মার্গং কুরু মমেচ্ছয়া।
ন চেত্ত্বাং পাতয়িষ্যামি সনাগং ভূমিমণ্ডলে॥ ১৮
মহামাত্রস্তদা ক্রুদ্ধো নোদয়ামাস তং গজম্।
চীৎকারমুৎকটং দিক্ষু কুর্ব্বন্তং নন্দসূনবে॥ ১৯
গৃহীত্বা তং হরিং সদ্যঃ শুণ্ডাদণ্ডেন নাগরাট্।
উজ্জহার ততস্তস্মান্নির্গতো ভারভৃদ্ধরিঃ॥ ২০
তৎপাদেষু বিলীনোঽভূৎ প্রভ্রমন্ সন্নিতস্ততঃ।
বৃন্দাবননিকুঞ্জেষু বৃক্ষেষু চ যথা হরিঃ॥ ২১
করে জগ্রাহ তং নাগঃ শুণ্ডাদণ্ডেন চাঙ্ঘ্রিষু।
নিষ্পীড্য শুণ্ডাং হস্তাভ্যাং হরিঃ পশ্চাদ্বিনির্গতঃ
তির্য্যগ্‌ভূতশ্চ তং নাগো গ্রহীতুমুপচক্রমে।
মুষ্টিনা তং ঘাতয়িত্বা পুরো দুদ্রাব মাধবঃ॥ ২৩
তমন্বধাবন্নাগেন্দ্রো মথুরাক্ষ বিদেহরাট্।
কোলাহলে তদা জাতে হরিস্তস্থাদিতো যযৌ॥
পুচ্ছে গৃহীত্বা তং নাগং বলদেবো মহাবলঃ।
চকর্ষ ভুজদণ্ডাভ্যাং ফণিনং গরুড়ো যথা॥ ২৫
প্রহসন্ ভগবান্ কৃষ্ণো গৃহীত্বা তং করে বলাৎ
চকর্ষ ভুজদণ্ডাভ্যাং কূপরজ্জুং যথা নরঃ॥ ২৬
দ্বয়োরাকর্ষণান্নাগো বিহ্বলোঽভূন্নৃপেশ্বর।
মহামাত্রাস্তদা সপ্ত কৃষ্ণহন্তং গজং বলাৎ॥ ২৭
নীত্বা গজাস্তথা চান্যৈঃ কৃষ্ণং হন্তুং শতত্রয়ম্।
অঙ্কুশাস্ফালনাৎ ক্রুদ্ধঃ মত্তেভং পুনরাগতম্॥২৮
শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ সাক্ষাদ্বলদেবস্য পশ্যতঃ॥ ২৯
শুণ্ডাদণ্ডে সংগৃহীত্বা ভ্রাময়িত্বা স্থিতস্ততঃ।
পাতয়ামাস ভূপৃষ্ঠে কমণ্ডলুমিবার্ভকঃ॥ ৩০

আগমন করিলেন; রঙ্গদ্বারে কুবলয়াপীড় হস্তী অবস্থিত; ঐ হস্তীর বদনে গোমূত্র, সিন্দূর, কস্তুরী প্রভৃতি দ্রব্যে রচিত পত্রাবলী শোভিত। রত্নকুণ্ডলমণ্ডিত ঐ মত্ত মাতঙ্গের মুখ হইতে মদজল ক্ষরিত হইতেছে। কৃষ্ণ ঐ করী অবলোকন করিয়া গম্ভীরবাক্যে মাহুতকে বলিলেন,—ওহে। করিবরকে আকর্ষণ করিয়া পথ প্রদান কর, ইহা আমার ইচ্ছা, অন্যথা তোমাকে হস্তীর সহিত ভূতলে পাতিত করিব। তখন মহামাত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উৎকট চীৎকারকারী সেই করীকে কৃষ্ণের দিকে চালিত করিল। নাগরাজ শুণ্ডাদণ্ডে তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত ভারী কৃষ্ণকে ধরিয়া ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিতে লাগিল, অনন্তর হরি তাহা হইতে নির্গত হইলেন। ১১—২০। হরি বৃন্দাবন-নিকুঞ্জে যেমন বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে লুক্কায়িত হইতেন, তদ্রূপ তাহার পাদমধ্যে লুক্কায়িত হইলেন এবং ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই করী শুণ্ডাদণ্ড দ্বারা তাঁহাকে ধরিয়া পদতলে নিক্ষেপ করিল, হরিও হস্তদ্বয় দ্বারা তাহার শুণ্ড নিষ্পেষিত করিয়া তাহা হইতে নির্গত হইলেন। হস্তী বক্র হইয়াও তাঁহাকে ধরিবার জন্য উপক্রম করিল, মাধব মুষ্ট্যাঘাতে তাহাকে আহত করিয়া সম্মুখে মথুরার দিকে পলায়ন করিলেন। হে বিদেহরাজ! হস্তিরাজ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। তখন কোলাহল উত্থিত হইল, হরি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। মহাবল বলদেব সেই কুবলয়াপীড়ের পুচ্ছে ধারণ করিয়া গরুড়ের সর্পাকর্ষণের ন্যায় ভুজদ্বয় দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করিলেন। ভগবান্ হরি হাসিতে হাসিতে করদ্বয়ে তাহার শুণ্ড সবলে ধারণ করিয়া মানুষ যেমন কূপরজ্জু আকর্ষণ করে, তদ্রূপ আকর্ষণ করিলেন। হে নৃপবর! কৃষ্ণ-বলরাম উভয়ের আকর্ষণে করিবর বিহ্বল হইল। অনন্তর সাতজন মাহুত হস্তীতে আরোহণকরত সবেগে গমন করিয়া কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য অপর তিন শত হস্তী আনয়ন করিল। কুবলয়াপীড়ও অঙ্কুশাঘাতে ক্রুদ্ধ ও মত্ত হইয়া পুনরায় সমাগত হইল, স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বলদেবের সমক্ষে তাহার শুণ্ডাদণ্ডে ধরিয়া ইতস্ততঃ ভ্রামিত করত বালকের কমণ্ডলু নিক্ষেপের ন্যায় ভূতলে পাতিত করিলেন।

দূরে প্রপতিতাস্তস্য মহামাত্রা ইতস্ততঃ।
সতাং প্রপশ্যতাং নাগঃ সদ্যো বৈ নিধনং গতঃ
তজ্জ্যোতিঃ শ্রীঘনশ্যামে লীনং জাতং বিদেহরাট্
দন্তাবুৎপাট্য তস্যাপি রামকৃষ্ণৌ মহাবলৌ।
নিজঘ্নতুর্মহামাত্রান্ মৃগান্ কেসরিণৌ যথা॥ ৩২
দ্বিপে হতেঽপি যে চান্যে মহামাত্রা ইতস্ততঃ।
বিদ্রুবুর্যথা মেঘা বর্ষাকালে গতে সতি॥ ৩৩
এবং হত্বা দ্বিপং গোপৈঃ শৈষৈস্তৈঃ
প্রেক্ষণোৎসুকৈঃ।
জয়ারাবৈ রামকৃষ্ণৌ শ্রমবারিমদাঙ্কিতৌ॥ ৩৪
পরিশ্রমারুণমুখৌ রঙ্গং বিবিশতুস্ত্বরম্।
দন্তপাণী মহাবেগৌ যথাশামনিলানলৌ॥ ৩৫
মল্লাশ্চ মল্লং চ নরা নরেন্দ্রং
স্ত্রিয়ঃ স্মরং গোপগণা ব্রজেশম্।
পিতা সুতং দণ্ডধরং হ্যসন্তো
মৃত্যুঞ্চ কংসোঽবিবুধা বিরাজম্॥ ৩৬

তত্বং পরং যোগিবরাশ্চ ভোজা
দেবং তদা রঙ্গগতং বলেন।
পৃথক্ পৃথক্ ভাবনয়া হ্যপশ্যন্
সর্ব্বে জনাস্তে পরিপূর্ণদেবম্॥ ৩৭
হতং দ্বিপং বীক্ষ্য চ তৌ মহাবলৌ
কংসো মনস্বী ভয়মাপ চেতসি।
মঞ্চস্থিতা হর্ষিতমানসাশ্চ যে
চন্দ্রং চকোরা ইব তে সুখা যযুঃ॥ ৩৮
কর্ণে চ কর্ণং বিনিধায় নাগরা
মহোৎসুকাস্তে হ্যবদন্ পরস্পরম্।
এতৌ হি সাক্ষাৎ পরমেশ্বরৌ পরৌ
বভূবতুর্বৈ বসুদেবনন্দনৌ॥ ৩৯
অহোঽতিরম্যং ব্রজমণ্ডলং পরং
যত্রৈষ সাক্ষাদ্বিচচার মাধবঃ।
কৃত্বা হি যদ্দর্শনমদ্য দুর্লভং
বয়ং কৃতার্থাস্তু ভবেম সর্ব্বতঃ॥ ৪০
নারদ উবাচ।
বদৎসু পৌরলোকেষু নদৎতূর্য্যেষু মৈথিল।

তাহার মাহুতগণ দূরে ইতস্তত পতিত হইল, হস্তীও প্রশস্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। ২১—৩১। হে বিদেহরাজ! তাহার জ্যোতি ঘনশ্যাম কৃষ্ণে বিলীন হইল। মহাবল রামকৃষ্ণ তাহার দন্তদ্বয় উৎপাটিত করিয়া সিংহ যেমন হরিণগণকে বিনাশ করে, তদ্রূপ মহামাত্রদিগকে তদ্দ্বারা বধ করিতে লাগিলেন। হস্তী নিহত হইলে অন্যান্য মাহুতেরা বর্ষাকালে বিচলিত মেঘমালার ন্যায় ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। রাম ও কৃষ্ণ এইরূপে হস্তীকে নিধন করিলে "জয় জয়" শব্দ উত্থিত হইল, তাঁহারা শ্রমজলরূপ মদে চিহ্নিত হইয়া দর্শক গোপগণের সহিত সত্বর রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিলেন। যুদ্ধশ্রমে তাঁহাদের বদন রক্তিম হইয়াছিল, তাঁহাদের হস্তে হস্তি-দন্ত ছিল, সেই মহাবেগগামী রাম ও কৃষ্ণ দিক্‌সমূহে অনিল ও অনল প্রবেশের ন্যায় রঙ্গভূমে উপস্থিত হইলেন। অতীব বিস্ময়ের বিষয়—তখন মল্লগণ মল্লরূপে, নরগণ নরেন্দ্ররূপে কামিনীগণ কামদেবরূপে, গোপগণ ব্রজপতিরূপে, পিতা পুত্ররূপে, দুষ্টজন দণ্ডধররূপে, কংস যমরূপে, অবিজ্ঞগণ বিরাট্‌রূপে এবং শ্রেষ্ঠ যোগিজন পরতত্বরূপে ভোজগণ দেবতারূপে রঙ্গগত সেই বলরামসহ পরিপূর্ণতম কৃষ্ণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনায় স্ব স্ব ভাগ্যক্রমে অবলোকন করিলেন। হস্তীকে নিহত দেখিয়া বিশষতঃ মহাবল রামকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া মনস্বী কংস মনে ভয় পাইল, মঞ্চস্থ আনন্দিতমনা মানবগণ সেই মহাবল রাম ও কৃষ্ণকে দেখিয়া চন্দ্রদর্শনে চকোরগণের ন্যায় সুখলাভ করিলেন। মহোৎসুক নাগরিকেরা পরস্পর কর্ণে কর্ণ দিয়া বলাবলি করিতে লাগিল—এই দুই বালক সাক্ষাৎ পরম পরমেশ্বর বসুদেবনন্দন হইবেন। অহো! পরম ব্রজমণ্ডল অতি রমণীয়—যেস্থানে এই সাক্ষাৎ হরি বিচরণ করেন। ইঁহারা দুর্লভ, আজ ইঁহাদিগকে দর্শন করিয়া আমরা সর্ব্বপ্রকারে কৃতার্থ হইলাম। ৩২—৪০। নারদ

চাণূরস্তাবুপব্রজ্য রামকৃষ্ণাবুবাচ হ ॥ ৪১

চাণূর উবাচ।

হে রাম হে কৃষ্ণ যুবাং মহাবলৌ
রাজ্ঞঃ পুরো বৈ কুরুতং মৃধং বলাৎ।
প্রহর্ষিতে রাজনি চেদ্‌যদূত্তমে
কিং কিং ন ভদ্রং ভবতীহ বশ্চ নঃ ॥ ৪২

শ্রীভগবানুবাচ।

পুরৈব ভদ্রং নৃপতেঃ প্রসাদতো
বালা বয়ং তুল্যবলৈশ্চ বালকৈঃ।
ভূয়ান্মৃধো নো বলবান্‌যথোচিত-
মধর্ম্মযুদ্ধং কিল মা ভবেদিহ ॥ ৪৩

চাণূর উবাচ।

ভবান্ন বালো ন চ বা কিশোরো
বলশ্চ সাক্ষাদ্বলিনাং বলীয়ান্।
সহস্রমত্তেভবলং দধানো
দ্বিপো ভবদ্ভ্যাং নিহতঃ সলীলম্ ॥ ৪৪

শ্রীনারদ উবাচ।

এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ বৃজিনার্দ্দনঃ।
চাণূরেণাপি যুযুধে মুষ্টিকেন বলো বলী ॥ ৪৫
আকর্ষণং নোদনঞ্চ ভুজাভ্যাং ভুজদণ্ডয়োঃ।
চক্রতুঃ পশ্যতাং নৃণাং গজাবিব জিগীষয়া ॥ ৪৬
হস্তাভ্যাং বপুরুত্থাপ্য চাণূরস্য হরিঃ স্বয়ম্।
অতোলয়দ্দেহভারং পুণ্যভারং যথা বিধিঃ ॥ ৪৭
চাণূরস্তং হরিং দেবং করেণৈকেন লীলয়া।
উজ্জহার মহাবীরো ভূখণ্ডং নাগরাড়িব ॥ ৪৮
গ্রীবায়াং কিল চাণূরং ভুজবেগেন মাধবঃ।
কট্যাং চোদ্ধৃত্য সহসা পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৪৯
হস্তৈশ্চ জানুভিঃ পাদৈর্ভুজোরোঙ্গুলিমুষ্টিভিঃ।
জঘ্নতুঃ কৃষ্ণচাণূরৌ তথৈব বলমুষ্টিকৌ ॥ ৫০
শ্রমবারিযুতে দৃষ্ট্বা শ্রীমুখে রামকৃষ্ণয়োঃ।
সানুকম্পাস্তদা প্রাহুর্গবাক্ষস্থা নৃপস্ত্রিয়ঃ ॥ ৫১

স্ত্রিয় উচুঃ।

অহো অধর্ম্মঃ সুমহৎ সভায়াং
জাতঃ পুরো রাজনি বর্ত্তমানে।
ক বজ্রতুল্যাঙ্গবৃতৌ হি মল্লৌ
ক পুষ্পতুল্যৌ তব রামকৃষ্ণৌ ॥ ৫২

বলিলেন,—হে মৈথিল! পৌরজনেরা এইরূপ বলিতে থাকিলে তূর্য্য-ধ্বনি উত্থিত হইল, চাণূর রাম-কৃষ্ণের সমক্ষে আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিল। চাণূর কহিল,—হে রাম! হে কৃষ্ণ! তোমরা মহাবল, রাজার সম্মুখে বলপ্রদর্শন-পূর্ব্বক যুদ্ধ কর। যদূত্তম রাজা কংস সন্তুষ্ট হইলে তোমাদের ও আমাদের কিনা মঙ্গল হইতে পারে? ভগবান বলিলেন,—রাজার প্রসাদে পূর্ব্বেই আমাদের মঙ্গল হইয়াছে; আমরা বালক, তুল্যবল বালকের সহিত আমাদের যুদ্ধ হউক; তোমার যোগ্য বলবান আমি নহি, এরূপ অধর্ম্ম-যুদ্ধ এখানে হওয়া উচিত নহে। চাণূর কহিল,—তুমিও বলরাম বালক নহ, কিশোরও নহ; সাক্ষাৎ বলীয়ান-দিগেরও বলীয়ান ও সহস্র মত্ত মাতঙ্গের বল ধারণ কর; তোমরা অবলীলাক্রমে কুবলয়াপীড়কে নিহত করিয়াছ। নারদ বলিলেন,—চাণূরের এই কথা শুনিয়া দুরিতহারী ভগবান হরি তাহার সহিত এবং বলবান্ বলরাম মুষ্টিকের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। তাঁহারা পরস্পর ভুজ দ্বারা ভুজদ্বয়ে আকর্ষণ ও প্রেরণপূর্ব্বক দর্শকগণের সমক্ষে জিগীষু গজদ্বয়ের মত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হরি স্বয়ং করদ্বয়ে চাণূরের দেহ বিধাতার পুণ্যভার বহনের ন্যায় অবলীলা-ক্রমে উত্তোলিত করিলেন, চাণূরও একটীমাত্র কর দ্বারা হস্তীর ভূখণ্ড উত্তোলনের ন্যায় অনায়াসে হরিকে তুলিয়া লইল। কৃষ্ণ বাহুবলে চাণূরের গ্রীবাদেশে গ্রহণ করিয়া কটিতে তুলিয়া লইয়া সহসা ভূতলে পাতিত করিলেন। কৃষ্ণ-চাণূর ও বলরাম-মুষ্টিক হস্ত, জানু, পাদ, ভুজ, বক্ষ, অঙ্গুলী ও মুষ্টি দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। গবাক্ষ-স্থিত নৃপ-পত্নীগণ রাম-কৃষ্ণের সুন্দর মুখ স্বেদযুক্ত দেখিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন। স্ত্রীগণ বলিলেন,—অহো! রাজা বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার সম্মুখে সভায় সুমহান্ অধর্ম্ম উপস্থিত। হায়! কোথায় বজ্রতুল্য দৃঢ়াঙ্গ মল্লদ্বয়,

অহো অভাগ্যং হি পুরৌকসাং নো
যুদ্ধে তয়োর্দর্শনমদ্য জাতম্।
অহোঽতিধন্যং তব ভূরিভাগ্যং
বনৌকসাং রাসরসেন জাতম্ ॥ ৫৩
অহো স্থিতে রাজনি দুষ্টচিত্তে
ন কোঽপি বক্তুং ক্ষম এব সখ্যঃ।
তস্মাদ্ধি নঃ পুণ্যবলেন চেত্তৌ
ত্বরং মৃধে বৈ জয়তামরীন্ স্বান্ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমথুরাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ।
আর্দ্রচিত্তং নন্দরাজং বনিতানাং মনোরথম্।
স্মৃত্বা শত্রূন্ হন্তুকামশ্চক্রে যুদ্ধং বলাদ্ধরিঃ ॥ ১
গৃহীত্বা ভুজদণ্ডাভ্যাং চাণূরং গগনে বলাৎ।
চিক্ষেপ সহসা কৃষ্ণো বাতঃ পদ্মমিবোদ্ধৃতম্ ॥

আর কোথায় এই পুষ্পতুল্য কোমল রাম-কৃষ্ণ! অহো! পুরবাসিনী আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমরা যুদ্ধভূমে অদ্য ইহাঁদিগকে দর্শন করিতেছি। অহো! বৃন্দাবনবাসিনীগণ ধন্য, তাঁহাদের কি সৌভাগ্য যে, তাঁহারা ইহাদিগকে রাসরসে সন্দর্শন করেন। অহো সখীগণ! দুষ্টচেতা রাজা থাকিতে ইহা বলিতে কেহই সমর্থ নহে; অতএব আমাদের পুণ্যবলে ইহাঁরা সময়ে সত্বর স্ব স্ব শত্রু জয় করুন। ৪১—৫৪।

মথুরাখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭

অষ্টম অধ্যায়

নারদ বলিলেন,—আর্দ্রচিত্ত পিতা নন্দরাজ ও বনিতাগণের মনোরথ স্মরণ করিয়া শত্রুগণের বধবাসনায় হরি সবলে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি চাণূরকে বাহুদ্বয়ে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সহসা পবন যেমন পদ্ম উৎ-

আকাশাৎ পতিতঃ সোঽপি তারকেব হ্যধোমুখঃ
উত্থায় মুষ্টিনা কৃষ্ণং তাড়য়ামাস বেগতঃ ॥ ৩
তস্য মুষ্টিপ্রহারেণ ন চচাল পরাৎপরঃ।
সদ্যো গৃহীত্বা চাণূরং পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৪
ভিন্নদন্তস্তু চাণূরঃ ক্রোধযুক্তো মদোৎকটঃ।
মুষ্টিদ্বয়েন শ্রীকৃষ্ণং তताড় হৃদি মৈথিল ॥ ৫
গৃহীত্বা করয়োস্তং বৈ করাভ্যাং ভগবান্ স্বয়ম্
কংসস্যাগ্রে ভ্রাময়িত্বা সর্ব্বেষাং পশ্যতাং নৃপ ॥৬
পাতয়ামাস ভূপৃষ্ঠে কমণ্ডলুমিবার্ভকঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রহারেণ চাণূরো ভিন্নমস্তকঃ ॥ ৭
উদ্বমন্ রুধিরং রাজন্ সদ্যো বৈ নিধনং গতঃ।
তথৈব মুষ্টিকং মল্লং মুষ্টিভির্যুধি দুর্গমম্ ॥ ৮
ধৃত্বাঙ্ঘ্রৌ ভ্রাময়িত্বা খে বলদেবো মহাবলঃ
পাতয়ামাস ভূপৃষ্ঠে ফণিনং গরুড়ো যথা
মুষ্টিকো নিধনং প্রাপ প্রোদ্বমন্ রুধিরং মুখাৎ ॥৯
কূটং সমাগতং বীক্ষ্য বলদেবো মহাবলঃ।

করে, তদ্রূপ গগনতলে নিক্ষেপ করিলেন। চাণূর আকাশ হইতে তারকার ন্যায় অধোমুখে পতিত হইয়াও উত্থিত হইল এবং মুষ্টিদ্বারা সবেগে কৃষ্ণকে তাড়না করিল; পরাৎপর কৃষ্ণ তাহার মুষ্টিপ্রহারে বিচলিত হইলেন না, তৎক্ষণাৎ চাণূরকে ধরিয়া ধরায় পাতিত করিলেন। হে মৈথিল! মদোৎকট চাণূরের দন্ত ভগ্ন হইল, সে ক্রোধভরে কৃষ্ণের হৃদয়ে দুইবার মুষ্ট্যাঘাত করিল। হে নৃপ! ভগবান্ দুই হস্তে তাহার দুই হস্ত ধরিয়া সকলের সমক্ষে কংসের সম্মুখে ভ্রামিত করত বালকের কমণ্ডলু নিক্ষেপের ন্যায় ভূতলে পাতিত করিলেন। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের প্রহারে চাণূরের মস্তক ভগ্ন হইল, সে রুধির বমন করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিল। ঐরূপ মহাবল বলদেবও মুষ্টিযুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ মল্ল মুষ্টিককে গুল্ফদ্বয়ে ধরিয়া শূন্যে ভ্রামিত করত গরুড় যেমন সর্পকে পাতিত করে, তদ্রূপ ভূ-পাতিত করিলেন। মুষ্টিক মুখ হইতে শোণিত বমন করিতে করিতে নিধন প্রাপ্ত হইল। মহাবল বলদেব কূটকে

মুষ্টিনা পাতয়ামাস বজ্রেণেন্দ্রো যথা গিরিম্ ॥ ১০
প্রাপ্তং শলং নন্দসূনুর্দণ্ডয়া তং ততাড় হ।
তীক্ষ্ণয়া তুণ্ডয়া রাজন্ কদ্রুজং গরুড়ো যথা ॥ ১১
গৃহীত্বা তোশলং কৃষ্ণো মধ্যতঃ সংবিদার্য্য চ।
প্রাক্ষিপৎ কংসমঞ্চাগ্রে বিটপং সিন্ধুরো যথা ॥১২
এতে নিপাতিতা রঙ্গে সদ্যো বৈ নিধনং গতাঃ
তেষাং জ্যোতীংষি বৈকুণ্ঠে বিবিশুঃ পশ্যতাং সতাম্ ॥ ১৩
এবং শ্রীরামকৃষ্ণাভ্যাং মল্লেষু নিহতেষু চ।
শেষাঃ প্রদুদ্রুবুর্মল্লা ভয়ার্ত্তা জীবনেচ্ছয়া ॥ ১৪
শ্রীদামাদীন্ বয়স্যাংশ্চ গোপানাকৃষ্য মাধবঃ।
তৈঃ সার্দ্ধং যুদ্ধমারেভে সর্ব্বেষাং পশ্যতাং সতাম্
কিরীটকুণ্ডলধরৌ রামকৃষ্ণৌ সহার্ভকৈঃ।
বিহরন্তৌ বীক্ষ্য রঙ্গে বিসিস্মুঃ পুরবাসিনঃ ॥ ১৬
কংসং বিনা সর্ব্বমুখাজ্জয়শব্দো বিনির্গতঃ।
সাধু সাধ্বিতি বাদোঽভূন্নেদুর্দুন্দুভয়স্ততঃ ॥ ১৭
স্বস্যাজয়ং বীক্ষ্য কংসো মহাক্রোধসমাকুলঃ।
বর্জ্জয়িত্বা তূর্য্যঘোষং প্রাহ প্রস্ফুরিতাধরঃ ॥ ১৮

কংস উবাচ

দুর্ব্বুদ্ধিযুক্তৌ বসুদেবনন্দনৌ
প্রসহ্য নিঃসারয়তাশু মৎপুরাৎ।
হরন্তু সর্ব্বং ব্রজবাসিনাং ধনং
বধ্নীত নন্দং সহসাতিদুর্ম্মতিম্ ॥ ১৯
অদ্যোগ্রসেনস্য পিতুঃ কুবুদ্ধেঃ
শৌরেঃ শিরশ্চাশু হি ছিন্ধি ছিন্ধি।
কৌ যত্র তত্রাপি তথাত্র বৃষ্ণি-
জাতান্ সুরাংশান্ কিল হৃদযধ্বম্ ॥ ২০

নারদ উবাচ।

এবং বিকত্থমানস্য কংসস্য যদুনন্দনঃ।
সহসোৎপত্য তং মঞ্চমারুহৎ ক্রোধপূরিতঃ ॥২১
মৃত্যুং সমাগতং বীক্ষ্য মঞ্চাদুত্থায় সত্বরম্।
মদোদ্ধতো ভর্ৎসয়ংস্তং জগৃহে খড়্গচর্ম্মণী ॥ ২২
অগ্রহীৎ সহসা কংসং দোর্ভ্যাং চর্ম্মাসিসংযুতম্।

আসিতে দেখিয়া বজ্রদ্বারা ইন্দ্র যেরূপ পর্ব্বত পাতিত করেন, তদ্রূপ মুষ্টিপ্রহারে পাতিত করিলেন। ১—১০। হে রাজন্! যুদ্ধার্থ সমাগত শলকে নন্দনন্দন কৃষ্ণ গরুড় যেমন তীক্ষ্ণ তুণ্ড দ্বারা কদ্রুজ সর্পকে পাতিত করে, তদ্রূপ লগুড়াঘাতে তাড়িত করিলেন। করী যেরূপ তরু পাতিত করে, তদ্রূপ তোশলকে ধরিয়া উদর বিদারণ করত কংসমঞ্চের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। এই সকল অসুর রঙ্গস্থলে পতিত ও সদ্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, তাহাদের তেজোরাশি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সমক্ষে বিষ্ণুদেহে প্রবেশ করিল। এই প্রকারে রাম-কৃষ্ণ কর্ত্তৃক মল্লগণ নিহত হইলে অবশিষ্ট মল্লেরা ভয়ার্ত্ত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করিল। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদি বয়স্য গোপগণকে লইয়া সকলের সমক্ষে তাহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পুরবাসিগণ কিরীট-কুণ্ডলধারী রঙ্গভূমে বালকগণসহ বিচরণকারী রাম-কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। একমাত্র কংস ব্যতীত সকলের মুখ হইতে জয়-শব্দ বিনির্গত হইল, সাধু সাধু ধ্বনি হইতে লাগিল, তদনন্তর দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। কংস স্বীয় পরাভব দর্শনে মহাক্রোধে আকুল হইয়া তূর্য্যধ্বনি বন্ধ করত অধর কম্পিত করিয়া কহিতে লাগিল। কংস কহিল,—দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত বসুদেব-নন্দনদ্বয়কে বলপূর্ব্বক আমার পুরী হইতে সত্বর নিঃসারিত কর,—ব্রজবাসিগণের সমস্ত ধন অপহরণ কর,—দুর্ম্মতি নন্দকে এখনই বন্দী কর,—অদ্য এখনি কুবুদ্ধি পিতা উগ্রসেন ও বসুদেবের শিরশ্ছেদ কর,—পৃথিবীতে যে যে স্থলে কিংবা এইস্থানে যত সুরাংশজাত যাদব আছে, তাহাদিগকে বধ কর। ১১—২০। নারদ বলিলেন,—কংস এই প্রকারে অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিতে থাকিলে ক্রোধপূরিত যদুনন্দন কৃষ্ণ সহসা উঠিয়া তাহার মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন। মৃত্যু সমীপাগত দেখিয়া কংস মঞ্চ হইতে সত্বর উত্থিত হইল, এবং মদমত্ত হইয়া কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে করিতে খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিল। ভীষণ গরুড় যেরূপ চঞ্চুদ্বয়ে বিষধর সর্পকে

যথা তুণ্ডবিভাগাভ্যাং সবিষং ফণিনং বিরাট্॥
পতৎখড়্গাপচলচর্ম্মা ভুজবন্ধাজ্বলাদ্বলী।
বিনির্ধযৌ তার্ক্ষ্যতুণ্ডাৎ পুণ্ডরীকো যথা ফণী॥
মঞ্চে তৌ বলিনৌ বেগান্মর্দ্দয়ন্তৌ পরস্পরম্।
শৈলশৃঙ্গে যথা সিংহো শুশুভাতে যথাতথম্॥২৫
উৎপতন্তং বলাৎ কংসং শতহস্তং মহাম্বরে।
অগ্রহীচ্চোৎপতন্ কৃষ্ণঃ শ্যেনং শ্যেনো যথাম্বরে
গৃহীত্বা ভুজদণ্ডাভ্যাং প্রচণ্ডং দৈত্যপুঙ্গবম্।
ত্রৈলোক্যবলধৃগ্ দেবো ভ্রাময়িত্বা ত্বিতস্ততঃ॥ ২৭
আকাশাৎ পাতয়ামাস মঞ্চোপবি ক্রুষান্বিতঃ।
ভগ্নদণ্ডোঽভবন্মঞ্চস্তড়িৎপাতে যথা দ্রুমঃ॥ ২৮
পতিতোঽপি সবজ্রাঙ্গঃ কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ।
সহসোত্থায় যুযুধে শ্রীকৃষ্ণেন মহাত্মনা॥ ২৯
নীত্বা তং ভুজদণ্ডাভ্যাং মঞ্চে ক্ষিপ্ত্বা পুনঃ প্রভুঃ।
আরুহ্য হৃদয়ং তস্য মৌলিং জগ্রাহ মাধবঃ॥ ৩০
সদ্যঃ প্রগৃহ্য কেশেষু রঙ্গোপরি হরিঃ স্বয়ম্।
মঞ্চাত্তং পাতয়ামাস শৈলাদগণ্ডশিলামিব॥ ৩১
তস্যোপরিষ্টাচ্ছ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বাধারঃ সনাতনঃ।
নিপপাত স্বয়ং বেগাদনন্তোঽনন্তবিক্রমঃ॥ ৩২
ইত্থং দ্বয়োর্নিপাতেন নিম্নং ভূখণ্ডমণ্ডলম্।
স্থালীব সহসা রাজঞ্চকম্পে ঘটিকাদ্বয়ম্॥ ৩৩
সম্পরেতং ভোজরাজং ভূমিং তং বিচকর্ষ হ।
যথা মৃগেন্দ্রো নাগেন্দ্রং সর্ব্বেষাং পশ্যতাং নৃপ॥
হাহাকারস্তদৈবাসীদ্দ্রাবতাং ভূভুজাং নৃপ।
বৈরভাবেন দেবেশং ভজন্ কংসো মহাবলঃ॥ ৩৫
জগাম তস্য সারূপ্যং ভৃঙ্গিণঃ কীটকো যথা।
কংসং প্রপতিতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরোঽষ্টৌ মহাবলাঃ।
সুনামসৃষ্টিন্যগ্রোধতুষ্টিমদ্রাষ্ট্রপালকাঃ॥ ৩৬
সুহুনা কঙ্কশঙ্কুভ্যাং ক্রোধপ্রস্ফুরিতাধরাঃ।
খড়্গচর্ম্মধরা যোদ্ধুং কৃষ্ণোপরি সমাযযুঃ॥ ৩৭

ধারণ করে, কৃষ্ণ তদ্রূপ সেই অসিচর্ম্মধারী কংসকে বাহুদ্বয়ে ধারণ করিলেন। কংসের কর হইতে খড়্গ স্খলিত হইল, চর্ম্ম পড়িয়া গেল; গরুড়ের তুণ্ড হইতে পুণ্ডরীক সর্পের পতনের ন্যায় কৃষ্ণের সুদৃঢ় বাহুবন্ধ হইতে বলবান্ কংস বিনির্গত হইল। মঞ্চমধ্যে বলবান্ কৃষ্ণ-কংস উভয়েই উভয়কে পরস্পর মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন, শৈলশৃঙ্গে সিংহদ্বয়ের ন্যায় উভয়েরই শোভা হইল। মহাকাশে সবেগে শতহস্ত দূরে উৎপতিত কংসকে আকাশে শ্যেন যেমন অপর শ্যেনকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ কৃষ্ণও উৎপতিত হইয়া আক্রমণ করিলেন। ত্রৈলোক্যের বলধারী ক্রোধান্বিত কৃষ্ণ প্রচণ্ড দৈত্যপুঙ্গবকে ভুজদণ্ড দ্বারা গ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রামিত করত আকাশ হইতে মঞ্চোপরি পাতিত করিলেন। বিদ্যুৎপাতে বৃক্ষ যেমন ভগ্ন হয়, তদ্রূপ মঞ্চদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িল। বজ্রবদ্ দৃঢ়াঙ্গ কংস পতিত হইয়া কিঞ্চিৎ ব্যাকুলমনা হইল, কিন্তু সে সহসা উত্থিত হইয়া মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বাহুদণ্ডে ধরিয়া পুনরায় মঞ্চোপরি নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার বক্ষে আরূঢ় হইয়া মঞ্চমধ্যেই তদীয় মস্তক ধারণ করিলেন এবং কেশে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ শৈল হইতে গণ্ডশিলার ন্যায় মঞ্চ হইতে পাতিত করিলেন। সর্ব্বাধার অনন্তবিক্রম সনাতন অনন্ত শ্রীকৃষ্ণ মঞ্চের উপর হইতে সবেগে স্বয়ং ভূতলে অবতরণ করিলেন। ২১—৩২। হে রাজন্! এইরূপে উভয়ের সহসা নিম্নদেশে পতনবেগে ভূমণ্ডল ঘটিকাদ্বয় যাবৎ থালার ন্যায় কম্পিত হইল। হে নৃপ! সিংহ যেমন করিবরকে আকর্ষণ করে, কৃষ্ণও তদ্রূপ সকলের সমক্ষে মৃত কংসকে যুদ্ধভূমে আকর্ষণ করিলেন। হে নৃপ! তখন হাহাকার রব উত্থিত হইল, নৃপতিগণ পলায়ন করিতে লাগিলেন; মহাবল কংস শত্রুভাবে দেবেশ কৃষ্ণকে ভজনা করিয়া উচিঙ্গাদি কীট বিশেষের কাচ কীটের ভাব প্রাপ্তির মত কৃষ্ণসারূপ্য লাভ করিল। কংসকে পাতিত দেখিয়া সুনাম, সৃষ্টি, ন্যগ্রোধ, তুষ্টিমান, রাষ্ট্রপালক, সুহু, কঙ্ক ও শঙ্কু প্রভৃতি তদীয় মহাবল অষ্টভ্রাতা ক্রোধে অধর কম্পিত করত খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত

বীক্ষ্য তান্ মুদ্গরং নীত্বা রোহিণীনন্দনো বলঃ।
আরাচ্চকার হুঙ্কারং যথা সিংহো মৃগান্ প্রতি ॥
হুঙ্কারেণৈব শস্ত্রাণি তেষাং হস্তেভ্য আভয়াৎ।
পেতুরাম্রফলানীব দণ্ডঘাতৈশ্চ মৈথিল ॥ ৩৯
নিঃশস্ত্রাস্তে মহাবীরা মুষ্টিভিঃ সর্ব্বতো বলম্।
তেতুঃ শৈলং যথা নাগা শুণ্ডাদণ্ডৈরিতস্ততঃ ॥৪০
সৃষ্টিং তথা সুনামানং মুদ্গরেণ বলোঽহনৎ।
ন্যগ্রোধং ভুজবেগেন কঙ্কং বামকরেণ বৈ ॥ ৪১
শঙ্কুং সুহুং তুষ্টিমন্তং বামপাদেন মাধবঃ।
রাষ্ট্রপালং দক্ষিণেন পাদেনাভিজঘান হ ॥ ৪২
অষ্টৌ নিপেতুঃ সহসা বৃক্ষা বাতহতা ইব।
তেষাং জ্যোতির্ভগবতি লীনং জাতং বিদেহরাট্
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্জয়ধ্বনিরভূত্তদা।
সদ্যো বৈ বব্রষুর্দেবাঃ পুষ্পৈর্নন্দনসম্ভবৈঃ ॥ ৪৪
বিদ্যাধর্য্যশ্চ গন্ধর্ব্ব্যো ননৃতুর্হর্ষবিহ্বলাঃ।
বিদ্যাধরাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাস্তদ্যশো জগুঃ ॥ ৪৫
ব্রহ্মাদ্যা মুনয়ঃ সিদ্ধা বিমানৈর্দ্রষ্টুমাগতাঃ।
তুষ্টুবু রামকৃষ্ণৌ তৌ বাগ্‌ভিঃ শ্রুতিপরায়ণাঃ
তাড়য়ন্ত্য উরো হস্তৈরস্তিপ্রাপ্ত্যাদয়ঃ স্ত্রিয়ঃ।
বিনির্গতাস্তা কৃষ্ণদুর্জাতবৈধব্যদুঃখিতাঃ

স্ত্রিয় ঊচুঃ।

হা নাথ হে যদুপতে ক্ব গতোঽসি মহাবল।
ত্রৈলোক্যবিজয়ী সাক্ষাদ্দেবানামপি দুর্জ্জয়ঃ ॥ ৪৮
জাতমাত্রাঃ স্বসুঃ পুত্রা নির্ঘৃণেন ত্বয়া হতাঃ।
অনির্দ্দশা নির্দ্দশাশ্চাপরেঽপি নিহতা বলাৎ ॥৪৯
তেন পাপেন ঘোরেণ দশামেতাদৃশীং গ[illegible]ঃ ॥ ৫০

নারদ উবাচ।

এবমশ্রুমুখীর্দীনা আশ্বাস্য নৃপযোষিতঃ।
বিধায় যমুনাতীরে চিতাঃ শ্রীখণ্ডসংযুতাঃ ॥ ৫১
হতানাং কারয়িত্বাসৌ ক্রিয়াং বৈ পারলৌকিকীম্
সর্ব্বান্ সন্তোষয়ামাস ভগবান্ লোকভাবনঃ ॥৫২

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং মথুরাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে কংসবধো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

যুদ্ধার্থ সমাগত হইল। রোহিণীনন্দন বলরাম তাহাদিগকে সমাগত দেখিয়া মুদ্গর গ্রহণপূর্ব্বক মৃগগণ দর্শনে সিংহের ন্যায় দূর হইতে হুঙ্কার করিলেন। হে নৃপ! তাঁহার হুঙ্কার শব্দে দণ্ডাঘাতে আম্রফলের ন্যায় ভয়ে তাহাদের হস্ত হইতে শস্ত্র সকল বিস্রস্ত হইল। নিরস্ত্র সেই সমস্ত মহাবীরগণ হস্তিগণ যেমন শুণ্ডাদণ্ডে পর্ব্বতোপরি ইতস্ততঃ আঘাত করে, তদ্রূপ সর্ব্বদিক্ হইতে বলদেবকে মুষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। বলদেব সৃষ্টি ও সুনামাকে মুদ্গর দ্বারা, ন্যগ্রোধকে বাহুবেগে, কঙ্ককে বাম করে এবং কৃষ্ণ শঙ্কু ও সুহুকে বামপাদে আর রাষ্ট্রপালকে দক্ষিণপাদে নিধন করিলেন। বাতাহত তরুর মত অষ্ট ভ্রাতা সহসা বিনষ্ট হইল। হে বিদেহরাজ! তাহাদের তেজোরাশি ভগবান্ কৃষ্ণে বিলীন হইয়া গেল। ৩৯—৪৩। তখন দেবদুন্দুভি বাজিল, জয়ধ্বনি উত্থিত হইল, দেবগণ নন্দন-কাননজাত কুসুম সদ্য বর্ষণ করিলেন; বিদ্যাধরী ও গান্ধর্ব্বনারীরা হর্ষে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিল; বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ কৃষ্ণের যশোগান করিল; ব্রহ্মাদি দেবতা, শ্রুতিপরায়ণ মুনি ও সিদ্ধগণ বিমানারোহণে দর্শনার্থ সমাগত হইয়া সুন্দর বাক্যে রাম-কৃষ্ণের স্তব করিলেন। অস্তি প্রাপ্তি আদি কংসপত্নীগণ বৈধব্যজাত দুঃখে বিনির্গতা হইয়া হস্তদ্বারা বক্ষ তাড়না করিতে করিতে রোদন করিল। স্ত্রীগণ বলিল,—হা নাথ! হা যদুপতে! কোথায় গমন করিলে? তুমি ত্রিলোক-বিজয়ী মহাবল ও দেবগণেরও দুর্জ্জয়। তুমি নির্দ্দয় হইয়া ভগিনীতনয়গণকে জাতমাত্র নিহত করিয়াছ; অপর কোনটী দশদিনের কোনটী দশদিনেরও কম বয়স্ক বালককে বলপূর্ব্বক বধ করিয়াছ; সেই পাপেইতোমার ঈদৃশী দশা ঘটিয়াছে। নারদ বলিলেন,—লোকভাবন ভগবান্ তথাবিধ দীনা অশ্রুমুখী নৃপপত্নীগণকে আশ্বস্ত করিয়া যমুনাতীরে চন্দনকাষ্ঠযুক্ত অনেক চিতা নির্ম্মাণ করত

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ ।

অথ দেবো রামকৃষ্ণৌ দেবকীবসুদেবয়োঃ ।
সমীপং জগ্মতুঃ সাক্ষাদ্বৃষ্ণিভিঃ পরিবারিতৌ ॥১
স্বতস্তয়োর্বন্ধনানি যযুঃ শিথিলতাং নৃপ
তৌ বীক্ষ্য গরুড়ং প্রাপ্তং নাগপাশগুণা যথা ॥২
স্বপ্রভাববিদৌ বীক্ষ্য পিতরৌ সবলো হরিঃ ।
সদ্যস্ততান স্বাং মায়াং জগন্মোহকরীং বলাৎ ॥৩
রামকৃষ্ণৌ সুতৌ জ্ঞাত্বা শৌরির্মোহসমাকুলঃ ।
দেবক্যা সহসোত্থায় সস্বজে চাশ্রুপূরিতঃ ॥ ৪
তাবাশ্বাস্য হরিঃ সদ্যো বৃষ্ণিভিঃ পরিবারিতঃ ।
মাতামহং তুগ্রসেনং চকার মথুরাধিপম্ ॥ ৫
আহূয় যাদবান্ কংসভয়াদ্দেশান্তরং গতান্ ।
প্রেম্না নিবাসয়ামাস সকুটুম্বান্ যদোঃ পুরি ॥ ৬
নন্দরাজং গোপগণৈঃ স্বগৃহান্ গন্তুমুদ্যতম্ ।
নত্বা তং সবলঃ প্রাহ মোহয়ন্নিব মায়য়া ॥ ৭
অত্রৈব বাসং কুরু তাত পুর্য্যাং
গন্তুং যদীচ্ছা মনসোত্থিতা স্যাৎ ।
পশ্চাদহং বৈ সবলো যদূন্ বা
বিধায় পার্শ্বং তব চাগমিষ্যে ॥ ৮

নারদ উবাচ ।

এবং শ্রীরামকৃষ্ণাভ্যাং নন্দরাজঃ প্রপূজিতঃ ।
আলিঙ্গ্য শৌরিং গোপালৈর্যযৌ প্রেমাতুরো ব্রজম্ ॥ ৯
দত্তং শ্রীকৃষ্ণজন্মর্ক্ষে ধেনূনাং নিযুতং পুরা ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ শৌরির্বস্ত্রমালাস্বলঙ্কৃতম্ ॥ ১০
শৌরির্গর্গং সমাহূয় শ্রীকৃষ্ণবলদেবয়োঃ ।
যজ্ঞোপবীতং বিধিবৎ কারয়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥ ১১
রামকৃষ্ণৌ সর্ব্ববিদ্যাধ্যয়নং কর্ত্তুমুদ্যতৌ ।
গুরোঃ সান্দীপনেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্জনবৎ পরৌ ॥১২
কৃত্বা পরাং গুরোঃ সেবাং লঘুকালেন মাধবৌ ।

মৃতগণের দাহাদি পারলৌকিক ক্রিয়া করাইয়া সকলকে প্রবোধ দান করিলেন । ৪৪—৫২ ।

মথুরাখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮

নবম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর সাক্ষাৎ দেব রাম-কৃষ্ণ যাদবগণ পরিবৃত হইয়া বসুদেব দেবকী সমীপে গমন করিলেন, হে নৃপ! গরুড় দর্শনে নাগপাশ রজ্জুর ন্যায় তাঁহাদের বন্ধন স্বতই শিথিল হইল। বসুদেব-দেবকী তাঁহার প্রভাব বিদিত হইয়াছেন দেখিয়া বলরাম ও কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক নিজ জগন্মোহকরী মায়া বিস্তার করিলেন। তখন বসুদেব রামকৃষ্ণকে স্বীয় তনয়রূপে জ্ঞাত হইয়া মোহাকুল হইলেন, অশ্রুপূর্ণ নয়নে দেবকীর সহিত উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। হরি তখনই তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করত যাদবগণে পরিবৃত হইয়া মাতামহ উগ্রসেনকে মথুরার রাজা করিলেন। কংস ভয়াতুর দেশান্তরগত সকুটুম্ব যাদবগণকে প্রেমপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া যদুপুরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নন্দরাজ গোপগণসহ স্বগৃহে গমনোদ্যত হইলে বলরামসহ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যেন মায়ায় মোহিত করিয়াই বলিতে লাগিলেন,—হে তাত! এই স্থানেই বাস করুন, আর যদি একান্তই ব্রজপুরে যাইতে মনে বাসনা উদয় হইয়া থাকে, তবে আমি যাদবগণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরে বলরামসহ আপনার সমীপে আগমন করিব। নারদ বলিলেন,—নন্দরাজ এইরূপ কৃষ্ণ ও বলরাম কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বসুদেবকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে গোপগণসহ ব্রজপুরে প্রয়াণ করিলেন। বসুদেব পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ জন্মনক্ষত্রে মনে মনে অযুত গোদান করিয়াছিলেন, সেই সকল গো সম্প্রতি বস্ত্রমাল্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। ১—১০। ধর্ম্মবিৎ বসুদেব গর্গাচার্য্যকে আহ্বান করিয়া রামকৃষ্ণের বিধিপূর্ব্বক উপনয়ন ক্রিয়া সমাধান করিলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ নিখিল বিদ্যা অধ্যয়নার্থ উদ্যত হইয়া সাধারণ মানুষের মত গুরু সান্দীপনি মুনি সমীপে উপনীত হইলেন। সর্ব্ববিদ্যাবিৎ-

সর্ব্ববিদ্যাং জগৃহতুঃ সর্ব্ববিদ্যাবিদাং বরৌ ॥ ১৩
গুরবে দক্ষিণাং দাতুমুদ্যতৌ তৌ কৃতাঞ্জলী।
মৃতং পুত্রং দক্ষিণায়াং তাভ্যাং বব্রে গুরুর্দ্বিজঃ ॥
রথমারুহ্য তৌ দান্তৌ শাতকুম্ভপরিচ্ছদম্।
প্রভাসে চাব্ধিনিকটং জগ্মতুর্ভীমবিক্রমৌ ॥ ১৫
সদ্যঃ প্রকম্পিতঃ সিন্ধু রত্নোপায়নমুত্তমম্।
নীত্বা তচ্চরণোপান্তে নিপপাত কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৬
তমাহ ভগবাঞ্ছীঘ্রং পুত্রং দেহি গুরোর্মম।
প্রচণ্ডোর্ম্মিঘটাটোপৈস্ত্বয়া তদ্‌গ্রহণং কৃতম্ ॥ ১৭

সমুদ্র উবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ ন ময়া বালকো হৃতঃ।
হৃতঃ পঞ্চজনেনাসৌ শঙ্খরূপাসুরেণ বৈ ॥ ১৮
বসন্ সদা মদুদরে বলিষ্ঠো দৈত্যপুঙ্গবঃ।
জেতুং যোগ্যস্ত্বয়া দেব দেবানাং ভয়কারকঃ ॥ ১৯

নারদ উবাচ।

তেনোক্তো ভগবান্ কৃষ্ণো বাসো বদ্ধা কটৌ দৃঢ়ম্।
নিপপাত মহাবেগাৎ সমুদ্রে ভীমনাদিনি ॥ ২০
শ্রীকৃষ্ণস্য নিপাতেন ত্রিলোকীভারধারিণঃ।
চকম্পেঽব্ধির্ভৃশং বজ্রকুটেনেব বিদেহরাট্ ॥ ২১
ততঃ পঞ্চজনো দৈত্যো যোদ্ধুং শ্রীকৃষ্ণসম্মুখে।
আগতঃ সহসা বীরঃ শূলং চিক্ষেপ মাধবে ॥ ২২
হস্তে গৃহীত্বা তচ্ছূলং তেনৈবাভিজঘান তম্।
তদ্ঘাতেন প্রপতিতো মূর্চ্ছিতো বারি মণ্ডলে ॥২৩
সমুত্থায় দেবেশং কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ।
মূর্দ্ধ্না ততাড় পক্ষীন্দ্রং স্বফণেন ফণী যথা ॥ ২৪
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ হরিঃ।
ক্রুদ্ধো মূর্দ্ধনি বেগেন মুষ্টিনা তং ততাড় হ ॥ ২৫
কৃষ্ণমুষ্টিপ্রহারেণ সদ্যো বৈ নিধনং গতঃ।
তজ্জ্যোতিঃ শ্রীঘনশ্যামে লীনং জাতং বিদেহরাট্
এবং হত্বা পঞ্চজনং শঙ্খং নীত্বা তদঙ্গজম্।
মহার্ণবান্নির্গতোঽসৌ সহসা রথমাগমৎ ॥ ২৭

প্রবর রাম কৃষ্ণ গুরুর পরম সেবা করিয়া অল্পকালেই নিখিল বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া গুরুকে দক্ষিণাদানে উদ্যত হইলে গুরু দ্বিজ সান্দীপনি তাঁহাদিগকে তদীয় মৃতপুত্র দানরূপ দক্ষিণা দান করিতে বলিলেন, জিতেন্দ্রিয় ভীমবিক্রম রাম-কৃষ্ণ স্বর্ণময় পরিচ্ছদে ভূষিত রথে আরোহণ করিয়া প্রভাসের সন্নিহিত সিন্ধু সমীপে সমাগত হইলেন। সিন্ধু তখনই কৃতাঞ্জলি হইয়া কম্পিতকলেবরে উত্তম রত্নোপহার লইয়া তাঁহাদের চরণোপান্তে পতিত হইল। ভগবান্ সিন্ধুকে কহিলেন,—সত্বর আমার গুরুপুত্র প্রদান কর, তুমি স্বদীয় প্রচণ্ড লহরী তুলিয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়াছ। সমুদ্র বলিল,—হে ভগবান্! আমি বালককে অপহরণ করি নাই। হে দেবদেবেশ! পঞ্চজন নামক শঙ্খরূপী অসুর তাহাকে হরণ করিয়াছে। দৈত্যপুঙ্গব বলবান পঞ্চজন সর্ব্বদা আমারই উদরে বাস করে। হে দেব! দেবগণেরও ভয়ঙ্কর ঐ অসুরকে বিনাশ করিতে আপনিই সমর্থ। ১১—১৯। নারদ বলিলেন,—সমুদ্র কর্ত্তৃক কথিত হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণ কটিদেশে দৃঢ়রূপে বস্ত্র বন্ধন পূর্ব্বক সেই ভীমনাদী সমুদ্র-মধ্যে মহাবেগে পতিত হইলেন। হে বিদেহরাজ! ত্রৈলোক্যের ভারধারী হরির সেই পতনবেগে অশনিপতনে পর্ব্বতের ন্যায় সাগর অত্যন্ত কম্পিত হইল। অনন্তর তৎক্ষণাৎ পঞ্চজন নামক দৈত্য যুদ্ধার্থ শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে সমাগত হইয়া তাঁহার প্রতি শূল নিক্ষেপ করিল, কৃষ্ণও স্বীয় করে সেই শূল গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন। দৈত্য সেই প্রহারে জল মধ্যে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইল এবং কিছুক্ষণ কিঞ্চিৎ-ব্যাকুলমনা থাকিয়া সহসা উত্থানপূর্ব্বক সর্প যেমন স্বীয় ফণাদ্বারা গরুড়কে তাড়না করে, তদ্রূপ দেবেশ কৃষ্ণকে মস্তক দ্বারা তাড়না করিল। পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি ক্রুদ্ধ হইয়া মুষ্টিদ্বারা সবেগে তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন। কৃষ্ণের মুষ্টিপ্রহারে সে তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। হে বিদেহরাজ! তাহার জ্যোতি ঘনশ্যাম কৃষ্ণে বিলীন হইল। এই প্রকারে পঞ্চজনকে নিহত করিয়া তৎক্ষণাৎ তদীয় অঙ্গজ শঙ্খ গ্রহণপূর্ব্বক মহা-

বায়ুবেগেন যানেন রামকৃষ্ণৌ মনোহরৌ।
জগ্মতুঃ শমনস্থাপি দীর্ঘাং সংযমনীং পুরীম্ ॥২৮
পাঞ্চজন্যধ্বনির্ঘোষং প্রচণ্ডো মেঘঘোষবৎ।
পূরয়ামাস তং শ্রুত্বা চকম্পে সসভো যমঃ ॥ ২৯
চতুরশীতিলক্ষেষু নরকেষু নিপাতিতাঃ।
যৈর্যৈঃ শ্রুতো ধ্বনিঃ স্তে তে জগ্মুর্মোক্ষন্ত
পাপিনঃ ॥ ৩০
যমঃ সদ্যো বলিং নীত্বা শ্রীকৃষ্ণবলদেবয়োঃ।
পপাত চরণোপান্তে ধর্ষিতঃ সন্ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩১

যম উবাচ।

হে হরে হে কৃপাসিন্ধো রাম রাম মহাবল।
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতী পরিপূর্ণতমৌ যুবাম্ ॥ ৩২
দেবৌ পুরাণৌ পুরুষৌ মহান্তৌ
সর্ব্বেশ্বরৌ সর্ব্বজগজ্জনেশৌ।
অদ্যৈব সর্ব্বোপরি বর্ত্তমানৌ
গিরা নিজাজ্ঞাং বদতং পরেশৌ ॥ ৩৩

শ্রীভগবানুবাচ।

গুরুপুত্রং লোকপাল আনয়স্ব মহামতে।
রাজ্যং কুরু যথান্যায়ং মদুক্তং মানয়ন্ কচিৎ ॥৩৪

নারদ উবাচ।

তদৈব তেনোপানীতং গুরুপুত্রং হরিঃ স্বয়ম্।
গৃহীত্বাবন্তিকামেত্য দদৌ শ্রীগুরবে শিশুম্ ॥৩৫
গুর্ব্বাশিষা সংযুতৌ তৌ নত্বা তং হি কৃতাঞ্জলী।
রথমারুহ্য মথুরামাগতৌ যদুপূজিতৌ ॥ ৩৬
একদা সবলঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্বকারণকারকঃ।
পাণ্ডবান্ সংস্মরন্ ভক্তানক্রূরভবনং যযৌ ॥ ৩৭
অক্রূরঃ সহসোত্থায় পরিরভ্য মুদান্বিতঃ।
উপচারৈঃ ষোড়শভিঃ পূজয়িত্বাথ তৌ নৃপ ॥৩৮
কৃতাঞ্জলিঃ পুরঃস্থিত্বা জাতপূর্ণমনোরথঃ।
উবাচানন্দজনিতাং মুঞ্চন্ বাষ্পকলাং নৃপ ॥ ৩৯

অক্রূর উবাচ।

যুবাভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যাং তাভ্যাং নিত্যং
নমো নমঃ।
যাভ্যাং মার্গে যদুক্তং মে পূর্ণং তচ্চ কৃতং প্রভু

র্ব্ব হইতে নির্গত হইয়া রথে আরোহণ করিলেন এবং বায়ুবেগ রথে মনোহর রামকৃষ্ণ শমনের সুদীর্ঘ সংযমনীপুরে উপনীত হইলেন। অনন্তর মেঘশব্দ সদৃশ সেই প্রচণ্ড পাঞ্চজন্য শঙ্খশব্দে যমপুর আপূরিত করিলেন, তচ্ছ্রবণে সপারিষদ যম কম্পিত হইল। চতুরশীতি লক্ষ নরকে নিপতিত পাপিগণ মধ্যে যে যে সেই শঙ্খশব্দ শুনিল, তাহারা সকলেই মোক্ষ লাভ করিল। যম তৎক্ষণাৎ উপহার লইয়া রামকৃষ্ণের চরণোপান্তে পতিত হইল এবং ভীত হইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিল। ২০—২৯। যম বলিল,—হে হরে! হে কৃপাসাগর! হে মহাবল বলরাম! আপনারা পরিপূর্ণতম অসংখ্য-ব্রহ্মাণ্ডপতি, পুরাণ দেব, মহাপুরুষ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজগজ্জনের ঈশ্বর পরেশ ও সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান; সম্প্রতি স্বীয় বাক্যে আমার প্রতি আদেশ প্রদান করুন। ভগবান্ বলিলেন,—হে মহামতে লোকপাল! গুরুপুত্রকে আনয়ন কর এবং আমার কথানুসারে চলিয়া কার্য্য করত যথান্যায়ে রাজ্য শাসন কর। তখনই যম গুরুপুত্রকে আনিয়া দিল, স্বয়ং হরি তাহাকে লইয়া অবন্তিকাপুরে আসিলেন ও গুরুকে সেই শিশু সমর্পণ করিলেন। যদুপূজিত কৃষ্ণ ও বলরাম গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিকরে প্রণামপূর্ব্বক রথারোহণে মথুরায় উপনীত হইলেন। ৩০—৩৬। হে নৃপ! এক সময় বলরামান্বিত সর্ব্বকারণ-কারণ কৃষ্ণ ভক্ত পাণ্ডবগণকে স্মরণ করিতে করিতে অক্রূর ভবনে গমন করেন। হে রাজন্! অক্রূর তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া সানন্দ হৃদয়ে আলিঙ্গন করত তাঁহাদিগকে ষোড়শোপচারে অর্চনা করিলেন এবং পূর্ণমনোরথ হইয়া কৃতাঞ্জলিকরে সম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক আনন্দজনিত অশ্রুজল ত্যাগ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন। অক্রূর কহিলেন,—হে রাম, হে কৃষ্ণ! আপনাদিগকে নিত্য নমস্কার করি। হে প্রভুদ্বয়! আমাকে পথে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এখানে পূর্ণ করিয়াছেন।

লোকাভিরামৌ জনভূষণোত্তমৌ
চান্তর্বহিঃ সর্ব্বজগৎপ্রদীপকৌ।
গোবিপ্রসাধুশ্রুতিধর্ম্মদেবতা-
রক্ষার্থমদ্যৈব যদোঃ কুলে গতৌ ॥ ৪১
কংসাদিদৈত্যেন্দ্রবিনাশহেতবে
গোলোকলোকাৎ পরিপূর্ণতেজসৌ।
সমাগতৌ ভারতভূমিমণ্ডলে
যুবাং পরেশৌ সততং নতোঽস্ম্যহম্ ॥ ৪২

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্বমার্য্যো বৃদ্ধো ধৃতিমানহং তব পুরঃ শিশুঃ।
সন্তো নঃ স্বাত্মনঃ শ্লাঘাং কুর্ব্বন্তি হি মহামতে।
পাণ্ডবানাং হি কুশলং দ্রষ্টুং গচ্ছ গজাহ্বয়ম্।
শীঘ্রমাগচ্ছ তান্ দৃষ্ট্বা সর্ব্বান্ দানপতে ভবান্

নারদ উবাচ।

এবমুক্ত্বা তদাক্রূরং ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
সবলঃ শৌরিভবনমাযযৌ সর্ব্বকার্য্যকৃৎ ॥ ৪৫
কৌরবেন্দ্রপুরং গত্বাক্রূরো দৃষ্ট্বাথ পাণ্ডবান্।
পুনরাগত্য কৃষ্ণায় বার্ত্তাং সর্ব্বামবর্ণয়ৎ ॥ ৪৬

অক্রূর উবাচ।

বিনা যুবাং কোঽপি ন পাণ্ডবানাং
সহায়কৃৎ কৌরবদুঃখভোগিনাম্।
মৃতে চ পাণ্ডৌ ভবতোঃ পদাম্বুজে
বিলগ্নচিত্তা হি পৃথাত্মজা যে ॥ ৪৭

নারদ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বাক্রূরমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ হরিঃ।
অর্দ্ধং রাজ্যং পাণ্ডবেভ্যো কৌরবাণাং বলাদ্দদৌ
অথোক্তং বচনং স্মৃত্বা তদোদ্ধবসমন্বিতঃ।
মহামঙ্গলসংযুক্তং কুব্জায়া ভবনং যযৌ ॥ ৪৯
দৃষ্ট্বারাদ্ধরিং প্রাপ্তং কুব্জা রূপবতী স্বরম্।
ভক্ত্যা সমর্হয়ামাস পাদ্যাদ্যৈঃ প্রাণবল্লভম্ ॥ ৫০
হেমরত্নখচিৎকুড্যে কুব্জায়া ভবনোত্তমে।
বভৌ হরী রূপবত্যা বৈকুণ্ঠে রময়া যথা ॥ ৫১
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।
যস্যাঃ পতিরভূদ্রাজন্নহো তস্যাস্তপো মহৎ ॥ ৫২
তত্র স্থিত্বা হরির্দেবো দিনান্যষ্টৌ বিদেহরাট্।

আপনারা লোকমনোজ্ঞ, সর্ব্বলোকের উত্তম ভূষণ, অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বজগতের প্রদীপ স্বরূপ; গো, বিপ্র, সাধু, বেদ, ধর্ম্ম ও দেবগণের রক্ষার্থে আপনারা সম্প্রতি যদুকুলে অবতীর্ণ; কংসাদি দৈত্যেন্দ্রগণের বধের জন্য গোলোক হইতে পরিপূর্ণতেজে ভারতভূমিমণ্ডলে সমাগত হইয়াছেন; আপনারা পরেশ; আমি সতত আপনাদিগকে নমস্কার করি। ভগবান্ বলিলেন,—তুমি আর্য্য বৃদ্ধ ও বুদ্ধিমান, তোমার নিকট আমি শিশু; হে মহামতে। সাধুব্যক্তিরা আত্মশ্লাঘা করেন না। হে দানপতে! তুমি পাণ্ডবগণের কুশল দেখিবার জন্য হস্তিনাপুরে যাও এবং তাহাদিগকে দেখিয়া শীঘ্র এই স্থানে আগমন কর। নারদ বলিলেন,—অখিল কার্য্যকারী ভক্তবৎসল ভগবান্ তখন অক্রূরকে এই কথা কহিয়া বলরামের সহিত বসুদেব ভবনে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর অক্রূর কুরুরাজপুরে গমন ও পাণ্ডবগণকে দর্শন করিয়া আসিয়া কৃষ্ণসমীপে তাঁহাদিগের বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। ৩৭—৪৬। অক্রূর কহিলেন,—কৌরব হইতে দুঃখপ্রাপ্ত পাণ্ডবগণের আপনারা ভিন্ন সাহায্য করার আর কেহ নাই; পাণ্ডু মরিলে কুন্তীনন্দনগণ আপনাদের পাদপদ্মে হৃদয় বিলগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। নারদ বলিলেন,—ভগবান্ হরি শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরমুখে ইহা শুনিয়া কৌরবগণের অর্দ্ধরাজ্য বলপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে দান করিলেন। অনন্তর পূর্ব্বকথিত বাক্য স্মরণ করিয়া কৃষ্ণ তখন উদ্ধবের সহিত কুব্জার মহামঙ্গলযুক্ত ভবনে গমন করিলেন। রূপবতী সতী কুব্জা দূর হইতে কৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া সত্বর ভক্তিভরে পাদ্যাদিদ্বারা প্রাণবল্লভের পূজা করিলেন। স্বর্ণরত্নখচিত ভিত্তিযুক্ত কুব্জার সেই ভবনোত্তমে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে রূপবতী রমার সহিত যেরূপ শোভিত হন, তদ্রূপ কুব্জার সহিত বিরাজিত হইলেন। হে রাজন্! পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহার পতি হইলেন, অহো! তাহার কি মহাতপস্যা! হে বিদেহরাজ!

আযযৌ শৌরিভবনং লীলামানুষবিগ্রহঃ ॥ ৫৩
ইতি শ্রীকৃষ্ণচরিতং মথুরায়াং বিদেহরাট্‌।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যমায়ুর্বর্দ্ধনমুত্তমম্‌ ॥ ৫৪
চতুষ্পদার্থদং নৃণাং শ্রীকৃষ্ণবশকারকম্‌।
ময়া তে কথিতং পৃষ্টং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং মথুরাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে যদুসৌখ্যং নাম
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

বহুলাশ্ব উবাচ।
শ্রীকৃষ্ণচরিতং পুণ্যং ময়া তব মুখাচ্ছ্রুতম্‌।
পুনঃ শ্রোতুমনাশ্চাদ্য তৃষিতো বা জলং গতঃ ॥
কংসস্য জন্মকর্ম্মাণি ত্বয়োক্তানি শ্রুতানি মে।
কেশ্যাদিদৈত্যবর্য্যাণাং পূর্ব্বজন্মকৃতং শ্রুতম্‌ ॥ ২
কোঽয়ং তু রজকঃ পূর্ব্বমবধীদ্যং হরিঃ কথম্‌।
অহো যস্য মহজ্জ্যোতিঃ কৃষ্ণে লীনং বভূব হ ॥৩

নারদ উবাচ।
ত্রেতাযুগে ত্বযোধ্যায়াং রামরাজ্যে বিদেহরাট্‌।
চারাণাং শৃণ্বতাং কশ্চিদ্রজকো হ্যবদৎ প্রিয়াম্‌ ॥৪
নাহং বিভর্ম্মি ত্বাং দুষ্টামুশতীং পরবেশ্মগাম্‌।
স্ত্রীলোভী বিভৃয়াৎ সীতাং রামো নাহং
পুনঃ ॥ ৫
ইতি লোকাদ্বহুমুখাদ্বাক্যং শ্রুত্বাথ রাঘবঃ।
সীতাং তত্যাজ সহসা বনে লোকাপবাদতঃ ॥ ৬
তস্মৈ দণ্ডং দাতুমিচ্ছাং ন চক্রে রাঘবোত্তমঃ।
মথুরায়াং দ্বাপরান্তে রজকঃ স বভূব হ ॥ ৭
কুবাক্যদোষশান্ত্যর্থং তং জঘান হরিঃ স্বয়ম্‌।
তথাপি প্রদদৌ মোক্ষং তস্মৈ শ্রীকরুণানিধিঃ ॥৮
দয়ালোঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্য চরিত্রং পরমাদ্ভুতম্‌।
এতত্তে কথিতং রাজন্‌ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি
বহুলাশ্ব উবাচ।
পুরা বৈ বায়কঃ কোঽয়ং নিতরাং মুনিসত্তম।

লীলা-মানবদেহ হরি তথায় অষ্টদিবস বাস করিয়া বসুদেব ভবনে আগমন করিলেন। হে মৈথিল! আমি তোমার নিকট মথুরার কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা মানবগণের সর্ব্বপাপহর, পুণ্য উত্তম আয়ুর্ব্বর্দ্ধন, চতুর্ব্বর্গ-প্রদ এবং শ্রীকৃষ্ণবশোপায়; এখন জিজ্ঞাসা করি—পুনরায় আর কি শুনিতে চাও।৪৭-৫৫।

মথুরাখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—আমি আপনার মুখে পবিত্র কৃষ্ণচরিত্র শুনিলাম, অদ্য তৃষিত ব্যক্তির জলাভিলাষের ন্যায় পুনরপি উহা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনার কথিত কংসের জন্ম ও কর্ম্ম আমি শুনিয়াছি; কেশী প্রভৃতি দৈত্যবরগণের পূর্ব্বজন্মকৃত বৃত্তান্তও আমার শ্রবণ করা হইয়াছে; অহো! যাঁহার মহা-জ্যোতি কৃষ্ণে বিলীন হইল, ঐ রজক পূর্ব্বে কি ছিল, কেন হরি তাহাকে নিহত করিলেন। নারদ বলিলেন,—হে বিদেহরাজ! ত্রেতাযুগে অযোধ্যায় রামের রাজ্যকালে জনৈক রজক রামের অনুচরগণের সমক্ষে নিজ প্রিয়াকে কহিল;—তুমি পরগেহবাসিনী দুষ্টা, তোমাকে আমি গ্রহণ করিব না, স্ত্রীলোভী রাম সীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি তোমাকে ভজনা করিব না। রাম বহু লোকের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকাপবাদ ভয়ে তৎক্ষণাৎ সীতাকে বনে ত্যাগ করিলেন; কিন্তু রঘুবর রাম রজককে দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিলেন না। সেই রজক দ্বাপরান্তে মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; আর সেই কুবাক্য-ব্যথা শান্তির জন্য কৃষ্ণ তাহাকে নিধন করিয়াছিলেন। করুণানিধি তবুও তাহাকে মোক্ষ প্রদান করিলেন। দয়ালু কৃষ্ণচন্দ্রের পরমাদ্ভুত চরিত্র এই আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, হে রাজন্‌! আর কি শুনিতে অভিলাষ কর। ১—৯। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে

যস্মৈ দদৌ চ সারূপ্যং শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ হরিঃ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

মিথিলানগরে পূর্ব্বং বায়কো হরিভক্তিকৃৎ।
শ্রীরামোদ্বাহসময়ে সীরধ্বজনৃপাজ্ঞয়া ॥ ১১
রামলক্ষ্মণবেষার্থং বাসাংসি রচয়ন্ কিল।
লঘুসূত্রৈঃ পরিচয়ন্ কুশলো বস্ত্রকর্ম্মসু ॥ ১২
কোটিকন্দর্পলাবণ্যৌ সুন্দরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
তৌ বীক্ষ্য বায়কো রাজন্মোহিতোঽভূন্মহামনাঃ
অহং স্বহস্তৈর্বস্ত্রাণি তয়োরঙ্গেষু সর্ব্বতঃ।
পরিধানং কারয়ামি চক্রে চেত্থং মনোরথম্ ॥১৪
মনসাপি বরং রামো দদৌ তস্মা অশেষবিৎ।
দ্বাপরান্তে ভারতে চ ভবিষ্যতি মনোরথঃ ॥১৫
শ্রীরামস্য বরাৎ সোঽয়ং মথুরায়াং বভূব হ।
তয়োর্বেষং কারয়িত্বা তৎসারূপ্যং জগাম হ ॥ ১৬

বহুলাশ্ব উবাচ।

সুদাম্না মালিনা ব্রহ্মন্ কিং কৃতং সুকৃতং বদ।
যদ্গৃহং জগ্মতুঃ সাক্ষাদ্রামকৃষ্ণৌ মনোহরৌ ॥১৭

শ্রীনারদ উবাচ।

রাজরাজবনং রম্যং নাম্না চৈত্ররথং শুভম্।
তস্য বৈ পুষ্পবটুকো হেমমালীতি নামভাক্ ॥ ১৮
বিষ্ণুভক্তিরতঃ শান্তো দানী সৎসঙ্গকৃন্মহান্।
শ্রীকৃষ্ণদেবপ্রাপ্ত্যর্থং দেবপূজাং চকার হ ॥ ১৯
সমাঃ পঞ্চসহস্রাণি পদ্মানাঞ্চ শতত্রয়ম্।
নিত্যং নীত্বা ধূর্জ্জটয়ে পুরো ধৃত্বা ননাম হ ॥ ২০
একদাতিপ্রসন্নোঽভূত্র্যম্বকঃ করুণানিধিঃ।
মালাকার মহাবুদ্ধে বরং ব্রূহীত্যুবাচ হ ॥ ২১
হেমমালী তদা দেবং নমস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য পুরঃ স্থিত্বা প্রাহ নতাননঃ ॥ ২২

হেমমাল্যুবাচ।

পরিপূর্ণতমং কৃষ্ণং কাঙ্ক্ষে গৃহমাগতম্।
পশ্যামি দৃগ্ভ্যাং তং সাক্ষাত্ত্বদ্বরেণ ভবেদিদম্

শ্রীমহাদেব উবাচ।

দ্বাপরান্তে ভারতে চ মথুরায়াং মহামতে।
মনোরথস্তে সফলো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২৪

নারদ উবাচ।

মহেশ্বরবরেণাসৌ হেমমালী মহামনাঃ।

মুনিসত্তম! যে তন্তুবায়ককে ভগবান্ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ একান্ত সারূপ্য প্রদান করিলেন, সে পূর্ব্বে কি ছিল? নারদ বলিলেন,—ঐ হরিভক্ত তন্তুবায়ক পূর্ব্বে মিথিলানগরে জনকরাজের আদেশে শ্রীরামের বিবাহকালে রামলক্ষ্মণের বেশরচনার বসন বয়ন করিয়াছিল। সূক্ষ্ম-সূত্রের বস্ত্রবয়ন কার্য্যে তন্তুবায়ক বড়ই কুশলী। হে রাজন্! মহামনা তন্তুবায়ক কোটিকন্দর্পকান্তি সুন্দর রামলক্ষ্মণকে দর্শন করত মোহিত হইয়া "আমি স্বহস্তে সর্ব্বতো-ভাবে রামলক্ষ্মণঅঙ্গে রাণবসন পরিধান করা-ইব" এইরূপ মনোরথ করিয়াছিল। অশেষ-দর্শী রাম তাহাকে মনে মনে বর দিলেন,—"দ্বাপরান্তে ভারতে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে সংশয় নাই। শ্রীরামের বরে ঐ তন্তুবায়ক মথুরায় জন্মগ্রহণ করে এবং রাম-কৃষ্ণের বেশরচনা করিয়া কৃষ্ণসারূপ্য প্রাপ্ত হয়। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সুদামা মালী কি মহাপুণ্য করিয়াছিল যে, সাক্ষাৎ মনোহর রামকৃষ্ণ তাহার গৃহে গমন করিলেন, তাহ বলুন। নারদ বলিলেন,—কুবেরের চৈত্ররথ নামে রমণীয় মনোজ্ঞ এক কানন ছিল, হেম-মালী নামে মালী তাহার রক্ষক। মহামনা হেমমালী বিষ্ণুভক্ত, শান্ত, দাতা ও সৎসঙ্গ-নিরত, সে কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য দেবপূজা করিত। হেমমালী পঞ্চসহস্র বৎসর যাবৎ প্রতিদিন তিন শত পদ্মপুষ্প আহরণ করিয়া মহাদেবের সম্মুখে রক্ষা করত প্রণাম করিত। ১০—২০। একদা করুণানিধি ত্রিনয়ন অতিপ্রসন্ন হইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ মালা-কার! বর প্রার্থনা কর। তখন হেমমালী নতানন হইয়া করজোড়ে মহাদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক বলিল। হেমমালী বলিল,—পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ আমার গৃহে আগমন করিবেন, আমি নয়নদ্বয়ে তাঁহাকে দর্শন করিব, আপনার বরে ইহা হউক। মহাদেব বলিলেন,—হে মহা-মতে! দ্বাপরান্তে ভারতে মথুরায় তোমার

মালাকারো দ্বাপরান্তে সুদামা সম্বভূব হ ॥ ২৫
তস্মাদস্ত গৃহং সাক্ষাজ্জগ্মতু রামকেশবৌ।
শিববাক্যমৃতং কর্ত্তুং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥২৬

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমথুরাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে রজকবায়কসুদামোপাখ্যানং
নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীবহুলাশ্ব উবাচ।

সৈরন্ধ্র্যা কিং কৃতং পূর্ব্বং তপঃ পরমদুর্ঘটম্।
যেন প্রসন্নঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবৈরপি সুদুর্লভঃ ॥ ১

নারদ উবাচ।

পঞ্চবট্যাং স্থিতং রামং কোটিকন্দর্পসন্নিভম্।
বীক্ষ্য শূর্পণখা নাম রাক্ষসী মোহিতা ভৃশম্ ॥ ২
নির্ম্মোহং রাঘবং দৃষ্ট্বাথৈকপত্নীব্রতস্থিতম্।
ক্রোধাৎ সীতাং ভক্ষয়িতুং ধাবতী রাবণস্বসা ॥ ৩
খড়্গেন শিতধারেণ লক্ষ্মণো রাঘবানুজঃ।
জহার তস্যাঃ কর্ণৌ চ নাসাং সদ্যো রুষান্বিতঃ
ছিন্ননাসা গতা লঙ্কাং রাবণায় নিবেদ্য তৎ।
ভূয়ঃ পুষ্করতীর্থে সা জগাম বিমনা ভৃশম্ ॥ ৫
তপশ্চক্রে শূর্পণখা বর্ষাণামযুতং জলে।
ধ্যায়ন্তী ত্র্যম্বকং দেবং শ্রীরামং বরমিচ্ছতী ॥ ৬
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ দেবদেব উমাপতিঃ।
এত্য তৎপুষ্করং তীর্থং বরং ব্রূহীত্যুবাচ হ ॥ ৭

শূর্পণখোবাচ।

শ্রীরামো মে বরো ভূয়াদ্বরং দেহি সতাং প্রিয়।
ত্বং দেবদেবঃ পরমঃ সর্ব্বাসামাশিষাং প্রভুঃ ॥ ৮

শিব উবাচ।

অদ্যৈব সফলো ন স্যাদ্বরস্তে শৃণু রাক্ষসি।
দ্বাপরান্তে মাথুরে চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৯

নারদ উবাচ।

সৈব শূর্পণখা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী।
অভূচ্ছ্রীমথুরায়ান্তু কুব্জা নাম মহামতে ॥ ১০
মহাদেববরেণাপি শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াভবৎ।

মনোরথ সফল হইবে, সংশয় নাই। নারদ বলিলেন,—মহেশ্বরবরে ঐ মহামনা হেমমালী দ্বাপরান্তে মথুরায় সুদামা নামে মালাকার হইয়াছেন, আর তজ্জন্যই আজ সাক্ষাৎ রাম-কৃষ্ণ শিববাক্য সত্য করিবার জন্য তাঁহার গৃহে সমাগত, আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ২১-২৬।

মথুরাখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—কুব্জা পূর্ব্বে কি পরম দুর্ঘট তপস্যা করিয়াছিল, সে জন্য দেবগণেরও দুর্লভ কৃষ্ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। নারদ বলিলেন,—শূর্পণখা নাম্নী রাক্ষসী পঞ্চবটী বনে অবস্থিত কোটিকন্দর্পকান্তি রামকে অব-লোকন করিয়া অত্যন্ত মোহিতা হয়; কিন্তু রাবণভগিনী শূর্পণখা একপত্নীব্রতধর রামকে অবিচলিত দেখিয়া ক্রোধে সীতাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। রোষান্বিত রামা-নুজ লক্ষ্মণ শাণিত অসিদ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার নাসিকা ও কর্ণদ্বয় ছেদন করেন। ছিন্ননাসা শূর্পণখা লঙ্কায় গিয়া রাবণকে ইহা নিবেদন করে এবং পরে অত্যন্ত বিমনা হইয়া পুষ্কর-তীর্থে উপনীত হয়। সেখানে শূর্পণখা শ্রীরামকে পতি পাইবার জন্য ত্রিনয়নের ধ্যান করত জলমধ্যে থাকিয়া অযুত বৎসর তপস্যা করিয়াছিল। অনন্তর দেবদেব উমাপতি প্রসন্ন হইলেন এবং পুষ্করতীর্থে উপনীত হইয়া শূর্পণখাকে কহিলেন,—বর প্রার্থনা কর। শূর্পণখা কহিল,—হে সজ্জনপ্রিয়! শ্রীরাম আমার পতি হউন, আমাকে এই বর প্রদান করুন। আপনি দেবদেব পরম ও সর্ব্ববিধ আশীর্ব্বাদের প্রভু। শিব বলিলেন,—হে রাক্ষসি! শ্রবণ কর; আজই তোমার এই বর সফল হইবে না; দ্বাপরান্তে মথুরামণ্ডলে এই বর সফল হইবে, সন্দেহ নাই। নারদ বলিলেন,—হে মহামতে! সেই কামরূপিণী রাক্ষসী শূর্পণখা কুব্জা নামে মথুরায় জন্মগ্রহণ

ইদং ময়া তে কথিতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥
বহুলাশ্ব উবাচ।
কোঽয়ং কুবলয়াপীড়ঃ পূর্ব্বজন্মনি নারদ।
কথং গজত্বমাপন্নঃ শ্রীকৃষ্ণে লীনতাং গতঃ॥ ১২
নারদ উবাচ।
বলিপুত্রো মহাকায়ো নাম্না মন্দগতির্বলী।
সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠো লক্ষনাগসমো বলী॥ ১৩
একদা নির্গতঃ সোঽপি রঙ্গযাত্রাং জনেষু চ।
মত্তেভবজ্জনান্ বেগাদ্ভুজাভ্যাং পরিমর্দ্দয়ন্॥১৪
তদ্বাহুবেগাৎ পতিতঃ পথি বৃদ্ধস্ত্রিতো মুনিঃ।
ক্রুদ্ধঃ শশাপ তং মত্তং বলিষ্ঠং বলিনন্দনম্॥১৫
ত্রিত উবাচ
গজবত্বং মদোন্মত্তো ভূজনান্ পরিমর্দ্দয়ন্।
বিচরন্ রঙ্গযাত্রায়াং ত্বং গজো ভব দুর্ম্মতে॥১৬
নারদ উবাচ।
এবং শপ্তস্তদা দৈত্যো নাম্না মন্দগতির্বলী।
পতৎকঞ্চুকবদ্দেহো ভ্রষ্টতেজা বভূব হ॥ ১৭

মুনেঃ প্রভাববিৎ সদ্যো দৈত্যো ভূত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
নত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য ত্রিতং মুনিমুবাচ হ॥ ১৮
মন্দগতিরুবাচ।
হে মুনে হে কৃপাসিন্ধো ত্বং যোগীন্দ্রো দ্বিজোত্তমঃ
গজত্বান্মে কদা মুক্তির্ভবিষ্যতি বদাশু মাম্॥১৯
ত্বাদৃশানাং সতাং মাভূদ্ধেলনং মে ক্বচিন্মুনে।
ত্বাদৃশা মুনয়ো ব্রহ্মন্ সমর্থা বরশাপয়োঃ॥ ২০
নারদ উবাচ।
এবং প্রসাদিতস্তেন ত্রিতো নাম মহামুনিঃ।
গতক্রোধোঽব্রবীদ্দৈত্যং কৃপালুর্ব্রাহ্মণোত্তমঃ॥
ত্রিত উবাচ।
বচনং মে মৃষা ন স্যাত্ত্বদ্ভক্ত্যা হর্ষিতোঽস্ম্যহম্।
তে দাস্যামি বরং দিব্যং দেবানামপি দুর্লভম্॥২২
মা শোকং কুরু দৈত্যেন্দ্র মথুরায়াং হরেঃ পুরি।
শ্রীকৃষ্ণহস্তাত্তে মুক্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ২৩
নারদ উবাচ
সোঽয়ং মন্দগতির্দৈত্যো গজোঽভূদ্বিন্ধ্যপর্ব্বতে

করিয়াছে; আর মহাদেবের বরে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া হইয়াছে, এই তোমার নিকট কুব্জা-কাহিনী কীর্ত্তন করিলাম, পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ১—১১। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে দেবর্ষে! এই কুবলয়াপীড় পূর্ব্বকালে কি ছিল, গজত্ব প্রাপ্ত হইয়াও কেন শ্রীকৃষ্ণে লীন হইল? নারদ বলিলেন,—মন্দগতি নামে বলির এক তনয় ছিল; মন্দগতি মহাকায় বলবান্, শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ এবং লক্ষ হস্তীর তুল্যবল। এক সময় মন্দগতি মনুষ্যমধ্যে মল্লযুদ্ধের অনুসন্ধানার্থ নির্গত হয় মত্ত মাতঙ্গের মত মানবগণকে বাহুদ্বয়ে বিমর্দ্দিত করিয়া বেগে গমন করিলে তাহার বাহুবেগে বৃদ্ধ ত্রিত মুনি পথে নিপতিত হন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বলিনন্দন বলিষ্ঠ মত্ত মন্দগতিকে অভিশাপ প্রদান করেন। ত্রিত বলেন,—হে দুর্ম্মতে! তুমি গজের ন্যায় মদোন্মত্ত হইয়া ভূতলস্থ জনগণকে মর্দ্দিত করত রঙ্গযাত্রায় গমন করিয়াছ, তুমি গজ হও। নারদ বলিলেন,—বলবান্ দৈত্য মন্দগতি এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া দেহনির্ম্মুক্ত পৃথক্-ভূত কঞ্চুকের ন্যায় তখনই তেজোভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইল। মুনি প্রভাববিৎ দৈত্য তখনই করযোড়ে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাকে কহিল। মন্দগতি বলিল,—হে মুনে! হে কৃপাসাগর! আপনি দ্বিজোত্তম যোগীন্দ্র, কখন আমার গজত্বমুক্তি হইবে, সত্বর আমাকে বলুন। হে মুনে! আমি আর যেন কখন ভবাদৃশ ঋষিগণের অবজ্ঞা না করি। হে ব্রহ্মন্! ভবাদৃশ ঋষিগণ বর ও শাপ উভয়েরই প্রভু। ১২—২০। নারদ বলিলেন,—মন্দগতি এইরূপে ত্রিত মুনিকে প্রসন্ন করিলে সেই কৃপালু ব্রাহ্মণসত্তম ক্রোধশূন্য হইয়া মন্দগতিকে বলিলেন। ত্রিত বলিলেন,—আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না তোমার ভক্তিতে আমি আনন্দিত হইয়াছি, আমি তোমাকে দেবগণেরও দুর্লভ দিব্য বর দান করিতেছি। হে দৈত্যরাজ! শোক করিও না। হরিপুরী মথুরায় শ্রীকৃষ্ণহস্তে তোমার মুক্তি হইবে, সংশয় নাই। নারদ

নাম্না কুবলয়াপীড়ো নাগাযুতসমো বলে ॥ ২৪
গৃহীতো মাগধেন্দ্রেণ বলাল্লক্ষগজৈর্বনে ।
সোঽয়ং দত্তশ্চ কংসায় পারিবর্হে বিদেহরাট্ ॥ ২৫
ত্রিতবাক্যাত্তস্য ধাম শ্রীকৃষ্ণে লীনতাং গতম্ ।
ইদং ময়া তে কথিতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং মথুরাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে কুব্জাকুবলয়াপীড়বর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

বহুলাশ্ব উবাচ ।

চাণূরাদ্যাশ্চ যে মল্লাস্তে কে পূর্ব্বমিহাগতাঃ ।
অহো শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেণ যেষাং যুদ্ধং বভূব হ ॥ ১

নারদ উবাচ ।

রাজন্ পুরামরাবত্যামুতথ্যোঽস্তি মহামুনিঃ ।
তস্যাভবন্ পঞ্চ পুত্রাঃ কামদেবসমপ্রভাঃ ॥ ২

হিত্বা বিদ্যাং চাধ্যয়নং জপং তেন সহৈব তে ।
গত্বা বলের্মল্লযুদ্ধং সদা শিক্ষন্ মদোদ্ধতাঃ ॥ ৩
ব্রহ্মকর্ম্মপরিভ্রষ্টান্ বেদাধ্যয়নবর্জ্জিতান্ ।
রুষা প্রাহ স তান্ মত্তানুতথ্যো মুনিসত্তমঃ ॥ ৪

উতথ্য উবাচ ।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৫
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৬
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্ ।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৭
ব্রহ্মকর্ম্মপরিত্যক্তা ভবন্তো ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ।
মল্লযুদ্ধং ক্ষাত্রযুদ্ধং কথং কুরুত দুর্জ্জনাঃ ॥ ৮
তস্মাদ্ভবন্তো ভূয়াসুর্মল্লা বৈ ভারতাজিরে ।
অসুরাণাং প্রসঙ্গেন দুর্জ্জনা ভবতাশু হি ॥ ৯

নারদ উবাচ ।

উতথ্যস্য সুতাস্তে বৈ জাতা মল্লা মহীতলে ।

বলিলেন,—সেই দৈত্য মন্দগতি বিন্ধ্যগিরিতে গজ হইয়া জন্ম লইল, তাহার নাম হইল কুবলয়াপীড়; ঐ কুবলয়াপীড় অযুত গজের তুল্য-বলী। মগধরাজ জরাসন্ধ লক্ষগজ দ্বারা বলপূর্ব্বক বনে ঐ হাতীকে ধরিয়াছিল; হে বিদেহরাজ! জরাসন্ধ সেই গজ কংসকে যৌতুক দেয়। ত্রিত বাক্যে তাহার তেজ শ্রীকৃষ্ণে লীন হয়, এই আমি তোমাকে কুবলয়াপীড়ের কথা কহিলাম, পুনরায় আর কি শুনিতে চাও। ২১—২৮।

মথুরাখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১

দ্বাদশ অধ্যায় ।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—অহো! কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে যাহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই চাণূরাদি মল্লগণ পূর্ব্বে কি ছিল, কোন্ পুণ্যে মথুরায় আসিল? নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! পুরাকালে অমরাবতীতে উতথ্য নামে এক মহামুনি ছিলেন, তাঁহার কামদেবসদৃশ পাঁচটি পুত্র হয়। তাহারা মদোদ্ধত হইয়া বিদ্যা অধ্যয়ন ও জপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলির মল্লরঙ্গে গমন করিয়া তাহারই সহিত সর্ব্বদা মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করিত। মুনিসত্তম উতথ্য ব্রহ্ম-কর্ম্মবর্জ্জিত বেদাধ্যয়নবিমুখ সেই পুত্র-দিগকে রোষবশে বলিলেন। উতথ্য বলিলেন,—শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই সকল ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম; শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান ও ঈশ্বর-বিশ্বাস এই সকল ক্ষত্রিয়গণের স্বাভাবিক কর্ম্ম; কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য ইহা বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম; আর উক্ত বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম। তোমরা ব্রাহ্মণের তনয় হইয়া ব্রহ্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছ; হে দুর্জ্জন পুত্রগণ! তোমরা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য মল্লযুদ্ধ কর কেন? এই পাপে তোমরা ভারত-খণ্ডে মল্লযোদ্ধা হও; আর অসুরসংসর্গে সদ্য অসুর হইয়া থাক। ১—৯। নারদ

শ্রীকৃষ্ণাঙ্গস্পর্শমাত্রাৎ পরং মোক্ষং যযুর্নৃপ ॥ ১০
চাণূরো মুষ্টিকঃ কূটঃ শলস্তোশল এব চ।
এষাং চরিত্রং কথিতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

বহুলাশ্ব উবাচ।

কংসানুজা ভ্রাতরোঽষ্টৌ কঙ্কন্যগ্রোধকাদয়ঃ।
তে কে পূর্ব্বং বদ মুনে যেঽপি মোক্ষং পরং গতাঃ ॥ ১২

নারদ উবাচ।

অলকায়াং পুরা যক্ষো দেবযক্ষ ইতি স্মৃতঃ।
জ্ঞানী জ্ঞানপরো মান্যঃ শিবভক্ত্যা মহাদ্যুতিঃ ॥
তস্য চাষ্টৌ সুতা জাতা দেবকূটো মহাগিরিঃ।
গণ্ডো দণ্ডঃ প্রচণ্ডশ্চ খণ্ডোঽখণ্ডঃ পৃথুস্তথা ॥ ১৪
একদা শিবপূজায়াং দেবযক্ষেণ নোদিতাঃ।
সহস্রং পুণ্ডরীকাণি চাহর্ত্তুমরুণোদয়ে ॥ ১৫
পুষ্পাণি মানসান্নীত্বা শব্দিতানি মধুব্রতৈঃ।
আঘ্রায় গন্ধলোভেন দদুস্তে জনকায় বৈ ॥ ১৬
উচ্ছিষ্টীকৃতদোষেণ শিবপূজা তিরস্কৃতা।
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢাস্তে জন্মভিস্ত্রিভিঃ ॥
হস্তাভ্যাং শঙ্করাভ্যাঞ্চ বলদেবস্য মৈথিল।
পরং মোক্ষং গতাস্তে বৈ দোষামুক্তা বিদেহরাট্ ॥ ১৮
কংসানুজানাং ব্যাখ্যানং পূর্ব্বজন্মভবং নৃপ।
ইদং ময়া তে কথিতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

বহুলাশ্ব উবাচ।

কোঽয়ং পুরা পঞ্চজনো দৈত্যঃ শঙ্খবপুর্দ্ধরঃ।
তস্য শঙ্খো বভৌ ব্রহ্মন্ শ্রীকৃষ্ণকরপঙ্কজে ॥ ২০

নারদ উবাচ।

পুরৈবৈতান্যুপাঙ্গানি চক্রাদীনি বিদেহরাট্।
ত্রৈলোক্যনাথস্য হরের্বভূবুস্তেজসা স্বতঃ ॥ ২১
তেষাং শঙ্খঃ পাঞ্চজন্যঃ প্রাপ্তো রাজন্মহৎপদম্
পপৌ তন্মুখলগ্নোঽসৌ শ্রীকৃষ্ণস্যাধরামৃতম্ ॥ ২২
অকরোচ্চৈকদা মানং মনসি প্রাহ শঙ্খরাট্।
গৃহীতোঽহং হি হরিণা রাজহংসসমদ্যুতিঃ ॥ ২৩

বলিলেন,—হে নৃপ! সেই উতথ্য-তনয়েরা মহীতলে মল্ল হইয়া জন্মগ্রহণ করিল; আর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শমাত্রে উত্তম মোক্ষ প্রাপ্ত হইল। চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল ও তোশলের চরিত্র এই আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মুনে! কংসের কনিষ্ঠ কঙ্ক ন্যগ্রোধাদি অষ্ট সহোদর যাহারা পরম মোক্ষ লাভ করিল, তাহারা পূর্ব্বে কি ছিল, তাহা বলুন। নারদ বলিলেন,—পুরাকালে অলকাপুরীতে দেবযক্ষ নামে এক প্রসিদ্ধ যক্ষ ছিলেন, তিনি জ্ঞানী জ্ঞানরত মান্য ও শিবভক্তিতে মহাদ্যুতিসম্পন্ন। তাঁহার আট পুত্র—দেবকূট, মহাগিরি, গণ্ড, দণ্ড, প্রচণ্ড, খণ্ড, অখণ্ড ও পৃথু। তাহারা একদা শিবপূজার জন্য সহস্র পদ্ম পুষ্প আহরণার্থ দেবযক্ষকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অরুণোদয়ে মানসসরোবর হইতে পুষ্প আনয়ন করে। পুষ্পগন্ধে মধুকরগণ তাহাতে পতিত হইয়া রব করিতেছিল, পুত্রেরা গন্ধলোভে তাহা আঘ্রাণ করিয়া পিতাকে প্রদান করে। গন্ধাঘ্রাণে পুষ্প উচ্ছিষ্ট হয়, সুতরাং সেই দোষে শিবপূজা ভ্রষ্ট হইয়া যায়, এই অপরাধে সেই মূঢ়েরা তিন জন্ম অসুরযোনি লাভ করে। হে মৈথিল! বলদেবের কল্যাণকর করে তাহারা দোষমুক্ত হইয়া উত্তম মুক্তি প্রাপ্ত হয়। হে নৃপ! কংসানুজগণের পূর্ব্বজন্মজাত বৃত্তান্ত এই আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, আর কি শুনিতে অভিলাষ কর। ১০—১৯। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! শঙ্খশরীরধারী দৈত্য পঞ্চজন পুরাকালে কি ছিল যে কৃষ্ণকরকমলে তদীয় দেহজাত শঙ্খ শোভিত হইল? নারদ বলিলেন,—হে বিদেহরাজ! পূর্ব্বেই এই সকল চক্রাদি উপাঙ্গ ত্রিলোকপতি হরির তেজে উৎপন্ন হইয়াছিল; হে রাজন্! তন্মধ্যে পাঞ্চজন্য শঙ্খই মহাপদ প্রাপ্ত হয়। পাঞ্চজন্য শ্রীকৃষ্ণের মুখলগ্ন হইয়া তদীয় অধরামৃত পান করে। একদা শঙ্খরাজ মনে মনে অভিমান করিয়া বলে যে, আমার কান্তি রাজহংসের সমান, হরি আমাকে ধারণ

শ্রীকৃষ্ণো দক্ষিণাবর্ত্তং দধ্মৌ মাং বিজয়ে সতি।
যদ্দুর্লভং চাব্ধিপুত্র্যাঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাধরামৃতম্ ॥ ২৪
তত্তস্মাৎ সর্ব্বমুখ্যোঽস্মি পিবাম্যহমহর্নিশম্।
ইতি মানযুতং শঙ্খং পাঞ্চজন্যং বিদেহরাট্ ॥২৫
শশাপ লক্ষ্মীস্তং ক্রোধাত্ত্বং দৈত্যো ভব দুর্ম্মতে
সোঽয়ং পঞ্চজনো নাম দৈত্যোঽভূৎ সরিতাং
পতৌ ॥ ২৬
বৈরভাবেন দেবেশং পুনঃ প্রাপ্তো দরেশ্বরঃ।
জ্যোতির্লীনস্তু দেবেশে বপুর্যস্য করে বভৌ।
অহো ভাগ্যং বিদ্ধি তস্য কিং ভূয়ঃ
শ্রোতুমিচ্ছসি ॥২৭

ইতি শ্রীগর্গসংহিতায়াং মথুরাখণ্ডে চাণূরাদি-
বধসভ্রাতৃ-পঞ্চজনপূর্ব্বাখ্যানং নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

করেন, আমি দক্ষিণাবর্ত্ত, হরি আমার দ্বারা বিজয় বাদ্য বাজাইয়া থাকেন; লক্ষ্মীরও যাহা দুর্লভ, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত পান করি। অতএব আমি সকলের প্রধান। হে বিদেহরাজ! এইরূপ মানময় পাঞ্চজন্য শঙ্খকে লক্ষ্মী ক্রোধে অভিশাপ প্রদান করেন—হে দুর্ম্মতে! তুমি দৈত্য হও। সেই এই শঙ্খ সমুদ্রমধ্যে পঞ্চজন নামে দৈত্য হইয়াছিল, দেবেশ বিষ্ণুর সহিত বৈর করিয়া শঙ্খরাজ পুনরায় তাহাকে প্রাপ্ত হয়। পঞ্চজনের তেজ শ্রীকৃষ্ণে লীন হয়; আর সে শঙ্খ-রূপে কৃষ্ণকরে বিরাজ করে। অহো! পঞ্চ-জনের ভাগ্য এইরূপই জানিবে: আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ২০—২৭।

মথুরাখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

বহুলাশ্ব উবাচ।

অগ্রে চকার কিং কার্য্যং মথুরায়াং যদূত্তমঃ।
নিবাসয়িত্বা স্বজ্ঞাতীন্ বদৈতন্মুনিসত্তম ॥ ১

নারদ উবাচ।

পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
সস্মার গোকুলং দীনং গোপীগোপালসঙ্কুলম্ ॥ ২
একদাহূয় রহসি সখায়ং ভক্তমুদ্ধবম্।
উবাচ ভগবান্ দেবঃ প্রেমগদ্গদয়া গিরা ॥ ৩

শ্রীভগবানুবাচ।

গচ্ছ শীঘ্রং ব্রজং হে সখে সুন্দরং
শ্রীলতাকুঞ্জপুঞ্জাদিভির্মণ্ডিতম্।
শৈলকৃষ্ণপ্রভাচারুবৃন্দাবনং
গোপগোপীগণৈর্গোকুলং সঙ্কুলম্ ॥ ৪
একপত্রস্তু নন্দায় বৈ দীয়তাং বা
দ্বিতীয়ং যশোদাকরে চৈব ভোঃ।
বা তৃতীয়ং ত্বিদং রাধিকায়ৈ সখে
তত্র গত্বা হি তন্মন্দিরং সুন্দরম্ ॥ ৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! যদু-সত্তম স্বীয় জ্ঞাতিগণকে সুখে বাস করাইয়া তারপর মথুরায় কি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। নারদ বলিলেন,—ভক্তবৎসল পরি-পূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণ একদা দীন গোপী ও গো-পালসঙ্কুল গোকুল স্মরণ করিলেন, তিনি নির্জ্জনে ভক্ত সখা উদ্ধবকে আহ্বান করিয়া প্রেমগদ্‌গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে সখে! তুমি সত্বর পুঞ্জ পুঞ্জ লতাকুঞ্জে পরিশোভিত পর্ব্বত-শোভায় রুচ্যাভ গোপ-গোপীগণসঙ্কুল ব্রজ-মণ্ডল বৃন্দাবনের সুন্দর গোকুলে গমন কর। একখানি পত্র পিতা নন্দকে এবং অপর পত্র মাতা যশোদাকে দিও; আর হে সখে! এই তৃতীয় পত্র রাধার সুন্দর মন্দিরে গমন করিয়া সেইখানে তাঁহাকে প্রদান করিও; আর এক-

বা চতুর্থং সখীভ্যঃ শিশুভ্যঃ শুভং
কৌশলং দীয়তাং পত্রমেবং পৃথক্ চ
গোপিকানাং শতেভ্যশ্চ যুথেভ্যো
উন্মোহিতানাঞ্চ দেয়ানি পত্রাণি চ ॥ ৬
মে পিতা নন্দরাজো স্বণী মন্মনা
মে চ মাতা যশোদা স্মরত্যাশু মাম্।
বাক্যবৃন্দৈঃ শুভৈর্নীতিবিৎত্বং তয়ো-
র্ম্মেপরাং প্রীতিমারাদ্দ্বয়োরাবহ ॥ ৭
মৎপ্রিয়া রাধিকা মদ্বিয়োগাতুরা
মন্যতে মাং বিনা খং জগন্মোহতঃ।
মদ্বিয়োগাধিমস্তা মদুক্তৈঃ পদৈ-
র্মোচয় ত্বং ভবান্ দক্ষিণো বাক্পথে ॥ ৮
গোপবালাঃ সুদামাদয়ো মৎপ্রিয়া
মাং সখায়ং বিনা তেঽপি মোহাতুরাঃ।
দেহি তেষাং সুখং মিত্রবদ্ধীব্রজে
স্বল্পকালেন তত্রাগমিষ্যাম্যহম্ ॥ ৯
গোপিকা মদ্বিয়োগাধিবেগাতুরা
মন্মনস্কাশ্চ মৎপ্রাপ্তদেহাসবঃ।
যা মদর্থে চ সন্ত্যক্তলোকাবলা-
স্তাঃ কথং নাত্র মন্ত্রিন্ বিভর্ম্মি স্বতঃ ॥ ১০
তা অসূন্ ত্যক্তুমত্রোদ্যতা উদ্ধব
যাভিরদ্যাপি কৃচ্ছ্রৈর্ধৃতাশ্চাসবঃ।
মদ্বিয়োগাধিমাসাং মদুক্তৈঃ পদৈ-
র্মোচয় ত্বং ভবান্ দক্ষিণো বাক্পথে ॥ ১১
যেন পূর্ব্বং ব্রজাদাগতোঽহং স
তং রথং সাশ্বসূতং রণদ্ঘণ্টিকং বৈ।
মে চ সারূপ্যমদ্যৈব পীতাম্বরং
বৈজয়ন্তীং সহস্রচ্ছদং পঙ্কজম্ ॥ ১২
কুণ্ডলে দিব্যরত্নপ্রভামণ্ডিতে
কোটিবালার্কদীপ্তং মণিং কৌস্তুভম্।
মে মহানাদিনীং চারুবংশীং শুভাং
পুষ্পযুক্তাঞ্চ যষ্টিং জগন্মোহনীম্ ॥ ১৩
চন্দনং সুন্দরং দিব্যগন্ধাবৃতং
বর্হমল্লাদিবেষং ক্বণন্নূপুরম্।

খানি পৃথক্ পত্র দিতেছি, এই চতুর্থপত্র অর্পণ করিয়া শিশু সখাদিগকে কুশলবার্ত্তা নিবেদন করিও। আমার জন্য উন্মনা গোপীগণের শত শত যূথ আছে, তাঁহাদিগকেও পৃথক্ পৃথক্ পত্রসমূহ অর্পণ করিবে। আমার প্রতি একান্তমনা মদীয় দয়ালু পিতা নন্দরাজ এবং মাতা যশোদা আমাকে সতত স্মরণ করিতে-ছেন; তুমি নীতিবিৎ, মনোজ্ঞ বাক্যসমূহ দ্বারা তাঁহাদের উভয়ের প্রতি দূরস্থ আমার পরমা প্রীতি জ্ঞাপিত করিবে। আমার প্রিয়া রাধিকা আমার বিয়োগে কাতরা ও মোহিতা হইয়া জগৎ শূন্য দেখিতেছেন, হে বচনচতুর! আমার বিরহে পীড়িতা রাধিকার আমার বাক্যসমূহ দ্বারা দুঃখ দূর করিবে। সুদামাদি গোপবালকগণ আমার প্রিয়, আমি তাহাদের সখা, আমাকে হারাইয়া তাহারা মোহাতুর হইয়াছে, আমি অত্যল্পকালের মধ্যে গোকুলে গমন করিব, এই সকল বাক্যে মিত্রের মত তাহাদিগকে সুখ প্রদান করিবে। ১—৯।

গোপিকাগণ আমার বিয়োগরূপ মনোব্যথায় কাতরা, আমার প্রতি একান্তমনা; আমাকে পাইবার জন্য তাহাদের দেহ প্রাণ ব্যাকুলিত; সেই অবলারা আমার জন্য লোকসমাজ ত্যাগ করিয়াছে, আমি কেমন করিয়া আপনা হইতে তাহাদের পোষণ না করিয়া থাকি? হে উদ্ধব! তাহারা আমার জন্য জীবনত্যাগে উদ্যত, অদ্যাপি অতিকষ্টে প্রাণ ধারণ করিয়া আছে, হে বাগ্মিবর! আমার বিয়োগরূপ মনো-ব্যথায় আকুল সেই সকল গোপীর মৎকথিত পদন্যাসে তুমি তাহাদিগের মনোব্যথা দূর কর। আমি পূর্ব্বে যে রথে ব্রজ হইতে আগমন করি-য়াছি, তুমি সেই সারথি ও অশ্বযুক্ত এবং সেই শব্দ সমন্বিত রথে আমারই তুল্যরূপ হইয়া—পীতবসন, বৈজয়ন্তী মালা ও সহস্রদল পদ্ম গ্রহণ করিয়া—দিব্য রত্নপ্রভামণ্ডিত কুণ্ডল, কোটি বালসূর্য্যসম দীপ্ত কৌস্তুভমণি ধারণ করিয়া—আমার উচ্চ ও মনোজ্ঞ রবকারী বংশী বাজাইয়া—পুষ্পযুক্ত সুন্দর জগন্মোহিনী যষ্টি করে লইয়া—দিব্যগন্ধযুক্ত সুন্দর চন্দন ও ময়ূরপুচ্ছে বেশ রচনা করিয়া—নূপুরের

মৌলিমেবং গৃহাণাঙ্গদে উদ্ধব
গচ্ছ গচ্ছাশু চাদ্যৈব মদ্বাক্যতঃ ॥ ১৪
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্ত উদ্ধবঃ শীঘ্রং নমস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ।
কৃষ্ণং প্রদক্ষিণীকৃত্য রথারূঢ়ো ব্রজং যযৌ ॥ ১৫
কোটিশঃ কোটিশো গাবো যত্র যত্র মনোহরাঃ।
শ্বেতপর্ব্বতসঙ্কাশা দিব্যভূষণভূষিতাঃ ১৬
পয়স্বিন্যস্তরুণ্যশ্চ শীলরূপগুণৈর্যুতাঃ।
সবৎসাঃ পীতপুচ্ছাশ্চ ব্রজন্ত্যো ভব্যমূর্ত্তিকাঃ ॥১৭
ঘণ্টামঞ্জীরঝঙ্কারাঃ কিঙ্কিণীজালমণ্ডিতাঃ।
হেমতুল্যো হেমশৃঙ্গ্যো হারমালাঃ স্ফুরৎপ্রভাঃ ॥
পাটলা হরিতাস্তাম্রাঃ পীতাঃ শ্যামা বিচিত্রিতাঃ।
ধূম্রাঃ কোকিলবর্ণাশ্চ যত্র গাবস্ত্বনেকধা ॥ ১৯
সমুদ্রবদ্ধ্রদাশ্চ তরুণীকরচিহ্নিতাঃ।
কুরঙ্গবল্গিলম্ফন্তির্গোবৎসৈর্মণ্ডিতাঃ শুভাঃ ॥ ২০
ইতস্ততশ্চলন্তশ্চ গোগণেষু মহাবৃষাঃ।
দীর্ঘকক্ষরশৃঙ্গাঢ্যা যত্র ধর্ম্মধুরন্ধরাঃ ॥ ২১
গোপালা বেত্রহস্তাশ্চ শ্যামা বংশীধরাঃ পরাঃ।
কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্তো রাগৈর্মদনমোহনৈঃ ॥ ২২
দূরাত্তমাগতং বীক্ষ্য জ্ঞাত্বা কৃষ্ণং ব্রজার্ভকাঃ।
উচুঃ পরস্পরং তে বৈ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ২৩
গোপা উচুঃ।
নন্দসূনুঃ কিলায়াতি সখায়োঽয়ং ন সংশয়ঃ।
মেঘশ্যামঃ পীতবাসাঃ স্রগ্বী কুণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ ২৪
কৌস্তুভী মণ্ডলী বিভ্রৎ সহস্রদলপঙ্কজম্।
তদেব মুকুটং বিভ্রৎ কোটিমার্ত্তণ্ডসন্নিভম্ ॥ ২৫
তএবাশ্বা রথঃ সোঽয়ং কিঙ্কিণীজালমণ্ডিতঃ।
বলো নাস্তি রথে চাস্মিন্নেকাকী নন্দনন্দনঃ ॥২৬
নারদ উবাচ।
এবং বদন্তো গোপালাঃ শ্রীদামাদ্যা বিদেহরাট্।
কৃষ্ণাকৃতিং কৃষ্ণসখমাযযুঃ সর্ব্বতো রথম্ ॥ ২৭
কৃষ্ণো নাস্তীতি বদতঃ কোঽয়ং সাক্ষাত্তদাকৃতিঃ
তাননমস্কৃত্যোপগবিঃ পরিরভ্যাবদৎ পথি ॥ ২৮
উদ্ধব উবাচ।
গৃহাণ পত্রং শ্রীদামন্ কৃষ্ণদত্তং ন সংশয়ঃ।

ধ্বনি করিতে করিতে আমার বলয় করে ও মুকুট মাথায় দিয়া—হে উদ্ধব! আমার বাক্যে আজ এখনই তুমি গোকুলে গমন কর—গমন কর। নারদ বলিলেন,—উদ্ধব এইরূপে কথিত হইয়া সত্বর কৃষ্ণকে করজোড়ে নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিয়া রথারোহণে ব্রজপুরে প্রয়াণ করিলেন। ব্রজপুরের যেখানে সেখানে কোটি কোটি মনোহর গো বিচরণ করে; তাহারা শ্বেত শৈলতুল্য উজ্জ্বল, দিব্যভূষণে ভূষিত, তরুণী, পয়স্বিনী, শীল রূপ ও গুণযুক্তা, সবৎসা, পীতপুচ্ছা, শান্তভাবে বিচরণশীলা, ঘণ্টা মঞ্জীর-ঝঙ্কারযুক্তা, কিঙ্কিণীজালমণ্ডিতা, স্বর্ণপ্রভা, স্বর্ণ-শৃঙ্গা, স্ফুরিতপ্রভ হার-মালামণ্ডিতা।১০—১৮। পাটল, হরিত, তাম্র, পীত, শ্যাম, ধূম্র ও বিচিত্র বর্ণশালী সেই সকল গো অনেক বিধ। ঐ গোগণ মধ্যে দীর্ঘশৃঙ্গ দীর্ঘকন্ধর ধর্ম্ম-ধুরন্ধর মহাবৃষগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করে। বংশী-বেত্রধর শ্যামবর্ণ সত্তম ব্রজবালক গোপাল-গণ মদনমোহনরাগে কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে দূর হইতে সমাগত উদ্ধবকে কৃষ্ণজ্ঞানে দর্শন করিয়া কৃষ্ণদর্শন লালসায় পরস্পর বলিতে লাগিল। গোপালগণ বলিল,—নন্দনন্দন আসিতেছেন, ইনি নিশ্চিতই আমাদের নন্দনন্দন আসিতেছেন, সংশয় নাই। এই সেই ঘনশ্যাম পীতবাসা মালাধারী কুণ্ডল-মণ্ডিত কৌস্তুভভূষণ মুকুটমৌলী সহস্রদল পদ্ম-ধারী; সেই কোটি দিবাকরদ্যুতি মুকুট ধারণ করিয়াছেন, সেই অশ্ব, সেই কিঙ্কিণীজালমণ্ডিত রথ, কিন্তু এরথে কৃষ্ণ একাকী, রথে বলরাম নাই। নারদ বলিলেন,—হে বিদেহরাজ! শ্রীদামাদি গোপালগণ এইরূপ বলিতে বলিতে সকল দিক্ হইতে রথের সমীপে উপনীত হইয়া কৃষ্ণাকৃতি কৃষ্ণের সখা উদ্ধবের নিকট আসিলেন। উদ্ধব "রথে কৃষ্ণ নাই" ইহা বলিলে বালকেরা "তাঁহার তুল্যাকৃতি এ কে" জিজ্ঞাসিলে তিনি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে নমস্কারপূর্ব্বক আলিঙ্গন করত কৃষ্ণের কথা বলিতে লাগি-লেন। উদ্ধব বলিলেন,—হে শ্রীদাম! এই

শোকং মা কুরু গোপালৈঃ কুশল্যাস্তে হরিঃ স্বয়ম্
যাদবানাং মহৎ কার্য্যং কৃত্বাথ সবলঃ প্রভুঃ।
স্বল্পকালেন চাত্রাপি ভগবানাগমিষ্যতি ॥ ৩০

নারদ উবাচ।

পঠিত্বা তদ্ধস্তপত্রং শ্রীদামাদ্যা ব্রজার্ভকাঃ।
ভৃশমশ্রূণি মুঞ্চন্তঃ প্রাহুর্গদ্গদয়া গিরা ॥ ৩১

গোপা ঊচুঃ।

পান্থেতি নির্ম্মোহিনি নন্দসূনৌ
ভক্তিবিভূতিশ্চ ধনং বলং চ।
সর্ব্বা ধিয়ঃ কৃষ্ণসুতে ব্রজো নঃ
শূন্যং প্রজাতং হি জগৎ সমস্তম্ ॥ ৩২
ক্ষণো যুগাব্দং চ ঘটী মহামতে
প্রয়াতি মন্বন্তরতাং ব্রজৌকসাম্।
যামশ্চ কল্পং চ দিনং হরিং বিনা
বিয়োগদুঃখৈর্দ্বিপরার্দ্ধতাং গতম্ ॥ ৩৩
অহর্নিশং তং নহি বিস্মরামহে
দৃষ্টা ঘটী সা প্রযযৌ যয়া হি যঃ
মনো হরন্ উদ্ধব নো বনৌকসাং
বয়স্যভাবেন সদা কৃতাগসাম্ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং মথুরাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে উদ্ধবাগমনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

এবং প্রেমভরান্ গোপান্ শ্রীকৃষ্ণবিরহাতুরান্।
উবাচ প্রেমসংযুক্ত উদ্ধবো গতবিস্ময়ঃ ॥ ১

উদ্ধব উবাচ।

অহং শ্রীকৃষ্ণদাসোঽস্মি তৎপ্রিয়স্তদ্রহস্করঃ।
ভবতাং কুশলং দ্রষ্টুং প্রেষিতো হরিণা ত্বরম্ ॥ ২
পুরীং গত্বাথ হরয়ে নিবেদ্য বিরহস্তু বঃ।
তং প্রসন্নং করিষ্যামি তদঙ্ঘ্রৌ নেত্রবারিভিঃ ॥৩
নীত্বা হরিং হি ভবতাং সমীপং হে ব্রজৌকসঃ।
আগমিষ্যাম্যহং শীঘ্রং শপথো ন মৃষা মম ॥ ৪

পত্র গ্রহণ কর, ইহা কৃষ্ণ প্রদত্ত, সংশয় নাই। গোপালগণসহ তুমি শোক করিও না, তোমার কৃষ্ণ কুশলে আছেন, যাদবগণের মহাকার্য্য সাধন করিয়া তৎপর বলরামের সহিত ভগবান্ প্রভু অতি অল্পকালের মধ্যেই এখানে আগমন করিবেন। ১৯—৩০। নারদ বলিলেন, —শ্রীদামাদি ব্রজবালকগণ কৃষ্ণকরলিখিত পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত অশ্রুমোচন করিতে করিতে গদ্গদবাক্যে বলিতে লাগিলেন। গোপগণ বলিলেন,—হে পান্থ! অত্যন্ত নির্ম্মম নন্দনন্দন কৃষ্ণে দেহ, ঐশ্বর্য্য, ধন, বল, সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধি বিন্যস্ত রাখিয়াছি; সেই কৃষ্ণ বিহনে ব্রজ এমন কি সর্ব্বজগৎ শূন্য হইয়াছে। হে মহামতে! কৃষ্ণবিরহদুঃখে ব্রজজনগণের এক ক্ষণ যুগের সমান, এক ঘটিকা মন্বন্তর তুল্য, এক যাম কল্প সদৃশ এবং একদিন দ্বিপরার্দ্ধের ন্যায় অনুমান হইতেছে। আমরা অহর্নিশ তাঁহাকে বিস্মৃত হই না, তিনি যে ক্ষণে চলিয়া যান, সে ক্ষণ আমাদের পক্ষে অতীব দুষ্ট। হে উদ্ধব! আমরা বনবাসী, বয়স্যভাবে সর্ব্বদা কতই অপরাধ করিয়াছি, তাই তিনি আমাদের মন হরণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ৩১—৩৪।

মথুরাখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—এই প্রকার প্রেম পরিপূর্ণ কৃষ্ণবিরহ কাতর গোপগণকে বিস্ময় প্রাপ্ত উদ্ধব প্রেমযুক্ত বাক্যে বলিতে লাগিলেন, উদ্ধব বলিলেন—আমি কৃষ্ণের দাস, তাঁহার প্রিয় ও তদীয় গুপ্ত কার্য্য করিয়া থাকি। তিনি আপনাদের কুশল দর্শনের জন্য আমাকে সত্বর পাঠাইয়াছেন, মথুরায় গিয়া তারপর তাঁহাকে আপনাদের বিরহ-বেদনা নিবেদন করিয়া তাঁহার অঙ্ঘ্রিদ্বয়ে নেত্রবারি দিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিব। হে ব্রজবালকগণ! হরিকে লইয়া আমি নিশ্চয়ই

যূয়ং প্রসন্না ভবত মা শোকং কুরুতাথ বৈ।
অস্মিন্ ব্রজেঽপি গোপালা দ্রক্ষ্যথ শ্রীপতিং হরিম্ ॥ ৫

নারদ উবাচ।

এবমাশ্বাস্য গোপালান্ রথস্থো যদুনন্দনঃ।
শ্রীদামাদ্যৈশ্চ গোপালৈঃ সহিতো হর্ষপূরিতঃ ॥ ৬
বিবেশ নন্দনগরং সূর্য্যে সিন্ধুগতে সতি।
আগতং হ্যুদ্ধবং শ্রুত্বা নন্দরাজো মহামতিঃ।
পরিরভ্য মুদা শীঘ্রং পূজয়ামাস হর্ষিতঃ ॥ ৭
কশিপুস্থং স্থিতং শান্তমুদ্ধবং কৃতভোজনম্।
কশিপুস্থো নন্দরাজঃ প্রাহ গদ্গদয়া গিরা ॥ ৮

নন্দ উবাচ।

কচ্চিৎ সখা মে পুরি শূরসেন
আস্তে স্বপুত্রৈঃ কুশলী মহামতে।
কংসে মৃতে যাদবপুঙ্গবানাং
জাতং সখে সৌখ্যমতঃ পরং ভুবি ॥ ৯
কচ্চিৎ কদাচিৎ সবলো হি মাধবঃ
স্মরত্যসৌ বা জননীং যশোমতীম্।
গোপালগোবর্দ্ধনগোগণান্ ব্রজং
বৃন্দাবনং বা পুলিনং তরঙ্গিণীম্ ॥ ১০
হা দৈব কস্মিন্ সময়ে স্বনন্দনং
বিম্বাধরং সুন্দরমম্বুজেক্ষণম্।
দ্রক্ষ্যাম্যহং মন্দিরচত্বরাজিরে-
হর্ভকৈর্লুঠন্তং সবলং মুহুর্মুহুঃ ॥ ১১
কুঞ্জো নিকুঞ্জো যমুনা মহানদী
গোবর্দ্ধনোঽরণ্যমিদং বনানি।
গৃহৈর্লতাবৃক্ষগবাং গণৈঃ সহ
বিনা মুকুন্দং বিষবজ্জগৎ ॥ ১২
ধিগ্‌জীবনং মে শয়নঞ্চ ভোজনং
কৃষ্ণং বিনা পদ্মদলায়তেক্ষণম্।
চন্দ্রং বিনা ভূমিতলে চকোরব-
জ্জীবামি তস্যাগমনাশয়াঽশুভম্ ॥ ১৩
হর্ত্তুং ভুবো ভারমতীব দৈবতৈঃ
সম্প্রার্থিতং পূর্ণতমং মহামতে।
জাতং সতাং রক্ষণতৎপরং স্বয়ং
মন্যে হি কৃষ্ণং সবলং পরাৎপরম্ ॥ ১৪

নারদ উবাচ।

সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য হরিং পরেশং
বভূব তূষ্ণীং নবনন্দরাজঃ।

তোমাদের সমীপে সত্বর আগমন করিব। আমার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা নহে। অতঃপর আপনারা আর শোক করিবেন না, প্রসন্ন থাকুন; এই ব্রজেই শ্রীপতি হরিকে দর্শন করিবেন। নারদ বলিলেন,—রথস্থ উদ্ধব গোপালগণকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া শ্রীদামাদি গোপগণসহ হর্ষসহকারে নন্দনগরে প্রবেশ করিলেন, তখন সূর্য্য অস্ত গমন করিয়াছেন। মহামতি নন্দরাজ উদ্ধবের আগমন সংবাদ শুনিয়া হর্ষসহকারে তাঁহাকে সত্বর আলিঙ্গন করিয়া পূজা করিলেন। উদ্ধব ভোজন করিয়া শয্যায় অবস্থিত হইলে নন্দও শয্যার উপর বসিয়া গদ্‌গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ১—৮। নন্দ বলিলেন,—হে মহামতে! আমার সখা শূরসেন পুত্রগণসহ মথুরায় কুশলে আছেন ত? হে সখে! কংসের মৃত্যুর পর যাদবসত্তমগণের সৌখ্যোদয় হইয়াছে। রামকৃষ্ণ কি কখনও জননী যশোমতীকে স্মরণ করে? গোপাল, গোবর্দ্ধন, গোগণ, ব্রজ, বৃন্দাবন, যমুনাপুলিন ও যমুনা তাহারা স্মরণ করে ত? হা দৈব! আমি কখন সেই বিম্বাধর সুন্দর বদন পদ্মনেত্র স্বপুত্রকে বলরাম ও বালকগণের সহিত মন্দিরাঙ্গনে ভূলুণ্ঠিত অবলোকন করিব? কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, মহানদী যমুনা, গোবর্দ্ধন গিরি, অরণ্য, অন্যান্য বনশ্রেণী, গৃহ, লতা, বৃক্ষ, গোগণসহ সমগ্র জগৎ কৃষ্ণ ব্যতীত বিষবৎ বোধ হইতেছে। পদ্মপত্রতুল্য আয়তনেত্র কৃষ্ণ ব্যতীত আমার শয়ন ভোজন ও জীবনে ধিক্; তাহার আগমনাশায় আমায় ভূতলে চন্দ্রবিহীন চকোরের ন্যায় কতকাল বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। হে মহামতে! আমার মনে হয়, দেবগণের অত্যন্ত প্রার্থনায় ভূভারহরণ ও সাধুগণের রক্ষার জন্য তৎপর হইয়া পরাৎপর পরি-

শিরো নিধায়াপ্যুপবর্হণে স্বে
হ্যুৎকণ্ঠরোমাঞ্চিতবিহ্বলাঙ্গঃ ॥ ১৫
শ্রীনন্দনেত্রাম্বুজবারিসন্ততী
রাজংস্তদা কৃষ্ণসখস্য পশ্যতঃ।
শয্যাং সবস্ত্রামুপবর্হণাং তাং
কৃত্বার্দ্রিতাং প্রাঙ্গণ আচচাল ॥ ১৬
শ্রুত্বোদ্ধবং শ্রীমথুরাপুরাগতং
কপাটমেত্যাশু যশোমতী সতী।
শৃণ্বন্ত্যলং স্বস্য সুতস্য বর্ণনং
স্নেহস্রবৎস্তন্যনেত্রপঙ্কজা ॥ ১৭
বিহায় লজ্জাং স্বণয়া সুতস্য সা
পপ্রচ্ছ সর্ব্বং কুশলং তদোদ্ধবম্।
আপ্রোক্ষ্য বস্ত্রেণ দৃগশ্রুসন্ততিং
স্থিতে চ নন্দে হরিভাববিহ্বলে ॥ ১৮

শ্রীযশোদোবাচ।

কচ্চিৎ স্মরতি মাং কৃষ্ণো নন্দরাজমথাপি বা।
ভ্রাতরং নন্দরাজস্য সন্নন্দং দর্শনোৎসুকম্ ॥ ১৯
নন্দান্নবোপনন্দাংশ্চ বৃষভানূন্ ব্রজেষু ষট্।
যেষামারোহমাস্থায় বালকেলির্বনে বনে ॥ ২০
কন্দুকক্রীড়য়া রেমে সানন্দং নন্দনন্দনঃ।
তান্ গোপান্ স্নেহসংযুক্তান্ কদাচিৎ স্মরতি স্বতঃ ॥ ২১
একোহয়ং মে সুতঃ প্রাপ্তো ন সুতা বহবশ্চ মে
সোহপি মাং জননীং দীনাং যযৌ ত্যক্ত্বা দিগন্তরম্ ॥ ২২
অহো কষ্টং স্নেহবতাং দুর্নিবারং মহামতে।
কিং করোমি বিনা পুত্রং কথং জীবামি মানদ ॥
মাতর্দেহ্যং দেহি দধি মাতর্হৈয়ঙ্গবং নবম্।
এবং বদন্ স মধুরং হঠং চক্রে সদা গৃহে ॥ ২৪
মধ্যাহ্নে স কথং কৃষ্ণো ভোজনং কর্ত্তুমর্হতি।
মমাত্মজোহয়ং শ্রীকৃষ্ণো জীবনং ব্রজবাসিনাম্।
ব্রজে ধনং কুলে দীপো মোহনো বাললীলয়া ॥২৫
লালনৈঃ পালনৈস্তস্য দিনং মে ক্ষণবদ্গতম্।
তদ্দিনং কল্পবজ্জাতং বিনাহো নন্দনন্দনম্ ॥ ২৬

পূর্ণতম স্বয়ং কৃষ্ণ বলরামের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন। নারদ বলিলেন,—নন্দরাজ পরেশ হরিকে স্মরণ করিয়া করিয়া স্বীয় শয্যার উপর শির রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, উৎকণ্ঠায় তাঁহার রোমাঞ্চ ও অঙ্গ বিহ্বল হইল। হে রাজন্! কৃষ্ণসখা উদ্ধবের সমক্ষে নন্দরাজের নয়নজলধারা সবস্ত্র শয্যা সিক্ত করিয়া প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিল। উদ্ধব মথুরা হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া যশোদা দ্বারের কপাটপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন এবং সতৃষ্ণভাবে স্বীয় পুত্রের বৃত্তান্ত শুনিয়া স্নেহে তাঁহার অঙ্গ ও স্তন্য ক্ষরিত হইতে লাগিল। পুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ তখন তিনি লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা নয়নাশ্রুধারা মুছিয়া উদ্ধবকে কৃষ্ণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, হরি ভাববিহ্বল নন্দও তথায় বিদ্যমান ছিলেন। ৯—১৮। যশোদা বলিলেন,—কৃষ্ণ কি আমাকে এবং নন্দরাজকে কিংবা তদীয় দর্শনোৎসুক নন্দরাজ-ভ্রাতা সন্নন্দকে স্মরণ করে? ব্রজের নন্দ, নব উপনন্দ, ষট্ বৃষভানু এবং যাহাদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বনে বনে বাললীলা ও কন্দুকক্রীড়া করিয়া আনন্দ অনুভব করিত, কৃষ্ণ কি সেই সমস্ত স্নেহযুক্ত গোপবালকগণকে নিজে নিজে কখনও স্মরণ করে? আমার একটী মাত্র পুত্র লাভ হইয়াছে, বহু নহে; সেও মাদৃশ দীনা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যদিকে গমন করিয়াছে। অহো! স্নেহবতীগণের কি দুর্নিবার দুঃখ! হে মহামতে! আমি কি করিব! হে মানদ! পুত্র ব্যতীত কেমন করিয়া জীবিত থাকিব? আমার যে তনয়—"হে মাতঃ! আমাকে দধি দাও, সদ্যোজাত নবনীত দাও" এইরূপ মধুর বাক্যে সর্ব্বদা গৃহে সেই সকল দ্রব্য লুঠ করিত, সেই কৃষ্ণ কি দিয়া মধ্যাহ্নকালে ভোজন করে? আমার তনয় সেই কৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের জীবন, ব্রজের ধন, কুলের প্রদীপ এবং রাসলীলায় মনোহর; তাহার লালন-পালনে একদিন আমার নিকট একক্ষণের মত অতীত হইত। অহো!

বৎসান্ চারয়িতুং কৃষ্ণো গ্রামসীম্নি নদীতটে।
ন কারিতোঽর্ভকৈঃ সার্দ্ধং সচাদ্য মথুরাং গতঃ
হে মোহনেতি দূরাত্তমঙ্কং নীত্বাথ লালনম্।
চকার নন্দরাজোঽয়ং তং বিনা খিন্নতাং গতঃ॥
অহো দাম্না ময়া বদ্ধো নির্ম্মোহিন্যৈকদা শিশুঃ।
ভাণ্ডে ভগ্নীকৃতে দধ্নঃ শোচামি চরিতঞ্চ তৎ॥২৯
তৎ প্রাঙ্গণং সর্ব্বসভা চ মন্দিরং
দ্বারঞ্চ বীথী ব্রজহর্ম্ম্যপৃষ্ঠয়ঃ।
শূন্যং সমস্তং মম জীবনং ধিগ্-
বিনা মুকুন্দং বিষবত্ত্বিদং জগৎ॥৩০
নারদ উবাচ।
যশোদানন্দয়োর্বীক্ষ্য পরমং প্রেমলক্ষণম্।
উদ্ধবো নিতরাং রাজন্ বিস্মিতোঽভূদ্গতস্ময়ঃ॥
উদ্ধব উবাচ।
রোমমাত্রং মম তনৌ জিহ্বা চ জায়তে যদি।
যুবয়োস্তদপি শ্লাঘাং কর্ত্তুং নালং মহাপ্রভুঃ॥৩২
পরিপূর্ণতমে সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণে পুরুষোত্তমে।
ঈদৃশী চ কৃতা ভক্তির্যুবাভ্যাং প্রেমলক্ষণা॥৩৩
তীর্থাটনতপোদানসাংখ্যযোগৈশ্চ দুর্লভা।
শাশ্বতী যুবয়োঃ প্রাপ্তা যা ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা॥
মা শোকং কুরু হে নন্দ হে যশোদে ব্রজেশ্বরি।
পত্রদ্বয়ং গৃহাণাশু কৃষ্ণদত্তং ন সংশয়ঃ॥৩৫
সহাগ্রজো নন্দসূনুঃ কুশল্যাস্তে যদোঃ পুরি।
যাদবানাং মহৎ কার্য্যং কৃত্বাথ সবলঃ শুভঃ॥৩৬
স্বল্পকালেন চাত্রাপি ভগবানাগমিষ্যতি।
পরিপূর্ণতমং বিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণং নন্দনন্দনম্।
কংসাদীনাং বধার্থায় ভক্তানাং রক্ষণায় চ॥৩৭
ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ কৃষ্ণোঽবততার গৃহে তব॥৩৮
জাতমাত্রোঽদ্ভুতাং লীলাং চকার সবলো হরিঃ।
পূতনাপ্রাণহরণং শকটস্য নিপাতনম্।
তৃণাবর্ত্তনিপাতশ্চ যমলার্জ্জুনভঞ্জনম্॥৩৯
স্বমুখে চ যশোদায়ৈ বিশ্বরূপস্য দর্শনম্।
বৃন্দাবনে চ ভগবান্ গোবৎসান্ চারয়ন্ প্রভুঃ॥
বধং চকার গোপানাং পশ্যতাং বকবৎসয়োঃ।

সেই নন্দনন্দন ব্যতীত সেই একদিন আজ কল্পকালের ন্যায় হইয়াছে! বালকগণের সহিত যে কৃষ্ণকে গোচরণে নদীতটে বা গ্রামসীমার অতিক্রম করিতে দিতাম না, সে আজ মথুরায় গমন করিয়াছে। নন্দরাজ দূর হইতে "হে মোহন! বলিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া লালন করিতেন, তিনিও আজ কৃষ্ণ ভিন্ন খিন্ন হইয়াছেন। অহো! দধি-ভাণ্ড ভগ্ন করিলে আমি নির্দ্দয়া হইয়া একদিন রজ্জুদ্বারা শিশুকৃষ্ণকে আবদ্ধ করিয়াছিলাম এখন সেই আচরণের অনুশোচনা করিতেছি। সেই প্রাঙ্গণ, সেই সভা, সেই মন্দিরদ্বার ও পথ এবং সেই ব্রজহর্ম্ম্যরাজি, কিন্তু কৃষ্ণ ব্যতীত সমস্ত জগৎ শূন্য—সমস্তই বিষবৎ; অতএব আমার জীবনে ধিক্! ১৯—৩৩। হে রাজন্! যশোদা ও নন্দের পরম প্রেম লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া উদ্ধব অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, তাঁহার অভিমান অপনীত হইল। উদ্ধব বলিলেন,—অহো! আমার দেহে যত রোম, তত পরিমাণ যদ্যপি জিহ্বা হইলেও আমি আপনাদের গুণ বর্ণনে সমর্থ নহি। পরিপূর্ণতম পুরুষোত্তম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণে আপনারা যেরূপ প্রেমলক্ষণা ভক্তি করিয়াছেন, তীর্থ পর্য্যটন তপস্যা দান ও জ্ঞান-যোগ দ্বারাও তাহা দুর্লভ। এ প্রেমলক্ষণা ভক্তি আপনাদের অক্ষুণ্ণ থাকিবে; হে নন্দ! হে ব্রজেশ্বরি যশোদে! আপনারা দুঃখ করিবেন না, পত্রদ্বয় গ্রহণ করুন, ইহা কৃষ্ণদত্ত, সংশয় নাই। অগ্রজ বলরামের সহিত ভগবান্ কৃষ্ণ মথুরায় কুশলে আছেন, তিনি বলরাম সহায়ে যাদবগণের মহাকার্য্য সাধন করিয়া অল্পকালমধ্যেই এখানে আগমন করিবেন। ত্বদীয় নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পরিপূর্ণতম বলিয়া জানিবেন, কংসাদির বধ ও ভক্তগণের রক্ষার জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনায় তিনি আপনার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৩১—৩৮। বলরামের সহিত জাতমাত্র হরি পূতনার প্রাণহরণ, শকটের নিপাতন, তৃণাবর্ত্তবধ, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন, নিজমুখ মধ্যে যশোদাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন প্রভৃতি অদ্ভুতলীলা করিয়াছেন। প্রভু ভগবান্ কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোচারণ করিতে করিতে গোপ-

অঘাসুরস্য চ বধো ধেনুকস্য বিমর্দ্দনম্ ॥ ৪১
মর্দ্দনং কালিয়স্যাপি বহ্নিপানং চকার হ।
প্রলম্বস্য বধং পশ্চাদ্বলদেবশ্চকার হ ॥ ৪২
গোবর্দ্ধনং সমুৎপাট্য হস্তেনৈকেন লীলয়া।
যুষ্মাকং পশ্যতাং বিভ্রৎ পুষ্করং গজরাড়িব ॥ ৪৩
চূড়ামণিং শঙ্খচূড়াজ্জহার জগতাং পতিঃ।
অরিষ্টস্য বধং কৃত্বা কেশিনং নিজঘান হ ॥ ৪৪
ব্যোমাসুরং মহাদৈত্যং মুষ্টিনা তং মমর্দ্দ হ।
তথা বৈ মথুরায়াঞ্চ চক্রে চিত্রং মহামতে ॥ ৪৫
বিকত্থমানং রজকং করেণাভিজঘান তম্।
প্রচণ্ডং কংসকোদণ্ডং মধ্যতস্তম্বভঞ্জ হ।
ইক্ষুদণ্ডং যথা নাগঃ সর্ব্বেষাং পশ্যতাং নৃণাম্ ॥৪৬
দ্বিপং কুবলয়াপীড়ং নাগাযুতসমং বলে।
শুণ্ডাদণ্ডে সংগৃহীত্বা পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৪৭
চাণূরং মুষ্টিকং কূটং শলং তোশলমেব চ।
পাতয়ামাস ভূপৃষ্ঠে মল্লযুদ্ধেন মাধবঃ ॥ ৪৮
কংসং মদোৎকটং দৈত্যং নাগলক্ষসমং বলে।
মঞ্চাদ্গৃহীত্বা তং কৃষ্ণো ভ্রাময়িত্বা ভুজৌজসা ॥
পাতয়ামাস ভূপৃষ্ঠে কমণ্ডলুমিবার্ভকঃ।
ইভোপরি যথা সিংহস্তস্যোপরি পপাত হ ॥ ৫০
কংসানুজাংশ্চ কঙ্কাদীন্ বলদেবো মহাবলঃ।
মমর্দ্দ মুদ্গরেণাশু মৃগান্ বৈ মৃগরাড়িব ॥ ৫১
গুরবে দক্ষিণাং দাতুং সমুৎপত্য মহার্ণবে।
শঙ্খরূপং পঞ্চজনং নিজঘান হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৫২
অদ্ভুতানি চরিত্রাণি চৈতানি শ্রীহরিং বিনা।
কঃ করোতি মহানন্দ তস্মৈ শ্রীহরয়ে নমঃ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমথুরাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে নন্দরাজোদ্ধবমেলনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

গণের সমক্ষে বক ও বৎসাসুরের বধ করিয়া-অঘাসুর বধ, ধেনুকের বিমর্দ্দন, কালিয়দমন এবং পাবক পান করিয়াছেন। তৎপশ্চাৎ বলদেব প্রলম্বের বধ সাধন করিয়াছেন। কৃষ্ণ আপনাদের সমক্ষে গজরাজের পদ্মোত্তোলনের ন্যায় পর্ব্বত উৎপাটনপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে এক হস্তে ধারণ করিয়াছেন। জগৎপতি কৃষ্ণ শঙ্খচূড় হইতে চূড়ামণি আহরণ করিয়াছেন, অরিষ্টকে বিনষ্ট করিয়া কেশীকে বিনাশ করিয়াছেন। মহাদৈত্য ব্যোমাসুরকে মুষ্টি দ্বারা মর্দ্দিত করিয়াছেন। হে মহামতে! তিনি মথুরায়ও এইরূপ বিচিত্র কার্য্য করিয়াছেন। বিরুদ্ধভাষী রজককে কর দ্বারা নিহত করিয়াছেন, গজের ইক্ষুদণ্ড ভগ্নের মত সকলের সমক্ষে প্রচণ্ড কংস-কোদণ্ডের মধ্যদেশে ভগ্ন করিয়াছেন। অযুত নাগের তুল্যবলী কুবলয়াপীড়কে কৃষ্ণ শুণ্ডাদণ্ডে গ্রহণ করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়াছেন; চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল ও তোশলকে মল্লযুদ্ধে মহীতলে পাতিত করিয়াছেন। লক্ষ হস্তীর তুল্য বল মদোৎকট দৈত্য কংসকে ভুজবলে মঞ্চ হইতে তুলিয়া লইয়া বালকের কমণ্ডলু নিক্ষেপের ন্যায় ভূতলে পাতিত করিয়াছেন এবং করীর উপর সিংহপতনের ন্যায় তাহার উপর পতিত হইয়াছেন। ৩৯—৫০। মহাবল বলদেব কঙ্কাদি কংসানুজগণকে সিংহের পশুপীড়নের ন্যায় সত্বর মুদ্গর দ্বারা মর্দ্দিত করিয়াছেন। স্বয়ং কৃষ্ণ গুরুকে দক্ষিণা দিবার জন্য মহার্ণবে পতিত হইয়া শঙ্খরূপী পঞ্চজন দৈত্যকে বধ করিয়াছেন। হে নন্দরাজ! এ সকল চরিত্র বড়ই বিচিত্র, হরি বিনা ইহা কে করিতে পারে? সেই হরিকে নমস্কার।৫১—৫৩।

মথুরাখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

এবং হি নন্দোদ্ধবয়োর্হরেঃ কথয়তোঃ কথাম্।
ব্যতীতা ক্ষণবদ্রাজন্ ক্ষণদা হর্ষবর্দ্ধিনী ॥ ১

পঞ্চদশ অধ্যায়

নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! এইরূপে হরি-কথা কহিতে কহিতে নন্দ-উদ্ধবের হর্ষ-

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্ত উত্থায় গোপ্যঃ সর্ব্বা গৃহে গৃহে ।
দেহল্যঙ্গনমালিপ্য দীপাংস্তত্র নিরূপ্য চ ॥ ২
প্রক্ষাল্য হস্তপাদৌ চ মেধ্যাং নেত্রং নিধায় চ ।
মমন্থুঃ সর্ব্বতো যুক্তাঃ পিচ্ছিলানি দধীনি তাঃ ॥৩
নেত্রাকর্ষচলদ্ভারভুজকঙ্কণকঙ্কণাঃ ।
বেণীভ্যো বিগলৎপুষ্পাঃ স্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতাঃ ॥৪
চন্দ্রমুখ্যঃ কঞ্জনেত্রাশ্চিত্রবর্ণৈর্মনোহরাঃ ।
মঙ্গলানি চরিত্রাণি শ্রীকৃষ্ণবলদেবয়োঃ ॥ ৫
গায়ন্ত্যঃ প্রেমসংযুক্তা যত্র যত্র গৃহে গৃহে ।
ঘোষে ঘোষে শুভা গাবো রম্ভমাণা ইতস্ততঃ ॥৬
সর্ব্বত্র গোপিকা গীতং দধিশব্দেন মিশ্রিতম্ ।
বীথ্যাং বীথ্যাং ততঃ শৃণ্বন্ বিস্মিতশ্চোদ্ধবো-
হব্রবীৎ ॥ ৭
অহো বৈ নন্দনগরে ভক্তির্নৃত্যতি যত্র চ ।
এবং বদন্ বহির্গ্রামাদ্যযৌ স্নাতুং নদীজলে ॥ ৮
অথ সূর্য্যোদয়ে জাতে নন্দদ্বারি রথং শুভম্ ।
দৃষ্ট্বা বিনির্গতা গোপ্য ঊচুঃ সর্ব্বাঃ পরস্পরম্ ;

গোপ্য ঊচুঃ ।

কস্যায়মদ্যাত্র রথঃ সমাগতো-
হক্রূরোথবা ক্রূর উতাগতঃ পুনঃ ।
যেনৈব নীতো মথুরাং মহাপুরীং
শ্রীনন্দসূনুর্নবকঞ্জলোচনঃ ॥ ১০
কস্মিন্ কুকালে জননী সসর্জ যং
দাতুং সতাং স্নেহবতাং প্রতাপনম্ ।
কদ্রুর্যথা নাগচয়ং বিষাবৃতং
হন্তুং বৃথা লোকজনানিতস্ততঃ ॥ ১১
কংসার্থকৃৎ কংসসখোহতিনির্ঘৃণঃ
সোহয়ং পুনঃ কিং ব্রজমণ্ডলং গতঃ ।
ভর্ত্তুর্ম্মৃতস্যাপি হি পারলৌকিকী-
মস্মাভিরদ্যৈব করিষ্যতি ক্রিয়াম্ ॥১২

নারদ উবাচ

এবং বদন্ত্যো ব্রজগোপবধ্বঃ
সন্ত্যজ্য স্বতশ্চ মুখেঽঙ্গুলিভ্যাম্ ।
পপ্রচ্ছুরারাদ্গতবুদ্ধিমার্ত্তং
স্বরং বদৈতৎ কিল কস্য যানম্ ॥ ১৩

বর্দ্ধিনী রজনী ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হইয়া গেল। গৃহে গৃহে গোপীগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া প্রদীপ প্রজ্বালনপূর্ব্বক দ্বারদেশ ও অঙ্গন লেপন করিল এবং হস্তপদ প্রক্ষালিত করিয়া দধিমন্থন পাত্রে মন্থানদণ্ড বিন্যস্ত করত সর্ব্বদিকে সাবধান সহকারে পিচ্ছিল দধি সকল মন্থন করিতে লাগিলেন। মন্থানদণ্ডের আকর্ষণবেগে গোপীগণের করকঙ্কণ হইতে রুণধ্বনি উত্থিত হইল, বেণী হইতে পুষ্প স্খলিত ও কুণ্ডলমণ্ডন হইতে দীপ্তি স্ফুরিত হইতে লাগিল ; চন্দ্রবদনা কমলনয়না বিচিত্রবর্ণে মনোহরা গোপীরা প্রেমপূর্ণা হইয়া সর্ব্বত্র গৃহে গৃহে কৃষ্ণ-বলরামের মঙ্গলময় চরিত্রাবলী গান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র গোষ্ঠে গোষ্ঠে মনোজ্ঞ গোগণ হাম্বাদি রব করিতে আরম্ভ করিল, সর্ব্বত্রই দধি শব্দের সহিত গোপীগণের গীতি মিশিয়া গেল ; অতঃপর পথে পথে সর্ব্বত্রই এইরূপ শুনিয়া উদ্ধব বিস্ময়সহকারে বলিলেন ; অহো ! নন্দনগরে যেখানে সেখানে ভক্তি যেন নৃত্য করিয়া বেড়ায় ! উদ্ধব এইরূপ বলিয়া গ্রামের বাহিরে নদীজলে স্নান করিতে গমন করিলেন। অনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে গোপীগণ বাহিরে আসিয়া নন্দদ্বারে সুন্দর রথ দর্শন করত পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন। ১—৯। গোপীগণ বলিলেন,—এখানে আজ এই কাহার রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। অথবা যে নব কমলনয়ন নন্দতনয়কে মহাপুরী মথুরায় লইয়া গিয়াছিল, সেই ক্রূর অক্রূর পুনরায় আসিয়া থাকিবে ! কদ্রু যেমন অখিল জনের দুঃখদানের জন্য বিষধর সর্পগণকে প্রসব করিয়াছিলেন, অক্রূরের জননীও তদ্রূপ স্নেহশীল সজ্জনগণের বৃথা তাপ দিবার জন্য কোন কুকালে ইহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কংসের প্রয়োজনসাধক কংসের সখা নির্দ্দয় সেই অক্রূর পুনরায় কি ব্রজমণ্ডলে প্রবেশ করিল ? সে কি আজ আমাদিগকে দিয়া তাহার মৃত প্রভু কংসের পারলৌকিক ক্রিয়া করিবে ? গোপবধূগণ এইরূপ বলিতে বলিতে রথের সমীপে

ঘনপ্রভং পদ্মদলায়তেক্ষণং
কৃষ্ণাকৃতিং কোটিমনোজমোহনম্।
পীতাম্বরং ষট্পদসঙ্ঘসঙ্কুলাং
মালাং দধানং নববৈজয়ন্তীম্॥ ১৪
সুন্দ পাণিং
বংশীধরং বেত্রকরং মনোহরম্।
বালার্ককোটিদ্যুতিমৌলিমণ্ডনং
মহামণিং কুণ্ডলমণ্ডিতাননম্॥ ১৫
গত্যাকৃতিশ্রীতনুহাসসুস্বরৈঃ
শ্রীকৃষ্ণসারূপ্যধরং তমুদ্ধবম্।
বিলোক্য সর্ব্বা নৃপ বিস্মিতাস্ততো
বিজ্ঞায় গোবিন্দসখং যযুঃ পুরঃ॥ ১৬
জ্ঞাত্বাথ সন্দেশহরং হরেঃ প্রভোঃ
সুবাক্যনীত্যা পরমাদরেণ তম্।
গুপ্তং হি প্রষ্টুং কুশলং সতাং পতে
নীত্বোদ্ধবং তাঃ কদলীবনং গতাঃ॥ ১৭

যত্রৈব রাধা বৃষভানুনন্দিনী
কৃষ্ণাতটে চারুনিকুঞ্জমন্দিরে।
সমাস্থিতা তদ্বিরহাতুরা ভৃশং
খং মন্যতে সা তু জগদ্ধরিং বিনা॥১৮
রম্ভাদলৈশ্চন্দনপঙ্কসঙ্কুলং
স্ফুরাঙ্কুরচ্ছীতলমেঘমন্দিরম্।
কৃষ্ণাচলচ্চারুতরঙ্গশীকরং
স্বতঃ সুধারশ্মিগলৎসুধাচয়ম্॥ ১৯
এতাদৃশং যৎ কদলীবনং চ ত
দ্রাধাবিয়োগানলবর্চ্চসা ভৃশম্।
বভূব সর্ব্বং সততং হি ভস্মসাৎ
কৃষ্ণাগমাশাস্বতনুং হি রক্ষতি॥ ২০
অথোদ্ধবং কৃষ্ণসখং সমাগতং
চকার রাধা স্বসখীভিরাদরম্।
জলাশনাদ্যৈর্মধুপর্কমঙ্গলৈঃ
শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণেতি মুহুর্বদন্ত্যলম্॥ ২১
রাধাং হি গোবিন্দবিয়োগখিন্নাং
কুহ্বাং যথা চন্দ্রকলাং তদোদ্ধবঃ।

আসিয়া হতবুদ্ধি আর্ত্ত সারথির মুখে অঙ্গুলি দ্বারা তাড়নকরত বলিলেন,—সত্বর সত্য করিয়া বল, এই রথ কাহার? উদ্ধব মেঘ-কান্তি পদ্মপত্রবৎ আয়তনেত্র কৃষ্ণাকৃতি কোটি কন্দর্পমোহন ও পীতাম্বর; তিনি মধুকর পংক্তিসঙ্কুল নূতন বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার করকমল হইতে সহস্রদল পদ্মের প্রভা প্রস্ফুরিত হইতেছে; তিনি বংশী-ধর বেত্রকর মনোহর ও কোটি দিবাকরকান্তি মুকুটে মণ্ডিত, তাঁহার বদন কুণ্ডলমণ্ডিত ও তিনি মহামণি ধারণ করিয়াছেন; হে নৃপ গতি আকৃতি কান্তি তনু হাস ও সুস্বর প্রভৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্য প্রাপ্ত তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন, তারপর তাঁহাকে কৃষ্ণসখা জানিয়া তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন। হে সজ্জনপালক নৃপ তাঁহাকে প্রভু হরির বার্ত্তাহারী জানিয়া সুনীতিসম্মত বাক্যে পরমাদরের সহিত গোপীরা গুপ্তবার্ত্তা ও কুশল জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহাকে লইয়া কদলীবনে গমন করিলেন।

কৃষ্ণাতীরের উক্ত কদলী কাননের মনোজ্ঞ নিকুঞ্জ মন্দিরে কৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা বৃষভানু-নন্দিনী রাধা অবস্থিত ছিলেন, কৃষ্ণ-বিরহে জগৎ তাঁহার নিকট শূন্য বলিয়া মনে হইতেছিল। উক্ত রাধা-কুঞ্জ কদলীপত্রে নির্ম্মিত ও চন্দন কর্দ্দমে লিপ্ত; শীতল ধারাগৃহ অল্প আলোক ও অন্ধকারময়, উহা যমুনাজলের চঞ্চল চারু তরঙ্গো-ত্থিত শীকরসিক্ত, উহাতে স্বতই শশধর হইতে সুধারশ্মিপথে অমৃত স্খলিত হইতেছে। ১০—১৯। রাধার ঈদৃশ যে কদলী-কানন-গৃহ, তাহাও নিরতিশয় কৃষ্ণ-বিয়োগ-বহ্নি-তেজে নিঃশেষরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে, তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণাগমনাশায় নিজদেহ রক্ষা করিতে ছেন। কৃষ্ণসখা উদ্ধব আসিয়াছেন শুনিয়া রাধা স্বীয় সখীগণ দ্বারা সাদরে অন্ন পানীয় ও মঙ্গলময় মধুপর্কাদি আহৃত করাইলেন এবং স্বয়ং মুহুর্ম্মুহু "হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ" বলিতে লাগি-লেন। তখন উদ্ধব অমাবস্যার শশি-

নতাং কৃশাঙ্গীং কৃতহস্তসম্পুটঃ
প্রদক্ষিণীকৃত্য জগাদ হর্ষিতঃ ॥ ২২
উদ্ধব উবাচ।
সদাস্তি কৃষ্ণঃ পরিপূর্ণদেবো
রাধে সদা ত্বং পরিপূর্ণদেবী।
কৃতনিত্যলীলো
লীলাবতী ত্বং কৃতনিত্যলীলা ॥ ২৩
কৃষ্ণোঽস্তি ভূমা ত্বমসীন্দিরা সদা
ব্রহ্মাস্তি কৃষ্ণস্ত্বমসি স্বরা সদা।
কৃষ্ণঃ শিবস্ত্বং চ শিবা শিবার্থা
বিষ্ণুঃ প্রভুস্ত্বং কিল বৈষ্ণবী পরা ॥ ২৪
কৌমারসর্গী হরিরাদিদেবতা
ত্বমেব হি জ্ঞানময়ী স্মৃতিঃ শুভা।
লয়াম্ভসা ক্রীড়নতৎপরো হরি
র্যজ্ঞো বরাহো বসুধা ত্বমেব হি ॥ ২৫
দেবর্ষিবর্য্যো মনসা হরিঃ স্বয়ং
ত্বং তত্র সাক্ষান্নিজহস্তবল্লকী।
নারায়ণো ধর্ম্মসুতো নরেণ হি
শান্তিস্তদা ত্বং জনশান্তিকারিণী ॥ ২৬
কৃষ্ণস্তু সাক্ষাৎ কপিলো মহাপ্রভুঃ
সিদ্ধিস্ত্বমেবাসি চ সিদ্ধসেবিতা।
দত্তস্তু কৃষ্ণোঽস্তি মহামুনীশ্বরো
রাধে সদা জ্ঞানময়ী ত্বমেব হি ॥ ২৭
যজ্ঞো হরিস্ত্বং কিল দক্ষিণা হরি-
রুরুক্রমস্ত্বং হি সদা জয়ন্ত্যতঃ।
পৃথুর্যদা সর্ব্ব নৃপেশ্বরো হরি-
রর্চ্চিস্তদা ত্বং নৃপপট্টকামিনী ॥ ২৮
শঙ্খাসুরং হন্তুমভূদ্ধরির্যদা
মৎস্যাবতারস্ত্বমসি শ্রুতিস্তদা।
কূর্ম্মো হরির্মন্দরসিন্ধুমন্থনে
নেত্রীকৃতা ত্বং শুভদা হি বাসুকৌ ॥ ২৯
ধন্বন্তরিশ্চার্ত্তিহরো হরিঃ পর-
স্ত্বমৌষধী দিব্যসুধাময়ী শুভে।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্তু বভূব মোহিনী
ত্বং মোহিনী তত্র জগদ্বিমোহিনী ॥ ৩০
হরির্নৃসিংহস্তু নৃসিংহলীলয়া
লীলা তদা ত্বং নিজভক্তবৎসলা
বভূব কৃষ্ণস্তু যদা হি বামনঃ
কীর্ত্তিস্তদা ত্বং নিজলোককীর্ত্তিতা ॥ ৩১
হরির্যদা ভার্গবরূপধৃক্ পুমান্
ধারা কুঠারস্য তদা ত্বমেব হি।

কলার ন্যায় কৃষ্ণ-বিয়োগে ক্ষীণা খিন্না নতাননা রাধাকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া আনন্দ সহকারে বলিতে লাগিলেন। উদ্ধব বলিলেন,—হে রাধে! কৃষ্ণ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ দেব, আর আপনি সর্ব্বদা পরিপূর্ণা দেবী; শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিত্য-লীলাকারী, আর লীলাবতী আপনি নিত্য লীলাকারিণী। কৃষ্ণ বিষ্ণু, আপনি লক্ষ্মী; কৃষ্ণ ব্রহ্মা, আপনি সাবিত্রী; কৃষ্ণ শিব, আপনি মঙ্গলময়ী শিবা; প্রভু কৃষ্ণ বিষ্ণু, আপনি পরমা বৈষ্ণবী। কৃষ্ণ সনৎ-কুমারাদিরূপে কৌমার সৃষ্টির প্রবর্ত্তক আদি দেবতা হরি, আপনি জ্ঞানময়ী শুভা স্মৃতি; হরি প্রলয় জলের ক্রীড়াতৎপর যজ্ঞবরাহ, আপনি বসুধা; হরি স্বয়ং দেবর্ষিবর্য্য নারদ, আপনি তাঁহার সাক্ষাৎ স্বহস্তের বীণা; হরি ধর্ম্মতনয় নর-নারায়ণ, আপনি জনশান্তিকারিণী শান্তি; কৃষ্ণ সাক্ষাৎ মহাপ্রভু কপিল, আপনি সিদ্ধ-সেবিতা সিদ্ধি; কৃষ্ণ মহামুনীশ্বর দত্তাত্রেয়, আর হে রাধে! আপনি সর্ব্বদা জ্ঞানময়ী; হরি যজ্ঞ, আপনি দক্ষিণা; হরি উরুক্রম, আপনি জয়ন্তী; হরি যখন পৃথুরূপী নিখিল নৃপেশ্বর, তখন আপনি তাঁহার পট্টমহিষী অর্চ্চি; হরি যখন শঙ্খাসুরের বধে উদ্যত হইয়া মৎস্যাবতার পরিগ্রহ করেন, তখন আপনি শ্রুতি; মন্দর পর্ব্বত দ্বারা সাগরমন্থনে হরি কূর্ম্মাবতার হন, তখন আপনি বাসুকিতে আবির্ভূতা হইয়া মন্থনদণ্ডের রজ্জু হইয়াছিলেন; হরি পীড়াহারী ধন্বন্তরি; আর হে শুভে! আপনি দিব্য সুধাময়ী উত্তম ওষধি; কৃষ্ণচন্দ্র মোহিনীমূর্ত্তি হইয়াছিলেন, আর আপনি জগন্মোহিনী মোহিনী। ২০—৩০। হরি নৃ-সিংহলীলায় নৃ-সিংহ, আপনি সর্ব্বদা নিজ ভক্তবৎসলা লীলা; কৃষ্ণ যখন বামন হন

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো রঘুবংশচন্দ্রমা
যদা তদা ত্বং জনকস্য নন্দিনী ॥ ৩২
শ্রীশার্ঙ্গধরো মুনিবাদরায়ণো
বেদান্তকৃৎ কিল দেবলক্ষণা।
সঙ্কর্ষণো মাধবএব বৃষ্ণিষু
ত্বং রেবতী ব্রহ্মভবং সমাশ্রিতা ॥ ৩৩
বুদ্ধো যদা কৌণপমোহকারকো
বুদ্ধিস্তদা ত্বং জনমোহকারিণী।
কল্কী যদা ধর্ম্মপতির্ভবিষ্যতি
হরিস্তদা ত্বং তু কৃতির্ভবিষ্যসি ॥ ৩৪
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোহস্তি হি চন্দ্রমণ্ডলে
রাধে সদা চন্দ্রমুখীতি চন্দ্রিকা।
শ্রীকৃষ্ণসূর্য্যো দিবি সূর্য্যমণ্ডলে
সূর্য্যপ্রভা ত্বং পরিধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩৫
ইন্দ্রঃ সদাস্তে কিল যাদবেন্দ্র-
স্তত্রৈব রাধে তু শচী শচীশ্বরী।
হিরণ্যরেতা হি হরিঃ পরেশ্বরো
হেতিঃ সদা ত্বং হি হিরণ্ময়ী পরা ॥ ৩৬

শ্রীরাজরাজো হি বিরাজতে হরি-
র্বিরাজসে ত্বং তু নিধৌ নিধীশ্বরী।
ক্ষীরাব্ধিরূপী তু হরিস্ত্বমেব হি
তরঙ্গিতক্ষৌমসিতা তরঙ্গিণী ॥ ৩৭
বিভ্রদ্বপুঃ সর্ব্বপতির্যদা যদা
তদা তদা ত্বং বিদিতাত্মরূপিণী।
জগন্ময়ো ব্রহ্মময়ো হরিঃ স্বয়ং
জগন্ময়ী ব্রহ্মময়ী ত্বমেব হি ॥ ৩৮
অদ্যৈব সোহয়ং ব্রজরাজনন্দনো
জাতাসি রাধে বৃষভানুনন্দিনী।
যাভ্যাং কৃতা সত্ত্বময়ী প্রশান্তয়ে
লীলাচরিত্রৈর্ললিতাদিলীলয়া ॥ ৩৯
কৃষ্ণঃ স্বয়ং ব্রহ্ম পরং পুরাণো
লীলা ত্বদিচ্ছা প্রকৃতিস্ত্বমেব।
পরস্পরং সন্মিতবিগ্রহাভ্যাং
নমো যুবাভ্যাং হরিরাধিকাভ্যাম্ ॥ ৪০
গৃহাণ পত্রং নিজনাথদত্তং
শোকং পরং মা কুরু রাধিকে ত্বম্।
হ্রস্বেন কালেন বিধায় কার্য্যং
তত্রাগমিষ্যামি তদুক্তবাক্যম্ ॥ ৪১

তখন আপনি নিজলোককীর্ত্তিতা কীর্ত্তি; হরি যখন ভার্গব বিগ্রহধারী পুরুষ, আপনি তখন তাঁহার কুঠারের ধারা; কৃষ্ণ যখন রঘুবংশের চন্দ্র, আপনি তখন জনকনন্দিনী সীতা; শার্ঙ্গধর হরি বেদান্তকৃৎ মুনি বেদব্যাস, আপনি দেবলক্ষণা, যাদব মাধব যখন সঙ্কর্ষণ, আপনি তখন ব্রহ্মভব রেবতীরূপে অবস্থিতা; কৃষ্ণ যখন নাস্তিক মোহকারক বুদ্ধ, তখন আপনি জনমোহকারিণী বুদ্ধি; হরি যখন ধর্ম্মপতি কল্কী হইবেন, তখন আপনিও কৃতি হইবেন। হে রাধে! শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রমণ্ডলে আছেন, আর চন্দ্রমুখী আপনি সর্ব্বদা জ্যোৎস্নারূপে বিদ্যমানা; শ্রীকৃষ্ণ আকাশের সূর্য্যমণ্ডলের মার্ত্তণ্ড, আর আপনি পরিধিরূপে প্রতিষ্ঠিতা সূর্য্যপ্রভা; যাদবেন্দ্র যখন সর্ব্বদা ইন্দ্ররূপে বিরাজমান, আপনি তখন তাঁহার শচীশ্বরী শচী; পরমেশ্বর হরি হিরণ্যরেতা পাবক, আপনি সর্ব্বদা হিরণ্ময়ী উত্তমা শিখা; হরি কুবেররূপে বিরাজিত, আপনিও খনির নিধিস্বরূপে বিরাজমানা; হরি ক্ষীরসাগররূপী; আপনি তাহার লহরীযুক্ত ক্ষৌমবসন-ধবল তরঙ্গিণী নদী; অখিলপতি যখন যখন দেহ ধারণ করেন, তখনই আপন তাঁহার শক্তিস্বরূপা হন; হরি জগন্ময় ব্রহ্মময়, আপনি জগন্ময়ী ব্রহ্মময়ী। হে রাধে! এই যে কৃষ্ণ ব্রজের নন্দরাজ গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন; আর আপনি যে বৃষভানুনন্দিনীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সেই আপনারা ললিতাদি সখী সমভিব্যাহারে লোকশান্তির নিমিত্ত কোমল মধুর চরিত্র যুক্তা সত্ত্বময়ী লীলা করিয়াছেন; কৃষ্ণ পুরাণ পুরুষ স্বয়ং পরব্রহ্ম, আপনি তাঁহার ইচ্ছারূপিণী লীলাময়ী প্রকৃতি; আপনারা পরস্পর মিলিতদেহ; আপনাদের কৃষ্ণ-রাধিকারূপকে নমস্কার। হে রাধিকে! নিজ নাথপ্রদত্ত এই পত্রিকা গ্রহণ করুন, আপনি অধিক

গৃহ্ণীধ্বমদ্যৈব শতানি কৃষ্ণ-
দত্তানি পত্রাণি সুমঙ্গলানি ।
প্রত্যর্পিতং যূথশতং চ গোপ্যঃ
কৃষ্ণপ্রিয়াণাং ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং মথুরাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে শ্রীরাধাদর্শনং নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ ।

রাধাপত্রং সংগৃহীত্বা শিরোনেত্রে তথা হৃদি ।
নিধায় বাচয়িত্বা তৎ স্মৃত্বা তৎপাদপঙ্কজম্ ॥১
অতিপ্রেমাতুরা রাজন্ মোচয়িত্বাশ্রুসন্ততিম্ ।
মূর্চ্ছামাপ পরাং রাধা যাদবস্য প্রপশ্যতঃ ॥ ২
কুঙ্কুমাগুরুপাটীরদ্রবৈঃ পুষ্পরসৈশ্চ সা ।
অর্চ্চিতা চামরান্দোলৈঃ পুনশ্চৈতন্যতাং গতা ॥৩

বিয়োগসিন্ধুমগ্নাং রাধাং কমললোচনাম্ ।
বীক্ষ্যোদ্ধবস্তথা গোপ্যো মুমুচুশ্চাশ্রুসন্ততিম্ ॥৪
তাসামশ্রুপ্রবাহেণ রাজন্ বৃন্দাবনে বনে ।
সদ্যঃ কহ্লারসংযুক্তো জাতো লীলাসরোবরঃ ॥৫
দৃষ্ট্বা পীত্বা চ স্নাত্বা শ্রুত্বা চেমাং কথাং নরঃ ।
কর্ম্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্নুয়ান্নৃপ ॥ ৬
অথোদ্ধবমুখাচ্ছ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণাগমনং পুনঃ ।
পপ্রচ্ছুঃ কুশলং সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ ॥ ৭

রাধোবাচ ।

আনন্দদং শ্রীব্রজরাজনন্দনং
দ্রক্ষ্যামি কস্মিন্ সময়ে ঘনপ্রভম্ ।
ঘনং ময়ূরীব সমুৎসুকা ভৃশং
চন্দ্রং চকোরীব তদীক্ষণোৎসুকা ॥ ৮
কস্মিন্ কুকালে বিরহো বভূব মে
যেনৈব কৌ কল্পসমঃ ক্ষণঃ ক্ষণঃ ।
নিশীথিনীয়ং দ্বিপরার্দ্ধহেলনং
করোতি গোবিন্দপদদ্বয়ং বিনা ॥ ৯

শোক করিবেন না ; তিনি স্বকার্য্য সমাধা করিয়া অল্পকাল মধ্যেই এখানে আগমন করিবেন বলিয়াছেন। উদ্ধব গোপীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে গোপীগণ ! কৃষ্ণপ্রদত্ত কুশল সংবাদযুক্ত শত শত পত্র গ্রহণ করুন, ইহা কৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীদিগের শত গোপীযূথের উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছেন। ৩১—৪২।

মথুরাখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে রাজন্ ! অতি প্রেমাতুরা রাধা পত্র গ্রহণপূর্ব্বক শির, নেত্র ও হৃদয়ে স্পর্শ করাইলেন ; তারপর কৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া অশ্রুধারা মোচন করত উদ্ধবের সমক্ষে অত্যন্ত মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। সখীগণ কর্ত্তৃক কুঙ্কুম, অগুরু, চন্দন-জল ও পুষ্পাসব দ্বারা তাঁহার সেবা ও চামর বীজনে পুনরায় তদীয় চৈতন্য সম্পাদিত হইল ; উদ্ধব ও গোপীগণ বিয়োগ-সাগরনিমগ্না কমলনয়না রাধাকে দেখিয়া অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিলেন ; হে রাজন্ ! তাঁহাদের অশ্রুপ্রবাহে বৃন্দাবনের বনে তৎক্ষণাৎ কহ্লারযুক্ত লীলা সরোবর সমুৎপন্ন হইল। হে নৃপ ! মানব ঐ সরোবর দর্শন, তত্রত্য জলপান ও সরোবরে স্নান করিয়া এই কথা শ্রবণ করিলে কর্ম্মবন্ধ-মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করে। অনন্তর পুনরায় আসিবেন, উদ্ধবের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া সকলেই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অখিল কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাধা বলিলেন,—মেঘদর্শনার্থী ময়ূরী এবং চন্দ্রদর্শনাভিলাষিণী চকোরীর ন্যায় আমি কৃষ্ণদর্শনার্থ অত্যন্ত সমুৎসুকা রহিয়াছি, কোনকালে সেই মেঘকান্তি আনন্দপ্রদ ব্রজরাজ-নন্দনকে সন্দর্শন করিব ? কি কুসময়ে তাঁহার সহিত আমার বিচ্ছেদ হইয়াছে যে, এই ক্ষিতিতলে এক একক্ষণ কল্পকালের মত প্রতীত হইতেছে, গোবিন্দপদদ্বয় ব্যতীত রাত্রি দ্বিপরার্দ্ধের ন্যায় সুখে

কচ্চিৎ কদাচিদ্‌ব্রজমাগমিষ্যতি
করোতি কিং তত্র হরির্বদাশু মে।
অদ্যৈব যত্নেন ধৃতাঃ কিলাসবঃ
প্রসহ্য নির্যান্তি মৃষা গিরাতুরাঃ ॥১০
দৃষ্ট্বা ক্ষণং ত্বাং মম হৃচ্চ শীতলং
জাতং প্রসন্নাস্মি সমাগতে ত্বয়ি।
যথা প্রসন্না জনকাত্মজা পুরা
লঙ্কাপুরং বায়ুসুতে সমাগতে ॥ ১১
আশাং বিধায় নিজমোহধনং বিসৃজ্য
বিস্মৃত্য বাক্যগদিতং মথুরাং গতো যঃ।
তস্যাপি পত্রলিখিতং শমৃতং ন মন্যে
তং চানয়স্ব কিল মন্ত্রবিদাং বরিষ্ঠ ॥ ১২

উদ্ধব উবাচ।

গত্বা পুরীং তব পরং বিরহং নিবেদ্যা-
র্ঘ্যং বিধায় নিজনেত্রজলেন রাধে।
নীত্বা হরিং তব পুরঃ পুনরাগতোঽস্মি
মা শোকমদ্য কুরু মে শপথস্ত্বদঙ্‌ঘ্রেঃ ॥১৩

নারদ উবাচ।

অথ প্রসন্না শ্রীরাধা চন্দ্রকান্তৌ মণী শুভৌ।
রাসরঙ্গে চন্দ্রদত্তৌ উদ্ধবায় দদৌ নৃপ ॥ ১৪
সহস্রদলপদ্মে দ্বে দত্তে চন্দ্রমসা পুরা।
উদ্ধবায় দদৌ রাধা প্রসন্না ভক্তবৎসলা ॥ ১৫
ছত্রং সিংহাসনং দিব্যং চামরে দ্বে মনোহরে।
শ্রীকৃষ্ণমনসোদ্ভুতে দদৌ তস্মৈ হরিপ্রিয়া ॥ ১৬
ঐশ্বর্য্যং জ্ঞানসম্পন্নং সর্ব্বদেশিকদেশিকম্।
কৃষ্ণসংযোগকর্ত্তৃত্বং সদা তব ভবিষ্যতি ॥ ১৭
ভক্তিং নির্গুণভাবাঢ্যাং প্রেমলক্ষণসংযুতাম্।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং বৈরাগ্যং সা দদৌ পুনঃ ॥
শঙ্খচূড়াচ্চ হরিণানীতং চূড়ামণিং শুভম্।
চন্দ্রাননা দদৌ তস্মৈ উদ্ধবায় বিদেহরাট্ ॥ ১৯
তথা গোপীগণাঃ সর্ব্বে ভূষণানাং চয়ং শুভম্।
দদুঃ প্রসন্না হে রাজন্নুদ্ধবায় মহাত্মনে ॥ ২০

নারদ উবাচ।

শ্রুত্বা বচশ্চোপগবেঃ শুভার্থং
সুখং গতায়াং কিল রাধিকায়াম্।

অতীত হইতেছে! তিনি কি কখন ব্রজে আগমন করিবেন? কৃষ্ণ সেস্থানে কি করেন, সত্বর আমাকে বল। এখনও পর্য্যন্ত যত্নে প্রাণ ধারণ করিয়া আছি, কিন্তু মিথ্যা বাক্যে আতুর হইয়া প্রাণ হঠাৎ বহির্গত হইয়া যাইবে। ১—১০। তোমাকে দেখিয়া আমার হৃদয় ক্ষণকালের জন্য শীতল হইয়াছে, পবনতনয় হনুমানের লঙ্কাগমনে যেমন জনকাত্মজা সীতা প্রসন্না হইয়াছিলেন, আমিও তদ্রূপ তোমার আগমনে প্রসন্না হইয়াছি। যিনি আশা দিয়া নিজজন পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ কথিত বাক্য বিস্মৃত হইয়া মথুরায় রহিয়াছেন, তাঁহার লিখিত পত্রের কুশলবার্ত্তা সত্য বলিয়া মনে করিতে পারি না; হে মন্ত্রবিৎপ্রবর! তুমি তাঁহাকে আনয়ন কর। উদ্ধব বলিলেন,—হে রাধে! আমি তোমার চরণের শপথ করিতেছি—অদ্য মথুরায় গিয়া, তোমার নিরতিশয় বিরহের বিষয় নিবেদন করিয়া নিজ নেত্রজলে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া হরিকে লইয়া তোমার সম্মুখে সমাগত হইব, আর শোক করিও না। নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! অনন্তর রাধা প্রসন্না হইয়া রাসরঙ্গে চন্দ্র যে তাঁহাকে দুইটী চন্দ্রকান্ত-মণি দিয়াছিলেন, সেই মনোজ্ঞ মণিদ্বয় উদ্ধবকে প্রদান করিলেন; চন্দ্র পুরাকালে রাধাকে দুইটী সহস্রদল পদ্মও দিয়াছিলেন, প্রসন্না ভক্তবৎসলা রাধা তাহাও অর্পণ করিলেন। হরিপ্রিয়া রাধা ছত্র, সিংহাসন ও দিব্য মনোহর চামরদ্বয় উদ্ধবকে দান করিলেন আর বলিলেন,—সর্ব্বদা তোমার জ্ঞানযুক্ত ঐশ্বর্য্য, উপদেষ্টারও উপদেশদানযোগ্যতা ও কৃষ্ণ-সংযোগ-কর্ত্তৃত্ব হইবে। এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহাকে নির্গুণ ভাববহুলা প্রেমলক্ষণসংযুক্তা ভক্তি এবং বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রদান করিলেন। হে বিদেহরাজ। চন্দ্রাননার জন্য হরিকর্ত্তৃক শঙ্খচূড়ের নিকট হইতে আনীত মনোজ্ঞ চূড়ামণি উদ্ধবকে দান করিলেন; হে নৃপ ঐরূপ প্রসন্না গোপীগণ মহাত্মা উদ্ধবকে রাশি রাশি ভূষণ দান করিলেন। ১১—২০।

উচুস্তমারাদ্ব্রজগোপবধ্বঃ
সদঃস্থিতং কৃষ্ণসখং পৃথক্ তাঃ ॥ ২১
গোপ্য উচুঃ।
যত্র যত্র লিখিতং বদাশু নঃ
কিন্তু তচ্চ হরিণোক্তমদ্ভুতম্।
ত্বং পরাবরবিদাং হরেঃ সখা
মন্ত্রবিত্তম তদাকৃতির্মহান্ ॥ ২২
উদ্ধব উবাচ।
যথা স্মরথ দেবেশং তথা যুষ্মান্ স্মরত্যসৌ।
অনুবেলং গোপবধ্বঃ পশ্যতো মে ন সংশয়ঃ ॥২৩
একদা মাং সমাহূয় স্মৃত্বা যুষ্মান্ রহস্করঃ।
কথয়ামাস সন্দেশং চিত্তস্থং নন্দনন্দনঃ ॥ ২৪
শ্রীভগবানুবাচ।
গুণেষু সক্তং কিল বন্ধনায়
রক্তং মনঃ পুংসি চ মুক্তয়ে স্যাৎ।
মনো দ্বয়োঃ কারণমাহুরারা-
জ্জিত্বাথ তৎ কো বিচরেদসঙ্গঃ ॥ ২৫

নারদ বলিলেন,—কৃষ্ণসখা উদ্ধবের নিকট কৃষ্ণের কুশল সংবাদ শুনিয়া রাধিকা সুখলাভ করিলে তাঁহারা সমীপ হইতে সভাস্থ উদ্ধবকে ব্রজ-গোপবধূগণ পৃথক্‌রূপে বলিতে লাগিলেন। গোপীগণ বলিলেন,—যে যে ব্যক্তির নিকট পত্র প্রেরিত হইয়াছে, তুমি সত্বর বল—সেই বিচিত্র বার্ত্তা কি কৃষ্ণ-কথিত? তুমি পূর্ব্বাপরবিদ্‌গণের অগ্রণী হরির সখা মন্ত্রবিৎ-প্রবর এবং কৃষ্ণের আকৃতি ও মহান্। উদ্ধব বলিলেন,—হে গোপবধূগণ! আপনারা যেরূপ দেবেশ কৃষ্ণকে স্মরণ করেন, আমার সমক্ষে অনুক্ষণ তিনিও তদ্রূপ আপনাদিগকে স্মরণ করিয়া থাকেন। একদা নন্দনন্দন আমাকে একান্তে লইয়া গিয়া আপনাদিগকে স্মরণ করত তদীয় হৃদয়গত কথা আমার নিকট প্রকাশ করেন। ভগবান্ বলিলেন,—গুণে আসক্ত মন বন্ধনের হেতু, পুরুষোত্তমে মনের গতি মুক্তির সাধক; মনই এই উভয়ের কারণ কথিত হয়; সেই মনকে দূর হইতেই জয় করত সঙ্গরহিত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবে।

যদা স্বয়ং ব্রহ্মপরাৎপরং মাং
মধ্যাত্মযোগেন বিশারদেন।
জানাতি সর্ব্বত্র গতং বিবেকী
তদা বিজহ্যান্মনসঃ কষায়ম্ ॥ ২৬
যাবজ্জনো মধ্যগতস্তদুত্থিতঃ
স্বকর্ম্মরূপং নহি দৃক্ প্রপশ্যতি ॥ ২৭
স্থূলাচ্চ দূরেহস্মি ন তত্ত্বতোহঙ্গনা-
স্তস্মাদ্ধি যোগং কুরুতাত্র সাধনম্।
যৎসাংখ্যভাবৈঃ কিল গম্যতে পদং
তদ্‌যোগভাবৈরপি গম্যতে স্বতঃ ॥ ২৮
ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমথুরাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে রাধাগোপ্যাশ্বাসনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

বিবেকী ব্যক্তি যখন প্রশস্ত অধ্যাত্মযোগে পরাৎপর সাক্ষাৎ ব্রহ্ম আমাকে সর্ব্বগত বলিয়া বিদিত হইবে, তখনই মনের মালিন্য দূর করিতে পারিবে। যতক্ষণ কর্ম্ম মনে উদিত হয়, মনে লীন হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত মনুষ্য স্বীয় কর্ম্মের স্বরূপ দর্শন করে না; হে উদ্ধব! আমি স্থূল দেহ হইতে দূরে বিদ্যমান হইলেও বস্তুতঃ দূরে নাই, অতএব তোমরা যোগসাধন কর। যে পরমপদ সাংখ্যযোগগম্য, তাহা যোগ দ্বারা অনায়াস-লভ্য। ২১—২৮।

মথুরাখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ
শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণসন্দেশং প্রসন্না গোপবল্লভাঃ।
অশ্রুমুখ্যো বাষ্পকণ্ঠ্য উচুরোপগবিং নৃপ ॥ ১

সপ্তদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! কৃষ্ণ-সংবাদ শ্রবণে গোপবধূগণ প্রসন্না হইলেন, তাঁহারা

গোলোকবাসিন্য উচুঃ।
বিদেশং গতবান্ কৃষ্ণস্ত্যক্ত্বা পূর্ব্বপ্রিয়ান্ জনান্
তৎপর্য্যলিখদ্‌যোগমহো নির্ম্মোহতা বলম্ ॥ ২
দ্বারপালিকা উচুঃ।
চকোরে মৌঃ পঙ্কজেঽর্কো ভ্রমরে পঙ্কজং যথা।
চাতকে চ ঘনঃ প্রীতিং ন করোতি কদাচন ॥ ৩
শৃঙ্গারপ্রকরা উচুঃ
চন্দ্রমিত্রশ্চকোরোঽস্তি সখ্যো বহ্নিকরঃ সদা।
বিধাত্রা যদ্বিলিখিতং তন্ন্যূনং ন ভবেদিহ ॥ ৪
শয্যোপকারিকা উচুঃ।
ব্যাধোঽপি হত্বা হি মৃগান্ স্মরন্তি ত্বরমাতুরঃ।
কটাক্ষৈঃ স্বপ্রিয়ান্ হত্বা নির্ম্মোহী ন স্মরেদহো
পার্ষদাখ্যা উচুঃ।
জাতং বিরহজং দুঃখং নান্যো বেত্তি কদাচন।
যথা কণ্টকবিদ্ধাঙ্গোঽবিদ্ধান্ বাবিদ্ধকণ্টকঃ ॥ ৬
বৃন্দাবনপালিকা উচুঃ।
অনিমিত্তং প্রেমসৌখ্যমনিমিত্তো হি বেত্তি তৎ।
সনিমিত্তো ন জানাতি রসং কর্ম্মেন্দ্রিয়ং যথা ॥ ৭
গোবর্দ্ধনবাসিন্য উচুঃ।
পুরস্ত্রীপ্রেমকৃদ্‌যো বৈ সৈরন্ধ্রীনায়কোঽভবৎ।
শৈলৌকোভিস্ত কিং তস্য বহুনা কথিতেন কিম্
কুঞ্জবিধায়িকা উচুঃ।
হা মাধবিকুঞ্জপুঞ্জে গুঞ্জন্মত্তমধুব্রতে।
স্বদৃগ্‌লক্ষীকৃতো যো বৈ তস্যেঽয়ং শ্রূয়তে কথা
নিকুঞ্জবাসিন্য উচুঃ
বৃন্দাবনে মত্তমিলিন্দপুঞ্জে
কলিন্দজাতীরকদম্বকুঞ্জে।
শনৈশ্চলন্তং সবলং সগোপং
সগোধনং নন্দসুতং ভজামঃ ॥ ১০
জাহ্নবীযূথা উচুঃ।
কদা তথাস্মৎসময়ো ভবিষ্যতি
যথা পুরস্ত্রীসময়ঃ প্রদৃশ্যতে।
শোকং পরং মা কুরুত ব্রজাঙ্গনাঃ
সদা ন কস্যাপি জয়ঃ পরাজয়ঃ ॥ ১১
যমুনাযূথা উচুঃ।
বিধাতুর্ন দয়া কিঞ্চিদ্‌যুনক্তি বিযুনক্তি যঃ।

অশ্রুমুখী বাষ্পকণ্ঠী হইয়া উদ্ধবকে বলিতে লাগিলেন। গোলোকবাসিনীরা বলিলেন,—কৃষ্ণ পূর্ব্বপ্রিয়জন ত্যাগ করিয়া বিদেশে গিয়াছেন, তারপর এই যোগ লেখার উদ্‌যোগ! অহো! কি নিষ্ঠুরতা! দ্বারপালিকা কহিলেন,—চকোরে চন্দ্র কমলে দিবাকর, মধুকরে কমল ও চাতকে মেঘ কখনও প্রীতি করে না। শৃঙ্গারকারিণীগণ বলিলেন,—চন্দ্রমিত্র চকোর, কিন্তু অতিপ্রীতিহেতু সে পাবকোপম হয়; বিধাতা যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহার অন্যথা হয় না। শয্যাকারিণীগণ কহিলেন,—ব্যাধও মৃগ বধ করিয়া তৎক্ষণাৎ আতুর হইয়া স্মরণ করে; অহো! নির্দ্দয় কৃষ্ণ কিন্তু কটাক্ষ দ্বারা স্বীয় প্রিয়গণকে বধ করিয়া স্মরণ করেন না। পার্ষদা সখীরা বলিলেন,—আমাদের যেরূপ বিরহজ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অন্যে কখনও জানে না; যাহার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে, সেই বেদনার বিষয় বিদিত, তাহা যাহার হয় নাই, সে কেমন করিয়া কণ্টকবেধবেদনা জানিতে পারে? বৃন্দাবনপালিকাগণ বলিলেন,—নিষ্কাম ব্যক্তিই নিষ্কাম প্রেমসৌখ্যই বিদিত আছে, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের রসজ্ঞানের ন্যায় সকাম ব্যক্তি তাহা বিদিত নহে। গোবর্দ্ধন-বাসিনীরা বলিলেন,—যিনি প্রথমে পুরনারীর সহিত প্রেম করিয়া পরে সেবিকার নায়ক হইয়াছেন, শৈলবাসিনীরা তাঁহার বিষযে আর অধিক কি বলিতে পারে? কুঞ্জবিধায়িকারা বলিলেন,—হায়! মত্তমধুকর-গুঞ্জিত মাধবীলতার কুঞ্জপুঞ্জে স্ব স্ব কটাক্ষ দ্বারা যাঁহাকে লক্ষ্য করিতাম, আজ তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ কথা শুনিতেছি। নিকুঞ্জবাসিনীরা বলিলেন,—মত্তমধুকর-নিকরযুক্ত যমুনাতীরস্থ কদম্ব কুঞ্জে গোপ, গোধন ও বলরামসহ মন্দ মন্দ বিচরণশীল নন্দনন্দনকে আমরা ভজনা করি। ১—১০। জাহ্নবীযূথ বলিলেন,—কৃষ্ণ সম্পর্কে মথুরা পুরনারীগণের বর্ত্তমানে যে সুসময় উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের তাহা কখন হইবে? হে ব্রজাঙ্গনাগণ! অত্যন্ত শোক

হৃতানি সকলান্তেব ক্রীড়নানি যথার্ভকঃ ॥ ১২

রমাযূথ উবাচ।

কুব্জা পুরাদ্যর্জুসমানবিগ্রহা
দাসী স্বিদানীন্তু কুলীনতাং গতা।
কুরূপিণী রূপবতী বভাব:হা
চতুর্দিনৈর্দুন্দুভিনাদকারিণী ॥ ১৩

মধুমাধব্য উচুঃ।

দোষো ন চৈবোদ্ধব মাধবস্ত
হরিং স্থিতা প্রাণপতিং গৃহীত্বা।
বিধায় ভোগং ললনাবিয়োগে
যোগং দদৌ যোগিবরেণ কুব্জা ॥ ১৪

বিরজাযূথা উচু।

সদা ন কস্তাপি ভুজা প্রিয়াংসে
সদা বসন্তো ন সদা যুবা স্যাৎ।
ইন্দ্রো ন রাজ্যং কুরুতে সদায়ং
চতুর্দিনৈর্মানমলঙ্করোতু ॥ ১৫

ললিতাযূথ উবাচ।

রামাভিষেকং বিনিবার্য্য মন্থরা
চকার বিঘ্নং কিল কোসলে পুরে।
কুব্জৈব সেয়ং মথুরাপুরে গতা
কুব্জৈব কিং কিং ন করোতি গোপিকাঃ॥১৬

বিশাখাযূথা উচুঃ।

গোচারণায়ানুচরৈর্ব্রজন্তং
প্রবোধয়ন্তং স্বপুরং বিরাবৈঃ।
মত্তেভযানং হি বিভূষয়ন্তং
শ্রীনন্দসূনুং নহি বিস্মরামঃ ॥ ১৭

মায়াযূথা উচুঃ।

সঙ্কোচবীথীষু পটে প্রগৃহ্য
প্রসহ্য দোর্ভ্যাং হৃদয়ে নিধায়।
অন্যোহন্যমাকর্ষণহর্ষভীতি
গৃহান্ হরিং তং হি কদা নয়ামঃ ॥ ১৮

অষ্টসখ্য উচুঃ।

বীক্ষ্য নন্দসুতমঙ্গ সুন্দরং
নেত্রমদ্য ন জগদ্বিপশ্যতি।
নন্দরাজতনয়ে পুরীং স্থিতে
কিং ভবিষ্যতি বদাশু নস্বরম্ ॥ ১৯

ষোড়শসখ্য উচুঃ।

বেণুনাদমধুরধ্বনিং বনে
সন্নিশম্য কুসুমেষুবর্দ্ধনম্।

করিও না, জয় বা পরাজয় সর্ব্বদা কাহারও স্থির থাকে না। যমুনাযূথ বলিলেন,—বিধাতার কিছুই দয়া নাই, তিনি বালকের ক্রীড়া-কন্দুকের ন্যায় অখিল প্রাণীকেই যুক্ত করিয়া আবার বিযুক্ত করেন। রমাযূথ বলিলেন,—পূর্ব্বে যে কুব্জা ছিল, আজ তাহার কলেবর সরলীকৃত; সেই দাসী অদ্য কৌলীন্যপ্রাপ্ত; অহো! সেই কুরূপা আজ রূপবতী এবং চারিদিনের মধ্যেই দুন্দুভিধ্বনির ন্যায় তাহার যশ ঘোষিত হইয়াছে। মধুমাধবীরা বলিলেন,—হে উদ্ধব! মাধবের দোষ নাই, কুব্জা কৃষ্ণকে প্রাণপতিরূপে গ্রহণ করিয়াছে; আমাদের সহিত কৃষ্ণের বিয়োগ ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু কুব্জা যোগিবর কৃষ্ণের সহিত যোগ করিয়া বিরাজ করিতেছে। বিরজাযূথেরা বলিলেন,—কাহারও বাহু সর্ব্বদা প্রিয়ের স্কন্ধদেশে থাকে না, সতত বসন্ত বিরাজ করে না; কেহ চিরকাল যুবা থাকে না, ইন্দ্র চিরকাল রাজ্য করেন না, অভিমানের প্রভাব তিন চারিদিনই থাকে। ললিতাযূথেরা বলিলেন—হে গোপীগণ!' মন্থরা রামাভিষেক বন্ধ করিয়া অযোধ্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল, সেই মন্থরাই মথুরায় কুব্জা হইয়াছে, সে কি কি না করিতেছে? বিশাখাযূথেরা বলিলেন,—তাঁহার গোচারণে অনুচরসহ বিচরণ, বংশীশব্দে স্বপুরবাসীর প্রবোধন, মদমত্ত মাতঙ্গপতি হইতেও উত্তমগতি ভুলিতে পারিতেছি না। মায়াযূথ বলিলেন,—যিনি সঙ্কীর্ণপথে আমাদের বস্ত্র আকর্ষণ করিতেন. বলপূর্ব্বক বাহুদ্বয়ে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন করিতেন, পরস্পর আকর্ষণে হর্ষ ও ভীতি প্রাপ্ত হইতেন, সেই কৃষ্ণকে কখন আমরা গৃহে লইয়া যাইব? অষ্টসখীরা বলিলেন—হে উদ্ধব! একবার যে সুন্দর নন্দনন্দনকে সন্দর্শন করিয়া নয়ন আর জগতের কোন বস্তু দর্শন করিতে চায় না,

শ্রোত্রযুগ্মমিহ নঃ শৃণোতি নো
বিশ্বগীতমুত বা যশঃ পরম্॥ ২০
দ্বাত্রিংশৎসখ্য ঊচুঃ।
প্রীত্যা স্বমিত্রং হি রিপুং নয়েন
লুব্ধং ধনৈশ্চ দ্বিজমাদরেণ।
গুরুং প্রণামৈ রসিকং রসেন
নির্ম্মোহনং কেন বশীকরোতি॥ ২১
শ্রুতিরূপা ঊচুঃ।
যজ্জাগরাদিষু ভবেষু পরং হ্যহেতু-
র্হেতুঃ স্বিদস্য বিচরন্তি গুণাশ্চ যেন।
নৈতদ্বিশন্তি মহদিন্দ্রিয়দেবসঙ্ঘা-
স্তস্মৈ নমোঽগ্নিমিব বিস্তৃতবিস্ফুলিঙ্গাঃ॥ ২২
ঋষিরূপা ঊচুঃ।
নৈবেশিতুঃ প্রভুরয়ং বলিনাং বলীয়ান
মায়া ন শব্দ উত নো বিষয়ীকরোতি।
তদ্ব্রহ্ম পূর্ণমমৃতং পরমং প্রশান্তং
শুদ্ধং পরাৎপরতরং শরণং গতাঃ স্মঃ॥ ২৩

দেবাঙ্গনা ঊচুঃ।
অংশাংশকাংশককলাদ্যবতারবৃন্দৈ-
রাবেশপূর্ণসহিতাশ্চ পরস্য যস্য।
সর্গাদয়ঃ কিল ভবন্তি তমেব কৃষ্ণং
পূর্ণাৎ পরং তু পরিপূর্ণতমং নতাঃ স্মঃ॥ ২৪
যজ্ঞসীতা ঊচুঃ।
শ্রীমন্নিকুঞ্জলতিকাকুসুমাকরোঽয়ং
শ্রীরাধিকাহৃদয়কণ্ঠবিভূষণোঽয়ম্।
শ্রীরাসমণ্ডলপতির্ব্রজমণ্ডলেশো
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলমহীপরিপালকোঽয়ম্॥ ২৫
রমাবৈকুণ্ঠবাসিন্য ঊচুঃ।
যো গোপিকাসকলযূথমলঞ্চকার
বৃন্দাবনং চ নিজপাদরজোভিরদ্রিম্।
যঃ সর্ব্বলোকবিভবায় বভূব ভূমৌ
তং ভূরিলীলমুরগেন্দ্রভুজং ভজামঃ॥ ২৬
শ্বেতদ্বীপসখীজনা ঊচুঃ।
যথা শিলীন্ধ্রং শিশুরশ্রমো গজঃ
স্বপুষ্করেণৈব চ পুষ্করং গিরিম্।

সেই নন্দরাজতনয় মথুরায় থাকিলে আমাদের উপায় কি হইবে, সত্বর বল। ষোড়শ সখীরা বলিলেন,—বনে মদনবর্দ্ধন মধুর বংশীরব শুনিয়া আমাদের শ্রবণযুগল এখানে আর বিশ্বসুন্দর গীত বা উত্তম যশ শুনিতে চায় না। ১১—২০। দ্বাত্রিংশৎ সখীরা বলিলেন, —প্রেম দ্বারা আপন মিত্রকে, কৌশলে শত্রুকে, ধনদ্বারা লুব্ধ ব্যক্তিকে, আদর দ্বারা দ্বিজকে, প্রণাম দ্বারা গুরুকে এবং রস দ্বারা রসিককে বশ করা যায়; কিন্তু নির্দ্দয়কে বশীভূত করা যায় কিরূপে? শ্রুতিরূপারা বলিলেন,—যিনি জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় ও জন্মের হেতু না হইয়াও এই বিশ্বের পরম হেতু, যাঁহার জন্য গুণ সকল স্ফুরিত হয়, যাঁহাতে মহদাদি ও ইন্দ্রিয় প্রবেশ করিতে পারে না, অগ্নি হইতে অগ্নিকণার ন্যায় যাঁহা হইতে দেবগণ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার। ঋষিরূপারা বলিলেন—তাঁহার উপর কেহ প্রভুত্ব করিতে সমর্থ নহে, তিনি বলীদিগেরও বলবান্ মায়া বা শব্দ তাঁহাকে জানিতে পারে না; তিনি পূর্ণব্রহ্ম, অমৃত, পরম প্রশান্ত, শুদ্ধ পরাৎপরতর, আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই। দেবাঙ্গনাগণ বলিলেন,—যে পরম দেবের অশাংশ অংশ, কলা আবেশ ও পূর্ণ প্রভৃতি অবতার সমূহ দ্বারা যাহা হইতে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার হইয়া থাকে, সেই পূর্ণ হইতেও পূর্ণ পরিপূর্ণতম কৃষ্ণকে আমরা নমস্কার করি। যজ্ঞসীতারা বলিলেন,—কৃষ্ণ সুন্দর নিকুঞ্জলতার বসন্তকাল শ্রীরাধিকার কণ্ঠভূষণ, মনোজ্ঞ রাসমণ্ডলের অধীশ্বর, ব্রজমণ্ডলে ঈশ্বর এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের মহীপাল। রমা বৈকুণ্ঠবাসিনীরা বলিলেন, —যিনি অখিল গোপীযূথের অলঙ্কার, নিজ পাদরজো দ্বারা যিনি গিরি গোবর্দ্ধন ও বৃন্দাবন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বলোকের বিভবের জন্য ভূতলে আবির্ভূত, যাঁহার লীলা অনন্ত সর্পরাজ তুল্য বিশাল ভুজশালী সেই কৃষ্ণকে ভজনা করি। শ্বেতদ্বীপবাসিনী সখীরা বলিলেন,—বিনা শ্রমে শিশু যেমন ছত্রাক

ধৃত্বা বভৌ শ্রীব্রজরাজনন্দনঃ
কৃপাকরোঽসৌ নহি বিস্মৃতঃ কচিৎ ॥২৭

ঊর্দ্ধবৈকুণ্ঠবাসিন্য ঊচুঃ।

শ্যামবর্ণময়ে নেত্রে জগচ্ছ্যামং বিপশ্যতঃ।
ন দ্বৈতং দৃশ্যতে যাসাং তাভিঃ কিং
যোগসেবনম্ ॥ ২৮

লোকাচলবাসিন্য ঊচুঃ।

স্নেহপাশো দৃঢ়োঽচ্ছিন্নো ন চ্ছিন্নো হরিণা বিনা
ছিত্বা তং মথুরাং প্রাগান্নাগপাশং যথা খগঃ ॥২৯

অজিতপদাশ্রিতা ঊচুঃ।

কৃষ্ণলগ্নং নেত্রযুগ্মং ধাবদ্দশদিশান্তরম্।
অহো ন লগ্নং কুত্রাপি পদ্মলগ্নো যথা হ্যলিঃ ॥ ৩০

শ্রীসখ্য ঊচুঃ।

কার্পণ্যেন যশো হন্তি ক্রুধা গুণগণোদয়ম্।
ধনানি ব্যসনৈর্লোকঃ কপটেনৈব মিত্রতাম্ ॥৩১

মৈথিলা ঊচুঃ।

ধনং দত্ত্বা তনুং রক্ষেত্তনুং দত্ত্বা ত্রপাং ব্যধাৎ।
ধনং তনুং ত্রপাং [illegible] হি ॥৩২

কোশলা ঊচুঃ।

ন কোঽপি জানাতি বিয়োগজাং দশাং
জীবং বিনা বক্তুমলং ন সোঽপি চ।
হৃদ্যাহৃতো বাণবিভিন্নমাত্রা-
স্মাভূৎ কদাপি প্রিয়বিপ্রযোজনম্ ॥৩৩

অযোধ্যাপুরবাসিন্য ঊচুঃ।

কৃত্বা নিরাশাং বিনিধায় চাশাং
জগাম চাশাং মথুরাপুরস্য।
যোগং চ তস্যোপরি চালিখন্নো
নির্দ্দয়িনাং চিত্রমহো বিচিত্রম্ ॥ ৩৪

পুলিন্দকা ঊচুঃ।

এনং বরং কর্তুমতীব বিহ্বলাং
সমাগতাং শূর্পণখাং পুরা বনে।
যঃ কারয়ামাস বিরূপিণীং বলাৎ
সৌমিত্রিণা তেন তু বঃ কৃপা কথম্ ॥ ৩৫

সুতলবাসিন্য ঊচুঃ

ভক্তং বলিং সত্যপরং চ ভূরিদং
নীত্বা বলিং যঃ কুপিতো ববন্ধ হ।

ধারণ করে, করী যেমন শুণ্ড দ্বারা পদ্ম তুলিয়া লয়, ব্রজরাজনন্দন কৃপাকর এই কৃষ্ণও তদ্রূপ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া শোভিত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। ঊর্দ্ধবৈকুণ্ঠ-বাসিনীরা বলিলেন,—শ্যামবর্ণময় আমাদের নেত্রে সমগ্র জগৎ শ্যামদর্শন করিতেছে; যাহারা দ্বৈত দর্শন করে না, তাহাদের আবার যোগ-সেবা কি? লোকাচলবাসিনীগণ বলিলেন,—দৃঢ় স্নেহ পাশ অচ্ছেদ্য, হরি বিনা অন্য কেহ ইহা ছিন্ন করে নাই; গরুড়ের নাগপাশ ছেদনের মত কৃষ্ণ স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া মথুরায় গমন করিয়াছেন। অজিতপদা-শ্রিতারা বলিলেন,—কৃষ্ণ-লগ্ন নেত্রদ্বয় দশ দিকে ধাবিত হইতেছে বটে, কিন্তু অহো! কমল-লগ্ন অলির ন্যায় অন্য কোন পদার্থে লগ্ন হইতেছে না। ২১—৩০। লক্ষ্মীসখীগণ বলিলেন,—কার্পণ্যে লোকের কীর্ত্তি, ক্রোধে গুণ-নিবহ, ব্যসনে ধন এবং কাপট্যে মিত্রতা নষ্ট হয়। মৈথিলসখীরা বলিলেন,—ধন বিনিময়ে তনু ও দেহ দিয়া লজ্জা রক্ষা করিবে; আর মিত্রতা রক্ষার জন্য ধন, দেহ ও লজ্জা বিসর্জ্জন দিবে। কোশলাগণ বলি-লেন,—জীব ব্যতীত অন্য কেহ বিরহব্যথা বিদিত নহে; যে জানে, সেও ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে; বরঞ্চ বাণে হৃদয় বিদ্ধ হউক, কিন্তু কখনও যেন প্রিয়বিরহ না হয়। অযোধ্যাপুরবাসিনীরা বলিলেন,—আমা-দিগকে আশা দিয়া নিরাশা করিয়া কৃষ্ণ মথুরাপুরীর দিকে চলিয়া গিয়াছেন; তদু-পরি আমাদিগকে যোগোপদেশ দিয়াছেন, অহো! নির্দ্দয়দিগের সমস্তই বৈচিত্র্যময়। পুলিন্দকাগণ বলিলেন,—ইহাঁকে পতি পাই-বার জন্য পূর্ব্বে শূর্পণখা বিহ্বলা হইয়া বনে আগমন করিয়াছিল; যিনি লক্ষ্মণ দ্বারা তাহাকে বলপূর্ব্বক বিরূপা করান, আমাদের প্রতি তাঁহার কৃপা কোথায়? সুতলবাসিনীগণ বলিলেন,—সত্যনিষ্ঠ ভূরিদ ভক্ত বলিকে লইয়া

অহো কথং তস্য করোতি সেবনং
মায়াবটোর্বামনরূপধারিণঃ ॥ ৩৬
জালন্ধর্য্য ঊচুঃ।
পুরাতিকষ্টং প্রগতেঽসুরোত্তমে
কয়াধবে ভক্তবরে ততো ভয়ম্।
ভূত্বা নৃসিংহঃ কৃতবান্ সহায়-
মহো পরা নিষ্ঠুরতা প্রদৃষ্টতে ॥ ৩৭
ভূমিগোপ্য ঊচুঃ।
অহোঽতিনির্দ্দয়িজনস্য চিত্রং
পরং চরিত্রং গদিতুং ন যোগ্যম্।
মুখেন চান্যদ্ধৃদি ভাব্যমন্য-
দ্দেবো ন জানাতি কুতো মনুষ্যঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমথুরাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে গোপীবাক্যং নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

বর্হিষ্মতীভবা ঊচুঃ।
অহো লয়াব্ধৌ কৃপয়া হরির্ধা-
মুদ্ধৃত্য বারাহতনুর্মহাত্মা।
তামন্বধাবদ্বসুমজ্জনীশ্বরো
ভূত্বা দয়ালুঃ পৃথুরাদিরাজঃ ॥ ১
লতাগোপ্য ঊচুঃ।
স্বয়ং সুধাং বা ন বিভজ্য পূর্ব্বং
ধন্বন্তরির্বিশ্বভিষগ্ মহাত্মা।
তদ্বদ্ধবৈরেষু সুরাসুরেষু
ভূত্বাথ যোষিৎ প্রদদৌ কলিপ্রিয়ঃ ॥ ২
নাগেন্দ্রকন্যা ঊচুঃ
অথেচ্ছতীমেনমহো বরং হরিঃ
সমাগতাং শূর্পণখাং মহাবনে।
চকার সৌমিত্রিসখঃ কুরূপিণী-
মহো কৃতং তস্য তয়া কিমপ্রিয়ম্ ॥ ৩
সমুদ্রকন্যা ঊচুঃ।
নিত্যং গৃহশতং যাত্রী দাত্রী দুঃখং সুখং জনান্

গিয়া যিনি কুপিত হইয়া বন্ধন করিয়াছেন, অহো! বামন বিগ্রহ সেই মায়া-বিপ্রের কেন মানুষ সেবা করে! জালন্ধরীরা বলিলেন,—পুরাকালে ভক্তবর অসুরসত্তম কয়াধুনন্দন প্রহ্লাদ অত্যন্ত দুঃখে পতিত হইলে যিনি নৃসিংহ হইয়া তাহার সহায়তা করিয়াছিলেন, অহো! তাঁহার কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা পরিদৃশ্যমান হইতেছে। ভূমিগোপীগণ বলিলেন.—অহো! অতি নির্দ্দয় জনের বিচিত্র চরিত্র কীর্ত্তনযোগ্য নহে, তাহার মুখে এক, হৃদয়ের চিন্তা অন্য; দেবতা তাহাকে চিনিতে পারে না, মনুষ্য আর কেমনে চিনিবে? ৩১—৩৮।

মথুরাখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

বর্হিষ্মতীভবারা বলিলেন,—অহো! মহাত্মা হরি কৃপা করিয়া বরাহবপু ধারণপূর্ব্বক প্রলয়-জলমগ্ন ধরাকে উদ্ধৃত করিয়া দয়াবশে আদি-রাজ পৃথুরূপে পৃথিবীবক্ষে সমস্ত বস্তুজাত সৃষ্টি করিয়াছিলেন। লতাগোপীগণ বলিলেন,—পুরাকালে তিনি স্বয়ং সুধাবণ্টন না করিয়া বিশ্ববৈদ্য মহাত্মা ধন্বন্তরি হইলেন; তাহার উপর আবার সেই কলহকুশল হরি পরস্পর বদ্ধবৈর সুরাসুর মধ্যে রমণীরূপ ধারণ করিয়া সুধা পরিবেশন করিলেন। নাগেন্দ্রকন্যাগণ বলিলেন,—অহো! সূর্পণখা ইহাঁকে পতি পাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া মহাবনে উপনীত হইলে ইনি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ দ্বারা ইহাকে কুরূপা করিয়াছিলেন, অহো! ইহাতে তাহার কি না অপকার করা হইয়াছে। সমুদ্রকন্যারা কহিলেন,—ইহার পত্নী লক্ষ্মী নিত্য শত শত

স্বীয়া কথং সুশীলা চ চঞ্চলাস্মিন কথং স্থিতা ॥৪
অপ্সরস ঊচুঃ।
অস্য প্রীত্যা কর্ণনাসে গতে বৈ রাবণস্বসুঃ।
ত্যজস্তু বার্ত্তাং তেনাপি ভবতীনাং কৃপা কৃতা॥
দিব্যা ঊচুঃ।
সর্ব্বেশ্বরো বলিং নীত্বা বলিং বদ্ধা দয়াপরঃ।
অধোঽক্ষিপন্মুক্তিনাথশ্চিত্রং তৎকথয়াভবৎ ॥ ৬
অদিব্যা ঊচুঃ।
শতরূপাযুতং শান্তং তপস্তপ্তং মনুং পুরা
দৈত্যৈর্বাধাং গতং পশ্চাদ্ররক্ষাসৌ দয়ানিধিঃ ॥ ৭
সত্ত্ববৃত্তয় ঊচুঃ।
পূর্ব্বং কষ্টগতং ভক্তং ধ্রুবং কায়াধবং চ বৈ।
পশ্চাদ্ররক্ষ কৃপয়া ন পূর্ব্বং দীনবৎসলঃ ॥ ৮
রজোবৃত্তয় ঊচুঃ।
রুক্মাঙ্গদহরিশ্চন্দ্রাম্বরীষাণাং সতাং হরিঃ।
সত্যং পরীক্ষন্ প্রদদৌ পুনর্ভাগবতীং শ্রিয়ম্ ॥ ৯

তমোবৃত্তয় ঊচুঃ।
বৃন্দা যেন ছলং প্রাপ্তা ছলিনা বলিনা পুরা।
ছলময্যা বলিন্যাদ্য কুব্জয়া ছলিতো হ্যয়ম্ ॥ ১০
কৃপাণী হ্যেকতো বক্রা ঘাতয়ন্তী জনান্ বহুন্।
কিমু কুব্জা ত্রিবক্রা চ শ্রীকৃষ্ণেন ত্রিভঙ্গিনা ॥১১
পশ্যন্তীনাং কৃষ্ণমার্গং নেত্রে দুঃখং গতে ভৃশম্।
অবধিঃ পাদবিক্ষেপং বামনস্য করোতি হি ॥ ১২
শীতত্বং ত্বগ্গতা পাদৌ শৈথিল্যং প্রগতৌ চ নঃ
মনো বিভ্রমতামুগ্রাং মাধবে মাধবং বিনা ॥ ১৩
সপত্নীহারচিহ্নাঢ্যমাগতং তমুষঃ ক্বণে।
হা দৈব কস্মিন্ সময়ে দ্রক্ষ্যামো নন্দনন্দনম্ ॥১৪
নারদ উবাচ।
ইতি কৃষ্ণং চিন্তয়ন্ত্যো গোপিকাঃ প্রেমবিহ্বলাঃ
উৎকণ্ঠিতাস্তা রুরুদুর্মূর্চ্ছিতা ধরণীং গতাঃ ॥১৫
পৃথক্ পৃথক্ সমাশ্বাস্য বচোঽভির্নয়নৈর্গুণৈঃ।
সম্বোধ্য গোপিকাঃ সর্ব্বাঃ প্রাহ রাধাং তদোদ্ধবঃ

গৃহে গমন করেন, অখিল জনের সুখ ও দুঃখ দেন, সেই স্বীয় পত্নী চঞ্চলা লক্ষ্মী ইহাতে কেমন করিয়া সুশীলা ও স্থিরা হইয়া থাকেন! অপ্সরারা বলিলেন,—ইঁহার প্রতি প্রেম করিয়া রাবণভগিনী শূর্পণখার নাসিকা ও কর্ণ গিয়াছে আপনাদের প্রতি তাঁহার কৃপা কেমনে সম্ভব! অতএব তাঁহার কথা ত্যাগ করুন। দিব্যাগণ বলিলেন,—দয়াপরবশ মুক্তিনাথ সর্ব্বেশ্বর হরি বলিরাজকে গ্রহণ ও বন্ধন করিয়া পাতালে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা অতীব বিচিত্র। অদিব্যাগণ বলিলেন,—মনু পুরাকালে শতরূপার সহিত শান্তিময় তপস্যা করিয়াছিলেন, দৈত্যগণ বিঘ্ন উৎপাদন করিলে দয়াসাগর হরি তাঁহাকে রক্ষা করেন। সত্ত্ববৃত্তিরা বলিলেন,—পুরাকালে অত্যন্ত দুঃখপ্রাপ্ত ভক্ত ধ্রুব ও কয়াধূনন্দন প্রহ্লাদকে দীনবৎসল হরি রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা অতি অপূর্ব্ব। রজোবৃত্তিরা বলিলেন,—হরি রুক্মাঙ্গদ, হরিশ্চন্দ্র ও অম্বরীষ প্রভৃতি সাধু নৃপতিগণের প্রথমে সত্য পরীক্ষা করিয়া তারপর ভাগবতী শ্রী প্রদান করেন। তমোবৃত্তিরা বলিলেন,—যে ছলী ও বলী কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পুরাকালে বৃন্দা বঞ্চিতা হইয়াছিলেন, ছলময়ী বলিনী কুব্জা কর্ত্তৃক সেই কৃষ্ণ ছলিত হইয়াছেন। ১—১০। একদিকে মাত্র বক্র, কৃপাণ বহুজন বিনাশ করে, কিন্তু ত্রিবক্রা কুব্জা ত্রিভঙ্গ ভগবান্ কৃষ্ণকদ্বারা বশীভূত হইয়াছে। কৃষ্ণের পথপানে তাকাইয়া তাকাইয়া নয়ন অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হইয়াছে, তিনি বোধ হয় রাবণের পাদক্ষেপের মত পা ফেলিয়া আসিতে বিলম্ব করিতেছেন। আমাদের চর্ম্ম শীত ও পাদদ্বয় শিথিল হইয়াছে, এই বৈশাখে কৃষ্ণ বিরহে আমাদের মন অতীব ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। তিনি কখন উষাকালে সপত্নীর হার চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া আসিবেন; হা দৈব! আমরা কখন সেই নন্দনন্দনকে সন্দর্শন করিব! নারদ বলিলেন,—প্রেমবিহ্বল গোপীগণ এইরূপে কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে উৎকণ্ঠিতা হইয়া রোদন করত মূর্চ্ছিতা হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন। তখন উদ্ধব তাঁহাদিগকে নীতিগুণান্বিত বাক্যাবলীদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ সান্ত্বনা

উদ্ধব উবাচ।

পরিপূর্ণতমে কৃষ্ণে বৃষভানুবরাত্মজে।
গন্তুমাজ্ঞাং দেহি মহ্যং নমস্তভ্যং ব্রজেশ্বরি ॥১৭
প্রতিপত্রং দেহি শুভে শ্রীকৃষ্ণায় মহাত্মনে।
তেন তং চ প্রণম্যাশু সমানেষ্যে তবান্তিকম্ ॥১৮

শ্রীনারদ উবাচ।

অথ রাধা লেখনীঞ্চ নীত্বা পাত্রং মসেত্বরম্।
সমাচারং চিন্তয়ন্তী তাবদশ্রূণি সুভ্রুবুঃ ॥ ১৯
যদ্‌যৎ পত্রং সমানীতং রাধয়া লেখনীযুতম্।
তত্তদার্দ্রীকৃতং জাতং নয়নাম্বুজবারিভিঃ ॥ ২০
অশ্রুপ্রবাহং মুঞ্চন্তীং কৃষ্ণদর্শনলালসাম্।
উদ্ধবো বিস্ময়ন্ প্রাহ রাধাং কমললোচনাম্ ॥২

উদ্ধব উবাচ।

কথং লিখসি রাধে ত্বং কথং দুঃখং করোষি হি
সর্ব্বাং তস্মৈ বদিষ্যামি ব্যথাং ত্বল্লেখনং বিনা ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য রাধয়া গতবাধয়া
সর্ব্বাভির্গোপিকাভিশ্চ পূজিতোঽভূত্তদোদ্ধবঃ ॥
নত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য রাধাং রাসেশ্বরীং পরাম্।
গোপীগণমনুজ্ঞাপ্য নত্বা নত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ২৪
রথমারুহ্য দিব্যাভং রত্নভূষণভূষিতম্।
গতভীত্যভিমানোঽসৌ সন্ধ্যায়াং নন্দমাযযৌ॥২৫
মার্ত্তণ্ড উদয়ং প্রাপ্তে নত্বা গোপীং যশোমতীম্।
নন্দরাজমনুজ্ঞাপ্য নব নন্দাংস্তদোদ্ধবঃ ॥ ২৬
বৃষভানূপনন্দাংশ্চ সমনুজ্ঞাপ্য লোকতঃ।
তথা কৃষ্ণসখান্ সর্ব্বান্ রথমারুহ্য নির্গতঃ ॥ ২৭
দূরং তমনুগাঃ সর্ব্বে গোপা গোপীগণাস্তথা।
স নিবৃত্ত্যাথ তান্ স্নেহাদুদ্ধবো মথুরাং যযৌ ॥২৮
একান্তে চাক্ষয়বটে কৃষ্ণাতীরে মনোহরে।
নত্বা কৃষ্ণং পরিক্রম্য প্রেমগদ্গদয়া গিরা।
প্রাহ স্রবন্নেত্রপদ্ম উদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ ॥ ২৯

উদ্ধব উবাচ।

কিং দেব কথনীয়ং মে ভবতোঽশেষসাক্ষিণঃ।

করিয়া সমস্ত গোপীকেই প্রবোধ দান করত রাধাকে বলিলেন,—হে বৃষভানুনন্দিনি! পরিপূর্ণতম কৃষ্ণের নিকট গমনে আমায় অনুমতি প্রদান করুন, হে ব্রজেশ্বরি! আপনাকে নমস্কার। হে শুভে! মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যুত্তরপত্র প্রদান করুন। তাহা দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া সত্বর আপনার সমীপে তাঁহাকে আনয়ন করিব। নারদ বলিলেন.—অনন্তর রাধা সত্বর লেখনী ও মসীপাত্র গ্রহণ করিলেন, সমাচার চিন্তা করিতে করিতে অশ্রু মোচন করিলেন; রাধা লেখনী যুক্ত যে যে পত্র আনয়ন করিতে লাগিলেন, নয়ন কমলের জলে সে সমস্তই আর্দ্র হইয়া গেল। কৃষ্ণদর্শনলালসায় কমলনয়না রাধা অশ্রু প্রবাহ মোচন করিতে থাকিলে তদ্দর্শনে বিস্মিত উদ্ধব তাঁহাকে বলিলেন ।১১—২১। উদ্ধব বলিলেন,—হে রাধে! আপনি আর কেন লিখিতেছেন, আর কিজন্য দুঃখ করিতেছেন। আপনার লিখিত পত্র ব্যতীত আমি সর্ব্ববেদনা তাঁহাকে নিবেদন করিব। নারদ বলিলেন,—উদ্ধবের এই কথা শুনিয়া রাধার বাধা বিগত হইল, তিনি সমস্ত গোপীসহ তখন উদ্ধবের সৎকার করিলেন; উদ্ধবও পরমা-রাসেশ্বরী রাধাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া গোপীগণের অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক বার বার প্রণাম করত রত্নভূষণভূষিত দিব্যদ্যুতি রথে আরোহণ করিলেন। উদ্ধব ভয় ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার সময় নন্দমন্দিরে গমন করিলেন এবং প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইলে গোপী যশোমতীকে প্রণতি করিয়া লৌকিক রীতি অনুসারে নন্দরাজ নব নন্দ বৃষভানু, উপনন্দ এবং কৃষ্ণসখা প্রভৃতির অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণে নির্গত হইলেন। অনন্তর গোপ ও গোপীগণ বহুদূর পর্য্যন্ত উদ্ধবের অনুগমন করিলেন। উদ্ধবও সস্নেহে তাঁহাদিগকে নিবর্ত্তিত করিয়া মথুরায় উপনীত হইলেন। তিনি একান্তে মনোহর যমুনাতীরের অক্ষয়বটমূলে কৃষ্ণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রেম গদ্গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন; সুবুদ্ধি উদ্ধবের নয়নপদ্ম হইতে তখন অশ্রু ক্ষরিত হইল। উদ্ধব বলিলেন,—আপনি অশেষ

বিধৎস্ব শং রাধিকায়া গোপীনাং দেহি দর্শনম্‌ ॥
শ্রীকৃষ্ণং দেবদেবেশং সমানেষ্যে তবান্তিকম্‌।
ইত্থং বাক্যঞ্চ মে ভূতং রক্ষ রক্ষ কৃপানিধে ॥৩১
প্রহ্লাদরুক্মাঙ্গদয়োঃ প্রতিজ্ঞাং
বলেশ্চ খট্টাঙ্গনৃপস্য সাক্ষাৎ।
যথাম্বরীষধ্রুবয়োস্তথা মে
কৃতাং চ ভক্তেশ্বর রক্ষ রক্ষ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং শ্রীমথুরাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে উদ্ধবাগমনং নামাষ্টা-দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
ইত্থং নিশম্য ভক্তস্য বচনং ভক্তবৎসলঃ।
স্মৃত্বা বাক্যং স্বকথিতং গন্তুং চক্রেঽচ্যুতো মতিম্‌
বলদেবং স্থাপয়িত্বা কার্য্যভারেষু সর্ব্বতঃ।
হেমাঢ্যং কিঙ্কিণীজালং চঞ্চলাশ্বনিয়োজিতম্‌ ॥২
রথমারুহ্য সূর্য্যাভমুদ্ধবেন সমন্বিতঃ।
ভক্তানাং দর্শনং দাতুং প্রযযৌ নন্দগোকুলম্‌ ॥৩
গোবর্দ্ধনং গোকুলং চ পশ্যন্‌ বৃন্দাবনং বনম্‌।
প্রাপ্তোঽভূৎ পুলিনে কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাতীরে মনোহরে
কোটিশঃ কোটিশো গাবো দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং ব্রজাধিপম্‌
আধাবন্ত্যঃ সর্ব্বতস্তং স্নেহস্নুতপয়োধরাঃ ॥ ৫
উদাস্যকর্ণবালাশ্চ রম্ভমাণাঃ সবৎসকাঃ।
মুখে কবলসংযুক্তা অশ্রুমুখ্যো গতব্যথাঃ ॥ ৬
সরথং সারুণং সাশ্বং শরদর্কং যথা ঘনাঃ।
রুরুধুস্তং রথং রাজন্নুদ্ধবস্য প্রপশ্যতঃ ॥ ৭
শ্রীগোপালো হরিস্তাসাং বদন্নাম পৃথক্‌ পৃথক্‌।
শ্রীহস্তেন তদঙ্গানি স্পৃশন্‌ হর্ষং জগাম হ ॥ ৮
তৎসমীপে গবাং বৃন্দং গতং বীক্ষ্য ব্রজার্ভকাঃ।
শ্রীদামাদ্যা বিস্মিতাশ্চ দূরাদূচুঃ পরস্পরম্‌ ॥ ৯

সাক্ষী, আপনাকে বলিবার আমার কি আছে; আপনি রাধিকার মঙ্গল বিধান করুন—গোপীগণকে দর্শন দিউন। আমি সেখানে বলিয়াছি—"দেবেশ শ্রীকৃষ্ণকে আপনার নিকট আনয়ন করিব।" হে কৃপাসাগর! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। হে ভক্তেশ্বর! আপনি যেরূপ প্রহ্লাদ, রুক্মাঙ্গদ, বলি, খট্টাঙ্গ নৃপ, ধ্রুব ও অম্বরীষের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমারও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।২২—৩২।

মথুরাখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—ভক্তবৎসল ভগবান্‌ কৃষ্ণ উদ্ধবের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় কথিত বাক্যের স্মরণ করত গমনে মনন করিলেন, এবং সর্ব্বদিকে সমস্ত কার্য্যভারে বলরামকে নিয়োজিত করিয়া চঞ্চল অশ্ব-চালিত স্বর্ণময় কিঙ্কিণীজালযুক্ত দিবাকরপ্রভ রথে আরোহণপূর্ব্বক উদ্ধবের সহিত ভক্তগণকে দর্শন দিবার জন্য নন্দ গোকুলে গমন করিলেন। তিনি গোবর্দ্ধন, গোকুল ও বৃন্দাবন সন্দর্শন করিতে করিতে মনোরম যমুনাতীরের পুলিনস্থলে উপস্থিত হইলেন। কোটি কোটি গো ব্রজপতি কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া সকল দিক্‌ হইতে ধাবমানা হইয়া, তাঁহার সমীপে আগমন করিল, স্নেহে তাহাদের পয়োধর হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইল। সেই সকল গো ও গোবৎসসমূহ কর্ণ ও পুচ্ছ উচ্চ করিয়া দৌড়াইল, তাহাদের মুখে ঘাস ছিল ও নয়ন হইতে অশ্রু বিগলিত হইয়াছিল। তাহাদের কোন দুঃখ ছিল না। হে রাজন্‌! দর্শন করিয়া গোগণ উদ্ধবের সমক্ষে অরুণ-সারথি রথ ও অশ্বের সহিত শরৎকালীন সূর্য্যকে মেঘের মত রথ রোধ করিল। গোপাল কৃষ্ণ তাহাদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ নামোচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীহস্ত দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জনাদি করিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীদামাদি গোপবালকবৃন্দ গো-গণকে দলে দলে কৃষ্ণসমীপে আসিতে দেখিয়া

গোপা উচুঃ।

রথং সকুম্ভধ্বজবায়ুবেগং
সুকাংস্যপত্রধ্বনিনিস্বনং তম্।
শতাশ্বযুক্তং শতসূর্য্যশোভং
গাবঃ কথং বা রুরুধুঃ সখায়ঃ॥ ১০
অন্যো ন চাস্মিন্ হি গবাং প্রহর্ষণে
রায়াতি কিন্তু ব্রজরাজনন্দনঃ।
স্ফুরন্তি চাঙ্গানি হি দক্ষিণানি নঃ
শ্রীনীলকণ্ঠঃ প্রতনোঽস্তি তোরণম্॥ ১১

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্থং বিচার্য্য মনসা গোপাঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ।
দদৃশুর্মাধবং মিত্রং গতং বস্তু যথা জনাঃ॥ ১২
অবপ্লুত্য রথাৎ কৃষ্ণঃ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্।
পুরো নিধায় তান্ সর্ব্বান্ দোর্ভ্যাং
তৎপ্রেমবিহ্বলঃ॥ ১৩
মুঞ্চন্নেত্রাম্বুবারীণি পরিরেভে পৃথক্ পৃথক্।
অহো ভক্তেশ্চ মাহাত্ম্যং বক্তুং কোঽস্তি মহীতলে
তে সর্ব্বে রুরুদুর্গোপা মুঞ্চন্তোঽশ্রূণি মৈথিল।
প্রবক্তুং ন সমর্থাঃ শ্রীকৃষ্ণবিক্ষেপবিহ্বলাঃ॥ ১৫
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাদ্দেবো মধুরয়া গিরা।
আশ্বাসয়ামাস নতান্ প্রেমানন্দসমাকুলান্॥ ১৬
উদ্ধবঃ প্রেষিতো বক্তুং শ্রীকৃষ্ণেনার্ভকৈঃ সহ।
আগতং কথয়ামাস শ্রীকৃষ্ণং নন্দপত্তনে॥ ১৭
শ্রুত্বাগতং নন্দসূনুং শ্রীকৃষ্ণং গোপবল্লভম্।
আনেতুং নির্গতাঃ সর্ব্বে পরিপূর্ণমনোরথাঃ॥ ১৮
ভেরীমৃদঙ্গৈঃ পটহৈঃ কলস্বনৈ-
রপ্‌পূর্ণকুম্ভৈর্দ্বিজবেদঘোষণৈঃ।
গন্ধাক্ষতৈর্মঙ্গললাজমিশ্রিতৈঃ
শ্রীনন্দরাজোঽভিযযৌ যশোদয়া॥ ১৯
ততঃ পুরস্কৃত্য মদোন্নতং গজং
সিন্দূরশুণ্ডাধৃতহেমশৃঙ্খলম্।
সমাযযৌ শ্রীবৃষভানুমুখ্যো
ভাস্বাকৃতিস্তত্র কলাবতীযুতঃ॥ ২০
নন্দোপনন্দা বৃষভানবশ্চ
গোপাশ্চ বৃদ্ধাস্তরুণার্ভকাশ্চ।

বিস্মিত হইলেন এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন। ১—৯। গোপগণ বলিলেন,—হে সখাগণ! কলস ও ধ্বজপতাকাদি শোভিত ঘণ্টা ও কিঙ্কিণীজালের ধ্বনিমণ্ডিত শতাশ্বযুক্ত শত সূর্য্যপ্রভ বায়ুবদ্ বেগগামী এই রথ গোগণ কেন রুদ্ধ করিল? রথে অন্য কেহ নহেন, গোগণের হর্ষণকারী ব্রজরাজতনয় কৃষ্ণই আসিয়েছেন; আমাদের দক্ষিণাঙ্গ স্ফুরিত হইতেছে ও ময়ূরগণ তোরণ দ্বারে আসিয়া পড়িতেছে। নারদ বলিলেন,—সমাগত গোপগণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া অপহৃত বস্তুর দর্শনের ন্যায় মিত্র মাধবকে দর্শন করিতে লাগিলেন। পরিপূর্ণতম স্বয়ং কৃষ্ণ রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইলেন এবং প্রেমবিহ্বল হইয়া গোপগণকে পৃথক্ পৃথক্ সম্মুখে টানিয়া আনিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। অহো! ভক্তের মহিমা বলিতে ভূতলে কে সমর্থ? হে মৈথিল সেই গোপগণও অশ্রু মোচন করত রোদন করিল, কৃষ্ণ প্রেমে বিহ্বল ও বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া কিছুই বলিতে পারিল না। পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মধুর বাক্যে প্রেমানন্দসমাকুল নত গোপগণকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। স্বীয় আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপনার্থ কৃষ্ণকর্তৃক বালকগণের সহিত উদ্ধব প্রেরিত হইলেন, তিনি নন্দনগরে কৃষ্ণাগমনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন, গোপপ্রিয় নন্দনন্দন কৃষ্ণের আগমন সংবাদ শুনিয়া সকলেই পূর্ণ মনোরথ হইল এবং সকলেই তাঁহাকে আনিবার জন্য মধুরধ্বনি ভেরী, মৃদঙ্গ, ঢক্কা ও জলপূর্ণ কুম্ভ বেদগামী দ্বিজ, লাজমিশ্রিত গন্ধ ও অক্ষত প্রভৃতি মঙ্গলময় দ্রব্য সমভিব্যাহারে নির্গত হইল; তৎসঙ্গে নন্দরাজও যশোদার সহিত গমন করিলেন। অনন্তর সূর্য্যসদৃশ প্রভাযুক্ত বৃষভানুবর কলাবতীর সহিত মদোন্মত্ত গজারোহণে সমাগত হইলেন; ঐ হস্তীর শুণ্ড স্বর্ণশৃঙ্খল শোভিত ও সিন্দূরবর্ণ। ১০—২০। নন্দ, উপানন্দ, বৃষভানু, অন্যান্য বৃদ্ধ গোপ

প্রযেযু গুঞ্জাপারিপিচ্ছযুক্তা
বিনির্গতাঃ পূর্ণমনোরথাস্তে ॥ ২১
গায়ন্ত আরাম্রূপ নন্দনন্দনং
নৃত্যন্ত আচালিতপীতবাসসঃ।
বংশীধরা বেত্রবিনোদপাণয়ঃ
প্রহর্ষিতা দর্শনলালসা ভৃশম্ ॥ ২২
সখীমুখেভ্যো হরিমাগতং পরং
নিশম্য রাধা শয়নাৎ সমুত্থিতা।
তাভ্যঃ স্বভূষাঃ প্রদদৌ প্রহর্ষিতা
প্রীতা স্বগন্ধৈঃ নবপদ্মিনী যথা ॥ ২৩
দ্বাত্রিংশদষ্টৌ কিল ষোড়শ দ্বে
যূথৈর্যুতা মৈথিল গোপিকানাম্।
আরুহ্য রাধা শিবিকাং মনোজ্ঞাং
সমাযযৌ শ্রীধরদর্শনার্থম্ ॥ ২৪
তথাহি গোপাঃ কিল কোটিশশ্চ
ত্যক্ত্বাথ সর্ব্বং স্বগৃহস্থ কৃত্যম্।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণা নৃপেশ
সমাযযুঃ প্রেমপরায়নোঙ্গাঃ ॥ ২৫
সর্ব্বং ব্রজং পাদপগোমৃগদ্বিজং
প্রেমাতুরং বীক্ষ্য সমাগতং কিমু।
শ্রীনন্দরাজং পিতরং চ মাতরং
ননাম কৃষ্ণঃ কৃতমস্তকাঞ্জলিঃ ॥ ২৬
শ্রীনন্দরাজস্তনয়ং চিরাগতং
প্রগৃহ্য দোর্ভ্যাং হৃদয়ে নিধায় তম্।
সংস্নাপয়ামাস সুনেত্রজৈর্জলৈ-
র্যশোদয়া প্রাপ্তমনোরথশ্চিরাৎ ॥ ২৭
নন্দোপনন্দান্ বৃষভানুবৃদ্ধান্
সর্ব্বাননমস্কৃত্য চ তৎকৃতাশীঃ।
তথা বয়স্যৈশ্চ পরস্পরং বা
লঘূংশ্চ হস্তগ্রহণৈঃ স্থিতোঽভূৎ ॥ ২৮
ততঃ সমারুহ্য রথং হরিঃ স্বয়ং
নিধায় নন্দং চ গজে যশোদয়া।
নন্দোপনন্দৈঃ সহিতো গবাং গণৈঃ
শ্রীনন্দরাজস্য পুরং বিবেশ সঃ ॥ ২৯
তদৈব দেবাঃ কিল পুষ্পবর্ষা-
মাচারলাজান্ পুরগোপিকাশ্চ।
প্রচক্রিরে তত্র জয়েতি মঙ্গলং
শব্দং চ গোপা গৃহমাগতে হরৌ ॥ ৩০

যুবক ও বালকগণ মাল্য, বংশী, গুঞ্জা ও ময়ূর-পুচ্ছ দ্বারা পরিশোভিত হইয়া আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে নির্গত হইলেন; হে নৃপ! তাঁহারা দূর হইতে নন্দনন্দনের গুণগান করত পীতবসন পরিচালিত করিয়া নৃত্য করিলেন; শৃঙ্গ ও বংশীধর বেত্রকর প্রহৃষিত গোপগণ দর্শন লালসায় অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। রাধা সখী-মুখে প্রিয় কৃষ্ণাগমনবার্ত্তা বিদিত হইয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং নবীনা পদ্মিনীর স্বীয় সুগন্ধ বিতরণের মত আনন্দিত হইয়া নিজ ভূষণ সকল সেই সখীগণকে বিতরণ করিলেন। হে মৈথিল! রাধা গোপীগণের বত্রিশ আট ষোল দুই প্রভৃতি যূথের সহিত মনোহর শিবিকারোহণে কৃষ্ণ দর্শনার্থ সমাগতা হইলেন; এতদ্ভিন্ন অন্য কোটী কোটী গোপী নিজ গৃহকৃত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগমন করি-লেন, তাঁহাদের বসন ও ভূষণ বিপর্য্যস্ত দেহ ও মন প্রেমবশে চঞ্চল হইল। হে নৃপবর! অধিক কি, বৃক্ষ, গো, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি সহ সমস্ত ব্রজপুর প্রেমাতুর হইল, তদ্দর্শনে কৃষ্ণ পিতা নন্দরাজ ও মাতা যশোদাকে মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। নন্দরাজ বহুদিন পরে সমাগত পুত্রকে বাহুদ্বয়ে ধারণ ও হৃদয়ে স্থাপন করিয়া নেত্রজলে অভিষিক্ত করি-লেন, যশোদারও অনেকদিন পরে মনোরথ পূর্ণ হইল। ২১—২৭। নন্দ, উপনন্দ, বৃষভানু ও অপর বৃদ্ধ গোপগণকে কৃষ্ণ নমস্কার করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন; বয়স্য-গণের সহিত পরস্পর যোগ্য অভিবাদন এবং কনিষ্ঠগণের কর ধরিয়া উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণ স্বয়ং রথে আরোহণ করিলেন, নন্দ ও যশোদাকে গজে আরোহণ করাই-লেন এবং গোগণসহ নন্দ ও উপনন্দ সমভি-ব্যাহারে নন্দভবনে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণ গৃহাগত হইলে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি ও গোপপুরনারীরা মঙ্গল লাজবর্ষণ এবং জয়

ধন্যঃ সখা তে পরমুদ্ধবোঽয়-
মনেন সাক্ষাৎ কিল দর্শিতোঽত্র।
ত্বং জীবনং গোপজনস্য গোপা
উচুর্গিরা গদ্গদয়েদমার্ত্তাঃ ॥ ৩১
ইদং ময়া তে কথিতং নৃপেশ
পুনর্ব্রজে হ্যাগমনং হরেশ্চ।
কিমিচ্ছসি শ্রোতুমথো সুরাসুরৈঃ
পরং চরিত্রং শুভদং বিচিত্রম্ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং মথুরাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে শ্রীকৃষ্ণাগমনোৎসবো
নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

বহুলাশ্ব উবাচ।

অগ্রে চকার কিং সাক্ষাদ্ভগবান্ ব্রজমণ্ডলে।
রাধায়ৈ গোপিকাভ্যশ্চ কথং স্বিদ্দর্শনং দদৌ॥১
গোপীমনোরথং কৃত্বা মথুরামাজগাম হ।
এতন্মে ব্রূহি বিপ্রেন্দ্র ত্বং পরাবরবিত্তমঃ ॥ ২

নারদ উবাচ।

সন্ধ্যায়াং রাধয়াহূতঃ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।
একান্তে শীতলং শশ্বজ্জগাম কদলীবনম্ ॥ ৩
স্ফারাস্ফুরন্মেঘগৃহং রম্ভাচন্দনচর্চ্চিতম্।
কৃষ্ণামরুৎসীকরং চ সুধারশ্মিগলৎসুধম্ ॥ ৪
এতাদৃশং বনং রাধাবিয়োগানলবর্চ্চসা।
ভস্মীভূতং হি সততং কৃষ্ণাশা তাং হি রক্ষতি ॥৫
তত্রৈব সর্ব্বে গোপীনাং শতযূথাঃ সমাগতাঃ।
তস্যৈ নিবেদনং চক্রুর্মাধবাগমনস্য হি ॥ ৬
উত্থায় সহসা সাক্ষাদ্বৃষভানুবরাত্মজা।
আনেতুমাযযৌ কৃষ্ণং সখীভিঃ পরিবারিতা ॥৭
দদাবাসনপাদ্যার্ঘ্যাদ্যুপচারান্মনোহরান্
বদন্তী সাদরং বাক্যং কুশলং কুশলাধিকা ॥ ৮
যুবকন্দর্পকোটীনাং মাধুর্য্যহারিণং হরিম্।
দৃষ্ট্বা রাধা জহৌ দুঃখং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বা গুণং যথা ॥৯
প্রসন্না তত্র শৃঙ্গারমকরোৎ কীর্ত্তিনন্দিনী।
তয়া নাকারি শৃঙ্গারঃ পান্থে কৃষ্ণে গতে সতি ॥

জয় মঙ্গলধ্বনি করিলেন। আর্ত্ত গোপগণ গদ্গদ বাক্যে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলি-লেন;—তোমার প্রিয়সখা উদ্ধব ধন্য, এই উদ্ধবই আমাদিগকে এইখানে তোমাকে দর্শন করাইলেন; তুমি গোপজনের জীবন। হে নৃপেশ! এই আমি তোমার নিকট পুনরায় হরির ব্রজাগমন বর্ণন করিলাম, অনন্তর হরির কোন সুরাসুর-পূজিত পরম শুভপ্রদ বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর। ২১—৩২।

মথুরাখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি পরাবরবিৎ-প্রবর. অতঃপর ভগবান্ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ব্রজমণ্ডলে কি করিলেন, কেমন করিয়া রাধা ও গোপীগণকে দর্শন দিলেন এবং গোপীগণের মনোরথ পূর্ণ করিয়া মথুরায় আগমন করিলেন, তাহা আমাকে বলুন। নারদ বলিলেন,—সন্ধ্যার সময় রাধাকর্ত্তৃক আহূত হইয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নির্জ্জন শীতল কদলীবনে আগমন করিলেন। সেই কদলী কাননের অতিশয় বিকাশমান ধারাগৃহ রম্ভা-চন্দনচর্চ্চিত, সমীরণ ও যমুনা জল শীকরযুক্ত; চন্দ্ররশ্মিযোগে তথায় সুধা বিগলিত হয়, এতাদৃশ বন ও রাধার বিরহানলে দগ্ধ হইত, কেবল কৃষ্ণের আগমনাশা রাধাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়াছে। সেই কাননে গোপীগণের শত শত যূথ সমাগত হইয়া রাধাকে মাধবের আগমন-বার্ত্তা নিবেদন করিল। অতিনিপুণা বৃষভানু-বরাত্মজা সাক্ষাৎ রাধা সহসা উত্থিত হইয়া কৃষ্ণকে আনিবার জন্য সখীগণ সমভিব্যাহারে আগমন এবং আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি মনোহর উপচার প্রদানপূর্ব্বক সাদরে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ১—৮। যুবা কোটি কন্দ-র্পের মাধুর্য্যহারী হরিকে দেখিয়া রাধা ব্রহ্ম জ্ঞানে গুণত্যাগের ন্যায় বিরহদুঃখ বিসর্জ্জন করিলেন। কীর্ত্তিকুমারী রাধা প্রসন্ন হইয়া তথায়

ন চন্দনং চ তাম্বূলং ভোজনং চ সুধাসমম্।
ন কৃতং দিব্যশয়নং হাস্যং বা ন কৃতং ক্বচিৎ ॥১১
পরিপূর্ণতমং কৃষ্ণং পরিপূর্ণতমপ্রিয়া।
আনন্দাশ্রূণি মুঞ্চন্তী প্রাহ গদ্‌গদয়া গিরা ॥ ১২
রাধোবাচ।
কিয়দ্দূরে যদুপুরী নাগতঃ কিং করোষি হি।
কিং বদেয়ং রহো দুঃখং ভবতোঽশেষসাক্ষিণঃ ॥
সৌদাসরাজমহিষী দময়ন্তী চ মৈথিলী।
নাস্ত্যত্র কাং পুরস্কৃত্য বদেয়ং বিরহং রিপুম্ ॥ ১৪
মৎসমানাশ্রয়া গোপ্যো গদিতুং ন ক্ষমাঃ ক্বচিৎ
শরচ্চন্দ্রং চকোরীব ময়ূরীব ঘনং নবম্ ॥ ১৫
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রং ত্বাং ঘনশ্যামং সমুৎসহে।
তব সখ্যোদ্ধবেনাশু ধন্যেন ত্বং প্রদর্শিতঃ।
অন্যঃ কোঽপি ব্রজে নাস্তি যস্য প্রেম্ণা ত্বমাগতঃ
নারদ উবাচ।
এবং বদন্তীং সততং রুদন্তীং
পরাং প্রিয়াং বীক্ষ্য ঘৃণাতুরাঙ্গঃ।
আশ্বাসয়ামাস নয়েন সদ্যঃ
প্রগৃহ্য দোর্ভ্যাং প্রবদন্ সুনেত্রঃ ॥ ১৭
শ্রীভগবানুবাচ।
মা শোকং কুরু রাধে ত্বং ত্বৎপ্রীত্যাঽহং সমাগতঃ
আবয়োর্ভেদরহিতং তেজশ্চৈকং দ্বিধা জনৈঃ ॥১৮
যথা হি দুগ্ধধাবল্যে তথাবাং সর্ব্বদা শুভে।
যত্রাহং ত্বং সদা তত্র বিশ্লেষো নহি চাবয়োঃ ॥১৯
পূর্ণং ব্রহ্ম পরং চাহং তটস্থা ত্বং জগৎপ্রসূঃ।
বিশ্লেষ আবয়োর্মধ্যে মৃষাজ্ঞানেন পশ্য সৎ ॥২০
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা জলং সূক্ষ্মরূপং তেজো ব্যাপ্তং যথৈধসি ॥
অন্তর্বহির্যথা পৃথ্বী পৃথগ্‌ভূতা বরাননে।
তথা বিকাররহিতোঽমলবত্রিগুণৈরহম্ ॥ ২২
তথা ত্বং পশ্য মদ্ভাবং সদানন্দো ভবেত্ততঃ।

শৃঙ্গার বেশ করিলেন, কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে তিনি শৃঙ্গার করেন নাই। ঐ সময় তিনি চন্দন লেপন, সুধাসম তাম্বুল ভোজন, দিব্য শয্যায় শয়ন বা কখনও হাস্য করেন নাই। সম্প্রতি পরিপূর্ণতম-প্রিয়া রাধা অশ্রু মোচন করিতে করিতে পরিপূর্ণতম কৃষ্ণকে গদ্‌গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন। রাধা বলিলেন,—মথুরা অল্পদূরে বিদ্যমানা, তথাপি আগমন কর নাই, সেখানে কি করিতেছিলে? তুমি অশেষ সাক্ষী, সুতরাং তোমাকে বিরহ-দুঃখ আর কি বলিব? সৌদাস রাজ-মহিষী, দময়ন্তী বা জনক দুহিতা সীতা এখানে নাই যে, তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া আমার বিরহ রিপুর বর্ণন করিব। গোপীগণ ত আমারই সমান আশ্রিতা তাহারা কখনও কিছু বলিতে সমর্থ নহে, চকোরীর শরচ্চন্দ্র ও ময়ূরীর নবমেঘবৎ ঘনশ্যাম শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র তুমি আমার প্রিয়; তোমার মিত্র উদ্ধব ধন্য, তাঁহারই জন্য আমরা তোমাকে দেখিতে পাইলাম। ব্রজে অন্য এমন কেহ নাই—যাহার প্রেমে তুমি আসিতে পার। ৫—১৬। নারদ বলিলেন, পরম প্রিয়া রাধাকে এই প্রকার বলিতে ও সতত রোদন করিতে দেখিয়া কৃষ্ণের দেহে দয়া আসিল; তিনি রাধাকে বাহুদ্বয়ে ধরিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করত নীতিবাক্যে সদ্য প্রবোধিত করিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে রাধে! তুমি শোক করিও না, তোমারই প্রীতির জন্য আমি আসিয়াছি। আমাদের উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই, আমরা উভয়ে একই-তেজ, সাধারণ মানবেরা দ্বিধা বোধ করিয়া থাকে। হে শুভে! দুগ্ধ ও তাহার ধবলতার মত আমরা সর্ব্বদা ভেদরহিত। আমি যেখানে, তুমিও সর্ব্বদা সেইখানে, আমাদের উভয়ের বিয়োগ হয় না। আমি পূর্ণ পরমব্রহ্ম, তুমি জগৎপ্রসবিনী তটস্থা প্রকৃতি; মিথ্যা জ্ঞানেই আমাদের মধ্যে ভেদ দর্শন হইয়া থাকে। আকাশস্থ মহান্ বায়ু যেমন নিত্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, জল যেমন সূক্ষ্মরূপে পরিব্যাপ্ত, অগ্নি যেমন কাষ্ঠমধ্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, স্থূল সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতা পৃথিবীর সত্তাও যেমন ভিতরে বাহিরে, রহিয়াছে; হে বরাননে! সেইরূপ গুণবিকাররহিত অমল আমিও সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছি।

অহং মমেতি ভাবেন দ্বিতীয়োঽস্তি বরাননে ॥২৩
যাবদ্‌ঘনে মধ্যগতস্তমস্থিতঃ
স্বং রূপমর্কং নহি দৃক্ প্রপশ্যতি।
তাবৎ পরাত্মানমসৌ প্রধানজৈ-
র্গুণৈস্তথা তেষু গতেষু পশ্যতি ॥ ২৪
গুণেষু সক্তং কিল বন্ধনায়
রক্তং মনঃ পুংসি চ মুক্তয়ে স্যাৎ।
মনো দ্বয়োঃ কারণমাহুরারা-
জ্জিত্বাথ তৎ কৌ বিচরেদসঙ্গঃ ॥২৫
সর্ব্বং হি ভুবং মনসঃ পরস্পরং
নহ্যেকতো ভামিনি জায়তে ততঃ।
প্রেমৈব কর্ত্তব্যমতো ময়ি স্বতঃ
প্রেম্ণা সমানং ভুবি নাস্তি কিঞ্চিৎ ॥২৬
নারদ উবাচ।
ইতি বাক্যং হরেঃ শ্রুত্বা প্রসন্না কীর্ত্তিনন্দিনী।
গোপিকাভিঃ সমং কৃষ্ণং পূজয়ামাস মাধবম্ ॥২৭

অথ রাত্র্যাং হরিঃ সাক্ষাৎ কার্ত্তিক্যাং রাসমণ্ডলে
গত্বা ননাদ মুরলীং গোপীভী রাধয়া সহ ॥ ২৮
যমুনানিকটে রাজন্ রাধয়া রাধিকাপতিঃ
রামাভিঃ সুন্দরীভিশ্চ রাসরঙ্গে ররাজ হ ॥ ২৯
যাবতীর্গোপিকা রাসে তাবদ্রূপধরো হরিঃ।
রেমে বৃন্দাবনে দিব্যে হরির্বৃন্দাবনেশ্বরঃ ॥ ৩০
ক্বণন্নূপুরমঞ্জীরো বনমালাবিরাজিতঃ।
পীতাম্বরঃ পদ্মধারী প্রভাতার্ককিরীটধৃক্ ॥ ৩১
বিদ্যুল্লতাস্ফুরৎপ্রোদ্যদ্ধেমকুণ্ডলমণ্ডিতঃ।
বেত্রভৃদ্বাদয়ন্ বংশীং নটবেষো ঘনদ্যুতিঃ ॥ ৩২
স্ফুরৎকৌস্তুভরত্নাঢ্যঃ প্রচলৎস্নিগ্ধকুণ্ডলঃ।
ররাজ রাধয়া রাসে যথা রত্যা রতীশ্বরঃ ॥ ৩৩
শচ্যা শক্রো যথা স্বর্গে ঘনশ্চঞ্চলয়া যথা।
বৃন্দয়া বৃন্দকারণ্যে তথা বৃন্দাবনেশ্বরঃ ॥ ৩৪
বৃন্দাবনং চ পুলিনং বনান্যুপবনানি চ।
পশ্যন্ গোপীগণৈঃ সার্দ্ধং গিরিং গোবর্দ্ধনং যযৌ
গোপীনাং শতযূথানাং মানং বীক্ষ্য ব্রজেশ্বরঃ।

তুমি সর্ব্বদা আমায় এইরূপভাবে সন্দর্শন কর, তাহা হইলে তোমার সর্ব্বদা আনন্দ থাকিবে। হে বরাননে! আমি আমার ... বুদ্ধি যুক্ত আমার আর এক পৃথক্‌ভাব আছে। সূর্য্য যে পর্য্যন্ত মেঘে আবৃত থাকে, ততকাল যেমন তাহার রূপ দেখা যায় না, তদ্রূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন গুণ যে পর্য্যন্ত বর্ত্ত- ... স্বরূপ দর্শন হয়। গুণাসক্ত মন নিশ্চয়ই বন্ধনের কারণ; আর পরমাত্মসক্ত মন মানবের মুক্তির হেতু। বন্ধন ও মুক্তি এই উভয়েরই কারণ মন, অতএব দূর হইতে মনকে জয় করিয়া অনাসক্তভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করিবে। হে ভামিনি! মনের সকল ভাব পরস্পর এক স্থানে থাকিতে পারে না, অতএব আপনা হইতে আমাতে প্রেমই কর্ত্তব্য, ভূমিতলে প্রেমের সমান কিছু নাই। ১৭—২৬। নারদ বলিলেন,—কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কীর্ত্তিনন্দিনী রাধা প্রসন্ন হইলেন এবং গোপিকাগণের সহিত মিলিত হইয়া মাধবের পূজা করিলেন। অনন্তর রাধাপতি স্বয়ং কৃষ্ণ কার্ত্তিক পূর্ণিমায় রাধিকা ও গোপীগণের রাসমণ্ডলে আসিয়া মুরলী ধ্বনি করিলেন এবং হে রাজন্! তিনি যমুনাতীরের ঐ রাসমণ্ডলে সুন্দরী গোপরমণীগণের সহিত রাসরঙ্গে বিরাজিত হইলেন। রাসে যত গোপিকা ছিল, তত কৃষ্ণ হইয়া বৃন্দাবনেশ্বর হরি দিব্য বৃন্দাবনে রমমাণ হইলেন। ক্বণধ্বনিযুক্ত নূপুর ও মঞ্জীর শোভিত বনমালী পীতাম্বর পদ্মহস্ত প্রভাত-তপনতুল্য কিরীটধারী প্রস্ফুরিত বিদ্যুদ্‌জাল সদৃশ উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডলমণ্ডিত বেত্রধর মেঘকান্তি নটবরবেশী বংশীবাদনতৎপর প্রদীপ্ত কৌস্তুভ রত্নভূষিত দোলায়মান দীপ্ত কুণ্ডলমণ্ডিত হরি রতির সহিত রতিপতির ন্যায় রাসে বিরাজ করিলেন। স্বর্গে শচীর সহিত শক্রের ন্যায়, আকাশে তড়িৎসহিত মেঘের ন্যায় বৃন্দাবনে বৃন্দার সহিত বৃন্দাবনেশ্বর বিরাজিত হইলেন। কৃষ্ণ বৃন্দাবন, পুলিন, বন ও উপবন দেখিতে দেখিতে গোপীগণের সহিত গিরি গোবর্দ্ধনে গমন করিলেন। তখন শতযূথ

ভগবান্ রাধয়া সাকং তত্ৰৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩৬
অথ গোবৰ্দ্ধনাদ্দূরে সুন্দরং যোজনত্রয়ম্।
শ্ৰীখণ্ডগন্ধসংযুক্তং স যযৌ রোহিতাচলম্ ॥ ৩৭
লতাকুঞ্জনিকুঞ্জাংশ্চ পশ্যংস্তয়া সহ।
বিচচার গিরৌ রম্যে কাঞ্চনীলতিকালয়ে ॥ ৩৮
তত্র দেবসরো রম্যং বদ্রিনাথেন নির্ম্মিতম্।
পাঠীনকূর্ম্মনক্রাদিহংসসারসসঙ্কুলম্ ॥ ৩৯
সহস্রদলপদ্মৈশ্চ মণ্ডিতং তদিতস্ততঃ।
ভ্রমরধ্বনিসংযুক্তং পুংস্কোকিলকৃতব্রতম্ ॥ ৪০
বিকসৎপদ্মগন্ধাঢ্যং তত্তীরং মন্দমারুতম্।
রময়া রাধয়া সার্দ্ধং মাধবো নিষসাদ হ ॥ ৪১
তত্তীরে প্রতপস্তন্তং ঋভুং নাম মহামুনিম্।
পদৈকেন স্থিতং শশ্বচ্ছ্রীকৃষ্ণধ্যানতৎপরম্ ॥ ৪২
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ।
নিরন্নং নির্জ্জলং শান্তং শ্রীকৃষ্ণস্তং দদর্শ হ ॥ ৪৩
পপ্রচ্ছ বীক্ষ্য তং রাধা হসন্তী প্রাহ মাধবম্।
মাহাত্ম্যং কুরু ভক্তোঽয়ং পশ্য ভক্তিং মহামুনেঃ
হে ঋভো ইতি কৃষ্ণেন প্রোক্তমুচ্চৈর্বচঃ শুভম্।
ন শ্রুতং তেন কিঞ্চিদ্বা চরমং প্রাপিতেন বৈ ॥
হরিস্তদা তদ্ধৃদয়াদ্বভূবাশু তিরোহিতঃ।
ধ্যানাদ্গতং হরিং বীক্ষ্য মুনীন্দ্রশ্চাতিবিস্মিতঃ ॥
নেত্রে উন্মীল্য দদৃশে শ্রীকৃষ্ণং রাধয়াগতম্।
ঘনং চঞ্চলয়েবাঢ্যং রঞ্জয়ন্তং দিশো দশ ॥ ৪৭

উত্থায় সদ্যো হরিভক্তিতৎপরঃ
প্রদক্ষিণীকৃত্য হরিং সরাধিকম্।
প্রণম্য মূৰ্দ্ধ্না নিপপাত পাদয়ো-
রুবাচ কৃষ্ণং বহুগদ্গদাক্ষরঃ ॥ ৪৮

শ্রীঋভুরুবাচ।

নমঃ কৃষ্ণায় কৃষ্ণায়ৈ রাধায়ৈ মাধবায় চ।
পরিপূর্ণতমায়ৈ চ পরিপূর্ণতমায় চ ॥ ৪৯
ঘনশ্যামায় দেবায় শ্যামায়ৈ সততং নমঃ।
রাসেশ্বরায় সততং রাসেশ্বৰ্য্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫০

গোপীগণের অভিমানের ভাব দর্শনে ভগবান্ ব্রজপতি কৃষ্ণ রাধার সহিত তথায় অন্তর্হিত হইলেন। ২৭—৩৬। তারপর গোবর্দ্ধনের যোজনত্রয় দূরে চন্দনগন্ধযুক্ত সুন্দর রোহিতাচলে গমন করিলেন এবং তত্রত্য লতাকুঞ্জ ও নিকুঞ্জাদি পরিদর্শন করত রাধার সহিত বার্ত্তালাপ করিতে করিতে পর্ব্বতের রমণীয় স্বর্ণলতিকালয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তথায় বদ্রিনাথ কর্ত্তৃক এক রমণীয় দেবসরোবর নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ সরোবর মৎস্য, কূর্ম্ম ও কুম্ভীরাদিযুক্ত এবং হংসসারস-সমাকুল; উহার সর্ব্বদিক্ সহস্রদল পদ্মমণ্ডিত, উহা মধুকরধ্বনিযুক্ত ও পুংস্কোকিলের কলরবে মুখরিত। সরোবরের তীরভূমি প্রস্ফুটিত পদ্মগন্ধবহুল ও তথায় মৃদু মন্দ গন্ধবহু প্রবহমান। মাধব রমণীয়া রাধার সহিত সরোবরতীরে উপবেশন করিলেন। ঋভু নামক মহামুনি নিয়ত কৃষ্ণধ্যান-পরায়ণ হইয়া একপদে অবস্থানপূর্ব্বক ঐ সরোবরতীরে তপস্যা করিতেন। ষষ্টিসহস্র ও ষষ্টিশত বৎসর অন্নপানীয় পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যানিরত সেই শান্ত মুনিকে কৃষ্ণ দর্শন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাধা হাসিতে হাসিতে মাধবকে বলিলেন,—একবার এই মহামুনির ভক্তি দেখুন, ইনি ভক্ত, অতএব ইঁহার গৌরব করুন। কৃষ্ণ 'হে ঋভো!' বলিয়া উচ্চরবে সাদর সম্বোধন করিলেন, কিন্তু মুনি এমনই চরমদশায় উপনীত যে, তিনি তাহার কিছুই শুনিতে পাইলেন না। হরি তখন তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইলেন, মুনীন্দ্র হরিকে ধ্যানপথের অতীত দেখিয়া অতি-বিস্মিত হইলেন, নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন সৌদামিনী সনাথ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণ রাধার সহিত দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া সমাগত হইয়াছেন। ৩৭—৪৭। হরিভক্তি-তৎপর মুনি তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া রাধা ও কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিলেন, মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া কৃষ্ণের পাদপদ্মে পতিত হইলেন। এবং বহু গদগদস্বর বাক্যে কৃষ্ণকে কহিলেন। ঋভু বলিলেন,—পরিপূর্ণতম রমাপতি কৃষ্ণকে ও পরিপূর্ণতমা কৃষ্ণা রাধাকে নমস্কার; ঘনশ্যাম কৃষ্ণ ও ঘনশ্যাম প্রিয়া রাধাকে সতত নমস্কার রাসেশ্বর ও রাসেশ্বরীকে সতত নমস্কার

গোলোকাতীবলীলায় লীলাবত্যৈ নমো নমঃ।
অসংখ্যাণ্ডাধিদেব্যৈ চাসংখ্যাণ্ডনিধয়ে নমঃ ॥৫১
ভূভারহারায় ভুবং গতাভ্যা-
মচ্ছান্তয়ে চাত্র সমাগতাভ্যাম্।
পরস্পরং সঞ্চিতবিগ্রহাভ্যাং
নমো যুবাভ্যাং হরিরাধিকাভ্যাম্ ॥ ৫২
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা কৃষ্ণপাদাব্জে প্রক্ষরদ্বাষ্পলোচনঃ।
প্রেমানন্দসমাযুক্তো জহৌ প্রাণান্মহামুনিঃ ॥ ৫৩
তদৈব নির্গতং জ্যোতির্দশসূর্য্যসমপ্রভম্।
পরিভ্রমদ্দশ দিশঃ শ্রীকৃষ্ণে লীনতাং গতম্ ॥৫৪
তদ্ভক্তস্য ভক্তিং শ্রীকৃষ্ণো বীক্ষ্য বৈ প্রেমলক্ষণাম্
আনন্দাশ্রুকলাং মুঞ্চন্ প্রেম্না তং চাজুহাব হ ॥৫৫
পুনঃ শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জাৎ কৃষ্ণসারূপ্যবান্ মুনিঃ।
নির্গতঃ কোটিকন্দর্পসন্নিভোঽতিনতাননঃ ॥ ৫৬
দোর্ভ্যাং প্রগৃহ্য হৃদয়ে তং নিধায় কৃপাকরঃ।
আশ্বাস্য কল্যাণকরং করং দিব্যং দধার হ ॥ ৫৭

প্রদক্ষিণীকৃত্য হরিং চ রাধিকাং
প্রণম্য চারুহ্য রথং মনোহরম্।
গোলোকলোকং প্রযযাবৃভুর্মুনি-
র্বিরঞ্জয়ন্মৈথিল মণ্ডলং দিশাম্ ॥ ৫৮
শ্রীরাধিকা বিস্ময়মাগতা ভৃশং
দৃষ্ট্বা পরাং মুক্তিমৃভোর্মহামুনেঃ।
আনন্দবারীণি বিমুঞ্চতী চিরং
জগাদ কৃষ্ণং বৃষভানুনন্দিনী ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং মথুরাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে ঋভুমোক্ষো নাম
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

গোলোকে অতীব লীলাকারী কৃষ্ণকে ও লীলাবতী রাধাকে নমস্কার নমস্কার। অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডের নিধিকে ও অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরীকে নমস্কার। আপনারা ভূভারহরণের জন্য ভূতলে আবির্ভূত, আমাকে শান্তিদিবার জন্য এইস্থানে সমাগত, আপনাদের দেহ পরস্পর সংশ্লিষ্ট; হরি-রাধিকারূপী আপনাদিগকে নমস্কার। নারদ বলিলেন,—বাষ্পপূরিতনয়ন মহামুনি ঋভু ইহা বলিয়া কৃষ্ণচরণকমলে অশ্রুজল মোচন ও প্রেমানন্দযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখনই দশসূর্য্য সমপ্রভ এক জ্যোতি নির্গত হইয়া দশদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রীকৃষ্ণে লীন হইল। হরিও ভক্তের প্রেমলক্ষণা ভক্তি লক্ষিত করিয়া আনন্দাশ্রু মোচনপূর্ব্বক প্রেমভরে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। মুনি ঋভুর তেজ কৃষ্ণসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে পুনরায় নির্গত হইল, সেমূর্ত্তি কোটি কন্দর্পকান্তি ও অতি নতানন। কৃপাকর কৃষ্ণ তাহাকে বাহুদ্বয়ে ধরিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন ও কল্যাণকর আশ্বাস প্রদান করিয়া কর দ্বারা তাহার কর ধরিলেন। হে মৈথিল! ঋভু ঋষি কৃষ্ণ রাধিকাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া মনোহর রথে আরোহণপূর্ব্বক দশদিক্ রঞ্জিত করত গোলোক লোকে গমন করিলেন। মহামুনি ঋভুর এই পরমা মুক্তি দর্শন করিয়া বৃষভানুনন্দিনী রাধিকা অত্যন্ত বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন, এবং দীর্ঘকাল আনন্দাশ্রু মোচন করিয়া কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন। ৪৮—৫৯।

মথুরাখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

রাধোবাচ।
ধন্যোঽয়ং মুনিশার্দ্দূলস্ত্বদ্ভক্তেঃ প্রেমবান্ মহান্।
ত্বৎসারূপ্যং জগামাসৌ ত্বমপ্যশ্রুমুখো যতঃ ॥ ১
অস্য দেহক্রিয়াং কর্ত্তুং যোগ্যোঽসি বৃজিনার্দ্দন

একবিংশ অধ্যায়।

রাধা বলিলেন,—এই মুনিসত্তম ঋভু ধন্য; কেননা ইনি আপনার ভক্তিতে মহা প্রেমবান্, আপনার সারূপ্য প্রাপ্ত এবং আপনি তাঁহার জন্য অশ্রুমোচন করিতেছেন। হে

তপসা চাস্য দেহোঽয়ং প্রস্ফুরদ্যমলাকৃতিঃ ॥ ২
নারদ উবাচ।
বদন্ত্যাং তত্র রাধায়াং তদ্দেহোঽপ্যভবৎ সরিৎ!
বহন্তী পাপহন্ত্রী চ দৃশ্যতে রোহিতে গিরৌ ॥ ৩
তদ্দেহস্যাপি সরিতং বীক্ষ্য রাধাতিবিস্মিতা।
নন্দরাজাত্মজং প্রাহ বৃষভানুবরাত্মজা ॥ ৪
রাধোবাচ।
কথং জলত্বমাপন্নো দেহোঽয়ং বৈ মহামুনেঃ।
এতন্মে সংশয়ং দেব ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ॥ ৫
শ্রীভগবানুবাচ।
প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা সংযুতোঽয়ং মুনীশ্বরঃ।
তস্মাদস্য তু দেহোঽয়ং রম্ভোরু দ্রবতাং গতঃ ॥৬
দৃষ্ট্বা ত্বয়া মাং বরদং হর্ষিতোঽভূন্মহামুনিঃ।
জলত্বং প্রাপ তদ্দেহো যথাহং দ্রবতাং পুরা ॥ ৭
শ্রীরাধোবাচ।
দ্রবতাং ত্বং কথং প্রাপ্তো দেবদেব দয়ানিধে।
এতচ্চিত্রং হি মে জাতং সর্ব্বং ত্বং বদ বিস্তরাৎ

শ্রীভগবানুবাচ।
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ পাপহানিঃ পরং ভবেৎ ॥ ৯
মন্নাভিপঙ্কজাজ্জাতঃ পুরা ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।
অসৃজৎ প্রকৃতিং শশ্বত্তপসা মদ্বরোর্জ্জিতঃ ॥ ১০
উৎসঙ্গান্নারদো জজ্ঞে ব্রহ্মণঃ সৃজতঃ শুভঃ।
ভক্ত্যুন্মত্তো মৎপদানি নিজগৌ পর্য্যটন্মহীম্ ॥১১
একদা নারদং প্রাহ দেবো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।
প্রজাঃ সৃজ মহাবুদ্ধে বৃথা চঙ্ক্রমণং ত্যজ ॥ ১২
নারদস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা প্রাহেদং জ্ঞানতৎপরঃ।
ন সৃজামি পিতঃ সৃষ্টিং শোকমোহাদিকারিণীম্।
করিষ্যামি হরের্ভক্তিং তৎকীর্ত্তনসমন্বিতাম্।
ত্বমপি সৃষ্টিরচনাং ত্যজ দুঃখাতুরো ভৃশম্ ॥ ১৪
ক্রুদ্ধঃ শশাপ তং ব্রহ্মা প্রাহ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
সদা গানপরঃ কল্পং গন্ধর্ব্বো ভব দুর্ম্মতে ॥ ১৫
এবং তচ্ছাপতো রাধে গন্ধর্ব্ব উপবর্হণঃ।

পাপহারিন্! তপস্যায় ইঁহার দেহ নির্ম্মল তেজোযুক্ত হইয়াছে, অতএব আপনার ইঁহার দেহক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। নারদ বলিলেন,—রাধা এইরূপ বলিতে থাকিলে সেই স্থানেই ঋভুদেহ নদী হইয়া বহিতে লাগিল, ঐ পাপ-হারিণী নদী রোহিত পর্ব্বতে পরিদৃষ্ট হয়। বৃষভানু বরাত্মজা রাধা মুনি দেহের নদী দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া নন্দনন্দনকে কহিলেন। রাধা বলিলেন,—হে দেব! মহামুনি ঋভুর দেহ কেন জলত্ব প্রাপ্ত হইল, আমার এই সংশয় আপনি অশেষরূপে ছেদন করুন। ভগবান্ বলিলেন,—হে রম্ভোরু! এই মুনী-শ্বরের ভক্তি প্রেমলক্ষণা তজ্জন্য তাঁহার দেহ জলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তোমার সহিত আমাকে বরদানে উদ্যত দেখিয়া ঐ মহামুনি আনন্দিত হইয়াছিলেন, তারপর পুরাকালে আমি যেমন জলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তদীয় দেহও তদ্রূপ জল হইয়াছে। রাধা বলিলেন,—হে দয়ানিধে! হে দেবদেব! আপনি কেন দ্রবত্ব প্রাপ্ত হইলেন? ইহাতে আমার বিস্ময় হইয়াছে, ঐ সমস্ত বিস্তাররূপে বর্ণন করুন। ১—৮। ভগবান্ বলিলেন, এবিষয়ে একটী পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ মাত্রে সম্পূর্ণরূপে পাপহানি হয়। প্রথমে যিনি আমার নাভি-পদ্ম হইতে উদ্ভূত হন, সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া আমার বরপ্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়া প্রজা সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকামী ব্রহ্মার ক্রোড় হইতে শুভ নারদ জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া চরণাশ্রয়ে পৃথিবী পর্য্য-টন করিতে থাকেন। এক সময়ে দেব প্রজা-পতি ব্রহ্মা নারদকে বলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! বৃথা পর্য্যটন পরিত্যাগ করিয়া প্রজা সৃষ্টি কর। জ্ঞানিবর নারদ ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে বলিলেন,—হে পিতঃ! আমি শোকমোহাদিকারিণী প্রজা সৃষ্টি করিব না আমি হরিকীর্ত্তনান্বিতা হরিভক্তি করিব। অত্যন্ত দুঃখাতুর তুমি সৃষ্টিরচনা পরিত্যাগ কর। ক্রোধে ব্রহ্মার অধর কম্পিত হইল, তিনি নারদকে অভিশাপ প্রদান করিলেন,—হে দুর্ম্মতে! তুমি কল্প-কাল সর্ব্বদা গান তৎপর গন্ধর্ব্ব হইয়া থাক।

বভূব গন্ধর্ব্বপতিঃ কল্পমাত্রং সুরালয়ে ॥ ১৬
একদা ব্রহ্মণো লোকে স্ত্রীভিঃ পরিবৃতো গতঃ।
সুন্দরীষু মনঃ কৃত্বা জগৌ তালবিবর্জ্জিতম্ ॥১৭
পুনর্ব্রহ্মা তং শশাপ ত্বং শূদ্রো ভব দুর্ম্মতে।
অথাসৌ ব্রহ্মশাপেন দাসীপুত্রো বভূব হ ॥ ১৮
সৎসঙ্গেন পুরা রাধে প্রাপ্তোঽভূদ্ব্রহ্মপুত্রতাম্।
ভক্ত্যুন্মত্তো মৎপদানি নিজগৌ পর্য্যটন্মহীম্ ॥১৯
মুনীন্দ্রো বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠো মৎপ্রিয়ো জ্ঞানভাস্করঃ।
পরং ভাগবতঃ সাক্ষান্নারদো মন্মনাঃ সদা ॥ ২০
একদা নারদো লোকান্ পশ্যন্ বৈ গানতৎপরঃ
ইলাবৃতং নাম খণ্ডং গতবান্ সর্ব্বতোগতিঃ ॥ ২১
যত্র জম্বুনদী শ্যামা জম্বূফলরসোদ্ভবা।
তথা জাম্বূনদং নাম সুবর্ণং ভবতি প্রিয়ে ॥ ২২
তদ্দেশে বেদনগরং রত্নপ্রাসাদনির্ম্মিতম্।
দদর্শ নারদো যোগী দিব্যনারীনরৈর্বৃতম্ ॥ ২৩

কাংশ্চিদ্বৈ পাদরহিতান্ বিগুল্ফকান্ জানুবর্জ্জিতান্
বিজঙ্ঘান্ জঘনব্যঙ্গান্ কৃশোরূন্ কুব্জমধ্যকান্
শ্লথদন্তোন্নতস্কন্ধাননতাননবিকন্ধরান্।
স্ত্রীজনান্ পুরুষাংশ্চাসাবঙ্গভঙ্গান্ দদর্শ হ ॥ ২৫
অহো কিমেতচ্চিত্রং হি সর্ব্বান্ দৃষ্ট্বাবদন্মুনিঃ।
সর্ব্বে যূয়ং পদ্মমুখা দিব্যদেহাঃ শুভাম্বরাঃ ॥ ২৬
কিং দেবা উপদেবা বা যূয়ং কিমৃষিসত্তমাঃ।
বাদিত্রসহিতাঃ সর্ব্বে রম্যগানপরায়ণাঃ ॥ ২৭
অঙ্গভঙ্গাঃ কথং যূয়ং বদতাশু মমৈব হি।
ইত্যুক্তাস্তেন তে সর্ব্বে প্রত্যূচুর্দীনমানসাঃ ॥ ২৮

রাগা উচুঃ

মহাদুঃখং মুনে জাতমস্মাকং তনুষু স্বতঃ।
তস্যাগ্রে কথনীয়ং বৈ দূরীকর্ত্তুং চ যঃ ক্ষমঃ ॥২৯
রাগা বয়ং বেদপুরে বসামঃ সর্ব্বদা মুনে।
অঙ্গভঙ্গা বয়ং জাতাঃ কারণং শৃণু মানদ ॥ ৩০
জাতো হিরণ্যগর্ভস্য পুত্রো নারদনামভাক্।

হে রাধে! এইরূপে ব্রহ্মার শাপ বশত নারদ উপবর্হণ নামক গন্ধর্ব্ব হইয়া কল্পকাল সুরালয়ে বাস করিলেন। গন্ধর্ব্বপতি উপবর্হণ একদা স্ত্রীগণসহ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া সুন্দরীগণে মন নিবিষ্ট করত তালহীন গান করে, তাহাতে ব্রহ্মা তাহাকে পুনরায় শাপপ্রদান করেন,—রে দুর্ম্মতে! তুই শূদ্র হ। অনন্তর সে ব্রহ্মার শাপে দাসীপুত্র হইল। হে রাধে! পুরাকালে সৎসঙ্গগুণে নারদ ব্রহ্মার পুত্র হন, তিনি ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া মদীয় পদের গুণ গানকরত মহীভ্রমণ করেন; জ্ঞানে ভাস্কর সদৃশ নারদ মুনীন্দ্রশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ও আমার প্রিয় এবং আমাতে সর্ব্বদা মন ন্যস্ত করিয়া সাক্ষাৎ পরম ভাগবত হইয়াছিলেন। ৯—২০। একদা গানতৎপর সর্ব্বগ নারদ অখিল লোক দেখিতে দেখিতে ইলাবৃত নামক খণ্ডে উপনীত হন, তথায় জম্বুরস-সম্ভবা শ্যামা জম্বুনদী বিদ্যমানা; হে প্রিয়ে! ঐ স্থানে জাম্বুনদ নামক সুবর্ণ উৎপন্ন হয়। যোগী নারদ ঐ দেশে দিব্য নর নারী সমাবৃত রত্ন-প্রাসাদ শোভিত বেদনগর সন্দর্শন করিলেন।

ঐ সকল নর নারীগণ মধ্যে কেহ পাদ রহিত, কেহ গুল্‌ফহীন, কেহ জানুবর্জ্জিত, কেহ জঙ্ঘাহীন, কাহার জঙ্ঘা বক্র, কাহার উরু কৃশ, কাহারও স্কন্ধ কুব্জ, কাহারও দন্ত শিথিল, কাহারও স্কন্ধ উন্নত, কাহারও মুখ নত, কাহারও স্কন্ধ নাই। নারদ এইরূপে নর-নারী সকলেরই অঙ্গ ভঙ্গী দর্শন করিলেন। নারদ এই সকল দেখিয়া বলিলেন,—অহো একি বিচিত্র! তোমরা সকলেই পদ্মবদন দিব্যদেহ সুন্দর বসন পরিহিত; তোমরা কে, দেবতা, উপদেবতা বা ঋষিসত্তম? তোমরা সকলেই বাদ্যযন্ত্রযুক্ত মনোরম গান পরায়ণ, তোমাদের অঙ্গ ভঙ্গ কেন হইল, সত্বর আমায় বল। দীনমনা সেই সকল লোক এইরূপে কথিত হইয়া বলিতে লাগিল। রাগগণ বলিল,—হে মুনে! আপনা-আপনি আমাদের দেহে মহাদুঃখ উদ্ভূত হইয়াছে, এইদুঃখ যিনি দূর করিতে সমর্থ, তাঁহারই সম্মুখে আমরা কারণ বলিব। হে মুনে! আমরা রাগ, বেদ-পুরে সর্ব্বদা আমাদের বাস, হে মানদ! আমাদের অঙ্গ ভঙ্গের কারণ শ্রবণ কর।

প্রেমোন্মত্তো বিকালেন গায়ন্‌ ধ্রুবপদানি চ ॥ ৩১
বিচচার মহীমেতাং স্বেচ্ছয়া স মহামুনিঃ।
বিকালে তস্য গানৈশ্চ বিস্বরৈস্তালবর্জ্জিতৈঃ ॥৩২
বিমানৈশ্চ বয়ং সর্ব্বে অঙ্গভঙ্গা বভূবিম।
ইতি শ্রুত্বাথ তদ্বাক্যং নারদো বিস্মিতোঽভবৎ
উবাচ গতমানোঽসৌ রাগান্‌ পরিহসন্নিব ॥৩৩

মুনিরুবাচ।

তস্য কেন প্রকারেণ জ্ঞানং বৈ কালতালয়োঃ।
ভবেদিহ স্বরৈর্যুক্তং বদতাশু মমৈব হি ॥ ৩৪

রাগা ঊচুঃ।

বৈকুণ্ঠস্য পতেঃ সাক্ষাৎ প্রিয়া মুখ্যা সরস্বতী।
কুর্য্যাচ্ছিক্ষাং যদা তস্মৈ তদা স্যাৎ কালবিন্মুনিঃ
তেষাং বাক্যং ততঃ শ্রুত্বা নারদো দীনবৎসলঃ
সরস্বত্যাঃ প্রসাদার্থং স্বরং শুভ্রং গিরিং যযৌ ॥
দিব্যবর্ষশতং শশ্বত্তপস্তেপে সুদুষ্করম্‌।
নিরন্নং নির্জ্জলং বাণীধ্যানযুক্তং ব্রজেশ্বরি ॥ ৩৭
শুভ্রং নাম বিসৃজ্যাথ পবিত্রীকৃতভূধরম্‌।
নারদো নাম শৈলোভূত্তপসা নারদস্য চ ॥ ৩৮
তপোঽন্তে আগতাং সাক্ষাদ্বাগ্‌দেবীং শ্রীসরস্বতীম্‌
বিষ্ণোঃ প্রিয়াং দিব্যবর্ণামপশ্যন্নারদো মুনিঃ ॥৩৯
সহসোত্থায় তাং নত্বা পরিক্রম্য নতাননঃ।
তদ্রূপগুণমাধুর্য্যস্তুতিং চক্রে মুনীশ্বরঃ ॥ ৪০

নারদ উবাচ

নবার্কবিম্বদ্যুতিমুদ্গলজ্জ্বল-
ত্তাটঙ্ককেয়ূরকিরীটকঙ্কণাম্‌
স্ফুরৎক্বণন্নূপুররাবরঞ্জিতাং
নমামি কোটীন্দুমুখীং সরস্বতীম্‌ ॥৪১
বন্দে সদাহং কলহংস উদ্গতে
চলৎপদে চঞ্চলচঞ্চুসম্পুটে।
নির্ধৌতমুক্তাফলহারসঞ্চয়ং
সন্ধারয়ন্তীং সুভগাং সরস্বতীম্‌ ॥ ৪২
বরাভয়ং পুস্তকবল্লকীযুতং
পরং দধানাং বিমলে করদ্বয়ে।
নমাম্যহং ত্বাং শুভদাং সরস্বতীং
জগন্ময়ীং ব্রহ্মময়ীং মনোহরাম্‌ ॥ ৪৩
তরঙ্গিতক্ষৌমসিতাম্বরে পরে
দেহি স্বরজ্ঞানমতীব মঙ্গলে।

২১—৩০। নারদ নামে ব্রহ্মার এক পুত্র আছে, সেই মহামুনি প্রেমোন্মত্ত হইয়া অকালে ধ্রুপদ গান করত স্বেচ্ছায় বসুধা বিচরণ করে। অকালকৃত তদীয় গান বিস্বর ও তাল-হীন, সেই গানে আমাদের অঙ্গ ভঙ্গ হইয়াছে। রাগগণের তথাবিধ বাক্য শুনিয়া নারদ বিস্মিত হইলেন, তিনি আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া উপহাস সহকারে রাগগণকে বলিলেন। নারদ বলিলেন,—কিরূপে সেই গানের তাল ও কালজ্ঞান হয়, গান বিশুদ্ধ স্বরযুক্ত হয়, সত্বর আমায় বল। রাগগণ বলিল,—হে মুনে! সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠপতির মুখ্যা পত্নী সরস্বতী, তাঁহার নিকট শিক্ষা করিলে তুমি কালজ্ঞ হইতে পারিবে। রাগগণের বাক্য শুনিয়া দীনবৎসল নারদ সরস্বতীর প্রসাদলাভার্থ সত্বর শুভগিরিতে গমন করিয়া দিব্য শত বৎসর নিরন্তর সুদুষ্কর তপস্যা করিলেন; হে ব্রজে-শ্বরি! অন্ন পানীয় পরিত্যাগপূর্ব্বক নারদ সরস্বতী ধ্যানপরায়ণ হইলে শুভ্র পর্ব্বত স্বীয় শুভ্র নাম পরিত্যাগ করিল. নারদ কর্ত্তৃক তপ-স্যায় পবিত্রীকৃত হইয়া উহা নারদ পর্ব্বতে প্রসিদ্ধ হইল। তপস্যাপূর্ণ হইলে মুনিবর নারদ দিব্যবর্ণা বিষ্ণুপ্রিয়া সাক্ষাৎ বাগ্‌দেবী সরস্বতীকে সমাগতা দেখিয়া সহসা উত্থিত হইলেন, এবং নতাননে তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তদীয় রূপ গুণ ও মাধুর্য্যের স্তুতি করিলেন। ৩১—৪০। নারদ বলি-লেন,—নব দিবাকর করতুল্য কান্তিশালিনী, স্ফুরিত ও দোলায়মান বলয় কেয়ূর কিরীট ও কঙ্কণাদি ভূষিতা উজ্জ্বল ও ক্বণধ্বনি যুক্ত নূপুররঞ্জিতা কোটি চন্দ্রবদনা সরস্বতীকে নম-স্কার করি। চঞ্চল-চঞ্চুপুট ও নিরন্তর পাদ-বিক্ষেপে গমন-রত কলহংস যাঁহার বাহন, যিনি সুশ্বেত মুক্তাফলের মালা ধারণ করেন, সেই সুভগা ভারতীকে বন্দনা করি। যিনি বিমল করদ্বয়ে উত্তম বীণা ও পুস্তকযুক্ত বরাভয় ধারণ করেন, সেই জগন্ময়ী ব্রহ্মময়ী মনোহরা

যেনাদ্বিতীয়ো হি ভবেয়মক্ষরে
সর্ব্বোপরি স্যাং পররাগমণ্ডলে ॥ ৪৪
শ্রীভগবানুবাচ।
স্তোত্রং জাড্যাপহং দিব্যং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ
নারদোক্তং সরস্বত্যাঃ স বিদ্যাবান্ ভবেদিহ ॥৪৫
ততঃ প্রসন্না বাগ্‌দেবী নারদায় মহাত্মনে।
দেবদত্তাং দদৌ বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্ ॥ ৪৬
রাগৈশ্চ রাগিণীভিশ্চ তৎপুত্রৈশ্চ তথৈব চ।
দেশকালাদিভেদৈশ্চ তালমানস্বরৈঃ সহ ॥ ৪৭
ষট্‌পঞ্চাশৎকোটিভেদৈরন্তর্ভেদৈরসংখ্যকৈঃ।
গ্রামৈর্নৃত্যৈঃ সবাদিত্রৈর্মূর্চ্ছনাসহিতৈঃ শুভৈঃ ॥
বৈকুণ্ঠস্য পতেঃ সাক্ষাৎ প্রিয়া মুখ্যা সরস্বতী।
স্বরগম্যৈঃ পদৈঃ সিদ্ধৈঃ পাঠয়ামাস নারদম্ ॥৪৯
অদ্বিতীয়ং রাগকরং কৃত্বা তং রাগমণ্ডলে।
বৈকুণ্ঠং প্রযযৌ রাধে বাগ্‌দেবী বিষ্ণুবল্লভা ॥ ৫০

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীমথুরাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে নারদোপাখ্যানং নামৈক-
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

শুভদা সরস্বতীকে প্রণাম করি। হে পরমে! হে মঙ্গলে! আপনি চঞ্চলা ও শ্বেত ক্ষৌম-বসনধারিণী, আমাকে এরূপভাবে সম্পূর্ণ স্বর-জ্ঞান প্রদান করুন—হে অক্ষরে! আমি যাহাতে শ্রেষ্ঠ রাগবিষয়ে সর্ব্বোপরি অদ্বিতীয় হই। ভগবান বলিলেন,—যে ব্যক্তি প্রাতরুত্থান করিয়া নারদোক্ত সরস্বতীর এই জাড্যনাশক দিব্য স্তব পাঠ করে, সে সংসারে বিদ্বান হয়। অনন্তর বৈকুণ্ঠপতির মুখ্যা প্রিয়া বাগ্দেবী প্রসন্না হইয়া মহাত্মা নারদকে স্বর-ব্রহ্মবিভূষিতা দেবদত্তা বীণা দান করিলেন; রাগ, রাগিণী ও তৎপুত্রগণের সহিত দেশ কালাদিভেদে তাল মান ও স্বর সহ ছাপ্পান্ন কোটি প্রকার অন্তরভেদযুক্ত অসংখ্য গ্রাম নৃত্য বাদিত্র ও মনোজ্ঞ মূর্চ্ছাদিযুক্ত স্বরগম্য সিদ্ধ পদসমূহের সহিত নারদকে অধ্যয়ন করাইলেন। হে রাধে! সাক্ষাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া সরস্বতী এইরূপে নারদকে রাগমণ্ডলের অদ্বিতীয় রাগকারী করিয়া দিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ৪১—৫০।

মথুরাখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।
কস্মৈ দেয়মিদং গুহ্যং রাগরূপং মনোহরম্।
বুদ্ধ্যা বিচারয়ন্নিত্যং গন্ধর্ব্বনগরং যযৌ ॥ ১
তুম্বুরুং নাম গন্ধর্ব্বং কৃত্বা শিষ্যং স নারদঃ।
কলং জগৌ মদ্গুণাংশ্চ বীণাবাদ্যপরায়ণঃ ॥ ২
কেষামগ্রে গেয়মিদং রাগরূপং মনোহরম্।
শ্রোতুং পাত্রং বিচিন্বন্ স নারদঃ শক্রমাযযৌ ॥৩
অনির্বৃতং চ তং দৃষ্ট্বা নারদো মুনিসত্তমঃ।
সখ্যা তুম্বুরুণা সার্দ্ধং সূর্য্যলোকং জগাম হ ॥ ৪
রথেন তং প্রধাবন্তং সূর্য্যং বীক্ষ্য মহামুনিঃ।
শিবপার্শ্বং জগামাশু ততো দেবর্ষিসত্তমঃ ॥ ৫
ভূতেশং জ্ঞানতত্ত্বজ্ঞং ধ্যানস্তিমিতলোচনম্।
বীক্ষ্য তং নারদো রাধে ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥৬
সৃজন্তং সৃষ্টিরচনাং ব্যগ্রং বীক্ষ্য বিধিং মুনিঃ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ভগবান বলিলেন,—এই রাগরূপ মনোহর জ্ঞান কাহাকে দেয়, নারদ বুদ্ধিদ্বারা সর্ব্বদা এইরূপ বিচার করিয়া গন্ধর্ব্বনগরে গমনপূর্ব্বক তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব্বকে শিষ্য করিলেন এবং বীণাবাদন পরায়ণ হইয়া আমার মধুর গুণসমূহ গান করিতে লাগিলেন। এই মনোহর রাগ-ময় গীত কাহার অগ্রে গান করিব, ইহা শ্রবণ করিবার পাত্র কে, ইত্যাদি অন্বেষণ করিয়া মুনিসত্তম নারদ ইন্দ্র সন্নিধানে গমন করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অবসর হীন দেখিয়া সখা তুম্বুরুর সহিত সূর্য্যলোকে উপনীত হইলেন, সূর্য্য তখন রথারোহণে প্রধাবিত, তদ্দর্শনে মহামুনি নারদ সত্বর শিবপার্শ্বে গমন করিলেন। হে রাধে! দেবর্ষিসত্তম নারদ জ্ঞান-তত্ত্বজ্ঞ ভূতপতিকে, ধ্যানে মুদ্রিতনেত্র দর্শন করিয়া ব্রহ্মলোকে

বৈকুণ্ঠং প্রযযৌ বিষ্ণোঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্‌ ॥ ৭
ভক্তার্থং কুত্র গচ্ছন্তং ভক্তেশং ভক্তবৎসলম্‌।
বীক্ষ্য তুম্বুরুণা সার্দ্ধং যোগীন্দ্রঃ প্রযযৌ ততঃ ॥ ৮
যোগীশ্বরাণাং হি সতাং ত্রৈলোক্যামন্তরং বহিঃ।
গতিমাহুর্নাপ্নুবন্তি কর্ম্মভির্ব্বযভানুজে ॥ ৯
কোটিশো হ্যণ্ডানচয়ান্‌ সমুল্লঙ্ঘ্য মুনীশ্বরঃ।
গোলোকং পরমং ধাম প্রযযৌ প্রকৃতেঃ পরম্‌ ॥
সমুত্তীর্য্যাশু বিরজাং নদীং কল্লোলশালিনীম্‌।
যযৌ বৃন্দাবনং রম্যং ভ্রমরধ্বনিসঙ্কুলম্‌ ॥ ১১
সদা বসন্তর্ত্তুযুতং মরুদেজল্লতাগৃহম্‌।
দৃষ্ট্বা গোবর্দ্ধনং শৈলং মন্নিকুঞ্জং সমাযযৌ ॥ ১২
কৌ যুবাং কুত আয়াতৌ কিং কার্য্যং বদ তঞ্চ নঃ
ইত্থং সখীভিঃ সংপৃষ্টাবূচতুর্ম্মুনিতুম্বুরূ ॥ ১৩
গায়কৌ কুশলৌ রামা আবাং বীণাকলধ্বনিম্‌।
পরিপূর্ণতমং সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণং রাধিকাপতিম্‌ ॥ ১৪
কলং পরং শ্রাবয়িতুমাগতৌ বন্দিনাং বরৌ।
কথনীয়মিদং বাক্যং শ্রীকৃষ্ণায় মহাত্মনে ॥ ১৫
শ্রুত্বা সখ্যস্তথা মহ্যং নিবেদ্যাথ মদাজ্ঞয়া।
আগত্যাজ্ঞাং দত্তবাতুং বন্দিভ্যাং শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥
মন্নিকুঞ্জাঙ্গনে ভ্রাজৎকোট্যর্কজ্যোতিরাকুলে।
খচিৎকৌস্তুভরত্নাঢ্যে প্রচলচ্চারুচামরে ॥ ১৭
লোলমুক্তাফলচ্ছত্রে সখীকোটিসমন্বিতে
মহাপদ্মাস্থিতং সাক্ষাত্ত্বয়া মাং তাবপশ্যতাম্‌ ॥ ১৮
নত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য তত্র স্থিত্বা মদাজ্ঞয়া।
স্তুত্বা মাং মদ্‌গুণান্‌ বক্তুং তেনাসাবুপচক্রমে ॥১৯
আতোদ্যং বিনদন্‌ বীণাং দেবদত্তাং স্বরামৃতম্‌।
কলং জগাবদ্বিতীয়ং নারদঃ সহতুম্বুরুঃ ॥ ২০
সন্তুষ্টোঽহং শিরো ধুন্বংস্তেন শ্লাঘ্যং চ তৎস্বরম্‌
দত্ত্বাত্মানং প্রেমপরো জলত্বং গতবানহম্‌ ॥ ২১
মজ্জলং মদপুর্জাতং তদ্বৈ ব্রহ্মদ্রবং বিদুঃ।

উপনীত হইলেন। তিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি ব্যাপারে ব্যাপৃত দেখিয়া সর্ব্বলোকনমস্ত বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করিলেন। তার পর ভক্তবৎসল ভক্তিপালক বিষ্ণু ভক্তের উদ্দেশে অন্যত্র গমন করিয়াছেন দেখিয়া যোগিবর নারদ তুম্বুরুর সহিত ফিরিয়া আসিলেন। ১—৮। হে রাধে! যোগীশ্বর সাধুগণের গতি ত্রিলোকের অন্তর বাহির সর্ব্বত্রই আছে, কর্ম্মদ্বারা তাহা পাওয়া যায় না। মুনীশ্বর নারদ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া প্রকৃতির অতীত পরম ধাম গোলোকে গমন করিলেন; তিনি কল্লোল-শালিনী বিরজানদী সত্বর উত্তীর্ণ হইয়া ভ্রমর-ধ্বনিসঙ্কুল, সর্ব্বদা বসন্ত ঋতুর প্রভাবযুক্ত, বায়ুভরে চালিত লতাগৃহ-শোভিত রমণীয় বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। নারদ গোবর্দ্ধন শৈল দর্শন করিয়া আমার নিকুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। "তোমরা দুইজন কে, কোথা হইতে আসিতেছ, তোমাদের কি প্রয়োজন, আমাদের নিকট বল।" সখীগণ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞা-সিত হইয়া নারদ ও তুম্বুরু বলিলেন;— হে রামাগণ! আমরা দুইজন নিপুণ গায়ক ও বন্দিগণের প্রবর, আমরা আমাদের মধুরধ্বনি বীণাবাদন পরিপূর্ণতম রাধা-নাথ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রবণ করাইতে যমুনাতীরে আসিয়াছি; মহাত্মা এই সংবাদ প্রদান কর। তচ্ছ্রবণে সখীগণ আমাকে নিবেদন করিল, তারপর আমার আজ্ঞায় সেই বন্দিপ্রবর নারদ ও তুম্বুরুর নিকটে গিয়া মধুর বাক্যে তাহাদিগকে আমার নিকুঞ্জে যাইতে বলিল। মদীয় নিকুঞ্জের অঙ্গন কোটি দিবাকরের দ্যুতি সমাকুল, বিস্তর কৌস্তুভরত্নে-খচিত, চারু-চামরে বীজিত, লোল মুক্তাফলের ছত্র দ্বারা শোভিত ও কোটি সখী সমন্বিত। তাঁহারা মহাপদ্মে স্থিত তোমার সহিত আমাকে দর্শন করিলেন। ৯—১৮। নারদ তুম্বুরুর সহিত প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া আমার আদেশে তথায় অবস্থানপূর্ব্বক মদীয় গুণনিচয় কীর্ত্তনে স্তব করিতে লাগিলেন নারদ অমৃতময় স্বরযুক্ত স্বীয় দেবদত্ত বীণা ও বাদিত্র বাজাইলেন, তুম্বুরু মধুরধ্বনিতে অদ্বি-তীয় গান ধরিলেন। আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শির চালনা করত সে স্বরের প্রশংসাপূর্ব্বক প্রেমপরায়ণ হইয়া আত্মদান করিলাম; আমি জলত্ব প্রাপ্ত হইলাম, মদীয় দেহজাত সেই

কোটিশঃ কোটিশোহণ্ডানাং রাশয়ঃ সংলুঠন্তি হি
ইন্দ্রায়নফলানীবোন্নতে তস্মিন্ জলে শুভে।
পৃশ্নিগর্ভমিদং রাধে ব্রহ্মাণ্ডং মৎপদং স্ফুটম্ ॥ ২৩
ভিত্বা তচ্চাগতং সাক্ষাদস্মিন্ মন্বন্তরে শুভে।
তৎ স্বর্ধুনীং বিদুঃ পূর্ব্বে শ্রীগঙ্গাং পাপহারিণীম্
দিবি মন্দাকিনী প্রোক্তা গঙ্গা ভাগীরথী ক্ষিতৌ
অধো ভোগবতী প্রোক্তা ত্রিধা ত্রিপথগামিনী ॥
যৎ স্নাতুং গচ্ছতঃ পুংসঃ প্রণতস্য পদে পদে।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং ফলমস্তি ন দুর্লভম্ ॥ ২৬
গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্‌যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥
দৃষ্ট্বা জন্মশতং পাপং পীত্বা জন্মশতদ্বয়ম্।
স্নাত্বা জন্মসহস্রেণ হন্তি গঙ্গা কলৌ যুগে ॥ ২৮
সফলং জন্ম বৈ তেষাং যে পশ্যন্তি হি জাহ্নবীম্
বৃথা জন্ম গতং তেষাং যে ন পশ্যন্তি জাহ্নবীম্ ॥
যথাহি দ্রবতাং প্রাপ্তা বিরজা ত্বদ্ভয়াদ্‌যথা।
প্রাপুর্দ্রবত্বং রম্ভোরু বিরজায়াঃ সুতা যথা ॥ ৩০
যথা কৃষ্ণা নদী বিষ্ণুর্বেণী দেবঃ শিবো যথা।
ব্রহ্মা কর্কুদ্মিনী গঙ্গা গণ্ডকী চ যথাপ্সরাঃ ॥ ৩১
তথা দ্রবত্বং সম্প্রাপ্তো ঋভুর্নামাপ্যয়ং মুনিঃ।
প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা ঋভোর্বা নাত্র সংশয়ঃ ॥৩২
যঃ শৃণোতি কথামেতাং পবিত্রাং পাপহারিণীম্।
উল্লঙ্ঘ্য সর্ব্বলোকাংশ্চ মল্লোকং যাতি মানবঃ ॥৩৩

নারদ উবাচ।

এবমুক্ত্বা প্রিয়াং রাধামৃভোরাশ্রমতো হরিঃ।
রাধয়া সহিতো রাজন্নাযযৌ মালতীবনম্ ॥ ৩৪
গোপীনাং বিরহং জ্ঞাত্বা ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
রাধয়া প্রযযৌ কৃষ্ণঃ পুলিনং মঙ্গলায়নম্ ॥ ৩৫
তদা গোপীগণাঃ সর্ব্বে গতমানা গতব্যথাঃ।
জগৃহুস্তং ঘনশ্যামং সৌদামিন্যো ঘনং যথা ॥ ৩৬
বৃন্দাবনে হরিঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণাতীরে মনোহরে।
জগৌ কলং গোপিকাভির্বংশীবাদনতৎপরঃ ॥৩৭
ভগবৎকলরাগেণ মূর্চ্ছিতা গোপকন্যকাঃ

জল ব্রহ্মদ্রব নামে বিদিত হইল; সেই বিপুল শুভাবহ জলে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরাশি ইন্দ্রায়ণ ফলের ন্যায় ভাসিয়া বেড়ায়। হে রাধে! আমার প্রসিদ্ধ আশ্রয় এই ব্রহ্মাণ্ড পৃশ্নিগর্ভ নামে অভিহিত। হে শুভে! বর্ত্তমান মন্বন্তরে সম্প্রতি ঐ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া যে ব্রহ্মদ্রব-ধারা আসিয়াছে, পূর্ব্বে তাহার নাম ছিল স্বর্ধুনী, এখন পাপহারিণী গঙ্গা। স্বর্গে উঁহাকে মন্দাকিনী এবং ভূতলে ভাগীরথী গঙ্গা বলে; পাতালে উঁহার নাম ভোগবতী, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা এইরূপে ত্রিধা বিভক্ত। যে মানব গঙ্গাস্নানে গমন করিয়া পদে পদে প্রণাম করে, তাহার পক্ষে রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফল দুর্লভ নহে। শত যোজন দূর হইতেও যে গঙ্গা গঙ্গা বলিয়া ডাকে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। কলিযুগে গঙ্গা দর্শনে শতজন্মের পাপ, গঙ্গাজল পানে দুইশত জন্মের পাপ ও গঙ্গা স্নানে সহস্র জন্মের পাপ নষ্ট হয়। যাহারা গঙ্গা দর্শন করিয়াছে, তাহাদের জন্ম সফল; আর যাহারা জাহ্নবী দর্শন করে নাই, তাহাদের জন্ম বিফল। হে রম্ভোরু! তোমার ভয়ে বিরজা যেমন দ্রবত্ব প্রাপ্ত হইয়া নদী হইয়াছে, তাহার পুত্রগণ যেরূপ নদ হইয়াছে এবং বিষ্ণু যেমন কৃষ্ণা নদী, শিব যেমন বেণী নদী, ব্রহ্মা ককুদ্মিনী গঙ্গা, অপ্সরা গণ্ডকী—তদ্রূপ ঋভু নামক এই মুনিও নদীরূপে পরিণত হইয়াছেন। প্রেমলক্ষণা ভক্তিতেই যে ঋভু নদী হইয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে মানব এই পবিত্র পাপহারিণী কথা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বলোক অতিক্রম করিয়া আমার লোকে উপনীত হয়। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! হরি প্রিয়া রাধাকে এই কথা কহিয়া ঋভুর আশ্রম হইতে তাঁহার সহিত মালতীবনে আগমন করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ কৃষ্ণ গোপীগণের বিরহের বিষয় বিদিত হইয়া রাধার সহিত মঙ্গলনিলয় যমুনা পুলিনে সমাগত হইলেন। তখন গোপীগণের অভিমান ও বেদনা দূরীভূত হইল, তাঁহারা সৌদামিনীর মেঘগ্রহণের ন্যায় ঘনশ্যাম কৃষ্ণকে গ্রহণ করিলেন। বংশীবাদনতৎপর কৃষ্ণ গোপীগণের সহিত যমুনাতীরের মনোহর সাক্ষাৎ বৃন্দাবনে

নদ্যো বেগত্বরহিতা অচরত্বং হি পক্ষিণঃ ॥ ৩৮
মৌনত্বং দেবতাঃ সর্ব্বাঃ স্তম্ভত্বং দেবনায়কাঃ।
সচলত্বঞ্চ তরবো নিদ্রাত্বং প্রগতং জগৎ ॥ ৩৯
কৃত্বা রাসং রাধিকায়া গোপীনাং চ মনোরথম্।
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে ভগবানাযযৌ নন্দমন্দিরম্ ॥ ৪০
রাধিকা গোপিকাভিশ্চ প্রাপ্তানন্দমনোরথা।
বৃষভানুবরস্থাপি সুন্দরং মন্দিরং যযৌ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং মথুরাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে নারদোপাখ্যানং নাম
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ সাক্ষাদ্ব্রজে কতি দিনানি চ
স্থিত্বা স্বদর্শনং দত্বা মথুরাং গন্তুমুদ্যতঃ ॥ ১
নন্দান্বরোপনন্দাংশ্চ বৃষভানূন্ ব্রজেষু ষট্।
বৃষভানুবরং চৈব নন্দরাজং ব্রজেশ্বরম্ ॥ ২
কলাবতীং যশোদাঞ্চ গোপীর্গোপান্ গবাং গণান্
মিলিত্বাশ্বাস্য আনন্দ দত্বা সম্বোধ্য মাধবঃ ॥ ৩
রথমারুহ্য দিব্যাভং চঞ্চলাশ্বনিয়োজিতম্।
মথুরাং গন্তুকামোঽসৌ নির্গতো নন্দগোকুলাৎ ॥৪
দূরং তমন্বগাঃ সর্ব্বে মোহিতা ব্রজবাসিনঃ।
ন সেহিরে কষ্টতরং বিরহং মাধবস্য হি। ৫
যুগপদ্দর্শনং বিক্ষোর্দুঃসহং ভূমিমণ্ডলে।
যেষাং নিত্যং হি ভবতি তেষাং তু কিমু বর্ণনম্
বীক্ষন্তঃ শ্রীধরমুখং নেত্রৈরনিমিষৈর্নৃপ।
সর্ব্বে বৈ স্নেহসম্বন্ধাত্ত্বমূচুঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ॥ ৭

গোপা উচুঃ।

শীঘ্রমাগচ্ছ হে কৃষ্ণ সর্ব্বাস্মো ব্রজবাসিনঃ।
পাহি সন্দর্শনং দেহি দেবেভ্যো হ্যমৃতং যথা ॥৮
ত্বমেব সর্ব্বদা দেব যশোদানন্দদায়কঃ।
শ্রীনন্দনন্দনস্ত্বং বৈ জীবনং ব্রজবাসিনাম্ ॥ ৯
ব্রজে ধনং কুলে দীপো মোহনো মহতামপি।
যথা নিদাঘদগ্ধস্য প্রাপ্তং বৈ শীতলং জলম্ ॥১০

মধুরগান করিতে লাগিলেন, ভগবানের মধুর-গানে গোপকন্যাগণ মূর্চ্ছিতা হইলেন। নদীর বেগ রুদ্ধ ও পক্ষিগণ স্থির হইল, দেবগণ মৌনী ও দেবনায়কগণ স্তম্ভিত হইলেন। তরুগণ সচল ও সমগ্র জগৎ নিদ্রিত হইল। কৃষ্ণ এইরূপে রাস করিয়া রাধিকা ও গোপীগণের মনোরথ পূর্ণ করত ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নন্দমন্দিরে আগমন করিলেন। রাধিকাও গোপীগণের সহিত আনন্দ মনোরথ প্রাপ্ত হইয়া বৃষভানুবরের সুন্দর ভবনে উপনীত হইলেন। ৩০—৪১।

মথুরাখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণ কিছুদিন ব্রজে বাস করিয়া সকলকে দর্শন-দান করত মথুরাগমনে উদ্যত হইলেন। মথুরায় গমনোদ্যত মাধব, নন্দ, নব উপনন্দ, ষটবৃষভানু, বৃষভানুবর, ব্রজেশ্বর নন্দরাজ, কলাবতী, যশোদা, গোপী, গোপ ও গোগণের নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্বাস ও প্রবোধ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিয়া চঞ্চল অশ্ব-বাহিত দিব্যপ্রভ রথারোহণে নন্দগোকুল হইতে নির্গত হইলেন। ব্রজবাসিগণ বহুদূর অনুগমন করিয়া মোহিত হইলেন, কষ্টতর হরিবিরহ সহ্য করিতে পারিলেন না। ভূমণ্ডলে কৃষ্ণদর্শন একবারই দুর্লভ, যাঁহারা তাঁহাকে নিত্য দর্শন করেন, তাঁহাদের বিষয়ে আর বক্তব্য কি! হে নৃপ! অনিমেষলোচনে কৃষ্ণ-দর্শনকারী ব্রজবাসীরা স্নেহবন্ধনে প্রেমবিহ্বল হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। গোপগণ বলি-লেন,—হে কৃষ্ণ। শীঘ্র আইস, তুমি দেব-গণকে যেরূপ অমৃতদান করিয়াছিলে, তদ্রূপ ব্রজবাসীদিগের দর্শনদানে রক্ষা কর। ১—৮। হে দেব! তুমি সর্ব্বদা যশোদার আনন্দদায়ক, নন্দের নন্দন ও ব্রজবাসীগণের জীবন, ব্রজের

শীতার্ত্তস্য যথা বহ্নির্জ্বরার্ত্তস্য যথৌষধম্।
মৃতস্য মানবস্যাপি পীযূষং মঙ্গলং যথা ॥ ১১
তথা ব্রজস্য সর্ব্বস্য জীবনং তব দর্শনম্।
তস্মাদত্র স্থিতিং কুর্য্যাদ্বহুনা কথিতেন কিম্ ॥১২
যন্নোহস্তি কিঞ্চিৎ সুকৃতমস্মিন্ বা পূর্ব্বজন্মনি।
তৎফলেন সদা চেতো ভূয়াত্বৎপাদপঙ্কজে ॥ ১৩
যেষাং চেতস্ত্বৎপদাব্জে তে ভক্তাস্ত্বৎপ্রিয়াঃ সদা
ভক্তার্থং সগুণোহসি ত্বং নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ
তব ভক্তাৎপ্রিয়ো নাস্তি শিবো ব্রহ্মা নচেন্দিরা
বিসৃজ্য পারমেষ্ঠ্যাদি নিষ্কামাস্ত্বাং ভজন্তি যে।
নৈরপেক্ষ্যং সুখং শীতং তে বিন্দুর্যুক্তচেতসঃ ॥১৫

নারদ উবাচ।

এবমুক্তাথ তে সর্ব্বে রুরুদুঃ প্রেমবিহ্বলাঃ।
আনন্দাশ্রূণি মুঞ্চন্তঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রপশ্যতঃ ॥ ১৬
অশ্রুপূর্ণমুখঃ কৃষ্ণো ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
গোপানাহ প্রসন্নাত্মা নতান্ বিরহবিহ্বলান্ ॥ ১৭

শ্রীভগবানুবাচ।

মৎপ্রাণা মৎপ্রিয়া যূয়ং সর্ব্বে বৈ ব্রজবাসিনঃ।
হৃদয়ং মেহস্তি যুষ্মাসু দেহোহন্যত্র বিলক্ষ্যতে ॥১৮
মাসং প্রত্যাগমিষ্যামি যুষ্মান্ দ্রষ্টুং বচো মম।
মনসা নহি দূরেহস্মি মনঃ সর্ব্বস্য কারণম্ ॥ ১৯
হে গোপা যদুভির্যোদ্ধুমাগতো হি জরাসুতঃ।
যদূনাং তু সহায়ার্থং যামি মা স্যুশ্ছুচশ্চ বঃ ॥২০

নারদ উবাচ।

এবমাশ্বাস্য তান্ দেবঃ সন্নিবৃত্য পুনঃ পুনঃ।
রথে দ্বিতীয়ে সংস্থাপ্য নন্দরাজং যশোদয়া ॥২১
শ্রীদামাদীন্ সখীন্নীত্বা ভগবান্ রথমাস্থিতঃ।
সোদ্ধবো মথুরাং প্রাগাৎ সর্ব্বকারণকারণঃ ॥ ২২

যাবদ্রথশ্চাশ্বশতং সুবেগং
কেতুস্ত্রিবর্ণঃ প্রচলৎপতাকঃ
আলক্ষ্যতে চক্ররজশ্চ তাবৎ
স্থিতাস্য আজগ্মুরতঃ সকাশম্ ॥ ২৩
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য পরং চরিত্রং
নৃণাং মহাপাপহরং বিচিত্রম্।

ধন, কুলের প্রদীপ, মহদ্‌গণের মোহন। গ্রীষ্ম-তাপ-দগ্ধের যেমন শীতল জললাভ, শীতার্ত্তের বহ্নি, জ্বরাতুরের মহৌষধ এবং মৃত মানবের যেমন অমৃত মঙ্গলময়, তোমার দর্শনও তদ্রূপ সমস্ত ব্রজবাসিজনের জীবন; অতএব এই-স্থানে অবস্থান কর, অধিক আর কি বলিব! আমাদের ইহ কিংবা পূর্ব্ব জন্মের যে কিছু পুণ্য আছে, তাহার ফলে আমাদের হৃদয় সর্ব্বদা তোমার পাদপদ্মে নিবিষ্ট থাকুক। তোমার চরণকমলে যাহাদের মন, তাহারা তোমার সর্ব্বদা প্রিয় ভক্ত; তুমি প্রকৃতির পর নির্গুণ হইয়াও ভক্তের জন্য সগুণ; শিব ব্রহ্মা ও লক্ষ্মী তোমার ভক্ত হইতে প্রিয় নহেন; যাঁহারা স্ব স্ব পারমেষ্ঠ্যপদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিষ্কামভাবে তোমার সেবা করেন, তাঁহারা নিরপেক্ষ সুখশান্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারাই যুক্তচেতা। নারদ বলি-লেন,—অনন্তর প্রেমবিহ্বল গোপগণ এইরূপ বলিয়া কৃষ্ণের সমক্ষে রোদন করত আনন্দাশ্রু মোচন করিল, ভক্তবৎসল প্রসন্নাত্মা ভগবান্‌ও অশ্রুপূর্ণ বদনে বিরহবিহ্বল প্রণত গোপগণকে বলিলেন। ৯—১৭। ভগবান্ বলিলেন,—হে ব্রজবাসিগণ! তোমরা আমার প্রিয় ও প্রাণ, আমার মন তোমাদিগের নিকট থাকে, দেহমাত্র অন্যত্র দৃষ্ট হয়; আমি বলিতেছি—মাস মধ্যেই তোমাদিগকে দর্শন করিবার জন্য আসিব। আমি মনে মনে তোমাদের দূরে নহি, মনই সকলের কারণ। হে গোপগণ! যাদবগণের সহিত যুদ্ধার্থ জরাসন্ধ আসিয়াছে, আমি যাদবগণের সাহায্যার্থ যাইতেছি, তোমরা দুঃখ করিও না। নারদ বলিলেন,—ভগবান্ এইরূপে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া একবার গমন ও পুনঃপুন প্রত্যাবর্ত্তন করত যশোদার সহিত নন্দরাজকে অপর রথে আরোপিত করিয়া শ্রীদামাদি সখাদিগকে লইয়া রথে উঠি-লেন। সর্ব্বকারণ কারণ কৃষ্ণ এইরূপে উদ্ধবের সহিত শতাশ্ব চালিত রথে মথুরায় গমন করি-লেন। কম্পমান ত্রিবর্ণের পতাকাযুক্ত বেগগামী রথ ও রথোত্থিত ধূলি যে পর্য্যন্ত দেখা গেল, ততকাল অবধি গোপগণ দণ্ডায়মান রহিল,

শৃণোতি যো ভক্তবরঃ পৃথিব্যাং
গোলোকলোকং স চ যাতি সম্যক্ ॥ ২৪
ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং মথুরাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে শ্রীকৃষ্ণাগমনং নাম
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

বহুলাশ্ব উবাচ ।
গোপীনাং চৈব গোপানাং দত্ত্বা সন্দর্শনং পরম্
মথুরায়াং কিং চকার শ্রীকৃষ্ণো রাম এব চ ॥ ১
চরিত্রং পরমং মিষ্টং শ্রীকৃষ্ণবলদেবয়োঃ ।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ২
নারদ উবাচ ।
অন্যচ্চরিত্রং শৃণু তাচ্ছ্রীকৃষ্ণবলদেবয়োঃ ।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ৩
কোলেন পীড়িতা লোকাঃ কৌশারবিপুরান্নৃপ ।
মথুরামাযযুঃ সর্ব্বে সদ্বিজা দীনমানসাঃ ॥ ৪
অশ্বমাশু সমারুহ্য রোহিণীনন্দনো বলঃ ।
স্বল্পৈঃ পুরঃসরৈঃ সার্দ্ধং মৃগয়ার্থী বিনির্গতঃ ॥ ৫
তং নত্বাভ্যর্চ্চ্য বিধিবত্তদঙ্ঘ্র্যোঃ পতিতাঃ পথি
কৃতাঞ্জলিপুটা উচুর্হর্ষগদ্গদয়া গিরা ॥ ৬
প্রজা উচুঃ ।
রাম রাম মহাবাহো দেবদেব মহাবল ।
কোলেন পীড়িতাঃ সর্ব্ব আগতাঃ শরণং বয়ম্ ॥৭
দৈত্যঃ কংসসখঃ কোলো জিত্বা কৌশারবিং
নৃপম্ ।
কৌশারবেঃ পুরে রাজ্যং করোতি স মহাবলঃ ॥৮
কৌশারবিস্তদ্ভয়াদ্ধি গঙ্গাতীরং গতো নৃপঃ ।
রাজ্যার্থং ত্বৎপদাম্ভোজং ভজতে সুজিতেন্দ্রিয়ঃ
তৎসহায়ং কুরু বিভো বয়ং যস্য প্রজাঃ শুভাঃ ।
পুত্রবৎপালিতাস্তেন মহাসৌখ্যসমন্বিতাঃ ॥ ১০
কোলেনাদ্যৈব দুষ্টেন পীড়িতাঃ সততং প্রভো ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ী বীরঃ কংসোঽপি নিহতস্ত্বয়া ॥১১

তারপর তাহারা চলিয়া গেল। মানবগণের মহাপাপহর শ্রীকৃষ্ণের এই পরম বিচিত্র চরিত্র ভূতলে যে ভক্তবর সম্যক্ প্রকারে শ্রবণ করেন, তিনি গোলোকে গমন করিয়া থাকেন। ১৮—২৪।

মথুরাখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—গোপী ও গোপগণকে অপূর্ব্ব দর্শন দান করিয়া রাম ও কৃষ্ণ মথুরায় কি করিয়াছিলেন? কৃষ্ণ ও বলরামের চরিত্র পবিত্র, পরম মিষ্ট, সর্ব্বপাপহর ও চতুর্ব্বর্গ ফল-প্রদ। নারদ বলিলেন,—কৃষ্ণ বলরামের সর্ব্বপাপহর চতুর্ব্বর্গপ্রদ অপর চরিত্র শ্রবণ কর। হে নৃপ! একদা কোলদৈত্য-পীড়িত লোক সকল দ্বিজগণ সহ দীনমানসে কৌশারবিপুর হইতে মথুরায় আগমন করিতে থাকে। তৎকালে রোহিণীতনয় বলরাম সত্বর অশ্বারোহণে স্বল্পমাত্র সৈন্যসহ মৃগয়ায় বহির্গত হন; তাহারা পথিমধ্যে তাঁহাকে যথাবিধি প্রণাম ও পূজা করিয়া তাঁহার পদদ্বয়ে পতিত হইল এবং কর-জোড়ে গদ্‌গদ বাক্যে বলিতে লাগিল। ১—৬। প্রজাগণ বলিল,—হে রাম হে রাম! হে মহাবাহো দেবদেব মহাবল! আমরা কোলাসুর পীড়িত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। কংসের সখা দৈত্য মহাবল কোল কৌশাবরি নৃপকে জয় করিয়া তাঁহার পুরে রাজ্য করিতেছে। তজ্জন্য নৃপ কৌশাবরি তাহার ভয়ে গঙ্গাতীরে গিয়া বাস করিতেছেন। তিনি পুনঃ রাজ্য প্রাপ্তির জন্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া আপনার পাপপদ্মের ভজনা করেন। আমরা তাঁহার শুভাশী প্রজা, হে বিভো! আপনি তাঁহার সাহায্য করুন। তিনি আমাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিতেন, আমরা মহা-সুখে ছিলাম। আজ দুষ্ট কোল কর্ত্তৃক একান্ত পীড়িত হইয়াছি। হে প্রভো! আপনি ত্রিলোকবিজয়ী বীর কংসকে ধ্বংস করিয়া-

কোলো জীবতি দেবেন্দ্র কংসোঽপি ন মৃতঃ স্মৃতঃ।
রক্ষার্থং সগুণোঽসি ত্বং ভক্তানাং প্রকৃতেঃ পরঃ
নারদ উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং শ্রীরামো ভক্তবৎসলঃ।
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে কৌশাম্বীং নগরীং যযৌ॥ ১৩
যোদ্ধুং সমাগতং রামং শ্রুত্বা কোলোঽপি নির্গতঃ
অক্ষৌহিণীভির্দশভির্মণ্ডিতশ্চণ্ডবিক্রমঃ॥ ১৪
চঞ্চলাশ্বতরঙ্গাঢ্যাং রথেভাশ্বতিমিঙ্গিলাম্।
নদীমিবাগতাং সেনাং প্রলয়ার্ণবনাদিনীম্॥ ১৫
বীরাবর্ত্তাঞ্চ তাং বীক্ষ্য বদ্ধা সেতুং হলং বলঃ।
আকৃষ্য তাং তদগ্রেণ মুসলেনাহনদ্রুতম্॥ ১৬
যুগপত্তৎপ্রহারেণ বীরা অশ্বা রথা গজাঃ।
সর্ব্বতঃ কোটিশঃ পেতুঃ পেশিতাঃ ফলবদ্রণে॥
শেষাঃ প্রদুদ্রুবুর্বীরা ভয়ার্ত্তা রণমণ্ডলাৎ।
একাকী যুযুধে দৈত্যঃ কোলো রামেণ শস্ত্রভৃৎ॥
গোমূত্রচয়সিন্দুরকস্তূরীপত্রভৃন্মুখম্।
সুবর্ণশৃঙ্খলাযুক্তং প্রখচিৎকটিবন্ধনম্॥ ১৯
স্রবন্মদং চতুর্দন্তং ঘণ্টাটঙ্কারভীষণম্।
প্রোন্নতং দিগ্গজমিব নদৎকালঘনপ্রভম্॥ ২০
শিতমঙ্কুশমাদায় কোল আরুহ্য কর্ণতঃ।
স্বগজং নোদয়ামাস বলদেবায় দৈত্যরাট্॥ ২১
আগতং বীক্ষ্য তং নাগং মত্তং কোলেন নোদিতম্।
ততাড় মুসলেনাসৌ বজ্রেণেন্দ্রো যথা গিরিম্॥ ২২
মুসলস্য প্রহারেণ বিশীর্ণোঽভূন্মহাগজঃ।
মৃদ্ঘটোঽনেকধেবাশু দণ্ডঘাতেন মৈথিল॥ ২৩
কোলঃ ক্রোড়মুখো দৈত্যো রক্তাক্ষঃ পতিতো গজাৎ।
শূলং চিক্ষেপ নিশিতং মাধবায় মহাত্মনে॥ ২৪
মুসলেন তদা রামস্তচ্ছূলং শতধাচ্ছিনৎ।
কাচপাত্রং যথা বালো দণ্ডেন চ বিদেহরাট্॥ ২৫

ছেন, হে দেববর! কোল জীবিত থাকিলে কংসও জীবিত আছে জানিবেন। আপনি প্রকৃতির অতীত হইয়াও ভক্তরক্ষার্থ সগুণ। নারদ বলিলেন,—ভক্তবৎসল বলরাম প্রজাগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী কৌশাম্বী নগরীতে গমন করিলেন। বলরাম যুদ্ধার্থ সমাগত হইয়াছেন শুনিয়া চণ্ডবিক্রম কোল দশ অক্ষৌহিণী সেনায় মণ্ডিত হইয়া নির্গত হইল। চঞ্চল অশ্বরূপ তরঙ্গ, রথ হস্তী ও অশ্বরূপ তিমিঙ্গিল এবং বীররূপ আবর্ত্তাকুল প্রলয় জলধি গর্জ্জন যুক্ত নদীর ন্যায় সেই সকল সৈন্য সমাগত হইল। ৭—১৫। তদ্দর্শনে বলরাম সেই বাহিনীরূপ নদীতে হলায়ুধ দ্বারা সেতু বন্ধন করিয়া তাহার অগ্রভাগ দ্বারা সেই বিপুলবাহিনী আকর্ষণ করত মুষল দ্বারা নিহত করিতে লাগিলেন। তাঁহার যুগপৎ প্রহারে কোটি কোটি বীর অশ্ব রথ গজ সর্ব্বদিকে পক্কফলের ন্যায় রণক্ষেত্রে পতিত ও পিষ্ট হইল; অবশিষ্ট সৈন্যগণ ভয়ে রণভূমি হইতে দৌড়াইয়া পলায়ন করিল, শস্ত্রধারী কোলদৈত্য একাকী বলরামের সহিত সমর করিতে লাগিল। কোল দৈত্য গজারূঢ় হইয়া যুদ্ধ করিল, ঐ গজের বদনে গোমূত্র সিন্দুর ও কস্তূরীর অলকাবলী বিচিত্রিত, পদদ্বয় সুবর্ণশৃঙ্খলযুক্ত, সুবর্ণখচিত কটিবন্ধনভূষিত; দৈত্যপতি কোল শাণিত অঙ্কুশ করে লইয়া ঐ মদস্রাবী ঘণ্টাটঙ্কারভীষণ চতুর্দ্দন্ত মেঘপ্রভ প্রলয় মেঘবৎ ঘোর গর্জ্জনকারী দিগ্‌গজের ন্যায় উন্নত করীতে কর্ণের দিক্ হইতে আরোহণ করিয়া বলদেবের দিকে চালাইয়া দিল; কোল-প্রেরিত মত্ত করিকে আগমন করিতে দেখিয়া ইন্দ্র যেমন পর্ব্বতে বজ্রপ্রহার করেন, বলদেবও তদ্রূপ তাহাকে মুষল দ্বারা তাড়না করিলেন! হে মৈথিল! মহাগজ মুষল প্রহারে বিশীর্ণ হইয়া গেল, দণ্ডাঘাতে বহুধা বিভিন্ন মৃত্তিকার ঘটের ন্যায় সেই লোহিতলোচন শূকরবদন কোল দৈত্য করি পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইল! হে বিদেহরাজ! কোল মহাত্মা মাধবের প্রতি শাণিত শূল নিক্ষেপ করিল, বালক যেমন দণ্ডাঘাতে কাচ পাত্র ভগ্ন করে, তদ্রূপ রাম তখনই মুষল দ্বারা সেই শূল শতধা ছিন্ন করিলেন। ১৬—২৫।

সহস্রভারসংযুক্তাং গদাং গুর্ব্বীং প্রগৃহ্য চ।
বলং ততাড় হৃদয়ে জগর্জ্জ ঘনবৎ খলঃ॥ ২৬
তদ্গদায়াঃ প্রহারেণ কোলং কজ্জলবত্তনুম্।
মুসলেনাহনন্মূর্দ্ধ্নি বলদেবো মহাবলঃ॥ ২৭
মুসলাহতমূর্দ্ধাপি পতিতো রণমণ্ডলে।
মুষ্টিঘাতং ঘাতয়িত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ২৮
চকার মায়াং মায়াবী দৈতেয়ীমতিভীষণাম্।
প্রলয়প্রভবৈর্মেঘৈর্মহাবাতপ্রণোদিতৈঃ॥ ২৯
অন্ধকারং প্রকুর্ব্বদ্ভিরভূদাচ্ছাদিতং নভঃ॥ ৩০
জপাপুষ্পসমান্ বিন্দূনজস্রং রুধিরস্য চ।
মোচয়িত্বাথ বীভৎসবর্ষাশ্চক্রুর্ঘনা ঘনাঃ॥ ৩১
পূয়মেদোহতিবিন্মূত্রসুরামাংসসমন্বিতাঃ।
দৃষ্ট্বা তাভিশ্চ বর্ষাভির্হাহাকারো বভূব হ॥ ৩২
জ্ঞাত্বাথ তৎকৃতাং মায়াং বলদেবো মহাপ্রভুঃ।
চিক্ষেপ মুসলং দীর্ঘং পরসৈন্যবিদারণম্॥ ৩৩
সর্ব্বাস্ত্রঘাতকং স্বচ্ছমষ্টধাতুময়ং দৃঢ়ম্।
শতযোজনবিস্তীর্ণং প্রলয়াগ্নিসমপ্রভম্॥ ৩৪
বলাস্ত্রং মুসলং রেজে ভ্রমদ্দশদিগন্তরে।
বিদারয়দ্ঘনান্ ব্যোম্নি নীহারং চ যথা রবিঃ॥ ৩৫
তদ্ব্যোম্নি প্রগতং দৃষ্ট্বা হলাস্ত্রং চ স্বতঃ প্রভুঃ।
সভৃত্যাকৃষ্য চ বলান্মধ্যে তান্ বিদদার হ॥ ৩৬
নাশং গতায়াং মায়ায়াং বলদেবো মহাবলঃ।
গৃহীত্বা ভুজদণ্ডাভ্যাং ভুজদণ্ডে মদোৎকটম্॥ ৩৭
ভ্রাময়ন্ বাল ইব তং প্রতুলং স ইতস্ততঃ।
পাতয়ামাস ভূপৃষ্ঠে কমণ্ডলুমিবার্ভকঃ॥ ৩৮
তস্য দৈত্যস্য পাতেন সাব্ধিশৈলবনৈঃ সহ।
চকম্পে নাড়িকামাত্রং সর্ব্বভূখণ্ডমণ্ডলম্॥ ৩৯
ভগ্নদন্তশ্চলন্নেত্রো মূর্চ্ছিতো নিধনং যযৌ।
কোলো নাম মহাদৈত্যো বৃত্রো বজ্রহতো যথা॥
তদা জয়জয়ারাবো দিবি ভূমৌ বভূব হ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবর্ষাঃ সুরৈঃ কৃতাঃ॥ ৪১
ইত্থং কোলং ঘাতয়িত্বা বলদেবোঽচ্যুতাগ্রজঃ।
দত্ত্বাথ কৌশারবয়ে কৌশাম্বীং চ পুরীং ততঃ॥৪২
স্নাতুং ভাগীরথীং প্রাগাদ্গর্গাচার্য্যাদিভির্বৃতঃ।
লোকানাং সংগ্রহং কর্ত্তুং সর্ব্বদোষক্ষয়ায় চ॥ ৪৩
স্নাপয়াঞ্চক্রুরার্ষান্তে গঙ্গায়াং মাধবং বলম্।

মেঘ গর্জ্জনকারী খল কোল সহস্রভার সংযুক্ত গুরু গদা গ্রহণ করিয়া বলরামের হৃদয়ে প্রহার করিল, মহাবল বলদেব গদার প্রহার প্রাপ্ত হইয়া কজ্জলতুল্য কৃষ্ণবদন কোলের মস্তকে মুষলাঘাত করিলেন, কোল মস্তকে মুষলের আঘাত পাইয়া রণক্ষেত্রে পতিত হইল, কিন্তু সে বলদেবকে মুষ্টাঘাত করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিল। মায়াবী দৈত্য অতিভীষণা দানবী মায়া বিস্তার করিল,—মহাবায়ুচালিত প্রল কালীন মেঘ অন্ধকার করিয়া আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল; ঘন মেঘগণ পূয, মেদ, বিষ্ঠা, মূত্র, সুরা ও মাংসসমন্বিত জবাপুষ্পের তুল্য ভীষণ শোণিতবিন্দু অজস্র বৃষ্টি করিল; সেই বৃষ্টি দর্শনে মহা হাহাকার উত্থিত হইল। অনন্তর মহাপ্রভু বলরাম তাহা কোলকৃত মায়া জানিয়া শত্রুসৈন্যবিদারী মহামুষল নিক্ষেপ করিলেন; সে মুষল সর্ব্বাস্ত্রসংহারী স্বচ্ছ অষ্ট ধাতুময় দৃঢ় শত যোজন বিস্তীর্ণ প্রলয়ানলপ্রভ। বলরামের সেই মুষলাস্ত্র দশদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে রবির নীহারহরণের ন্যায় গগনস্থ ঘনাবলী বিদারণ করিল। ২৬—৩৫। প্রভু বলদেব মুষলাস্ত্রকে আকাশগত দেখিয়া নিজ-মাহাত্ম্যে বলপূর্ব্বক হলাকর্ষণে দৈত্যের মায়াকৃত সেই সকল মেঘ ভেদ করিলেন। মদোৎকট কোলের মায়া বিনষ্ট হইলে মহাবল বলরাম স্বীয় ভুজদ্বয়ে তদীয় বাহু-দ্বয় ধারণ করিয়া বালকের তুলা উড়াইবার মত তাহাকে ইতস্তত ভ্রামিত করত বালকের কমণ্ডলু নিক্ষেপের ন্যায় ভূতলে পাতিত করি-লেন। তাহার দন্ত ভগ্ন ও নেত্র স্থানচ্যুত হইল, মহাদৈত্য কোল মূর্চ্ছিত হইয়া বজ্রাহত বৃত্রের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন ভূতলে ও স্বর্গে জয় জয় রব উত্থিত হইল, সুরগণকৃত পুষ্পবর্ষণ ও দেবদুন্দুভি নিনাদিত হইল। অচ্যুতাগ্রজ বলদেব এইরূপে কোলকে নিহত করিয়া কৌশারবি নৃপতিকে তাঁহার কৌশারবী পুরী প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্বদোষক্ষয় ও লোকরীতি রক্ষার্থ গর্গাচার্য্যাদি-পরিবৃত

বেদমন্ত্রৈর্মঙ্গলৈশ্চ গর্গাচার্য্যাদয়ো দ্বিজাঃ ॥ ৪৪
লক্ষং গজানাং বৈদেহ স্যন্দনানাং দ্বিলক্ষকম্।
হয়ানাং চ তথা কোটিং ধেনূনামর্ব্বুদং দশ ॥ ৪৫
শতার্ব্বুদং চ রত্নানাং ভারং জাম্বুনদাবৃতম্।
রামো দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযযৌ মথুরাং পুরীম্ ॥
যত্র রামেণ গঙ্গায়াং কৃতং স্নানং বিদেহরাট্।
তত্র তীর্থং মহাপুণ্যং রামতীর্থং বিদুর্বুধাঃ ॥ ৪৭
কার্ত্তিক্যাং কার্ত্তিকে স্নাত্বা রামতীর্থে তু জাহ্নবীম্।
হরিদ্বারাচ্ছতগুণং পুণ্যং বৈ লভতে জনঃ ॥ ৪৮

বহুলাশ্ব উবাচ।

কৌশাম্বেশ্চ কিয়দ্দূরং স্থলে কস্মিন্ মহামুনে।
রামতীর্থং মহাপুণ্যং মহ্যং বক্তুং ত্বমর্হসি ॥ ৪৯

নারদ উবাচ।

কৌশাম্বেশ্চ তদীশান্যাং চতুর্যোজনমেব চ।
বায়ব্যাং সূকরক্ষেত্রাচ্চতুর্যোজনমেব চ ॥ ৫০
কর্ণক্ষেত্রাচ্চ ষট্ক্রোশৈর্নলক্ষেত্রাচ্চ পঞ্চভিঃ।
আগ্নেয্যাং দিশি রাজেন্দ্র রামতীর্থং বদন্তি হি ॥
বৃদ্ধকেশীসিদ্ধপীঠাদ্বিল্বকেশবনাৎ পুনঃ।
পূর্ব্বস্যাঞ্চ ত্রিভিঃ ক্রোশৈ রামতীর্থং বিদুর্বুধাঃ ॥
দৃঢ়াশ্বো বঙ্গরাজোঽভূৎ কুরূপং লোমশং মুনিম্
দৃষ্ট্বা জহাস সততং তং শশাপ মহামুনিঃ ॥ ৫৩
বিকরালঃ ক্রোড়মুখোঽসুরো ভব মহাখল।
ইত্থং স মুনিশাপেন কোলঃ ক্রোড়মুখোঽভবৎ ॥
বলদেবপ্রহারেণ ত্যক্ত্বা স্বামাসুরীং তনুম্।
কোলো নাম মহাদৈত্যঃ পরং মোক্ষং জগাম হ
ততো রামো মন্ত্রিভিশ্চ উদ্ধবাদিভিরন্বিতঃ।
জহ্নুতীর্থং জগামাশু যত্র দক্ষঃ শ্রুতেরভূৎ ॥ ৫৬
গঙ্গা ব্রাহ্মণমুখ্যস্য জাহ্নবী যেন কথ্যতে।
দত্ত্বা দানং দ্বিজাতিভ্য উবু রাত্রৌ জনৈঃ সহ ॥
ততস্তৎপশ্চিমে ভাগে পাণ্ডবানামতিপ্রিয়ম্।
আহারস্থানকং প্রাপ্য রাত্রৌ বাসং চকার হ ॥৫৮
তত্র দানং দ্বিজাতিভ্যো দত্ত্বা সদ্গুণভোজনম্।

হইয়া গঙ্গায় স্নানার্থ গমন করিলেন। গর্গাদি আর্য্য আচার্য্যগণ বেদমন্ত্রাদি মঙ্গল বিধানে বলরাম মাধবকে স্নান করাইলেন। হে বৈদেহ! বলরাম ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ গজ, দ্বিলক্ষ রথ, কোটি অশ্ব, দশ অর্ব্বুদ ধেনু, স্বর্ণসমন্বিত শতার্ব্বুদ রত্নভার প্রদান করিয়া মথুরায় গমন করিলেন। বলরাম যে স্থানে গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন, হে বিদেহরাজ! বুধগণ তাহা মহাপুণ্য রামতীর্থ বলিয়া বিদিত হইয়া থাকেন। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমায় কিংবা কার্ত্তিক মাসে রামতীর্থে গঙ্গাস্নান করিয়া মানব হরিদ্বারের শতগুণ অধিক পুণ্য প্রাপ্ত হয়। ৩৬—৪৮। বহুলাশ্ব বলিলেন,—কৌশাম্বির কতদূরে মহাপুণ্য রামতীর্থ বিদ্যমান হে মহামুনে। তাহা আমায় বলুন। নারদ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! কৌশাম্বি হইতে ঈশান কোণের চারি যোজন এবং শূকরক্ষেত্র হইতে বায়ুকোণের চারি যোজন, কর্ণক্ষেত্র হইতে আগ্নিকোণে ছয় ক্রোশ ও নলক্ষেত্র হইতে অগ্নিকোণে পাঁচ ক্রোশ স্থানকে রামতীর্থ বলা হয়। পণ্ডিতগণ বলেন—ঐ রামতীর্থ বৃদ্ধ কেশী সিদ্ধপীঠ ও বিল্ববন হইতে পূর্ব্বদিকে তিন ক্রোশ স্থানব্যাপী। পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশে দৃঢ়াশ্ব নামে জনৈক রাজা ছিলেন, তিনি কুরূপ লোমশ মুনিকে দেখিয়া হাসিয়াছিলেন, তাহাতে মুনি তাঁহাকে শাপ প্রদান করেন;—হে মহাখল! তুমি বিকরাল শূকরমুখ অসুর হও। দৃঢ়াশ্ব এইরূপ মুনিশাপে শূকরমুখ কোলাসুর হন। ঐ মহাসুর কোল বলরামের প্রহারে স্বীয় আসুরী তনু ত্যাগ করিয়া মহা মোক্ষ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর বলরাম মন্ত্রী উদ্ধবাদির সহিত জহ্নুতীর্থে সমাগত হইলেন, এই স্থানে শ্রুতি হইতে দক্ষের উৎপত্তি হয়। গঙ্গা এখানে জহ্নু নামক এক মুখ্য ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়া জাহ্নবী নামে খ্যাতা হইয়াছেন। বলরাম দ্বিজগণকে দান করিয়া স্বজন সহ এই স্থানে রজনী যাপন করিলেন। ৪৯—৫৭। অনন্তর তাহার পশ্চিমভাগে পাণ্ডবগণের অতি প্রিয় আহার স্থানে উপস্থিত হইয়া তথায় রাত্রিবাস করিলেন, সেখানে দ্বিজগণকে

তেতো যোজনমেকং চ দেবং মাণ্ডুকসংজ্ঞকম্ ॥৫৯
তপস্তপ্তং মহত্ত্বেন চান্তে দেবরূপাপ্তয়ে।
তদর্থং স্বসমাজেন বলদেবো জগাম হ ॥৬০
ঊর্দ্ধাস্যমেকপাদস্থং ধ্যানস্তিমিতলোচনম্।
স্বভক্তং হৃদয়স্থং স্বং মূর্ত্তিদর্শনলোলুপম্ ॥ ৬১
তাং জহার তদানন্তস্ততো বাহ্যে দদর্শ হ।
স দৃষ্ট্বানন্তদেবস্য রূপং পরমসুন্দরম্ ॥ ৬২
স্রগ্‌ব্যেককুণ্ডলং গৌরং তালাঙ্করথসংযুতম্।
স্তুত্বা পরময়া ভক্ত্যা পপাত চরণৌ পুনঃ ॥ ৬৩
তস্য শীর্ষ্ণি করং দত্ত্বা বরং ব্রূহীত্যুবাচ হ।
যদি প্রসন্নো ভগবানন্বুগ্রাহ্যোঽস্মি বা যদি ॥ ৬৪
সর্ব্বোত্তমাং ভাগবতীং সংহিতাং শুকবক্ত্রতঃ।
নির্গতাং দেহি মে স্বামিন্ কলিদোষহরাং পরাম্

বলদেব উবাচ।

উদ্ধবদ্বারতঃ প্রাপ্তির্ভবিষ্যতি তবানঘ।
শ্রীমদ্ভাগবতী কীর্ত্তিরধিকা যা কলৌ যুগে ॥ ৬৬

মাণ্ডুক উবাচ।

কথং ভগবতা দত্তা মুখ্যা তস্যাধিকারিতা।
কদা যোগং মম স্বামিন্ কুরু সন্দেহভঞ্জনম্ ॥৬৭

বলদেব উবাচ।

কথয়ামি পরং গোপ্যং রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
অদ্যাপি মম সামীপ্যে উদ্ধবোঽয়ং বিরাজতে॥
তদ্দর্শনং কুরু পরমাচার্য্যসম্প্রদায়কম্।
অদ্য তীর্থস্য যাত্রায়ামুপদেশো ন তে ভবেৎ ॥৬৯
যথোপদেষ্টা ভবতি তেন তে কথয়াম্যহম্।
উদ্ধবঃ স্থাপিতঃ শ্রীমদাচার্য্যঃ সংহিতাময়ঃ ॥ ৭০
নন্দাদিব্রজবাসীনাং গোপীনাং প্রীতয়ে কৃতঃ।
স্বস্বরূপং পরিকরং যৎকিঞ্চিদ্ভগবত্তমম্ ॥ ৭১
সর্ব্বস্বভাবগুণকং কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
উদ্ধবং চৈব স্বাত্মানমেক এবাচরদ্বিভুঃ ॥ ৭২
সাক্ষাৎকারং চকারাদৌ ন স্বীয়মত্তং কচিৎ।
শ্রীকৃষ্ণমেব তে জ্ঞাত্বা পূজয়ামাসুরাদরাৎ ॥ ৭৩

সদ্‌গুণযুক্ত ভোজ্য বস্তু দান করিলেন। তথা হইতে এক যোজন দূরে মাণ্ডুক দেব বিদ্যমান, সেখানে মাণ্ডুক মুনি অন্তকালে দেবরূপালাভার্থ মহা তপস্যা করেন। বলরাম স্বজনসহ সেই ঋষির উদ্দেশে তথায় গমন করিলেন। মাণ্ডুক ঋষি ঊর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া একপদে দণ্ডায়মান হইয়া ধ্যানস্তিমিতলোচনে অবস্থিত ছিলেন; বলরাম স্বভক্তকে হৃদয় মধ্যে নিজমূর্ত্তি দর্শন লোলুপ দেখিয়া সেই মূর্ত্তি অপহরণ করিলেন ; তখন মুনি তাঁহাকে বাহিরে দেখিতে পাইলেন। মাণ্ডুক মালা-ধারী এক-কুণ্ডলমণ্ডিত গৌর তালধ্বজ-যুক্ত রথস্থ অনন্তদেবের পরাদ্ভুতরূপ দর্শন করিয়া পরম ভক্তিসহকারে স্তব করত তাঁহার পদদ্বয়ে পতিত হইলেন। বলদেব তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক বলিলেন—বর লও। মাণ্ডুক বলিলেন,—হে ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তবে হে স্বামিন্! শুকমুখনির্গতা কলিকলুষ-নাশিনী সর্ব্বোত্তমা ভাগবতী সংহিতা আমায় প্রদান করুন। ৫৮—৬৫। বলদেব বলিলেন,—হে অনঘ! যাহা কলিযুগে সর্ব্বাধিকা, সেই শ্রীমদ্‌ভাগবতী সংহিতা তুমি উদ্ধব দ্বারা প্রাপ্ত হইবে। মাণ্ডুক কহিলেন,—হে প্রভো! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেন তাঁহাকে মুখ্যাধিকার প্রদান করিলেন আর কখন আমার তাঁহার সঙ্গ ঘটিবে, আমার এই সন্দেহ দূর করুন। বলদেব বলিলেন,—সেই পরমাদ্ভুত পরম গোপ্য রহস্য আমি তোমায় বলিব। সেই উদ্ধবও এখন আমার নিকট রহিয়াছেন ; পরম-আচার্য্যস্থানীয় ঐ উদ্ধবকে দর্শন কর! তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গ হেতু অদ্য তোমাকে উপদেশ দেওয়া হইবে না, উদ্ধব কিরূপে তোমার উপদেষ্টা হইবেন, তাহা তোমাকে কহিতেছি। ব্রজবাসী নন্দাদি ও গোপীগণের প্রীতির নিমিত্ত সংহিতাময় শ্রীমান্ পরমাত্মা কৃষ্ণ উদ্ধবকে উপদেষ্টা নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছেন ; উদ্ধব মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ চারিজন ও প্রকৃষ্ট ভাগবত, স্বভাব ও গুণে তাঁহার তুল্য। প্রথমেই উদ্ধবকে বিভু কৃষ্ণ আত্মানুরূপ করিয়াছেন, দেখিতে কিছুই ভেদ করেন নাই। ব্রজবাসীরা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়াই সাদরে পূজা করিয়া থাকেন।

বসন্তর্তুঃ গ্রীষ্মোহপি স চচার ব্রজাত্মকৌ।
শময়ন্ রাধায়াঃ শোকং তৎকুণ্ডপার্শ্বজঃ ॥ ৭৪
সর্ব্বং ভূমণ্ডলং তত্র বিচচার ব্রজানুগৈঃ।
বিয়োগার্ত্তিহরঃ প্রোক্তো গবাং
নন্দাদিগোপিনাম্ ॥ ৭৫
মন্ত্রাধিকারকুশলঃ সর্ব্বঃ পরিকরাগ্রণীঃ।
অথান্তর্দ্ধানবেলায়াং ভগবান্ ধর্ম্মগুপ্তয়ে ॥ ৭৬
তস্মৈ স্বতেজসমপি দাস্যতে পরমাদ্ভুতম্।
মুদ্রাধিকারে সর্ব্বত্র সর্ব্বদৈব বিরাজতে ॥ ৭৭
অন্তর্দ্ধানে তু স্বস্থানে দত্তা তস্যাধিকারিতা।
বদরীস্থং পরিকরং ধর্ম্মজং বোধয়িষ্যতি ॥ ৭৮
অর্জ্জুনাদির্বিয়োগার্ত্তিহারী সৈব ভবিষ্যতি।
বজ্রনাভো যাদবানাং মাথুরে সম্ভবিষ্যতি ॥ ৭৯
শ্রীকৃষ্ণস্যৈব পৌত্রেষু মহারাজ্ঞীগণেষু চ।
বিয়োগার্ত্তিহরশ্চৈব স্থাপ্যতে শ্রীহরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৮০
কৌরবাণাং কুলে রাজা পরীক্ষিদিতি বিশ্রুতঃ।
তস্য পুত্রোঽতিতেজস্বী বিখ্যাতো জনমেজয়ঃ ॥
পিতুঃ শত্রুহণং যজ্ঞং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
তস্যাপি সর্ব্বসামগ্রী হ্যুদ্ধবদ্বারতো ভবেৎ ॥ ৮২
শ্রীমদ্ভাগবতং দিব্যং পুরাণং বাচনং তদা।
গৌরাঙ্গস্য সম্প্রাপ্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮৩
শ্রীমৎপ্রসাদাদ্বিপ্রর্ষের্মহাভাগবতোত্তমাৎ।
তদ্দ্বারা সর্পযজ্ঞস্য নিবৃত্তিঃ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৮৪
যজ্ঞসংস্কারকর্ত্তৄণাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনম্।
স দাস্যতি মহারাজো গ্রামাণাং শতকং তদা ॥৮৫
ততস্ত্বাচার্য্যবর্য্যস্য শ্রীপ্রসাদস্য চাজ্ঞয়া।
স গত্বা শূকরক্ষেত্রং মাসমেকং স্থিতোঽভবৎ ॥
দত্বা দানান্যনেকানি গোমহাগজবাজিনঃ।
রত্নং বাসো ব্রাহ্মণেভ্যো ভোজনঞ্চ যদৃচ্ছয়া ॥৮৭
ততস্মাত্তৎস্থলাৎ সোঽপি নিবর্ত্ত্য গুরুণা সহ।
গঙ্গাতীরস্থলান্ পশ্যন্নাগমিষ্যতি সদ্‌ব্রতঃ ॥ ৮৮
শয়াননগরে সংস্থাং করিষ্যতি সহানুগঃ।
শ্রীগুরোরাজ্ঞয়া তত্র সামগ্রীং সাধনৈঃ সহ ॥ ৮৯
অশ্বমেধং করোতি স্ম সর্ব্বজেতা ভবিষ্যতি।
একচ্ছত্রধরো ভূত্বা শ্রীগুরোঃ শরণং গতঃ ॥ ৯০

উদ্ধব ব্রজের আত্মভূত গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুতে ব্রজে বিচরণ করেন, তিনি রাধাকুণ্ড পার্শ্বস্থিত জনগণসহ রাধার শোকাপনোদন ও ব্রজজনসহ ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়াছিলেন। তিনি নন্দ গোপ ও গোগণের বিয়োগব্যথাহারী মন্ত্রণাকার্য্যে কুশল এবং সর্ব্বপরিবারের অগ্রণী। ধর্ম্মরক্ষকরূপ দেহধারী ভগবান্ অন্তর্ধানকালে সেই উদ্ধবকেই নিজের পরমাদ্ভূত তেজ দিয়া যাইবেন। কৃষ্ণদত্ত স্বীয় স্বীকার জ্ঞাপক মুদ্রাধিকারে সর্ব্বদা উদ্ধব বিদ্যমান, স্বস্থানে প্রস্থানকালে কৃষ্ণ উদ্ধবকে তদীয় সমস্ত অধিকার অর্পণ করিয়া যাইবেন; আর উদ্ধব উহা দ্বারা বদরীবনবাসী কৃষ্ণের আত্মীয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিবেন।৭৬—৭৮। অর্জ্জুনাদির বিয়োগব্যথা তিনিই দূর করিবেন! মথুরায় যাদবদিগের বংশে বজ্রনাভ হইবেন। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র ও মহামহিষীগণের বিয়োগব্যথা দূরীকরণার্থ হরি স্বয়ং তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কৌরবকুলের অতিবিখ্যাত রাজা পরীক্ষিতের তনয় অতি তেজস্বী বিখ্যাত জনমেজয় পিতৃশত্রু সংহারের জন্য যজ্ঞ করিবেন, সংশয় নাই। তাহারও সমস্ত সামগ্রী আহরণ করিবেন উদ্ধব। তখন দিব্য শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ হইবে, তাহাতে মহাকুলের লোক সকল মিলিত হইবেন, সংশয় নাই। সর্ব্বোত্তম মহাভাগবত শ্রীপ্রসাদ নামক বিপ্রর্ষি হইতে সর্পযজ্ঞের সমাপ্তি হইবে। তখন যজ্ঞসংস্কারক বিপ্রগণ পূজা পাইবেন, মহারাজ জনমেজয় শত গ্রাম দান করিবেন। অনন্তর রাজা প্রধান আচার্য্য শ্রীপ্রসাদের আদেশে শূকরক্ষেত্রে গমন করিবেন, এক মাস তথায় থাকিবেন এবং গো, মহাগজ, বাজী, রত্ন, বস্ত্র প্রভৃতি বহু বস্তু ও যথেচ্ছ ভোজন ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া তৎপর সজ্জন ও গুরুর সহিত তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক গঙ্গাতীরস্থ স্থান সকল দর্শন করিয়া আগমন করিবেন। অনন্তর অনুগগণ সহ শয়ান নগরে অবস্থিতি করিবেন, গুরুর আজ্ঞায় সেখানে যজ্ঞীয় সামগ্রী সংগ্রহপূর্ব্বক অশ্বমেধ করত

ততো গঙ্গাতটে রম্যে পূর্ব্বস্যাং ক্রোশপঞ্চকে।
পরমৈকান্তরূপেণ সেবনং তৎ করিষ্যতি ॥ ৯১
তত্র ভাগবতী বার্ত্তা ভবরোগবিনাশিনী।
ভবিষ্যতি মুদা যুক্তা সমাজেষু সুধর্ম্মিণাম্ ॥ ৯২
তত্র পূর্ণসমাজেষু তেষাং মধ্যে ভবানপি।
শৃণোষি ভগবদ্ধর্ম্মং গত্বা শ্রীনির্ম্মলং পদম্ ॥ ৯৩
তপস্তপ্তং মদর্থং তে তস্মাদেতৎ প্রকাশিতম্।
এবং দেবং বরং দত্বা গতো রামঃ সহানুগঃ ॥৯৪
শয়াননগরাচ্চৈশান্যাং দিশি সংস্থিতম্।
স্থানং গঙ্গাতটে রম্যং কণ্টকাহ্বস্তরেহভবৎ ॥৯৫
পুষ্পবত্যা দক্ষিণে তু ক্রোশৈকং বিস্তরেণ চ।
তত্র সঙ্কর্ষণো দেবঃ স্থিত্বা দানপরোহভবৎ ॥৯৬
ঘোটকান্ দশসাহস্রং রথানাং শতকং তথা।
দ্বিপসহস্রং গাশ্চৈব দিক্‌সহস্রং দদৌ মুদা ॥ ৯৭
তত্র সঙ্কর্ষণং দেবং পূজয়ামাসুরাদরাৎ।
দেবাঃ সমাযযুঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ৯৮

নমঃ কোলেশঘাতায় খরাসুরবিঘাতিনে।
হলায়ুধ নমস্তেহস্তু মুশলাস্ত্রায় তে নমঃ ।
নমঃ সৌন্দর্য্যরূপায় তালাঙ্কায় নমো নমঃ ॥ [illegible]
ইতি স্তুত্বা ভক্তিং তেষাং সঙ্কর্ষণ উবাচ হ।
বরং ব্রুবন্তু মাং সর্ব্বে ভবতাং যদভীপ্সিতম্ ॥

দ্বিজদেবা ঊচুঃ।

যদা যদাপদা যুক্তাঃ স্মরামো ভবতঃ পদম্।
সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্তা ভবামশ্চ তবাজ্ঞয়া ॥ ১০১

রাম উবাচ।

যদা যদা মাং স্মরথ তদাহং শরণাগতান্।
রক্ষিতা স্যাং কলৌ নূনমিতি সত্যং বচো মম ॥
অত্র স্থলে বরং প্রাপ্তং প্রাক্ তৎ মুনিপুঙ্গবৈঃ।
অতঃ সঙ্কর্ষণস্থানং ভবিষ্যতি কলৌ যুগে ॥১০৩
অস্মিন্ স্নাস্যন্তি গঙ্গায়াং দেবান্ সম্পূজয়ন্তি যে
দাস্যন্তি দানং বিপ্রেভ্যো ভোজনং কারয়ন্তি যে
বিষ্ণুং সম্পূজয়ন্তি স্ব সফলং জীবিতং ক্ষিতৌ।
তে যান্তি দৈবতস্থানং কামী প্রাপ্নোতি কামনাম্

পূর্ণতেজা একচ্ছত্রধর নৃপতি হইবেন ও শুকের শরণ লইবেন। ৭৯—৯০। তারপর রমণীয় গঙ্গাতটের উপর পূর্ব্বদিকে পঞ্চক্রোশ ব্যাপী-স্থানে একান্তরূপে তাঁহার সেবা করিবেন, তথায় উত্তম শ্রেষ্ঠজনের সভায় আনন্দযুক্তা ভবরোগ-বিনাশিনী ভাগবতী কথা হইবে, তুমিও সেই পূর্ণ ধার্ম্মিকমণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়া আনন্দে সেই ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া নির্ম্মল ব্রহ্মপদে প্রবেশ করিবে। তুমি আমার জন্য তপস্যা করিয়াছ, তজ্জন্য ইহা প্রকাশ করিলাম। অনন্তর রাম এইরূপে মাণ্ডুক মুনিকে বর দিয়া অনুগগণ সহ গমন করিলেন। পবিত্র শয়ান নগরের ঈশানকোণে গঙ্গাতীরে অবস্থিত স্থান অতি রমণীয়; উহা কণ্টকক্ষেত্রের উত্তরে পুষ্পবতীর দক্ষিণে একক্রোশ মাত্র বিস্তৃত। বলদেব সেখানে থাকিয়া দানপরায়ণ হইলেন; তিনি সানন্দে দশ সহস্র ঘোটক, শত রথ, সহস্র হস্তী ও দশ সহস্র গো দান করিলেন। তথায় দেব ও তপোধন ঋষিগণ বলরামের পূজা করিবার জন্য সমাগত হইলেন এবং পরমাদরে পূজা করিয়া স্তব করিলেন;—

কোলনাশী ও খরাসুরঘাতীকে নমস্কার, হে হলায়ুধ! তোমাকে নমস্কার, তোমার মুষলাস্ত্রকে নমস্কার! তোমার সুন্দররূপকে নমস্কার, তালধ্বজকে নমস্কার নমস্কার। ৯১—৯৯। তাঁহাদের স্তব শ্রবণ করিয়া বলরাম বলিলেন,—তোমরা সকলেই অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর। দ্বিজ ও দেবগণ বলিলেন— যে যে সময়ে বিপদে পড়িয়া আপনার চরণ শরণ করিব, তখন যেন আমরা আপনার আজ্ঞায় সর্ব্ববিঘ্নমুক্ত হই। বলরাম বলিলেন, —যে যে সময় আমাকে স্মরণ করিবে, তখনই আমি শরণাগতের রক্ষা করিব, কলিকালে ইহাই আমার এক সুনিশ্চিত প্রতিজ্ঞাবাক্য। এইস্থলে মুনিসত্তমগণ আমার পূজা করিয়া বর পাইয়াছেন, অতএব কলিযুগে এই স্থান সঙ্কর্ষণ স্থান নামে অভিহিত হইবে। যাঁহারা এই স্থানে গঙ্গাস্নান দেবপূজা বিষ্ণুপূজা ও বিপ্রগণকে দান করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবেন, ক্ষিতিতলে তাঁহাদের জীবন সফল; তাঁহারা বৈকুণ্ঠধামে গমন

ততঃ পরিবৃতো রামঃ স্বাং পুরীং সঞ্জগাম হ।
কোলরক্ষোবধং কৃত্বা স্নাত্বা বিষ্ণুপদীজলে ॥ ১০৬
রামস্য বলদেবস্য কথাং যঃ শৃণুয়ান্নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১০

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং মথুরাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে কোলদৈত্যবধো নাম
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বহুলাশ্ব উবাচ।

অকস্মাদাগতে রামে তত্র তীর্থমিদং শ্রুতম্।
অহো মধুপুরী ধন্যা যত্র সন্নিহিতশ্চ সঃ ॥ ১
মথুরায়াস্তু কো দেবঃ কঃ ক্ষত্তা কশ্চ রক্ষতি।
কশ্চারঃ কো মন্ত্রিবরঃ কৈর্ভূমিস্তত্র সেবিতা ॥ ২

নারদ উবাচ।

পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ হরিঃ।
স্বয়ং হি মথুরানাথঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ ॥ ৩
সাক্ষাদ্ভগবতা প্রাপ্তঃ কপিলায় দ্বিজায় চ।
কপিলঃ প্রদদৌ যং বৈ প্রসন্নঃ শতমন্যবে ॥ ৪
জিত্বা দেবান্ রাক্ষসেন্দ্রো রাবণো লোকরাবণঃ।
যং স্তুত্বা পুষ্পকে স্থাপ্য লঙ্কায়াং তমপূজয়ৎ ॥ ৫
জিত্বা লঙ্কাং রাঘবেন্দ্রস্তমানীয় প্রযত্নতঃ
অযোধ্যায়াং চ বারাহমর্চ্চয়ামাস মৈথিল ॥ ৬
স্তুত্বা রামং চ শত্রুঘ্নো যমানীয় প্রযত্নতঃ।
মথুরায়াং মহাপুর্য্যাং স্থাপয়িত্বা ননাম হ ॥ ৭
সেবিতো মাথুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বেষাং চ বরপ্রদঃ।
সাক্ষাৎ কপিলবারাহঃ সোঽয়ং মন্ত্রিবরঃ স্মৃতঃ ॥ ৮
ক্ষত্তা শ্রীমথুরায়াশ্চ নাম্না ভূতেশ্বরঃ শিবঃ।
দত্বা দণ্ডং পাতকিনে ভক্ত্যর্থান্নয়তাং ব্রজেৎ ॥৯
চণ্ডিকা তু মহাবিদ্যা দেবী দুর্গতিনাশিনী।
সিংহারূঢ়া সদা রক্ষাং মথুরায়াঃ করোতি হি ॥ ১০
চারোঽহং মথুরায়াশ্চ পশ্যঁল্লোঁকানিতস্ততঃ।
বদামি বার্ত্তাং সর্ব্বেষাং শ্রীকৃষ্ণায় মহাত্মনে ॥১১

করিবেন, আর কামী হইলে পূর্ণকাম হই-বেন। কোল রাক্ষসের বধের পর পরিবার-পরিবৃত বলরাম গঙ্গাস্নান করিয়া নিজ পুরে প্রস্থান করিলেন যে মানব বলদেবের এই কথা শ্রবণ করে। সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০০—১০৭।

মথুরাখণ্ডে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—বলরামের অকস্মাৎ একবার আগমনে সেস্থানে সেই তীর্থ বিখ্যাত হইল; অহো! তাঁহার নিত্যবাসস্থলী মথুরাপুরী ধন্যা। মথুরার দেবতা কে, দ্বারপাল কে, রক্ষক কে, চর কে, প্রধান মন্ত্রী কে, কাহাদের দ্বারা তত্রত্য ভূমি সেবিতা হন? নারদ বলিলেন, —ক্লেশনাশক কেশব পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হরি স্বয়ং মথুরানাথ। স্বয়ং ভগবান্ দ্বিজ কপিলের জন্য যে বরাহমূর্ত্তি ধারণ, কপিল প্রসন্ন হইয়া তাহা ইন্দ্রকে দান করেন, লোকরাবণ রাক্ষসরাজ রাবণ দেবগণকে পরাজিত ও তাঁহাকে স্তব করিয়া পুষ্পকে স্থাপিত করত লঙ্কায় আনিয়া তাঁহার পূজা করিতে থাকে, রঘুপতি রাম রাবণকে জয় করিয়া যত্নসহকারে সেই বরাহমূর্ত্তি আনয়নপূর্ব্বক পূজা করেন; হে মৈথিল! শত্রুঘ্ন রামের স্তুতি করিয়া সযত্নে ঐ মূর্ত্তি আনয়ন করত মহাপুরী মথুরায় স্থাপনপূর্ব্বক প্রণাম করেন; মথুরাবাসী কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ঐ বরাহদেব সকলের বরপ্রদ হইয়াছেন; ঐ সাক্ষাৎ কপিল বারাহ মথুরার মন্ত্রী জানিবে। মথুরার দ্বারপালের নাম—ভূতেশ্বর শিব, তিনি পাপীকে দণ্ড দান করেন, তাঁহার প্রতি ভক্তি করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। দুর্গতি-নাশিনী সিংহারূঢ়া মহাবিদ্যা চণ্ডিকা দেবী সর্ব্বদা মথুরার রক্ষা করেন। ১—১০। মথুরার সর্ব্বদিকের লোকগণের উপর দৃষ্টি রাখি ও মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে সকলের সাময়িক সংবাদ

মধ্যে বৈ মথুরা দেবী শুভদা করুণাময়ী।
বুভুক্ষিতেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো দদাত্যন্নং বিদেহরাট্‌॥
চতুর্ভুজা শ্যামলাঙ্গা ব্রজন্তি প্রাব্রজন্তি চ।
মথুরায়াং মৃতং নেতুং বিমানৈঃ কৃষ্ণপার্ষদাঃ॥ ১৩
শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্গসম্ভূতা মথুরা বৈ মহাপুরী।
যস্যা দর্শনমাত্রেণ নরো যাতি কৃতার্থতাম্‌॥ ১৪
পুরা বিধিঃ শ্রীমথুরামুপেত্য
তপ্ত্বা তপো বর্ষশতং নিরন্নঃ।
জপন হরিং ব্রহ্মপরং স্বয়ম্ভূঃ
স্বায়ম্ভুবং প্রাপ সুতং প্রবীণম্‌॥ ১৫
ভূতেশ্বরো দেববরঃ সতীপতি-
স্তপ্ত্বা তপো দিব্যশরন্মধোর্বনে।
কৃষ্ণপ্রসাদান্নৃপরাজ সত্বরং
তস্যাঃ পুরে মাথুরমণ্ডলস্য হি॥ ১৬
কৃষ্ণপ্রসাদাদহমেব চারো
ভ্রমন সদা মাথুরমণ্ডলস্য।
তথা হি দুর্গা মথুরাং প্রয়াতি
শ্রীকৃষ্ণদাস্যং প্রকরোতি নূনম্‌॥ ১৭
তপ্ত্বা তপঃ শক্রপদং চ শক্রঃ
সূর্য্যো মনুং নিত্যনিধিং কুবেরঃ।
পাশী চ পাশং সমবাপ সম্যঙ্‌-
মধোর্বনে বিষ্ণুপদং ধ্রুবশ্চ॥ ১৮
তথাম্বরীষঃ সমবাপ মুক্তিং
রামোঽক্ষয়ং বা লবণাজ্জয়ং চ।
রঘুশ্চ সিদ্ধিং কিল চিত্রকেতু-
স্তপ্ত্বা তপোঽত্রৈব মধোর্বনে চ॥ ১৯
তপ্ত্বা তপোঽত্রৈব মধোর্বনে শুভে
ভূত্বা বলিষ্ঠশ্চ মধুর্মহাসুরঃ।
শ্রীমাধবে মাসি চ মাধবেন
যুযোধ যুদ্ধে মধুসূদনেন॥ ২০
সপ্তর্ষয়ঃ শ্রীমথুরাং সমেত্য
তপ্ত্বা তপোঽত্রৈব চ যোগসিদ্ধিম্‌।
প্রাপুঃ পুরো বৈ মুনয়ঃ সমস্তা-
দ্গোকর্ণবৈশ্যোঽপি মহানিধিঞ্চ॥ ২১
তপ্ত্বা তপোঽত্রৈব মধোর্বনে শুভে
বিজিত্য দেবান্‌ দিবি লোকরাবণঃ।
নিধায় রক্ষাংসি বিধায় মন্দির-
মাস্থায় লঙ্কাং বিররাজ রাবণঃ॥ ২২
তপ্ত্বা তপোঽত্রৈব মধোর্বনে শুভে
গজাহ্বয়েশো মিথিলেশ শন্তনুঃ।

নিবেদন করি বলিয়া আমিই মথুরার চর। হে বিদেহরাজ! নগরী মধ্যে করুণাময়ী শুভদা মথুরাদেবী বিদ্যমানা, তিনি সকল ক্ষুধাতুর ব্যক্তির অন্নদান করেন; ঐ দেবী চতুর্ভুজা ও শ্যামবর্ণা। মথুরার মৃতব্যক্তিকে লইয়া যাইবার জন্য বিমানসহ কৃষ্ণপার্ষদগণ যাতায়াত করিয়া থাকেন। কৃষ্ণাঙ্গসম্ভূত মথুরাপুরী মহাপুরী, ইহার দর্শনমাত্রে মানব কৃতার্থ হয়। পুরাকালে ব্রহ্মা মথুরাপুরে আসিয়া অনাহারে শতবর্ষ তপস্যা করেন, সেই স্বয়ম্ভু পরব্রহ্ম হরি নাম জপ করিয়া স্বায়ম্ভুব নামক প্রবীণ পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে নৃপবর! ভূতপতি মহাদেব মধুবনে দেবমানে এক বৎসর তপস্যা করিয়া কৃষ্ণপ্রসাদে দেববর সতীপতি হইয়াছিলেন। কৃষ্ণের অনুগ্রহে আমি চররূপে মথুরার সর্ব্বত্র বিচরণ করি; তদ্রূপ দুর্গাও মথুরা মধ্যে ভ্রমণ করিয়া কৃষ্ণের দাস্য করিয়া থাকেন। এই মথুরার মধুবনে তপস্যা করিয়া ইন্দ্র ইন্দ্রপদ, সূর্য্য মনুত্ব, কুবের নিধিপতিত্ব ও বরুণ পাশ অস্ত্রপ্রাপ্ত হইয়াছেন; মথুরায় সম্যক তপস্যা করিয়া ধ্রুব বিষ্ণুপদ পাইয়াছেন ও অম্বরীষ মুক্তিলাভ করিয়াছেন; এখানে তপস্যা করিয়া রামচন্দ্র লবণাসুর হইতে অক্ষয় বিজয়, রঘু ও চিত্রকেতু সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; এই মনোজ্ঞ মথুরায় বৈশাখমাসে তপস্যা করিয়া বলিষ্ঠ মহাসুর মধু মাধব মধুসূদনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১১—২০। পূর্ব্বকালে সপ্তর্ষি ও অন্যান্য মুনিগণ এই মথুরায় আসিয়া তপস্যা করিয়া যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গোকর্ণ নামক বৈশ্য এখানে তপস্যা করিয়া মহানিধি লাভ করিয়াছে। লোক ভয়ঙ্কর রাবণ শুভপ্রদ মধুবনে তপস্যা করিয়া দেবগণকে পরাজিত করত স্বর্গে রাক্ষসগণকে স্থাপন ও মন্দির

লেভে সুতং ভীষ্মমতীব সত্তমং
তত্ত্বার্থবারাংনিধিকর্ণধারকম্ ॥ ২৩

বহুলাশ্ব উবাচ।

মথুরায়াশ্চ মাহাত্ম্যং বদ দেবর্ষিসত্তম।
নিবাসে কিং ফলং প্রোক্তং মথুরায়াঃ সতাং নৃণাম্ ॥ ২৪

নারদ উবাচ।

আদৌ বরাহো ধরণীং নিমগ্নাং
মহাজলে প্রোজ্ঝিতবীচিশঙ্কে।
স্বদংষ্ট্রয়োদ্ধৃত্য করীব পদ্মং
করেণ মাহাত্ম্যমিদং জগাদ ॥ ২৫
ক্রবণ্নো নাম ফলং হরের্লভে-
চ্ছৃণ্বন্ লভেৎ কৃষ্ণকথাফলং নরঃ।
স্পৃশন্ সতাং স্পর্শনজং মধোঃ পুরি
জিঘ্রংস্তুলস্যা দলগন্ধজং ফলম্ ॥ ২৬
পশ্যন্ হরের্দর্শনজং ফলং স্বতো
ভক্ষ্যং চ নৈবেদ্যভবং রমাপতেঃ।
কুর্ব্বন্ ভুজাভ্যাং হরিসেবয়া ফলং
গচ্ছন্ লভেত্তীর্থফলং পদে পদে ॥ ২৭

রাজেন্দ্রহন্তা নিজগোত্রঘাতকী
ত্রৈলোক্যহন্তাপি চ কোটিজন্মসু।
রাজন্ছৃণু ত্বং মথুরানিবাসতো
যোগীশ্বরাণাং গতিমাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ২৮
পাদৌ চ ধিগ্ যৌ ন গতৌ মধোর্বনং
দৃশৌ চ ধিগ্ যে ন কদাপি পশ্যতঃ।
কর্ণৌ চ ধিগ্ যৌ শৃণুতো ন মৈথিল
বাচং চ ধিগ্ যা ন করোত্যলং মনাক্ ॥ ২৯
দ্বিসপ্তকোটীনি বনানি যত্র
তীর্থানি বৈদেহ সমাস্থিতানি।
একৈকমেতেষু বিমুক্তিদানি
বদামি সাক্ষান্মথুরাং নমামি ॥ ৩০
গোলোকনাথঃ পরিপূর্ণদেবঃ
সাক্ষাদসংখ্যাণ্ডপতিঃ স্বয়ং হি।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোঽবততার যস্যাং
তস্যৈ নমোঽন্যাসু পুরীষু কিং বা ॥ ৩১
যন্নাম পাপং বিনিহন্তি তৎক্ষণং
ভবন্ত্যলং যাং গৃণতোঽপি মুক্তয়ঃ।
বীথীষু বীথীষু চ মুক্তিরস্যা-
স্তস্মাদিমাং শ্রেষ্ঠতমাং বিদুর্বুধাঃ ॥ ৩২

নির্ম্মাণপূর্ব্বক লঙ্কায় অবস্থিতি করিত। হে মিথিলেশ! হস্তিনাপুরপতি শান্তনু এইখানে তপস্যা করিয়া তত্ত্বার্থ-সাগরের কর্ণধার স্বরূপ অতিসত্তম তনয় ভীষ্মকে লাভ করেন। ২১—২৩। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে দেবর্ষি-সত্তম! মথুরার মাহাত্ম্য বর্ণন করুন; সজ্জন মানবগণের মথুরাবাসে কি ফল কথিত হয়? নারদ বলিলেন,—পূর্ব্বে তরঙ্গভয়শূন্য মহা-সমুদ্রে মগ্ন মহীকে বরাহ করীর কমল তোলার মত দন্ত দ্বারা উদ্ধার করিয়া মথুরার বক্ষ্য-মাণ মাহাত্ম্য বলিয়াছিলেন। মথুরার কথা কহিলে হরিনাম জপের ফল, কিছু শ্রবণ করিলে কৃষ্ণনাম শ্রবণের ফল, কিছু স্পর্শ করিলে শ্রেষ্ঠজন স্পর্শফল, কিছু আঘ্রাণ করিলে তুলসী আঘ্রাণের ফল হয়। যাহা কিছু দর্শনে হরিদর্শনের ফল, যাহা কিছু ভক্ষণে বিষ্ণুর প্রসাদ ভোজনের ফল, করদ্বয়ে যাহা কিছু করা হয় তাহাতে হরিসেবার ফল এবং গমনে পদে পদে তীর্থফল হইয়া থাকে। হে রাজন্! তুমি শ্রবণ কর—কোটি জন্ম-ব্যাপী রাজহন্তা জ্ঞাতিঘাতী ও ত্রৈলোক্যহত্যা-কারী নরও মথুরাবাস প্রভাবে যোগেশ্বরগণের গতি লাভ করিয়া থাকে। যে চরণ মথুরায় গমন করে নাই, তাহাকে ধিক্; যে নয়ন কখনও মথুরা দর্শন করে নাই, তাহাকে ধিক্; যে কর্ণ মথুরার কথা শুনে নাই, তাহাকে ধিক্; আর হে মৈথিল! যে বাক্য মথুরা-কথা যথেষ্ট এমন কি কিঞ্চিৎও উচ্চারণ করে নাই, তাহা-কেও ধিক্। হে বৈদেহ! মথুরায় চৌদ্দ কোটি তীর্থবন বিরাজমান, তাহার এক এক-টীই মুক্তিপ্রদ, অতএব মথুরাকে নমস্কার। পরিপূর্ণদেব গোলোকনাথ সাক্ষাৎ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে স্থানে অবতীর্ণ সেই পুরীকে নমস্কার করি, অন্য পুরীর প্রণামে প্রয়োজন কি? যাঁহার নাম সদ্য পাপনাশ করে,

কাঞ্চ্যাদিপুর্য্যো যদি সন্তি লোকে
তাসাং তু মধ্যে মথুরৈব ধন্যা।
যা জন্মমৌঞ্জীব্রতমত্যুদারৈ-
র্নৃণাং চতুর্দ্ধা বিদধাতি মুক্তিম্ ॥ ৩৩
পুরীশ্বরীং কৃষ্ণপুরীং ব্রজেশ্বরীং
তীর্থেশ্বরীং যজ্ঞতপোনিধীশ্বরীম্ ।
মোক্ষপ্রদাং ধর্ম্মধুরন্ধরাং পরাং
মধোর্বনে শ্রীমথুরাং নমাম্যহম্ ॥ ৩৪
শৃণ্বন্তি মাহাত্ম্যমিদং মধোঃ পুরঃ
কৃষ্ণৈকচিত্তা নিয়তাশ্চ যত্র যে।
ব্রজন্তি তে তত্র পরিক্রমাৎ ফলং
বৈদেহ রাজেন্দ্র ন চাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৫
খণ্ডং ত্বিদং শ্রীমথুরাপুরস্য যে
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি পঠন্তি সর্ব্বতঃ।
ইহৈব তেষাং হি সমৃদ্ধিসিদ্ধয়ো
ভবন্তি বৈদেহ নিসর্গতঃ সদা ॥ ৩৬
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো বহুবৈভবার্থিনঃ
শৃণ্বন্তি চৈনং নিয়তাশ্চ যে ভৃশম্।
তেষাং গৃহদ্বারমলঙ্করোতি হি
ভৃঙ্গাবলীকুঞ্জরকর্ণতাড়িতা ॥ ৩৭
বিপ্রোহথ বিদ্বান্ বিজয়ী নৃপাত্মজো
বৈশ্যো নিধীশো বৃষলোহপি নির্ম্মলঃ।
শ্রুত্বেদমারাচ্চ মনোরথো ভবেৎ
স্ত্রীণাং জনানামতিদুর্লভোহপি হি ॥ ৩৮
নিষ্কারণো ভক্তিযুতো মহীতলে
শৃণোতি চেদং হরিলগ্নমানসঃ।
বিজিত্য বিঘ্নান্ প্রবিজিত্য নাকপান্
গোলোকধামপ্রবরং প্রয়াতি সঃ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং শ্রীমথুরাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে শ্রীমথুরামাহাত্ম্যং নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নাম গ্রহীতার উত্তম মুক্তি হয়, যেখানে পথে পথে মুক্তি বিলুণ্ঠিত, পণ্ডিতগণ সেই মথুরাকে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া বিদিত হন। পৃথিবীতে মুক্তিদায়িনী কাশী প্রভৃতি যে সকল পুরী আছে, তন্মধ্যে মথুরা নগরই প্রধানরূপে প্রশংসিত ; কেননা, মথুরায় তত্রত্য মানবগণের জন্ম মৌঞ্জী ব্রত দীক্ষা মাত্রেই সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ ঘটিয়া থাকে। ২৪—৩৩। পুরীশ্বরী কৃষ্ণপুরী মথুরা ব্রজেশ্বরী তীর্থেশ্বরী যজ্ঞ ও তপোনিধিগণের ঈশ্বরী মোক্ষপ্রদা ধর্ম্মধুরন্ধর তীর্থগণের শ্রেষ্ঠা ; মধুবনের এহেন মথুরাকে নমস্কার করি। হে বৈদেহ ! যাঁহারা কৃষ্ণে একান্তচিত্ত ও নিয়মস্থ হইয়া মধুপুরীর এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাঁহারা মথুরা প্রদক্ষিণের ফল লাভ করেন, হে রাজেন্দ্র ! ইহাতে সংশয় নাই। যাঁহারা মথুরাপুরে এই মথুরাখণ্ড শ্রবণ কীর্ত্তন ও সর্ব্বদা পাঠ করেন, ইহলোকেই নিত্য তাঁহাদের স্বভাবতঃ সমৃদ্ধি ও সিদ্ধি লাভ হয়। যে সকল বিপুল ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তি নিয়মপূর্ব্বক একান্ত মনে এই মথুরাখণ্ড একবিংশতিবার শ্রবণ করেন, ভ্রমরযুক্ত মদমত্ত হস্তিগণ তাঁহাদের গৃহদ্বার অলঙ্কৃত করিয়া থাকে। মথুরাখণ্ড শ্রবণে ব্রাহ্মণ বিদ্বান্, ক্ষত্রিয়রাজা বিজয়ী, বৈশ্য নিধিপতি এবং শূদ্র নিষ্পাপ হয় ; আর নারীগণ দূর হইতে ইহা শ্রবণ করিলেও তাহাদের অতি দুর্লভ মনোরথ পূর্ণ হইয়া থাকে। মহীতলে কৃষ্ণে নিয়তচিত্ত নিষ্কাম ভক্তিমান মানব এই মথুরাখণ্ড শ্রবণ করিলে সেই দেবপ্রকৃতি ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিজয়পূর্ব্বক প্রধান গোলোক ধামে গমন করেন। ৩৪—৩৯।

মথুরাখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

পঞ্চমং মথুরাখণ্ডং সমাপ্তম্ ॥ ৫ ॥

গর্গ-সংহিতা

দ্বারকাখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১
বহুলাশ্ব উবাচ।
শ্রুতং তব মুখাদ্‌ব্রহ্মন্মথুরাখণ্ডমদ্ভুতম্।
বদ মাং দ্বারকাখণ্ডং শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতম্ ॥ ২
বিবাহাঃ কতিপুত্রাশ্চ কতি পৌত্রা রমাপতেঃ।
সর্ব্বং বদ মহাবুদ্ধে দ্বারকাবাসকারণম্ ॥ ৩
শ্রীনারদ উবাচ।
অস্তিপ্রাপ্তী মহিষ্যৌ দ্বে মৃতে কংসে মহাবলে।
জরাসন্ধগৃহং দুঃখাজ্জগ্মতুর্মৈথিলেশ্বর ॥ ৪
তন্মুখাৎ কংসমরণং শ্রুত্বা ক্রুদ্ধো জরাসুতঃ।
অযাদবীং মহীং কর্ত্তুমুদ্যতোঽভূন্মহাবলঃ ॥ ৫
অক্ষৌহিণীভির্বিংশত্যা তিসৃভিশ্চাপি সংবৃতঃ।
রম্যাং মধুপুরীং রাজন্নাযযৌ বলবান্নৃপঃ ॥ ৬
ভয়াতুরাং পুরীং বীক্ষ্য তৎ সেনাং সিন্ধুনাদিনীম্
সভায়াং ভগবান্ সাক্ষাদ্বলদেবমুবাচ হ ॥ ৭
সর্ব্বং চাস্য বলং রাম হন্তব্যং বৈ ন সংশয়ঃ।
মাগধস্তু ন হন্তব্যো ভূয়ঃ কর্ত্তা বলোদ্যমম্ ॥ ৮
জরাসন্ধনিমিত্তেন ভারং বৈ ভূভুজাং ভুবঃ।
সর্ব্বং চাত্র হরিষ্যামি করিষ্যামি প্রিয়ং সতাম্ ॥ ৯

প্রথম অধ্যায়।

কৃষ্ণ বাসুদেব দেবকীনন্দন নন্দগোপকুমার গোবিন্দকে নমস্কার নমস্কার। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনার মুখে অদ্ভুত মথুরাখণ্ড শ্রবণ করিলাম, শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত দ্বারকাখণ্ড আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। রমাপতি কৃষ্ণের কত বিবাহ, কত পুত্র এবং কত বা পৌত্র, আর তাঁহার দ্বারকাবাসের কারণ, হে মহাপ্রাজ্ঞ! এই সকল বলুন। নারদ বলিলেন,—হে মৈথিলেশ্বর! মহাবল কংস মরিলে অস্তিপ্রাপ্তি নামক তদীয় মহিষী-দ্বয় দুঃখিত হইয়া জরাসন্ধগৃহে গমন করিল। মহাবল জরাতনয় জরাসন্ধ তাহাদের মুখে কংসের নিধন শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বসুন্ধরা যাদবশূন্য করিতে উদ্যত হইল। হে রাজন্! বলবান্ জরাসন্ধ নৃপতি ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্যে সমাবৃত হইয়া রমণীয়া মথুরায় আগমন করিল। মথুরাপুরী ভীতা—বিশেষতঃ সিন্ধুসদৃশ নাদকারী জরাসন্ধ সৈন্যদর্শনে ভগবান্ কৃষ্ণ সভামধ্যে বলদেবকে বলিলেন,—হে রাম! ইহার সমস্ত সৈন্য নাশ করিতে হইবে, সংশয় নাই; কিন্তু জরাসন্ধকে বধ করা হইবে না; কেননা, জরাসন্ধ সৈন্য সংগ্রহার্থ পুনর্ব্বার উদ্যম করিবে। জরাসন্ধকে নিমিত্ত করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় নৃপভার হরণ

এবং বদতি কৃষ্ণে বৈ বৈকুণ্ঠাচ্চ রথৌ শুভৌ।
অভূতামাগতৌ রাজন্‌ সর্ব্বেষাং পশ্যতাং চ তৌ
সমারুহ্য রথৌ সদ্যো রামকৃষ্ণৌ মহাবলৌ।
যাদবানাং বলৈঃ স্বল্পৈস্ত্বরং নির্জগ্মতুঃ পুরাৎ ॥১১
যাদবানাং মাগধানাং পশ্যদ্ভির্দিবিজৈর্দিবি।
বভূব তুমলং যুদ্ধমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্‌ ॥ ১২
অক্ষৌহিণীভির্দশভী রথারূঢ়ো মহাবলঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য পুরঃ পূর্ব্বং যুযুধে মাগধেশ্বরঃ ॥ ১৩
পঞ্চভিশ্চাক্ষৌহিণীভির্ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনঃ।
যুযোধ যাদবৈঃ সার্দ্ধং জরাসন্ধসহায়কৃৎ ॥ ১৪
পঞ্চভিশ্চ তথা রাজন্‌ বিন্ধ্যদেশাধিপো বলী।
তিসৃভিশ্চ মহাযুদ্ধে বঙ্গনাথো মহাবলঃ ॥ ১৫
এবমন্যেঽপি রাজানো জরাসন্ধবশানুগাঃ।
প্রাণৈঃ সহায়ং কুর্ব্বন্তো জরাসন্ধস্য মৈথিল ॥ ১৬
বাণান্ধকারে সঞ্জাতে শত্রুসেনাসমাকুলে।
টঙ্কারং শাঙ্গর্ধনুষঃ শাঙ্গর্ধন্বা চকার হ ॥ ১৭
ননাদ তেন ব্রহ্মাণ্ডং সপ্তলোকৈর্বিলৈঃ সহ।
বিচেলুর্দিগ্‌গজাস্তারা রাজন্‌ভূখণ্ডমণ্ডলম্‌ ॥ ১৮
তদৈব বধিরীভূতং শত্রূণাং সৈন্যমণ্ডলম্‌।
উৎপতন্তো হয়া যুদ্ধাদ্গজাশ্চ বিমুখাস্ততঃ ॥১৯
দুদ্রাব তদ্বলং সর্ব্বং টঙ্কারাদ্ভয়বিহ্বলম্‌।
প্রতীপমেত্য গব্যূতিঃ পুনস্তত্রাজগাম হ ॥ ২০
এবং শাঙ্গর্ং সমুচ্চার্য্য তড়িৎপিঙ্গস্ফুরৎপ্রভম্‌।
বাণৌঘৈশ্ছাদয়ামাস জরাসন্ধবলং হরিঃ ॥ ২১
চূর্ণীভূতা রথা রাজন্‌ বাণৌঘৈঃ শাঙ্গর্ধন্বনঃ।
চূর্ণচক্রা নিপেতুঃ কৌ হতসূতাশ্চ নায়কাঃ ॥ ২২
দ্বিধাভূতা গজা বাণৈশ্চলিতা গজিভিঃ সহ।
সাশ্ববাহাস্তথাশ্বাশ্চ বাণৈঃ সংছিন্নকন্ধরাঃ ॥ ২৩
তথা বীরা মহাযুদ্ধে ভিন্নোরশ্ছিন্নমস্তকাঃ।
বিশীর্ণকবচাঃ পেতুর্বাণৌঘৈশ্ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ২৪
অধোমুখা ঊর্দ্ধমুখাশ্ছিন্নদেহা নৃপাত্মজাঃ।
রেজূ রণাঙ্গণে রাজন্‌ ভাণ্ডব্যূহা ইবাহতাঃ ॥ ২৫

করত সাধুগণের প্রিয়সাধন করিব। ১—৯। হে রাজন্‌! কৃষ্ণ এইরূপ কহিলে বৈকুণ্ঠ হইতে দুইখানি মনোজ্ঞ রথ অবতরণ করিয়া সকলের সমক্ষে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মহাবল রাম ও কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেই রথে আরোহণ করিয়া অল্পমাত্র যাদবসৈন্য সমভিব্যাহারে সত্বর পুর হইতে নির্গত হইলেন। যাদব ও মাগধগণের অদ্ভুত রোমহর্ষণ তুমুলযুদ্ধ আরব্ধ হইল, দেবগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া তাহা দর্শন করিতে লাগিলেন। রথারূঢ় মাগধপতি মহাবল জরাসন্ধ দশ অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া কৃষ্ণের সম্মুখে যুদ্ধ করিল, জরাসন্ধের সাহায্যকারী ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন পঞ্চ অক্ষৌহিণী সেনাসহ যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। হে রাজন্‌! বলবান্‌ বিন্ধ্যদেশাধিপতি পঞ্চ অক্ষৌহিণী ও মহাবল বঙ্গাধিপ তিন অক্ষৌহিণী সেনাসহ সেই মহাযুদ্ধে যোগদান করিল। হে মৈথিল! এইপ্রকারে জরাসন্ধের অনুগত অন্যান্য নৃপতিরাও প্রাণ দিয়া তাহার সাহায্য করিতে লাগিল। শত্রুসেনাসমাকুল সমরক্ষেত্র বাণনিক্ষেপে অন্ধকার হইল। শাঙ্গর্ধন্বা কৃষ্ণ শাঙ্গর্ ধনুকে টঙ্কার করিলেন, সে টঙ্কারশব্দে পাতাল ও সপ্তলোকসহ ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিত হইল; হে রাজন্‌! দিগ্‌গজগণ বিচলিত ও তারারাজি স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। শত্রু সৈন্যগণ তখনই বধির হইয়া গেল, অশ্ব ও গজগণ যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া উৎপতিত হইল; কৃষ্ণধনুকের টঙ্কার শব্দে ভয় বিহ্বল জরাসন্ধ-সৈন্যগণ পলায়ন করিল এবং ক্রোশদ্বয় দূরে পশ্চাৎপদ হইয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে আগমন করিল।১০—২০। পিঙ্গলবর্ণ বিদ্যুৎসদৃশ প্রভাশালী ভীমনাদী ধনুকে শব্দ-করত বাণসমূহ যোজনা করিয়া কৃষ্ণ জরাসন্ধ সৈন্যগণকে আচ্ছাদিত করিলেন। হে রাজন্‌! কৃষ্ণের বাণনিচয়ে শত্রুর রথনিচয় চূর্ণিত হইল; রথচক্র চূর্ণিত ও জরাসন্ধের সারথি ও সেনাপতিগণ ভূতলে পতিত হইল; কৃষ্ণবাণে মাহুত-সহ করিগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল; কৃষ্ণশরে অশ্ব ও অশ্ববাহিগণের কন্ধর ছিন্ন হইল; সেই মহাসমরে বীরগণের বক্ষ ভিন্ন ও মস্তক ছিন্ন হইল; বাণাঘাতে বীরগণের কবচ শীর্ণ হইয়া গেল, ছিন্নদেহ নৃপতনয়গণ অধো-

ক্ষণমাত্রেণ তদ্যুদ্ধে শতক্রোশবিলম্বিতা।
আপগাভূন্মহাদুর্গা রুধিরস্রাবসম্ভবা ॥ ২৬
দ্বিপগ্রাহা চোষ্ট্রখরকবন্ধাশ্বাদিকচ্ছপা।
শিশুমাররথা কেশশৈবালা ভুজসর্পিণী ॥ ২৭
করমীনা মৌলিরত্নহারকুণ্ডলশর্করা।
শস্ত্রশুক্তিশ্ছত্রশঙ্খা চামরধ্বজসৈকতা ॥ ২৮
রথাঙ্গাবর্ত্তসংযুক্তা সেনাদ্বয়তটাবৃতা।
শতযোজনবিস্তীর্ণা বভৌ বৈতরণী যথা ॥ ২৯
প্রমথা ভৈরবা ভূতা বেতালা যোগিনীগণাঃ।
অট্টহাসং প্রকুর্ব্বন্তো নৃত্যন্তো রণমণ্ডলে ॥ ৩০
পিবন্তো রুধিরং শশ্বৎ কপালেন নৃপেশ্বর।
হরস্তু মুণ্ডমালার্থং জগৃহন্তে শিরাংসি চ ॥ ৩১
সিংহারূঢ়া ভদ্রকালী ডাকিনীশতসংবৃতা।
পিবন্তী রুধিরং চোষ্ণং সাট্টহাসং চকার হ ॥ ৩২
বিদ্যাধর্য্যশ্চ স্বর্গস্থা গন্ধর্ব্যোঽপ্সরসস্তথা।
ক্ষাত্রধর্ম্মস্থিতান্ বীরান্ বব্রিরে দেবরূপিণঃ ॥৩৩
গৃহীত্বা তান্ কলিং চক্রুস্তাসাং পত্যর্থমম্বরে।
মমানুরূপা নেমে চ ইতি তদ্গতচেতসাম্ ॥ ৩৪
কেচিদ্বীরা ধর্ম্মপরা রণরঙ্গান্ন চালিতাঃ।
যযুর্বিষ্ণুপদং দিব্যং ভিত্ত্বা মার্ত্তণ্ডমণ্ডলম্ ॥ ৩৫
শেষং বলং সমাকৃষ্য বলদেবো হলেন বৈ।
মুসলেনাহনৎ ক্রুদ্ধস্ত্রৈলোক্যবলধারকঃ ॥ ৩৬
এবং সৈন্যে ক্ষয়ং যাতে জরাসন্ধস্য সর্ব্বতঃ।
সুযোধনো বিন্ধ্যনাথো বঙ্গনাথস্তথৈব চ।
সর্ব্বে বিদুদ্রুবুর্যুদ্ধাদ্ভয়ভীতা ইতস্ততঃ ॥ ৩৭
জরাসন্ধো মহাবীর্য্যো নাগাযুতসমো বলে ॥৩৮
রথেনাগতবান্ রাজন্ বলদেবস্য সম্মুখে।
সমাকৃষ্য হলাগ্রেণ জরাসন্ধরথং শুভম্ ॥ ৩৯
চূর্ণয়ামাস সহসা মুসলেন যদূত্তমঃ।
জরাসন্ধোঽপি বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ ॥৪০
জগ্রাহ বলিনং দোর্ভ্যাং সন্ত্যক্ত্বা শস্ত্রসংহতিম্।

মুখ ও ঊর্দ্ধমুখ হইয়া সমরক্ষেত্রে নিঃশেষরূপে পতিত হইল; হে রাজন্! সেই নিহত সৈন্যগণ ভগ্ন ভাণ্ডের মত রণক্ষেত্রে প্রতিভাত হইতে লাগিল। সেই যুদ্ধে ক্ষণকাল মধ্যে শতক্রোশ বিস্তৃত শত্রুশোণিতের দুস্তর নদীসমূহ প্রবাহিত হইল। গজগণ সেই শোণিতনদীর কুম্ভীর, ছিন্নমস্তক উষ্ট্র গর্দ্দভ কবন্ধ ও অশ্বাদি কচ্ছপ, রথ শিশুমার, কেশরাশি শৈবাল, ভুজাবলী সর্প, করনিকর মীন, মুকুট রত্নহার ও কুণ্ডলমণ্ডলী বালুকা, শস্ত্রসমূহ শুক্তি, ছত্র সকল শঙ্খ, চামর ও ধ্বজ তটসৈকত, রথাঙ্গ আবর্ত্ত, সেনা উভয় তট; শতযোজন বিস্তৃত ঐ শোণিতনদী বৈতরণীবৎ বিরাজিত হইল। হে নৃপেশ্বর! প্রমথ, ভৈরব, ভূত, বেতাল ও যোগিনীগণ অট্টহাস্য করিতে করিতে রণক্ষেত্রে নৃত্য করত কপালে করিয়া সতত শোণিত পান করিতে লাগিল। তাহারা মহাদেবের মুণ্ডমালা নির্ম্মাণার্থ মস্তক সকল গ্রহণ করিল। ২১—৩১। শত শত ডাকিনীবৃতা সিংহারূঢ়া ভদ্রকালী উষ্ণ শোণিত পান ও অট্টহাস্য করিলেন। বিদ্যাধর, স্বর্গস্থ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া ক্ষাত্রধর্ম্মে অবস্থিত দেবরূপী বীরগণকে বরণ করিতে লাগিলেন। অপ্সরারা তদ্গতচেতা হইয়া তাহাদিগকে আকাশ পথে গ্রহণপূর্ব্বক পতিরূপে পাইবার জন্য কলহ করিল এবং কেহ বলিল,—ইহারা আমার অনুরূপ, কেহ বা তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল—তোমার অনুরূপ নহে, আমার অনুরূপ। কোন কোন যুদ্ধধর্ম্মপরায়ণ বীর রণক্ষেত্র হইতে বিচলিত হইল না, তাহারা মার্ত্তণ্ড মণ্ডল ভেদ করিয়া দিব্য বিষ্ণুপদে উপনীত হইল। ত্রৈলোক্যবলধারক ক্রুদ্ধ বলদেব অবশিষ্ট সৈন্য হলদ্বারা আকর্ষণ করিয়া মুষলদ্বারা নিহত করিলেন। এইরূপে সর্ব্বতোভাবে জরাসন্ধের সৈন্য বিনষ্ট হইলে দুর্য্যোধন বিন্ধ্যনাথ ও বঙ্গনাথ ভয়ভীত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। ৩১—৩৭। হে রাজন্! অযুত গজের তুল্য বল মহাবীর্য্য জরাসন্ধ রথারোহণে বলরামের সম্মুখে সমাগত হইল; যদূত্তম বলদেব জরাসন্ধের মনোজ্ঞ রথ হলদ্বারা আকর্ষণ করিয়া মুষল দ্বারা তৎক্ষণাৎ চূর্ণিত করিলেন। অশ্ব ও সারথি মরিল, জরাসন্ধ বিরথ হইয়া শস্ত্রসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক

তয়োর্ম্মুদ্ধমভূদ্‌ঘোরং বাহুভ্যাং রণমণ্ডলে ॥ ৪১
পশ্যতাং দিবি দেবানাং নরাণাং ভুবি মৈথিল ।
উরসা শিরসা চৈব বাহুভ্যাং পাদয়োঃ পৃথক্‌ ॥৪২
যুযুধাতে মল্লযুদ্ধে সিংহাবিব মহাবলৌ ।
তয়োশ্চ যুদ্ধ্যতোঃ সর্ব্বং ক্ষুব্ধং ভূখণ্ডমণ্ডলম্‌ ॥৪৩
স্থালীব সহসা রাজংশ্চকম্পে ঘটিকাদ্বয়ম্‌ ।
গৃহীত্বা ভুজদণ্ডাভ্যাং জরাসন্ধং যদূত্তমঃ ॥ ৪৪
ভূপৃষ্ঠে পোথয়ামাস কমণ্ডলুমিবার্ভকঃ ।
রামস্তদুপরি স্থিত্বা হন্তুং শক্রং জরাসুতম্‌ ॥ ৪৫
জগ্রাহ মুসলং ঘোরং ক্রোধপূরিতবিগ্রহঃ ।
পরিপূর্ণতমেনাথ শ্রীকৃষ্ণেন মহাত্মনা ।
নিবারিতস্তদৈবাশু তং মুমোচ যদূত্তমঃ ॥ ৪৬
তপসে কৃতসঙ্কল্পো ব্রীড়িতোঽপি জরাসুতঃ ॥৪৭
নিবারিতো মন্ত্রিমুখ্যৈর্মাগধান্‌ মাগধো যযৌ ।
ইত্থং জিত্বা জরাসন্ধং মাধবো মধুসূদনঃ ॥ ৪৮
আয়োধনগতং বিত্তং সর্ব্বং নীত্বা সুখাবহম্‌ ।
যাদবানগ্রতঃ কৃত্বা বলদেবসমন্বিতঃ ॥ ৪৯
উপগীয়মানবিজয়ঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ ।
শঙ্খদুন্দুভিনাদেন ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা ॥ ৫০
বিবেশ মথুরাং সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্‌ ॥ ৫১
সমর্চ্চিতো মঙ্গললাজপুষ্পৈঃ
পশ্যন্‌ পুরীং মঙ্গলকুম্ভযুক্তাম্‌ ।
পীতাম্বরঃ শ্যামতনুঃ শুভাঙ্গঃ
স্ফুরৎকিরীটাঙ্গদকুণ্ডলপ্রভঃ ॥ ৫২
শার্ঙ্গাদিশস্ত্রাস্ত্রধরো হসন্মুখ-
স্তালাঙ্কযুক্তো গরুড়ধ্বজঃ স্বয়ম্‌ ।
উদ্যদ্ধিলোলাশ্বরথঃ সুরার্চ্চিতঃ
সমেত্য রাজানমসৌ বলিং দদৌ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং শ্রীদ্বারকাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে জরাসন্ধপরাজয়ো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

বলরামকে বাহু দ্বারা ধারণ করিল। রণক্ষেত্রে উভয়ের ভীষণ বাহু যুদ্ধ চলিতে লাগিল; হে মৈথিল! দেবগণ অন্তরীক্ষে ও মানবগণ মর্ত্ত্যে থাকিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। মহাবল সিংহের ন্যায় দুই জনের মল্লযুদ্ধ চলিল; বক্ষে বক্ষে, মস্তকে মস্তকে, ভুজে ভুজে, পদে পদে পৃথক্‌ পৃথক্‌ যুদ্ধ হইল; তাঁহাদের পরস্পর যুদ্ধে সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডল ক্ষুব্ধ হইয়া গেল, হে রাজন্‌ থালার ন্যায় ঘটিকাদ্বয় যাবৎ মেদিনী কম্পিত হইল। যদুবর বলরাম জরা-তনয় শক্র জরাসন্ধকে ভুজদ্বয়ে ধরিয়া বালকের কমণ্ডলু নিক্ষেপের ন্যায় ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহার উপরে চাপিয়া বসিয়া তাহাকে বিনষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলেন। অনন্তর রোষপূরিত দেহ বলরাম ভীষণ মুদ্গর গ্রহণ করিলে পরিপূর্ণতম মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নিষেধ করিলেন। তখন কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া যদুবর বলরাম তাহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেন। ৩৮—৪৬। জরাসন্ধ লজ্জিত হইয়া তপস্যার্থ নির্ব্বন্ধ করিল, কিন্তু মুখ্য মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া সে নিজ মগধ রাজ্যে উপনীত হইল। এইরূপে পরিপূর্ণতম স্বয়ং মধুসূদন মাধব মগধরাজকে জয় করিয়া সুখাবহ যুদ্ধলব্ধ সমস্ত ধনাদি গ্রহণপূর্ব্বক যাদবগণকে অগ্রে করিয়া বলদেবসহ মথুরাপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন সূত মাগধ ও বন্দিগণ তাঁহার বিজয়গান করিল, শঙ্খ ও দুন্দুভিনাদ এবং বিপুল বেদধ্বনি উত্থিত হইল। মঙ্গলজনক লাজ ও পুষ্পে তিনি পূজিত হইলেন এবং মঙ্গলাবহ কুম্ভ শোভিত মথুরাপুরী দর্শন করিলেন। দেবপূজিত পীতাম্বর শ্যামতনু মনোজ্ঞদেহ কৃষ্ণের কিরীট অঙ্গদ ও কুণ্ডল হইতে প্রভা স্ফুরিত হইতে লাগিল; শার্ঙ্গ ধনু প্রভৃতি শস্ত্রাস্ত্রধারী হাস্যবদন গরুড়ধ্বজ কৃষ্ণ বলদেবসহ চঞ্চল ঘোটকযুক্ত উত্তম রথারোহণে উগ্রসেন সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলেন। ৪৭—৫৩।

দ্বারকাখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

পুনস্তত্র জরাসন্ধস্তাবত্যক্ষৌহিণীবলঃ।
যুযুধে যদুভিঃ শীঘ্রং পুনঃ কৃষ্ণপরাজিতঃ ॥ ১
শ্রীকৃষ্ণতেজসা সর্ব্বে যাদবা বৃদ্ধিমাগতাঃ।
ধনুর্গজাদিভিঃ শশ্বৎ প্রাপ্তলুণ্ঠনসাহসাঃ ॥ ২
প্রাপ্তে চ সাহসে রাজন্ বিনা যুদ্ধং পুরৈব হি।
অর্ভকা জলহারিণ্যশ্চক্রুঃ শত্রুপহারণম্ ॥ ৩
শত্রুদ্রব্যং চ সংহর্ত্তুং বীক্ষন্তঃ ক্রীতবাসসঃ।
নাগরা মাথুরাঃ সর্ব্বে পরং হর্ষমুপাগতাঃ ॥ ৪
এবং সপ্তদশকৃত্বঃ ক্ষীণসৈন্যো জরাসুতঃ।
অষ্টাদশমসংগ্রামে আগন্তুং চ মনোঽকরোৎ ॥৫
ময়া প্রণোদিতঃ কালযবনো বৈ মহাবলঃ।
রুরোধ মথুরাং ক্রুদ্ধো ম্লেচ্ছকোটিসমাবৃতঃ ॥ ৬
ম্লেচ্ছানাং চ বলং বীক্ষ্য স্বপুরং ভয়বিহ্বলম্।
ভয়ং চোভয়তঃ প্রাপ্তং রামেণাচিন্তয়দ্ধরিঃ ॥ ৭
স্বজ্ঞাতিবন্ধুরক্ষার্থং সমুদ্রে ভীমনাদিনি।
চকার দ্বারকাং দুর্গামেকরাত্রেণ মাধবঃ ॥ ৮
যত্রাষ্টদিক্‌পালসিদ্ধির্বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতা।
সর্ব্বা বৈকুণ্ঠসম্পত্তির্দৃশ্যতে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥৯
হরিঃ সর্ব্বজনং তত্র নীত্বা যোগেন মৈথিল।
পুরাদ্রামমনুজ্ঞাপ্য নির্গতোভূন্নিরায়ুধঃ ॥ ১০
নিরায়ুধং হরিং জ্ঞাত্বা ময়োক্তৈর্লক্ষণৈঃ খলঃ।
নিরায়ুধঃ স তং যোদ্ধুং পদাতিঃ স্বয়মাগতঃ ॥১১
পরাঙ্মুখং প্রাদ্রবন্তং দুরাপং যোগিনামপি।
জিঘৃক্ষুস্তং চান্বধাবৎ সৈনিকানাং প্রপশ্যতাম্ ॥
হস্তপ্রাপ্তং বপুস্তস্মৈ দর্শয়ন্নিব মাধবঃ।
দূরং গতঃ শ্যামলাদ্রেঃ প্রাবিশৎ কন্দরং ত্বরম্ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—জরাসন্ধ পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া সেইস্থানে যদুগণের সহিত যুদ্ধ করিল, কিন্তু কৃষ্ণ তাহাকে পুনরায় অতিসত্বর পরাজিত করিলেন। কৃষ্ণ-তেজে যাদবগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন; যুদ্ধক্ষেত্রে জরাসন্ধের ধনু ও গজাদি নিত্য লুণ্ঠিত করিয়া যাদবেরা অত্যন্ত ধনসমৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাহারা লুণ্ঠনে সাহসী হইয়া পড়িল এবং সাহস বাড়িয়া যাওয়ায় হে রাজন্! বিনাযুদ্ধে যাদবেরা শত্রুদ্রব্য সকল অনায়াসে সংগ্রহ করিতেন। এমন কি, জলানয়নকারিণী রমণীগণ ও বালক-পর্য্যন্ত শত্রুপরিত্যক্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিত। সেই শত্রুদ্রব্য অপহৃত হইতে দেখিয়া অনেকে তাহা মূল্য দিয়া ক্রয় করিত; এইরূপে মথুরা-বাসী নাগরিকেরা পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইল। জরাসন্ধ এই প্রকারে সপ্তদশ বার যুদ্ধ করিয়া ক্ষীণবল হইলেও পুনর্ব্বার অষ্টাদশ বার সংগ্রামার্থ মনোরথ করিল। আমা কর্ত্তৃক প্রণোদিত মহাবল ক্রুদ্ধ কালযাবন কোটি কোটি ম্লেচ্ছগণে সমাবৃত হইয়া মথুরাপুরী অবরোধ করিল। স্বীয় পুরী ভয়বিহ্বল ও বিপুল ম্লেচ্ছ সৈন্যদর্শনে উভয় দিক্ হইতেই ভীতিপ্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ বলরামের সহিত চিন্তিত হইলেন। মাধব স্বীয় জ্ঞাতি বন্ধু যাদবগণের রক্ষার্থ এক রাত্রির মধ্যেই ভীমনাদী সমুদ্র মধ্যে দুর্গম দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক ঐ পুরী নির্ম্মিত হইল, সিদ্ধি-কামিগণের ঐ দ্বারকায় অষ্টদিক্‌পাল-সিদ্ধি লাভ হয়; আর মোক্ষকামীরা তথায় বৈকুণ্ঠ সম্পৎ দর্শন করিয়া থাকেন। হে মৈথিল কৃষ্ণ যোগবলে যাদবগণকে তথায় উপনীত করিলেন এবং স্বয়ং বলরামের সহিত মন্ত্রণা করিয়া নিরস্ত্র একাকী মথুরাপুর হইতে নির্গত হইলেন। ১—১০। বলবান্ কালযবন আমার কথিত লক্ষণে লক্ষিত কৃষ্ণকে চিনিয়া লইল এবং তাঁহাকে নিরস্ত্রদর্শনে নিজেও নিরস্ত্র হইয়া পদাতিরূপে তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ সমাগত হইল। যোগিগণেরও দুর্লভ কৃষ্ণ-পরাঙ্মুখ হইয়া পলাইতে লাগিলেন। কাল-যবনও তাঁহাকে ধরিবার জন্য সৈন্যগণের সমক্ষে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। কালযবন দেখিতে লাগিল যেন কৃষ্ণ হস্তপরিমিত স্থানে রহিয়াছেন। হরি সত্বর দূরস্থিত শ্যামলাদ্রির কন্দর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তথায় মান্ধাতৃ-

মুচুকুন্দো যত্র চাস্তে মান্ধাতৃতনয়ো মহান্।
অসুরেভ্যঃ পুরা রক্ষাং দেবানাং যশ্চকার হ ॥১৪
অহর্নিশং ন সুষ্বাপ দেবসেনাপরো নৃপ।
অমূর্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ প্রসন্না রাজসত্তমম্ ॥ ১৫
বরং বরয় ভো রাজন্ যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
নত্বা তান্ প্রাহ রাজেন্দ্রঃ করোমি শয়নং পরম্ ॥
শয়নান্তে হরেঃ সাক্ষাদ্দর্শনং মে ভবত্বলম্।
যো মধ্যে বোধয়েন্মাং বৈ শয়ানং চাপ্যচেতনঃ ॥
স ময়া দৃষ্টমাত্রস্তু ভস্মীভবতু তৎক্ষণাৎ
তথা স চোক্তঃ সুষ্বাপ রাজা কৃতযুগে পুরা ॥১৮
তত্র প্রবিষ্টো যবনো মত্বা পীতাম্বরাচ্যুতম্।
ততাড় যবনঃ ক্রুদ্ধঃ পাদেনাশু মহাখলঃ ॥ ১৯
মুচুকুন্দঃ সমুত্থায় শনৈরুন্মীল্য সোঽক্ষিণী।
আশাঃ প্রপশ্যংস্তং পার্শ্বে স্থিতং কালং দদর্শ হ
স তাবত্তস্য রুষ্টস্য দৃষ্টিপাতেন মৈথিল।
দেহজেনাগ্নিনা দগ্ধো ভস্মসাদভবৎ ক্ষণাৎ ॥২১
ভস্মীভূতে চ যবনে পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্।
স্বরূপং দর্শয়ামাস মুচুকুন্দায় ধীমতে ॥ ২২
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশে জ্যোতিষাং মণ্ডলে প্রভুম্
স্থিতং স্ফুরৎকিরীটার্কং কুণ্ডলাঙ্গদনূপুরম্ ॥ ২৩
শ্রীবৎসাঙ্কং চতুর্বাহুং পদ্মাক্ষং বনমালিনম্।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং কালমেঘসমপ্রভম্ ॥ ২৪
দৃষ্ট্বা রাজা ধর্ষিতোঽপি সমুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
পরিপূর্ণতমং জ্ঞাত্বা ভক্ত্যা তং প্রণনাম হ ॥ ২৫

মুচুকুন্দ উবাচ

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২৬
নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ॥ ২৭
নমঃ কৃষ্ণায় শুদ্ধায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২৮
নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্রমূর্ত্তয়ে
সহস্রপাদাক্ষিশিরোরুবাহবে।

তনয় মহামনা মুচুকুন্দ অবস্থান করিতেন। তিনি পুরাকালে দেবগণকে অসুরদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। হে নৃপ! তখন তিনি দেবসৈনাপত্যে বৃত থাকিয়া দিবারাত্রি নিদ্রা যাইতেন না। দেবগণ প্রসন্ন হইয়া সেই নৃপসত্তমকে বলিয়াছিলেন—হে রাজন্! তোমার মনোগত বর প্রার্থনা কর। মুচুকুন্দ সেই দেববৃন্দকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আমি দীর্ঘকাল নিদ্রা যাইব, নিদ্রাবসানে যেন আমার হরিসাক্ষাৎকার ঘটে। যে মূর্খ ইতিমধ্যে নিদ্রাগত আমাকে প্রবোধিত করিবে আমার দর্শনমাত্রে সে যেন তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়। দেবগণ 'তাহাই হউক' কহিলে সেই রাজা শয়ন করিলেন। তখন সত্যযুগ। যবন পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিয়া মনে করিল—এই ত পীতাম্বর অচ্যুত কৃষ্ণ; ক্রুদ্ধ মহাবল কালযবন তখনই পদদ্বারা তাঁহাকে তাড়না করিল। মুচুকুন্দ উত্থিত হইয়া ধীরে ধীরে নয়নদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক সর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন,—পার্শ্বদেশে কালযবন অবস্থিত। হে মৈথিল! রুষ্ট মুচুকুন্দের দৃষ্টিপাতমাত্রে তখনই তদীয় দেহোত্থিত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যবন ভস্মীভূত হইল। যবন ভস্মসাৎ হইলে পরিপূর্ণতম স্বয়ং কৃষ্ণ ধীমান্ মুচুকুন্দকে নিজ রূপ প্রদর্শন করিলেন। ১১—২২। মুচুকুন্দ কোটি দিবাকরদ্যুতি জ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যে অবস্থিত অর্কতুল্য প্রভাশালী প্রদীপ্ত কিরীটশোভিত, কুণ্ডল অঙ্গদ ও নূপুরভূষিত, শ্রীবৎসাঙ্ক, চতুর্ব্বাহু, কমলনয়ন, বনমালী, কোটিকন্দর্প লাবণ্য, কালমেঘ তুল্যপ্রভ কৃষ্ণ দর্শন করত তাঁহার তেজে পীড়িত হইয়া উত্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে পরিপূর্ণতম জানিয়া ভক্তিভরে করযোড়ে প্রণাম করিলেন। মুচুকুন্দ বলিলেন,—কৃষ্ণ, বাসুদেব, দেবকীনন্দন, নন্দ-গোপকুমার গোবিন্দকে নমস্কার নমস্কার। পদ্মনাভকে নমস্কার, কমলমালীকে নমস্কার, পঙ্কজনেত্রকে নমস্কার, পদ্মপাদকে নমস্কার। শুদ্ধ পরমাত্মা পরব্রহ্ম কৃষ্ণকে নমস্কার, প্রণতজনের ক্লেশনাশী গোবিন্দকে নমস্কার নমস্কার। অনন্তকে নমস্কার; সহস্র পাদ,

সহস্রনাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে
সহস্রকোটীযুগধারিণে নমঃ ॥ ২৯
হরে মৎসমঃ পাতকী নাস্তি ভূমৌ
তথা ত্বৎসমো নাস্তি পাপাপহারী।
ইতি ত্বং চ মত্বা জগন্নাথ দেব
যথেচ্ছা ভবেত্তে তথা মাং কুরু ত্বম্ ॥৩০

শ্রীনারদ উবাচ।

এবং স্তুতো হরিঃ সাক্ষাৎ পরমানন্দবিগ্রহঃ।
জ্ঞাত্বা তং নির্গুণং ভক্তং প্রাহ গম্ভীরয়া গিরা ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ধন্যস্ত্বং রাজশার্দ্দূল ধন্যা তে বিমলা মতিঃ।
নৈরপেক্ষ্যেণ দিব্যেন ভক্তিভাবেন পূরিতা ॥ ৩২
অদ্যৈব গচ্ছ মদ্ধাম বদর্য্যাখ্যং মদাশ্রয়ঃ।
তত্রৈব তু তপস্তপ্ত্বা ভূত্বা ব্রাহ্মণপুঙ্গবঃ ॥ ৩৩
প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা মদ্ধাম প্রকৃতেঃ পরম্।
প্রাপ্স্যসি ত্বং মহারাজ যতো নাবর্ত্ততে গতঃ ॥৩৪

নারদ উবাচ।

ইত্থং স্তুত্বা হরিং নত্বা পরিক্রম্য নতাননঃ।
নিশ্চক্রাম গুহাদ্দুর্গাচ্ছ্রীকৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৩৫
দ্বাপরে ক্ষুল্লকা মর্ত্ত্যা তালবৃক্ষশতোচ্ছ্রিতম্।
দৃষ্ট্বা তং দুদ্রুবুর্মার্গে ভয়ভীতা ইতস্ততঃ ॥ ৩৬
মা ভৈষ্টেত্যভয়ং যচ্ছন্ জগাম দিশমুত্তরাম্।
এবং দত্ত্বা বরং তস্মৈ মুচুকুন্দায় ধীমতে ॥ ৩৭
ভগবান্ পুনরাব্রজ্য মথুরাং ম্লেচ্ছবেষ্টিতাম্।
হত্বা ম্লেচ্ছবলং সর্ব্বং তদ্ধনান্যাচ্ছিনদ্বলাৎ ॥ ৩৮
অথ রাজা জরাসন্ধো যোদ্ধুমভ্যুদিতঃ পুনঃ।
আহূয় মাগধান্ বিপ্রান্ মুহূর্ত্তাদেশকারিণঃ ॥৩৯
প্রাহেদং বাসুদেবাখ্যং জিত্বা যদ্যাগতো হ্যহম্
সর্ব্বান্ সম্পূজয়িষ্যামি সদা যুষ্মৎপদাশ্রয়ে ॥ ৪০
কারাগারেষু তাবদ্বৈ স্থিতা ভবত ভো দ্বিজাঃ।
পরাজিতোঽহং বা যুষ্মান্ হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥
এবমুক্ত্বা দ্বিজান্ রাজা জরাসন্ধো মহাবলঃ।
আজগামাশু মথুরাং ত্রয়োবিংশত্যনীকপঃ ॥ ৪২

সহস্র নয়ন, সহস্র মস্তক, সহস্র উরু, সহস্র বাহু সহস্র নাম, সহস্র মূর্ত্তি,সহস্রকোটি-যুগধারী সনাতন পুরুষকে নমস্কার নমস্কার। হে হরে ভূতলে আমার সমান পাতকী নাই; আর তোমার তুল্য পাপহারী নাই; হে দেব জগন্নাথ! ইহা মনে করিয়া তুমি আমার সম্বন্ধে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। নারদ বলিলেন,—এই প্রকারে স্তূয়মান সাক্ষাৎ পরমানন্দবিগ্রহ হরি সেই মুচুকুন্দকে নিষ্কাম ভক্ত জানিয়া গম্ভীর বাক্যে বলিলেন। ২৩—৩১। ভগবান্ বলিলেন,—হে নৃপসত্তম! তুমি ধন্য, তোমার নির্ম্মল বুদ্ধিও ধন্য; তোমার মতি নিরপেক্ষ ভক্তিভাবে পূরিত; তুমি অদ্যই আমার ধাম বদরীবনে গমন কর ও আমার আশ্রয় প্রাপ্ত হও। সেইস্থানে তপস্যা করত উত্তম ব্রাহ্মণ হইয়া প্রেমলক্ষণা ভক্তি দ্বারা প্রকৃতির অতীত আমার উত্তম ধামে উপনীত হও; হে মহারাজ! সে স্থান হইতে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন হয় না। নারদ বলিলেন,—কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বল মুচুকুন্দ তাঁহাকে নতাননে এইরূপ স্তুতিনতি করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক দুর্গম গিরিগুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন দ্বাপর যুগ চলিতেছে। শত তাল তরুতুল্য দীর্ঘ মুচুকুন্দকে পথ মধ্যে দেখিয়া ভয়ভীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবেরা ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। মুচুকুন্দও 'ভয় নাই' বলিয়া তাহাদিগকে অভয়দান করত উত্তরদিকে গমন করিলেন। ভগবান্ হরি ধীমান্ সেই মুচুকুন্দকে এইরূপ বরদান করিয়া পুনরায় ম্লেচ্ছবেষ্টিত মথুরাপুরীতে উপনীত হইলেন এবং সকল ম্লেচ্ছসৈন্যকে নিহত করিয়া সবলে তাহাদের ধনাদি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রাজা জরাসন্ধ পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইল, সে মৌহূর্ত্তিক দৈবজ্ঞ মাগধ বিপ্রগণকে আহ্বান করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিল;—যদি আমি বাসুদেবকে জয় করিয়া আসিতে পারি, তবে তোমাদিগের চরণাশ্রয়ে থাকিয়া সর্ব্বদা তোমাদিগকে পূজা করিব। হে দ্বিজগণ! আমি যে পর্য্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তন না করি, তাবৎকাল তোমরা কারাগারে আবদ্ধ থাক, কিন্তু যদি আমি পরাজিত হই, তবে নিঃসংশয়ে তোমাদিগকে নিহত করিব।৩২—৪০। মহাবল

ব্রহ্মবাক্যমৃতং কর্ত্তুং স্বপ্রতিজ্ঞাং বিহায় চ।
মনুষ্যচেষ্টামাপন্নৌ স্বপুরাদ্ভীতভীতবৎ ॥ ৪৩
রামকৃষ্ণৌ পরৌ দেবৌ পদ্ভ্যাং দ্রুতবত্তুর্ক্ত(?)ত্তম্।
পলায়মানৌ তৌ বীক্ষ্য মাগধঃ প্রহসন্ ভৃশম্ ॥
অম্বধাবদ্রথানীকৈর্ব্রহ্মবাক্যমনুস্মরন্।
দক্ষিণাশাং গতাবিত্থং প্রবর্ষণগিরৌ হরী ॥ ৪৫
যস্মিন্নিলীনৌ জ্ঞাত্বা তাবেধোভিস্তং দদাহ হ।
ভস্মীভূতে বনে জাতে দহ্যমানতটাদ্গিরেঃ ॥ ৪৬
দশৈকযোজনোত্তুঙ্গাৎ সমুৎপত্য সুরেশ্বরৌ।
অলক্ষ্যমাণাবরিভির্দ্বারকায়াং নিপেততুঃ ॥ ৪৭
সোঽপি দগ্ধৌ চ তৌ মত্বা মাগধেন্দ্রো মহাবলঃ
মাগধান্ প্রযযৌ বীরো বাদয়ন্ জয়দুন্দুভীন্ ॥ ৪৮
ব্রাহ্মণান্ পূজয়ামাস ভক্ত্যা পরময়া নৃপ।
যস্য বিপ্রঃ সহায়োঽস্তি কুতস্তস্য পরাজয়ঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীদ্বারকাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে দ্বারকাবাসকথনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

রাজা জরাসন্ধ দ্বিজগণকে এই কথা বলিয়া ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সেনাসহ সত্বর মথুরায় আগমন করিল। পরমদেব কৃষ্ণ ও বলরাম ব্রাহ্মণের বাক্য সত্য করিবার জন্য স্বীয় প্রতিজ্ঞা শিথিল করিলেন, তাঁহারা মানুষ ব্যবহার অবলম্বনে ভীতের মত পুর হইতে নির্গত হইয়া পদব্রজে গমনপূর্ব্বক দ্রুতপদে পলায়ন করিলেন। তাঁহাদিগকে পলায়নপর দেখিয়া মগধাধিপতি অত্যন্ত হাস্যসহকারে ব্রাহ্মণবাক্য স্মরণ করত রথ ও সৈন্যসহ তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। রাম ও কৃষ্ণ এইরূপে দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া প্রবর্ষণপর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন, জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে তথায় লুকায়িত জানিয়া বহু কাষ্ঠদ্বারা সেই পর্ব্বত দগ্ধ করিল। যাবতীয় গিরিবন ভস্মীভূত হইলে সেই দহ্যমান একাদশযোজন উচ্চ গিরিতট হইতে সুরেশ্বর রাম ও কৃষ্ণ লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যের অলক্ষ্যে দ্বারকায় নিপতিত হইলেন। বীর মহাবল মগধরাজ রাম-কৃষ্ণ দগ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া জয় দুন্দুভি

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
ইত্থং ময়া তে কথিতং দ্বারকাবাসকারণম্।
বিবাহাদিকথাঃ সর্ব্বা বদিষ্যামি পরেশয়োঃ ॥ ১
পূর্ব্বং শ্রীবলদেবস্য বিবাহং শৃণু মৈথিল।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যমায়ুর্ব্বর্দ্ধনমুত্তমম্ ॥ ২
আনর্ত্তো নাম রাজাভূৎ সূর্য্যবংশে মহামনাঃ।
যন্নাম্নানর্ত্তদেশঃ স্যাৎ সমুদ্রে ভীমনাদিনি ॥ ৩
রৈবতো নাম তৎপুত্রশ্চক্রবর্ত্তী গুণাকরঃ।
রাজ্যং চকার স পুরীং বিনির্ম্মায় কুশস্থলীম্ ॥ ৪
তস্য পুত্রশতং চাসীদ্রেবতী নাম কন্যকা।
সর্ব্বোত্তমং চিরঞ্জীবং সুন্দরং বরমিচ্ছতী ॥ ৫
একদা রথমাস্থায় হেমরত্নবিভূষিতম্।
আরোপ্য স্বাং দুহিতরং রৈবতঃ পর্য্যটন্ ভুবম্ ॥

বাদন করত মাগধে প্রত্যাবৃত্ত হইল এবং পরম ভক্তি-ভরে দ্বিজগণের পূজা করিল। হে নৃপ! বিপ্র যাহার সহায় থাকেন, তাহার পরাজয় কোথায়? ৪১—৪৯।

দ্বারকাখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২

তৃতীয় অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—এই আমি তোমার নিকট কৃষ্ণের দ্বারকাবাসের কারণ কহিলাম, সম্প্রতি পরেশ রাম-কৃষ্ণের বিবাহাদি সর্ব্ব কথা বলিতেছি। হে মৈথিল! প্রথমে বলদেবের বিবাহবার্ত্তা শ্রবণ কর, উহা সর্ব্বপাপহর পুণ্য ও উত্তম আয়ুর্ব্বর্দ্ধন। সূর্য্যবংশে আনর্ত্তনামে এক মহামনা মহীপাল ছিলেন। তাঁহারই নামে আনর্ত্ত দেশ প্রসিদ্ধ, উহা ভীমনাদী সমুদ্র তীরে অবস্থিত। তাঁহার পুত্রের নাম রৈবত, সর্ব্বগুণাকর চক্রবর্ত্তী রৈবতে কুশস্থলী পুরী-নির্ম্মাণ পূর্ব্বক রাজ্য করেন। তাঁহার শত-পুত্র ও রেবতী নাম্নী এক কন্যা ছিলেন, রেবতী সর্ব্বোত্তম চিরজীবী সুন্দর বর কামনা করেন। একদা রাজা রৈবত স্বর্ণরত্নবিভূষিত

প্রাপ্তো যোগরলেনাপি ব্রহ্মলোকং শুভাবহম্।
কন্যাবরং পরিপ্রষ্টুং ব্রহ্মাণং প্রণনাম হ ॥ ৭
গায়ন্ত্যাং পূর্ব্বচিত্ত্যাং চ স্থিতো লব্ধক্ষণঃ ক্ষণম্
একচিত্তং বিধিং জ্ঞাত্বা স্বাভিপ্রায়ং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৮

রৈবত উবাচ।

পরঃ পুরাণো জগদঙ্কুরোঽস্তুঃ
পূর্ণঃ পরাত্মা পরমেশ্বরোঽসি।
স্থিতঃ সদা ধামনি পারমেষ্ঠ্যে
সৃজস্যলং পাসি চ হিংসসীদম্ ॥ ৯
বেদা মুখং ধর্ম্ম উরস্তথৈব
পৃষ্ঠং হ্যধর্ম্মশ্চ মনু মনীষা।
অঙ্গানি দেবা অসুরাশ্চ পাদাঃ
সর্ব্বা স্থিতির্দেব তনুস্তব স্যাৎ ॥ ১০
করোষি হস্তামলকঞ্চ বিশ্বং
নেতুং প্রভুঃ সারথিবদ্‌গুণেষু।
একস্ত্বমেকং চ বিধায় জালং
গ্রসিষ্যসে সর্ব্বমিবোর্ণনাভিঃ ॥ ১১
মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং তব বশ্যমস্তু
কিং সার্ব্বভৌমং কিমু যোগসিদ্ধিঃ।
যঃ পারমেষ্ঠ্যং চ সদা স্থিতোঽসি
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূয়ে ॥ ১২
ভবান্ স্বয়ম্ভূর্জগতাং পিতামহো
বিধে সুরজ্যেষ্ঠ ইতি প্রভাবতঃ।
অস্যা বরং সর্ব্বগুণং চিরায়ুষং
বদাশু মাং দিব্যমশেষদর্শনঃ ॥ ১৩

নারদ উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ততো ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূঃ সর্ব্বদর্শনঃ।
রৈবতং প্রাহ রাজানং প্রহসন্নিব মৈথিল ॥ ১৪

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

অত্র ক্ষণেন হে রাজন্ ভুবি কালো মহাবলী।
ত্বরং ব্যতীতস্ত্রিনবচতুর্যুগাবকল্পিতঃ ॥ ১৫
ন সন্তি মর্ত্ত্যলোকে ত্বৎপুত্রাঃ পৌত্রাঃ সবান্ধবাঃ।
তৎপুত্রপৌত্রনপ্তৃণাং গোত্রাণি চ ন শৃণ্মহে ॥ ১৬
তদ্গচ্ছ সর্ব্বমুখ্যায় নররত্নায় শাশ্বতে।

রথে স্বীয় দুহিতাকে আরোপিত করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করেন, তিনি রথারূঢ় হইয়া যোগবলে শুভাবহ ব্রহ্মলোকে উপনীত হন এবং কন্যার বর জিজ্ঞাসার্থ ব্রহ্মাকে প্রণাম করেন। তথায় পূর্ব্বচিতী অপ্সরা গান করিতেছিল, রৈবত ব্রহ্মাকে একাগ্রচিত্ত জানিয়া অবসর প্রতীক্ষায় ক্ষণকাল অবস্থান পূর্ব্বক নিজ অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। ১—৮। রৈবত বলিলেন,—তুমি পরম পুরাণপুরুষ, জগতের বীজ, পূর্ণ পরমাত্মা পরমেশ্বর, তুমি সর্ব্বদা পারমেষ্ঠ্য পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও সংহার করিয়া থাক। বেদ তোমার মুখ, ধর্ম্ম হৃদয়, অধর্ম্ম পৃষ্ঠ, মনু বুদ্ধি, দেবগণ অঙ্গ, অসুরগণ তোমার পাদ। হে দেব! এই সমস্ত সংসার তোমার শরীর। সমগ্র সংসার তোমার হস্তস্থিত আমলকী তুল্য। গুণসমূহকে স্ববশে রাখিবার জন্য তুমি সারথির ন্যায় সমর্থ; তুমি এক হইয়াও মাকড়সার ন্যায় জাল বিস্তার করিয়া সমস্ত বিশ্ব গ্রাস করিয়া থাক। মহেন্দ্রলোক তোমার বশে অবস্থিত। সার্ব্বভৌম বা যোগসিদ্ধির আর কথা কি! তুমি সর্ব্বদা পারমেষ্ঠ্যপদে অবস্থিত, অনন্তগুণযুক্ত ও বিরিঞ্চি তোমাকে নমস্কার! হে বিধে! তুমি স্বয়ম্ভু, জগতের পিতামহ সুরজ্যেষ্ঠ ও অশেষদর্শী; এবম্ভূত প্রভাবশালী তুমি আমার এই কন্যার সর্ব্বগুণান্বিত দীর্ঘায়ু দিব্যবরের বিষয় সত্বর বলিয়া দাও। নারদ বলিলেন,—হে মৈথিল! অনন্তর স্বয়ম্ভু সর্ব্বদর্শী ব্রহ্মা ইহা শুনিয়া যেন উপহাস করিয়া রৈবত রাজাকে বলিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে রাজন্! ব্রহ্মলোকে সময় মধ্যে একটী মাত্র ক্ষণে ক্ষিতিতলে মহাবল কালের অনেক সময় সত্বর চলিয়া গিয়াছে, ইতিমধ্যে সপ্তবিংশতিবার চতুর্যুগ অতীত হইয়া গেল; মর্ত্ত্যলোকে তোমার পুত্র পৌত্র ভাই বন্ধু সকলেই চলিয়া গিয়াছে; তাহাদেরও পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রদিগের নাম গোত্রও শুনা যাইতেছে না; অতএব

কন্যারত্নমিদং রাজন্ বলদেবায় দেহি ভোঃ ॥১৭
পরিপূর্ণতমৌ সাক্ষাদ্‌গোলোকাধিপতী প্রভূ।
ভুবো ভারাবতারায়াবতীর্ণৌ বলকেশবৌ॥ ১৮
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতী বসুদেবাত্মজৌ হরী।
দ্বারকায়াং বিরাজেতে যদুভির্ভক্তবৎসলৌ ॥১৯

নারদ উবাচ।

অথ শ্রুত্বা বিধিং নত্বা রৈবতো নৃপসত্তমঃ।
আযযৌ দ্বারকাং ভূয়ঃ সমৃদ্ধাং তাং সমৃদ্ধিভিঃ॥
পারিভদ্রে রথং দত্ত্বা বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্।
সহস্রহয়সংযুক্তং দিব্যং যোজনবিস্তৃতম্ ॥ ২১
দিব্যাম্বরাণি রত্নানি ব্রহ্মদত্তানি মৈথিল।
দত্ত্বা যযৌ তপস্তপ্তুং বদর্য্যাখ্যং শুভাবহম্ ॥ ২২
তদা মহোৎসবশ্চাসীদ্‌যদুপুর্য্যাং গৃহে গৃহে।
সঙ্কর্ষণোঽথ ভগবান্ রেবত্যা বিররাজ হ ॥ ২৩
বলদেববিবাহস্য কথাং যঃ শৃণুয়ান্নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ পরাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং শ্রীদ্বারকাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে বলদেববিবাহোৎসবো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩॥

হে রাজন্! শীঘ্র গমন কর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সনাতন নর-রত্ন বলদেব-করে তোমার এই কন্যারত্ন প্রদান কর। ৯—১৭। ইতিমধ্যে পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ গোলোকপতি প্রভু বলদেব ও কৃষ্ণ ভূভারহরণ জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন; সেই বসুদেবতনয় অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি ভক্তবৎসল রামকৃষ্ণ যাদবগণসহ দ্বারকায় বাস করিতেছেন। নারদ বলিলেন,—অনন্তর নৃপবর রৈবত ইহা শুনিয়া ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক পুনরায় নানা সমৃদ্ধিবর্দ্ধিত দ্বারকায় সমাগত হইলেন এবং বলদেবকরে কন্যা অর্পণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত সহস্র অশ্বযুক্ত যোজনবিস্তৃত রথ, ব্রহ্মদত্ত দিব্য বস্ত্র ও রত্ন যৌতুকস্বরূপ দান করিলেন। হে মৈথিল! রৈবত এইরূপে কন্যা দান করিয়া শুভাবহ বদরিকাশ্রমে তপস্যার্থ উপনীত হইলেন। তখন যাদবপুরের গৃহে গৃহে মহামহোৎসব সমাহিত হইল, ভগবান্ বলদেবও রেবতীর সহিত বিরাজ করিতে লাগিলেন। যে মানব এই বলদেবের বিবাহ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া উত্তম সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ১৮—২৪।

দ্বারকাখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ।

অথ শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বিবাহং শৃণু মৈথিল।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ১
ভীষ্মকো নাম রাজাভূদ্বিদর্ভেষু প্রতাপবান্।
কুণ্ডিনাধিপতিঃ শ্রীমান্ সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বরঃ ॥ ২
রুক্মিণী তৎসুতা জাতা শ্রিয়ো মাত্রাতিসুন্দরী।
কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশা গুণভূষণভূষিতা ॥ ৩
শ্রুত্বৈকদা পুরা সা বৈ মন্মুখাচ্ছ্রীহরের্গুণান্।
পরিপূর্ণতমং তং বৈ সা মেনে সদৃশং পতিম্ ॥৪
তদ্রূপং সগুণং শ্রুত্বা মন্মুখাৎ প্রীতিবর্দ্ধনাৎ।
সদৃশীং শ্রীহরিস্তাং বৈ সমুদ্বোঢুং মনো দধে ॥ ৫
কৃষ্ণভাববিদা রাজ্ঞা সর্ব্বধর্ম্মবিদা ভৃশম্।
ভীষ্মকেণৈব কৃষ্ণায় দাতুং তাং নিশ্চয়ঃ কৃতঃ ॥ ৬

চতুর্থ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে মৈথিল! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ-কথা শ্রবণ কর, উহা সর্ব্বপাপ-হর, পুণ্য ও চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ। বিদর্ভদেশে কুণ্ডিনাধিপতি নিখিল ধর্ম্মবিদ্‌গণের অগ্রণী শ্রীমান্ প্রতাপবান্ ভীষ্মক নামক রাজা ছিলেন; লক্ষ্মীর অংশে রুক্মিণী নাম্নী কোটি-চন্দ্রপ্রভা ও গুণভূষণভূষিতা তাঁহার এক অতি-সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একদা পূর্ব্বে আমার মুখে হরির গুণনিচয় শ্রবণ করিয়া সেই পরিপূর্ণতম হরিকে স্বীয় যোগ্য-পতিরূপে মনোনীত করেন। আমার মুখে তাঁহার রূপ গুণ শ্রবণে হরিরও প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, তিনিও তাঁহাকে সদৃশী পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে মনোরথ করেন। এদিকে কৃষ্ণপ্রভাব-বিৎ সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা রাজা ভীষ্মকও কৃষ্ণকে

আরোপ্য করিণং প্রোচ্চং দমঘোষো বিনির্যযৌ
জরাসন্ধেন শাল্বেন দন্তবক্রেণ ধীমতা।
বিদূরথেন পৌণ্ড্রেণ পার্ষ্ণিগ্রাহেণ মৈথিল ॥ ৩৮
বিকর্ষন্ মহতীং সেনাং দমঘোষো মহাবলঃ।
দুন্দুভীন্নাদয়ন্দীর্ঘানাযযৌ কুণ্ডিনং পুরম্ ॥ ৩৯
সম্মুখাদ্যদুদেবস্য শ্রুত্বোদ্যোগং নৃপাঃ পরে।
সহস্রশঃ সমাজগ্মুঃ শিশুপালসহায়িনঃ ॥ ৪০
ভীষ্মকো হ্যগ্রতো গত্বা সম্পূজ্য বিধিবন্নৃপম্।
কাশ্মীরকম্বলৈর্দিব্যারুণৈঃ সামুদ্রসম্ভবৈঃ ॥ ৪১
মণ্ডিতেষু চ সর্ব্বেষু মুক্তাদামবিলম্বিষু।
সৌগন্ধিকৈঃ পুষ্পরসৈ রাষ্ট্রেষু শিবিরেষু চ ॥ ৪২
বারাঙ্গনা নৃত্যলসন্মৃদঙ্গেষু ধ্বনৎসু চ।
নিবেশয়ামাস নৃপৈর্বিদর্ভাধিপতির্মহান্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীদ্বারকাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে কুণ্ডিনপুরযানং নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

হইল। হে মৈথিল! দমঘোষ মনোজ্ঞ বর শিশুপালকে উচ্চ করীর উপর আরোপিত করিয়া ধীমান্ জরাসন্ধ, শাল্ব, দন্তবক্র, পার্শ্বরক্ষক প্রৌঢ় বিদূরথসহ নির্গত হইলেন। মহাবল দমঘোষ বিপুল বাহিনী সুসংযত ভাবে রাখিয়া দুন্দুভির দীর্ঘনাদ করিতে করিতে কুণ্ডিন নগরে আগমন করিলেন। সম্মুখভাগে যদুদেব কৃষ্ণের উদ্যোগ অবগত হইয়া সহস্র সহস্র অপর নৃপতিরা শিশুপালের সহায়ার্থ সমাগত হইলেন। ভীষ্মক সম্মুখীন হইয়া কাশ্মীর কম্বল ও দিব্য সমুদ্রসম্ভব অরুণ মণি দ্বারা দমঘোষের যথাবিধি পূজা করিলেন। বরযাত্রী রাজগণ ভূষিত হইলেন ও মুক্তামালা বিলম্বিত করিলেন পুষ্পরসে রাজা ও রাজগণের শিবির সমূহ সুগন্ধময় হইল, বেশ্যাগণ নৃত্য করিল, মৃদঙ্গ ধ্বনিত হইল, বিদর্ভাধিপতি মহাত্মা ভীষ্মক বরযাত্রীদিগকে যথাযোগ্য উপবেশন করাইলেন। ৩৪—৪৩।

দ্বারকাখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
ধ্যায়ন্তী কৃষ্ণপাদাব্জং ভৈষ্মী কমললোচনা।
মোঘং বা মন্যুতে বার্ত্তাং মেঘশ্যামমচিন্তয়ৎ ॥ ১

রুক্মিণ্যুবাচ।
অহো ত্রিযামান্তরিতো বিবাহো
মমৈব নাগচ্ছতি কৃষ্ণচন্দ্রঃ।
ন বেদ্মি কিং কারণমত্রধাত-
র্নাবর্ত্ততেঽদ্যাপি চ ভূমিদেবঃ ॥২
যদূত্তমো দেববরো মমৈব
দৃষ্ট্বা হি কিঞ্চিৎ কলুষং বিধাতঃ।
কৃতোদ্যমো নূনমতীব হস্ত-
গ্রাহে ন চাগচ্ছতি কিং করোমি ॥ ৩
হা দুর্ভগায়াশ্চ ন মে বিধাতা
ন সানুকূলঃ কিল চন্দ্রমৌলিঃ।
ন চৈকদন্তো বিমুখা চ গৌরী
গাবো হি বিপ্রাশ্চ ন সানুকূলাঃ ॥ ৪

পঞ্চম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—কমলনয়না রুক্মিণী কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে 'বুঝি বা কৃষ্ণ মৎপ্রেরিত বার্ত্তা মিথ্যা মনে করেন' ইহা মনে করিয়া ঘনশ্যাম কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রুক্মিণী কহিলেন,—অহো! আমার বিবাহের আর একটী মাত্র রাত্রি অবশিষ্ট আছে, কৃষ্ণচন্দ্র এখনও আগমন করিতেছেন না; হা বিধাতঃ! মৎপ্রেরিত বিপ্রও প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না, ইহার কারণ কিছুই বুঝিতেছি না। তবে কি সেই দেববর যদুসত্তম আমার কোন দুষ্কৃত দর্শন করিয়া উদ্যোগ সহকারে আমার বিবাহে আসিতেছেন না। হে বিধাতঃ! এখন আমি কি করি! হায়! আমি মন্দভাগ্যা, ব্রহ্মা বা চন্দ্রশেখর আমার অনুকূল নহেন; গণপতি, গৌরী, গো ও বিপ্রগণও আমার প্রতি প্রতি-

শ্রীনারদ উবাচ।

এবং বিচিন্তয়ন্তী সা বৈদর্ভী গেহাট্টভূমিষু।
পরিভ্রমন্তী শ্রীকৃষ্ণং পশ্যন্তী গৃহশেখরাৎ ॥ ৫
তদৈব তস্যা বামাঙ্গমস্ফুরৎ প্রীতিভাষণম্।
তেন প্রসন্না শ্রীভৈষ্মী কালজ্ঞা সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ৬
কৃষ্ণপ্রণোদিতো বিপ্রঃ সদ্যশ্চাগতবাংস্তদা।
শ্রীকৃষ্ণাগমনং তস্যৈ শনৈঃ সর্ব্বং শশংস হ ॥ ৭
ততঃ প্রসন্না শ্রীভৈষ্মী তদঙ্ঘ্র্যোঃ প্রণিপত্য সা
প্রাহ ত্বদ্বংশতো বিপ্র ন যাস্যামি বচো মম ॥ ৮
শ্রুত্বাগতৌ রামকৃষ্ণৌ বিবাহপ্রেক্ষণোৎসুকৌ।
ভীষ্মকো নির্গতো নেতুং ব্রাহ্মণৈস্তৎপ্রভাববিৎ
ভৃশং মঙ্গলপাত্রেষু গন্ধাক্ষতযুতেষু চ।
বাসো রত্নচয়ং ধৃত্বা গীতবাদিত্রমঙ্গলৈঃ ॥ ১০
কোটিশো মধুপর্কাণাং কুম্ভব্যূহান্ বিধায় চ।
পূজয়িত্বাথ বিধিবদ্রামকৃষ্ণৌ পরেশ্বরৌ ॥ ১১

অহো চাস্মৈ ন দত্তেয়মিতি খিন্নমনাঃ পরম্।
আনন্দনবনে স্থাপ্য নত্বা স্বগৃহমাযযৌ ॥ ১২
শ্রুত্বাগতং শ্রীবসুদেবনন্দনং
ত্রৈলোক্যলাবণ্যনিধিং পরেশ্বরম্।
আগত্য নেত্রাঞ্জলিভিঃ পুরৌকসঃ
পপুঃ পরং তন্মুখপঙ্কজামৃতম্ ॥ ১৩
অস্যৈব ভার্য্যা ভবিতুং হি রুক্মিণী
যোগ্যাস্তি নান্যেত্যবদন্ পুরৌকসঃ।
দত্ত্বা স্বপুণ্যানি বিবাহহেতবে
শ্রীকৃষ্ণলাবণ্যকলানিবদ্ধকাঃ ॥ ১৪
কদাপি সাক্ষাচ্ছ্বশুরস্য মন্দিরং
সম্প্রাগতং চৈবমহো বয়ং জনাঃ।
দ্রক্ষ্যাম আরাৎ কৃতকৃত্যতাং তদা
ব্রজেম লোকে বহুজীবিতেন কিম্ ॥ ১৫
বদৎসু লোকেষু চ ভীষ্মকন্যকা-
দ্রিকন্যকাপূজনহেতবে নৃপ।
অন্তঃপুরাৎ সর্ব্বসখীসমন্বিতা
বিনির্যযৌ কৃষ্ণগৃহীতমানসা ॥ ১৬

কূল। নারদ বলিলেন,—রুক্মিণী এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণ দর্শনাশায় কখন গৃহের প্রাচীরে ও কখনও প্রাসাদ চূড়ায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখনই তাঁহার বামাঙ্গ স্ফুরিত হইয়া তদীয় চিন্তিত বিষয়ের শুভসূচনা করিল। সর্ব্বমঙ্গলা কালজ্ঞা রুক্মিণী তাহাতে প্রসন্না হইলেন; আর তখনই কৃষ্ণ প্রেরিত বিপ্র সহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত কৃষ্ণাগমন বার্ত্তা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। অনন্তর প্রসন্না লক্ষ্মীরূপিণী ভীষ্মকদুহিতা তাঁহার চরণদ্বয়ে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,—হে বিপ্র! আমি তোমার বংশ পরিত্যাগ করিয়া যাইব না, ইহা আমার বাক্য জানিবে। ভীষ্মক রামকৃষ্ণের প্রভাব বিদিত ছিলেন, তাঁহারা বিবাহ দর্শনে উৎসুক হইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি তাঁহাদিগের আনয়নার্থ ব্রাহ্মণগণ সহ বাহিরে আসিলেন। ১—৯। ভীষ্মক প্রভৃত মঙ্গলপাত্রে গন্ধ, অক্ষত, জল, বস্ত্র ও রত্নসমূহ রক্ষিত করিয়া গীত-বাদ্য-মঙ্গল সহকারে চলিলেন; মধুপর্কের কোটি কোটি কুম্ভশ্রেণী সজ্জিত করিয়া পরমেশ্বর রামকৃষ্ণের যথাবিধি পূজা করিলেন; আর ইঁহাকে কন্যা দিতে পারিলাম না বলিয়া সাতিশয় খিন্নমনা হইয়া তাঁহাদিগকে আনন্দপূর্ণ উদ্যানে রাখিয়া প্রণামপূর্ব্বক নিজগৃহে আগমন করিলেন। ত্রৈলোক্যের লাবণ্যনিধি পরেশ্বর বসুদেব নন্দন কৃষ্ণ আসিয়াছেন শুনিয়া পুরবাসীরা আসিয়া নেত্ররূপ অঞ্জলি দ্বারা তাঁহার উত্তম মুখকমলামৃত পান করিল এবং বলিল—রুক্মিণী একমাত্র ইঁহারই ভার্য্যা হইবার যোগ্যা, অন্যের নহে। পুরবাসীরা কৃষ্ণলাবণ্যকলায় মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণের সহিত বিবাহ নির্ব্বাহার্থ স্ব স্ব পুণ্যসমূহ প্রদান করিলেন; আর বলিলেন,—অহো! কখনও সাক্ষাৎ কৃষ্ণ শ্বশুরালয়ে আসিবেন, তখন আমরা তাঁহাকে দূর হইতেও দেখিয়া কৃতকৃত্য হইব; সংসারে বহুকাল জীবিত থাকিয়া কি হইবে? হে নৃপ! লোক সকল এইরূপ বলিতে লাগিল, কৃষ্ণার্পিতমনা ভীষ্মকদুহিতা দুর্গাপূজার জন্য সমস্তসখীগণ পরিবৃত হইয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন।

ভেরীমৃদঙ্গৈর্বহুদুন্দুভিস্বনৈঃ
সুগায়কৈর্বন্দিজনৈশ্চ মাগধৈঃ।
বারাঙ্গনানৃত্যমনোজ্ঞভাবৈ-
র্জয়েত্যভূম্মঙ্গলশব্দ উচ্চকৈঃ॥ ১৭
কোটীন্দুবিম্বদ্যুতিমাদধানাং
বালার্কতাটঙ্কধরাং শ্রিয়ং তাম্।
সিতাতপত্রব্যজনৈঃ স্ফুরদ্ভিঃ
সুচামরৈঃ পার্শ্বগণঃ সিষেবে॥ ১৮
কোশাচ্ছিনিষ্কৃষ্য সিতাসিলক্ষং
পদাতয়ো বীরজনা ইতস্ততঃ।
তথাশ্বগা বৈ রথিনো গজস্থিতাঃ
সমুদ্যতাস্ত্রা জুগুপুর্বিদূরতঃ॥ ১৯
দেবীমঠং প্রাপ্য সুচত্বরে স্থিতা
শান্তা শুচির্ধৌতকরাঙ্ঘ্রিপঙ্কজা।
গত্বা সমীপং যতবাক্ কৃতাঞ্জলি-
র্ভেজে ভবানীং ভবভীতিহারিণীম্॥২০
দুর্গে স্বসন্তানযুতে শিবে শুভে
নমামি তুভ্যং সততং ভবানি তে।
ভূয়াৎ পতির্মে ভগবান্ পরেশ্বরঃ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ প্রকৃতেঃ পরঃ স্বয়ম্॥ ২১
এবং শুভে মা বদ কৃষ্ণনাম
চৈদ্যং সমুদ্দিশ্য বরং গৃহাণ।
ইত্থং বদন্তীষু সখীষু ভৈষ্মী
ভূয়ো ভবানীং ভবনে জগাদ॥ ২২
অজানতীয়ং তব চাম্ব বালা
তথা বদন্তীষু সখীষু ভৈষ্মী।
গন্ধাক্ষতৈর্ধূপবিভূষণাদ্যৈঃ
স্রগ্মাল্যদীপাবলিভোগবস্ত্রৈঃ॥ ২৩
অপূপতাম্বূলফলেক্ষুভিশ্চ
ভেজে ভবানীং পরয়া চ ভক্ত্যা।
নত্বাথ তাং বা বহুভূষণাদ্যৈঃ
সম্পূজ্য সৌভাগ্যবতীর্ননাম॥ ২৪
সর্বাঃ স্ত্রিয়স্তাঃ প্রদদুর্বরাণি
সুমঙ্গলাশীর্বচনানি তস্যৈ।
রূপং সদা তে শতরূপয়া সমং
শীলং সদা শৈলসুতাসমং বভৌ॥ ২৫
শুশ্রূষণং ভর্তুররুন্ধতীসমং
ক্ষমা হি ভূয়াজ্জনকাত্মজাসমা।

তখন ভেরী, মৃদঙ্গ ও বহু দুন্দুভিধ্বনি হইল; সুগায়কেরা গান, বন্দী মাগধগণ স্তুতি এবং বেশ্যাগণ মনোজ্ঞভাবে নৃত্য করিতে থাকিল; আর সর্ব্বত্রই জয় জয় উচ্চ মঙ্গলরব উত্থিত হইল; পার্শ্বচরীরা সেই কোটি শশধর-কান্তি-শালিনী বালসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল বলয়ধারিণী লক্ষ্মীরূপিণী রুক্মিণীকে শ্বেতচ্ছত্র ব্যজন ও প্রদীপ্তপ্রভ মনোজ্ঞ চামর দ্বারা সেবা করিতে লাগিল। বীরগণ কোষ হইতে লক্ষ লক্ষ অসি নিষ্কাশিত করিয়া পদব্রজে তাঁহার চারিদিকে চলিল, অশ্বারোহী, রথারোহী ও গজারোহী বীরগণ অস্ত্র-শস্ত্র উদ্যত করিয়া দূর হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। ১০—১৯। শান্তা রুক্মিণী দেবী মন্দিরে উপনীত হইয়া মনোরম চত্বরে উপবেশনপূর্ব্বক কর-চরণ ধৌত করত শুচি হইলেন, তারপর দেবী-সমীপে গমন করিয়া করযোড়ে সংযতবাক্যে ভবভীতি-হারিণী ভবানীর ভজনা করিলেন,—দুর্গে স্বসন্তানযুতে শুভে শিবে ভবানি! তোমাকে সতত নমস্কার। প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমার পতি হউন। সখীরা বলিল,—হে শুভে! কৃষ্ণের নাম করিও না, শিশুপালকে পতি পাইবার জন্য বর গ্রহণ কর। সখীরা এইরূপ বলিলে রুক্মিণী পুনরায় ভবানীর নিকট পূর্ব্ববর প্রার্থনা করিলেন। সখীরা কহিল—হে মাতঃ! বালিকা রুক্মিণী তোমাকে জানে না। সখীরা এইরূপ বলিলে রুক্মিণী গন্ধ, অক্ষত, ধূপ, ভূষণ, লম্বমান মাল্য, দীপাবলী, ভোগ, বস্ত্র, পিষ্টক, তাম্বূল, ফল ও ইক্ষু প্রভৃতি উপচার দ্বারা পরম ভক্তিভরে ভবানীর পূজা করিয়া প্রণাম করিলেন; তারপর বহু ভূষণাদি দানে সৌভাগ্যবতী নারীগণের অর্চ্চনা করিয়া প্রণত হইলেন। নারীগণ উত্তম মঙ্গলযুক্ত আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে বর দিলেন;—তোমার রূপ সতত শতরূপার সমান হউক, শৈলসুতা দুর্গার ন্যায়

সৌভাগ্যমেবং তব দক্ষিণাসমং
সুবৈভবং ভীষ্মসুতে শচীসমম্।
সদ্বাক্সতী তে চ সরস্বতীসমা
ভক্তিঃ পতৌ স্যাচ্চ সতাং হরৌ যথা ॥ ২৬

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীদ্বারকাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে রুক্মিণীনির্গমনং নাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্থং বিপ্রবধূনাং সদাশীর্ভিরভিনন্দিতা।
দেবীং পুনর্বিপ্রবধূঃ প্রণনাম মুহুর্মুহুঃ ॥ ১
ত্যক্ত্বা মুনিব্রতং ভৈষ্মী গিরিজাগৃহতস্ততঃ।
সহালিভিঃ সখীভিশ্চ নিশ্চক্রাম শনৈঃ শনৈঃ ॥২
কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশাং ভৈষ্মীং কমললোচনাম্।
অকস্মাদ্দদৃশুর্বীরাঃ সুনিধিং নির্দ্ধনা যথা ॥ ৩
অশ্বারূঢ়াশ্চ রথিনো গজিনশ্চ পদাতয়ঃ।
সমাগতা রক্ষিতস্তে মুমুহুর্বীক্ষ্য রুক্মিণীম্ ॥ ৪
তদপাঙ্গস্মিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্বাণৈঃ কামধনুশ্চ্যুতৈঃ।
উজ্‌ঝিতাস্ত্রা নিপেতুঃ কামার্দিতাঃ সৈনিকাস্তদা
রথেন বায়ুবেগেন ঘণ্টাগম্ভীরনাদিনা।
নৈশ্রেয়সস্তবৈরশ্বৈর্যুক্তেনাতিপতাকিনা ॥ ৬
শীঘ্রং স্বসৈন্যসংঘট্টাত্তৎ সৈন্যং সংব্যদারয়ৎ।
বায়ুর্যথা পদ্মবনং হরির্দারুকসারথিঃ ॥ ৭
স্ত্রীকদম্বকমেত্যাশু পশ্যতাং দ্বিষতাং প্রভুঃ।
সমারোপ্য রথং ভৈষ্মীং তার্ক্ষ্যপুত্রঃ সুধামিব ॥৮
দেবানাং পশ্যতাং রাজন্ রাজকন্যাং জহার হ।
দিব্যং শস্ত্রোত্তমং শার্ঙ্গং ধনুষ্টঙ্কারয়ন্মুহুঃ ॥ ৯
ততো বেগেন মহতা স্বসৈন্যং চাগতে হরৌ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্যদুদুন্দুভয়স্তদা ॥ ১০
সিদ্ধাশ্চ সিদ্ধকন্যাশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য রথোপরি।
হর্ষিতা ববৃষুর্দেবাঃ পুষ্পৈর্নন্দনসম্ভবৈঃ ॥ ১১

চরিত্র হউক, তুমি অরুন্ধতীর ন্যায় স্বামিশুশ্রূষা কর, জনকাত্মজা সীতার ন্যায় তোমার ক্ষমা হউক; দক্ষিণার ন্যায় তোমার সৌভাগ্য হউক, শচীর সমান উত্তম সম্পত্তি হউক, বাণীর ন্যায় বাণী হউক আর সাধুগণের হরিভক্তির ন্যায় তোমার পতিভক্তি হউক। ২০—২৬।

দ্বারকাখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—এইরূপে বিপ্রবধূগণের সদাশীর্বাদে অভিনন্দিতা রুক্মিণীদেবীও বিপ্র-পত্নীগণকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন এবং মুনি-ব্রত পরিত্যাগপূর্ব্বক সহচরী সখীগণ সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে দেবীমন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কোটিচন্দ্রপ্রভা কমলনয়না রুক্মিণীকে বীরগণ অকস্মাৎ নিধনগণের নিধি-দর্শনের ন্যায় দর্শন করিলেন। অশ্বারূঢ়, রথারূঢ়, গজারূঢ় ও পদাতি রক্ষী বীরগণ নিকটে আসিয়া রুক্মিণীকে দর্শন করত মোহিত হইল; তদীয় ঈষৎ হাস্যযুক্ত অপাঙ্গ কটাক্ষ যেন কামধনুশ্চ্যুত তীক্ষ্ণবাণে পরিণত হইল, সৈনিকগণের হস্ত হইতে অস্ত্রশস্ত্র খসিয়া পড়িল, তাহারাও কামপীড়িত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। শত্রু-দমন দারুক সারথি তখন রথ চালিত করিল, প্রভু হরি সেই ঘণ্টাগম্ভীরনাদিত কল্যাণকারক অশ্বযোজিত বিপুল পতাকাশোভিত বায়ুবেগ রথে বায়ু যেমন পদ্মবন ভেদ করে, তদ্রূপ সত্বর স্বসৈন্য সংঘটে শত্রুসৈন্য বিদারণ করিলেন। হে রাজন্! তিনি নারীগণ সমীপে সত্বর সমাগত হইয়া শত্রুগণের সমক্ষে রাজ-কন্যা রুক্মিণীকে স্বীয় রথে আরোপিত করত গরুড়ের অমৃত গ্রহণের ন্যায় দেবগণের সমক্ষে তাঁহাকে হরণ করিলেন।১—৮। অনন্তর শার্ঙ্গধন্বা কৃষ্ণ স্বীয় সর্ব্বোত্তম দিব্য ধনুকে মুহুর্মুহু টঙ্কার করিয়া যখন স্বসৈন্যে মিলিত হইলেন, তখন দেব ও যদুগণের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। সিদ্ধ ও সিদ্ধকন্যাগণ হৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রথোপরি পুষ্পবর্ষণ করিলেন; আর দেবগণ পৃথক্‌ভাবে নন্দনকাননজাত

অন্যা ষযৌ জয়ারাবৈঃ শনৈ রামযুতো হরিঃ।
শৃগালসঙ্ঘমধ্যাচ্চ কেসরী ভাগহৃদ্যথা॥ ১২
তদা কোলাহলে জাতে রুক্মিণীহরণে সতি।
বভূব রক্ষকাণাঞ্চ শস্ত্রাশস্ত্রি পরস্পরম্॥ ১৩
জরাসন্ধবশাঃ সর্ব্বে মানিনো নৃপসত্তমাঃ।
ন সেহিরে হ্যভিভবং পরং জাতং যশঃক্ষয়ম্॥ ১৪
অহো ধিগস্মান্ স্বযশো হৃতং গোপৈশ্চ ধন্বিনাম্
শৃগালৈরিব সিংহানামতঃ কিং স্যাৎ পরাজয়ঃ॥
এবমুক্তাঃ ক্রোধপরা জগৃহুঃ শস্ত্রসংহতিম্।
বিসৃজ্য ক্রীড়নাদ্যাদীন দংশিতাঃ সৈন্যসংযুতাঃ
অক্ষৌহিণীদ্বয়েনাপি পৌণ্ড্রকঃ ক্রোধপূরিতঃ।
অক্ষৌহিণীত্রয়েণাপি মহাবীরো বিদূরথঃ॥ ১৭
অক্ষৌহিণীপঞ্চযুতো দন্তবক্রোঽতিদারুণঃ।
অক্ষৌহিণীত্রয়েণাশু শাল্বো রাজপুরেশ্বরঃ॥ ১৮
অক্ষৌহিণীভির্দশভির্জরাসন্ধো মহাবলঃ।
আযযৌ সম্মুখে যোদ্ধুং যাদবানাং মহাত্মনাম্॥১৯
অন্যেপি চৈদ্যপক্ষীয়া যোদ্ধুং শ্রীকৃষ্ণসম্মুখে।
ধনুষ্টঙ্কারয়ন্তস্তে সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ॥ ২০
প্রলয়াব্ধিসমং সৈন্যং সমালোক্য যদূত্তমাঃ।
তর্ত্তুমাজগ্মুরারাত্তে কৃষ্ণকৈবর্ত্তপোতকাঃ॥ ২১
বভূব তুমুলং যুদ্ধমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্।
সৈন্যয়োশ্চ স্বপরয়োর্দেবদানবয়োর্যথা॥ ২২
রথিনো রথিভিস্তত্র পত্তিভিঃ সহ পত্তয়ঃ।
গজা গজৈর্যুযুধিরে তুরগাশ্চ তুরঙ্গমৈঃ॥ ২৩
শস্ত্রান্ধকারে সঞ্জাতে রুক্মিণীং ভয়বিহ্বলাম্।
বিলোক্য ভগবান দেবো মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দদে
বলদেবানুজো বীরো গদো ধুন্বন্ মহদ্ধনুঃ।
বিবেশ শত্রুসঙ্ঘট্টং বনং বহ্নিরিব প্রভুঃ॥ ২৫
গদবাণৈর্বিভিন্নাঙ্গা রথিনশ্ছিন্নকঞ্চুকাঃ।
হতাশ্বা হতসূতাশ্চ নিপেতুর্ভূমিমণ্ডলে॥ ২৬
পদাতয়শ্ছিন্নপদা গদবাণাগতব্যথাঃ।
নিপেতুর্ভূতলে রাজন্ বৃক্ষা বাতহতা ইব॥ ২৭

কুসুম বর্ষণ করিলেন। তারপর মুহুর্মুহু জয় জয় রব উত্থিত হইল, বলরামসহ কৃষ্ণ শৃগালগণ মধ্য হইতে ভাগহারী সিংহের ন্যায় রুক্মিণীকে লইয়া গমন করিলেন। ৯—১২। এইরূপে রুক্মিণী হৃত হইলে তৎকালে কোলাহল উত্থিত হইল, রক্ষকগণের মধ্যে পরস্পর শস্ত্র প্রয়োগ চলিতে লাগিল। জরাসন্ধপক্ষীয় অভিমানী নৃপোত্তমগণের নিজ নিজ পরাভব ও যশোনাশ অসহ্য হইল। "অহো আমাদিগকে ধিক্, আমরা ধনুর্দ্ধারী, তথাপি শৃগালের ন্যায় গোপগণ সিংহসদৃশ মাদৃশ বীরগণের যশ অপহরণ করিল. ইহা হইতে আর পরাজয় কি হইতে পারে?" রোষপরবশ বীরগণ এইরূপ বলিয়া পাশক ক্রীড়াদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ম্ম পরিধান করত সৈন্যসমাযুক্ত হইয়া শস্ত্রসমূহ গ্রহণ করিল। ক্রোধপূরিত পৌণ্ড্রক দুই অক্ষৌহিণী, মহাবীর বিদূরথ তিন অক্ষৌহিণী, অতি দারুণ দন্তবক্র পাঁচ অক্ষৌহিণী, রাজপুরপতি শাল্ব তিন অক্ষৌহিণী এবং মহাবল জরাসন্ধ দশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সমভিব্যাহারে মহাত্মা যাদবগণের সহিত সম্মুখসমরে সমাগত হইল। এইরূপ শিশুপাল-পক্ষীয় অন্যান্য সহস্র সহস্র বীর ধনুকে টঙ্কার করিয়া কৃষ্ণ সম্মুখে যুদ্ধার্থ আগমন করিল। যদুসত্তমগণ দূর হইতে প্রলয় জলধিতুল্য সেই সৈন্যদর্শনে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য কৃষ্ণরূপ কৈবর্ত্তচালিত পোতের আশ্রয় লইলেন। সুরাসুর সমরের মত স্ব-পর উভয় সৈন্যের পরস্পর রোমহর্ষণ তুমুল মহাদ্ভুত যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রথিগণের সহিত রথিগণের ও পদাতিসমূহের সহিত পদাতিগণের গজগণের সহিত গজগণের এবং অশ্বসমূহের সহিত অশ্বগণের যুদ্ধ চলিতে লাগিল। শস্ত্রপাতে রণভূমি অন্ধকার হইল রুক্মিণী ভয়ে বিহ্বলা হইলেন; তদ্দর্শনে ভগবান্ কৃষ্ণ "ভয় নাই" বলিয়া অভয়দান করিলেন। ১৩—২৪। বলদেবানুজ বীর প্রভু গদ মহাধনুর শব্দ করিয়া বনমধ্যে বহ্নির ন্যায় শত্রুমধ্যে প্রবেশ করিলেন, গদবাণে রথিগণের অঙ্গভঙ্গ ও বর্ম্ম বিচ্ছিন্ন হইল, সারথি ও অশ্বসমূহ গতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! গদবাণে পদাতিগণের পদ ছিন্ন হইলে,

অশ্বারূঢ়াঃ কেঽপি বীরা গদবাণৈর্বিদারিতাঃ।
পেতু রণাঙ্গণে সাশ্বা বৃহতীফলবদ্রণ।
গদবাণৈর্ভিন্নকুম্ভা মধ্যে মধ্যে বিদারিতাঃ।
বিরেজুঃ পতিতা ভূমৌ কুষ্মাণ্ডশকলা ব ॥ ২৯
ততঃ পলায়িতং সৈন্যং দৃষ্ট্বা শাম্বো মহাবলঃ।
গদং তুতাড় গদয়া গদাযুদ্ধবিশারদঃ ॥ ৩০
গদাবিদ্ধো গদো ধন্বী গদাযুদ্ধপ্রভাববিৎ।
ধনুর্যুদ্ধং তু সন্ত্যজ্য তৎকালং মনসা স্মরন্ ॥৩১
পরাং ব্যথাং গতো যুদ্ধে পতিতোঽপি সমুত্থিতঃ
তদাগ্রজেন যা দত্তা তাং গদাং তু গদোঽগ্রহীৎ
লক্ষভারময়ী গুর্ব্বী দৃঢ়া কৌমোদকী যথা।
তয়া গদোঽহনচ্ছাম্বং বজ্রেণেন্দ্রো যথা গিরিম্ ॥
গদাপ্রহারমথিতে শাম্বে নিপতিতে ভুবি।
পৌণ্ড্রকোঽথ জরাসন্ধো দন্তবক্রো বিদূরথঃ ॥৩৪
চত্বার আযযুস্তত্র গদোপরি রুষান্বিতাঃ।

পৌণ্ড্রকোঽপি মহাবীরো গদস্য রথকং ধ্বজম্ ॥
চিচ্ছেদ দশভির্বাণৈঃ কুবাক্যৈর্মিত্রতামিব।
দন্তবক্রস্তু গদয়া গদস্যাপি রথং শুভম্।
চূর্ণয়ামাস রাজেন্দ্র দণ্ডেনেব মৃদ্ঘটম্ ॥ ৩৬
তথাশ্বাংশ্চ জরাসন্ধঃ সারথিং চ বিদূরথঃ।
পাতয়ামাস ভূপৃষ্ঠে শিতৈর্বাণৈর্বিদেহরাট্ ॥ ৩৮
ততো মুসলমাদায় বলদেবস্ত্বরন্ বলী।
বিকরালে মুখে ভীমে দন্তবক্রমতাড়য়ৎ ॥ ৩৮
ততো মুসলঘাতেন দন্তবক্রস্য যুধ্যতঃ।
মুখে বক্রোঽপি যো দন্তঃ স তু ভূমৌ পপাত হ
তদা হসতি দৈত্যারৌ রুক্মিণীসহিতে হরৌ।
পৌণ্ড্রকঞ্চ জরাসন্ধং তথা পূর্ব্বং বিদূরথম্ ॥৪০
জঘান মুসলেনাশু বলদেবো রুষান্বিতঃ।
ত্রয়োঽপি পতিতা যুদ্ধে মূর্চ্ছিতাঙ্গাঃ ক্ষতপ্লুতাঃ ॥
সেনাং সমাগতাং সর্ব্বাং সমাকৃষ্য হলেন বৈ।
মুসলেনাহনৎ ক্রুদ্ধো বলদেবো মহাবলঃ ॥ ৪২
দশযোজনপর্য্যন্তং রথেভাশ্বপদাতয়ঃ।

তাহারা ব্যথিত হইয়া বাতাহত তরুনিকরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। হে নৃপ! অশ্বারূঢ় কোন কোন বীর গদবাণে বিদারিত হইয়া বৃহতীফলের ন্যায় অশ্বসহ রণাঙ্গনে পতিত হইল। গদশরে করিগণের কুম্ভ ভিন্ন ও দেহ বহু প্রকারে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইলে উহা যেন কুষ্মাণ্ডখণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত হইল। অনন্তর শত্রুসৈন্য পলায়ন করিলে তদ্দর্শনে গদাযুদ্ধবিশারদ মহাবল শাম্ব গদা দ্বারা গদকে তাড়না করিল। তৎকালে গদাযুদ্ধ-প্রভাববিৎ ধনুর্দ্ধারী গদ গদাদ্বারা বিদ্ধ হইয়া ধনুযুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর গদাযুদ্ধে মনো-রথ করিলেন; তিনি গদাঘাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া যুদ্ধে পতিত হইলেও উত্থিত হইলেন এবং অগ্রজ বলরাম যে গদা দিয়াছিলেন, তখন তাহা গ্রহণ করিলেন। গদ লক্ষভার-ময়ী ও কৌমুদকীবৎ দৃঢ়া সেই গুর্ব্বী গদা গ্রহণ করিয়া বজ্রদ্বারা ইন্দ্র যেমন পর্ব্বতে প্রহার করেন, তদ্রূপ শাম্বকে আঘাত করিলেন। ২৫—৩৩। অনন্তর শাম্ব গদাপ্রহারে মথিত হইয়া ভূপতিত হইলে পৌণ্ড্রক, জরাসন্ধ, দণ্ডবক্র ও বিদূরথ, এই বীরচতুষ্টয় রোষান্বিত হইয়া আসিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গদোপরি পতিত হইল। মহাবীর পৌণ্ড্রক দশবাণে কুবাক্য দ্বারা মিত্রতা ছেদের ন্যায় গদের রথধ্বজ ছেদন করিল। হে রাজেন্দ্র! দণ্ড দ্বারা মৃৎকুম্ভের ন্যায় দন্তবক্র গদাদ্বারা গদের মনোজ্ঞ রথ চূর্ণ করিল। হে বিদেহরাজ! ঐরূপ জরাসন্ধ তদীয় অশ্বসমূহ ও বিদূরথ সারথিকে শাণিত শরে ভূপাতিত করিল। অনন্তর বলবান্ বল-দেব সত্বর মুষল লইয়া দন্তবক্রের বিকরাল ভীমবদনে আঘাত করিলেন। সেই মুষলাঘাতে সমরকারী দন্তবক্রের মুখে যে একটী বক্রদন্ত ছিল, তাহা ভূতলে পতিত হইল। তখন রুক্মিণী সহ দৈত্যারি কৃষ্ণ হাস্য করিলেন, রোষান্বিত বলদেব মুষল দ্বারা আশু জরাসন্ধ, পৌণ্ড্রক ও দুষ্ট বিদূরথকে প্রহার করিতে লাগিলেন; বীরত্রয় মূর্চ্ছিত ও মুদ্রিত নয়নে ভূপতিত হইল, তাহাদের দেহ ক্ষতাক্ত হইয়া গেল। ৩৫—৪১। মহাবল ক্রুদ্ধ বলরাম সমরে সমাগত সৈন্যগণকে হল দ্বারা আকর্ষণ করিয়া মুষল দ্বারা বিনষ্ট করিলেন; দশ

পেশিতাশ্চূর্ণিতা ভূমৌ শয়ানা ধরণীং গতাঃ ॥৪৩
জরাসন্ধাদয়ঃ সর্ব্বে মৃত্যুশেষা নৃপাঃ পরে।
পলায়িতাশ্চৈদ্যমেত্য প্রোচুর্নষ্টোৎসবং ভূশম্ ॥
ভো ভোঃ পুরুষশার্দ্দূল দৌর্মনস্যমিদং ত্যজ।
কিমেকেন বিবাহেন ভবিত্র তে শতং ভুবি ॥৪৫
অদ্যৈব দ্বারকাং গত্বা বদ্ধা রামং সমাধবম্।
অযাদবীং করিষ্যামঃ পৃথ্বীং সাগরমেখলাম্ ॥৪৬
এবং সম্বোধিতো মিত্রৈশ্চৈদ্যোঽগাচ্চন্দ্রকাপুরম্
যযুঃ স্বং স্বং পুরং সর্ব্বে হতশেষা নৃপাস্ততঃ ॥৪৭
ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং দ্বারকাখণ্ডে রুক্মিণী-
হরণে যদুবিজয়ো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
রুক্মিণ্যা হরণং শ্রুত্বা মিত্রাণাং চ পরাভবম্।
প্রতিজ্ঞামকরোদ্রুক্মী শৃণ্বতাং সর্ব্বভূভুজাম্ ॥ ১
অহত্বা সমরে কৃষ্ণমপ্রত্যাহৃত্য চ রুক্মিণীম্।
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি সত্যমেতদ্ব্রবীমি বঃ ॥২
ইত্যুক্ত্বা কবচং দিব্যং ঘনমর্ব্বুদনির্ম্মিতম্।
শিরস্ত্রাণং সিন্ধুজং চ স দধার মহোদ্ভটঃ ॥ ৩
সৌবীরস্থ ধনুঃ শালি লাটজং চেষুধিদ্বয়ম্।
আদায় ম্লেচ্ছদেশস্থ খড়্গং চর্ম্ম চ কৌটজম্ ॥ ৪
পৈঠরস্থ মহাশক্তিং গুর্জ্জরাটভবাং গদাম্।
পরিঘং বঙ্গজং ধৃত্বা হস্তত্রাণং চ কৌঙ্কণম্ ॥ ৫
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণঃ কিরীটী রত্নকুণ্ডলঃ।
রুক্মাঙ্গদধরো রুক্মী যুদ্ধং কর্ত্তুং মনো দধে ॥ ৬
জৈত্রং রথং সমারুহ্য চঞ্চলাশ্বনিযোজিতম্।
পৃষ্ঠতোঽন্বগমৎ কৃষ্ণং কর্ষয়ন্নক্ষৌহিণীদ্বয়ম্ ॥ ৭
পুনঃ সমাগতাং দৃষ্ট্বা সেনাং রামো মহাবলঃ।
তয়া যুযোধ সমরে যদুসেনাসমন্বিতঃ ॥ ৮
তিষ্ঠতিষ্ঠেতি দেবেশং বিস্ফুজন্ পরুষং বচঃ।
সংপ্রাপ্নোতি রথং রুক্মী ধনুষ্টঙ্কারয়ন্ মুহুঃ ॥ ৯

যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিভাগে রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণ পেষিত চূর্ণিত হইয়া ভূতলে শয়ন করিল। অবশিষ্ট জীবিত জরাসন্ধাদি অপর নৃপ সকল পলায়নপূর্ব্বক নিরানন্দ শিশুপাল সমীপে উপনীত হইয়া বলিল—হে পুরুষবর! মনের এই দৈন্য ত্যাগ কর; এই একটী বিবাহের প্রয়োজন কি, ভূতলে তোমার শত শত বিবাহ হইবে; অদ্যই দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণসহ বলরামকে বন্ধন করত সাগর মেখলা সমগ্র পৃথিবীকে যাদবশূন্য করিব। অনন্তর জরাসন্ধাদি মিত্রগণ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া শিশুপাল স্বীয় চন্দ্রকাপুরে প্রয়াণ করিল, হতাবশিষ্ট নৃপগণও স্ব স্ব পুরে গমন করিলেন। ৪২—৪৭

দ্বারকাখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—রুক্মিণীহরণ ও মিত্রগণের পরাভব শ্রবণ করিয়া রাজগণের শ্রবণগোচরে রুক্মী প্রতিজ্ঞা করিল—"যুদ্ধে কৃষ্ণকে বধ না করিয়া এবং রুক্মিণীকে না লইয়া কুণ্ডিননগরে প্রবেশ করিব না, ইহা আমি আপনাদিগকে সত্য বলিতেছি।" সেই মহাযোদ্ধা রুক্মী এইরূপ কহিয়া অর্ব্বুদদেশজাত দিব্য সুদৃঢ় কবচ ও সিন্ধুদেশজ শিরস্ত্রাণ পরিধান করিল, সৌবীরজ উত্তম ধনু, লাটদেশজ তূণীর, ম্লেচ্ছদেশজ খড়্গ, কৌটদেশজাত চর্ম্ম,পৈঠর দেশের মহাশক্তি,গুর্জ্জরাট দেশজাত গদা ও বঙ্গদেশজ পরিঘ গ্রহণ করিল; কুঙ্কণ দেশজ হস্তত্রাণ ধারণ ও জ্যাঘাত বারণের জন্য বামহস্ত প্রকোষ্ঠে চর্ম্ম পেটিকা এবং অঙ্গুলীত্রাণ বন্ধন করত কিরীট, রত্ন কুণ্ডল ও সুবর্ণাঙ্গদে মণ্ডিত হইল; এইরূপে যুদ্ধার্থ মনোরথ করিয়া চঞ্চল অশ্বযোজিত জয়শীল রথে আরোহণ পূর্ব্বক দুই অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। মহাবল বলরাম শত্রুসৈন্য পুনঃ সমাগত দেখিয়া সমরক্ষেত্রে যাদবসৈন্যগণ সহায়ে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন। রুক্মী "থাক থাক" ইত্যাকার কর্কশবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক দেবেশ কৃষ্ণের রথ সমীপে

স্বরং মুঞ্চ স্বসারং মে যদি জীবিতুমিচ্ছসি।
ন চেত্ত্বাং সবলং সদ্যো নয়ামি যমসাদনম্ ॥১০
যযাতিশাপসংভ্রষ্টো গোপালোচ্ছিষ্টভুক্ ভবান্
জরাসন্ধভয়াদ্ভীতো যবনাগ্রাৎ পলায়িতঃ ॥ ১১
ইত্যুক্ত্বেষুধিতঃ কৃষ্য বাণং চাপে নিধায় সঃ।
নিয়ম্য কর্ণপর্য্যন্তং নিচখান হরেহৃদি ॥ ১২
সন্তাড়িতোঽপি ভগবান্ ধনুর্জ্যাং তস্য নাদিনীং
চিচ্ছেদ সায়কেনাশু গরুড়ঃ পন্নগীং যথা ॥ ১৩
নিধায় শীঘ্রং কোদণ্ডং শিঞ্জিনীং স্বর্ণভূষিতম্।
রুক্মী তু দশভির্বাণৈঃ সঞ্জঘান হরিং রণে ॥ ১৪
হরিরেকেন বাণেন শিঞ্জিনীসহিতং ধনুঃ।
চিচ্ছেদ রুক্মিণঃ সদ্যো জ্ঞানেনেবাগুণাময়ম্ ॥ ১৫
ছিন্নধন্বাথ বৈদর্ভো মহাশক্তিং স্ফুরৎপ্রভাম্।
প্রাহরদ্ধরয়ে শক্তিং বিজ্ঞানায় যথা মুনিঃ ॥ ১৬
কৃষ্ণোঽমোঘেন বাণেন মধ্যতস্তাং দ্বিধাকরোৎ
দ্বিধাভূতা মহাশক্তী রুক্মিসূতং জঘান হ ॥১৭
রুক্মী পুনঃ শতৈর্বাণৈঃ সন্তাড্য যুধে হরিম্।
তত্তাড় গদয়া তাং বৈ গদাধারী গদাগ্রজঃ ॥১৮
কৌমোদকী সদা গুর্ব্বী পতন্তী বেগধারিণী।
তদ্রথং চূর্ণয়ামাস সাশ্বং শৈলং যথা পবিঃ ॥ ১৯
প্রাহরদ্ধরয়ে সোঽপি গদাং স্বাং ভীষ্মকাত্মজঃ।
চক্রেণ চূর্ণয়ামাস ভগবানপি তাং পুনঃ ॥ ২০
পরিঘং বঙ্গজং নীত্বা রুক্মী রুক্মাঙ্গদো বলী।
জঘান শ্রীহরিং স্কন্ধে জগর্জ্জ ঘনবন্মৃধে ॥ ২১
সন্তাড়িতোঽপি ভগবান্ মালাহত ইব দ্বিপঃ।
তেনৈব পরিঘেণাপি তং জঘান রণাঙ্গনে ॥ ২২
পরিঘাভিহতো রুক্মী কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ।
ভর্ৎসয়ন্ মাধবং হ্যাজৌ জগ্রাহ খড়্গচর্ম্মণী ॥ ২৩
তৎ খড়্গং চর্ম্মণা ছিত্বা স্বখড়্গং প্রাহরদ্ধরিঃ।
খড়্গাগ্রেণ শিরস্ত্রাণং কঞ্চুকং চিচ্ছিদে মহৎ ॥ ২

আগমন করিল এবং মুহুর্ম্মুহু ধনুকে টঙ্কার করিয়া বলিল—যদি জীবনে আশা থাকে, তবে আমার ভগিনীকে সত্বর ত্যাগ কর; অন্যথা বলরামসহ এখনি তোমাকে যমপুরে প্রেরণ করিব। ১—১০। হে গোপাল! তুমি যযাতি শাপে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া উচ্ছিষ্ট-ভোজী হইয়াছ; জরাসন্ধ ভয়ে ভীত ও যবনের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়াছ। রুক্মী এইরূপ কহিয়া তূণীর হইতে বাণ বাহির করিল এবং ধনুকে যোজনা করিয়া কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করত হরির হৃদয়ে নিক্ষেপ করিল। ভগবান্ অত্যন্ত তাড়িত হইয়াও গরুড় যেমন সর্পকে ছেদন করে, তদ্রূপ রুক্মীর সেই শব্দায়মান ধনুর্গুণ সত্বর শর-দ্বারা ছেদন করিলেন; রুক্মী সত্বর ধনুকে স্বর্ণ-ভূষিত গুণ আরোপিত করিয়া রণক্ষেত্রে হরিকে দশবাণে বিদ্ধ করিল; জ্ঞান যেমন সর্ব্বতো-ভাবে গুণরূপ রোগ নাশ করে, হরিও তদ্রূপ একটীমাত্র শরে তাহার সগুণ ধনু তৎক্ষণাৎ ছেদন করিলেন। ধনু ছিন্ন হইলে বিদর্ভাধিপ-তনয় রুক্মী মুনি যেমন জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য আত্মাকে আহত করেন, তদ্রূপ স্ফুরিত-প্রভা মহাশক্তি কৃষ্ণ হৃদয়ে প্রহার করিল। অমোঘবাণে রুক্মীর সেই শক্তি মধ্যভাগে কাটিয়া দিলেন। সেই মহাশক্তি দ্বিখণ্ডিত হইয়া রুক্মীর সারথিকে বিনষ্ট করিল। রুক্মী পুনর্ব্বার শতবাণে যুদ্ধে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিল। গদাগ্রজ কৃষ্ণ গদা গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা তাহার উপর আঘাত করিলেন; বেগ-শালিনী কৌমুদকী গুর্ব্বী গদার পতনবেগে বজ্রপাতে যেমন পর্ব্বত চূর্ণ হয়, তদ্রূপ অশ্ব সহ তাহার রথ চূর্ণ হইল। ভীষ্মকতনয় হরিকে স্বীয় গদা দ্বারা প্রহার করিল, ভগবান্ হরিও চক্র দ্বারা তাহা পুনরায় চূর্ণ করিলেন। ১১—২০। সুবর্ণাঙ্গদভূষিত বলবান্ রুক্মী বঙ্গদেশজ পরিঘ গ্রহণ করিয়া সমরে মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে হরির স্কন্ধে প্রহার করিল, ভগবান্ কৃষ্ণ মালাহত মাতঙ্গের ন্যায় পরিঘাঘাতে ব্যথিত হইলেন না, পরন্তু সেই পরিঘ দ্বারাই রণাঙ্গনে রুক্মীকে তাড়না করি-লেন। পরিঘাহত রুক্মী কিঞ্চিৎ ব্যাকুলমনা হইয়া রণক্ষেত্রে হরিকে তিরস্কার করিতে করিতে অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিল। হরি চর্ম্মের সহিত তদীয় অসি ছেদন করিয়া স্বীয় অসি দ্বারা

হস্তত্রাণেঽপি যুগপদেতে ছিন্নীকৃতে মৃধে।
খড়্গমুষ্টিকরং দৃষ্ট্বা রুক্মিণং সমুপস্থিতম্ ॥ ২৫
গৃহীত্বা ভুজদণ্ডাভ্যাং পাতয়িত্বা মহীতলে।
তস্যোপরি হরিঃ স্থিত্বা যথা সিংহো মৃগোপরি।
শিতধারং নন্দকাখ্যং খড়্গং জগ্রাহ রোষতঃ ॥২৬
দৃষ্ট্বা ভ্রাতৃবধোদ্যুক্তং রুক্মিণী ভয়বিহ্বলা।
পতিত্বা পাদয়োর্ভর্তুরুবাচ করুণং সতী ॥ ২৭

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
যোগেশ্বরাচিন্ত্য জগৎপতে ত্বম্।
হন্তুং ন যোগ্যঃ করুণাসমুদ্র
মদ্ভ্রাতরং শালভুজং মহাভুজ ॥ ২৮

শ্রীনারদ উবাচ।

পরিত্রাসৈর্বিলপতীং দুঃখশুষ্যন্মুখীং প্রিয়াম্।
রুদ্ধকণ্ঠীং সতীং বীক্ষ্য ন্যবর্ত্তত হরিঃ স্বয়ম্ ॥২৯
বদ্ধা তং কটিবন্ধেন খড়্গেন শিতধারিণা।
বপনং শ্মশ্রুকেশানাং চকারার্দ্ধং মুখে হরিঃ ॥৩০

অক্ষৌহিণীদ্বয়ং জিত্বা রামঃ প্রাপ্তঃ সসৈনিকঃ।
বদ্ধং বিরূপিণং দীনং রুক্মিণং তু দদর্শ হ ॥৩১
বিমুচ্য বদ্ধং সদয়ঃ প্রাহ নির্ভৎর্সয়ন্ হরিম্।
অসাধ্বিদং ত্বয়া কৃষ্ণ কৃতং লোকজুগুপ্সিতম্ ॥
হাস্যং বৈ শালি ভদ্রাণাং নহি চৈতাদৃশং ভবেৎ
যস্যাঃ সহোদরে মুখ্যে বিরূপে চ ত্বয়া কৃতে ॥৩৩
কিং বদিষ্যতি সাপি ত্বাং ভ্রাতুর্বৈরূপ্যচিন্তয়া।
মা শোকং কুরু কল্যাণি স্বস্থা ভব শুচিস্মিতে ॥
আর্য্যপুত্র মহাবুদ্ধে মা শোকং কুরু দুর্ম্মনাঃ।
সর্ব্বং কালকৃতং মন্যে প্রিয়মপ্রিয়মেব বা ॥ ৩৫
বায়োর্ঘনাবলিরিব বশে যস্যাখিলং জগৎ।
তং কালমীশ্বরং বিদ্ধি বিষ্ণুং কলয়তাং প্রভুম্ ॥
অহং মমেতি ভাবোঽয়ং জগতো বন্ধকারণম্।
তাভ্যাং বিরহিতো ভাবো মোক্ষ এব ন সংশয়ঃ

তাহাকে প্রহার করিলেন, সেই খড়্গাঘাতে তাহার মহাশিরস্ত্রাণ, হস্তত্রাণ ও বর্ম্ম ছিন্ন হইল। যুদ্ধে যুগপৎ হস্তত্রাণাদি ছিন্ন হইলে রুক্মী মুষ্টি দ্বারা অস্ত্র খড়্গ গ্রহণ করিয়া সমাগত হইল. তদ্দর্শনে কৃষ্ণ তাহাকে বাহুদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া ভূতলে পাতিত করত সিংহ যেমন মৃগের উপর পতিত হয় তদ্রূপ তাহার উপর অবস্থিত হইলেন এবং রোষবশে নন্দক নামক শাণিত অসি গ্রহণ করিলেন। সতী রুক্মিণী কৃষ্ণকে ভ্রাতৃবধে উদ্যত দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইলেন এবং পতির পাদপদ্মে পতিত হইয়া করুণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন। রুক্মিণী কহিলেন,—হে অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস জগৎপতে! আপনি যোগেশ্বরেরও অচিন্ত্য; হে করুণাসাগর! হে মহাভুজ! আমার শালোন্নত মহাভুজ ভ্রাতা আপনার বধযোগ্য নহে। ২১—২৮। নারদ বলিলেন,—অতিত্রাস বশতঃ বিলাপকারিণী দুঃখে শুষ্কমুখী সতী প্রিয়াকে রুদ্ধকণ্ঠী দেখিয়া স্বয়ং হরি নিবৃত্ত হইলেন এবং কটিবন্ধন বস্ত্র দ্বারা তাহাকে বন্ধন করিয়া শাণিত অসিদ্বারা মস্তকের কেশ ও মুখের শ্মশ্রুর অর্দ্ধভাগ মুণ্ডিত করিয়া দিলেন। এদিকে বলরাম রুক্মীর দুই অক্ষৌহিণী সেনা জয় করিয়া সৈন্যসহ কৃষ্ণ সমীপে মিলিত হইলেন। তিনি বদ্ধ বিরূপ দীন রুক্মীকে অবলোকন করিয়া সদয় হইলেন। এবং তাহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে করিতে বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! তোমার কৃত এই অসাধু ব্যবহার লোকনিন্দিত; ভদ্রলোকের এতাদৃশ হাস্যকর ব্যবহার করা উচিত নহে? যাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে তুমি বিরূপ করিয়াছ, ভ্রাতার বৈরূপ্য চিন্তা করিয়া সেই রুক্মিণী তোমাকে কি বলিবেন? রুক্মিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে কল্যাণি! শোক করিও না; হে শুচিস্মিতে! স্থির হও। কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—হে আর্য্যপুত্র! হে মহাপ্রাজ্ঞ! শোক করিও না, দুর্ম্মনা হইও না; প্রিয় ও অপ্রিয় সকলই কালকৃত বলিয়া মনে করিবে। পবনবলে চালিত মেঘাবলীর ন্যায় সমগ্র জগৎ যাঁহার বশে অবস্থিত, সেই কালেরও কাল প্রভু বিষ্ণুকে ঈশ্বর বলিয়া বিদিত হও। অহঙ্কার ও মমতা, জগতের বন্ধনের কারণ; এই উভয় বিরহিত ভাবই

সুখদুঃখপ্রদো নাস্তঃ পুরুষস্যাত্মবিভ্রমঃ।
মিত্রোদাসীনরিপবঃ সংসারতমসা কৃতাঃ॥ ৩৮
এবং রামেণ দেবেন বোধিতো ভীষ্মকাত্মজঃ।
বৈমনস্যং পরিত্যজ্য রুক্মিণী চ যযৌ মুদম্॥ ৩৯
রুক্মী তু তাভ্যামুৎসৃষ্টো বিতথাত্মমনোরথঃ।
স্মরন্ বিরূপকরণং তপসে স মনোহদধাৎ॥ ৪০
বারিতো মন্ত্রিমুখ্যৈশ্চ কুণ্ডিনং ন গতঃ পুনঃ।
চক্রে ভোজকটং নাম নিবাসায় পুরং পরম্॥৪১
রুক্মিণ্যা সহ গোবিন্দঃ স রামো যদুভির্বৃতঃ।
দ্বারকাং প্রযযৌ রাজন্নাদয়ন্ জয়দুন্দুভীন্॥ ৪২
জাতে মহোৎসবে পুর্য্যাং রুক্মিণীং রুচিরাননাম্
উপযেমে বিধানেন মার্গশীর্ষে হরিঃ স্বয়ম্॥ ৪৩

হরের্বিবাহে সতি রুক্মিণীপতেঃ
শ্রীরুক্মিণীভূষিতরুক্মমন্দিরা।
পুরন্দরস্যাপি যথামরাবতী
দ্বারাবতী পুণ্যবতী তথা বভৌ॥ ৪৪

মোক্ষ, সংশয় নাই। কাল ভিন্ন সুখ বা দুঃখদাতা অন্য কেহ নাই, কিন্তু এ বিষয়ে পুরুষের আত্মভ্রম হইয়া থাকে; মিত্র, উদাসীন ও শত্রু ভাব, সংসারের তমোগুণের কার্য্য। ২৯—৩৮। ভীষ্মকতনয় রুক্মী ও রুক্মিণী বলদেব কর্ত্তৃক এইরূপ প্রবোধিত হইয়া মনের দৈন্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আনন্দিত হইলেন। রুক্মী কৃষ্ণ বলরাম কর্ত্তৃক মুক্ত হইল, কিন্তু মনোরথ অপূর্ণ থাকায় বিশেষতঃ স্বীয় বিরূপকরণ স্মরণ করিয়া তপস্যার্থ মনোরথ করিল; মুখ্যমন্ত্রিগণ নিষেধ করিলেও রুক্মী পুনরায় কুণ্ডিননগরে গমন করিল না; নিজের আবাসের জন্য ভোজকট নামক উত্তম পুর নির্ম্মাণ করিল। হে রাজন্! এদিকে যাদবগণ পরিবৃত কৃষ্ণ ও বলরাম দুন্দুভিধ্বনি সহকারে রুক্মিণীর সহিত দ্বারকায় আগমন করিলেন। দ্বারকাপুরে মহা উৎসব হইল, তখন অগ্রহায়ণ মাস, স্বয়ং হরি যথাবিধানে সুন্দরবদনা রুক্মিণীকে বিবাহ করিলেন। রুক্মিণীপতি হরির বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে রুক্মিণী শোভিতা সেই স্বর্ণমন্দিরময়ী পুণ্যবতী দ্বারকা

বৈদর্ভীবিবাহস্য কথাং বিচিত্রাং
শৃণোতি যঃ শ্রাবয়তে চ ভক্ত্যা।
ইহৈব ভক্তো বিভবেন যুক্তঃ
স এব মুক্তিং প্রতিযাতি মুক্তঃ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীদ্বারকাখণ্ডে নারদবহুলাশ্বসংবাদে শ্রীরুক্মিণীবিবাহো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ॥ ৭॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

অষ্টাসাং কৃষ্ণপত্নীনাং মঙ্গলং শৃণু মৈথিল।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যমায়ুর্বর্দ্ধনমুত্তমম্॥ ২
সত্রাজিতায় সূর্য্যেণ দত্তঃ সাক্ষাৎ স্যমন্তকঃ।
উগ্রসেনায় স মণিঃ শ্রীকৃষ্ণেনাভিযাচিতঃ॥ ৩
সত্রাজিতস্তং ন দদৌ দ্রব্যলোভেন মৈথিল।
দিনে দিনে স্বর্ণভারানষ্টৌ যঃ সৃজতি স্বতঃ॥ ৪
অথ প্রসেনস্তদ্ভ্রাতা মণিং কণ্ঠে নিধায় সঃ।

পুরন্দরের অমরাবতীর ন্যায় বিরাজিত হইল। যে মানব ভীষ্মকদুহিতার এই বিচিত্র বিবাহকথা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে বা অপরকে শ্রবণ করায়, সেই ভক্ত ইহকালে বিভবযুক্ত ও দেহাবসানে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ৩৯—৪৫।

দ্বারকাখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭

অষ্টম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে মৈথিল! শ্রীকৃষ্ণের অষ্টান্য পত্নীগণের মঙ্গল বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, উহা সর্ব্বপাপহর পুণ্য ও উত্তম আয়ুর্বর্দ্ধন। স্বয়ং সূর্য্য সত্রাজিতকে স্যমন্তক মণি প্রদান করেন, কৃষ্ণ উগ্রসেনের জন্য সেই স্যমন্তক মণি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঐ মণি প্রতিদিন স্বতই অষ্টভার স্বর্ণ প্রসব করিত; হে মৈথিল! ধনাসক্ত সত্রাজিত কৃষ্ণকে তাহা দিল না।

সৈন্ধবং হয়মারুহ্য মৃগয়াং ব্যচরদ্বনে ॥ ৫
সিংহেন মারিতঃ সোঽপি সিংহো জাম্ববতা হতঃ
গৃহীত্বা তং মণিং সদ্যো জাম্ববান্ স্বগুহাং গতঃ
কৃষ্ণেন নিহতো ভ্রাতা মণিগ্রীবো বনং গতঃ।
নায়াতঃ স্বসভামধ্যে ইতি সত্রাজিতোঽব্রবীৎ ॥
ভগবান্ দুর্যশোলিপ্তো নাগরৈস্ত বনং গতঃ।
প্রসেনমশ্বং সিংহং চ হতং প্রেক্ষ্য মহামতে ॥ ৮
ঋক্ষরাজবিলং গত্বা মণিং কর্তুং স্বয়ং হরিঃ।
যুদ্ধং কৃত্বাষ্টবিংশাহমজয়দৃক্ষনায়কম্ ॥ ৯
তেন দত্তা জাম্ববতী হরয়ে কন্যকা শুভা।
মণিনা সহ রাজেন্দ্র দ্বারকামাযযৌ হরিঃ ॥ ১০
সত্রাজিতায় প্রদদৌ মণিং নির্লাঞ্ছনঃ প্রভুঃ।
ব্রীড়িতোঽবাঙ্মুখো ভীতো রাজন্ সত্রাজিতো মণিম্ ॥ ১১
গৃহীত্বাপি পুনস্তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণায় মহাত্মনে।
সত্যভামাং সুতাং প্রাদাচ্ছান্ত্যর্থং মৈথিলেশ্বর ॥

পাণ্ডবানাং সহায়ার্থমিন্দ্রপ্রস্থং গতো হরিঃ।
তত্র বৈ বার্ষিকান্মাসান্ন্যবাৎসীদ্বন্ধুবৎসলঃ ॥ ১৩
একদা রথমারুহ্য হরির্গাণ্ডীবিনা সহ।
সুনীরে যমুনাতীরে মৃগয়ার্থী বিনির্যযৌ ॥ ১৪
তপশ্চরন্তী কালিন্দী শ্রীকৃষ্ণং বরমিচ্ছতী।
দর্শিতা পাণ্ডবেনাপি তাং গৃহীত্বা জগাম হ ॥ ১৫
দ্বারকামেত্য কালিন্দীং সূর্য্যকন্যাং মনোহরাম্।
উপযেমে বিধানেন বিতন্বন্মঙ্গলং পরম্ ॥ ১৬
আবন্ত্যরাজতনুজাং মিত্রবিন্দাং মনোহরাম্।
স্বয়ম্বরে তাং জহার ভগবান্ রুক্মিণীং যথা ॥ ১৭
নগ্নজিৎকন্যকাং সত্যাং দমিত্বা সপ্ত গোবৃষান্
পশ্যতাং সর্ব্বলোকানামুপযেমে হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৮
কৈকেয়রাজতনুজাং ভদ্রাং তু ভগবান্ হরিঃ।
কালিন্দীমিব তাং শশ্বদুপয়েমে বিধানতঃ ॥ ১৯
বৃহৎসেনসুতাং রাজন্ লক্ষ্মণাং লক্ষণৈর্যুতাম্।
ছিত্বা মৎস্যমরীন্ জিত্বা জগ্রাহ ভগবান্ হরিঃ ॥

অনন্তর একদা সত্রাজিতের সহোদর প্রসেন ঐ মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া সিন্ধুঘোটকারোহণে মৃগয়ার্থ অরণ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে সে সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হয়। জাম্ববান্ তৎক্ষণাৎ ঐ সিংহকে বিনাশ করিয়া মণিগ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় গুহা মধ্যে প্রবেশ করে। সত্রাজিত সভামধ্যে বলিল,—আমার ভ্রাতা কণ্ঠে মণি ধারণ করিয়া বনে গিয়াছিল, আর ফিরিল না; কৃষ্ণ তাহাকে নিহত করিয়াছে। হে মহামতে! ভগবান্ দুর্যশোদ্বারা লিপ্ত হইলেন এবং নাগরিকগণের সহিত বনে গিয়া দেখিলেন,—প্রসেন অশ্ব ও সিংহ নিহত হইয়া পড়িয়া আছে। তিনি মণি আহরণ জন্য ঋক্ষরাজ জাম্ববানের গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া অষ্টাবিংশতি দিবস তাহার সহিত যুদ্ধ করত তাহাকে পরাজিত করিলেন। জাম্ববান্ মণিসহ মনোজ্ঞা স্বীয় কন্যা জাম্ববতীকে হরির করে অর্পণ করিল; হে রাজেন্দ্র! প্রভু হরি দ্বারকায় আসিয়া সত্রাজিতকে মণি প্রদানপূর্ব্বক নিষ্কলঙ্ক হইলেন। সত্রাজিত ভীত, লজ্জিত ও অধোমুখ হইল; হে রাজন্! সত্রাজিত মণি গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু শান্তির নিমিত্ত স্বীয় সুতা সত্যভামাকে মহাত্মা কৃষ্ণের করে অর্পণ করিল। ১—১১। হে মৈথিলেন্দ্র! একদা পাণ্ডবগণের সাহায্যার্থ কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হন এবং বন্ধুবাৎসল্যবশতঃ চারিমাস তথায় বাস করেন। তিনি এক সময় গাণ্ডীবধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুনের সহিত রথারোহণে সুজলা যমুনাতীরে মৃগয়ার্থ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তৎকালে কালিন্দী শ্রীকৃষ্ণকে পতি পাইবার জন্য তপস্যা করেন; অর্জ্জুন কৃষ্ণকে তাহা প্রদর্শন করিলে তিনি কালিন্দীকে লইয়া দ্বারকায় গমন করত যথাবিধানে সেই সূর্য্যকন্যা মনোহরা কালিন্দীর পাণিগ্রহণ করেন। এ বিবাহেও বহু মঙ্গলানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আবন্ত্য-নৃপতনয়া মনোহরা মিত্রবৃন্দাকেও ভগবান্ কৃষ্ণ রুক্মিণীর মত স্বয়ম্বরে আহরণ করেন। নগ্নজিৎকন্যকা সত্যাকেও তিনি সর্ব্বলোক সমক্ষে সপ্ত গোবৃষকে দমিত করিয়া বিবাহ করেন। ভগবান্ হরি কৈকেয় রাজাত্মজা ভদ্রাকে কালিন্দীর ন্যায় যথাবিধানে বিবাহ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! ভগবান্ কৃষ্ণ বৃহৎসেনসুতা লক্ষণান্বিতা

তথা ষোড়শসাহস্রং শতং চ নৃপকন্যকাঃ।
ভৌমং হত্বা তন্নিরোধাদাহৃতাশ্চারুদর্শনাঃ॥ ২১
তাসাং মুহূর্ত্তএকস্মিন্নানাগারেষু যোষিতাম্।
সবিধং জগৃহে পাণীন্নানারূপঃ স্বমায়য়া॥ ২২
একৈকশস্তাঃ কৃষ্ণস্য পুত্রান্ দশ দশাবলাঃ।
অজীজনন্নবমান্ পিতুঃ সর্ব্বাত্মসম্পদা॥ ২৩
রুক্মিণ্যাং ভীষ্মকন্যায়াং প্রদ্যুম্নঃ প্রথমোঽভবৎ।
কামদেবাবতারোঽয়ং পিতৃবৎ সর্ব্বলক্ষণঃ॥ ২৪
শম্বরো নির্দ্দয়স্তোকং হত্বাব্ধৌ তং সমাক্ষিপৎ।
মৎস্যোদরে গতঃ সোঽপি ন মমার হরেঃ সুতঃ
মৎস্যোদরান্নির্গতোঽসৌ ভার্য্যয়া পরিপালিতঃ।
শ্রুত্বা শত্রুকৃতাং বার্ত্তাং স কার্ষ্ণী রূঢ়যৌবনঃ॥
হত্বা স্বং শম্বরং শত্রুং ভার্য্যয়া বরয়া যুতঃ।
দ্বারকামাযযৌ রাজংশ্চিত্রং কর্ম্ম চ তস্য তৎ॥২

স রুক্মিণো দুহিতরং হৃত্বা ভোজকটাৎ পুরাৎ।
স্বয়ম্বরস্থলাদ্রাজন্ পযেমে মহারথঃ॥ ২৮
তস্মাৎ সুতোঽনিরুদ্ধোঽভূন্নাগাযুতবলান্বিতঃ।
সুরজ্যেষ্ঠাবতারোঽয়ং শারদেন্দীবরপ্রভঃ॥ ২৯
চতুর্ব্যূহাবতারস্য পরিপূর্ণতমস্য হি।
এবং বিচিত্রং চরিতং বিবাহানাং সুমঙ্গলম্॥৩০
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যমায়ুর্ব্বর্দ্ধনমুত্তমম্।
ময়া তে কথিতং রাজন্ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি

ইতি শ্রীগর্গসংহিতায়াং শ্রীদ্বারকাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে সর্ব্বমহিষ্যুদ্বাহো
নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

বহুলাশ্ব উবাচ।

ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতা ধন্যা বৈ দ্বারকা পুরী।
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো যত্র বাসকৃৎ॥ ১
শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্গসম্ভূতা পুরী দ্বারাবতী শ্রুতা।

লক্ষ্মণাকেও শত্রু জয় ও মৎস্যবেধপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। ভূমিনন্দন নরক ষোড়শ সহস্র এক-শত মনোজ্ঞ-দর্শনা নৃপকন্যা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, নরককে নিহত করিয়া কৃষ্ণ সেই সকল কন্যা আনয়ন করেন। ভগবান্ কৃষ্ণ নিজ মায়ায় বহু হইয়া একই মুহূর্ত্তে নানাগারে রক্ষিত সেই সকল নারীগণের পৃথক্ পৃথক্ পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২—২২। ঐ সকল কৃষ্ণ-স্ত্রীর এক এক জন দশটী করিয়া পুত্র প্রসব করেন, সেই সকল তনয় সর্ব্বতোভাবে পিতা কৃষ্ণের সদৃশ হইয়াছিল। ভীষ্মক-দুহিতা রুক্মিণীর প্রথম পুত্র প্রদ্যুম্ন, তিনি কামদেবাবতার ও কৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বলক্ষণান্বিত। নির্দ্দয় সম্বর দৈত্য বালক প্রদ্যুম্নকে প্রহার করিয়া সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করে, কিন্তু কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন তাহাতে মরিলেন না, তিনি মৎস্যের উদরগত হইয়া জীবিত রহিলেন। প্রদ্যুম্ন মৎস্যোদর হইতে নির্গত হইয়া ভার্য্যা রতি কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন এবং যৌবনাবস্থায় সম্বরকৃত এই বার্ত্তা বিদিত হইয়া শত্রু সম্বরকে নিহত করত সভার্য্যা পত্নীর সহিত দ্বারকায় আগমন করেন। হে রাজন্!

প্রদ্যুম্নের এই কার্য্য বড়ই আশ্চর্য্যযুক্ত! হে রাজন্! মহারথ প্রদ্যুম্ন ভোজকটপুরের স্বয়ম্বর সভা হইতে মাতুল রুক্মীর কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করেন। প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ; অনিরুদ্ধ অযুত হস্তীর তুল্যবল, ব্রহ্মার অবতার ও শরৎকালীন কমলের তুল্যকান্তি। চতুর্ব্যূহাবতার পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের বিবাহসমূহের সুমঙ্গল চরিত্র এই প্রকার বিচিত্র; এই সর্ব্বপাপহর পুণ্য ও উত্তম আয়ুর্ব্বর্দ্ধন বৃত্তান্ত আমি তোমাকে কহিলাম, হে রাজন্! আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ২২—৩১।

দ্বারকাখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮

নবম অধ্যায়।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—ত্রিলোক-বিখ্যাত দ্বারকাপুরী ধন্যা; কেননা, পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ তথায় বাস করিয়াছেন। শুনিয়াছি—

কস্মাদিহাগতা ব্রহ্মন্ কস্মিন্ কালে বদ প্রভো ॥২
শ্রীনারদ উবাচ।
সাধু সাধু ত্বয়া পৃষ্টং দ্বারকাগমকারণম্।
যচ্ছ্রুত্বা শুদ্ধতাং যাতি লোকঘাত্যপি পাতকী ॥৩
শর্যাতির্নাম রাজাভূচ্চক্রবর্ত্তী মনোঃ সুতঃ।
চকার রাজ্যং ধর্ম্মেণ বর্ষাণাময়ুতং ভুবি ॥ ৪
উত্তানবর্হিরানর্ত্তো ভূরিষেণ ইতি ত্রয়ঃ।
শর্যাতেরভবন্ পুত্রাঃ সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং বরাঃ ॥ ৫
উত্তানবর্হিষে পূর্ব্বাং ভূরিষেণায় দক্ষিণাম্।
পশ্চিমাং চ দিশং সর্ব্বামানর্ত্তায় দদৌ নৃপঃ ॥ ৬
মমেয়ং হি মহী কৃৎস্না ময়া ধর্ম্মেণ পালিতা।
বলার্জ্জিতা বলিষ্ঠেন যূয়ং তাং পালয়িষ্যথ ॥ ৭
পিতুর্বচঃ সমাকর্ণ্য চানর্ত্তো মধ্যমঃ সুতঃ।
জ্ঞানী জ্ঞানময়ং বাক্যমুবাচ প্রহসন্নিব ॥ ৮
আনর্ত্ত উবাচ।
তবেয়ং ন মহী কৃৎস্না ন ত্বয়া পালিতা ক্বচিৎ।
ন ত্বদ্বলার্জ্জিতা রাজন্ বলিষ্ঠো ভগবান্ বিভুঃ ॥
মহী শ্রীকৃষ্ণদেবস্য তেনৈব পরিপালিতা।
তত্তেজসা জিতা কৃৎস্না বলিষ্ঠো ন হরেঃ সমঃ ॥
স এব বিশ্বং স্বকৃতং সৃজত্যত্তি চ পাতি চ।
স এব ব্রহ্ম পরমং কালঃ কলয়তাং প্রভুঃ ॥ ১১
যোহন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরপ্যখিলাশ্রয়ঃ।
স বিশ্বাখ্যাধিযজ্ঞোহসৌ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥ ১২
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোহয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
যদ্ভয়াদ্বর্ষতে দেবো মৃত্যুশ্চরতি যদ্ভয়াৎ ॥ ১৩
পরিপূর্ণতমং সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণং পরমেশ্বরম্।
ভজ সর্ব্বাত্মনা রাজন্নহঙ্কারবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৪
নারদ উবাচ।
জ্ঞানং প্রাপ্তোহপি শর্যাতিরাক্ষিপ্তঃ পুত্র-
বাক্শরৈঃ।
আনর্ত্তং স্বসুতং প্রাহ রুষা প্রস্ফুরিতাধরঃ ॥ ১৫
শর্য্যাতিরুবাচ।
দূরং গচ্ছ অসদ্বুদ্ধে গুরুবদ্ভাষসে কথম্।

দ্বারাবতী-পুরী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূতা, হে ব্রহ্মন্! তিনি কোন্ কালে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিলেন, হে প্রভো! তাহা বলুন। নারদ বলিলেন,—সাধু সাধু, তুমি দ্বারকা আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ; নরঘাতী পাতকীও ইহা শুনিলে শুদ্ধিলাভ করে। বৈবস্বত মনুর পুত্রের নাম শর্যাতি, তিনি চক্রবর্ত্তী নরপতি হইয়া ভূতলে ধর্ম্মানুসারে অযুত বৎসর রাজ্য পালন করেন! শর্যাতির তিন পুত্র —উত্তানবর্হি, আনর্ত্ত ও ভূরিষেণ; তাঁহারা সকলেই সর্ব্বধর্ম্মবিৎপ্রবর! নৃপতি শর্যাতি উত্তানবর্হিকে পূর্ব্বদিক্, ভূরিষেণকে দক্ষিণদিক্, আর সমস্ত পশ্চিমদিক্ আনর্ত্তকে প্রদান করেন এবং পুত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—আমার এই সমস্ত রাজ্য বলবান্ আমি বলপূর্ব্বক অর্জ্জন ও ধর্ম্মানুসারে শাসন করিয়াছি, তোমরা ইহা পালন কর। পিতার বাক্য শুনিয়া মধ্যম তনয় জ্ঞানী আনর্ত্ত হাসিতে হাসিতে জ্ঞানময় বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। আনর্ত্ত বলিলেন,—এই সমস্ত পৃথিবী আপনার নহে, আপনি কখনও ইহা পালনও করেন নাই; হে রাজন্! ইহা আপনার বলার্জ্জিতও নহে, একমাত্র বিভু ভগবানই বলিষ্ঠ। পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণদেবের, তিনিই পরিপালন করেন, তাঁহারই তেজে সমস্ত পৃথিবী জিত হইয়াছে, হরির তুল্য বলিষ্ঠ নাই। ১—১০। তিনিই তাঁহার স্বকৃত বিশ্ব সৃজন, পালন ও বিনাশ করেন, তিনিই পরব্রহ্ম, কাল এবং কালেরও নিয়ন্তা। যিনি অখিলাশ্রয় ও পঞ্চভূতাত্মক হইয়া সমস্ত প্রাণীর মধ্যে প্রবেশ করেন, সেই বিশ্বাখ্য পরিপূর্ণতম অধিযজ্ঞ পুরুষ স্বয়ং কৃষ্ণ। যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হন ও সূর্য্য তাপদান করেন, যাঁহার ভয়ে ইন্দ্র বর্ষণ করেন এবং যাঁহার ভয়ে যম বিচরণ করেন—তিনিই সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। হে রাজন্! অহঙ্কার পরিহার করিয়া সর্ব্বভাবে তাঁহার ভজনা করুন। নারদ বলিলেন,—জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াও রাজা শর্যাতি পুত্রের বাক্যবাণে বিদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে অধর কম্পিত করিয়া স্বীয় তনয় আনর্ত্তকে বলিতে লাগিলেন। শর্যাতি বলিলেন,—

যাবদ্ভূতং তু মে রাজ্যং তাবত্ত্বং মা মহীং বস ॥১৬
যত্ত্বয়ারাধিতঃ কৃষ্ণঃ সোঽপি সর্ব্বসহায়কৃৎ।
নবীনাং কিং মহীং তে বৈ ভগবানেব দাস্যতি

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্তস্তু তদানর্ত্তো রাজানং প্রাহ মানদঃ।
যত্র তে চ মহীরাজ্যং তত্র বাসো ন মে ভবেৎ ॥
পিত্রা নিঃসারিতো রাজ্যাপ্যানর্ত্তোঽব্ধিতটং গতঃ
বেলামেত্য তপস্তেপে বর্ষাণামযুতং জলে ॥ ১৯
প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা সন্তুষ্টো ভগবান্ হরিঃ।
তস্মৈ স্বং দর্শনং দত্ত্বা বরং ব্রূহীত্যুবাচ হ ॥ ২০
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বাঽনর্ত্ত উত্থায় শীঘ্রতঃ।
ননাম কৃষ্ণপাদাব্জং রোমাঞ্চী প্রেমবিহ্বলঃ ॥২১

আনর্ত্ত উবাচ।

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ ২২
পিত্রা নিষ্কাসিতো দেব ত্বামহং শরণাগতঃ।
দেহি মহ্যং ভূমিমন্যাং যত্র বাসো হি মে ভবেৎ
ধ্রুবোঽপি যৎপ্রসাদেন যযৌ সর্ব্বোত্তমং পদম্।
তস্মৈ নমো ভগবতে প্রণতক্লেশহারিণে ॥ ২৪

শ্রীনারদ উবাচ।

আনর্ত্তমানতং দীনং ভগবান্ দীনবৎসলঃ।
প্রসন্নঃ শ্রীমুখেনাহ মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ২৫

শ্রীভগবানুবাচ।

অন্যা ন মেদিনী লোকে কিং কর্ত্তব্যং ময়া নৃপ।
স্ববচস্তদৃতং কর্ত্তুং ত্বদ্ভক্ত্যা পরিতোষিতঃ ॥ ২৬
তস্মাদ্দেবস্য লোকস্য বৈকুণ্ঠস্য পরন্তপ।
ভূখণ্ডং যোজনশতং দদামি বিমলং শুভম্ ॥ ২৭

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বানর্ত্তনৃপতিং ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
বৈকুণ্ঠাচ্চ সমুৎপাট্য ভূখণ্ডং শতযোজনম্ ॥ ২৮
চক্রং সুদর্শনং ধৃত্বা সমুদ্রে ভীমনাদিনি।
দধার ভগবান্ দেবস্তস্তোপরি বিদেহরাট্ ॥ ২৯
আনর্ত্তো লক্ষবর্ষান্তং তত্র রাজ্যং চকার হ।
পুত্রপৌত্রসমাযুক্তো রাজন্ বৈকুণ্ঠসম্পদম্ ॥৩০

হে মন্দবুদ্ধে! দূর হও, গুরুর স্থায় বলিতেছ কেন? যে পর্য্যন্ত আমার রাজ্য বিদ্যমান, তাহার মধ্যে তুমি বাস করিও না; তুমি যে কৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছ, তিনি সকলের সাহায্যকারী; সেই ভগবান্ কি তোমাকে নূতন রাজ্য দান করিবেন? নারদ বলি· লেন,—তখন মানদ আনর্ত্ত এইরূপে কথিত হইয়া পিতা শর্যাতিকে কহিলেন,—পৃথিবীতে যে পর্য্যন্ত আপনার রাজত্ব, তন্মধ্যে আমি বাস করিব না। আনর্ত্ত পিতা শর্যাতি কর্ত্তৃক নিঃসারিত হইয়া সমুদ্র তীরে গমনপূর্ব্বক বেলাভূমিতে উপনীত হইয়া অযুত বৎসর জলমধ্যে তপস্যা করিলেন। ভগবান্ হরি আনর্ত্তের প্রেমলক্ষণা ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দান করত বলিলেন,—বর লও। ১১—২০। আনর্ত্ত সত্বর উত্থিত হইয়া কৃষ্ণ পাদপদ্মে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিলেন। তিনি প্রেমে বিহ্বল হইয়া গেলেন, তাঁহার গাত্রে রোমাঞ্চ হইল। আনর্ত্ত বলিলেন,— হে বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার, সঙ্কর্ষণকে নমস্কার; প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও যদুপতিকে নম- স্কার। হে দেব! পিতা আমাকে নিষ্কাশিত করিয়াছেন, আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে আমার বাসের যোগ্য অন্য রাজ্য প্রদান করুন। যাঁহার অনুগ্রহে ধ্রুব সর্ব্বোত্তম পদ পাইয়াছিলেন, সেই প্রণত- ক্লেশহারী ভগবান্ হরিকে নমস্কার। নারদ বলিলেন,—দীনবৎসল ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া দীন আনত আনর্ত্তকে মেঘগম্ভীর বাক্যে নিজ শ্রীমুখে বলিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—নিজ বাক্য সত্য করিবার জন্য আমি কি করিব। হে নৃপ! মনুষ্যলোকে ত সেরূপ অন্য ভূমি নাই। কিন্তু তোমার ভক্তিতে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব হে পরন্তপ! তোমাকে দেবলোক বৈকুণ্ঠের শতযোজন শুভ বিমল- ভূমি দান করিতেছি। নারদ বলিলেন,— হে বিদেহরাজ! ভক্তবৎসল ভগবান্ আনর্ত্ত নৃপতিকে এইরূপ বলিয়া সুদর্শনচক্র ধারণ করত বৈকুণ্ঠ হইতে শতযোজন ভূখণ্ড উৎ- পাটনপূর্ব্বক ভীমনাদী সমুদ্রের উপর স্থাপন

ইদং শ্রুত্বাথ শর্য্যাতিঃ পিতা বৈ বিস্মিতোঽভবৎ।
আনর্ত্তো নাম দেশোঽভূদানর্ত্তস্য প্রসাদতঃ॥ ৩১
রেবতস্তৎসুতোঽভূৎ শ্রীশৈলস্য গিরেঃ সুতম্।
সমুৎপাট্য স্বহস্তাভ্যামানর্ত্তেষু ন্যপাতয়ৎ॥ ৩২
সোঽভূদ্রেবতনাম্নাপি রৈবতো নাম পর্ব্বতঃ।
কুশস্থলীং বিনির্ম্মায় রাজ্যং কৃত্বাথ রেবতঃ॥ ৩৩
সমাদায় স্বকাং কন্যাং ব্রহ্মলোকং জগাম হ।
বলদেববিবাহেঽপি তৎকথা কথিতা ময়া॥ ৩৪
তস্মাদ্দ্বারাবতীং পুণ্যাং মোক্ষদ্বারং বিদুঃ সুরাঃ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীদ্বারকাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে দ্বারকাগমনকারণং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

করিলেন। হে রাজন্! আনর্ত্ত পুত্র পৌত্র সমন্বিত হইয়া সেই বৈকুণ্ঠ সম্পদ্ ভোগ করত লক্ষবর্ষ তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন! ২১—২৩। পিতা শর্য্যাতি ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, আনর্ত্তের প্রসাদে সেই দেশের নাম হইল আনর্ত্ত। আনর্ত্তের পুত্র রেবত স্বহস্তে শ্রীশৈল পর্ব্বতের পুত্রকে উৎপাটিত করিয়া আনর্ত্তদেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; রেবতের নামে ঐ পর্ব্বত রৈবত নামে বিখ্যাত হয়। অনন্তর রেবত কুশস্থলী দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্য করেন, তিনি স্বীয় কন্যাকে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন, সে কথা আমি বলদেবের বিবাহ প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এজন্য পুণ্যা দ্বারাবতীকে সুরগণ মোক্ষদ্বার বলিয়া বিদিত হন। ৩১—৩৫।

দ্বারকাখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
ইত্থং ময়া তে কথিতং দ্বারকাগমকারণম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১
বহুলাশ্ব উবাচ।
সর্ব্বতীর্থময়ী ভূমির্দ্বারকা নগরী শুভা।
তত্র মুখ্যানি তীর্থানি বদ মাং মুনিসত্তম॥ ২
শ্রীনারদ উবাচ।
আপ্রভাসাত্তীর্থময়ী মর্য্যাদীকৃতযজ্ঞিয়া।
ভূমির্মোক্ষপ্রদা রাজন্ দ্বারকা যোজনৈঃ শতম্॥
দ্বারকাং নগরীং দৃষ্ট্বা নরো নারায়ণো ভবেৎ।
দ্বারকায়াং মৃতঃ কোঽপি গর্দ্দভোঽপি চতুর্ভুজঃ
পশ্যন্ শৃণ্বন্ কথাং তস্যা দ্বারকেতি বদন্ ক্বচিৎ
দৃষ্ট্বা দদ্যাত্তৃণং মৃত্যুং গতো যাতি পরাং গতিম্
একদা রেবতং ভক্তং প্রেমানন্দসমাকুলম্।
প্রেক্ষ্য স্বং দর্শনং দত্বা হরিরশ্রুমুখোঽভবৎ॥ ৬
তন্নেত্রবিন্দুসম্ভূতা গোমতী সা মহানদী।

দশম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বপাপহর পুণ্য দ্বারকাগমন-কারণ কহিলাম, পুনরায় কি শুনিতে অভিলাষ কর। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! শুভা দ্বারকানগরী সর্ব্বতীর্থময়ীভূমি, তত্রত্য মুখ্যতীর্থ সকল আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! প্রভাস হইতে তীর্থময়ী মোক্ষপ্রদা যজ্ঞীয় ভূমি পর্য্যন্ত শত যোজন স্থান দ্বারকা নামে নির্দ্দিষ্ট। ঐ দ্বারকানগরী দর্শনে নর নারায়ণ হন। দ্বারকায় কোন গর্দ্দভ মরিলেও চতুর্ভুজ হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। দ্বারকাদর্শন, দ্বারকা নাম শ্রবণ, দ্বারকা-শব্দোচ্চারণ এমন কি দ্বারকায় তুচ্ছ তৃণ দান করিয়াও মানব দেহাবসানে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। একদা প্রেমানন্দ সমাকুল ভক্ত রেবতকে অবলোকন করিয়া হরি তাহাকে দর্শন দান করেন, তখন হরির মুখ অশ্রু সমাকুল হয়। সেই

যস্যা দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা প্রমুচ্যতে ॥ ৭
গোমতীতীরজং পুণ্যং রজো যো ধারয়েন্নরঃ।
শতজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮
স্নানকালে গোমতীতি বদত্যপি নরঃ ক্বচিৎ।
গোমত্যাং স্নানজং পুণ্যং লভতে বৈ ন সংশয়ঃ
মকরস্থে রবৌ মাঘে প্রয়াগে স্নানমাচরেৎ।
শতাশ্বমেধজং পুণ্যং সম্প্রাপ্নোতি বিদেহরাট্ ॥
তৎসহস্রগুণং পুণ্যং গোমত্যাং মকরে রবৌ।
গোমত্যাশ্চৈব মাহাত্ম্যং বক্তুং নালং চতুর্মুখঃ ॥
গোমত্যাং চক্রতীর্থেষু পাষাণনিচয়াশ্চ যে।
তে সর্ব্বে চক্রতাং যান্তি পূজনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥১২
চক্রচিহ্নে চক্রতীর্থে দ্বাদশ্যাং স্নানমাচরেৎ।
চক্রপাণিপদং যাতি পাপানাং ভাজনোঽপি হি
কোটিজন্মকৃতৈঃ পাপৈঃ পতিতো যোঽপি পাতকী।
চক্রতীর্থস্য সোপানমেত্য মুক্তিং সমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪
বহুলাশ্ব উবাচ
গোমত্যাং হি মহানদ্যাং চক্রতীর্থং শুভার্থদম্‌।
কথং জাতং বহুমতং তন্মে ব্রূহি মহামতে ॥ ১৫
নারদ উবাচ।
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্‌।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ পাপহানিঃ পরং ভবেৎ ॥ ১৬
অলকেশো রাজরাজো নিধীশো ধর্ম্মভৃৎ প্রভুঃ।
বৈষ্ণবং যজ্ঞমারেভে কৈলাসোত্তরভূমিষু ॥ ১৭
তস্য যজ্ঞে স্বয়ং বিষ্ণুরাগতো বৈ স্বধামতঃ।
ব্রহ্মা শিবো জম্ভভেদী বরুণো যাদসাম্পতিঃ ॥১৮
বায়ুর্যমো রবিঃ সোমঃ ক্ষিতিঃ সর্ব্বজনেশ্বরী।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধাঃ সর্ব্বে তত্র সমাযযুঃ ॥ ১৯
দেবর্ষয়ঃ সমাজগ্মুস্তথা ব্রহ্মর্ষয়ো নৃপ।
ধনাধ্যক্ষোঽভবত্তস্য পুত্রস্তু নলকূবরঃ ॥ ২০
রক্ষায়াং বীরভদ্রোঽভূৎ সৎসেবায়াং গজাননঃ।
তথা মরুদ্গণাঃ সর্ব্বে পরিবেষণকারিণঃ ॥ ২১
বাহুলেয়ঃ সভাপূজামকরোদ্ধর্ম্মতৎপরঃ।
ঘণ্টানাদঃ পার্শ্বমৌলিঃ কুবেরস্য তু মন্ত্রিণৌ ॥ ২২
সর্ব্বশাস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠৌ দানাধ্যক্ষৌ বভূবতুঃ।

অশ্রুবিন্দু মহানদী গোমতীরূপে পরিণত হন। ঐ গোমতীর দর্শনমাত্রে ব্রহ্মহত্যা পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে। যে নর গোমতীর তীরজ পবিত্র ধূলিধারণ করে। সে শতজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই। মানব কখনও স্নানকালে গোমতী নাম উচ্চারণ করিলে নিঃসংশয় গোমতীস্নানজ পুণ্য প্রাপ্ত হয়। হে বিদেহরাজ! মকর সংক্রান্তি ও মাঘমাসে প্রয়াগস্নানে শতাশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়; কিন্তু একমাত্র মকরসংক্রান্তিতে গোমতীস্নানে তাহার সহস্র গুণ পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। স্বয়ং চতুরানন ব্রহ্মাও গোমতীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে সমর্থ নহেন। ১—১১। গোমতীর চক্রতীর্থের পাষাণনিচয় চক্রতাপ্রাপ্ত, সুতরাং যত্নসহকারে পূজিত হয়। পাপভাগী মানবও চক্রচিহ্নিত চক্রতীর্থে দ্বাদশীতে স্নান করিয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। যে পাতকী মানব কোটিজন্মকৃত পাপে পতিত, চক্রতীর্থের সোপানারূঢ় হইয়া সে মোক্ষপদবী আরোহণ করে। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মহামতে! মহানদী গোমতীর চক্রতীর্থ কি করিয়া এইরূপ শুভপ্রদ ও বহুমান্য হইল, তাহা আমাকে বলুন। নারদ বলিলেন,—এ বিষয়ে একটী পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণমাত্রে অশেষরূপে পাপ হানি হয়। অলকপুরীর অধিপতি নিধিপতি ধর্ম্ম পালক প্রভু কুবের কৈলাস শৈলের উত্তর ভূভাগে বৈষ্ণবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; তাঁহার যজ্ঞে স্বয়ং বিষ্ণু নিজ লোক হইতে সমাগত হইয়াছিলেন; ব্রহ্মা, শিব, বাসব, জলপতি, জন্তু বরুণ, বায়ু, যম, সোম, সূর্য্য, সর্ব্বজনেশ্বরী বসুন্ধরা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও সিদ্ধ সকলেই তথায় আগমন করেন। হে নৃপ! সে যজ্ঞে দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণও আসিয়াছিলেন, কুবের তনয় নলকূবর সে যজ্ঞের ধনাধ্যক্ষ হন, বীরভদ্র রক্ষাকার্য্যে ও গজানন সেবায় নিযুক্ত থাকেন। মরুদ্গণ অন্নাদি পরিবেশন ও ধর্ম্মতৎপর কার্ত্তিকেয় সভার পূজা করেন; ঘণ্টানাদ ও পার্শ্বমৌলি নামক সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ-প্রবর কুবের মন্ত্রিদ্বয় দান-

বঞ্জুলৈঃ কুরবৈঃ কুন্দৈর্বদরৈর্বেত্রবেণুভিঃ।
রম্ভাভূর্জ্জবটৈর্যুক্তে কোবিদারাসনার্জ্জুনৈঃ॥ ৭
মন্দারপাটলাশোকচূতচম্পকচন্দনৈঃ।
পনসোডুম্বরাশ্বত্থখর্জ্জুরৈর্বীজপূরকৈঃ॥ ৮
প্রিয়ালাম্রাতকৈশ্চৈব ক্রমুকৈঃ পরিমণ্ডিতে।
রৈবতস্য বনে দীর্ঘে বিচচার মহাগজঃ॥ ৯
একদা মাধবে মাসি গজেন্দ্রো গিরিগহ্বরাৎ।
স্নাতুং তাং গোমতীং গঙ্গামাযযৌ সগণো নদন্
চিরং সমবগাহ্যাপ্সু শুণ্ডাদণ্ডৈরিতস্ততঃ।
করেণুকলভান্ সর্ব্বান্ স্নাপয়ামাস নাগরাট্॥ ১১
মহান্ গ্রাহোঽপি তত্রস্থো বলীয়ান্ দৈবনোদিতঃ
অগ্রহীচ্চরণে নাগং ক্রোধপূরিতবিগ্রহঃ॥ ১২
তেনৈব তদ্গৃহে নীতো গজেন্দ্রো বলদর্পিতঃ॥
তমাকৃষ্য বহিঃ প্রাপ্তং পুনস্তেন বিকর্ষিতঃ॥ ১৩
করেণবশ্চ কলভাস্তং তারয়িতুমক্ষমাঃ।
এবং তয়োর্ম্মধ্যতোশ্চ কর্ষতোর্হি বহির্মিথঃ॥ ১৪
পঞ্চাশৎপঞ্চবর্ষাণি ব্যতীয়ুঃ পশ্যতাং সতাম্।
এবং কশ্মলমাপন্নো গজো জাতিস্মরো মহান্॥ ১৫
প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা হরিপাদকৃতাশ্রয়ঃ।
সস্মার শ্রীহরিং দেবং মৃত্যুপাশবশং গতঃ॥ ১৬

গজেন্দ্র উবাচ।

কৃষ্ণায় তে প্রণতিরস্তু সুরেশ বিষ্ণো।
পূর্ণপ্রভো পরমপাবন পুণ্যকীর্ত্তে
মাং পাহি পাহি পরমেশ্বর পাপপাশাৎ॥ ১৭

নারদ উবাচ।

এবং গ্রাহগৃহীতাঙ্গং স্মরন্তং চ হরিং হরিঃ।
জ্ঞাত্বারুহ্য খগং বেগাদধাবদ্দীনবৎসলঃ॥ ১৮
স্বয়ং খগাৎ সমুত্তীর্য্য ধাবংশ্চক্রং সমাক্ষিপৎ।
চক্রে প্রাপ্তে পূর্ব্বমেব গ্রাহস্যাপি শিরোঽদ্ভুতম্॥
দৈত্যং প্রাপ্তে ধনমিব দেহাচ্ছিন্নং বভূব হ॥
পশ্চাৎ প্রপতিতং চক্রং গোমত্যাং চ হ্রদে নদৎ
পাষাণনিচয়ান্ সর্ব্বাংশ্চক্রাকারাংশ্চকার হ॥ ২০

বেতস, কুরব, কুন্দ, বদরী, বেত্র, বেণু, রম্ভা, ভূর্জ, বট, রক্তকাঞ্চন, শাল, অর্জ্জুন, মন্দার, পাটলা, অশোক, আম্র, চম্পক, চন্দন, পনস, উডুম্বর, অশ্বত্থ, খর্জ্জুর, বীজপূরক, প্রিয়াল, অম্রাতক, ক্রমুক প্রভৃতি তরু-মণ্ডিত রৈবতের দীর্ঘবনে ঐ মহাগজ বিচরণ করিত। ১—৯। এক সময় বৈশাখ মাসে গজরাজ গর্জ্জন করিতে করিতে গিরি-গহ্বর হইতে সদলে গোমতী গঙ্গাজলে স্নানার্থ আগমন করিল। নাগরাজ জলমধ্যে বহু সময় অবগাহন করিল এবং শুণ্ডাদণ্ডে জল তুলিয়া লইয়া করিণী ও করিশাবকগণকে স্নান করাইতে লাগিল। বলবান্ মহাকুম্ভীরও সেইস্থানে অবস্থিত ছিল, সে দৈবপ্রেরিত হইয়া রোষপূরিতদেহে হস্তীর পাদদেশে গ্রহণ করিয়া বলদর্পিত গজেন্দ্রকে নিজাবাসে লইয়া গেল। হস্তী কুম্ভীরকে আকর্ষণ করিয়া বাহিরে আসিল, কুম্ভীরও পুনর্ব্বার তাহাকে আকর্ষণ করিয়া গৃহে লইয়া চলিল; করিণী ও করি-শাবকেরা তাহাকে পরিত্রাণ করিতে পারিল না। এইরূপে করী কুম্ভীরের পরস্পর যুদ্ধ ও বহির্ম্মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণে দেখিতে দেখিতে আড়াই শত বৎসর অতীত হইয়া গেল। জাতিস্মর মহাগজ এইরূপে অত্যন্ত দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া প্রেমলক্ষণা ভক্তিদ্বারা হরি পাদপদ্মের শরণাপন্ন হইল, মৃত্যুপাশগত গজ দেববর হরিকে স্মরণ করিল। গজেন্দ্র বলিল, হে কৃষ্ণ কৃষ্ণসখ কৃষ্ণবিগ্রহ কৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার। হে সুরেশ বিষ্ণো পূর্ণপ্রভ পরম-পাবন পবিত্রকীর্ত্তে! হে পরমেশ্বর! পাপ-পাশ হইতে আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর। ১০—১৭। নারদ বলিলেন,—কুম্ভীরাক্রান্ত গজ এইরূপে হরিকে স্মরণ করিলে দীন-বৎসল হরি তাহা জানিতে পারিয়া খগারোহণে সবেগে প্রধাবিত হইলেন এবং গরুড় হইতে স্বয়ং অবতরণ ও সবেগে দৌড়িয়া গিয়া চক্র নিক্ষেপ করিলেন। চক্র উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই দৈত্য উপস্থিত হইলে ধন অন্তর্হিত হওয়ার মত কুম্ভীরের অদ্ভুত মস্তক তদীয় দেহ হইতে ভিন্ন হইয়া গেল। তারপর চক্র গো-মতীর হ্রদে পতিত হইয়া তত্রত্য পাষাণনিচয়কে

তন্নেমিসঙ্ঘর্ষভবং চক্রতীর্থং শুভাবহম্।
তচ্চক্রদর্শনাদ্রাজন্ ব্রহ্মহত্যা প্রমুচ্যতে ॥ ২১
গ্রাহশ্ছিন্নশিরো ভূত্বা পূর্ব্বরূপং দধার হ।
শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহাদ্ধস্তী দিব্যরূপো বভূব সঃ ॥ ২২
পরিক্রম্য হরিং নত্বা স্তুত্বা দেবং কৃতাঞ্জলী।
কুবেরমন্ত্রিণৌ তৌ দ্বৌ জগ্মতুঃ স্বপদং পুনঃ ॥ ২৩
দেবেষু পুষ্পং বর্ষৎসু জয়ধ্বনিং নদৎসু চ।
জগাম ভগবান্ সাক্ষাৎ স্বং ধাম প্রকৃতেঃ পরম্
চক্রতীর্থকথামেনাং যঃ শৃণোতি নরোত্তমঃ।
চক্রতীর্থস্নানফলং সম্প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৫
গজগ্রাহকথাং পুণ্যাং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ।
দুঃস্বপ্নং নশ্যতে তস্য সুস্বপ্নং ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং শ্রীদ্বারকাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে চক্রতীর্থোৎপত্তৌ গজগ্রাহ-মোক্ষো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ১১

চক্রাকার করিল। চক্রের নেমিসংঘর্ষে শুভাবহ চক্রতীর্থ হইল, হে রাজন্! সেই চক্রতীর্থ দর্শনে ব্রহ্মহত্যা পাপ দূর হয়। মস্তক ছিন্ন হইলে কুম্ভীর পূর্ব্বরূপ ধারণ করিল এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে হস্তীও দিব্যরূপ প্রাপ্ত হইল। করী ও কুম্ভীর হরিকে পরিক্রমণপূর্ব্বক করজোড়ে স্তুতি ও নতি করিয়া কুবের মন্ত্রিরূপে পূর্ব্ব সম্পদ লাভ করিল। অনন্তর দেবগণ পুষ্পবর্ষণ ও জয়ধ্বনি করিল সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু প্রকৃতির অতীত স্বীয় ধামে গমন করিলেন। যে নরোত্তম এই চক্রতীর্থের কথা শ্রবণ করেন, তাঁহার চক্রতীর্থের স্নান ফল লাভ হয়, সংশয় নাই। যে মানব সমাহিত হইয়া করী ও কুম্ভীরের কথা শ্রবণ করে, তাহার দুঃস্বপ্ন নষ্ট হইয়া নিশ্চয় সুস্বপ্ন দর্শন হয়। ১৮—২৬।

দ্বারকাখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
শঙ্খোদ্ধারে তীর্থমুখ্যে স্বর্ণদানং দদাতি যঃ।
স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং লোকং সর্ব্বোপদ্রববর্জ্জিতম্ ॥ ১
শ্রীকৃষ্ণভক্তঃ শান্তাত্মা ত্রিতো নাম মহামুনিঃ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন প্রাপ্ত আনর্ত্ত ভূমিষু ॥ ২
দৃষ্ট্বা শুভং সরঃ স্নাত্বা হরেঃ পূজাং চকার হ
তৎপূজায়াং মহাশঙ্খং সুন্দরৈর্লক্ষণৈর্যুতম্ ॥ ৩
চোরয়ামাস কক্ষীবাংস্তস্য শিষ্যোঽতিলোভতঃ।
পূজাশঙ্খং গতং বীক্ষ্য ক্রুদ্ধঃ প্রাহ ত্রিতো মুনিঃ
যেন নীতস্তু মে শঙ্খঃ স শঙ্খো ভবতু ধ্রুবম্।
তদৈব শঙ্খরূপোঽভূৎ কক্ষীবাঞ্ছাপপীড়িতঃ ॥ ৪
তৎপাদয়োর্নিপতিতঃ পাহি মামিত্যুবাচ হ।
শীঘ্রং শান্তস্ত্রিতঃ প্রাহ দুর্ম্মতে কিং কৃতং ত্বয়া ॥ ৫
স্তেয়দোষাদ্ভুঙ্ক্ষ্ব পাপং মদ্বচো নো মৃষা ভবেৎ।
ভজ শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জং স তে মোক্ষং করিষ্যতি ॥ ৬

দ্বাদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—তীর্থপ্রধান শঙ্খোদ্ধারে যে নর স্বর্ণদান করে, সে সর্ব্বোপদ্রববর্জ্জিত বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। শান্তাত্মা ত্রিত নামক মহামুনি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে আনর্ত্তদেশে আগমন করেন। তিনি সুন্দর সরোবর দর্শনে তথায় স্নান করিয়া হরি পূজা করিয়াছিলেন; তদীয় শিষ্য কক্ষীবান্ অত্যন্ত লোভ বশত সুন্দর লক্ষণান্বিত তাঁহার উত্তম শঙ্খ অপহরণ করে। শঙ্খ অপহৃত দেখিয়া ত্রিত মুনি রোষবশে বলেন—"যে ব্যক্তি আমার শঙ্খ গ্রহণ করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই শঙ্খ হউক।" শাপপীড়িত কক্ষীবান্ তখনই শঙ্খরূপ হইল এবং মুনির চরণে নিপতিত হইয়া বলিল,—আমাকে রক্ষা করুন। ত্রিত মুনি সত্বর শান্ত হইয়া বলিলেন,—হে দুর্ম্মতে! তুমি এ কি করিয়াছ, চৌর্য্যদোষে পাপ ভোগ কর, আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ভজনা কর, তিনিই

ইত্যুক্তাথ গতে রাজং স্ত্রিতে দেবে মহামুনৌ।
সরোবরে নিপতিতঃ কক্ষীবাঞ্ছঙ্খরূপধৃক্ ॥ ৭
প্রবদন্ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি শতবর্ষং স্থিতোঽভবৎ।
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥ ৮
আগত্য সরসস্তীরং মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দদৌ ॥৯
তাং মেঘনাদগম্ভীরাং গিরং শ্রুত্বা জলেচরঃ।
চুক্রোশ পাহি পাহীতি দেবদেব জগৎপতে ॥১০
ভুজগেন্দ্রভোগরুচা ভুজেন ভগবান্ প্রভুঃ।
শঙ্খং তস্কং গজমিব প্রোজ্জহার দয়াপরঃ ॥ ১১
তদৈব দিব্যরূপোত্সৃষ্টশঙ্খরূপং বিহায় সঃ।
কৃতাঞ্জলির্হরিং নত্বা স্তুতিং চক্রে তদা চ সঃ ॥ ১২

কক্ষীবানুবাচ।

বাসুদেব নমস্তেঽস্তু গোবিন্দ পুরুষোত্তম।
দীনবৎসল দীনেশ দ্বারকেশ পরেশ্বর ॥ ১৩
ধ্রুবে ধ্রুবপদং দাত্রে প্রহ্লাদস্যার্ত্তিহারিণে।
গজস্যোদ্ধারিণে তুভ্যং বলের্ব্বলিবিদে নমঃ ॥ ১৪
দ্রৌপদীচীরসন্তানকারিণে কৃষ্ণয়ে নমঃ।
গরাগ্নিবনবাসেভ্যঃ পাণ্ডবানাং সহায়িনে ॥ ১৫
যাদবত্রাণকর্ত্রে চ শক্রাদাভীররক্ষিণে।
গুরুমাতৃদ্বিজানাং চ পুত্রদাত্রে নমো নমঃ ॥ ১৬
জরাসন্ধনিরোধার্ত্তনৃপাণাং মোক্ষকারিণে।
নৃগস্যোদ্ধারিণে সাক্ষাৎ সুদাম্নো দৈন্যহারিণে ॥
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় চতুর্ব্যূহায় তে নমঃ ॥ ১৮
ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব ॥ ১৯

শ্রীনারদ উবাচ।

এবং স্তুত্বা হরিং রাজন্ কক্ষীবান্ প্রেমপূরিতঃ।
বিমানবরমাস্থায় যাদবানাং চ পশ্যতাম্ ॥ ২০
বিভ্রাজয়ন্ দশ দিশঃ শতসূর্য্যসমপ্রভঃ।
জগাম বৈকুণ্ঠং লোকং সর্ব্বোপদ্রববর্জ্জিতম্ ॥ ২১

তোমার মুক্তি বিধান করিবেন। হে রাজন্! অনন্তর মহামুনি ত্রিত এইরূপ বলিয়া গমন করিলে শঙ্খরূপধারী কক্ষীবান্ "হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে সরোবরে নিপতিত হইয়া শঙ্খরূপে তথায় শত বৎসর বাস করিল। ভক্তবৎসল পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণ সরোবর সমীপে উপনীত হইয়া 'ভয় নাই' বলিয়া তাহাকে অভয় দান করিলেন। জলচর শঙ্খ সেই মেঘগম্ভীর অভয়বাণী শুনিয়া—"হে দেবদেব! হে জগৎপতে! রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ১—১০। দয়াপর প্রভু ভগবান্ সর্পশরীরসদৃশ কান্তিযুক্ত ভুজদ্বারা গজের ন্যায় সেই শঙ্খকে উদ্ধার করিলেন; তখনই সে শঙ্খরূপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দিব্যরূপ ধারণ করত করজোড়ে হরিকে স্তব ও প্রণাম করিল। কক্ষীবান্ বলিল,—হে বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার; হে গোবিন্দ! হে পুরুষোত্তম! তুমি দীনবৎসল, দীননাথ, দ্বারকাপতি, পরেশ্বর; তুমি ধ্রুবের ধ্রুবপদদাতা, প্রহ্লাদের পীড়াহারী, গজের উদ্ধারকর্ত্তা, বলির বলিগ্রহীতা, তোমাকে নমস্কার। হে হরে! তুমি দ্রৌপদীর প্রচুর বসন করিয়া লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলে, তোমাকে নমস্কার। তুমি বিষ, বনবাস ও পাবক হইতে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলে; তুমি যাদবগণের ত্রাণকর্ত্তা, ইন্দ্র হইতে গোপ-গণের রক্ষক এবং গুরু, মাতা ও দ্বিজগণের পুত্রদাতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ নৃপগণের উদ্ধর্ত্তা, নৃগ-নৃপের মোক্ষ-বিধাতা, সুদামার সাক্ষাৎ দৈন্যহারী; হে কৃষ্ণ! তুমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনি-রুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহময়, তোমাকে নমস্কার। তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই সখা এবং তুমিই বন্ধু; তুমিই বিদ্যা, তুমিই ধন, হে দেবদেব! তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! প্রেমপূরিত কক্ষীবান্ এইরূপে হরিকে স্তব করিয়া উত্তম বিমানে আরোহণপূর্ব্বক যাদবগণের সমক্ষে শত সূর্য্য-তুল্য প্রভায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া সর্ব্বোপদ্রববর্জ্জিত বিষ্ণুলোকে গমন করিল।

শঙ্খোদ্ধারঃ কৃতো যস্মিন্ হরিণা মৈথিলেশ্বর।
তস্মাত্তীর্থং মহাপুণ্যং শঙ্খোদ্ধারপ্রথাং গতম্ ॥
শঙ্খোদ্ধারকথামেতাং যঃ শৃণোতি নরোত্তমঃ।
শঙ্খোদ্ধারস্নানফলং লভতে বৈ ন সংশয়ঃ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীদ্বারকাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে শঙ্খোদ্ধারমাহাত্ম্যং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

প্রভাসস্যাপি মাহাত্ম্যং শৃণু রাজন্ মহামতে।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং তেজসাং বর্দ্ধনং পরম্ ॥ ১
গোদাবর্য্যাং গুরৌ সিংহে হরক্ষেত্রে চ কুম্ভগে।
রবিগ্রহে কুরুক্ষেত্রে কাশ্যাং চন্দ্রগ্রহে তথা ॥ ২
যৎ পুণ্যং লভতে রাজন্ স্নানতো দানতো নরঃ
তস্মাচ্ছতগুণং পুণ্যং প্রভাসে চ দিনে দিনে ॥৩

যত্র স্নাত্বা দক্ষশাপাৎ গৃহীতো যক্ষ্মণোডুরাট্।
বিমুক্তঃ কিল্বিষাৎ সদ্যো ভেজে ভূয়ঃ কলোদয়ম্
মহাপুণ্যতমা রাজন্ যত্র প্রত্যক্ সরস্বতী।
তস্যাং স্নাত্বা নরঃ পাপী সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ো ভবেৎ
তত্তীরে বর্ত্ততে রাজন্ নাম্না বৈ বোধপিপ্পলঃ
কৃষ্ণেন যত্রোদ্ধবায় দত্তং ভাগবতং শুভম্ ॥ ৬
তং নত্বাভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ স্পৃষ্ট্বা শ্রীবোধপিপ্পলম্।
শৃণোতি যো ভাগবতং পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ॥৭
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা মৌনী নিয়তমানসঃ।
তস্য পাণৌ ভবেদ্রাজন্ বৈষ্ণবং পরমং পদম্ ॥৮
প্রৌষ্ঠপদ্যাং পূর্ণিমায়াং হেমসিংহসমন্বিতম্।
দদাতি যো ভাগবতং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥৯
পুরাণং ন শ্রুতং যৈস্তু শ্রীমদ্ভাগবতং ক্বচিৎ।
তেষাং বৃথা জন্ম গতং নরাণাং ভূমিবাসিনাম্ ॥
যৈর্ন শ্রুতং ভাগবতং পুরাণং
নারাধিতো যৈঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
হুতং মুখে নৈব ধরামরাণাং
তেষাং বৃথা জন্ম গতং নরাণাম্ ॥ ১১

হে মৈথিলেশ্বর! যেস্থানে হরি শঙ্খকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইস্থান মহাপবিত্র শঙ্খোদ্ধার তীর্থ নামে প্রথিত হইল। যে নরবর এই শঙ্খোদ্ধার তীর্থকথা শ্রবণ করেন, তিনি নিঃসংশয় শঙ্খোদ্ধার স্নানফল লাভ করিয়া থাকেন। ১১—২৩।

দ্বারকাখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ রাজন্! সর্ব্বপাপহর উত্তম তেজোবর্দ্ধন পবিত্র প্রভাস-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। সিংহস্থ বৃহস্পতিতে গোদাবরীতে, কুম্ভস্থ বৃহস্পতিতে হরিদ্বারে, সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে, চন্দ্রগ্রহণে কাশীতে স্নানদানে মানব যে পুণ্য প্রাপ্ত হয়, হে রাজন্! প্রভাস তীর্থে তাহার শতগুণ পুণ্য প্রতিদিনে লাভ হইয়া থাকে। দক্ষশাপে যক্ষ্মারোগ গ্রস্ত চন্দ্র এই প্রভাসে স্নান করিয়া সদ্য পাপমুক্ত হন এবং পুনর্ব্বার তাঁহার কলা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হে রাজন্! প্রভাসে মহাপুণ্যতমা প্রত্যক্ সরস্বতী বিরাজিতা, তথায় স্নান করিয়া পাপী মানব সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হয়। ঐ প্রত্যক্ সরস্বতীতীরে বোধ-পিপ্পল নামক এক তরু বিদ্যমান, হে রাজন্! কৃষ্ণ তথায় উদ্ধবকে শুভ ভাগবত দান করেন। যিনি বোধ পিপ্পলকে যথাবিধি পূজা, প্রণাম ও স্পর্শ করিয়া ব্রহ্মময় ভাগবত পুরাণ শ্রবণ করেন; এমন কি নিয়তমনা মৌনী হইয়া শ্লোকার্দ্ধ বা শ্লোক চতুর্ভাগও শ্রবণ করেন, হে রাজন্! পরম বিষ্ণুপদ তাঁহার করস্থ। ভাদ্র পূর্ণিমায় যিনি স্বর্ণসিংহ-সমন্বিত ভাগবত দান করেন, তাঁহার পরম গতি লাভ হয়। পৃথিবী-বাসী যে সকল মানব কখনও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ শ্রবণ করে নাই, তাহাদের জন্ম বৃথা যাহারা ভাগবত-পুরাণ শুনে না, পুরাণ পুরু হরির আরাধনা করে না, ভূদেব ব্রাহ্মণগণ

দ্বারাবত্যাং তীর্থরাজং গোমতীসিন্ধুসঙ্গমম্।
যত্র স্নাত্বা নরো যাতি বৈকুণ্ঠং বিমলং পদম্ ॥১২
শতাশ্বমেধজং পুণ্যং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
তৎসহস্রগুণং প্রোক্তং গোমতীসিন্ধুসঙ্গমে ॥ ১৩
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ পাপতাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৪
আসীদ্গজাহ্বয়ে বৈশ্যো রাজমার্গপতিঃ পরঃ।
মহাগৌরবসংযুক্তো নির্বাশো ধনদো যথা ॥ ১৫
বেশ্যাপ্রসঙ্গনিরতো বিটগোষ্ঠীবিশারদঃ।
দ্যূতক্রীড়নকাসক্তো লোভমোহমদান্বিতঃ ॥ ১৬
মৃষাবাদী মহাদুষ্টঃ কুকর্ম্মনিরতঃ সদা।
ব্রাহ্মণেভ্যো ন পিতৃভ্যো ন দেবেভ্যো ধনং দদৌ ॥ ১৭
হরেঃ কথাং প্রেক্ষ্য দূরাদ্দূরং বৈ নির্যযৌ ত্বরম্
পিত্রোঃ সেবাপি ন কৃতা ন পুত্রেভ্যো ধনং দদৌ ॥ ১৮
ত্যক্তা ভার্য্যাং স ভিন্নোহভূদ্ধনাঢ্যো দুর্ম্মতিঃ খল,
বেশ্যাপ্রসঙ্গাৎ তস্যাপি ধনার্দ্ধং প্রক্ষয়ং গতম্ ॥
অর্দ্ধং তু তস্করৈর্নীতং কিঞ্চিৎ পৃথ্ব্যাং গতং স্বতঃ।
পুণ্যেন বর্দ্ধতে লক্ষ্মীঃ পাপেন ক্ষীয়তে ধ্রুবম্ ॥
এবং স নির্দ্ধনো জাতো বেশ্যাসক্তো মহাখলঃ।
তস্মিন্ গজাহ্বয়ে রম্যে চৌর্য্যকর্ম্ম চকার হ ॥২১
চৌর্য্যকর্ম্ম প্রকুর্ব্বন্তং বদ্ধা তং দামভির্নৃপঃ।
দেশান্নিঃসারয়ামাস শন্তনুর্নৃপতীশ্বরঃ ॥ ২২
বনেঽপি নিবসন্ সোঽপি জীবহিংসাং চকার হ
সমা দ্বাদশসাহস্রং ন ববর্ষ যদা ঘনঃ ॥ ২৩
পশ্চিমাং তু দিশং প্রাগাদ্বৈশ্যো দুর্ভিক্ষপীড়িতঃ
বনে বৈ মারিতঃ সোঽপি সিংহেন তলঘাততঃ ॥
তদৈব যমদূতাস্তং বদ্ধা পাশৈরধোমুখম্।
কশাঘাতৈস্তাড়য়ন্তো নিন্যুর্মার্গং যমস্য চ ॥ ২৫
অথ কশ্চিন্মহান্ গৃধ্রো মাংসং তস্য ভুজস্য চ।
গৃহীত্বা খং গতঃ সদ্যঃ খাদংশ্চঞ্চুপুটেন তম্ ॥২৬
নিরামিষাঃ খগাশ্চান্যে স্বামিষং জগ্মুরাতুরাঃ।
এবং কোলাহলে জাতে শঙ্খচিহ্নাদিভিঃ কৃতে ॥

মুখে যাহারা ভোজন দান করে না, সে সকল মানবের জন্ম বৃথা। ১—১১। দ্বারকায় গোমতী-সিন্ধু-সঙ্গম পরম তীর্থ, তথায় স্নান করিয়া নর বিমল বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে শত অশ্বমেধের পুণ্য; আর সিন্ধু-গোমতী-সঙ্গমে তাহার সহস্র গুণ কথিত হয়। এ বিষয়ে একটী পুরাতন ইতিহাস উদাহৃত হইয়া থাকে, তাহার শ্রবণমাত্রে পাপ-তাপ দূর হয়। হস্তিনাপুরে রাজমার্গপতি নামে এক শ্রেষ্ঠ বৈশ্য ছিল, ঐ বৈশ্য মহা অভিমানী এবং বিভবে কুবেরের ন্যায়। ধূর্ত্তসঙ্গ-বিশারদ বেশ্যাসঙ্গ-নিরত বৈশ্য লোভ-মোহ-মদান্বিত হইয়া দ্যূত-ক্রীড়ায় আসক্ত থাকিত। ঐ মহাদুষ্ট মিথ্যাবাদী ও সর্ব্বদা নিন্দিত কর্ম্ম-নিরত ছিল। দ্বিজ, দেব ও পিতৃগণের উদ্দেশে ধন দান করিত না। হরিকথা শুনিলে সত্বর দূর হইতে দূরতরে গমন করিত। পিতা-মাতার সেবা করিত না, পুত্রগণকেও ধন দিত না। ঐ খল দুর্ম্মতি ধনাঢ্য বৈশ্য পত্নীকে ত্যাগ করিয়া পৃথক্ হইয়া থাকিত। বেশ্যা-সঙ্গে তাহার ধনের অর্দ্ধেক নষ্ট হয়, অপরার্দ্ধ তস্করে অপহরণ করে। কিছু ভূগর্ভে স্বতই অদৃশ্য হয়। পুণ্যবলে সম্পদ্ বৃদ্ধি হয়; আর পাপে নিঃসংশয় ক্ষয় হইয়া থাকে। ১২—২০। মহাখল বৈশ্য এইরূপে নিঃস্ব হইয়া সেই হস্তিনাপুরে চৌর্য্য কার্য্য আরম্ভ করে। নৃপবর শন্তনু রাজা ঐ চৌর্য্য-নিরতকে পাশে আবদ্ধ করত দেশ হইতে নিঃসারিত করেন। বৈশ্য বনে গিয়াও জীবহিংসা করিতে থাকে। এক সময়ে দ্বাদশ সহস্র বৎসর যাবৎ মেঘ বারিবর্ষণ করে না, বৈশ্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া পশ্চিম প্রদেশে প্রস্থান করে, বৈশ্য বনমধ্যে সিংহের করতলা-ঘাতে নিহত হয়। তখনই যমদূতগণ তাহাকে অধোমুখ করিয়া পাশ দ্বারা আবদ্ধ করে এবং কষাঘাতে বিতাড়িত করত যমমার্গে লইয়া যায়, অনন্তর এক মহাগৃধ্র তাহার বাহু ধারণ করিয়া চঞ্চু দ্বারা তাহাকে ভক্ষণ করিতে করিতে আকাশ মার্গে উড্ডীন হয়। অন্য পক্ষীরা আমিষ না পাওয়ায় সেই আমিষের প্রতি

ন জহৌ মুখতো মাংসং পশ্চিমাশাং জগাম হ।
তৎসমেনাপি গৃধ্রেণ তীক্ষ্ণতুণ্ডেন তাড়িতাৎ ॥২৮
তন্মুখাৎ প্রাপতন্মাংসং গোমতীসিন্ধুসঙ্গমে।
তীর্থপ্লুতে তস্য মাংসে বৈশ্যোঽয়ং পাতকী মহান্
তেষাং পাশান্ স্বয়ং ছিত্ত্বা ভূত্বা দেবশ্চতুর্ভুজঃ।
পশ্যতাং যমদূতানাং বিমানমধিরুহ্য সঃ ॥ ৩০
বিরাজয়ন্ দিশঃ সর্ব্বাঃ পরং ধাম হরের্যযৌ ॥ ৩১
গোমতীসিন্ধুসঙ্গস্য মাহাত্ম্যং শৃণুতে নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং প্রয়াতি সঃ ॥৩২

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীদ্বারকাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে গোমতীসিন্ধুসঙ্গমমাহাত্ম্যং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

লোলুপ হইয়া আগমন করিল, এইরূপে শঙ্খ-চিল্লাদি পক্ষিগণের মধ্যে মহাকোলাহল উপস্থিত হইল; গৃধ্র তাহাকে মুখ হইতে পরিত্যাগ করিল না, পরন্তু পশ্চিম দিকে উড়িয়া গেল। তাহার তুল্য আর এক গৃধ্র তুণ্ড দ্বারা তাহাকে তাড়িত করিলে, তাহার মুখ হইতে সেই মাংস গোমতী-সিন্ধুসঙ্গমে পতিত হইল। বৈশ্যের মাংস তীর্থপ্লুত হইলে মহাপাপী বৈশ্য যম পাশ হইতে স্বয়ং বিচ্ছিন্ন হইয়া চতুর্ভুজ হইল এবং যমদূতগণের সমক্ষে বিমানে আরোহণ করিয়া সর্ব্বদিক্ উদ্ভাসিত করত হরির পরম ধামে গমন করিল। যে মানব গোমতী-সিন্ধুসঙ্গমের মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। ২১—৩২।

দ্বারকাখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ।

দ্বারাবত্যাঃ সমুদ্রস্য মাহাত্ম্যং শৃণু মানদ।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং তৎস্নানফলদং স্মৃতম্ ॥ ১
মাধব্যাং পূর্ণমাস্যাং যো ব্রতী স্নাত্বা নদীপতিম্
নত্বা সম্পূজ্য বিধিবদ্রত্নদানং করোতি যঃ ॥ ২
তস্য দেহে ত্রয়ো দেবা নিবসন্তি মহীপতে।
যস্য দর্শনমাত্রেণ নরো যাতি কৃতার্থতাম্ ॥ ৩
তদ্দেহস্পর্শনাৎ সদ্যো ব্রহ্মহত্যা প্রমুচ্যতে।
যত্র যত্র গতঃ সোঽপি তত্র তত্র চ ভূঃ শুভা ॥৪
দৃষ্ট্বা তং চ মৃতঃ পাপী জগদ্বধকরোঽপি হি।
ছিনত্তি পাপপটলং পরং মোক্ষং প্রয়াতি হি ॥৫
রৈবতস্যাথ শৈলস্য মাহাত্ম্যং শৃণু মানদ।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ৬
গৌতমস্য সুতো ধীমান্ মেধাবী নাম বৈষ্ণবঃ।
বিন্ধ্যাচলে তপস্তেপে বর্ষাণামযুতং শতম্ ॥ ৭

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে মানদ! দ্বারবতী ও সমুদ্রের সর্ব্বপাপহর পবিত্র মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। সমুদ্রস্নানের ইহা ফল প্রদান করে। হে মহীপাল! বৈশাখী পূর্ণিমায় ব্রতী মানব সাগরস্নান করিলে যথাবিধি সাগরের পূজা ও প্রণামপূর্ব্বক রত্ন দান করিলে ব্রহ্মাদি দেবতা তাঁহার দেহে বাস করেন। তাঁহার দর্শন মাত্রে নর কৃতার্থ হয়, তাঁহার দেহ স্পর্শে সদ্য ব্রহ্মহত্যা-পাপ দূরে যায়; আর তিনি যে যে স্থানে গমন করেন, সেই সেই স্থানের ভূমি মঙ্গলময়ী হইয়া থাকে। সমগ্র জগতের হত্যাকারী পাতকীও তাঁহাকে দেখিয়া মরিলে সমস্ত পাপ ছিন্ন করিয়া পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হন। হে মানদ! অনন্তর রৈবতপর্ব্বতের সর্ব্বপাপহর ভুক্তিমুক্তিপ্রদ পবিত্র মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। গৌতমের মেধাবী নামে এক ধীমান্ বৈষ্ণব পুত্র ছিলেন, তিনি বিন্ধ্য পর্ব্বতে এক লক্ষ বৎসর যাবৎ তপস্যা করেন। তাঁহাকে দেখি-

তং দ্রষ্টুমাগতঃ সাক্ষাদপান্তরতমো মুনিঃ।
নোচ্চচালাসনাৎ সোঽপি মেধাবী তপসোৎকটঃ
অপান্তরতমস্তং বৈ শশাপ ক্রোধপূরিতঃ।
সতামভক্ত পাপাত্মংস্তপোবলবিগর্ব্বিত ॥ ৯
শৈলবত্তে স্থিতিশ্চাত্র ত্বং শৈলো ভব দুর্ম্মতে।
ইত্যুক্ত্বাথ গতে সাক্ষাদপান্তরতমে মুনৌ ॥ ১০
মেধাবী শৈলতাং প্রাপ্তঃ শ্রীশৈলস্য সুতোঽভবৎ
জাতিস্মরো মহাবুদ্ধির্বিষ্ণুভক্তেঃ প্রভাবতঃ ॥১১
একদা মন্মুখাচ্ছ্রুত্বা মাহাত্ম্যং দ্বারকাপুরঃ।
প্রোবাচ সোঽপি রাজানং রেবতং গচ্ছ সত্বরম্
বদ মৎপ্রার্থনাযুক্তং ত্বং মহাদীনবৎসলঃ।
সোঽয়ং মহাবলো রাজা প্রসন্নো যদি বা ভবেৎ
তেন নীতস্য মে বাসো ভবিষ্যতি হরেঃ পুরি।
ইতি শ্রুত্বা ময়া বিষ্ণুভক্তানাং শান্তিকারিণা ॥১৪
রেবতায়াশু কথিতং তথোক্তং পরমং বচঃ।
স প্রসন্নঃ প্রাহ রাজন্নত্র কোঽপি ন পর্ব্বতঃ ॥১৫
তৎস্থাপনাং করিষ্যামি সমুৎপাট্য ভুজাবলাৎ।
সমুন্নীয় দ্বারকায়াং প্রতিজ্ঞামকরোদিমাম্ ॥ ১৬
এতস্মিংস্তং চোরয়িতুং প্রয়াতে নৃপসত্তমে।
তৎপূর্ব্বস্মাদহং প্রাপ্তঃ শ্রীশৈলস্য পুরে নৃপ ॥ ১৭
কলিপ্রিয়েণাপি ময়া শ্রীশৈলায় মহাত্মনে।
কথিতঃ সর্ব্ববৃত্তান্তো নৃপচৌর্য্যসমন্বিতঃ ॥ ১৮
শ্রীশৈলঃ পুত্রং মোহেন নির্ভৎর্স্যেতি ক যাসি হি
সুমেরুং গিরিরাজং চ হিমবন্তং নগেশ্বরম্ ॥ ১৯
শ্রীশৈলঃ প্রাহ ধর্ম্মাত্মা পুত্রস্নেহসমাকুলঃ।
একো দৈবেন দত্তোঽয়ং ন পুত্রা বহবশ্চ মে ॥২০
তং হর্ত্তুমাগতে রাজ্ঞি রেবতে বৈ মহাবলে।
বিদেশং যাতি পুত্রো মে তেন রাজ্ঞা মহাত্মনা ॥
পুত্রস্নেহাভিভূতোঽহং যুবয়োঃ শরণং গতঃ।
জিত্বা তং রেবতং শীঘ্রং পুত্রং মাং দাতুমর্হথঃ ॥২২
জাতেশ্চ কারণাত্তৌ যৌ সুমেরুশ্চ হিমাচলঃ।

বার জন্য স্বয়ং অপান্তরতম মুনি আগমন করেন, উৎকট তপোরত মেধাবী আসন হইতে বিচলিত হইলেন না, রোষপূরিত অপান্তরতম তাহাকে অভিশাপ প্রদান করেন,—হে পাপাত্মন্! তপোবলে গর্ব্বিত হইয়া সাধুগণের প্রতি ভক্তিহীন হইয়াছ, এখানে শৈলের ন্যায় তোমার অবস্থিতি হইয়াছে, হে দুর্ম্মতে! তুমি পর্ব্বত হও। ইহা বলিয়া মুনি অপান্তরতম চলিয়া গেলে মেধাবী শৈলতা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীশৈলের তনয় হইল; কিন্তু বিষ্ণুভক্তি-প্রভাবে সে মহাজ্ঞানী জাতিস্মর হইয়া রহিল। ১—১১। এক সময়ে আমার মুখে দ্বারকা-পুরীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া শ্রীশৈল তনয় আমাকে কহিল;—আপনি সত্বর রেবত রাজার নিকট গমন করুন, আপনি অত্যন্ত দীনবৎসল, তাঁহাকে আমার এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করুন; এই মহাবল রাজা যদি প্রসন্ন হন, তিনি আমাকে লইয়া গিয়া হরিপুর দ্বারকায় বাস করাইবেন। তাহা শুনিয়া আমি বিষ্ণুভক্তের শান্তিকামনায় সত্বর রেবতরাজের নিকট তাহার কথিত পরম বাক্য বলিলাম। হে রাজন্! তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"এখানে কোন পর্ব্বত নাই, আমি তাহাকে ভুজবলে সমুৎপাটিত করিয়া আনয়নপূর্ব্বক দ্বারকায় স্থাপিত করিব।" রেবত এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। হে নৃপ! নৃপসত্তম রেবত শ্রীশৈল তনয়কে আনিবার জন্য প্রয়াণ করিলে ইত্যবসরে তৎপূর্ব্বে আমি শ্রীশৈলের নিকট উপস্থিত হইলাম; আমি কলহপ্রিয়, তাই মহাত্মা শ্রীশৈলকে রেবত রাজা যে তাহার পুত্রকে চুরি করিবেন, সে সব বৃত্তান্ত বলিয়া দিলাম। শ্রীশৈল মোহবশে তনয়কে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া কহিল—তুমি কোথায় যাইবে? পুত্রস্নেহ-সমাকুল ধর্ম্মাত্মা শ্রীশৈল গিরিরাজ সুমেরু ও গিরিবর হিমালয়কে বলিল— আমার বহু পুত্র নাই, দৈব এই একটী মাত্র পুত্র দিয়াছেন, মহাবল রেবত রাজা তাহাকে হরণ করিতে আসিতেছেন, সেই মহাত্মা রাজা আমার তনয়কে অন্য দেশে লইয়া যাইবেন, আমি পুত্রস্নেহে অভিভূত হইয়া আপনাদের শরণাপন্ন হইতেছি, আপনারা সত্বর সেই রেবত রাজাকে পরাজিত করিয়া আমাকে তনয় দান করুন। ১১—২২। সজাতির সহায়তার

শৈললক্ষৈঃ পরিবৃতৌ যোদ্ধুমাজগ্মতুদ্রুতম্‌॥ ২৩
ততো ভুজাভ্যামুৎপাট্য হনূমানিব তং গিরিম্।
উর্দ্ধং কৃত্বা বলাদ্রাজা যদা গন্তুং মনো দধে॥২৪
তদৈব চাগতান্ বীক্ষ্য গিরীন্ শস্ত্রাস্ত্রধারিণঃ।
অট্টহাসং চকারোচ্চৈস্তড়িৎপাতমিবাত্মনঃ॥ ২৫
ননাদ তেন ব্রহ্মাণ্ডং সপ্তলোকৈর্ব্বিলৈঃ সহ।
তদৈব তেষাং শস্ত্রাণি হস্তেভ্যো ন্যপতন্ স্বতঃ॥
নিঃশস্ত্রাস্তে যদা শৈলাঃ কুর্ব্বন্তঃ প্রধ্বনিং মুহুঃ।
গচ্ছন্তং সগিরিং জঘ্নুর্মুষ্টিভির্জানুভিঃ পথি॥ ২৭
যথা পুরা হনূমন্তমন্বয়াতা মহাবলম্।
তৈস্তাড়িতোঽপি ন জহৌ গিরিং রাজা
করাগ্রতঃ॥ ২৮
মন্মুখাচ্ছ্রীহরিঃ শ্রুত্বা শৈলোদ্যোগং নৃপোপরি।
সদ্যো ভক্তসহায়ার্থং ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ॥ ২৯
আগত্যাকাশমার্গেঽপি দত্ত্বা তেজঃ স্বকং পরম্।
মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দত্ত্বা স্বয়মন্তরধীয়ত॥ ৩০
গতে হরৌ ভগবতি ভগবত্তেজসান্বিতঃ।
একহস্তে গিরিং ধৃত্বা মুষ্টিনা বজ্রঘাতিনা॥ ৩১
সুমেরুং সন্তুতাড়াশু বজ্রীব বলবত্তরঃ।
তস্য মুষ্টিপ্রহারেণ মেরুর্ব্বিহ্বলতাং গতঃ॥ ৩২
হিমবন্তং বাহুবেগাৎ পাতয়িত্বা মহীতলে।
মমর্দ্দ পদ্ভ্যাং চান্যাংশ্চ বিন্ধ্যাদীন্ রণদুর্ম্মদঃ॥৩৩
বিন্ধ্যাদয়শ্চ তে সর্ব্বে পাদঘাতেন মর্দ্দিতাঃ।
ভয়ভীতা রণং ত্যক্ত্বা দুদ্রুবুস্তে দিশো দশ॥৩৪
এবং জিত্বা শৈলসঙ্ঘং তং শৈলং শৈলসন্নিভঃ।
রেবতোঽপি জয়ারাবৈরানর্ত্তেষু ন্যপাতয়ৎ॥ ৩৫
সোঽদ্য রেবতনাম্নাপি রাজন্ রৈবতকোঽচলঃ।
হরিভক্তঃ শৈলমুখ্যো দ্বারবত্যাং বিরাজতে॥৩৬
তস্য দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা প্রমুচ্যতে।
স্পর্শনাচ্ছতযজ্ঞানাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥ ৩৭

অনন্তর সেই সুমেরু ও হিমালয় পর্ব্বত দ্বয় লক্ষ শৈলে পরিবৃত হইয়া দ্রুত যুদ্ধার্থ সমাগত হইল; অনন্তর রাজা রেবত যখন হনূমানের মত শ্রীশৈল তনয়কে সবলে বাহুদ্বয়ে উৎপাটিত করিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলন করত গমনে উদ্যত হইলেন, তখনই গিরিগণ শস্ত্রাস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সমাগত হইল. তদ্দর্শনে রাজা রেবত স্বয়ং অশনিপাত শব্দের ন্যায় উচ্চ অট্টহাস্য করিলেন, সেই শব্দে সপ্তলোক ও পাতাল সহ ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিত হইল, তখনই সেই গিরিগণের কর হইতে আপনাআপনি শস্ত্রসমূহ বিস্রস্ত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। গিরিগণ শস্ত্রহীন হইয়াও মুহুর্মুহু ধ্বনি করিল, রেবত যখন পর্ব্বত লইয়া গমনোদ্যত হইলেন, তখন তাহারা পূর্ব্বকালে মহাবল হনূমানের পশ্চাদ্ ধাবিত হইয়া যেরূপ প্রহার করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহাকে পথিমধ্যে মুষ্টি ও জানু দ্বারা আঘাত করিল। রাজা রেবত তাহাদিগের দ্বারা তাড়িত হইয়াও করাগ্র হইতে পর্ব্বত ত্যাগ করিলেন না। ভক্তবৎসল ভগবান্ আমার মুখে শৈলগণের নৃপোপরি উৎপতনের বার্ত্তা বিদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভক্তের সাহায্যার্থ আকাশপথে সমাগত হইলেন এবং রেবতকে স্বকীয় পরমতেজ প্রদানপূর্ব্বক 'ভয় নাই' বলিয়া অভয়দান করত সত্বর অন্তর্দ্ধান করিলেন। ২৩—৩০। ভগবান্ হরি চলিয়া গেলে তদীয় তেজে উদ্দৃপ্ত অতি বলশালী রাজা একহাতে শৈল ধারণ করিয়া বজ্রঘাতী দেবরাজের ন্যায় সুমেরুকে সত্বর তাড়িত করিলেন। তাঁহার মুষ্টিপ্রহারে সুমেরু মোহাপন্ন হইলেন, যুদ্ধদুর্ম্মদ রেবত বাহুবেগে হিমালয়কে মহীতলে পাতিত করিয়া পদদ্বয়দ্বারা বিন্ধ্যাদি অন্যান্য অদ্রিগণকে মর্দ্দিত করিলেন। বিন্ধ্যাদি পর্ব্বত সকল তদীয় পদাঘাতে মর্দ্দিত ভয়ভীত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক দশদিকে পলায়ন করিল। শৈলসদৃশ রাজা রেবত এই প্রকারে শৈলসমূহকে জয় করিয়া জয়ধ্বনি সহকারে সেই শ্রীশৈলতনয়কে আনর্ত্তে আনিয়া পাতিত করিলেন। হে রাজন্! রেবতের নামে উক্ত শ্রীশৈল অচল রৈবতক নামে আখ্যাত হইল। পর্ব্বত প্রধান হরিভক্ত রৈবতক দ্বারকায় বিরাজ করিতেছে, তাহার দর্শনমাত্রে ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনষ্ট হয়; তাহার স্পর্শে মানব শত শত যজ্ঞফল লাভ

যাত্রাং কৃত্বা চ যস্তাপি পরিক্রম্য নতাননঃ।
ভোজনং ব্রাহ্মণে দত্ত্বা যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীদ্বারকাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে রত্নাকররৈবতকাচলমাহাত্ম্যং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ

তস্মিন্ গিরৌ যজ্ঞতীর্থং রেবতেন কৃতং পুরা।
যত্র কৃত্বা যজ্ঞমেকং কোটিযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ১
কপিটঙ্কং নাম তীর্থং কপিপাতসমুদ্ভবম্।
গিরৌ রৈবতকে রাজন্ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২
ভৌমাসুরসখো দুষ্টো দ্বিবিদো নাম বানরঃ।
মারিতো যত্র রামেণ মুষ্টিনা বজ্রপাতিনা ॥ ৩
সদ্যো মুক্তিং গতঃ সোঽপি সতাং হেলনবানপি
তত্র স্নাতুং সদা দেবা আগচ্ছন্তি নরেশ্বর ॥ ৪
কলবিঙ্কস্য যাত্রায়াং কোটিগোদানজং ফলম্।
এতচ্চ দ্বিগুণং পুণ্যং দণ্ডকাখ্যে বনে শুভে ॥ ৫
তস্মাচ্চতুর্গুণং পুণ্যং সৈন্ধবাখ্যে মহাবনে।
জম্বুমার্গে পঞ্চগুণং পুণ্যং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৬
তস্মাদ্দশগুণং পুণ্যং পুষ্করাখ্যে বনে স্মৃতম্।
তস্মাদ্দশগুণং পুণ্যমুৎপলাবর্ত্তযাত্রয়া ॥ ৭
তস্মাচ্চ নৈমিষারণ্যে পুণ্যং দশগুণং স্মৃতম্।
তস্মাচ্ছতগুণং পুণ্যং কপিটঙ্কে বিদেহরাট্ ॥ ৮
নৃগকূপং দ্বারকায়াং তীর্থানাং তীর্থমুত্তমম্।
যস্য দর্শনমাত্রেণ বিপ্রবধ্যাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৯
অজ্ঞানাদ্ব্রাহ্মণস্যাপি গাং দদৌ ব্রাহ্মণায় সঃ।
তেন পাপেন কূপে বৈ কৃকলাসবপুর্দ্ধরঃ ॥ ১০
নৃগোঽপি দানিনাং শ্রেষ্ঠঃ পতিতোঽথ চতুর্যুগম্
শ্রীকৃষ্ণেন তদুদ্ধারঃ কৃতো বৈ পশ্যতাং সতাম্ ॥
তদ্দিনান্নৃগকূপং তু তীর্থীভূতং মহীপতে।

করে। যে মানব রৈবতক যাত্রা করিয়া নত-বদনে পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করে ও ব্রাহ্মণ-ভোজন করায় তাহার বিষ্ণুর পরমপদ লাভ হয়। ৩১—৩৮।

দ্বারকাখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—পূর্ব্বে সেই পর্ব্বতে রেবত কর্ত্তৃক যজ্ঞ কৃত হইয়াছিল, তথায় একটীমাত্র যজ্ঞকারী নর কোটিযজ্ঞের ফল লাভ করে। হে রাজন্! রৈবতক পর্ব্বতে কপি নিপাতিত হওয়ায় কপিটঙ্ক নামে সর্ব্বপাপ প্রণাশন এক তীর্থ সমুদ্ভূত হয়। এই স্থলে ভৌমাসুরের সখা দুষ্ট দ্বিবিদ নামক কপিকে বজ্রপাত সদৃশ মুষ্টিদ্বারা বলরাম বিনাশ করেন। দ্বিবিদ সাধুদিগের অবজ্ঞা করিত, কিন্তু সে সদ্য মুক্তিলাভ করিল। হে নরেশ্বর! কপিটঙ্ক তীর্থে দেবগণ স্নানার্থ সর্ব্বদা আগমন করিয়া থাকেন। কলবিঙ্ক যাত্রায় কোটি গোদানজ পুণ্য হয়, শুভ দণ্ডক নামক বনের যাত্রায় তাহার দ্বিগুণ পুণ্য, সৈন্ধব নামক মহাবন যাত্রায় তাহার চতুর্গুণ এবং জম্বুমার্গে মানব তাহার পঞ্চগুণ পুণ্য পাইয়া থাকে। পুষ্কর নামক বনে তাহার দশগুণ পুণ্য হয়, উৎপলাবর্ত্ত যাত্রায় তাহার দশগুণ পুণ্য হয়, তাহা হইতেও দশগুণ পুণ্য নৈমিষারণ্যে কথিত হয়। আর হে বিদেহ রাজ! কপিটঙ্কে তাহার শতগুণ পুণ্য হইয়া থাকে। ১—৮। দ্বারকায় নৃগকূপ তীর্থ সর্ব্বতীর্থোত্তম, তাহার দর্শনমাত্রে বিপ্রবধ পাপ বিদূরিত হয়। নৃগনৃপ না জানিয়া এক দ্বিজের গো অন্য দ্বিজকে দিয়াছিলেন, সেই পাপে তিনি কৃকলাসের কায়প্রাপ্ত হইয়া কূপে পতিত হন; দাতাদিগের শ্রেষ্ঠ নৃগ চারিযুগ কূপে পতিত ছিলেন, তারপর কৃষ্ণ সজ্জনগণের সমক্ষে তাঁহার উদ্ধার করেন। হে মহীপাল! সেইদিন হইতে নৃগকূপ তীর্থে পরিণত হয়;

কার্ত্তিকে পূর্ণিমায়াং তু তস্মিন্ স্নানং সমাচরেৎ
কোটিজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
একং যত্রাপি গোদানং করোতি বিধিবন্নরঃ॥ ১৩
কোটিগোদানজং পুণ্যং লভতে বৈ ন সংশয়ঃ।
গোপীভূমেশ্চ মাহাত্ম্যং শৃণু পাপহরং পরম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ কর্ম্মবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১৪
গোপীনাং যত্র বাসোঽভূত্তেন গোপীভুবঃ স্মৃতাঃ
গোপ্যঙ্গরাগসম্ভূতং গোপীচন্দনমুত্তমম্।
গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ॥ ১৫
মহানদীনাং স্নানস্য পুণ্যং তস্য দিনে দিনে।
গোপীচন্দনমুদ্রাভির্মুদ্রিতো যঃ সদা ভবেৎ॥ ১৬
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ।
সর্ব্বাণি তীর্থদানানি ব্রতানি চ তথৈব চ॥
কৃতানি তেন নিত্যং বৈ স কৃতার্থো ন সংশয়ঃ।
গঙ্গামৃদ্দ্বিগুণং পুণ্যং চিত্রকূটরজঃ স্মৃতম্।
তস্মাদ্দশগুণং পুণ্যং রজঃ পঞ্চবটীভবম্॥ ১৯
তস্মাচ্ছতগুণং পুণ্যং গোপীচন্দনকং রজঃ।
গোপীচন্দনকং বিদ্ধি বৃন্দাবনরজঃসমম্॥ ২০
গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো যদি পাপশতৈর্যুতঃ।
তং নেতুং ন যমঃ শক্তো যমদূতঃ কুতঃ পুনঃ॥ ২১
নিত্যং করোতি যঃ পাপী গোপীচন্দনধারণম্।
স প্রয়াতি হরের্ধাম গোলোকং প্রকৃতেঃ পরম্॥
সিন্ধুদেশস্য রাজাভূদ্দীর্ঘবাহুরিতি শ্রুতঃ।
অন্যায়বর্ত্তী দুষ্টাত্মা বেশ্যাসঙ্গরতঃ সদা॥ ২৩
তেন বৈ ভারতে বর্ষে ব্রহ্মহত্যাশতং কৃতম্।
দশ গর্ভবতীহত্যাঃ কৃতাস্তেন দুরাত্মনা॥ ২৪
মৃগয়ায়াং তু বাণৌঘৈঃ কপিলাগোবধঃ কৃতঃ।
সৈন্ধবং হয়মারুহ্য মৃগয়ার্থী গতোঽভবৎ॥ ২৫
একদা রাজ্যলোভেন মন্ত্রী ক্রুদ্ধো মহাখলম্।
জঘানারণ্যদেশে তং তীক্ষ্ণধারেণ চাসিনা॥ ২৬
ভূতলে পতিতং মৃত্যুগতং বীক্ষ্য যমানুগাঃ।
বদ্ধা যমপুরীং নিন্যুর্হর্ষয়ন্তঃ পরস্পরম্॥ ২৭
সম্মুখেঽবস্থিতং বীক্ষ্য পাপিনং যমরাট্ বলী।
চিত্রগুপ্তং প্রাহ তূর্ণং কা যোগ্যা যাতনাস্য বৈ॥

যে ব্যক্তি কার্ত্তিক পূর্ণিমায় নৃগকূপে স্নান করে, সে কোটিজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়; যে সংশয় নাই। যে নর তথায় বিধিপূর্ব্বক একটীও গো দান করে, তাহার নিঃসংশয় কোটি গোদান পুণ্য লাভ হয়। হে রাজন্! পাপ-হর গোপীভূমির মাহাত্ম্য শ্রবণ কর, উহার শ্রবণমাত্রে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি হয়। যে স্থানে গোপীগণের আবাস হইয়াছিল, তাহা গোপীভূ নামে অভিহিত, তথায় গোপীগণের অঙ্গরাগ-সম্ভূত উত্তম গোপীচন্দন উৎপন্ন হয়, ঐ গোপীচন্দনে অঙ্গ লেপন করিলে গঙ্গাস্নানের ফললাভ হইয়া থাকে; আর দিনে দিনে তাহার মহানদী স্নানের পুণ্য হয়। গোপীচন্দন মুদ্রা দ্বারা সর্ব্বদা যে মানব দেহ অঙ্কিত করে তাহার সহস্র অশ্বমেধ, শত রাজসূয়, সর্ব্বতীর্থ, ও দান ব্রত সমস্ত ক্রিয়াই নিত্য কৃত হয় এবং সে কৃতার্থ হইয়া থাকে; সংশয় নাই। ৯—১৮। গঙ্গামৃত্তিকার দ্বিগুণ পুণ্য চিত্রকূট পর্ব্বত মৃত্তিকায় কথিত হয়; তাহার দশগুণ পুণ্য পঞ্চবটীজাত মৃত্তিকায় অভিহিত হইয়া থাকে; আর গোপীচন্দন রজ তাহার শতগুণে পবিত্র। গোপীচন্দনকে বৃন্দাবন রজের তুল্য জানিবে। গোপীচন্দন লিপ্ত দেহ শতপাপযুক্ত হইলেও যম তাহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে, যমদূতের আর কথা কি? যে পাপী নিত্য গোপীচন্দন ধারণ করে, সে প্রকৃতির অতীত গোলোকধামে গমন করিয়া থাকে। সিন্ধুদেশের দীর্ঘবাহু নামে বিখ্যাত এক রাজা ছিল, পাপপথগামী সর্ব্বদা বেশ্যাসক্ত-রত দুষ্টাত্মা দীর্ঘবাহু ভারতবর্ষে শত ব্রহ্মহত্যা করে, ঐ দুরাত্মা দশটী গর্ভবতীরও হত্যা করিয়াছিল। দীর্ঘবাহু এক সময়ে সিন্ধুঘোটকে আরোহণ করিয়া মৃগয়ায় বহির্গত হয় এবং সেই মৃগয়ায় শরনিকরদ্বারা কপিলা গো বধ করে। একদা ক্রুদ্ধ মন্ত্রী রাজ্যলোভে সেই মহাখলকে শাণিত অসি দ্বারা অরণ্য প্রদেশে নিহত করে; যমদূতগণ তাহাকে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত ও ভূপতিত দেখিয়া বন্ধনপূর্ব্বক পরস্পর হর্ষ সহকারে যমপুরে লইয়া যায়। বলী যমরাজ সেই পাপীকে সম্মুখাগত দেখিয়া সত্বর চিত্র-

চিত্রগুপ্ত উবাচ।
চতুরশীতিলক্ষেষু নরকেষু নিপাত্যতাম্।
নিঃসন্দেহং মহারাজ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ২৯
অনেন ভারতে বর্ষে ক্ষণং ন সুকৃতং কৃতম্।
দশগর্ভবতীঘাতঃ কপিলাগোবধঃ কৃতঃ ॥ ৩০
প্রজাপীড়া বহু কৃতা বেশ্যাসঙ্গঃ কৃতোঽনিশম্।
অনেন ধনলোভেন ব্রহ্মহত্যাশতং কৃতম্ ॥ ৩১
তথা বনমৃগাণাং চ কৃতা হত্যাঃ সহস্রশঃ।
তস্মাদয়ং মহাপাপী দেবতাদ্বিজনিন্দকঃ ॥ ৩২
নারদ উবাচ।
তদা যমাজ্ঞয়া দূতা নীত্বা তং পাপরূপিণম্।
সহস্রযোজনায়ামে তপ্ততৈলমহাখলে ॥ ৩৩
স্ফুরদত্যুজ্জ্বলৎফেনে কুম্ভীপাকে হ্যপাতয়ন্।
প্রলয়াগ্নিসমো বহ্নিঃ সদ্যঃ শীতলতাং গতঃ ॥৩৪
বৈদেহ তন্নিপতনাৎ প্রহ্লাদক্ষেপণাদ্যথা।
তদৈব চিত্রমাচখ্যুর্যমদূতা মহাত্মনে ॥ ৩৫
অনেন সুকৃতং ভূমৌ ক্ষণবন্ন কৃতং ক্বচিৎ।
চিত্রগুপ্তেন সততং ধর্মরাজো ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ৩৬
সভায়ামাগতং ব্যাসং সম্পূজ্য বিধিবন্নৃপ।
নত্বা পপ্রচ্ছ ধর্মাত্মা ধর্মরাজো মহামতিঃ ॥ ৩৭
যম উবাচ।
অনেন পাপিনা পূর্ব্বং ন কৃতং সুকৃতং ক্বচিৎ।
স্ফুরদত্যুজ্জ্বলৎফেনে কুম্ভীপাকে মহাখলে ॥ ৩৮
অস্য ক্ষেপণতো বহ্নিঃ সদ্যঃ শীতলতাং গতঃ।
ইতি সন্দেহতশ্চেতঃ খিদ্যতে মে ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯
শ্রীব্যাস উবাচ।
সূক্ষ্মা গতির্মহারাজ বিদিতা পাপপুণ্যয়োঃ।
অথ ব্রহ্মগতিঃ প্রোক্তৈঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিদাং বরৈঃ ॥৪০
দৈবযোগাদস্য পুণ্যং প্রাপ্তং বৈ স্বয়মর্থবৎ।
যেন পুণ্যেন শুদ্ধোঽসৌ তচ্ছৃণু ত্বং মহামতে ॥৪১
কস্যাপি হস্ততো যত্র পতিতা দ্বারকামৃদঃ।
তত্রৈবায়ং মৃতঃ পাপী শুদ্ধোঽভূত্তৎপ্রভাবতঃ ॥
গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো নরো নারায়ণো ভবেৎ।

গুপ্তকে কহিলেন—ইহার কিরূপ যাতনা যোগ্য হইবে? ১৯—২৮। চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—হে মহারাজ! নিঃসন্দেহ হইয়া চন্দ্র-সূর্য্যের স্থিতি-কাল পর্য্যন্ত ইহাকে চতুরশীতি লক্ষ নরকে নিপাতিত করুন। এই ব্যক্তি ভারতে অণু-মাত্র পুণ্যও করে নাই, পরন্তু দশটী গর্ভবতী হত্যা ও কপিলা গো বধ করিয়াছে, বহুপ্রকারে প্রজাপীড়ন ও অহর্নিশ বেশ্যাসঙ্গ করিয়াছে; ধনলোভে এ ব্যক্তি শত ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে; আর সহস্র সহস্র আরণ্য মৃগ মারিয়াছে; এ দেবতা ও দ্বিজনিন্দক, অতএব মহাপাপী। নারদ বলিলেন,—দূতগণ তখন যমাজ্ঞায় সেই পাপরূপী দীর্ঘ-বাহুকে লইয়া গিয়া কুম্ভীপাক নরকে সহস্র-যোজন দীর্ঘ উজ্জ্বল অনল শিখা-তুল্য ফেন-সমন্বিত তপ্ত তৈলপাত্রে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু হে বিদেহরাজ! প্রহ্লাদকে পাবক মধ্যে পাতিত করিলে যেরূপ অনল শীতল হইয়াছিল, তদ্রূপ সেই প্রলয়াগ্নি তুল্য অনল সদ্য শীতল হইয়া গেল। তখনই যম-দূতগণ মহাত্মা যমকে এই বিস্ময়কর ব্যাপার নিবেদন করিল;—ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তের সহিত অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন,—এই ব্যক্তি ভূতলে কখনও অণুমাত্রও পুণ্য করে নাই! হে নৃপ! তখন যমরাজসভায় ব্যাস সমাগত হইলেন, ধর্ম্মাত্মা মহামতি যমরাজ তাঁহাকে যথাবিধি পূজা ও প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন। যম বলিলেন—এই পাপী পূর্ব্বে কোন পুণ্য করে নাই, কিন্তু প্রদীপ্ত উচ্ছলিত ফেনযুক্ত কুম্ভীপাক নরকের সুবিস্তৃত তৈলপাত্রে ইহাকে নিক্ষেপ করামাত্রে অনল তুল্য তৈল সদ্য শীতল হইয়া গেল, এই সন্দেহে আমার চিত্ত চঞ্চল হই-য়াছে, সংশয় নাই। ২৯—৩৯। ব্যাস বলিলেন, —হে মহারাজ! সর্ব্ব-শাস্ত্রবিৎপ্রবর পণ্ডিতগণ পাপ-পুণ্যের গতি, পরন্তু ব্রহ্মগতি সূক্ষ্ম বলিয়া বিদিত হন, দৈবযোগে ইহার পুণ্য স্বয়ং আগত দ্রব্যের মত নিজে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। হে মহামতে! যে পুণ্যে এই ব্যক্তি পবিত্র হইয়াছে, তাহা তুমি শ্রবণ কর। এ ব্যক্তি যেখানে মরিয়াছিল, সেই স্থানে কোন লোকের হস্ত হইতে দ্বারকা-মৃত্তিকা পতিত হয়, তাহারই প্রভাবে এই

এতস্য দর্শনাৎ সদ্যো ব্রহ্মহত্যা প্রমুচ্যতে। ৪৩

নারদ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা ধর্ম্মরাজস্তমানীয় বিশেষতঃ।
বিমানে কামগে স্থাপ্য বৈকুণ্ঠং প্রকৃতেঃ পরম্।
প্রেষয়ামাস সহসা গোপীচন্দনকীর্ত্তিবিৎ।
এবং তে কথিতং রাজন্ গোপীচন্দনকং যশঃ।
গোপীচন্দনমাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি নরোত্তমঃ।
স যাতি পরমং ধাম শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ। ৪৬

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীদ্বারকাখণ্ডে কপিটঙ্কনৃগকূপগোপীভূমিমাহাত্ম্যং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ। ১৫।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

সিদ্ধাশ্রমস্য মাহাত্ম্যং শৃণু রাজন্মহামতে।
যস্য স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ১
যৎস্পর্শনাদ্ধরেঃ সাক্ষাৎ বিয়োগো ভবেৎ ক্বচিৎ

পাপী পবিত্র হইয়াছে। গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গ নর নারায়ণ হন, ইহার দর্শনে সদ্য ব্রহ্মহত্যা পাপ বিদূরিত হয়। নারদ বলিলেন,—গোপীচন্দন-মাহাত্ম্যবিৎ ধর্ম্মরাজ ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিশেষভাবে আনয়ন করত কামগ বিমানে স্থাপনপূর্ব্বক প্রকৃতির অতীত বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্! এই তোমার নিকট গোপীচন্দনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, যে নরোত্তম গোপীচন্দনের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরমধামে গমন করিয়া থাকে। ৪০—৪৬।

দ্বারকাখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫

ষোড়শ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ নৃপ! সিদ্ধাশ্রমের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর, ইহার স্মরণ-মাত্রে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। যাহার দর্শনে

তং চ সিদ্ধাশ্রমং নাম বদন্তীহ পুরাবিদঃ। ২
দর্শনাদস্য সালোক্যং সামীপ্যং স্পর্শনাত্তথা।
সারূপ্যং স্নানতো যাতি সাযুজ্যং তন্নিবাসতঃ। ৩
তত্তীর্থস্যাপি মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা চন্দ্রাননামুখাৎ।
রাধা স্নাতুং মনশ্চক্রে কৃষ্ণবিক্ষেপবিহ্বলা। ৪
শ্রীসিদ্ধাশ্রমযাত্রায়াং সূর্য্যপর্ব্বণি মাধবে।
রাধা গন্তুং মনশ্চক্র উত্থায় কদলীবনাৎ। ৫
গোপীনাং শতযূথেন সর্ব্বগোপগণৈঃ সহ।
শতবর্ষে ব্যতীতে তু শ্রীদাম্নঃ শাপকারণাৎ। ৬
শ্রীরাধা শিবিকারূঢ়া ছত্রচামরবীজিতা।
আনর্ত্তেষু মহাতীর্থং যযৌ সিদ্ধাশ্রমং সতী। ৭
তত্রৈব ভগবান্ সাক্ষাদ্‌যাদবৈঃ পরিমণ্ডিতঃ।
স্ত্রীণাং ষোড়শসাহস্রৈর্যাত্রার্থং চাযযৌ নৃপ। ৮
বলিষ্ঠা যে চ গোপালাঃ কোটিশঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
সিদ্ধাশ্রমং তে জুগুপুঃ সর্ব্বতো রাধিকাজ্ঞয়া। ৯
শতযূথাস্তথা গোপ্যো বেত্রহস্তা মহাবলাঃ।
সিদ্ধাশ্রমে চ বিধিবৎ স্নান্তীং রাধাং সিষেবিরে।

কখনও সাক্ষাৎ হরি হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয় না, পুরাবিদ্‌গণ তাহাকে দ্বারকার সিদ্ধাশ্রম বলেন। ইহার দর্শনে সালোক্য, স্পর্শনে সামীপ্য, স্নানে সারূপ্য আর তথায় নিবাসে হরিসাযুজ্য হয়। কৃষ্ণবিয়োগ-বিহ্বলা রাধা চন্দ্রাননার বদন হইতে সেই সিদ্ধাশ্রম তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তথায় স্নানার্থ মনোরথ করেন। তিনি শত গোপীযূথ, ও সর্ব্ব গোপ-গণ সহ কদলী বন হইতে উঠিয়া আসিয়া বৈশাখের সূর্য্যগ্রহণে সিদ্ধাশ্রম যাত্রায় অভিলাষ করেন, তখন শ্রীদামশাপের শত বৎসর অতীত হইয়াছে। সতী রাধা শিবিকারূঢ়া, ছত্র শোভিতা ও চামর বীজিতা হইয়া আনর্ত্তের সেই মহা-তীর্থ সিদ্ধাশ্রমে উপনীত হন, হে নৃপ! তখনই যাদবগণ পরিবেষ্টিত সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র পত্নীর সহিত যাত্রার্থ আগমন করেন। রাধার আজ্ঞায় কোটি কোটি বলিষ্ঠ গোপাল শস্ত্র ধারণ করিয়া সিদ্ধাশ্রমের সর্ব্ব-দিক্ রক্ষা করিতেছিলেন; আর গোপীগণের মহাবলশালী শত শত যূথ করে বেত্র লইয়া

দ্বারকাবাসিনাং তেষাং স্থিতানাং স্নানমিচ্ছতাম্
শস্ত্রবেত্রৈস্তাড়িতানাং বিবিশুর্ভগবৎস্ত্রিয়ঃ ॥ ১১
কেয়ং স্নাতীতি পপ্রচ্ছুর্দৃষ্ট্বা বৈভবমদ্ভুতম্।
যদ্গৌরবাত্ত্রসন্তীহ সর্ব্বে যাদবপুঙ্গবাঃ ॥ ১২
অহো কস্য প্রিয়া চেয়ং কা নাম কুত্র বাসিনী।
ত্বং সর্ব্বজ্ঞো হি ভগবন্ বদ নো দেবকীসুত ॥
শ্রীভগবানুবাচ।
বৃষভানুসুতা সাক্ষাদ্রাধেয়ং কীর্ত্তিনন্দিনী।
ব্রজেশ্বরী মদ্দয়িতা গোপিকাধীশ্বরী বরা ॥ ১৪
স্নাতুং সিদ্ধাশ্রমং প্রাপ্তা ব্রজাদ্গোপীগণৈঃ সহ।
যদ্গৌরবাত্ত্রসন্ত্যেতে তস্যা বৈভবমদ্ভুতম্ ॥ ১৫
শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা সত্যভামাথ মানিনী।
শনৈঃ প্রাহ সপত্নীনাং রূপযৌবনগর্ব্বিতা ॥ ১৬
কিং নু রাধা রূপবতী নাহং রূপবতী কিমু।
বহুভির্যাচিতা পূর্ব্বং রূপৌদার্য্যগুণার্চ্চিতা ॥ ১৭
মদ্রূপকারণাৎ সখ্যঃ শতধন্বা মৃতোঽভবৎ।
অক্রূরঃ কৃতবর্ম্মা চ পুরা তৌ দ্বৌ পলায়িতৌ ॥
দিনে দিনে স্বর্ণভারানষ্টৌ স সৃজতি স্বতঃ।
দুর্ভিক্ষমার্য্যরিষ্টানি সর্পাধিব্যাধয়োঽশুভাঃ ॥ ১৯
ন সন্তি মায়িনস্তত্র যত্রাস্তেঽভ্যর্চ্চিতো মণিঃ।
মৎপিত্রা পারিবর্হেঽপি দত্তঃ সাক্ষাৎ স্যমন্তকঃ॥২০
তেন জাতং মদ্গৃহেঽপি সর্ব্বং বৈভবমদ্ভুতম্।
প্রেম্ণা পরেণ কৃষ্ণেন গরুড়োপরিগামিনী ॥ ২১
ভৌমাসুরমহাযুদ্ধং দৃষ্টং প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরম্।
মমাপি কৃপয়া যূয়ং তৎপুরাচ্চ সমাগতাঃ ॥ ২২
প্রাপ্তাঃ শ্রীকৃষ্ণপত্নীত্বং সমা এব ন সংশয়ঃ।
মদ্গৌরবাচ্চ শক্রায় ছত্রং দত্তমনেন বৈ ॥ ২৩
কুণ্ডলে দেবমাত্রে চ দত্তে বৈ মৎপ্রিয়েচ্ছয়া।
ঐরাবতভবা নাগা ভৌমাসুরসমৃদ্ধয়ঃ ॥ ২৪
মদিচ্ছয়া সমানীতাঃ শ্রীকৃষ্ণেন মহাত্মনা।
মৎকারণান্মহাবৈরং শক্রেঽপি কৃতবান্ হরিঃ ॥২৫

সিদ্ধাশ্রমে যথাবিধি স্নানার্থিনী রাধিকার সেবা করিতেছিল। তথায় স্নানার্থ অবস্থিত দ্বারকাবাসিগণকে তাহারা শস্ত্র ও বেত্র দ্বারা বিতাড়িত করিলে ভগবানের স্ত্রীগণ তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।১—১১। স্ত্রীগণ বলিলেন—যাঁহার গৌরবে অখিল যাদবগণ ত্রাসান্বিত হইতেছেন এই অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যশালিনী স্নানার্থিনী কে? অহো! ইনি কাহার প্রিয়া, ইহাঁর নাম কি, ইনি কোথায় বাস করেন? হে দেবকীনন্দন! তুমি সর্ব্বজ্ঞ ভগবান, অতএব আমাদিগকে বল। ভগবান্ বলিলেন,—ইনি কীর্ত্তিনন্দিনী সাক্ষাৎ বৃষভানুসুতা রাধা ব্রজেশ্বরী গোপীগণের অধীশ্বরী আমার পরম প্রিয়দয়িতা; ইনি ব্রজ হইতে গোপীগণ সহ সিদ্ধাশ্রমে স্নানার্থ সমাগতা হইয়াছেন, তাই তাঁহার অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য-গৌরবে এই সকল লোক ত্রাসান্বিত হইতেছে। অনন্তর কৃষ্ণবাক্য শুনিয়া সপত্নী-স্বভাবসিদ্ধ রূপযৌবনাভিমানিনী মানিনী সত্যভামা ধীরে ধীরে বলিলেন,—রাধা রূপবতী, আর আমি কি রূপবতী নহি, হে সখীগণ! রূপ ও উদারগুণগৌরবান্বিতা আমাকে পূর্ব্বে বহু ব্যক্তি প্রার্থনা করিয়াছে, আমার রূপের জন্য শতধন্বা মরিয়াছে, অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা উভয়ে পলায়ন করিয়াছে; যে মণি প্রতিদিন স্বতই অষ্টভার সুবর্ণ প্রসব করে, যে মণি গৃহে অবস্থিত ও অর্চ্চিত হইলে দুর্ভিক্ষ মারীভয় সর্পভয় আধি ব্যাধি প্রভৃতি অশুভ অরিষ্ট বিনষ্ট ও মায়াপ্রভাব বিদূরিত হয়, আমার পিতা সেই সাক্ষাৎ স্যমন্তক যৌতুক দিয়াছেন।১২—২০। সেই মণিপ্রভাবে আমার গৃহ অদ্ভুত বৈভবে পূর্ণ ও তাহারই প্রভাবে আমি কৃষ্ণের সহিত গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে নরকাসুরের মহাসমর দর্শন করিয়াছি। আমারই কৃপায় তোমরা নরকপুর হইতে আসিয়াছ, আমার প্রিয় কৃষ্ণের অনুরূপা পত্নী হইয়াছ, সংশয় নাই! আমারই গৌরবে নরকাসুর হইতে ইন্দ্রের রাজচ্ছত্র প্রাপ্তি হইয়াছে, আমার প্রিয় কৃষ্ণের ইচ্ছায় দেবমাতাকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদত্ত হইয়াছে। নরকের ঐরাবত-বংশসম্ভূত হস্তিসমৃদ্ধি আমারই ইচ্ছায় মহাত্মা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছে, আমারই কারণে হরি শক্রের সহিত মহা

মদ্দ্বারে বর্ত্ততে নিত্যং বৃক্ষেন্দ্রঃ পারিজাতকঃ।
পাতিব্রত্যেনৈব ময়া শ্রীকৃষ্ণোঽয়ং বশীকৃতঃ॥ ২৬
সর্ব্বোপস্করসংযুক্তো নারদায় সমর্পিতঃ।
মৎসমানং ন কস্যাস্ত গৌরবং বৈভবং তথা॥ ২৭
রূপৌদার্য্যং ন কস্যাস্ত রাধায়াঃ কিমু বর্ণনম্।
যদ্রূপোপরি চৈদ্যাদ্যা অনেন যুযুধুর্যুধি॥ ২৮
হে সুভ্রু রুক্মিণী সা ত্বং কথং রূপবতী নহি।
সা গোপকন্যকা সখ্যো যূয়ং বৈ রাজকন্যকাঃ।
ধন্যা মান্যাশ্চ সর্ব্বা বৈ যূয়ং মানবতীবরাঃ॥ ২৯
এবং তু সত্যভামায়াং বদন্ত্যাং মৈথিলেশ্বর।
ভূত্বা মানযুতাঃ সর্ব্বা রুক্মিণ্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো বরাঃ॥
কুলকৌশলশীলার্থরূপযৌবনগর্ব্বিতাঃ।
শ্রীকৃষ্ণং মানদং প্রাহুরষ্টৌ পট্টমহাস্ত্রিয়ঃ॥ ৩১

রাজ্ঞ্য উচুঃ।

শ্রুতং তব মুখাৎ পূর্ব্বং রাধারূপং পরং স্মৃতম্।
যস্যাং রক্তঃ সদা ত্বং বৈ ত্বয়ি রক্তা চ যা সদা॥
তাং রাধাং দ্রষ্টুমিচ্ছামস্ত্বৎপ্রিয়াং ব্রজবাসিনীম্
ত্বদ্বিয়োগেন সংখিন্নাং স্নাতুং চাত্র সমাগতাম্॥

নারদ উবাচ

তথাস্তু চোক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ পট্টস্ত্রীপরিবেষ্টিতঃ।
ষোড়শস্ত্রীসহস্রাঢ্যো দ্রষ্টুং রাধাং জগাম হ॥৩৪
শ্রীহেমশিবিরে রম্যে পতাকাধ্বজমণ্ডিতে।
চন্দ্রমণ্ডলশোভাঢ্যবিতানতনিতে শুভে॥ ৩৫
মুক্তাজবনিকা যত্র বস্ত্রৈরাস্তরণং শুভম্।
মালতীমকরন্দাঢ্যং সর্ব্বতোগন্ধিসঙ্কুলম্॥ ৩৬
তেন ভৃঙ্গাবলী চক্রে কলং কোলাহলং পরম্।
তত্র রাধা পট্টরাজ্ঞী শ্রীকৃষ্ণহৃতমানসা॥ ৩৭
হংসাভৈর্ব্যজনৈর্দিব্যৈর্বীজ্যমানা সখীজনৈঃ।
ছত্রদোলাধরৈস্তত্র ব্রজন্তীস্তামিতস্ততঃ॥ ৩৮
বালার্ককুণ্ডলধরা বিদ্যুদ্দামমনোহরা।
কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশা তন্বী কোমলবিগ্রহা॥ ৩৯
অঙ্গুল্যগ্রৈঃ শোভনৈঃ স্বৈঃ পুষ্পভূমিং মনোহরাম্
শনৈঃ শনৈঃ পাদপদ্মং ধারয়ন্ত্যতিকোমলম্॥৪০

শক্রতা করিয়াছেন, আমারই দ্বারে সর্ব্বদা তরুরাজ পারিজাত বিদ্যমান, আমিই পাতিব্রত্যে এই কৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছি, আমিই দেবর্ষি নারদকে আমার সমগ্র গৃহোপকরণ সহিত কৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছি, আমার সমান গৌরব বা বৈভব কিংবা রূপ ও ঔদার্য্য কাহারও নাই। রাধার বিষয় আর কি বর্ণিত হইতে পারে? যাঁহার রূপের জন্য শিশুপালাদি নৃপতিরা কৃষ্ণের সহিত রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিল, হে সুভ্রু! সেই রুক্মিণী কি রূপবতী নহেন? হে সখীগণ! রাধা গোপকন্যা, আর তোমরা নৃপদুহিতা ধন্যা মান্যা এবং সকলেই উত্তমা মানময়ী। ২১—২৯। হে মৈথিলেশ্বর! সত্যভামা এইরূপ বলিতে থাকিলে রুক্মিণী আদি নারীগণ সকলেই মানবতী হইলেন, কুল কৌশল শীল ধন রূপ ও যৌবন-গর্ব্বিতা অষ্ট পট্টমহিষী মানদ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। রাজ্ঞীরা বলিলেন,—পূর্ব্বে আমরা আপনার মুখে শুনিয়াছি, রাধার অত্যন্ত রূপ, আপনি তাঁহাতে অনুরক্ত ও তিনিও সর্ব্বদা আপনাতে অনুরাগিণী; তিনি আপনার বিরহে খিন্না হইয়া এই স্থানে সমাগতা হইয়াছেন, আমরা আপনার সেই প্রিয় ব্রজবাসিনী রাধিকাকে দেখিতে ইচ্ছা করি। নারদ বলিলেন, 'তাহাই হউক' বলিয়া পট্টমহিষীগণ সমভিব্যাহারে ষোড়শ সহস্র পত্নীর সহিত রাধাকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিলেন। সুন্দর পতাকা ও ধ্বজশোভিত, চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ শোভাঢ্য, মনোজ্ঞ বিতান-সমন্বিত মুক্তার জবনিকা বিলম্বিত বস্ত্রের আস্তরণযুক্ত স্বর্ণ-শিবিকায় কৃষ্ণাকৃষ্টমনা পট্টরাজ্ঞী রাধা বসিয়াছিলেন, ঐ শিবিকা বিপুল মালতী মকরন্দে আমোদিত, উহার সুগন্ধে সর্ব্বদিক্ পরিব্যাপ্ত, তাহাতে অলিকুল পরম মনোহর কোলাহল তুলিয়াছে; সখীগণের মধ্যে অনেকে হংসতুল্য ধবল দিব্য ব্যজনে তাঁহাকে বীজন করিতেছেন, কেহ বা ছত্র ও দোলা ধরিয়া তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে চলিয়াছেন; তিনি বালদিবাকরদ্যুতি কুণ্ডলধারিণী সৌদামিনীসদৃশী সুন্দরী, কোটি শশধর সদৃশ প্রভাশালিনী তরুণী ও কোমল-দেহা; তাঁহার মনোজ্ঞ

দূরাত্তাং রাধিকাং প্রেক্ষ্য কৃষ্ণপত্ন্যঃ সহস্রশঃ।
অমূর্চ্ছাং মহারাজ তক্রূপেণাতিমোহিতাঃ ॥৪১
তত্তেজসা হতরুচঃ সূর্য্যাত্তারাগণা যথা।
গতরূপাভিমানাস্তা উচুঃ সর্ব্বাঃ পরস্পরম্ ॥ ৪২
অহো এতাদৃশং রূপং ত্রিলোক্যাং নহি চাদ্ভুতম্
শ্রুতং যথা তথা দৃষ্টমদ্বিতীয়ং মনোহরম্ ॥ ৪৩
এবং বদন্ত্যস্তাং প্রাপ্তাঃ শ্রীকৃষ্ণস্থ পুরঃসরাঃ।
গোপীনাং রাজপুত্রীণাং নেত্রাণি পরিরেভিরে ॥

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীদ্বারকাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে সিদ্ধাশ্রমমাহাত্ম্যে রাধারূপ-
দর্শনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা অতি কোমল চরণ-কমল ধীরে ধীরে মনোহর পুষ্পভূমিতে বিন্যস্ত করিতেছেন। হে মহারাজ! সহস্র সহস্র কৃষ্ণ-পত্নী দূর হইতে সেই রাধিকাকে দর্শন করিয়া তাঁহার রূপে অত্যন্ত মোহিত হইয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন, সূর্য্যোদয়ে তারকারাজির ন্যায় রাধা-তেজে তাঁহারা নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন। তাঁহা-দের রূপাভিমান দূর হইল, তাঁহারা সকলেই পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—অহো! ত্রিলোকে এরূপ অদ্ভুতরূপ আর নাই, আমরা যেমন শুনিয়া ছিলাম, সেই অদ্বিতীয় মনো-হররূপ দর্শন করিলাম। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রগামী রাজপুত্রীগণ এইরূপ বলিতে বলিতে রাধার সমীপে উপনীত হইলেন। তখন গোপী-গণের ও রাজপুত্রীগণের পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় হইল। ৩০—৪৪।

দ্বারকাখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণমাগতং বীক্ষ্য পট্টরাজ্ঞীসমন্বিতম্।
তদা জয়জয়ারাবং চক্রুর্গোপ্যোঽতিহর্ষিতাঃ ॥১
সহসা শ্রীহরিং রাধা পরিক্রম্য কৃতাঞ্জলিঃ।
পদ্মাভাভ্যাং তু নেত্রাভ্যামানন্দাশ্রূণি মুঞ্চতী ॥২
স্যমন্তকখচিৎপাদং চিন্তামণিখচিত্তটম্।
পদ্মরাগলসন্মধ্যং চন্দ্রমণ্ডলবর্ত্তুলম্ ॥ ৩
কৌস্তভৈঃ প্রখচিৎপৃষ্ঠং কুম্ভমণ্ডলমণ্ডিতম্।
পারিজাতকপুষ্পাঢ্যং পীযুষস্রাবিছত্রমৎ ॥ ৪
দত্ত্বা সিংহাসনং তস্মৈ প্রাহ প্রহসিতাননা।
অদ্য মে সফলং জন্ম চাদ্য মে সফলং তপঃ ॥ ৫
অদ্য মে সফলো ধর্ম্মো হরে ত্বয্যাগতে সতি।
ধন্যং সিদ্ধাশ্রমস্থানং সফলীভূতমদ্ভুতম্।
ময়াপি ন কৃতা ভক্তিস্তব ভক্তসহায়িনঃ ॥ ৬
বহবশ্চ সহায়াস্মে ত্বয়া দেব হতা ভুবি।

সপ্তদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—পট্টরাজ্ঞীর সহিত সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া, গোপীগণ তখন হৃষ্টা হইয়া জয় জয় রব করিতে লাগি-লেন, রাধা তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলি করে, কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া কমলকান্তি নয়ন-দ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন। সহাস্য-বদনা রাধা তাঁহাকে সিংহাসন দান করিলেন, উহার স্তম্ভ স্যমন্তক মণিখচিত, তট চিন্তমণি খচিত, মধ্যস্থল পদ্মরাগ-বিলসিত ও চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ বর্ত্তুল, পৃষ্ঠদেশ কৌস্তভশোভিত ও কুম্ভমণ্ডিত, এবং উহা সুধাস্রাবী পারিজাত কুসুমশোভিত ছত্ররাজিত। অতঃপর বলি-লেন,—আজ আমার জন্ম ও তপস্যা সফল। হে হরে! আপনার আগমনে আজ আমার ধর্ম্ম সফল। আজ আমার সিদ্ধাশ্রমের স্থান ধন্য হইল, আমার সমস্তই আজ আশ্চর্য্যরূপে সফলীভূত হইল। আপনি ভক্তজনের সহায়, কিন্তু আমি আপনার প্রতি তাদৃশী ভক্তি করি নাই; আপনি আমার সাহায্যে

কংসোঽপি লোকবিজয়ী যেন ভীতো বভূব হ ॥ ৭
স মারিতো মদ্বচনাচ্ছঙ্খচূড়স্বয়া হরে ।
মৎপ্রেম্নাপি ত্বয়া দেব বৈভবং দর্শিতং ব্রজে ॥ ৮
শক্রস্য মানভঙ্গোঽপি কৃতো দেব ত্বয়া বলাৎ ।
মৎকারণাদ্‌ব্রজং রক্ষন্ ধৃত্বা গোবর্দ্ধনাচলম্ ॥ ৯
যথেচ্ছালিঙ্গিতো রাসে গোপীভিস্ত্বং বশীকৃতঃ ।
ইদং তে চরিতং দেব নরলোকবিড়ম্বনম্ ॥ ১০

শ্রীনারদ উবাচ ।

এবং বদন্তী সা রাধা স্বয়ং চন্দ্রাননাজ্ঞয়া ।
সাদরেণ হরেঃ পত্নীর্বীক্ষ্য তা গৌরবং দদৌ ॥ ১১
ভৈষ্মীং জাম্ববতীং ভামাং সত্যাং ভদ্রাং চ লক্ষ্মণাম্ ।
কালিন্দীং মিত্রবিন্দাঞ্চ মিলিত্বা সা পরস্পরম্ ॥
ষোড়শ স্ত্রীসহস্রঞ্চ রোহিণীমুখমেব চ ।
প্রেমানন্দময়ী দোর্ভ্যাং পরিরেভে মুদান্বিতা ॥ ১৩

রাধোবাচ ।

চন্দ্রো যথৈকো বহবশ্চকোরাঃ
সূর্য্যো যথৈকো বহবো দৃশঃ স্যুঃ ।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো জগদ[illegible]একো
ভক্তা অপি[illegible] বহবো বয়[illegible] ॥
পদ্মপ্রভাবং মধুপো যথা হি [illegible]
রত্নপ্রভাবং কিল তৎপরীক্ষিৎ ।
বিদ্যাপ্রভাবং চ যথা হি বিদ্বান্
কাব্যপ্রভাবং চ যথা কবীন্দ্রঃ ॥ ১৫
যথা সহস্রেষু জনেষু সৎসু
রসপ্রভাবং রসিকস্তথাহি ।
জানাতি তত্ত্বেন নরেন্দ্র পুণ্যঃ
কৃষ্ণপ্রভাবং ভুবি কৃষ্ণভক্তঃ ॥ ১৬

নারদ উবাচ ।

রাধাবাক্যং তদা শ্রুত্বা রুক্মিণী ভীষ্মনন্দিনী ।
সপত্নীসহিতা প্রাহ রাধাং কমললোচনাম্ ॥ ১৭

রুক্মিণ্যুবাচ ।

ধন্যাসি রাধে বৃষভানুপুত্রি
ত্বদ্ভক্তিভাবেন বশীকৃতোঽয়ম্ ।
বদত্যলং যস্য কথাং ত্রিলোকী
স এব বার্ত্তাং বদতি ত্বদীয়াম্ ॥ ১৮

ভূতলে বহু দৈত্য বধ করিয়াছেন। আপনা হইতে লোকবিজয়ী কংসও ভীত হইয়াছিল; হে হরে! আমার বাক্যে আপনি শঙ্খচূড়কে বিনাশ করিয়াছেন, হে দেব! আমার প্রতি প্রেমবশতঃ আপনা দ্বারা ব্রজে বহু বৈভব প্রদর্শিত হইয়াছে; হে দেব! আপনি স্বীয়বলে দেবরাজের মানভঙ্গ করিয়াছেন, আমারই কারণে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়া ব্রজ রক্ষা করিয়াছেন, গোপীগণ আপনাকে যথেচ্ছ আলিঙ্গন করিয়া রাসে আপনাকে বশীভূত করিয়াছে; হে দেব! আপনার এই চরিত নরলোকের বিড়ম্বনমাত্র। ১—১০। নারদ বলিলেন,—রাধা এইরূপ বলিতে বলিতে চন্দ্রাননার ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ সাদরে হরির পত্নীগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতিও গৌরব প্রদর্শন করিলেন। মুদান্বিতা প্রেমানন্দময়ী রাধা রুক্মিণী, জাম্ববতী, সত্যভামা, সত্যা ভদ্রা, লক্ষ্মণা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা প্রমুখ ষোড়শ সহস্র নারী ও রোহিণীর সহিত প্রসন্নমনে মিলিত হইয়া পরস্পর বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। রাধা বলিলেন,—যেমন চন্দ্র এক, চকোর অনেক; দিবাকর এক, কিন্তু নয়ন অসংখ্য, তদ্রূপ ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র এক, কিন্তু আমরা ভক্তিমতী ভগিনী বহু; যদ্রূপ পদ্মের প্রভাব মধুকর বিদিত, মণিবিৎ যেমন মণিমাহাত্ম্য অবগত, বিদ্বান্ যেমন বিদ্যাবৈভব জানেন, কবিবর যেমন কাব্যকলায় কুশল, সহস্র জনের মধ্যে যেমন রসিক রসজ্ঞানে অভিজ্ঞ—হে নরেন্দ্র! তদ্রূপ ভূতলে কৃষ্ণভক্ত ব্যক্তিই যথাযথ কৃষ্ণপ্রভাব বিদিত আছেন। নারদ বলিলেন,—তখন রাধাবাক্য শ্রবণে ভীষ্মককন্যা রুক্মিণী সপত্নীগণের সহিত কমলনয়না রাধাকে বলিতে লাগিলেন। রুক্মিণী কহিলেন,—হে বৃষভানুনন্দিনি রাধে! তুমি ধন্যা, তোমার ভক্তিভাবে এই কৃষ্ণ বশীভূত হইয়াছেন। যে কৃষ্ণের কথা ত্রি-লোকবাসী সর্ব্বদা কীর্ত্তন করে, সেই কৃষ্ণ তোমারই কথা সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন। আমরা তোমার

শ্রুতং যথা তে হরিভাবলক্ষণং
তথাহি দৃষ্টং নহি চিত্রমেব হি।
গচ্ছাশু চাস্মচ্ছিবিরাণি যত্র হি
ত্বাং নেতুমত্রাগতবত্য আদৃতাঃ॥ ১৯

নারদ উবাচ।

এবমুক্তা ভীষ্মসুতা রাধাং কীর্ত্তিসুতাং তদা।
সমানীয় স্বশিবিরে সাদরেণ মহাত্মনা॥ ২০
শিবিরে সর্ব্বতোভদ্রে পদ্মকিঞ্জল্কবাসিতে।
হৈমে শিরীষমৃদুলে পর্য্যঙ্কে সোপবর্হণে॥ ২১
সুখং নিবাসয়ামাস বাসঃস্রগ্ভূষণাদিভিঃ।
সম্পূজ্য বিধিবদ্রাত্রৌ সপত্নীসহিতা সতী॥ ২২
গোপীনাং শতযূথঞ্চ সম্পূজ্য চ পৃথক্ পৃথক্।
বার্ত্তালাপান্ বহুবিধান্ কৃত্বা কৃষ্ণপ্রিয়াস্ততঃ।
স্বাপয়িত্বাথ তাং জগ্মুঃ স্বং স্বং বৈ শিবিরং মুদা
কৃষ্ণং পার্শ্বং গতা ভৈষ্মী দৃষ্ট্বা জাগ্রদুপস্থিতম্।
কথং ন শেষে ভো স্বামিন্নিতি কৃষ্ণমুবাচ হ॥২৪

রুক্মিণীবচনং শ্রুত্বা ভগবান্ বৃজিনার্দ্দনঃ।
ক্ষণং রাজন্ প্রাহ প্রহসিতাননঃ॥ ২৫

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রত্যুদ্গমপ্রস্রবণৈরাশ্বাসেন ব্রজেশ্বরী।
অর্চ্চিতা হি ত্বয়া সুভ্রু প্রসন্না সাভবৎ পরম্॥২৬
সা চ নিত্যং হি পিবতি শয়নাদৌ পয়ঃ শুভম্।
পয়ঃপানং তু ন কৃতমদ্য সুভ্রু তয়া কিল॥ ২৭
তেন নিদ্রা নয়নয়োর্ন জাতাস্যা মহামতে।
তস্মান্মমাপি প্রস্বাপো ন জাতো ভীষ্মকন্যকে॥

নারদ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা পরং ভৈষ্মী সপত্নীভিঃ সমন্বিতা।
নীত্বা দুগ্ধং তৎসমীপং প্রযযৌ পরমাদরাৎ॥ ২৯
উষ্ণং দুগ্ধং সিতাযুক্তং কচোলে হৈমনে কৃতে।
অপায়য়ৎ পরং প্রীত্যা রাধাং ভীষ্মকনন্দিনী॥৩০
এবমভ্যর্চ্চ্য বিধিবদ্দত্বা তাম্বূলবীটকম্।
সত্যভামাদিভিঃ শশ্বৎ সপত্নীভিঃ সমন্বিতা॥ ৩১
আগত্য কৃষ্ণসামীপ্যং বদন্তী স্বকৃতং শুভা।

কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাই অদ্য দর্শন করিলাম, বৈলক্ষণ্য কিছুই দেখিলাম না; তোমাকে সাদরে লইয়া যাইবার জন্য আমরা এই স্থানে আসিয়াছি, সত্বর আমাদের শিবিরে আগমন কর। ১১—১৯। নারদ বলিলেন,—ভীষ্মক-দুহিতা রুক্মিণী তখন এই প্রকার কহিয়া আদরসহকারে মহাত্মা কৃষ্ণের সহিত কীর্ত্তিনন্দিনী রাধাকে স্বশিবিরে আনয়নপূর্ব্বক সেই সর্ব্বশুভময় শিবিরে কমলমধুসুবাসিত শিরীষকুসুম সদৃশ কোমল, উপাধানযুক্ত স্বর্ণপর্য্যঙ্কে মহাসুখে উপবেশন করাইলেন, এবং সেই রাত্রেই সপত্নীগণের সহিত মিলিত হইয়া বসন মাল্য ও ভূষণাদিদ্বারা যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া গোপীগণের শত শত যূথেরও পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণপ্রিয়াগণ বহুবিধ বার্ত্তালাপ করিয়া তাঁহাকে সেই স্থানে স্থাপিত করত প্রসন্নমনে স্ব স্ব শিবিরে উপনীত হইলেন। ভীষ্মককন্যা রুক্মিণী পার্শ্বে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—কৃষ্ণ জাগিয়া বসিয়া আছেন, তিনি কৃষ্ণকে কহিলেন, —হে স্বামিন্! শয়ন করিতেছেন না কেন?

হে রাজন্! রুক্মিণীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পাপহারী ভগবান্ ক্ষণকাল মৌনী থাকিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—তুমি প্রত্যুদ্গম, প্রেমাশ্রুমোচন ও আশ্বাসপ্রদান প্রভৃতি দ্বারা ব্রজেশ্বরীর পূজা করিয়াছ, হে সুভ্রু! তাহাতে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়াছেন; তিনি নিত্য শয়নের পূর্ব্বে উত্তম দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন, হে সুভ্রু! আজ তিনি দুগ্ধ পান করেন নাই, হে মহাপ্রাজ্ঞে! সেই জন্য তাঁহার নয়নদ্বয়ে নিদ্রা আসিতেছে না; আর হে রুক্মিণি! তজ্জন্য আমারও নিদ্রা হইতেছে না।২০—২৭। নারদ বলিলেন,—কৃষ্ণের এই পরম বাক্য শ্রবণে রুক্মিণী সপত্নীগণের সহিত পরমাদরে স্বর্ণ-পাত্রে শর্করাযুক্ত উষ্ণ দুগ্ধ গ্রহণ করত তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়া পরমপ্রীতিসহকারে তাঁহাকে পান করাইলেন। সাধ্বী রুক্মিণী এই প্রকারে সৎকার করিয়া যথাবিধি উত্তম তাম্বূল প্রদানপূর্ব্বক সত্যভামাদি সপত্নীগণসহ কৃষ্ণ সমীপে আসিয়া দুগ্ধদানের বিষয়

ভেজে শ্রীরুক্মিণী সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণপাদপঙ্কজম্। ৩২
সংলালয়ন্তী সততং কোমলৈঃ করপল্লবৈঃ।
কৃষ্ণপাদতলোচ্ছালান্ বীক্ষ্য সা বিস্মিতাভবৎ॥
উচ্ছালকাঃ কথং জাতাস্তব পাদতলে প্রভো।
অদ্যৈব ভূতা ভগবন্ বেদ্ম্যত্র হি কারণম্॥ ৩৪
ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণাং শৃণ্বন্তীনাং হরিঃ স্বয়ম্।
রাধাভক্তিপ্রকাশার্থং প্রসন্নঃ প্রাহ রুক্মিণীম্॥৩৫

শ্রীভগবানুবাচ।

শ্রীরাধিকায়া হৃদয়ারবিন্দে
পাদারবিন্দং হি বিরাজতে মে।
অহর্নিশং প্রশ্রয়পাশবদ্ধং
লবং লবার্দ্ধং ন চলত্যতীব॥ ৩৬
অদ্যোষ্ণদুগ্ধপ্রতিপানতোঽঙ্‌ঘ্রি-
বুচ্ছালকাস্তে মম প্রোচ্ছলন্তি।
মন্দোষ্ণমেবং হি ন দত্তমস্তে
যুষ্মাভিরুষ্ণং তু পয়ঃ প্রদত্তম্॥ ৩৭

শ্রীনারদ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা রুক্মিণ্যাদ্যা স্ত্রিয়ো বরাঃ।
প্রেম্ণা পাদং বিমৃজাথ বিসিস্মুঃ সর্ব্বতো নৃপ॥
শ্রীরাধায়াঃ পরা প্রীতির্মাধবে মধুসূদনে।
তৎসমানা ন চৈকৈষা অদ্বিতীয়া মহীতলে॥ ৩৯
ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীদ্বারকাখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে রাধাপ্রেমপ্রকাশো নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

শ্রীরাধায়াঃ পরাং প্রীতিং শ্রুত্বা গোপীগণস্য চ।
ঊচুর্হরিং রাজপুত্র্যস্তদ্রাসপ্রেক্ষণোৎসুকাঃ॥ ১

পট্টরাজ্ঞ্য ঊচুঃ।

ধন্যা গোপ্যস্তু তে ভক্তাঃ প্রেমলক্ষণসংযুতাঃ।
যাঃ প্রাপ্তা রাসরঙ্গে বৈ তাসাংকিং বর্ণ্যতে তপঃ
বৃন্দাবনে কৃতো রাসো বিধিনা যেন মাধব।
তং বিধিং দ্রষ্টুমিচ্ছামো যদি ত্বং মন্যসে প্রভো

নিবেদন করত কৃষ্ণপাদপদ্মের নিকট উপবেশন করিলেন।২০—৩২। তিনি কোমল করপল্লব দ্বারা নিরন্তর কৃষ্ণের পাদ-সংবাহন করিতে করিতে দেখিলেন,—তাঁহার পাদতলে ফোটক হইয়াছে। রুক্মিণী বিস্মিতা হইয়া বলিলেন,—প্রভো! আপনার পাদতলে ফোটক হইল কেন? হে ভগবন্!, ইহা অদ্যই হইয়াছে ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। প্রসন্নমনা হরি স্বয়ং রাধার ভক্তি প্রকাশার্থ ষোড়শ সহস্র পত্নীর সমক্ষে রুক্মিণীকে কহিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—রাধিকার হৃদয়পদ্মে সর্ব্বদা আমার পাদ-পদ্ম বিরাজিত থাকে, তাঁহার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া আমার পাদ-পদ্ম লব বা লবার্দ্ধও অন্যত্র বিচলিত হয় না; অদ্য রাধিকা যে অত্যুষ্ণ দুগ্ধ পান করিয়াছেন, তাহাতেই আমার পাদপদ্ম দগ্ধ হইয়াছে; তোমরা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ দাও নাই, পরন্তু অত্যুষ্ণ দুগ্ধ দিয়াছ; তাহারই ফলে এই ফোটকের উৎপত্তি।

নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! রুক্মিণী প্রভৃতি নারী-শিরোমণিরা কৃষ্ণবাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া পরম প্রেমভরে সর্ব্বতোভাবে প্রেমপূর্ব্বক তাঁহার পাদ-মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন; মাধব মধুসূদনে রাধা অদ্বিতীয়া উত্তম প্রীতিমতী, পৃথিবীতলে তাঁহার সমান একজনও নাই। ৩২—৩৯।

দ্বারকাখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—নৃপতনয়াগণ রাধা ও গোপীদিগের পরমা প্রীতি বিদিত হইয়া তদীয় রাস দর্শনের ঔৎসুক্যে কৃষ্ণকে কহিলেন। পট্টরাজ্ঞীগণ বলিলেন,—আপনার প্রেমলক্ষণান্বিত ভক্ত গোপীগণ ধন্য, যাঁহারা আপনার রাসরঙ্গে মিলিত হইয়াছেন, সেই গোপাঙ্গনাগণের তপস্যা আর কি বর্ণন করিব? হে প্রভো! হে মাধব! যদি আমাদিগকে যোগ্য মনে করেন, তবে আপনি বৃন্দাবনে যে প্রকারে রাস করিয়াছেন, আমরা তাহা দর্শন করিতে

তং চাত্রৈব তথা রাধা গোপ্যঃ সর্ব্বা ব্রজাঙ্গনাঃ
বয়ং চাত্রৈব দেবেশ রাসো যোগ্যো ভবেদিহ ॥৪
পূর্ণীকুরু জগন্নাথ অস্মাকং তু মনোরথম্।
কৃতো মনোরথোঽন্যো ন রাসক্রীড়াং বিনা হরে
ইতি তাসাং বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ প্রহসন্নিব।
প্রাহ তাঃ প্রেমসংযুক্তো গীর্ভিঃ সম্মোহয়ন্নিব ॥৬

শ্রীভগবানুবাচ।

রাসেশ্বর্য্যাস্তু রাধায়া মনশ্চেদ্রন্তুমঙ্গনাঃ।
তদা রাসো ভবেদত্র ভবতীভিস্তু পৃচ্ছ্যতাম্ ॥৭
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য রুক্মিণ্যাদ্যা নৃপাত্মজাঃ।
রাধামেত্য পরং প্রেম্ণা প্রাহুঃ প্রহসিতাননাঃ ॥

শ্রীরাজ্ঞ্য ঊচুঃ।

রম্ভোরু চন্দ্রবদনে ব্রজসুন্দরীশে
রাসেশ্বরি প্রিয়তমে সখি শীলরূপে।
রাধে সুকীর্ত্তিকুলকীর্ত্তিকরে শুভাঙ্গে
ত্বাং প্রষ্টুমাগতবতীঃ সকলা বয়ং স্ম ॥৯

রাসেশ্বরোঽপি কিল চাত্র রসপ্রদায়ী
রাসেশ্বরী ত্বমপি গোপবরাঙ্গনাশ্চ।
এবং বয়ং স্ম ইতি সর্ব্ববিধৌ রসার্থে
রাসং কুরু প্রিয়তমে চ তথা প্রিয়ং নঃ ॥১০

শ্রীরাধোবাচ।

রাসেশ্বরস্তু পরমস্তু সতাং কৃপালো
রন্তুং মনো যদি ভবেত্তু তদাত্র রাসঃ।
শুশ্রূষয়া পরময়া পরয়া চ ভক্ত্যা
সম্পূজ্য তং কিল বশীকুরুত প্রিয়েষ্টাঃ ॥১১

শ্রীনারদ উবাচ।

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণোক্তং তথাবদন্।
তথাস্তু চোক্তা সা রাধা প্রসন্নাভূন্মহামনাঃ ॥ ১২
মাধবে পূর্ণিমায়াং তু পুণ্যে সিদ্ধাশ্রমে শুভে।
প্রদোষকালে চন্দ্রাভে রাসারম্ভো বভূব হ ॥১৩
রাসেশ্বরস্তু রাসার্থে রাসেশ্বর্য্যা সমন্বিতঃ।
ররাজ রাসে রসিকো যথা রত্যা রতীশ্বরঃ ॥ ১৪
যাবত্যো গোপিকাঃ সর্ব্বা যাবত্যো রাজকন্যকাঃ

ইচ্ছা করি। হে দেবেশ! এস্থানে সেই আপনি কৃষ্ণ, সেই রাধা, সেই ব্রজাঙ্গনা-গোপীগণ আর এই আমরা বিদ্যমান; অতএব এইস্থানে রাস হওয়া উচিত। হে জগন্নাথ! আমাদেরও মনোরথ পূর্ণ করুন। রাসক্রীড়া ব্যতীত আমাদের অন্য কোন মনোরথ নাই। তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ যেন হাসিতে হাসিতেই প্রেমযুক্ত হইয়া মধুর বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে মোহিত করিয়াই যেন বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে অঙ্গনাগণ! যদি রাসেশ্বরী রাধার মন রাস করিতে উৎসুক হয়, তবেই এইস্থানে তোমাদের প্রার্থনানুসারে রাস হইতে পারে। কৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে রুক্মিণী প্রভৃতি নৃপতনয়াগণ হাস্য-বদনে রাধার সমীপে আসিয়া পরম প্রেমভরে বলিতে লাগিলেন। রাজ্ঞীগণ বলিলেন,—হে রম্ভোরু! হে চন্দ্রবদনে! তুমি ব্রজসুন্দরীগণের প্রধানা, রাসেশ্বরী, প্রিয়তমা, সখী; হে রাধে! তুমি শীল ও রূপযুক্তা, কীর্ত্তিমাতার উত্তম কুল কীর্ত্তিকরী, সুন্দরাঙ্গী; তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমরা সকলে সমাগতা। রসদায়ী রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এখানে বিদ্যমান, রাসেশ্বরী তুমি ও উত্তমা গোপাঙ্গনাগণও এখানে বিরাজিত; আর রসপ্রার্থনায় আমরাও এখানে উপস্থিত; অতএব হে প্রিয়তমে! এই সর্ব্ব সমন্বয়ে রাস করিয়া আমাদের প্রিয়কার্য্য সাধন কর। ১—১০। রাধা বলিলেন,—সজ্জনগণের প্রতি কৃপাবান্ ভগবান্ রাসেশ্বরের মন যদি এই স্থানে রমণ করিতে উৎসুক হইয়া থাকে, তবে রাস হউক; হে প্রিয় ইষ্টগণ! পরম শুশ্রূষা ও উত্তম ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া প্রসন্ন করিতে চেষ্টা কর। রাধার বাক্য শুনিয়া তাহারা কৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিলেন। তখন রাধা তাহাই হউক কহিয়া প্রসন্না হইলেন। সুন্দর পবিত্র সিদ্ধাশ্রমে বৈশাখের পূর্ণিমার প্রদোষ-কালে চন্দ্রোদয়ে রাসারম্ভ হইল; রাসেশ্বর রসিক কৃষ্ণ রাসার্থ রাসেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়া রাসমণ্ডলে রতির সহিত রতিপতির ন্যায় বিরাজ করিলেন। যত গোপী ও যত রাজ-

তাবদ্রূপধরো রেজে একঃ কৃষ্ণো দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥১৫
তালবেণুমৃদঙ্গানাং কলকণ্ঠৈঃ সখীজনৈঃ।
বল্লনূপুরকাঞ্চীনাং মিশ্রশব্দো মহানভূৎ ॥ ১৬
কোটিকন্দর্পলাবণ্যঃ স্রগ্বী কুণ্ডলমণ্ডিতঃ।
পীতাম্বরধরো রাজন্ কিরীটকটকাঙ্গদঃ ॥ ১৭
রাসেশ্বর্য্যা সমং গায়ন্ রাসে রাসেশ্বরঃ স্বয়ম্।
স্ত্রীগণৈঃ সহিতো রাজংশ্চন্দ্রস্তারাগণৈর্যথা ॥১৮
এবং সর্ব্বা নিশা রাজন্ ক্ষণবদ্রাসমণ্ডলে।
ব্যতীতাভূন্মহারাজ মহানন্দময়ী শুভা ॥ ১৯
শ্রীরাসমণ্ডলং দৃষ্ট্বা রুক্মিণ্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো বরাঃ।
জগ্মুস্তাঃ পরমানন্দং সর্ব্বাঃ পূর্ণমনোরথাঃ ॥ ২০
পরিপূর্ণতমং সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণং পুরুষোত্তমম্।
রাসান্তে রুক্মিণীমুখ্যাঃ প্রাহুঃ প্রেমপরায়ণাঃ ॥২১
রাজ্ঞ্য উচুঃ।
দৃষ্ট্বা স্বদ্রূপমাধুর্য্যং রাসরঙ্গে মনোহরে।
গতং মনো নঃ স্বানন্দং ব্রহ্মানন্দং যথা মুনিঃ ॥
এতাদৃশোঽপি রাসোঽত্রো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি
শতযূথস্তু গোপীনামত্র মাধব বর্ত্ততে ॥ ২৩
পত্ন্যঃ ষোড়শসাহস্রং সখীভিঃ সহিতা বয়ম্।
সখিকোটিযুতাশ্চাত্র হ্যষ্টপট্টমহাস্ত্রিয়ঃ।
বৃন্দাবনেঽপি নৈতাদৃগ্‌ভূতো বা মাধবেশ্বর ॥ ২৪
নারদ উবাচ।
এবং কৃতাভিমানানাং রাজ্ঞীনাং প্রহসন্ হরিঃ।
প্রাহেদং পৃচ্ছ্যতাং রাধা ভবতীভিঃ পরাৎপরা ॥ ২৫
সত্যভামাদিকাঃ সর্ব্বাঃ পৃচ্ছন্তি তাং মনোহরাম্
কিঞ্চিদ্ধসন্তী মনসি প্রাহ রাধা পরং বচঃ ॥ ২৬
শ্রীরাধোবাচ।
নন্ রাসঃ পরং চাত্র বহুস্ত্রীগণসঙ্কুলঃ।
পূর্ব্বরাসসমো ন স্যাদ্যস্তু বৃন্দাবনেঽভবৎ ॥২৭
ক চাত্র বৃন্দারণ্যং হি দিব্যদ্রুমলতাকুলম্।
প্রেমভারানতলতং মধুমত্তমধুব্রতম্ ॥ ২৮
পুষ্পব্যূহান্ বহন্তী যা যথোৰ্ম্মিমুদ্রিতা শুভা।
হংসপদ্মসমাকীর্ণা ক চাত্র যমুনা নদী ॥ ২৯

কন্যা, কৃষ্ণ ততরূপ ধারণ করিয়া দুই দুই জন নারীর মধ্যে এক এক কৃষ্ণরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাল, বেণু ও মৃদঙ্গ শব্দের সহিত মধুর-কণ্ঠ সখীগণের মনোজ্ঞ নূপুর ও কাঞ্চীর শব্দ মিশ্রিত হইয়া এক মহা-শব্দে পরিণত হইল। হে রাজন্! কোটি কন্দর্পকান্তি, রাসেশ্বর কৃষ্ণ মাল্য, কিরীট, কটক, অঙ্গদ ও কুণ্ডলমণ্ডিত হইয়া পীত-বসন পরিধান করিয়া রাসেশ্বরী রাধার সহিত স্বয়ং গান করিতে করিতে স্ত্রীগণ মধ্যে তারাগণযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় বিরাজিত হইলেন। ১১—১৮। হে রাজন্! এই প্রকারে মহানন্দময়ী শুভা সম্পূর্ণ রাত্রি সেই রাসমণ্ডলে ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হইয়া গেল, রুক্মিণী প্রভৃতি বররমণীগণ রাসমণ্ডলদর্শনে পরম প্রীতা ও পূর্ণমনোরথা হইলেন। রাসান্তে প্রেমপরায়ণা রুক্মিণীপ্রমুখ রমণীগণ পরিপূর্ণতম পুরুষোত্তম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। রাজ্ঞীগণ বলিলেন,— মনোহর রাসরঙ্গে আপনার রূপমাধুর্য্য দর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দ-প্রাপ্ত মুনির মত আমাদের মন অত্যন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছে। এরূপ রাসের সদৃশ অন্য রাস হয়ও নাই, হইবেও না। হে মাধব! এখানে গোপীগণের শত শত যূথ বিদ্যমান, আপনার ষোড়শ সহস্র পত্নী আমরাও সখীর সহিত রহিয়াছি; অদ্য আপনার অষ্ট পট্টমহিষীর সহিত কোটি কোটি সখী বিদ্যমান রহিয়াছেন,. হে মাধবেশ্বর! বৃন্দাবনেও বুঝিবা এতাদৃশ রাস হয় নাই। নারদ বলিলেন,—এইরূপ অভিমানিনী রাজ্ঞীগণকে হরি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—এ বিষয়ে তোমরা পরাৎপরা রাধাকে জিজ্ঞাসা কর। সত্যভামাদি ভামিনীরা মনোরমা রাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাধা মনে মনে কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বক্ষ্যমাণ পরম বাক্য বলিলেন। রাধা বলিলেন,—হে প্রিয়া-গণ! এখানে যে পরম রাস হইয়াছে, তাহা বহু স্ত্রীগণসঙ্কুল বটে কিন্তু বৃন্দাবনে পূর্ব্বে যে রাস হইয়াছিল, ইহা তাহার তুল্য নহে। এখানে প্রেমভরে ভূতল পর্য্যন্ত নত মধুমত্ত মধুব্রত-পরিবৃত দিব্য দ্রুমলতাসঙ্কুল সেই বৃন্দাবন কোথায়? যে যমুনা নদী পুষ্পরাশি বহন করিয়া

মাধব্যস্তু লতাঃ ক্বাত্র পুষ্পভারনতাঃ পরাঃ।
ক্ব পক্ষিণঃ প্রেমপরা গায়ন্তি মধুরস্বনম্ ॥ ৩০
লোলালিপুঞ্জাঃ কুঞ্জাঃ ক্ব নিকুঞ্জা দিব্যমন্দিরাঃ।
ক্ব বায়ুঃ শীতলো মন্দো বাতি পদ্মরজো হরন্ ॥
শৃঙ্গৈর্মনোহরৈরুচ্চৈর্গিরির্গোবর্দ্ধনোহচলঃ।
সর্ব্বত্র ফলপুষ্পাঢ্যো দরীভিঃ ক্ব করীব সঃ ॥ ৩২
কালিন্দীপুলিনে রম্যে বায়ুনা চিতসৈকতে।
বংশীবেত্রধরো মল্লপরিবর্হবিরাজিতঃ ॥ ৩৩
ক্ব চাত্র কৃষ্ণশৃঙ্গারো বনমালাবিভূষিতঃ।
শ্যামানামলকানাং চ বক্রাণাং গন্ধবারিণাম্ ॥ ৩৪
বলিতং হলিতং ক্বাত্র কুণ্ডলাভ্যাং পরস্পরম্।
শ্রীমুখে কৃষ্ণচন্দ্রস্য গণ্ডস্থলমনোহরে ॥ ৩৫
পত্রাবলীগন্ধলোভাদ্ভ্রমদ্ভৃঙ্গাবলীযুতে।
ক্ব প্রেম্ণা দর্শনং চৈব স্পর্শনং হর্ষণং তথা ॥৩৬
কামেষুতিগ্মকোণৈশ্চ নেত্রৈঃ ক্বাপাঙ্গজো রসঃ।
আকর্ষণং ক্ব হস্তাভ্যাং হস্তাদ্ধস্তবিসর্জ্জনম্ ॥৩৭
বিলীনত্বং নিকুঞ্জেষু সম্মুখে ন তু দর্শনম্।
গ্রহণং ক্বাত্র চীরাণাং হরণং বেণুবেত্রয়োঃ ॥ ৩৮
ক্ব প্রেম্ণা চাত্র বাহুভ্যাং কর্ষণং চ পরস্পরম্।
পুনঃ পুনস্তদ্গ্রহণং ভুজে চন্দনচর্চ্চিতে ॥ ৩৯
যত্র যত্র চ যা লীলা তত্র তত্রৈব শোভতে।
যত্র বৃন্দাবনং নাস্তি তত্র মে ন মনঃসুখম্ ॥ ৪০

নারদ উবাচ।

রাধাবাক্যং ততঃ শ্রুত্বা সর্ব্বাঃ পট্টমহাস্ত্রিয়ঃ।
জহুর্মানং স্বরাসস্য বিস্মিতা হর্ষিতাশ্চ তাঃ ॥৪১
এবং সিদ্ধাশ্রমে রাসং কৃত্বা শ্রীরাধিকেশ্বরঃ।
নীত্বা গোপীগণান সর্ব্বান্ রাধয়া সহিতো হরিঃ ॥
সভার্য্যো ভগবান্ সাক্ষাদ্দ্বারকাং প্রবিবেশ হ।
কারয়ামাস রাধায়ৈ মন্দিরাণি পরাণি চ ॥ ৪৩
নিবাসয়িত্বা সুসুখং সর্ব্বাস্তাশ্চ ব্রজৌকসঃ।
ইত্থং সিদ্ধাশ্রমকথা ময়া তে কথিতা নৃপ ॥ ৪৪
সর্ব্বপাপহরা পুণ্যা সর্ব্বেষাং চৈব মোক্ষদা ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীদ্বারকাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে সিদ্ধাশ্রমমাহাত্ম্যে রাসোৎসবো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

মুকুটমণ্ডিতার ন্যায় শোভিতা হন, সেই হংস-পদ্মসমাকীর্ণা যমুনাই বা কোথায়? পুষ্পভার-নতা পরম রমণীয়া মাধবী লতাজাল কোথায়? মধুরস্বরে সঙ্গীতকারী প্রেমপর পক্ষিগণ এখানে কোথায়? ২৯—৩০। পুঞ্জ পুঞ্জ চপল অলিকুল-সঙ্কুল কুঞ্জ নিকুঞ্জ ও দিব্য মন্দিরসমূহ কোথায়? পদ্মপরাগবাহী মৃদুমন্দগামী শীতল সমীরণ কোথায়? দরী শোভিত করীর মত মনোহর উচ্চশৃঙ্গ যুক্ত সর্ব্বদা ফলপুষ্পবহুল গিরি গোবর্দ্ধন কোথায়? বায়ু-কর্ত্তৃক বিচালিত বালুকারাজি দ্বারা বিরাজিত রমণীয় যমুনা পুলিনে বংশী-বেত্রধারী ময়ূরপুচ্ছের মুকুট-শোভী বনমালা-শোভিত কৃষ্ণের শৃঙ্গার কোথায়? এখানে সুগন্ধ জলসিক্ত শ্যামবর্ণ বক্র অলকাবলী বিরাজিত কুণ্ডলশোভিত কৃষ্ণ-মুখমণ্ডলের মৃদুমন্দ হেলন দোলন কৈ? মনোহর গ্রীবা-শোভিত কৃষ্ণচন্দ্রের সুন্দর বদনের কপোল-পত্রাবলীর গন্ধলোভে অলিকুল চঞ্চল হইয়া ভ্রমণ করে কৈ? সপ্রেম দর্শন, স্পর্শন ও হর্ষণ কোথায়? কামবাণোপম তীক্ষ্ণকোণ নয়নের কটাক্ষ নিক্ষেপোত্থ রস কৈ? পরস্পর হস্তাকর্ষণ ও হস্ত হইতে হস্ত বিস্রস্তকরণ কোথায়? নিকুঞ্জ মধ্যে লুকান, সম্মুখে অদর্শন, বসন আকর্ষণ ও বেণুবেত্র-হরণ কোথায়? এখানে প্রেমভরে বাহুদ্বয়ে পরস্পর আকর্ষণ কোথায়? আবার চন্দন-চর্চ্চিত সেই বাহুতে বার বার গ্রহণই বা কোথায়? ৩১—৩৯। যে যে স্থানে যে যে লীলা হইয়াছে, তাহাই তথায় পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। যে স্থানে এহেন বৃন্দাবনই নাই, তথায় আমার মনের সুখও নাই! নারদ বলিলেন,—রাধার বাক্য শুনিয়া বিস্মিতা হৃষ্টা পট্টমহিষীরা আপনাদের রাসাভিমান পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে ভার্য্যাযুক্ত ভগবান্ সাক্ষাৎ রাধাধীশ হরি সিদ্ধাশ্রমে রাস করিয়া গোপীগণ-সমভিব্যাহারে রাধার সহিত দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে রাধার নিমিত্ত পরম রমণীয় অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া সেই

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ ।

দ্বারাবতীমণ্ডলং তু শতযোজনবিস্তৃতম্ ।
তস্য প্রদক্ষিণা সর্ব্বা যোজনানাং চতুঃশতম্ ॥ ১
তন্মধ্যে কৃষ্ণরচিতং দুর্গং দ্বাদশযোজনম্ ।
দ্বিতীয়ং চ বহির্দুর্গং নবত্যা চ তদুত্তরৈঃ ।
ক্রোশৈঃ সঙ্ঘটিতং রাজন্ শ্রীকৃষ্ণেন মহাত্মনা ॥ ২
তৃতীয়ং চ তথা দুর্গং দ্ব্যূনৈশ্চ দ্বিশতৈর্নৃপ ।
ক্রোশৈঃ সঙ্ঘটিতং রাজন্ রত্নপ্রাসাদসংযুতম্ ॥ ৩
তেষামন্তর্দুর্গোঽপি শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ ।
মন্দিরাণি বিচিত্রাণি নবলক্ষাণি সন্তি হি ॥ ৪
তত্র রাধামন্দিরস্য দ্বারে লীলাসরোবরম্ ।
সর্ব্বতীর্থোত্তমং রাজন্ গোলোকাচ্চ সমাগতম্ ॥
যস্মিন্ স্নাত্বা নরঃ পাপী ব্রতী ভূত্বা সমাহিতঃ ।

ব্রজবাসিনী গোপিনীগণকে উত্তম সুখে বাস করাইলেন। হে নৃপ! এই আমি তোমার নিকট সিদ্ধাশ্রমকথা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা সর্ব্বপাপহর পুণ্য এবং সকলের মোক্ষপ্রদ। ৪০—৪৫।

দ্বারকাখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—দ্বারকাপুরীর মণ্ডল শত যোজন বিস্তৃত, তাহার পূর্ণ পরিক্রমা চারি শত যোজন, তন্মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণরচিত দুর্গ দ্বাদশ যোজন, তৎপর উহার দ্বিতীয় বহির্দুর্গ নব্বই ক্রোশ; হে রাজন্! এ সকল মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণেরই ঘটনা। হে নৃপ! তারপর তৃতীয় দুর্গ এক শত অষ্টানব্বই ক্রোশ, হে রাজন্! ইহা রত্ননির্ম্মিত প্রাসাদে পরিপূর্ণ। এই সকলের মধ্যস্থলে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দুর্গ, তথায় নব লক্ষ বিচিত্র মন্দির বিদ্যমান। তত্রত্য রাধামন্দিরদ্বারের লীলাসরোবর সর্ব্বতীর্থোত্তম; হে রাজন্! উহা গোলোক হইতে আগত।

অষ্টম্যাং হেমদানং চ দত্ত্বা নত্বা বিধানতঃ ॥ ৬
কোটিজন্মকৃতৈঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ।
প্রাণান্তে তন্নয়ং নেতুং গোলোকাচ্চ মহারথঃ ॥ ৭
সহস্রাদিত্যসঙ্কাশ আগচ্ছতি ন সংশয়ঃ ।
দশকন্দর্পলাবণ্যো রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ ৮
স্রগ্বী পীতাম্বরঃ শ্যামঃ সহস্রার্কস্ফুরদ্দ্যুতিঃ ।
সহস্রপার্ষদৈর্যুক্তশ্চামরান্দোলরাজিতঃ ॥ ৯
জয়ধ্বনিসমাযুক্তো বেণুদুন্দুভিনাদিতঃ ।
ভূত্বৈবং রথমাস্থায় গোলোকং যাত্যসংশয়ম্ ॥ ১০
অথ তীর্থানি চান্যানি শৃণু রাজন্মহামতে ।
শতোত্তরাণি তত্রৈব সহস্রাণি চ ষোড়শ ॥ ১১
অষ্টভিঃ সহিতান্যেব পত্নীনাং ভবনানি চ ।
তানি প্রদক্ষিণীকৃত্য নত্বা নত্বা পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১২
জ্ঞানতীর্থং সমাপ্লুত্য স্পৃশেদ্যঃ পারিজাতকম্ ।
তস্য জ্ঞানং চ বৈরাগ্যং ভক্তির্ভবতি তৎক্ষণম্ ॥
শ্রীকৃষ্ণো হৃদয়ে তস্য বসেদ্ধৃষ্টমনাঃ সদা ।
সমৃদ্ধিসিদ্ধয়ঃ সর্ব্বাস্তং ভজন্তি নিসর্গতঃ ॥ ১৪

এখানে পাপী নর অষ্টমীতে যথাবিধি সমাহিত ব্রতী হইয়া স্নান এবং স্বর্ণ দান করত প্রণাম করিলে কোটিজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই; আর ইহাও নিঃসংশয় যে—প্রাণান্তে তাহাকে লইবার জন্য গোলোক হইতে সহস্র দিবাকরদ্যুতি মহারথ সমাগত হয় এবং সেই মানব দশকন্দর্পকান্তি রত্নকুণ্ডলমণ্ডিত মালাধারী পীতাম্বর শ্যামবর্ণ প্রস্ফুরিত সহস্র সূর্য্যসমপ্রভ সহস্র পার্ষদ পরিবেষ্টিত চামরান্দোলনে শোভমান জয়রবযুক্ত বেণু ও দুন্দুভিনাদিত হইয়া রথারোহণে গোলোকে গমন করে। ১—১০। হে মহাপ্রাজ্ঞ নৃপ! অনন্তর অন্য তীর্থ সকল শ্রবণ কর। দ্বারকায় কৃষ্ণপত্নীগণের ষোল হাজার এক শত আটটী মন্দির বিদ্যমান, ঐ সকল মন্দিরের প্রদক্ষিণ ও পৃথক্ পৃথক্ পুনঃ পুনঃ প্রণাম এবং জ্ঞানতীর্থে স্নান করিয়া যে নর পারিজাতক তীর্থ স্পর্শ করে, তৎক্ষণাৎ তাহার জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তি জন্মে; শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্টমনা হইয়া সর্ব্বদা তাহার হৃদয়ে বাস করেন, সমৃদ্ধি

স মুক্তঃ স কৃতার্থঃ স্যাদ্যঃ পশ্যেদ্ধরিমন্দিরম্।
তৎসমো বৈষ্ণবো নাস্তি তীর্থঞ্চ তৎ সমং নহি
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণাদ্ভগবন্মন্দিরাত্ততঃ।
ধনুঃশতে কৃষ্ণকুণ্ডঃ কৃষ্ণতেজঃসমুদ্ভবঃ॥ ১৬
যং স্নাত্বা কুষ্ঠতো মুক্তঃ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৭
তস্মাদষ্টাদশপদে পূর্ব্বস্যাং দিশি মৈথিল।
সর্ব্বতীর্থোত্তমং পুণ্যং বলভদ্রসরো মহৎ॥ ১৮
পৃথ্বীপ্রদক্ষিণাং কৃত্বা বলদেবো মহাবলঃ।
যজ্ঞং যত্র বিনির্ম্মায় রেবত্যা বিররাজ হ॥ ১৯
তত্র স্নাত্বা নরঃ সদ্যো মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ।
পৃথ্বীপ্রদক্ষিণায়াশ্চ ফলং তস্য ন দুর্লভম্॥ ২০
ভগবন্মন্দিরাদ্রাজন্ সহস্রধনুরগ্রতঃ।
দক্ষিণস্যাং মহাতীর্থং গণনাথস্য বর্ত্ততে॥ ২১
অনির্দ্দিশে গতে রাজন্ প্রদ্যুম্নে স্বসুতে তদা।
গণেশপূজনং যত্র কারয়ামাস রুক্মিণী॥ ২২
তত্র স্নাত্বা হেমদানং যো দদাতি নৃপেশ্বর।
পুত্রপ্রাপ্তির্ভবেত্তস্য বংশস্তস্য বিবর্দ্ধতে॥ ২৩
ভগবন্মন্দিরাদ্রাজন্ দিগ্বিভাগে চ পশ্চিমে।
ধনুষি দ্বিশতে চাস্তে দানতীর্থং পরং শুভম্॥ ২৪
তত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য নিত্যং দানং করোতি যঃ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ দ্বিপলং কাঞ্চনং তথা॥
চতুর্গুণং তু রজতং পট্টাম্বরশতং তথা।
তথা সহস্রমৌল্যানি নবরত্নানি যানি চ॥ ২৬
যো দদাতি নরশ্রেষ্ঠস্তস্য পুণ্যফলং শৃণু।
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ॥ ২৭
দানতীর্থস্য পুণ্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।
বদ্রিকাশ্রমযাত্রায়াং যৎফলং লভতে নরঃ॥ ২৮
সৈন্ধবারণ্যযাত্রায়াং মেষস্থে চ দিবাকরে॥ ২৯
উৎপলাবর্ত্তযাত্রায়াং বৃষস্থে ভাস্করে সতি।
স্নানং দানং লক্ষগুণং ভবতীহ ন সংশয়ঃ।
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং দানতীর্থে বিদেহরাট্
মাসমেকং চ যঃ স্নানং দানতীর্থে করোতি হি।
তস্য জাতং চ যৎ পুণ্যং চিত্রগুপ্তো ন বেত্তি তৎ॥ ৩১

সিদ্ধিরাশি স্বভাবতঃ তাহাকে ভজনা করে। যে মানব হরিমন্দির সন্দর্শন করে, সে কৃতার্থ ও মুক্ত; তাহার সমান বৈষ্ণব বা তৎসদৃশ পবিত্র কেহ নাই। ভগবানের মন্দির পঞ্চ যোজন বিস্তৃত, তৎপর কৃষ্ণতেজোজাত চারি শত হস্ত বিস্তৃত কৃষ্ণকুণ্ড; জাম্ববতী নন্দন সাম্ব এই কৃষ্ণকুণ্ডে স্নান করিয়া কুষ্ঠমুক্ত হইয়াছিলেন। উহার দর্শন মাত্রে সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়। হে মৈথিল! তাহার অষ্টাদশ পদের পর পূর্ব্বদিকে বলরামের সর্ব্বতীর্থোত্তম পবিত্র মহাসরোবর বিদ্যমান; মহাবল বলদেব প্রদক্ষিণ করিয়া রেবতীর সহিত যজ্ঞ করত তথায় বিরাজমান আছেন, মানব তথায় স্নান করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে সদ্য মুক্ত হয়; আর তাহার পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল লাভ হইয়া থাকে। ১১—২০। হে রাজন্! কৃষ্ণ মন্দিরের সম্মুখে দক্ষিণ দিকে চারি হাজার হস্তপরিমিত গণনাথের মহাতীর্থ বিরাজিত, হে রাজন্! কতদিনের পুত্র প্রদ্যুম্ন নিরুদ্দিষ্ট হইলে রুক্মিণী তথায় গণপতির পূজা করাইয়াছিলেন। হে নৃপবর! যে ব্যক্তি তথায় স্নান করিয়া স্বর্ণদান করে, তাহার পুত্রপ্রাপ্তি ও বংশবৃদ্ধি হয়। হে রাজন্! কৃষ্ণ-মন্দিরের পশ্চিম কোণে আট শত হস্তমধ্যে পরম সুন্দর দানতীর্থ বিদ্যমান, যে মানব কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্দেশে তথায় নিত্য দান করে, হে রাজন্! তথায় স্নান করিয়া দ্বিপল পরিমিত স্বর্ণ, অষ্টপল রজত, শত পট্টাম্বর, সহস্র রৌপ্যমুকুট ও নবরত্ন দান করে, সেই মানবসত্তমের পুণ্যফল শ্রবণ কর। সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞফল দানতীর্থপুণ্যের ষোড়শাংশের একাংশযোগ্য নহে। বদরিকাশ্রম-যাত্রায় নর যে ফললাভ করে, বৈশাখ মাসে সৈন্ধবারণ্য যাত্রায় ও জ্যৈষ্ঠমাসে উৎপলাবর্ত্তযাত্রায় স্নানদানে লক্ষগুণ পুণ্য হয়, সংশয় নাই; কিন্তু হে বিদেহরাজ! দানতীর্থে তাহার কোটি গুণ পুণ্য হইয়া থাকে। ২১—৩০। যে ব্যক্তি দানতীর্থে একমাস যাবৎ স্নান করে, তাহার

তস্য তীর্থস্য মাহাত্ম্যং বক্তুং নালং চতুর্মুখঃ ॥৩২
সর্ব্বেষাং চৈব দানানামশ্বদানং পরং স্মৃতম্।
অশ্বদানাদ্গজস্যাপি গজদানাদ্রথস্য চ ॥ ৩৩
রথদানাৎ পরং রাজন্ ভূমিদানং বিশিষ্যতে।
ভূমিদানাদন্নদানং মহাদানং প্রকথ্যতে ॥ ৩৪
অন্নদানসমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
দেবর্ষিপিতৃভূতানাং তৃপ্তিরন্নেন জায়তে ॥ ৩৫
দানতীর্থে হ্যন্নদানং যঃ করোতি মহামনাঃ।
ঋণত্রয়ং বিমুচ্যাথ যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥৩
দশৈব মাতৃকে পক্ষে রাজেন্দ্র দশ পৈতৃকে।
প্রিয়ায়া দশ পক্ষে তু পুরুষানুদ্ধরেন্নরঃ ॥ ৩৭
চতুর্ভুজা দিব্যরূপা নাগরীকৃতকেতনাঃ।
স্রগ্বিণঃ পীতবস্ত্রাস্তে প্রয়ান্তি হরিমন্দিরম্ ॥ ৩৮
ভগবন্মন্দিরাদ্রাজন্নুত্তরস্যাং দিশি শ্রুতম্।
ক্রোশার্দ্ধে নৃপশার্দ্দূল মায়াতীর্থং মনোহরম্ ॥৩৯
বিরাজতে যত্র নিত্যং দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
সিংহারূঢ়া ভদ্রকালী চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী ॥ ৪০

স্যমন্তকং সমাহর্তুং ঋক্ষরাজবিলং গতে।
পুত্রে চ দেবকী দেবীং পূজয়ামাস সৎফলৈঃ ॥৪১
তদাজগাম প্রিয়য়া সমণির্ভগবান্ হরিঃ।
তদ্দিনাত্তৎপ্রসিদ্ধং স্যান্মায়াতীর্থং ফলপ্রদম্ ॥৪২
মায়াতীর্থে চ যঃ স্নাত্বা মায়াং সংপূজ্য মানবঃ।
সর্ব্বাং মনোরথপ্রাপ্তিং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥৪৩

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীদ্বারকাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে প্রথমদুর্গস্থলীলাসরোবরাদিতীর্থ-মাহাত্ম্যং নামৈকোনবিংশোধ্যায়ঃ ॥১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

দ্বিতীয়স্যাপি দুর্গস্য পূর্ব্বদ্বারে বিদেহরাট্।
ইন্দ্রতীর্থং মহাপুণ্যং কামদং সিদ্ধিদায়কম্ ॥ ১
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্নিন্দ্রলোকং প্রয়াতি হি।
ইহৈব চন্দ্রসাদৃশ্যং বৈভবং প্রাপ্যতে নরঃ ॥ ২

অর্জ্জিত পুণ্যফল চিত্রগুপ্তও বিদিত নহেন। দানতীর্থের মাহাত্ম্য ব্রহ্মাও বলিতে অসমর্থ। সকল দানের মধ্যে অশ্বদান শ্রেষ্ঠ কথিত হয়, অশ্বদান হইতে গজদান শ্রেষ্ঠ, গজ দান হইতে রথদান শ্রেষ্ঠ, হে রাজন্! রথদান হইতে ভূমিদান শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশেষিত, ভূমি-দান হইতে অন্নদান শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, অন্নদানের তুল্যদান হয়ও নাই, হইবেও না; দেব, ঋষি, পিতৃলোক ও সাধারণ প্রাণ-মাত্রেরই অন্নদ্বারা তৃপ্তি হয়; যে মহামনা মানব দানতীর্থে সেই অন্নদান করেন, তিনি ঋণত্রয় মুক্ত হইয়া তৎপর বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। হে রাজেন্দ্র! তিনি মাতৃপক্ষের দশ, পিতৃ-পক্ষের দশ এবং শ্বশুর পক্ষের দশ পুরুষ উদ্ধার করিয়া থাকেন। ঐ সকল পুরুষ চতুর্ভুজ দিব্যরূপ মাল্যধারী পীতবাসা হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন এবং তাঁহারা স্ব স্ব নগরের প্রসিদ্ধ চিহ্নরূপে পরিচিত হন। হে রাজন্! কৃষ্ণ-মন্দিরের উত্তরদিকে ক্রোশার্দ্ধ মধ্যে বিখ্যাত মনোহর মায়াতীর্থ, হে নৃপবর!

তথায় দুর্গতিনাশিনী দুর্গা নিত্য বিরাজিতা; তিনি সিংহবাহিনী ও চণ্ডমুণ্ডনাশিনী ভদ্রকালী নামে অভিহিত। স্যমন্তক মণি আহরণ করি-বার জন্য কৃষ্ণ ভল্লুকরাজ জাম্ববানের গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেবকী অনেক উত্তম ফল দ্বারা ঐ দেবীর পূজা করিয়াছিলেন, তৎ-প্রভাবেই ভগবান্ কৃষ্ণ প্রিয়া জাম্ববতীর সহিত মণি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন; তদবধি ফল-প্রদ মায়াতীর্থ প্রসিদ্ধি লাভ করে। মানব মায়াতীর্থে স্নান এবং মায়ার পূজা করিয়া অখিল অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়, সংশয় নাই। ৩১—৪৩।

দ্বারকাখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে বিদেহরাজ! দ্বিতীয় দুর্গের পূর্ব্ব দ্বারে মহাপুণ্য কামদ সিদ্ধিদায়ক ইন্দ্রতীর্থ বিদ্যমান; হে রাজন্! তথায় স্নান

তথা বৈ দক্ষিণে দ্বারে সূর্য্যকুণ্ডোহভিধীয়তে।
যত্র সত্রাজিতেনাপি পূজিতোহভূৎ স্যমন্তকঃ ॥৩
তত্র স্নাত্বা পদ্মরাগং যো দদাতি নৃপেশ্বর।
সূর্য্যপ্রভবিমানেন সূর্য্যলোকং প্রযাতি হি ॥ ৪
তথা বৈ পশ্চিমে দ্বারে ব্রহ্মতীর্থং বিশিষ্যতে।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ স্বর্ণপাত্রে চ পায়সম্ ॥ ৫
যো দদাতি মহাবুদ্ধিস্তস্য পুণ্যফলং শৃণু।
ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাচার্য্যহাঘবান্ ॥ ৬
ইন্দ্রলোকে পদং ধৃত্বা বিভ্রদ্‌ব্রহ্মময়ং বপুঃ।
চন্দ্রাভেন বিমানেন যাতি ব্রহ্মপদং স চ ॥ ৭
তথা বৈ উত্তরে দ্বারে ক্ষেত্রং স্যান্নৈললোহিতম্।
যত্র সাক্ষান্মহাদেবো রাজতে নীললোহিতঃ ॥ ৮
দেবতা মুনয়ঃ সর্ব্বে তথা সপ্তর্ষয়ঃ পরে।
বসন্তি যত্র বৈদেহ তথা সর্ব্বে মরুদ্‌গণাঃ ॥ ৯
নীললোহিতলিঙ্গং তু যত্র সংপূজ্য যত্নতঃ।
ঐশ্বর্য্যমতুলং লেভে রাবণো লোকরাবণঃ ॥ ১০
কৈলাসস্যাপি যাত্রায়াং যৎ ফলং লভতে নৃপ।
তস্মাচ্ছতগুণং পুণ্যং নীললোহিতদর্শনাৎ ॥ ১১
নীললোহিতকুণ্ডে বৈ স্নাতো যস্ত্রিদিনং নরঃ।
স যাতি শিবলোকাখ্যং পাপাযুতযুতোহপি হি ॥১২
সপ্তসামুদ্রকং নাম তীর্থং যত্র বিরাজতে।
তত্র স্নাত্বা নরঃ পাপী পাপসঙ্ঘৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৩
সপ্তানাঞ্চ সমুদ্রাণাং স্নানপুণ্যং লভেন্নরম্।
বিষ্ণুর্ব্বিরিঞ্চো গিরিশ ইন্দ্রো বায়ুর্যমো রবিঃ॥১৪
পর্জন্যো ধনদঃ সোমঃ ক্ষিতিরগ্নিরপাংপতিঃ।
তৎপার্শ্বেষু সদা হ্যেতে তিষ্ঠন্তি মনুজেশ্বর ॥ ১৫
সপ্তকোটীনি তীর্থানি ব্রহ্মাণ্ডে যানি কানি চ।
সর্ব্বাণি তত্র তিষ্ঠন্তি সপ্ত সামুদ্রকে নৃপ ॥ ১৬
তত্র স্নাত্বা নরঃ পশ্চাৎ কৃত্বা সর্ব্বপরিক্রমম্।
প্রাপ্নোতি দ্বারকায়াশ্চ যাত্রায়াঃ সকলং ফলম্ ॥
সপ্তসামুদ্রকমৃতে ন যাত্রা ফলদা স্মৃতা।
সপ্তসামুদ্রকং তীর্থং বিষ্ণুরূপং বিদুঃ সুরাঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং শ্রীদ্বারকাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে দ্বিতীয়দুর্গে সপ্তসমুদ্রমাহাত্ম্যং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০

করিয়া নর ইন্দ্রলোকে গমন করে; আর ইহ-লোকে চন্দ্রসদৃশ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। দুর্গের দক্ষিণ দ্বারে সূর্য্যকুণ্ড অবস্থিত, সত্রাজিত ঐ সূর্য্যকুণ্ডে স্যমন্তকের পূজা করিয়াছিলেন। হে নৃপবর! যে নর তথায় স্নান করিয়া পদ্মরাগ প্রদান করে, সে দিবাকরদ্যুতি বিমানে সূর্য্যলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে। দুর্গের পশ্চিম দ্বারে বিশিষ্ট ব্রহ্মতীর্থ, হে রাজন্! তথায় স্নান করিয়া যে বুদ্ধিমান্ মানব স্বর্ণপাত্রে পায়স প্রদান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর; সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী পিতৃঘাতী গোঘাতী মাতৃঘাতী বা আচার্য্যহন্তা হইলেও ইন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মময় দেহ ধারণ করত চন্দ্রকান্তি বিমানে ব্রহ্মপদে উপনীত হয়। ১—৭। দুর্গের উত্তর দ্বারে নৈললোহিত ক্ষেত্র অবস্থিত, তথায় স্বয়ং নীললোহিত মহাদেব বিরাজিত; হে বৈদেহ! সেখানে অখিল দেবতা, মুনি, সপ্তর্ষি ও মরুদ্‌গণ বিদ্যমান। তথায় যত্নপূর্ব্বক নীললোহিত লিঙ্গের পূজা করিয়া লোক-রাবণ রাবণ অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল।

হে নৃপ! কৈলাস-যাত্রায় যে পুণ্য লাভ হয়, নীললোহিত দর্শনে তাহার শতগুণ পুণ্য হইয়া থাকে। যে মানব তিন দিন নীল-লোহিত কুণ্ডে স্নান করে, অযুত পাপযুক্ত হইলেও সে নিশ্চিত শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। দ্বারকার যে স্থানে সপ্ত-সামুদ্রক নামক তীর্থ বিদ্যমান, পাপী নর তথায় স্নান করিয়া পাপরাশি হইতে মুক্ত হয়; তত্রত্য স্নানে সপ্তসমুদ্রের স্নান-পুণ্য আশু লাভ হইয়া থাকে। হে নৃপেশ্বর! বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, বায়ু, যম, রবি, মেঘবর্ষী পর্জ্জন্য, সোম, ক্ষিতি, অগ্নি ও বরুণ সর্ব্বদা তাহার পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত আছেন। হে নৃপ! ব্রহ্মাণ্ডের সপ্ত-কোটি তীর্থ সমস্তই সপ্ত-সামুদ্রকতীর্থে অবস্থিত। মানব তথায় স্নান ও তৎপরে তীর্থ প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাযাত্রার সমগ্র ফললাভ করে। সপ্ত-সামুদ্রক যাত্রা ব্যতীত কোন যাত্রা

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

তৃতীয়স্যাপি দুর্গস্য পূর্ব্বদ্বারে মহাবলঃ।
রক্ষত্যহর্নিশং রাজন্ হনূমানঞ্জনীসুতঃ॥ ১
তং প্রেক্ষ্য ভগবদ্ভক্তং হনূমন্তং মহাবলম্।
জায়তে ভগবদ্ভক্তো হনূমানিব মানবঃ॥ ২
তথাচ দক্ষিণদ্বারং চক্রং নাম সুদর্শনম্।
রক্ষত্যহর্নিশং রাজন্ শ্রীকৃষ্ণগতমানসম্॥ ৩
তস্য দর্শনমাত্রেণ ভবেদ্ভক্তো হরেঃ পরঃ।
ভক্তস্যাপি সদা রক্ষাং করোতি হি সুদর্শনম্॥
তথা বৈ পশ্চিমং দ্বারং জাম্ববানৃক্ষরাট্ বলী।
রক্ষত্যহর্নিশং রাজন্ ভগবদ্ভক্তিসংযুতঃ॥ ৫
তং প্রেক্ষ্য ভগবদ্ভক্তং জাম্ববন্তং মহাবলম্।
চিরজীবী হরের্ভক্তো ভবতীহ চ মানবঃ॥ ৬
তথা বৈ চোত্তরং দ্বারং বিষ্বক্সেনো মহাবলঃ।
রক্ষত্যহর্নিশং রাজন্ শ্রীকৃষ্ণহৃদয়ো মহান্।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো যাতি কৃতার্থতাম্॥ ৭
শৃণু রাজন্ বহির্দুর্গাত্তীর্থং পিণ্ডারকং স্মৃতম্॥ ৮
পিণ্ডারকস্য মাহাত্ম্যং শৃণু তাদ্রাজসত্তম।
যস্য স্মরণমাত্রেণ মহাপাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৯
অর্থসিদ্ধ্যোরিব দ্বারে রৈবতাব্ধিসমুদ্রয়োঃ।
মধ্যে পিণ্ডারকং ক্ষেত্রং তীর্থানাং তীর্থমুত্তমম্॥
ক্রতুরাজং রাজসূয়ং যদুরাজো মহাবলঃ।
চকার যত্র বৈদেহ পরিপূর্ণতমাজ্ঞয়া॥ ১১
সর্ব্বাণি যত্র তীর্থানি সমাহূতানি সর্ব্বতঃ।
নিবাসং চক্রিরে রাজন্নুগ্রসেনক্রতূত্তমে॥ ১২
তেন পিণ্ডারকং নাম সর্ব্বতীর্থস্য পিণ্ডতঃ।
তত্র স্নাত্বা নরঃ সদ্যো রাজসূয়ফলং লভেৎ॥১৩
যত্রৈব ত্রিদিনং স্নাত্বা ব্রতী ভূত্বা সমাহিতঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ স্বর্ণদানং দত্বা যঃ প্রণতো ভবেৎ॥
ইহৈব নরদেবঃ স্যাৎ স মহাত্মা ন সংশয়ঃ।
নিত্যং শৃণোতি সততং বন্দিবর্গৈর্যশঃ স্বয়ম্॥ ১৫

সফল হয় না, সুরগণ সপ্ত-সামুদ্রককে বিষ্ণুরূপে বর্ণন করিয়াছেন। ৮—১৮।

দ্বারকাখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০॥

একবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! তৃতীয় দুর্গের পূর্ব্বদ্বারে মহাবল অঞ্জনাতনয় হনূমান্ বিদ্যমান থাকিয়া দিবানিশি দ্বার রক্ষা করিতেছেন। সেই ভগবদ্ভক্ত মহাবল হনূমানকে দর্শন করিয়া মানব মহীতলে হনূমানের মত ভগবানে ভক্তিমান হয়। হে রাজন্! উহার দক্ষিণ দ্বার কৃষ্ণার্পিতমনা সুদর্শনচক্র অহর্নিশ রক্ষা করিয়া থাকেন,তাঁহার দর্শনমাত্রে নর হরির পরম ভক্ত হয়; সুদর্শন ভক্তের অঙ্গ সর্ব্বদা রক্ষা করেন। হে রাজন্! ভগবদ্ভক্ত বলবান্ ভল্লুকরাজ জাম্ববান্ পশ্চিম দ্বার অহর্নিশ রক্ষা করেন, সেই ভগবদ্ভক্ত মহাবল জাম্ববান্‌কে দর্শন করিয়া মানব সংসারে চিরজীবী ও হরিভক্ত হয়। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণমনা শ্রেষ্ঠ মহাবল বিষ্বক্সেন অহর্নিশি উত্তর দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন, মানব তাঁহার দর্শনমাত্রে কৃতার্থ হয়। ১—৭। হে রাজন্! শ্রবণ কর,—বহির্দুর্গের অগ্রভাগে পিণ্ডারক তীর্থ বিদ্যমান; হে রাজসত্তম! এক্ষণে পিণ্ডারকের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর; উহার স্মরণমাত্রে মানব মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। অর্থ ও সিদ্ধির মত দ্বারে রৈবত ও সমুদ্রের মধ্যস্থলে সর্ব্বতীর্থোত্তম পিণ্ডারক ক্ষেত্র অবস্থিত; হে বিদেহরাজ! পরিপূর্ণতমের উপদেশে মহাবল যদুপতি ঐ স্থানে যজ্ঞরাজ রাজসূয় করিয়াছিলেন। উগ্রসেনের ঐ উত্তম যজ্ঞে সকলদিক্ হইতে অখিল তীর্থ আহূত হইয়া তথায় বাস করেন। সর্ব্বতীর্থের মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া উহা পিণ্ডারক নামে প্রখ্যাত। তথায় স্নান করিয়া নর তৎক্ষণাৎ রাজসূয় ফললাভ করে। ব্রতী ও সমাহিত হইয়া মানব পিণ্ডারকে দিনত্রয় স্নান ও ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণদান করিয়া প্রণাম করিলে নিঃসংশয় সংসারে সেই মহাত্মা হৃষ্ট পুষ্ট মহাবল নরদেব হন, বন্দিগণকৃত স্বীয় যশোগান নিত্য শ্রবণ করেন এবং

সুবর্ণরত্নবস্ত্রাদ্যৈঃ সুচন্দ্রবদনৈঃ পরৈঃ।
স্ত্রীসৈন্যৈঃ সেবিতো নিত্যং হৃষ্টপুষ্টো মহাবলঃ॥
অহোরাত্রং প্রতাড্যন্তে দ্বারি দুন্দুভয়ো ঘনাঃ।
করীন্দ্রাণাঞ্চ চীৎকারৈরশ্বহ্রেষৈঃ সমন্বিতম্॥১৭
বিরাজতে রাজসৈন্যৈঃ প্রেক্ষয়ন্ প্রাঙ্গণাজিরম্।
রত্নপ্রাসাদনিচয়ং ধ্বজমণ্ডলমণ্ডিতম্॥১৮
মত্তকুঞ্জরকর্ণাভ্যাং তাড়িতা ভৃঙ্গমণ্ডলী।
অলঙ্করোতি তদ্দ্বারং মণ্ডিতং মণ্ডলেশ্বরৈঃ॥১৯
পিণ্ডারকস্নানমৃতে কথং রাজ্যং ভবেদিহ।
অন্তে মোক্ষং কথং যাতি নরঃ পাপযুতোঽপি হি
পিণ্ডারকস্নানমৃতে ন শর্ম্ম
পিণ্ডারকস্নানমৃতে ন কর্ম্ম।
পিণ্ডারকস্নানমৃতে ন ধর্ম্মঃ
পিণ্ডারকস্নানমৃতে ন বর্ম্ম॥২১
পিণ্ডারকস্নানমৃতে বিয়োগী
পিণ্ডারকস্নানকরস্তু যোগী।
পিণ্ডারকস্নানকরঃ সুভোগী
পিণ্ডারকস্নানকরো ন রোগী॥২২

দ্বারাবতীং মাধবমাসমধ্যে
প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্করোতি।
সর্ব্বা ইহামুত্র চ সিদ্ধয়োঽপি
বৈদেহ তৎপাণিতলে ভবন্তি॥২৩
তীর্থাপ্লুতোঽধঃশয়নঃ শুচিশ্চ
মৌনী ব্রতী বা যবভোজনেন।
আরভ্য চৈত্রীং কিল পৌর্ণমাসীং
যো মাধবীমেত্য করোতি যাত্রাম্॥২৪
তৎপুণ্যসংখ্যাং গদিতুং ন শক্য-
শ্চতুর্ম্মুখো বেদময়ো বিধাতা।
যো মেঘধারাং গণয়েৎ কদাচিৎ
কালেন পুণ্যানি ন কৃষ্ণপুর্য্যাঃ॥২৫
যথা তিথীনাং হরিবাসরঞ্চ
যথা হি শেষো ফণিনাং ফণীন্দ্রঃ।
যথা গরুত্মান্ দিবি পক্ষিণাং চ
যথা পুরাণেষু চ ভারতঞ্চ॥২৬
যথা হি দেবেষু চ দেবদেবঃ
শ্রীবাসুদেবো যদুদেবদেবঃ।
তথা পুরীক্ষেত্রসমস্তমধ্যে
দ্বারাবতী পুণ্যবতী প্রশস্তা॥২৭
অহোঽতিধন্যা যদুমণ্ডলীভি-
র্বিরাজতে ভূমিতলে মনোহরা

সুবর্ণরত্ন ও বসনভূষিত চন্দ্রবদন নারীসমূহদ্বারা নিত্য সেবিত হইয়া থাকেন। তাঁহার দ্বারে অহোরাত্র মহাশব্দে দুন্দুভি বাদিত হয়, করিবরগণের চীৎকারে ও অশ্বসমূহের হ্রেষাশব্দে তদীয় পুরদ্বার মুখরিত থাকে, নৃপতিবৃন্দ তদীয় পুরের অঙ্গন ও গৃহভূভিত্তির দিকে তাকাইয়া থাকেন, তদীয় পুরদ্বারস্থিত মদস্রাবী মত্তমাতঙ্গগণ কর্ণ দ্বারা গণ্ডপতিত মধুকরগণকে বিতাড়িত করে, মণ্ডলেশ্বরগণ তাঁহার ধ্বজমণ্ডল মণ্ডিত রত্ন প্রাসাদসমূহের সুন্দর দ্বারদেশ অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। অধিক কি—এ সংসারে পিণ্ডারক স্নান ব্যতীত কিরূপে রাজ্যলাভ হয় এবং পাপী নর কেমন করিয়া অন্তকালে মোক্ষলাভ করে? ৮—২০। পিণ্ডারক স্নান ভিন্ন কল্যাণ হয় না, পিণ্ডারক স্নান ভিন্ন কর্ম্ম হয় না, পিণ্ডারক স্নান ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না, পিণ্ডারক স্নান ভিন্ন রক্ষা হয় না। পিণ্ডারক স্নান না করিলে বিয়োগী ও পিণ্ডারক স্নান করিলে যোগী হয়; পিণ্ডারক স্নানকারী সুভোগী, পিণ্ডারকস্নানকারী অরোগী হয়। হে বৈদেহ! বৈশাখ মাস মধ্যে দ্বারকার পিণ্ডারকতীর্থ প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিলে ইহ পরলোকের সর্ব্বার্থসিদ্ধি তাহার করতলগত হয়। চৈত্রপূর্ণিমায় আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৈশাখ মাস তীর্থস্নায়ী, ভূমিশায়ী, শুচি, মৌনী, ব্রতী ও যবভোজী হইয়া যে মানব বৈশাখযাত্রা করে, বেদময় চতুর্ম্মুখ বিধাতাও তাহার পুণ্যসংখ্যা কীর্ত্তনে সমর্থ নহেন। কেহ কদাচিৎ বৃষ্টিধারা গণনা করিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণপুরী দ্বারকার পুণ্যসংখ্যা করিতে পারে না। তিথিসমূহমধ্যে যেমন হরিবাসর, নাগগণমধ্যে ফণিবর অনন্ত, পক্ষিগণ মধ্যে গরুড়, পুরাণ মধ্যে ভারত, দেবগণ মধ্যে দেবদেব যদুদেব বাসুদেব, তদ্রূপ অনন্ত পুরীক্ষেত্র মধ্যে পুণ্যবতী দ্বারাবতী

বৈকুণ্ঠলীলান্বিতা কুশস্থলী
যথা তড়িদ্ভির্জলদাবলির্দিবি ॥ ২৮
যত্রৈব সাক্ষাৎ পুরুষঃ পরেশ্বরো
ধৃত্বা চতুর্ব্যূহমলং বিরাজতে।
যশ্চোগ্রসেনায় দদৌ নৃপেশতাং
কৃষ্ণায় তস্মৈ হরয়ে নমো নমঃ ॥ ২৯
যদা স্বলোকং ভগবান্ গমিষ্যতি
সংপ্লাবয়িষ্যত্যথ তাং তদার্ণবে।
বৈদেহ দিব্যং হরিমন্দিরং বিনা
তস্মিন্নিবাসং ভগবান্ করিষ্যতি ॥ ৩০
শৃণ্বন্তি তত্রৈব কলৌ জনা ধ্বনিং
কৃষ্ণোক্তমিত্থং সততং দিনে দিনে।
অবেদবিদ্যো যদি বা সবিদ্যো
যো ব্রাহ্মণো বৈ স তু মামকী তনুঃ ॥ ৩১
ভূত্বাথ বিপ্রোহব্ধিতটাদগাধং
গত্বা গৃহীত্বা প্রতিমাং পরস্য।
কৃত্বা প্রতিষ্ঠাং চ বিধায় সৌধং
করিষ্যতে স্থাপনকর্ম্ম এষঃ ॥ ৩২

শ্রীদ্বারকানাথমিতি স্বরূপং
পশ্যন্তি যে ভক্তজনাঃ কলৌ যুগে।
গচ্ছন্তি তে বিষ্ণুপদং নৃদেব
যোগীশ্বরাণামপি দুর্লভং যৎ ॥ ৩৩
ইদং ময়া তে কথিতং নৃদেব
মাহাত্ম্যমেতৎ কিল কৃষ্ণপুর্য্যাঃ।
শৃণোতি যঃ শ্রাবয়তে চ ভক্ত্যা
শ্রীদ্বারকাবাসফলং লভেত সঃ ॥ ৩৪
শ্রীদ্বারকায়া নৃপ খণ্ডমেত-
ন্ময়া তবাগ্রে কথিতং সুপুণ্যম্।
কীর্ত্তিং কুলং ভক্তিমতীব মুক্তিং
দদাতি রাজ্যঞ্চ সদৈব শৃণ্বতাম্ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং দ্বারকাখণ্ডে নারদ
বহুলাশ্বসংবাদে পিণ্ডারকমাহাত্ম্যং
নামৈকবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

প্রশস্তা। অহো! ভূতলে যত্নমণ্ডলী-বিমণ্ডিতা রমণীয়া দ্বারকা অতিধন্যা; আকাশে বিজলী-যুক্ত মেঘমালার ন্যায় বৈকুণ্ঠলীলা-বিলসিতা দ্বারাবতী; তথায় সাক্ষাৎ পুরুষ পরেশ্বর, বলভদ্রাদি চতুর্ব্যূহ অবলম্বনে বিরাজিত। যিনি উগ্রসেনকে নৃপাধিপত্য প্রদান করিয়াছেন সেই হরি কৃষ্ণকে নমস্কার নমস্কার। ২১—২৯। হে বৈদেহ! ভগবান্ যখন স্বীয়লোকে গমন করিবেন, তখন দ্বারকা সমুদ্রমধ্যে ডুবিয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহার দিব্য মন্দির ডুবিবে না, তিনি ঐ মন্দিরমধ্যে বাস করিবেন। কলিযুগে ঐ মন্দিরমধ্যে কৃষ্ণকথিত বক্ষ্যমাণ বাক্য প্রতিদিন সর্ব্বদা সকলে শুনিতে পাইবে;— "অবিদ্যাই হউক আর সবিদ্যাই হউক, ব্রাহ্মণ মদীয় দেহ। অতঃপর কোন বিপ্র প্রাদুর্ভূত হইয়া সমুদ্রতট হইতে অগাধ জলে গমন করিয়া পরমেশ্বর ভগবানের মূর্ত্তিগ্রহণপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা এবং সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া এই স্থাপন কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন।" হে নরদেব! কলিযুগে যেসকল ভক্ত মানব দ্বারকানাথের ঐ মূর্ত্তিদর্শন করিবেন, তাঁহার যোগীশ্বরগণের দুর্লভ বিষ্ণুপদে গতি হইবে। হে নরনাথ! এই আমি তোমার নিকট কৃষ্ণপুরী দ্বারকার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, যিনি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করেন বা অপরকে শ্রবণ করান, তাঁহার দ্বারকাবাস ফললাভ হয়! হে নৃপ! এই যে সুপবিত্র দ্বারকাখণ্ড তোমার সম্মুখে আমি কীর্ত্তন করিলাম, যাঁহারা ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের সর্ব্বদা কুল, কীর্ত্তি, অত্যন্ত ভক্তি, মুক্তি ও রাজ্য লাভ হইয়া থাকে। ৩০—৩৫।

দ্বারকাখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণস্য সখা কশ্চিৎ সুদামা নাম বৈ দ্বিজঃ।
স উবাস স্বপুর্য্যাং তু সত্যা চ ভার্য্যয়া বৃতঃ॥ ১
বিরক্তো ধনহীনশ্চ বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
সমানশীলয়া পত্ন্যা চক্রে বৃত্তিমযাচিতাম্॥ ২
স কদাচিৎ প্রিয়াং প্রাহ সীদমানাং দরিদ্রতঃ।
শ্রীকৃষ্ণো দ্বারকানাথো মিত্রং মম পতিব্রতে॥ ৩
ময়া তেনাপি পঠিতা বিদ্যা সান্দীপনের্গৃহে।
পুনর্ন দৃষ্টঃ শ্রীকৃষ্ণো ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ॥ ৪
ত্রৈলোক্যনাথো ভগবান্ দুঃখহা দীনবৎসলঃ।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য শুষ্কবক্ত্রা পতিব্রতা॥ ৫
জীর্ণবস্ত্রধরা দীনা পতিং প্রাহ বুভুক্ষিতা।
যদি ব্রহ্মন্নমু হরিঃ সখা তে কমলাপতিঃ॥ ৬
বুভুক্ষিতঃ কথং ভূতো জীর্ণকর্পটধারণৈঃ।
দ্বারকায়াং জনা গত্বা দৃষ্ট্বা সাক্ষাচ্ছ্রিয়ঃ পতিম্।
ধনযুক্তাঃ সমায়ান্তি তস্মাত্ত্বং গন্তুমর্হসি॥ ৭

সুদামোবাচ।

সর্ব্বেষাং শিক্ষকোঽহং ত্বং তস্মৈ শিক্ষাং প্রদাস্যতি।
বিপ্রস্য বিদুষো ভিক্ষাধনং প্রকথিতং প্রিয়ে॥ ৮

প্রিয়োবাচ।

সখা তু শ্রীপতির্যস্য নাতিদূরে প্রবর্ত্ততে।
তমুপেহি স তে দুঃখং দারিদ্র্যং নাশয়িষ্যতি॥ ৯
গতা অবস্থা মম তে দুঃখদারিদ্র্যভুঞ্জতোঃ।
দাতুঃ কৃপানিধেঃ কান্ত মিত্রতায়াশ্চ কিং ফলম্॥

সুদামোবাচ।

বিধিনা লিখিতং ভাগ্যং তত্তথৈব ভবিষ্যতি।
যাতায়াতেন কিং ভদ্রে হরের্ধ্যানং করোম্যহম্॥
যদ্দ্বারিদেশে রাজানো দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
আজ্ঞাং বিনা ন যাস্যন্তি দীনস্য মম কা কথা॥ ১২

প্রিয়োবাচ।

বিনাজ্ঞাং নৈব যাস্যন্তি দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—সুদামা নামে শ্রীকৃষ্ণের এক জন ব্রাহ্মণ সখা ছিলেন, তিনি ভার্য্যা সত্যার সহিত স্বীয়পুরে বাস করিতেন। বেদ-বেদাঙ্গপরাগ সুদামা ধনহীন ও বিরক্ত ছিলেন; তিনি অনুরূপা পত্নীর সহিত অযাচিত বৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন করিতেন। সুদামা একদা দারিদ্র্য পীড়িত দুঃখিতা দয়িতাকে কহিলেন,—হে পতিব্রতে! দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ আমার মিত্র, আমি সান্দীপনি গুরুর গৃহে তাঁহার সহিত বিদ্যা অধ্যয়ন করিতাম; কিন্তু কৃষ্ণ ভোজ বৃষ্ণি ও অন্ধকপতি হইলে আর তাঁহার সহিত আমার দেখা হয় নাই। তিনি ত্রিলোকের নাথ ভগবান্ দুঃখহা ও দীন বৎসল। পতির বাক্য শুনিয়া শুষ্ককণ্ঠা পতিব্রতা জীর্ণবসনাবৃতা বুভুক্ষিতা দীনা সত্যা তাঁহাকে কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! শ্রীপতি হরিই যদি আপনার সখা হন,তবে কেন জীর্ণবসনধারী ও বুভুক্ষিত হইয়া রহিয়াছেন? জনগণ দ্বারকায় গিয়া সাক্ষাৎ কমলাপতিকে দর্শনপূর্ব্বক ধনবান্ হইয়া গৃহে আগমন করে, অতএব আপনিও গমন করুন। সুদামা বলিলেন,—আমি সকলের শিক্ষক, তুমি সেই আমাকেই শিক্ষা দিতেছ। হে প্রিয়ে! বিদ্বান্ বিপ্রকে তুমি ভিক্ষা দ্বারা ধনলাভের উপদেশ দিতেছ! সত্যা বলিলেন,—আপনার সখা শ্রীপতি, বিশেষতঃ তিনি অতি দূরেও নহেন; অতএব আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন, তিনি আপনার দুঃখ দারিদ্র্য নাশ করিবেন। দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ করিতে করিতে আমাদের বয়স গেল, হে কান্ত! কৃপানিধি দাতার মিত্রতায় কি ফল? ১—১০। সুদামা কহিলেন,—বিধাতা ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইবেই; হে ভদ্রে! আর যাতায়াত করিয়া কি হইবে? গৃহে বসিয়া হরির ধ্যান করি। যাঁহার দ্বারদেশে রাজা, দেব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ আজ্ঞা ব্যতীত প্রবেশ করিতে পারেন না, সে স্থানে মাদৃশ দীনের আর কথা কি? সত্যা বলিলেন,—বিনা আজ্ঞায় দেব,

অন্তর্যামী হরিঃ শীঘ্রং দূতৈস্ত্বামাহ্বয়িষ্যতি ॥ ১৩

বিপ্র উবাচ ।

দয়ালুরীদৃশঃ কৃষ্ণোঽপরং তু শৃণু ভামিনি ।
বিপত্তিকালে মিত্রস্য ন গচ্ছেদ্‌গৃহমুত্তমম্ ॥ ১৪
কথং তু যাচনাং কুর্ব্বে চিরাদৃষ্ট্বা স্বকং প্রিয়ম্ ।
নির্লোভাত্তু ভবেৎ প্রীতির্যাচনাত্তু গমিষ্যতি ॥ ১৫

প্রিয়োবাচ ।

দুঃখদারিদ্র্যহরণং শ্রীহরের্দর্শনং কুরু ।
যাচনা নৈব কর্ত্তব্যা স তেঽর্থং বহু দাস্যতি ।
এবং তু প্রিয়য়া বিপ্রো বহুধৈবং প্রভাষিতঃ ॥ ১৬
অয়ং হি পরমো লাভঃ কৃত্বা মিত্রস্য দর্শনম্ ।
উপায়নং তু কিং দাস্যে লজ্জিতোঽহং দরিদ্রতঃ
ইত্যুক্তা সাগতা শীঘ্রং পরগেহং তদা সতী ।
তণ্ডুলাংশ্চতুরো মুষ্টীন্ যাচিত্বা স্বগৃহং যযৌ ॥১৮
জীর্ণকর্পটখণ্ডে চ বদ্ধা তান্ পতয়ে দদৌ ।
ততো গৃহীত্বা পৃথুকাংশ্চ তণ্ডুলান্
কুচৈলধারী মলিনশ্চ দুর্ব্বলঃ ॥ ১৯
জগাম কৃষ্ণস্য পুরীং শনৈঃ শনৈ-
র্ব্রহ্মণ্যদেবং মনসা চ সংস্মরন্ ॥ ২০
সোঽবতীর্য্য সিন্ধুমুডুপেন দদর্শ তত্র
শ্রীদ্বারকাং হরিপুরীং কনকৈর্বিচিত্রাম্ ।
শ্রেণীসভাবিবিধদুর্গগৃহৈঃ পতাকৈঃ
শৃঙ্গাটকৈরতিবলৈর্বহুভিশ্চ গুপ্তাম্ ॥২১
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণপুরীং বিপ্রো জনানাপৃচ্ছ্য শ্রীহরেঃ ।
শ্রীমন্দিরং তু কুত্রাস্তে সর্ব্বে বদত সাম্প্রতম্ ॥২২
ইতি শ্রুত্বা মাধবস্য ভবনানাং চ রক্ষকাঃ ।
ঊচুস্তে বর্ত্ততে কৃষ্ণঃ সর্ব্বেষু মন্দিরেষু চ ॥ ২৩
ইত্যুপশ্রুত্য সদনং প্রবিশ্যৈকতমং দ্বিজঃ ।
ব্রহ্মানন্দং গতঃ কৃষ্ণং পর্য্যঙ্কস্থং বিলোক্য চ ॥২৪
সখায়মাগতং জ্ঞাত্বা সহসোত্থায় মাধবঃ ।
দোর্ভ্যাং মিলিত্বা চাস্যোঽশ্রুং প্রেম্ণা
হৃষ্টকলাকুলঃ ॥ ২৫
স্বর্ণপাত্রেণ তস্যাপি পাদৌ প্রক্ষাল্য তজ্জলম্ ।
গৃহীত্বা শিরসা তস্য পর্য্যঙ্ক উপবেশ্য চ ॥ ২৬
অর্চ্চনং কৃতবান্ গন্ধচন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ ।

গন্ধর্ব্ব কিন্নরেরা যাইতে পারেন না সত্য, কিন্তু অন্তর্যামী সাক্ষাৎ হরি সত্বর দূত দ্বারা আপনাকে আহ্বান করিবেন। বিপ্র বলিলেন,—হে ভামিনি! শ্রবণ কর; কৃষ্ণ তাদৃশ দয়ালু বটেন, কিন্তু বিপত্তি কালে সমৃদ্ধ মিত্রের গৃহে গমন করা উচিত নহে। বিশেষতঃ বহুদিনের পর অন্তরঙ্গ প্রিয়াকে দেখিয়া কিরূপে প্রার্থনা করিব? লোভহীন হইলেই প্রীতি হয়, যাচ্ঞায় তাহা থাকে না। সত্যা বলিলেন,—দুঃখ-দারিদ্র্যনাশন কৃষ্ণ দর্শন করুন, যাচ্ঞা করিতে হইবে না, তিনি নিজেই আপনাকে ধন দিবেন। সুদামা এইরূপে পত্নীকর্ত্তৃক বহুপ্রকারে কথিত হইয়া মিত্রের দর্শনই পরমলাভ মনে করিলেন; কিন্তু প্রিয়াকে কি উপহার দিব, এই বলিয়া দারিদ্র্য নিবন্ধন লজ্জিত হইতেছি। এই কথা বলিলে সেই সতী অন্যগৃহে গমন করিয়া চারি মুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনিলেন। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে তাহা বান্ধিয়া পতিকে প্রদান করিলেন। অনন্তর বিপ্র মলিন বস্ত্রে মলিন দুর্ব্বল দেহ মনে মনে ব্রহ্মণ্যদেবকে স্মরণ করত ধীরে ধীরে কৃষ্ণের পুরে গমন করিলেন। ১১—২০। ব্রাহ্মণ ভেলায় সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া কনকময় বিচিত্র দ্বারকাপুরী দর্শন করিলেন। ঐ পুরী পতাকা এবং শ্রেণীবদ্ধ সভাগৃহ ও বিবিধ দুর্গসমন্বিত। উহা বলবান্ যন্ত্রগণ দ্বারা রক্ষিত ও চতুষ্পথযুক্ত। ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের পুরী দেখিয়া তত্রত্য লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন; তোমরা সকলে বল শ্রীকৃষ্ণের মন্দির কোথায়। এই কথা শুনিয়া মাধবের পুরী রক্ষকেরা বলিল শ্রীকৃষ্ণ সকল মন্দিরেই আছেন। এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ কোন এক মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পর্য্যঙ্কে কৃষ্ণকে দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। মাধব সখা আসিয়াছেন জানিয়া সহসা গাত্রোত্থান করত তাহাকে বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। স্বর্ণ পাত্রস্থ জল দ্বারা তাঁহার পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া, সেই জল মস্তকে ধারণ করত

পক্বান্নৈর্ধূপদীপৈশ্চ মধুপর্কৈর্বিধানতঃ ॥ ২৭
পশ্চাদাবেদ্য তাম্বুলং গাঞ্চ স্বাগতমব্রবীৎ ।
বৃদ্ধং কুচেলং মলিনং দুর্ব্বলং শ্বেতমূর্দ্ধজম্ ॥ ২৮
মিত্রবিন্দা পর্য্যচরদ্ব্যজনেন স্মিতান্বিতা ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ বিস্মিতা জহসুস্তদা ॥ ২৯
উচুঃ পরস্পরং নার্য্যঃ প্রেক্ষ্য বিপ্রং সমর্চ্চিতম্ ।
ভিক্ষুণা হ্যবধূতেন কিমনেন কৃতং তপঃ ॥ ৩০
যেন ত্রৈলোক্যনাথেন সৎকৃতশ্চাগ্রজো যথা ।
এতস্মিন্নন্তরে তৌ দ্বৌ কথয়াঞ্চক্রতুঃ কথাঃ ।
পূর্ব্বা গুরুকুলে জাতা হস্তৌ গৃহ্য পরস্পরম্ ॥ ৩১

শৃণু ব্রহ্মন্ প্রপঠিতা সর্ব্ববিদ্যা ত্বয়া ময়া ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা পুনস্ত্বং নৈব দৃশ্যসে ॥৩২
অহন্তু দ্বারিকাং যাতো জরাসন্ধভয়াৎ সখে ।
কুত্র স্থলে তব বিভো নিবাসং বদ মে খলু ॥ ৩৩
কদাচিদিন্ধনার্থে বৈ গুরুদারৈঃ প্রণোদিতাঃ ।
বিদ্যার্থিনো বয়ং সর্ব্বে বনং জগ্মুর্ভয়ঙ্করম্ ॥ ৩৪
বিপত্তিরভবত্তত্র বাতবর্ষভয়ঙ্করী ।
রবিরস্তং গতো রাত্র্যামন্ধকারোঽভবন্ মহান্ ॥৩৫
সর্ব্বং জলময়ং জাতং স্থলং নৈব তু দৃশ্যতে ।
বয়ং পরস্পরং সর্ব্বে গৃহীতকরপঙ্কজাঃ ॥ ৩৬
বিদ্যুৎপ্রকাশে পশ্যন্তো দিক্ষু সর্ব্বাসু বভ্রমুঃ ।
ততঃ সূর্য্যোদয়ে জাতে গুরুঃ সান্দীপনির্ম্মহান্ ॥
জলে শিষ্যাংশ্চ শীতার্ত্তান্ বনং গত্বা দদর্শ হ ।
জলাৎ সর্ব্বান্ স্থলে কৃত্বা গুরুরশ্রুপরিপ্লুতঃ ॥ ৩৮
উবাচ বালকা যূয়মস্মদাজ্ঞাপরায়ণাঃ ।
প্রেষ্ঠস্য প্রাণিনামাত্মা তমনাদৃত্য মৎপরাঃ ॥ ৩৯
তস্মাদ্ভবদ্ভ্যঃ সন্তুষ্টো বরং দাস্যামি দুর্লভম্ ।
ভবতাঞ্চাপি সর্ব্বত্র পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ ॥ ৪০
বেদশাস্ত্রপুরাণি কণ্ঠস্থানি ভবন্তি হি ।
তস্মাদ্ গুরোশ্চ কৃপয়া পূর্ণোঽহং সর্ব্বসৌখ্যতঃ ॥

ব্রাহ্মণকে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন। গন্ধ, চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম, পক্বান্ন, ধূপ, দীপ মধুপর্ক দ্বারা তাঁহার যথা বিধানে পূজা করিলেন। পরে তাম্বুল ও গো দান করিয়া বৃদ্ধ মলিন-বস্ত্র মলিন দুর্ব্বল পক্বকেশ ব্রাহ্মণকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। মিত্রবিন্দা ঈষৎ হাস্যসহকারে ব্যজন দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া-সকল বিস্মিত হইয়া হাসিতে লাগিলেন। তাহারা ব্রাহ্মণের পূজা দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, এই অবধূত ভিক্ষুক কি তপস্যা করিয়াছে যে, ত্রৈলোক্যনাথ অগ্রজের ন্যায় ইহার সৎকার করিতেছেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা দুইজনে পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া গুরুগৃহে সংঘটিত পূর্ব্ব কথা বলিতে লাগিলেন। ২১—৩১। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! শুন, তুমি ও আমি দুইজনে সর্ব্ববিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছি। কিন্তু গুরুদক্ষিণা দানের পর আর তোমাকে দেখি নাই। আমি জরা-সন্ধ ভয়ে দ্বারকায় আসিয়াছি। হে সখে! তোমার বাস কোথায় আমাকে বল? এক-দিন গুরুপত্নীর আদেশে আমরা ছাত্রগণ সকলে কাঠ আনিতে ভয়ঙ্কর বনে গিয়াছিলাম, সেই বনে বাত ও বর্ষায় আমাদের ভয়ঙ্কর বিপত্তি উপস্থিত হইল। রবি অস্ত গেলে রাত্রিতে ঘোরতর অন্ধকার হইয়াছিল, সকল স্থান জলময় হওয়ায় স্থল দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমরা পরস্পর হস্ত ধরাধরি করিয়া বিদ্যুতের আলোকে দেখিতে দেখিতে সকল দিক ভ্রমণ করিয়াছিলাম। অনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে, মহামনা গুরু সান্দীপনি বনে গমন করিয়া জল মধ্যে শীতার্ত্ত ছাত্রগণকে দর্শন করিয়াছিলেন। অশ্রু-পরিপ্লুত গুরু সকলকে জল হইতে স্থলে আনয়ন করিয়া বলিলেন ;—হে বালকগণ! তোমরা আমার আজ্ঞাপরায়ণ; প্রাণিগণের প্রিয়তম আত্মাকেও অনাদৃত করিয়া আমাকে প্রধান মনে করিয়াছ। এই জন্য আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদিগকে দুর্লভ বর দান করিতেছি! তোমাদের সর্ব্বত্র অভি-লাষ পূর্ণ হউক। বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্র তোমাদের কণ্ঠস্থ হউক। সেই হইতে গুরুর কৃপায় আমি সকল সুখে পরিপূর্ণ হইয়াছি।

সুদামোবাচ।

দেবদেব গুরুস্ত্বং তু কোটিব্রহ্মাণ্ডনায়কঃ।
শ্রীপতেস্তস্য গুরুষু বাসোঽত্যন্তবিড়ম্বনম্॥ ৪২
ততঃ সুদামা বিপ্রস্তু কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
পৃথুকাংস্তণ্ডুলান্ রাজন্ন প্রাযচ্ছদবাঙ্মুখঃ॥ ৪৩
সর্ব্বাত্মা ভগবাংস্তস্য জ্ঞাত্বাগমনকারণম্।
নায়ং বিপ্রস্তু শ্রীকামো মুক্ত্যর্থে মাং তু সেবতে
ভার্য্যা পতিব্রতা দুঃখাদ্ধনাশাকাঙ্ক্ষা কুর্ব্বতী।
তস্মাদ্ধনং কথং দাস্যে অদাত্রোশ্চ তয়োরহম্॥
ইতি ব্রুবন্ পুনর্জ্ঞাত্বা হেতোর্মম স তণ্ডুলান্।
প্রগৃহ্যাগতবানত্র লজ্জয়া নৈব দাস্যতি॥ ৪৬
তস্মাত্তু যাচনাং কুর্ব্বে বিদিত্বৈবং বচোঽব্রবীৎ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

গৃহান্মদর্থে ভবতা কিমানীতমুপায়নম্।
অণ্বপ্যুপাহৃতং যচ্চ ভক্ত্যা ভূরি ভবিষ্যতি॥৪৮
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা
প্রযচ্ছতি।

তদহং তণ্ডুলাহৃতমশ্নামি প্রযতা[illegible]
ইত্থমাভাষ্য ভগবানদাতুস্তু দ্বিজন্মনঃ [illegible]
চীরখণ্ডাত্তণ্ডুলাংশ্চ জহার কিমিদং স্বয়ম্॥ ৫০
এতদ্বয়োপনীতং মে সখে পরমপ্রীণনম্।
বিশ্বং মাং তর্পয়িষ্যন্তি ব্রহ্মন্নেতে চ তণ্ডুলাঃ॥৫১
ঈদৃশা গোকুলে ভুক্তাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পৃথুকতণ্ডুলাঃ।
মাত্রা যশোদয়া দত্তাঃ পুনস্তান্নৈব দৃষ্টবান্॥ ৫২
ইত্যেকমুষ্টিং জগ্ধা চ ভূমিজাং সম্পদং দদৌ।
দ্বিতীয়াং জগ্ধুমারেভে দাতুং পাতালসম্পদম্॥
তাবদ্বক্ষঃস্থলাচ্ছীঘ্রং জগৃহে শ্রীঃ করং হরেঃ।
অপরাধাদ্বিনা নাথ কথং মাং ত্যক্তুমিচ্ছসি॥৫৪
এতাবতালং শ্রীকৃষ্ণ শক্রতুল্যো দ্বিজোভবেৎ।
দ্বিজেন নির্ধনেনাপি ন জ্ঞাতস্তদ্রহস্যকম্॥ ৫৫
সম্পূর্ণঞ্চ ধনং প্রাপ্তং স্বগৃহে বিষ্ণুমায়য়া।
উষিত্বা রজনীমেকাং ভুক্ত্বা পীত্বা সুখং গতঃ॥

সুদামা বলিলেন,—তুমি দেবদেব গুরু এবং কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক। তুমি শ্রীপতি, তোমার গুরুকুলে বাস অত্যন্ত বিড়ম্বনা। ৩২—৪২। হে রাজন্! অনন্তর দ্বিজ সুদামা পরমাত্মা কৃষ্ণকে সেই পৃথুক তণ্ডুল দান করিলেন না, অধোমুখ হইয়া রহিলেন। সর্ব্বাত্মা ভগবান্ তাঁহার আগমনের কারণ জানিতে পারিলেন;—"এই বিপ্র ধনকামী নহে, মুক্তির জন্যই আমার সেবা করে, ইহার দুঃখিতা পতিব্রতা পত্নীই ইহার ধনাশা করিয়া থাকে; অতএব সেই অদাতা দম্পতিকে কেমন করিয়া ধনদান করিব?" ইহা বলিতে বলিতে পুনরায় জানিতে পারিলেন,—আমার জন্য তণ্ডুল লইয়া এখানে আসিয়াছে, কিন্তু লজ্জায় দিতে পারিতেছে না; অতএব "আমিই প্রার্থনা করিব" এইরূপ বুঝিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন,—গৃহ হইতে তুমি আমার জন্য কি উপহার আনিয়াছ? ভক্তির দান অণুপরিমিত হইলেও ভূরি হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রদান করে, ভক্তের উপহৃত বলিয়া আমি তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি। ভগবান্ এইরূপ বলিয়া অদাতা সেই দ্বিজ সুদামার জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড হইতে 'ইহা কি' বলিয়া স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। হে সখে! এই ত তুমি আমার পরম প্রীতিকর বস্তু আনিয়াছ; হে ব্রহ্মন্! এই তণ্ডুলগুলি হইতে বিরাট আমার তৃপ্তি হইবে। আমি গোকুলে এইরূপ শ্রেষ্ঠ পৃথুকতণ্ডুল ভক্ষণ করিতাম। মা যশোদা দিতেন, কিন্তু ঐরূপ তণ্ডুল আর দেখিতে পাই না। ৪৩—৫২। এই বলিয়া হরি একমুষ্টি খাইয়াই পৃথিবী সম্পদ্ দান করিলেন এবং দ্বিতীয় মুষ্টি খাইয়া যেমনি পাতাল সম্পদ্ প্রদান করিবেন, অমনি বক্ষস্থলস্থা লক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ তাঁহার কর ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন,—হে নাথ! বিনা অপরাধে কেন আমাকে ত্যাগ করিতেছেন? হে কৃষ্ণ! আপনি যাহা দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট, ইহাতেই দ্বিজ ইন্দ্রতুল্য হইবে। এদিকে দ্বিজ সেই বহু দান বিদিত হইলেন না, বিষ্ণুমায়ায় পূর্ণ সম্পদ্ গৃহে গিয়া উপনীত হইল। তিনি একরাত্রি তথায় থাকিয়া সুখে পান ভোজন

যো ভুক্তে স্বগৃহান্ গন্তুং কৃষ্ণং নত্বা মনো দধে।
স চাজ্ঞপ্তো ভগবতা বন্দিতঃ পরিরম্ভিতঃ। ৫৭
যাচনা ন কৃতা যেন ব্রীড়িতঃ স্বগৃহান্ যযৌ।
ব্রহ্মণ্যতা ময়া দৃষ্টা বিপ্রদেবস্য শ্রীপতেঃ। ৫৮
অহং দরিদ্রো কৃষ্ণস্য বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ।
প্রিয়াজুষ্টে চ পর্য্যঙ্কে ভ্রাতেব স্থাপিতো দ্বিজঃ।
বীজিতো ব্যজনেনাপি রুক্মিণ্যা সত্যভাময়া।
নির্দ্ধনস্তু ধনং লব্ধ্বা শ্রীপতিং নৈব সংস্মরেৎ। ৬০
ইত্থং করুণয়া মহ্যং ধনং কৃষ্ণো ন দত্তবান্।
ইত্থং বিচারয়ন্ গচ্ছন্ সংস্মরন্ ব্রাহ্মণীং রুষা
গৃহাণ ধনকোটিঞ্চ গৃহং গত্বা ব্রবীম্যহম্।
ব্রহ্মণ্যদেবো দাতা চ শ্রীকৃষ্ণোঽয়ং ময়া শ্রুতঃ।
প্রত্যক্ষদৃষ্টঃ কৃপণো গর্ব্বিতো ধনপূরিতঃ।
শাপং দাস্যে কথং মিত্রে ধনলোভাদহং বৃথা। ৬৩
রত্নৈঃ প্রপূরিতান্ গেহান্ দৃষ্ট্বা বাঞ্ছাং ন কারয়েৎ

করিয়া পরদিন কৃষ্ণকে নমস্কার পূর্ব্বক গৃহগমনে মনোরথ করিলেন। ভগবানও অনুজ্ঞা দিয়া বন্দন ও আলিঙ্গন করিলেন। দ্বিজ লজ্জাবশত যাচ্ঞা না করিয়াই গৃহে সমাগত হইলেন; আর বিপ্রদেব কৃষ্ণের ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া মনে মনে আলোচনা করিলেন,—আমি দরিদ্র হইয়াও কৃষ্ণের বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গিত হইলাম, মাদৃশ দরিদ্র দ্বিজকেও তিনি পত্নীযুক্ত পর্য্যঙ্কে ভ্রাতার মত স্থাপিত করিয়াছেন, রুক্মিণী ও সত্যভামা ব্যজন দ্বারা বীজন করিয়াছেন। নির্ধন আমি ধন পাইয়া পাছে রমাপতিকে স্মরণ না করি, কৃষ্ণ এই জন্যই করুণায় আমাকে ধন দেন নাই। তিনি এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে গমন করত পত্নীকে স্মরণ করিয়া ক্রোধে ভাবিলেন,—আমি গৃহে গিয়া গৃহিণীকে বলিব,—এই লও, কোটি কোটি ধন গ্রহণ কর। আমি শুনিয়াছিলাম—এই ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ দাতা, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শন করিলাম—তিনি ধন পূরিত হইয়াও কৃপণ ও গর্ব্বিত। বৃথা ধনলোভে মিত্রের প্রতি কেমন করিয়া শাপ দেওয়া যায়? ৫৩—৬৩। পরের গৃহ রত্নপূরিত দেখিয়া তাহাতে বাঞ্ছা করা উচিত নহে, যাহা ললাটে লিখিত, তাহার অন্যথা হয় না।

ললাটে লিখিতং যদ্যেন তদ্ভুক্তং নঃ ভবিষ্যতি। ৬৪
ইতি সংকথয়ন্ বিপ্রো নিজপুর্য্যন্তিকে গতঃ।
সুবর্ণদুর্গসংযুক্তাং কপাটধ্বজমণ্ডিতাম্। ৬৫
তোরণৈঃ কলশৈশ্চিত্রৈঃ প্রাসাদৈঃ সুজনৈর্বৃতাম্
দ্বারিকামিব শোভাঢ্যাং সর্ব্বরত্নৈঃ প্রপূরিতাম্।
দৃষ্ট্বা বিপ্রস্তু কিমিদং কস্য স্থানমিতি ব্রুবন্।
রথ্যাং রথ্যাং ভ্রমন্তং তং প্রত্যগৃহ্নন্ স্ত্রিয়ো নরাঃ
নাগচ্ছন্তং দ্বিজং দৃষ্ট্বা কিঙ্কর্য্যঃ কিঙ্করাস্তথা।
স্বামিন্যৈ কথয়ামাসুঃ শ্রুত্বা সা বিস্ময়ং গতা। ৬৮
ভর্ত্তারমাগতং শ্রুত্বা পত্নী সম্ভ্রমসংযুতা।
নিশ্চক্রামালয়াত্তূর্ণং সাক্ষাচ্ছ্রীরিব রূপিণী। ৬৯
ব্রাহ্মণী শিবিকারূঢ়া দাসীদাসগণৈর্বৃতা।
ভ্রমন্তমগ্রহীদ্বিপ্রং দর্শয়িত্বা স্বকং মুখম্। ৭০
দৃষ্ট্বা স্ফুরন্তীং তরুণীঞ্চ ভার্য্যাং
স্বর্ণাম্বরে রত্নবিভূষণাঢ্যাম্।
যথেন্দিরাং রূপবতীং বিমানে
মুদ্রান্বিতঃ কৃষ্ণকৃপাঞ্চ মেনে। ৭১

সুদামা এইরূপ বলিতে বলিতে নিজ পুরমধ্যে উপনীত হইলেন। সেই পুর কবাট ও ধ্বজ মণ্ডিত সুবর্ণের দুর্গ ও প্রাসাদযুক্ত,বিচিত্র তোরণ ও কুম্ভ শোভিত, এবং সজ্জন পরিবৃত; সর্ব্বরত্ন প্রপূরিত সেই পুরী যেন দ্বিতীয় দ্বারকার ন্যায় শোভাঢ্য। তদ্দর্শনে বিপ্র বলিলেন—একি? কাহার স্থান! তিনি পথে পথে ভ্রমণ করিতে থাকিলেন; নর-নারীরা তাঁহাকে লইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু তিনি গমন করিলেন না; তদ্দর্শনে কিঙ্কর-কিঙ্করীরা নিজ কর্ত্রীর নিকট গিয়া তাহা বলিলে তিনি আনন্দিতা হইলেন এবং স্বামীর আগমন সংবাদে সম্ভ্রমযুক্তা হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা ব্রাহ্মণী শিবিকারূঢ়া ও দাসদাসী পরিবৃতা হইয়া গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। সুদামা ঘুরিতেছিলেন, পত্নী তাঁহাকে স্বীয় মুখ দেখাইয়া বিশ্বস্ত করত গ্রহণ করিলেন। তিনি স্বর্ণাম্বরা রত্নবিভূষণা সুপ্রভা রূপবতী বিমানবাসিনী দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায়

নিজগেহং তয়া যুক্তো শ্রীকৃষ্ণভুবনোপমম্।
ভোজনৈর্দ্রব্যরত্নৈশ্চ পর্য্যঙ্কব্যজনাসনৈঃ ॥ ৭২
বিতানৈঃ স্বর্ণপাত্রৈশ্চ তোরণৈঃ সমলঙ্কৃতম্।
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণস্য কৃপয়া সুদামা তরুণোঽভবৎ ॥ ৭৩
বুভুজেঽলম্পটো বিপ্রঃ সমৃদ্ধিং স্বামহৈতুকীম্।
মনসা জায়য়া ত্যক্ত্বন্ জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তিতঃ ॥ ৭৪
চকার তর্কণাং বিপ্রো কুতো মম সমৃদ্ধয়ঃ।
দত্তা ব্রহ্মণ্যদেবেন দেবানামপি দুর্লভাঃ ॥ ৭৫
ঈদৃশীং সম্পদং দত্ত্বা নাবোচৎ কিমপি স্বয়ম্।
মম তণ্ডুলমুষ্টিঞ্চ প্রীত্যা প্রত্যগ্রহীদ্ধরিঃ ॥ ৭৬
তস্য সখ্যঞ্চ দাস্যঞ্চ ভূয়াম্মে জন্মজন্মনি।
তৎপদাম্বুরুহধ্যানাত্তরিষ্যেঽহং ভবার্ণবম্ ॥ ৭৭
বিচিন্ত্য চেত্থং মনসা সুদামা
পত্ন্যা যুতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে।
মনশ্চ কৃত্বা ধনমেব বিপ্রান্
দত্ত্বা হরের্ধাম পরং জগাম ॥ ৭৮
এতচ্ছ্রীকৃষ্ণদেবস্য চরিতং শৃণুয়ান্নরঃ।
দারিদ্র্যান্মুচ্যতে শীঘ্রং ভক্তো ভগবতো ভবেৎ ॥
শ্রীদ্বারকায়া নৃপ খণ্ডমেত-
ন্ময়া তবাগ্রে কথিতং সুপুণ্যম্।
কীর্ত্তিং কুলং ভক্তিমতীব মুক্তিং
দদাতি রাজ্যঞ্চ সদৈব শৃণ্বতাম্ ॥ ৮০

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীদ্বারকাখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে সুদামবিপ্রোপাখ্যানবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

তরুণী ভার্য্যা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন ও কৃষ্ণকৃপা বুঝিতে পারিলেন। ৬৪—৭১। ভোজ্যদ্রব্য, রত্নৈশ্বর্য্য, পর্য্যঙ্ক, ব্যজন, আসন, বিতান, স্বর্ণপাত্র ও তোরণাদিতে সমলঙ্কৃত সেই নিজ পুরীতে পত্নীর সহিত মিলিত হওয়ায় তাহা কৃষ্ণ ভবনোপম হইল। কৃষ্ণের কৃপায় সুদামাও তরুণ হইলেন, কিন্তু তিনি বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া সেই অহেতুকী স্বীয় সমৃদ্ধি ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি জায়ার সহিত জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তি দ্বারা বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া মনে মনে বিচারণা করিলেন—কোথা হইতে আমার এই সমৃদ্ধিসমূহ আসিল? ব্রহ্মণ্যদেব এই দেবদুর্লভ সম্পদ্ দিয়াছেন। ঈদৃশী সম্পত্তি দিয়াও তিনি স্বয়ং আমায় বলিলেন না। আমার তণ্ডুল মুষ্টি তিনি প্রীতিপূর্ব্বক প্রতিগ্রহ করিয়াছেন, জন্মে জন্মে যেন তাঁহার সখ্য ও দাস্য আমার হয়; তদীয় পাদপদ্ম ধ্যানেই আমি সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইব। সুদামা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পত্নীর সহিত কৃষ্ণপাদপদ্মে মন করত ধনসমূহ দ্বিজগণকে অর্পণপূর্ব্বক হরির পরম ধামে গমন করিলেন। যে নর এই শ্রীকৃষ্ণ চরিত শ্রবণ করে, সে সত্বর দারিদ্র্য-মুক্ত হইয়া উত্তম ভগবদ্ভক্ত হইয়া থাকে। হে নৃপ। এই আমি তোমার নিকট সুপবিত্র দ্বারকাখণ্ড কীর্ত্তন করিলাম; ইহার শ্রবণে কীর্ত্তি, কুল, ভক্তি, আত্যন্তিক মুক্তি ও সর্ব্বদা রাজ্য লাভ হয়। ৭২—৮০।

দ্বারকাখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ইদং দ্বারকাখণ্ডং সমাপ্তম্ ॥ ৬ ॥

গর্গ-সংহিতা

বিশ্বজিৎ খণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় সাক্ষিণে।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥ ১
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২
শ্রীগর্গ উবাচ।
ইত্থং শ্রীকৃষ্ণচরিতং ময়া তে কথিতং মুনে।
চতুষ্পদার্থদং নৃণাং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৩
শৌনক উবাচ।
বহুলাশ্বো মৈথিলেন্দ্রঃ শ্রীকৃষ্ণেষ্টো হরিপ্রিয়ঃ।
কিং পপ্রচ্ছাথ দেবর্ষিং তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥৪

শ্রীগর্গ উবাচ।
উগ্রসেনং যাদবেন্দ্রং শ্রীকৃষ্ণেন কৃতং মুনে।
শ্রুত্বাতিবিস্মিতো রাজা নারদং প্রাহ মৈথিলঃ ॥
বহুলাশ্ব উবাচ।
কো বায়ং মরুত্তো রাজা কেন পুণ্যেন ভূতলে।
যাদবেন্দ্রো মহাবুদ্ধিরুগ্রসেনো বভূব হ ॥ ৬
যস্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোঽপি সহায়োঽভূদ্ধরিঃ স্বয়ম্।
তস্যাহো মহিমানং মে ব্রূহি দেবর্ষিসত্তম ॥ ৭
শ্রীনারদ উবাচ।
সূর্য্যবংশোদ্ভবো রাজা চক্রবর্ত্তী কৃতে যুগে।
যজ্ঞং চকার বিধিবন্মরুত্তো যো জগজ্জিতম্ ॥৮

প্রথম অধ্যায়।

হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার; বাসুদেব, সর্ব্বসাক্ষী, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণকে নমস্কার। যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা অজ্ঞানরূপ ঘোর অন্ধকারময় নয়ন উন্মীলন করেন, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার। গর্গ বলিলেন,—হে মুনে! এই আমি তোমার নিকট মানবগণের চতুর্ব্বর্গপ্রদ কৃষ্ণচরিত কীর্ত্তন করিলাম, পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। শৌনক কহিলেন,—হে তপোধন! কৃষ্ণের ইষ্ট হরিপ্রিয় মিথিলাপতি বহুলাশ্ব তারপর দেবর্ষি নারদকে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা আমায় বলুন। গর্গ বলিলেন,—হে মুনে! শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনকে যাদবগণের রাজা করিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে মিথিলাপতি বহুলাশ্ব অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া নারদকে বলিলেন। বহুলাশ্ব বলিলেন,—মরুত্তরাজ কে, কি পুণ্যে ভূতলে সেই মহাবুদ্ধি উগ্রসেনরূপে যাদবগণের রাজা হইলেন, স্বয়ং ভগবান্ হরি কৃষ্ণচন্দ্র যাঁহার সহায় হইলেন, হে দেবর্ষিসত্তম! অহো! তাঁহার মহিমা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। নারদ বলিলেন,—সত্যযুগে সূর্য্যবংশে, মরুত্ত নামে এক চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন, তিনি যথা-

মহাসম্ভৃতসম্ভারো হিমাদ্রেঃ পার্শ্ব উত্তরে।
সংবর্ত্তং মুনিশার্দ্দূলং গুরুং কৃত্বা হি দীক্ষিতঃ ॥ ৯
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণঃ কুণ্ডোহভূদ্‌যজ্ঞস্য চাধ্বরে।
যোজনং ব্রহ্মকুণ্ডঞ্চ গব্যূতিঃ পঞ্চ কুণ্ডকাঃ ॥ ১০
মেখলা গর্ত্তবিস্তারবেদীভির্নির্ম্মিতা দশ।
সহস্রহস্তমুচ্চাঙ্গো যজ্ঞস্তম্ভো বভৌ মহান্ ॥ ১১
বিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণঃ সৌবর্ণো যজ্ঞমণ্ডপঃ।
বিতানতোরণৈ রেজে কদলীখণ্ডমণ্ডিতঃ ॥ ১২
ব্রহ্মরুদ্রাদয়ো দেবাঃ সগণাস্তত্র চাগতাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে তস্য যজ্ঞং সমাযযুঃ ॥ ১৩
হোতারো দশ লক্ষাণি দশ লক্ষাণি দীক্ষিতাঃ।
অধ্বর্য্যবঃ পঞ্চলক্ষমুদ্গাতারস্তথাপরে ॥ ১৪
আহূতাস্তত্র বিদ্বাংসশ্চতুর্ব্বেদবিদো দ্বিজাঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞাঃ কোটিশোহন্যে প্রপূজিতাঃ ॥
হস্তিশুণ্ডাসমাং ধারাং ভুক্ত্বাজ্যস্য হুতাশনঃ।
অজীর্ণং প্রাপ তদ্‌যজ্ঞে ন চিত্রং বিদ্ধি মৈথিল ॥
যেভ্যো [illegible]
তেভ্যস্তেভ্যো মরুতস্তত্র পরিবেষ্টার এব চ।
কেহপি জীবাস্ত্রিলোকস্থা ন বভূবুর্বুভুক্ষিতাঃ।
সর্ব্বে দেবাশ্চ সোমেন হ্যজীর্ণত্বমুপাগতাঃ ॥ ১৮
সংবর্ত্তায় দদৌ রাজ্যং জম্বুদ্বীপস্য চাধ্বরে।
গজানাং হেমভারাণাং নিযুতানি চতুর্দ্দশ ॥ ১৯
শতার্ব্বুদং হয়ানাং তু যজ্ঞান্তে দক্ষিণাং নৃপ।
কোটিশো নবরত্নানাং মহার্হাণাং মহাত্মনে ॥ ২০
হয়ানাং পঞ্চসাহস্রং গজানাং শতমেব চ।
শতভারং সুবর্ণানাং ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে দদৌ ॥ ২১
জলভোজনপাত্রাণি হৈমানি প্রস্ফুরন্তি চ।
ভুক্ত্বা তানি বিসৃজ্যাশু গতাস্তুষ্টা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২২
বিপ্রত্যক্তৈঃ স্বর্ণপাত্রৈরুচ্ছিষ্টৈর্নৃপবর্জ্জিতৈঃ।
হিমাদ্রিপার্শ্বে শৈলোহভূদদ্যাপি শতযোজনম্ ॥
মরুতস্য যথা যজ্ঞো ন তথান্যস্য কর্হিচিৎ।
ত্রিলোক্যাং শৃণু রাজেন্দ্র ন ভূতো ন ভবিষ্যতি

বিধি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। মরু ও হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে যজ্ঞের মহাসম্ভার সম্ভৃত করিয়া সংবর্ত্ত নামক ঋষিসত্তমকে গুরু করিয়া যজ্ঞে দীক্ষিত হন। তাঁহার যজ্ঞে পঞ্চযোজন-বিস্তৃত কুণ্ড নির্ম্মিত হয়, এবং যোজন পরিমিত ব্রহ্ম কুণ্ড ও ক্রোশদ্বয় বিস্তৃত আরও পাঁচটী কুণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১—১০। কুণ্ডগর্ত্তের বিস্তার ও বেদীপ্রমাণ দশটী মেখলা, সহস্র হস্ত উচ্চ মহা যজ্ঞস্তম্ভ এবং বিংশ যোজন বিস্তীর্ণ সুবর্ণের যজ্ঞমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়া কদলী-তরুর তোরণ ও চন্দ্রাতপ দ্বারা উহা উত্তমরূপে শোভিত হইয়াছিল। ব্রহ্মা ও সগণ রুদ্রাদি দেবগণ তথায় আগমন করিলেন, ঋষি ও মুনিগণ সে যজ্ঞে সমাগত হইলেন। দশ লক্ষ হোতা, দশ লক্ষ দীক্ষিত, পঞ্চ লক্ষ অধ্বর্য্যু এবং পঞ্চ লক্ষ উদ্‌গাতা আগমন করিলেন, চতুর্ব্বেদবিদ্ দ্বিজগণ তথায় নিমন্ত্রিত হইলে এতদ্ভিন্ন সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ কোটি কোটি অপর বিপ্রগণ পূজা পাইলেন। সেই যজ্ঞে হুতাশন হস্তিশুণ্ড সদৃশ ঘৃতধারা ভক্ষণ করিয়া অজীর্ণ-রোগগ্রস্ত হইলেন; হে মৈথিল! ইহা আশ্চর্য্য মনে করিও না; সে যজ্ঞে বিশ্বদেবগণ সভা-সদ্ ছিলেন, তাঁহারা যাঁহাদিগকে যে ভাগ দিতে আদেশ করিতেন, মরুদ্‌গণ পরিবেশন-কারিরূপে তাঁহাদিগকে সেই ভাগই প্রদান করিয়াছিলেন। তখন ত্রিলোকে কোন জীবই বুভুক্ষিত রহিল না। সোমপানে সমস্ত দেবতাই অজীর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে নৃপ! রাজা মরুত্ত যজ্ঞান্তে সংবর্ত্তকে দক্ষিণাস্বরূপ জম্বুদ্বীপ রাজ্য, চতুর্দ্দশ নিযুত গজ, চতুর্দ্দশ নিযুত স্বর্ণভার, শতার্ব্বুদ অশ্ব, এবং কোটি কোটি মহামূল্য নব রত্ন প্রদান করিলেন। ১১—২০। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে পঞ্চ সহস্র অশ্ব, শত গজ ও শত ভার সুবর্ণ অর্পণ করিলেন। দ্বিজগণ উজ্জ্বল সুবর্ণপাত্রে ভোজন ও জলপান করিয়া তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরি-তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিলেন। হে নৃপ! বিপ্র-পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট স্বর্ণপাত্রসমূহে হিমালয়ের পার্শ্বে শত যোজন পরিমিত এক পর্ব্বত উৎপন্ন হয়, উহা অদ্যাপি বিদ্যমান। হে রাজেন্দ্র! শ্রবণ কর;—মরুত্ত যজ্ঞের তুল্য যজ্ঞ ত্রিলোকে অন্য কোথাও কাহারও হয়ও নাই, হইবেও

যজ্ঞকুণ্ডাদ্বিনির্গত্য পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্।
আত্মানং দর্শয়ামাস মরুত্তায় মহাত্মনে ॥ ২৫
তমালোক্য হরিং নত্বা কৃতাঞ্জলিপুটো নৃপঃ।
গদিতুং ন সমর্থোঽভূদ্রোমাঞ্চী প্রেমবিহ্বলঃ ॥২৬
তং প্রেমপূরিতং দৃষ্ট্বা পতিতং পাদয়োর্নতম্।
উবাচ ভগবান্ সাক্ষান্মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ২৭

শ্রীভগবানুবাচ।

রাজংস্ত্বয়াহং বিনয়েন তোষিতো
নিষ্কারণৈর্যজ্ঞপরৈঃ সমর্চ্চিতঃ।
বরং পরং ব্রূহি মহামতে স্বরং
দাস্যামি দেবৈরপি দুর্লভং দিবি ॥ ২৮

শ্রীনারদ উবাচ।

শ্রুত্বা তু রাজা মরুত্তঃ কৃতাঞ্জলিঃ
প্রদক্ষিণীকৃত্য হরিং পরেশ্বরম্।
সম্পূজ্য ভক্ত্যা বিশদোপচারকৈ-
র্নত্বা ভৃশং গদ্গদয়া গিরাব্রবীৎ ॥ ২৯

মরুত্ত উবাচ।

ন বেদ্ম্যহং ত্বচ্চরণারবিন্দতো
বরং পরং শ্রীপুরুষোত্তমোত্তম।
সমেত্য গঙ্গাং তৃষিতাস্তিদুর্ধিয়ঃ
খনন্তি কূপং হি যথা নরেতরাঃ ॥ ৩০
তথাপি যাচে তব বাক্যগৌরবাৎ
পাদারবিন্দং হৃদয়ারবিন্দাৎ।
কদাপি মে মা ব্রজতু ব্রজেশ্বর
মূলং চতুর্ণাং বিদুরর্থসম্পদাম্ ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ।

ধন্যাস্তি রাজংস্তব নির্ম্মলা মতিঃ
প্রলোভিতস্যাপি বরৈর্ন কামভৃৎ।
তথাপি মত্তো বরয়েপ্সিতং বরং
বিনা ফলং ভক্তসুখান্ন মে সুখম্ ॥৩২

মরুত্ত উবাচ।

দেয়ং যদা মে বরমীপ্সিতং প্রভো
বৈকুণ্ঠলোকং কুরুতাদ্ধরাতলে।
রক্ষ স্থিতং মাং নিজভক্তবৎসল
তস্মিন্ পুরে ভক্তজনৈঃ পরৈঃ সহ ॥৩৩

শ্রীভগবানুবাচ।

অস্মিন্মনো দেব মনোরথাপ্তিং
গতেষু বিংশেষু যুগেষু চাষ্টৌ।

না। পরিপূর্ণতম ভগবান্ স্বয়ং যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া মহাত্মা মরুত্তকে আত্মদর্শন করাইয়াছিলেন। মরুত্ত তাঁহাকে অবলোকন করিয়া এমনই রোমাঞ্চিতগাত্র ও প্রেম-বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, তিনি কৃতাঞ্জলি পুটে প্রণাম করিলেন, কিন্তু কিছু বলিতে সমর্থ হইলেন না। সাক্ষাৎ ভগবান্ তাঁহাকে প্রেমপূর্ণ ও পদদ্বয়ে প্রণত দর্শন করিয়া মেঘ-গম্ভীর বাক্যে বলিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি বিনয়গুণে আমাকে নিষ্কাম উত্তম যজ্ঞে পূজিত ও তোষিত করিয়াছ,—হে মহামতে! সত্বর উত্তম বর প্রার্থনা কর, স্বর্গে দেবদুর্লভ হইলেও আমি তাহা প্রদান করিব। নারদ বলিলেন,—রাজা মরুত্ত তচ্ছ্রবণে কৃতাঞ্জলিকরে পরেশ্বর হরিকে প্রদক্ষিণ, ভক্তি-পূর্ব্বক বিপুল উপচারে মহাপূজা ও প্রণাম করিয়া গদ্গদ বাক্যে বলিলেন। মরুত্ত বলিলেন,—হে পুরুষোত্তমোত্তম! আপনার পাদ-পদ্ম ব্যতীত অপর শ্রেষ্ঠ বর আমি বিদিত নহি, মনুষ্যত্বহীন দুর্ব্বুদ্ধি মানবেরাই গঙ্গাসমীপে আগমন করিয়া কূপ খনন করিয়া থাকে। হে ব্রজেশ্বর! তথাপি আমি আপনার আদেশ-গৌরববশতঃ প্রার্থনা করি—চতুর্ব্বর্গের মূল-স্বরূপ ভবদীয় পাদপদ্ম কদাপি যেন আমার হৃদয়পদ্ম পরিত্যাগ না করে। ২১—৩১। ভগবান্ বলিলেন,—হে রাজন্! তোমার নির্ম্মল মন ধন্য, বরে প্রলোভিত করিলেও তোমার মনে কামনা হয় নাই; তথাপি তুমি আমার নিকট ফলকামনাহীন অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, ভক্ত-সুখ ব্যতীত আমার সুখ হয় না। মরুত্ত বলিলেন,—হে নিজভক্তবৎসল! হে প্রভো! যদি আমাকে ঈপ্সিত বর দেয় হয়, তবে ধরাতলে বৈকুণ্ঠলোক আনয়ন করিয়া সেই পুরে পরম ভক্তজনগণের সহিত আমাকে স্থাপিত ও রক্ষিত করুন। ভগবান্ বলিলেন,—সংসারে পূর্ণমনোরথ প্রাপ্তির পর গোপনের

গত্বাথ নাকং ধরণীং সমেত্য
ময়া হি গোবৎসপদং করিষ্যসি ॥ ৩৪
শ্রীনারদ উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ সাক্ষাত্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
সোঽয়ং তু মরুত্তো রাজা হ্যুগ্রসেনো বভূব হ।
তং যজ্ঞং কারয়ামাস রাজসূয়ং হরিঃ স্বয়ম্।
কিং দুর্লভং ত্রিলোক্যাং তু ভক্তানাং মৈথিলেশ্বর
মরুত্তস্যাপি চরিতং যঃ শৃণোতি নৃপোত্তম।
তস্য জ্ঞানং সবৈরাগ্যং ভক্তিযুক্তং প্রজায়তে ॥৩৭

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীবিশ্বজিৎখণ্ডে
নারদবহুলাশ্বসংবাদে শ্রীমরুত্তোপাখ্যানং
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বহুলাশ্ব উবাচ।
কথং চকার বিধিবদ্রাজসূয়াধ্বরং নৃপঃ।
সহায়েন বদৈতন্মিতরাং মুনে ॥ ১

শ্রীনারদ উবাচ।
উগ্রসেনঃ সুধর্ম্মায়াং কৃষ্ণং সম্পূজ্য চৈকদা।
নত্বা প্রাহ প্রসন্নাত্মা কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ ॥ ২
উগ্রসেন উবাচ।
ভগবন্নারদমুখাচ্ছ্রুতং যস্য মহৎ ফলম্।
তং যজ্ঞং রাজসূয়াখ্যং করিষ্যামি তবাজ্ঞয়া ॥ ৩
ত্বৎপাদসেবয়া পূর্ব্বে মনোরথমহার্ণবে।
তেরুর্জ্জগত্তৃণীকৃত্য নির্ভয়াঃ পুরুষোত্তম ॥ ৪
শ্রীভগবানুবাচ।
সম্যগ্ব্যবসিতং রাজন্ ভবতা যাদবেশ্বর।
যজ্ঞেন তে জগৎকীর্ত্তিস্ত্রিলোক্যাং সম্ভবিষ্যতি
আহূয় যাদবান্ সর্ব্বান্ সভাং কৃত্বাথ সর্ব্বতঃ।
তাম্বূলবীটিকাং ধৃত্বা প্রতিজ্ঞাং কারয় প্রভো ॥৬
মমাংশা যাদবাঃ সর্ব্বে লোকদ্বয়জিগীষবঃ।
জিত্বারীনাগমিষ্যন্তি হরিষ্যন্তি বলিং দিশাম্ ॥৭
শ্রীনারদ উবাচ।
অথান্ধকাদীনাহূয় শক্রসিংহাসনে স্থিতঃ।

ন্তায় তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এই মন্বন্তরের দিব্য অষ্টাবিংশতি যুগ অতীত হইলে তুমি স্বর্গে গমন করিয়া তথা হইতে পুনঃ পৃথিবীতে আমার সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। নারদ বলিলেন,—সাক্ষাৎ ভগবান্ এইরূপ বলিয়া সায়ংকালে সেইস্থানে অন্তর্দ্ধান করিলেন, মরুত্ত রাজা উগ্রসেন হইলেন; কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাকে দিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করাইলেন। হে মৈথিলেশ্বর! ত্রিলোকে ভক্তগণের দুর্লভ কি? হে নৃপোত্তম! যে ব্যক্তি মরুত্তের চরিত্র শ্রবণ করে, তাহার বৈরাগ্য ও ভক্তিযুক্ত জ্ঞান জন্মে। ২২—৩৭।

বিশ্বজিৎখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মুনে! রাজা উগ্রসেন কৃষ্ণ-সহায়ে কিরূপে যথাবিধি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তাররূপে বলুন। নারদ বলিলেন,—প্রসন্নাত্মা উগ্রসেন একদা সুধর্ম্মা নামক নিজ সভায় কৃষ্ণকে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিকরে প্রণামপূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিলেন। উগ্রসেন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! ভগবান্ নারদের মুখে মহাফলপ্রদ যে রাজসূয় যজ্ঞের কথা শুনিয়াছি, তোমার আদেশে তাহা করিব। হে পুরুষোত্তম! তোমার পদ-সেবা করিয়া পূর্ব্বরাজগণ জগৎকে তৃণবৎ তুচ্ছ করত মনোরথ-মহাসাগরে নির্ভয়ে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ভগবান্ বলিলেন,—হে রাজন্! আপনার প্রজ্ঞা পরিপক্ক হইয়াছে, হে যাদবেশ্বর! যজ্ঞ দ্বারা আপনার অদ্বিতীয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। হে প্রভো! সর্ব্বদিক্ হইতে যাদবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক সভা করিয়া তাম্বুলবিটিকাধারণে তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করুন। স্বর্গ ও মর্ত্ত্য লোকজয়ী যাদবগণ আমারই অংশ, তাঁহারা অরিপরাজয় করিয়া সকল দিক্ হইতে করগ্রহণপূর্ব্বক আগমন করিবেন। নারদ বলিলেন,—অনন্তর নিজসভায় ইন্দ্র-সিংহাসনে সমাসীন রাজা

সুধর্ম্মায়াং প্রাহ নৃপো ধৃত্বা তাম্বূলবীটিকাম্ ॥ ৮

উগ্রসেন উবাচ।

যো জয়েৎ সমরে সর্ব্বান্ জম্বুদ্বীপস্থিতান্ নৃপান্।
মনস্বী শক্রকোদণ্ডী সোঽত্তি তাম্বূলবীটিকাম্ ॥ ৯

শ্রীনারদ উবাচ।

নৃপেষু তূষ্ণীং প্রগতেষু সৎসু
শ্রীরুক্মিণীনন্দন এবমগ্রাৎ।
জগ্রাহ তাম্বূলচয়ং মহাত্মা
নত্বা নৃপং মৈথিল শম্বরারিঃ ॥ ১০

প্রদ্যুম্ন উবাচ।

বিজিত্য সমরে সর্ব্বান্ জম্বুদ্বীপস্থিতান্ নৃপান্।
গৃহীত্বা চ বলিং তেভ্য আগমিষ্যাম্যহং বলাৎ ॥
অগম্যাগমনং বভ্রোর্ব্রাহ্মণস্য গুরোস্তথা।
হত্যা ভ্রূণস্য মে ভূয়াদ্ কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদিদম্ ॥ ১২

শ্রীনারদ উবাচ।

শ্রুত্বা বচঃ শম্বরারেঃ সাধু সাধ্বিতি যূথপাঃ।
উচুস্তেষাং পশ্যতাঞ্চ তং জগ্রাহ যদূত্তমঃ ॥ ১৩

বোধ্য যত্নতঃ।
তৎস্নানং কারয়ামাস মুনিভির্ব্বেদসূক্তিভিঃ ॥ ১৪
উগ্রসেনোঽথ তিলকং প্রদ্যুম্নস্য চকার হ।
বলিং দত্ত্বা নমশ্চক্রুঃ সর্ব্বে যাদবযূথপাঃ ॥ ১৫
উগ্রসেনো দদৌ খড়্গং প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে।
কবচং প্রদদৌ সাক্ষাদ্বলদেবো মহাবলঃ ॥ ১৬
স্বতূণাভ্যাং বিনিষ্কৃষ্য তূণাবক্ষয়সায়কৌ।
ধনুশ্চ শার্ঙ্গধনুষঃ সমুৎপাদ্য দদৌ হরিঃ ॥ ১৭
কিরীটকুণ্ডলে দিব্যে পীতং বাসো মনোহরম্।
ছত্রঞ্চ চামরে সাক্ষাচ্ছূরো বৃদ্ধো দদৌ পুনঃ ॥ ১৮
শতচন্দ্রং দদৌ তস্মৈ বসুদেবো মহামনাঃ।
উদ্ধবঃ প্রদদৌ সাক্ষান্মালাং কিঙ্কিণীং শুভাম্
অক্রূরো দক্ষিণাবর্ত্তং শঙ্খং বিজয়দং দদৌ।
শ্রীকৃষ্ণকবচং যন্ত্রং গর্গাচার্য্যো দদৌ মুনিঃ ॥ ২০
তদৈব হ্যাগতঃ শক্রো লোকপালৈঃ সকৌতুকঃ
আজগ্মতুর্ব্রহ্মশিবৌ দেবর্ষিগণসংবৃতৌ ॥ ২১
প্রদ্যুম্নায় দদৌ শূলী ত্রিশূলং জ্বলনপ্রভম্।
ব্রহ্মা দদৌ মহারাজ পদ্মরাগং শিরোমণিম্ ॥ ২২

উগ্রসেন অন্ধকদিগকে আহ্বান করিয়া করে তাম্বূল-বীটিকা ধারণপূর্ব্বক বলিলেন। উগ্রসেন বলিলেন,—যিনি সমরে জম্বুদ্বীপস্থিত সমস্ত নৃপতিকে পরাজয় করিতে সমর্থ, ইন্দ্রতুল্য ধনুর্দ্ধারী সেই মনস্বী এই তাম্বূল বীটিকা ভক্ষণ করিবেন। ১—৯। নারদ বলিলেন,—হে মিথিলাপতে! সমস্ত নৃপতি তূষ্ণীম্ভূত অবলম্বন করিলে রুক্মিণী-নন্দন শম্বরারি মহাত্মা প্রদ্যুম্ন অগ্রসর হইয়া উগ্রসেনকে প্রণামপূর্ব্বক তাম্বূলবীটিকা গ্রহণ করিলেন। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—আমি সমরে সবলে সমস্ত জম্বুদ্বীপবাসী নরপতিগণকে পরাজয়পূর্ব্বক করগ্রহণ করিয়া আগমন করিব। যদি আমি এ কার্য্য করিতে না পারি—তবে অগম্যা গমন, কপিলা গো-বধ ব্রাহ্মণ ও গুরুহত্যা এবং ভ্রূণহত্যার পাতক আমার হইবে। নারদ বলিলেন,—শম্বরারি প্রদ্যুম্নের বাক্য শুনিয়া সভাস্থ ভূপ-দলপতিরা "সাধু সাধু" বলিয়া উঠিলেন, যদূত্তম উগ্রসেন ধর্ম্মকারীদিগের সমক্ষে প্রদ্যুম্নকে ধরিয়া তুলিলেন।

যদুকুলাচার্য্য গর্গমুনি দ্বারা শুভ মুহূর্ত্ত বিচার করিয়া যত্নপূর্ব্বক মুনিগণ-মুখোচ্চারিত বেদসূক্ত দ্বারা প্রদ্যুম্নকে অভিষিক্ত করা হইল। অনন্তর উগ্রসেন তাঁহাকে তিলক-প্রদান এবং যাদব-দলপতিরা তাঁহাকে বলিপ্রদানপূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। উগ্রসেন মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে খড়্গ দিলেন, মহাবল সাক্ষাৎ বলদেব কবচ প্রদান করিলেন; আর স্বয়ং কৃষ্ণ স্বীয় তূণীরদ্বয় হইতে তূণ ও অক্ষয় বাণ এবং শার্ঙ্গধনু হইতে বাহির করিয়া এক ধনু দান করিলেন। বৃদ্ধ শূর দিব্য কিরীট ও কুণ্ডল, মনোহর পীত-বসন, ছত্র, চামরদ্বয় প্রদান করিলেন। মহামনা বসুদেব তাঁহাকে শতচন্দ্র, স্বয়ং উদ্ধব মনোজ্ঞ কিঙ্কিণী-মালা, অক্রূর বিজয়প্রদ দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ আর মুনি গর্গাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণকবচ ও যন্ত্র প্রদান করিলেন। ১০—২০। তখনই ইন্দ্র লোকপালসহ সকৌতুকে আগমন করিলেন, ব্রহ্মা ও শিব দেবর্ষিগণসহ সমাগত হইলেন; হে মহারাজ! শিব মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে অগ্নিলো-

পাশী পাশং শক্তিধরঃ শক্তিং শত্রুবিমর্দ্দিনীম্।
বায়ুশ্চ ব্যজনে দিব্যে যমো দণ্ডং দদৌ পুনঃ॥২৩
রবির্গদাং মহাগুর্ব্বীং কুবেরো রত্নমালিকাম্।
চন্দ্রকান্তমণিং চন্দ্রঃ পরিঘঞ্চ তনূনপাৎ॥২৪
ক্ষিতিশ্চ পাদুকে প্রাদাদ্দিব্যে যোগময়ে পরে।
প্রদ্যুম্নায় দদৌ কুম্ভং ভদ্রকালী তরস্বিনী॥২৫
হেমাঢ্যমুচ্চশিখরং সহস্রহয়সংযুতম্।
বিশ্বকর্ম্মকৃতং সাক্ষাদ্ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বহির্গতম্॥২৬
সহস্রচক্রসংযুক্তং মনোবেগং ঘনস্বনম্।
মঞ্জীরকিঙ্কিণীজালং ঘণ্টাটঙ্কারভূষণম্॥২৭
রথং দদৌ মহাদিব্যং সহস্রধ্বজশোভিতম্।
জৈত্রং রত্নময়ং শক্রঃ প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে॥২৮
শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুস্তালবীণাদয়স্তদা।
মৃদঙ্গবেণুসন্নাদৈর্জয়ধ্বনিসমাকুলৈঃ॥২৯
বেদঘোষৈর্লাজপুষ্পৈর্মুক্তাবর্ষসমন্বিতৈঃ।
প্রদ্যুম্নস্যোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে॥৩০

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে প্রদ্যুম্নবিজয়াভিষেকো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥২

অনল শূল, ব্রহ্মা পদ্মরাগনির্ম্মিত শিরোমণি, বরুণ পাশ, কার্ত্তিকেয় শত্রুনাশিনী শক্তি, বায়ু দিব্য ব্যজনদ্বয়, যম দণ্ড, সূর্য্য মহাগুর্ব্বী গদা, কুবের রত্নমালা, চন্দ্র চন্দ্রকান্তমণি, অগ্নি পরিঘ, পৃথ্বী যোগময় উত্তম পাদুকাদ্বয়, বলবতী ভদ্র-কালী কুম্ভ এবং ইন্দ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর ও বহি-র্গমনে সমর্থ সুবর্ণময় উচ্চ চূড়াযুক্ত সহস্র অশ্ব-বাহিত সহস্র চক্রযুক্ত মেঘধ্বনিকারী মঞ্জীর ও কিঙ্কিণী-জালযুক্ত ঘণ্টা টঙ্কার-শোভিত সহস্র-ধ্বজ-শোভিত বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত মনের মত বেগগামী রত্নময় জয়শীল মহাদিব্য রথ প্রদান করিলেন। তখন জয়জয় রব-সমাকুল শঙ্খ, দুন্দুভি, তাল, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি মধুর-রব বাদ্য বাজিয়া উঠিল; সুরগণ প্রদ্যুম্নের উপর বেদধ্বনি সহকারে মুক্তাফল ও লাজ সমন্বিত পুষ্প বর্ষণ করিলেন। ২১—৩০।

বিশ্বজিৎখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ।
অথ নত্বা হরিং কার্ষ্ণিরুগ্রসেনং বলং গুরুম্।
নীত্বাজ্ঞাং রথমারুহ্য কুশস্থল্যা বিনির্যযৌ॥১
তথা তমনুগাঃ সর্ব্বে যাদবা উদ্ধবাদয়ঃ।
ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকমধুশূরসেনদশার্হকাঃ॥২
তথা স্বভ্রাতরঃ সর্ব্বে গদাদ্যাঃ কৃষ্ণনোদিতাঃ।
সপুত্রাঃ সবলাঃ সর্ব্বে সাম্বাদ্যাশ্চ মহারথাঃ॥৩
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো লোহকঞ্চুকমণ্ডিতাঃ।
চতুরঙ্গবলোপেতাঃ কোটিশস্তে বিনির্যযুঃ॥৪
কলাপিহংসগরুড়মীনতালধ্বজৈ রথৈঃ।
সূর্য্যমণ্ডলসঙ্কাশৈশ্চঞ্চলাশ্বনিয়োজিতৈঃ॥৫
হেমকুম্ভৈঃ সশিখরৈর্মুক্তাতোরণরাজিতৈঃ।
বিভম্বয়দ্ভির্নিতরাং বায়ুবেগমতঃ পরম্॥৬
চামরান্দোলিতৈর্দ্দিব্যৈর্বীরমণ্ডলমণ্ডিতৈঃ।
সৌবর্ণৈর্দ্দেবধিষ্ণ্যাভৈ রেজুর্বীরা মনোহরাঃ॥৭
মদচ্যুতাশ্চিত্রমুখা হেমজালসমন্বিতাঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণ, উগ্রসেন, বলরাম এবং গুরু গর্গাচার্য্যকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া রথারোহণে দ্বারকা হইতে বিনির্গত হইলেন! উদ্ধবাদি যাদবগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন; কৃষ্ণ-প্রেরিত ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, শূর-সেন, দশার্হ প্রভৃতি ও স্বীয় ভ্রাতা গদাদি ও সসৈন্য মহারথ পুত্র সাম্বাদি এবং কিরীট কুণ্ডলধারী লৌহবর্ম্মাবৃত কোটী কোটী যাদব-তাঁহার সহিত নির্গত হইলেন। তাঁহাদের ময়ূর হংস গরুড় মীন ও তালধ্বজ-চিহ্নিত, সূর্য্যমণ্ডলতুল্য প্রভাশালী চঞ্চল অশ্ব-বাহিত, স্বর্ণ-কলসযুক্ত, উচ্চ মুক্তা তোরণ-রাজিত রথনিচয় বায়ুবেগকেও অত্যন্ত বিড়ম্বিত করিল; দিব্য চামরে আন্দোলিত বীরমণ্ডলী-মণ্ডিত দেবপ্রকৃত সুবর্ণ রথসমূহে মনোহর প্রদ্যু-ম্নাদি বীরগণ শোভিত হইতে লাগিলেন। হে নৃপ! প্রদ্যুম্ন সৈন্যমধ্যে স্বর্ণ-জাল-জড়িত

মহোত্কটা গজা উচ্চা রণদ্ঘণ্টারুণাম্বরাঃ ॥ ৮
গিরীন্দ্রশিখরা ভদ্রা দ্বিপেন্দ্রান্ দিগ্বিভাবিতান্।
বিভূষয়ন্তো দৃশুন্তে রাজসৈন্যে দ্বিপা নৃপ ॥ ৯
কেচিন্মুদ্রাস্ত কথিতাঃ কেচিন্তদ্রা মৃগাঃ পরে।
বিন্ধ্যাচলভবাঃ কেচিৎ কেচিৎ কাশ্মীরসম্ভবাঃ ॥
মলয়প্রভবাঃ কেচিদ্ধিমাদ্রিপ্রভবাঃ পরে।
মৌরঙ্গপ্রভবাঃ কেচিৎ কৈলাসবনসম্ভবাঃ ॥ ১১
ঐরাবতকুলেভাশ্চ চতুর্দ্দন্তাঃ কলাপিনঃ।
ত্রিশুণ্ডা গরুড়াভাশ্চ গচ্ছন্তি ভুবি চাম্বরে ॥ ১২
ধ্বজাযুক্তাঃ কোটিগজাঃ কোটিদুন্দুভিসংযুতাঃ।
কোটিসৈন্যা মহামাত্যৈ রত্নকম্বলমণ্ডিতাঃ ॥ ১৩
গর্জয়ন্তো ঘনশ্যামা নীভাভম্বররাজিতাঃ।
ইতস্ততো বিরেজুস্তে বলেহব্ধৌ মকরা ইব ॥ ১৪
করৈর্গুল্মান্ সমুৎপাট্য ক্ষেপয়ন্তোহর্কমণ্ডলম্।
কম্পয়ন্তো ভুবং পাদৈর্মদৈরার্দ্রীকৃতাচলাঃ ॥ ১৫
দুর্গাদ্রিগণ্ডশৈলাদীন্ পাতয়ন্তঃ শিরঃস্থলৈঃ।
খণ্ডয়ন্তশ্চ শত্রূণাং বলমেতাদৃশা গজাঃ ॥ ১৬

বিচিত্রমুখ মদস্রাবী গিরীন্দ্র-শিখরাকার উচ্চ মহাযোদ্ধা করীন্দ্রগণ বাদ্যযুক্ত ঘণ্টা ও রক্ত-বস্ত্রে শোভিত হইয়া করিবর দিগ্‌গজগণকে বিভূষিত করিয়া বিরাজ করিতে লাগিল।১—৯ ঐ সকল মতঙ্গ মধ্যে কোন হস্তী মুদ্রানামধারী ভদ্র, কেহ মৃগ, কেহ বিন্ধ্যাচলজাত, কেহ কাশ্মীরজাত, কেহ মলয়জাত, কেহ হিমালয়-জাত, কেহ মৌরঙ্গজাত, কেহ কৈলাস পর্ব্বত-জাত। বলশালী চতুর্দ্দন্ত ঐরাবত কুলোদ্ভব ত্রিশুণ্ডমণ্ডিত গরুড়প্রভ কোন গজ শূন্যে ও ভূমিতে সমান বিচরণশীল; কোটি কোটি গজ ধ্বজযুক্ত, দুন্দুভি বাদ্য সৈন্য ও মহামাত্য সমন্বিত, রত্ন-মণ্ডল-মণ্ডিত। মেঘবৎ শ্যামবর্ণ গজগণ গর্জ্জন করিয়া সৈন্য মধ্যে মহাসমুদ্রের মকরের ন্যায় ইতস্ততঃ বিরাজিত হইল। ঐ সকল করী শুণ্ডদ্বারা লতাগুল্ম উৎপাটিত করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং পাদ-দ্বারা পৃথিবী কম্পিত করিয়া মদধারা-দ্বারা মেদিনী আর্দ্র করিয়া ফেলিল। তাহারা এমনই

তুরঙ্গা নির্গতা রাজন্ কেচিন্মাৎস্যাঃ কলিন্দজাঃ
ঔশীনরাঃ কৌশলাশ্চ বৈদর্ভাঃ কুরুজাঙ্গলাঃ ॥ ১৭
কাম্বোজজাঃ সৃঞ্জয়জাঃ কৈকেয়াঃ কুন্তিসম্ভবাঃ।
দারদাঃ কেরলা আঙ্গা বাঙ্গা বিকটসম্ভবাঃ ॥ ১৮
কৌঙ্কণাঃ কৌটকাঃ কেচিৎ কর্ণাটা গৌর্জ্জরা হয়াঃ
সৌবীরাঃ সৈন্ধবাঃ কেচিৎ পাঞ্চালা আর্ব্বুদাঃ পরে ॥১৯
কাচ্ছাশ্চ কেচিদানর্ত্তা গান্ধারা মালবাদয়ঃ।
মহারাষ্ট্রভবাঃ কেচিত্তৈলঙ্গা জলসম্ভবাঃ ॥ ২০
পরিপূর্ণতমস্যাপি শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ।
বাজিশালাসু বর্ত্তন্তে তেহপি সর্ব্বে বিনির্গতাঃ ॥
শ্বেতদ্বীপাচ্চ বৈকুণ্ঠাত্তথাজিতপদান্নৃপ।
রমাবৈকুণ্ঠলোকাচ্চ প্রাপ্তা যে তেহপি নির্গতাঃ ॥
হেমহারসমাযুক্তা মুক্তামালামনোহরাঃ।
শিখামণিমহারশ্মিসেবিতাঃ সুপরিচ্ছদাঃ ॥ ২৩

বলশালী যে, মস্তক দ্বারা দুর্গ অদ্রি ও গণ্ড-শৈলাদি পাতিত করিয়া শত্রুসৈন্যগণকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দিল। হে রাজন্। অনন্তর তুরঙ্গগণ নির্গত হইল; তাহাদের মধ্যে কোন অশ্ব মৎস্যদেশজ, কেহ কলিন্দজ, কেহ উশীনর-দেশজাত, কেহ কোশলজ, কেহ বৈদর্ভজাত, কেহ কুরুজাঙ্গলজাত, কেহ কাম্বোজদেশ-জাত, কেহ সৃঞ্জয়জাত, কেহ কেকয়জ, কেহ কুন্তীদেশজ, কেহ দারদ, কেহ কেরল, কেহ অঙ্গজ, কেহ বঙ্গজ, কেহ বিকট-দেশজ, কেহ কৌঙ্কণজ, কেহ কৌটকজ, কেহ কর্ণাটজ, কেহ গুজ্জরদেশজাত, কোন অশ্ব সৌবীর, কেহ সৈন্ধব, কেহ পাঞ্চাল দেশজাত, কেহ অর্ব্বুদদেশজ, কেহ কচ্ছজাত, কেহ আনর্ত্তদেশজ, কেহ গান্ধারজ, কেহ মালবজ, কেহ মহারাষ্ট্রজ, কেহ তৈলঙ্গজ এবং কেহ জল মধ্যজাত।১০—২০। পরিপূর্ণতম মহাত্মা কৃষ্ণের অশ্বশালায় যে সকল অশ্ব ছিল, তাহারা সকলেই নির্গত হইল। হে নৃপ! শ্বেত-দ্বীপ, অজিতপদ বৈকুণ্ঠ এবং লক্ষ্মীর বৈকুণ্ঠলোকে যে সকল অশ্ব ছিল, তাহারাও নির্গত হইল। এই সকল অশ্ব

চামরৈর্মণ্ডিতাঃ পুচ্ছমুখপাদস্ফুরৎপ্রভাঃ।
যাদবানাং মহাসৈন্যে দৃশ্যন্তে চেদৃশা হয়াঃ ॥ ২৪
বায়ুবেগা মনোবেগা ন স্পৃশন্তঃ পদৈর্ভুবম্।
অপক্বসূত্রেষতিগা বুদ্বুদেষপি মৈথিল ॥ ২৫
ব্রজন্তঃ পারদমহ্নু জালেষূর্ণাভবেষু চ।
দৃশ্যন্তেঽপি নিরাধারা স্ফারা বারিষু মৈথিল ॥ ২৬
গণ্ডশৈলনদীদুর্গগর্ত্তপ্রাসাদসঞ্চয়ান্।
বিলঙ্ঘয়ন্তঃ সততং চঞ্চলাস্তে তুরঙ্গমাঃ ॥ ২৭
মায়ূরীং তৈত্তিরীং ক্রৌঞ্চীং হংসীং যে খাঞ্জনীং গতিম্।
কুর্ব্বন্তো ভুবি নৃত্যন্তো মৈথিলেন্দ্র ইতস্ততঃ ॥২৮
কেচিৎ সপক্ষা দিব্যাঙ্গাঃ শ্যামকর্ণা মনোহরাঃ।
পীতপুচ্ছাশ্চন্দ্রবর্ণা বাজিশালা বিনির্গতাঃ ॥ ২৯
উচ্চৈঃশ্রবঃকুলে জাতাঃ সূর্য্যবাজিভবাঃ পরে।
অশ্বিনীসুতবিদ্যাঢ্যা বরুণেন প্রযোজিতাঃ ॥৩০
কেচিন্মন্দারভাঃ কেচিচ্চিত্রবর্ণা মনোহরাঃ।
অতসীপুষ্পসঙ্কাশাঃ স্বর্ণাভা হরিতপ্রভাঃ ॥ ৩১
পদ্মরাগপ্রভাঃ কেচিৎ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতাঃ।
কোটিশঃ কোটিশো রাজন্নন্যেঽপি নির্গতা হয়াঃ
ধনুর্ভৃতো ভটাঃ সৈন্যে সংগ্রামে লব্ধকীর্ত্তয়ঃ।
শক্তিত্রিশূলাসিগদাবর্ম্মপাশধরাঃ পরে ॥ ৩৩
বর্ষন্তঃ শস্ত্রধারাভিঃ প্রলয়াব্দিসমা নৃপ।
দিগ্‌গজা ইব দৃশ্যন্তে মর্দ্দয়ন্তো হরীন্ মৃধে ॥ ৩৪
এবং বিনির্গতং রাজন্ যদূনাং বিপুলং বলম্।
দৃষ্ট্বা সুরাসুরাঃ সর্ব্বে বিসিস্মুঃ পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে যাদবসৈন্যগমনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

স্বর্ণহারযুক্ত, মুক্তামালায় অলঙ্কৃত, মনোহর শিখামণি ও উত্তম বল্গাযুক্ত এবং উত্তম পরিচ্ছদে পরিশোভিত। ইহাদের পুচ্ছ চামরের ন্যায় রোমমণ্ডিত এবং মুখ ও পাদ হইতে প্রভা প্রস্ফুরিত হয়। যাদবগণের মহাসৈন্য মধ্যে এইরূপ অশ্বসকল পরিদৃশ্যমান হইল। বায়ুবেগ ও মনোবেগশালী ঐ সকল অশ্বের পাদ যেন পৃথিবী স্পর্শ করে না। হে মৈথিল! উহারা অপক্বসূত্র ও জলবিম্বের উপরেও অতিবেগে দৌড়াইতে সমর্থ! ইহারা পারদের তুল্যগতি, মাকড়শার জালের উপরও দৌড়িতে পারে; হে মৈথিল! ঐ সকল উজ্জ্বল অশ্ব যখন জলের উপর দিয়া গমন করে তখন তাহাদিগকে নিরাধার বলিয়া মনে হয়। সেই সকল চঞ্চল অশ্ব সতত গণ্ডশৈল, নদী, দুর্গ, গর্ত্ত, প্রাসাদ এ সকল লঙ্ঘন করিতে পারে। হে মৈথিলেন্দ্র! ইহারা নাচিতে নাচিতে ইতস্ততঃ ময়ূরী, তৈত্তিরী, হংসী, ক্রৌঞ্চী ও খঞ্জনের ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে গমন করিয়া থাকে। অশ্বশালা হইতে নির্গত সেই সকল অশ্বের মধ্যে কেহ পক্ষযুক্ত, কেহ সুন্দরদেহ, কেহ শ্যামকর্ণ, কেহ পীতপুচ্ছ এবং কেহ চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ; কোন অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবার বংশজাত, কোন অশ্ব সূর্য্যাশ্বের বংশসম্ভূত, কোন অশ্ব অশ্বিনীকুমার-বিদ্যায় শিক্ষিত এবং কোন অশ্ব বরুণ-প্রেরিত। ২১—৩০। কেহ মন্দারকুসুমবর্ণ, কেহ মনোহর বিচিত্রবর্ণ, কেহ অতসীকুসুমবর্ণ, কেহ স্বর্ণবর্ণ, কেহ হরিতবর্ণ, কেহ পদ্মরাগপ্রভ এবং সর্ব্বলক্ষণ-লক্ষিত; হে নৃপ! যাহা বলা হইল, এতদ্ভিন্ন অন্য আরও কোটি কোটি অশ্ব নির্গত হইল। হে রাজন্! সেনাসমাজে লব্ধযশা ধনুর্দ্ধারী মহাবীরগণ শক্তি, ত্রিশূল, অসি, গদা, বর্ম্ম ও পাশ ধারণপূর্ব্বক প্রলয় পয়োধির ন্যায় শস্ত্রধারা বর্ষণ করিল, তাহারা সমরে অরিসৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে থাকিলে দিগ্‌গজের ন্যায় দৃশ্যমান হয়। হে রাজন্! যদুগণের পক্ষ হইতে সমাগত এইরূপ পরমাদ্ভুত বিপুল বল অবলোকন করিয়া সুরাসুরগণ বিস্মিত হইয়া গেল। ৩১—৩৫।

বিশ্বজিৎখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্থং সেনাবৃতং বীরং প্রদ্যুম্নং ধন্বিনাং বরম্।
শ্রীকৃষ্ণবলদেবাভ্যামুগ্রসেন উবাচ হ ॥ ১

উগ্রসেন উবাচ।

হে প্রদ্যুম্ন মহাপ্রাজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণকৃপয়া ত্বরম্।
বিজিত্য নৃপতীন্ সর্ব্বান্ দ্বারকামাগমিষ্যসি ॥ ২
মত্তং প্রমত্তমুন্মত্তং সুপ্তং বালং জড়ং স্ত্রিয়ম্।
প্রপন্নং বিরথং ভীতং মা রিপুং হন্তি ধর্ম্মবিৎ ॥৩
রাজ্ঞো হি পরমো ধর্ম্ম আর্ত্তানামার্ত্তিবিগ্রহঃ।
উৎপথানাং বধশ্চৈবমাততায়ী বধার্হণঃ ॥ ৪
পুমান্ যোষিদুত ক্লীব আত্মসম্ভাবিতোঽধমঃ।
ভূতেষু নিরনুক্রোশো নৃপাণাং তদ্বধোঽবধঃ ॥৫
নৈনো রাজ্ঞঃ প্রজাভর্ত্তুর্ধর্ম্মযুদ্ধে বধো দ্বিষাম্।
আদিরাজো নৃপান্ পূর্ব্বং প্রাহ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ॥৬
যো রণে নির্ভয়ো ভূত্বা কৃত্বাঙ্ঘ্রিং প্রাগ্ গতো ব্যসুঃ।
স গচ্ছেদ্ধাম পরমং ভিত্বা মার্ত্তণ্ডমণ্ডলম্ ॥ ৭
ভয়াদ্রণাদুপরতস্ত্যক্তা যুদ্ধে পতিং চ যঃ।
ব্রজেদ্যঃ ক্ষত্রিয়ো ভূত্বা স মহারৌরবং ব্রজেৎ ॥৮
সেনাং রক্ষেত্তু রাজা হি সেনা রাজানমেব হি।
সূতঃ কৃচ্ছ্রগতং রক্ষেদ্রথিনং সারথিং রথী ॥ ৯
যূয়ং চ যাদবাঃ সর্ব্বে সমর্থবলবাহনাঃ।
কার্ষ্ণিমেবাভিরক্ষন্ত কার্ষ্ণির্ব্বঃ পরিরক্ষতু ॥ ১০
গাবো বিপ্রাঃ সুরা ধর্ম্মশ্ছন্দাংসি ভুবি সাধবঃ।
পূজনীয়াঃ সদা সর্ব্বৈর্মনুষ্যৈর্মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥১১
বেদা বিষ্ণুবচো বিপ্রা মুখং গাবস্তনুর্হরেঃ।
অঙ্গানি দেবতাঃ সাক্ষাৎ সাধবো হ্যসবঃ স্মৃতাঃ
শ্রীকৃষ্ণোঽয়ং হরিঃ সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতমঃ প্রভুঃ।
যেষাং চিত্তে স্থিতো ভক্ত্যা তেষাং তু বিজয়ঃ সদা ॥ ১৩

শ্রীনারদ উবাচ।

শিরসা জগৃহুঃ সাক্ষাদুগ্রসেনস্য শাসনম্।
প্রণেমুর্যাদবাঃ সর্ব্বে কৃতাঞ্জলিপুটা নৃপ ॥ ১৪
উগ্রসেনং নৃপং শূরং বসুদেবং বলং হরিম্।

নারদ বলিলেন,—এইরূপ সেনাপরিবৃত ধনুর্দ্ধারিপ্রবর প্রদ্যুম্নকে কৃষ্ণ ও বলরাম সমক্ষে উগ্রসেন বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। উগ্রসেন কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ প্রদ্যুম্ন! তুমি কৃষ্ণের কৃপায় সত্বর শত্রুসৈন্য জয় করিয়া দ্বারকায় আগমন করিবে। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, সুপ্ত, শিশু, জড়, স্ত্রী, শরণাগত, বিরথ ও ভীত শত্রুকে বিনাশ করেন না। পীড়িতের পীড়াহরণ যেমন রাজার পরম ধর্ম্ম, উন্মার্গ-গামীদিগের বধও তদ্রূপ অবশ্যকর্ত্তব্য; কেননা, আততায়ী সর্ব্বদা বধার্হ। যে পুরুষ বা নারী কিংবা ক্লীব আত্মঘাতী অধম ও প্রাণিগণের প্রতি নির্দ্দয়, তাহাদিগকে বধ করিয়া নৃপগণ হত্যাপাপে লিপ্ত হন না। ধর্ম্মযুদ্ধে প্রজাপালক নৃপতির শত্রুবধে পাপ নাই। এ বিষয়ে পূর্ব্বে আদিরাজ স্বায়ম্ভুব মনু মহীপালগণকে বলিয়াছেন,—"যে বীর রণে নির্ভয় হইয়া দক্ষিণ পদ অগ্রে করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে মার্ত্তণ্ডমণ্ডল ভেদ করিয়া পরম ধামে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় হইয়া ভয়ে যুদ্ধ হইতে বিরত হয় ও নিজ প্রভুকে পরি-ত্যাগ করে, সে মহারৌরবে গমন করিয়া থাকে। রাজা সেনাকে রক্ষা করিবেন, আর সেনা রাজাকে রক্ষা করিবে; বিপদ্ প্রাপ্ত রথীকে সারথি রক্ষা করিবে এবং রথী সারথিকে রক্ষা করিবেন। অতএব হে যাদবগণ! তোমরা সমর্থ বলবাহনযুক্ত হইয়া কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্নকে রক্ষা কর, প্রদ্যুম্ন তোমাদিগকে রক্ষা করুক। ১—১০। ভূতলে মোক্ষাভিলাষী মানবগণের গো, বিপ্র, দেবতা, ধর্ম্ম, বেদ ও সাধুগণ সর্ব্বদা পূজনীয়। বেদ-সমূহ বিষ্ণুর বাক্য, বিপ্রগণ মুখ, গোগণ তনু, দেবগণ অঙ্গ আর সাধুগণ সাক্ষাৎ প্রাণ; এই পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ প্রভু হরিকে যাহারা ভক্তিভরে হৃদয়ে স্থাপন করে, তাহাদের সর্ব্বদা বিজয় হয়। নারদ বলিলেন, —হে রাজন্! যাদবগণ উগ্রসেনের আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া সকলেই করজোড়ে

নাম কার্ষ্ণিঃ শিরসা গর্গাচার্য্যং মহামুনিম্ ॥১৫
শ্রীকৃষ্ণবলদেবাভ্যাং পুরীং যাতে নৃপেশ্বর।
দিগ্‌জয়ার্থী হরেঃ পুত্রঃ প্রযযৌ যাদবৈঃ সহ ॥ ১৬
চতুর্যোজনদীর্ঘং রাজমার্গোঽপি যস্য বৈ।
বভৌ হেমময়ৈঃ সর্ব্বৈঃ শিবিরৈর্মৈথিলেশ্বর ॥ ১৭
অগ্রতো বাহিনীযুক্তঃ কৃতবর্ম্মা মহাবলঃ।
ধ্বজিনীসহিতঃ পশ্চাদক্রূরো ধন্বিনাং বরঃ ॥১৮
তৎপশ্চাদুদ্ধবো মন্ত্রী প্রতিমাপঞ্চসংযুতঃ।
তৎপশ্চাৎ কৃষ্ণচন্দ্রস্য সুতাস্ত্বষ্টাদশ স্মৃতাঃ ॥ ১৯
যযুর্মহারথা রাজন্ যে শতাক্ষৌহিণীযুতাঃ।
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ দীপ্তিমান্ ভানুরেব চ ॥ ২০
সাম্বো মধুর্বৃহদ্ভানুশ্চিত্রভানুর্বৃকোঽরুণঃ।
পুষ্করো বেদবাহুশ্চ শ্রুতদেবঃ সুনন্দনঃ ॥ ২১
চিত্রভানুর্বিরূপশ্চ কবির্ন্যগ্রোধ এব চ।
তৎপশ্চাৎ প্রযযুঃ সর্ব্বে গদাদ্যাঃ কৃষ্ণনোদিতাঃ
ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকমধুশূরসেনদশার্হকাঃ।
ঋতুবাণকোটিসংখ্যা যাদবানাং প্রকথ্যতে।
তৎসৈন্যসংখ্যাং নৃপতে কঃ করিষ্যতি ভূতলে ॥২৩
ইত্থং যদূনাং চলতাং নৃপাণাং
বিকর্ষতাং তাং মহতীং চ সেনাম্।
কোদণ্ডটঙ্কারযুতোঽভবৎ কৌ
ধুঙ্কার আতাড়িতদুন্দুভীনাম্ ॥ ২৪
ইভেন্দ্রচীৎকারহয়েন্দ্রহেষৈ-
র্নদদ্ভুশুণ্ডীদৃঢবীরগর্জ্জনৈঃ।
ঢক্কানিনাদৈর্যদবস্তড়িৎস্বনৈঃ
প্রচণ্ডমেঘা ইব তে বিরেজিরে ॥ ২৫
ঐজন্তুবো মণ্ডলমেব দিগ্‌গজা
মহৎস্বনৈস্তে বধিরীকৃতা ইব।
সদ্যোঽথ দুর্গং রিপবো বিদুদ্রুবু-
র্নিঃসাহসা কৌ চলতাং মহাত্মনাম্ ॥২৬
কুর্ম্মস্তু কিং কারিষ্যতি কে বদন্তঃ
কুতঃ ক গচ্ছাম ইতি ব্রুবন্তঃ।
উপদ্রবো হে্য বিধে ক যাতি
চচাল লোকৈঃ সহিতাচলেতি ॥ ২৭
ছলেন যজ্ঞস্য হরিঃ পরেশ্বরো
ভারং বিদেহেশ ভুবোঽবতারয়ন্।

প্রণাম করিলেন। প্রদ্যুম্ন নৃপতি উগ্রসেন, শূরসেন, বসুদেব, বলরাম, কৃষ্ণ ও মহামুনি গর্গাচার্য্যকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন। হে নৃপবর! রাজা উগ্রসেন কৃষ্ণ ও বলরামসহ স্বীয়পুরে প্রয়াণ করিলে কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন দিগ্‌বিজয়ার্থ যাদবগণসহ প্রস্থিত হইলেন; হে মিথিলেশ্বর! চারিযোজন বিস্তৃত রাজপথ স্বর্ণময় শিবির শ্রেণীতে শোভিত হইল, অগ্রভাগে বাহিনীযুক্ত মহাবল কৃতবর্ম্মা, তৎপশ্চাৎ ধ্বজিনীযুক্ত ধনুর্দ্ধারিপ্রবর অক্রূর, তৎপশ্চাৎ পঞ্চ প্রতিমান্বিত মন্ত্রী উদ্ধব, তৎপশ্চাৎ কৃষ্ণের অষ্টাদশ তনয় গমন করিলেন। হে রাজন্! প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান্, ভানু, সাম্ব, মধু, বৃহদ্ভানু, চিত্রভানু, বৃক, অরুণ, পুষ্কর, বেদবাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রভানু, বিরূপ, কবি, ন্যগ্রোধ এই সকল মহারথ শত অক্ষৌহিণী সেনাযুক্ত। এই সকল বীরগণের পশ্চাতে কৃষ্ণাদেশে গদাদি যাদবগন ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, শূরসেন ও দাশার্হ প্রভৃতি গমন করিলেন। যদুবংশে যাদবগণের সংখ্যা ছাপ্পান্ন কোটি কথিত হয়; হে নৃপ! তাহাদের সৈন্যসংখ্যা ভূতলে কে করিবে? ১১—২৩। এই প্রকারে বিপুল বাহিনীর সহিত চলিষ্ণু যাদব রাজগণের উত্থিত ধনুষ্টঙ্কারে পৃথিবী এবং দুন্দুভিসমূহের হুঙ্কারশব্দে আকাশ পরিপূরিত হইল। করীন্দ্রগণের চীৎকার, অশ্বসমূহের হ্রেষারব, ভুশুণ্ডীর ভীষণশব্দ, বীরগণের গভীর গর্জ্জন ও ঢক্কা নিনাদে যাদবগণ যেন সৌদামিনীশব্দযুক্ত প্রচণ্ড মেঘের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। সেই মহাবাহিনীর গমনের মহাশব্দে ভূমণ্ডল কম্পিত হইল, দিগ্‌গজগণ যেন বধির হইয়া গেল, সাহসহীন শত্রুসৈন্যসমূহ দৌড়িয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। ভূতলে জনগণ "কি করিব, কোথা হইতে কোথায় যাইব" ইত্যাদি বলিয়া বিচলিত হইল; আর বলিল—"হে বিধে! এ উপদ্রব কোথায় যাইবে? অখিল লোকসহ পৃথিবী যে বিচলিতা হইতেছেন। হে

যোঽভূচ্চতুর্ব্যূহধরো যদোঃ কুলে
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূভৃতে ॥ ২৮

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে প্রদ্যুম্নদিগ্বিজয়ার্থগমনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীবহুলাশ্ব উবাচ।

কান্ কান দেশান্ যয়ৌ জেতুং ক্রমতঃ শ্রীহরেঃ সুতঃ।
তস্য কর্ম্মাণ্যুদারাণি ব্রূহি দেবর্ষিসত্তম ॥ ১
অহো শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য কৃপা ভক্তেষু চেদৃশী।
পুনাতি প্রশ্রুতা ধ্যাতা পাপিনং সকুলং জনম্ ॥২

শ্রীনারদ উবাচ।

সাধু সাধু ত্বয়া পৃষ্টং সাধু তে বিমলা মতিঃ।
চরিতং কৃষ্ণভক্তানাং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৩
তারকা মেঘধারাশ্চ ভূমেঃ সর্ব্বরজাংসি চ।
কবিশ্চেদ্গণয়েদ্রাজন্ন হরেঃ শ্রীমতো গুণান্ ॥ ৪

বিদেহাধীশ! যে পরমেশ্বর যজ্ঞপুরুষ হরি যদুকুল-জন্মচ্ছলে চতুর্ব্যূহ মূর্ত্তিধারণে ভূভার হরণ করেন, পৃথ্বীপালক অনন্তগুণযুক্ত সেই বিভুকে নমস্কার। ২৪—২৮।

বিশ্বজিৎখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে দেবর্ষিসত্তম! কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন ক্রমশঃ কোন্ দেশ জয় করিতে গিয়াছিলেন, তাহা এবং তাঁহার উদার কর্ম্মসমূহ কীর্ত্তন করুন। অহো! ভক্তের প্রতি কৃষ্ণ-চন্দ্রের কৃপা এইরূপই বটে। কৃষ্ণকথা শ্রবণ বা ধ্যান করিলে পাপী স্বীয় কুলসহ পবিত্র হয়। নারদ বলিলেন,—সাধু সাধু, তোমার মতি বিমলা, তুমি উত্তম কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ; কৃষ্ণভক্তগণের চরিত্র ত্রিভুবন পবিত্র করে।

চতুর্যোজনমাত্রং হি ছায়া যস্য প্রদৃশ্যতে।
তেন শ্বেতাতপত্রেণ শোভিতো রুক্মিণীসুতঃ ॥৫
রথেন শক্রদত্তেন স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
কচ্ছদেশান্ যযৌ জেতুং ত্রিপুরান্ গিরিশো যথা ॥৬
কচ্ছদেশাধিপঃ শুভ্রো মৃগয়ার্থী বিনির্গতঃ।
সেনাং সমাগতাং জ্ঞাত্বা পুরীং হালাং সমাযযৌ
প্রদ্যুম্নস্যাগতা সেনা গজপাদপ্রতাড়নৈঃ।
তরূন্ দেশান্ পাতয়ন্তী চ মৈথিল ॥ ৮
উত্থিতৈস্তদ্রজোবৃন্দৈরন্ধীভূতং নভোঽভবৎ।
ভয়ং প্রাপুর্জ্জনাঃ সর্ব্বে কচ্ছদেশনিবাসিনঃ ॥ ৯
তদাতিহর্ষিতঃ শুভ্রো গজানাং হেমমালিনাম্।
নীত্বা পঞ্চশতং সদ্যো হয়ানামযুতং তথা ॥ ১০
বিংশদ্ভারান্ সুবর্ণানামাগতস্তস্য সম্মুখে।
দত্ত্বা বলিং ননামাশু স্রজা বদ্ধা করদ্বয়ম্ ॥ ১১
তস্মৈ তুষ্টঃ শম্বরারিঃ প্রদদৌ রত্নমালিকাম্।

হে রাজন্! কবিজন বরং মেঘধারা, তারকা-রাজি বা মৃত্তিকার ধূলিকণার সংখ্যা করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীমান্ হরির গুণ গণনা করিতে পারেন না। রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্ন চারি যোজন স্থান ছায়ায় আচ্ছাদিত হয়, এতাদৃশ আতপত্রে পরিশোভিত ও ইন্দ্র-দত্ত রথে আরূঢ় এবং স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া ত্রিপুরজয়েচ্ছু গিরীশের ন্যায় কচ্ছদেশে গমন করিলেন। কচ্ছাধিপতি শুভ্র মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন, যাদব সৈন্যের সমাগম শুনিয়া স্বীয় পুরী হালায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। হে মৈথিল! প্রদ্যুম্নপক্ষীয় সৈন্যগণ গজপাদ-মর্দ্দন দ্বারা দেশ মর্দ্দিত ও তরুনিকর পাতিত করত আসিতে লাগিল, তাহাদের পদোত্থিত ধূলিজালে নভোমণ্ডল অন্ধকার হইয়া গেল, কচ্ছদেশবাসী প্রজাগণ সকলেই ভয় পাইল। ১—৯। তখনই শুভ্র সাতিশয় আনন্দিত হইয়া স্বর্ণমাল্য শোভিত পঞ্চশত গজ, অযুত অশ্ব বিংশতি ভার সুবর্ণ লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঐ সকল কররূপে অর্পণ করিয়া মাল্যদ্বারা করদ্বয়

সংস্থাপ্য রাজ্যে তং রাজন্নেষা হি প্রকৃতিঃ সতাম্॥ ১২
কলিঙ্গান্ প্রয়যৌ জেতুং রুক্মিণীনন্দনো বলী।
পতৎপতাকৈঃ সৎসৈন্যৈর্মেঘৈরিন্দ্র ইব ব্রজন্॥
কলিঙ্গরাজঃ স্ববলৈঃ সমর্থদ্বিপবাহনৈঃ।
নির্যযৌ সম্মুখে যোদ্ধুং প্রদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ॥ ১৪
কলিঙ্গমাগতং বীক্ষ্যানিরুদ্ধো ধন্বিনাং বরঃ।
রথেনৈকেন তৎসৈন্যৈর্যুধে যাদবাগ্রতঃ॥ ১৫
শতবাণৈশ্চ কালিঙ্গং দশভির্দশভী রথান্।
অতাড়য়দ্গজান্ বীরশ্চাপং টঙ্কারয়ন্মুহুঃ॥ ১৬
স্বশত্রবশ্চ খে সর্ব্বে সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ।
অনিরুদ্ধঃ প্রযুযুধে প্রদ্যুম্নস্য প্রপশ্যতঃ॥ ১৭
অনিরুদ্ধস্য বাণৌঘৈঃ কেচিদ্বীরা দ্বিধা কৃতাঃ।
গজাশ্চ ভিন্নশিরসঃ পাদভিন্না হয়া নৃপ।
রথাশ্চ চূর্ণচরণা হতাশ্বা হতনায়কাঃ।
রথিসারথয়ো বাতৈর্নিপেতুঃ পাদপা ইব॥ ১৯
পলায়মানাং তাং সেনাং কালিঙ্গো বীক্ষ্য মৈথিল
আজগাম গজারূঢ়ো বিচ্ছিন্নকবচো রুষা॥ ২০
দ্বিসপ্ততিভারযুতাং গদাং চিক্ষেপ সত্বরম্।
গজেন পাতয়ন্ বীরান্ জগর্জ্জ ঘনবদ্বলী॥ ২১
গদাপ্রহারপতিতং কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসম্।
অনিরুদ্ধং মৃধে বীক্ষ্য যাদবাঃ ক্রোধপূরিতাঃ॥ ২২
তদৈব তেতুঃ কালিঙ্গং বাণৈস্তীক্ষ্ণৈঃ স্ফুরৎপ্রভৈঃ
সমাংসমুদ্ভটং শ্যেনং কুররাশ্চঞ্চুভির্যথা॥ ২৩
কালিঙ্গোঽপি তদা ক্রুদ্ধঃ সজ্জং কৃত্বা ধনুঃ স্বয়ম্
টঙ্কারয়ন্ মুহুর্বাণৈর্বাণাংশ্চূর্ণীচকার হ॥ ২৪
গদো গদাং সমাদায় বলদেবানুজো বলী।
তদ্গজং তাড়য়ামাস বামহস্তেন মৈথিল॥ ২৫
অর্দ্ধচন্দ্রপ্রহারেণ বিশীর্ণোঽভূদ্গজস্তথা
ইন্দ্রবজ্রপ্রহারেণ গণ্ডশৈলো যথা নৃপ॥ ২৬
কালিঙ্গঃ পতিতো ভূত্বা গৃহীত্বা মহতীং গদাম্।

বন্দন পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। শম্বরারি প্রদ্যুম্ন তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া রত্নমালা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ্যে স্থাপন করিলেন; হে রাজন্! সজ্জনগণের স্বভাবই এইরূপ। উড্ডীন ধ্বজাযুক্ত সৈন্যপরিবৃত বলবান্ রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্ন কলিঙ্গ জয়ার্থ গমন করিলেন, তিনি মেঘ পরিবৃত মহেন্দ্রের ন্যায় গমন করিতে থাকিলে কলিঙ্গরাজ স্বীয় সমর্থ গজারূঢ় সৈন্যসহ যুদ্ধার্থ মহাত্মা প্রদ্যুম্নের সম্মুখে উপনীত হইলেন। ধনুর্দ্ধারিপ্রবর বীর অনিরুদ্ধ কলিঙ্গরাজকে সমাগত দেখিয়া যাবদগণের অগ্রে একরথে তাঁহার সৈন্যের সহিত সমর করিতে লাগিলেন; তিনি শতবাণে কলিঙ্গরাজ, দশ দশবাণে রথ এবং মুহুর্মুহু ধনুকে টঙ্কার করিয়া গজগণকে তাড়িত করিলেন; কি স্বসৈন্য, কি শত্রুসৈন্য, কি অকাশস্থ সুরগণ, সকলেই সাধু সাধু ধ্বনি করিয়া উঠিল। হে নৃপ! প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধের যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন, অনিরুদ্ধের বাণসমূহে বহু বীর দ্বিখণ্ডিত, হস্তিসমূহ ভিন্নমস্তক, অশ্বগণ ভগ্নপাদ হইল, রথের চক্রনিচয় বিচূর্ণিত, অশ্বসমূহ নায়কের সহিত নিহত এবং রথী ও সারথি বাতাহত পাদপের মত পতিত হইল। ১০—১৯। হে মৈথিল! বলী কলিঙ্গরাজ স্বীয় সেনাগণকে পলায়মান অবলোকন করিয়া গজারোহণে আগমন করিলেন, তাঁহার কবচ ছিন্ন হইল, তিনি ক্রোধে দ্বিসপ্ততি ভারযুক্ত গদা সত্বর নিক্ষেপ করিলেন এবং গজ দ্বারা বিপক্ষ বীরগণকে পাতিত করত মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে অনিরুদ্ধকে গদা প্রহারে পতিত ও কিঞ্চিৎ ব্যাকুলমনা দেখিয়া যাদবগণ ক্রোধ-পূরিত হইলেন, তখনই স্ফুরিতপ্রভ তীক্ষ্ণবাণসমূহে কুররপক্ষীরা যেমন চঞ্চু দ্বারা মাংসল শ্যেনপক্ষীকে তাড়িত করে, তদ্রূপ কলিঙ্গরাজকে তাড়িত করিলেন। তখন কলিঙ্গরাজও ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং ধনু সজ্জিত করত মুহুর্মুহু টঙ্কার করিতে করিতে বিপক্ষগণকে বিচূর্ণিত করিলেন। হে মৈথিল! বলদেবানুজ বলী গদ বামহস্তে গদা গ্রহণপূর্ব্বক কলিঙ্গরাজের গজকে তাড়না করিলেন, হে নৃপ! অর্দ্ধচন্দ্রবাণাঘাতে দেবরাজের বজ্রপ্রহারে গণ্ডশৈলের ন্যায় গজ বিশীর্ণ হইল। কলিঙ্গ-

গদঞ্চ তাড়য়ামাস কালিঙ্গশ্চ গদস্তদা ॥ ২৭
কালিঙ্গগদয়োস্তত্র ঘোরং যুদ্ধং বভূব হ।
বিস্ফুলিঙ্গান্ ক্ষরন্ত্যৌ দ্বে গদে চূর্ণীবভূবতুঃ ॥২৮
গদো গৃহীত্বা কালিঙ্গং পাতয়িত্বা রণাঙ্গনে।
চকর্ষ স্বকরেণাশু ফণিনং গরুড়ো যথা ॥ ২৯
গদাপ্রহারব্যথিতশ্চূর্ণিতাস্থিঃ কলিঙ্গরাট্।
আযযৌ শরণং সোঽপি প্রদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ ॥৩০
দত্ত্বা বলিং প্রাহ কলিঙ্গরাজ-
স্ত্বং দেবদেবঃ পরমেশ্বরোঽসি।
কঃ ক্রোধবন্তং প্রসহেত কৌ ত্বাং
জনো যথা দণ্ডধরং নমস্তে ॥৩১

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে কচ্ছকলিঙ্গদেশবিজয়ো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

রাজ পড়িয়া গেলেন এবং মহাগদা গ্রহণ করিয়া গদকে তাড়না করিলেন, গদও তাঁহাকে তাড়না করিলেন। রণক্ষেত্রে কালিঙ্গ ও গদের মহাযুদ্ধ চলিল, উভয়েরই গদা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া উভয় গদাই চূর্ণ হইল; গদ কলিঙ্গকে ধরিয়া রণস্থলে পাতিত করিলেন এবং গরুড়ের সর্পাকর্ষণের ন্যায় স্বকরে তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন গদাঘাত-ব্যথিত চূর্ণিতাস্থি কলিঙ্গরাজ মহাত্মা প্রদ্যুম্নের শরণাপন্ন হইলেন এবং কর দিয়া কহিতে লাগিলেন, আপনি দেবদেব পরমেশ্বর, প্রজার যেমন রোষান্বিত রাজা অসহ্য, তদ্রূপ আপনি রুষ্ট হইলে পৃথিবীতে কে আপনার তেজ সহ্য করিতে পারে? আপনাকে নমস্কার। ২১—৩১।

বিশ্বজিৎখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
ইত্থং জিত্বাথ কালিঙ্গং প্রদ্যুম্নো যাদবেশ্বরঃ।
জগাম মরুধন্বানং জলং বৈশ্বানরো যথা ॥ ১
গিরিদুর্গসমাযুক্তং ধন্বদেশাধিপং গয়ম্।
উদ্ধবং প্রেষয়ামাস জ্ঞাত্বা স্বং যাদবেশ্বরঃ ॥ ২
গিরিদুর্গে গতঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ।
সভামেত্য গয়ং প্রাহ শৃণু রাজন্মহামতে ॥ ৩
উগ্রসেনো যাদবেন্দ্রো রাজরাজেশ্বরো মহান্।
জম্বুদ্বীপনৃপান্ জিত্বা রাজসূয়ং করিষ্যতি ॥ ৪
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্মন্ত্রী তস্যাভবদ্ধরিঃ ॥ ৫
তেন বৈ প্রেষিতঃ সাক্ষাৎ প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং বরঃ
শীঘ্রং তস্মৈ বলিং দেহি কুলকৌশলহেতবে ॥ ৬
শ্রীনারদ উবাচ।
শ্রুত্বা কিঞ্চিৎ প্রকুপিতো বীর্য্যশৌর্য্যমদোদ্ধতঃ।
উদ্ধবং প্রাহ নৃপতির্গয়ো নাম মহাবলঃ ॥ ৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারদ বলিলেন,—যাদবরাজ প্রদ্যুম্ন এইরূপে কলিঙ্গরাজকে জয় করিয়া অগ্নি যেমন জলের দিকে যায়, তদ্রূপ মরুধন্বা দেশের দিকে গমন করিলেন। মরুধন্বার অধিপতি গয়কে গিরিদুর্গ-রক্ষিত জানিয়া যাদবেশ্বর প্রদ্যুম্ন উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন, প্রাজ্ঞতম উদ্ধব গিরিদুর্গে গিয়া সভায় উপবিষ্ট গয়কে কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ নৃপ! শ্রবণ করুন; যাদবেন্দ্র মহারাজরাজেশ্বর উগ্রসেন জম্বুদ্বীপের রাজগণকে জয় করিয়া রাজসূয় করিবেন; অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মন্ত্রী হইয়াছেন, তিনিই ধানুকিপ্রবর সাক্ষাৎ প্রদ্যুম্নকে প্রেরণ করিয়াছেন; কুলের কুশলার্থ শীঘ্র তাঁহাকে কর প্রদান করুন। নারদ বলিলেন,—শৌর্য্য ও বীর্য্যমদে উদ্ধত মহাবল মহীপাল গয় তচ্ছ্রবণে কিঞ্চিৎ প্রকুপিত হইয়া

গয় উবাচ ।

বলিং তস্মৈ ন দাস্যামি বিনা যুদ্ধং মহামতে ।
অল্পকালেন যদবো গতা বৃদ্ধিং ভবাদৃশাঃ ॥ ৮
ইত্যুক্ত উদ্ধবো রাজন্ শম্বরারিং সমেত্য সঃ ।
সর্ব্বেষাং যাদবানাঞ্চ শৃণ্বতাং প্রশশংস হ ॥ ৯
তদৈব রুক্মিণীপুত্রো গিরিদুর্গং সমাযযৌ ।
তৎসৈন্যৈর্যাদবৈঃ সার্দ্ধং ঘোরং যুদ্ধং বভূব হ ॥১০
চূর্ণয়ন্ গজপাদৈশ্চ নাগরান্ ভূজনান্ ক্রমান্ ।
অক্ষৌহিণীভ্যাং সংযুক্তো গয়ো যোদ্ধুং বিনির্যযৌ
রথিনো রথিভিস্তত্র গজবাহা গজৈঃ সহ ।
অশ্ববাহৈরশ্ববাহা বীরা বীরৈঃ পরস্পরম্ ॥ ১২
।
পাশৈঃ পরশ্বধৈ রাজন্ শতঘ্নীভির্ভুশুণ্ডিভিঃ ॥১৩
হন্যমানাশ্চ যদুভির্গয়বীরা ভয়াতুরাঃ ।
সর্ব্বে স্বং স্বং রথং ত্যক্ত্বা দুদ্রুবুস্তে দিশো দশ ॥
পলায়মানে স্ববলে গয়ো নাম মহাবলঃ ।
একাকী প্রযযৌ যোদ্ধুং ধনুষ্টঙ্কারয়ন্ মুহুঃ ॥ ১৫

দীপ্তিমান্ কৃষ্ণপুত্রস্ত ধনুর্ব্বাণৈ রিপোর্হয়ান্ ।
একেন সারথিং জঘ্নে দ্বাভ্যাং কেতুং সমুচ্ছ্রিতম্
রথং চ বাণবিংশত্যা কবচং পঞ্চভিঃ পুনঃ ।
ধনুস্তস্যাপি চিচ্ছেদ শতবাণৈর্মহাবলঃ ॥ ১৭
গয়োঽন্যদ্ধনুরাদায় দীপ্তিমন্তং হরেঃ সুতম্ ।
জঘান বাণবিংশত্যা জগর্জ্জ ঘনবদ্বলী ॥ ১৮
তৎপ্রহারেণ সমরে কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ ।
দীপ্তিমানথ জগ্রাহ শক্তিং জ্যোতির্ম্ময়ীং দৃঢ়াম্
চিক্ষেপ ভ্রাময়িত্বা তাং গয়াখ্যায় মহাত্মনে ।
সাপি তদ্ধৃদয়ং ভিত্ত্বা পপৌ চ রুধিরং মহৎ ॥২০
গয়োঽপি পতিতো রাজন্ মূর্চ্ছিতোঽভূদ্রণাঙ্গনে
দীপ্তিমাংশ্চ ধনুষ্কোট্যা কর্ষয়ংস্তদ্গলে রিপুম্ ॥২১
প্রদ্যুম্নস্য পুরঃ প্রাগাৎ কদ্রুজং গরুড়ো যথা ।
নরদুন্দুভয়ো নেদুর্দেবদুন্দুভয়স্তদা ।
আকাশাদ্ববৃষুর্দেবাঃ পুষ্পবর্ষাণি পার্থিব ॥ ২২
তদৈব তেনাপি সমর্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ
শ্রীকৃষ্ণপুত্রো নৃপ শম্বরারিঃ ।

উদ্ধবকে বলিলেন। গয় বলিলেন,—হে মহামতে! বিনা যুদ্ধে তাঁহাকে কর দিব না. ভবাদৃশ যাদবেরা দেখিতেছি, অল্পকালে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছেন। ১—৮। এইরূপে অভিহিত উদ্ধব শম্বরারি প্রদ্যুম্নের নিকট আসিয়া সমস্ত যাদবের সমক্ষে গয়ের গর্ব্বিত-কথা কহিলেন। তখনই রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্ন গিরিদুর্গে গমন করিলেন, গয়সৈন্যের সহিত যাদবগণের ঘোর যুদ্ধ হইল। গয় গজের পদ দ্বারা নগরবাসী ও ভূতলস্থ তরুনিকর চূর্ণিত করিয়া দুই অক্ষৌহিণী সেনাসহ যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। সমরক্ষেত্রে রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারূঢ়ের সহিত—অশ্বারোহী অশ্বারূঢ়ের সহিত এইরূপে বীরগণ পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইল; হে রাজন্! তাহারা পরস্পর তীক্ষ্নবাণ, চর্ম্ম, খড়্গ, গদা, ঋষ্টি পাশ, পরশ্বধ, শতঘ্নী ও ভুশুণ্ডী প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিল। যাদবগণ কর্ত্তৃক হন্যমান ভয়াতুর গয়পক্ষীয় বীরগণ সকলেই স্ব স্ব রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক দশদিকে পলায়ন করিল। স্বীয় সৈন্য পলায়ন করিলে মহাবল গয় মুহুর্ম্মুহু ধনুকে টঙ্কার করিয়া একাকীই যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। মহাবল কৃষ্ণতনয় দীপ্তিমান্ ধনুকে বহু বাণ যোজনা করিয়া চারিবাণে গয়ের অশ্ব সকল, একবাণে সারথি, দুই বাণে উচ্চ পতাকা, বিংশতি বাণে রথ, পাঁচবাণে কবচ এবং শতবাণে ধনুক কর্ত্তন করিলেন। বলবান্ গয় মেঘবদ্ গর্জ্জন করিতে করিতে অন্য ধনুগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণতনয় দীপ্তিমানকে বিংশতিবাণে আহত করিলেন। ৮—১৮। অনন্তর সমরে সেই প্রহারে দীপ্তিমান কিঞ্চিৎ ব্যাকুলমনা হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী সুদৃঢ়া শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক ভ্রামিত করত মহাত্মা গয়ের উপর নিক্ষেপ করিলেন; শক্তি তদীয় হৃদয় ভেদ করিয়া প্রচুর শোণিত পান করিল; হে রাজন্! গয় মূর্চ্ছিত হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িয়া গেলেন, দীপ্তিমান্ গরুড়ের সর্প কর্ষণের ন্যায় ধনুকোটিদ্বারা তাহার গলদেশে আকর্ষণ করিয়া প্রদ্যুম্নের সন্নিধানে লইয়া আসিলেন। স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে দুন্দুভিধ্বনি হইল, হে রাজন্! দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিলেন। হে নৃপ! গয়কর্ত্তৃক

অবন্তিকাং সম্প্রযযৌ মহাত্মা
শ্রীকর্ণিকাং স্বর্ণময়ীমিবালিঃ ॥ ২৩
শ্রুত্বাগতং তং জয়সেন এব হি
সমর্চ্চয়ামাস স মালবাধিপঃ।
আনীয় বৃদ্ধান্ সুবলিং মহাত্মনে
প্রধর্ষিতো মৈথিল তৎপ্রভাববিৎ ॥ ২৪
রাজাধিদেবীং স্বপিতুঃ পিতুঃস্বসাং
প্রণম্য তাং কৃষ্ণসুতো মহামনাঃ।
বিন্দানুবিন্দৌ পরিরভ্য তৎসুতৌ
বভৌ বৃতো মালবদেশসম্ভবৈঃ ॥ ২৫
প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ পুরীং মাহিষ্মতীং যযৌ।
যাদবৈঃ স্ববলৈঃ সার্দ্ধং নর্ম্মদাং স দদর্শ হ ॥ ২৬
রাজিতামম্বুকল্লোলৈঃ শৃঙ্গারতিলকামিব।
বহন্তীং পুষ্পনিচয়মুষ্ণিষং মুদ্রিকামিব ॥ ২৭
বেতসীবেণুতরুভিঃ পুষ্পিতৈর্ম্মাধবৈর্বৃতৈঃ।
স্ফুরদ্ভির্ম্মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চ দেবৈঃ স্বর্গনদীমিব ॥ ২৮
তত্তীরে শিবিরৈর্যুক্তঃ প্রদ্যুম্নো যাদবেশ্বরঃ।
স্থিতোঽভূদ্ যাদবৈঃ সাকং দেবৈরিন্দ্র ইব প্রভুঃ
ইন্দ্রনীলো মহারাজ মানী মাহিষ্মতীপতিঃ।
স্বদূতং প্রেষয়ামাস প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে ॥ ৩০
প্রদ্যুম্নং শিবিরে রাজদূতো নত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
উবাচ বচনং তত্র সর্ব্বেষাং শৃণ্বতাং নৃপ ॥ ৩১

দূত উবাচ।

হস্তিনাপুরনাথেন ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ ধীমতা।
স্থাপিতোঽতিবলো বীরো বলিং কস্মৈ ন দাস্যতি
সুযোধনায় চেচ্ছাভির্দ্দব্যং যচ্ছতি মা বলাৎ।
যোদ্ধব্যং চ ভবদ্ভিশ্চ বিফলো হি রণোঽত্র বৈ ॥

শ্রীপ্রদ্যুম্ন উবাচ।

যথা গয়ো দূত কলিঙ্গরাড্‌যথা
তথাভিভূতোঽপি বলিং প্রদাস্যতি।
নৃপং ন জানাতি মহোগ্রসেনকং
মাহিষ্মতীশোঽয়মতীব রাজরাট্ ॥ ৩৪

শ্রীনারদ উবাচ।

উক্তো দূতস্তদৈবাশু গত্বা মাহিষ্মতীপতিম্।
সভায়াং কথয়ামাস প্রদ্যুম্নকথিতং বচঃ ॥ ৩৫

তখনই কৃষ্ণতনয় শম্বরারি প্রদ্যুম্নের চরণ অর্চ্চিত হইল, মহাত্মা প্রদ্যুম্ন অলির কমলকর্ণিকায় প্রবেশের মত সুবর্ণময় অবন্তিকায় প্রবেশ করিলেন। হে মৈথিল! মালবপতি জয়সেন মহাত্মা প্রদ্যুম্নের প্রভাব বিদিত ছিলেন, তিনি তাঁহার আগমন শ্রবণে ভীত হইয়া বলিসহ বহু বৃদ্ধব্যক্তিকে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্যক্ পূজা করিলেন! মহামনা কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন স্বীয় পিতার পিতৃস্বসা রাজাধিদেবীকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার তনয় বিন্দ ও অনুবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া মালব-দেশবাসিগণে পরিবৃত হইয়া শোভিত হইলেন। অনন্তর ধন্বিবর প্রদ্যুম্ন যাদবসৈন্যসহ মাহিষ্মতী পুরীতে গিয়া নর্ম্মদা দর্শন করিলেন। জলকল্লোলশোভিত নর্ম্মদা যেন পৃথিবীর সিন্দূরবিন্দুর ন্যায় প্রতিভাত, জলে ভাসমান পুষ্পনিচয় যেন উষ্ণীষস্থ মুদ্রচিহ্নের ন্যায় পরিলক্ষিত; বেতস, তীরভূমি, বেণু ও পুষ্পিত মাধবীলতাবৃত। নর্ম্মদা স্ফুরিত প্রভ মূর্ত্তিমান্ দেবগণ পরিবৃতা স্বর্গনদী গঙ্গার ন্যায় পরিশোভিতা। ১৯—২৮। যাদবরাজ প্রভু প্রদ্যুম্ন ঐ নর্ম্মদাতীরে বহু শিবিরসন্নিবেশপূর্ব্বক যাদবসৈন্যগণসহ দেবগণ পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিলেন। হে মহারাজ! মাহিষ্মতী পুরীর পতি মহামানী ইন্দ্রনীল মহাত্মা প্রদ্যুম্নের নিকট নিজ দূত প্রেরণ করিলেন। হে নৃপ! রাজদূত শিবিরে আসিয়া করজোড়ে প্রদ্যুম্নকে প্রণামপূর্ব্বক তথায় সকলের সমক্ষে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিল। দূত বলিল,—হস্তিনাপুরপতি ধীমান্ দুর্য্যোধন মহাবল বীর রাজা ইন্দ্রনীলকে স্থাপিত করিয়াছেন, তিনি কাহাকেও কর দেবেন না। তিনি দুর্য্যোধনকেই ইচ্ছামত কর দিয়া থাকেন, কিন্তু ভয়ে নহে; তিনি আপনার সহিত যুদ্ধ করিবেন, কিন্তু এখানে আপনার যুদ্ধ নিষ্ফল। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—হে দূত! গয় ও কলিঙ্গরাজ যেমন পরাজিত হইয়া কর দিয়াছেন, তোমার রাজাও তদ্রূপ কর দিবেন; মাহিষ্মতী পুরপতি মহারাজরাজ উগ্রসেনকে ত জানেন না! নারদ বলিলেন,—এইরূপে অভিহিত দূত তখনই দ্রুত গমন

যদূনামুদ্ভটং সৈন্যং বীক্ষ্য মাহিষ্মতীপতিঃ।
গজানাং পঞ্চসাহস্রং হয়ানাং নিযুতং শুভম্ ॥৩৬
রথানামযুতং জৈত্রং নীত্বা রাজা বিনির্গতঃ।
বলিং দদৌ সমেত্যাশু প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে মরুধন্বমালবমাহিষ্মতীদেশ-
বিজয়ো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

প্রদ্যুম্নোঽথ মহাবীর্য্যো জিত্বা মাহিষ্মতীপতিম্।
বিকর্ষন্মহতীং সেনাং গুর্জ্জরাটং সমাযযৌ ॥ ১
গুর্জ্জরাড়ধিপং বীরমৃষ্যং নাম মহাবলম্।
জগ্রাহ সেনয়া কার্ষ্ণিস্তার্ক্ষ্যোঽহিং যথা বিরাট্ ॥
সদ্যস্তস্মাদ্বলিং নীত্বা যাদবেন্দ্রো মহাবলঃ।
বিকর্ষন্মহতীং সেনাং চেদিদেশাংস্ততো যযৌ ॥৩
দমঘোষশ্চেদিরাজো বসুদেবস্বসুঃ পতিঃ।
শিশুপালস্তস্য পুত্রঃ কৃষ্ণশত্রুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪
অভীয়ায় মহাবুদ্ধির্দমঘোষং মহাবলম্।
নত্বা প্রাহ মহাবুদ্ধিরুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ ॥ ৫

উদ্ধব উবাচ।

রাজন্ দেহি বলিং তস্মা উগ্রসেনায় ভূভৃতে।
বিজিত্য নৃপতীন্ যোঽসৌ রাজসূয়ং করিষ্যতি

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্থং নিশম্য বচনং দমঘোষসুতঃ খলঃ।
স্ফুরদোষ্ঠো মন্যুপরঃ প্রাহেদং সদসি স্বরম্ ॥ ৭

শিশুপাল উবাচ।

দুরত্যয়া কালগতিরহো চিত্রমিদং জগৎ।
বিধেঃ কুলালস্য কলিঃ প্রাজাপত্যে ভবিষ্যতি ॥৮
ক্ব রাজহংসঃ কাকঃ ক্ব ক্ব মূর্খঃ ক্ব চ পণ্ডিতঃ।
ভৃত্যা বিজেষ্যন্তি নৃপং চক্রবর্ত্তিনমীশ্বরম্ ॥ ৯
যযাতিশাপাদ্ যদবো ভ্রষ্টরাজ্যপদাঃ স্মৃতাঃ।
রাজ্যং স্বল্পং জলং প্রাপ্য প্রোচ্ছলন্ত্যাপগা ইব
অংবংশসম্ভবো রাজা মূর্খপুত্রো হি পণ্ডিতঃ।

করিয়া রাজসভায় প্রদ্যুম্ন বাক্য নিবেদন করিল। মাহিষ্মতীপতি যাদবগণের বীর সৈন্য দর্শনে পঞ্চসহস্র গজ, নিযুত অশ্ব ও অযুত জয়শীল রথ লইয়া নির্গত হইলেন এবং সত্বর আসিয়া মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে কর প্রদান করিলেন। ২৯—৩৭।

বিশ্বজিৎখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর মহাবল প্রদ্যুম্ন মাহিষ্মতী পুরপতিকে জয় করিয়া শৃঙ্খলা সহকারে মহাবাহিনীসহ গুর্জ্জররাজের নিকট আগমন এবং সেনাদ্বারা ঋষ্যনামক বীর মহাবল গুর্জ্জরপতিকে গরুড়ের তুণ্ডদ্বারা সর্পগ্রহণের ন্যায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মহাবল যাদবরাজ প্রদ্যুম্ন তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া বিপুল বাহিনী-সহ চেদিদেশে উপনীত হইলেন। চেদিরাজ দমঘোষ বসুদেবের ভগিনীপতি, তাঁহার পুত্র শিশুপাল কৃষ্ণের শত্রু বলিয়া অভিহিত। বুদ্ধিসত্তম মহাবুদ্ধি উদ্ধব মহাবল মহারাজ দমঘোষের সমীপে আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন। উদ্ধব বলিলেন,—হে রাজন্! রাজা উগ্রসেন সমস্ত নরপতিকে জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন, অতএব আপনি তাঁহাকে কর প্রদান করুন। নারদ বলিলেন,—দমঘোষনন্দন খল শিশুপাল উদ্ধবের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইল এবং ওষ্ঠ কম্পিত করিয়া সভামধ্যে তখনই বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিল। ১—৭। শিশুপাল বলিল,—অহো! কালের গতি কি দুরত্যয়, এই জগৎ কি বিচিত্র! ব্রহ্মা ও কুম্ভকারেও প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে বিবাদ হয়। কোথায় রাজহংস ও কাক, কোথায় পণ্ডিত ও মূর্খ! ভৃত্যগণ চক্রবর্ত্তী ঈশ্বর রাজাকে পরাভূত করিবে! যযাতিশাপে যাদবগণ সর্ব্বদা ভ্রষ্টরাজ্য, তাহারা সামান্য রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া স্বল্প জলপ্রাপ্ত নদীর ন্যায় উচ্ছ-

নির্দ্ধনশ্চ ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্ততে জগৎ ॥ ১১
উগ্রসেনঃ কতি দিনৈ রাজত্বং সমুপাগতঃ।
মন্ত্রিণা বাসুদেবেন পূজিতঃ স বলান্বিতঃ ॥ ১২
তস্য মন্ত্রী বাসুদেবো জরাসন্ধভয়াদ্রুতম্।
মথুরাং স্বপুরীং ত্যক্ত্বা সমুদ্রং শরণং গতঃ ॥ ১৩
আভীরস্যাপি নন্দস্য পূর্ব্বং পুত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বসুদেবো মন্যতে তং মৎপুত্রোঽয়ং গতত্রপঃ ॥
বসুদেবাদ্গৌরবর্ণাদয়ং শ্যামঃ কুতোঽভবৎ।
পিতামহোঽপি গৌরশ্চ দুঃখহাস্যমিদং বচঃ ॥১৫
প্রদ্যুম্নং তৎসুতং জিত্বা সবলং যাদবৈঃ সহ।
কুশস্থলীং গমিষ্যামি মহীং কর্ত্তুমযাদবীম্ ॥ ১৬

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ধনুরাদায় তূণৌ চাক্ষয়সায়কৌ।
গন্তুমভ্যুদ্যতং বীক্ষ্য চেদিরাজস্তমব্রবীৎ ॥ ১৭

দমঘোষ উবাচ।

শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি ক্রোধং মা কুরু মা কুরু।
অকস্মাদাচরেৎ কার্য্যং ন সিদ্ধিং বিন্দতে হ্যসৌ
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধনং ন ক্ষমাসমম্।
তস্মাৎ সাম প্রকর্ত্তব্যং সাম্না ন সদৃশং সুখম্ ॥
দানেন রাজতে সাম দানং সৎক্রিয়য়া পুনঃ।
সৎক্রিয়াপি তথা যোগ্যং গুণং সংপ্রেক্ষ্য রাজতে
যাদবাশ্চেদিপাশ্চৈব জ্ঞাতিসম্বন্ধিনঃ স্মৃতাঃ।
চেদিপানাঞ্চ বৃষ্ণীনাং কলিং নেচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

শিশুপালো বোধিতোঽপি দমঘোষেণ ধীমতা।
নোবাচ কিঞ্চিদ্বিমনাস্তূষ্ণীভূতো মহাবলঃ ॥ ২২

শ্রুতিশ্রবাশ্চেদিপরাজরাজ্ঞী
স্বসা শুভা শূরসুতস্য রাজন্।
সমেত্য পুত্রং শিশুপালসংজ্ঞং
প্রত্যাহ সম্যগ্বিনয়ান্বিতা সা ॥ ২৩

শ্রুতিশ্রবা উবাচ।

মা পুত্র খেদং কুরুতাৎ কদাচি-
ন্মাভূৎ কলিশ্চেদিপযাদবানাম্।
তে মাতুলোঽয়ং কিল শূরসূনু-
র্ভ্রাতা চ তে তৎসুত এব কৃষ্ণঃ ॥ ২৪

লিত হইয়া উঠিয়াছে। কুবংশজাত নৃপতি, মূর্খ পিতার পণ্ডিত পুত্র এবং সহসা ধনপ্রাপ্ত নির্ধন জগৎকে তৃণ তুল্য মনে করে। উগ্রসেন কতদিন রাজত্ব পাইয়াছে, তদীয় মন্ত্রী কৃষ্ণকর্ত্তৃকই সে পূজা পাইয়াছে। তাহার মন্ত্রী বসুদেবতনয় কৃষ্ণ জরাসন্ধভয়ে নিজপুরী মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর সমুদ্রের শরণ লইয়াছে। সে গোপ নন্দের পূর্ব্বপুত্র বলিয়া কীর্ত্তিত, নির্লজ্জ বসুদেব তাহাকে নিজপুত্র বলিয়া মনে করে। গৌরবর্ণ বসুদেব হইতে এই শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ কেমন করিয়া হইল! কৃষ্ণের পিতামহও গৌর, সুতরাং ইহা দুঃখের ও হাস্যের কথা। আমি সৈন্য ও যাদবগণসহ কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্নকে পরাজিত করিয়া মেদিনী অযাদবী করিবার জন্য দ্বারকায় গমন কবিব। ৮—১৬। নারদ বলিলেন,—শিশুপাল এইরূপ বলিয়া ধনু ও অক্ষয় বাণপূর্ণ তূণীর গ্রহণপূর্ব্বক গমনে উদ্যত হইলে তদ্দর্শনে চেদিপতি দমঘোষ তনয়কে বলিলেন। দমঘোষ বলিলেন,—হে পুত্র! বলিতেছি, শ্রবণ কর, ক্রোধ করিও না। অকস্মাৎ কোন কার্য্য করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ক্ষমা তুল্য সাধন নাই; অতএব সাম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, সামের মত সুখ নাই। দান দ্বারা সাম শোভিত হয়, সেই দান সৎকার দ্বারা করিতে হয়; সেই সৎকারও গুণের যোগ্য হইলে গৌরবান্বিত হইয়া থাকে। যাদব ও চেদীবংশে পরস্পর জ্ঞাতিসম্বন্ধ, অতএব ন্যায়তঃ চেদী ও যাদবে বিবাদ বাঞ্ছনীয় নহে। নারদ বলিলেন,—ধীমান্ দমঘোষ কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়াও মহাবল শিশুপাল কিছুই বলিল না, পরন্তু বিমনা হইয়া চুপ করিয়া রহিল। হে রাজন্! শূরভগিনী চেদিরাজরাণী মনোজ্ঞা শ্রুতিশ্রবা পুত্র শিশুপালের সমীপে আসিয়া সম্যক্ বিনয়বাক্যে বলিলেন। শ্রুতিশ্রবা বলিলেন,—হে তনয়! দুঃখ করিও না, চেদী যাদবে যেন কদাচ কলহ না হয়; শূরনন্দন বসুদেব তোমার মাতুল, তাঁহার পুত্র

তস্যাত্মজা যেঽত্র সমাগতাস্তে
প্রদ্যুম্নমুখ্যাঃ শতশো মহান্তঃ।
সম্পূজনীয়াশ্চ ময়া ভবদ্ভিঃ
সংলালনীয়া নহি যুদ্ধযোগ্যাঃ ॥ ২৫
অহং গমিষ্যামি সহার্দ্রচিত্তা-
নেতুং ত্বয়া তাত সমাগতাংস্তান্।
দ্রষ্টুং চিরোৎকণ্ঠমনা মহোৎসবে-
র্নৈতাদৃশোঽয়ং সময়ঃ কদাচিৎ ॥ ২৬

শিশুপাল উবাচ।

মম শত্রূ রামকৃষ্ণৌ যদবঃ শত্রবশ্চ মে।
ঘাতয়িষ্যামি তান্ সর্ব্বান্ যৈরহন্তু তিরস্কৃতঃ ॥২৭
পুরা বৈ কুণ্ডিনপুরে যাভ্যাং মে হেলনং কৃতম্।
বিবাহো বারিতো মে বৈ রামকৃষ্ণাবরী মম ॥ ২৮
যদি তেষাং যাদবানাং যুবাং পক্ষং করিষ্যথঃ।
তদা ত্বাং সহ পিত্রা চ নিগৃহ্য নিগড়ৈদৃঢ়ৈঃ ॥ ২৯
কারাগারে কারয়ামি কংসঃ স্বপিতরৌ যথা।
অন্যথা চেদ্বধিষ্যামি শপথো মে তু দুর্ঘটঃ ॥ ৩০

শ্রীনারদ উবাচ।

তদ্বচঃ পরুষং শ্রুত্বা তূষ্ণীং যাতেঽথ চেদিপে।
উদ্ধবঃ স্ববলং প্রাপ্য প্রাহ সর্ব্বং যথোদিতম্ ॥৩১
বাহিনী ধ্বজিনী চৈব পৃতনাক্ষৌহিণীযুতা।
চতুর্দ্ধা শিশুপালস্য সেনা যুক্তা বভূব হ ॥ ৩২

বহুলাশ্ব উবাচ।

বাহিন্যাদ্যাশ্চ যাঃ সেনাস্তৎসংখ্যাং বদ মে প্রভো।
ঋষয়ো হি প্রজানন্তি ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

শতং দ্বিপানাং রথিনাং সহস্রং শতসংযুতম্।
অযুতং তুরগাণাঞ্চ পত্তীনাং লক্ষমেব চ ॥ ৩৪
সেনায়া লক্ষণং স্বল্পং দ্বিগুণং চতুরঙ্গিণী।
চতুঃশতং দ্বিপানাঞ্চ রথানামযুতং তথা ॥ ৩৫
চতুর্লক্ষং হয়ানাঞ্চ পত্তীনামেককোটয়ঃ।
লোহকঞ্চুকসংযুক্তাঃ সমর্থবলবাহনাঃ ॥ ৩৬
শস্ত্রাস্ত্রজ্ঞা যত্র শূরা বাহিনী সা বুধৈঃ স্মৃতা।
বাহিন্যা দ্বিগুণীভূতা ধ্বজিনী সা প্রকীর্ত্তিতা ॥৩৭
ধ্বজিন্যা দ্বিগুণীভূতা পৃতনা কথ্যতে বুধৈঃ।

কৃষ্ণ তোমার সম্পর্কে ভ্রাতা, প্রদ্যুম্নপ্রমুখ তাঁহার যে সকল শত শত প্রধান তনয় এইস্থানে সমাগত হইয়াছে, তাহারা যুদ্ধযোগ্য নহে, পরন্তু তোমাদের পূজনীয় ও আমার লালনীয়। হে তাত! আমি দয়ার্দ্রহৃদয়ে তোমার সহিত সমাগত সেই সকলকে আনয়ন করিতে যাইব, বহুদিনের পর তাহাদিগকে দেখিবার জন্য আমার মন উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। মহোৎসবের এতাদৃশ সময় আর কখনও হইবে না। ১৭—২৬। শিশুপাল বলিল,—রাম, কৃষ্ণ ও যাদবগণ আমার শত্রু, তাহারা আমাকে তিরস্কৃত করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে বধ করিব। পূর্ব্বে কুণ্ডিননগরে রাম-কৃষ্ণ আমার অপমান করিয়াছে, আমার বিবাহ বারণ করিয়া আমার শত্রু হইয়াছে; যদি তোমরা তাহাদের পক্ষপুরণ কর, তবে কংস যেমন তাহার পিতা মাতাকে করিয়াছিল, তদ্রূপ পিতার সহিত তোমাকে দৃঢ় নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া কারাগারে রুদ্ধ করিব; অথবা তোমাদিগকে বধ করিব, ইহাই আমার দুষ্পারহার্য্য প্রতিজ্ঞা। নারদ বলিলেন,—অনন্তর পুত্রের পরুষবাক্য শ্রবণে চেদীপতি চুপ করিয়া রহিলেন, উদ্ধব স্বপক্ষ সৈন্যমধ্যে আসিয়া শিশুপাল-কথিত সমস্ত প্রকাশ করিলেন। বাহিনী, ধ্বজিনী, পৃতনা ও অক্ষৌহিণী—এইরূপ চারিপ্রকারে শিশুপালের সৈন্য সজ্জিত হইল। ২৭—৩২। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে প্রভো! ঋষিগণই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিদিত আছেন, অতএব বাহিন্যাদি সৈন্যগণের পৃথক্ পৃথক্ সংখ্যা নির্দ্দেশ করুন। নারদ বলিলেন,—শত হস্তী, একাদশ শত রথী, অযুত অশ্ব, ও লক্ষ পদাতি ইহা স্বল্পসেনার লক্ষণ, ইহার দ্বিগুণ হইলে চতুরঙ্গিণী হয়। যাহাতে চারিশত হস্তী, অযুত রথ, চারি লক্ষ অশ্ব, এক কোটী পদাতি এবং লৌহবর্ম্মাবৃত সমর্থ বল-বাহনযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রজ্ঞ শূরগণ থাকেন, বুধগণ তাহাকে বাহিনী বলেন। বাহিনীর দ্বিগুণ হইলে তাহা ধ্বজিনী বলিয়া অভিহিত হয়। পণ্ডিতগণ ধ্বজিনীর দ্বিগুণকে

দশ নাগসহস্রাণি নাগে নাগে শতং রথাঃ ॥ ৩৮
রথে রথে শতং হ্যশ্বা অশ্বেঽশ্বে পত্তয়ঃ শতম্।
এষা হ্যক্ষৌহিণী জ্ঞেয়া কবিভিঃ কথিতা পুরা ॥
সসাহসোঽতিশূরঃ স্যাৎ সামন্তঃ শতশূরভৃৎ।
সামন্তানাং শতং বিভ্রৎ স গজী কথিতো মৃধে ॥
স্বদেহং সারথিং চাশ্বান্ রথং রক্ষেদ্রথী চ যঃ।
সেনাং রক্ষতি যো বাণৈঃ কথ্যতে স মহারথী ॥
স্বসেনাং রক্ষয়ন্ শত্রূন্ সূদয়ন্ রণমণ্ডলে।
যোঽক্ষৌহিণ্যা সমং যুধ্যেৎ সদা সোঽতিরথী স্মৃতঃ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে গুর্জররাষ্ট্রচেদিদেশগমনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ।
নির্গতঃ শিশুপালোঽসৌ সবলশ্চন্দ্রিকাপুরাৎ।
পিতরৌ তৌ তিরস্কৃত্য স্বভাবো হ্যসতাময়ম্ ॥ ১
বাহিনীধ্বজিনীভ্যাঞ্চ দ্যুমচ্ছক্রৌ বিনির্গতৌ।
পৃতনাক্ষৌহিণীভ্যাং তৌ রঙ্গপিঙ্গৌ চ মন্ত্রিণৌ
শিশুপালমহাসৈন্যং প্রলয়াব্ধিসমং নৃপ।
সংবীক্ষ্য যদবস্তর্ত্তুং চাজগ্মুঃ কৃষ্ণপোতকাঃ ॥ ৩
বাহিনীসহিতঃ পশ্চাৎ দ্যুমান্নামা মহাবলঃ।
যুযুধে যাদবৈঃ সার্দ্ধং শিশুপালপ্রণোদিতঃ ॥ ৪
দ্বয়োশ্চ সৈন্যয়োর্বাণৈরন্ধকারোঽভবদ্রণে।
হয়পাদরজোবৃন্দৈঃ প্রোত্থিতৈশ্ছাদয়ন্নভঃ ॥ ৫
হয়াশ্চ নৃপ ধাবন্তঃ প্রোৎপতন্তো দ্বিপান প্রতি
দ্বিপাশ্চ সক্ষতা যুদ্ধে পাতয়ন্তঃ পদৈর্দ্বিষঃ ॥ ৬
শুণ্ডাদণ্ডস্য ফুৎকারৈর্মর্দ্দয়ন্ত ইতস্ততঃ।
কস্তূরীপত্রসিন্দূররত্নকম্বলমণ্ডিতাঃ ॥ ৭

পৃতনা বলেন। দশ সহস্র হস্তী, প্রত্যেক হস্তীতে শত রথ, প্রত্যেক রথে শত অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বে শত পদাতি—কবিগণ পূর্ব্বে ইহাকে অক্ষৌহিণী কহিয়াছেন। যুদ্ধে যাঁহার সাহস আছে এবং যিনি অতিবীর ও শত শূরের রক্ষা করেন, তিনি সামন্ত; যিনি শত সামন্তকে রক্ষা করেন, তিনি গজী, যিনি সমরে নিজদেহ, সারথি, অশ্ব ও রথ রক্ষা করেন, তিনি রথী এবং যিনি শর দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল রক্ষা করিয়াও সেনা রক্ষা করেন, তিনি মহারথ আর যিনি যুদ্ধস্থলে যুগবৎ স্বীয় সেনার রক্ষা ও শত্রুসেনার বিনাশ করেন এবং সর্ব্বদা অক্ষৌহিণী সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকেন, তিনি অতিরথ বলিয়া কথিত হন। ৩৩—৪২।

বিশ্বজিৎখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়

নারদ বলিলেন,—শিশুপাল পিতামাতাকে তিরস্কার করিয়া স্বীয় সৈন্যসহ চন্দ্রিকাপুর হইতে নির্গত হইল; অসদগণের ইহাই স্বভাব। দ্যুমান্ বাহিনী ও শক্র ধ্বজিনীসহ নির্গত হইল, রঙ্গ ও পিঙ্গ নামক মন্ত্রিদ্বয় পৃতনা ও অক্ষৌহিণী লইয়া অভিযান করিলেন। হে নৃপ! শিশুপালের প্রলয়জলধিতুল্য সেই মহাসৈন্য দর্শনে যাদবগণ কৃষ্ণকে পোত করিয়া তাহা উত্তীর্ণ হইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। শিশুপাল কর্তৃক প্রেরিত মহাবল দ্যুমান পশ্চাদ্দিক্ হইতে বাহিনী লইয়া যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল; উভয় সৈন্যের শরনিকরে রণক্ষেত্র অন্ধকার হইয়া গেল, অশ্বখুরের ধূলি উত্থিত হইয়া আকাশ আচ্ছাদন করিল। হে নৃপ! অশ্বগণ দৌড়াইয়া গিয়া গজের গাত্রে পতিত হইল, ক্ষতযুক্ত গজগণ যুদ্ধে পদদ্বারা শত্রুদিগকে পাতিত ও শুণ্ডাদণ্ডের ফুৎকারে ইতস্তত পাতিত করিয়া মর্দ্দিত করিল। এই সকল করী কস্তূরীর পত্রা-

বাণৈর্গদাভিঃ পরিঘৈঃ খড়্গৈঃ শূলৈশ্চ শক্তিভিঃ
ছিন্নাঙ্গাঃ পত্তয়ঃ পেতুশ্ছিন্নবাহ্বঙ্ঘ্রিজানবঃ ॥ ৮
কশ্চিত্তীক্ষ্ণাসিনা রাজন্ হয়ান্ যুদ্ধে দ্বিধাকরোৎ।
কেচিদ্দণ্ডান্ সংগৃহীত্বা কুম্ভেষু করিণাং গতাঃ ॥ ৯
অমাত্যং হস্তিবাহঞ্চ মর্দ্দয়ন্তো মৃগেন্দ্রবৎ।
উল্লঙ্ঘয়ন্তঃ সহয়া গজবৃন্দং মহাবলাঃ ॥ ১০
খড়্গপ্রহারং কুর্ব্বন্তো বিদার্য্য পরসৈনিকান্।
হয়পৃষ্ঠা ন দৃশ্যন্তে দৃশ্যন্তে তে নটা ইব ॥ ১১
সৈন্যবেগং চ শত্রূণাং দৃষ্ট্বাক্রূরঃ সমাযযৌ।
চকার দুর্দ্দিনং বাণৈর্ধনুষ্টঙ্কারয়ন্মুহুঃ ॥ ১২
পলায়মানং স্ববলং দ্যুমান্ বীক্ষ্য মহাবলঃ।
আযযৌ সম্মুখে যোদ্ধুং শাকৈর্মৈথিলেশ্বরঃ ॥১
বাণজালং স চিচ্ছেদ বাণৌঘৈশ্চাপনির্গতৈঃ।
ছাদয়ামাস চাক্রূরং বর্ষাসূর্য্যমিবাম্বুদঃ ॥ ১৪
ছিত্বা তদ্বাণপটলমসিনা গান্দিনীসুতঃ।
শক্ত্যা তাড়তং বীরং দ্যুমন্তং ক্রোধমূর্চ্ছিতম্॥
তৎপ্রহারেণ ভিন্নাঙ্গো মূর্চ্ছিতো ঘটিকাদ্বয়ম্।
পুনরুত্থায় যুযুধে শিশুপালসখা বলী ॥ ১৬
গৃহীত্বাথ গদাং গুর্ব্বীং লক্ষভারবিনির্ম্মিতাম্।
ততাড় হৃদি চাক্রূরং জগর্জ্জ ঘনবদ্দ্যুমান্ ॥ ১৭
অক্রূরে তৎপ্রহারেণ কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসে।
যুযুধানস্তদা প্রাগাজ্জ্যাশব্দং কারয়ন্মুহুঃ ॥ ১৮
শিরস্তস্যাশু চিচ্ছেদ বাণেনৈকেন লীলয়া।
পতিতে দ্যুমতি হ্যাজৌ বীরাস্তস্য বিদুদ্রুবুঃ ॥ ১৯
তদৈব শক্রঃ সংপ্রাপ্তো দৃষ্ট্বা সেনাং পলায়িতাম্
শূলং চিক্ষেপ সহসা যুযুধানায় ধীমতে ॥ ২০
যুযুধানশ্চ বাণৌঘৈস্তচ্ছূলং শতধাকরোৎ।
শক্রো গৃহীত্বা পরিঘং যুযুধানং ততাড় হ ॥ ২১
যুযুধানোঽর্জ্জুনসখঃ ক্ষণং মূর্চ্ছামবাপ হ।
তদৈব বীরঃ সংপ্রাপ্তঃ কৃতবর্ম্মা মহাবলঃ ॥ ২২
শক্রস্যাপি রথং সাশ্বং বাণৈশ্চূর্ণীচকার হ।

বলী, সিন্দুর ও রক্তকম্বলমণ্ডিত। বাণ, গদা, পরিঘ, খড়্গ, শূল, শক্তি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে পদাতিগণের ভুজ, পদ ও জানু ভগ্ন হইলে তাহারা পতিত হইল। হে রাজন্! কেহ শাণিত অসিদ্বারা অশ্বসমূহকে দ্বিখণ্ডিত করিল, কেহ করীর দণ্ড ধরিয়া তাহার মস্তকে চড়িয়া বসিল ও সিংহের ন্যায় রক্ষকসহ মাতঙ্গগণকে মর্দ্দিত করিল। মহাবল দ্রুতগামী অশ্বারোহীরা সহসা হস্তীর পাল উল্লঙ্ঘন করিয়া খড়্গপ্রহারে শত্রুসৈন্য বিদারণ করিতে থাকিলে তাহাদের অশ্ব আর দৃষ্ট হইল না, তাহারাই নটের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ১—১১। শত্রু-সৈন্যের বেগদর্শনে সমরে অক্রূর আসিলেন এবং ধনুকে মুহুর্মুহু টঙ্কার করিয়া বর্ষা ধারার মত বাণবৃষ্টি করিলেন। হে মৈথিলেশ্বর! মহাবল দ্যুমান্ স্বসৈন্য পলায়মান অবলোকন করিয়া যুদ্ধার্থ অক্রূরের সম্মুখীন হইল এবং বহু বাণবৃষ্টি করিয়া অক্রূরের শরসমূহ ছেদনকরত বর্ষাকালে মেঘ যেমন সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ অক্রূরকে শরদ্বারা আচ্ছাদন করিল। গান্দিনী-নন্দন অক্রূর অসিদ্বারা দ্যুমানের শরসকল ছেদন করিয়া শক্তিদ্বারা তাহাকে তাড়না করিলেন, বীর দ্যুমান্ ক্রোধে মূর্চ্ছিত এবং অক্রূরের শক্তিপ্রহারে বিক্ষতাঙ্গ হইয়া ঘটিকাদ্বয় যাবৎ সজ্ঞাহীন হইয়া রহিল। অনন্তর শিশুপালের সখা বলী দ্যুমান্ পুনরায় উঠিয়া লক্ষভার-নির্ম্মিতা গুরু গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিল—সে মেঘবৎ গর্জ্জন করিয়া সেই গদাদ্বারা অক্রূরের হৃদয়ে প্রহার করিল। সেই প্রহারে অক্রূর কিঞ্চিৎ ব্যাকুলমনা হইলেন, তখন যুযুধান মুহুর্মুহু জ্যাশব্দ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলেন। যুযুধান তৎক্ষণাৎ একটীমাত্র বাণে অবলীলাক্রমে দ্যুমানের মস্তক ছেদন করিলে সে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইল এবং তৎপক্ষীয় বীরগণ দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। ১২—১৯। সেনাগণকে পলায়মান দেখিয়া তখনই শক্র সমাগত হইল এবং তৎক্ষণাৎ ধীমান্ যুযুধানের উদ্দেশে শূল নিক্ষেপ করিল। যুযুধানও বাণ-সমূহ দ্বারা সেই শূল শতধা ছিন্ন করিলেন। শক্র পরিঘ গ্রহণ করিয়া যুযুধানকে তাড়না করিল, অর্জ্জুনের সখা যুযুধান ক্ষণকাল মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন, তখনই মহাবল বীর কৃতবর্ম্মা

শক্রোঽপি চূর্ণয়ামাস গদয়া তদ্রথং পরম্। ২৩
কৃতবর্ম্মা রথং ত্যক্ত্বা শক্রং জগ্রাহ রোষতঃ।
পাতয়িত্বা ভুজাভ্যাং তং চিক্ষেপ নৃপ যোজনম্।
শক্রে চ পতিতে যুদ্ধে শিশুপালপ্রণোদিতৌ।
রঙ্গপিঙ্গৌ মন্ত্রিণৌ তৌ পৃতনাক্ষৌহিণীযুতৌ। ২৫
বাণবর্ষং প্রকুর্ব্বন্তৌ মর্দ্দয়ন্তাববীয়ুধে।
আবগ্মতুর্মৈথিলেন্দ্র যথা বাতহুতাশনৌ। ২৬
উদ্ভটং তদ্বলং বীক্ষ্য যাদবেন্দ্রঃ পিতুঃ সমঃ।
আদায় চাপং সদসি প্রদ্যুম্নো বাক্যমব্রবীৎ। ২৭

প্রদ্যুম্ন উবাচ।

অহং গমিষ্যামি পুরো রঙ্গপিঙ্গমৃধে জনঃ।
রঙ্গপিঙ্গৌ চ দৃশ্যেতে মহাবলপরাক্রমৌ। ২৮

শ্রীনারদ উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মহাবাহুর্ভানুঃ কৃষ্ণসুতো বলী।
সর্ব্বেষামগ্রতো ভূত্বা ভ্রাতরং প্রাহ নীতিবিৎ। ২৯

ভানুরুবাচ।

ত্রৈলোক্যং দৃশ্যতে প্রাপ্তং যদা তে সম্মুখে প্রভে
তদা তে চাপটঙ্কারো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ৩০
কেবলেনাপি খড়্গেন শিরসী রঙ্গপিঙ্গয়োঃ।
ছিত্ত্বা চাত্র প্রবেক্ষ্যামি কলিঙ্গশকলাবিব। ৩১

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে দ্যুমৎছত্রবধো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ। ৮।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা শত্রুহা ভানুর্গৃহীত্বা খড়্গচর্ম্মণী।
পদাতিঃ প্রযযৌ সৈন্যে বনে বজ্রকরীব সঃ। ১
ভানুঃ খড়্গেন শত্রূংস্তাংশ্ছিন্নবাহূংশ্চকার হ।
দ্বিপান্ হয়ান্ সম্মুখস্থান্ পার্শ্বস্থাংশ্চ দ্বিধাকরোৎ
খড়্গদ্বিতীয়ো হ্যেকাকী রেজে ছিন্দন্নরীন্ মৃধে।
নীহারমেঘপটলৈর্ভানুর্ভানুরিব স্ফুরন্। ৩
হস্তিনাং ছিন্নকুম্ভানাং ভানুঃ খড়্গেন মৈথিল।
মুক্তা নিপেতুশ্চ যথা তারকা কাশকর্ম্মণঃ। ৪

আসিলেন, তিনি শরনিকরদ্বারা শত্রুর অশ্বসহ রথ চূর্ণ করিলেন, শক্রও গদাদ্বারা তাঁহার উত্তম রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। হে রাজন্! কৃতবর্ম্মা রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক রোষবশে শক্রকে গ্রহণ ও ভুজদ্বয় দ্বারা পাতিত করত যোজনদূরে নিক্ষেপ করিলেন। শক্র সমরে পতিত হইলে শিশুপালপ্রণোদিত রঙ্গ ও পিঙ্গনামক মন্ত্রিদ্বয় পৃতনা ও অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া সমরে বাণবর্ষণ ও শত্রুগণকে মর্দ্দন করিতে করিতে অনল ও অনিলের ন্যায় সমাগত হইল। যুদ্ধনিপুণ শত্রুসৈন্য দর্শনে কৃষ্ণতুল্য পরাক্রম প্রদ্যুম্ন ধনু গ্রহণ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—রঙ্গ ও পিঙ্গকে মহাবল-পরাক্রম দেখিতেছি, অতএব আমিই সমরে ইহার সম্মুখীন হইব। নারদ বলিলেন,—তচ্ছ্রবণে নীতিবিৎ কৃষ্ণতনয় মহাবাহু বলবান্ ভানু সকলের অগ্রসর হইয়া ভ্রাতাকে কহিলেন। ভানু বলিলেন,—হে প্রভো! যখন ত্রিলোক আপনার সম্মুখীন হইবে, তখনই আপনার ধনুষ্টঙ্কারের প্রয়োজন, সংশয় নাই। কেবল একমাত্র খড়্গাঘাতে আমি পক্ষীর মস্তকের ন্যায় রঙ্গ-পিঙ্গের শিরচ্ছেদন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিব। ২০-৩১।

বিশ্বজিৎখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—শত্রুঘাতী ভানু এইরূপ কহিয়া খড়্গ-চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক পদাতিরূপে বজ্র গজের বনে প্রবেশের ন্যায় সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অসিদ্বারা শত্রুসমূহের বাহুচ্ছিন্ন এবং সম্মুখস্থ ও পার্শ্বস্থ হস্তী ও অশ্বসমূহকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। একমাত্র অসিসহায় একাকী ভানু যুদ্ধে শত্রুসমূহকে ছেদন করত নীহার ও মেঘবৃন্দ-নির্ম্মুক্ত ভানুর ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। হে রাজন্! ভানু কর্ত্তৃক খড়্গাদ্বারা ছিন্ন ও পতিত করিকুম্ভ যেন ভূ-

ক্ষণমাত্রেণ তৎ সৈন্যং পাতয়িত্বা রণাঙ্গনে।
রঙ্গপিঙ্গোপরি প্রাগাদ্‌ ভানুর্বীরো মহাবলঃ ॥ ৫
কৃষ্ণদত্তেন খড়্গেন রথৌ তৌ রঙ্গপিঙ্গয়োঃ।
ছিত্বা হয়ান্ সনেতৄংশ্চ ভানুর্যুদ্ধে দ্বিধাকরোৎ ॥ ৬
খড়্গৌ নীত্বা রঙ্গপিঙ্গৌ তেতক্তুস্তং মহোদ্ভটৌ।
ভানুচর্ম্মগতৌ খড়্গৌ ভগ্নীভূতৌ বভূবতুঃ ॥ ৭
ভানুখড়্গপ্রহারেণ শিরসী রঙ্গপিঙ্গয়োঃ।
যুগপৎ পেততুর্যুদ্ধে তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৮
ভানুস্তয়োশ্চ শিরসী নীত্বা প্রদ্যুম্নসম্মুখে।
আযযৌ বিজয়ী বীরঃ শ্লাঘিতঃ সৈন্যনায়কৈঃ ॥৯
দিবি দুন্দুভয়ো নেদুর্নরদুন্দুভিভিঃ সমম্।
অভূজ্জয়জয়ারাবঃ পুষ্পবর্ষা সুরৈঃ কৃতা ॥ ১০
রঙ্গপিঙ্গৌ মৃতৌ শ্রুত্বা শিশুপালো রুষান্বিতঃ।
জৈত্রং রথং সমারুহ্য যদূনাং সম্মুখং যযৌ ॥ ১১
মদচ্যুদ্ভির্গজৈর্দীর্ঘৈ রত্নকম্বলমণ্ডিতৈঃ।
স্বর্ণনীড়সমাযুক্তৈর্দোলঘণ্টাকণৎস্বনৈঃ ॥ ১২
রথৈশ্চ দেবধিষ্ণ্যাভৈর্বায়ুবেগৈস্তুরঙ্গমৈঃ।
বিদ্যাধরসমৈর্বীরৈর্নাদয়ন্ বসুধাতলম্ ॥ ১৩
শিশুপালবলং দৃষ্ট্বা শক্রদত্তে রথে স্থিতঃ।
সর্ব্বেষামগ্রতঃ কার্ষ্ণিঃ প্রযযৌ ধন্বিনাং বরঃ ॥ ১৪
শঙ্খং দধ্মৌ হরেঃ পুত্রো দিশঃ খং নাদয়ন্নৃপ।
তেন নাদেন শত্রূণাং কম্পোহভূদ্ধৃদি মানদ ॥১৫
শিশুপালমহাসৈন্যে প্রাসাদ ইব দুর্গমে।
চক্রে নারাচসোপানং সহসা রুক্মিণীসুতঃ ॥ ১৬
দমঘোষসুতো ধীমান্ ধনুষ্টঙ্কারয়ন্মুহুঃ।
ব্রহ্মাস্ত্রং সন্দধে যদ্ধৈ দত্তাত্রেয়েণ শিক্ষিতম্ ॥ ১৭
প্রচণ্ডং সর্ব্বতস্তেজো দৃষ্ট্বা শ্রীরুক্মিণীসুতঃ।
ব্রহ্মাস্ত্রেণাপি তদ্যুদ্ধে সঞ্জহার স্বলীলয়া ॥ ১৮
শিশুপালো মহাধীমানঙ্গারাস্ত্রং সমাদধে।
জামদগ্ন্যেন যদ্দত্তং মহেন্দ্রে পর্ব্বতে নৃপ ॥ ১৯
তস্মাদঙ্গারবর্ষাভিঃ কার্ষ্ণিসেনাতিবিহ্বলা।
পর্জন্যাস্ত্রং মহাদিব্যং তদা কার্ষ্ণিঃ সমাদধে ॥২০

নিক্ষিপ্ত মুক্তা কিংবা কর্ম্মক্ষয়ে আকাশ হইতে পতিত তারকারাজির ন্যায় বিরাজিত হইল। মহাবল বীর ভানু রণভূমে লক্ষ শত্রুসৈন্য বিনাশ করিয়া রঙ্গ ও পিঙ্গের উপর পতিত হইলেন, এবং যুদ্ধে কৃষ্ণদত্ত খড়্গদ্বারা তাহাদের রথ, অশ্ব ও সারথি দ্বিখণ্ডিত করিলেন। মহাযোদ্ধা রঙ্গ-পিঙ্গও অসি লইয়া ভানুকে তাড়না করিল। ভানুর বর্ম্মে প্রতিহত হইয়া তদীয় খড়্গদ্বয় ভগ্ন হইয়া গেল। ভানুর খড়্গ প্রহারে রঙ্গ-পিঙ্গের মস্তক যুগপৎ ছিন্ন ও পতিত হইল, ইহা যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার! ভানু তাহাদের মস্তক লইয়া প্রদ্যুম্নের সম্মুখে গমন করিলে তিনি সেনানায়কগণ কর্ত্তৃক বিজয়ী বীর বলিয়া প্রশংসিত হইলেন, সেনাগণের দুন্দুভির সহিত স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, উচ্চ জয়জয় রব উত্থিত হইল, সুরগণ পুষ্পবর্ষণ করিলেন। ১—১০। রঙ্গ-পিঙ্গ মরিয়াছে শুনিয়া রোষান্বিত শিশুপাল জয়শীল রথে আরূঢ় হইয়া যাদবগণের সম্মুখীন হইলে, বিদ্যাধরসম বহু বীর মদস্রাবী রত্নকম্বলমণ্ডিত মাতঙ্গ ও শব্দায়মান ঘণ্টামণ্ডিত স্বর্ণনীড়যুক্ত রথে এবং দিব্যদ্যুতিযুক্ত বায়ুবেগগামী অশ্বে আসিয়া বসুধাতল নিনাদিত করিল। অনন্তর ধন্বিবর কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন শিশুপাল-সৈন্যদর্শন করিয়া ইন্দ্রদত্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক সকলের অগ্রে গমন করিলেন, হে নৃপ! তিনি দশদিক্ নিনাদিত করিয়া স্বীয় শঙ্খ বাজাইলেন। হে মানদ! সেইশব্দে শত্রুগণের হৃদয়ে কম্প হইল। শিশুপালের সেই মহাসৈন্য যেন দুর্গম প্রাসাদ, রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্ন তাহাতে আরোহণার্থ নারাচাস্ত্রের সোপান নির্ম্মাণ করিলেন। দমঘোষতনয় ধীমান্ শিশুপাল যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুকে টঙ্কার করিয়া দত্তাত্রেয়-দত্ত ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। প্রদ্যুম্ন যুদ্ধক্ষেত্রে সেই সর্ব্বদিকে প্রজ্বলিত প্রচণ্ডতেজ দর্শন করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তাহা অবলীলাক্রমে সংহার করিলেন। ১১—১৮। মহাবুদ্ধি শিশুপাল অঙ্গারাস্ত্র গ্রহণ করিল, হে নৃপ! এই অস্ত্র মহেন্দ্র পর্ব্বতে পরশুরাম তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা হইতে প্রজ্বলিত অঙ্গারবৃষ্টি হইয়া প্রদ্যুম্নসেনাকে বিহ্বল করিল। তখন প্রদ্যুম্ন মহাদিব্য পর্জ্জ-

স্থূলাভির্মেঘধারাভিরঙ্গারাঃ শান্তিমাযযুঃ।
শিশুপালস্তদা ক্রুদ্ধো গজাস্ত্রং তং সমাদধে ॥ ২১
যদগস্ত্যেন মুনিনা শিক্ষিতং মলয়াচলে।
মহোত্কটা গজা দীর্ঘাঃ কোটিশস্তদ্বিনির্গতাঃ ॥ ২২
তে সৈন্যং পাতয়ামাসুঃ প্রদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ।
হাহাকারো মহানাসীদ্‌যদূনাং বাহিনীষু চ ॥ ২৩
প্রদ্যুম্নোঽথ রণশ্লাঘী নৃসিংহাস্ত্রং সমাদধে।
নৃসিংহো নির্গতস্তস্মান্নাদয়ন্‌ বসুধাতলম্‌ ॥ ২৪
স্ফুরৎসটো দীর্ঘবালো নখলাঙ্গলভীষণঃ।
ননাদ হুঙ্কৃতৈঃ শব্দৈর্ভক্ষয়ংস্তান্‌ গজান্‌ রণে ॥
বিদার্য্য গজকুম্ভাংস্তমুৎপতন্‌ ভগবান্‌ হরিঃ।
গজবৃন্দং মর্দ্দয়িত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৬
চিক্ষেপ পরিঘং রোষাচ্ছিশুপালো মহাবলঃ।
চিচ্ছেদ পরিঘং তদ্বৈ যমদণ্ডেন মাধবঃ ॥ ২৭
ততশ্চৈদ্যো রুষাবিষ্টো গৃহীত্বা খড়্গচর্ম্মণী।
প্রদ্যুম্নং তমুপাধাবৎ পতঙ্গ ইব পাবকম্‌ ॥ ২৮
কার্ষ্ণিস্তত্তাড় তং খড়্গং যমদণ্ডেন বেগতঃ।
চূর্ণীবভূব তেনাসৌ [illegible] ॥ ২৯
পাশিদত্তেন পাশেন সহসা যাদবেশ্বরঃ।
দমঘোষসুতং বদ্ধা বিচকর্ষ রণাঙ্গনে ॥ ৩০
শিশুপালং ঘাতয়িতুং খড়্গং জগ্রাহ রোষতঃ।
তদৈব তৎকরৌ সাক্ষাদ্গদো জগ্রাহ বেগতঃ ॥ ৩১

গদ উবাচ।

পরিপূর্ণতমেনাপি শ্রীকৃষ্ণেন মহাত্মনা।
বধ্যোঽয়ং দেববচনং ভগবন্‌ মা বৃথা কুরু ॥ ৩২

শ্রীনারদ উবাচ।

তদা কোলাহলে জাতে শিশুপালস্য বন্ধনে।
দমঘোষো বলিং নীত্বা প্রাগাৎ প্রদ্যুম্নসম্মুখে ॥ ৩৩
কার্ষ্ণিস্তমাগতং দৃষ্ট্বা ত্যক্ত্বা শস্ত্রাণি শীঘ্রতঃ।
অগ্রতশ্চৈদিপং শশ্বন্ননাম শিরসা ভুবি ॥ ৩৪
মিলিত্বা চাশিষং দত্ত্বা প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে।
দমঘোষো মহারাজঃ প্রাহ গদ্‌গদয়া গিরা ॥ ৩৫

দমঘোষ উবাচ।

প্রদ্যুম্ন ত্বং তু ধন্যোঽসি শ্রীযদূনাং শিরোমণে।

স্ত্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তাহা হইতে স্থূল বৃষ্টি-ধারা পতিত হইয়া অঙ্গাররাশি নির্ব্বাণ করিল। তখন শিশুপাল কুপিত হইয়া গজাস্ত্র সন্ধান করিল, ইহা মলয়গিরিতে মুনি অগস্ত্য শিখাইয়াছিলেন। তাহা হইতে কোটি কোটি মহাযোদ্ধা গজ নির্গত হইয়া মহাত্মা প্রদ্যুম্নের সৈন্য পাতিত করিতে লাগিল। যদুসৈন্যমধ্যে মহা হাহাকার উত্থিত হইল, রণে প্রশংসার্হ প্রদ্যুম্ন নৃসিংহাস্ত্র সন্ধান করি-লেন, তাহা হইতে বসুধাতল নিনাদিত করিয়া নৃসিংহ নির্গত হইলেন। তাঁহার জটা প্রস্ফুরিত, কেশ দীর্ঘ ও নখ লাঙ্গলবৎ ভীষণ। সেই ভগবান নৃসিংহ রণস্থলে হুঙ্কার নাদ-করত সেই গজগণের উপর আপতিত হইয়া কুম্ভ বিদারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে ভক্ষণ করিলেন এবং গজগণকে মর্দ্দিত করিয়া সেইস্থানে অন্তর্হিত হইলেন। মহাবল শিশুপাল রোষবশে পরিঘ নিক্ষেপ করিল মাধব যমদণ্ড দ্বারা তাহা ছেদন করিলেন। অনন্তর চেদীপতি কুপিত হইয়া খড়্গচর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক পাবকের দিকে পতঙ্গের ন্যায় প্রধাবিত হইল। প্রদ্যুম্ন যমদণ্ড দ্বারা সবেগে সেই অসিতে আঘাত করিলেন, চর্ম্মের সহিত সেই অসি চূর্ণিত হইল। অনন্তর যাদবরাজ প্রদ্যুম্ন রণক্ষেত্রে বরুণ-দত্ত পাশ দ্বারা তৎক্ষণাৎ শিশুপালকে বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি রোষবশে শিশুপালের শিরশ্ছেদার্থ অসি গ্রহণ করিলে, তখনই গদ সবেগে তাঁহার করদ্বয় ধরিয়া ফেলিলেন। ১৯—৩১। গদ বলিলেন,—পরিপূর্ণতম মহাত্মা কৃষ্ণ ইহাকে বধ করিবেন, ইহাই দৈববাক্য, সে বাক্যের অন্যথা করিবেন না। নারদ বলিলেন,—তখন শিশুপালের বন্ধনে কোলাহল উত্থিত হইলে দমঘোষ কর লইয়া প্রদ্যুম্নের সম্মুখে আগমন করিলেন। প্রদ্যুম্ন সমাগত সম্মুখবর্ত্তী চেদীপতি দম-ঘোষকে দেখিয়া সত্বর শস্ত্র সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন। হে মহারাজ! দমঘোষ মহাত্মা প্রদ্যুম্নের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করত গদ্‌গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন। দমঘোষ বলি-

মৎপুত্রেণ কৃতং যদ্বৈ তৎ ক্ষমস্ব দয়ানিধে ॥৩৬

মম দোষো ন তে চায়ং ন তে পুত্রস্য হে প্রভো
সর্ব্বং কালকৃতং মন্যে প্রিয়মপ্রিয়মেব বা । ৩৭

শ্রীনারদ উবাচ ।

ইত্যুক্তো দমঘোষোঽপি প্রদ্যুম্নেন প্রযন্ত্রিতঃ ।
শিশুপালং মোচয়িত্বা নীত্বাগাচ্চন্দ্রিকাং পুরীম্‌ ॥
প্রদ্যুম্নস্য বলং শ্রুত্বা সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণতেজসঃ ।
ন কেঽপি যুযুধুস্তেন রাজানশ্চ বলিং দদুঃ ॥৩৯

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদবহুলাশ্বসংবাদে চেদিদেশবিজয়ো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ ।

মনুতীর্থে ততঃ স্নাত্বা প্রদ্যুম্নো যদুভিঃ সহ ।
প্রযযৌ কৌঙ্কণান্‌ দেশা দুন্দুভীন্নাদয়ন্মুহুঃ ॥ ১
কৌঙ্কণস্থোঽথ মেধাবী গদাযুদ্ধবিশারদঃ ।
একাকী মল্লযুদ্ধেন পরীক্ষায়ৈ বলং যযৌ ॥ ২
প্রদ্যুম্নং সবলং প্রাহ শৃণু মে যাদবেশ্বর ।
গদাযুদ্ধং দেহি মহ্যং মদ্বলং নাশয় প্রভো ॥ ৩

প্রদ্যুম্ন উবাচ ।

একতো হ্যেকতো বীরা বলবন্তো মহীতলে ।
মানং মা কুরু হে মল্ল বিষ্ণুমায়াতিদুর্গমা ॥ ৪
বয়ং তু বহবো বীরাস্ত্বমেকাকী সমাগতঃ ।
অধর্ম্মোঽয়ং মহামল্ল দৃশ্যতে যাহি সাম্প্রতম্‌ ॥ ৫

মল্ল উবাচ ।

যদা যুদ্ধং ন কুরুত ভবন্তো বলশালিনঃ ।
মৎপাদেঽধোঽত্র নির্যান্তু তদা যাস্যামি সাম্প্রতম্‌

শ্রীনারদ উবাচ ।

এবং বদতি মল্লে বৈ সর্ব্বে যাদবপুঙ্গবাঃ ।
বভূবুঃ ক্রোধসংযুক্তাঃ পশ্যতস্তস্য মৈথিল ॥ ৭
গদো গদাং সমাদায় বলদেবানুজো বলী ।
তস্থৌ সোঽপি গদাং নীত্বা সর্ব্বেষাং পশ্যতাং নৃপ ॥ ৮

লেন,—হে যদুশিরোমণে প্রদ্যুম্ন! তুমি ধন্য; হে দয়াসাগর! আমার তনয় যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা ক্ষমা কর। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—হে প্রভো! আমারও দোষ নাই; আপনার ও আপনার পুত্রেরও দোষ নাই; প্রিয় ও অপ্রিয় সকলই কালকৃত। নারদ বলিলেন,—এইরূপে প্রদ্যুম্ন কর্তৃক কথিত ও প্রবোধিত দমঘোষ শিশুপালকে মোচনপূর্ব্বক তাহাকে লইয়া চন্দ্রিকাপুরে প্রয়াণ করিলেন। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের তেজঃস্বরূপ প্রদ্যুম্নের বল অবগত হইয়া কেহই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিল না, সকল রাজারাই তাঁহাকে কর দান করিলেন। ৩২—৩৯।

বিশ্বজিৎখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর প্রদ্যুম্ন যাদবগণসহ মনুতীর্থে স্নান করিয়া মুহুর্মুহু দুন্দুভিধ্বনি করত কৌঙ্কণদেশে গমন করিলেন। গদাযুদ্ধ-বিশারদ বুদ্ধিমান্‌ কৌঙ্কণপতি মল্ল মল্লযুদ্ধে প্রদ্যুম্নের সৈন্যবল পরীক্ষা করিতে একাকীই সমাগত হইলেন এবং সসৈন্য প্রদ্যুম্নকে কহিলেন,—হে যাদবেশ্বর! আমার বাক্য শ্রবণ কর; হে প্রভো! আমার সহিত গদাযুদ্ধ করিয়া আমার বল নাশ কর। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—মহীতলে একজনের সহিত একজনের যুদ্ধই বীর বলবান্‌দিগের পক্ষে প্রশংসনীয়, কিন্তু হে মল্ল! তুমি অভিমান করিও না, কেননা বিষ্ণুমায়া অতি দুর্গম। হে বীর! আমরা বহু, তুমি একাকী আসিয়াছ, হে মহামল্ল! সম্প্রতি এইরূপ যুদ্ধ অধর্ম্ম-জনক দেখিতেছি। অতএব এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। মল্ল বলিলেন,—তোমরা বলশালী হইয়াও যদি যুদ্ধ না কর, তবে আমার পদের নীচ দিয়া গমন কর, তাহা হইলে আমি প্রত্যাবৃত্ত হইব। নারদ বলিলেন,—হে মৈথিল! মল্ল এইরূপ বলিলে যাদবপুঙ্গবগণ ক্রুদ্ধ হইলেন, তথায় মল্লের সমক্ষে বলদেবানুজ বলী গদ গদা

গদাং গরিষ্ঠাং চিক্ষেপ গদায় স মহাবলঃ।
গদোপরি গদাং নীত্বা স্বগদাং প্রাক্ষিপদ্গদঃ ॥ ৯
গদস্ত গদয়া সোহপি তাড়িতঃ পতিতো ভুবি।
যুদ্ধেচ্ছাং ন চকারাশু হ্যবমন্ রুধিরং মুখাৎ ॥১০
কৌঙ্কণস্থোহথ মেধাবী নত্বা প্রাহ হরেঃ সুতম্
পরীক্ষার্থঞ্চ ভবতামেতৎ কার্য্যং ময়া কৃতম্ ॥১১
ত্বমেব ভগবান্ সাক্ষাৎ কুতোহহং প্রাকৃতো জনঃ
ক্ষমস্ব মেহপরাধং ভো ত্বামহং শরণং গতঃ ॥১২
শ্রীনারদ উবাচ।
ইত্যুক্ত্বাথ বলিং দত্ত্বা নমস্কৃত্য হরেঃ সুতম্।
কৌঙ্কণস্থঃ পুরীং প্রাগান্মেধাবী ক্ষত্রিয়োত্তমঃ
কুটকাধিপতিং মৌলিং মৃগয়ায়াং বিনির্গতম্।
জগ্রাহ স মহাবাহুঃ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ॥ ১৪
কাঞ্চিস্তস্মাদ্বলিং নীত্বা দণ্ডকাখ্যং বনং যযৌ।
মুনীনামাশ্রমং পশ্যন্ স্বসৈন্যপরিবারিতঃ ॥ ১৫

নির্ব্বিন্ধ্যাঞ্চ পয়োষ্ণীঞ্চ তাপীং স্নাত্বা হরেঃ সুতঃ
শূর্পারকং মহাক্ষেত্রমার্য্যাং দ্বৈপায়নীং ততঃ ॥
ঋষ্যমূকং ততঃ পশ্যন্ প্রবর্ষণগিরিং গতঃ।
পর্জন্যো ভগবান্ সাক্ষান্নিত্যদা যত্র বর্ষতি ॥ ১৭
গোকর্ণাখ্যং শিবক্ষেত্রং দৃষ্ট্বা কার্ষ্ণিঃ স্বসৈন্যকৈঃ
ত্রিগর্ত্তান্ কেরলান্ দেশান্ যযৌ জেতুং মহাবলঃ
অম্বষ্ঠঃ কেরলাধীশঃ শ্রুত্বা বার্ত্তান্তু মন্মুখাৎ।
দদৌ তস্মৈ বলিং শীঘ্রং প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে ॥১৯
কৃষ্ণাং বেণীং তদোত্তীর্য্য তৈলঙ্গান্ বিষয়ান্ যযৌ
সৈন্যপাদরজোবৃন্দৈরন্ধীকুর্ব্বন্নভঃস্থলম্ ॥ ২০
তৈলঙ্গস্যাধিপো রাজা বিশালাক্ষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
পুরস্যোপবনে রেমে সুন্দরীগণসংবৃতঃ ॥ ২১
মৃদঙ্গাদ্যৈশ্চ বাদিত্রৈর্মধুরধ্বনিসঙ্কুলৈঃ।
পরৈরপ্সরসাং রাগৈর্গীয়মানো হ্যরাড়িব ॥ ২২
তং প্রাহ সুন্দরী রামা রাজ্ঞী মন্দারমালিনী।
রজোব্যাপ্তং নভো বীক্ষ্য শুষ্যদ্বিম্বাধরা পরা ॥২৩

গ্রহণ করিয়া অবস্থিত হইলেন এবং হে নৃপ! সকলের সাক্ষাতে মহাবল মল্লও গুরু গদা গ্রহণপূর্ব্বক গদের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। গদও অপর গদা লইয়া মল্ল নিক্ষিপ্ত গদার উপর নিক্ষেপ করিলেন, গদের গদায় তাড়িত হইয়া মল্ল ভূপতিত হইলেন, তৎক্ষণাৎ মল্লের যুদ্ধেচ্ছা বিলুপ্ত হইল, তিনি মুখ দ্বারা রুধির বমন করিতে লাগিলেন। ১—১০। কৌঙ্কণপতি বুদ্ধিমান্ মল্ল নমস্কার করিয়া কৃষ্ণতনয়কে কহিলেন,—আপনাদের পরীক্ষার জন্য আমি একার্য্য করিয়াছি; কোথায় আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্ আর কোথায় মাদৃশ প্রাকৃত জন; আমি আপনার শরণ লইলাম, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন! নারদ বলিলেন,—অনন্তর ক্ষত্রিয়সত্তম মেধাবী কৌঙ্কণপতি মল্ল এইরূপ বলিয়া করদান করত কৃষ্ণতনয়কে নমস্কারপূর্ব্বক স্বীয় পুরে প্রয়াণ করিলেন। কুটকাধিপতি মৌলি মৃগয়ায় বিনির্গত হইয়াছিলেন, জাম্ববতী-তনয় মহাবাহু শাম্ব তাঁহাকে ধরিয়া কর আদায় করিলেন। কৃষ্ণনন্দন এইরূপে তাঁহার নিকট কর লইয়া দণ্ডকারণ্যে উপনীত হইলেন এবং সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া মুনিগণের আশ্রমসমূহ দর্শন করিলেন। কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী ও তাপী নদীতে স্নান করিয়া ক্রমে মহাক্ষেত্র শূর্পারক, আর্য্যা দ্বৈপায়নী ও ঋষ্যমূক দেখিতে দেখিতে প্রবর্ষণ পর্ব্বতে উপনীত হইলেন; এখানে ভগবান্ পর্জন্যদেব সর্ব্বদা বর্ষণ করিয়া থাকেন। মহাবল কৃষ্ণতনয় শিবক্ষেত্র গোকর্ণ দর্শন করিয়া সসৈন্যে ত্রিগর্ত্ত ও কেরলদেশ জয়ার্থ গমন করিলেন। কেরলপতি অম্বষ্ঠ আমার মুখে সেই সংবাদ পাইয়া সত্বর মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে করদান করিলেন। ১১—১৯। প্রদ্যুম্ন তখন কৃষ্ণা ও বেণী উত্তীর্ণ হইয়া সৈন্যগণের পদধূলিতে অম্বরতল অন্ধকার করত তৈলঙ্গ ও নিষধদেশে গমন করিলেন। তৎকালে বিশালাক্ষ তৈলঙ্গের রাজা, তিনি পুরের উপবন মধ্যে সুন্দরীগণ পরিবৃত হইয়া ক্রীড়ারত ছিলেন; মৃদঙ্গাদির মধুর বাদ্যধ্বনিতে সে স্থান সমাকুল ছিল, উত্তম অপ্সরাগণকর্ত্তৃক গীয়মান হইয়া তিনি দেবরাজের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। রজোব্যাপ্ত আকাশদর্শনে তাঁহার মহিষী সুন্দরী মন্দার-মালিনীর বিম্বাধর শুষ্ক হইল, সেই রামা

মন্দারমালিন্যুবাচ

রাজন্ন জানাসি সদা বিহারা-
দহর্নিশং কামবিশাললোলঃ ।
অহং ন জানামি কদাপি দুঃখং
মুখালকালিভ্রমরাস্তবেষা ॥ ২৪
দ্বারাবতীশাধ্বরনাগবল্লীচয়ং
সমুত্থাপ্য দিশো জয়ার্থম্ ।
বিজিত্য সর্ব্বান্নৃপ চেদিপান্ স
সমাগতোঽসৌ যদুরাজরাজঃ ॥ ২৫
ধুন্ধারশব্দং শৃণু দুন্দুভীনাং
চীৎকারফুৎকারযুত-দ্বিপানাম্ ।
কোদণ্ডটঙ্কারময়ং পরাণাং
কল্পান্তসারস্বতনাদকারম্ ॥ ২৬
ত্বরং বলিং প্রেষয় শম্বরারয়ে
প্রধাবতীঃ পশ্য নরেন্দ্র সুন্দরীঃ ।
চ্যুতপ্রসূনাঃ শ্রমবারিবর্ষিণী-
র্ব্বনপ্রবেশাস্ফুটকেশমণ্ডনাঃ ॥ ২৭

নারদ উবাচ ।

পত্নীবাক্যং ততঃ শ্রুত্বা বিশালাক্ষোঽতিহর্ষিতঃ ।
প্রদ্যুম্নসম্মুখে সোঽপি বলিং নীত্বা সমাযযৌ ।
তেন সম্পূজিতঃ সাক্ষাৎ প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং বরঃ ।
স্নাত্বা পম্পাসরস্তীর্থং মহারাষ্ট্রং ততো যযৌ ॥ ২৯
মহারাষ্ট্রাধিপো রাজা বিমলো নাম বৈষ্ণবঃ ।
ভক্ত্যা পরময়া কার্ষ্ণিং পূজয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥ ৩০
তথাহি কর্ণাটপতিঃ সহস্রজিৎ
স্বতঃ সমানীয় বলিং মহাত্মনে ।
সম্পূজয়ামাস শুভার্থহেতবে
শ্রীশম্বরারিং জগতঃ প্রভুং পরম্ ॥ ৩১
প্রদ্যুম্নো ভগবান্ সাক্ষাদ্ যাদবৈঃ সহ মৈথিল ।
করূষান্ বিষয়ান্ প্রাগাজ্জেতুং যোগীব দেহজান্
মহারঙ্গপুরে তত্র বৃদ্ধশর্ম্মা মহামতিঃ ।
ভর্ত্তাথ শ্রুতদেবায়া বসুদেবস্বসুর্নৃপ ॥ ৩৩
তস্য পুত্রো দন্তবক্রঃ কৃষ্ণশত্রুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
শিশুপাল ইব ক্রুদ্ধো যোদ্ধুং চক্রে মনঃ স্বয়ম্ ॥
মাত্রা পিত্রা বারিতোঽপি দৈত্যো দৈত্যানুব্রতঃ
যাদবান্ ঘাতয়িষ্যামি কোপমিত্থং চকার হ ॥৩৫

রাজাকে কহিলেন। মন্দারমালিনী বলিলেন,—হে রাজন্! কামকলায় বিশাল লালসাবশে অহর্নিশ বিহারে থাকিয়া আপনি কখনও দুঃখ বিদিত নহেন; আর মুখে ভ্রমরবৎ অলকাবলী দ্বারা বিন্যস্তবেশা আমিও দুঃখ জানি না। এদিকে দ্বারকাধীশের যজ্ঞার্থ যদুরাজরাজ প্রদ্যুম্ন তাম্বুল বীটিকা গ্রহণপূর্ব্বক দিগ্বিজয়ে আসিয়া চেদিরাজ প্রভৃতি নৃপতিগণকে পরাজিত করত এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। শত্রুগণের দুন্দুভির ধুঙ্কার, করিগণের চীৎকার ও ফুৎকার এবং কল্পান্তকালের সাগরকৃত নাদের মত ধনুকের টঙ্কার শব্দ শ্রবণ করুন। হে নরেন্দ্র! ঐ দেখুন—সুন্দরীগণ ভয়ে প্রধাবিত হইতেছে,—তাহাদের করবীর পুষ্প স্খলিত, শ্রমবশতঃ স্বেদ নির্গত এবং বনপ্রবেশ সম্পর্কে কেশ বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছে; সত্বর শম্বরারি প্রদ্যুম্নের উদ্দেশে কর প্রেরণ করুন। অনন্তর পত্নী বাক্য শ্রবণে বিশালাক্ষ নৃপতি অতিহর্ষিত হইয়া কর গ্রহণপূর্ব্বক ধন্বিবর প্রদ্যুম্ন সমীপে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে সম্যক্প্রকারে পূজা করিলেন। ২০—২৮। অনন্তর প্রদ্যুম্ন, পম্পা সরোবরে স্নান করিয়া মহারাষ্ট্রে উপনীত হইলেন, মহারাষ্ট্রপতি পরম বৈষ্ণব রাজা বিমল পরম ভক্তিতে কৃষ্ণতনয়কে সর্ব্বতোভাবে পূজা করিলেন; এতদ্‌ভিন্ন কর্ণাটপতি সহস্রজিৎ আপনা হইতে কর আনয়ন করিয়া নিজ কল্যাণার্থ জগতের পরম প্রভু মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে প্রদান করিলেন। হে মৈথিল! সাক্ষাৎ ভগবান্ প্রদ্যুম্ন যাদবগণসহ যোগীর কামাদিজয়ের ন্যায় করূষ রাজ্য জয়ার্থ উপনীত হইলেন। তত্রত্য মহারঙ্গপুরের অধিপতি মহামতি বৃদ্ধশর্ম্মা, তাঁহার পত্নীর নাম শ্রুতদেবা, হে নৃপ! তিনি বসুদেবের ভগিনী। বৃদ্ধশর্ম্মার পুত্র প্রসিদ্ধ কৃষ্ণশত্রু দন্তবক্র; শিশুপালের ন্যায় দন্তবক্রও ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ ইচ্ছুক হইল; পিতা মাতা তাহাকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু দৈত্যগণ পরিবৃত দৈত্য দন্তবক্র—

আদায় স গদাং গুর্ব্বীং লক্ষভারবিনির্ম্মিতাম্ ।
একাকী প্রযযৌ যোদ্ধুং প্রদ্যুম্নবলসম্মুখে ॥ ৩৬
দন্তবক্রং কৃষ্ণবর্ণং কজ্জলাদ্রিসমপ্রভম্ ।
ললজ্জিহ্বং ঘোররূপং তালবৃক্ষদশোচ্ছ্রিতম্ ॥৩৭
কিরীটকুণ্ডলধরং হেমবর্ম্মবিভূষিতম্ ।
কিঙ্কিণীজালসংযুক্তং চলচ্চরণনূপুরম্ ॥ ৩৮
কম্পয়ন্তং ভুবং বেগাৎ পাতয়ন্তং গিরীন্ দ্রুমান্
ঘাতয়ন্তং স্বগদয়া কৃতান্তমিব দুর্জ্জনান্ ॥ ৩৯
তং দৃষ্ট্বা যাদবাঃ সর্ব্বে ভয়ং প্রাপুর্মৃধাঙ্গনে।
আগতে দন্তবক্রে চ মহান্ কোলাহলো হ্যভূৎ ॥
প্রদ্যুম্নঃ প্রেষয়ামাস তস্যোপরি মহদ্বলম্ ।
অষ্টাদশাক্ষৌহিণীনাং ধনুষ্টঙ্কারয়ন্মুহুঃ ॥ ৪১
বাণৈঃ পরশ্বধৈ রাজন্ শতঘ্নীভির্ভুশুণ্ডিভিঃ ।
তং তেডুর্যাদবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বতোঽদ্রিং যথা গজাঃ
দন্তবক্রঃ স্বগদয়া করীন্দ্রানুৎকটান্ বহূন্ ।
পাতয়ামাস রাজেন্দ্র ভিন্নকুম্ভস্থলান্ মৃধে ॥ ৪৩
কাংশ্চিৎ পাদেষু চোদ্ধৃত্য কিঙ্কিণীজালনাদিতান্
সশৃঙ্খলান্ সনীড়াংস্তাল্লোলঘণ্টারণৎস্বনান্ ॥ ৪৪
বাতস্তূলমিবাকাশে চিক্ষেপ শতযোজনম্ ।
শুণ্ডাদণ্ডেষু কাংশ্চিত্তু গৃহীত্বা দৈত্যপুঙ্গবঃ ॥ ৪৫
ভ্রাময়িত্বা গজান্ দিক্ষু নদতঃ প্রাক্ষিপদ্রুষা ।
কাংশ্চিদ্গজানংশয়োশ্চ কক্ষয়োরুভয়োরপি ॥
পদ্ভ্যামাক্রম্য শুশুভে দৈত্যঃ কালাগ্নিরুদ্রবৎ ।
রথান্ সসূতান্ সাশ্বাংশ্চ সধ্বজান্ সমহারথান্ ।
চিক্ষেপ গগনে বীরঃ পদ্মানীব প্রভঞ্জনঃ ॥ ৪৭
তুরগাংশ্চ পদাতীংশ্চ প্রাক্ষিপদ্গগনে বলাৎ ।
অধোমুখা ঊর্দ্ধমুখা রাজপুত্রা মহাবলাঃ ॥ ৪৮
সশস্ত্রা রত্নকেয়ূরসংযুক্তাস্তারকা ইব ।
আকাশাৎ প্রপতন্তস্তে বমন্তো রুধিরং মুখাৎ ॥
বলং বিলোড়য়ামাস গদয়া দৈত্যপুঙ্গবঃ ।
দংষ্ট্রয়া প্রলয়াব্ধিং শ্রীবরাহ ইব মৈথিল ॥ ৫০

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে করূষদেশগমনং নাম
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

"আমি যাদবগণকে নিহত করিব" এই বলিয়া ক্রোধ করত লক্ষভার-নির্ম্মিত গুরু গদাগ্রহণপূর্ব্বক প্রদ্যুম্নের সৈন্য সম্মুখে একাকী যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। কিরীটকুণ্ডল-ধর স্বর্ণবর্ম্মবিভূষিত কৃষ্ণবর্ণ, কজ্জলাচল-কান্তি লোলজিহ্ব ঘোররূপ দশতালতরুতুল্য দীর্ঘ দন্তবক্র কিঙ্কণীজালযুক্ত চঞ্চল নূপুর চরণে দিয়া বেগে পৃথিবী কম্পিত, পর্ব্বত ও তরুনিকর পাতিত করত স্বীয় গদা দ্বারা যমের দুর্জ্জনগণ-প্রহারের ন্যায় সৈন্যগণকে প্রহার করিতে করিতে সমাগত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া যাদবেরা রণক্ষেত্রে ভয় পাইলেন; দন্তবক্র সমাগত হইলে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। ২৯—৪০। প্রদ্যুম্ন দন্তবক্রের সহিত যুদ্ধার্থ মহাবল অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্! তাহারা মুহুর্মুহু ধনুকে টঙ্কার করিয়া বাণ, পরশ্বধ, শতঘ্নী ও ভুশুণ্ডী প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা হস্তীর পর্ব্বতোপরি আঘাত প্রদানের ন্যায় সকল দিক্ হইতে দন্তবক্রকে তাড়না করিল। হে রাজেন্দ্র! দন্তবক্রও গদা দ্বারা মহাযোদ্ধা গজরাজগণের কুম্ভমধ্যে প্রহারপূর্ব্বক বিদারণ করিয়া রণক্ষেত্রে পাতিত করিল। যে সকল গজের পাদদেশে শব্দায়মান কিঙ্কিণীজাল ও শৃঙ্খল ছিল এবং যাহারা সনীড় ও শব্দযুক্ত দোলায়মান ঘণ্টা-সমূহে শোভিত; তথাবিধ বহু হস্তীকে তুলা-রাশির ন্যায় শূন্যে তুলিয়া লইয়া শতযোজন দূরে নিক্ষেপ করিল; ক্রুদ্ধ দৈত্যবর দন্তবক্র কোন কোন চীৎকারকারী করীকে শুণ্ডা-দণ্ডে ধরিয়া দশদিকে ভ্রামিত করত দূরে নিক্ষেপ করিল; কোন কোন করীকে স্কন্ধ-দেশে, কাহাকেও কক্ষদ্বয়ে এবং কাহাকেও পাদদ্বয়ে আক্রমণ করিয়া দৈত্য দন্তবক্র কালাগ্নি রুদ্রের ন্যায় শোভিত হইল। ধ্বজ, অশ্ব ও সারথিসহ রথ এবং মহারথগণকে বায়ুর কমল উন্মূলনের ন্যায় বীর দন্তবক্র আকাশে নিক্ষেপ করিল। অশ্ব ও পদাতিগণকে গগনে সবেগে নিক্ষেপ করিল। সহস্র রত্ন-কেয়ূরযুক্ত মহাবল রাজতনয়গণ অধোমুখ ও ঊর্দ্ধমুখ হইয়া

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ ।

তদা শ্রীকৃষ্ণপুত্রাণামষ্টাদশ মহারথাঃ ।
সঙ্কতং কারয়ামাসুর্দন্তবক্রং মহাবলম্ ॥ ১
দন্তবক্রোঽতিশুশুভে সঙ্কতো রক্তধারয়া ।
লাক্ষয়েব যথা সৌধং প্রহারং নাম্বচিন্তয়ৎ ॥ ২
কৃতবর্ম্মা চ বাণৌঘৈস্তং জঘান রণাঙ্গনে ।
যুযুধানশ্চ খড়্গেন শক্ত্যাক্রূরো মহাবলম্ ॥ ৩
সারণস্তং কুঠারেণাহনত্তং রোহিণীসুতঃ ।
দন্তবক্রোঽপি গদয়া যুযুধানং ততাড় হ ॥ ৪
করেণ কৃতবর্ম্মাণমক্রূরং স্বাঙ্ঘ্রিণাহনৎ ।
সারণং ভুজবেগেন কারুষো রণদুর্ম্মদঃ ॥ ৫
অক্রূরঃ কৃতবর্ম্মা চ যুযুধানোঽথ সারণঃ ।
নিপেতুর্মূর্চ্ছিতা ভূমৌ মরুতা পাদপা ইব ॥ ৬
ততো গদাং সমাদায় শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ।
দন্তবক্রং ততাড়াংসে জগর্জ্জ ঘনবদ্বলী ॥ ৭
দন্তবক্রোঽথ চিক্ষেপ স্বগদাং শাম্বসম্মুখে ।
গদামাপতন্তীং বীক্ষ্য শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ॥ ৮
গদোপরি গদাং নীত্বা গদয়া তং ততাড় হ ।
দন্তবক্রো গদাং ত্যক্ত্বা শাম্বং জাম্ববতীসুতম্ ॥ ৯
গৃহীত্বা পাতয়ামাস ভুজাভ্যাং রণমণ্ডলে ।
শাম্বস্তদা সমুত্থায় গৃহীত্বা পাদয়োশ্চ তম্ ॥ ১০
অপোথয়দ্ভূমিপৃষ্ঠে তদদ্ভুতমিবাভবৎ ।
দন্তবক্রঃ সমুত্থায় সাট্টহাসং তদাকরোৎ ॥ ১১
ননাদ তেন ব্রহ্মাণ্ডং সপ্তলোকৈর্বিলৈঃ সহ ।
পতাকাঢ্যেন দিব্যেন সহস্রাদিত্যবর্চ্চসা ॥ ১২
সহস্রহয়যুক্তেন প্রদ্যুম্নং ধ্বজিনাং বরম্ ।
দন্তবক্রোঽপি তং বীক্ষ্য প্রাহেদং পরুষং বচঃ ॥

দন্তবক্র উবাচ ।

যূয়ং চ যাদবাঃ সর্ব্বে বৃষ্ণয়ো হ্যন্ধকাদয়ঃ ।
অল্পসত্ত্বা জনাস্তুচ্ছা বিক্লবা যুদ্ধভীরবঃ ॥ ১৪

তারকারাজির ন্যায় পতিত হইলেন; তাঁহারা শূন্য হইতে পতিত হইয়া মুখ হইতে রুধির বমন করিলেন; হে মৈথিল! বরাহদেবের প্রলয় জলধি বিলোড়নের মত দৈত্যবর দন্তবক্র গদা দ্বারা যাদবদল বিলোড়ন করিল।৪১—৫০

বিশ্বজিৎখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন;—তখন কৃষ্ণতনয়গণের মধ্যে অষ্টাদশ মহারথ মহাবল দন্তবক্রকে ক্ষতযুক্ত করিলেন। সঙ্কত দন্তবক্র রক্তধারা দ্বারা লাক্ষারসে সৌধশোভার ন্যায় সাতিশয় শোভিত হইল, সে প্রহারের জন্য কিছু চিন্তা করিল না। কৃতবর্ম্মা শরনিকর দ্বারা, সেই মহাবল দন্তবক্রকে প্রহার করিলেন; যুযুধান অসি দ্বারা, অক্রূর শক্তি দ্বারা এবং রোহিণী-তনয় সারণ কুঠার দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। রণদুর্ম্মদ করূষপতি দন্তবক্রও গদাদ্বারা যুযুধানকে তাড়িত করিল; তাহার করদ্বারা কৃতবর্ম্মা, পদদ্বারা অক্রূর এবং বাহুবেগে সারণ তাড়িত হইলেন। অক্রূর, কৃতবর্ম্মা, যুযুধান, সারণ পবন-পাতিত পাদপের মত ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। ১—৬। অনন্তর জাম্ববতী তনয় শাম্ব গদা গ্রহণ করিয়া মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে দন্তবক্রের স্কন্ধদেশে আঘাত করিলেন, দন্তবক্রও শাম্বের সম্মুখে স্বীয় গদা নিক্ষেপ করিল। জাম্ববতীতনয় শাম্ব গদা আসিতে দেখিয়া সেই গদার উপর স্বীয় গদা গ্রহণপূর্ব্বক নিজ গদাদ্বারা তাড়না করিলেন। দন্তবক্র গদা ত্যাগ করিয়া বাহুদ্বয়ে জাম্ববতী-তনয় শাম্বকে ধরিয়া রণক্ষেত্রে পতিত করিল, শাম্বও হইয়া তাহার পাদদ্বয়ে ধরিয়া ভূপৃষ্ঠে প্রোথিত করিলেন, তাহা যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার! তখন দন্তবক্র উঠিয়া অট্টহাস্য করিল, সে হাস্যে পাতাল ও সপ্ত লোক সহ ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিত হইল। বহু দিব্য পতাকা-যুক্ত সহস্রসূর্য্যপ্রভ সহস্র অশ্বযুক্ত ধ্বজিবর প্রদ্যু-ম্নকে দেখিয়া দন্তবক্র কর্কশবাক্যে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিল। ৭—১২। দন্তবক্র বলিল,—হে যাদব-

যযাতিশাপসংভ্রষ্টা ভ্রষ্টরাজ্যা গতত্রপাঃ।
একোহহং বহবো যূয়ং যুদ্ধাতিশ্চ কৃতং মৃধম্ ॥ ১
অধর্ম্মবর্ত্তিভিস্তুচ্ছৈর্ধর্ম্মশাস্ত্রবিলোপিভিঃ।
পূর্ব্বং পিতা তে শ্রীকৃষ্ণো নন্দস্য পশুরক্ষকঃ ॥১
গোপালোচ্ছিষ্টভোজী চ সোঽদ্যৈব যাদবেশ্বরঃ
হৈয়ঙ্গবীনদধ্যাজ্যদুগ্ধতক্রাদিকং রসম্ ॥১৭
চোরয়ামাস গোপীনাং রসিকো রাসমণ্ডলে।
জরাসন্ধভয়াৎ সোঽপি সমুদ্রং শরণং গতঃ ॥ ১৮
সোঽদ্যৈব যদুনাথোঽভূদ্ যো ভীরুঃ কালসম্মুখে
তেন দত্তং বৃষ্ণিরাজ্যমুগ্রসেনং সমেত্য সঃ ॥ ১৯
করিষ্যত্যসসারার্থো রাজসূয়ং ক্রতূত্তমম্।
দুরত্যয়া কালগতির্জাতং চিত্রমহো জগৎ।
অদ্যান্তে সিংহশার্দ্দুলং শৃগালো হন্তিদুর্ব্বলঃ ॥ ২

শ্রীপ্রদ্যুম্ন উবাচ।

পুরা বৈ কুণ্ডিনপুরে যদূনাং বলমূর্জ্জিতম্।
ত্বয়া দৃষ্টং ন কিং তত্র পশ্যাদ্যৈব বিনিন্দক ॥ ২১
যুদ্ধান্ সম্বন্ধিনো জ্ঞাত্বা নেচ্ছেদ্ যুদ্ধং করূষপ।
বলাত্ত্বং যুদ্ধমাকার্ষীর্ধর্ম্মশাস্ত্রং ত্বপাকৃতম্ ॥ ২২
নন্দো দ্রোণো বসুঃ সাক্ষাজ্জাতো গোপকুলেঽপি সঃ।
গোপালা যে চ গোলোকে কৃষ্ণরোমসমুদ্ভবাঃ ॥২৩
রাধারোমোদ্ভবা গোপ্যস্তাশ্চ সর্ব্বা ইহাগতাঃ।
কাশ্চিৎ পুণ্যৈঃ কৃতৈঃ পূর্ব্বৈঃ প্রাপ্তাঃ কৃষ্ণং বরৈঃ পরৈঃ ॥ ২৪
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকেশঃ পরাৎপরঃ ॥ ২৫
যস্মিন্ সর্ব্বাণি তেজাংসি বিলীয়ন্তে স্বতেজসি।
তং বদন্তি পরে সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥ ২৬
উগ্রসেনোঽথ রাজেন্দ্রো মরুত্তো নাম যঃ পুরা।
শ্রীকৃষ্ণস্য বরেণাসৌ যাদবেন্দ্রো বভূব হ ॥ ২৭
নিরঙ্কুশো মহামূর্খো বিনিন্দসি মহদ্গুণম্।
স নঃ প্রার্থয়তে কিঞ্চিদ্ যথা সিংহঃ শিবারুতম্

শ্রীনারদ উবাচ।

এবং বচস্তদা শ্রুত্বা দন্তবক্রো মদোৎকটঃ।

গণ! তোমরা সকলে বৃষ্ণি ও অন্ধকাদিবংশে জন্মিয়াছ; তোমরা অল্পবল, তুচ্ছ, পলায়নপটু ও যুদ্ধভীরু; যযাতিশাপে ভ্রষ্ট হইয়া রাজ্যচ্যুত হইয়াছ, তোমাদের লজ্জা নাই; আমি একাকী, তোমরা বহু; তোমাদের সহিত আমি যুদ্ধ করিয়াছি। তোমরা অধর্ম্মপথবর্ত্তী তুচ্ছ ও ধর্ম্মশাস্ত্র-বিলোপী। তোমাদের পিতা কৃষ্ণ পূর্ব্বে নন্দের পশুপালক ছিল, সে গোপগণের উচ্ছিষ্টভোজন করিত, সে আজ যাদবগণের রাজা হইয়াছে। সে সদ্যোজাত নবনীত, দধি, ঘৃত, দুগ্ধ ও তক্রাদি রস চুরি করিয়া খাইত, গোপীগণের রাসমণ্ডলে রসিক হইত; সে জরাসন্ধের ভয়ে সিন্ধুর শরণ লইয়াছে। যে কালযবনের সম্মুখে সমরে ভয় পাইয়াছিল, সেই ভীরু আজ যদুগণের রাজা হইয়াছে সে যে বৃষ্ণি রাজ্য দিয়াছে, তাহা পাইয়া অসার উগ্রসেন ক্রতুরাজ রাজসূয় করিবে। অহো! কালগতি দুরত্যয়া, জগৎ কি বৈচিত্রময় হইল! অতি দুর্ব্বল শৃগাল সিংহ শার্দ্দুলের সহিত বাস করিতে চায়। ১৩—২০। প্রদ্যুম্ন বলিলেন, পূর্ব্বে তুমি কুণ্ডিননগরে যদুগণের উর্জ্জিত বল অবলোকন কর নাই কি? হে নিন্দুক! অদ্যও তাহা দর্শন কর। হে করূষরাজ! তোমরা কুটুম্ব, এজন্য যাদবগণ যুদ্ধ ইচ্ছা করেন না; তুমিই নিজের গর্ব্বে যুদ্ধ করিয়াছ, এখন ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা করিতেছ। সাক্ষাৎ দ্রোণ নামক বসু গোপকুলে নন্দ হইয়া জন্মিয়াছেন, গোকুলের গোপগণ কৃষ্ণরোম-সমুদ্ভূত, আর গোপীগণ রাধার রোম হইতে জন্মিয়া গোকুলে আগমন করিয়াছেন; তাঁহারা পূর্ব্বকৃত কোন পুণ্যবশে শ্রেষ্ঠবরে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি গোলোকপতি পরাৎপর; যাঁহার স্বকীয় তেজে অখিল তেজ বিলীন হয়। বিজ্ঞগণ তাঁহাকে পরিপূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ বলেন। রাজেন্দ্র উগ্রসেন পূর্ব্বে মরুত্ত নামে রাজা ছিলেন, তিনি কৃষ্ণবরে যাদবেন্দ্র হইয়াছেন। তুমি নিরঙ্কুশ মহামূর্খ, তাই মহাগুণের নিন্দা কর। সিংহ যেমন শৃগাল-রোদন শুনিতে চায় না, তদ্রূপ তিনিও কিছু প্রার্থনা

গদাং গুর্ব্বীং সমাদায় প্রাদ্রবত্তদ্রথোপরি ॥ ২৯
গদয়া পাতয়ামাস সহস্রং ঘোটকান্নদন্‌।
ঘোটকা দুদ্রুবুঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা রূপং ভয়ঙ্করম্‌ ॥৩০
প্রদ্যুম্নোঽপি গদাং নীত্বা তং ততাড় দৃঢ়ং হৃদি
তৎপ্রহারেণ দৈত্যেন্দ্রঃ কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ ॥ ৩১
তয়োশ্চ গদয়া যুদ্ধং ঘোররূপং বভূব হ।
গদাভ্যাং প্রহরন্তৌ দ্বৌ মর্দ্দয়ন্তৌ পরস্পরম্‌
নদন্তৌ সঙ্গরে রাজন্‌ গিরৌ কেসরিণৌ যথা ॥৩২
দন্তবক্রো ভুজাভ্যাং তং গৃহীত্বা শ্রীহরেঃ সুতম্‌
ভূমৌ নিপাতয়ামাস সিংহঃ সিংহমিবৌজসা ॥৩৩
প্রদ্যুম্নোঽপি সমুত্থায় গৃহীত্বা ভুজয়োর্ব্বলাৎ।
ভ্রাময়িত্বা ভুজাভ্যাং তং পাতয়ামাস ভূতলে ॥৩৪
প্রদ্যুম্নস্য প্রহারেণ সোঽপতদ্রুধিরং বমন্‌।
চূর্ণিতাস্থিঃ খিন্নগাত্রো মূর্চ্ছিতো বিহ্বলাকৃতিঃ ॥
গিরীন্দ্র ইব ভূপৃষ্ঠে রেজে শক্রায়ুধাহতঃ।
তৎপ্রহারেণ বসুধা চচাল সজলা তদা ॥ ৩৬
বিচেলুর্দ্দিগ্‌গজাস্তারাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।
পাতশব্দেন রাজেন্দ্র ত্রিলোকী বধিরীকৃতা ॥ ৩৭

তদৈব কারূষপতির্মহাত্মা
শ্রীবৃদ্ধশর্ম্মা সুতদেবয়া চ।
রাজ্ঞা মহারঙ্গপুরাদ্‌ যদূনাং
সমাযযৌ সুন্দর সন্ধিকারী ॥ ৩৮
দত্বা বলিং মৈথিল শম্বরারয়ে
সুতং গৃহীত্বা কৃতসন্ধিরগ্রতঃ।
তথা যদূনাং প্রবরৈঃ প্রপূজিতঃ
পুনর্মহারঙ্গপুরং সমাযযৌ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে দন্তবক্রযুদ্ধে করূষদেশ-
বিজয়ো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১॥

করেন না। ২১—২৮। নারদ বলিলেন,— মদোৎকট দন্ত ক্র প্রদ্যুম্নের এইরূপ বাক্য শুনিয়া গুরু গদা গ্রহণ করিয়া তাঁহার রথের উপর উৎপতিত হইল এবং গর্জ্জন করিতে করিতে সহস্র অশ্ব নিপাতিত করিল। অশ্বগণ সেই ভীষণরূপ দর্শনে দৌড়িয়া পলায়ন করিল, প্রদ্যুম্নও গদা লইয়া তাহার হৃদয়ে কঠিন আঘাত করিলেন। প্রদ্যুম্নের প্রহারে দৈত্যরাজ ক্ষণকাল ব্যাকুলমনা হইয়া রহিল। তাঁহাদের উভয়ের গদাযুদ্ধ ভীষণভাব ধারণ করিল।২১—৩২। হে রাজন্‌! সমরে উভয়ের পরস্পর গদাপ্রহারে, সৈন্যমর্দ্দনে ও গর্জ্জনে যেন তাঁহারা শৈলোপরি সিংহদ্বয়ের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। দন্তবক্র বাহুদ্বারা বলপূর্ব্বক কৃষ্ণতনয়কে ধারণ করিয়া এক সিংহের অপর সিংহপাতনের ন্যায় ভূতলে পাতিত করিলে; প্রদ্যুম্নও উত্থিত হইয়া সবলে বাহুদ্বয় দ্বারা তদীয় বাহুদ্বয়ে ধারণ ও ভ্রামিত করত ভূতলে পাতিত করিলেন। প্রদ্যুম্নের প্রহারে সে পতিত হইয়া শোণিত বমন করিল, তাহার অস্থি চূর্ণিত, দেহ বেদনাযুক্ত হইল, সে মূর্চ্ছিত ও বিহ্বলাকৃতি হইল; এবং বজ্রাহত গিরি-রাজের ন্যায় ভূতলের আশ্রয় লইল। তাহার দেহাঘাতে বসুধা বিচলিত ও সলিলপূর্ণ হইল; দিগ্‌গজগণ বিচলিত, তারকারাজি নিপতিত ও সমুদ্র কম্পিত হইল। হে রাজন্‌ তাহার পতনধ্বনিতে ত্রিলোক বধির হইয়া গেল। হে সুন্দর! তখনই করূষ-পতি মহাত্মা বৃদ্ধশর্ম্মা মহিষী শ্রুতদেবার সহিত সন্ধি করিবার জন্য মহারঙ্গপুর হইতে যাদবগণের নিকট সমাগত হইলেন এবং হে মৈথিল! তখনই প্রদ্যুম্নের সম্মুখে কর দিয়া সন্ধি স্থাপনপূর্ব্বক যাদববরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তনয়কে গ্রহণ করত পুনরায় মহারঙ্গপুরে গমন করিলেন। ৩২—৩৯।

বিশ্বজিৎখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১১॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

অর্ণবং দক্ষিণং স্নাত্বা প্রদ্যুম্নো যাদবাধিপঃ।
উশীনরাংস্ততো জেতুমাজগাম বলৈঃ সহ ॥ ১
কোটিশঃ কোটিশো গাবো যত্র দেশে চরন্তি হি
গোপালমণ্ডলৈর্মুক্তা ব্রজন্ত্যো ভব্যমূর্ত্তয়ঃ ॥ ২
ঔশীনরাঃ ক্ষীরপাণা গৌরবর্ণাঃ মনোহরাঃ।
হৈয়ঙ্গবীনমাদায় তে যযুঃ কার্ষ্ণিসম্মুখে ॥ ৩
তৈঃ পূজিতঃ শম্বরারির্দ্দদৌ তেভ্যো মহাধনম্।
গজান্ রথান্ হয়ান্ রত্নবস্ত্রভূষাদিহর্ষিতঃ ॥ ৪
চম্পাবতী নাম পুরী মণিরত্নসমন্বিতা।
বিরাজতে যত্র নৃপৈঃ সর্পৈর্ভোগবতী যথা ॥ ৫
চম্পাবতীপতির্বীরো নাম্না হেমাঙ্গদো নৃপ।
নীত্বা বলিং সমেত্যাশু শ্রীকার্ষ্ণিং প্রণনাম হ ॥৬
তস্মৈ তুষ্টঃ শম্বরারির্মালাং কিঙ্কিণীং দদৌ।
সহস্রদলশোভাঢ্যং পদ্মং দিব্যং দদৌ পুনঃ ॥ ৭
অথ কার্ষ্ণির্মহাবাহুঃ স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
বিদর্ভান্ প্রযযৌ ধন্বী দুন্দুভীন্নাদয়ন্মুহুঃ ॥ ৮
ভীষ্মকঃ কুণ্ডিনপতিরাগতং রুক্মিণীসুতম্।
আনীয় পূজয়ামাস সসৈন্যং বহুভির্ধনৈঃ ॥ ৯
মাতামহং ততো নত্বা রুক্মিণীনন্দনো বলী।
কুন্তদেশাংশ্চ দরদান্ প্রযযৌ যাদবৈঃ সহ ॥১০
দারদৈঃ কুন্তজৈর্বীরৈঃ পূজিতো যাদবেশ্বরঃ।
মলয়াচলপাটীরবায়ুভিঃ পরিসেবিতঃ ॥ ১১
শ্রীখণ্ডকেতকীপুষ্পগন্ধাক্তে মলয়াচলে।
অগস্ত্যং মুনিশার্দ্দূলং পীতাব্ধিং স দদর্শ হ ॥১২
কৃতাঞ্জলিপুটঃ কার্ষ্ণির্নমস্কৃত্য মহামুনিম্।
স্থিতোঽভূদুটজে সাক্ষাদাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ ॥১৩

শ্রীপ্রদ্যুম্ন উবাচ।

দৃশ্যং পদার্থস্তু জগৎ সত্যবদ্বর্ত্ততে কথম্।
মুক্তো ব্রহ্মাংশকো ভূত্বা বধ্যতেঽঙ্গং কথং গুণৈঃ
এতৎপ্রশ্নং মম ব্রূহি নিতরাং মুনিসত্তম।
ত্বং সর্ব্ববিদ্দিব্যচক্ষুঃ সর্ব্বব্রহ্মবিদাং বরঃ ॥ ১৫

অগস্ত্য উবাচ

ত্বং সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্রস্য পরিপূর্ণতমস্য চ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর যাদবরাজ প্রদ্যুম্ন দক্ষিণ সাগরে স্নান করিয়া উশীনর দেশ জয়ের জন্য সৈন্যসহ আগমন করিলেন। সে দেশে কোটি কোটি গো বিচরণ করে। সেই সকল শান্তমূর্ত্তি গো গোপালগণের সহিত বিচরণ করিয়া থাকে। প্রচুর দুগ্ধপায়ী গৌরবর্ণ মনোহর উশীনর-দেশবাসীরা প্রদ্যুম্নের নিকট সদ্যোজাত নবনীত লইয়া উপনীত হইল, প্রদ্যুম্নও তাহাদের পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে গজ, অশ্ব, রথাদি, রত্ন, বস্ত্র ও ভূষণাদি সমন্বিত বহুধন দান করিলেন। মণিরত্নমণ্ডিত চম্পাবতী পুরী সর্পরাজগণ পরিবেষ্টিত ভোগবতীর ন্যায় শোভিত, হে নৃপ! চম্পাবতীর অধিপতির নাম হেমাঙ্গদ। বীর হেমাঙ্গদ বলি আনয়নপূর্ব্বক সত্বর আসিয়া কৃষ্ণতনয়কে প্রণাম করিলেন। প্রদ্যুম্নও তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কিঙ্কিণী মালা ও সহস্রদল শোভিত অতিসুন্দর দিব্য পদ্ম দান করিলেন। অনন্তর ধনুর্দ্ধারী মহাবাহু কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন স্বীয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া গমন করিলেন; তখন মুহুর্ম্মুহু দুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল। ১—৮। কুণ্ডিনপতি ভীষ্মক রুক্মিণীতনয়ের আগমনবার্ত্তা পাইয়া তাঁহাকে সসৈন্যে লইয়া গিয়া বহু ধনদ্বারা পূজা করিলেন। যাদবরাজ বলবান্ প্রদ্যুম্নও মাতামহকে প্রণাম করিয়া তৎপর কুন্ত ও দরদ দেশে উপনীত হইলেন। দরদ ও কুন্তদেশজ বীরগণ যাদবরাজের পূজা করিল। প্রদ্যুম্ন চন্দন ও কেতকী কুসুমের সুগন্ধযুক্ত মলয়াচলের চন্দনগন্ধ বায়ুর সেবা করিলেন। প্রদ্যুম্ন সাগরপানকারী মহর্ষি অগস্ত্যকে দর্শন করিয়া করজোড়ে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার পর্ণকুটীরে উপবিষ্ট হইলেন; স্বয়ং অগস্ত্যও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত করিলেন। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—দৃশ্য বস্তু জগৎ সত্যবৎ প্রতিভাত হয় কেন? মুক্ত জীব ব্রহ্মের অংশ হইয়াও কেন গুণে আবদ্ধ হয়? হে মুনিসত্তম! আমার এই প্রশ্নের সমাধান করুন; আপনি সর্ব্ববিৎ দিব্যদর্শন

পুত্রোঽসি পৃচ্ছসে মাং বা লীলামাত্রমিদং বচঃ ॥
লোকসংগ্রহমেবার্থং কুর্ব্বন্ দেবো হরির্যথা ।
তথা নৃণাঞ্চ কল্যাণং কুর্ব্বন্ বিচরসি প্রভো ॥ ১৭
যথা সত্যস্য সূর্য্যস্য বিম্বং বারিষু সত্যবৎ ।
দৃশ্যতে সত্যবদ্দৃশ্যং প্রধানপরয়োস্তথা ॥১৮
কাচে মুখং গুণে সর্পং সৈকতে জীবনং যথা ।
তথায়ং সন্দেহগুণৈর্ব্বধ্যতে প্রেক্ষতাং স্বয়ম্ ॥ ১৯

প্রদ্যুম্ন উবাচ ।

কথং ন বধ্যতে দেহী যেনোপায়েন তদ্বদ ।
বৈরাগ্যেণ দৃঢ়েনাপি ব্রূহি ব্রহ্মবিদাং বর ॥ ২০

অগস্ত্য উবাচ ।

বিবেকং যঃ সমাশ্রিত্য ভজেদ্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
মনোময়ং জগন্মত্বা স ব্রজেৎ পরমং পদম্ ॥ ২১
জন্মমৃত্যু শোকমোহৌ জরাবাল্যযুবাদয়ঃ ।
অহং মদো ব্যাধিভয়ং সুখং শোকঃ ক্ষুধা রতিঃ ॥
আধির্ভয়ং তস্য রাজন্ ভবন্তি কদাচন ।
আত্মা নিরীহো হ্যতনুঃ সর্ব্বতশ্চানহঙ্কৃতিঃ ।
শুদ্ধোঽগুণাশ্রয়ঃ সাক্ষাৎ পরো নিষ্কল আত্মদৃক্ ॥
জ্ঞানাত্মকঃ সদা পূর্ণো বিদিতো যো মুনীশ্বরৈঃ ।
তং ব্রহ্ম পরমাত্মানং জ্ঞাত্বায়ং বিচরেৎ সুখী ॥২৪
অস্মিন্ শয়ানে জাগর্ত্তি সর্ব্বং পশ্যতি যঃ পুমান্
নায়ং তং বেত্তি পশ্যন্তং ন পশ্যতি কদাচন ॥২৫
নভোঽগ্নিপবনাঃ কোষ্ঠকাষ্ঠপ্রোদ্গতরেণুভিঃ ।
ন সজ্জন্তে গুণৈর্ব্রহ্ম বর্ণৈশ্চ স্ফটিকো যথা ॥ ২৬
লক্ষণাভিধ্বনিব্যঙ্গৈর্জ্ঞায়তে ন কদাচন ।
কুতস্তু লৌকিকৈর্ব্বাক্যৈস্তস্মৈ শ্রীব্রহ্মণে নমঃ ॥২৭
কেচিৎ কর্ম্ম বদন্ত্যেনং কেচিৎ কালং তথাপরে ।
কর্ত্তারং যোগমপরে সাঙ্খ্যং ব্রহ্ম বদন্তি কে ॥২৮
কেচিত্তং পরমাত্মানং বাসুদেবং বদন্তি কে ।
প্রত্যক্ষেণানুমানেন নিগমেনাত্মসংবিদা ॥ ২৯

এবং অখিল ব্রহ্মবিদ্গণের বরেণ্য। অগস্ত্য বলিলেন,—তুমি সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র; তুমি যে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ, ইহা তোমার লীলামাত্র। দেব হরি যেরূপ লোক-শিক্ষার্থ লীলা করেন, হে প্রভো! তুমিও তদ্রূপ অখিল লোকের কল্যাণার্থ বিচরণ করিয়া থাক। ৯—১৭। সত্য সূর্য্যের প্রতি-বিম্ব যেমন অসত্য হইলেও জলমধ্যে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধবশতঃ অসত্য দৃশ্য জগৎও সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। দর্পণে মুখ, রজ্জুতে সর্প ও মরীচিকায় বারিভ্রমের মত এই জীব দেহধারী গুণবদ্ধরূপে পরিদৃষ্ট হন। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—যে উপায়ে দেহী বদ্ধ হন না, হে ব্রহ্মবিৎ-প্রবর! দৃঢ় বৈরাগ্য পথে তাহা বর্ণন করুন! অগস্ত্য বলিলেন,—যিনি সম্যক্ প্রকারে বিবেক অবলম্বন করিয়া সনাতন ব্রহ্মের সেবা ও জগৎকে মনোময় মনে করেন, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন! হে রাজন্! জন্ম, মৃত্যু, শোক, মোহ, জরা বাল্য ও যুবাদি অবস্থা, অহ-ঙ্কার, মদ, রোগভয়, সুখ, শোক, ক্ষুধা, রতি, ও অরিভয়—কখনও তাহার হয় না। আত্মা নিরীহ, দেহহীন, সর্ব্বতোভাবে অনহঙ্কার, শুদ্ধ, নির্গুণ, সাক্ষাৎ পরম নিষ্কল, আত্মদৃক্, জ্ঞানাত্মক ও সর্ব্বদা পূর্ণ; মুনীশ্বরগণ তাঁহাকে এইরূপেই বিদিত আছেন। তাঁহাকে পরমাত্মা ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়া সুখে বিচরণ করিবে। জগৎ শয়ান হইলেও সেই পুরুষ জাগিয়া থাকেন এবং সর্ব্বলোক অবলোকন করেন; কিন্তু তাঁহাকে কেহ কখনও দেখিতে বা জানিতে পারে না। গৃহমধ্য, কাষ্ঠ ও উদ্গত রজ যেমন যথাক্রমে আকাশ, অগ্নি ও পবনে মিশিতে পারে না,রঞ্জিত বস্তুর প্রতিবিম্ব স্ফটিকে পতিত হইলেও যেমন তদীয়বর্ণ তাহাতে মিশে না, তদ্রূপ ব্রহ্ম গুণের সহিত সঙ্গত হন না; লক্ষণা ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা দ্বারা কদাচ তাঁহাকে বিদিত হওয়া যায় না; লৌকিক বাক্যের আর কথা কি? ১৮—২৭। কেহ ইহাকে কর্ম্ম বলেন, কেহ কাল, কেহ কর্ত্তা. কেহ যোগ, কেহ জ্ঞান এবং অপর কেহ কেহ ইহাকে ব্রহ্ম বলেন; কেহ কেহ পরমাত্মা বাসুদেবও বলিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞানপূর্ণ প্রত্যক্ষ,

বিচার্য্য তৎ ব্রহ্ম পরং নিঃসঙ্গো বিচরেদিহ।
যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব ॥ ৩০
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে চলতীব ভূঃ।
তথা গুণানাং ভ্রমণৈর্ভ্রান্তা মনসা মতঃ ॥ ৩১
ভ্রাম্যমাণঃ সদা রাজন্ করেণালাতচক্রবৎ।
করিষ্যামি করোমীতি মমেদং তব চাব্রুবন্।
অযং সুখী দুঃখী সদাজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ৩২
সত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ।
তৈরিদং জগদাব্যাপ্তমোতপ্রোতপটং যথা ॥ ৩৩
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ৩৪
অন্ধকারে গুণাৎ কাষ্ঠে সর্পবুদ্ধির্ভবেদ্যথা।
আরান্মরীচিকাং বারি তথেদং মন্যতে জগৎ ॥৩৫
গতাগতং সুখং বিদ্ধি যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্।
তথা নৃপাং সুরাণাঞ্চ দুঃখং নরকবাসিনাম্ ॥ ৩৬
ঘনাবলির্দ্দিনগুণা অহোরাত্রমৃতুর্যথা।
যথা সার্থং তথা দৃশ্যং ন কিঞ্চিৎ সর্ব্বদৈব হি ॥৩৭
পক্ষে জাতে যথা নীড়াৎ পারে যাতে যথোড়ুপাৎ
জ্ঞানে প্রাপ্তে তথালোকাদ্দর্পণাৎ কিং
প্রয়োজনম্ ॥ ৩৮
যথোল্কয়া দৃষ্টমার্গমুল্কয়া কিং প্রয়োজনম্।
তথা মার্গং নিধায়াশু বিচরেৎ সমদৃঙ্মুনিঃ ॥ ৩৯
যথেন্দুরুদপাত্রেষু যথাগ্নিঃ কাষ্ঠসঞ্চয়ে।
তথৈকো ভগবান্ সাক্ষাৎ পরাত্মানেকবৎ স্থিতঃ
ঘটে মঠে যথাকাশো বর্ত্ততেঽন্তর্বহির্বিহান
তথা পরাত্মা নির্লিপ্তো দেহিষু স্বকৃতেষু চ ॥ ৪১
যঃ কৃষ্ণভক্তঃ শান্তাত্মা জ্ঞাননিষ্ঠো বিরাগবান্।
তং ন স্পৃশন্তীহ গুণাঃ কানীব বিসিনীদলম্ ॥ ৪২
জ্ঞানী সদানন্দময়ো বালবদ্বিচরেত্তথম্।
ন পশ্যতি ধৃতং বাসো মদিরামদমত্তবৎ ॥ ৪৩

অনুমান ও আগম প্রমাণে বিচার করিয়া পরম ব্রহ্ম নিরূপণপূর্ব্বক সঙ্গরহিত হইয়া বিচরণ করিবে। জল চঞ্চল হইলে যেমন তরুগণ প্রচলিত বলিয়া বোধ হয়, চক্ষু ভ্রাম্যমাণ হইলে যেমন অচলা পৃথ্বী চলিতের ন্যায় মনে হয়, তদ্রূপ গুণগণের আবর্ত্তনে মন ভ্রান্ত হয়, হে রাজন্! তাহা হইতে সর্ব্বদা অজ্ঞান বিমোহিত জীব কর দ্বারা ভ্রামিত অলাত চক্রের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ হইয়া করিব, করিতেছি, ইহা তোমার, ইহা আমার, তুমি সুখী আমি দুঃখী —এইরূপ বলিয়া থাকে। সত্ব, রজ ও তম ইহা প্রকৃতির গুণ, আত্মার নহে; বস্ত্রে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত সূত্রের ন্যায় ঐ গুণত্রয়ে জগৎ সম্যক্ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সাত্বিক ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধে, রাজসগণ মধ্যে এবং নিন্দিত গুণবৃত্তি-সম্পন্ন তামসিকেরা অধোদিকে গমন করে। হে প্রদ্যুম্ন! অন্ধকারে যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, বালুকার চাকচিক্যে দূর হইতে মরীচিকায় যেমন জলভ্রম হইয়া থাকে, জগৎ সেইরূপই ভ্রমাত্মক জানিবে। মণ্ডলেশ্বর নরপতির যেমন কখন সুখ কখন দুঃখ হয়, তদ্রূপ দেবতা সাধারণ মানব এমন কি নরকবাসীর পর্য্যন্তও কখন সুখ কখনও দুঃখ হইয়া থাকে। মেঘাবলী, রাত্রি দিন ও ঋতু যেমন সর্ব্বদা একরূপ থাকে না, বণিকের সঙ্গ যেরূপ অনিত্য, তদ্রূপ এই দৃশ্য জগতের কিছুই সর্ব্বদা স্থিতিশীল নহে। পক্ষোদ্গম হইলে পক্ষীর কুলায়ের ও নদী পার হইলে পারগামীর নৌকায় এবং প্রদীপ দ্বারা পথ দর্শন হইলে যেমন তাহার আর প্রয়োজন থাকে না, মুখ দেখা হইলে দর্পণও যেরূপ নিষ্প্রয়োজন তদ্রূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে সমদর্শী মুনি তৎসাধন বিদ্যা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বিচরণ করিবে।২৮—৩৮। যেমন জলপাত্রে চন্দ্র ও কাষ্ঠে অগ্নি,এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত তদ্রূপ এক ভগবান্ সাক্ষাৎ পরমাত্মা নানারূপে ব্যবস্থিত বলিয়া প্রতীত হন। ঘট মঠাদির অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান থাকিয়াও আকাশ যেরূপ তাহাতে নির্লিপ্ত, তদ্রূপ পরমাত্মাও স্বকৃত দেহাদির অন্তরে বাহিরে থাকিয়াও তাহাতে লিপ্ত নহেন। জল যেমন পদ্মপত্রের সহিত মিলিত হয় না, তদ্রূপ যিনি কৃষ্ণভক্ত শান্তাত্মা জ্ঞাননিষ্ঠ ও বৈরাগ্যযুক্ত গুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জ্ঞানী সদা আনন্দময় ও বালকবৎ বিচরণ করিয়া থাকেন,

সূর্য্যোদয়ে যথা বস্তু গৃহে রাজন্ প্রদৃশ্যতে ।
দূরীকৃত্য তথাজ্ঞানং সাক্ষাত্তত্বং তনৌ বৃহৎ ॥৪৪
যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্ দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ ।
ন নেয়তে তথা ব্রহ্ম কবিভিঃ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ ॥৪৫
পরং পদং বদন্ত্যেতৎ কেচিদ্বৈ বৈষ্ণবং নৃপ ।
কেচিদ্বৈ ব্যাপ্য বৈকুণ্ঠং শান্তং কেঽপি ততঃ পরম্
কৈবল্যং তদ্ ব্রহ্ম কেচিৎ পরমং ধাম চাব্যয়ম্ ।
অক্ষরঞ্চ পরাং কাষ্ঠাং গোলোকং প্রকৃতেঃ পরম্
কেচিন্নিকুঞ্জং বিশদং বদন্তীহ পুরাবিদঃ ।
জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তিভ্যঃ প্রাপ্নোতীহ ন চান্যতঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য হরেঃ পরস্য
কৈবল্যনাথস্য পরাৎপরস্য ।
ব্রজেৎ পদং শ্রীপুরুষোত্তমস্য
যৎপ্রাপ্য ভক্তো ন নিবর্ত্ততেঽথ ॥৪৯

শ্রীনারদ উবাচ ।

ইতি ভাগবতং জ্ঞানং শ্রুত্বা কার্ষ্ণির্মহামুনিম্ ।
অগস্ত্যং পূজয়ামাস ভক্ত্যা নত্বা কৃতাঞ্জলিঃ ॥৫০

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে অগস্ত্যকার্ষ্ণিজ্ঞানপ্রস্তাবো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

কৃতমালাং তাম্রপর্ণীং স্নাত্বা শ্রীযাদবেশ্বরঃ ।
যদুভিঃ সৈনিকৈঃ সার্দ্ধং রাজন্ রাজপুরং যযৌ ॥১
শাল্বো রাজপুরাধীশঃ শ্রুত্বা মন্মুখতো নৃপ ।
আগতান্ স যযৌ শীঘ্রং দ্বিবিদং বানরাধিপম্ ॥২
দ্বিবিদো স্তুতিসংক্রুদ্ধো বীরো মিত্রসহায়কৃৎ ।
শত্রুরিবলং প্রাগাচ্চালয়ন্ বসুধাতলম্ ॥ ৩
বিদদার নখৈর্দন্তৈঃ পতাকাধ্বজপট্টকান্ ।
কাশ্মীরকম্বলৈর্যুক্তান্ সামুদ্রান্ স্বর্ণভূষিতান্ ॥ ৪
রথানুৎপাতয়ামাস গজানারুহ্য বেগতঃ ।
অশ্বান্ বিদ্রাবয়ামাস ভ্রূভঙ্গৈর্বানরস্বনৈঃ ॥ ৫

মদিরামদে মত্ত ব্যক্তির মত বসন পরিহিত আছে কিনা, তাহাও দেখেনা। হে রাজন্! সূর্য্যালোকে অন্ধকার দূর হইলে যেরূপ গৃহের দ্রব্যাদি দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান দূর হইলে বিরাট্ তত্ত্ব দর্শন হইয়া থাকে। বহু গুণের আশ্রয় অর্থ যেমন পৃথক্ পৃথক্ দ্বারযুক্ত ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক নানাকারে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ শাস্ত্র-পথবর্ত্তী বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম বহুধা বর্ণিত হইয়া থাকেন। হে নৃপ! এই পরব্রহ্মকে কেহ কেহ বৈষ্ণব পরমপদ পরমাত্মা, কেহ কেহ বৈকুণ্ঠ ব্যাপী এবং কেহ কেহ পরম শান্ত বলেন; সেই ব্রহ্মকে, কেহ কৈবল্য, কেহ অব্যয়, কেহ পরমধাম, কেহ অমর, কেহ পরাকাষ্ঠা এবং কেহ প্রকৃতির অতীত গোলোক কহিয়া থাকেন। কোন কোন পুরাবিৎ তাঁহাকে বিশদ নিকুঞ্জ কহেন; ফল কথা তিনি জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভক্তিলভ্য, অন্যরূপে নহে। ভক্ত-ব্যক্তি পরমপুরুষ হরি কৃষ্ণচন্দ্র কৈবল্যপতি পরাৎপর পুরুষোত্তমের পদ প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। নারদ বলিলেন,—কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন এইরূপ ভাগবত জ্ঞান শ্রুত হইয়া মহামুনি অগস্ত্যকে ভক্তিভরে পূজা ও করজোড়ে প্রণাম করিলেন। ৩৯—৫০।

বিশ্বজিৎখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! যাদবপতি প্রদ্যুম্ন কৃতমালা ও তাম্রপর্ণীতে স্নান করিয়া যাদব সৈন্যসহ রাজপুরীতে উপনীত হইলেন। রাজপুরপতি শাল্ব আমার মুখে যাদবগণের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সত্বর বানররাজ দ্বিবিদের নিকট গমন করিল। বীর দ্বিবিদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সখার সাহায্যার্থ বসুধাতল চালিত করত প্রদ্যুম্নের সৈন্য সমীপে উপনীত হইল এবং নখদন্তদ্বারা ধ্বজযুক্ত পতাকার পট কাটিয়া দিল কাশ্মীর কম্বলাবৃত সামুদ্র স্বর্ণ-ভূষিত রথ ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিল। নিজে গজারূঢ় হইয়া বানর-স্বভাবসিদ্ধ শব্দ ও ভ্রূভঙ্গী দ্বারা অশ্বগণকে বিদ্রাবিত করিতে

ইত্থং কোলাহলে জাতে প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং বরঃ।
আজগাম রথেনাসৌ ধনুষ্টঙ্কারয়ন্ মুহুঃ ॥ ৬
দ্বিবিদস্তদ্রথস্তাগ্রাদুচ্চক্রাম মদোৎকটঃ।
ছত্রং ধ্বজং স্বপুচ্ছেন কম্পয়ন্ সহয়ং রথম্ ॥ ৭
প্রদ্যুম্নঃ স্বধনুষ্কোট্যা ধৃত্বা কণ্ঠে চকর্ষ হ।
কপিস্তদাতিকুপিতো মুষ্টিনা তং তুতাড় হ ॥ ৮
প্রদ্যুম্নো ধনুরাদায় সজ্জং কৃত্বা বিধানতঃ।
আকৃষ্য কর্ণপর্য্যন্তং বিশিখেন তুতাড় তম্ ॥ ৯
বিশিখো ভ্রাময়িত্বা তং গগনে শতযোজনম্।
প্রহরার্দ্ধেন রাজেন্দ্র লঙ্কায়াং সংন্যপাতয়ৎ ॥ ১০
রক্ষোভিঃ সহ তদ্ যুদ্ধং বভূব ঘটিকাদ্বয়ম্।
ন্যপাতয়ৎ স রক্ষাংসি ত্রিকূটং চারুরোহ হ ॥ ১১
প্রোচ্চক্রাম ত্রিকূটাৎ স মৈনাকশিখরোপরি।
মৈনাকাৎ সিংহলঞ্চৈব ভারতঞ্চাযযৌ পুনঃ ॥
শনৈঃ শনৈর্বানরেন্দ্রো হিমাচলগিরিং গতঃ।
হিমাচলস্ত শিখরাৎ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং যযৌ ॥

লাগিল। এইরূপে সৈন্যগণমধ্যে কোলাহল উত্থিত হইলে ধনুর্দ্ধারিপ্রবর প্রদ্যুম্ন মুহুর্মুহু ধনুকে টঙ্কার করিয়া রথারোহণে আগমন করিলেন। মদোৎকট দ্বিবিদ তাঁহার রথের সমীপে উৎপতিত হইল, তাহার পুচ্ছবেগে ছত্র ধ্বজ ও অশ্বসহ রথ কাঁপিয়া উঠিল। প্রদ্যুম্ন স্বীয় ধনুষ্কোটি দ্বারা তাহার কণ্ঠে ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিলেন, দ্বিবিদ তাহাতে অতি কুপিত হইয়া তাঁহাকে মুষ্টি প্রহার করিল। প্রদ্যুম্ন ধনুগ্রহণ করিয়া যথাযথ সজ্য ও কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণ করত সবেগে তাহাকে তাড়না করিলেন। ঐ শর আকাশে তাহাকে অর্দ্ধ প্রহর যাবৎ ভ্রামিত করিয়া শত যোজন দূরে লঙ্কায় নিক্ষিপ্ত করিল। ১—১০। হে রাজেন্দ্র! দ্বিবিদের দুই ঘটিকাকাল তথায় রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ হইল, সে বহু রাক্ষস পাতিত করিল। তৎপর দ্বিবিদ ত্রিকূটে আরোহণ করিল। ত্রিকূট হইতে মৈনাকের শিখরোপরি আরোহণ এবং মৈনাক হইতে সিংহলে আসিয়া পুনরায় ভারতে প্রবেশ করিল। বানরেন্দ্র দ্বিবিদ ধীরে

মল্লারদেশাধিপতিং প্রদ্যুম্নো যাদবেশ্বরঃ।
নাদয়ন্ দুন্দুভিং রাজন্ বিজিত্য জগৃহে বলিম্।
দক্ষিণাং মথুরাং দৃষ্ট্বা প্রদ্যুম্নো যাদবৈঃ সহ ॥ ১৪
মহাক্ষেত্রং রামকৃতং প্রযযৌ সেতুবন্ধনম্ ॥ ১৫
শতযোজনবিস্তীর্ণং সমুদ্রং মকরালয়ম্।
বীক্ষ্য কার্ষ্ণির্মহাবীরস্তস্থৌ বেলাং সমেত্য সঃ ॥
সাম্বাদীন্ স সমাহূয়াক্রূরাদ্যান্ যাদবান্ স্বকান্।
সভায়ামুদ্ধবং প্রাহ কার্ষ্ণির্যোগেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ১৭

প্রদ্যুম্ন উবাচ।

বিভীষণো দ্বীপপতির্মহৌজা
লঙ্কাপতিঃ কৌণপবৃন্দমুখ্যঃ।
বদামি কিং ভোজবরায় মন্ত্রিন্
ন চেদ্বলিং যচ্ছতি মে তদাশু ॥ ১৮

উদ্ধব উবাচ।

ত্বং দেবদেবঃ পুরুষোত্তমোত্তমঃ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ পরমস্ত্বমেব হি।
ত্বং পৃচ্ছসে লোক ইব প্রভো মাং
মায়াপি তে যোগিবরৈর্দুরত্যয়া ॥ ১৯

ধীরে হিমালয়ে গমন করিল এবং হিমালয় শিখর হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে উপনীত হইল। যাদবরাজ প্রদ্যুম্ন মল্লার দেশের অধিপতিকে পরাজিত করিয়া কর গ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর যদুসত্তম প্রদ্যুম্ন দুন্দুভিধ্বনি সহকারে দিগ্বিজয় করিয়া কর গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ মথুরা দর্শন করিয়া রামকৃত মহাক্ষেত্রে ও সেতুবন্ধে গমন করিলেন। কৃষ্ণনন্দন মহাবীর প্রদ্যুম্ন শত যোজন বিস্তীর্ণ মকরালয় সমুদ্র দর্শন করিয়া বেলাভূমিতে অবস্থান করিলেন। যোগেশ্বরেরও ঈশ্বর প্রদ্যুম্ন স্বজন শাম্ব ও অক্রূরাদি যাদবগণকে আহ্বান করিয়া সভামধ্যে উদ্ধবকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—হে মন্ত্রিন্! দ্বীপপতি মহাতেজা রাক্ষস-প্রধান লঙ্কেশ বিভীষণ যদি সত্বর আমাকে কর প্রদান না করে তবে ভোজরাজ উগ্রসেনকে গিয়া কি বলিব? উদ্ধব বলিলেন,—তুমি দেবদেব পুরুষোত্তমোত্তম, তুমিই পরম কৃষ্ণচন্দ্র; হে প্রভো! তুমি

ব্রহ্মাদয়ো যস্য পরানুশাসনং
বহন্তি মূর্দ্ধ্না সততং প্রধর্ষিতাঃ।
স এব সাক্ষাৎ পুরুষোঽসি ভূমন্
দাসানুদাসোঽস্মি বদামি কিং তে ॥ ২০
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্তঃ পশ্যতাং তেষাং প্রদ্যুম্নো ভগবান্ হরিঃ
পত্রং গৃহীত্বা ব্যলিখৎ সন্দেশং মৈথিলেশ্বর ॥২১
শ্রীভোজরাজায় বলিং প্রযচ্ছ
বলায় চেন্মে বচনং শৃণু ত্বম্।
কোদণ্ডমুক্তৈর্বিশিখৈশ্চ সেতুং
বদ্ধা গমিষ্যামি সসৈন্যসঙ্ঘঃ ॥ ২২
লিখিত্বেদং সমাদায় কোদণ্ডং চণ্ডবিক্রমঃ।
বাণে পত্রং সমাধায় কর্ণান্তং তং ততান হ ॥২৩
প্রত্যঞ্চাস্ফোটনেনৈব টঙ্কারোঽভূত্তড়িৎস্বনঃ।
ননাদ তেন ব্রহ্মাণ্ডং সপ্তলোকৈর্বিলৈঃ সহ ॥ ২৪
কোদণ্ডমুক্তো বিশিখো দ্যোতয়ন্মণ্ডলং দিশাম্।
বিভীষণসভামধ্যে সম্পপাত তড়িৎস্বনঃ ॥ ২৫
তদৈব রাক্ষসাঃ সর্ব্বে প্রোত্থিতাশ্চকিতা ইব।
সকঞ্চুকানি শস্ত্রাণি জগৃহুর্ব্বেগতঃ খলাঃ ॥ ২৬
পত্রং বাণাৎ সমাকৃষ্য পঠিত্বাথ বিভীষণঃ।
বিস্মিতোঽভূৎ সভামধ্যে রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ ॥
প্রাপ্তং তদৈব সদসি শুক্রাচার্য্যং বিভীষণঃ।
পূজয়ামাস পাদ্যাদ্যৈর্নত্বা প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৮
বিভীষণ উবাচ।
ভগবন্ কস্য বাণোঽয়ং ভোজরাজস্তু কঃ ক্ষিতৌ
কিং বলং তস্য মে ব্রূহি ত্বং সাক্ষাদ্দিব্যদর্শনঃ ॥
শ্রীশুক্র উবাচ।
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ রাজন্ পাপং প্রশাম্যতি ॥ ৩০
পুরা হি ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সনকাদ্যা দিগম্বরাঃ।
বিষ্ণোর্লোকং যযুর্দিব্যং চরন্তো ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৩১
দিগম্বরান্ শিশূন্ মত্বা জয়ো বিজয় এব তান্।
দ্বারপালৌ রুরুধতুর্ব্বেত্রেণান্তঃপুরস্থিতৌ ॥ ৩২
অশপংস্তৌ চ তে ক্রুদ্ধাঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ।

সাধারণ লোকের ন্যায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তোমার মায়া যোগিবরগণেরও দুর্জ্ঞেয়া। ব্রহ্মাদিদেবগণও ভীত হইয়া যাঁহার পরম আদেশ সতত মস্তকে বহন করেন, হে ভূমন্! তুমিই সাক্ষাৎ সেই পরম পুরুষ; তোমার দাসানুদাস আমি আর কি বলিব? ১১—২০। নারদ বলিলেন,—হে মৈথিলেশ্বর! এইরূপে অভিহিত হইয়া ভগবান্ প্রদ্যুম্ন সকলের সমক্ষে পত্র লইয়া লিখিতে লাগিলেন;—"ভোজরাজকে কর দাও, যদি তুমি বলগর্ব্বে আমার বাক্য না মান, তবে শ্রবণ কর। ধনুর্মুক্ত শরসমূহ দ্বারা সেতু বন্ধন করিয়া সসৈন্যে সমাগত হইব।" এইরূপ পত্র লিখিয়া প্রচণ্ড বিক্রম প্রদ্যুম্ন কোদণ্ড গ্রহণ এবং বাণে পত্র সংযোগ করিয়া কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিলেন, অতি আকর্ষণে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত স্পৃষ্ট ধনুর্গুণের টঙ্কার শব্দ বজ্রধ্বনির ন্যায় প্রতীত হইল; সেই শব্দে সপ্তলোক ও পাতালসহ ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিত হইল। ধনুর্মুক্ত বাণ দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া বজ্রধ্বনির ন্যায় বিভীষণ-সভামধ্যে পতিত হইল। তখনই রাক্ষসগণ উত্থিত ও চকিতের ন্যায় হইল, খল রাক্ষসেরা সবেগে বর্ম্ম ও শস্ত্রধারণ করিল। অনন্তর মহাবল রাক্ষসরাজ বিভীষণ বাণ হইতে পত্র আকর্ষণ করিয়া সভামধ্যে পাঠ করত বিস্মিত হইলেন। তখনই শুক্রাচার্য্য বিভীষণ সভায় আগমন করিলেন, বিভীষণ তাঁহাকে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি করে জিজ্ঞাসা করিলেন। বিভীষণ বলিলেন,—ভগবন্! এই বাণ কাহার, ক্ষিতিতলে ভোজরাজ কে? তাঁহার বল কিরূপ? আপনি দিব্যদর্শন, অতএব আমাকে বলুন। ২১—২৯। শুক্র কহিলেন,—হে রাজন্! এ বিষয়ে বক্ষ্যমাণ পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্তরূপে উক্ত আছে, ইহার শ্রবণ মাত্রে পাপ প্রশমিত হয়।২১—৩০। পুরাকালে ব্রহ্মার পুত্র দিগম্বর সনকাদি ত্রিভুবন বিচরণ করিতে করিতে দিব্য বিষ্ণুলোকে গমন করেন। উলঙ্গ শিশু দর্শনে অন্তঃপুরস্থিত বেত্রপাণি দ্বারপাল জয় ও বিজয় তাঁহা-

তুষ্টাবসুরৌ দুষ্টৌ শুদ্ধৌ হি জন্মভিস্ত্রিভিঃ ॥৩৩
এবং শপ্তৌ স্বভবনাৎ পতন্তৌ ভূমিমণ্ডলে।
জাতৌ তৌ দিতেঃ পুত্রৌ দৈত্যদানবপূজিতৌ
হিরণ্যকশিপুর্জ্যেষ্ঠো হিরণ্যাক্ষোঽনুজস্তথা।
ভগবান্ যজ্ঞবারাহো ভূত্বা ক্ষমামুদ্ধরন্ জলাৎ ॥ ৩৫
জঘান মুষ্টিনা দৈত্যং হিরণ্যাক্ষং মহাবলম্।
হিরণ্যকশিপুং সাক্ষান্নৃসিংহশ্চণ্ডবিক্রমঃ ॥ ৩৬
দদার জঠরে তং বৈ কায়াধবসহায়কৃৎ।
ভ্রাতরৌ তৌ পুনর্জাতৌ কেশিন্যাং বিশ্রবঃসুতৌ
রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ সর্ব্বলোকৈকতাপনৌ।
সাঙ্খ্যে রাঘববাণ্যাপি পেততুর্যুদ্ধমণ্ডলে ॥ ৩৮
রাক্ষসেন্দ্রৌ মহাবেগৌ সসৈন্যৌ পশ্যতস্তব।
তৃতীয়েঽস্মিন্ ভবে জাতৌ ক্ষত্রিয়াণাং কুলে কিল
শিশুপালো দন্তবক্রো বর্ত্তমানৌ মহাবলৌ।
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ৪
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকেশঃ পরাৎপরঃ।
জাতস্তয়োর্বধার্থায় যদুবংশে হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৪১
যাদবেন্দ্রো ভূরিলীলো দ্বারকায়াং বিরাজতে।
যুধিষ্ঠিরমহাযজ্ঞে যুদ্ধে শাল্বধ্নু মাধবঃ।
শিশুপালং দন্তবক্রং হনিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪২
তস্য পুত্রঃ শম্বরারির্দিগ্‌জয়ার্থং বিনির্গতঃ ॥ ৪৩
বিজেষ্যতি নৃপান্ সর্ব্বান্ জম্বুদ্বীপস্থিতান্নৃপান্।
জিতেষু সৎসু দেবেষু দ্বারকায়াং যদূত্তমঃ।
উগ্রসেনো ভোজরাজো রাজসূয়ং করিষ্যতি ॥৪৪
তস্যাপি কোদণ্ডবিনির্গতো বলাৎ
প্রচণ্ডবেগো বিশিখস্ত্বিহাগতঃ।
তন্নামচিহ্নোঽখতিতড়িৎস্বনো বভৌ
প্রদ্যোতয়ন্ রাক্ষস মণ্ডলং দিশাম্ ॥ ৪৫

শ্রীনারদ উবাচ।

শ্রীরামভক্তোঽথ বিভীষণোঽসৌ
বিজ্ঞায় কৃষ্ণং নৃপ রামচন্দ্রম্।
নীত্বা বলিং কৌণপবৃন্দমুখ্যঃ
সমাযযৌ শম্বরশত্রুসেনাম্ ॥ ৪৬
তদাবতীর্য্যাশু মহাম্বরাৎ স্ফুরদ্-
ঘনদ্যুতির্দীর্ঘবপুর্জপেক্ষণঃ।

দিগের গমনে বাধা প্রদান করিয়াছিল। কৃষ্ণ-দর্শন-লালসান্বিত সনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অভিশপ্ত করেন ;—তোমরা দুষ্ট অসুর হও, ত্রিজন্মে তোমাদের শুদ্ধি হইবে। এইরূপে অভিশপ্ত দ্বারিদ্বয় স্বভবন বৈকুণ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইল, তাহারাই দিতির পুত্র দৈত্য-দানব-পূজিত জ্যেষ্ঠ হিরণ্য-কশিপু ও কনিষ্ঠ হিরণ্যাক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ভগবান্ যজ্ঞবরাহ হইয়া যখন জল হইতে ধরার উদ্ধার করিতেছিলেন, তখন মহাবল দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে মুষ্টি প্রহারে বিনষ্ট করেন। প্রহ্লাদের সাহায্যকারী হরি চণ্ডবিক্রম সাক্ষাৎ নৃসিংহ হইয়া হিরণ্যকশিপুর উদর বিদারণ করিয়াছিলেন ; সেই দুই ভ্রাতা পুন-রায় বিশ্রবা হইতে কেশিনীতে সর্ব্বলোক-রাবণ রাবণ ও কুম্ভকর্ণনামে জন্মিয়াছিল, তাহারা রামশরে রণক্ষেত্রে পতিত হয়। ঐ মহাবল রাক্ষসরাজের সৈন্যসহ নিধন তুমি দেখিয়াছ। তৃতীয় জন্মে এ সংসারে উহারা ক্ষত্রিয় কুলে শিশুপাল ও দন্তবক্র নামে জন্মিয়াছে, ঐ মহা-বলদ্বয় সম্প্রতি বিদ্যমান ; ভগবান্ পরিপূর্ণ-তম সাক্ষাৎ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি গোলোক-পতি পরাৎপর স্বয়ং হরি উহাদের বধের জন্য যদুবংশে জন্মিয়াছেন। সেই বিপুল লীলা-কারী যাদবরাজ হরি দ্বারকায় বিরাজ করিতে-ছেন। সেই মাধব যুধিষ্ঠিরের মহাযজ্ঞে শিশুপাল ও শাল্ববধ প্রসঙ্গে দন্তবক্রকে নিঃসংশয় বধ করিবেন। ৩১—৪২। তাঁহার তনয় শম্বরারি প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়াছেন, তিনি জম্বুদ্বীপস্থিত সমস্ত রাজাকে জয় করিবেন। তারপর সমস্ত দেবতা পর্য্যন্ত পরাজিত হইলে যদুবর ভোজরাজ উগ্রসেন রাজসূয় করিবেন। সেই প্রদ্যুম্নের কোদণ্ডবিনির্গত প্রচণ্ডবেগ বাণ সবেগে এখানে আসিয়াছে ; হে রাক্ষস! তাঁহার নামচিহ্নিত ভীষণ বজ্রনাদী বাণ দিঙ্মণ্ডল উদ্-ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতেছে। নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! অনন্তর রামভক্ত রাক্ষস বিভীষণ কৃষ্ণকে রাম জানিয়া কর গ্রহণপূর্ব্বক আকাশ পথে সত্বর শত্রুসেনা সম্মুখে গমন

প্রদক্ষিণীকৃত্য হরেঃ সুতং পুনঃ
কৃতাঞ্জলিঃ সম্মুখ আস্থিতোঽভবৎ ॥ ৪৭
বিভীষণ উবাচ
নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় বেধসে।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥ ৪৮
নমো মৎস্যায় কূর্ম্মায় বরাহায় নমো নমঃ।
নমঃ শ্রীরামচন্দ্রায় ভার্গবায় নমো নমঃ ॥৪৯
বামনায় নমস্তুভ্যং নৃসিংহায় নমো নমঃ।
নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় কল্কিনে চার্ত্তিহারিণে ॥৫০
শ্রীনারদ উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরেঃ পুত্রং পূজয়ামাস মানদঃ।
উপচারৈঃ ষোড়শভির্ভক্ত্যা পরময়াহৃদ্র্বাক্ ॥ ৫১
তস্মৈ তুষ্টঃ শম্বরারির্দদৌ জ্ঞানং বিরক্তিমৎ।
ভক্তিং শান্তিকরীং সাক্ষাদ্ যাং বিদুঃ
প্রেমলক্ষণাম্ ॥৫২
ব্রহ্মদত্তং মহাদিব্যং পদ্মরাগং শিরোমণিম্।
পৌলস্ত্যেন পুরা দত্তাং রত্নমালাং স্ফুরৎপ্রভাম্
চন্দ্রকান্তমণিং তস্মৈ চন্দ্রদত্তং দদৌ পুনঃ।
পীতাম্বরং পরং সাক্ষাৎ প্রদ্যুম্নঃ পরমঃ প্রভুঃ ॥৫৪
বিভীষণোঽথ প্রদ্যুম্নং নত্বা কৃত্বা বলিং [illegible]
জগাম লঙ্কাং সগণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীগর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে শাম্বরারলঙ্কাবিজয়ো
নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

করিলেন। তখন প্রস্ফুরিত মেঘকান্তি দীর্ঘদেহ নিমীলিতনেত্র বিভীষণ সত্বর আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্নকে প্রদক্ষিণ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিলেন। বিভীষণ বলিলেন,—ভগবান্ বেধা বাসুদেবকে নমস্কার। প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণকে নমস্কার; মৎস্য, কূর্ম্ম, ও বরাহকে নমস্কার; শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার,পরশুরামকে নমস্কার, বামনকে নমস্কার, নৃসিংহকে নমস্কার, শুদ্ধ বুদ্ধকে নমস্কার, ব্যথাহারী কল্কিকে নমস্কার। ৪৩—৫০। নারদ বলিলেন,—সরসভাষী মানদ বিভীষণ এইরূপ কহিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে কৃষ্ণতনয়ের পূজা করিলেন। প্রদ্যুম্নও তাহাতে তুষ্ট হইয়া বিভীষণকে বিরাগযুক্ত জ্ঞান ও শান্তিকরী ভক্তি দান করিলেন; এই ভক্তি সাক্ষাৎ প্রেমলক্ষণা ভক্তি নামে অভিহিত। এতদ্ভিন্ন পরম প্রভু প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মদত্ত মহাদিব্য মহাশিরোমণি, পূর্ব্বে পৌলস্ত্যকর্ত্তৃক প্রদত্ত স্ফুরিতদ্যুতি রত্নমালা, চন্দ্রদত্ত চন্দ্রকান্তমণি ও উত্তম পীতাম্বর অর্পণ করিলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণও তাঁহাকে কর দিয়া ও প্রণাম করিয়া সৈন্যগণসহ লঙ্কায় গমন করিলেন। ৫০—৫৫।

বিশ্বজিৎখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
ঋষভাদ্রিং ততো দৃষ্ট্বা শ্রীরঙ্গাখ্যং হরেঃ সুতঃ।
কামঃ কাঞ্চিঃ পুরীং কাঞ্চীং নন্দীং প্রাচীং
সরিদ্বরাম্ ॥১
কাবেরীঞ্চ তদোত্তীর্য্য সহ্যাদ্রিবিষয়ং যযৌ।
যাদবৈঃ সহিতঃ সাক্ষাৎ প্রদ্যুম্নো ভগবান্ হরিঃ
শিবিরেষু সমায়ান্তং মুক্তকেশং দিগম্বরম্।
অবধূতং প্রধাবন্তং পুষ্টাঙ্গং রজসাবৃতম্ ॥ ৩
বালাস্তমনুধাবন্তস্তলশব্দৈরিতস্ততঃ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন ঋষভ শৈল দর্শন করিয়া শ্রীরঙ্গনগর ও কাঞ্চীপুরী দর্শনান্তে সরিদ্বরা প্রাচী ও কাবেরী উত্তীর্ণ হইয়া সহ্যাদ্রিরাজ্যে উপনীত হইলেন। সাক্ষাৎ ভগবান্ প্রদ্যুম্ন যাদব সৈন্যগণসহ শিবিরে সমুপবিষ্ট হইলে এক মুক্তকেশ দিগম্বর পুষ্টাঙ্গ ধূলিধূসরিত অবধূত দৌড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকগণ তাহার চারিদিকে করতালি দিয়া

কোলাহলং প্রকুর্ব্বন্তো হসন্তো মৈথিলেশ্বর ॥ ৪
তং দৃষ্ট্বা চোদ্ধবং প্রাহ কার্ষ্ণির্ব্বুদ্ধিমতাং বরঃ।
প্রদ্যুম্ন উবাচ।
কোঽয়ং পুষ্টবপুর্ধাবন্ বালোন্মত্তপিশাচবৎ ॥ ৫
তিরস্কৃতোঽপি হসতি জনৈরানন্দবান্ মহান্ ॥ ৬
উদ্ধব উবাচ।
অয়ং পরমহংসাখ্যোঽবধূতো বা হরেঃ কলা।
সদানন্দময়ঃ সাক্ষাদ্দত্তাত্রেয়ো মহামুনিঃ ॥ ৭
যস্য প্রসাদাৎ পরমাং সিদ্ধিং প্রাপুঃ পরে নৃপাঃ
সহস্রার্জ্জুনমুখ্যা যে যদুকায়াধবাদয়ঃ ॥ ৮
শ্রীনারদ উবাচ
ইতি শ্রুত্বা শম্বরারির্নত্বা সম্পূজ্য তং মুনিম্।
সংস্থাপ্য চাসনে দিব্যে পপ্রচ্ছেদং যদূত্তমঃ ॥ ৯
প্রদ্যুম্ন উবাচ।
ভগবন্মে হৃদিস্থং বৈ সন্দেহং নাশয় প্রভো।
জগতো ব্রহ্মমার্গাংশ্চ হেতুমন্তং ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥১০
দত্তাত্রেয় উবাচ।
দৃশ্যতে ন বস্তুর্যাবত্তাবত্তস্যা প্রয়োজনম্।
প্রাপ্তে বসৌ মহানন্দেঽথোক্কায়াঃ কিং প্রয়োজনম্
তাবদাস্তে জগৎ সাধো যাবত্তত্ত্বং ন বেদ্যতে।
পরস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রাপ্তে জগতঃ কিং প্রয়োজনম্
আস্যবিম্বো যথাদর্শে পশ্যতে ন পরং বপুঃ।
প্রধানার্থে তথা জীবো জ্ঞানেনাসৌ পরাৎপরম্
যথা সূর্য্যোদয়ে সর্ব্বং বস্তু নেত্রেণ দৃশ্যতে।
তথা জ্ঞানোদয়ে ব্রহ্ম তত্ত্বং জীবেন সর্ব্বতঃ ॥১৪
শ্রীনারদ উবাচ।
ইতি শ্রুত্বাথ তং নত্বা প্রদ্যুম্নো যাদবেশ্বরঃ।
বৈকুণ্ঠাদ্রিং দ্রাবিড়েষু যযৌ সেনাসমন্বিতঃ ॥ ১৫
সত্যবাক্ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞো রাজর্ষির্দ্রাবিড়েশ্বরঃ।
প্রদ্যুম্নং পূজয়ামাস ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ১৬
শ্রীশৈলদর্শনং কৃত্বা গিরিশালয়মদ্ভুতম্।
স্কন্দং বীক্ষ্য ততো রাজন্ যযৌ পম্পাসরোবরে
গোদাবরীং ভীমরথীং গতঃ শ্রীদ্বারকেশ্বরঃ।
প্রদর্শয়ন্ হরেস্তীর্থং মহেন্দ্রাদ্রিং ততো যযৌ ॥১৮

তাহার অনুগমন করিয়াছিল; হে মৈথিলেশ্বর! বালকেরা হাস্য ও কোলাহল করিতেছিল। তদ্দর্শনে প্রাজ্ঞ-প্রবর প্রদ্যুম্ন উদ্ধবকে কহিলেন। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—বালক উন্মত্ত পিশাচের ন্যায় ধাবিত এই স্থূলবপুটী কে? এই মহানন্দময় ব্যক্তিকে তিরস্কার করিলেও হাস্য করে। উদ্ধব বলিলেন,—ইনি পরমহংস নামক অবধূত হরির কলা, ইনি সাক্ষাৎ সদানন্দময় মহামুনি দত্তাত্রেয়। ইহাঁরই প্রসাদে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রমুখ অনেক নৃপ, যদু ও প্রহলাদাদি পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। নারদ বলিলেন,—তচ্ছ্রবণে যদুবর প্রদ্যুম্ন মুনিকে পূজা ও প্রণাম করিয়া দিব্য আসনে সংস্থাপনপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—হে ভগবন্! হে প্রভো! আমার মনোগত সংশয় দূর করুন। কারণের সহিত গতিশীল জগৎ ও ব্রহ্মপথের বিষয় যথাযথ কীর্ত্তন করুন। ১—১০। দত্তাত্রেয় বলিলেন,—যে পর্য্যন্ত অন্বেষণীয় ধন দৃষ্ট না হয়, তাবৎ আলোকের আবশ্যক। কিন্তু মহানন্দ ধন স্ববশে আসিলে সেই আলোকের আর আবশ্যক কি? হে সাধো! যে পর্য্যন্ত জগতের জ্ঞান থাকে, তাবৎ ব্রহ্মসত্তার অনুভব হয় না; পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলে আর জগতের প্রয়োজন কি? দর্পণে যেমন মুখচ্ছায়ামাত্র দেখা যায়, সর্ব্বশরীর দর্শন হয় না, তদ্রূপ প্রকৃতির অধীন জীব সর্ব্বদর্শন করে না, কিন্তু জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন। সূর্য্যোদয় যেমন নেত্র দ্বারা সর্ব্ব বস্তু দর্শন হয়, তদ্রূপ জ্ঞানোদয় হইলে জীব সর্ব্বত্র ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া থাকে। নারদ বলিলেন,—যাদবরাজ প্রদ্যুম্ন ইহা শুনিয়া মুনিকে নমস্কারপূর্ব্বক সেনাসহ দ্রাবিড়ের বৈকুণ্ঠ গিরিতে গমন করিলেন। সত্যবাদী ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ রাজর্ষি দ্রাবিড়েশ্বর পরম ভক্তিসহকারে প্রদ্যুম্নের পূজা করিলেন। হে রাজন্! তিনি শিবালয় অদ্ভুত শ্রীশৈল দর্শন করিয়া তারপর কার্ত্তিকেয়কে দর্শন করত পম্পাসরোবরে উপনীত হইলেন। অনন্তর দ্বারকেশ প্রদ্যুম্ন গোদাবরী ও ভীমরথী দেখিয়া হরির অপর তীর্থ দর্শন করিতে করিতে

মহেন্দ্রাদ্রিস্থিতং রামং ভার্গবং ক্ষত্রিয়ান্তকম্।
নত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য তত্র তস্থৌ হরেঃ সুতঃ ॥১৯
রামস্তস্যাশিষং দত্ত্বা যাদবানাং বলায় বৈ।
চতুরঙ্গায় রাজেন্দ্র যোগেনার্হণমাহরৎ ॥ ২০
ভক্তঃ সূপঃ প্রলেহশ্চ রুদিকা দধিশাকজাঃ।
শিখরিণ্যবলেহশ্চ বটকা চ সুখেরিণী ॥ ২১
চক্রিণী চণকস্থা চ সৌহালিস্তণ্ডপূরিকা।
ত্রিকোণশর্করাযুক্তো বটকো মধুশীর্ষকঃ ॥ ২২
ফেণিকা চোপরিষ্টাচ্চ শতপত্রঃ সচ্ছিদ্রকঃ।
চক্রাভচিহ্নকা চেত্থং সুধাকুণ্ডলিকা স্মৃতা ॥২৩
ঘৃতপূরো বায়ুপূরস্তথা চন্দ্রকলা স্মৃতা।
দধিস্থলশ্চ কর্পূরনাড়ীস্থং খণ্ডমণ্ডলম্ ॥ ২৪
গোধূমপূরিকাশ্চৈব সুফলাঢ্যাস্তথৈব চ।
দধিরূপো মোদকশ্চ শাকঃ সৌধান এব চ ॥ ২৫
মণ্ডকা পায়স দুগ্ধং দধি গোঘৃতমেব চ।
হৈয়ঙ্গবীনমণ্ডূরী পূপিকা পর্পটিস্তথা ॥ ২৬
শষ্কিকা লপ্সিকা চৈব সুবৃৎসংযাব এব হি।
সুফলৈশ্চ সিতাযুক্তৈঃ ফলানি বিবিধানি চ ॥২৭
তথা মোহনভোগশ্চ লবণঞ্চ তথৈব চ।
কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কটুরম্লস্তনেকধা ॥ ২৮
ষট্‌পঞ্চাশত্তমাশ্চৈব হেতে ভোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
এতেষাং ভার্গবঃ শৈলানকার্ষীদ্ যোগমাস্থিতঃ
সৈন্যে সম্ভোজিতে তত্র হস্তন্যূনা ন তেঽভবন্।
বৈভবং ভার্গবস্যাপি দৃষ্ট্বা সর্ব্বেঽতিবিস্মিতাঃ ॥৩০
প্রদ্যুম্নস্তং নমস্কৃত্য যাদবৈঃ সহিতস্তদা।
সর্ব্বেষাং শৃণ্বতাং রাজন্ পপ্রচ্ছেদং হরেঃ সুতঃ ॥

প্রদ্যুম্ন উবাচ।

ভগবন্ ভবতা দত্তং সর্ব্বেভ্যো ভোজনং পরম্
সমৃদ্ধয়ঃ সিদ্ধয়শ্চ ত্বদঙ্ঘ্র্যাবাস্থিতাঃ প্রভো ॥৩২
সর্ব্বেষাং হরিভক্তানাং প্রিয়ো ভক্তস্তু কো হরেঃ
এতন্মে ব্রূহি বিপ্রেন্দ্র ত্বং পরাবরবিত্তমঃ ॥৩৩

পরশুরাম উবাচ।

ত্বং প্রভো কিং ন জানাসি লোকবৎ পৃচ্ছসেঽথ মাম্।
লোকসংগ্রহমেবারাৎ কুর্ব্বন্ বিচরসি ক্ষিতৌ ॥৩৪
নিষ্কিঞ্চনো হরিপদাব্জপরাগলুব্ধঃ
শ্রীমৎকথাশ্রবণকীর্ত্তনতৎপরো যঃ।

মহেন্দ্রাদ্রিতে গমন করিলেন। মহেন্দ্রাচলে ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম অবস্থিত ছিলেন, কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন তথায় তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন; হে রাজেন্দ্র! পরশুরামও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দিয়া যোগবলে তদীয় যাদববল ও চতুরঙ্গিণী সেনার সৎকার দ্রব্যাদি আহরণ করিলেন। ১১—২০। অন্ন, সূপ, প্রলেহ, দধি, শাকনির্ম্মিত রুদ্রিকা শিখরিণী অবলেহ সুখদ বটকা, চণকনির্ম্মিত চক্রিণী, সৌহালি, তণ্ডপূপিকা, ত্রিকোণাকার উপরে মধু দেওয়া শর্করাযুক্ত বটক, ফেণী, উপরে ছিদ্রযুক্ত শতপত্র, চক্রচিহ্নযুক্ত সুধা কুণ্ডলিকা ঘৃতপুর, বায়ুপুর চন্দ্রকলা, দধিস্থল, কর্পূরনালিক খণ্ডমণ্ডল, গোধূমপূরিকা, বহু উত্তম ফল, দধিযুক্ত মোদক, শাক, সৌধান, মণ্ডক, পায়স, গব্যঘৃত দধি, দুগ্ধ, সদ্যোজাত নবনীত, মণ্ডূরী, পূপিকা, পর্পটি, শষ্কিকা, লপসিকা, সুগোল, সংযাব, শর্করাযুক্ত উত্তম ফল এবং বিশুদ্ধ অন্যান্য ফল মোহনভোগ, লবণ, কষায়, তিক্ত, মধুর, কটু ও অম্ল প্রভৃতি বহুবিধ মনোজ্ঞ ভোগ্যবস্তু প্রদান করিলেন। এই সকল দ্রব্যের সংখ্যা ষট্‌পঞ্চাশৎ। যোগবলে পরশুরাম এই সকল দ্রব্য শৈল প্রমাণে প্রচুররূপে আহরণ করিয়াছিলেন। সৈন্যগণ যথেষ্টরূপে ভোজন করিলেও ঐ স্তূপীকৃত বস্তুর এক হস্ত প্রমাণ কমিল না, ভার্গবের বৈভব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। তখন কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন সৈন্যসহ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সকলের সমক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২১—৩১। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি সকলকেই প্রচুর ভোজন দান করিয়াছেন, হে প্রভো! সমৃদ্ধি সিদ্ধি আপনার চরণতলে বিদ্যমান। সকল হরিভক্ত মধ্যে হরির প্রিয় ভক্ত কে? আপনি শ্রেষ্ঠ পরাবরবিৎ, অতএব হে বিপ্রেন্দ্র! ইহা আমাকে বলুন। পরশুরাম বলিলেন,—হে প্রভো! তুমি কি না জান যে সাধারণ লোকের মত আমাকে

তদ্রূপসিন্ধুলহরীবিনিমগ্নচিত্তঃ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রদয়িতঃ কথিতঃ স ভক্তঃ ॥ ৩৫
দান্তো মহানখিলজঙ্গমবৎসলোহস্থং
শান্তস্তিতিক্ষুরতিকারুণিকঃ সুহৃৎ সৎ।
লোকং পুনাতি নিজপাদরজোভিরারা-
চ্ছ্রীকৃষ্ণচন্দ্রদয়িতঃ কথিতঃ পরং সঃ ॥ ৩৬
যঃ পারমেষ্ঠ্যমখিলং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
নো সার্ব্বভৌমমনিশং ন রসাধিপত্যম্।
নো যোগসিদ্ধিমভিতো ন পুনর্ভবং বা
বাঞ্ছত্যলং পরমপাদরজঃ স ভক্তঃ ॥৩৭
নিষ্কিঞ্চনাঃ স্বকৃতকর্ম্মফলৈর্বিরাগা
যত্তৎপদং হরিজনা মুনয়ো মহান্তঃ।
ভক্তা জুষন্তি হরিপাদরজঃ প্রসক্তা
অন্যে বিদন্তি ন সুখং কিল নৈরপেক্ষ্যম্ ॥
ভক্তাৎ প্রিয়ো ন বিদিতঃ পুরুষোত্তমস্য
শম্ভুর্বিধির্ন চ রমা ন চ রৌহিণেয়ঃ।
ভক্তাননুব্রজতি ভক্তনিবদ্ধচিত্ত-
শ্চূড়ামণিঃ সকললোকজনস্য কৃষ্ণঃ ॥ ৩৯
গচ্ছন্নিজং জনমনুপ্রপুনাতি লোকা-
নাবেদয়ন্ হরিজনে স্বরুচিং মহাত্মা।
তস্মাদতীব ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি ন কদাপি সুভক্তিযোগম্ ॥
শ্রীনারদ উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা যাদবেন্দ্রো নত্বা শ্রীভার্গবোত্তমম্।
প্রাচ্যাং দিশি যযৌ রাজন্ গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্ ॥৪১

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে দ্রাবিড়দেশবিজয়ো
নাম চতুর্দ্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
দিগ্‌জয়স্য মিষেণাসৌ ভূভারং হারয়ন্ মুহুঃ।
প্রদ্যুম্নো ভগবান্ সাক্ষাদঙ্গদেশং ততো যযৌ।

জিজ্ঞাসা করিতেছ! তুমি লোক শিক্ষার জন্য ক্ষিতিতলে বিচরণ করিয়া থাক। যিনি নিষ্কিঞ্চন, হরিপাদপদ্মের পরাগলুব্ধ, হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে তৎপর, হরিরূপ সাগরের তরঙ্গে মগ্নচিত্ত—তিনিই কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়ভক্ত বলিয়া অভিহিত হন। যিনি দান্ত, মহান্, নিখিল-স্থাবর জঙ্গমে সৌহার্দ্দযুক্ত, শান্ত, তিতিক্ষাশীল অতিদয়ালু, সুহৃৎ, সাধু, নিজ চরণরেণু দানে সর্ব্বদা জগৎ পবিত্রকারক—সেই কৃষ্ণচন্দ্রের পরম প্রিয়ভক্ত। যিনি নিখিল ব্রহ্মপদ ও ইন্দ্রপদ চান না, সার্ব্বভৌম ও পাতালের আধিপত্যের কামনা করেন না, যোগসিদ্ধি বা পুনর্জন্মনিবারণ অভিলাষ করেন না, কেবল সর্ব্বদা ভগবৎ-পাদপদ্মরজ বাঞ্ছা করেন, তিনিই হরির প্রিয়ভক্ত। যে সকল নিষ্কাম ভক্ত স্বকৃত কর্ম্মের ফল কামনা করেন না, হরিচরণে আসক্ত তথাবিধ শ্রেষ্ঠ মুনিজন ভক্ত, তাঁহারাই হরিপাদপদ্মের রেণুতে রত থাকিয়া আনন্দ-ভোগ করেন; অপরে এইরূপ নিরপেক্ষ সুখ জানিতে পারেন না। ভক্ত হইতে প্রিয় পুরুষোত্তমের কেহ নাই; শিব, ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, বলরাম, ইহাঁরাও তাঁহার ভক্ত হইতে প্রিয় নহেন; নিখিল লোকের চূড়ামণি ভক্তে আসক্তচিত্ত ভগবান্ কৃষ্ণ ভক্তজনের অনুগমন করিয়া থাকেন। মহাত্মা কৃষ্ণ নিজজনের অনুগমন করিয়া ত্রিলোক পবিত্র ও ভক্তজনে হরিরুচি প্রদান করেন, অতএব সেই ভগবান্ মুকুন্দ মুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু কখনও উত্তম ভক্তিযোগ প্রদান করেন না। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! যাদবরাজ প্রদ্যুম্ন ইহা শুনিয়া ভার্গবসত্তমকে প্রণাম পূর্ব্বক গঙ্গাসাগর সঙ্গমে গমন করিলেন। ৩১—৪১।

বিশ্বজিৎখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর দিগ্বিজয়চ্ছলে মুহুর্মুহু ভূভারহারী সাক্ষাৎ ভগবান্ প্রদ্যুম্ন

অঙ্গেশোহস্তঃ পুরাধীশো গৃহীতো যাদবৈর্ব্বনে।
সোহপি তস্মৈ বলিং প্রাদাৎ প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে
উড্ডীশডামরাধীশো বৃহদ্বাহুর্মহাবলঃ।
ন দদৌ স বলিং তস্মৈ প্রদ্যুম্নায় মদোৎকটঃ ॥৩
প্রদ্যুম্নপ্রেষিতো বীরঃ শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ।
একাকী প্রযযৌ ধন্বী রথেনাদিত্যবর্চ্চসা ॥ ৪
ছাদয়ামাস বাণৌঘৈর্ডামরং নগরং নৃপ।
গিরিং তুষারপটলৈর্জীমূত ইব সর্ব্বতঃ ॥ ৫
তদা তু ডামরাধীশো ধর্ষিতঃ সন্ কৃতাঞ্জলিঃ।
বলিং দদৌ নমস্কৃত্য প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে ॥ ৬
বঙ্গদেশাধিপো বীরো বীরধন্বা মদোৎকটঃ।
আযযৌ সম্মুখে যোদ্ধুমক্ষৌহিণ্যা বৃতো বলী ॥ ৭
চন্দ্রভানুর্হরেঃ পুত্রঃ প্রদ্যুম্নস্য প্রপশ্যতঃ।
বিভেদ তদ্বলং বাণৈঃ কুবাক্যৈর্মিত্রতামিব ॥ ৮
করিণাং বাণভিন্নানাং শিরসো মৌক্তিকানি চ।
প্রস্ফুরন্তি নিপেতুঃ কৌ রাত্রৌ তারাগণা ইব ॥ ৯
নিপেতু রথিনোহনেকা গজাশ্বাশ্চ পদাতয়ঃ।
তদ্বাণৈশ্ছিন্নশিরসঃ কুষ্মাণ্ডশকলা ইব ॥ ১০
ক্ষণমাত্রেণ তৎ সৈন্যক্ষতজানাং নদী হ্যভূৎ।
মনস্বিনাং হর্ষকরী ত্রস্তানাং ভয়কারিণী ॥ ১১
মুণ্ডৈঃ কবন্ধৈর্ধ্বস্তৈর্হারকেয়ূরকুণ্ডলৈঃ।
কিরীটৈঃ কঙ্কণৈঃ শস্ত্রৈর্মহামারীব ভূর্ব্বভৌ ॥ ১২
কুষ্মাণ্ডোন্মাদবেতালা ভৈরবা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
শিরাংসি জগৃহুর্ব্বেগাদ্ধরমালার্থহেতবে ॥ ১৩
ইত্থং নিপতিতে সৈন্যে বীরধন্বা সমাগতঃ।
চন্দ্রভানুং ততাড়াশু গদয়া বজ্রকল্পয়া ॥ ১৪
তদ্গদাভিপ্রহারেণ ন চচাল হরেঃ সুতঃ।
চন্দ্রভানুর্গদাং নীত্বা তং ততাড় ভুজান্তরে ॥ ১৫
গদাপ্রহারব্যথিতো মূর্চ্ছিতো ধরণীতলে।
পপাত পাদপ ইব প্রোদ্বমন্ রুধিরং মুখাৎ ॥১৬
লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন বঙ্গদেশাধিপো নৃপঃ।
প্রযযৌ শরণং সোহপি প্রদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৭
যাতে দত্তবলৌ রাজন্নগরং বীরধন্বনি।
ব্রহ্মপুত্রং সমুত্তীর্য্য প্রদ্যুম্নোহমিতবিক্রমঃ ॥ ১৮

অঙ্গদেশে গমন করিলেন। যাদবগণকর্ত্তৃক বনমধ্যে ধৃত হইয়া অঙ্গদেশাধিপতি মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে কর দিলেন। উড্ডীশ ডামর দেশের অধিপতি মদোৎকট মহাবল বৃহদ্‌বাহু প্রদ্যুম্নকে কর দিল না, হে নৃপ! প্রদ্যুম্ন প্রেরিত বীর ধন্বী জাম্ববতীতনয় শাম্ব দিবাকরদ্যুতি রথারোহণে একাকী গিয়া শরনিকরে পর্ব্বতোপরি হিমপাতের ন্যায় কিংবা মেঘ ধারার ন্যায় সমস্ত ডামর নগর আচ্ছাদিত করিলেন। তখন ডামরপতি ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিকরে নমস্কারপূর্ব্বক মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে কর প্রদান করিল। বঙ্গাধিপ মদোৎকট বলবান্ বীর বীরধন্বা এক অক্ষৌহিণী সেনাসহ যুদ্ধ করিতে সম্মুখে সমাগত হইল, হরিতনয় চন্দ্রভানু প্রদ্যুম্নের সমক্ষে কুকথায় মিত্রতাভেদের ন্যায় বহু বাণে তদীয় সৈন্যভেদ করিলেন। বাণভিন্ন করিগণের উজ্জ্বল মস্তক মুক্তাসকল ভূপতিত হইয়া রাত্রিতে তারাগণের ন্যায় প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। সমরে অনেক রথী, গজ, অশ্ব ও পদাতি পতিত হইল, চন্দ্রভানুর বাণে কুষ্মাণ্ডখণ্ডের ন্যায় তাহাদের মস্তকরাশি ছিন্ন হইল, তাহাদের শোণিতে সদ্য নদীর উৎপত্তি হইল। সে শোণিত নদী মনস্বিজনের হর্ষ ও ভীতজনের ত্রাস উৎপাদন করিল। ১—১১। হার কেয়ূরযুক্ত কবন্ধ ও মুণ্ড সকল ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইলে কিরীট, কঙ্কণ ও শস্ত্রসমূহে রণভূমি যেন ভয়ঙ্করী মারীরূপে প্রতিভাত হইল। কুষ্মাণ্ড, উন্মাদ, বেতাল, ভৈরব ও ব্রহ্মরাক্ষস সকল মহাদেবের মালার জন্য তাহাদের মস্তক সকল সবেগে গ্রহণ করিল। এইরূপে সেনা পতিত হইলে বীরধন্বা সম্মুখীন হইয়া বজ্রতুল্য গদাঘারা চন্দ্রভানুকে সত্বর তাড়িত করিল, কৃষ্ণতনয় চন্দ্রভানু তাহার গদাঘাতে বিচলিত হইলেন না। চন্দ্রভানুও গদা লইয়া তাহার বাহু মধ্যে প্রহার করিলেন। বীরধন্বা গদাপ্রহার ব্যথায় মূর্চ্ছিত ও মুখ হইতে শোণিত বমন করিতে করিতে পাদপের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। বঙ্গাধিপ নৃপ বীরধন্বা ক্ষণকাল মধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া মহাত্মা প্রদ্যুম্নের শরণাপন্ন হইয়া এবং তাঁহাকে কর প্রদান

আসীমাধিপতিং বিম্বং গৃহীত্বা যাদবেশ্বরঃ।
বলিমাদায় যদুভিঃ কামরূপং সমাযযৌ ॥ ১৯
কামরূপেশ্বরঃ পুণ্ড্র ঐন্দ্রজালবিশারদঃ।
নির্গতঃ সেনয়া সার্দ্ধং যোদ্ধুং প্রদ্যুম্নসম্মুখে ॥২০
আসীমানাং যদূনাঞ্চ ঘোরং যুদ্ধং বভূব হ।
বাণৈঃ কুঠারৈঃ পরিঘৈঃ শূলৈঃ খড়্গর্ষ্টিশক্তিভিঃ
পুণ্ড্র। বিদ্যাশ্চকারাশু পৈশাচোরগরাক্ষসীঃ।
ততো গুহ্যকগন্ধর্ব্বাঃ সর্ব্বতো মৈথিলেশ্বর ॥ ২২
প্রধাবন্তো রণে রাজন্ পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ।
কোটিশঃ কোটিশোঽঙ্গারান্ ক্ষেপয়ন্তো মুহুর্মুহুঃ ॥
ক্ষণমাত্রেণ তৎসৈন্যং বমন্তো গরলং মুখাৎ।
ফুৎকারমতি কুর্ব্বন্তো দন্দশূকাঃ সমাগতাঃ ॥ ২৪
খরারূঢ়া দন্তবক্রা ললজ্জিহ্বা ভয়ঙ্করাঃ।
চর্ব্বয়ন্তো নরান্ যুদ্ধে ধাবন্তো রাক্ষসাস্ততঃ ॥ ২৫
যক্ষাশ্চ সিংহবদনা তুরঙ্গবদনা নৃপ।
ভিন্ধীতি গর্জ্জন্তঃ শূলহস্তা ইতস্ততঃ ॥ ২৬
ক্ষণমাত্রেণ মেঘানাং সমূহৈশ্ছাদিতং নভঃ।
অন্ধকারো হ্যভূদ্রাজন্ রজসা বাতবেগতঃ ॥ ২৭
ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকমধুশূরসেনদশার্হকাঃ।
ভয়ং প্রাপুর্মহাযুদ্ধে ত্যক্তশস্ত্রা যদূত্তমাঃ ॥ ২৮
কৃষ্ণদত্তং ধনুঃ কার্ষ্ণির্নাদায় প্রতিকারবিৎ।
সত্বাত্মিকাং মহাবিদ্যাং বাণৈঃ প্রাযুঙ্‌ক্ত মৈথিল
বাণঃ পিশাচাসুরগান্ সযক্ষান্
রক্ষাংসি গন্ধর্ব্বঘনান্ধকারান্।
বিভেদ দিব্যৈঃ প্রভবৈর্যথা হি
নীহারমেঘান্ কিরণৈর্বিবস্বান্ ॥৩০
বাণৈঃ সপুণ্ড্রং সরথং সবাহং
সংভ্রাময়িত্বা ঘটিকাদ্বয়ং খে।
নিপাতয়ামাস রণে সপত্নং
পদ্মং পৃথিব্যামিব মারুতঃ কিল ॥ ৩১
পুণ্ড্রস্তদা তং শরণং সমেত্য
প্রধর্ষিতঃ সদ্য উপায়নানি।
লক্ষৈর্হয়ানামযুতৈর্গজানাং
যুতানি দত্ত্বা প্রণনাম কার্ষ্ণিম্ ॥ ৩২

করিয়া নিজনগরে গমন করিল। অনন্তর অতিবিক্রম যাদবেশ্বর প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মপুত্র উত্তীর্ণ হইয়া আসীমাধিপতি বিম্বকে গ্রহণপূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে কর লইয়া যাদবগণসহ কামরূপে গমন করিলেন। ১১—১৯। কামরূপেশ্বর পুণ্ড্র ঐন্দ্রজাল বিশারদ, সে সেনাসহ যুদ্ধার্থ প্রদ্যুম্ন সম্মুখে আগমন করিল। বাণ, কুঠার, পরিঘ, শূল, খড়্গ, ঋষ্টি ও শক্তি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে পরস্পর আসীমবাসী ও যাদবগণের মধ্যে মহাসমর সংঘটিত হইলে পৌণ্ড্র পৈশাচী, ঔরগী ও রাক্ষসী বিদ্যা বিস্তার করিলেন; হে মৈথিলেশ্বর! তাহা হইতে চারিদিকে গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব সকল প্রধাবিত হইল। হে রাজন্! রণক্ষেত্রে পিশাচেরা মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল, তাহারা কোটি কোটি জলদাঙ্গার মুহুর্মুহু নিক্ষেপ করিতে লাগিল, ক্ষণকাল মধ্যে সর্পসকল মুখ হইতে বিষবমন করিতে করিতে ফুৎকার করত যাদবসৈন্যগণ মধ্যে সমাগত হইল; ভীষণ রাক্ষসগণ মধ্যে কেহ গর্দ্দভারূঢ়, কাহার দন্ত বক্র, কেহ লোলজিহ্ব, তাহারা সমরক্ষেত্রে মানুষমাংস চর্ব্বণ করিতে করিতে ইতস্তত প্রধাবিত হইল। হে নৃপ! সিংহমুখ ও অশ্বমুখ যক্ষগণ শূল হস্তে ইতস্তত ভীষণ শব্দে "ছেদন কর ভেদন কর" বলিতে লাগিল, মুহূর্ত্তমাত্রে মেঘগণ গগন আবৃত করিল। হে রাজন্! বায়ুবেগে ধূলি উত্থিত হওয়ায় রণক্ষেত্র অন্ধকারাবৃত হইল। ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, শূরসেন ও দশার্হ প্রভৃতি যদুবরগণ ভয় পাইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন; হে মৈথিল! উপায়বিৎ কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণদত্ত ধনু গ্রহণ করিয়া শরসমূহে সত্বাত্মিকা মহাবিদ্যার প্রয়োগ করিলেন। সূর্য্য যেমন স্বীয় কিরণে নীহার ও মেঘরাশি নাশ করেন, তদ্রূপ সেই সকল শর ঘনান্ধকারসহ পিশাচ, অসুর, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে ভেদ করিল। ২০—৩০। প্রদ্যুম্ন বাণদ্বারা রথ ও বাহনসহ শত্রু পুণ্ড্রককে ঘটিকাদ্বয় যাবৎ আকাশে ভ্রামিত করত বায়ু যেমন কমল উন্মূলিত করিয়া ভূতলে পাতিত করে, তদ্রূপ রণক্ষেত্রে পাতিত করিলেন। তখন ভয়ভীত

বিপাশাং স ততোত্তীর্য্য সৈন্যৈঃ শোণনদং নৃপ।
কেকয়ানাযয়ৌ ধন্বী প্রদ্যুম্নো যদুনন্দনঃ ॥ ৩৩
কেকয়স্তাধিপো রাজা ধৃতকেতুর্মহাবলঃ।
বসুদেবস্বসুঃ সাক্ষাচ্ছ্রুতকীর্ত্তেঃ পতির্মহান্ ॥৩৪
প্রদ্যুম্নমর্হয়ামাস ধৃতকেতুঃ সযাদবম্।
ভক্ত্যা পরময়া রাজন্ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রভাববিৎ ॥৩৫

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে কেকয়বিজয়ো নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

দুন্দুভীনাদয়ংস্তস্মাৎ প্রদ্যুম্নো যদুনন্দনঃ।
মৈথিলানাযয়ৌ রাজংস্তব দেশান্ সুখাবৃতান্ ॥১
সুবর্ণসৌধৈরত্যুচ্চৈঃ সঘটৈ রাজিতাং পুরীম্।
মিথিলাং বীক্ষ্য তামারাদুদ্ধবং প্রাহ মাধবঃ ॥ ২

প্রদ্যুম্ন উবাচ।

কস্যৈষা নগরী মন্ত্রিন্ দৃশ্যতে সাম্প্রতং ময়া।
রাজতে বহুসৌধৈশ্চ পুরী ভোগবতী যথা ॥ ৩

উদ্ধব উবাচ।

জনকস্য পুরী হ্যেষা মিথিলা নাম মানদ।
মিথিলেন্দ্রো ধৃতিস্তস্যাং মহাভাগবতঃ কবিঃ ॥
সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ শ্রীকৃষ্ণেষ্টো হরিপ্রিয়ঃ।
বহুলাশ্বস্তস্য সুত আবাল্যাদ্ভক্তিকৃদ্ধরে ॥ ৫
তস্মৈ স্বং দর্শনং দাতুং ভগবানাগমিষ্যতি।
বহুলাশ্বং রাজপুত্রং শ্রুতদেবং দ্বিজং তথা ॥ ৬
স্মরত্যলং দ্বারকায়াং শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ হরিঃ।
জেতুং ন শক্যো দেবেন্দ্রৈর্মনুজৈশ্চ কুতঃ প্রভো
ধৃতিঃ পরময়া ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণবশকারকঃ ॥ ৭

শ্রীনারদ উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কার্ষ্ণির্ব্রহ্মচারিবপুর্দধৎ।
স্বশিষ্যমুদ্ধবং কৃত্বা ধৃতিং দ্রষ্টুং সমাযযৌ ॥ ৮
ভক্তেরেব পরীক্ষাং হি কর্ত্তুং তস্য নৃপস্য চ।

বৃদ্ধ প্রদ্যুম্নের শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহাকে লক্ষ অশ্ব ও অযুত গজ প্রভৃতি অনেক উপঢৌকন প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিল। হে নৃপ! অনন্তর যদুনন্দন ধন্বী প্রদ্যুম্ন সৈন্যসহ বিপাশা ও শোণনদ উত্তীর্ণ হইয়া কেকয়রাজ্যে গমন করিলেন। কেকয়ের অধিপতি মহাবল রাজা ধৃতকেতু, তিনি বসুদেব-ভগিনী সাক্ষাৎ শ্রুত-কীর্ত্তির পতি ও মহান্। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবজ্ঞ ধৃতকেতু পরম ভক্তিসহকারে যাদব-গণসহ প্রদ্যুম্নের পূজা করিলেন। ৩০—৩৫।

বিশ্বজিৎখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! যদুনন্দন প্রদ্যুম্ন দুন্দুভিনাদ-সহকারে তোমার দেশ মিথিলা নগরীতে আগমন করিলেন। তিনি দূর হইতে কুম্ভশোভিত অত্যুচ্চ সুবর্ণ সৌধ-যুক্ত মিথিলাপুরী দেখিয়া উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—হে মন্ত্রিন্! সম্প্রতি আমি যে পুরী দেখিতেছি, ইহা কাহার? ইহা যে বহু সৌধে শোভিত হইয়া ভোগবতী পুরীর মত বিরাজ করিতেছে। উদ্ধব বলিলেন,—হে মানদ! ইহা জনকের পুরী, ইহার নাম মিথিলা; এই মিথিলা পুরীর রাজা হরিপ্রিয় মহা ভাগবত কবি ধৃতি, তিনি নিখিল ধর্ম্মপালকগণের শ্রেষ্ঠ ও শ্রীকৃষ্ণের ইষ্ট; তাঁহার পুত্র বহুলাশ্ব বাল্যকাল হইতেই হরিভক্ত, তাঁহাকে দর্শন দান করিবার জন্য ভগবান্ এখানে আগমন করিবেন। ভগবান্ হরি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকিয়া রাজতনয় বহুলাশ্ব ও দ্বিজ শ্রুতদেবকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া থাকেন। হে প্রভো! তাঁহাকে জয় করিতে দেবরাজও সমর্থ নহেন, মনুষ্যের আর কথা কি? ধৃতিও পরম ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশ করিয়াছেন। ১—৮। নারদ বলিলেন,—তচ্ছ্রবণে ভগবান্ প্রদ্যুম্ন সেই নৃপতি ধৃতির ভক্তি পরীক্ষার্থ উদ্ধবকে শিষ্য সাজাইয়া তাঁহার সহিত ধৃতিকে দেখিতে আসিলেন।

ददर्श मिथिलां कार्ष्णिरुद्धवेन समन्वितः ॥ ৯
বর্ম্মশস্ত্রযুতা বীরা মালাতিলকশোভিতাঃ।
জপন্তঃ কৃষ্ণনামানি সর্ব্বে বৈ যত্র মালয়া ॥ ১০
লিখিতানি চ নামানি দ্বারি দ্বারি হরের্নৃণাম্।
তথা শ্রীকৃষ্ণচিত্রাণি লিখিতানি শুভানি চ ॥ ১১
কুড্যে কুড্যে গৃহাণাঞ্চ গদা পদ্মানি মানদ।
দশাবতারচিত্রাণি শঙ্খচক্রাণি যত্র বৈ ॥ ১২
তুলসীমন্দিরাণীত্থং প্রাঙ্গণে চ গৃহে গৃহে।
এবং পশ্যন্ স সৌধানি মিথিলায়াং জনান্ বহূন্
মালাতিলকসংযুক্তান্ সর্ব্বান্ ভক্তান্ দদর্শ হ।
তিলকৈর্দ্বাদশাখ্যৈশ্চ যুক্তৈঃ কুঙ্কুমজৈর্ত্তান্ ॥১৪
গোপীচন্দনমুদ্রাভিশ্চর্চ্চিতান্ শান্তবিগ্রহান্।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরান্ বিপ্রান্ হরিমন্দিরচিত্রিতান্ ॥ ১৫
গদামুদ্রাং ললাটে চ ঊর্দ্ধং বা হরিনামতঃ।
চক্রং শঙ্খঞ্চ কমলং কূর্ম্মং মৎস্যং ভুজদ্বয়ে ॥ ১৬
দধতশ্চ ধনুর্ব্বাণং মূর্দ্ধ্নি শ্রীনন্দকং হৃদি।
মুসলঞ্চ হলং রাজন্নিত্থং কার্ষ্ণির্দদর্শ হ ॥ ১৭
কস্যাং বীথ্যাং ভাগবতং কেচিচ্ছৃণ্বন্তি মানবাঃ।
ইতিহাসং ভারতঞ্চ হরিবংশং তথা পরে ॥ ১৮

তিনি উদ্ধবের সহিত মিথিলা দর্শন করিলেন; দেখিলেন,—বর্ম্ম-শস্ত্রধারী বীরগণ মালা ও তিলক-শোভিত, তাহারা সকলেই মালাতে কৃষ্ণনাম জপ করিতেছে; হে মানদ! গৃহসমূহের ভিত্তিতে ভিত্তিতে গদা, পদ্ম, দশাবতার চিত্র, শঙ্খ ও চক্র-চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে এবং প্রত্যেক প্রাঙ্গণে তুলসী মন্দির বিদ্যমান। তিনি এই প্রকারে মিথিলার সৌধরাজি সন্দর্শন করিলেন; আর দেখিলেন,—তত্রত্য লোক সকল মালা-তিলকযুক্ত, সকলেই কুঙ্কুমাঙ্কিত দ্বাদশ তিলকভূষিত, গোপীচন্দনে চর্চ্চিত ও মুদ্রাদ্বারা চিহ্নিত; শান্ত কলেবর বিপ্রগণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ও হরিমন্দিরে চিত্রিত। তাঁহারা ললাটে গদা মুদ্রা ও হরিনামের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ভুজদ্বয়ে চক্র শঙ্খ কমল কূর্ম্ম ও মৎস্য, মস্তকে ধনুর্ব্বাণ, হৃদয়ে খড়্গ মুষল ও হল চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। হে রাজন্! অনন্তর প্রদ্যুম্ন দেখিলেন,—কোন পথে কতিপয় মানব

সনৎকুমারবাসিষ্ঠযাজ্ঞবল্ক্যপরাশরীঃ।
গর্গপৌলস্ত্যধর্ম্মাদিসংহিতাঃ কে পঠন্তি বৈ ॥ ১৯
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্।
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কন্দসংজ্ঞিতম্ ॥ ২০
ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।
বারাহমাৎস্যকৌর্ম্মাণি ব্রহ্মাণ্ডাখ্যং তথৈব চ ॥ ২১
বীথ্যাং বীথ্যাং স্ম শৃণ্বন্তি জনাঃ সর্ব্বে গৃহে গৃহে
বাল্মীকিকাব্যং কেচিদ্বৈ শ্রীরামচরিতামৃতম্ ॥২২
স্মৃতীঃ পঠন্তি কেচিদ্বৈ কেচিদ্বেদত্রয়ীং দ্বিজাঃ।
কেচিৎ কুর্ব্বন্তি যজ্ঞং বৈ বৈষ্ণবং মঙ্গলায়নম্ ॥
রাধাকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি কে বদন্তি মুহুর্ম্মুহুঃ।
কেচিন্নৃত্যন্তি গায়ন্তি হরিকীর্ত্তনতৎপরাঃ ॥ ২৪
মৃদঙ্গতালবাদিত্রৈঃ কাংস্যবীণামনোহরৈঃ।
মন্দিরে মন্দিরে বিষ্ণোঃ কীর্ত্তনং শ্রূয়তে জনৈঃ
নবলক্ষণসংযুক্তাং যাং ভক্তিং প্রেমলক্ষণাম্।
কুর্ব্বন্তি মৈথিলা রাজন্ মিথিলায়াং গৃহে গৃহে॥২৬

ভাগবত শুনিতেছে, কেহ কেহ বা ভারত-ইতিহাস ও হরিবংশ শ্রবণ করিতেছে; কেহ কেহ সনৎকুমার বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর গর্গ ও পৌলস্ত্যাদি ধর্ম্মসংহিতা পাঠ করিতেছে; আর ব্রহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, লৈঙ্গ, গারুড়, নারদীয়, ভাগবত, আগ্নেয়, স্কন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বারাহ, মৎস্য, কৌর্ম্ম ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ পথে পথে গৃহে গৃহে সকল লোকে শুনিতেছে। কেহ কেহ শ্রীরামের অমৃতময় চরিতযুক্ত বাল্মীক রামায়ণ ও কেহ কেহ স্মৃতিসমূহ পাঠ করিতেছে। কোন কোন দ্বিজ বৈদিক গায়ত্রী পাঠ করিতেছেন, কেহ কেহ মঙ্গলনিলয় বৈষ্ণব যজ্ঞ করিতেছেন। ১১—২৩। কেহ কেহ মুহুর্ম্মুহু রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বলিতেছেন, কেহ কেহ হরিকীর্ত্তনে তৎপর হইয়া নৃত্যগীত করিতেছেন; জনগণ মন্দিরে মন্দিরে মৃদঙ্গ ও তাল বাদ্যযুক্ত কাংস্য ও বীণার মধুর স্বর সমন্বিত মনোহর কৃষ্ণকীর্ত্তন শুনিতেছে। হে রাজন্! নবলক্ষণ-লক্ষিত যে প্রেমলক্ষণা ভক্তি, মিথিলার গৃহে গৃহে তাহা জনগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এবন্তু নগরীং দৃষ্ট্বা প্রদ্যুম্নো ভগবান্ হরিঃ।
রাজদ্বারং সমেত্যাশু মৈথিলেন্দ্রং দদর্শ হ ॥ ২৭
মৈথিলেশসভায়ান্তু বেদব্যাসঃ শুকো মুনিঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যো বশিষ্ঠশ্চ গৌতমোঽহং বৃহস্পতিঃ ॥২৮
অন্যে চ মুনয়স্তত্র বেদমূর্ত্তিধরা ইব।
দৃষ্টাস্তে ধর্ম্মবক্তারো হরিনিষ্ঠা ইতস্ততঃ ॥ ২৯
মৈথিলেন্দ্রধৃতিস্তত্র ভক্তিভাবনতাননঃ।
বলস্য পাদুকাপূজাং কুরুতে বিধিবন্নৃপ ॥ ৩০
জপন্মুক্তিকরং নাম শ্রীকৃষ্ণবলদেবয়োঃ।
দৃষ্ট্বোত্থায় নমশ্চক্রে সশিষ্যং ব্রহ্মচারিণম্ ॥ ৩১
তং পূজয়িত্বা বিধিবৎ পাদ্যাদ্যৈর্মৈথিলেশ্বরঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো রাজা তদগ্রে চাস্থিতোঽভবৎ ॥৩২

জনক উবাচ।

অদ্য মে সফলং জন্ম মন্দিরং বিশদীকৃতম্।
দেবর্ষিপিতরঃ সর্ব্বে সন্তুষ্টা আগতে ত্বয়ি ॥ ৩৩
নির্ব্বিকল্পাঃ সমদৃশস্ত্বাদৃশাঃ সাধবঃ ক্ষিতৌ ॥
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ দীনানাং বিচরন্তি হি ॥ ৩৪

ব্রহ্মচার্য্যুবাচ।

ধন্যোঽসি রাজশার্দূল ধন্যা তে মিথিলা পুরী।
ধন্যাঃ প্রজাশ্চ তে সর্ব্বা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণাঃ ॥৩৫

জনক উবাচ।

মমেয়ং নগরী নাস্তি ন প্রজা ন গৃহং ধনম্।
কলত্রপুত্রপৌত্রাদি সর্ব্বং কৃষ্ণস্য চৈব হি ॥ ৩৬
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকে ধাম্নি রাজতে ॥৩৭
বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নঃ পুরুষঃ স্বয়ম্।
অনিরুদ্ধস্তথা চৈকশ্চতুর্ব্যূহোঽভবৎ ক্ষিতৌ ॥৩৮
কায়েন মনসা বাচা বুদ্ধ্যা বাচেন্দ্রিয়ৈঃ কৃতম্।
তস্মৈ সমর্পিতং শৌক্ল্যং ময়া ব্রহ্মন্ মহামুনে ॥৩৯

শ্রীব্রহ্মচার্য্যুবাচ।

হে বৈদেহ মহাভাগ বিষ্ণুভক্তিমতাংবরঃ।
ত্বদ্ভক্ত্যা তোষিতঃ কৃষ্ণস্ত্বৈকত্বং প্রদাস্যতি ॥৪০

জনক উবাচ।

দাসোঽহং কৃষ্ণভক্তানাং ত্বাদৃশানাং মহাত্মনাম্।
মুক্তিং নেচ্ছামি হে ব্রহ্মন্নেকতাং হেতুবর্জ্জিতঃ ॥

ভগবান্ হরি প্রদ্যুম্ন এই প্রকার পুরী অবলোকন করিয়া সত্বর রাজদ্বারে আগমন করত মিথিলাপতিকে দর্শন করিলেন। মৈথিলেশ্বরের সভায় আমি ছিলাম এবং বেদব্যাস শুক যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ ও গৌতম প্রভৃতি মুনিগণ ছিলেন; সাক্ষাৎ বেদমূর্ত্তিধারীর ন্যায় হরিপরায়ণ ধর্ম্মবক্তা অন্যান্য অনেক মুনিও সভায় ছিলেন। হে নৃপ! মৈথিলেন্দ্র ধৃতি ভক্তিভরে নতাননে বিধিবৎ বলরামের পাদুকা পূজা এবং মুক্তিকর কৃষ্ণ-বলরামের নাম জপ করিয়া থাকেন। মিথিলাপতি ধৃতি সশিষ্য ব্রহ্মচারিদর্শনে উঠিয়া প্রণাম করিলেন, এবং পাদ্যাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া করজোড়ে তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। ২৪—৩২। মিথিলাপতি বলিলেন,—আজ আমার জন্ম সফল ও মন্দির পবিত্র হইল; আপনার আগমনে দেব ঋষি ও পিতৃগণ আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন; হে ভগবন্! ভবাদৃশ নির্ব্বিকল্প সমদর্শী সাধুগণ দীনজনের পরম মঙ্গলার্থ বসুধাতলে বিচরণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন,—হে রাজসত্তম! তুমি ধন্য, তোমার মিথিলা নগরী ধন্যা, আর বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ তোমার প্রজাগণও ধন্য। মিথিলাপতি বলিলেন,—এ নগরী আমার নহে, আমার প্রজা নাই, ধন নাই; পুত্র-পৌত্র কলত্রাদি যাহা কিছু সবই কৃষ্ণের। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোলোক ধামে বিরাজ করেন; তিনি ক্ষিতিতলে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, পুরুষোত্তম প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহে বিদ্যমান। হে ব্রহ্মন্! হে মহামুনে! আমি কায়, মন, বাক্য, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণসহ সমস্ত শুভকর্ম্ম তাঁহাতে সমর্পণ করিয়াছি। ব্রহ্মচারী বলিলেন,—হে মহাভাগ বৈদেহ! তুমি বিষ্ণুভক্তগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ তোমাকে একত্বমোক্ষ প্রদান করিবেন। মিথিলাপতি বলিলেন,—আমি ভবাদৃশ মহাত্মা কৃষ্ণভক্তগণের দাস, হে ব্রহ্মন্! আমি একত্বমুক্তি কামনা করি না, আমার কোন

ব্রহ্মচার্য্যুবাচ।
করোষ্যহৈতুকীং ভক্তিং রাজংস্ত্বং হেতুবর্জ্জিতঃ
নির্গুণৈর্ভক্তিভাবৈশ্চ প্রেমলক্ষণসংযুতঃ॥ ৪২
প্রদ্যুম্নো ভগবান্ সাক্ষাদ্দিগ্জয়ার্থং বিনির্গতঃ
নায়াতস্তব গেহেষু সন্দেহো মে মহানভূৎ॥ ৪৩
জনক উবাচ।
প্রদ্যুম্নো ভগবান্ সাক্ষাদন্তর্যামী হরিঃ স্বয়ম্।
সর্ব্বগঃ সর্ব্ববিচ্ছশ্বদত্র নাস্তি চ কিং প্রভো॥ ৪৪
ব্রহ্মচার্য্যুবাচ।
জ্ঞানদৃষ্ট্যাপি চেৎ কার্ষ্ণির্মন্যসেঽত্র নিরন্তরম্।
তর্হি দর্শয় তং দেবং প্রহ্লাদ ইব দিব্যদৃক্॥৪৫
শ্রীনারদ উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা তদা রাজা মহাভাগবতো ধৃতিঃ।
অশ্রুপূর্ণমুখো ভূত্বা প্রাহ গদ্গদয়া গিরা॥ ৪৬
জনক উবাচ।
যদি মে শ্রীহরের্ভক্তিরনিমিত্তা কৃতা ভুবি।
তর্হি কার্ষ্ণির্হরেঃ পুত্রঃ প্রাদুর্ভূয়ান্মমাগ্রতঃ॥৪৭
যদি শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং দাসোঽহং যদি তৎকৃপা।
সর্ব্বত্র যদি তত্রাবত্তর্হি ভূয়ান্মনোরথঃ॥ ৪৮
শ্রীনারদ উবাচ।
প্রাদুর্ব্বভূবাশু তদৈব কার্ষ্ণি-
র্বিসৃজ্য সদ্যঃ কিল বর্ণিরূপম্।
পশ্যৎসু সর্ব্বেষু জনেষু শিষ্যঃ
স উদ্ধবোঽভূদ্ধরিভক্তিনিষ্ঠঃ॥ ৪৯
ঘনপ্রভং পদ্মদলায়তেক্ষণং
প্রলম্ববাহুং জগতাং মনোহরম্।
পীতাম্বরং নীলশুভালকালিভিঃ
স্বলঙ্কৃতং শ্রীমুখপদ্মমণ্ডলম্॥ ৫০
শীতর্ত্তুবালার্ককিরীটকুণ্ডলং
কাঞ্চ্যঙ্গদস্ফূর্জ্জিতদিব্যবিগ্রহম্।
বিলোক্য তং কৃষ্ণসুতং কৃতাঞ্জলি-
র্ননাম সাষ্টাঙ্গমলং ধৃতির্নৃপঃ॥ ৫১
জনক উবাচ।
অহোঽতিধন্যং মম ভূরি ভাগ্যং
দত্তং ত্বয়া মে নিজদর্শনং হি।
জাতোঽদ্য কায়াধবতুল্য আরা-
দহং কৃতার্থোঽস্মি কুলেন ভূমন্॥ ৫২

কামনা নাই। ৩২—৪১। ব্রহ্মচারী বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি কামনারহিত অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাক, অতএব তুমি নিগুণ ভক্তিভাব-লক্ষিত প্রেমলক্ষণযুক্ত ভক্তিমান্। সাক্ষাৎ ভগবান্ প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়াছেন, তিনি তোমার গৃহে কেন আসিলেন না, ইহাই আমার মহা সন্দেহ। মিথিলাপতি বলিলেন,—ভগবান্ প্রদ্যুম্ন সাক্ষাৎ অন্তর্যামী হরি, তিনি সর্ব্বগ, সর্ব্ববিৎ, সনাতন, হে প্রভো! তিনি কি এখানে নাই? ব্রহ্মচারী বলিলেন;—তুমি যদি জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা মনে কর, কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন এখানে নিরন্তর বিদ্যমান, তবে সর্ব্বদর্শী প্রহ্লাদের মত তুমিও আমাকে সেই প্রদ্যুম্ন দেবকে দেখাও। নারদ বলিলেন,—অনন্তর মহা ভাগবত নৃপতি ধৃতি ইহা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদ্গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ধৃতি বলিলেন,—যদি ক্ষিতিতলে আমি নিষ্কাম হরিভক্তি করিয়া থাকি, তবে কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন আমার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হউন। যদি আমি কৃষ্ণভক্তগণের দাস হইতে পারিয়া থাকি, যদি আমার প্রতি তাঁহাদের কৃপা থাকে, তিনি যদি সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকেন, তবে আমার মনোরথ পূর্ণ হউক। নারদ বলিলেন,—তখনই কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সকলের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন, সেই শিষ্য হরিভক্তিপরায়ণ উদ্ধব হইয়া গেলেন। মেঘকান্তি, পদ্মপত্রবৎ আয়তনেত্র, দীর্ঘবাহু, বিশ্বমনোহর, পীতাম্বর নীল অলকাবলী দ্বারা সুন্দর অলঙ্কৃত বদনকমল, শীতঋতুর বালদিবাকর দ্যুতিতুল্য কিরীট ও কুণ্ডলধারী উজ্জ্বল কাঞ্চী ও অঙ্গদে শোভিত দিব্যদেহ সেই কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া ধৃতি নৃপতি সাষ্টাঙ্গে ও সাঞ্জলিকরে বহুবার নমস্কার করিলেন। ৪২—৫১। মিথিলাপতি বলিলেন,—অহো আমার বহু ভাগ্য, আমি ধন্য, আপনি আমাকে স্বীয় দর্শন দান করি

শ্রীপ্রদ্যুম্ন উবাচ।
ধন্যস্ত্বং নৃপশার্দ্দূল ভক্তস্ত্বং মৎপ্রভাববিৎ।
ভক্তিভাবপরীক্ষার্থং প্রাপ্তোঽহং তব সাম্প্রতং।
অদ্যৈব মম সারূপ্যং ভূয়াত্তে মৈথিলেশ্বর।
বলমায়ুর্যশঃ কীর্ত্তিরিহ লোকে ভবত্বলম্ ॥ ৫৪
শ্রীনারদ উবাচ।
তব পিত্রা চ ধৃতিনা পূজিতঃ পশ্যতাং সতাম্।
প্রযযৌ শিবিরান্ রাজন্ প্রদ্যুম্নো ভক্তবৎসলঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে জনকোপাখ্যানং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
অথাতো মাগধান্ জেতুং প্রদ্যুম্নো মীনকেতনঃ।
গিরিব্রজং জগামাশু স্বসৈন্যৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ১
শ্রুত্বাগতং হরেঃ পুত্রং দিগ্জয়ার্থং বিশেষতঃ।
জরাসন্ধো মাগধেন্দ্রো মহাকোপং চকার হ ॥ ২
জরাসন্ধ উবাচ।
তুচ্ছা যে যাদবাঃ সর্ব্বে যুধি বিক্লবচেতসঃ।
তেঽপ্যদ্য বৈ জগতীং জেতুং নির্গতা গতবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩
মথুরাং স্বপুরীং ত্যক্ত্বা মদ্ভয়ান্মাধবোঽপি হি।
সমুদ্রং শরণং প্রাগাৎ পিতা চাস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৪
প্রবর্ষণে রামকৃষ্ণৌ ময়া ভস্মীকৃতৌ বলাৎ।
ছলাদ্ দ্রবতুস্তৌ যৌ দ্বারকায়াং সমাশ্রিতৌ ॥ ৫
বদ্ধা তৌ চানয়িষ্যামি সোগ্রসেনৌ কুশস্থলীম্।
অযাদবীং করিষ্যামি পৃথ্বীং সাগরমেখলাম্ ॥ ৬
শ্রীনারদ উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা নির্গতো রাজন্ গিরিব্রজপুরাদ্বহিঃ।
অক্ষৌহিণীভির্ব্বিংশত্যা তিসৃভিঃ সংযুতো বলী
গোমূত্রচয়সিন্দুরকস্তুরীপত্রভৃন্মুখৈঃ।
স্রবন্মদৈশ্চতুর্দ্দন্তৈরৈরাবতকুলোদ্ভবৈঃ ॥ ৮
শুণ্ডাদণ্ডস্য ফুৎকারৈঃ ক্ষেপয়দ্ভিস্তরূন্ বহূন্।

লেন; হে ভূমন্! আজ প্রহ্লাদের ন্যায় আমি কুলের সহিত ধন্য হইলাম। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—হে নৃপসত্তম! তুমি ধন্য, তুমি আমার ভক্ত ও প্রভাববিৎ; আমি সম্প্রতি তোমার ভক্তিভাবের পরীক্ষার্থ তোমার সমীপে আসিয়াছি। হে মৈথিলেশ্বর! আজই তুমি আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হও। ইহলোকে তোমার বিপুল বল, আয়ু, যশ ও কীর্ত্তি হউক। নারদ বলিলেন,—হে বহুলাশ্ব! সাধুগণের সমক্ষে তোমার পিতা ধৃতিকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ভক্তবৎসল প্রদ্যুম্ন স্বশিবিরে গমন করিলেন। ৫৩—৫৫।

বিশ্বজিৎখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর মীনকেতন প্রদ্যুম্ন মাগধ জয়ার্থ স্বীয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সত্বর গিরিব্রজে গমন করিলেন। হরির পুত্র —বিশেষতঃ দিগ্বিজয়ার্থ সমাগত শুনিয়া মগধরাজ জরাসন্ধ মহা কোপ করিল। জরাসন্ধ বলিল,—যাহারা যুদ্ধে বিক্লবচেতা সেই তুচ্ছ যাদবগণ হতবুদ্ধি হইয়া আজ জগৎ-জয়ের জন্য বহির্গত হইয়াছে। এই প্রদ্যুম্নের দুরাত্মা পিতা মাধব আমার ভয়ে নিজ মথুরাপুরী পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রের শরণ লইয়াছে। প্রবর্ষণ পর্ব্বতে আমি রাম-কৃষ্ণকে বলপূর্ব্বক ভস্মীভূত করিতে উদ্যত হইলে তাহারা ছল করিয়া পলায়ন করত দ্বারকায় আশ্রয় লইয়াছে। আমি দ্বারকায় গিয়া উগ্রসেনের সহিত তাহাদিগকে বাঁধিয়া আনিয়া সাগরমেখলা মেদিনীকে যাদবশূন্য করিব। নারদ বলিলেন—হে রাজন্! এইরূপ বলিয়া বলবান্ জরাসন্ধ ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী সেনাসহ গিরিব্রজপুর হইতে বহির্গত হইল। তদীয় হস্তিগণের গোমূত্র, সিন্দুর ও কস্তুরীর অলকাবলী দ্বারা মুখ চিত্রিত, তাহারা মদস্রাবী চতুর্দ্দন্ত ও ঐরাবত-কুলজাত, তাহাদের শুণ্ডাদণ্ডের ফুৎকারে তরুনিকর

যতৌ গজৈর্মাগধেন্দ্রো মেঘৈরিন্দ্র ইব প্রভুঃ ॥ ৯
রথৈশ্চ দেবধিষ্ণাভৈঃ সধ্বজৈরশ্বনেতৃভিঃ।
চামরৈর্দোলিতৈ রাজন্ লোলচক্রধ্বনিস্যুভিঃ ॥১০
তুরঙ্গমৈর্বায়ুবেগৈশ্চিত্রবর্ণৈর্মদোৎকটৈঃ।
সৌবর্ণপট্টহারাঢ্যৈঃ শিখারশ্মূর্দ্ধচামরৈঃ ॥ ১১
সকঞ্চুকৈর্বীরজনৈঃ খড়্গচর্ম্মধনুর্দ্ধরৈঃ।
বিদ্যাধরসমৈঃ প্রাগান্মাগধেন্দ্রো মহাবলঃ ॥১২
ধুন্ধারৈর্হুর্দুভীনাঞ্চ দিশো নেদুর্ধনুঃস্বনৈঃ।
চচাল বসুধা সৈন্যৈ রজোভিশ্ছাদিতং নভঃ ॥১৩
জরাসন্ধস্য তৎ সৈন্যং প্রলয়াব্ধিমিবোত্থনম্।
বিস্মিতাঃ যাদবাঃ সর্ব্বে বভূবুর্বীক্ষ্য মৈথিল ॥১৪
প্রদ্যুম্নো ভগবান্ বীক্ষ্য মাগধেন্দ্রবলার্ণবম্।
শঙ্খং দধ্মৌ দক্ষিণাখ্যং মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দদৎ ॥
ততঃ শাম্বো মহাবাহুঃ প্রদ্যুম্নস্য প্রপশ্যতঃ।
অক্ষৌহিণীনাং দশভির্যুযুধে মাগধেন সঃ ॥ ১৬
গজা গজৈর্যুযুধিরে রথিভী রথিনো মৃধে।
হয়া হয়ৈঃ পত্তয়শ্চ পত্তিভির্মৈথিলেশ্বর ॥১৭
বভূব তুমুলং যুদ্ধমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্।
মাগধানাং যদূনাঞ্চাসুরাণাং নির্জ্জরৈর্যথা ॥ ১৮
অশ্বারূঢ়াঃ কেঽপি বীরা ভল্লহস্তা ইতস্ততঃ।
মর্দ্দয়ন্তো গজারূঢ়ান্ করিকুম্ভগতার্ব্বপাঃ ॥ ১৯
কেচিচ্ছক্তীস্তড়িদ্বর্ণা গৃহীত্বা চিক্ষিপুর্ব্বলাৎ।
তাঃ শক্তয়স্ত্বরীন্ ভিত্ত্বা দংশিতান্ ধরণীং গতাঃ
কেচিদ্বীরা নদন্তঃ কৌ রথাঙ্গানি চ চিক্ষিপুঃ।
চিচ্ছিদুর্বীরপটলং নীহারং রবয়ো যথা ॥ ২১
ভিন্দিপালৈর্মুদ্গরৈশ্চ কুঠারৈরসিপট্টিশৈঃ।
আচ্ছুরিকাষ্টি ভিস্তীক্ষ্ণৈর্নিস্ত্রিংশৈর্যুযুধুশ্চ কে ॥২২
তোমরৈশ্চ গদাভিশ্চ বাণৈশ্ছিন্নানি ভূতলে।
নিপেতুর্বীরকরিণামশ্বানাঞ্চ শিরাংসি চ ॥ ২৩
কবন্ধাস্তত্র চোৎপেতুঃ পাতয়ন্তো হয়াম্নরান্।
খড়্গহস্তাঃ প্রধাবন্তঃ সংগ্রামেষু ভয়ঙ্করাঃ ॥ ২৪

উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। মগধরাজ এতাদৃশ গজগণ দ্বারা মেঘমণ্ডিত ইন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইল। ১—৯। হে রাজন্! তাহার রথ দিব্য তেজোযুক্ত, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথি সমন্বিত, আন্দোলিত চামরযুক্ত, চঞ্চল চক্রের ধ্বনি-সমন্বিত; তাহার অশ্বগণ মদোৎকট, বায়ুবদ্ বেগগামী ও নানা বর্ণ-বিশিষ্ট; তাহাদের স্কন্ধস্থিত চামর ঊর্দ্ধগত এবং গলদেশে স্বুবর্ণ-খচিত পট্টসূত্রের হার বিদ্যমান। মহাবল মাগধরাজ সৈন্য এবং বিদ্যাধরতুল্য বর্ম্মাবৃত, খড়্গ-চর্ম্ম ও ধনুর্দ্ধারী বিদ্যাধরোপম বীরগণসহ আগমন করিল। তদীয় দুন্দুভির ধুন্ধার শব্দে ও ধনুকের ধ্বনিতে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত, বসুধা চালিত ও সৈন্য-রজো দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত হইল। হে মৈথিল! জরাসন্ধের সেই সকল প্রলয়জলধির ন্যায় উদ্বেল সৈন্য দর্শন করিয়া যাদবগণ বিস্মিত হইল। ভগবান্ প্রদ্যুম্ন জরাসন্ধের সেনাসিন্ধু দর্শনে 'ভয় নাই' এই অভয় বাক্য বলিয়া দক্ষিণাখ্য শঙ্খ বাজাইলেন। অনন্তর মহাবাহু শাম্ব প্রদ্যুম্নের সম্মুখে দশ অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিলেন। হে মিথিলেশ্বর! গজগণ গজগণের সহিত, রথিগণ রথিগণের সহিত, অশ্বগণ অশ্বসমূহের সহিত এবং পদাতিগণ পদাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিল; অদ্ভুত অতি তুমুল ও লোমহর্ষণ সেই যাদব-মাগধ যুদ্ধ সুরাসুর-সমরের মত প্রতিভাত হইল। অশ্বারূঢ় ভল্লহস্ত কোন কোন বীর ইতস্ততঃ অশ্বের সহিত করি কুম্ভের উপর পতিত হইয়া গজারূঢ়গণকে মর্দ্দিত করিল; অতিতেজস্বী কোন কোন বীর বিদ্যুদ্বর্ণ শক্তি গ্রহণ করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, সেই সকল শক্তি বর্ম্মাচ্ছাদিত শত্রু-দেহ ভেদ করিয়া মৃত্তিকামধ্যে প্রবেশ করিল। ১০—২০। কোন কোন বীর গর্জ্জন করিতে করিতে রথসমূহ ভূতলে নিক্ষেপ করিল; রবির নীহার হরণের ন্যায় বীরগণের শিরশ্ছেদ করিতে লাগিল। বীরগণ ভিন্দিপাল, মুদগর, কুঠার, অসি, পট্টিশ, চক্র, ঋষ্টি, তীক্ষ্ণ নিস্ত্রিংশ প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা শূন্যে যুদ্ধ করিল। তোমর,গদা ও শরসমূহ দ্বারা বীরগণের হস্তী ও অশ্ব সকলের মস্তকরাশি ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কবন্ধগণ উৎপাটিত

বীরোপরি গতা বীরা নিপেতুশ্ছিন্নবাহবঃ।
হয়োপরি হয়াঃ কেচিদ্বাণৈঃ সছিন্নকন্ধরাঃ॥ ২৫
বিদ্যাধর্য্যশ্চ গন্ধর্ব্বো বব্রিরে হৃদ্বরে গতান্।
বীরান্ পতীন্ সমিচ্ছন্ত্যস্তাসাঞ্চাভূৎ কলির্মহান্
ক্ষত্রধর্ম্মপরাঃ কেচিদ্ যুদ্ধদত্তাসবো নৃপ।
ন চলন্তঃ পদং পৃষ্ঠে সদা সংগ্রামশালিনঃ॥ ২৭
জগ্মুঃ পরং পদং তে বৈ ভিত্বা মার্ত্তণ্ডমণ্ডলম্।
ননৃতুঃ শিশুমারে বৈ মণ্ডলে চ নটা ইব॥ ২৮
এবং শাম্বমহাবীরৈর্মর্দ্দিতং মাগধং বলম্।
দুদ্রাব পশ্যতাং তেষাং কৃষ্ণভক্ত্যা যথাশুভম্॥২৯
কেচিচ্ছিন্নকবচাঃ কেচিচ্ছিন্নচাপাস্তথা পরে।
পলায়মানা ধাবন্তস্ত্যক্তখড়্গর্ষ্টি পাণয়ঃ॥ ৩০
পলায়মানং স্ববলং বীক্ষ্য তন্মাগধেশ্বরঃ।
ধনুষ্টঙ্কারয়ন্ প্রাপ্তো মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দদৌ॥৩১
স্ববলং নোদয়ামাস জরাসন্ধো ধনুর্জ্যয়া।
মহামাত্যঃ পুনর্মত্তং হস্কুশেন গজং যথা॥ ৩২

শাম্বস্তদৈব সম্প্রাপ্তো দশভিশ্চাপনির্গতৈঃ।
বাণৈর্বিব্যাধ সমরে মাগধেন্দ্রং মহাবলম্॥ ৩৩
ধনুর্জ্যামব্ধিকল্লোলভীমসত্ত্বর্বনাদিনীম্।
চিচ্ছেদ দশভির্বাণৈঃ শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ॥৩৪
ধনুরন্যৎ সমাদায় জরাসন্ধো মহাবলঃ।
ধনুঃ শাম্বস্য চিচ্ছেদ বাণৈর্দশভিরগ্রতঃ॥ ৩৫
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্ দ্বাভ্যাং কেতুং রথং ত্রিভিঃ
একেন সারথিং জঘ্নে মাগধেন্দ্রো জরাসুতঃ॥ ৩৬
স ছিন্নধ্বজো বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
পুনরন্যং সমাস্থায় রথং শাম্বো মহাবলঃ॥ ৩৭
গৃহীত্বা চাপমত্যুগ্রং সজ্জং কৃত্বা বিধানতঃ।
তদ্রথং চূর্ণয়ামাস শাম্বো বাণশতৈর্ব্বলী॥ ৩৮
রথং ত্যক্ত্বা জরাসন্ধো গজমারুহ্য বেগতঃ।
বভৌ গজে মাগধেন্দ্র ইন্দ্র ঐরাবতে যথা॥ ৩৯
চিত্রপত্রবিচিত্রাঙ্গং কালান্তকযমোপমম্।
শাম্বায় নোদয়ামাস মত্তেভং ক্রুদ্ধমানসঃ॥ ৪০

হইয়া নর ও অশ্বগণকে পাতিত করিল ; খড়্গ-হস্ত সমরে ভয়ঙ্কর বীরগণ প্রধাবিত হইল ; ছিন্নবাহু বীরগণ বীরগণের গাত্রে ও অশ্বগণ অশ্বসমূহের শরীরে পাতিত হইল ; বাণ দ্বারা কাহারও কাহারও কন্ধর ছিন্ন হইল। আকাশ-স্থিত বিদ্যাধরী ও গন্ধর্ব্বগণ স্বর্গগত বীর-গণকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য পরস্পর মহাকলহ করিল ! হে নৃপ ! ক্ষাত্র ধর্ম্ম পরায়ণ সর্ব্বদা সমরোৎসুক কোন কোন বীর সমরে প্রাণ দিলেন, কিন্তু একপদও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন না। তাঁহারা মার্ত্তণ্ডমণ্ডল ভেদ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং শিশুমার মণ্ডলে সর্ব্বদা নটের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শাম্ব এইরূপে মাগধ সৈন্য মর্দ্দিত করিলেন, তাঁহাদের সমক্ষেই কৃষ্ণ দর্শনে অশুভের ন্যায় শত্রুসৈন্য পলায়ন করিল। কাহারও কবচ ও কাহারও ধনু ছিন্ন হইল, শত্রুসৈন্য কর হইতে খড়্গ ঋষ্টি পরিত্যাগ করিয়া দৌড়াইয়া পলাইল। ২১—৩০। মগধ-রাজ স্বীয়সৈন্যকে পলায়মান দর্শন করিয়া 'ভয় নাই' বলিয়া অভয়দান করত ধনুষ্টঙ্কার করিয়া আগমন করিল এবং মহামাত্য যেমন অঙ্কুশ দ্বারা গজগণকে চালাইয়া থাকে,তদ্রূপ ধনুর্গুণ দ্বারা সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ চালাইতে লাগিল। শাম্ব আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ধনুর্মুক্ত দশবাণে মহাবল মগধরাজকে বিদ্ধ করিলেন। জাম্ববতীতনয় শাম্ব দশ বাণে সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দকারী জরাসন্ধের ধনুর্গুণ ছিন্ন করিলেন ! মহাবল জরাসন্ধ অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া প্রথমে দশবাণে শাম্বের ধনু ছিন্ন করিল ; তারপর তিন বাণে রথ, চারিবাণে অশ্ব চতুষ্টয়, দুইবাণে ধ্বজ, একবাণে সারথিকে নিহত করিল। মহাবল শাম্ব ছিন্ন-ধ্বজ বিরথ হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া পুনরায় অন্য রথ গ্রহণ করিলেন এবং অত্যুগ্র ধনু গ্রহণ ও তাহাতে যথাবিধি জ্যারোপণ করিয়া শত বাণে জরাসন্ধের রথ চূর্ণ করিলেন, জরা-সন্ধ রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক সবেগে গজে আরো-হণ করত ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইল। ক্রুদ্ধচিত্ত জরাসন্ধ চিত্রপত্র দ্বারা বিচিত্রাঙ্গ কালান্তক যমোপম মদমত্ত মাতঙ্গকে শাম্বের দিকে চালাইয়া দিল। ৩১—৪০।

গৃহীত্বা সরথং শাম্বং শুণ্ডাদণ্ডেন নাগরাট্।
কুর্ব্বংশ্চীৎকারবিকলশ্চিক্ষেপ নবযোজনম্॥ ৪১
তদা কোলাহলে জাতে শাম্বসেনাসু মৈথিল।
প্রদ্যুম্নপার্শ্বাচ্চ গদঃ প্রাপ্তোঽত্যুদ্বেগতো বলম্॥
বিনাশয়ন্নন্ধকারং যথার্ক উদয়াচলাৎ।
জরাসন্ধস্যাপি গজং মুষ্টিনা বসুদেবজঃ॥ ৪৩
জঘান শক্রো বজ্রেণ যথা প্রোচ্চং দরীভৃতম্।
গজো মুষ্টিপ্রহারেণ বিহ্বলো ধরণীং গতঃ॥৪৪
জগাম পঞ্চতাং রাজং স্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
জরাসন্ধস্ততঃ ক্রুদ্ধো গদামাদায় বেগতঃ॥ ৪৫
গদং তুতাড় সহসা জগর্জ ঘনবদ্বলী।
তৎপ্রহারেণ স গদো ন চচাল রণাঙ্গনাৎ॥ ৪৬
স্বরং গদাং সমাদায় লক্ষভারবিনির্ম্মিতাম্।
অতাড়য়জ্জরাসন্ধং সিংহনাদমথাকরোৎ॥ ৪৭
তৎপ্রহারেণ ব্যথিতো বৃহদ্রথসুতো বলী।
জরাসন্ধঃ সমুত্থায় গৃহীত্বা সগদং গদম্॥ ৪৮
চিক্ষেপ রোষতো রাজন্নাকাশে শতযোজনম্।
গদোঽপি মাগধং নীত্বা ভ্রাময়িত্বা মহাবলঃ॥ ৪৯
চিক্ষেপ গগনে তং বৈ যোজনানাং সহস্রকম্।
আকাশাৎ পতিতো রাজা মাগধো বিন্ধ্যপর্ব্বতে
উত্থায় যুযুধে তেন গদেনাপি মহাবলঃ॥ ৫০
তদৈব শাম্বঃ সম্প্রাপ্তো গৃহীত্বা মগধেশ্বরম্॥ ৫১
ভূপৃষ্ঠে পোথয়ামাস সিংহঃ সিংহমিবৌজসা।
একেন মুষ্টিনা শাম্বং দ্বিতীয়েন গদং তথা॥ ৫২
ততাড় মাগধো রাজা জগর্জাশু রণাঙ্গনে।
মুষ্টিপ্রহারব্যথিতো গদঃ শাম্বশ্চ মূর্চ্ছিতৌ॥ ৫৩
হাহাকারো মহানাসীত্তদৈবাশু রণাঙ্গনে।
রথেনাতিপতাকেন প্রদ্যুম্নো যাদবেশ্বরঃ॥ ৫৪
অক্ষৌহিণীযুতঃ প্রাপ্তো মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দদৌ।
জরাসন্ধো গদাং নীত্বা লক্ষভারবিনির্ম্মিতাম্॥৫৫
বিবেশ যদুসেনায়ামরণ্যেঽগ্নিরিব প্রভুঃ।
রথান্ গজান্ সবীরাংশ্চ তুরঙ্গান্ সৈন্ধবান্ বহূন্

নাগরাজ সরথ শাম্বকে বিকট চীৎকারে শুণ্ডাদণ্ডে গ্রহণ করিয়া বিকল করত নয় যোজন দূরে নিক্ষেপ করিল। হে মৈথিল! তখন শাম্ব-সৈন্যমধ্যে কোলাহল উত্থিত হইল, গদ প্রদ্যুম্ন-পার্শ্ব হইতে সবেগে উত্থিত হইয়া উদয়াচল হইতে উদিত দিবাকরের অন্ধকার নাশের ন্যায় শত্রু সৈন্য বিধ্বস্ত করিলেন। ইন্দ্র যেমন বজ্রদ্বারা উন্নত পর্ব্বত পাতিত করেন, বসু-দেবতনয় তদ্রূপ মুষ্টিদ্বারা জরাসন্ধের গজকে প্রহার করিলেন। গজ মুষ্টি প্রহারে বিহ্বল হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। হে রাজন্! তাহা যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার হইয়া গেল। বলবান্ জরাসন্ধ ঘনবদ্ গর্জ্জন করিয়া সহসা উত্থিত হইল এবং সবেগে গদা গ্রহণপূর্ব্বক গদকে তাড়না করিল। তাহার প্রহারে গদ রণক্ষেত্র হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, তিনি সত্বর লক্ষভার বিনির্ম্মিত গদাগ্রহণ করিয়া জরাসন্ধকে তাড়ন করত সিংহনাদ করিলেন। হে রাজন্! বৃহদ্রথ তনয় বলবান্ জরাসন্ধ সেই গদা প্রহারে ব্যথিত ও সহসা উত্থিত হইয়া গদার সহিত গদকে ধরিয়া ফেলিল এবং রোষবশে আকাশে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করিল। মহাবল গদও মগধ রাজকে গ্রহণ করিয়া ভ্রামিত করত সহস্র যোজন দূরে শূন্যে নিক্ষেপ করিলেন। মগধরাজ জরাসন্ধ আকাশ হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বতে পতিত হইল, কিন্তু সেই মহাবল তাহাতেও পুনরায় গদের সহিত যুদ্ধ করিল। ৪১—৫০।

এক সিংহ যেমন অপর সিংহকে পতিত করে, তদ্রূপ শাম্বও তথায় আগমন পূর্ব্বক জরাসন্ধকে ধরিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। জরাসন্ধ রণক্ষেত্রে গর্জ্জিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ এক মুষ্টি দ্বারা শাম্ব ও দ্বিতীয় মুষ্টি দ্বারা গদকে তাড়না করিল; সেই মুষ্টিপ্রহার ব্যথায় গদ ও শাম্ব মূর্চ্ছিত হইলেন, তখনই রণক্ষেত্রে মহা হাহাকার উত্থিত হইল, অতি বৃহৎ পতাকাযুক্ত রথে যাদবেশ্বর প্রদ্যুম্ন অক্ষৌহিণী সেনাসহ আসিয়া 'ভয় নাই' বলিয়া অভয়দান করিলেন। প্রভু জরাসন্ধ লক্ষভারযুক্ত গদা গ্রহণ করিয়া অরণ্যে অগ্নির ন্যায় যাদব সৈন্যে প্রবেশ করিল; হে রাজেন্দ্র! মহাগজ যেমন পদ্ম তুলিয়া ফেলে, তদ্রূপ জরাসন্ধও বহু রথ, গজ, বীর সেনা

পাতয়ামাস রাজেন্দ্র প্রত্যনীব রথাগজঃ ।
জরাসন্ধস্য যা সেনা সাপি সর্ব্বা সমাগতা । ৫৭
জঘান নিশিতৈর্ব্বাণৈর্যদূনাং সর্ব্বতো বলম্ ।
প্রদ্যুম্নো যুযুধে যুদ্ধে নির্ভয়ো যাদবেশ্বরঃ । ৫৮
নিপাতয়ন্নরীন্ বাণৈর্ধনুষ্টঙ্কারয়ন্ মুহুঃ ।
তদৈব যদুপুর্য্যাস্ত বলদেবঃ সমাগতঃ । ৫৯
প্রাদুর্ব্বভূব তত্রাপি সর্ব্বেষাং পশ্যতাং সতাম্ ।
সমাকৃষ্য হলাগ্রেণ মাগধেন্দ্রবলং মহৎ । ৬০
মুসলেনাহনৎ ক্রুদ্ধো বলদেবো মহাবলঃ ।
শতযোজনপর্য্যন্তং রথাশ্বগজপত্তয়ঃ ।
পতিতা ভিন্নশিরসঃ সর্ব্বে বৈ নিধনং গতাঃ । ৬১
দৃষ্ট্বা স্বসৈন্যং পতিতং জরাসন্ধো রণাঙ্গনাৎ । ৬২
দুদ্রাব বিরথো রাজন্নেকাকী ভয়বিহ্বলঃ ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নরদুন্দুভয়স্তদা । ৬৩
বলদেবোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে ।
তদা জয়জয়ারাবো যদূনাং স্ববলেঽভবৎ । ৬৪
প্রদ্যুম্নাদ্যাস্ততো নেমুঃ কামপালং গতব্যথাঃ ।
ইত্থং জিত্বা মাগধেন্দ্রং
দ্বারকাং রাজন্ ভগবান্ [illegible] ।
জরাসন্ধসুতো ধীমান্ সহদেব উপায়নম্ । ৬৬
নীত্বা পুরঃ শম্বরারের্গিরিদুর্গাদ্বিনির্গতঃ ।
অশ্বার্ব্বুদং রথানাঞ্চ দ্বিলক্ষং হস্তিনাং তথা । ৬৭
দদৌ ষষ্টিসহস্রাণি নত্বা কার্ষ্ণিং প্রভাববিৎ । ৬৮

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে মাগধবিজয়ো নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ । ১৭ ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ ।

অথ কার্ষ্ণির্গয়ামেত্য কৃত্বা স্নাত্বা সসৈনিকঃ ।
অন্যান্ দেশাংস্ততো জেতুং প্রস্থানমকরোৎ পুনঃ
শ্রুত্বা জিতং জরাসন্ধং তদাত্যা নৃপাঃ পরে ।
উপায়নং দদুস্তে বৈ ভয়ার্ত্তাঃ শরণং গতাঃ । ২

ও সিন্ধুদেশজাত অশ্বগণকে পাতিত করিল। জরাসন্ধের সমস্ত সেনা সে যুদ্ধে আসিয়া যোগ দিল এবং সকল দিক্ হইতে যাদব সৈন্য-গণকে শাণিত বাণে নিহত করিতে লাগিল। যাদবেশ্বর প্রদ্যুম্ন নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং মুহুর্মুহু ধনুকে টঙ্কার করিয়া বাণ দ্বারা বীরগণকে বধ করিলেন, তখনই যদুপুর হইতে বলদেব আসিয়া সকলের সমক্ষে সমর ক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ক্রুদ্ধ মহাবল বলদেব হলাগ্র দ্বারা বিপুল মাগধ সৈন্য আকর্ষণ ও মুষলদ্বারা নিহত করিলেন, শতযোজন পর্য্যন্ত শত্রুর রথ, বহু অশ্ব, গজ ও পদাতি ভিন্নমস্তক ও নিধনপ্রাপ্ত হইয়া পতিত হইল। ৫১—৬১। হে রাজন্! স্বসৈন্যের পতন দর্শনে ভয়ভীত জরাসন্ধ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিরথ অবস্থায় একাকী পলায়ন করিল। তখন দেবদুন্দুভি ও নরদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, দেবগণ বলদেবের উপর পুষ্পবর্ষণ করিলেন। যদু সৈন্যগণ মধ্যে জয় জয় রব উঠিল, তারপর প্রদ্যুম্নাদির ব্যথা দূর হইল, তাঁহারা বলদেবকে প্রণাম করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ মহা-বল বলরাম এইরূপে জরাসন্ধকে জয় করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন; এদিকে প্রদ্যুম্ন-প্রভাববিৎ জরাসন্ধতনয় ধীমান্ সহদেব উপ-হার লইয়া গিরিদুর্গ হইতে বিনির্গত হইল এবং অর্ব্বুদ অশ্ব, দ্বিলক্ষ রথ ও ষষ্টি সহস্র হস্তী কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্নকে প্রদান করিয়া প্রণাম করিল। ৬১—৬৮।

বিশ্বজিৎখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর সসৈনিক কৃষ্ণ-তনয় প্রদ্যুম্ন গয়ায় গমন করত কৃত্যস্নান করিয়া অন্যান্য দেশ জয় করিতে পুনঃ প্রস্থান করিলেন। জরাসন্ধকে জয় করিয়াছেন শুনিয়া তদ্দেশস্থ অবশিষ্ট অপর নৃপতিরা ভীতিবশতঃ প্রদ্যুম্নকে কর দিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

গৌতমীং সরযূং পুণ্যামনুস্রোতং ততোঽগমৎ।
ততো ভাগীরথীতীরে কাশীমভিজগাম হ ॥ ৩
পার্ষ্ণিগ্রাহঃ কাশিরাজো গৃহীতো মৃগয়াং গতঃ।
সোঽপি তস্মৈ বলিং প্রাদাচ্ছ্রুত্বা তস্য বলং মহৎ
প্রদ্যুম্নঃ সৈনিকৈঃ সার্দ্ধং কোশলান্ প্রগতো বলী
অযোধ্যানিকটে রাজন্নন্দিগ্রামে স্থিতোঽভবৎ ॥
কোশলেন্দ্রো নগ্নজিচ্চ ভূরশ্বৈশ্চ গজৈ রথৈঃ।
মহাধনৈঃ শম্বরারিমর্হয়ামাস তত্ত্ববিৎ ॥ ৬
উত্তরেশো দীপতমো নয়পালাধিপো গজঃ।
বিশালেশো বর্হিণশ্চ এতে বৈ তং বলিং দদুঃ ॥ ৭
নৈমিষেশো হরের্ভক্তঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রভাববিৎ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা দদৌ তস্মৈ বলিং নৃপ ॥ ৮
প্রয়াগং গতবান্ কার্ষ্ণিস্ত্রিবেণীং পাপনাশিনীম্
স্নাত্বা দদৌ মহাদানং তীর্থরাজপ্রভাববিৎ ॥ ৯
গজা বিংশতিসাহস্রমশ্বানাং দশলক্ষকম্।
রথানাঞ্চ চতুর্লক্ষং গবাং তত্র দশার্ব্বুদম্ ॥ ১০
হেমমালাসমাযুক্তং হেমাম্বরসমন্বিতম্।
দশভারং সুবর্ণানাং মুক্তানাং লক্ষমেব হি ॥ ১১
দ্বিলক্ষং নবরত্নানাং বস্ত্রাণাং দশলক্ষকম্।
কাশ্মীরকম্বলানাঞ্চ দ্বিলক্ষং রত্নকম্বলম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ কার্ষ্ণিস্তীর্থরাজে হরিপ্রিয়ে ॥
কারূষাধিপতিস্তত্র পৌণ্ড্রকো নাম মৈথিল ॥ ১৩
কৃষ্ণশত্রুঃ সোঽপি কার্ষ্ণিং পূজয়ামাস শঙ্কিতঃ।
প্রদ্যুম্নং চাগতং বীক্ষ্য পাঞ্চালে কান্যকুব্জকে ॥
ভয়ং প্রাপুর্নৃপাঃ সর্ব্বে দুর্গে দুর্গে কৃতার্গলাঃ ।
কান্যকুব্জাধিপো বীরো ভলন্দন ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৫
দ্রুপদঃ কম্পিলাধীশো দদতুঃ শঙ্কিতৌ বলিম্।
অথ কার্ষ্ণির্মহাবাহুর্বিন্দুদেশাংস্ততো যযৌ ॥ ১৬
বিচেলুর্যাদবাৎ সর্ব্বে ভয়ার্ত্তা দুর্গমাশ্রিতাঃ ॥ ১৭
বিন্দুদেশাধিপো রাজা দীর্ঘবাহুর্মহাবলঃ।
শম্বরারেঃ পরং সন্ধিং কর্ত্তুং সৈন্যে সমাযযৌ ॥ ১৮

দীর্ঘবাহুরুবাচ।

যূয়ং সর্ব্বে যাদবেন্দ্রা আগতা জয়িনো দিশাম্।
মনোরথং মে কুরুত ভবেঽহং তুষ্টমানসঃ ॥ ১৯
সজলস্যাপি কাচস্য পাত্রস্য শরবেধতঃ।

তারপর প্রদ্যুম্ন গোতমী, পুণ্যা সরযূ ও অনুস্রোত প্রভৃতি তীর্থে গিয়া ভাগীরথীতীরস্থ কাশীতে অভিযান করিলেন, মৃগয়ায় বহির্গত শত্রু কর্ত্তৃক গৃহীত কাশীরাজ প্রদ্যুম্নের প্রভাব বিদিত হইয়া তাঁহাকে করদান করিলেন। হে রাজন্! বলবান্ প্রদ্যুম্ন সেনাগণসহ কোশলদেশে উপনীত হইয়া অযোধ্যার নিকটে নন্দিগ্রাম সমীপে অবস্থিত হইলেন। তত্ত্বজ্ঞ কোশলপতি নগ্নজিৎ বহু মহামূল্য অশ্ব, রথ ও গজ প্রদান করিয়া শম্বরারি প্রদ্যুম্নের পূজা করিলেন। উত্তরেশ, দীপতম, নয়পালপতি গজ, বিশালেশ এবং বর্হীণ প্রভৃতি নৃপতিগণও করপ্রদান করিলেন। হে নৃপ! হরিভক্ত নৈমিষপতি কৃষ্ণের প্রভাব জানিতেন, তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রদ্যুম্নকে কর দিলেন। তীর্থরাজ-প্রভাবজ্ঞ প্রদ্যুম্ন প্রয়াগে গিয়া পাপনাশিনী ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া মহা দান করিলেন; তিনি বিংশতি সহস্র গজ, দশলক্ষ অশ্ব, চারি লক্ষ রথ, হেমমালা সমাযুক্ত স্বর্ণবসন সমন্বিত দশার্ব্বুদ গো, দশ ভার সুবর্ণ ও লক্ষ ভার মুক্তা, দ্বিলক্ষ নবরত্ন, দশ লক্ষ বস্ত্র, দ্বিলক্ষ কাশ্মীর কম্বল ও দ্বিলক্ষ রত্ন কম্বল হরিপ্রিয় প্রয়াগে বিপ্রগণকে প্রদান করিলেন। ১—১১। হে মৈথিল! কৃষ্ণশত্রু কারূষাধিপতি পৌণ্ড্রকও ভীতিবশতঃ প্রদ্যুম্নের পূজা করিল। প্রদ্যুম্ন পাঞ্চালের কান্যকুব্জে আসিয়াছেন শুনিয়া ভূপতিগণ ভয় পাইয়া প্রত্যেক দুর্গ-দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন। কান্যকুব্জরাজ বিখ্যাত বীর ভলন্দন ও কম্পিলপতি দ্রুপদ শঙ্কিত হইয়া কর দান করিলেন। অনন্তর মহাবাহু প্রদ্যুম্ন বিন্দুদেশে গমন করিলেন, তত্রত্য লোকগণ যাদবভয়ে বিচলিত হইয়া দুর্গের আশ্রয় লইল। বিন্দুদেশের অধিপতি মহাবল রাজা দীর্ঘবাহু প্রদ্যুম্নের সহিত সন্ধি করিবার জন্য তাঁহার সেনানিবাসে আসিলেন। দীর্ঘবাহু বলিলেন,—হে যাদবগণ! আপনারা দিগ্বিজয় করিতে আসিয়াছেন, যদি আমার এক মনোরথ পূর্ণ করেন, তবে আমি তুষ্ট হইব। ক্ষিপ্রহস্তে জলপূর্ণ

ন ক্ষরেদ্বিন্দুরেকোঽপি বাণস্তদধিতিষ্ঠতি ॥ ২০
ন পাত্রং শকলীভূতং তন্মধ্যে হস্তলাঘবম্ ।
যে কুর্ব্বন্তি প্রতিজ্ঞাং মে তেভ্যো দাস্যামি কন্যকাঃ ॥ ২১
যূয়ং সর্ব্বে যাদবেন্দ্রা ধনুর্ব্বেদবিশারদাঃ ।
ময়াপি নারদমুখাচ্ছ্রুতাঃ পূর্ব্বং মহাবলাঃ ॥ ২২
নারদ উবাচ ।
সর্ব্বেষাং বিস্মিতানাঞ্চ প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং বরঃ ।
তথেত্যুবাচ সদসি বিন্দুদেশাধিপং নৃপম্ ॥২৩
দীর্ঘবংশৌ ভুবি স্থাপ্য গুণং বদ্ধা তদন্তরে ।
গুণে বদ্ধা কাচকুম্ভং সজলং পশ্যতাং সতাম্ ॥ ২
ধনুর্গৃহীত্বা তদ্বীক্ষ্য বাণং কার্ষ্ণিঃ সমাদধে ।
কাচপাত্রং শরো ভিত্ত্বা তস্থৌ মধ্যেঽর্দ্ধনিঃসৃতঃ ॥
একতো মুখপুঙ্খাভ্যাং রবিরশ্মিরিবাম্বুদে ।
কাচপাত্রে বভৌ বাণস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২৫
ন পাত্রং শকলীভূতং ত্রিকুশস্য ফলং যথা ।
ন চালনং কম্পনঞ্চ বিন্দুস্রাবোঽপি নাভবৎ ॥
প্রদ্যুম্নো ভগবান্ বাণং দ্বিতীয়ং সন্দধে পুনঃ ।
সোঽপি পূর্ব্বং সমুৎসৃজ্য তত্র তস্থৌ বিদেহরাট্
শাম্বোঽপি ধনুরাদায় বাণান্ পঞ্চ সমাদধে ।
কাচপাত্রঞ্চ তে ভিত্ত্বা তস্থুরর্দ্ধনিঃসৃতাঃ ॥২৯
যুযুধানো ধনুর্নীত্বা বাণমেকং সমাক্ষিপৎ ।
সর্ব্বেষাং পশ্যতাং তেষাং পাত্রং চূর্ণীবভূব হ ॥ ৩০
উচ্চৈর্জহসুঃ সর্ব্বে যাদবাঃ পরসৈনিকাঃ ।
ত্বং মহান্ বাণধারীহ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো যথা ॥৩১
অর্জ্জুনো ভরতো রামস্ত্রিপুরঘ্নো হি বা ভবান্ ।
দ্রোণো ভীষ্মোঽথবা কর্ণো জামদগ্ন্য ইবাবদন্ ॥
অন্তঃ পাত্রং সমাধায়ানিরুদ্ধো ধন্বিনাং বরঃ ।
অধো গত্বাথ তদ্দৃষ্ট্বা বাণং চিক্ষেপ লাঘবাৎ ॥ ৩৩
সোঽপি পাত্রতলং ভিত্ত্বা তস্থৌ তত্রাপি নিঃসৃতঃ ।
তৎপাত্রাদ্ধস্তপকোর্দ্ধং বদ্ধা পাষাণমন্বরে ॥ ৩৪

কাচপাত্র শরদ্বারা এমনভাবে বিদ্ধ করুন, যেন পাত্রস্থ একবিন্দু জল না পড়ে, পরন্ত বাণ ঐ পাত্রে লগ্ন থাকে, আর পাত্র যেন খণ্ডিত না হয়। যাঁহারা আমার এই প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন, আমি তাঁহাদিগের করে আমার কন্যা অর্পণ করিব। হে যাদবেন্দ্রগণ! আপনারা সকলেই ধনুর্বিদ্যা বিশারদ মহাবল, ইহা পূর্ব্বে আমি নারদের মুখে শুনিয়াছি। ১২—২৩। নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! সকলেই বিস্মিত হইলেন, তাঁহাদের সমক্ষে ধন্বিবর প্রদ্যুম্ন বিন্দু-দেশাধিপকে সভামধ্যে তাহাই হউক, কহিয়া ভূতলে দীর্ঘাকার দুইখানি বংশদণ্ড স্থাপন ও তাহাতে গুণারোপণ করিয়া ঐ গুণে জলপূর্ণ কাচপাত্র স্থাপন করিলেন। সজ্জনগণ ইহা দেখিতে লাগিলেন। প্রদ্যুম্ন ধনু গ্রহণ ও তাহাতে বাণ যোজনা করিয়া, পাত্রের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া শর পরিত্যাগ করিলেন; কাচপাত্র বিদ্ধ করিয়া বাণ অর্দ্ধ বাহির হইল এবং বাণের অর্দ্ধ পাত্র মধ্যে রহিয়া গেল। কাচপাত্রের একদিকে বহির্গত সেই বাণাগ্রভাগ মেঘ মধ্যগত অর্ককিরণের ন্যায় কান্তি ধারণ করিল। তাহা যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার হইল। ত্রিকুশ ফলের মত পাত্র খণ্ডিত চালিত বা কম্পিত হইল না কিংবা তাহা হইতে বারিবিন্দু পতিতও হইল না। হে বিদেহরাজ! ভগবান্ প্রদ্যুম্ন পুনরায় অপরবাণ গ্রহণ করিলেন। হে বিদেহরাজ! ঐ বাণও প্রক্ষিপ্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থিত হইল। শাম্বও ধনুর্গ্রহণ করিয়া পঞ্চ শর নিক্ষেপ করিলেন, ঐ সকল শর কাচপাত্র ভেদ করিয়া অর্দ্ধনিঃসৃতাবস্থায় অবস্থিত হইল। যুযুধান ধনু লইয়া একটী বাণ নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সকলের সমক্ষে সেই কাচপাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। যাদব ও শত্রুসৈন্য সকলেই উচ্চহাস্য করিল এবং বলিল,—"ভূতলে তুমি মহাবাণধারী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তুল্য; অর্জ্জুন, ভরত, রাম ও ত্রিপুরহর হরসদৃশও তুমি; এবং তুমি দ্রোণ, ভীষ্ম কর্ণ ও পরশুরামপ্রায়। ২৪—৩২। ধনুর্দ্ধারিপ্রবর অনিরুদ্ধ অন্তঃপাত্র স্থাপনপূর্ব্বক তাহার প্রতি লক্ষ্য করত অধো-দিকে মুখ রাখিয়া ক্ষিপ্রকরে বাণ নিক্ষেপ করিলেন, ঐ বাণও পাত্রের তলদেশ ভেদ

দীপ্তিমান্ ধনুরাদায় বাণমেকং সমাদধে।
সোঽপি পাত্রতলং ভিত্ত্বা বাণমুৎসৃজ্য চাগ্রতঃ ॥
তাড়য়িত্বা চ পাষাণং পুনস্তত্র সমাশ্রিতঃ।
বাণবেগেন তদপি বিন্দুস্রাবোঽপি নাভবৎ ॥ ৩৬
গতাগতেন যাবদ্বৈ বিন্দুস্রাবোঽপি নাভবৎ।
তদা বীরাশ্চ তে সর্ব্বে সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ॥৩৭
ভানুর্ধনুঃ সংগৃহীত্বা বীক্ষ্য মীলিতলোচনঃ।
আরাচ্চিক্ষেপ নারাচং সর্ব্বেষাং পশ্যতাং সতাম্
সোঽপি পাত্রং তদা ভিত্ত্বা পাত্রং কৃত্বা হ্যধোমুখম্
পুনরূর্দ্ধমুখং কৃত্বা তস্থৌ তত্রার্দ্ধনিঃসৃতঃ ॥ ৩৯
বাণবেগেন তদপি বিন্দুস্রাবোঽপি নাভবৎ।
ন পাত্রং শকলীভূতং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৪০
এবং শ্রীকৃষ্ণপুত্রা যে অষ্টাদশ মহারথাঃ।
সর্ব্বে তু বিভিদুঃ পাত্রং জলস্রাবোঽপি নাভবৎ
বিন্দুদেশাধিপো রাজা দীর্ঘবাহুঃ সুবিস্মিতঃ।
তেভ্যোঽদাৎ কন্যকাস্তত্রা অষ্টাদশ সুলোচনাঃ
তেষাং বিবাহসময়ে শঙ্খভের্য্যানকাদয়ঃ।
নেদুর্জগুশ্চ গন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৪৩
তেষামুপরি দেবাস্তে জয়ধ্বনিসমাকুলাঃ।
ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি চক্রুঃ শ্লাঘাং দিবি স্থিতাঃ ॥৪৪
গজান্ ষষ্টিসহস্রাণি হয়ানামর্ব্বুদং তথা।
দশলক্ষং রথানাঞ্চ দাসীনাং লক্ষমেব চ ॥ ৪৫
শিবিকানাং চতুর্ল্লক্ষং পারিবর্হে দদৌ নৃপঃ।
তাঃ প্রাহিণোদ্দ্বারবতীং বধূঃ কার্ষ্ণির্যদূত্তমঃ ॥৪৬
দীর্ঘবাহুমনুজ্ঞাপ্য নিষধান্ প্রযযৌ ততঃ।
নিষধাধিপতির্বীরঃ সেনজিন্নাম মৈথিল ॥৪৭
উপায়নং দদৌ সোঽপি প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে।
তথাহি মদ্রাধিপতিঃ শ্রীকৃষ্ণেষ্টো হরিপ্রিয়ঃ ॥ ৪৮
পূজয়ামাস সবলং বৃহৎসেনো হরেঃ সুতম্।
মাথুরান্ শূরসেনাংশ্চ মধূন্ প্রাপ্তঃ সসৈনিকঃ ॥৪৯
স্বাগতৈঃ পূজিতঃ কার্ষ্ণির্মথুরায়াং যযৌ পুনঃ।

করিয়া পূর্ব্ববৎ অর্দ্ধনিঃসৃতাবস্থায় অবস্থিতি করিল। দীপ্তিমান্ অনিরুদ্ধ ঐ পাত্রের পঞ্চহস্ত ঊর্দ্ধে শূন্যে একখানি প্রস্তর স্থাপনপূর্ব্বক ধনু লইয়া একটী বাণ নিক্ষেপ করিলেন, ঐ শরও পাত্রের তলদেশ বিদ্ধ করত ঊর্দ্ধে পাষাণখণ্ড সরাইয়া দিয়া পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থান করিল; বাণবেগে একবিন্দু বারিও তাহা হইতে পাতিত হইল না; আর এই যে বাণ গতায়ত করিল, ইহা এমনই দ্রুত সম্পন্ন হইল যে, সে সময়ের মধ্যে জল পড়িতে পারিল না। তখন বীরগণ সাধু সাধু বলিয়া উঠিলেন। ভানু ধনু লইয়া মীলিত লোচনে লক্ষ্য করত সজ্জনগণের সমক্ষে দূর হইতে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন, সেই নারাচও পাত্র ভেদ করিয়া তাহাকে অধোমুখ করিল এবং পুনর্ব্বার পাত্রকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া পাত্র মধ্যে পূর্ব্ববৎ অর্দ্ধনিঃসৃতাবস্থায় রহিল। বাণবেগে তাহা হইতে একবিন্দু বারিও পড়িল না, পাত্র খণ্ডিতও হইল না, তাহা যেন এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এইরূপে মহারথ অষ্টাদশ পুত্র সকলেই পাত্র ভেদ করিলেন, কিন্তু বারিবিন্দু পতিত হইল না। বিন্দুদেশাধিপ রাজা দীর্ঘবাহু সুবিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগকে তদীয় অষ্টাদশ সুলোচনা হৃষ্টচিত্তা কন্যা দান করিলেন। ৩৩—৪২। তাঁহাদের বিবাহকালে শঙ্খ, ভেরী ও দামামা ধ্বনিত হইল, গন্ধর্ব্বগণ গান ও অপ্সরাগণ নৃত্য করিল; দম্পতিদিগের উপর দেবগণ জয়ধ্বনি সহকারে পুষ্পবর্ষণ করিলেন এবং অন্তরীক্ষে থাকিয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজা দীর্ঘবাহু বিবাহের যৌতুকস্বরূপ ষষ্টি সহস্র গজ, অর্ব্বুদ অশ্ব, দশ লক্ষ রথ, লক্ষ দাসী ও চারি লক্ষ শিবিকা প্রদান করিলেন। অনন্তর যদুবর প্রদ্যুম্ন সেই সকল পত্নীগণকে দ্বারকায় পাঠাইয়া দিয়া দীর্ঘবাহুর অনুমোদনক্রমে নিষধদেশে গমন করিলেন। হে মৈথিল! নিষধপতি বীরসেনও মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে করদান করিলেন। ঐরূপ হরিপ্রিয় কৃষ্ণপ্রিয়কারী মদ্রাধিপতি বৃহৎসেনও কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্নকে সৈন্যের সহিত পূজা করিলেন। কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন সৈন্যসহ মাথুর, শূরসেন ও মধুদেশ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় মথুরায় আগমন করিলেন এবং স্বাগত বিধানে পূজিত হইলেন। তারপর

তন্ত্রং প্রদক্ষিণীকৃত্য মথুরাং সবনাং কিল ॥ ৫০
বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাং পুলিনানি চ।
নমস্কৃত্য গবাং বৃন্দে গতঃ শ্রীনন্দগোকুলম্ ॥৫১
গোপান্ গোপীর্যশোদাঞ্চ নন্দরাজং ব্রজেশ্বরম্।
বৃষভানূপনন্দাংশ্চ নত্বা কার্ষ্ণির্ব্বভৌ নৃপ ॥ ৫২
বলিঞ্চ নন্দরাজায় দত্বা দত্বা পুনঃ পুনঃ।
তৈঃ পূজিতঃ কতিদিনৈঃ স্থিতোঽভূন্নন্দগোকুলে

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে মাথুরশূরসেনদেশবিজয়ো
নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ

অথ কার্ষ্ণির্মহাবাহুর্ধ্বজিনীভিঃ সমন্বিতঃ।
নাদয়ন্ দুন্দুভীন্ দীর্ঘান্ দীর্ঘবেগঃ কুরূন্ যযৌ ॥১
বিংশতির্যোজনানাঞ্চ মর্য্যাদীকৃততদ্বলে।
ততো তচ্ছিবিরাণাঞ্চ বিস্তারো দশযোজনম্ ॥২
পঞ্চযোজনমাশ্রিত্য তদ্বলে রাজপদ্ধতিঃ।
ধনাঢ্যানাঞ্চ বৈশ্যানামাপণানি সহস্রশঃ ॥ ৩
তথা রত্নপরীক্ষাণাং বস্ত্রব্যাপারকারিণাম্।
কাচকারা বায়কাশ্চ রঙ্গকারাঃ কুলালকাঃ ॥ ৪
কন্দকারাস্তূলকারাঃ পটকারাস্তথৈব চ।
কটকারাশ্চিত্রকারাঃ পত্রকারাশ্চ নাপিতাঃ ॥ ৫
পট্টকারা হেতিকারাঃ পর্ণকারাশ্চ শিল্পিনঃ।
লাক্ষাকারা মালিনশ্চ রজকাস্তৈলিনস্তথা ॥ ৬
তাম্বূলশোধিনস্তত্র চিত্রপাষাণকর্ম্মকাঃ।
অন্নভর্জ্জকরাস্তত্র কাচভেদিন এব হি ॥ ৭
মুক্তাদীনাঞ্চ রত্নানাং সূক্ষ্মাণাং রত্নবেধিনঃ।
এতে কারুজনাঃ সর্ব্বে দৃষ্টাস্তে রাজপদ্ধতৌ ॥ ৮
কচিদ্ভানুমতী লীলা ঐন্দ্রজালবিধায়কাঃ।
কচিন্নটাশ্চ নৃত্যন্তে যুদ্ধং ভল্লুকয়োঃ কচিৎ ॥ ৯
কচিত্তু বানরী লীলা ডমরুবাদ্যসংযুতা।
গায়ন্তি কুত্রচিদ্রাজন্ সূতমাগধবন্দিনঃ ॥ ১০
বারাঙ্গনাশ্চ নৃত্যন্তি ভূষৈর্দ্বাদশভির্যুতাঃ।

তিনি বনসহিত মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনা ও তৎপুলিন সকলকে প্রদক্ষিণ করিয়া গোবৃন্দকে নমস্কার করত নন্দ-গোকুলে আগমন করিলেন। হে নৃপ! প্রত্যুম্ন গোপ, গোপী, যশোদা, ব্রজপতি নন্দরাজ, বৃষভানু, উপনন্দ প্রভৃতিকে বন্দনা করিয়া শোভিত হইলেন এবং নন্দরাজকে পুনঃ পুনঃ বহু উপহার প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়া কতিপয় দিন নন্দ-গোকুলে বাস করিলেন। ৪৩—৫৩।

বিশ্বজিৎখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণতনয় প্রত্যুম্ন ধ্বজিনী সৈন্যগণসহ দুন্দুভির দীর্ঘনাদ করিতে করিতে অতিবেগে কুরুদেশাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ বিংশতি যোজন ব্যাপিয়া চলিতে লাগিল, যেস্থানে শিবির সংস্থাপিত হইল, তাহার বিস্তার হইল দশ যোজন এবং পাঁচ যোজন স্থানব্যাপী রাজপথাদি নির্দ্দিষ্ট হইল। সেই রাজপথে ধনবান্ বৈশ্যগণের সহস্র সহস্র বিপণী বসিয়া গেল; রত্নপরীক্ষক, বস্ত্র-ব্যবসায়ী, কাচ-কার, তন্তুবায়ক, রঙ্গকার, কুম্ভকার, কন্দ-কার, তুলার শয্যাকার, পটকার, কটকার, চিত্র-কার, পত্রকার, নাপিত, অস্ত্রকার, তাম্বুককার, লাক্ষাকার, মালাকর, রজক, তৈলী, তাম্বুল-শোধক, পাষাণ-চিত্রক, অন্ন ও ভর্জ্জকারক, কাচভেদী, সূক্ষ্ম রত্ন মুক্তাদির বেধনকারী প্রভৃতি নিপুণ শিল্পিগণ বিপণী করিলেন। হে রাজন্! রাজপথের কোথাও ঐন্দ্রজালিক দ্বারা ভানুমতী লীলা অভিনীত হইল, কোথাও নটগণ নৃত্য করিল, কোথায়ও ভল্লুক-দ্বয়ের যুদ্ধ হইল, কোথাও ডমরু বাদ্যযুক্ত বানরক্রীড়া এবং কোথায়ও সূত,মাগধ ও বন্দিগণ গান করিল। ১—১০। বারনারীরা দ্বাদশ

দিব্যৈঃ ষোড়শশৃঙ্গারৈর্হরন্ত্যপ্সরসাং মনঃ ॥ ১১
বন্ধুনামপি সেনানাং মহাতঙ্কা গজাহ্বয়ে।
চালনং সম্ভ্রমোপেতং বিহ্বলৈশ্চ জনৈরভূৎ ॥১২
বিদ্রুতুর্জনাঃ সর্ব্বে গৃহেষ্বাপাতিতার্গলাঃ।
কোলাহলো মহানাসীদ্গেহে গেহে জনে জনে ॥
বীর্য্যশৌর্য্যবলোপেতাঃ কৌরবাশ্চক্রবর্ত্তিনঃ।
আসমুদ্রক্ষিতীশেন্দ্রা জাতাস্তদপি শঙ্কিতাঃ ॥১৪
প্রদ্যুম্নপ্রেষিতঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ।
কৌরবেন্দ্রপুরং প্রাপ্তো ধৃতরাষ্ট্রং দদর্শ হ ॥ ১৫
মদচ্যুতামত্ত নৃপস্ত দন্তিনাং
কস্তুরিকাকুঙ্কুমগণ্ডশালিনাম্।
সিন্দূরশুণ্ডাস্ফুটকর্ণতাড়িতৈঃ
ষড়ঙ্ঘ্রিভির্মণ্ডিতমন্দিরাজিরম্ ॥ ১৬
যং
বাহ্লীকধৌম্যশকুনৈঃ সহ সঞ্জয়েন।
দুঃশাসনেন বিদুরেণ চ লক্ষ্মণেন
দুর্য্যোধনেন চ কৃপীসুতসোমদত্তৈঃ ॥ ১৭
শ্রীযজ্ঞকেতুসহিতৈঃ সহিতং নৃপেন্দ্রং
লীলাতপত্রসিতচামরহেমপীঠৈঃ।
সংসেবিতং পরিসমেত্য গজাহ্বয়েশং
নত্বোদ্ধবঃ প্রণত আশু কৃতাঞ্জলিস্তম্ ॥ ১৮

উদ্ধব উবাচ।

প্রদ্যুম্নেন প্রকথিতং শৃণু রাজেন্দ্রসত্তম।
উগ্রসেনঃ ক্ষিতীশেন্দ্রো যাদবেন্দ্রো মহাবলঃ।
বিজিত্য নৃপতীন্ সর্ব্বান্ রাজসূয়ং করিষ্যতি ॥
প্রেষিতস্তেন সেনাভিঃ প্রদ্যুম্নো রুক্মিণীসুতঃ।
জেতুং মহোদ্ভটান্ বীরান্ জম্বুদ্বীপস্থিতান্নৃপান্ ॥
চৈদ্যশাল্বজরাসন্ধদন্তবক্রাদিভূপতীন্।
বিজিত্য চাগতঃ কাঞ্চিত্তস্মৈ যচ্ছ বলিং বহুম্ ॥
উপায়নঞ্চ দাতব্যং বন্ধুনামৈক্যকাম্যয়া।
মাভূৎ কুরূণাং বৃষ্ণীনাং কলির্নোচেদ্ভবিষ্যতি ॥২২
তেনোদিতং মে কথিতং তৎ ক্ষমস্ব নৃপেশ্বর।
দূতস্য হি ন দোষঃ স্যাত্ত্বয়োক্তং যদ্বদামি তৎ ॥২৩

প্রকার ভূষণে ভূষিত হইয়া নৃত্য করিল, এবং ষোড়শ প্রকার শৃঙ্গারবেশ-ভূষিতা হইয়া অপ্সরাগণেরও মন হরণ করিল; হস্তিনাপুরস্থ জনগণের আত্মপক্ষীয় সেনা দ্বারাও অত্যন্ত শঙ্কা উপস্থিত হইল; জনগণ বিচলিত সম্ভ্রান্ত ও বিহ্বল হইয়া স্ব স্ব গৃহের দ্বার অর্গলবদ্ধ করত পলায়ন করিল; গৃহে গৃহে জনে জনে মহা কোলাহল উত্থিত হইল; শৌর্য্য বীর্য্য ও বলযুক্ত আসমুদ্র ক্ষিতীশ্বর চক্রবর্ত্তী কৌরবেরা শঙ্কিত হইলেন। প্রদ্যুম্নপ্রেরিত বুদ্ধিসত্তম উদ্ধব স্বয়ং কৌরবেন্দ্রপুরে গিয়া ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুর বহু মদমত্ত মাতঙ্গ-পরিশোভিত, তাহাদের গণ্ড কস্তূরী ও কুঙ্কুম-মণ্ডিত, শুণ্ডাদণ্ড উজ্জ্বল সিন্দূর-শোভিত; ঐ সকল মাতঙ্গের মদ ক্ষরিত হওয়ায় মত্ত মধুকরগণ করিগণের কর্ণদ্বারা তাড়িত হইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে পতিত হইতেছে। ভীষ্ম, কর্ণ, গুরু দ্রোণাচার্য্য, শল্য, কৃপাচার্য্য, ভুরিশ্রবা, বাহ্লীক ধৌম্য, সঞ্জয়সহ শকুনি দুঃশাসন, বিদুর, লক্ষ্মণ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা সৌমদত্তি ও যজ্ঞকেতু প্রভৃতি যাঁহার সেবা করেন, সেই নৃপবর ধৃতরাষ্ট্র কোমল আতপত্রতলে স্বর্ণপীঠে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্ণ চামরে বীজিত হইতেছেন। এইরূপে হস্তিনাপুরপতি ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আসিয়া উদ্ধব প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি করে নত বদনে তাঁহাকে কহিলেন। উদ্ধব বলিলেন,—হে রাজসত্তম! প্রদ্যুম্ন কথিত বাক্য শ্রবণ করুন। যাদবরাজ ক্ষিতিপতি মহাবল উগ্রসেন সমস্ত রাজাকে জয় করিয়া রাজসূয় করিবেন, জম্বুদ্বীপস্থিত মহাযোদ্ধা বীর নৃপতিবৃন্দের জয়ের জন্য রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন উগ্রসেন কর্ত্তৃক সসৈন্যে প্রেরিত হইয়াছেন। ১১—২০। চৈদ্য, শাল্ব, জরাসন্ধ ও দন্তবক্রাদি ভূপতিগণকে জয় করিয়া এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাকে বহু বলি দান করুন। যদি বন্ধুগণের ঐক্য কামনায় আপনি কর প্রদান না করেন, তবে বৃষ্ণি ও কুরুগণের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইবে, কিন্তু তাহা যেন হয় না। হে নৃপবর! তিনি যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহাই বলিলাম, আমাকে ক্ষমা করুন।

নারদ উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা কৌরবাঃ সর্ব্বে রাজন্ সঞ্জাতমন্যবঃ।
বীর্য্যশৌর্য্যমদোন্মত্তা উচুঃ প্রস্ফুরিতাধরাঃ ॥২৪

কৌরবা উচুঃ।

দুরত্যয়া কালগতিরহো চিত্রমিদং জগৎ।
সিংহোপরি প্রধাবন্তি শৃগালা দুর্ব্বলা বনে ॥ ২৫
অস্মৎসকাশাৎ সংবৃদ্ধা অস্মদ্দত্তনৃপাসনাঃ।
দাতৄণাং প্রতিকূলাঃ স্যুঃ পীযূষং ফণিনো যথা ॥
বৃষ্ণয়ো ভীরবঃ সর্ব্বে যুধি বিক্লবচেতসঃ।
তেঽদ্যৈব শাসনং কর্ত্তুং প্রবৃত্তা হি গতত্রিয়ঃ ॥২৭
উগ্রসেনোঽল্পবীর্য্যশ্চ জম্বুদ্বীপস্থিতান্নৃপান্।
বিজিত্যাহো বলিং নীত্বা রাজসূয়ং করিষ্যতি ॥
যত্র ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ দ্রোণো দুর্য্যোধনাদয়ঃ।
তত্র ত্বং প্রেষিতো মন্ত্রী প্রদ্যুম্নেন কুবুদ্ধিনা ॥২৯
তস্মাদ্ যাত পুরীমধ্যে যূয়ং বৈ জীবনেচ্ছয়া।
ন চেদ্ যাস্যথ বঃ সর্ব্বান্ নয়ামো যমসাদনম্ ॥৩০

নারদ উবাচ।

ইত্থং শ্রীকৃষ্ণবিমুখৈঃ কৌরবৈঃ পরিভাষিতম্।
শ্রুত্বোদ্ধবঃ শম্বরারিমেত্য সর্ব্বমুবাচ হ ॥৩১
কৌরবোক্তং বচঃ শ্রুত্বা প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং বরঃ।
প্রতিশার্ঙ্গং সংগৃহীত্বা রোষাৎ প্রস্ফুরিতাধরঃ ॥

প্রদ্যুম্ন উবাচ।

কৌরবান্ ঘাতয়িষ্যামি বন্ধূনপি মদোদ্ধতান্।
বাণৈস্তীক্ষ্ণৈর্যথা যোগী নিয়মৈর্দেহজা রুজঃ ॥ ৩৩
যদূনাং সৈন্যচক্রেষু বলিং যো ন প্রদাস্যতি।
কৌরবেভ্যোঽপি স পুমান্ পিতুর্মাতুর্ন চৌরসঃ ॥

নারদ উবাচ।

তদৈব যাদবাঃ সর্ব্বে ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকাদয়ঃ।
গজাহ্বয়ং যযুঃ সৈন্যৈ রাজন্ সঞ্জাতমন্যবঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে কৌরবোপাখ্যানং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

দূতের কোন দোষ নাই, আপনিও যাহা বলিয়া দিবেন, আমি তাহাও বলিব। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! কৌরবগণ তাহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইল; বীর্য্য ও শৌর্য্যমদে উদ্ধত হইয়া অধর কম্পিত করত বলিতে লাগিল। কৌরবগণ বলিল,—অহো! কালগতি দুরতিক্রমণীয়া, এ জগৎও বৈচিত্রময়; দুর্ব্বল শৃগালগণ সিংহের উপর প্রধাবিত হয়। যাহারা আমাদের সহিত সম্বন্ধ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে ও আমরা যাহাদিগকে নৃপপদ প্রদান করিয়াছি, তাহারাই আজ সুধাপায়ী সর্পের মত দাতার প্রতিকূল হইয়াছে। যে বৃষ্ণিবংশ ভীরু ও যুদ্ধে হতচিত্ত হয়, সেই নির্লজ্জেরা আমাদের শাসনে প্রবৃত্ত! অহো! অল্পবল উগ্রসেন জম্বুদ্বীপের রাজগণকে পরাজিত করিয়া কর গ্রহণ করত রাজসূয় করিবে! যে স্থানে ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ ও দুর্য্যোধনাদি বিদ্যমান, কুবুদ্ধি প্রদ্যুম্ন তথায় তোমাকে মন্ত্রী করিয়া পাঠাইয়াছে। যদি জীবনের ইচ্ছা থাকে, তবে স্বীয় পুরীমধ্যে গমন কর; যদি না যাও, তবে সকলকেই যমপুরে প্রেরণ করিব।২১-৩০। নারদ বলিলেন,—কৃষ্ণবিমুখ কৌরবগণ এইপ্রকার কহিলে, উদ্ধব তাহা শুনিয়া আসিয়া সমস্তই প্রদ্যুম্নকে নিবেদন করিলেন। ধন্বিবর প্রদ্যুম্ন কৌরবগণের বাক্য শুনিয়া রোষবশে অধর কম্পিত করত শার্ঙ্গতুল্য ধনু গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—যোগী যেমন সংযম দ্বারা দেহজ রোগনাশ করেন, তদ্রূপ বন্ধু হইলেও মদোদ্ধত কৌরবগণকে শাণিত শর দ্বারা বধ করিব। কৌরব পক্ষ হইতে যাহারা যদুসৈন্যগণকে কর না দিবে তাহারা পিতা মাতার ঔরসজাত নহে। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! তখনই ক্রোধযুক্ত ভোজ বৃষ্ণি ও অন্ধকাদি যাদবেরা সৈন্যসহ হস্তিনাপুরে উপনীত হইলেন। ৩১—৩৫।

বিশ্বজিৎখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

তদৈব কৌরবাঃ সর্ব্বে নির্গতা দীপ্তমন্যবঃ।
স্বৈঃ স্বৈর্ব্বলৈঃ সমাযুক্তা যোদ্ধুং প্রদ্যুম্নসম্মুখে ॥১
বিজয়ধ্বজসংযুক্তা রত্নকম্বলমণ্ডিতাঃ।
গজাঃ ষষ্টিসহস্রাণি নির্যযুঃ স্বর্ণশৃঙ্খলাঃ ॥ ২
প্রলয়াব্ধিমহাবর্ত্তসঙ্ঘর্ষধ্বনিকারিণাম্।
গজাঃ ষষ্টিসহস্রাণি দুন্দুভীনাং বিনির্গতাঃ ॥ ৩
গজবাহা বৃহদ্ভল্লা লোহকঞ্চুকমণ্ডিতাঃ।
শিরস্ত্রমৌলিসংযুক্তা দ্বিলক্ষাণি বিনির্যযুঃ ॥ ৪
হেমকঙ্কণকেয়ূরকিরীটবরকুণ্ডলাঃ।
গজস্থাশ্চ দ্বিলক্ষাণি নির্যযুঃ চলকুণ্ডলাঃ ॥ ৫
পীতকঞ্চুকসংযুক্তাস্তির্য্যগুষ্ণীষশালিনঃ।
গজস্থাশ্চ দ্বিলক্ষাণি সংগ্রামে লব্ধকীর্ত্তয়ঃ ॥ ৬
রক্তাম্বরধরাঃ কেচিদ্রক্তভূষণভূষিতাঃ।
রক্তকম্বলসংযুক্তৈর্গজৈরুচ্চৈর্বিনির্গতাঃ ॥ ৭
কৃষ্ণাম্বরধরা নাগৈর্হরিদ্বস্ত্রসমাবৃতাঃ।
কেচিচ্ছুক্লাম্বরাঃ কেচিন্নির্যযুঃ পাটলাম্বরাঃ ॥ ৮
রথৈশ্চ দেবধিষ্ণ্যাভৈর্মৃগেন্দ্রধ্বজশোভিতৈঃ।
পতৎপতাকৈরত্যুচ্চৈর্নির্যযুঃ কোটিশো নৃপাঃ ॥৯
আঙ্গৈর্বাঙ্গৈঃ সৈন্ধবৈশ্চ চঞ্চলৈস্তরগৈর্নৃপাঃ।
মনোজবৈঃ স্বর্ণভূষৈর্নির্যযুঃ শস্ত্রসংবৃতাঃ ॥ ১০
সমন্তান্নির্যযুর্বীরা লোহকঞ্চুকমণ্ডিতাঃ।
বিদ্যাধরসমা রাজন্ সঙ্কুলা যুদ্ধশালিনঃ ॥ ১১
জগুর্যশঃ কৌরবাণাং সূতমাগধবন্দিনঃ।
ভেরীমৃদঙ্গৈঃ পটহৈরানকৈর্যুদ্ধনিস্বনৈঃ ॥ ১২
মৃগেন্দ্রধ্বজসংযুক্তৈঃ শুক্লবাহনিয়োজিতৈঃ।
ব্যজনৈর্বজ্রদণ্ডৈশ্চ চামরান্দোলরাজিতৈঃ ॥ ১৩
চতুর্যোজনমাত্রেণ চন্দ্রমণ্ডলচারুণা।
ছত্রেণ মণ্ডিতো রাজভিন্দদত্তেন মনোহরে ॥ ১৪
দুর্য্যোধনো বভৌ সৈন্যে মহতি স্যন্দনে স্থিতঃ।
তথান্যে ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ স্যন্দনে স্যন্দনে স্থিতাঃ ॥১৫
চতুর্যোজনমাত্রৈশ্চ ছত্রৈর্মুক্তাবিলম্বিভিঃ।

বিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—কৌরবগণের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল, তখনই তাহারা স্ব স্ব সৈন্যের সহিত নির্গত হইয়া যুদ্ধ বাসনায় প্রদ্যুম্ন সম্মুখে আগমন করিল। তাহাদের সহিত বিজয় ধ্বজ-যুক্ত রত্নকম্বলমণ্ডিত স্বর্ণশৃঙ্খলসমন্বিত ষষ্টি সহস্র গজ আসিল, প্রলয় জলধির মহাবর্ত্তের সংঘর্ষ-ধ্বনির ন্যায় শব্দকারী দুন্দুভির সহিত ষষ্টি সহস্র গজ নির্গত হইল, বৃহৎ ভল্লধারী লৌহ-বর্ম্মমণ্ডিত উষ্ণীষ ও মুকুটশোভিত গজারোহী দ্বিলক্ষ বীর আগমন করিল, স্বর্ণ কঙ্কণ কেয়ূর কিরীট ও উত্তম কুণ্ডলমণ্ডিত এবং স্বর্ণ-বর্ম্ম-ভূষিত দ্বিলক্ষ গজারোহী বীর নির্গত হইল পীত বর্ম্মাবৃত বক্র উষ্ণীষধারী যুদ্ধে লব্ধকীর্ত্তি দ্বিলক্ষ বীর সংগ্রামে আগমন করিল। কোন বীর রক্তকম্বলধারী ও কোন বীর রক্তভূষণে ভূষিত হইয়া রক্তকম্বলাবৃত উন্নত গজে আরোহণপূর্ব্বক নির্গত হইল; কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ হরিতবর্ণ,কেহ শুক্লবর্ণ এবং কেহ কেহ পাটলবর্ণ বস্ত্রে ভূষিত হইয়া গজারোহণে বাহির হইল; সিংহধ্বজযুক্ত পতপত শব্দায়মান অত্যুচ্চ পতাকাশোভিত দেবরথসদৃশ রথে আরূঢ় হইয়া কোটি কোটি নৃপতি আগমন করিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ ও সিন্ধুদেশজাত চঞ্চল মনোবৎ বেগগামী স্বর্ণভূষিত অশ্বে আরোহণ করিয়া শস্ত্রধারী বীরগণ চারিদিক হইতে আসিতে লাগিলেন; হে রাজন্! ঐ সকল বর্ম্মাবৃত বীরগণ বিদ্যা-ধরোপম ও শঙ্কুল সমরে সুশিক্ষিত। ১—১১। সূত মাগধ ও বন্দীরা কৌরবগণের যশোগান করিল; ভেরী, মৃদঙ্গ, পটহ ও আনকাদি যুদ্ধ বাদ্যের ধ্বনি হইল। সিংহচিহ্নযুক্ত শুভ্রবসনধারী বাহক দ্বারা অবলম্বিত হীরক নির্ম্মিত দণ্ডযুক্ত আন্দোলিত চামরশোভিত ব্যজনে বীজিত এবং রাজগণ প্রদত্ত চারি-যোজন দূর হইতেও চারু চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান। দুর্য্যোধন একখানি মহা-রথে অবস্থিত হইয়া শোভিত হইলেন, ঐরূপ অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ পৃথক্ পৃথক্ রথে আরোহণ করিল। ইহাদের মুক্তাবিল-ম্বিত ছত্রসমূহে চারিযোজনস্থল পরিব্যাপ্ত

সুরথেনাতিভীমেন কৃপেণ গুরুণা সহ ॥ ১৬
বাহ্লীককর্ণশল্যৈশ্চ সোমদত্তেন ধীমতা।
অশ্বত্থামা চ ধৌম্যেন লক্ষ্মণেন ধনুষ্মতা ॥ ১৭
শকুনেন চ বীরেণ তথা দুঃশাসনেন চ।
সঞ্জয়েন তথা সাক্ষাদ্ভূরিণা যজ্ঞকেতুনা ॥ ১৮
সুযোধনো নৃপো রেজে যথা শক্রো মরুদ্গণৈঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থাৎ পাণ্ডুপুত্রৈঃ প্রেষিতং পৃতনাদ্বয়ম্ ॥১৯
তদৈব চাগতং রাজন্ কৌরবাণাং সহায়কৃৎ।
অক্ষৌহিণীষোড়শভিঃ কুরূণাং চলতাং তদা ॥২০
চচাল ভূর্দ্দিশো নেদু রজো ব্যাপ্তং নভোঽভবৎ
তারকেব বভৌ সূর্য্যো গজাশ্বরথরেণুভিঃ ॥ ২১
অন্ধকারোঽভবদ্ভূমৌ দেবাঃ সর্ব্বেঽপি শঙ্কিতাঃ
যত্র তত্র গজানাঞ্চ চোদনাভিশ্চ ভূরুহাঃ ॥ ২২
নিপেতুস্তুরগৈর্বীরৈঃ ক্ষণং ভূখণ্ডমণ্ডলম্।
সেনাঃ কুরূণাং বৃষ্ণীনাং যুযুধুশ্চ পরস্পরম্ ॥২৩
তীক্ষ্ণৈঃ শস্ত্রৈর্যথা সপ্তসমুদ্রাস্তরলৈর্লয়ে
হয়া হয়ৈরিভাশ্চেভৈ রথিনো রথিভিঃ সহ ॥ ২৪

শ্যেনৈঃ শ্যেনা ইব ক্রব্যে পত্তয়ঃ পত্তিভির্মৃধে।
মহামাত্যৈর্মহামাত্যাঃ সূতাঃ সূতৈর্নৃপৈর্নৃপাঃ ॥
যুযুধুঃ ক্রোধসংযুক্তাঃ সিংহৈঃ সিংহা ইবৌজসা।
খড়্গৈঃ কুন্তৈঃ শক্তিভিশ্চ ভল্লৈঃ পট্টিশমুদ্গরৈঃ ॥
গদাভির্মুসলৈশ্চক্রৈস্তোমরৈর্ভিন্দিপালকৈঃ।
শতঘ্নীভির্ভুশুণ্ডীভিঃ কুঠারৈশ্চ স্ফুরৎপ্রভৈঃ ॥২৭
চিচ্ছিদুর্ব্বাণপটলৈঃ শিরাংসি ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
বাণান্ধকারে সঞ্জাতে প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং বরঃ ॥২৮
দুর্য্যোধনেন যুযুধে ধনুষ্টঙ্কারয়ন্মুহুঃ।
অনিরুদ্ধশ্চ ভীষ্মেণ দীপ্তিমাংশ্চ কৃপেণ বৈ ॥ ২৯
ভানুর্দ্রোণেন শাম্বস্তু বাহ্লীকেন নৃপেশ্বর।
মধুঃ কর্ণেন চাযুধ্যদ্ বৃহদ্ভানুঃ শলেন বৈ ॥ ৩০
চিত্রভানুর্হরেঃ পুত্রঃ সোমদত্তেন ধীমতা।
অশ্বত্থাম্না বৃকশ্চৈবারুণো ধৌম্যেন মৈথিল ॥ ৩১
পুষ্করো লক্ষ্মণেনাশু দুর্য্যোধনসুতেন বৈ।

হইল। অতি মহারথ ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণাচার্য্য, বাহ্লীক, কর্ণ, শল্য, ধীমান্ সোমদত্ত, অশ্বত্থামা, ধৌম্য, ধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণ, বীর শকুনি, দুঃশাসন, সঞ্জয়, ভূরিশ্রবা ও যজ্ঞকেতু প্রভৃতি বীরগণে পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন মরুদ্গণমণ্ডিত ইন্দ্রের ন্যায় শোভাধারণ করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে পাণ্ডুপুত্রগণ কর্ত্তৃক দুই পৃতনা সেনা প্রেরিত হইল; হে রাজন্! তাহারা দুর্য্যোধনের সাহায্য করিবার জন্য তখনই আসিল। কৌরবগণ যোড়শ অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া যুদ্ধার্থ গমন করিল। ১২—২০। তখন পৃথিবী প্রচলিত, দিক্সকল ধ্বনিত ও আকাশ রজোব্যাপ্ত হইল; গজ, অশ্ব ও রথধূলিতে আবৃত দিবাকর তারার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ভূভাগ অন্ধকার হইয়া গেল, সুরগণ পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। গজ অশ্ব ও বীরগণের গতায়াতে ভূমণ্ডলে তরুগণ পতিত হইল। কুরু যাদব সেনাসমূহ পরস্পর শাণিত শস্ত্রদ্বারা এমনই যুদ্ধ করিল যে, মনে হইতে লাগিল যেন সপ্তসমুদ্র প্রলয়কালীন জলোচ্ছ্বাসে ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে। অশ্ব, অশ্বগণসহ, গজ গজগণের সহিত, রথিগণ রথিগণের সহিত এবং পদাতিগণ পদাতিগণের সহিত মাংসার্থী শ্যেনগণের সহিত শ্যেনগণের ন্যায় যুদ্ধ করিল। মহামাত্যগণ মহামাত্যদিগের সহিত, সূতগণ সূতগণের সহিত, নৃপগণ নৃপগণের সহিত ক্রোধভরে সিংহগণের সহিত সিংহগণের সমরের ন্যায় অতিতেজে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। খড়্গ, কুন্ত, শক্তি, ভল্ল, পট্টিশ, মুদ্গর গদা, মুষল, চক্র, তোমর, ভিন্দিপাল, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী, প্রদীপ্ত কুঠার ও শরনিকর দ্বারা ক্রোধমূর্চ্ছিত বীরগণ পরস্পর শিরশ্ছেদ করিল। শরনিকর দ্বারা রণক্ষেত্র অন্ধকার হইলে ধন্বিবর প্রদ্যুম্ন মুহুর্ম্মুহু ধনুষ্টঙ্কার করিয়া দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিলেন। হে নৃপবর! অনিরুদ্ধ ভীষ্মের সহিত, দীপ্তিমান্ কৃপাচার্য্যের সহিত ভানু দ্রোণের সহিত, শাম্ব বাহ্লীকের সহিত, মধু কর্ণের সহিত এবং বৃহদ্ভানু শলের সহিত সমর করিলেন। ২১—৩০। হে মৈথিল! হরিতনয় চিত্রভানু ধীমান্ সোমদত্তের সহিত, বৃক ও অরুণ অশ্বত্থামা ও ধৌম্যের সহিত,

বেদবাহুঃ কৃষ্ণসুতঃ শকুনেন মহামৃধে ॥ ৩২
দুঃশাসনেন সমরে শ্রুতদেবো হরেঃ সুতঃ ।
তথাহি সুমৃধে যুদ্ধে সঞ্জয়েন সুনন্দনঃ ॥ ৩৩
বিদুরেণ গদঃ সাক্ষাৎ কৃতবর্ম্মা চ ভূরিণা,
অক্রূরো যুযুধে রাজন্নাহবে যজ্ঞকেতুনা ॥ ৩৪
এবং পরস্পরং যুদ্ধং বভূব তুমুলং মহৎ ।
কার্ষ্ণির্বিলোড়য়ামাস দুর্য্যোধনবলং মহৎ ॥ ৩৫
বাণসঙ্ঘেন বারাহো দংষ্ট্রয়া চ যথার্ণবম্ ।
বাণসন্তিন্নকুম্ভানাং করিণাং প্রপতন্তি খাৎ ॥ ৩৬
মুক্তাফলানি রেজুঃ কৌ রাত্রৌ তারাগণা ইব ।
বাণৈঃ সম্পাতয়ামাস রথিনঃ সারথীন্ রথান্ ॥৩৭
মহামৃধে মৈথিলেন্দ্র বেগৈর্ব্বাতো যথা তরূন্ ।
দুর্য্যোধনস্তদা প্রাপ্তো ধনুষ্টঙ্কারয়ন্মুহুঃ ॥ ৩৮
প্রদ্যুম্নং তাড়য়ামাস সায়কৈর্দ্দশভির্মৃধে ।
তান্ প্রচিচ্ছেদ ভগবান্ প্রদ্যুম্নো যাদবেশ্বরঃ ॥ ৩৯
দুর্য্যোধনঃ পুনস্তস্য কবচে সায়কান্ দশ ।
নিচখান স্বর্ণপুঙ্খান্ ভিত্ত্বা বর্ম্ম তনৌ গতাঃ ॥ ৪০
সহস্রৈর্বাণপটলৈঃ সহস্রাশ্বান্ জঘান হ ।
চিচ্ছেদ বাণশতকৈঃ কোদণ্ডং সগুণং পরম্ ॥ ৪১
শম্বরারের্মহাবীরো ধৃতরাষ্ট্রসুতো বলী ।
প্রদ্যুম্নস্তং রথং ত্যক্ত্বাথান্যমারুহ্য সত্বরম্ ॥ ৪২
কৃষ্ণদত্তং ধনুর্নীত্বা সজ্জং কৃত্বা বিধানতঃ ।
একং বাণং সমাধায় কর্ণান্তং তচ্চকর্ষ হ ॥ ৪৩
ভুজদণ্ডস্য বেগেন তদ্রথে নিচখান হ ।
গৃহীত্বা তদ্রথং বাণো ভ্রাময়িত্বা ঘটীদ্বয়ম্ ॥ ৪৪
আকাশাৎ পাতয়ামাস কমণ্ডলুমিবার্ভকঃ ।
পতনেন রথঃ সদ্যশ্চূর্ণীভূতো বভূব হ ॥ ৪৫
সসূতাশ্চ হয়াঃ সর্ব্বে পঞ্চতাং প্রাপুরগ্রতঃ ।
অন্যং রথং সমাস্থায় ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহাবলঃ ॥ ৪৬
প্রদ্যুম্নং তাড়য়ামাস দশভিঃ সায়কৈর্মৃধে ।
তৈস্তাড়িতো হরেঃ পুত্রো মালাহত ইব দ্বিপঃ ॥৪৭
কৃষ্ণদত্তে চ কোদণ্ডে তথৈকং বাণমাদধে ।
বাণস্তং সরথং নীত্বা যাবৎ প্রাগাম্মহাম্বরে ॥৪৮

পুষ্কর দুর্য্যোধনতনয় লক্ষণের সহিত, কৃষ্ণতনয় বেদবাহু শকুনির সহিত সেই মহাসমরে যুদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! কৃষ্ণতনয় শ্রুতদেব দুঃশাসনের সহিত, সুনন্দন সঞ্জয়ের সহিত গদ বিদুরের সহিত, স্বয়ং কৃতবর্ম্মা ভূরিশ্রবার সহিত এবং অক্রূর যজ্ঞকেতুর সহিত সমর করিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ হইল; বরাহদেব যেমন দন্তদ্বারা সমুদ্রকে আলোড়িত করিয়াছিলেন, প্রদ্যুম্ন সেইরূপ দুর্য্যোধনের সেই মহাসৈন্য আলোড়িত করিতে লাগিলেন। শরনিকরে ছিন্ন ও শুণ্ড হইতে ভূতলে পতিত করিকুম্ভের মুক্তাশ্রেণী রাত্রিতে গগনে তারকারাজির ন্যায় বিরাজ করিল। হে মৈথিলেন্দ্র! সেই মহা সমরে প্রবল বায়ুবেগ যেরূপ তরুনিকর পাতিত করে, তদ্রূপ প্রদ্যুম্ন বাণনিবহ দ্বারা বহু রথী, সারথি ও রথ বিদ্ধস্ত করিলেন। তখন দুর্য্যোধন মুহুর্মুহু ধনুকে টঙ্কার করিয়া প্রদ্যুম্ন সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং দশবাণে তাঁহাকে তাড়িত করিল। যাদবেশ্বর ভগবান্ প্রদ্যুম্ন সেই সকল ছেদন করিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহার কবচে পুনরায় দশটী স্বর্ণপুঙ্খ বাণ প্রহার করিল, ঐ বাণ প্রদ্যুম্নের কবচ ভেদ করিয়া দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ৩১—৪০। ধৃতরাষ্ট্রতনয় মহাবল দুর্য্যোধন সহস্রবাণে প্রদ্যুম্নের সহস্র অশ্ব, শতবাণে উত্তম গুণযুক্ত, ধনু ছেদন করিল, প্রদ্যুম্ন সেই রথ পরিত্যাগ করিয়া সত্বর অন্য রথে আরোহণ করিলেন এবং কৃষ্ণদত্ত ধনুর্গ্রহণ ও যথাযথ জ্যাযুক্ত করিয়া একটী বাণ কর্ণান্ত আকর্ষণপূর্ব্বক সন্ধান করিলেন। তাঁহার বাহুবেগে সেই নিক্ষিপ্ত বাণ দুর্য্যোধনের রথে পতিত হইল এবং সেই রথ আকাশে আকর্ষণ করিয়া ঘটিকাদ্বয় যাবৎ ভ্রামিত করত বালকের কমণ্ডলু নিক্ষেপের ন্যায় আকাশ হইতে পাতিত করিল। সেই পতনবেগে রথ সদ্য চূর্ণিত ও অশ্বসহ সারথি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহাবল দুর্য্যোধন অন্য রথ আনয়ন করিয়া দশবাণে সমরে প্রদ্যুম্নকে প্রহার করিল, সেই বাণাঘাতে মালাহত হস্তীর ন্যায় স্থির প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণদত্ত ধনুকে একটী বাণ

তাবদ্বাণো দ্বিতীয়োঽপি তং গৃহীত্বা যযৌ ত্বরম্
তাবত্তৃতীয়ঃ সম্প্রাপ্তো নীত্বা তং মন্দিরাজিরে ॥
ধৃতরাষ্ট্রসমীপে চ সরথং সাশ্বসারথিম্ ।
আকাশাৎ পাতয়ামাস পদ্মকোশমিবানিলঃ ॥ ৫০
বাণস্তং পাতয়িত্বা তু রণে কার্ষ্ণিং সমাযযৌ ॥৫১
পতনেন বিশীর্ণোঽভূদঙ্গার ইব তদ্রথঃ ।
সুযোধনো মূর্চ্ছিতোঽভূদ্বমন্ রুধিরং মুখাৎ ॥৫২

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে কৌরবযুদ্ধবর্ণনং নাম
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

একবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ ।

দুর্য্যোধনে গতে তত্র হাহাকারো মহানভূৎ ।
তদা দেবব্রতো ভীষ্মো গাঙ্গেয়ঃ প্রযযৌ ত্বরম্ ॥১
যদূনাং পশ্যতাং তেষাং ধনুষ্টঙ্কারয়ন্মুহুঃ ।
ভস্মীকর্ত্তুং যদুবলং বনং বহ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ২
সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো মহাভাগবতঃ কবিঃ ।
বীরযূথাগ্রণীর্যেন রামোঽপি যুধি তোষিতঃ ॥ ৩
শিরস্ত্রী মুকুটী গৌরঃ শ্বেতশ্মশ্রুঃ পিতামহঃ ।
যথা ষোড়শবর্ষীয়ো যুদ্ধান্তঃ বিচরন্ বলাৎ ॥ ৪
বাণৈর্নিপাতয়ামাসানিরুদ্ধস্য বলং মহৎ ।
করিণশ্ছিন্নশিরসো হয়াস্তে ভিন্নকন্ধরাঃ ॥ ৫
খড়্গহস্তা ভিন্নবাণৈঃ পত্তয়োপি দ্বিধাভবন্ ।
রথাশ্চূর্ণীকৃতা জাতা হতসূতাশ্বনায়কাঃ ॥ ৬
অধোমুখা ঊর্দ্ধমুখাশ্ছিন্নপাদা নৃপাত্মজাঃ ।
খড়্গহস্তা ধনুর্হস্তাঃ পতিতাশ্ছিন্নবাহবঃ ॥ ৭
কেচিদ্বৈ ছিন্নকবচা নিপেতুর্ভূমিমণ্ডলে ।
অশ্বৈর্বীরৈ রথৈর্নাগৈঃ পতিতৈঃ স্বর্ণভূষিতৈঃ ॥৮
যুদ্ধমণ্ডলমারেজে বনং বৃক্ষৈর্হতৈর্যথা ।
শস্ত্রদন্তা বাণকেশা ধ্বজবস্ত্রা করিস্তনা ॥ ৯

সন্ধান করিলেন। সেই শরে সারথিসহ দুর্য্যো-ধনরথ মহাকাশে উত্থিত হইল, এই অবকাশে প্রদ্যুম্ন দ্বিতীয় শর সন্ধান করিলেন। ঐ শর সত্বর রথ লইয়া আরও বেগে গমন করিল, এই সঙ্গে তিনি তৃতীয় শর সন্ধান করিলেন, এইশর অশ্ব ও সারথিসহ রথস্থ দুর্য্যোধনকে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে অঙ্গন মধ্যে গগন হইতে পাতিত করিল; এই ব্যাপার পবনের পদ্ম-কোষ উত্তোলনের ন্যায় প্রতিভাত হইল। বাণ দুর্যোধনকে পাতিত করিয়া পুনরায় প্রদ্যুম্ন সমীপে আগমন করিল। পতনবেগে রথ অঙ্গারের ন্যায় বিশীর্ণ হইল এবং দুর্য্যোধন মূর্চ্ছিত হইয়া মুখ হইতে শোণিত বমন করিল। ৪১—৫২।

বিশ্বজিৎখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—দুর্য্যোধন এইরূপে নীত হইলে তথায় এক মহা হাহাকার উত্থিত হইল, তখন গঙ্গানন্দন দেবব্রত ভীষ্ম সত্বর যাদব-গণের সমক্ষে মুহুর্মুহু ধনুষ্টঙ্কার করিয়া বনদাহী প্রদীপ্ত বহ্নির মত যাদব সৈন্য সংহারার্থ সমাগত হইলেন। যিনি যুদ্ধে বীরসমাজের অগ্রণী পরশুরামকে প্রীত করিয়াছিলেন, সেই ধার্ম্মিক-প্রবর অতীতদর্শী শ্রেষ্ঠ মহাভাগবত শ্বেতশ্মশ্রু গৌরবর্ণ পিতামহ শিরস্ত্রাণ ও মুকুট শোভিত হইয়া যুদ্ধস্থলে শৌর্য্যবীর্য্যে ষোড়শ বর্ষীয় যুবকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বহুবাণে অনিরুদ্ধের মহাসৈন্য নিহত করিলেন; হাস্তিগণের মস্তক ছিন্ন, অশ্বগণের কন্ধর ভিন্ন এবং অসি হস্ত পদাতিগণও বাণাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইল। তিনি রথ চূর্ণিত এবং সারথি ও সেনাপতিগণকে নিহত করিলেন। যুদ্ধাগত খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ হস্তে নৃপতনয়গণ অধোমুখ, ঊর্দ্ধমুখ, ছিন্নপাদ ও ছিন্নবাহু হইয়া পতিত হইল। কাহারও কবচ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং স্বর্ণভূষিত বহু অশ্ব, রথ, হস্তী ও বীরগণ ভূতল আশ্রয় করিল। ১—৮। যুদ্ধভূমি হতবৃক্ষ বনের মত প্রতি-হইতে লাগিল। হে রাজন্! শস্ত্র দন্ত,

রথাশ্বকুণ্ডলা রাজন্ মহামারীব দুর্দ্ধর্ষতী।
ক্ষতজস্রাবসম্ভূতা রথাশ্বনরবাহিনী ॥ ১০
আপগাভূম্মহাদুর্গা নরৈর্বৈতরণী যথা
কুষ্মাণ্ডোন্মাদবেতালা নদন্তো ভৈরবং স্বনম্ ॥ ১১
হরমালার্থমাগত্য জগৃহুর্নৃশিরাংসি চ।
রথেনাতিপতাকেনানিরুদ্ধো ধম্বিনাং বরঃ ॥ ১২
স্ববলং পতিতং দৃষ্ট্বা প্রাগাদ্ভীষ্মং মৃধে মহান্।
প্রলয়াব্ধিমহাবর্ত্তভীমসঙ্ঘর্ষনাদিনীম্ ॥ ১৩
ধনুর্জ্যাং তস্য চিচ্ছেদ বাণেনৈকেন কার্ষ্ণিজঃ
তুণ্ডয়া তীক্ষ্ণয়া রাজন্ গরুড়ঃ সর্পিণীং যথা ॥১৪
ভীষ্মোঽন্যদ্ধনুরাদায় সজ্জং কৃত্বা তদাত্মবান্।
সর্ব্বেষাং পশ্যতাং তত্র ব্রহ্মাস্ত্রং সন্দধে মৃধে ॥১৫
ততঃ প্রাদুষ্কৃতং তেজঃ প্রচণ্ডং বীক্ষ্য মাধবঃ।
স্ববলস্যাপি রক্ষার্থং ব্রহ্মাস্ত্রং সন্দধে স্বয়ম্ ॥ ১৬
দ্বাদশাদিত্যসঙ্কাশে যুযুধাতে পরস্পরম্।
ত্রীঁল্লোকান্দহতী দ্বে যেঽনিরুদ্ধস্তং জহার হ ॥
গাঙ্গেয়স্যাপি কোদণ্ডং তড়িদ্বর্ণং যদূত্তমঃ।
চিচ্ছেদ সায়কৈঃ সূর্য্যো নীহারমিব রশ্মিভিঃ ॥ ১৮
ভীষ্মো গৃহীত্বাথ গদাং লক্ষভারময়ীং দৃঢ়াম্।
প্রাহিণোদনিরুদ্ধায় সিংহনাদং তদাকরোৎ ॥১৯
গৃহীত্বা বামহস্তেন গরুত্মানিব পন্নগীম্।
প্রদ্যুম্নো ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রাহিণোৎ
স্বগদাং হৃদি ॥২০
গদাপ্রহারব্যথিতো মূর্চ্ছিতঃ পতিতো রথাৎ।
বভৌ সূর্য্যো যথাকাশাদগাঙ্গেয়ো মৃধমণ্ডলে ॥ ২১
কৃপাচার্য্যোঽপি তত্রৈবানিরুদ্ধায় মহাত্মনে।
শক্তিং চিক্ষেপ সহসা রুষা প্রস্ফুরিতাধরঃ ॥ ২২
দীপ্তিমান্ কৃষ্ণপুত্রস্তু পথি চিচ্ছেদ তাং নৃপ।
খড়্গেন শিতধারেণ কুবাক্যেনেব মিত্রতাম্ ॥২৩
দ্রোণাচার্য্যো মহাবাহুর্ভানুপরি রুষান্বিতঃ
চিক্ষেপ পার্ব্বতঞ্চাস্ত্রং ধনুষ্টঙ্কারয়ন্মুহুঃ ॥ ২৪
পতন্তঃ পর্ব্বতা ব্যোম্নশ্চূর্ণয়ন্তো দ্বিষদ্বলম্।
তেষাং পাতেন রাজেন্দ্র হাহাকারো মহানভূৎ ॥

শর কেশ, ধ্বজ বস্ত্র, হস্তী স্তন এবং চক্রকুণ্ডল রণক্ষেত্রে যেন এতাদৃশী মহামারীমূর্ত্তি প্রকটিত হইল। বীরগণের শোণিতস্রাবে সম্ভূত মানবগণের দুস্তর বৈতরণীর মত নদী উৎপন্ন হইয়া রথ, অশ্ব ও সৈন্যগণকে ভাসাইয়া দিল। কুষ্মাণ্ড ও উন্মাদ বেতালগণ ভীষণ নাদ করিতে করিতে আসিয়া মহাদেবের মালার জন্য নরমস্তক সংগ্রহ করিতে লাগিল। স্বীয় সৈন্যগণের পতনদর্শনে ধম্বিবর মহাবীর অনিরুদ্ধ অত্যুচ্চপতাকাযুক্ত রথারোহণে ভীষ্মের সম্মুখীন হইলেন। হে রাজন্! গরুড় যেমন তীক্ষ্ণ তুণ্ডদ্বারা সর্পিণীকে ছেদন করে, তদ্রূপ প্রদ্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধ একবাণে ভীষ্মের প্রলয় জলধির মহাবর্ত্ততুল্য ভীষণ শব্দকারী ধনুর্গুণ ছিন্ন করিলেন। তখন আত্মবান্ ভীষ্ম অন্য ধনু গ্রহণ ও জ্যারোপণ করিয়া সকলের সমক্ষে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ ও সন্ধান করিলেন। অনন্তর তাহা হইতে অতি প্রচণ্ডতেজ প্রাদুর্ভূত হইল, তদ্দর্শনে স্বয়ং মাধবও নিজের সৈন্য রক্ষার্থে ব্রহ্মাস্ত্র ধারণ করিলেন। সেই দ্বাদশ দিবাকর দ্যুতি ব্রহ্মাস্ত্রদ্বয় পরস্পর যুদ্ধ করত ত্রিলোক দগ্ধ করিতে লাগিল, অনিরুদ্ধ ব্রহ্মাস্ত্রদ্বয় সংযত করিলেন। যদূত্তম অনিরুদ্ধ বহু বাণ নিক্ষেপে সূর্য্যের নীহার হরণের ন্যায় ভীষ্মের বিদ্যুদ্বর্ণ ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভীষ্ম লক্ষভারময়ী গুরুগদা গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে অনিরুদ্ধকে বিদ্ধ করিলেন। ৯—১৯। স্বয়ং ভগবান্ প্রদ্যুম্ন গরুড়ের সর্প গ্রহণের ন্যায় বামহস্তে সেই গদা ধারণ করিয়া স্বীয় গদা ভীষ্মের প্রতি প্রয়োগ করিলেন। গদা প্রহারে ব্যথিত ভীষ্ম মূর্চ্ছিত হইয়া আকাশ হইতে সূর্য্যের ন্যায় রথ হইতে রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। তখনই ক্রোধে কম্পিতাধর কৃপাচার্য্য মহাত্মা অনিরুদ্ধের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। হে নৃপ! কৃষ্ণতনয় দীপ্তিমান্ তাহা পথ মধ্যেই কুবাক্যে মিত্রতাচ্ছেদের ন্যায় তীক্ষ্ণধার খড়্গদ্বারা ছিন্ন করিলেন। ক্রোধান্বিত মহাবাহু দ্রোণাচার্য্য মুহুর্মুহু ধনুকে টঙ্কার করিয়া ভানুর উপর পার্ব্বতাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে পতিত পর্ব্বত সকল শত্রুসৈন্য চূর্ণিত করিল।

তদা হরেঃ সুতো ভানুর্বায়ব্যাস্ত্রং সমাদধে ।
তদ্বাতেনাদ্রয়ঃ সর্ব্বে উড্ডীতা হ্যভবন্ পাৎ ॥ ২৬
বাহ্লীকস্ত তদা ক্রুদ্ধো বহ্ন্যস্ত্রং সন্দধে ততঃ ।
ভস্মীভূতং বলং জাতং বহ্নিনেব মহদ্বনম্ ॥ ২৭
পার্জ্জন্যমাদদে তত্র শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ।
তেন শান্তিং গতো বহ্নির্জ্ঞানেনেব হ্যহস্কৃতিঃ ॥
কর্ণস্ততো মধুং হিত্বা শাম্বোপরি রুষান্বিতঃ ।
জঘান বাণবিংশত্যা জগর্জ্জ ঘনবদ্বলী ॥ ২৯
তদ্বাণৈঃ সরথঃ শাম্বো বভ্রাম ঘটিকাদ্বয়ম্ ।
ক্রোশং পুনঃ প্রপতিতঃ কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ ॥৩০
পুনর্গদাং সমাদায় রথং ত্যক্ত্বা সমেত্য সঃ ।
ততাড় গদয়া কর্ণং শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ॥ ৩১
গদাপ্রহারব্যথিতঃ পতিতো ধরণীতলে ।
মূর্চ্ছাং প্রাপ রণে রাজন্ কর্ণো বীরো মহাবলঃ ॥
শাম্বোঽপি স্বধনুর্নীত্বা রথমারুহ্য বেগতঃ ।
শলং জঘান বিংশত্যা সোমদত্তঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ৩৩
দ্রৌণিঞ্চ দশভির্ব্বাণৈঃ [illegible] ।
লক্ষণং দশভিস্তত্র শকুনিং [illegible] ॥ ৩৪
দুঃশাসনঞ্চ বিংশত্যা বিংশত্যা সঞ্জয়ং পৃথক্ ।
ভূরিং বাণশতৈঃ রাজন্ যজ্ঞকেতুং শতৈঃ শিতৈঃ
বাণৈর্জ্জঘান সমরে জগর্জ্জ ঘনবদ্বলী ।
দশভির্দশভির্নেতৄনেকৈকেন গজান্ হয়ান্ ॥ ৩৬
পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্বীরান্ বাণৈঃ শাম্বস্ততাড় হ ।
বীক্ষ্য জাম্ববতীসূনোঃ শাম্বস্য করলাঘবম্ ॥৩৭
স্বে পরে সৈনিকাঃ সর্ব্বে বিস্ময়ং পরমং গতাঃ ।
তদা ভীষ্মঃ সমুত্থায় গৃহীত্বা ধনুরুত্তমম্ ॥ ৩৮
চিচ্ছেদ দশভির্ব্বাণৈঃ শাম্বকোদণ্ডমুত্তমম্ ।
ভীষ্মো মহাবলো বীরো দ্রোণাচার্য্যশ্চ সায়কৈঃ ।
কর্ণঃ সদ্যো যদুবলং জ্ঞানং যথা গুণাঃ ॥৩৯
দুর্য্যোধনঃ পুনর্যোদ্ধুং রথমারুহ্য মানদঃ ॥ ৪০
অক্ষৌহিণীভির্দশভির্নাদয়ন্নাযযৌ মৃধে ॥ ৪১
দেবৌ পুরাণৌ পুরুষৌ তদাবি-
র্বভূবতুর্মৈথিল রামকৃষ্ণৌ ।

হে রাজেন্দ্র! সেই সকল পর্ব্বতপাতে মহা-হাহাকার উত্থিত হইল। তখন কৃষ্ণতনয় ভানু বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান করিলেন, সেই অস্ত্র হইতে বায়ু উত্থিত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পর্ব্বত সকল উড়াইয়া লইয়া গেল। অনন্তর বাহ্লীক ক্রুদ্ধ হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধান করিল, ঐ অস্ত্র অগ্নির মহাবনদাহের মত যাদবসৈন্য ভস্মীভূত করিতে লাগিল। অনন্তর জাম্ববতীতনয় শাম্ব পার্জ্জন্যাস্ত্র গ্রহণ করিলেন, ঐ পার্জ্জন্যাস্ত্রে জ্ঞানদ্বারা অহঙ্কার শান্তির মত বহ্নি শান্ত হইল। অনন্তর কোপান্বিত কর্ণ মধুকে পরিত্যাগ করিয়া মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে বিংশতিবাণে শাম্বকে প্রহার করিল। কর্ণবাণে শাম্ব রথের সহিত ঘটিকাদ্বয় যাবৎ ঘূর্ণিত এবং কিঞ্চিৎ ব্যাকুলমনা হইয়া ক্রোশান্তরে পতিত হইলেন। ২০—৩০। জাম্ববতীতনয় শাম্ব রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করত পুনরায় কর্ণসমীপে আসিয়া তাহাকে গদা দ্বারা তাড়না করিলেন। হে রাজন্! মহাবল বীর কর্ণ রণক্ষেত্রে গদা-ঘাতে ব্যথিত হইয়া ধরণীতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইল, হে নৃপ! শাম্বও সত্বর রথে আরোহণ ও স্বীয় ধনুর্গ্রহণ করিয়া বিংশতিবাণে শল, পঞ্চবাণে সোমদত্ত, দশবাণে অশ্বত্থামা, ষোড়শবাণে ধৌম্য, দশবাণে লক্ষণ, পঞ্চবাণে শকুনি, বিংশতিবাণে দুঃশাসন, বিংশতিবাণে সঞ্জয়, শতবাণে ভূরিশ্রবা এবং শতশাণিতশরে যজ্ঞকেতুকে প্রহার করিলেন। বলবান্ শাম্ব এইরূপে সমরে বাণাঘাত করিয়া ঘনবৎ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; তিনি দশ দশবাণে সেনা-পতিগণকে, এক এক বাণে গজ ও অশ্ব-সমূহকে, পাঁচ পাঁচ বাণে অন্যান্য বীরগণকে তাড়িত করিলেন। জাম্ববতীতনয় শাম্বের হস্তের ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া স্ব-পর উভয়-পক্ষীয় সৈনিকগণের পরম বিস্ময় জন্মিল। তখন ভীষ্ম উঠিয়া উত্তম ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক দশ-বাণে শাম্বের উত্তম ধনু ছিন্ন করিলেন। মহা-বল ভীষ্ম বীর দ্রোণাচার্য্য এবং কর্ণ গুণ যেমন জ্ঞান নাশ করে, তদ্রূপ বহু বাণ দ্বারা যাদব সৈন্য বিধ্বস্ত করিলেন। ৩১—৩৯। মানদ দুর্য্যোধন গর্জ্জন করিতে করিতে পুন-র্ব্বার রথারোহণে দশ অক্ষৌহিণী সেনাসহ যুদ্ধার্থ

সুপর্ণতালধ্বজশালিযানৌ
প্রদ্যোতয়ন্তৌ পরিতো দিশন্তৌ ॥ ৪২
তদা জয়ারাবসমাকুলাঃ সুরা
গন্ধর্ব্বমুখ্যাশ্চ জগুর্মনোহরম্।
সুরানকা দুন্দুভয়ো বিনেদুঃ
শ্রীলাজপুষ্পৈর্ববৃষুঃ সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৩
তদৈব নেমুর্যদবঃ পরেশ্বরৌ
দুর্য্যোধনাদ্যাঃ কুরবস্তু সর্ব্বতঃ।
নিধায় শস্ত্রাণি দদুর্ব্বলিং পরং
সর্ব্বে প্রসন্নাঃ কৃতহস্তসম্পুটাঃ ॥ ৪৪
প্রদ্যুম্নমুখ্যান্ স্বসুতান্ মদোদ্ধতান্
নির্ভর্ৎস্য বাগ্‌ভিঃ পরমেশ্বরৌ তদা
প্রণম্য দেবব্রতমুখ্যকৌরবান্
সমেত্য দুর্য্যোধনমূচতুঃ পরৌ ॥ ৪৫
শ্রীরামকৃষ্ণাবূচতুঃ।
রাজন্ যদেভিঃ কিল বালবুদ্ধিভি-
স্তৎ ক্ষম্যতাং মা ভব দুর্ম্মনাস্ততঃ।
যদা তু কিঞ্চিৎ পরুষং প্রকীর্ত্তিতং
প্রকীর্ত্ত্যতাং নৌ ভবতা নৃপেশ্বর ॥ ৪৬

মা ভূৎ কুরূণাং ভুবি যাদবানাং
কদাপি কিঞ্চিৎ কলিরেব রাজন্।
সম্বন্ধিনো জ্ঞাতয় এব সর্ব্বে
নিচোলবস্ত্রান্ত ইব প্রিয়ার্থাঃ ॥ ৪৭
নারদ উবাচ।
পূজিতৌ কুরুভিঃ শশ্বদ্রামকৃষ্ণৌ সুরেশ্বরৌ।
প্রদ্যুম্নাদ্যৈঃ স যদুভী রেজতুর্মৈথিলেশ্বর ॥৪৮
ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে কুরুদেশবিজয়ে কৌরব-
সম্মেলনং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২১॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
দুর্য্যোধনং শান্তয়িত্বা সানুজৈঃ কুরুভিঃ সহ।
জগ্মতুঃ পাণ্ডবান্ দ্রষ্টুমিন্দ্রপ্রস্থং যদূত্তমৌ ॥ ১
ইন্দ্রপ্রস্থাত্ততো রাজাজাতশত্রুর্যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৃভিঃ স্বজনৈঃ সার্দ্ধং নেতুং কৃষ্ণং সমাযযৌ

সমাগত হইল হে মৈথিল! তখন পুরাণ পুরুষ দেব রাম ও কৃষ্ণ গরুড় ও তাল-ধ্বজযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া দ দিক্ উদ্ভাসিত করতঃ আবির্ভূত হইলেন। তখন দেবগণ উচ্চ জয়ধ্বনি করিলেন, প্রধান গন্ধর্ব্ব-গণ মনোহর গান করিল, সুরপটহ দুন্দুভি বাজিল, অমরনারীগণ লাজ ও পুষ্পবর্ষণ করি-লেন। তখন যাদবগণ ও দুর্যোধনাদি কৌরবগণ সকলদিক্ হইতে সেই দুই পরমেশ্বরকে প্রণাম করিলেন; কৌরবগণ শস্ত্র রাখিয়া দিয়া কর প্রদান করিল এবং প্রসন্নবদনে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া রহিল। পরমেশ্বর হরি প্রদ্যুম্ন প্রমুখ মদোদ্ধত পুত্রগণকে নানাবাক্যে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া ভীষ্মপ্রমুখ কৌরবগণকে প্রণাম করিলেন এবং কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে দুর্য্যো-ধনের নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজন্! দুর্ম্মনা হইও না। যাদবেরা বালকবুদ্ধি, তুমি নিজগুণে তাহা ক্ষমা কর। হে নৃপেশ্বর তোমাদিগকে তাহারা যদিও কিছু পরুষবাক্য বলিয়া থাকুক, তাহা আমাদিগকে বল। হে রাজন্ ভূতলে কৌরব-যাদবে কখনও যেন কোনপ্রকার কলহ না হয়; উত্তরীয় ও পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্তভাগের ন্যায় জ্ঞাতি কুটুম্ব সম্বন্ধ যুক্ত কৌরব-যাদব পর-স্পর সৌহার্দ্দ সমন্বিত। নারদ বলিলেন,—হে মৈথিলেশ্বর! এইরূপে কৌরবগণ কর্ত্তৃক-পূজিত সুরবর রাম ও কৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন-প্রমুখ যাদবগণ মিলিত হইয়া শোভিত হইলেন। ৪১—৪৮।

বিশ্বজিৎখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—যদুবর রাম ও কৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা করিয়া পাণ্ডবগণকে দেখি-বার জন্য অনুজগণসহ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর অজাত-শত্রু রাজা যুধিষ্ঠির

শঙ্খদুন্দুভিনাদেন ব্রহ্মঘোষেণ বেণুভিঃ ।
পুষ্পবর্ষং প্রকুর্ব্বদ্ভিরিন্দ্রপ্রস্থনিবাসিভিঃ ।
রামকৃষ্ণৌ পরিষ্বজ্য দোর্ভ্যাং রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩
পরমাং নির্বৃতিং লেভে যোগীবানন্দসংবৃতঃ ।
প্রদ্যুম্নাদ্যা হরিসুতাঃ প্রণেমুঃ শ্রীযুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৪
যুধিষ্ঠিরোঽপ্যনুজগ্রাহ করাভ্যাং তান্ কৃতাশিষঃ ।
অর্জ্জুনং ভীমসেনঞ্চ পরিরভ্য হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৫
পপ্রচ্ছ কুশলং তেষাং যমাভ্যাঞ্চাভিবন্দিতঃ ।
পরিপূর্ণতমৌ সাক্ষাদ্রামকৃষ্ণৌ স্বয়ং হরী ॥ ৬
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতী হরিদাসেন পূজিতৌ ।
প্রস্থাপ্য যদুমুখ্যাংশ্চ প্রদ্যুম্নাদীন্ সসৈনিকান্ ॥ ৭
সমগ্রাং জগতীং জেতুঞ্চাজ্ঞাং দত্ত্বা বিধানতঃ
মিলিত্বা সানুজং ধর্ম্মং সর্ব্বেশৌ ভক্তবৎসলৌ ॥ ৮
দ্বারকাং জগ্মতু রাজন্ গৌরশ্যামৌ মনোহরৌ ।
ইত্থং শ্রীকৃষ্ণচরিতং ময়া তে কথিতং নৃপ ।
চতুষ্পদার্থদং নৃণাং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৯

বহুলাশ্ব উবাচ ।

কুশস্থলীং গতে কৃষ্ণে সবলে পুরুষোত্তমে ॥ ১০
ততশ্চকার কিং সাক্ষাৎ প্রদ্যুম্নো ভগবান্ হরিঃ ।
অদ্ভুতং তস্য চরিতং শ্রবণীয়ং মনোহরম্ ॥ ১১
মুক্তানামপি ভক্তানাং জিজ্ঞাসূনাং পুনঃ কিমু ।
অর্থার্থিনামর্থদং সদার্ত্তানামার্ত্তিনাশনম্ ॥ ১২
চতুর্ব্বিধানাং জীবানাং সর্ব্বেষাং পাপনাশনম্ ।
কথং দিগ্বিজয়ং কৃত্বা দিগ্জয়ার্থী হরেঃ সুতঃ ॥
আজগাম পুনঃ সৈন্যৈরেতন্মে বদ তত্ত্বতঃ ।
দেবর্ষে ত্বং ব্রহ্মসুতো ভগবান্ সর্ব্বদর্শনঃ ।
শ্রীকৃষ্ণস্য মনঃ সাক্ষাৎ তস্মৈ তে হৃদয়ে নমঃ ॥ ১৪

নারদ উবাচ ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া রাজন্ ধন্যস্ত্বং তৎপ্রভাববিৎ ।
শ্রীকৃষ্ণচরিতং শ্রোতুং পাত্রং ত্বমসি ভূতলে ॥ ১৫
কৃষ্ণে যাতেঽজাতশত্রু রক্ষার্থং স্নেহতো নৃপ ।
শক্রভ্যঃ শঙ্কিতঃ কাষ্ণেঃ প্রাযুঙ্ক্তাশু কিরীটিনম্
অথ কার্ষ্ণির্ধনুশ্রেষ্ঠঃ ফাল্গুনেন সমং নৃপ ।

ভ্রাতা ও স্বজনগণসহ রাম ও কৃষ্ণকে আনিবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে আগমন করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ নিবাসীরা শঙ্খ ও দুন্দুভিনাদ, বেদধ্বনি, বেণুবাদ্য ও পুষ্পবর্ষণ করিল। রাজা যুধিষ্ঠির বাহুদ্বয় দ্বারা কৃষ্ণ বলরামকে আলিঙ্গন করিয়া অনন্দাপ্লুত যোগীর ন্যায় পরম নির্বৃত্তি লাভ করিলেন। প্রদ্যুম্নাদি কৃষ্ণ-তনয়গণ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিলেন, যুধিষ্ঠিরও তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক করদ্বয়ে গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুন ও ভীমকে আলিঙ্গন করিলেন। নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি ভক্তবৎসল সর্ব্বেশ সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম মনোহর গৌর শ্যাম রাম-কৃষ্ণ হরিভক্ত রাজা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সসৈন্য প্রদ্যুম্ন-প্রমুখ মুখ্য যাদবগণকে সমস্ত জগৎ জয়ে যথাবিধি অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিয়া ভীমাদি অনুজসহ রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত কিছুকাল থাকিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। হে নৃপ! এই আমি তোমার নিকট মানবগণের চতুর্ব্বর্গপ্রদ কৃষ্ণ-চরিত কীর্ত্তন করিলাম; পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ১—৯

বহুলাশ্ব বলিলেন,—অনন্তর বলরামসহ পুরুষোত্তম কৃষ্ণ দ্বারকায়-গমন করিলে সাক্ষাৎ হরি ভগবান্ প্রদ্যুম্ন কি করিলেন? তাঁহার অদ্ভুত মনোহর চরিত্র মুক্তগণেরও শ্রবণযোগ্য, ভক্ত জিজ্ঞাসু সম্বন্ধে আর কথা কি? ইহা অর্থার্থিগণের অর্থ-প্রদ, পীড়িতের পীড়া হর; আর চতুর্ব্বিধ জীবনিবহের পাপনাশক। দিগজয়ার্থী হরিতনয় প্রদ্যুম্ন কিরূপে দিগ্বিজয় করিয়া সৈন্যসহ পুনর্ব্বার আগমন, করিলেন তাহা যথাযথ কীর্ত্তন করুন। হে দেবর্ষে! আপনি ব্রহ্মার পুত্র সর্ব্বদর্শী স্বয়ং ভগবান্, আপনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়স্বরূপ অতএব হরিরূপী আপনাকে নমস্কার। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি সাধু প্রশ্ন করিয়াছ, তুমি কৃষ্ণ-প্রভাববিৎ, অতএব ধন্য; ভূতলে তুমিই কৃষ্ণ চরিত শ্রবণের পাত্র। হে নৃপ! কৃষ্ণ চলিয়া গেলে অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির স্নেহবশে শত্রু হইতে যাদবগণের শঙ্কা করিয়া প্রদ্যুম্নের সাহায্যার্থ অর্জ্জুনকে নিযুক্ত করি-

বিকর্ষন্মহতীং সেনাং ত্রিগর্ত্তান্ প্রযযৌ ত্বরন্ ॥১৭
ত্রিগর্ত্তাধীশ্বরো ধন্বী সুশর্ম্মা তেন শঙ্কিতঃ
উপায়নং দদৌ তস্মৈ প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে ॥ ১৮
বিরাটেন তথা রাজ্ঞা পূজিতো যাদবেশ্বরঃ।
সরস্বতীং নদীং স্নাত্বা কুরুক্ষেত্রং দদর্শ হ ॥ ১
পৃথূদকং বিন্দুসরস্ত্রিতং কূপং সুদর্শনম্।
স্নাত্বা সরস্বতীং প্রাগাদ্দত্বা দানান্যনেকশঃ ॥ ২
সারস্বতাধিপো রাজা কুশাম্বো ন দদৌ বলিম্।
কৌশাম্বীং নগরীমেত্য দুর্য্যোধনবশানুগঃ ॥ ২
চারুদেষ্ণঃ সুদেষ্ণশ্চ চারুদেহশ্চ বীর্য্যবান্।
সুচারুশ্চারুগুপ্তশ্চ ভদ্রচারুস্তথাপরঃ ॥ ২২
চারুচন্দ্রো বিচারুশ্চ চারুশ্চ দশমস্তথা।
রুক্মিণীনন্দনা হ্যেতে প্রদ্যুম্নেন প্রণোদিতাঃ ॥২
সিন্ধুদেশহয়ারূঢ়াঃ সর্ব্বেষাং পশ্যতাং গতাঃ।
কৌশাম্বীং নগরীমেত্য রুরুধুঃ সর্ব্বতস্তদা ॥ ২৪
বাণৈঃ প্রাসাদশিখরা ধ্বজকুম্ভাদিতোলিকাঃ।
চূর্ণীভূতা নিপেতুঃ কৌ লঙ্কাট্টালা যথা মৃগৈঃ ॥২
বাণান্ধকারে চ কৃতে রুক্মিণীনন্দনৈর্য...
তদোপায়নপাণিঃ সন্ কুশাম্বো নির্গতঃ পুরাৎ ॥
কৃতাঞ্জলিঃ শম্বরারিং দত্বা নত্বা বলিং বহুম্।
জুগোপ নগরীং রাজা কুশাম্বো ভয়বিহ্বলঃ ॥২

তদৈব সৌবীরপতিঃ সুদেব
আভীরনাথোঽপি বিচিত্রনামা।
চিত্রাঙ্গদঃ সিন্ধুপতির্মহৌজাঃ
কাশ্মীরপো জাঙ্গলপঃ সুমেরুঃ ॥ ২৮
লাক্ষেশ্বরো ধর্ম্মপতির্ব্বিড়োজা
গান্ধারমুখ্যোঽপি সুযোধনস্থ।
বশে স্থিতাস্তেঽপি ভয়াৎ কিলৈতে
দত্বা বলিং নেমুরতীব কাঞ্চিম্ ॥ ২৯

যযৌ কার্ষ্ণির্মহাবাহুঃ স্বসৈন্যপরিবারিত..
অর্ব্বুদান্ ম্লেচ্ছদেশাংশ্চ জেতুং কম্বিরিবোত্ত
কালস্যাপি সুতশ্চণ্ডো যবনেন্দ্রো মহাবলঃ।
কার্ষ্ণিং সমাগতং শ্রুত্বা সম্মুখাৎ কোপপূরিতঃ।
পিতৃহন্তুঃ সুতং হত্বা যাস্যাম্যপচিতিং পিতুঃ।

লেন। হে নৃপ! অনন্তর যদুশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন অর্জ্জুনের সাহায্যে সেই মহাসেনা লইয়া সত্বর ত্রিগর্ত্ত দেশে উপনীত হইলেন; ত্রিগর্ত্তাধীশ ধনুর্দ্ধর সুশর্ম্মা তাহাতে শঙ্কিত হইয়া মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে কর প্রদান করিলেন। অনন্তর বিরাটরাজ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া যাদবেশ্বর প্রদ্যুম্ন সরস্বতী নদীতে স্নান ও কুরুক্ষেত্র দর্শন করিলেন। তার পর পৃথূদক, বিন্দুসর, ত্রিত কূপ সুদর্শনতীর্থে স্নান এবং অনেক দান করিয়া সরস্বতী দেশে সমাগত হইলেন। ১০—২০। সারস্বতাধিপ নৃপতি কুশাম্ব কর দিলেন না, পরন্তু কৌশাম্বীনগরে আসিয়া দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিলেন। অনন্তর প্রদ্যুম্ন-প্রেরিত চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ বীর্য্যবান্, চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু চারুচন্দ্র, বিচারু এবং চারু এই দশজন রুক্মিণী তনয় সকলের সমক্ষে সিন্ধুদেশজ অশ্বারোহণে আসিয়া সকল দিক্ হইতে কৌশাম্বী নগরী অবরোধ করিলেন। তাঁহাদের বাণসমূহে ধ্বজ, কুম্ভ ও তোরণশোভিত অট্টালিকার উচ্চ-চূড়া বানর-পাতিত লঙ্কার অট্টালিকার ন্যায় ভূপতিত ও চূর্ণিত হইল। যখন প্রদ্যুম্ননন্দনগণের বাণে বাণে অন্ধকারময় হইল, তখন করে উপঢৌকন লইয়া ভয়বিহ্বল ভূপতি কুশাম্ব পুর হইতে নির্গত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি করে সেই বহুপ্রকারের বলি প্রদ্যুম্নকে দিয়া প্রণামপূর্ব্বক নগরী রক্ষা করিলেন। তখনই সৌবীরপতি সুদেব বিচিত্র নামক গোপপতি, সিন্ধুপতি চিত্রাঙ্গদ মহাতেজস্বী কাশ্মীরপতি, জাঙ্গলদেশের রাজা সুমেরু, লাক্ষদেশাধিপতি ধর্ম্মপতি, গান্ধাররাজ বিড়োজা প্রভৃতি দুর্য্যোধনের বশীভূত ভূপালগণ ভীত হইয়া প্রদ্যুম্নকে করদান করত কাতরভাবে প্রণাম করিলেন। অনন্তর কম্বির ন্যায় মহাযোদ্ধা মহাবাহু প্রদ্যুম্ন স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া অর্ব্বুদ ও ম্লেচ্ছদেশ জয়ার্থ বহির্গত হইলেন। ২১—৩০। কালযবন-তনয় মহাবল যবনরাজ প্রচণ্ড প্রদ্যুম্নকে সমাগত দেখিয়া রোষভরে তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইল এবং মনে মনে বিচার করিল,—আমার পিতৃহন্তার পুত্রকে নিহত করিয়া পিতৃ-ঋণ মুক্ত হইব।

ইত্থং বিচার্য্য মনসা ম্লেচ্ছানাং দশকোটিভিঃ ॥৩২
মদচ্যুতং প্রোন্নদন্তং গজমারুহ্য রক্তদৃক্।
নির্যযৌ সম্মুখে যোদ্ধুং প্রদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৩
আগতাং মহতীং সেনাং শিতবাণপ্রবর্ষিণীম্।
চণ্ডপ্রণোদিতাং দৃষ্ট্বা প্রদ্যুম্নো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৪

প্রদ্যুম্ন উবাচ।

সেনাং হত্বাপি যশ্চাণ্ডং শিরস্ত্রসহিতং শিরঃ।
আনেষ্যতে তং স্ববলে করিষ্যামি ধ্বজাপতিম্ ॥

নারদ উবাচ।

এবং কার্ষ্ণৌ বদত্যারাৎ ফাল্গুনো বানরধ্বজঃ
একো বিবেশ গাণ্ডীবী ধনুষ্টঙ্কারয়ন্মুহুঃ ॥ ৩৬
বীরান্ রথান্ গজানশ্বান্ সম্মুখস্থান্ দ্বিধাকরোৎ
গাণ্ডীবমুক্তৈর্বিশিখৈর্গাণ্ডীবী রণদুর্ম্মদঃ ॥ ৩৭
কেচিচ্ছিন্নভুজাঃ পেতুঃ শক্তিখড়্গার্ষ্টিপাণয়ঃ।
ভিন্নপাদা ভিন্নমুখাঃ কেচিদ্বীরাঃ সকঞ্চুকাঃ ॥৩৮
দুদ্রুবুঃ করিণো যুদ্ধে ভিন্নকক্ষাশ্চ সক্ষতাঃ।
গতঘণ্টাঃ শ্লথনীড়াঃ পাতয়ন্তঃ করৈর্গজান্ ॥৩৯
জিষ্ণুবাণৈর্দ্বিধাভূতৈর্গজৈরশ্বৈ রণাঙ্গনম্।
বভৌ ক্ষেত্রং শঙ্কুলয়া কুষ্মাণ্ডশকলৈরিব ॥ ৪০
তদৈব দুদ্রুবুর্ম্লেচ্ছাস্ত্যক্ত্বা স্বং স্বং রণাঙ্গনম্।
নভোর্করশ্মিসংভিন্না নীহারপটলা ইব ॥ ৪১
গজারূঢ়ো ম্লেচ্ছপতিঃ শক্তিং চিক্ষেপ জিষ্ণবে।
ভ্রাময়িত্বা মৈথিলেন্দ্র সিংহনাদমথাকরোৎ ॥ ৪২
বিদ্যুল্লতামিবায়ান্তীং বাণৈঃ কৃষ্ণসখো বলী।
গাণ্ডীবমুক্তৈ রাজেন্দ্র লীলয়া শতধাচ্ছিনৎ ॥৪৩
যাবচ্চণ্ডো মহাম্লেচ্ছো ধনুর্জগ্রাহ রোষতঃ।
তাবচ্চিচ্ছেদ গাণ্ডীবী বাণেনৈকেন লীলয়া ॥৪৪
দ্বিতীয়ং ধনুরাদায় স চণ্ডশ্চণ্ডবিক্রমঃ।
প্রলয়াব্ধিমহাবর্ত্তভীমসজ্জ্যর্ষনাদিনীম্ ॥ ৪৫
চিচ্ছেদ শিঞ্জিনীং জিষ্ণোর্গরুত্মানিব পন্নগীম্।
বীভৎসুঃ স্বর্মসিং নীত্বা স্ফুরন্তং চর্ম্মণা সহ ॥ ৪৬
জঘান তদ্গজং কুম্ভে শৈল ইন্দ্রো যথা পবিঃ।
অগ্নিদত্তেন খড়্গেন ভিন্নকুম্ভো গজো নদন্ ॥ ৪৭

রক্তনেত্র,প্রচণ্ড মদস্রাবী গর্জ্জনশীল গজারোহণে দশকোটি ম্লেচ্ছ সৈন্যসহ মহাত্মা প্রদ্যুম্নের সম্মুখে সমর করিতে উপনীত হইল। চণ্ড-চালিত সেই সকল অসংখ্য সৈন্য শাণিত বাণ-সমূহ বর্ষণ করিতে করিতে সমাগত হইলে তদ্দর্শনে প্রদ্যুম্ন বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,– যে ব্যক্তি স্বীয় বল প্রকাশে শত্রুসৈন্য নিহত করিয়া শিরস্ত্রাণসহ প্রচণ্ডের মস্তক আনয়ন করিবে, তাহাকে আমার সেনা-পতি করিব। নারদ বলিলেন,—প্রদ্যুম্ন এইরূপ বলিলে সমীপস্থ গাণ্ডীবধন্বা বানরধ্বজ রণদুর্ম্মদ অর্জ্জুন মুহুর্মুহু ধনুকে টঙ্কার করিয়া একাকী সমরে প্রবেশপূর্ব্বক গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শাণিতশরে সম্মুখস্থ বীর, রথ, গজ ও অশ্বসমূহকে নিহত করিলেন। কেহ কেহ ছিন্ন বাহু হইয়া শক্তি, অসি ও ঋষ্টি, করে করিয়াই পতিত হইল; কেহ কেহ ভিন্ন পাদ ও ভিন্ন মুখ হইয়া এবং কেহ কেহ বর্ম্মসহ পতিত হইতে লাগিল গজগণ ভিন্ন কক্ষ ও ক্ষতযুক্ত হইয়া শুণ্ডদ্বারা অন্যান্য করিগণকে পাতিত করত দ্রুত পলায়ন করিল, তাহাদের ঘণ্টা ও হাওদা খুলিয়া গেল। অর্জ্জুন-বাণে দ্বিখণ্ডিত গজ ও অশ্ব-সঙ্কুল রণস্থল কুষ্মাণ্ড-খণ্ডাকীর্ণের ন্যায় প্রতি-ভাত হইল। ৩১—৪০। তখনই ম্লেচ্ছগণ স্ব স্ব রণস্থল ছাড়িয়া অর্ককিরণে নির্ভিন্ন নীহাররাশির ন্যায় দ্রুত পলায়ন করিল। হে রাজন্! গজারূঢ় ম্লেচ্ছরাজ অর্জ্জুনের প্রতি শক্তি ভ্রামিত করত নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিল। হে রাজেন্দ্র! কৃষ্ণের সখা বলবান্ অর্জ্জুন তড়িৎ-লতার ন্যায় সমাগতা শক্তিকে গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা অবলীলাক্রমে শতধা ছিন্ন করিলেন। অনন্তর রোষ-পরবশ মহাম্লেচ্ছ চণ্ড যেমনই ধনু ধারণ করিল, অমনি অর্জ্জুন একবাণে অবলীলাক্রমে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। প্রচণ্ডবিক্রম ধনুর্গ্রহণ করিয়া, অর্জ্জুনের প্রলয়-জলধির চণ্ড দ্বিতীয় মহাবর্ত্তবৎ ভীষণ শব্দকারী ধনুর্গুণ গরুড়তুণ্ডে সর্পচ্ছেদনের ন্যায় ছিন্ন করিল। অর্জ্জুন চর্ম্ম ও প্রস্ফুরিত স্বীয় অসি লইয়া চণ্ডের গজকুম্ভে আঘাত করি-লেন। সেই অগ্নিদত্ত অসির আঘাতে ভিন্ন-

জানুভ্যাং ধরণীং স্পৃষ্ট্বা কশ্মলং পরমং যযৌ।
চণ্ডঃ খড়্গং গৃহীত্বাথ প্রাহরৎ পাণ্ডুনন্দনম্॥ ৪৮
তৎখড়্গং চর্ম্মণোদ্ধৃত্য প্রাহিণোত্তং কুরূদ্বহঃ।
সশিরস্ত্রং শিরস্তস্য দেহাচ্ছিন্নং বভূব হ॥ ৪৯
সজ্জং কৃত্বা ধনুর্জিষ্ণুর্নিধায় বিশিখে চ তৎ।
আকৃষ্য পাতয়ামাস প্রদ্যুম্নস্য বলে মহৎ॥ ৫০
তদা দুন্দুভিনাদোঽভূজ্জয়ারাবসমাকুলঃ।
অর্জ্জুনস্যোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে॥ ৫১
তদৈব কার্ষ্ণিঃ স্ববলস্য জিষ্ণুং
চকার নাথং বিজয়ধ্বজস্য।
সম্বীজ্যমানং সিতচামরাদ্যৈঃ
কপিধ্বজং যাদবয়ূথমুখ্যৈঃ॥ ৫২
বেগবানর্ব্বুদাধীশঃ প্রদ্যুম্নং শরণং গতঃ।
উপায়নং দদৌ ভিরুর্নমস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৫৩
মৌরঙ্গেশো মন্দহাসো হয়ানাং দশলক্ষকম্।
দত্ত্বা তীরুর্নমশ্চক্রে প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে॥ ৫৪

মস্তক গজ গর্জ্জন করিতে করিতে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে পর্ব্বতের ন্যায় পতিত এবং জানুদ্বয়ে ধরণী আশ্রয় করিয়া অত্যন্ত অবসাদ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর চণ্ডও খড়্গ গ্রহণ করিয়া পাণ্ডু-তনয় অর্জ্জুনকে প্রহার করিল; কুরুবর অর্জ্জুনও সেই অসি চর্ম্মের সহিত গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকেই প্রহার করিলেন। শিরস্ত্রাণসহ চণ্ডমস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, তখন অর্জ্জুন ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া তদ্দ্বারা ঐ বৃহৎ প্রচণ্ড-মস্তক আকর্ষণকরত প্রদ্যুম্নের সৈন্যমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। ৪১—৫০। তখন জয় জয় রব সমাকুল দুন্দুভিধ্বনি হইল সুরগণ অর্জ্জুনের উপর পুষ্পবর্ষণ করিলেন। তখনই প্রদ্যুম্ন কপিধ্বজ অর্জ্জুনকে বিজয়যুক্ত নিজ-সৈন্যের অধিনায়ক করিলেন, তখন প্রধান প্রধান যাদবগণ তাঁহাকে শ্বেত চামরাদি দ্বারা বীজন করিয়াছিলেন। বেগবান্ অর্ব্বুদপতি ভয়ে প্রদ্যুম্নের শরণ গ্রহণ করিয়া করদান ও করজোড়ে প্রণাম করিল। মৌরঙ্গদেশের রাজা মন্দহাস ভীত হইয়া দশ লক্ষ অশ্ব দান করত মহাত্মা

ইত্থং খণ্ডং ভারতাখ্যং জিত্বা কার্ষ্ণির্বলৃত্তমঃ।
হিমাদ্রিং দক্ষিণীকৃত্য প্রাগুদীচীং দিশং যযৌ॥৫৫

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে দিগ্বিজয়ো নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

নদাঃ নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ রথবীথিং দদুর্নৃপ।
ধর্ষিতাস্তেজসা তস্মৈ সংসন্ধায় মহাত্মনে॥ ১
কৈলাসগিরিপার্শ্বে চ করবীরস্য সানুষু।
বাণস্য শোণিতপুরং প্রযযৌ যাদবেশ্বরঃ॥ ২
বাণাসুরোঽতিসংক্রুদ্ধো যদূন্ বীক্ষ্যাগতান্ পুনঃ
অক্ষৌহিণীভির্দ্বাদশভির্যুদ্ধং কর্ত্তুং মনো দধে॥৩
তদৈব সাক্ষাৎ পুরুষঃ পুরাণো
মহেশ্বরো নন্দিবৃষস্থিতোঽসৌ।
হিমাদ্রিপুত্রীসহিতস্ত্রিশূলী
সমেত্য বাণং নৃপমাহ দেবঃ॥ ৪

প্রদ্যুম্নকে নমস্কার করিল। এই প্রকারে কৃষ্ণ-তনয় প্রদ্যুম্ন ভারতখণ্ড জয় করিয়া হিমালয় প্রদক্ষিণ করত পূর্ব্বোত্তর দিকে গমন করিলেন। ৫১—৫৫।

বিশ্বজিৎখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! মহাত্মা প্রদ্যুম্নের তেজে প্রপীড়িত হইয়া নদ নদী ও সমুদ্র তাঁহার রথ-পথ প্রদান করিল। যাদবেশ্বর প্রদ্যুম্ন কৈলাস শৈলের পার্শ্বে করবীর পর্ব্বতের সানুদেশে বিরাজমান বাণরাজের শোণিতপুরে উপনীত হইলেন। বাণাসুর পুনরায় যাদবগণকে সমাগত দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধবশে দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ মনোরথ

শিব উবাচ।

পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকেশঃ পরাৎপরঃ ॥ ৫
ত্রয়ো বয়ং তৎকলা হি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাহ্বয়াঃ।
মূর্দ্ধ্ন্যাজ্ঞাং যস্য বিভ্রতি ত্বাদৃশানাঞ্চ কা কথা ॥৬
তস্য পৌত্রে ত্বয়া বদ্ধেঽনিরুদ্ধে যেন তে ভুজাঃ
ছিন্নাঃ কৃতা ন জানাসি সংগ্রামে তং হরিং স্বয়ম্
তস্মাত্তে সামদানাভ্যাং পূজনীয়া হরেঃ সুতাঃ।
অনিরুদ্ধঃ পূজনীয়ো জামাতা তে ন সংশয়ঃ ॥৮
ন দদামি ত্বনুজ্ঞাং তে যুদ্ধায়াসুরপুঙ্গব।
ন চেদ্ যুদ্ধং কুরু বলাদ্ বৃথা দৃষ্টং মনস্তব ॥ ৯

নারদ উবাচ।

শিবপ্রবোধিতো বাণোঽনিরুদ্ধং ধ্বজিনাং বরম্।
সমাহূয় চ সম্পূজ্য পারিবর্হং দদৌ পুনঃ ॥ ১০
সসৈন্যং সাদরেণাপি প্রদ্যুম্নং পূজ্য বন্ধুবৎ।
গজাযুতং চাশ্বকোটিং রথানাং পঞ্চলক্ষকম্ ॥১১
দদৌ বাণো মহাবাহুঃ প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে।
অথ কার্ষ্ণির্মহারাজ স্বসৈন্যৈর্বহুভিঃ সহ ॥ ১২
অলকাং প্রযযৌ ধন্বী পুরীং গুহ্যকমণ্ডিতাম্।
শ্রীনন্দালকনন্দাভ্যাং গঙ্গাভ্যাং পরিখীকৃতাম্ ॥
রত্নসোপানযুক্তাভ্যাং যক্ষীভিঃ পরিশোভিতাম্
বিদ্যাধরীভিঃ পরিতঃ কিন্নরীভির্মনোহরাম্ ॥১৪
দিব্যাভির্নাগকন্যাভিঃ পুরীং ভোগবতীমিব।
ধনদো ন দদৌ তস্মৈ প্রদ্যুম্নায় বলিং নৃপ ॥ ১৫
হরেঃ প্রভাববিদপি বিষ্ণোর্মায়াবলং হহো।
লোকপালোঽস্ম্যহং নিত্যমিত্যজ্ঞানবিমোহিতঃ ॥
নোদিতো বলিভির্যক্ষৈর্যুদ্ধং কর্ত্তুং মনো দধে।
নির্দ্ধনো হি ধনং প্রা. শ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ ॥১৭
নবানাং তু নিধীনাং কৌ পতীনাং কিমু বর্ণনম্
তদৈব হেমমুকুটো দূতো ধনদনোদিতঃ।
কার্ষ্ণিমেত্য সভামধ্যে নত্বেদং প্রাহ মানদঃ ॥১৮

হেমমুকুট উবাচ।

ধনেশ্বরো রাজরাজো লোকপালোঽলকেশ্বরঃ।

করিল। তখনই সাক্ষাৎ পুরাণপুরুষ মহেশ ত্রিশূল লইয়া ঈশানীর সহিত নন্দিচালিত বৃষে আরোহণপূর্ব্বক বাণরাজ সমীপে আসিয়া তাহাকে কহিলেন। শিব বলিলেন,—অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি গোলোকপতি পরাৎপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরিপূর্ণতম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামক আমরা তিনজনই তাঁহার অংশ; আমরাই তাঁহার আদেশ শিরে ধারণ করি, তোমাদের মত মানুষের আর কথা কি? তাঁহার পৌত্র অনিরুদ্ধ তোমাকর্ত্তৃক আবদ্ধ হইলে যিনি যুদ্ধে তোমার বাহু ছিন্ন করিয়াছিলেন, সেই হরিকে কি তুমি জান না? অতএব সামদানাদি দ্বারা তোমার কৃষ্ণনন্দনগণের বন্দনা করা উচিত। অনিরুদ্ধ তোমার জামাতা, সুতরাং পূজনীয় সংশয় নাই। হে অসুরবর! আমি তোমাকে সমরানুমতি দি না; যদি জোর করিয়া যুদ্ধ কর, তবে তোমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। ১—৯। নারদ বলিলেন,—শিব কর্ত্তৃক প্রবোধিত মহাবাহু বাণ ধ্বজিবর জামাতা অনিরুদ্ধকে আহ্বানপূর্ব্বক পূজা করিয়া যৌতুক দান করিল এবং সসৈন্যে মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে বন্ধুবৎ সাদরে পূজা করিয়া অযুত গজ, কোটি অশ্ব ও পাঁচলক্ষ রথ প্রদান করিল। হে মহারাজ! অনন্তর ধনুর্দ্ধারী প্রদ্যুম্ন যাদব-সৈন্যগণসহ গুহ্যকমণ্ডিত অলকাপুরীতে গমন করিলেন। রত্নসোপানযুক্তা নন্দা ও অলকানন্দা এই দুই স্বর্গ-গঙ্গা ঐ পুরীর পরিখারূপে বিদ্যমানা; ঐ পুরী যক্ষগণশোভিত এবং সর্ব্বদিকে বিদ্যাধরী ও কিন্নরী পরিবৃত। মনোহরা অলকাপুরী দিব্য নাগকন্যা-সেবিতা ভোগবতীর ন্যায় বিরাজিতা। হে নৃপ! হরির প্রভাব জানিয়াও প্রদ্যুম্নকে কুবের কর দিলেন না। অহো! বিষ্ণুর কি মায়াবল! তিনি অজ্ঞানমোহিত হইয়া মনে করিলেন—“আমি নিত্য লোকপাল”! বলবান্ যক্ষগণকর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া তিনি যুদ্ধার্থ মনোরথ করিলেন। নির্দ্ধনজন ধন পাইলে জগৎ তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করে; পৃথিবীতে নব নিধিপতিগণের আর কথা কি? তখনই ধনদ-প্রেরিত হেমমুকুট নামক মানদ দূত কৃষ্ণতনয় সমীপে আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক সভামধ্যে বক্ষ্য-

তেন যৎ কথিতং রাজন্ শৃণু ত্বং তদ্ যদূত্তম॥১৯
দেবরাজো যথা শক্রঃ স্মৃতো দিবি যথা প্রভুঃ।
তথৈকো রাজরাজোঽহং কথিতো ভূতলে মহান্
মনুষ্যধর্ম্মা রাজেন্দ্রৈঃ পূজিতোঽহং সদা ভুবি।
উগ্রসেনেন দাতব্যং মহ্যং সোপায়নং পরম্ ॥২১
পরাক্ তস্মৈ ন দাস্যামি যদুরাজায় ভূভৃতে।
ন মন্যসে চেৎ সংগ্রামং করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥২২

নারদ উবাচ।

এবং দূতবচঃ শ্রুত্বা প্রদ্যুম্নো ভগবান্ হরিঃ।
চকার কোপং রক্তাক্ষো রুষা প্রস্ফুরিতাধরঃ ॥২৩

প্রদ্যুম্ন উবাচ।

বৃষ্ণীন্দ্রং রাজরাজেন্দ্রং রাজরাজো ন বেত্তি তম্
শক্রাদীনান্তু যঃ সাক্ষান্মুকুটেষু হি পাদুকঃ॥ ২৪
সুধর্ম্মাং পারিজাতঞ্চ তস্মা ইন্দ্রো দদৌ ভয়াৎ
শ্যামকর্ণান্ হয়ান্ পাশী তস্মৈ দত্ত্বা ননাম হ ॥২৫
অনেন রাজরাজেন ভীরুণা নিধয়ো নব।
প্রাপ্তাস্তং হি ন জানাতি রাজরাজো মহাবলম্ ॥
বর্ত্ততে তৎসভামধ্যে পরিপূর্ণতমো হরিঃ।
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতিঃ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥
যস্যৈকমূর্দ্ধ্নি তিলকং দৃশ্যতে মণ্ডলং ভুবঃ।
উগ্রসেনসভামধ্যে সোঽপি নিত্যং বিরাজতে ॥
উগ্রসেনপ্রেষিতোঽহং কুবেরায় মহাত্মনে।
নারাচানাং বলিং দাতুং তৎ করিষ্যামি সাম্প্রতম্

শ্রীনারদ উবাচ।

এবমুক্ত্বা গৃহীত্বা স্বং কোদণ্ডং চণ্ডবিক্রমঃ।
চকার ভুজদণ্ডাভ্যাং টঙ্কারং বাদয়ন্ গুণম্ ॥৩০
প্রত্যঞ্চাস্ফোটনেনৈব মণ্ডিতোঽভূত্তড়িৎস্বনঃ।
ননাদ তেন ব্রহ্মাণ্ডং সপ্তলোকৈর্বিলৈঃ সহ ॥৩১
বিচেলুর্দিগ্গজাস্তারা রাজন্ ভূখণ্ডমণ্ডলম্।
তদৈব বধিরীভূতা পৃথিব্যা জনমণ্ডলী ॥৩২
তদৈব হেমমুকুটে দূতে তস্মাৎ পলায়িতে।
নিষঙ্গাচ্ছরমাকৃষ্য প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং বরঃ॥ ৩৩
প্রতিশার্ঙ্গ স্বধনুষি বাণমেকং সমাদধে।
দ্বাদশাদিত্যসঙ্কাশং দ্যোতয়ন্ মণ্ডলং দিশাম্ ॥

মাণ বাক্য বলিল। ১০—১৮। হেমমুকুট বলিল,—হে রাজন্! অলকাপুরপতি ধনেশ্বর কুবের লোকপাল, হে যদুবর! তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন।—"দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গের প্রভু, তদ্রূপ ভূতলে আমিই একমাত্র ধনপতি ও শ্রেষ্ঠ; রাজেন্দ্রগণ আমাকে মনুষ্যধর্ম্মা মনে করিয়া সর্ব্বদা পূজা করিয়া থাকেন। উগ্রসেনেরই আমাকে উত্তম উপঢৌকন দান করা কর্ত্তব্য, আমি সেই নৃপতি যদুরাজকে কিছুমাত্র কর দিব না; যদি ইহা না মান, নিঃসংশয় যুদ্ধ করিব।" নারদ বলিলেন,—দূতের তথাবিধ বাক্য শ্রবণে ভগবান্ হরি প্রদ্যুম্ন প্রকুপিত হইলেন, ক্রোধে তাহার নয়ন রক্তবর্ণ ও অধর কম্পিত হইল। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—ইন্দ্রাদির মস্তক-মুকুটে যাঁহার পাদুকা ঘৃষ্ট হয়, কুবের সেই রাজ-রাজেন্দ্র সাক্ষাৎ বৃষ্ণিবংশধর উগ্রসেনকে জানেন না? ইন্দ্র ভয়ে তাঁহাকে সুধর্ম্মাসভা ও পারিজাত প্রদান করিয়া থাকে। বরুণ তাঁহাকে শ্যামকর্ণ অশ্ব প্রদান করিয়া প্রণাম করে। ভীরু কুবের সম্প্রতি নবনিধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্য সে মহাবল উগ্রসেনকে জানিতে পারিতেছে না। উগ্রসেনসভায় অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড পতি ভগবান্ হরি পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বিরাজ করেন, অখিল ভূমণ্ডল যাঁহার নিকট ললাটতিলকতুল্য, তিনি নিত্য উগ্রসেন সভামধ্যে বিদ্যমান। বাণ-উপহার প্রদান করিবার জন্য মহাত্মা কুবেরের নিকট উগ্রসেন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, সম্প্রতি আমি তাহাই করিব।১৯—২৯। নারদ বলিলেন,—প্রচণ্ড বিক্রম প্রদ্যুম্ন এইরূপ বলিয়া বাহুদণ্ড দ্বারা স্বীয় ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক টঙ্কার করিলেন, তখন ধনুকের গুণ বাজিয়া উঠিল। তিনি পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত গুণ আকর্ষণ করিলে বজ্রবৎ শব্দ উঠিল। সেই শব্দে সপ্তলোক ও পাতাল-সহ ব্রহ্মাণ্ড নিনাদিত হইল; হে রাজন্! দিগ্-গজগণ, তারাগণ ও ভূমণ্ডল বিচলিত হইল। তখনই পৃথিবীর জনমণ্ডলী বধির হইলে এবং দূত হেমমুকুট তথা হইতে পলায়ন করিলে,ধন্বিবর প্রদ্যুম্ন তূণীর হইতে একটী শর আকর্ষণ করিয়া স্বীয় শার্ঙ্গতুল্যধনুকে সন্ধান করিলেন; দ্বাদশ

চিচ্ছেদ গুহ্যকেশস্য বাণং ছত্রঞ্চ চামরে।
তদা ক্রুদ্ধো রাজরাজো দৃষ্ট্বা চিত্রমিদং মহৎ ॥৩৫
আরুহ্য পুষ্পকং সৈন্যৈর্যুদ্ধকামো বিনির্যযৌ।
ঘণ্টানাদেন যক্ষেণ মন্ত্রিণা পার্শ্বমৌলিনা ॥ ৩৬
নলকুবরমণিগ্রীবৌ শুশুভাতে ধ্বজাগ্রতঃ।
তুরঙ্গবদনাঃ কেচিন্মৃগেন্দ্রবদনাঃ পরে ॥ ৩৭
শিশুমারমুখাঃ কেচিৎ কেচিন্নক্রমুখা নৃপ।
অৰ্দ্ধপিঙ্গা অৰ্দ্ধকৃষ্ণা ঊৰ্দ্ধকেশা মদোৎকটাঃ ॥৩৮
বক্রদন্তা ললজ্জিহ্বা বৃহদ্দংষ্ট্রা মহাবলাঃ।
করালাস্যাঃ সকবচাঃ খড়্গচর্ম্মগদাধরাঃ ॥ ৩৯
শক্তিহস্তা যষ্টিহস্তা ভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধাঃ।
ধনুর্ব্বাণধরা যক্ষাঃ কেচিৎ পরশুপাণয়ঃ ॥ ৪০
যক্ষাণাং হস্তিবাহানাং রথিনামশ্বিনাং তথা।
বিরেজুর্নির্গতানাঞ্চ মণ্ডলানি সহস্রশঃ ॥ ৪১
শঙ্খদুন্দুভিনাদৈশ্চ সূতমাগধবন্দিভিঃ।
রেজিরে শ্রীদ-বীরাঃ কৌ মেঘা ইব তড়িৎস্বনৈঃ

এবং যক্ষেষু মত্তেষু কোটিশো নির্গতেষু চ।
দিব্যান্মহাযোগময়াৎ শিবক্ষেত্রাদ্বিদেহরাট্ ॥৪৩
আযযৌ তৎসহায়ার্থং প্রমথানাং বলং মহৎ।
ভূতাশ্চ প্রমথাঃ কেচিৎ করালাস্যা মদোৎকটাঃ ॥
ডাকিন্যো যাতুধানাশ্চ বেতালাঃ সবিনায়কাঃ।
কুষ্মাণ্ডোন্মাদসংযুক্তাঃ প্রেতা মাতৃগণাঃ পরে ॥৪৫
পিশাচাশ্চ পিশাচ্যশ্চ ব্রহ্মরাক্ষসভৈরবাঃ।
নদন্তো ভৈরবং নাদং ছিন্ধি ভিন্ধীতি বাদিনঃ ॥
ইত্থন্তু ভূতাবলয়ঃ কোটিশশ্চাযযুস্তদা।
রোদস্যাচ্ছাদিতে ভূতৈর্মেঘৈঃ সাংবর্ত্তকৈরিব ॥৪৬
ময়ূরস্থঃ কার্ত্তিকেয়ো মূষিকস্থো গণেশ্বরঃ।
প্রমথৈর্গীয়মানৌ তৌ ঢক্কাবাদিত্রনিস্বনৈঃ ॥ ৪৭
সর্ব্বেষামগ্রতঃ প্রাপ্তৌ বীরভদ্রেণ সংযুতৌ।
ইত্থং পুণ্যজনানান্তু গণানাং যদুভিঃ সহ ॥৪৮
বভূব তুমুলং যুদ্ধমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্।
রথিনো রথিভিস্তত্র পত্তিভিঃ সহ পত্তয়ঃ ॥ ৪৯
হয়াহয়ৈরিভাশ্চেভৈর্যুযুধুস্তে-পরস্পরম্।

আদিত্যের দ্যুতিশালী সেই বাণ দিক্ সকল উদ্ভাসিত করিয়া যক্ষরাজের বাণ, ছত্র ও চামরদ্বয় ছিন্ন করিল। তখন এই মহাবিচিত্র ব্যাপার দর্শনে কুবের ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ পুষ্পকারোহণে সসৈন্যে সমরক্ষেত্রে সমাগত হইলেন। ঘণ্টানাদ ও পার্শ্বমৌলি নামক মন্ত্রিদ্বয়ও তাঁহার সহিত আসিলেন; ধ্বজের সম্মুখভাগে নলকুবর ও মণিগ্রীব শোভিত হইল। মহাবল সেনাগণ মধ্যে কেহ অশ্বমুখ, কেহ সিংহমুখ কেহ শিশুমারমুখ এবং কেহ কেহ কুম্ভীরমুখ। তাহারা অৰ্দ্ধ পিঙ্গল ও অৰ্দ্ধকৃষ্ণ বর্ণ এবং ঊৰ্দ্ধকেশ; বক্রদন্ত বৃহৎ, দংষ্ট্রাযুক্ত এবং লোলজিহ্বা, সেই সকল করালবদন ভীষণ সৈন্যগণ বর্ম্মাবৃত ও তাহাদের করে খড়্গ,শক্তি, যষ্টি, ভুশুণ্ডী ও পরিঘ প্রভৃতি আয়ুধ বিদ্যমান। যক্ষ সেনাগণের মধ্যে কেহ কেহ পরশু ও কেহ কেহ বাণপাণি। রণক্ষেত্রে নির্গত হস্তী অশ্ব ও রথারূঢ় যক্ষ-সেনাগণের সহস্র সহস্র মণ্ডল বিরাজ করিতে লাগিল।৩০—৪১। শঙ্খ দুন্দুভিনাদ এবং সূত মাগধ ও বন্দিগণের বন্দনা বন্দিত যক্ষপক্ষীয় বীরগণ বিদ্যুৎশব্দিত মেঘের ন্যায় শোভিত হইল। হে বিদেহরাজ! এই প্রকার কোটি কোটি মত্ত যক্ষ যুদ্ধার্থ নির্গত হইলে তাহাদের সাহায্যার্থ প্রমথগণের মহাসৈন্য দিব্য মহাযোগময় সিদ্ধক্ষেত্র হইতে সমাগত হইল। সেই সকল প্রমথগণের মধ্যে কেহ কেহ মদোৎকট অতি ভীষণবদনভূত। কেহ ডাকিনী, কেহ রাক্ষস, কেহ বেতাল, কেহ বিনায়ক, কেহ কুষ্মাণ্ড, কেহ উন্মাদ, কেহ প্রেত, অপর কেহ মাতৃগণ, কেহ নিশাচর,কেহ পিশাচ, কেহ পিশাচী, কেহ ব্রহ্মরাক্ষস ও ভৈরবগণ। ইহারা "ছেদন কর,ভেদন কর"ইত্যাকার বাক্যে ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। এইরূপ কোটি কোটি ভূত যুদ্ধার্থ সমাগত হইয়া প্রলয়কালীন মেঘসঙ্ঘের ন্যায় পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ আচ্ছাদিত করিল। বীরভদ্রযুক্ত ময়ূরবাহন কার্ত্তিক ও মূষিকবাহন গণেশ ঢক্কাবাদ্যসহকারে প্রমথগণ কর্ত্তৃক গীয়মান হইয়া সকলের অগ্রে সমাগত হইলেন। এইবার যক্ষগণের সহিত যাদবগণের অদ্ভুত রোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইল। রথিগণের সহিত রথিগণের, পদাতিদিগের সহিত পদাতি-

রথেভাশ্বপদাতীনাং চরণৈরুত্থিতং রজঃ ॥ ৫০
ছাদয়ামাস রাজেন্দ্র সসূর্য্যং ব্যোমমণ্ডলম্ ॥ ৫১

ইতি শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে যক্ষদেশপ্রয়াণং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৩॥

সমূহের, অশ্বগণের সহিত অশ্বগণের ও গজগণের সহিত গজগণের পরস্পর যুদ্ধ চলিল। হে রাজেন্দ্র! রথ, হস্তী, ও পদাতিগণের পদধূলি উত্থিত হইয়া সূর্য্যসমেত আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। ৪২—৫১।

বিশ্বজিৎখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৩॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

শস্ত্রান্ধকারে সঞ্জাতে মণিগ্রীবো মহাবলঃ
বিভেদারিবলং বাণৈঃ কুবাক্যৈর্মিত্রতামিব ॥ ১
মণিগ্রীবস্য বাণৌঘৈর্গজাশ্বরথপত্তয়ঃ।
নিপেতুঃ সক্ষতা ভূমৌ বৃক্ষা বাতহতা ইব ॥ ২
চন্দ্রভানুর্হরেঃ পুত্রঃ সত্যভামাত্মজো বলী।
মণিগ্রীবস্য কোদণ্ডং পঞ্চবাণৈস্তদাচ্ছিনৎ ॥ ৩
দশভিস্তদ্রথং ছিত্বা জগর্জ্জ ঘনবদ্বলী।
মণিগ্রীবোঽপি চিক্ষেপ শক্তিং স্বাং চন্দ্রভানবে
ভাসয়ন্তীং দিশঃ শশ্বন্ মহোল্কামিব মৈথিল।
অগ্রহীচ্চন্দ্রভানুস্তাং বামহস্তেন লীলয়া ॥ ৫
তয়া জঘান সমরে মণিগ্রীবং মহাবলম্।
পুনর্জ্জগর্জ্জ সমরে চন্দ্রভানুর্মহাবলঃ ॥ ৬
তৎপ্রহারেণ পতিতে মণিগ্রীবে প্রমূর্চ্ছিতে।
চন্দ্রভানুং বাণজালৈর্নলকূবরনোদিতাঃ ॥ ৭
ছাদয়ামাসুরসুরা বর্ষাদিত্যং যথাম্বুদাঃ।
দীপ্তিমান্ কৃষ্ণপুত্রস্তু খড়্গমুদ্যম্য বেগবান্ ॥ ৮
বিবেশ যক্ষসেনাসু নীহারেষু যথা রবিঃ।
তস্য খড়্গপ্রহারেণ কেচিদ্ যক্ষা দ্বিধাভবন্ ॥৯
কেচিদ্বৈ ছিন্নশিরসশ্ছিন্নপাদাং সবাহবঃ।
ভিন্নহস্তাশ্ছিন্নকর্ণাশ্ছিন্নোষ্ঠাঃ পেতুরাহবে ॥ ১০
তেষাং শিরোভির্বীভৎসৈঃ সকিরীটৈঃ সকুণ্ডলৈঃ
সশিরস্ত্রৈঃ স্রবদ্রক্তৈর্মহামারীব ভূর্বভৌ ॥১১
শেষা বিক্ষতবর্ষ্মাণঃ সক্ষতা ভয়বিহ্বলাঃ।
হাহাকারস্তদা জাতো যক্ষসেনাসু মৈথিল ॥ ১২

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—সন্ত্রান্ধকার সঞ্জাত হইলে মহাবল মণিগ্রীব কুবাক্যে মিত্রতা খণ্ডনের ন্যায় শরনিকর দ্বারা শত্রুসৈন্য ছিন্ন করিতে লাগিল; মণিগ্রীবের বিপুল বাণে গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতিসকল বজ্রাহত বৃক্ষশ্রেণীর ন্যায় ক্ষতযুক্ত হইয়া পতিত হইল। কৃষ্ণনন্দন বলবান্ সত্যভামাতনয় চন্দ্রভানু তখন পাঁচ বাণে মণিগ্রীবের ধনু ছিন্ন করিলেন এবং দশবাণে তাহার রথ ভগ্ন করিয়া মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মণিগ্রীবও চন্দ্রভানুর প্রতি স্বীয় শক্তি নিক্ষেপ করিল, হে মৈথিল! শক্তি মহোল্কার ন্যায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে, মহাবল চন্দ্রভানু অবলীলাক্রমে বামহস্তে তাহা ধরিয়া ফেলিলেন এবং সেই শক্তিদ্বারা সমরে মহাবল মণিগ্রীবকে প্রহার করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন। শক্তি প্রহারে মণিগ্রীব মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলে নলকূবর-প্রেরিত অসুরগণ বাণজালে বর্ষাকালের মেঘ যেমন সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ চন্দ্রভানুকে আচ্ছাদিত করিল। কৃষ্ণতনয় বেগবান্ দীপ্তিমান অসি উদ্যত করিয়া নীহাররাশির মধ্যে রবির ন্যায় যক্ষ সেনাগণের মধ্যে সমাগত হইলেন। তাঁহার খড়্গাঘাতে কোন কোন যক্ষ দ্বিখণ্ডিত হইল, কোন কোন যক্ষের মস্তক ও কোন কোন যক্ষের পাদ স্কন্ধ, বাহু, হস্ত,কর্ণ ও ওষ্ঠ ছিন্ন হইয়া রণক্ষেত্রে পতিত হইল। তাহাদের কিরীট, কুণ্ডল, ও শিরস্ত্রাণযুক্ত গলিতরক্ত বীভৎস মস্তক-রাশিতে মহী মহামারীর মূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হইল। ১—১১। অবশিষ্ট ক্ষতযুক্ত যক্ষগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিল, হে মৈথিল! তখন যক্ষসেনাগণ মধ্যে

ধনুষ্টঙ্কারয়ন্ প্রাপ্তো দংশিতো নলকুবরঃ।
রথেনাতিপতাকেন মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দদৌ ॥১৩
পঞ্চভিঃ কৃতবর্ম্মাণমর্জ্জুনং দশভিঃ শরৈঃ।
দীপ্তিমন্তঞ্চ বিংশত্যা ততাড় নলকূবরঃ ॥ ১৪
কৃতবর্ম্মা মহাবাহুর্জঘান নলকূবরম্।
পঞ্চভির্ব্বিশিখৈ রাজন্নাদয়ন্মণ্ডলং দিশাম্ ॥১৫
তে বাণাঃ কবচং ভিত্বা তনুং ভিত্বা ধরাতলম্।
বিবিশুঃ পশ্যতাং তেষাং বল্মীকে ফণিনো যথা ॥
বীক্ষ্য তদ্বাণভিন্নাঙ্গং মূর্চ্ছিতং নলকূবরম্।
অপোবাহ রণাৎ সূতো হেমমালীতি নামভাক্ ॥
ঘণ্টানাদঃ পার্শ্বমৌলিঃ কুবেরস্য চ মন্ত্রিণৌ।
জঘ্নতুর্বাণপটলৈর্যদূনামুদ্ভটং বলম্ ॥ ১৮
স্বর্ণপুঙ্খৈস্তীক্ষ্ণমুখৈর্গৃধ্রপক্ষৈর্মনোজবৈঃ।
দ্যোতয়ন্তির্দিশঃ সর্ব্বা মার্ত্তণ্ডকিরণৈরিব ॥ ১৯
ততোঽর্জ্জুনো মহাবীরঃ প্রতিবাণান্ সমাদধে।
বাণসঙ্ঘর্ষজা যুদ্ধে বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ ॥ ২০
বিরেজুর্নৃপ খদ্যোতচঞ্চলালাতচক্রবৎ।
সর্ব্বং তদ্বাণপটলং ক্ষণমাত্রেণ চাচ্ছিনৎ ॥ ২১
গাণ্ডীবমুক্তৈর্বিশিখৈর্গাণ্ডীবী রণদুর্ম্মদঃ।
যোজনদ্বয়মাত্রেণ তদ্রথৌ সধ্বজৌ বলাৎ ॥ ২২
অর্জ্জুনো বাণপটলৈশ্চকার শরপঞ্জরে।
হতাবিমাবিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্বে পুণ্যজনাস্তরম্ ॥ ২৩
দুদ্রুবুঃ স্বং রণং ত্যক্ত্বা পরং হাহেতি বাদিনঃ।
তদা তু ভূতাবলয়ঃ কোটিশশ্চাযযুর্মৃধে ॥ ২৪
ডাকিন্যঃ কোটিশো রাজংশ্চিক্ষিপুর্ব্বারণান্ মৃধে
ভক্ষয়ন্ত্যো নরানশ্বাংশ্চর্বয়ন্ত্যো রথান্ পৃথক্ ॥ ২৫
নরে নরে পৃথগ্‌ভূতা ধাবতো দশভির্দশ।
প্রমথাঃ পাতয়ামাসুঃ খট্বাঙ্গেন জনান্ মুহুঃ ॥২৬
যাতুধানাশ্চর্বয়ন্তঃ শিরাংসি রণমণ্ডলে।
বেতালাশ্চ কপালেন পিবন্তো রুধিরং বহু ॥ ২৭
বিনায়কাশ্চ নৃত্যন্তঃ প্রেতা গায়ন্ত এব হি।
কুষ্মাণ্ডাশ্চ তথোন্মাদা শিরাংসি জগৃহুর্মৃধে ॥২৮

হাহাকার উঠিল, নলকূবর বর্ম্মাবৃত হইয়া মুহুর্মুহু ধনুষ্টঙ্কার করিয়া অত্যুচ্চ পতাকাযুক্ত রথারোহণে আগমন করত ভয় নাই বলিয়া অভয় দান করিল। নলকূবর পঞ্চবাণে কৃতবর্ম্মাকে দশবাণে অর্জ্জুনকে ও বিংশতি বাণে দীপ্তিমানকে তাড়িত করিল। হে রাজন্! মহাবাহু কৃতবর্ম্মা দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করত পঞ্চবাণে নলকূবরকে প্রহার করিলেন, সেই সকল বাণ কবচভেদ করিয়া দেহ ভেদ করত সকলের সমক্ষে বল্মীকমধ্যে সর্প-প্রবেশের ন্যায় মৃত্তিকাতলে প্রবেশ করিল। সেই বাণাঘাতে ভগ্নতনু নলকূবর মূর্চ্ছিত হইল, তদ্দর্শনে হেমমালী নামক সারথি রণক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল। ঘণ্টানাদ ও পার্শ্বমৌলি নামক কুবেরমন্ত্রিদ্বয় শরনিকরদ্বারা মহাযোদ্ধা যাদবগণকে তাড়িত করিল; তাহার স্বর্ণপুঙ্খ শাণিতমুখ মনের মত বেগগামী গৃধ্রপক্ষযুক্ত শরসমূহ মার্ত্তণ্ডকিরণে দিক্‌সমূহ উদ্ভাসিত করার ন্যায় রণক্ষেত্র উদ্দীপ্ত করিল। ১২—১৯। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুনে শত্রুশর প্রতিসংহারক শর সন্ধান করিলেন, হে নৃপবর! বাণে বাণে সংঘর্ষ হইয়া সমরস্থলে সহস্র সহস্র অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইয়া খদ্যোত শ্রেণী কিংবা চক্রাকারে ভ্রামিত বহ্নির ন্যায় প্রতিভাত হইল। অনন্তর যুদ্ধদুর্ম্মদ অর্জ্জুন গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত বাণসমূহে ক্ষণকাল মধ্যে সেই বাণজাল দুই যোজন দূরে থাকিতে থাকিতেই ছেদন করিকরিলেন এবং কুবের-মন্ত্রিদ্বয়ের দুইখানি ধ্বজ যুক্ত রথ বহু বাণে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। যক্ষগণ তাহাদিগকে নিহত জানিয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক হাহাকার করিতে করিতে পলায়ন করিল। তখন রণস্থলে কোটি কোটি ভূত সমাগত হইল, হে রাজন্! কোটি কোটি ডাকিনী গজগণকে রণক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিল, নর ও অশ্বগণকে ভক্ষণ ও রথসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ চর্ব্বণ করিল। এক এক মনুষ্যের পশ্চাতে দশ দশ জন ডাকিনী দৌড়াইতে লাগিল, প্রমথগণ খট্বাঙ্গ দ্বারা নরগণকে মুহুর্মুহু নিপাতিত করিল, রাক্ষসগণ রণক্ষেত্রে নরমুণ্ড চর্ব্বণ, বেতালগণ নরকপালে করিয়া বহু শোণিত পান, বিনায়কগণ নৃত্য ও প্রেতগণ গান করিল। কুষ্মাণ্ড ও উন্মাদগণ যুদ্ধ-

শিবস্ত মুণ্ডমালার্থং বীরাণাং স্বর্গগামিনাম্।
তথা মাতৃগণা ব্রহ্মরাক্ষসা ভৈরবা মৃধে ॥ ২৯
শিরাংসি কন্দুকানীব ক্ষেপয়ন্তো মুহুর্মুহুঃ।
হসন্তঃ প্রহসন্তশ্চ সাট্টহাসং সমাকুলাঃ ॥ ৩০
পিশাচা বিকরালাস্যাঃ কুর্দন্তঃ কেঽপি কুৎসিতম্
পিশাচ্যঃ ক্ষতজং তূষ্ণং পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ মৃধে।
মারোদীরিতি বাদিন্যো নেত্রাণ্যপি দদাম উৎ॥৩১
ইত্থং গণবলং দৃষ্ট্বা বলদেবানুজো বলী ॥ ৩২
গদো গদাং সমাদায় জগর্জ্জ ঘনবন্মৃধে।
লক্ষভারভৃতা গুর্ব্ব্যা গদয়া তদ্বলং মহৎ ॥ ৩৩
পোথয়ামাস হি গদো বজ্রেণেন্দ্রো যথা গিরীন্।
কুষ্মাণ্ডোন্মাদবেতালাঃ পিশাচা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥ ৩৪
নিপেতুর্মূর্চ্ছিতা ভূমৌ তদ্গদাভিন্নমস্তকাঃ।
ডাকিন্যো ভিন্নদন্তাশ্চ প্রমথান্ ভিন্নকন্ধরান্ ॥ ৩৫
যাতুধানাংশ্ছিন্নমুখাংশ্চকার সমরে গদঃ।
গদয়া মর্দ্দিতাঃ প্রেতা দুদ্রুবুস্তে দিশো দশ ॥৩৬
বারাহদংষ্ট্রয়া ভগ্না লয়ে দৈত্যা যথা নৃপ।
পলায়িতে ভূতগণে বীরভদ্রঃ সমাগতঃ ॥ ৩৭
গদং ততাড় গদয়া বলদেবানুজং বলী।
গদোপরি গদাং নীত্বা গদঃ স্বাং
প্রাহিণোদ্গদাম্ ॥ ৩৮
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ঘোরং গদাভ্যাং মৈথিলেশ্বর।
বিস্ফুলিঙ্গান্ ক্ষরন্ত্যৌ দ্বে গদে চূর্ণীবভূবতুঃ ॥৩৯
মল্লযুদ্ধং তয়োরাসীন্নোদয়ন্তৌ পরস্পরম্।
ভুজৈশ্চ জানুভিঃ পাদৈঃ পাতয়ন্তো গিরীন্ বহূন্
করবীরং সমুৎপাট্য বীরভদ্রো গিরিং বলাৎ।
অট্টহাসং তদা কুর্ব্বন্ গদোপরি সমাক্ষিপৎ ॥ ৪১
গদো গিরিং সংগৃহীত্বা তস্যোপরি সমাক্ষিপৎ।
গৃহীত্বাথ গদং বীরং বীরভদ্রো বলাদ্বলী ॥ ৪২
চিক্ষেপ চৌজসা রাজন্নাকাশে লক্ষযোজনম্।
গদোঽপি পতিতো ভূমৌ কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ ॥
গৃহীত্বা বীরভদ্রাখ্যং ভ্রাময়িত্বা মহাবলঃ।

স্থলে মহাদেবের মুণ্ডমালা নির্ম্মাণার্থ স্বর্গগামী বীরগণের মস্তক গ্রহণ করিল। মাতৃকাগণ ব্রহ্মরাক্ষস ও ভৈরবগণ ক্রীড়া-কন্দুক মত নরমুণ্ড সকল মুহর্ম্মুহু নিক্ষিপ্ত করিল; হাস প্রহাস ও অট্টহাস সমাকুল বিকরাল বদন পিশাচগণ কুৎসিৎভাবে আস্ফালন করিতে লাগিল। পিশাচীরা রণক্ষেত্রে শিশুগণকে ক্ষতক্ষরিত উষ্ণ শোণিত পান করাইয়া তাহাদিগকে বলিতে লাগিল—রোদন করিও না, ইহাদের নেত্রও তোমাদিগকে দিতেছি। ২০—৩১। বলদেবানুজ বলবান্ গদ এইরূপ গণসৈন্য সন্দর্শন করিয়া গদাগ্রহণপূর্ব্বক ঘনবৎ গর্জ্জন করিলেন। সেই লক্ষভারময়ী গুরু গদা দ্বারা গদ বজ্র দ্বারা ইন্দ্রের পর্ব্বত পাতনের ন্যায় বিপুল যক্ষসৈন্য প্রোথিত করিলেন। গদের গদাঘাতে ভিন্নমস্তক কুষ্মাণ্ড, উন্মাদ, বেতাল, পিশাচ ও ব্রহ্মরাক্ষসগণ রণস্থলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইল; তিনি ডাকিনীগণের দন্ত ভগ্ন এবং প্রমথগণের কন্ধর ও রাক্ষসগণের মুখ ছিন্ন করিলেন; তাঁহার গদায় মর্দ্দিত হইয়া প্রেতগণ প্রলয়কালে বরাহ-দন্ত মর্দ্দিত দৈত্যগণের ন্যায় দশদিকে পলায়ন করিল। হে নৃপ! ভূতগণ পলায়মান হইলে বলবান্ বীরভদ্র সমাগত হইয়া গদা দ্বারা গদের গদার উপর আঘাত করত গদকে তাড়না করিল, গদ স্বীয় গদা দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন। হে মৈথিলেশ্বর! উভয়ের গদাযুদ্ধ ভীষণ ভাব ধারণ করিল এবং উভয় গদা হইতেই অনেক অগ্নিকণা বাহির হইল ও উভয় গদাই চূর্ণ হইয়া গেল। উভয়েই মহাগর্জ্জনে পরস্পর মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন; তাঁহাদের বাহু, জানু ও পদাঘাতে বহু পর্ব্বত পতিত হইল। ৩২—৪০। তখন বীরভদ্র বলপূর্ব্বক করবীর পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে গদের উপর নিক্ষেপ করিল, গদও পুনরায় সেই গিরি গ্রহণ করিয়া বীরভদ্রের উপর পাতিত করিলেন। হে রাজন্! বলবান্ বীরভদ্র সবলে বীর গদকে গ্রহণ করিয়া অতিবেগে লক্ষ যোজন দূরে আকাশে নিক্ষেপ করিল। মহাবল গদ ভূতলে পতিত হইয়া

ওজসা প্রাক্ষিপচ্ছীঘ্রমাকাশে লক্ষযোজনম্ ॥ ৪৪
বীরভদ্রস্তু পতিতঃ কৈলাসশিখরোপরি।
গদপ্রহারব্যথিতো মূর্চ্ছিতো ঘটিকাদ্বয়ম্ ॥ ৪৫
কার্ত্তিকেয়স্তদা প্রাপ্তঃ শক্তিমুদ্যম্য বেগবান্।
অনিরুদ্ধায় শাম্বায় শক্তিং চিক্ষেপ সত্বরম্ ॥ ৪৬
অনিরুদ্ধরথং ভিত্বা শাম্বং শাম্বরথং পুনঃ।
গজান্ রথান্ সহস্রঞ্চ বীরলক্ষং মৃধাঙ্গনে ॥ ৪৭
ভিত্বা নদন্তী স্ফুর্জ্জন্তী চপলেব দিশো দশ।
বিবেশ ভূমৌ ফুৎকারং কুর্ব্বতী পন্নগীব সা ॥ ৪৮
তদা ক্রুদ্ধো মহাবাহুঃ শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ।
কৃত্বাথ শিঞ্জিনীঘোষং নিষঙ্গাদ্ বাণমাদদে ॥ ৪৯
একোঽপি সন্দহিস্তূণাদ্দশরূপী বভূব হ।
চাপে শতং কর্ষণে চ সহস্রং রূপমাদধে ॥ ৫০
মোক্ষণে লক্ষরূপাণি কোটিরূপাণি বৈরিষু।
অনেকরূপী বিশিখঃ শিখিনং শিখিবাহনম্ ॥৫১

কিঞ্চিদ্ব্যাকুল-মনে বীরভদ্রকে গ্রহণপূর্ব্বক ভ্রামিত করত সত্বর অতিবেগে লক্ষ যোজন দূরে অন্তরীক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। বীরভদ্র কৈলাস শৈলের উপর পতিত ও গদের সেই প্রহার ব্যথায় ঘটিকাদ্বয় যাবৎ মূর্চ্ছিত হইয়া রহিল। তখন বেগবান্ কার্ত্তিকেয় করে শক্তি উদ্যত করিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অনিরুদ্ধ ও শাম্বের প্রতি সেই শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। শক্তি সমরে অনিরুদ্ধ-রথ, শাম্ব ও শাম্বরথ ভগ্ন করিয়া সহস্র হস্তী ও রথ এবং লক্ষ বীর বিনাশ করিল। সেই শক্তি হস্তী-রথাদি ভেদ করিয়া বিদ্যুতের ন্যায় নিনাদ ও দশদিক্ উদ্ভাসিত করত ফুৎকার রব করিয়া সর্পের ন্যায় ভূমি মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন জাম্ব-বতী তনয় মহাবাহু শাম্ব ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুকের গুণের শব্দ করিয়া তূণ হইতে বাণ গ্রহণ করি-লেন। সেই একটী মাত্র বাণ তূণ হইতে বাহির হইয়াই দশটী হইল এবং ধনুকে যোজিত হইয়া শত ও আকর্ষণে সহস্ররূপে পরিণত হইল; আর ধনুর্গুণ হইতে বাহির হইয়া লক্ষ ও শত্রুতে পতিত হইয়া কোটিরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই বহুরূপী বাণ ময়ূর ও ময়ূর-

ভিত্বা বিভেদ বীরাণাং কোটিশঃ কোটিশো রণে
কার্ত্তিকেয়ে চ ভিন্নাঙ্গে কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসে।
গণেশ্বরস্তদা প্রাপ্তো মূষিকস্থো গজাননঃ ॥৫২

গোমূত্রপত্রমৃগনাভিবিচিত্রকুম্ভং
শ্রীকুঙ্কুমাকলিতসুন্দরবক্রতুণ্ডম্।
সিন্দূরপূরিতকপোলমনোহরাভং
কর্পূরধূলিধবলীকৃতকর্ণবর্ণম্ ॥ ৫৩
ব্যালোলকর্ণহতমত্তমধুব্রতৈস্তৈঃ
শ্রীগণ্ডজাতমদিরামদবিহ্বলাঙ্গৈঃ।
সঙ্গীততালকুসুমাকরগীতরাগৈঃ
সংসেবিতং গণপতিং কৃতভালচন্দ্রম্ ॥ ৫৪
বালার্কবর্ণমমলাঙ্গদহেমহারং
গ্রৈবেয়মৌলিকিরণৈঃ পরিতঃ স্ফুরন্তম্।
আখুস্থমেকদশনং গজভব্যমূর্ত্তিং
পাশাঙ্কুশাম্বুজকুঠারচয়ং দধানম্ ॥ ৫৫
প্রাংশুং চতুর্ভুজমতীব মৃধে প্রবৃত্তং
কাংশ্চিৎ প্রগৃহ্য চ করেণ ধৃতাঙ্কুশেন।

বাহন কার্ত্তিকেয়কে ভেদ করিয়া রণে কোটি কোটি বীর দেহ ভেদ করিল। কার্ত্তিকেয়ের কলেবর ভিন্ন হইলে তিনি কিঞ্চিৎ খিন্নমনা হইলেন, তখন মূষিকবাহন গণেশ্বর গজানন আগমন করিলেন। ৪১—৫২। করিকুম্ভের মত তাহার বিচিত্র মস্তক গোমূত্র ও ক অলকাবলীযুক্ত, সুন্দর বক্র তুণ্ড কর্পূর কুঙ্কুম ও অলক্তে রঞ্জিত, কপোল সিন্দূর-শোভিত সুপ্রভ ও মনোহর, কর্ণ কর্পূর-ধূলি দ্বারা ধবলীকৃত ও চঞ্চল, গণ্ড হইতে মদধারা ক্ষরিত হয়, তাহাতে মদমত্ত মধুকরগণ পতিত ও কর্ণাহত হইয়া বিতাড়িত, হইয়া থাকে তালযুক্ত বসন্ত সঙ্গীত রাগে এ হেন চন্দ্রমৌলি গণপতি গীয়মান ও সম্যক্প্রকারে সেব্যমান। তাঁহার করে বালদিবাকরদ্যুতি অমল অঙ্গদ, গলে হেমহার। মুকুটের ময়ূখমালা ইতস্ততঃ পরিস্ফুরিত। তিনি মূষিকবাহন, একদন্ত, ভব্য করিবদন এবং করে পাশ অঙ্কুশ পদ্ম ও কুঠার ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার অতি বিশাল বাহুচতুষ্টয় যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছে।

সংমর্দ্দয়ন্তমুরুধারপরশ্বধেন
শ্রীভার্গবেন্দ্রমিব শস্ত্রভৃতঃ সমস্তান্ ॥ ৫৬
বীরেভবাজিরথসজ্ঘবলং নিপাত্য
শাম্বং প্রগৃহ্য সরথং প্রধনাৎ ক্ষিপন্তম্।
তং বীক্ষ্য বিস্মিতমনাঃ সগণোঽথ কার্ষ্ণিঃ
পুত্রং সুবুদ্ধিমনিরুদ্ধমুবাচ সম্যক্ ॥

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে যক্ষযুদ্ধবর্ণনং নাম
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৪॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

প্রদ্যুম্ন উবাচ।

কলা সাক্ষাদ্গণেশোঽয়ং মহাবলঃ।
জেতুং ন শক্যো দিবিজৈর্মনুষ্যৈস্তু কুতো ভুবি
বর্ত্ততে যত্র নিকটে তত্র নাস্তি পরাজয়ঃ।
বরো দত্তো পুরাঽস্মৈ শঙ্করালয়ে ॥ ২

যদ্যয়ং বর্ত্ততে চাত্র তদা ন স্যাজ্জয়শ্চ নঃ।
শত্রুপক্ষগতোঽয়ং বৈ শ্রীকৃষ্ণস্য বরোর্জ্জিতঃ ॥৩
তস্মাত্ত্বং চণ্ডমার্জ্জারো ভূত্বাখুং যুদ্ধতো বলাৎ
বিদ্রাবয় মহাযুদ্ধে ফুৎকারৈশ্চ দিশো দশ ॥ ৪
যাবদ্বলং বিজেষ্যামি তাবদ্ বিদ্রাবয় ত্বরম্।

নারদ উবাচ।

অথানিরুদ্ধো ভগবাংশ্চণ্ডমার্জ্জাররূপধৃক্ ॥ ৫
অলক্ষিতো গণেশেন ন জ্ঞাতো বিষ্ণুমায়য়া।
ফুৎকারমুৎকটং কুর্ব্বন্ সন্ পপাতাখুসম্মুখে ॥ ৬
বিদারয়ন্ মুখং রাজন্ সততং নখরৈঃ খরৈঃ।
গণেশেন সহৈবাখুদৃষ্ট্বাশু ভয়বিহ্বলঃ ॥ ৭
দুদ্রাব ত্বরিতং রাজন্ কম্পিতো রণমণ্ডলাৎ।
তমন্বগচ্ছৎ কুপিতো মার্জ্জারঃ স্থূলরূপধৃক্ ॥ ৮
মূষকং স্বমপোবাহ গণেশোঽপি মুহুর্ম্মুহুঃ।
নায়য়ৌ স্বং রণক্ষাখুশ্চণ্ডমার্জ্জারপীড়িতঃ ॥ ৯
সপ্ত দ্বীপান্ সপ্ত সিন্ধূন্ দিশাসু বিদিশাসু চ

তিনি বীরগণকে অঙ্কুশযুক্ত কর দ্বারা আকর্ষণ করিয়া অতি তীক্ষ্নধার কুঠার দ্বারা পরশুরামের শস্ত্রধারী সমস্ত ক্ষত্রিয় নাশের ন্যায় বিনাশ করিতে লাগিলেন। তিনি বীর, হস্তী, অশ্ব, রথ ও সৈন্যসঙ্ঘ পাতিত করিয়া রথের সহিত শাম্বকে গ্রহণপূর্ব্বক রণক্ষেত্র হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন তাঁহাকে দেখিয়া সৈন্যগণ সহ বিস্মিত হইলেন এবং সুবুদ্ধি পুত্র অনিরুদ্ধকে বিশেষভাবে বলিতে লাগিলেন। ৪৩—৫৭।

বিশ্বজিৎখণ্ডে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—এই মহাবল গণেশ সাক্ষাৎ কৃষ্ণাংশ, দেবগণই ইঁহাকে জয় করিতে সমর্থ নহেন, মর্ত্ত্যে মানবগণের আর কথা কি? ইনি যাহার সান্নিধ্যে থাকেন, তাহারও পরাজয় হয় না, পূর্ব্বকালে শঙ্করালয়ে কৃষ্ণ ইঁহাকে এই-রূপ বর দিয়াছিলেন। যদি ইনি এখানে থাকেন তাহা হইলে আমাদের জয় হইবে না। কৃষ্ণ-বরে উদ্দৃপ্ত গণেশ শত্রু-পক্ষ অবলম্বন করিয়া-ছেন, অতএব হে অনিরুদ্ধ! তুমি প্রচণ্ড মার্জ্জার হইয়া গণেশ-বাহন ইন্দুরের সহিত সবলে যুদ্ধ করত ফুৎকারে দশদিক্ বিদারিত কর; আমি যে পর্য্যন্ত শত্রু সৈন্য বিনাশ করি তাবৎ ত্বরাসহকারে এই কার্য্য কর। নারদ বলিলেন,—অনন্তর ভগবান্ অনিরুদ্ধ অলক্ষিত ভাবে প্রচণ্ড মার্জ্জাররূপ ধারণ করিলেন, বিষ্ণু-মায়ায় গণেশ তাহা জানিতে পারিলেন না হে রাজন্! মার্জ্জার উৎকট ফুৎকার করিয়া ইন্দুরের সম্মুখে পতিত হইতে লাগিল এবং তীক্ষ্ন নখরনিকর দ্বারা নিয়ত তাহার বদন বিদারণ করিতে লাগিল। হে রাজন্! মূষিক সহসা বিশেষ বিহ্বল হইয়া কম্পিত কলেবরে রণক্ষেত্র হইতে দ্রুত পলায়ন করে; স্থূল-দেহ-ধারী কুপিত মার্জ্জারও তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হয়। গণেশ স্বীয় বাহন মূষিককে বারংবার যুদ্ধস্থলে যাইতে বলিলেও সে ভীষণ মার্জ্জার

ধাবন্ বৈ সপ্তলোকেষু ন লেভে শর্ম্ম মৈথিল ॥
যত্র যত্র গতশ্চাখুর্গণেশেন সমন্বিতঃ।
তত্র তত্র গতো রাজন্মার্জ্জারশ্চণ্ডবিক্রমঃ ॥ ১১
এবং সমুষকে যাতে গণেশে বিদিশান্তরে।
বিস্মিতেষু সপক্ষেষু গণেষু প্রমথেষু চ ॥ ১২
পুষ্পকস্থঃ কুবেরোঽসৌ মায়াং চক্রেঽথ গৌহ্যকীম্
গৃহীত্বা স্বধনুর্দিব্যং নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ॥ ১৩
সমন্ত্রং কবচং ধৃত্বা বাণসঙ্ঘং সমাদধে।
তদৈব চ্ছাদিতং ব্যোম মেঘৈঃ সাম্বর্ত্তকৈরিব ॥
তড়িৎস্বনৈর্ম্মহাভীমৈস্তমোঽভূৎ স্তনয়িত্নুভিঃ।
বিন্দবো হস্তিসদৃশা নিপেতুঃ সোপলা মৃধে ॥১৫
ধারাভিরতিঘোরাভির্ব্ববৃষুর্ব্বারিদাস্ততঃ।
ক্ষণেন সিন্ধবঃ সর্ব্বে প্লাবয়ন্তো ধরাতলম্ ॥ ১৬
পর্ব্বতৈর্জ্জীবসহিতৈর্দৃশ্যন্তে রণমণ্ডলে।
প্রাকৃতাঃ প্রলয়ং মত্বা যাদবা ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ১৭
ত্যক্ত্বা শস্ত্রাণি তেঽথোচুঃ শ্রীকৃষ্ণেতি মুহুর্ম্মুহুঃ।

ভয়ে পীড়িত হইয়া গেল না; হে মৈথিল! মূষিক সপ্তদ্বীপ, সপ্ত সাগর, দিক্‌বিদিক্ এমন কি সপ্তলোকে গিয়াও কুত্রাপি শান্তি পাইল না, হে রাজন্! সর্ব্বত্রই প্রচণ্ড বিক্রম মার্জ্জার গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ১—১১। হে রাজন্! মূষিক গণেষকে লইয়া এইরূপে দিগন্তরে উপনীত হইলে প্রথমাদি সৈন্য-গণমধ্যে মহা বিস্ময় উপস্থিত হইল। পুষ্পকস্থ কুবের গুহ্যকমায়া বিস্তারপূর্ব্বক স্বীয় দিব্যধনু গ্রহণ করিয়া মহেশকে নমস্কার করত সমন্ত্র কবচ ধারণ করিয়া বহু বাণ সন্ধান করিলেন। তখনই প্রলয়কালীন মেঘের মত সেই সকল শর আকাশ আচ্ছাদিত করিল; তড়িৎশব্দ সম-ন্বিত মহাভীম মেঘসমূহে সর্ব্বত্র অন্ধকার হইয়া গেল, রণস্থলে হস্তিসদৃশ বড় বড় বিন্দু ও প্রস্তর বৃষ্টি হইল। মেঘগণ অতি ভীষণ ধারা-বর্ষণ করিল। ক্ষণকাল মধ্যে সাগরসমূহ ধরা-তল প্লাবিত করিল; রণক্ষেত্রে বহু প্রাণীর সহিত বহু পর্ব্বত প্রাদুর্ভূত হইল। স্থূলবুদ্ধি যাদবগণ প্রলয় বুঝিয়া ভয়ে বিহ্বল হইলেন এবং শস্ত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক মুহুর্মুহু কৃষ্ণ কৃষ্ণ

জ্ঞাত্বা তাং গৌহ্যকীং মায়াং প্রদ্যুম্নো ভগবান্ হরিঃ ॥ ১৮
সত্ত্বাত্মিকাঞ্চ স্বাং বিদ্যাং সর্ব্বমায়োপমর্দ্দিনীম্।
জপ্ত্বা কৃত্বা কামবীজং বাণমধ্যে নিধায় তৎ ॥ ১৯
মুখে চ প্রণবং ধৃত্বা পুঙ্খে শ্রীবীজমেব চ।
আকৃষ্য কর্ণপর্য্যন্তং কৃষ্ণং স্মৃত্বা চতুর্ভুজম্ ॥ ২০
চিক্ষেপ বিশিখং চাপাদ্দোর্দ্দণ্ডাভ্যাং তড়িৎ-স্বনাৎ।
কোদণ্ডমুক্তো বিশিখো দ্যোতয়ন্ মণ্ডলং দিশাম্
জঘান গৌহ্যকীং মায়ামন্ধকারং যথা রবিঃ ॥ ২১
ভয়ভীতো রাজরাজো পুষ্পকস্থো রণাঙ্গনাৎ ॥২২
পলায়মানো যক্ষৈশ্চ কম্পিতঃ স্বপুরীং যযৌ।
প্রদ্যুম্নস্যোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে ॥ ২৩
জহসুর্যাদবাঃ সর্ব্বে জয়ারাবসমাকুলাঃ।
তদাতিধর্ষিতো রাজন্ রাজরাজঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥২৪
বলিং নীত্বা যযৌ শীঘ্রং প্রদ্যুম্নস্যাপি সম্মুখে।
গজেন্দ্রাণাং দ্বিলক্ষঞ্চ দ্বিশুণ্ডাদণ্ডশালিনাম্ ॥২৫
দন্তিশ্চতুর্ভির্যুক্তানামদ্রিং স্পর্দ্ধয়তাং মদৈঃ।

করিতে লাগিলেন। ভগবান্ হরি প্রদ্যুম্ন তাহা গুহ্যকমায়া জানিয়া স্বীয় সর্ব্বমায়া মর্দ্দিনী সাত্ত্বিকী-মায়া-স্মরণ ও কামবীজ জপ করিয়া বাণমধ্যে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বাণাগ্রে প্রণব ও পুঙ্খে শ্রীবীজ স্থাপন করিয়া কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করত চতুর্ভুজ কৃষ্ণকে স্মরণ-পূর্ব্বক ধনু হইতে সোদামিনী-শব্দময় সেই বাণ বাহুদ্বয় দ্বারা নিক্ষেপ করিলেন। তদীয় ধনুর্ম্মুক্ত বাণ দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া সূর্য্যের অন্ধ-কার নাশের ন্যায় গুহ্যকমায়া বিনাশ করিল। ১২—২১। পুষ্পকস্থ কুবের ভয়ভীত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে কম্পিত কলেবরে যক্ষগণসহ স্বীয়পুরে পলায়ন করিলেন। প্রদ্যুম্নের উপর সুরগণ পুষ্পবর্ষণ করিলেন,জয় জয় রব সমাকুল যাদবগণ হাসিলেন; হে রাজন্! তখন অতি-পীড়িত যক্ষরাজ কুবের কর লইয়া সত্বর প্রদ্যুম্ন সম্মুখে আগমন করিলেন। হে রাজন্! দুইটি শুণ্ডদণ্ড ও চারিটি দন্তযুক্ত মদোদ্ধত পর্ব্বপ্রমাণ দ্বিলক্ষ গজ,মুক্তা তোরণ শালী সূর্য্য তেজো-

দশলক্ষং রথানাঞ্চ মুক্তাতোরণশালিনাম্ ॥২৬
শতাশ্বযোজিতানাঞ্চ রুক্মাণাং সূর্য্যবর্চ্চসাম্।
দশার্ব্বুদং তথা রাজন্ হয়ানাং চন্দ্রবর্চ্চসাম্ ॥ ২৭
শিবিকানাং চতুর্লক্ষং মাণিক্যৈরগ্নিবর্চ্চসাম্।
পঞ্জরস্থায়িনাং রাজন্ শার্দ্দুলানাং দ্বিলক্ষকম্ ॥
চিত্রকাণাং মৃগাণাঞ্চ গবয়ানাং তথৈব চ।
মৃগয়াসারমেয়াণাং কোটিকোটিং বিদেহরাট্ ॥২৯
শুকানাং শারিকাণাঞ্চ কলকণ্ঠপ্রবাদিনাম্।
হংসানাং স্বর্ণবর্ণানামন্যেষাং চিত্রপক্ষিণাম্ ॥ ৩০
পঞ্জরস্থায়িনাং রাজল্লঁক্ষং লক্ষং নৃপেশ্বর।
বিমানং বিষ্ণুদত্তাখ্যং মুক্তাদামবিলম্বিতম্ ॥ ৩১
অষ্টযোজনমুচ্চাঙ্গং নবযোজনবিস্তৃতম্।
লক্ষকুম্ভধ্বজোপেতং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৩২
কামগং স্বর্ণশিখরং সহস্রাদিত্যসুপ্রভম্।
সহস্রং কল্পবৃক্ষাণা কামধেনুশতং তথা ॥ ৩৩
চিন্তামণীনাঞ্চ শতং শতং দিব্যাশ্মনাং তথা।
যৎস্পর্শেনাপি লোহস্ত হেমত্বং যাতি মৈথিল ॥
ছত্রাণাং চামরাণাঞ্চ হেমসিংহাসনং শতম্।
তথাহি দিব্যপদ্মানাং মালাং কিঙ্কিণীং শুভাম্
শতং পীযূষদ্রোণস্ত ফলানি বিবিধানি চ।
খচিদ্রত্নসুবর্ণানাং ভূষণানাস্তু বাসসাম্ ॥ ৩৬
দিব্যানাং কম্বলানাঞ্চ কোটিশঃ পাত্রসঞ্চয়ম্।
অমোঘানাঞ্চ শস্ত্রাণা কোটিসৌবর্ণশালিনাম্ ॥৩৭
গজৈর্নরৈর্ভারবাহৈঃ প্রেরিতা নিধয়ো নব।
দত্ত্বা বলিং রাজরাজঃ প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে ॥
দক্ষিণীকৃত্য তং নত্বা প্রাহেদং হর্ষপূরিতঃ ॥ ৩৮

কুবের উবাচ।

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে ॥ ৩৯
অনাদয়ে সর্ব্ববিদে নির্গুণায় মহাত্মনে।
প্রধানপুরুষেশায় প্রত্যগ্ধাম্নে নমো নমঃ ॥ ৪০
স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপায় শ্যামলাঙ্গায় তে নমঃ।
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥ ৪১
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাংপতয়ে নমঃ।
মদনায় চ মারায় কন্দর্পায় নমো নমঃ ॥ ৪২
দর্পকায় চ কামায় পঞ্চবাণায় তে নমঃ।
অনঙ্গায় নমস্তুভ্যং নমস্তে শম্বরারয়ে ॥ ৪৩
হে মন্মথ নমস্তুভ্যং নমস্তে মীনকেতন।
মনোভবায় দেবায় নমস্তে কুসুমেষবে ॥ ৪৪

ময় শতাশ্ব-যোজিত দশলক্ষ স্বর্ণরথ চন্দ্রকান্তি অর্ব্বুদ অশ্ব, মাণিক্য রত্নখচিত অগ্নির ন্যায় তেজোযুক্ত চারিলক্ষ শিবিকা, পিঞ্জরস্থ দ্বিলক্ষ ব্যাঘ্র এবং হে বিদেহরাজ! চিত্র মৃগ গবয় ও মৃগয়াযোগ্য কোটি কোটি কুক্কুর, কলকণ্ঠ মধুরভাষী শুক-সারী, বহু স্বর্ণবর্ণ হংস, পিঞ্জরাবদ্ধ বিচিত্র অন্যান্য লক্ষ লক্ষ পক্ষী, বিষ্ণুদত্ত নামক মুক্তাদাম-বিলম্বিত বিমান দান করিলেন। ২২—৩১। ঐ বিমান অষ্ট যোজন উচ্ছ্রিত নবযোজন বিস্তৃত, লক্ষ কুম্ভ ও ধ্বজ শোভিত বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা বিনির্ম্মিত, কামগামী, স্বর্ণশিখর এবং সহস্র আদিত্যতুল্য সুপ্রভ। কুবের সহস্র কল্পবৃক্ষ, শত কামধেনু, শত চিন্তামণি ও শত শত দিব্য প্রস্তরও প্রদান করিলেন। হে মৈথিল! সেই প্রস্তর স্পর্শে লৌহ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। কুবের শত ছত্র, শত চামর, শত হেমসিংহাসন, দিব্য পদ্মসমূহের মনোজ্ঞা কিঙ্কিণী মালা, শত অমৃতহ্রদ, বিবিধ ফল, কোটি কোটি স্বর্ণরত্নখচিত স্বর্ণভূষণ ও বসন দিব্য কম্বল, বিবিধ পাত্র, সুবর্ণশালী অমোঘ শস্ত্র, গজ ও নরভারবাহি-বাহিত নবনিধি প্রদান করিলেন। কুবের প্রদ্যুম্নকে করপ্রদান করিয়া প্রদক্ষিণ ও নমস্কারপূর্ব্বক হর্ষ পূর্ণহৃদয়ে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ৩২—৩৮। কুবের বলিলেন,—হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার। পুরুষ, মহাত্মা, অনাদি, সর্ব্ববিৎ, নির্গুণ, প্রকৃতি-পুরুষাধীশকে নমস্কার। প্রত্যক্তেজা, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, শ্যামাঙ্গকে নমস্কার। বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণকে নমস্কার; প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ সাত্বতপতিকে নমস্কার। মদন, মার, কন্দর্পকে নমস্কার নমস্কার; দর্পক, কাম পঞ্চবাণকে নমস্কার; হে অনন্ত! তোমাকে নমস্কার. হে শম্বরারে! তোমাকে নমস্কার। হে মন্মথ! তোমাকে নমস্কার, হে মীনকেতন! তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি মনোভব ও পুষ্পবাণ, তোমাকে নমস্কার। তুমি

অনঙ্গজ নমস্তভ্যং রতিভর্ত্রে নমো নমঃ।
নমস্তে পুষ্পধন্বুষে মকরধ্বজ তে নমঃ ॥ ৪৫
স্মরায় প্রভবে নিত্যং জগদ্বিজয়কারিণে।
নমো রুক্মবতীভর্ত্রে সুন্দরীপতয়ে নমঃ ॥ ৪৬
ইদং করিষ্যামি করোমি ভূম-
ন্মমেদমস্তীতি তবেদমাব্রুবন্।
অহং সুখী দুঃখযুতঃ সুহৃজ্জনো
লোকো হ্যহংকারবিমোহিতোহখিলঃ ॥ ৪৭
প্রধানকালাশয়দেহজৈগুণৈঃ
কুর্ব্বন্ বিকর্ম্মাণি জনো নিবধ্যতে।
কাচের্ভকং সৈকত এব জীবনং
গুণে চ সর্পং প্রতনোতি সোহক্ষিভিঃ ॥ ৪৮
কৃতং ময়া হেলনমদ্য মোহত-
স্বন্মায়য়া মোহিতচেতসা প্রভো।
ন মন্যসে বালকৃতং পিতেব হি
মাভূৎ পুনর্মে মতিরীদৃশী মনাক্ ॥ ৪৯
সদা ভবেত্ত্বচ্চরণারবিন্দয়ো
র্ভক্তিং পরাং যাঞ্চ বিহর্গরীয়সীম্।
জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যযুতং শিবাস্পদং
দেহি প্রশস্তং নিজসাধুসঙ্গমম্ ॥ ৫০

নারদ উবাচ।

প্রদ্যুম্নস্য শুভং স্তোত্রং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
সঙ্কটে তস্য সততং সহায়ঃ স্যাদ্ধরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৫১
ইত্যুক্তবন্তং যক্ষেশং প্রদ্যুম্নো ভগবান্ হরিঃ।
তথাস্ত্বুক্ত্বা দদৌ রাজন্ পদ্মরাগশিরোমণিম্ ॥ ৫২
মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দত্বা লীলাচ্ছত্রং সচামরম্।
সিংহাসনং মণিময়ং প্রাদাচ্ছ্রীযাদবেশ্বরঃ ॥ ৫৩
কার্ষ্ণিং প্রদক্ষিণীকৃত্য রাজরাজো ধনেশ্বরঃ।
নত্বা যযৌ রাজধানীমলকামলকেশ্বর ॥ ৫৪
জিতং শ্রুত্বা রাজরাজং প্রদ্যুম্নেন মহাত্মনা।
ন কেপি যুযুধুস্তেন রাজানশ্চ বলিং দদুঃ ॥ ৫৫
অথ কার্ষ্ণির্মহাবাহুর্নাদয়ন্দুন্দুভীন্ বহূন্।
সমস্তবাহিনীযুক্তঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং যযৌ ॥ ৫৬
ভৌমাসুরসুতো নীলো ধর্ষিতস্তস্য তেজসা।
সদ্যস্তস্মৈ বলিং প্রাদাৎ প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে ॥৫৭

আত্মযোনি রতিপতি তোমাকে নমস্কার নমস্কার। পুষ্পধন্বাকে নমস্কার, হে মকরধ্বজ! তোমাকে নমস্কার। স্মর, প্রভু, নিত্য, জগদ্‌বিজয়কারী, রুক্মবতীপতি সুন্দরী পতিকে নমস্কার। হে ভূমন্! অহঙ্কার বিমোহিত অখিল লোক ইহা করি, করিতেছি, ইহা আমার, ইহা তোমার, আমি সুখী, আমি দুঃখী, মিত্রজন দুঃখান্বিত" ইত্যাকার বলিয়া থাকে। এইরূপ প্রকৃতিকাল ও অন্তঃকরণের অধীন হইয়া দেহজগুণানুসারে বিপরীত কর্ম্ম করিয়া মানব বদ্ধ হয়। সে অক্ষিদ্বারা কাচ-প্রতিবিম্বে বালক, বালুকায় জল ও রজ্জুতে সর্প প্রত্যক্ষ করে। হে প্রভো! আমি আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া মূঢ়তা বশত আজ আপনাকে অবজ্ঞা করিয়াছি, আপনি পিতার ন্যায় পুত্রকৃত অপরাধ লইবেন না, আমার এরূপ অল্পমাত্র মতি আর যেন কখনও না হয়। সর্ব্বদা আপনার পাদপদ্মে যেন আমার পরম শ্রেষ্ঠা ভক্তি থাকে; আমাকে মঙ্গল বৈরাগ্যযুক্ত প্রশস্ত জ্ঞান এবং ভবাদৃশ সাধুর সঙ্গ দান করুন। ৩৯—৫০। নারদ বলিলেন,—যে ব্যক্তি প্রভাতে উঠিয়া প্রদ্যুম্নের এই মঙ্গলময় স্তোত্র পাঠ করে, হরি স্বয়ং সঙ্কটে সতত তাহার সহায় হন। হে রাজন! যক্ষরাজ ঐরূপ কহিলে যাদবরাজ ভগবান্ হরি প্রদ্যুম্ন 'তাহাই হউক' কহিয়া তাঁহাকে পদ্মরাগ নির্ম্মিত শিরোমণি প্রদান করিলেন এবং ভয় করিও না বলিয়া অভয়দান করত চামরযুক্ত লীলাচ্ছত্র ও মণিময় সিংহাসন অর্পণ করিলেন। অলকাপুরপতি যক্ষরাজ কুবের কৃষ্ণতনয়কে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া নিজ রাজধানীতে গমন করিলেন। মহাত্মা প্রদ্যুম্নকর্ত্তৃক কুবের পরাজিত হইয়াছেন শুনিয়া আর কোন রাজাই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলেন না, সকলেই কর প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণতনয় মহাত্মা প্রদ্যুম্ন মুহুর্মুহু বহু দুন্দুভি নিনাদিত করিয়া সমস্ত বাহিনীর সহিত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইলেন। ভৌমাসুরনন্দন নীল

প্রাগ্জ্যোতিষপুরদ্বারি দ্বিবিদো নাম বানরঃ।
পুরা প্রদ্যুম্নবানেন তাড়িতো যো মহাবলঃ॥ ৫৮
স উত্থায় রুষাবিষ্টো দশনৈর্নখরৈঃ খরৈঃ।
বিদার্য্য বীরানশ্বাংশ্চ ভ্রূভঙ্গৈঃ প্রজগর্জ হ॥ ৫৯
লাঙ্গুলেন রথান্ বদ্ধা প্রাক্ষিপল্লবণাম্ভসি।
গৃহীত্বা স গজান্ দোর্ভ্যাং বিচিক্ষেপাম্বরে বলাৎ
শত্রুং জ্ঞাত্বা কপিং কার্ষ্ণিঃ প্রতিশার্ঙ্গে শরং দধে।
নীত্বা শরস্তং সহসা ভ্রামযিত্বাম্বরে বলাৎ॥ ৬১
পূর্ব্ববৎ পাতয়ামাস কিষ্কিন্ধ্যায়াং মহাকপিম্।
পুনরাগতবান্ বাণঃ প্রদ্যুম্নস্যেষুধৌ স্ফুরন্॥ ৬২

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে যক্ষদেশবিজয়ো নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫॥

তাঁহার তেজে ধর্ষিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কর প্রদান করিল। পূর্ব্বে প্রদ্যুম্নবাণে যে মহাবল বানর তাড়িত হইয়াছিল, সেই দ্বিবিদ প্রাগ্-জ্যোতিষপুরের দ্বারদেশে বিদ্যমান ছিল, ঐ দ্বিবিদ সহসা উঠিয়া রোষবশে তীক্ষ্ণ দশন ও নখর দ্বারা অশ্ব ও বীরগণকে বিদারণপূর্ব্বক ভীষণ ভ্রূভঙ্গসহকারে গর্জ্জিয়া উঠিল, লাঙ্গুল দ্বারা বহু রথ আবদ্ধ করিয়া লবণসাগরে এবং ভুজদ্বয়ে গজগণকে গ্রহণ করিয়া সবেগে আকাশে নিক্ষেপ করিল প্রদ্যুম্ন দ্বিবিদকে শত্রু জানিয়া শার্ঙ্গ-তুল্য ধনুকে শর সন্ধান করিলেন, সেই শর সহসা মহাকপি দ্বিবিদকে লইয়া গিয়া সবেগে অম্বরে ভ্রামিত করত পূর্ব্ববৎ কিষ্কিন্ধায় পাতিত করিল এবং সেই প্রদীপ্ত বাণ পুনরায় প্রদ্যুম্ন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ৫১—৬২।

বিশ্বজিৎখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৫

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

অথ কার্ষ্ণিঃ পরান্ দেশান্ দিব্যদ্রুমলতাকুলান্।
সহস্রপত্রবদ্ভিশ্চ সরোভিঃ শোভিতান্ যযৌ॥ ১
অক্ষৌহিণীশতযুতঃ প্রদ্যুম্নশ্চণ্ডবিক্রমঃ।
যক্ষৈর্দিষ্টেন মার্গেণ খণ্ডং কিম্পুরুষং যযৌ॥ ২
রঙ্গবল্লীপুরং যত্র হেমকূটগিরেরধঃ।
তস্য কিম্পুরুষা উচুঃ শম্বরারেশ্চ শৃণ্বতঃ॥ ৩

কিম্পুরুষা উচুঃ।

অহোঽতিধন্যা মথুরা পুরীবরা
বভূব যস্যাং পরমেশ্বরো হরিঃ।
অহোঽতিধন্যং সততং যদোঃ কুলং
জাতো হি যস্মিন্নখিলাণ্ডপালকঃ॥ ৪
ধন্যঞ্চ তচ্ছূরসুতস্য মন্দিরং
গোলোকনাথেন মনোহরং কৃতম্।
ধন্যং পরং মাথুরমণ্ডলং সুরৈঃ
সুদুর্লভং যত্র চচার মাধবঃ॥ ৫
মহাবনং ধন্যতমং মনোহরং
পিতুর্গৃহাদ্ যত্র গতো হরিঃ শিশুঃ।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন দিব্য দ্রুম-লতাকুল কমলযুক্ত সরোবর-শোভিত অপরাপর দেশ সকলে গমন করিলেন চণ্ডবিক্রম প্রদ্যুম্ন শত অক্ষৌহিণীসহ যক্ষগণ কথিত পথে কিম্পুরুষখণ্ডে উপনীত হইলেন। তথায় হেমকূট পর্ব্বতের অধোদিকে রঙ্গবল্লী নামে এক নগর আছে, সেই পুরবাসী কিম্পুরুষেরা প্রদ্যুম্নের সমক্ষে বলিতে লাগিল। কিম্পুরুষগণ বলিল,—অহো! যেস্থানে পরমেশ্বর হরি জন্মিয়াছেন, সেই মথুরাপুরী অতি ধন্যা; অহো! যে কুলে অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপালক প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সেই যদুকুল অতিধন্য; আর ধন্য সেই বসুদেবের আবাস, যাহা গোলোকনাথকর্ত্তৃক মনোহারী হইয়াছে। সুর-গণ-সুদুর্লভ মাথুর মণ্ডল পরম ধন্য, কেননা

চচার কৃষ্ণঃ শিশুনা বলেন হি
যশোদয়া দুগ্ধমুখঃ সুলালিতঃ ॥৬
বৃন্দাবনং পুণ্যতমং পরাৎপরং
শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজরেণুরাজিতম্।
গাঃ পালয়ন্ যত্র চচার বালো
গোপালবালৈঃ সবলঃ স্বয়ং হরি ॥৭
যো দানলীলাং কিল মানলীলাং
শ্রীরাসলীলাং ব্রজসুন্দরীভিঃ!
বৃন্দাবনে যত্র চচার কৃষ্ণে
যস্যাপি গায়ন্তি যশস্ত্রিলোকাঃ ॥ ৮
অহোঽতিধন্যা বৃষভানুনন্দিনী
লীলাবতী সা নিজলোকশালিনী।
চচার কৃষ্ণেন কলিন্দনন্দিনী-
তটে মিলিন্দধ্বনিসঙ্কুলে বনে ॥ ৯
অহোঽতিধন্যাস্তি কলিন্দনন্দিনী
শ্রীকৃষ্ণবামাংসসমুদ্ভবা যা।
তটে মিলিন্দধ্বনিসঙ্কুলে বটে
তৎস্পর্শনাদ্ যাতি নরঃ কৃতার্থতাম্ ॥ ১০

সমুদ্ভবো যো হরিবক্ষসো গিরি-
র্গোবর্দ্ধনো নাম গিরীন্দ্ররাজরাট্।
বিরাজতে স ব্রজমণ্ডলে পরো
যদ্দর্শনাজ্জন্ম পুনর্ন বিদ্যতে ॥ ১১
অহোঽতিধন্যা যদুমণ্ডলীভি-
র্বিরাজতে ভূমিতলে মনোহরা।
বৈকুণ্ঠলীলাধিকৃতা কুশস্থলী
যথা তড়িদ্ভির্জ্জলদাবলির্দিবি ॥ ১২
যত্রৈব সাক্ষাৎ পুরুষঃ পরেশ্বরো
ধৃত্বা চতুর্ব্ব্যূহমলং বিরাজতে ॥
যস্তূগ্রসেনায় দদৌ নৃপেশতাং
কৃষ্ণায় তস্মৈ হরয়ে নমো নমঃ ॥১৩
প্রণোদিতস্তেন নৃপেণ ধীমতা
জগদ্বিজেতুং মকরধ্বজো মহান্।
কৃত্বাথ তদ্দর্শনমদ্য দুর্লভং
বয়ং কৃতার্থা হি ভবেম সর্ব্বতঃ ॥ ১৪
নারদ উবাচ।
ইত্থং হরের্নৃপ যশোবিশদৈশ্চরিত্রৈ-
রুদ্যত্ত্রিলোকমমলং বিশদীচকার।

তথায় মাধব অবতীর্ণ হইয়াছেন। মনোহর মহাবন বৃন্দাবন ধন্যতম, সেখানে শিশু হরি পিতাবসুদেবের গৃহ হইতে গমন করিয়াছেন। শিশু কৃষ্ণ বলরামসহ তথায় বিচরণ করেন, যশোদা কর্ত্তৃক দুগ্ধদানে সুখে পালিত হন; শ্রীকৃষ্ণপাদ-সরোজের রজোরাজিত বৃন্দাবন পরাৎপর পুণ্যতম; স্বয়ং হরি সেখানে বলরাম ও গোপবালকগণসহ গোপালন করত বিচরণ করিয়া থাকেন। যেস্থানে নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের সহিত দানলীলা মানলীলা ও রাস করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন, ত্রিলোক সেই বৃন্দাবনের যশোগান করিয়া থাকে। অহো! নিজলোকে বিরাজিতা লীলাবতী বৃষভানুনন্দিনী রাধা অতি ধন্যা, তিনি ভ্রমর-ধ্বনি-সঙ্কুল যমুনাতটে বনে বনে কৃষ্ণের সহিত বিচরণ করিয়া থাকেন। অহো! যিনি কৃষ্ণের বামাংশ-সম্ভূতা, সেই যমুনা অতি ধন্যা; তাঁহার তটের মধুকর রব-সঙ্কুল বটতরু স্পর্শে মানব কৃতার্থ হয়। ১—১০। হরির বক্ষ হইতে যে গিরি-রাজ গোবর্দ্ধন উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি সমস্ত পর্ব্বতের সম্রাট্; ব্রজমণ্ডলে বিদ্যমান সেই শৈলশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। অহো! যাদবমণ্ডলী মণ্ডিতা মহীতলে মনোহরা দ্বারকা অতি ধন্যা, কেননা দ্বারকা বৈকুণ্ঠলীলার অধিষ্ঠান এবং উহা যেন আকাশে সৌদামিনীযুক্ত জলদাবলীর সদৃশ শোভমান। যে সাক্ষাৎ পরম পুরুষ পরেশ্বর কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহময় হইয়া দ্বারকায় নিত্য বিরাজ করেন, যিনি উগ্রসেনকে নৃপেশ্বরত্ব প্রদান করিয়াছেন, সেই হরি কৃষ্ণকে নমস্কার নমস্কার। সেই ধীমান্ নৃপতি উগ্রসেন-কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া জগৎজয়ের জন্য যে মকরধ্বজ মহান্ প্রদ্যুম্ন আসিয়াছেন আজ তাঁহার দুর্লভ দর্শন লাভ করিয়া আমরা সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ হইব। নারদ বলিলেন,—হে নৃপ! পূর্ণ-চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ সম্পর্কে যেমন সমুদ্রের

পূর্ণেন্দুরশ্মিমিলিতৈস্তরলৈঃ স্ফুরদ্ভিঃ
প্রোদ্যদ্ভিরুদ্গত ইবামলদুগ্ধসিন্ধুঃ ॥ ১৫
ইত্থং যশঃ স্বমমলং নৃপ শম্বরারিঃ
শ্রুত্বাহতিহর্ষিততনুঃ প্রদদৌ ধনানি।
কেয়ূরহারনবরত্নমনোহরাণি
তেভ্যঃ কিরীটমণিকুণ্ডলকঙ্কণানি ॥ ১৬
রঙ্গবল্লীপুরাধীশঃ সুবাহুশ্চন্দ্রবংশজঃ।
নত্বা বলিং দদৌ সোঽপি প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে ॥১
তস্মৈ প্রসন্নো ভগবান্ প্রদ্যুম্নো মীনকেতনঃ।
দত্ত্বা চূড়ামণিং দিব্যং পপ্রচ্ছেদং মহামনাঃ ॥১৮

প্রদ্যুম্ন উবাচ।

রঙ্গবল্লীপুরস্যাপি নাম কেন প্রকাশিতম্।
এতদ্ ব্রূহি সুবাহো মে শ্রুতং পূর্ব্বং ত্বয়া কিল

সুবাহুরুবাচ।

দেবাসুরৈঃ পুরা রাজন্মথিতঃ ক্ষীরসাগরঃ।
বিনির্গতানি মথনাদ্রত্নানি চ চতুর্দ্দশ ॥ ২০
নির্গতং কলশং তস্মাৎ সুধাপূর্ণং মনোহরম্।
তং দদর্শ হরিঃ সাক্ষান্নেত্রাভ্যাং পুষ্করেক্ষণঃ ॥২১

তন্নেত্রহর্ষবিন্দুশ্চ কলশে নিপপাত হ।
তস্মাদ্ বৃক্ষঃ সমুদ্ভূতস্তুলসীতি প্রকথ্যতে ॥২২
রঙ্গবল্লীতি তন্নাম চকার মধুসূদনঃ।
অত্র কিম্পুরুষে খণ্ডে হেমকূটগিরেরধঃ ॥ ২৩
তস্যাশ্চ রঙ্গবল্ল্যাঃ কৌ স্থাপনাং স চকার হ।
রঙ্গবল্লীমহাবৃক্ষঃ সদাঽত্রৈব বিরাজতে ॥ ২৪
তন্নাম্নেদং সুপ্রসিদ্ধং রঙ্গবল্লীপুরং ক্ষিতৌ।
অত্র নিত্যং হি হনুমানার্ষ্টিষেণেন রাগিণা ॥ ২৫
দর্শনার্থং সমায়াতি মধ্যাহ্নে রামপূজকঃ ॥ ২৬

শ্রীনারদ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা শম্বরারী রঙ্গবল্লীং মনোহরাম্।
দৃষ্ট্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য দেশানন্যান্ জগাম হ।
হেমকূটতটীভূতং বনং প্রাপ্তং ভয়ঙ্করম্ ॥ ২৭
ঝিল্লীঝঙ্কারসংযুক্তং সিংহচিত্রকনাদিতম্।
বন্যৈঃ করীন্দ্রৈঃ সংযুক্তং শিবালূকরুতাবৃতম্ ॥২৮
কীচকাশ্বত্থমন্দারবটভূর্জ্জ সমাকুলম্।
কৃষ্ণাহরীতকীবল্লীখদিরৈঃ সঘনং বনম্ ॥ ২৯

চঞ্চল লহরী দুগ্ধবৎ ধবলীকৃত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্তরূপে উদ্‌ঘোষিত কৃষ্ণের বিশদ যশে ও বিমল চরিত্রে ত্রিলোক বিশদীকৃত হইল। হে নৃপ! প্রদ্যুম্ন এইরূপ স্বীয় অমল যশের কথা শুনিয়া অত্যন্ত হৃষ্টান্তঃকরণে মনোহর কিরীট কেয়ূর হার মণিমুক্তা, কঙ্কণ ও নবরত্ন প্রভৃতি বহু ধন দান করিলেন। রঙ্গবল্লী-পুর-পতি চন্দ্রবংশ সুবাহুও প্রণামপূর্ব্বক মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে কর প্রদান করিলেন। মীনকেতন ভগবান্ মহামনা প্রদ্যুম্ন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং দিব্য চূড়ামণি প্রদান করিয়া বক্ষ্যমাণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—হে সুবাহো! রঙ্গবল্লীপুরের নাম পূর্ব্বে কে প্রকাশ করিল, তুমি অবশ্য ইহা শুনিয়া থাকিবে, অতএব আমাকে তাহা বল। ১১—১৯। সুবাহু বলিলেন—হে রাজন্! পুরাকালে দেবাসুর-কর্ত্তৃক ক্ষীরসাগর মথিত হয়, সেই মথনে চতুর্দ্দশটী রত্ন এবং সাগর হইতে সুধাপূর্ণ একটী মনোহর কলস নির্গত হয়, কমললোচন হরি তাহা নেত্রদ্বয় দ্বারা সানন্দে দর্শন করেন; হর্ষে তাঁহার নেত্র হইতে একবিন্দু বারি কলসে নিপতিত হয়, তাহা হইতে একটী বৃক্ষ জন্মে, ঐ তরু তুলসী নামে কথিত হয়। মধুসূদন উহার নাম করেন—রঙ্গবল্লী। এই ভূমণ্ডলের কিম্পুরুষখণ্ডে হেম-কূটগিরির অধোদিকে সেই রঙ্গবল্লী পুরার স্থাপনা তিনিই করিয়াছিলেন। এখানে রঙ্গ বল্লী নামে এক মহাবৃক্ষ সর্ব্বদা বিরাজিত, তাহারই নামে এই রঙ্গবল্লী-পুরীর প্রসিদ্ধি। এস্থানে অনুরাগী আর্ষ্টিষেণের সহিত রাম-পূজক মহাত্মা হনুমান নিত্য পুরী দর্শনার্থ সমাগত হন এবং দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিয়া অন্ত-দেশে গমন করেন। অনন্তর প্রদ্যুম্ন হেম-কূটের তটস্থলে বিরাজিত এক মহা ভয়ঙ্কর বনে উপনীত হন; ঐ বন ঝিল্লী-ঝঙ্কার সংযুক্ত, সিংহ ও চিত্রব্যাঘ্রে নিনাদিত,বন্য গজ সমাকুল, শৃগাল ও উলূকের রোদন ধ্বনি-পরিবৃত, বংশ অশ্বত্থ মন্দার বট ও ভূর্জ্জতরু-নিকরপূর্ণ, কৃষ্ণা হরিতকী বল্লী ও খদির-বনে ঘনীভূত। সেই

তস্মাদ্বিনির্গতঃ সর্পো দশযোজনলম্বিতঃ
অগ্রসদ্গজবৃন্দানি ফুৎকারং কারয়ন্মুহুঃ ॥ ৩০
হাহাকারে তদা জাতে সেনায়াং মৈথিলেশ্বর।
প্রচণ্ডগরলৈর্বাতৈর্ভস্মীভূতে দিশান্তরে ॥ ৩১
ভানুঃ সুভানুঃ স্বর্ভানুঃ প্রভানুর্ভানুমাংস্তথা।
চন্দ্রভানুর্বৃহদ্ভানুরতিভানুস্তথাষ্টমঃ ॥ ৩২
শ্রীভানুঃ প্রতিভানুশ্চ সত্যভামাত্মজা দশ।
এতে জঘ্নুঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সর্পং রৌদ্রং মদোৎকটম্
বাণৈঃ সম্ভিন্নসর্ব্বাঙ্গঃ পতিতো ধরণীতলে।
সর্পরূপং বিহায়াশু গন্ধর্ব্বোঽভূৎ স্ফুরদ্দ্যুতিঃ ॥ ৩৪
নত্বা শ্রীকৃষ্ণপুত্রাংস্তান্ দ্যোতয়ন্ মণ্ডলং দিশাম্
পুষ্পৈর্ব্বর্ষৎসু দেবেষু বিমানেন দিবং যযৌ ॥ ৩৫

বহুলাশ্ব উবাচ।

গন্ধর্ব্বোঽয়ন্তু কঃ পূর্ব্বং কেন পাপেন সর্পতাম্।
প্রাপ্তঃ কথং বদ মুনে ত্বং পরাবরবিত্তমঃ ॥ ৩৬

নারদ উবাচ।

আর্ষ্টিষেণস্য যো ভ্রাতা সুমতির্নাম সুন্দরঃ
রামায়ণং হনুমতা পঠিতুং স সমাগতঃ ॥ ৩৭
হেমকূটে হনুমতঃ কুর্ব্বতো রামসেবনম্।
প্রাতঃকালাৎ সমারভ্য ঘটিকাশ্চ চতুর্দ্দশ ॥ ৩৮
সলক্ষ্মণং রামচন্দ্রং ধ্যায়তো জানকীপতিম্।
ফুৎকারৈঃ সর্পবত্তস্য ধ্যানভঙ্গং চকার হ ॥ ৩৯
তদা ক্রুদ্ধো মহাবীরো হনূমান্ বানরেশ্বরঃ।
শাপং দদৌ সুমতয়ে ত্বং সর্পো ভব দুর্ম্মতে ॥৪০
তদৈব তস্য চরণৌ নত্বা প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ
হে দেব পাহি পাহীতি দীনং মাং শরণাগতম্ ॥
অথ প্রসন্নো ভগবান্ সুমতিং প্রাহ ধর্ম্মবিৎ।
দ্বাপরান্তে শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্হরিপুত্রধনুশ্চ্যুতৈঃ।
ভিন্নদেহঃ স্বাং প্রকৃতিং যাস্যসি ত্বং ন সংশয়ঃ ॥
গন্ধর্ব্বঃ সুমতির্নাম বিমুক্তোঽভূদ্বিদেহরাট্।
সতাং শাপোঽপি বরবদ্বরো মোক্ষার্থদঃ কিমু ॥
অথ কার্ষ্ণির্মহাবাহুশ্চৈত্রদেশান্ মনোহরান্।
বসন্তমাধবীবৃন্দৈঃ শোভিতান্ স জগাম হ ॥ ৪৪

বন হইতে দশ যোজন দীর্ঘ এক সর্প নির্গত হইয়া মুহুর্ম্মুহু ফুৎকার করিতে করিতে গজগণকে গ্রাস করিল। ২০—৩০। হে মৈথিলেশ্বর! তখন সেনামধ্যে মহা হাহাকার উত্থিত হইল। ঐ সর্পের ভীষণ বিষ-বায়ুতে দিগন্তর দগ্ধীভূত হইলে ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান্, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অতিভানু ও প্রতিভানু এই দশজন সত্যভামাতনয় সেই মদোৎকট ভীষণ সর্পের সম্মুখে আসিয়া শাণিত শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। সর্প শরাঘাতে ভিন্নাঙ্গ হইয়া ধরণীতলে পতিত এবং সর্পরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর দীপ্তদ্যুতি গন্ধর্ব্ব হইল। তখন দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিলেন। গন্ধর্ব্ব কৃষ্ণতনয়গণকে প্রণাম করিয়া দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করত বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করিল। বহুলাশ্ব বলিলেন,—এই গন্ধর্ব্ব কে? পূর্ব্বে কি পাপে সর্প হইয়াছিল, হে মুনে! আপনি পরাপরজ্ঞ, অতএব ইহা বলুন। নারদ বলিলেন,—আর্ষ্টিষেণের সুমতি নামক সুন্দর ভ্রাতা হনূমানের সহিত রামায়ণ পড়িতে আগমন করেন; হনূমান হেমকূটে রামসেবা করিতেছিলেন; তিনি প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত জানকীপতি সলক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে ধ্যান করিতেন। সুমতি সর্পের মত ফুৎকার করিয়া হনূমানের ধ্যান ভঙ্গ করিল, তখন মহাবীর বানরেশ্বর হনূমান ক্রুদ্ধ হইয়া সুমতিকে শাপ দেন—রে দুর্ম্মতে! তুই সর্প হ। ৩১—৪০। তখনই সুমতি কৃতাঞ্জলি হইয়া হনূমানের চরণে প্রণামপূর্ব্বক প্রার্থনা করিল,—হে দেব! আমি দীন শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন রক্ষা করুন। ৩১—৪১। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ হনূমান্ প্রসন্ন হইয়া সুমতিকে কহিলেন—দ্বাপরান্তে কৃষ্ণতনয়ের ধনুর্ম্মুক্ত তীক্ষ্ণবাণে ভিন্নদেহ হইয়া পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইবে, সংশয় নাই। হে বিদেহরাজ। গন্ধর্ব্ব সুমতি, শাপমুক্ত হইল, সাধুগণের শাপও বরদ হয়, বর যে মোক্ষদ হইবে ইহাতে আর বক্তব্য কি? অনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণতনয় মনোহর চৈত্রদেশে গমন করিলেন; ঐ দেশ বাসন্তী-মাধবী-লতা-

সহস্রদলপদ্মানাং ষট্‌পদধ্বনিশালিনাম্।
পতন্তি রেণবো যত্র সরঃস্বাবীরচূর্ণবৎ ॥ ৪৫
এলালবঙ্গলতিকাঃ ক্ষুণ্ণাঃ সৈন্যাঙ্ঘ্রিভিঃ পথি।
চক্রুর্নত্তান্মহাবীরান্ স্পৃশন্ত্যত্র সুগন্ধিনা ॥ ৪৬
শ্রীখণ্ডকেতকীবায়ুর্বায়ুর্যত্র সুশীতলঃ।
তেন ভৃঙ্গাবলী রেজে করিকর্ণপ্রতাড়িতা ॥ ৪৭
যত্র বৈ পুরুষা রাজন্নাগাযুতসমা বলে।
বলীপলিতদৌর্গন্ধ্যস্বেদক্লমবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪৮
ত্রেতাযুগসমঃ কালো বর্ত্ততে যত্র নিত্যশঃ।
আয়ুশ্চাযুতবর্ষাণাং দিব্যৌষধিনদীগুণৈঃ ॥৪৯
পীযূষতুল্যং তোয়ং চ হেমভূমির্বিরাজতে।
মুক্তাবিদ্রুমবৈদূর্য্যরত্নোৎপত্তিশ্চ যত্র বৈ ॥ ৫০
সুন্দর্য্যঃ প্রমদা রামা নিত্যযৌবনভূষিতাঃ।
স্ফুরন্ত্যুপবনেম্বারাৎ সৌদামিন্যো ঘনেম্বিব ॥ ৫১
যত্র বৈ নগরী রম্যা বসন্ততিলকা শুভা।
শৃঙ্গারতিলকো নাম রাজা যত্র মহাবলঃ ॥ ৫২
জৈত্রান্ বীরান্ সমাহূয় গজমারুহ্য দংশিনঃ।
যোদ্ধুং বিনির্যযৌ রাজন্ প্রদ্যুম্নস্যাপি সম্মুখে ॥
শাম্বঃ সুমিত্রঃ পুরুজিচ্ছতজিচ্চ সহস্রজিৎ।
বিজয়শ্চিত্রকেতুশ্চ বসুমান্ দ্রবিড়ঃ ক্রতুঃ ॥ ৫৪
জাম্ববত্যাঃ সুতা হেতে চক্রুর্নারাচদুর্দ্দিনম্।
পলায়িতেষু চৈত্রেষু বাণৈর্ব্বিন্নেষু মৈথিল ॥ ৫৫
বাণান্ধকারে সঞ্জাতে মহান্ কোলাহলো হ্যভূৎ।
তদা শৃঙ্গারতিলকো গজারূঢ়ো মহাবলঃ ॥ ৫৬
ত্রিশূলেন তদা শাম্বং হৃদি বিব্যাধ রোষতঃ।
অন্যান্ সম্পাতয়ামাস শরৈঃ কোদণ্ডনির্গতৈঃ ॥
একাকী বিচরন্ যুদ্ধে বনে বৈশ্বানরো যথা
তদা গদঃ সমাগত্য তদ্গজং সুমদোৎকটম্ ॥৫৮
শুণ্ডাদণ্ডে সংগৃহীত্বা পাতয়ামাস ভূতলে।
দূরে প্রপতিতঃ শীঘ্রং শৃঙ্গারতিলকো নৃপঃ ॥ ৫৯
সদ্যো ভয়াতুরো ভূত্বা যুদ্ধে বদ্ধাঞ্জলিঃ স্বতঃ।
তুরঙ্গাণামর্ব্বুদঞ্চ রথানাং লক্ষমেব চ ॥ ৬০
গজানামযুতং রাজা প্রদ্যুম্নায় বলিং দদৌ।

শোভিত ও তত্রত্য সরোবরসমূহে গুন্ গুন্ গীতকারী ভ্রমরযুক্ত সহস্রদলপদ্মের পরাগরাজি আবীর চূর্ণের ন্যায় পতিত হয়। এলা ও লবঙ্গলতিকাজাল ছিন্ন ও পথে পতিত হইয়া সুগন্ধ-পরম্পরায় মহাবীরগণকে মত্ত করিয়া তুলিল; চন্দন ও কেতকী সম্পর্কে তত্রত্য সমীরণ সুশীতল এবং তথায় করিকর্ণ-তাড়িত ভ্রমর পংক্তি বিরাজিত। হে রাজন্! সে স্থানের পুরুষগণ অযুত গজের তুল্যবল এবং তাহারা বলীপলিত, দৌর্গন্ধ্য ও স্বেদ-বর্জ্জিত এবং শ্রমে কাতর হয় না। সেখানে নিত্য ত্রেতাযুগের ন্যায় কালপ্রভাব বিদ্যমান; দিব্য ওষধি ও নদীগুণে তত্রত্য লোকের আয়ু অযুত বৎসর; সেস্থানে জল অমৃততুল্য, ভূমি স্বর্ণময়, তাহাতে মুক্তা বিদ্রুম বৈদূর্য্য ও রত্নসমূহ উৎপন্ন হয়, প্রমদা রামাগণ সুন্দরী ও স্থির-যৌবনা, উপবনে ভ্রমণকালে তাহারা মেঘমধ্য-স্থিত প্রস্ফুরিত সৌদামিনীর ন্যায় শোভিত হয়। ঐ চৈত্রদেশে রম্যা মনোজ্ঞা বসন্ততিলকা নাম্নী নগরী বিদ্যমানা, উহার রাজা মহাবল বসন্ত-তিলক। ৪১—৫২। তিনি জয়শীল বীরগণকে আহ্বান করিয়া গজারোহণ ও বর্ম্ম পরিধান-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রদ্যুম্ন-সম্মুখে উপনীত হইলেন। শাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শক্রজিৎ, সহস্রাজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান, দ্রাবিড় ও কেতু এইসকল জাম্ববতীতনয়েরা ধারাকারে নারাচাস্ত্র বর্ষণ করিলেন, হে মৈথিল! বাণে বিদ্ধ সৈন্য-গণ পলায়ন করিলে এবং বাণে বাণে অন্ধকার হইলে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। অনন্তর গজারূঢ় মহাবল শৃঙ্গারতিলক রোষবশে শাম্বের হৃদয়ে ত্রিশূল বিদ্ধ ও অন্যান্য সৈন্যগণকে ধনুর্মুক্ত বাণ দ্বারা পাতিত করিলেন। শৃঙ্গার-তিলক বনে বৈশ্বানরেরন্যায় যুদ্ধে একাকী বিচ-রণ করিতে থাকিলে গদ আগমন করিয়া তদীয় মদোৎকট গজের শুণ্ডাদণ্ডে ধরিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন; রাজা শৃঙ্গারতিলক তৎক্ষণাৎ দূরে নিপতিত হইলেন এবং ভয়ে তখনই রণক্ষেত্রে কৃতাঞ্জলি হইয়া আপনা হইতেই অর্ব্বুদ অশ্ব, লক্ষ রথ ও অযুত গজ প্রদ্যুম্নকে

ইত্থং কিম্পুরুষং খণ্ডং জিত্বা কার্ষ্ণির্মহাবলঃ ॥ ৬১
নৈষাদদর্শিতৈর্মার্গৈর্হরিবর্ষং ততো যযৌ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে কিম্পুরুষখণ্ডবিজয়ো
নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

হরিবর্ষং নাম খণ্ডং সর্ব্বসম্পত্তিসংযুতম্।
তস্য সীমা গিরিঃ সাক্ষান্নিষধো নাম মৈথিল ॥১
বীরকোদণ্ডটঙ্কারঘোষৈর্ব্যাপ্তা বনান্তরাৎ।
উড্ডিতাস্তু মহাগৃধ্রাঃ ক্রোশমাত্রবপুর্ধরাঃ ॥ ২
তীক্ষ্ণতুণ্ডাঃ সগরুড়াঃ সর্ব্বে দীর্ঘায়ুষো নৃপ।
অগ্রসন্ সৈনিকান্নাগান্ হয়াংস্তেঽপি বুভুক্ষিতাঃ
আকাশে পক্ষিভির্ব্যাপ্তে জাতে পক্ষপ্রভঞ্জনে।
সেনায়ামন্ধকারেণ হাহাকারো মহানভূৎ ॥ ৪
তদা কার্ষ্ণির্মহাবাহুস্তার্ক্ষ্যমস্ত্রং সমাদদে।
তদ্বাণান্নির্গতঃ সাক্ষাদ্বৈনতেয়ঃ খগেশ্বরঃ ॥ ৫
সেনায়ামন্ধকারেণ ব্যাপ্তায়াং পতগেশ্বরঃ।
কাংশ্চিত্তুণ্ডপ্রহারেণ কাংশ্চিৎপক্ষৈঃ স্ফুরৎপ্রভৈঃ
গৃধ্রান্ কলিঙ্গান্ গরুড়ান্ পাতয়ামাস ভূতলে।
ভগ্নদর্পাশ্ছিন্নপক্ষা সক্ষতাঃ পক্ষিণশ্চ তে ॥ ৭
ভয়াতুরা দুদ্রুবুস্তে তার্ক্ষ্যেণাপি দিশো দশ।
ততঃ কার্ষ্ণির্মহাবাহুর্দশার্ণান্ বিষয়ান্ যযৌ ॥ ৮
দশার্ণদেশাধিপতিঃ শুভাঙ্গঃ সূর্য্যবংশজঃ।
নাগাযুতসমো যুদ্ধে নিষ্কৌশাম্বীপুরীপতিঃ ॥ ৯
বেদব্যাসমুখাচ্ছ্রুত্বা প্রদ্যুম্নং চণ্ডপৌরুষম্।
দশার্ণাং তাং নদীং দীর্ঘাং সমুত্তীর্য্য সমাযযৌ ॥
কৃতাঞ্জলিঃ শুভাঙ্গোঽসৌ কিরীটেন নতাননঃ।
দদৌ বলিং সুরত্নানাং প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে ॥১১
প্রদ্যুম্নো ভগবান্ সাক্ষাৎ সর্ব্বগঃ সর্ব্বদর্শনঃ।
পপ্রচ্ছেদং শুভাঙ্গং তং লোকসংগ্রহকাম্যয়া ॥১২

প্রদ্যুম্ন উবাচ।

দশার্ণোঽয়ং কথং দেশঃ কেন নাম্না বভূব হ।

কর দিলেন। মহাবল কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন এই-রূপে কিম্পুরুষখণ্ড জয় করিয়া নিষাদ-দর্শিত পথে হরিবর্ষে উপনীত হইলেন। ৫৩—৬২।

বিশ্বজিৎখণ্ডে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে মৈথিল! হরিবর্ষ নামক খণ্ড সর্ব্বসম্পত্তিযুক্ত নিষধ, শৈল তাহার সীমা; বীরগণের ধনুষ্টঙ্কার-শব্দে তত্রত্য বনে, ক্রোশ পরিমাণ-দেহধারী মহাগৃধ্র-গণ উড্ডীন হইয়া দেশ পরিব্যাপ্ত করিল। হে নৃপ! সেই সকল গরুড় ও গৃধ্রের তুণ্ড তীক্ষ্ণ ও আয়ু সুদীর্ঘ; ঐ সকল ক্ষুধাতুর গৃধ্রেরা সৈনিক, অশ্ব ও গজগণকে গ্রাস করিতে লাগিল। পক্ষিগণে গগন পরিব্যাপ্ত হইলে, তাহাদের পক্ষবাতে ঝড় বহিল এবং অন্ধকারে সেনাগণ মধ্যে হাহাকার রব উঠিল। তখন মহাবাহু প্রদ্যুম্ন গরুড়াস্ত্র সন্ধান করিলেন, তাঁহার বাণ হইতে খগেশ্বর গরুড় নির্গত হইল। রণক্ষেত্রে অন্ধকারাবৃত হইলে পক্ষিবর গরুড় সেই সকল গৃধ্র, কলিঙ্গ ও গরুড় পক্ষিগণের কাহাকে তুণ্ড প্রহারে ও কাহাকে প্রদীপ্ত পক্ষ-বাতে ভূতলে পাতিত করিল; ছিন্ন পক্ষ হত-দর্প সেই সকল পক্ষীরা গরুড়কর্ত্তৃক ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল; তার্ক্ষ্য হইতে ভীত হইয়া তাহারা দশদিকে প্রধাবিত হইল। অনন্তর মহাবাহু প্রদ্যুম্ন দশার্ণ রাজ্যে গমন করিলেন, সূর্য্যবংশজ দশার্ণাধিপতি শুভাঙ্গের রাজধানী নিষ্কৌশাম্বী, তিনি যুদ্ধে অযুত হস্তীতুল্য। ১—৯। তিনি বেদব্যাসমুখে প্রচণ্ড-পুরুষকার প্রদ্যুম্নের কথা শ্রবণপূর্ব্বক দীর্ঘ দশার্ণা নদী পার হইয়া আসিলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কিরীটসহ বদন আনত করত উত্তম রত্ন সকল মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন। লোক শিক্ষাকামী সাক্ষাৎ সর্ব্বগ সর্ব্বদর্শন ভগবান্ প্রদ্যুম্ন শুভাঙ্গকে

এতন্মে ব্রূহি হে রাজন্নিক্ষৌশাম্বীপুরীপতে॥ ১৩

শুভাঙ্গ উবাচ।

হিরণ্যকশিপুং হত্বা নৃসিংহো ভগবান্ পুরা।
প্রহ্লাদেন ত্বিহাগত্য হরিবর্ষং স্থিতোঽভবৎ॥১৪
প্রহ্লাদং ভগবান্ প্রাহ নৃসিংহো ভক্তবৎসলঃ।

নৃসিংহ উবাচ।

শান্তস্য তব ভক্তস্য ময়া পুত্র পিতা হতঃ।
তস্মান্ন ঘাতয়িষ্যামি বংশং তে হি মহামতে॥১

শুভাঙ্গ উবাচ।

ইতি প্রবদতোঽক্ষিভ্যাং আনন্দজলবিন্দবঃ।
পতিতাঃ কৌ চ তে রাজন্ সরোঽভূন্মঙ্গলায়নম্
তদা প্রাপ্তবরো রাজন্ প্রহ্লাদো হর্ষবিহ্বলঃ।
নৃসিংহং প্রাহ ধর্ম্মাত্মা নত্বা ভূত্বা কৃতাঞ্জলিঃ॥১৭

প্রহ্লাদ উবাচ

মাতুঃ পিতুর্ময়া সেবা ন কৃতা সাত্বতাং পতে।
ঋণাত্তয়োঃ কথং মুচ্যে বদৈতৎ পরমেশ্বর॥১৮

নৃসিংহ উবাচ

মন্নেত্রজলসম্ভূতে তীর্থে বৈ মঙ্গলায়নে।
স্নানং কুরু মহাভাগ মুচ্যসে দশভির্ঋণৈঃ॥ ১৯
মাতুঃ পিতুশ্চ ভার্য্যায়াঃ সুতানাং গুরুদেবয়োঃ
বিপ্রাণাঞ্চ প্রপন্নানামৃষীণাং পিতৃণামৃণম্॥ ২০
যঃ স্নাস্যতি মহাতীর্থে সর্ব্বহেলনতৎপরঃ।
ঋণৈশ্চ দশভিঃ সোঽপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

শুভাঙ্গ উবাচ।

দশার্ণমোচনে তীর্থে স্নাত্বা কায়াধবোঽনৃণী।
ভূত্বাদ্যাপি সমায়াতি স্নাতুং তন্নিষধাদ্গিরেঃ॥২২
দশার্ণমোচনে তীর্থে দশার্ণো দেশ উচ্যতে।
তৎ স্রোতঃসু সমুদ্ভূতা দশার্ণেয়ং নদী স্মৃতা॥ ২৩

নারদ উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কার্ষ্ণিঃ সর্ব্বৈঃ পরিকরৈঃ সহ।
দশার্ণমোচনে তীর্থে দানং স্নানং চকার হ॥ ২৪
দশার্ণমোচনস্যাপি কথাং যঃ শৃণুয়ান্নৃপ।
ঋণৈশ্চ দশভিঃ সোঽপি মুচ্যতে মুক্তিভাগ্ভবেৎ

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে দশার্ণদেশবিজয়ো নাম
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—এই দশার্ণ দেশ কিপ্রকারে কাহার নামে প্রখ্যাত হইল, হে নিক্ষৌশাম্বীপুরপতে রাজন্ শুভাঙ্গ! তাহা আমায় বল। শুভাঙ্গ বলিলেন,—পুরাকালে ভগবান্ নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে হনন করিয়া প্রহ্লাদের সহিত এখানে আগমন করত হরিবর্ষে বাস করেন এবং ভক্তবৎসল ভগবান্ প্রহ্লাদকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন, নৃসিংহ বলিলেন,—হে পুত্র! তুমি শান্তভক্ত, আমি তোমার পিতাকে নিহত করিয়াছি; অতএব হে মহামতে! তোমার বংশীয়কে বধ করিব না। শুভাঙ্গ বলিলেন,—এইরূপ বলিতে বলিতে নৃসিংহের নয়নদ্বয় হইতে বহু আনন্দ বারিবিন্দু পৃথিবীতে পতিত হইল, হে রাজন্! তাহাতে এক মঙ্গলময় সরোবরের সৃষ্টি হইয়াছিল। হে নৃপ! তখন প্রাপ্তবর হর্ষবিহ্বল ধর্ম্মাত্মা প্রহ্লাদ নৃসিংহকে নমস্কার পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন। প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে সাত্বতপতে! আমি মাতা পিতার সেবা করি নাই, হে পরমেশ্বর! পিতৃ-মাতৃ-ঋণ হইতে কিরূপে মুক্ত হইব, তাহা বলুন। নৃসিংহ বলিলেন,—হে মহাভাগ! আমার নেত্রজল হইতে উৎপন্ন মঙ্গলনিলয় তীর্থে স্নান কর, তুমি দশবিধ ঋণ হইতে মুক্ত হইবে। দশবিধ ঋণ যথা—মাতৃঋণ, পিতৃঋণ, প্রপন্নঋণ, পত্নীঋণ, সুতঋণ, গুরুঋণ, দেবঋণ, বিপ্রঋণ, ঋষিঋণ, ও পিতৃগণ ঋণ। যে ব্যক্তি এই মহাতীর্থে স্নান করে, সে সকলের অবজ্ঞাকারী হইলেও দশবিধঋণ হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই। ১০—২১। শুভাঙ্গ বলিলেন,—কয়াধুনন্দন প্রহ্লাদ দশার্ণমোচন তীর্থে স্নান করিয়া ঋণ মুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি অদ্যাপি নিষধ পর্ব্বত হইতে স্নানার্থ এইস্থানে আগমন করিয়া থাকেন। দশার্ণ মোচন তীর্থের নামানুসারে এই দেশ দশার্ণ নামে অভিহিত; আর দশার্ণদেশসম্বন্ধী স্রোতঃ-সম্ভূত বলিয়া তত্রত্য নদীর নামও দশার্ণা হইয়াছে। নারদ বলিলেন,—সর্ব্বপ্রকার পরিচয়ের সহিত ইহা শ্রবণ

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারদ উবাচ

অথ কার্ষ্ণির্মহাবাহুঃ সুমেরোরুত্তরান্ কুরূন্।
যযৌ শৃঙ্গবতঃ পার্শ্বে বিচিত্রানৃদ্ধিসংবৃতান্ ॥ ১
ভদ্রাং গঙ্গাং ততঃ স্নাত্বা বারাহীং নগরীং যযৌ
কুরুখণ্ডাধিপস্তস্যাং চক্রবর্ত্তী গুণাকরঃ ॥ ২
মহাসম্ভৃতসম্ভারো দেবর্ষিগণসংবৃতঃ।
অশ্বমেধং সমারেভে দশমং স গুণাকরঃ ॥ ৩
তেনোৎসৃষ্টং হয়ং শ্বেতং শ্যামকর্ণং মনোহরম্।
তস্য পুত্রো বীরধন্বা রক্ষিতুং নির্গতোঽভবৎ ॥ ৪
অক্ষৌহিণীভির্দশভির্মণ্ডিতশ্চণ্ডবিক্রমঃ।
বিচচার মহাবীরো বীক্ষ্যমাণস্তুরঙ্গমম্ ॥ ৫
বীরশ্চন্দ্রশ্চ সেনশ্চ চিত্রগুর্বেগবান্নৃপঃ।
আমঃ শঙ্কুর্বসুঃ শ্রীমান্ কুন্তির্নাগ্নজিতেঃ সুতাঃ
সর্ব্বতস্তং হয়ং শুভ্রং গৃহীত্বা হর্ষপূরিতাঃ।
কস্যোৎসৃষ্টং বদন্তস্তে কার্ষ্ণিসৈন্যং সমাযযুঃ ॥ ৭
প্রদ্যুম্নস্তদ্ভালপত্রং পঠিত্বা বিস্মিতোঽভবৎ।
সর্ব্বে বিসিস্মূর্যদবো গৃহীতপরমায়ুধাঃ ॥ ৮
তদৈব সেনা সম্প্রাপ্তা বিচিন্বন্তী হয়ং নৃপ।
দৃষ্ট্বা রজো যদুবলাদ্দূরে তস্থৌ সুবিস্মিতাঃ ॥ ৯
গুণাকরে রাজনি চণ্ডবিক্রমে
ন দস্যবঃ স্যুঃ কুরুখণ্ডমণ্ডলে।
গবাং ন কালো নহি চক্রবাতকঃ
কুতো রজঃ প্রাপ্তমহোঽর্কমণ্ডলম্ ॥ ১০
এবং বদন্তী পরবাহিনী স্বতঃ
কোদণ্ডঘোষং দরদস্বনং পরম্।
করীন্দ্রচীৎকারতুরঙ্গহ্রেষণং
বাদিত্রমিশ্রং সমুপাশৃণোত্ততঃ ॥ ১১

করিয়া ভগবান্ প্রদ্যুম্ন দশার্ণমোচনে স্নান ও দান করিলেন। হে নৃপ! যে মানব দশার্ণ, মোচনের কথা শ্রবণ করে, সেও দশবিধ ঋণ হইতে মুক্তি হইয়া ভক্তিভাজন হয়। ২২—২৫।

বিশ্বজিৎখণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর মহাবাহু প্রদ্যুম্ন সুমেরুর উত্তরস্থ কুরুদেশে গমন করিলেন, উহা শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের সমীপে প্রতিষ্ঠিত ও বিচিত্র ঋদ্ধিবৃদ্ধিসমন্বিত। অনন্তর প্রদ্যুম্ন ভদ্রা নাম্নী গঙ্গায় অবগাহন করিয়া বারাহী নগরীতে গমন করিলেন। ঐ উত্তরকুরুর অধিপতি গুণাকর নামক জনৈক চক্রবর্ত্তী রাজা। গুণাকর বহুদ্রব্য আয়োজনপূর্ব্বক দেবর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার দশম অশ্বমেধ। তিনি শ্যামকর্ণ মনোহর শ্বেত অশ্ব ছাড়িয়া দেন, তাঁহার তনয় প্রচণ্ডবিক্রম মহাবীর বীরধন্বা সেই অশ্ব রক্ষার্থ দশ অক্ষৌহিণী সেনাসহ নির্গত হন, এবং অশ্বকে দেখিতে দেখিতে বিচরণ করিতে থাকেন। হে নৃপ! বীর, চন্দ্র, সেন, চিত্রগু, বেগবান্, আম, শঙ্কু, বসু, শ্রীমান্ ও কুন্তি প্রভৃতি নাগ্নজিতির সমবেত তনয়গণ সেই শ্বেত অশ্ব গ্রহণ করিয়া হর্ষসহকারে "এই অশ্ব কাহার উৎসৃষ্ট" এই কথা বলিতে বলিতে প্রদ্যুম্ন সৈন্য মধ্যে আগমন করিলেন। প্রদ্যুম্ন অশ্বের ললাটস্থ পত্র পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলেন, যাদবেরা সকলেই বিস্মিত হইয়া উত্তম অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিলেন। হে নৃপ! তখনই অশ্বরক্ষী সেনা অশ্ব অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় উপনীত হইল এবং যাদব সেনার পদোত্থিত ধূলি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় সহকারে দূরে অবস্থান করিল। ভাবিল—প্রচণ্ডবিক্রম গুণাকর রাজার উত্তরকুরুতে দস্যু নাই, এখনও গোচারণ হইতে গো-প্রত্যাগমনের সময় হয় নাই, ঘূর্ণিবাতও নাই, অহো! কোথা হইতে এই ধূলি আসিয়া সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত করিল। ১—১০। বীরধন্বার বাহিনী আপনা হইতে এইরূপ বলিতে বলিতে ধনুষ্টঙ্কার, ভীষণ শঙ্খ-শব্দ, করীন্দ্রের চীৎকার অশ্বের হ্রেষারব ও বিবিধ বাদ্যধ্বনি সমীপে শুনিতে পাইল।

তদোদ্ধবঃ কৃষ্ণসুতপ্রণোদিতো
বলং সমেত্যাশু স বীরধন্বনঃ।
প্রণম্য তং প্রাহ রথস্থিতং নৃপং
গুণাকরস্যৌরসমর্কতেজসম্ ॥ ১২

উদ্ধব উবাচ।

উগ্রসেনঃ ক্ষিতীশেন্দ্রো দ্বারকেশো যদূত্তমঃ।
জম্বুদ্বীপনৃপাঞ্জিত্বা রাজসূয়ং করিষ্যতি ॥ ১৩
তেন প্রণোদিতো বীরঃ প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং বরঃ।
জিত্বা তং ভারতং খণ্ডং তথা কিম্পুরুষং নৃপ ॥
হরিবর্ষং ততো জিত্বা কুরুখণ্ডং সমাগতঃ।
অক্ষৌহিণীদশযুতো ধনদেনাপি পূজিতঃ ॥ ১৫
উপায়নং ত্বয়া দেয়ং প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে।
তেন নীতং যজ্ঞপশুমাহর্ত্তুং কঃ ক্ষমঃ ক্ষিতৌ ॥১
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো ভগবান্ সহায়স্তস্য বিদ্যতে।
শুভং স্যাদ্দানমানাভ্যাং ন চেদ্ যুদ্ধং ভবিষ্যতি

বীরধন্বোবাচ।

গুণাকরো নৃপেশো নঃ শক্রেণাপি প্রপূজিতঃ।
ন দাস্যতি বলিং সোঽপি প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে ॥
শৃঙ্গবৎপর্ব্বতে রম্যে বারাহো বিদ্যতে হরিঃ।
যস্য সেবাং সদা ভূমিঃ করোতি পরমাদরাৎ ॥১৯
তস্য ক্ষেত্রে তপস্তেপে ধ্যাত্বা দেবং গুণাকরঃ।
বর্ষাণামযুতে পূর্ণে হরির্বারাহরূপধৃক্ ॥ ২০
সন্তুষ্টো নৃপতিং ভক্তং বরং ব্রূহীত্যুবাচ হ।
রাজোবাচ হরিং নত্বা রোমাঞ্চী প্রেমবিহ্বলঃ ॥২১
ভগবংস্ত্বামৃতে দেবো সুরোঽস্যোঽপি নরোঽথবা
মাং জেতা ন ভবেদ্ভূমাবীপ্সিতোঽয়ং বরো মম
তথাস্তু চোক্ত্বা ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
তস্মাত্তস্য পশোঃ শীঘ্রং কর্ত্তব্যং মোচনং স্বতঃ।
ন চেত্তবস্তিশ্চ কলিং করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ২৩

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত উদ্ধবস্তস্মাৎ স্বাং সেনামেত্য ভূপতে ॥
শশংস সর্ব্বং যদ্ভূতং যদূনাং সদসি ত্বরম।
শ্রুতকর্ম্মা বৃষো বীরঃ সুবাহুর্ভদ্র একলঃ ॥ ২৫
শাস্তির্দর্শঃ পূর্ণমাসঃ সোমকো বর এব চ।
কালিন্দীনন্দনা হ্যেতে প্রদ্যুম্নস্য প্রপশ্যতঃ ॥ ২৬

তখন প্রদ্যুম্ন প্রেরিত উদ্ধব গুণাকরের সেই ঔরসতনয় সূর্য্যতেজা বীরধন্বার সৈন্য সমীপে আসিয়া রথস্থ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। উদ্ধব বলিলেন,—ক্ষিতিপতি যদুবর দ্বারকাধীশ উগ্রসেন জম্বুদ্বীপের নৃপতিগণকে জয় করিয়া রাজসূয় করিবেন। তিনি ধন্বিবর বীর প্রদ্যুম্নকে পাঠাইয়াছেন, হে নৃপ! প্রদ্যুম্ন ভারতখণ্ড ও কিম্পুরুষবর্ষ এবং তৎপর হরিবর্ষ জয় করিয়া কুরুখণ্ডে উপনীত হইয়াছেন, কুবেরও সেই দশ অক্ষৌহিণী সেনা-পরিবৃত প্রদ্যুম্নকে পূজা করিয়াছেন। আপনারও মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে উপঢৌকন দেওয়া উচিত, তিনি আপনার যজ্ঞাশ্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যানয়ন করিতে পৃথিবীতে কে সমর্থ? ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সহায়, দান-মানাদি দ্বারা নিজ কল্যাণ সাধন করুন, অন্যথা যুদ্ধ হইবে। বীরধন্বা বলিলেন,—আমাদের নৃপবর গুণাকর ন্দ্র হন,তিনি মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে করপ্রদান করিবেন না; ভূমিদেবী পরমাদরে যাহার পদসেবা করিয়া থাকেন, রম্য শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের পার্শ্বে সেই বরাহরূপী হরি বিদ্যমান। গুণাকর সেই বরাহক্ষেত্রে বরাহদেবকে ধ্যান করত তপস্যা করেন, অযুত বৎসর পূর্ণ হইলে হরি বরাহরূপ ধরিয়া আগমন করেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া ভক্ত গুণাকরকে বলেন—বরগ্রহণ কর। প্রেম বিহ্বল রাজাও রোমাঞ্চিতগাত্রে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন,—হে ভগবন্! ভূতলে আপনি ব্যতীত অন্য কোন সুর কিম্বা নর যেন আমাকে পরাজিত করিতে না পারে, ইহাই আমার অভিলষিত বর।১১—২২। ভগবান্ 'তথাস্তু' বলিয়া সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হন, অতএব তোমাদিগের সত্বর স্বতই সেই অশ্বমোচন করা কর্ত্তব্য,অন্যথা তোমাদের সহিত নিঃসংশয় কলহ করিব। নারদ বলিলেন,—হে ভূপতে! উদ্ধব এইরূপে অভিহিত হইয়া সত্বর স্বকীয় সেনা-শিবিরে সমাগত হইলেন এবং যাহা ঘটিয়াছে, যাদবগণের সভায় তৎসমস্ত বর্ণন করিলেন। শ্রুতকর্ম্মা বীর বৃষ, সুবাহু, ভদ্র, একল, শান্তি,

অক্ষৌহিণীভির্দ্দশভির্বৃতা যোদ্ধুং সমাগতাঃ।
উত্তরৈঃ কুরুভিঃ সার্দ্ধং যদূনাং চণ্ডবিক্রমৈঃ ॥ ২৭
বভূব তুমুলং যুদ্ধমব্ধীনামব্ধিভির্যথা।
স্ফুরদ্ভির্নিশিতৈঃ শস্ত্রৈরে জিরে বীরপুঙ্গবাঃ ॥২৮
বর্ষাকালে যথা রাজন্ তড়িদ্ভিঃ সর্ব্বতো ঘনাঃ।
পরিঘৈর্মুসলৈঃ খড়্গৈঃ শক্তিকুন্তপরশ্বধৈঃ ॥ ২৯
গদাভিঃ প্রাসবাণৌঘৈর্যুযুধুর্বীরপুঙ্গবাঃ।
ক্ষণমাত্রেণ রুধিরপ্রভবা রৌদ্ররূপিণী ॥ ৩০
নদী বভূব রাজেন্দ্র শতযোজনবিস্তৃতা।
বিদ্রুদ্রুবুস্তদা শেষা উত্তরাঃ কুরবো জনাঃ ॥ ৩১
শরৎকালে যথা প্রাপ্তে মেঘসঙ্ঘা ইতস্ততঃ।
পূর্ণমাসো মহাবীরঃ কালিন্দীনন্দনো বলী ॥ ৩২
চূর্ণয়ামাস বাণৌঘৈঃ স্যন্দনং বীরধন্বনঃ।
বীরধন্বাপি বিরথো ধনুষ্টঙ্কারয়ন্মুহুঃ ॥ ৩৩
জঘান বাণবিংশত্যা পূর্ণমাসং বহাবলম্।
পূর্ণমাসঃ স্ববাণেন মধ্যতস্তান্ দ্বিধাকরোৎ ॥ ৩
বীরধন্বাথ চিচ্ছেদ ধনুর্জ্জ্যাং তস্য নাদিনীম্।
বাণেনৈকেন রাজেন্দ্র কুবাক্যেনেব মিত্রতাম্ ॥

লক্ষভারময়ীং গুর্ব্বীং গদামাদায় সত্বরম্।
জঘান বীরধন্বানং পূর্ণমাসো মহাবলঃ ॥ ৩৬
গদাপ্রহারব্যথিতো বীরধন্বা মদোৎকটঃ।
পরিঘেন জঘানাশু পূর্ণমাসং হরেঃ সুতম্ ॥ ৩৭
পূর্ণমাসঃ সমুত্থায় পবনং নাম পর্ব্বতম্।
সমুৎপাট্য স্থিতো ভূত্বা হস্তাভ্যাং শ্রীহরেঃ সুতঃ
বীরধন্বা সমুৎপাট্য পারিযত্রঞ্চ পর্ব্বতম্।
স্থিতো ভূত্বা মহাবাহুর্ননাদ রণমণ্ডলে ॥ ২৯
হয়োরাক্ষেপণাৎ সদ্যো মর্দ্দিতৌ ধর্ষিতৌ গিরী
পতিতৌ ভূতলে চূর্ণীচক্রতুশ্চোত্তরান্ কুরূন্ ॥ ৪০
গৃহীত্বা বীরধন্বাখ্যং পূর্ণমাসো হরেঃ সুতঃ।
ভ্রাময়িত্বাথ চিক্ষেপ বারাহ্যাং পুরি বেগতঃ ॥৪১
বীরধন্বা প্রপতিতো গুণাকরক্রতুস্থলে।
মূর্চ্ছিতো ভগ্নবেগোঽভূদ্বমন্ রুধিরং মুখাৎ ॥৪২
হাহাকারো মহানাসীদ্বারাহ্যাং পুরি মৈথিল।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নরদুন্দুভয়স্তদা ॥ ৪৩
পূর্ণমাসোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে।

দর্শ,পূর্ণমাস ও সোমক প্রভৃতি কালিন্দী নন্দন-গণ প্রদ্যুম্নের সমক্ষে দশ অক্ষৌহিণী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ অভিযান করিলেন। সাগর-গণের সহিত সাগরগণের ন্যায় উত্তর কুরুবাসি-গণের সহিত চণ্ডবিক্রম যাদবদিগের তুমুল যুদ্ধ হইল, হে রাজন্! প্রস্ফুরিত শাণিত শস্ত্রসমূহে বীরবরগণ তড়িৎযুক্তবর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় বিরাজিত হইল। বীরবরেরা পরিঘ, মুষল, খড়্গ, শক্তি,কুন্ত, পরশ্বধ গদা, প্রাস ও শরনিকর দ্বারা যুদ্ধ করিল; হে রাজেন্দ্র! ক্ষণকাল মধ্যে শোণিতসম্ভবা শতযোজন বিস্তৃতা ভীষণা নদী প্রবাহিতা হইল,অবশিষ্ট উত্তরকৌরবেরা শরৎ কালীন মেঘের মত ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। ২৩—৩০। কালিন্দীনন্দন মহাবীর বলবান্ পূর্ণমাস শরনিকরে বীরধন্বার রথ চূর্ণ করিলেন, বীরধন্বা বিরথ হইয়া মুহুর্মুহু ধনুষ্টঙ্কার করত মহাবল পূর্ণ মাসের প্রতি বিংশতিবাণ প্রয়োগ করিল, পূর্ণমাস স্বীয়শরে তাহা মধ্যস্থলে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর বীরধন্বা পূর্ণ মাসের শব্দকারী ধনুর্গুণ মিত্রতা-চ্ছেদের ন্যায় একবাণে কুবাক্যে ছিন্ন করিল। মহাবল পূর্ণমাস সত্বর লক্ষভারময়ী গুরুগদা গ্রহণ করিয়া বীরধন্বাকে প্রহার করিলেন, মদোৎকট বীরধন্বা গদা প্রহারে ব্যথিত হইয়া সত্বর পরিঘ দ্বারা কৃষ্ণতনয় পূর্ণমাসকে প্রহার করিল; হরিনন্দন পূর্ণমাস উত্থিত হইয়া পবন নামক পর্ব্বত উত্তোলনপূর্ব্বক হস্তে করিয়া অবস্থিত হইলেন, মহাবাহু বীরধন্বাও পারিযাত্র পর্ব্বত উৎপাটনপূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে অবস্থান করত গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহাদের পরস্পর পর্ব্বত নিক্ষেপে পর্ব্বতদ্বয় সদ্য মর্দ্দিত ধর্ষিত ও ভূতলে পতিত হইয়া উত্তর কুরুবাসীগণকে চূর্ণিত করিল। ৩১—৪০। অনন্তর হরিতনয় পূর্ণমাস বীরধন্বাকে গ্রহণ করিয়া ভ্রামিত করত সবেগে বারাহীপুরীতে নিক্ষেপ করিল, বীরধন্বা গুণাকরের যজ্ঞস্থলে পতিত হইল এবং মূর্চ্ছিত ও স্পন্দনহীন হইয়া মুখ হইতে রুধির বমন করিতে লাগিল বারাহীপুরীতে মহাবেগে হাহা-কার রব উঠিল,নরদুন্দুভি ও দেবদুন্দুভি বাজিয়া

যজ্ঞাদুত্থায় নৃপতিঃ পুত্রং দৃষ্ট্বা চ মূর্চ্ছিতম্ ॥ ৪৪
গৃহীত্বা দিব্যকোদণ্ডং যুদ্ধং কর্ত্তুং মনো দধে।
হোতা ধর্ম্মবিদাং শ্রেষ্ঠো মুনীন্দ্রঃ সর্ব্ববিৎ কবিঃ
গন্তুমভ্যুত্থিতং বীক্ষ্য বামদেবস্তমব্রবীৎ ॥ ৪৫

বামদেব উবাচ।

রাজংস্ত্বং কিং ন জানাসি পরিপূর্ণতমং হরিম্
সুরাণাং মহদর্থায় জাতং যদুকুলে স্বয়ম্ ॥ ৪৬
ভুবো ভারাবতারায় ভক্তানাং রক্ষণায় চ।
ভূত্বা যদুকুলে সাক্ষাদ্দ্বারকায়াং বিরাজতে ॥৪৭
তেন কৃষ্ণেন পুত্ত্রোঽয়ং প্রদ্যুম্নো যাদবেশ্বরঃ।
উগ্রসেনমখার্থায় জগজ্জেতুং প্রণোদিতঃ ॥ ৪৮

গুণাকর উবাচ।

পরিপূর্ণতমস্যাপি শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ।
লক্ষণং বদ মে ব্রহ্মংস্ত্বং পরাবরবিত্তমঃ ॥ ৪৯

বামদেব উবাচ।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি তেজাংসি বিলীয়ন্তে স্বতেজসি।
তং বদন্তি পরং সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতমং হরিম্ ॥ ৫০
অংশোঽংশাংশস্তথাবেশঃ কলা পূর্ণঃ প্রকথ্যতে।
ব্যাসাদ্যৈশ্চ স্মৃতঃ ষষ্ঠঃ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥৫১
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো নান্য এব হি।
এককার্য্যার্থমাগত্য কোটিকার্য্যং চকার হ ॥৫২

নারদ উবাচ।

শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যং বলিং নীত্বা গুণাকরঃ।
বৈরং বিসৃজ্য প্রদ্যুম্নদর্শনার্থং সমাযযৌ ॥ ৫৩
কার্ষ্ণিং প্রদক্ষিণীকৃত্য নত্বা দত্ত্বা বলিং ততঃ।
অশ্রুপূর্ণমুখো ভূত্বা প্রাহ গদ্গদয়া গিরা ॥ ৫৪

গুণাকর উবাচ।

অদ্য মে সফলং জন্ম কুলং মেঽদ্য দিনে শুভম্
অদ্য ক্রতুক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সফলাস্তব দর্শনাৎ ॥৫৫
ত্বদঙ্ঘ্রিভক্তিঃ পরমার্থলক্ষণা
সদা ভবেৎ সজ্জনসঙ্গমাৎ পরা।
ত্বমেব সাক্ষান্নিজভক্তবৎসলঃ
পরেশ ভূমন্ পরিপাহি পাহি ॥ ৫৬

প্রদ্যুম্ন উবাচ।

জ্ঞানবৈরাগ্যসংযুক্তা ভক্তিস্তে প্রেমলক্ষণা।
মদ্ভক্তসঙ্গমো ভূয়াচ্ছ্রীঃ স্যাদ্ভাগবতী ত্বিহ ॥ ৫৭

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ কার্ষ্ণিঃ প্রসন্নো ভক্তবৎসলঃ

উঠিল, সুরগণ পূর্ণমাসের উপরে পুষ্পবর্ষণ করিলেন। নৃপতি যজ্ঞ হইতে উঠিয়া দেখিলেন—পুত্র মূর্চ্ছিত। তিনি দিব্য ধনু লইয়া যুদ্ধার্থ মনোরথ করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ-প্রবর সর্ব্ববিৎ হোতা মুনিসত্তম বামদেব রাজাকে যুদ্ধার্থ গমনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন। বামদেব বলিলেন,—হে রাজন্! সুরগণের মহাকার্য্য সাধনার্থ স্বয়ং পরিপূর্ণতম হরি যে যদুকুলে জন্মিয়াছেন, তাহা তুমি নিশ্চয়ই জান না; ভূভারহরণ ও ভক্তগণের রক্ষণার্থ তিনি যদুকুলে জন্মিয়া দ্বারকায় বিরাজ করিতেছেন, সেই কৃষ্ণ উগ্রসেনের যজ্ঞের জন্য জগৎ-জয়ার্থ নিজপুত্র যাদবেশ্বর প্রদ্যুম্নকে প্রেরণ করিয়াছেন। গুণাকর কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি পরাপরজ্ঞ, পরিপূর্ণতম মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের লক্ষণ বর্ণন করুন। ৪১—৪৯। বামদেব বলিলেন,—যাঁহার নিজতেজে সমস্ত তেজ বিলীন হয়, সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে পরমপরিপূর্ণতম জানিবে। ব্যাসাদি অংশ, অংশাংশ, আবেশ, কলা, পূর্ণ ও ষষ্ঠ পরিপূর্ণতম নিরূপিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম অন্য নহে। তিনি একটী কার্য্যের জন্য আসিয়া কোটি কোটি কার্য্য করিয়াছেন। নারদ বলিলেন,—গুণাকর কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া করগ্রহণ করত বৈর পরিহারপূর্ব্বক প্রদ্যুম্নের দর্শনার্থ গমন করত তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া করদান করিলেন এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে গদ্গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন। গুণাকর বলিলেন,—আজ আমার জন্ম সফল ও কুল পবিত্র আপনার দর্শনে আমার অখিল যাগক্রিয়া সফল হইল। সজ্জনসঙ্গমে আপনার পাদ-পদ্মে পরমার্থলক্ষণা ভক্তি হইয়া থাকে; হে ভূমন্! আপনি সাক্ষাৎ স্বভক্তবৎসল; হে পরেশ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। প্রদ্যুম্ন বলিলেন, তোমার প্রেমলক্ষণা ভক্তি,জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্ত, এই জন্য মদীয় ভক্তজনের সঙ্গম এবং

দদৌ তস্মৈ নৃপতয়ে হয়মেধতুরঙ্গমম্ ॥ ৫৮
ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে উত্তরকুরুখণ্ডবিজয়ো
নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৮ ॥

ভগবতী লক্ষ্মীলাভ হউক। নারদ—বলিলেন, ভক্তবৎসল প্রসন্ন প্রদ্যুম্ন এই বলিয়া গুণাকর নরপতিকে অশ্বমেধের অশ্ব-প্রত্যর্পণ করিলেন। ৫০—৫৮।

বিশ্বজিৎখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
প্রদ্যুম্নোঽথ মহাবাহুর্জিত্বারাদুত্তরান্ কুরূন্।
হিরণ্ময়ং নাম খণ্ডং জেতুং কার্ষ্ণির্জগাম হ ॥ ১
যত্র সীমাগিরির্দীর্ঘঃ শ্বেতো নাম স্ফুরদ্দ্যুতিঃ।
তত্র কূর্ম্মো হরিঃ সাক্ষাদর্য্যমা যস্য দেশকঃ ॥ ২
পুষ্পমালানদীতীরে নাম্না চিত্রবনং মহৎ।
সুপুষ্পফলভারাঢ্যং কন্দমূলনিধিঃ স্বতঃ ॥ ৩
বানরাঃ সন্তি তত্রাপি বংশজা নলনীলয়োঃ।
স্থস্তাঃ শ্রীরামচন্দ্রেণ ত্রেতায়াং মৈথিলেশ্বর ॥৪
সৈন্যঘোষঞ্চ তং শ্রুত্বা যুদ্ধকামা বিনির্গতাঃ।
প্রদ্যুম্নসৈন্যে চোৎপেতুর্ভ্রূভঙ্গৈঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ
নখৈর্দন্তৈশ্চ লাঙ্গুলৈর্গজানশ্বান্নরান্নৃপ।
ইতস্ততঃ প্রধাবন্তঃ পাতয়ামাসুরুৎকটাঃ ॥ ৬
লাঙ্গুলৈশ্চ রথান্ বদ্ধা চিক্ষিপুশ্চাম্বরে বলাৎ।
বিজয়ধ্বজনাথস্য বিজয়স্যার্জ্জুনস্য চ ॥ ৭
রথং বদ্ধাথ লাঙ্গুলে কেচিদুৎপেতুরম্বরে।
কপিধ্বজধ্বজে সাক্ষাৎ কপীন্দ্রো হনুমান্ প্রভুঃ
ক্রোধাঢ্যঃ ফাল্গুনসখ উৎপপাত রণাঙ্গনে।
ধৃত্বা তত্র বপুর্দীর্ঘং শতযোজনবিস্তৃতম্ ॥ ৯
লাঙ্গুলেন চ তান্ বদ্ধা পাতয়ামাস ভূতলে।
তদা প্রহর্ষিতাঃ সর্ব্বে জ্ঞাত্বা শ্রীরামকিঙ্করম্ ॥ ১০
নেমুস্তং সর্ব্বতো রাজন্ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ শনৈঃ।
কেচিদালিঙ্গনং চক্রুঃ কেচিদুৎপতুরোজসা ॥ ১১
কেচিচ্চুচুম্বুর্লাঙ্গুলং কেচিৎ পাদঞ্চ বানরাঃ।
তানালিঙ্গ্য মহাবীরঃ স্পৃষ্ট্বা সৎপাণিনা পুনঃ ॥ ১২
দত্ত্বাশিষং তৎকুশলং পপ্রচ্ছাথাঞ্জনীসুতঃ।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণ-তনয় প্রদ্যুম্ন উত্তরকুরু জয় করিয়া হিরন্ময়খণ্ড জয়ার্থ গমন করিলেন। উহার সীমা প্রদীপ্ত-তেজা বৃহৎ শ্বেতপর্ব্বত। তথায় সাক্ষাৎ কূর্ম্মাবতার হরি বিদ্যমান। উহার অধিপতি অর্য্যমা। এই রাজ্যের চিত্রমালা নদীতীরে চিত্রবন নামে এক মহাবন আছে, উহা বিপুল, উত্তম পুষ্পফলে পূর্ণ ও কন্দমূলের আকর। ঐ বনে নল ও নীলের বংশোদ্ভব বহু বানর বিদ্যমান, হে মৈথিলেশ্বর! উহারা ত্রেতাযুগে শ্রীরামকর্তৃক ঐস্থানে ন্যস্ত হইয়াছে। তাহারা সৈন্যশব্দ শ্রবণে যুদ্ধার্থ নির্গত ও ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া ভীষণ ভ্রূভঙ্গীসহকারে প্রদ্যুম্ন-সৈন্যে উৎপতিত হইল। হে নৃপ! মহাতেজা বানরেরা ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া নখ দন্ত ও লাঙ্গুল দ্বারা গজ ও অশ্বসমূহকে পাতিত করিল, লাঙ্গুল দ্বারা রথ সকল আবদ্ধ করিয়া সবেগে গগনে নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কোন কোন বানর বিজয়-ধ্বজনাথ, বিজয় ও অর্জ্জুনের রথ লাঙ্গুলে আবদ্ধ করিয়া আকাশে উৎপতিত হইল। কপিধ্বজ অর্জ্জুনের রথধ্বজে সাক্ষাৎ কপীন্দ্র বলবান্ হনুমান ছিলেন, অর্জ্জুনের সখা সেই হনুমান্ ক্রোধপূর্ণ হইয়া রণক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তিনি সেই স্থানেই শতযোজন দীর্ঘ দেহ-ধারণ করিয়া লাঙ্গুলে আবদ্ধ করত বানরগণকে ভূতলে পাতিত করিলেন। হে রাজন্ তখন তাঁহাকে, রামকিঙ্কর জানিয়া সমস্ত বানরই হর্ষসহকারে সকলদিক্ হইতে করযোড়ে বারবার নমস্কার করিল, কেহ কেহ আলিঙ্গন করিল কেহ কেহ বেগে উৎপতিত হইল, কেহ তাঁহার লাঙ্গুলে ও কেহ পদে চুম্বন

নত্বা তং বানরাঃ সর্ব্বে জগ্মুশ্চিত্রবনং নৃপ ॥ ১৩
হনুমানর্জ্জুনস্থাপি ধ্বজে হ্যন্তরধীয়ত ॥ ১৪
মকরাখ্যান্ ততো দেশান্ প্রদ্যুম্নো মীনকেতনঃ
যযৌ বৃষ্ণিবরৈঃ সার্দ্ধং দুন্দুভীন্ বাদয়ন্ মুহুঃ।
মকরস্ত গিরেঃ পার্শ্বে দুন্দুভিধ্বনিভিস্ততঃ ॥ ১৫
মধুভক্ষ্যা মধুকরাঃ কোটিশঃ প্রোত্থিতাঃ কিল।
তৈর্দংশিতং বলং সর্ব্বং হস্তিচীৎকারসংযুতম্ ॥১৬
তদা কার্ষ্ণির্মহাবাহুঃ পবনাস্ত্রং সমাদধে।
তদ্বাততাড়িতা রাজন্ গতাস্তেঽপি দিশো দশ ॥
তত্র দেশে জনা রাজন্ সর্ব্বে বৈ মকরাননাঃ।
ততশ্চ ডিণ্ডিভো দেশস্তত্র হস্তিমুখা জনাঃ ॥ ১৮
এবং দেশাংস্ততঃ পশ্যংস্ত্রিশৃঙ্গবিষয়ান্ গতঃ।
কার্ষ্ণির্দদর্শ তত্রাপি মনুষ্যাঃ শৃঙ্গধারিণঃ ॥ ১৯
ত্রিশৃঙ্গস্য গিরেঃ পার্শ্বে নগরীং স্বর্ণচর্চ্চিকাম্।
হেমসৌধময়ীং দিব্যাং রত্নপ্রাকারমণ্ডিতাম্ ॥ ২০
হিরণ্যবর্ণৈঃ পুরুষৈঃ স্ত্রীজনৈশ্চ তড়িদ্দ্যুতিঃ।
নাগৈশ্চ নাগকন্যাভিঃ পুরীং ভোগবতীমিব ॥ ২১
চন্দ্রকান্তানদীতীরে শোভিতাং মঙ্গলালয়াম্।
কার্ষ্ণিঃ সমাযযৌ রাজন্ যথা শক্রোঽমরাবতীম্
তত্র রাজা মহাবীরো নাম্না দেবসখো বলী।
স মন্মুখাদ্বলং শ্রুত্বা বলিং নীত্বা হিরণ্ময়ম্ ॥ ২৩
প্রদ্যুম্নং পূজয়ামাস ভক্ত্যা পরময়া পুনঃ।
তং পপ্রচ্ছ মহাবাহুঃ প্রদ্যুম্নো ভগবান্ হরিঃ।
চন্দ্রবত্তে কথং শোভা সর্ব্বেষাঞ্চ বদাশু মে ॥ ২৪

দেবসখ উবাচ।

অর্য্যম্না পিতৃপতিনা কূর্ম্মরূপস্য মাপতেঃ ॥ ২৫
অঙ্ঘ্রী প্রক্ষালিতৌ তেন বারিণাভূন্মহানদী।
শ্বেতপর্ব্বতশৃঙ্গাচ্চাবতরন্তী যদূত্তম ॥ ২৬
পৃষধ্রাখ্যো মনুসুতো গোপালো গুরুণা কৃতঃ।
জঘান কপিলাং রাত্রাবসিনা সিংহশঙ্কয়া ॥ ২৭
বসিষ্ঠেন তদা শপ্তঃ শূদ্রত্বং সমুপাগতঃ।
কুষ্ঠেন পীড়িততনুঃ পর্য্যটংস্তীর্থমাচরন্ ॥ ২৮

করিল। অঞ্জনাতনয় মহাবীর হনুমান উত্তম করদ্বারা পুনরায় তাহাদিগকে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রদানপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। হে নৃপ! বানরেরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চিত্রবনে গমন করিল, হনুমানও অর্জ্জুনের রথধ্বজে অন্তর্হিত হইলেন।১—১৪। অনন্তর মীনকেতন প্রদ্যুম্ন দুন্দুভি বাদ্যসহকারে যাদববরগণসহ মকরনামক দেশে গমন করিলেন। মকরগিরির সমীপে দুন্দুভি শব্দে কোটি কোটি মধুমক্ষিকার দল উত্থিত হইয়া সৈন্যগণকে দংশন করিল, হস্তীর চীৎকারে সেই স্থান সমাকুল হইল, হে রাজন্! তখন মহাবাহু প্রদ্যুম্ন পবনাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, সেই বাণাঘাতে আহত হইয়া তাহারা দশদিকে গমন করিল। হে রাজন্! তত্রত্য জনগণের মুখ মকরের মত। তাহার পর ডিণ্ডিভ দেশ, সেখানকার লোক করিবদন॥ এই সকল দেশ দর্শন করিয়া প্রদ্যুম্ন ত্রিশৃঙ্গরাজ্যে উপনীত হইলেন, সেখানে গিয়া দেখিলেন—তত্রত্য লোক শৃঙ্গধারী। ত্রিশৃঙ্গগিরির পার্শ্বে দিব্য স্বর্ণচর্চ্চিকা নগরী বিরাজিত! স্বর্ণসৌধময়ী, রত্নপ্রাকার-শোভিতা, স্বর্ণবর্ণ পুরুষ ও সৌদামিনী-বর্ণা নারীগণে পরিবেষ্টিতা ঐ নগরী নাগ ও নাগকন্যাবৃত ভোগবতীর ন্যায় শোভিতা। হে রাজন্! চন্দ্রকান্তা নদীতীরে মঙ্গলালয় ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শোভিতা ঐ পুরীতে প্রদ্যুম্ন উপনীত হইলেন। সেস্থানের রাজা মহাবল মহাবীর দেবসখ। দেবসখ আমার মুখে প্রদ্যুম্নের সৌর্য্যের কথা শুনিয়া স্বর্ণময়-কর গ্রহণপূর্ব্বক আসিয়া পরম ভক্তিভরে প্রদ্যুম্নের পূজা করিলেন। মহাবাহু প্রদ্যুম্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমাদের সকলের চন্দ্রতুল্য শোভা হইল কেন? তাহা সত্বর আমায় বল! দেবসখ বলিলেন,—পিতৃপতি অর্য্যমা কূর্ম্মরূপী রমাপতির পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়াছিলেন, সেইজলে মহানদী উৎপন্ন হয়। হে যদুবর! এই নদী শ্বেতপর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে অবতীর্ণা হইয়াছে। ১৫—২৬। গুরু বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক গোরক্ষায় নিযুক্ত পৃষধ্র নামক মনুতনয় সিংহ মনে করিয়া রাত্রিতে গুরুর কপিলা গোকে হত্যা করেন; তখন বশিষ্ঠশাপে শিষ্য শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় ও কুষ্ঠরোগে পীড়িত

অস্যাং নদ্যাং যদা স্নাতো গলৎকুষ্ঠাত্মনোঃ সুতঃ
মুক্তোহভূচ্চন্দ্রবত্তস্য দেহশোভা বভূব হ ॥ ২৯
চন্দ্রকান্তা নদী চেয়ং প্রসিদ্ধাভূদ্ধিরণ্ময়ে।
তস্যাং মুক্তো যতঃ স্নাত্বা গলৎকুষ্ঠাত্মনোঃ সুতঃ
ততঃ স্নানঞ্চ কর্ত্তারো বয়ং সর্ব্বে নৃপোত্তম।
রূপেণ চন্দ্রতুল্যাঃ কৌ ভবামোহত্র ন সংশয়ঃ ॥

নারদ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা মহাবাহুঃ প্রদ্যুম্নো যাদবৈঃ সহ।
চন্দ্রকান্তাং নদীং স্নাত্বা দদৌ দানান্যনেকশঃ ॥৩২

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে হিরণ্যখণ্ডবিজয়ো নাম
একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

এবং হিরণ্ময়ং খণ্ডং জিত্বা কার্ষ্ণির্মহাবলঃ।
জগাম রম্যকং খণ্ডং দেবলোকমিব স্ফুরৎ ॥ ১
তস্য সীমাগিরিঃ সাক্ষান্নীলো নাম নগাধিরাট্‌।
তত্রোত্তরে কালদেশে নগরী ভীমনাদিনী ॥ ২
কালনেমিসুতস্তত্র কলঙ্কো নাম রাক্ষসঃ।
ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রাদ্ভীতো যুদ্ধাৎ পলায়িতঃ ॥ ৩
লঙ্কাপুর্য্যা ইহাগত্য বাসকৃদ্রাক্ষসৈঃ সহ।
রক্ষসাময়ুতেনাসৌ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৪
খরারূঢ়ঃ কৃষ্ণবর্ণো যদূনাং বলমাযযৌ।
যদূনাং রাক্ষসানাঞ্চ ঘোরং যুদ্ধং বভূব হ ॥ ৫
প্রঘোষো গাত্রবান্‌ সিংহো বলঃ প্রবল ঊর্দ্ধগঃ।
সহ ওজো মহাশক্তিরপরাজিত এব চ ॥ ৬
লক্ষ্মণানন্দনা হেতে শ্রীকৃষ্ণস্য সুতাঃ শুভাঃ।
সর্ব্বেষামগ্রতঃ প্রাপ্তা বাণৈস্তীক্ষ্ণৈঃ স্ফুরৎপ্রভৈঃ
রাক্ষসানাং বলং জঘ্নুর্বায়ুবেগৈর্যথা ঘনম্‌।
বাণৌঘৈশ্ছিন্নভিন্নাঙ্গা রাক্ষসা রণদুর্ম্মদাঃ ॥ ৮
ত্রিশূলানাং মুদ্গরাণাং বর্ষাং চক্রুর্মদোৎকটাঃ।
কলঙ্কস্তু তদা প্রাপ্তশ্চর্ব্বয়ন্‌ বারণান্‌ রথান্‌ ॥ ৯
হয়ান্নরান্‌ সশস্ত্রাস্ত্রান্মুখে চিক্ষেপ সত্বরম্‌।

হইয়া তীর্থসেবার্থ পর্য্যটন করিতে থাকেন। গলৎকুষ্ঠী মনুতনয় পৃসধ্রা যখন এই নদীতে স্নান করিলেন, তখন তিনি রোগমুক্ত হইয়া চন্দ্রতুল্য শোভা-সম্পন্ন হইলেন। তদবধি হিরণ্ময়খণ্ডে এই নদী চন্দ্রকান্তা নামে প্রসিদ্ধ হইল। হে নৃপসত্তম! গলৎকুষ্ঠী মনুনন্দন চন্দ্রকান্তায় স্নান করিয়া রোগ মুক্ত হইলেন, অতএব আমরাও সকলে স্নান করিয়া ভূতলে চন্দ্রতুল্য হইয়াছি, সংশয় নাই। নারদ বলিলেন,—ইহা শুনিয়া মহাবাহু প্রদ্যুম্ন যাদবগণসহ চন্দ্রকান্তায় স্নান ও অনেক দান করিলেন। ২৭—৩২।

বিশ্বজিৎখণ্ডে ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—মহাবল প্রদ্যুম্ন এইরূপে হিরণ্ময়খণ্ড জয় করিয়া স্বর্গের ন্যায় শোভিত রম্যকখণ্ডে গমন করিলেন। গিরিরাজ সাক্ষাৎ নীলগিরি উহার সীমাপর্ব্বত; তাহার উত্তরে কালদেশে ভীমনাদিনী নগরী বিদ্যমানা, তথায় ত্রেতাযুগে কালনেমি তনয় কলঙ্ক নামক রাক্ষস রামচন্দ্রভয়ে যুদ্ধ হইতে পালায়ন করিয়াছিল। সে রাক্ষসগণসহ লঙ্কাপুরী হইতে আসিয়া এইস্থানে বাস করে। কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক অযুত রাক্ষসসহ যুদ্ধার্থ মনোরথ করিল। গর্দ্দভারোহণে যদুসৈন্য-সন্নিধানে আগমন করিল। যাদব ও রাক্ষসে তুমুল যুদ্ধ হইল, প্রঘোষ, গাত্রবান্‌, সিংহ, বল, প্রবল, ঊর্দ্ধগ, সহ ওজ, মহাশক্তি, অপরাজিত এই সকল মনোজ্ঞ কৃষ্ণতনয়গণ লক্ষ্মণা হইতে উৎপন্ন। ইহাঁরা প্রস্ফুরিত তীক্ষ্ণবাণসমূহ লইয়া সকলের অগ্রসর হইলেন এবং বায়ুবেগে মেঘের মত রাক্ষস সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন; যুদ্ধদুর্ম্মদ মদোৎকট রাক্ষসেরা শর-নিকরে ছিন্ন ও ভিন্নাঙ্গ হইয়া ত্রিশূল ও মুদগর বর্ষণ করিল। কলঙ্কও হস্তী ও রথ চর্ব্বণ করিতে করিতে সত্বর উপস্থিত হইল এবং অশ্ব ও

গজান্ পাদেষু চোদ্ধীয় সনীড়ান্ রত্নকম্বলান্ ॥১০
ঘণ্টানাদসমাযুক্তান্ প্রাক্ষিপচ্চাম্বরে বলাৎ ॥১১
প্রঘোষঃ শ্রীহরেঃ পুত্রঃ কপীন্দ্রাস্ত্রং সমাদধে।
তদ্বাণনির্গতঃ সাক্ষাদ্বায়ুপুত্রো মহাবলঃ।
গৃহীত্বা মুদ্গরং ঘোরং বজ্রমিন্দ্র ইব প্রভুঃ ॥ ১২
রাক্ষসান্ পর্ব্বতাকারান্ পাতয়ামাস ভূতলে।
কাংশ্চিৎ করেণ চোদ্ধীয় চিক্ষেপ গগনে বলাৎ
কাংশ্চিদ্দদ'শ্ব দোর্ভ্যাং তান পাতয়ামাস ভূতলে
পরিবীয়াসুরান্ কাংশ্চিল্লাঙ্গুলেন মহাবলঃ ॥ ১৪
বাততুলমিবাকাশে চিক্ষেপ শতযোজনম্।
হনুমন্তং তদা জ্ঞাত্বা কলঙ্কো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ১৫
লক্ষভারময়ীং গুর্ব্বীং গদাং চিক্ষেপ নাদয়ন্।
উৎপপাত কপির্ব্বেগাদ্গদা ভূমৌ পপাত হ ॥১৬
উৎপতন্ বানরাধীশো ভ্রূভঙ্গং কারয়ন্মুহুঃ।
মুষ্টিনা ঘাতয়িত্বা তং কিরীটং তস্য চাদদে ॥ ১৭
কলঙ্কোঽপি তদা তস্মৈ ত্রিশূলং স্বং সমাদদে।
উৎপতন্ স কপির্বেগাৎ পৃষ্ঠদেশং পপাত হ ॥
হনুমাংস্তং তদা দোর্ভ্যাং পাতয়িত্বা মহীতলে।
বৈদূর্য্যপর্ব্বতং নীত্বা তস্যোপরি সমাক্ষিপৎ ॥ ১৯
গিরিপাতেন চূর্ণাঙ্গো মর্দ্দিতঃ পঞ্চতাং যযৌ।
তদা জয়জয়ারাবঃ শঙ্খধ্বনিযুতোঽভবৎ ॥ ২০
হনুমান্ ভগবান্ সাক্ষাত্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
প্রদ্যুম্নস্যোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে ॥ ২১
অথ কার্ষ্ণির্মহাবাহুঃ স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
মনোহরাং স্বর্ণময়ীং মানবীং নগরীং যযৌ ॥ ২২
নৈঃশ্রেয়সবনং তত্র কল্পবৃক্ষলতাবৃতম্।
হরিচন্দনমন্দারপারিজাতোপশোভিতম্ ॥ ২৩
সন্তানামোদসংমিশ্রবায়ুভিঃ সুরভীকৃতম্।
কেতকীচম্পকলতাকুটজৈঃ পরিসেবিতম্ ॥ ২৪
মাধবীনাং লতাজালৈঃ পুষ্পিতঃ সফলৈর্বৃতম্।
নদদ্দ্বিরেফালিকুলৈর্বৈকুণ্ঠমিব সুন্দরম্ ॥ ২৫
যোজনানাং পঞ্চশতং লম্বিতং চারুধিং গিরিম্।
অধোধঃ শোভিতং রাজন্ শতযোজনবিস্তৃতম্ ॥

অস্ত্রশস্ত্র যুক্ত মানুষসমূহ মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। নীড়যুক্ত রত্ন কম্বলা বৃত ঘণ্টানাদসমাযুক্ত গজগণকে উত্তোলিত করিয়া সবলে আকাশে নিক্ষেপ করিল। ১—১১। হরিতনয় প্রঘোষ কপীন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই বাণ হইতে সাক্ষাৎ মহাবল বায়ুতনয় হনুমান্ নির্গত হইলেন এবং বাসবের বজ্রধারণের ন্যায় মুদ্গর গ্রহণ করিয়া পর্ব্বতাকার রাক্ষসগণকে ভূতলে পাতিত করিলেন। মহাবল হনুমান্ কাহাকেও করে ধরিয়া সবলে আকাশে নিক্ষেপ, কাহাকেও বাহুদ্বয়ে বিদারণ করিয়া ভূতলে পাতন, কাহাকেও লাঙ্গুলে পরিবেষ্টন করিয়া বায়ুব তুলনিক্ষেপের ন্যায় শতযোজন দূরে শূন্যে নিক্ষেপ করিলেন; তখন রাক্ষসরাজ কলঙ্ক হনুমানকে চিনিতে পারিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে লক্ষভারময়ী গুরু গদা নিক্ষেপ করিল। হনুমান ঊর্দ্ধে উলম্ফন করিলেন, গদা ভূতলে পতিত হইল। হনুমান ঊর্দ্ধে উঠিয়া মুহুর্মুহু ভ্রূভঙ্গী করত মুষ্ট্যাঘাতে কলঙ্কের কিরীট কাড়িয়া লইলেন, কলঙ্কও তখন তাঁহাকে ত্রিশূল নিক্ষেপ করিল, হনুমানও সবেগে উৎপতিত হইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে পতিত ও বাহুদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করত বৈদূর্য্য পর্ব্বত তুলিয়া লইয়া তাহার উপর নিক্ষেপ করিলেন; কলঙ্ক পর্ব্বতপাতে চূর্ণিতাঙ্গ ও পাঞ্চত্ব প্রাপ্তহইল। তখন শঙ্খধ্বনিযুক্ত জয় জয় রব উত্থিত হইল, ভগবান্ হনুমান সেইস্থানে অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণ প্রদ্যুম্নের উপর পুষ্পবর্ষণ করিলেন। ১২—২১। অনন্তর মহাবাহু প্রদ্যুম্ন সৈন্য পরিবৃত হইয়া স্বর্ণময়ী মনোহরা মানবী নগরীতে গমন করিলেন। তথায় কল্পপাদপ ও লতাজালে সমাকুল নিঃশ্রেয়স বন বিদ্যমান। ঐ বন হরিচন্দন মন্দার ও পারিজাত প্রভৃতিতে পরিশোভিত, সন্তানক বনের সুগন্ধমিশ্রিত সৌরভময় বায়ুদ্বারা সুরভীকৃত, কেতকী চম্পক ও কুটজে পরিসেবিত, পুষ্পিত মাধবীলতাজালে ও বহুফলে শোভিত, নাদযুক্ত ভ্রমরসমাকুল এবং দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠের ন্যায় সুন্দর। হে রাজন্! উহা পঞ্চশত যোজন

পুংস্কোকিলৈঃ কোকিলৈশ্চ ময়ূরৈঃ সারসৈঃ শুকৈঃ
চক্রবাকৈশ্চকোরৈশ্চ হংসৈর্দাত্যুহকূজিতম্ ॥ ২৭
সর্ব্বর্ত্তুপুষ্পশোভাঢ্যমাক্ষিপন্নন্দনং বনম্ ।
মৃগশাবা রমন্তে বৈ শার্দ্দূলৈঃ সহ মৈথিল ॥ ২৮
নকুলাঃ ফণিভিঃ সার্দ্ধং যত্র বৈরবিবর্জ্জিতাঃ ।
অযুতং সরসাং যত্র ভ্রমরধ্বনিসংযুতম্ ॥ ২৯
সহস্রপত্রৈঃ কমলৈঃ শতপত্রৈঃ স্ফুরৎপ্রভৈঃ ।
ইতস্ততো বর্ত্তমানমানন্দমিব মূর্ত্তিমৎ ॥ ৩০
তদ্বনং সুন্দরং দৃষ্ট্বা নির্গতান্নগরীজনান্ ।
পপ্রচ্ছ বাঞ্ছিতং সাক্ষাৎ প্রদ্যুম্নঃ সর্ব্ববিৎ কবিঃ

প্রদ্যুম্ন উবাচ ।

কস্যেয়ং নগরী রম্যা কস্যেদং বনমদ্ভুতম্ ।
বদতাশু সবিস্তারং হে লোকাঃ পুণ্যশাসনাঃ ॥ ৩২

জনা ঊচুঃ ।

বৈবস্বতো মনুর্নাম যো হ্যেবং বর্ত্ততে নৃপ ।
মানবে চ গিরৌ রম্যে মৎস্যং নারায়ণং হরিম্
বর্ত্তমানং সদা নত্বা করোতি বিপুলং তপঃ ।
তস্যেয়ং নগরী রম্যা তস্য নৈঃশ্রেয়সং বনম্ ॥ ৩৩
বৈকুণ্ঠাচ্চ সমানীতং শ্রীহরেঃ কৃপয়া নৃপ ।
বৈকুণ্ঠাচ্চ সমানীতা ভূমিশ্চায়ং গিরিস্তথা ॥ ৩৪
যূয়ং সর্ব্বেঽপি রাজানস্তস্য বংশভবাঃ ক্ষিতৌ ।
সূর্য্যবংশান্তরে রাজংশ্চন্দ্রবংশান্তরে হি ভোঃ ॥

শ্রীনারদ উবাচ ।

ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ সর্ব্বেষাং বৃদ্ধং তং প্রপিতামহম্ ।
শ্রাদ্ধদেবং মনুং জ্ঞাত্বা বিস্মিতোঽভূদ্ধরেঃ সুতঃ
শ্রুত্বা বচস্তদা সদ্যো ভ্রাতৃভির্যদুভির্বৃতঃ ।
মানবাদ্রিং সমারুহ্য শ্রাদ্ধদেবং দদর্শ হ ॥ ৩৮
শতসূর্য্যপ্রভং কান্ত্যা দ্যোতয়ন্তং দিশো দশ ।
মহাযোগময়ং সাক্ষাদ্রাজেন্দ্রং শান্তরূপিণম্ ॥ ৩৯
বেদব্যাসশুকাদৈশ্চ বসিষ্ঠধিষণাদিভিঃ ।
পরস্পরং মহারাজ শৃণ্বন্তং শ্রীহরের্যশঃ ॥ ৪০
ননাম কার্ষ্ণির্যদুভিঃ সহৈব তং
কৃতাঞ্জলিস্তত্র সমাস্থিতোঽভবৎ ।

লাম্বিত। মনোজ্ঞ নীল পর্ব্বতের অধোদেশে বর্ত্তমান এবং শতযোজন বিস্তৃত। ঐ বন পুংস্কোকিল, কোকিল ময়ূর, সারস, শুক, চক্রবাক, চকোর, হংস, দাত্যুহ প্রভৃতি বিহগগণে পূজিত এবং সকল ঋতুতে সমানভাবে পুষ্পিত যেন নন্দন কাননকেও ন্যক্কৃত করে। হে মৈথিল! তথায় শার্দ্দূলের সহিত হরিণ-শিশুগণ বিচরণ করে, নকুল সর্পের সহিত বৈর-বিবর্জ্জিত হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে। সেখানে ভ্রমরধ্বনিযুক্ত প্রস্ফুরিত-প্রভ সহস্রদল ও শতদল পদ্মশোভিত অযুত অযুত সরোবর ইতস্তত বিরাজিত। মূর্ত্তিমান্ আনন্দসদৃশ ঐ সুন্দর বন দর্শন করিয়া সাক্ষাৎ অতীতদর্শী সর্ব্বজ্ঞ প্রদ্যুম্ন নগরী হইতে নির্গত জনগণকে অভীপ্সিত জিজ্ঞাসা করিলেন। ২২—৩১। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—এই রম্য নগরী ও এই অদ্ভুত কানন কাহার? হে পুণ্যোপদেশক লোকগণ! বিস্তারপূর্ব্বক বল, জনগণ বলিল,—হে নৃপ! এই যে সম্প্রতি বৈবস্বত মনু বর্ত্তমান, ইনি রম্য মানব পর্ব্বতে অবস্থিত মৎস্যরূপী নারায়ণকে সর্ব্বদা প্রণাম করিয়া বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন; এই রম্যা নগরী ও নিঃশ্রেয়স কানন তাঁহার। হে নৃপ! হরির কৃপায় এই ভূমি ও ঐ পর্ব্বত বৈকুণ্ঠ নগরী হইতে আনীত হয়। ক্ষিতিতলে তোমরা সকল রাজাই তাঁহার বংশোদ্ভব; তন্মধ্যে কেহ সূর্য্যবংশ ও কেহ চন্দ্রবংশ। নারদ বলিলেন,—কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ শ্রাদ্ধদেব মনুকে বিদিত হইয়া বিস্মিত হইলেন এবং উক্তরূপ বাক্যশ্রবণে তখনই ভ্রাতা যাদবগণের সহিত মানব পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক শ্রাদ্ধদেবকে দর্শন করিলেন। সেই শত সূর্য্যসমপ্রভ শ্রাদ্ধদেব স্বীয় কান্তিতে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজিত। সেই শান্তরূপী সাক্ষাৎ রাজেন্দ্র মহাযোগময়, হে মহারাজ! তিনি ব্যাস, শুকাদি এবং বশিষ্ঠ ও বৃহস্পতি প্রভৃতির সহিত উপবিষ্ট এবং হরিলীলা শ্রবণে নিবিষ্ট। প্রদ্যুম্ন যাদবগণসহ তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিয়া তথায় অবস্থিত হই-

মনুঃ সমুত্থায় হরেঃ প্রভাববি-
দস্থাসনং গদ্গদয়া গিরাব্রবীৎ ॥ ৪১
মনুরুবাচ।
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ ৪২
অনাদিরাত্মা পুরুষস্ত্বমেব
ত্বং নির্গুণোঽসি প্রকৃতেঃ পরস্ত্বম্।
সদা বশীকৃত্য বলাৎ প্রধানং
গুণৈঃ সৃজস্যৎসি চ পাসি বিশ্বম্ ॥ ৪৩
ততো বিবেকং স বিহায় সর্ব্বতো
মত্বা খিলং চাত্র মনোময়ং জগৎ।
পরং নির্গুণমাদিপুরুষং
সর্ব্বজ্ঞমাদ্যং পুরুষং সনাতনম্ ॥ ৪৪
জাগর্ত্তি যোঽস্মিন্ শয়নং গতে সতি
নায়ং জনো বেদ সতঃ পরং তম্।
পশ্যন্তমাদ্যং পুরুষং হি যজ্জনো
ন পশ্যতি স্বচ্ছমলঞ্চ তং ভজে ॥ ৪৫
যথা নভোঽগ্নিঃ পবনো ন সজ্জতে
ঘটেন কাষ্ঠেন রজোভিরাবৃতৈঃ।
তথা ভবান্ সর্ব্বগুণৈশ্চ নির্ম্মলো
বর্ণৈর্যথা স্যাৎ স্ফটিকো মহোজ্জ্বলঃ ॥ ৪৬

লেন। হরি প্রভাববিৎ মনুও উত্থিত হইয়া আসন দান করত গদ্গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ৩২—৪১। মনু বলিলেন,—হে বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার, সঙ্কর্ষণকে নমস্কার; প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সাত্বতপতিকে নমস্কার। তুমি অনাদি আত্মা, নির্গুণ পুরুষ ও প্রকৃতির অতীত; তুমি সর্ব্বদা বলপূর্ব্বক প্রকৃতিকে অধীনে রাখিয়া তাহার গুণদ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি পালন ও সংহার করিয়া থাক; আমি প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ জ্ঞানও পরিত্যাগ করত এই মনোময় জগৎকে তুচ্ছ করিয়া মায়াতীত নির্গুণ, সর্ব্বজ্ঞ, সনাতন, আদি-পুরুষকে ভজনা করি। এই জগৎ নিদ্রিত হইলে যিনি জাগিয়া থাকেন সতেরও অতীত তাঁহাকে কেহ জানে না, তিনি দেখিলেও কেহ তাঁহাকে দেখে না, আমি নির্ম্মল তাহাকে

ব্যঙ্গ্যেন বা লক্ষণয়া চ বাক্পথৈ-
রর্থৈঃ পদস্ফোটপরায়ণৈঃ পরম্।
ন জ্ঞায়তে যদ্ধ্বনিনোত্তমেন স-
দ্বাচ্যেন তদ্ ব্রহ্ম কুতশ্চ লৌকিকৈঃ ॥ ৪৭
বদন্তি কেচিদ্ভুবি কর্ম্ম কর্তৃ যৎ
কালঞ্চ কেচিৎ পরযোগমেব তৎ।
কেচিদ্বিচারং প্রবদন্তি যচ্চ তদ্-
ব্রহ্মেতি বেদান্তবিদো বদন্তি ॥ ৪৮
যং ন স্পৃশন্তীহ গুণা ন কালজা
জ্ঞানেন্দ্রিয়ং চিত্তমনো ন বুদ্ধয়ঃ।
মহম্ন বেদো বদতীতি তৎ পরং
বিশন্তি সর্ব্বেঽনলবিস্ফুলিঙ্গবৎ ॥ ৪৯
হিরণ্যগর্ভং পরমাত্মতত্ত্বং
যদ্বাসুদেবং প্রবদন্তি সন্তঃ।
এবংবিধং ত্বাং পুরুষোত্তমোত্তমং
মত্বা সদাহং বিচরাম্যসঙ্গঃ ॥ ৫০

ভজনা করি। যেমন গগন হুতাশন পবন যথাক্রমে ঘট কাষ্ঠ ও ধূলিজালে আসক্ত হয় না; এবং মহোজ্জ্বল স্বচ্ছ স্ফটিমণি যেমন বর্ণদ্বারা রঞ্জিত হয় না, আপনিও তদ্রূপ সর্ব্বগুণান্বিত রূপে প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ গুণ-সম্বন্ধ-বিহীন হওয়ায় নির্ম্মল। বাক্-পথে প্রবৃত্ত পদ ও অর্থের সম্বন্ধ-স্মরণ-রূপ স্ফোটার্থ, ব্যঞ্জনা, লক্ষণা, উত্তম-ধ্বনি ও সদবাক্য দ্বারা যে ব্রহ্মকে বিদিত হওয়া যায়, লৌকিক বাক্যে তাঁহাকে কিরূপে জানা যায়? ভূতলে তাঁহাকে কেহ কেহ কর্ম্ম কর্ত্তা ও কাল বলেন, আবার কেহ কেহ পরম যোগ বলিয়া থাকেন, কেহবা বিচার বলেন, বেদান্তবাদীরা তাঁহাকে ব্রহ্মই বলিয়া থাকেন। কালকৃত গুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জ্ঞানেন্দ্রিয় চিত্ত মন বুদ্ধি মহত্তত্ত্বও তাঁহাকে বিদিত নহেন, বেদ বলেন—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিতেই মিশিয়া যায়, তদ্রূপ সমস্ত তাঁহাতেই লীন হয়। সাধুগণ তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ, পরমাত্মতত্ত্ব অথবা বাসুদেব বলেন। আমি তথাবিধ বিচারাসহ পুরুষোত্তম ব্রহ্মকে জানিয়া সর্ব্বদা সঙ্গরহিত হইয়া বিচরণ করিব।

নারদ উবাচ।

মনোর্ব্বাক্যং তদা শ্রুত্বা প্রদ্যুম্নো ভগবান্ হরিঃ।
মন্দস্মিতো মনুং প্রাহ গীর্ভিঃ সম্মোহয়ন্নিব॥ ৫১

প্রদ্যুম্ন উবাচ।

ত্বন্নো গুরুঃ ক্ষত্রিয়াণামাদিস্ত্বং প্রপিতামহঃ।
মৎপূজনীয়ো বৃদ্ধোঽসি শ্লাঘ্যো ধর্ম্মধুরন্ধরঃ॥৫২
বঃ প্রজাশ্চ বয়ং রাজন্ রক্ষ্যাঃ পাল্যাশ্চ সর্ব্বতঃ
ভবতা তপ্যতে দিব্যং তপস্তেন জগৎ সুখম্॥
মৃগ্যস্ত্বৎসদৃশঃ সাধুঃ পরমাত্মা হরিঃ স্বয়ম্।
নৃণামন্তস্তমোহারী সাধুরেব ন ভাস্করঃ॥ ৫৪

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ কার্ষ্ণিরনুজ্ঞাপ্য প্রণম্য তম্।
পরিক্রম্য মনুং রাজন্ স্বয়ং ভূমৌ জগাম হ॥৫৫

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে মানবদেশবিজয়ো নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্থং তু রম্যকং খণ্ডং জিত্বা কার্ষ্ণির্মহাবলঃ।
সুমেরোঃ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে কেতুমালং জগাম হ॥১
তস্য সীমাগিরিঃ সাক্ষান্মাল্যবান্নাম মৈথিল।
বঙ্‌ক্ষুনাম্নী যত্র গঙ্গা মহাপাতকনাশিনী॥ ২
গিরের্মাল্যবতঃ পার্শ্বে পুরী মন্মথশালিনী।
রত্নপ্রাকারসৌধৈশ্চ দেবধানীব শোভিতা॥৩
যত্র বৈ পুরুষা রাজন্ কামদেবসমপ্রভাঃ।
শারদেন্দীবরশ্যামাঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণাঃ॥ ৪
পীতাম্বরধরা নার্য্যঃ পুষ্পহারমনোহরাঃ।
ক্রীড়ন্তি কন্দুকৈর্যত্র কামিন্যো নবযৌবনাঃ॥ ৫
যদ্দেহামোদপবনো মত্তালিকুলনাদিতঃ।
গন্ধীকরোতি ভূভাগং সমন্তাচ্ছতযোজনম্॥ ৬
তৎপুরীবাসিনো লোকা নির্গতাস্তে বহুশ্রুতাঃ।
জগুর্যশঃ শ্রীমুরারেঃ প্রদ্যুম্নস্যাপি শৃণ্বতঃ॥ ৭

৪২—৫০। নারদ বলিলেন,—তখন মনুর বাক্য শুনিয়া ভগবান্ প্রদ্যুম্ন মন্দহাস্য সহকারে বাক্যদ্বারা মোহিত করিয়াই যেন তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—আপনি মাদৃশ ক্ষত্রিয়গণের আদি প্রপিতামহ,বৃদ্ধ মান্য ধর্ম্মধুরন্ধর,অতএব আমার পূজনীয়। হে রাজন্; মাদৃশ প্রজাজনকে আপনার সর্ব্বতোভাবে রক্ষা ও পালন করা উচিত। আপনার দিব্য তপনস্যায় জগতের মঙ্গল হয়, পরমাত্মা হরিসদৃশ ভবাদৃশ সাধুজন সর্ব্বদা অন্বেষণীয়। সাধুগণই মানবদিগের হৃদয়ের অন্তর্গত অন্ধকার হরণ করেন, ভাস্কর নহেন। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্ কৃষ্ণতনয় ভগবান্ প্রদ্যুম্ন এইরূপ বলিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বয়ং ভূতলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বিশ্বজিৎখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০॥

একত্রিংশ অধ্যায়

নারদ বলিলেন,—মহাবল প্রদ্যুম্ন এই প্রকারে রম্যকখণ্ড জয় করিয়া সুমেরুর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত কেতুমাল খণ্ডে গমন করিলেন। হে মৈথিল! এই কেতুমালের সীমা পর্ব্বত সাক্ষাৎ মাল্যবান্। সেখানে মহাপাতক-নাশিনী বঙ্‌ক্ষুনামে গঙ্গা আছেন। মাল্যবান্ গিরির পার্শ্বে মণিময় রত্ন-প্রাচীর-বেষ্টিত সুধা-ধবলিত দেবগণ পুরীর ন্যায় পরিশোভিত মন্মথ-শালিনী নামে এক পুরী আছে। হে রাজন্। সেখানে পুরুষগণ কামদেবের তুল্য প্রভ,শালী, শরৎকালের ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল-নেত্র। নবযৌবনা, পীতবসনা, পুষ্পহারশোভায় মনোহরা কামিনী-গণ তথায় কন্দুক-ক্রীড়া করিয়া থাকে। তথায় সুন্দরী কামিনীগণের দেহ-গন্ধযুক্ত পবন বহু শব্দায়মান মধুকরগণকে উন্মত্ত করত শত-যোজন পরিমিত ভূভাগ আমোদিত করে। সেই মন্মথশালিনী পুরী হইতে বহুজ

কেতুমালবাসিন ঊচুঃ।
আদৌ ভুজঙ্গশয়নো জগদার্ত্তিহারী
সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বর আদিদেবঃ।
যঃ প্রার্থিতঃ সুরবরৈর্ভুবনাবনায়
তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায় ॥ ৮
জাতো গতঃ পিতৃগৃহাৎ পিতরৌ বিমোক্ষ্য
নন্দালয়ং শিশুতনুঃ স তু নন্দপত্ন্যা।
সংলালিতঃ সদয়য়া বহুমঙ্গলশ্রীঃ
প্রাণপ্রহারমকরোৎ কিল পূতনায়াঃ ॥ ৯
বালো বভঞ্জ শকটং শয়নং প্রকুর্ব্বন্
দৈত্যং নিপাত্য মহদদ্ভুতমশ্মপৃষ্ঠে।
মাত্রে প্রদর্শ্য নিজরূপমলঙ্কৃতোঽভূ-
দ্গর্গেণ সংকথিতসুন্দরভাগ্যলক্ষ্মীঃ ॥ ১০
সংলালিতো ব্রজজনৈর্নবনীতচৌরঃ
শ্যামো মনোহরবপুর্ম্মৃদদঃ স বালঃ।
ভিত্ত্বা জঘাস দধিপাত্রমতীব দধ্নো
বৃক্ষৌ বভঞ্জ জননীলঘুদামবদ্ধঃ ॥ ১১
বৃন্দাবনে স বিচরন্ সহ বৎসগোপৈ-
র্বৎসাসুরঞ্চ বিনিপাত্য কপিত্থবৃক্ষে।
সদ্যো বিগৃহ্য খরতুণ্ডপুটে চ দোর্ভ্যাং
দৈত্যং দদার স বকং তৃণবত্তটিস্থাম্ ॥ ১২
সন্ধারয়ংশ্চ শিশুভির্বহুবৎসসঙ্ঘান্
বেণুং ক্বণন্মদনমোহনবেষভৃদ্ যঃ।
গোপানঘাসুরমুখে প্রহিতান্ জুগোপ
গো-গোপবৎসকবপুঃ স চকার সদ্যঃ।
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মপুরুষো ভগবাননন্তঃ
পূর্ণঃ প্রধানপুরুষেশ্বর আদিদেবঃ।
ধৃত্বা বপুঃ স বিহরন্ ব্রজবালকেষু
সম্মোহয়ন্ বিধিমজো বিচচার কৃষ্ণঃ ॥ ১৪
চিক্ষেপ ধেনুকমসৌ বলিনং বলেন
তালে প্রগৃহ্য সহসা ফণিকালিয়াখ্যম্।
বভ্রাম বহ্নিমপিবদ্দনুজং প্রলম্বং
সদ্যো জঘান সবলো দৃঢ়মুষ্টিনা চ ॥ ১৫
সঞ্চারয়ন্ ব্রজ পশূন্ মধুরং ক্বণন্ যো
বেণুং বনে ব্রজবধূনিজগীতকীর্ত্তিঃ।

ব্যক্তিগণ বহির্গত হইয়া প্রদ্যুম্নের সমক্ষে শ্রীমুরারির যশোগান করিতে লাগিল। কেতুমালবাসিগণ বলিল,—যিনি সৃষ্টির আদিতে অনন্ত শয্যাশায়ী, জগতের আর্ত্তিহারী, সাক্ষাৎ প্রকৃতি পুরুষের ঈশ্বর আদিদেব, যিনি দেববরগণ কর্ত্তৃক ভুবনের ভার হরণের জন্য প্রার্থিত সেই পুরুষোত্তম ভগবানকে নমস্কার। ১—৮। অনন্ত মঙ্গলময় শ্রীমান্ প্রাদুর্ভূত হইয়া পিতামাতার মুক্তি বিধান করত পিতৃগৃহ হইতে নিজালয়ে আগমনপূর্ব্বক শিশুবেশে নন্দপত্নীকর্ত্তৃক সদয়ভাবে পালিত হইয়া পয়ঃপানে পূতনার প্রাণ-নাশ করিয়াছিলেন; বাল্যাবস্থায় শয়ান থাকিয়া শকট-ভঙ্গ-করত প্রস্তরতলে অদ্ভুত মহাদৈত্যকে নিপাতিত করিয়াছিলেন; মাতাকে স্বীয় রূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বয়ং অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন; গর্গাচার্য্য—তাহার সুন্দর সৌভাগ্যসূচনা করেন; তিনি বালকগণসহ ব্রজজনকর্ত্তৃক লালিত, নবনীত চোর; মনোহর শ্যামদেহ, মৃত্তিকা ভক্ষণকারী; তিনি বহু দধিপাত্র ভগ্ন করিয়া দধি ভক্ষণ যমলার্জ্জুন ভঙ্গ জননীর অল্পমাত্র রজ্জুতে বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলেন; তিনি বৎস ও গোপগণসহ বৃন্দাবনে বিচরণ করিতে করিতে বৎসাসুরকে কপিত্থবৃক্ষে নিক্ষেপ, যমুনাতটে বাহুদ্বয়ে তীক্ষ্ণ চঞ্চুপুটে ধরিয়া বককে তুচ্ছ তৃণের ন্যায় বিদারণ; বালকগণসহ বহু বৎস রক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি বেণু বাজাইতেন ও মদনমোহন বেশ ধারণ করিতেন; তিনি অঘাসুরের মুখপ্রবিষ্ট গোপগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন; বহু গোপবালক ও গো-বৎসের রূপ ধরিয়াছিলেন; তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ আদিপুরুষ ভগবান্ অনন্ত পূর্ণ প্রকৃতি পুরুষেশ্বর আদিদেব এবং অজ হইয়াও দেহ ধারণপূর্ব্বক ব্রজবালকগণের মধ্যে বিচরণকরত ব্রহ্মমোহন করিয়াছিলেন। তিনি সবলে বলবান্ ধেনুককে নিক্ষেপ, ফণিবর কালিয়কে ধরিয়া ভ্রামিত, বহ্নিপান, এবং বলরামে সহিত দৃঢ় মুষ্টি দ্বারা প্রলম্ব সুর বধ করেন। তিনি মধুর ধ্বনি করিতে করিতে

দিব্যাম্বরাণি স জহার বরাঙ্গণানাং
বিপ্রাঙ্গনাভিরভিতঃ কৃতভক্তভোজঃ ॥১৬
দেবেহভিবর্ষতি পশূন্ কৃপয়া রিরক্ষু-
র্গোবর্দ্ধনং প্রকৃতিবাল ইবোচ্ছিলীন্ধ্রম্।
বিভ্রদ্গিরিং স গজরাড়িব কঞ্জমেক-
হস্তে শচীপতিবচোভিরতঃ স্তুতোহভূৎ ॥
নন্দং জুগোপ বরুণাৎ স্বজনায় লোকং
দিব্যং পরঞ্চ তমসো দিবি দর্শয়িত্বা।
শ্রীরাসমণ্ডলগতো ব্রজসুন্দরীণাং
রেমে কলিন্দতটিনীপুলিনেহঙ্গনাভিঃ ॥১৮
মানং হরন্মদনযৌবনমানিনীনা-
মন্তর্দধে ব্রজবধূনিজগীতকীর্ত্তিঃ।
স্রগ্বী মনোহরবপুর্বিরহাতুরাণাং
সাক্ষাদ্ধরির্মদনমোহন আবিরাসীৎ ॥ ১৯
বৃন্দাবনে শবররাজবরাঙ্গনাভি-
র্বিষ্ণোর্বিভূতিভিরিবোদ্ব্যুভিরাদিদেবঃ
রেমে স্তুতঃ সুরবরৈঃ স চ রাসরঙ্গে
কেয়ূরকুণ্ডলকিরীটবিটঙ্কবেষঃ ॥ ২০

নন্দং বিমোক্ষ্য ফণিনে প্রদদৌ চ মোক্ষং
দিব্যং মণিং স চ জহার হ শঙ্খচূড়াৎ।
গোপস্তুতো বৃষভরূপধরং হ্যরিষ্টং
ভূমৌ নিপাত্য নিজঘান করেণ শৃঙ্গে ॥ ২১
কংসঃ পরং ভয়মবাপ চ তেন কেশী
সম্প্রেষিতঃ সঘনমেঘবপুঃ প্রচণ্ডঃ।
উৎসৃজ্য তঞ্চ তরসা পুনরাপতন্তং
শ্রীবাহুনা মুখগতেন জঘান কৃষ্ণঃ ॥ ২২
যো নারদেন বহুবর্ণিতভাগ্যলক্ষ্মী-
র্ব্যোমাসুরো ব্যসুরকারি পরেণ যেন।
অক্রূরবর্ণিতমহোদয় আদিদেবো
গোপীজনাতিবিরহাতুরচিত্তচৌরঃ ॥ ২৩
শ্বাফল্কয়ে স্তুতিকরায় নিজং স্বরূপ-
মন্তর্দধে জলচয়ে স চ দর্শয়িত্বা।
সম্প্রাপ তত্র মথুরোপবনং পরেশো
গোপালকৈশ্চ সবলো মথুরাং দদর্শ ॥২৪

গোচারণ ও বনে বেণুবাদন করিতেন, ব্রজ-বধূরা তাঁহার গুণগান করিতেন; তিনি গোপ-বধূগণের দিব্য বসনসমূহ অপহরণ ও বিপ্র-পত্নীগণপ্রদত্ত অন্ন-ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত বারিবর্ষণে কৃপাপূর্ব্বক বালকের ছত্রাক-ধারণের স্থায় গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া গোগণের রক্ষা করেন, তিনি গজ-রাজের কমলগ্রহণের স্থায় এককরে গিরি-ধারণ করিলে দেবরাজ কর্ত্তৃক স্তুত হন। তিনি বরুণ হইতে পিতা নন্দকে রক্ষা ও আত্মীয় গোপজনকে ঊর্দ্ধে তমোগুণাতীত নিজলোক প্রদর্শন করত যমুনা পুলিনের রাসমণ্ডলে উপ-নীত হইয়া ব্রজসুন্দরীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। মদন ও যৌবন-শালিনীগণের অহঙ্কার হরণার্থ তিনি অন্তর্দ্ধান করেন,অতঃপর গোপীগণ তাঁহার গুণগান করিতে থাকিলে তিনি মাল্যধারী মনোহর-দেহও বিরহাতুরগণের সাক্ষাৎ মদনমোহনরূপ হইয়া আবির্ভূত হন। বৃন্দাবনে ভগবদ্-বিভূতিতুল্য, দ্যুতিশালিনী শবররাজ-কন্যারা আদিদেব বিষ্ণুর স্তব করিয়াছিল, তাহারই ফলে সুরবরস্তুত কৃষ্ণ কেয়ূর কিরীট ও কুণ্ডলে সুন্দররূপে মণ্ডিত হইয়া রাসরঙ্গে তাহাদের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। ৯—২০। গোপস্তুত কৃষ্ণ ফণিগ্রস্ত নন্দের রক্ষা সেই সর্পের মুক্তি ও শঙ্খচূড় হইতে দিব্য মণি-গ্রহণ করিয়া বৃষরূপধারী অরিষ্টকে শৃঙ্গে গ্রহণ করত ভূপাতিত ও বিনষ্ট করেন। অত্যন্ত ভয় প্রাপ্ত কংশ ঘন-মেঘ-প্রচণ্ডদেহ কেশীকে প্রেরণ করিলে কৃষ্ণ তাহাকে সবেগে গ্রহণ করত পুন-রায় পাতিত করিয়া তাহার মুখমধ্যে বাহু প্রবেশ করাইয়া তাহাকে বধ করেন। নারদ-কর্ত্তৃক তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী বহুভাবে বর্ণিত, তিনি ব্যোমাসুরের প্রাণনাশী; অক্রূর কর্ত্তৃক সেই পরমদেব আদিদেবের মহোদয় বর্ণিত, তিনি অতিবিরহাতুর গোপীগণের চিত্তচোর। স্তুতিকারী অক্রূরকে সেই পরেশ নিজরূপ প্রদর্শন করিয়া গভীর জলমধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, আবার অক্রূররথে আসিয়া গোপগণ ও বলরামসঙ্গে মথুরা ও মথুরার উপবন দর্শন,

স্বৈরং চরন্মধুপুরে রজকং নিকৃন্ত্য
কৃষ্ণঃ প্রদায় চ বরানথ বায়কায়।
মালাকৃতং সমনুকম্প্য চকার কুব্জা-
মৃজ্বীং ধনুশ্চ সহসা নময়ন্ বভঞ্জ ॥ ২৫
দ্বারি দ্বিপঞ্চ বিনিহত্য দ্বিপাংশ্চ মল্লান্
হত্বা প্রগৃহ্য বিনিপাত্য স রঙ্গভূমৌ।
কংসং হরিস্তু পিতরাবথ মোচয়িত্বা
বদ্ধাবৃ.পং পুরি চকার মহোগ্রসেনম্ ॥ ২৬
নন্দং প্রসাদ্য বহুদানকরো যদূংস্তা-
নাহুয় তর্প্য সুধনৈশ্চ নিবেদয়িত্বা।
বিদ্যামধীত্য স দদৌ প্রমৃতং হ্যপত্যং
কৃত্বা বধং দনুজপঞ্চজনস্য কৃষ্ণঃ ॥ ২৭
গোপীজনান্ সমনুগৃহ্য স চোদ্ধবেনা-
ক্রূরেণ হাস্তিনপুরে ত্বথ পাণ্ডুপুত্রান্।
কৃষ্ণো বিজিত্য বলিনঞ্চ জরাসুতঞ্চ
ভস্মী চকার মুচুকুন্দদৃশাত্মকালম্ ॥ ২৮
নির্ম্মায় চাদ্ভুতপুরং স্থিত এত্য কৃষ্ণো
নিন্যে চ কুণ্ডিনপুরাৎ কিল ভীষ্মকন্যাম্।
পুত্রেণ শম্বরমরিং নিজঘান চাদা-
দ্রাজ্ঞে মণিং যুধি বিজিত্য স ঋক্ষরাজম্ ॥২৯
ভামাপতিঃ স চ শিরঃ শতধন্বনস্ত-
হৃত্বা হ্যুবাহ সবিতুশ্চ সুতাং পরেশঃ।
আবন্ত্যরাজতনুজাং স জহার কৃষ্ণঃ
সত্যাং স্বয়ম্বরগৃহে বৃষভান্ দমিত্বা ॥ ৩০
কৈকেয়রাজতনুজাং স জহার ভদ্রাং
শ্রীলক্ষ্মণামখিলমদ্রপতেঃ সুতাঞ্চ
ভৌমং বিজিত্য সবলং যুধি শস্ত্রসৈন্য-
র্নিন্যে চ ষোড়শসহস্রবরাঙ্গনাশ্চ ॥ ৩১
ভামেচ্ছয়া সুরতরুঞ্চ সভাং সুধর্ম্মাং
শক্রং বিজিত্য স জহার কলত্রমিত্রঃ।
যো রুক্মিণঞ্চ নিজঘান বলেন গোষ্ঠ্যাং
বাণস্য বাহুনিচয়ং শতধাচ্ছিনৎ সঃ ॥ ৩২
তেনোগ্রসেনক্রতবেহথ জগদ্বিজেতুং
সম্প্রেষিতো নিজসুতঃ কিল শম্বরারিঃ।
যোহত্রাগতো ভুবি বিজিত্য নৃপান্ সমস্তান্
শ্রীকেতুমালপতয়েহত্র নমোহস্তু তস্মৈ ॥৩৩

করিয়াছিলেন। তিনি মথুরায় স্বেচ্ছাবিচরণ করিতে করিতে রজকের শিরশ্ছেদ, তন্তু-বায়কে বর দান, মালাকারের প্রতি অনুকম্পা কুব্জাকে সরলদেহ এবং ধনু নমিত ও ভগ্ন করিয়াছিলেন। তিনি কংশদ্বারে কুবলয়া-পীড় ও মল্লরঙ্গে বহু হস্তী ও মল্লগণকে ভূতলে নিপাতিত করত কংশ বধানন্তর পিতা মাতার বন্ধন মোচনপূর্ব্বক উগ্রসেনকে রাজা করেন। তিনি বহু ধন দান, নন্দের আনন্দবর্দ্ধন, যাদবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক ধন দানে তাহা-দের তৃপ্তিসাধন বিদ্যাধ্যয়নান্তর পুত্র প্রত্য-র্পণে গুরুদক্ষিণা দান এবং তৎপ্রসঙ্গে পঞ্চজন অসুরকে বধ করেন। ২১—২৭। তিনি পাণ্ডব ও গোপীগণের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ হইয়া যথাক্রমে অক্রূর ও উদ্ধবকে হস্তিনাপুরে ও গোকুলে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণ বলবান্ জরা-সন্ধকে জয় করিয়া মুচুকুন্দের দৃষ্টিদ্বারা কাল-যবনকে ভস্ম করাইয়াছিলেন এবং অদ্ভুত দ্বারকা-নির্ম্মাণ ও তথায় অবস্থান করিয়া ও তথা হইতে কুণ্ডিননগরে আসিয়া ভীষ্মক কন্যা রুক্মিণীকে হরণ করেন। পরেশ কৃষ্ণ পুত্র প্রদ্যুম্ন দ্বারা শম্বরাসুর বধ করাইয়া জাম্ব-বানের সহিত যুদ্ধ করত মণিগ্রহণ করিয়া উগ্র-সেনকে অর্পণ, সত্যভামার পাণিগ্রহণ, শত-ধন্বার শিরোহরণ ও সূর্য্যকন্যা কালিন্দীর পাণি পীড়ন করেন। তিনি বৃষদমনপূর্ব্বক স্বয়ম্বরে অবন্তী-রাজকন্যা সত্যার পাণিগ্রহণ, কৈকেয়-রাজকন্যা ভদ্রাহরণ এবং মদ্রপতি-নন্দিনী লক্ষণার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি অস্ত্র শস্ত্রসমূহে মহাবল নরককে নির্জ্জিত করিয়া ষোড়শ-সহস্র বরনারী গ্রহণ করেন, এবং কলত্রমিত্র কৃষ্ণ সত্যভামার অভি-লাষানুসারে দেবরাজকে পরাজিত করিয়া পারিজাত ও সুধর্ম্মা সভা আহরণ করেন। তিনি বল প্রকাশপূর্ব্বক রুক্মিকে যুদ্ধে পরা-জিত ও বাণের বাহুনিকর শতধা কর্ত্তন করেন, এবং তিনিই উগ্রসেনের রাজসূয়ের জন্য জগদ্ জয়ার্থ নিজ-তনয় শম্বরারি প্রদ্যুম্নকে প্রেরণ

নারদ উবাচ।
প্রসন্নঃ শ্রীহরিঃ কার্ষ্ণিঃ কুণ্ডলে কটকানি চ।
হীরান্ মণীন্ গজানশ্বান্ দদৌ তেভ্যো মহামনাঃ
পুরো মন্মথশালিন্যাঃ পতিঃ সংবৎসরো মহান্।
প্রদ্যুম্নায় বলিং প্রাদান্নমস্কৃত্য প্রজাপতিঃ ॥ ৩৫
অথ কার্ষ্ণির্মহাবাহুর্দিব্যং কামবনং যযৌ।
জনৈরগম্যং গম্যঞ্চ প্রজাপতিদুহিতৃভিঃ ॥ ৩৬
সুন্দরং মন্মথাক্রীড়ং বৃতং কামাস্ত্রতেজসা।
নারীণাং যত্র পততি ব্যসুর্গর্ভোঽনুবৎসরম্ ॥৩৭
তদা পরাৎ কামবনাদ্বিনির্গতঃ
শ্রীপুষ্পধন্বা নৃপ পঞ্চসায়কঃ।
পীতাম্বরঃ শ্যামতনুর্মনোহর
স্ততান কোদণ্ডগুণধ্বনিং স্মরঃ ॥ ৩৮
যদ্বাণতো যাদবপুঙ্গবাঃ স্বতঃ
সসৈনিকাঃ সাশ্বগজাঃ পদাতিভিঃ।
নিপেতুরারাৎ কিল কামবিহ্বলা-
স্তদ্বাণবেগস্য ন বর্ণনং ভবেৎ ॥ ৩৯
অথাশু কার্ষ্ণির্জগদীশ্বরেশ্বরে
প্রলীনতাং প্রাপ জলে জলং যথা।
সদ্যো বিসিস্মুর্যদবেঃ সসৈনিকা
বিজ্ঞায় পূর্ণং নৃপ রুক্মিণীসুতম্ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে মন্মথদেশবিজয়ো নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

করিয়াছেন; যিনি সমস্ত নৃপতি জয় করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি সেই কেতুমালপতি প্রদ্যুম্নকে প্রণাম করি।২৮—৩০। নারদ বলিলেন,—মহাবল কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক কুণ্ডল, কটক, হীরক, মণি গজ ও অশ্ব প্রদান করিলেন। মন্মথশালিনী-পতি মহান্ সংবৎসরপ্রজাপতি প্রদ্যুম্নকে করদান করিয়া প্রণাম করিলেন। অনন্তর মহাবাহু প্রদ্যুম্ন দিব্য কামবনে উপনীত হইলেন, উহা সাধারণ-জনের অগম্য, প্রজাপতির দুহিতারা মাত্র তথায় যাইতে পারেন। মন্মথের সুন্দর ক্রীড়া ভূমি কামবন কামাস্ত্র-তেজে পরিবৃত, সেই অস্ত্রতেজে তথায় বৎসর বৎসর নারীগণের ভ্রূণ পতিত হয়। হে নৃপ! পুষ্পধন্বা পঞ্চশর পীতাম্বর শ্যাম-তনু মনোহর কাম সেই উত্তম কামবন হইতে বহির্গত হইয়া স্বীয় ধনুকের গুণধ্বনি বিস্তার করিলেন, মন্মথের সে বাণে যাদব-বরগণ স্বতই সৈনিক, অশ্ব, গজ, পদাতিগণসহ পীড়িত হইয়া ইতস্তত পতিত হইয়াছিলেন, সে বাণের বেগবর্ণনা কি হইতে পারে। হে নৃপ! কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন অনন্তর জগদীশ্বরেরও ঈশ্বরে জলে জলের মত বিলীন হইলেন, সসৈন্য যাদবগণ সদ্য বিস্মিত হইয়া রুক্মিণী-তনয় প্রদ্যুম্নকে পূর্ণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। ৩৮—৪০।

বিশ্বজিৎখণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সামাপ্ত ॥৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।
অথ কার্ষ্ণির্মহাবাহুঃ কেতুমালং বিজিত্য সঃ।
ভদ্রাশ্বং প্রযযৌ ধন্বী খণ্ডং যোগসমৃদ্ধিমৎ ॥ ১
যস্য সীমাগিরিঃ সাক্ষাদ্রাজতে গন্ধমাদনঃ।
সীতানাম্নী যত্র গঙ্গা বহন্তী পাপনাশিনী ॥ ২
বেদক্ষেত্রে মহাতীর্থে সর্ব্বপাপপ্রমোচনে।
হয়গ্রীবো মহাবাহুর্যত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ৩
ভদ্রশ্রবা ধর্ম্মসুতস্তস্য সেবাং করোতি হি।
গঙ্গাতীরস্য পুলিনে প্রদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর ধন্বিবর মহাবাহু প্রদ্যুম্ন কেতুমাল জয় করিয়া যোগসমৃদ্ধি যুক্ত ভদ্রাশ্ববর্ষে প্রবেশ করিলেন। সাক্ষাৎ গন্ধমাদন ভদ্রাশ্বের সীমাপর্ব্বতরূপে বিরাজিত। তথায় সীতানাম্নী পাপ নাশিনী গঙ্গা প্রবাহিত। তত্রত্য সর্ব্বপাপ-প্রমোচক বেদক্ষেত্র নামক মহাতীর্থে মহাবাহু হয়গ্রীব হরি সন্নিহিত

বভূবুঃ শিবিরব্যূহা হেমাম্বরমনোহরাঃ ॥ ৪
ভদ্রশ্রবা ধর্ম্মসুতো মহাত্মা
ভদ্রাশ্বদেশাধিপতির্মহৌজাঃ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য ননাম ভক্ত্যা
দত্বা বলিং কৃষ্ণসুতায় চাহ ॥ ৫

ভদ্রশ্রবা উবাচ।

ত্বং সাক্ষাদ্ভগবান্ পূর্ণঃ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্।
সাধূনাং রক্ষণার্থায় জগজ্জেতুং বিনির্গতঃ ॥ ৬
ভগবান্ শম্বরো নাম দৈত্যঃ পূর্ব্বং জিতস্ত্বয়া।
তস্য ভ্রাতা মহাদুষ্টঃ কনীয়ানুৎকচঃ স্মৃতঃ ॥ ৭
গোকুলে কৃষ্ণচন্দ্রেণ মারিতঃ শকটস্থিতঃ।
তস্য ভ্রাতা মহাদুষ্টো জ্যেষ্ঠোঽস্তি শকুনির্ব্বলী ॥ ৮
জেতুং যোগ্যস্ত্বয়া দেব নান্যৈরপি কদাচন।

প্রদ্যুম্ন উবাচ।

কস্য বংশে সমুদ্ভূতঃ শকুনির্নাম দৈত্যরাট্ ॥ ৯
কস্মিন্ পুরে স্থিতিস্তস্য বলং কিং বদ ধর্ম্মজ।

ভদ্রশ্রবা উবাচ।

কশ্যপস্য মুনের্দিত্যামাদিদৈত্যৌ বভূবতুঃ ॥ ১০
হিরণ্যকশিপুর্জ্যেষ্ঠো হিরণ্যাক্ষোঽনুজস্তথা।
হিরণ্যাক্ষস্য তস্যাপি বভূবুর্নব পুত্রকাঃ ॥ ১১
শকুনিঃ শম্বরো দৃষ্টো ভূতসন্তাপনো বৃকঃ।
কালনাভো মহানাভো হরিশ্মশ্রুস্তথোৎকচঃ ॥ ১২
দেবকূটাদ্দক্ষিণাহি জঠরস্য গিরেরধঃ।
পুরী চন্দ্রাবতী নাম দৈত্যানাং দুর্গমণ্ডিতা ॥ ১৩
শকুনিস্তত্র বসতি ভ্রাতৃভিঃ ষড়্ভিরাবৃতঃ।
যদা যদা হি মুনিভির্যজ্ঞারম্ভো ভবেদিহ ॥ ১৪
তদা তদা হি তেনাপি ভঙ্গোঽকারি যদূত্তম।
পুরন্দরস্যাপি হয়োরত্নমুচ্চৈঃশ্রবাঃ স্মৃতঃ ॥ ১৫
আহৃতস্তেন বলিনা কামধেনুঃ সুরদ্রুমঃ।
যস্মাত্ত্রসন্তি শক্রাদ্যা উদ্বিগ্নাঃ সাত্বতাং পতে ॥ ১৬
জেতুং যোগ্যস্ত্বয়া দেব দেবধ্রুগ্ দৈত্যপুঙ্গবঃ।
ত্বয়া জিতং জগৎ সর্ব্বং ভক্তানাং শান্তিকারিণা
প্রদ্যুম্নায় নমস্তুভ্যং চতুর্ব্যূহায় তে নমঃ।
গোবিপ্রসুরসাধূনাং ছন্দসাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৮

নারদ উবাচ।

এবং সম্প্রার্থিতঃ সাক্ষাৎ প্রদ্যুম্নো ভগবান্ হরিঃ

ধর্ম্মনন্দন ভদ্রশ্রবা তাঁহার সেবা করেন। গঙ্গা-তীরের পুলিনে প্রদ্যুম্নের স্বর্ণবসনের মনোহর শিবিরসমূহ সন্নিবেশিত হইল। ভদ্রাশ্বদেশাধি-পতি ধর্ম্মতনয় মহাবল মহাত্মা ভদ্রশ্রবা কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্নকে কর দিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করত কহিলেন। ভদ্রশ্রবা বলিলেন,—আপনি সাক্ষাৎ পূর্ণ-পরিপূর্ণতম ভগবান্, সাধু-গণের রক্ষণ ও জগৎ জয়ের জন্য আপনি বিনির্গত হইয়াছেন। হে ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে শম্বর নামক দৈত্যকে জয় করিয়াছেন, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাদুষ্ট উৎকচ গোকুলে কৃষ্ণকর্ত্তৃক শকটাঘাতে নিহত হইয়াছে; শম্বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাদুষ্ট মহাবল শকুনি বিদ্যমান, আপনি তাহাকে জয় করিতে সমর্থ অন্য কেহ কদাচ সমর্থ নহে। প্রদ্যুম্ন বলি-লেন,—হে ধর্ম্মজ! দৈত্যরাজ শকুনি কোন্-বংশে জন্মিয়াছে? কোন্ পুরে তাহার বাস, তাহার সামর্থ্য কিরূপ, বল। ভদ্রশ্রবা বলি-লেন,—আদিতে কশ্যপ মুনি হইতে দিতিতে দুইজন দৈত্য জন্মে, তন্মধ্যে হিরণ্যকশিপু জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ হিরণ্যাক্ষ। হিরণ্যাক্ষের নয়টি পুত্র জন্মে, যথা শকুনি শম্বর, দৃষ্ট, ভূতসন্তাপণ, কালনাভ, মহানাভ, হরি-শশ্রু ও উৎকচ। ১—১২। দেবকূটের দক্ষিণে জঠরগিরির অধোদেশে দুর্গমণ্ডিতা দৈত্যগণের চন্দ্রাবতী নাম্নী পুরী অবস্থিতা। শকুনি ছয় জন ভ্রাতার সহিত সেই পুরীমধ্যে বাস করে। হে যদুবর! যে যে সময়ে এখানে মুনিগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞারম্ভ হয়, সেই সেই সময়ে শকুনি সেই যজ্ঞ ভগ্ন করে। দেবরাজের অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবা, কামধেনু ও পারিজাত শকুনি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছে; হে সাত্বতপতে! ইন্দ্রাদিদেবগণ সর্ব্বদা তাহা হইতে উদ্বিগ্ন ও ত্রাসান্বিত। আপনি ভক্তগণের শান্তির জন্য সর্ব্বজগৎ জয় করিয়াছেন, হে দেব! সেই দেবদ্রোহী দৈত্য-রাজ শকুনিকেও জয় করুন। প্রদ্যুম্নকে নমস্কার ও চতুর্ব্যূহযুক্ত আপনাকে নমস্কার। গো, বিপ্র, সুর, সাধু ও বেদ রক্ষীকে নমস্কার।

দেবায় ভদ্রশ্রবসে মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দদৌ॥ ১৯
অথ কার্ষ্ণির্মহাবাহুঃ স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
পুরীং চন্দ্রাবতীং গন্তুং প্রস্থানমকরোত্তদা॥ ২০
মন্মুখাচ্ছকুনিঃ শ্রুত্বা প্রাগচ্ছন্তং যদূত্তমম্।
দৈত্যানাং সদসি প্রাহ শূলমুদ্যম্য দৈত্যরাট্॥ ২১
শকুনিরুবাচ।
দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা হি শত্রুর্মে প্রদ্যুম্নোঽত্র সমাগতঃ
জেতুং যোগ্যো ময়া দৈত্যা ভ্রাতুর্মেঽস্তি প্রাগৃণম্
ভ্রাতা মে শম্বরো নাম যেন পূর্ব্বঞ্চ মারিতঃ।
তস্মাত্তং ঘাতয়িষ্যামি প্রদ্যুম্নং যদুভিঃ সহ॥ ২৩
তস্মাদ্ যাত বলং তস্য বিধ্বস্তং কুরুতাসুরাঃ।
পশ্চাৎ পুরন্দরাদীংশ্চ ঘাতয়িষ্যামি নির্জ্জরান্॥
নারদ উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য দৈত্যো হৃষ্টো মহাবলঃ।
আয়যৌ সম্মুখে যোদ্ধুং দৈত্যকোটিসমাবৃতঃ॥২৫
প্রদ্যুম্নো ভগবান্ সাক্ষাল্লীলামানুষবিগ্রহঃ।
মহত্যাঃ সর্ব্বসেনায়া গৃধ্রব্যূহং চকার হ॥ ২৬

গৃধ্রচঞ্চৌ বর্ত্তমানোঽনিরুদ্ধো ধন্বিনাং বরঃ।
গ্রীবায়ামর্জ্জুনঃ পৃষ্ঠে শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ॥ ২
পাদয়োরুভয়ো রাজন্নাস্থিতৌ দীপ্তিমদ্গদৌ।
কার্ষ্ণিঃ সাক্ষাত্তদুদরে পুচ্ছে ভানুর্হরেঃ সুতঃ॥
বভূব তুমুলং যুদ্ধং সীতাগঙ্গাতটে নৃপ।
দৈত্যানাং যদুভিঃ সার্দ্ধমব্ধীনামব্ধিভির্যথা॥ ২৯
বাণৈস্ত্রিশূলৈর্মুশলৈর্মুদ্গরৈস্তোমরষ্টিভিঃ।
ববৃষুর্দানবাঃ সর্ব্বে ধারাভিরিব বারিদাঃ॥ ৩০
রুরোধ সূর্য্যঞ্চাকাশং সৈন্যপাদরজো ভৃশম্।
রাজন্ সবাণঞ্চ যথা বারিদাঃ প্রাবৃড়ুদ্ভবাঃ॥ ৩১
বৃকো হর্ষোঽনিলো গৃধ্রো বর্দ্ধনো নাদ এব চ।
মহাশঃ পবনো বহ্নিঃ ক্ষুদিশ্চ দশমঃ স্মৃতঃ॥ ৩২
মিত্রবিন্দাত্মজা হ্যেতে যুযুধুর্দানবৈঃ সহ।
বাণান্ধকারে সঞ্জাতে বৃকো নাম হরেঃ সুতঃ॥৩
সর্ব্বেষামগ্রতঃ প্রাপ্তো ধনুষ্টঙ্কারয়ন্মুহুঃ।
দৈত্যান্ বিভেদ বাণৌঘৈঃ কুবাক্যৈর্মিত্রতামিব
গজান্ রথান্ হয়ান্ বীরান্ পাতয়ামাস ভূতলে।

নারদ বলিলেন,—এইরূপে প্রার্থিত হইয় সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি প্রদ্যুম্ন দেব ভদ্রশ্রবাকে 'ভয় নাই' বলিয়া অভয় দান করিলেন। অনন্তর মহাবাহু প্রদ্যুম্ন স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া চন্দ্রাবতী পুরীতে গমনার্থ যাত্রা করিলেন। আমার মুখে যদুরাজ প্রদ্যুম্নের আগমন বৃত্তান্ত শুনিয়া দৈত্যরাজ শকুনি শূল উদ্যত করিয়া অসুর সভায় বলিল। শকুনি কহিল,—হে দৈত্যগণ! বহুভাগ্যে আমার শত্রু প্রদ্যুম্ন এখানে আসিয়াছে, আমি ভ্রাতার নিকট ঋণী আছি, অতএব ইহাকে জয় করিতে হইবে। পূর্ব্বে আমার ভ্রাতা শম্বরকে প্রদ্যুম্ন মারিয়াছে, অতএব যদুগণ সহ প্রদ্যুম্নকে মারিতে হইবে। সেইজন্য হে অসুরগণ! যাও, তাহার বল বিধ্বস্ত কর। তারপর অমরগণ ও পুরন্দরকে বিনাশ করিব। ১৯—২৪। নারদ বলিলেন,—শকুনিবাক্য শ্রবণে মহাবল দৈত্য হৃষ্ট কোটি-দৈত্য সহ যুদ্ধার্থ প্রদ্যুম্ন সম্মুখে আগমন করিল, লীলার নিমিত্ত মানবদেহধারী সাক্ষাৎ ভগবান্ প্রদ্যুম্ন স্বীয় বিপুলবাহিনীর গৃধ্রব্যূহ রচনা করিলেন। হে রাজন্! গৃধ্রের চঞ্চুতে ধন্বিবর অনিরুদ্ধ, গ্রীবায় অর্জ্জুন, পৃষ্ঠে জাম্ববতীতনয় শাম্ব, পাদদ্বয়ে দীপ্তিমান ও গদ, তাহার উদরে স্বয়ং প্রদ্যুম্ন ও পুচ্ছে হরিতনয় ভানু বিরাজমান হইলেন। হে নৃপ! সীতাগঙ্গাতটে সাগরের সহিত সাগরের ন্যায় দৈত্য-যাদবে তুমুল সমর হইল। দানবগণ মেঘগণ যেমন ধারাবর্ষণ করে, তদ্রূপ বাণ, ত্রিশূল, মুষল, মুদ্গর, তোমর, ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিল। হে রাজন্! বর্ষাকালের মেঘের মতন সৈন্যগণের পদোত্থিত ভীষণ ধূলিজালেও শরনিকরে সূর্য্যমণ্ডল ও আকাশ আচ্ছাদিত হইল। বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃধ্র, বর্দ্ধন, নাদ, মহাশ, পবন, বহ্নি, ও ক্ষুদি এই দশজন মিত্রবিন্দানন্দন দৈত্যগণ সহ যুদ্ধ করিলেন। বাণে বাণে সমস্ত অন্ধকার হইলে হরিতনয় বৃক মুহুর্মুহু ধনুষ্টঙ্কার করিয়া সকলের অগ্রবর্ত্তী হইলেন এবং কুবাক্যে মিত্রতাচ্ছেদের ন্যায় শরনিকরে দৈত্যগণকে ছিন্ন করিয়া গজ, রথ, অশ্ব ও

নিপেতুশ্ছিন্নকবচাশ্ছিন্নচাপা রণাঙ্গনে ॥ ৩৫
বৃকবাণৈর্ভিন্নপাদা বৃক্ষা বাতহতা ইব।
অধোমুখা উর্দ্ধমুখা বাণৌঘৈশ্ছিন্নবাহবঃ ॥ ৩৬
রেজু রণাঙ্গনে রাজন্ ভাণ্ডব্যুহা ইবাহতাঃ।
দ্বিধা ভূতা গজা বাণৈঃ পতিতা রণমণ্ডলে।
বিরেজুশ্ছুরিকাবিদ্ধাঃ কুষ্মাণ্ডশকলা ইব ॥ ৩৭
তদৈব হৃষ্টঃ সম্প্রাপ্তঃ সিংহারূঢ়ো মহাবলঃ ॥৩৮
বিভেদ বৃকচাপস্য শিঞ্জিনীং দশভিঃ শরৈঃ।
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান দ্বাভ্যাং স্তুতং ধ্বজং
ত্রিভিঃ ॥৩৯
রথঞ্চ বাণবিংশত্যা বিভেদ দনুজাধিপঃ।
ছিন্নধন্বা বৃকো ভূত্বা হতাশ্বো হতসারথিঃ ॥ ৪০
অন্যং রথং সমারূঢ়ো ধনুর্জগ্রাহ রোষতঃ।
তাবত্তস্য ধনুর্হৃষ্টশ্চিচ্ছেদ সমরেঽসুরঃ ॥ ৪১
তদা গদাং সমাদায় বৃকো যাদবপুঙ্গবঃ।
ততাড় মূর্দ্ধ্নি পঞ্চাস্যং দৈত্যং পৃষ্ঠস্থিতং পুনঃ ॥৪২
মৃগেন্দ্রঃ ক্রোধসম্পূর্ণঃ সমুৎপত্য রণাঙ্গনে।
অনেকান্ পাতয়ামাস নখৈর্দ্দন্তৈঃ করৈরপি ॥ ৪৩
হুঙ্কারং ভীষণং কৃত্বা ললজ্জিহ্বঃ স্ফুরৎসটঃ।
বৃকং সম্পাতয়ামাস রম্ভাদণ্ডং গজো যথা ॥ ৪৪
গৃহীত্বা তু বৃকো দোর্ভ্যাং পাতয়িত্বা মহীতলে।
তস্যোপরি নদংস্তস্থৌ মল্লো মল্লং যথা নৃপ ॥ ৪৫
উৎপতন্তং পুনঃ সিংহং চর্ব্বয়ন্তং তনুং বলাৎ।
ততাড় মুষ্টিনা তং বৈ মিত্রবিন্দাত্মজো বলী ॥৪৬
তস্য মুষ্টিপ্রহারেণ কেশরী পঞ্চতাং গতঃ।
তদা ক্রুদ্ধো হৃষ্টদৈত্যঃ শূলং চিক্ষেপ সত্বরম্ ॥৪৭
শূলং স্ফুরন্মহোল্কাভং চিচ্ছেদ ত্বসিনা বৃকঃ।
তীক্ষ্ণয়া তুণ্ডয়া রাজন্ ফণিনং গরুড়ো যথা ॥ ৪৮
হৃষ্টোঽপি স্বমসিং নীত্বা নাদয়ন্ খং মহাবলম্।
জঘান তং বৃকং মূর্দ্ধ্নি কম্পয়ন্ বসুধাতলম্ ॥ ৪৯
স্বখড়্গকোশে তৎখড়্গমুপধার্য্য বৃকো বলী।
কন্ধরে স্বেন খড়্গেন তং ততাড় স্ফুরচ্ছুচম্ ॥ ৫০
খড়্গচ্ছিন্নং শিরস্তস্য দৈত্যস্য পতিতং ভুবি।
রেজে কমণ্ডলুমিব সকিরীটং সকুণ্ডলম্ ॥ ৫১

বীরগণকে ভূতলে পাতিত করিলেন। বৃকবাণে ছিন্ন-কবচ, ভিন্ন-পাদ ও ছিন্নধনু বহু দৈত্য বাতাহত তরুনিকরের ন্যায় রণক্ষেত্রে পতিত হইল। হে রাজন্! শরনিকরে ছিন্নবাহু বীরগণ অধোমুখে ও উর্দ্ধমুখে পতিত হইয়া রণাঙ্গনে ভগ্নভাণ্ডপংক্তির ন্যায় প্রতিভাত হইল। রণক্ষেত্রে পতিত বাণাহত দ্বিধা-খণ্ডিত হস্তিগণ ছুরিকাচ্ছিন্ন কুষ্মাণ্ডখণ্ডের ন্যায় বিরাজ করিল। ৩৫—৩৭। তখনই সিংহা-রূঢ় মহাবল দৈত্যরাজ হৃষ্ট আসিয়া দশবাণে বৃকের ধনুর্গুণ, চারি বাণে চারি অশ্ব, দুই বাণে সারথি, তিন বাণে ধ্বজ এবং বিংশতি বাণে রথ বিধ্বস্ত করিল। ছিন্নধন্বা হতাশ্ব হতসারথি বৃক রোষবশে অন্য রথে আরোহণ করিয়া যেমন ধনুর্গ্রহণ করিলেন, অমনি সেই অসুর হৃষ্ট সমরে তাঁহার ধনু ছিন্ন করিল। যাদববর বৃক তখন গদা গ্রহণ করিয়া সিংহ ও তৎ-পৃষ্ঠস্থ হৃষ্টের মস্তকে আঘাত করিলেন। সিংহ রোষান্বিত হইয়া রণাঙ্গনে উৎপতিত হইল এবং নখ, দন্ত ও করপ্রহারে বহু দৈত্য পাতিত করিল। প্রস্ফুরিত-কেশর লোলজিহ্ব সিংহ ভীষণ হুঙ্কার করিয়া গজ-কর্ত্তৃক কদলী তরুর ন্যায় বৃককে পাতিত করিল। হে নৃপ! বৃকও তাহাকে বাহুদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া মহীতলে পাতিত করত গর্জ্জন করিতে করিতে মল্লের উপরে মল্লের ন্যায় তাহার উপর উপ-বিষ্ট হইলেন। সিংহ সবলে পুনরায় বৃকের বুকে উৎপতিত হইয়া কেশমাংস চর্ব্বণ করিল, মিত্রবিন্দানন্দন বৃকও তাহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, তাঁহার মুষ্ট্যাঘাতে পঞ্চানন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন রুষ্ট হৃষ্টাসুর সত্বর শূল নিক্ষেপ করিল। বৃকও তীক্ষ্ণ তুণ্ড দ্বারা—গরুড় যেমন সর্পকে ছেদন করে, তদ্রূপ অসি দ্বারা সেই মহোল্কার ন্যায় উজ্জ্বল শূল ছেদন করিলেন। ৩৮—৪৮। হৃষ্টও স্বীয় অসি গ্রহণপূর্ব্বক আকাশ নিনাদিত ও পৃথিবীতল কম্পিত করত মহাবল বৃকের মস্তকে প্রহার করিল। বৃকও স্বীয় অসিকোশে সেই অসি স্থাপনপূর্ব্বক স্ফুরিতদীপ্তি নিজ খড়্গ দ্বারা তাহার কন্ধরদেশে আঘাত করিলেন, খড়্গা-

হৃষ্টে মৃতে তদা দৈত্যাঃ শেষাঃ সর্ব্বে পলায়িতাঃ
ভয়াতুরা মহারাজ যযুশ্চন্দ্রাবতীং পুরীম্ ॥ ৫২
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নরদুন্দুভয়স্তদা।
শ্রীবৃকস্যোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে হৃষ্টদৈত্যবধো নাম
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

হৃষ্টং নিপতিতং শ্রুত্বা শকুনিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
ভ্রাতৄন্ সম্প্রেষয়ামাস দেবানাং ভয়কারকান্ ॥ ১
ভূতসন্তাপনো নাম গজমারুহ্য নির্গতঃ।
বৃকঃ খরং সমারুহ্য কালনাভোঽথ শূকরম্ ॥ ২
মহানাভো মত্তমুষ্ট্রং হরিশ্মশ্রুস্তিমিঙ্গিলম্।
বৈজয়ন্তং রথং জৈত্রং ময়দৈত্যবিনির্ম্মিতম্ ॥ ৩
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণং সহস্রাশ্বনিয়োজিতম্।
মায়াময়ং কামগঞ্চ পতাকাশতসংবৃতম্ ॥ ৪
সহস্রকলশাঢ্যেঞ্চ মুক্তাদামবিলম্বিতম্।
রত্নভূষণভূষাঢ্যং শতচন্দ্রসমোজ্জ্বলম্ ॥ ৫
সহস্রচক্রসংযুক্তং ঘণ্টাটঙ্কারভূষণম্।
আরুহ্য শকুনিঃ পশ্চাদ্ যোদ্ধুকামো বিনির্যযৌ
অক্ষৌহিণীভির্দ্বাদশভির্দৈত্যানাং মৈথিলেশ্বর।
ধনুঃস্বনৈর্বীরশব্দৈরশ্বহ্রেষারথস্বনৈঃ ॥ ৭
চীৎকারৈর্হস্তিনামাশামণ্ডলস্তু জগর্জ্জ হ।
দৈত্যসেনাপ্রয়াণেন চকম্পে মণ্ডলং ভুবঃ ॥ ৮
নিপেতুর্গিরয়োঽনেকা বিচেলুঃ সিন্ধবো নৃপ।
নিপাতিতার্গলা দেবৈর্ববভূবাশ্বমরাবতী ॥ ৯
তৎ সৈন্যং ভীষণং দৃষ্ট্বা প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং বরঃ।
বলী ধৈর্য্যকরঃ কার্ষ্ণিঃ প্রাহেদং যদুপুঙ্গবান্ ॥১০

প্রদ্যুম্ন উবাচ।

ইদং শরীরং ভুবি পাঞ্চভৌতিকং
ফেনোপমং কর্ম্মগুণাদিনির্ম্মিতম্।
গতাগতং কালবশং কদাপি হি
বুধা ন শোচন্তি যথার্ভকৈঃ কৃতম্ ॥ ১১

ঘাতে ছিন্ন সকিরীট ও সকুণ্ডল হৃষ্টাসুরের শির ভূতলে পতিত হইয়া কমণ্ডলুর স্থায় শোভিত হইল। হে মহারাজ! হৃষ্ট বিনষ্ট হইলে অবশিষ্ট দৈত্যগণ ভয়ে চন্দ্রাবতী-পুরীতে পলায়ন করিল। তখন দেবদুন্দুভি ও নরদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, দেবগণ বৃকের উপর পুষ্পবর্ষণ করিলেন। ৪৯—৫৩।

বিশ্বজিৎখণ্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হৃষ্ট বিনষ্ট হইয়াছে শুনিয়া ক্রোধমূর্চ্ছিত শকুনি দেবগণের ভয়ঙ্কর ভ্রাতাদিগকে প্রেরণ করিল। ভূতসন্তাপন গজারোহণে, বৃক গর্দ্দভে, কালনাভ শূকরে, মহানাভ মত্ত উষ্ট্রপৃষ্ঠে, হরিশ্মশ্রু তিমিঙ্গিলে আরূঢ় হইয়া এবং স্বয়ং শকুনি ময়দানব নির্ম্মিত জয়শীল বৈজয়ন্ত-রথারোহণে যুদ্ধার্থ পশ্চাৎদিকে সমাগত হইল। ঐ রথ পঞ্চ-যোজন বিস্তৃত সহস্রাশ্ববাহিত মায়াময় কাম-গামী শত পতাকাবৃত সহস্র-কুম্ভসমন্বিত মুক্তামালালম্বিত রত্ন-ভূষণবহুল শত শশধর-সম উজ্জ্বল সহস্র চক্রান্বিত ঘণ্টাশব্দে শব্দিত। হে মৈথিলেশ্বর! দ্বাদশ অক্ষৌহিণী অসুর-সেনাসহ শকুনির ধনুঃশব্দ, বীররব অশ্বহ্রেষা, রথশব্দ—গজগণের গর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল প্রতি-ধ্বনিত হইল। হে নৃপ! দৈত্য সেনার অভি-যানে ভূমণ্ডল কম্পিত, পর্ব্বতসমূহ পতিত ও জলধি সকল বিচলিত হইয়া উঠিল। স্বর্গ-বাসীরা ভয়ে অমরাবতী অর্গলবদ্ধ করিলেন। শকুনির সেই ভীষণ সৈন্য দর্শনে মহাবল ধন্বিবর ধৈর্য্যকর কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন যাদবগণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ১—১০। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—ক্ষিতিতলে ক্ষিত্যাদিময় এই কর্ম্ম-গুণাদিনির্ম্মিত পাঞ্চভৌতিক দেহ ফেনোপম; কালবশে ইহা কখনও যায়

গচ্ছন্তি চোর্দ্ধং কিল সাত্ত্বিকা জনা
মধ্যে চ তিষ্ঠন্তি হি রাজসা নরাঃ।
অধঃ প্রগচ্ছন্তি হি তামসাঃ পরে
মুহুর্ম্মুহুস্তে বিচরন্তি কর্ম্মভিঃ॥ ১২
বিভেত্যয়ং বা গুণসর্পতো যথা
নেত্রভ্রমেণাচলতীব ভূর্যথা।
তথা চ সর্ব্বং মনসা কৃতং জগৎ,
কাচের্ভকং হ্যর্ভক আবৃতো যথা॥ ১৩
যথা সুখং মণ্ডলবর্ত্তিনাং চলং
তথাস্তি পাতালনিবাসিনামপি।
তথামরাণাং ক্রতুভিঃ কৃতং স্মরেৎ
সর্ব্বং ত্যজেত্তত্তৃণবৎ পরো জনঃ॥ ১৪
ঋতোর্গুণাঃ দেহগুণাঃ স্বভাবা
অহর্দিনং যান্তি যথা তথা জনাঃ।
দৃশ্যঞ্চ যদ্ যন্নহি কিঞ্চিদস্তি
যথা ব্রজেদ্ গচ্ছতি পান্থসঙ্গমঃ॥ ১৫
দৃষ্টং যথা বস্তু যদোল্কয়া তথা
পারে গতে কিং হ্যড়ুপপ্রয়োজনম্।
বিধায় মার্গং বিচরেৎ স পক্ষিবৎ
পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র হরিং পরেশ্বরম্॥ ১৬
যথেন্দুরেকো জলপাত্রবৃন্দগো
যথাগ্নিরেকো বিদিতঃ সমিচ্চয়ে।
তথা পরাত্মা ভগবাননেকবৎ
সোঽন্তর্বহিঃ স্যাৎ স্বকৃতেষু দেহিষু॥ ১৭
যো জ্ঞাননিষ্ঠোঽতিবিরাগমাশ্রিতঃ
শ্রীকৃষ্ণভক্তস্ত্বনপেক্ষকোঽপি যঃ।
তপোবনং বাপি গৃহং গৃহং বনং
স্পৃশন্তি তং তে ত্রিগুণা ন সর্ব্বতঃ॥১৮
ততো যতিস্ত্বধ্যগমৎ পরাৎপরং
সুখী সদানন্দময়স্তু বালবৎ।
দেহং ন পশ্যত্যুত সর্ব্বকারণং
ধৃতঞ্চ বাসো মদিরামদান্ধবৎ॥ ১৯
সূর্য্যোদয়ে সর্ব্বতমো বিলীয়তে
প্রদৃশ্যতে বস্তু গৃহে যথা জনৈঃ।
জ্ঞানোদয়েঽজ্ঞানতমঃ প্রলীয়তে
সম্রাজতে ব্রহ্ম পরং তনৌ তথা॥ ২০

এবং কখনও আইসে; বুধগণ বালকের মত ইহাতে শোক করেন না। সাত্ত্বিকগণের গতি উর্দ্ধে, রাজসগণের মধ্যে এবং তামস মানবগণের অধোদিকে গতি হইয়া থাকে। স্ব স্ব কর্ম্মবশে জীব এইরূপে বিচরণ করে। রজ্জুতে যেমন সর্পভয় হয়, ঘূর্ণ্যমান নেত্রে পৃথিবী ঘূর্ণ্যমাণা দর্শন করে, দর্পণ প্রতিবিম্বে বালক যেমন অপর বালক লক্ষ্য করে, তদ্রূপ সমস্ত জগৎ মনঃকল্পিত ভ্রমাত্মক-মাত্র। মণ্ডলেশ্বরগণের সুখ যেমন চঞ্চল, পাতালবাসিগণের সুখ যেমন ক্ষণ-ভঙ্গুর, দেবগণের সুখ যেমন অচিরস্থায়ী, তদ্রূপ যজ্ঞাদি কর্ম্মকৃত সৌখ্যও ক্ষণস্থায়ী জানিবে; ইহা বুঝিয়া জ্ঞানিজন জগৎ তুচ্ছ তৃণের ন্যায় ত্যাগ করিয়া থাকেন। স্বভাব, ঋতুগুণ, দেহগুণ এবং দিনরাত্রি যেমন ক্ষয়-বৃদ্ধিযুক্ত, পান্থগণের মিলন যেমন অচিরস্থায়ী, তদ্রূপ এই জীব ও জগতের কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই; দ্রব্যদর্শনের পর আলোকের, নদীপার হইলে নৌকার এবং উড্ডিতে শিখিলে যেমন পক্ষীর কুলায়ের প্রয়োজন থাকে না, তদ্রূপ সর্ব্বত্র পরমেশ্বর হরির দর্শন করিতে পারিলে দর্শনের হেতুভূত অন্য সমস্তই অকিঞ্চিৎকর হয়। যেমন একই চন্দ্র বহু বারিপাত্রে বহু দৃষ্ট হয়, একমাত্র অগ্নি যেমন অখিলকাষ্ঠে বহুরূপে প্রতিভাত, তদ্রূপ পরমাত্মা ভগবান্ এক হইয়াও স্বকৃত বহু দেহীর অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান। যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, অত্যন্ত বৈরাগ্যযুক্ত অনপেক্ষ কৃষ্ণভক্ত, তাঁহার পক্ষে গৃহ তপোবন ও তপোবন গৃহতুল্য, কুত্রাপি গুণত্রয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য যতিজন পরাৎপর পরমাত্মাকে বিদিত হইয়া সুখী ও বালকবৎ সদানন্দময় হইয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বকারণ-দেহকেও দর্শন করেন না, মদিরামদান্ধের মত পরিহিত বস্ত্রেও তাহা জ্ঞান থাকে না। সূর্য্যোদয়ে যেমন সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত হয়, ও জনগণ গৃহে দ্রব্যাদি দেখিতে পায়, তদ্রূপ জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানান্ধকার দূরে যায়, নিজদেহে পরমব্রহ্ম বিরাজিত দর্শন

যথেন্দ্রিয়াণাঞ্চ পৃথক্ চ বর্ত্মভি-
র্নোন্নীয়তেঽর্থস্ত্রিগুণাশ্রয়ঃ পরঃ।
একং হ্যনন্তস্য পরস্য ধাম ত-
ত্তথা মুনীনাং কিল শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥ ২১
পরং পদং কেঽপি বদন্তি বৈষ্ণবং
কে বাপি বৈকুণ্ঠপরং পরেশম্।
শান্তিঞ্চ যৎ কেঽপি তমঃপরং বৃহৎ
কৈবল্যমেকে প্রবদন্তি ধাম কে॥ ২২
যদক্ষরং কেঽপি দিশং বদন্তি কে
গোলোকমাদ্যং প্রবদন্ত্যথাপরে।
কেচিন্নিকুঞ্জং নিজলীলয়াবৃতং
প্রাপ্নোতি কৃষ্ণস্য পদঞ্চ তন্মুনিঃ॥ ২৩

নারদ উবাচ।

ইতি কার্ষ্ণের্বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বে যাদবপুঙ্গবাঃ।
শস্ত্রাণি জগৃহুর্হৃষ্টা তজ্জ্ঞানে ধৈর্য্যবর্দ্ধনে॥ ২৪
বভূব তুমুলং যুদ্ধং দৈত্যানাং যদুভিঃ সহ।
সীতাগঙ্গাতটে চাব্ধৌ রক্ষসাং কপিভির্যথা॥ ২৫
রথিনো রথিভিস্তত্র পত্তিভিঃ পত্তয়ো নৃপ।
অশ্ববাহৈরশ্ববাহা যুযুধুশ্চ গজা গজৈঃ॥ ২৬

কেচিৎ করীন্দ্রা উন্মত্তা মহামাত্যৈঃ প্রণোদিতাঃ
গোমূত্রচয়সিন্দূর কস্তূরীপত্রভৃন্মুখাঃ॥ ২৭
হেমজালসমাযুক্তা রত্নকম্বলমণ্ডিতাঃ।
গিরীন্দ্রা ইব দৃশ্যন্তে মুক্তানাং মেঘডম্বরৈঃ॥ ২৮
শুণ্ডাদণ্ডৈশ্চ ফুৎকারৈঃ সচীৎকারৈঃ সশৃঙ্খলৈঃ।
পাতয়ন্তো রথানশ্বান্ বীরান্ রাজন্ রণাঙ্গনে॥ ২৯
শুণ্ডাদণ্ডৈঃ সংগৃহীত্বা রথান্ সাশ্বান্ সসারথীন্।
নিপাত্য ভূমাবুত্থাপ্য চিক্ষিপুশ্চাম্বরে বলাৎ॥ ৩০
কাংশ্চিন্মমর্দ্দুঃ পাদাভ্যাং সংবিদার্য্য করৈর্দ্দৃঢৈঃ
সক্ষতাশ্চ গজা রাজন্ প্রধাবন্তো রণাঙ্গনে॥ ৩১
সপক্ষাস্তুরগা রাজন্নশ্ববাহপ্রণোদিতাঃ।
উল্লঙ্ঘয়ন্তোঽথ রথান্ গজকুম্ভান্তরে গতাঃ॥ ৩২
কেচিদশ্বৈর্মহাবীরাঃ শক্তিহস্তা মদোৎকটাঃ।
জঘ্নুর্গজস্থান্নৃপতীন্ মৃগেন্দ্রা ইব যূথপান্॥ ৩৩
অশ্বারূঢ়াঃ কেঽপি সেনাং সংবিদার্য্য বিনির্গতাঃ
খড়্গাবেগৈঃ পদ্মবনং লীলাভির্বায়বো যথা॥ ৩৪

করে। ১১—২০। ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তিদ্বারা যেমন একই ত্রিগুণাশ্রয় বিষয় ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ ঋষিগণ-প্রদিষ্ট শাস্ত্রপথে একমাত্র অনন্ত-ধামও বহুধা বিভক্ত হইয়া যায়। কেহ সেই অনন্তধামকে পরম বৈষ্ণব পদ বলেন, কেহ পরেশ বৈকুণ্ঠ, কেহ শান্তি, কেহ তমোঽতীত বৃহৎ এবং কেহ কৈবল্যধাম বলিয়া থাকেন; আবার কেহ তাঁহাকে অক্ষর কেহ দিক্,কেহ আদ্য গোলোক এবং অপর কেহ বা নিজলীলাবৃত নিকুঞ্জ কহিয়া থাকেন, কিন্তু যিনি মুনি, তিনিই সেই কৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হন। নারদ বলিলেন,—প্রদ্যুম্নের এবম্বিধ বাক্যশ্রবণে যাদবগণের সম্যক্ জ্ঞান ও ধৈর্য্য-বৃদ্ধি হইল, তাঁহারা হৃষ্ট হইয়া শস্ত্রসমূহ গ্রহণ করিলেন; সাগরতীরে রাক্ষসগণের ন্যায় সেই সীতাগঙ্গাতটে দৈত্যগণের সহিত যাদবদিগের তুমুল যুদ্ধ হইল। হে নৃপ! রথীরা রথিগণের সহিত, পদাতিরা পদাতিগণের সহিত, অশ্বা-রোহীরা অশ্বারোহিগণের সহিত এবং গজগণ গজগণের সহিত যুদ্ধ করিল। গাঢ় গোমূত্র, সিন্দুর ও কস্তুরীর অলকাভূষিত, স্বর্ণজালযুক্ত ও রত্ন কম্বল-মণ্ডিত মেঘবদ্ গর্জ্জনকারী উন্মত্ত করিবরগণ মুক্তাধবল গিরি শ্রেণীর ন্যায় পরি-দৃশ্যমান হইল; হে রাজন্! মেঘের ন্যায় গর্জ্জন-কারী শৃঙ্খলান্বিত সেই সকল মাতঙ্গ মহামাত্য-প্রণোদিত হইয়া শুণ্ডাদণ্ডের ফুৎকার ও চীৎ-কারে রণাঙ্গনে রথ, অশ্ব ও বীরগণকে পাতিত করিল। তাহারা শুণ্ডাদণ্ডে সসারথি রথ ও অশ্ব গ্রহণ করিয়া ভূতলে পাতিত ও পুনরায় উত্থাপিত করিয়া সবলে শূন্যে নিক্ষেপ করিল। গজগণ দৃঢ় শুণ্ড ও পাদদ্বারা কোন কোন করীকে মর্দ্দিত ও বিদারিত করিল; হে রাজন্! ক্ষতযুক্ত সেই সকল গজ যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইল। হে নৃপ! সপক্ষ অশ্বসমূহ আরোহী কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া রথ উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক করিকুম্ভমধ্যে পতিত হইল। অশ্বারোহী শক্তি হস্ত কোন কোন মদোৎকট বীর গজা-রোহী রাজগণকে সিংহের গজবধের ন্যায় বিনাশ করিতে লাগিল, কোন কোন অশ্বারোহী বীর

কেচিৎ পরস্পরং সাশ্বৈরুৎপতন্তো রণাঙ্গনে।
খড়্গৈর্জঘ্নুর্যথা ক্রব্যৈ চঞ্চুভিঃ পক্ষিণোঽম্বরে ॥৩৫
কেচিৎ খড়্গৈঃ পরশুভিঃ কেচিচ্চক্রৈঃ পদাতয়ঃ
চিচ্ছিদুর্নিশিতৈর্ভল্লৈঃ ফলানীব শিরাংসি চ ॥৩৬
সংগ্রামজিদ্ বৃহৎসেনঃ শূরঃ প্রহরণোঽরিজিৎ।
জয়ঃ সুভদ্রো বামশ্চ সত্যকোঽশ্বযুরেব হি ॥ ৩৭
ভদ্রায়াশ্চ সুতা হ্যেতে শ্রীকৃষ্ণস্যৌরসাঃ শুভাঃ।
সর্ব্বেষামগ্রতঃ প্রাপ্তা যুযুধুর্দৈত্যপুঙ্গবৈঃ ॥ ৩৮
ভূতসন্তাপনো নাম গজারূঢ়ো মহাসুরঃ।
যদুসৈন্যে মহারাজ চক্রে নারাচদুর্দ্দিনম্ ॥ ৩৯
বাণান্ধকারে চ কৃতে ভূতসন্তাপনেন বৈ।
সংগ্রামজিত্তদা প্রাপ্তঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সুতো বলী ॥৪০
বিব্যাধ বাণশতকৈর্ভূতসন্তাপনং রণে।
প্রলয়ার্ণবসঙ্ঘোষভীমসঙ্ঘট্টনাদিনীম্ ॥ ৪১
ধনুর্জ্জ্যাং তস্য চিচ্ছেদ ভূতসন্তাপনো বলী।
সংগ্রামজিদ্ধনুশ্চান্যদ্ গৃহীত্বা স্বং তড়িৎপ্রভম্।
সজ্জং কৃত্বা বিধানেন শতং বাণান্ সমাদধে।
তে বাণাস্তদ্ধনুর্জ্জ্যাঞ্চ কবচং লোহনির্ম্মিতম্।
ভিত্ত্বা ছিত্ত্বা তনুং তস্য গজং ভিত্ত্বাঽবনিং গতাঃ
বাণপ্রহারব্যথিতঃ কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ ॥ ৪৪
গজং স্বং নোদয়ামাস ভূতসন্তাপনো বলী।
কালান্তকসমং নাগং দৃষ্ট্বা সংগ্রামজিদ্বলী ॥ ৪৫
গৃহীত্বা স্বমসিং দিব্যং সঞ্জঘান রণাঙ্গনে।
তস্য খড়্গপ্রহারেণ শুণ্ডাদণ্ডো দ্বিধাভবৎ ॥ ৪৬
চীৎকারমুৎকটং কুর্ব্বন্ মদং সংস্রাবয়ন্ কটাৎ।
ভূতসন্তাপনং ত্যক্ত্বা ভুবনং কম্পয়ন্ গজঃ ॥ ৪৭
নিপাতয়ন্ মহাবীরান্ ঘণ্টানাদৈর্নদন্মুহুঃ
ন বলাৎ স্তম্ভিতো দৈত্যৈঃ পুরীং চন্দ্রাবতীং যযৌ ॥ ৪৮
কোলাহলো মহানাসীদ্ রাজন্নেবং গজে চ্যুতে।
ভূতসন্তাপনশ্চক্রং শ্রীকৃষ্ণস্য সুতায় বৈ ॥ ৪৯

বায়ু যেরূপ অবলীলাক্রমে পদ্মবন ভগ্ন করে, তদ্রূপ খড়্গাবেগে সেনাবিদারণপূর্ব্বক নির্গত হইল। মাংসার্থী পক্ষিগণ যেমন অন্তরীক্ষে চঞ্চুদ্বারা পরস্পর প্রহার করে, তদ্রূপ কোন কোন বীর অশ্বের সহিত সমরে উৎপতিত হইয়া খড়্গদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। কোন কোন পদাতি অসি, পরশু, চক্র, ও শাণিত ভল্লদ্বারা তরু হইতে ফলের ন্যায় শত্রুদেহ হইতে মস্তক ছিন্ন করিল। সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র, বাম, সত্যক ও অশ্বযু প্রভৃতি কৃষ্ণের ঔরসজাত শুভ সুভদ্রানন্দনগণ সকলের অগ্রসর হইয়া দৈত্যপুঙ্গবগণের সহিত সমর করিতে লাগিল। হে মহারাজ! ভূতসন্তাপণ নামক গজারূঢ় মহাসুর যাদবসৈন্যগণের উপর ধারাকারে নারাচ বর্ষণ করিল। ভূতসন্তাপনের বাণবর্ষণে রণভূমি অন্ধকারাবৃত হইলে কৃষ্ণতনয় বলবান্ সংগ্রামজিৎ সমাগত হইয়া রণস্থলে শতবাণে ভূতসন্তাপনকে বিদ্ধ করিলেন; বলবান্ ভূতসন্তাপনও প্রলয়ার্ণব-শব্দসদৃশ ভীষণ সঙ্ঘট্টনাদী সংগ্রামজিতের ধনুর্গুণ ছিন্ন করিল। সংগ্রামজিৎও বিদ্যুৎপ্রভ অন্য ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক যথাবিধি জ্যাযুক্ত করিয়া শত শর সন্ধান করিলেন। সেই সকল বাণ ভূতসন্তাপণের ধনুর্গুণ, লৌহ নির্ম্মিত কবচ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তদীয় দেহ ও গজ ভেদ করিয়া পৃথীবক্ষে প্রবেশ করিল। ৩১—৪৩। বলবান্ ভূতসন্তাপন বাণাঘাতব্যথায় কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমনা হইয়া নিজের গজ চালাইয়া দিল, মহাবল সংগ্রামজিৎ সেই কালান্তকোপম করীকে অবলোকন করিয়া স্বীয় দিব্য অসি গ্রহণপূর্ব্বক রণ-ক্ষেত্রে ভূতসন্তাপণকে প্রহার করিলেন। সংগ্রামজিতের খড়্গাঘাতে গজের শুণ্ডাদণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইল, সে উৎকট চীৎকার করিয়া গণ্ডপ্রাপ্ত হইতে মদস্রাব করিতে করিতে ভূতল কম্পিত করত ভূতসন্তাপনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। দৈত্যগণ তাহাকে স্তম্ভিত করিতে পারিল না, সে মুহুর্মুহু ঘণ্টানাদ সহকারে গর্জ্জন করিয়া বীরগণকে পাতিত করত চন্দ্রাবতী পুরীতে চলিয়া গেল। আরোহিচ্যুত গজ এইরূপে গমন করিলে মহাকোলাহল উত্থিত হইল, ভূতসন্তাপন কৃষ্ণতনয়

চিক্ষেপ নিশিতং শীঘ্রং গ্রীষ্মমার্ত্তণ্ডবৎ স্ফুরৎ।
তদাগতং ভ্রমদ্দৃষ্ট্বা চক্রং ভদ্রাত্মজো বলী ॥ ৫০
স্বচক্রেণ মহারাজ লীলয়া শতধাচ্ছিনৎ।
জঠরস্য গিরেঃ শৃঙ্গং সমুৎপাট্য মহাসুরঃ ॥ ৫১
চিক্ষেপ কৃষ্ণপুত্রায় নাদয়ন্ ব্যোমমণ্ডলম্
সংগ্রামজিচ্চ তচ্ছৃঙ্গং গৃহীত্বা ভুজয়োর্বলাৎ ॥ ৫২
ততাড় তেন রাজেন্দ্র ভূতসন্তাপনং রণে।
ভূতসন্তাপনো দৈত্যঃ সম্পূর্ণং জঠরং গিরিম্ ॥ ৫৩
গৃহীত্বা সঙ্গরে তস্থাবুস্তটো দৈত্যপুঙ্গবঃ।
অনেন ঘাতয়িষ্যামি ত্বাং রণে প্রবদন্মুখাৎ ॥ ৫৪
দেবকূটং সমুৎপাট্য গিরিঞ্চ শ্রীহরেঃ সুতঃ।
অনেন ঘাতয়িষ্যামি ত্বাং রণে প্রবদন্মুখাৎ ॥ ৫৫
তস্থৌ তৎসম্মুখো রাজংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
ক্ষিপন্তং পর্ব্বতং দৈত্যং ভূতসন্তাপনং নৃপ ॥ ৫৬
ততাড় গিরিণা স্বেন রণে সংগ্রামজিদ্বলী।
জঠরো দেবকূটশ্চ দ্বৌ গিরী দৈত্যমস্তকে ॥ ৫৭
পতিতৌ ভূরিভারাঢ্যৌ বজ্রসঙ্ঘর্ষনাদিনৌ।
ভূতসন্তাপনস্তাভ্যাং পতিতঃ পঞ্চতাং গতঃ ॥ ৫৮
তজ্জ্যোতিঃ সংগ্রামজিতি লীনং জাতং বিদেহরাট্।
শ্রীসংগ্রামজিতঃ সৈন্যে নেদুর্দুন্দুভয়স্তদা।
ভদ্রাত্মজোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে ভূতসন্তাপনদৈত্যবধো নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

সংগ্রামজিন্মহাযুদ্ধে ভূতসন্তাপনে মৃতে।
হাহাকারো মহানাসীদ্দৈত্যসেনাসু মৈথিল ॥ ১
শকুনির্বৃকঃ কালনাভো মহানাভস্তথৈব চ।
হরিশ্মশ্রুশ্চ পঞ্চৈতে সংপ্রাপ্তা রণমণ্ডলে ॥ ২
কার্ষ্ণিঃ শকুনিনাযুদ্ধ্যদনিরুদ্ধো বৃকেণ বৈ।
কালনাভেন শাম্বস্তু মহানাভেন দীপ্তিমান্ ॥ ৩

সংগ্রামজিতের প্রতি চক্র নিক্ষেপ করিল। হে মহারাজ! ভদ্রানন্দন সংগ্রামজিৎ সেই ভ্রাম্যমাণ চক্রকে আসিতে দেখিয়া অবলীলাক্রমে স্বীয় চক্রে তাহা শতধা ছিন্ন করিলেন। মহাসুর ভূতসন্তাপন জঠরগিরির শৃঙ্গ উৎপাটিত করিয়া গগনমণ্ডল নিনাদিত করত সংগ্রামজিতের প্রতি নিক্ষেপ করিল, হে রাজেন্দ্র! সংগ্রামজিৎও সবলে বাহুদ্বয়ে সেই শৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক রণে ভূতসন্তাপনকে প্রহার করিলেন। মহাযোদ্ধা দৈত্যপুঙ্গব ভূতসন্তাপনও সেই সমগ্র জঠরগিরি গ্রহণ করিয়া সংগ্রামে দণ্ডায়মান হইল এবং মুখে বলিতে লাগিল,—এই শৈলদ্বারা তোমাকে রণে বিনাশ করিব। সংগ্রামজিৎও দেবকূট পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া বলিলেন,—তোমাকেও এই পর্ব্বত দ্বারা সংগ্রামে সংহার করিব। হে রাজন্! সংগ্রামজিতের সেই দৈত্যাভিমুখে অবস্থান যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার। হে নৃপ! অনন্তর দৈত্য ভূতসন্তাপন পর্ব্বত নিক্ষেপ করিলে মহাবল সংগ্রামজিৎ স্বীয় গিরিদ্বারা সমরে সেই পর্ব্বতকে তাড়িত করিলেন। ভূরিভারাঢ্য বজ্রবদ্ ভীষণনাদী জঠর ও দেবকূট উভয় পর্ব্বতই দৈত্যমস্তকে পতিত হইল, ভূতসন্তাপন সেই পর্ব্বতাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। হে বিদেহরাজ! সেই দৈত্যজ্যোতি সংগ্রামজিতে বিলীন হইল। তৎকালে ভদ্রানন্দন সংগ্রামজিতের সৈন্যমধ্যে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, তাঁহার উপর সুরগণ পুষ্পবর্ষণ করিলেন। ৪৪—৫৯।

বিশ্বজিৎখণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩৩॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে মৈথিল! সংগ্রামজিতের মহা সংগ্রামে ভূতসন্তাপনের প্রাণান্ত হইলে অসুরসেনাগণমধ্যে মহা হাহাকার উত্থিত হইল। শকুনি, বৃক, কালনাভ, মহানাভ ও হরিশ্মশ্রু এই পাঁচ জন দৈত্য রণস্থলে উপস্থিত হইল। শকুনির সহিত প্রদ্যুম্ন, বৃকের সহিত

হরিশ্মশ্রু সুরেণাপি ভানুঃ কৃষ্ণসুতো বলী।
সর্ব্বেষামগ্রতঃ প্রাপ্তোঽনিরুদ্ধো ধন্বিনাং বরঃ।
বিভেদ বাণৈর্দৈত্যাংশ্চ বজ্রেণেন্দ্রো যথা গিরীন্‌
অনিরুদ্ধশরৈর্দৈত্যাশ্ছিন্নপাদাংসবাহবঃ॥ ৫
নিপেতুর্ম্মূর্চ্ছিতা ভূমৌ বৃক্ষা বাতহতা ইব।
অনিরুদ্ধশরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সঞ্ছিন্না মেঘডম্বরাঃ॥ ৬
ছিন্নকুম্ভা ভিন্নশুণ্ডাঃ পতিতা রণমণ্ডলে।
রুগ্নদন্তাশ্ছিন্নকক্ষাঃ শৈলা বজ্রহতা ইব॥ ৭
দ্বিধা ভূতা গজাঃ পেতুঃ স্ফুরৎকাশ্মীরকম্বলাঃ।
করিণাং ভিন্নকুম্ভানাং মুক্তা রেজুঃ স্ফুরৎপ্রভাঃ
বাণান্ধকারে রাজেন্দ্র রাত্রৌ তারাগণা ইব।
প্রধর্ষিতাঃ কেঽপি বীরা অনিরুদ্ধশরান্বিতাঃ॥ ৯
নিপেতুর্মূর্চ্ছিতা ভূমৌ তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
কেচিৎ কৌ রথিনঃ পেতুস্তেষাং শূন্যা রথাঃ স্থিতাঃ॥১০
কপিত্থস্য ফলানীব হস্তিলেণ্ডগতানি চ।
ক্ষণমাত্রেণ রাজেন্দ্র দৈত্যানাং বাহিনীষু চ॥১১
নদী বভূব সংগ্রামে ভীষণা ক্ষতজপ্রবাৎ।
দ্বিপগ্রাহা চোষ্ট্রখরকবন্ধাশ্বাদিকচ্ছপা॥ ১২
শিশুমাররথা কেশশৈবালা ভুজসর্পিণী।
করমীনা মৌলিরত্নহারকুণ্ডলশর্করা॥ ১৩
শস্ত্রশুক্তিশ্ছত্রশঙ্খা চামরধ্বজসৈকতা।
রথাঙ্গাবর্ত্তসংযুক্তা সেনাদ্বয়তটাবৃতা॥ ১৪
শতযোজনবিস্তীর্ণা বভৌ বৈতরণী যথা॥ ১৫
প্রমথা ভৈরবা ভূতা বেতালা যোগিনীগণাঃ।
অট্টহাসং প্রকুর্ব্বন্তো নৃত্যন্তো রণমণ্ডলে।
পিবন্তো রুধিরং শশ্বৎ কপালেন নৃপেশ্বর॥ ১৬
হরস্য মুণ্ডমালার্থং জগৃহুস্তে শিরাংসি চ।
সিংহারূঢ়া ভদ্রকালী ডাকিনীশতসংবৃতা॥ ১৭
ভক্ষয়ন্তী রণে দৈত্যানট্টহাসং চকার হ।
বিদ্যাধর্য্যস্ত্বম্বরস্থা গন্ধর্ব্ব্যোঽপ্সরসস্তথা॥ ১৮
ক্ষাত্রধর্ম্মস্থিতান্‌ বীরান্‌ বব্রিরে দেবরূপিণঃ।
পরস্পরং কলিরভূত্তাসাং পত্যর্থমম্বরে॥ ১৯

অনিরুদ্ধ, কালনাভের সহিত শাম্ব, মহানাভের সহিত দীপ্তিমান, হরিশ্মশ্রুর সহিত ভানু-- এইরূপে মহাবল কৃষ্ণতনয়গণ যুদ্ধ করিলেন। ধন্বিবর অনিরুদ্ধ সকলের অগ্রসর হইয়া বজ্র দ্বারা ইন্দ্রের শৈলসংহারের ন্যায় শর দ্বারা অসুরগণকে বিদারণ করিলেন। অনিরুদ্ধের শরনিকরে অসুরগণের পাদ, কন্ধর ও বাহু ছিন্ন হইল; তাহারা বাতাহত তরুর ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে শয়ন করিল, অনিরুদ্ধ-বাণে মেঘনাদী মাতঙ্গগণ রুগ্নদন্ত ছিন্নবক্ষ ভিন্ন কুম্ভ ছিন্ন শুণ্ড হইয়া রণমণ্ডলে বজ্রাহত পর্ব্বতসমূহের ন্যায় পতিত হইল। বাণান্ধকার সঞ্জাত হইলে প্রস্ফুরিত কাশ্মীরকম্বলাবৃত দ্বিধা-ভূত গজগণের ভিন্নস্থ কুম্ভ হইতে পতিত মুক্তাসমূহ প্রভা বিচ্ছুরিত করত রজনীযোগে তারকারাজির ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। প্রধর্ষিত মূর্চ্ছিত কোন কোন বীর অনিরুদ্ধ-বিদ্ধ বাণসহ ভূতলে পড়িয়া রহিল, হে রাজন্‌! তাহা যেন কি এক অদ্ভুত কাণ্ড; কোন কোন রথী ভূতলে পতিত হইলে তাহাদের করিপুরীষস্থিত কপিত্থ ফলের ন্যায় শূন্য রথ একত্র পড়িয়া রহিল। হে রাজেন্দ্র! ক্ষণ-কাল মধ্যে শত্রুসেনার ক্ষরিত শোণিতে সমরক্ষেত্রে নদী প্রবাহিত হইল; করিগণ তাহার কুম্ভীর, উষ্ট্র গর্দ্দভ ও কবন্ধগণ কচ্ছপ, রথ শিশুমার, কেশরাশি শৈবাল, ভুজ ভুজ-ঙ্গিনী, হস্ত মৎস্য, মুকুট, রত্নহার ও কুণ্ডল তাহার বালুকা, শস্ত্র শুক্তি, ছত্র শঙ্খ, চামর ও ধ্বজ সৈকত, রথাঙ্গ আবর্ত্ত এবং উভয় পক্ষীয় সেনা তটদ্বয়। শতযোজন বিস্তীর্ণা ঐ নদী বৈতরণীর ন্যায় বিরাজ করিল। ১—১৫। হে নৃপবর! প্রমথ, ভৈরব, ভূত, বেতাল ও যোগিনীগণ অট্টহাস্য করিয়া রণক্ষেত্রে নৃত্য করত কপালে নর নিয়ত শোণিত পান করিতে লাগিল। তাহারা মহাদেবের মুণ্ডমালার্থ অসুরগণের শির সকল সংগ্রহ করিল। শত ডাকিনীসংবৃতা সিংহারূঢ়া ভদ্রকালী যুদ্ধক্ষেত্রে দৈত্যগণকে ভক্ষণ করত অট্টহাস্য করিলেন; বিমানস্থ বিদ্যাধরী, গন্ধর্ব্বী ও অপ্সরারা ক্ষাত্রধর্ম্মে অবস্থিত দেবরূপী বীর-গণকে বরণ করিয়া লইল; তন্মধ্যে কেহ

মমানুরূপো নায়ং ন ইতি বিহ্বলচেতসাম্।
কেচিদ্বীরা ধর্ম্মপরা রণরঙ্গান্ন চালিতাঃ ॥ ২০
যযুর্বিষ্ণুপদং দিব্যং ভিত্ত্বা মার্ত্তণ্ডমণ্ডলম্।
অনিরুদ্ধং রিপুং দৃষ্ট্বা কেচিদ্দৈত্যাঃ পলায়িতাঃ
কেচিৎ স্বং স্বং রণং ত্যক্ত্বা দ্রুতং দুদ্রুবুস্তে দিশো দশ
তদা বৃকো মহাদৈত্যঃ খরারূঢ়ো ভয়ঙ্করঃ ॥ ২২
আজগাম নদন্ যুদ্ধে ধনুষ্টঙ্কারয়ন্মুহুঃ।
অনিরুদ্ধস্যাপি চাপং শিঞ্জিনীসহিতং নৃপ ॥২৩
চিচ্ছেদ দশভির্বাণৈর্বৃকোঽপি রণদুর্ম্মদঃ।
ছিন্নধন্বানিরুদ্ধস্তু দ্বিতীয়ং ধনুরাদদে ॥ ২৪
চিচ্ছেদ দশভির্বাণৈর্বৃকচাপং মহাবলঃ।
বৃকস্ত্রিশূলমুদ্যম্য রুষা প্রস্ফুরিতাধরঃ।
লোলজিহ্বঃ প্রত্যুবাচানিরুদ্ধং ধন্বিনাং বরম্ ॥২৫

দৈত্য উবাচ।

অদ্যৈব ত্বাং হনিষ্যামি ক্ষত্রিয়ং স্বল্পবিক্রমম্।
ত্বয়া সেনা হতা মেঽদ্য পশ্য বিক্রমমদ্ভুতম্ ॥ ২৬

অনিরুদ্ধ উবাচ।

যে বদন্তি মুখেনেহ তে কুর্ব্বন্তি ন কিঞ্চন।
অদ্যৈব ত্বাং হনিষ্যামি পশ্য মে বিক্রমং পরম্ ॥
ন চেত্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি শৃণুতাচ্ছপথং মম।
বিপ্রগোভ্রূণবালানাং হত্যা মে স্যাৎ সদৈব হি ॥

নারদ উবাচ।

বৃকোঽপি শপথং কৃত্বা খরারূঢ়ো মহাখলঃ।
জঘান তং ত্রিশূলেনানিরুদ্ধং ধন্বিনাং বরম্ ॥ ২৯
তচ্ছূলং বামহস্তেন গৃহীত্বা কাষ্ণিনন্দনঃ।
ততাড় সহসা রাজন্ বৃকং দৈত্যং মহাবলম্ ॥ ৩০
ত্রিশূলস্তমরিং ভিত্ত্বা খরং ভিত্ত্বাবনিং গতঃ।
সসর্প গোময়চয়ং চপলেব বিদেহরাট্ ॥ ৩১
খরস্তু পঞ্চতাং প্রাপ্তো বৃকঃ সন্মূর্চ্ছিতোঽভবৎ।
পুনর্বৃকঃ সমুত্থায় গৃহীত্বা মহতীং গদাম্ ॥ ৩২
চূর্ণয়ামাস সহসা চানিরুদ্ধরথং বলাৎ।
প্রাদ্যুম্নিঃ শিতধারেণ খড়্গেনারিভুজদ্বয়ম্ ॥ ৩৩

কহিল—এই বীর আমার অনুরূপ, কেহ কহিল—তোমার নহে, আমার অনুরূপ; এইরূপ বিমানস্থ বিহ্বলচিত্ত বিদ্যাধরী প্রভৃতির মধ্যে মহা পতি-কলহ উপস্থিত হইল। যুদ্ধ-ধর্ম্ম-পরায়ণ কোন কোন বীর রণভূমি হইতে পলায়ন করিল না, তাহারা মার্ত্তণ্ডমণ্ডল ভেদ করিয়া দিব্য বিষ্ণুপুরে উপনীত হইল। কোন কোন দৈত্য অরি অনিরুদ্ধকে দেখিয়া স্ব স্ব রণক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক দশদিকে দ্রুত পলায়ন করিল। তখন গর্দ্দভারূঢ় যুদ্ধদুর্ম্মদ ভয়ঙ্কর মহাসুর বৃক মুহুর্মুহু ধনুষ্টঙ্কার করত গর্জ্জন করিতে করিতে রণক্ষেত্রে সমাগত হইয়া দশবাণে অনিরুদ্ধের সগুণ ধনু ছিন্ন করিল। ছিন্নধন্বা মহাবল অনিরুদ্ধ দ্বিতীয় ধনু গ্রহণপূর্ব্বক দশবাণে বৃকের ধনু ছিন্ন করিলেন। তখন ক্রোধে কম্পিতাধর লোলজিহ্ব বৃক ত্রিশূল উদ্যত করিয়া ধন্বিবর অনিরুদ্ধকে বলিতে লাগিল। দৈত্য বলিল,—তুমি আমার সেনা নিহত করিয়াছ, অতএব অল্পবিক্রম ক্ষত্রিয় তোমাকে আজই বিনাশ করিব, তুমি অদ্য আমার অদ্ভুত বিক্রম অবলোকন কর।

১৬—২৬। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—যাহারা মুখে বলে, এ সংসারে তাহারা কার্য্যে কিছু করিতে পারে না; আজই আমি তোমাকে নিহত করিব, আমার অনুপম বিক্রম দর্শন কর। এ বিষয়ে আমার শপথ শ্রবণ কর;—যদি তোমাকে নিহত করিতে না পারি, তবে নিশ্চিতই নিত্য আমার বিপ্র, গো, ভ্রূণ ও বালহত্যার পাতক হইবে। নারদ বলিলেন,—মহাবল বৃকও শপথ গ্রহণ করিয়া গর্দ্দভে আরূঢ় হইল এবং ত্রিশূল দ্বারা সেই ধন্বিবর অনিরুদ্ধকে আঘাত করিল। হে রাজন্! প্রদ্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধ সেই শূল বামকরে গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তদ্দ্বারা মহাবল বৃককে প্রহার করিলেন। হে বিদেহরাজ! ত্রিশূল সেই শত্রুদেহ ভেদ করিয়া গর্দ্দভদেহ ভেদ করত বিদ্যুতের গোময় মধ্যে প্রবেশের ন্যায় ভূগত হইল। গর্দ্দভ পঞ্চত্ব পাইল, বৃক মূর্চ্ছিত হইল। বৃক পুনরায় উত্থিত হইয়া মহাগদা গ্রহণপূর্ব্বক সহসা সবেগে অনিরুদ্ধের রথ চূর্ণ করিল। ইন্দ্র কর্ত্তৃক বজ্রদ্বারা পর্ব্বত-পক্ষচ্ছেদের ন্যায় অনিরুদ্ধও শিতধার খড়্গে

চিচ্ছেদ ভিত্নরেণাশু শৈলপক্ষৌ যথা বৃষা।
তদা ভিন্নভুজো দৈত্যঃ পদ্ভ্যামাকম্পয়ন্ ভুবম্ ॥
বিস্তীর্ণং বদনং কৃত্বা ললজ্জিহ্বং ভয়ঙ্করম্।
করালদংষ্ট্রঃ প্রপিবন্নাকাশং দৈত্যপুঙ্গবঃ ॥ ৩৫
তিমিং তিমিঙ্গিল ইব প্রাগ্রসৎ কার্ষ্ণিনন্দনম্।
দৈত্যোদরে কৃষ্ণপৌত্রঃ শ্রীকৃষ্ণস্যানুকম্পয়া ॥৩৬
ন মমার মহারাজ কার্ষ্ণির্মীনোদরে যথা।
বকোদরে যথা কৃষ্ণো যথা গোপা অঘোদরে ॥৩৭
বৃকোদরে যথা কংসো যথা বৃত্রোদরে বৃষা
হাহাকারে তদা জাতে যদুসৈন্যে বিদেহরাট্ ॥৩৮
গদো গদাং সমাদায় বলদেবানুজো বলী।
ততাড় মস্তকে দৈত্যং বৃকং নাম মহাবলম্ ॥৩৯
তদা হতশিরা দৈত্যো রেজে ক্ষতজবিন্দুভিঃ।
গরিষ্ঠজলধারাভির্যথা বিন্ধ্যাচলো নৃপ ॥ ৪০
কাষ্ণনঃ স্বমসিং নীত্বা তৎপাদৌ চাগুসাহহরৎ।
ছিন্নাঙ্ঘ্রিঃ স পপাতোর্ব্ব্যাং ছিন্নপক্ষো যথা গিরিঃ ॥৪১
অনিরুদ্ধস্তদুদরং ভিত্ত্বা খড়্গেন নির্গতঃ।
জহার তচ্ছিরশ্চায়ং যথা বজ্রেণ বৃত্রহা ॥ ৪২
তদা জয়জয়ারাবো যদুসৈন্যে বভূব হ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নরদুন্দুভয়স্তথা ॥ ৪৩
অনিরুদ্ধোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে।
কথিতং হ্যদ্ভুতং চৈতৎ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে বৃকদৈত্যবধো নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বহুলাশ্ব উবাচ।

অহো অত্যদ্ভুতং যুদ্ধং মুনে প্রাদ্যুম্নিনা কৃতম্।
বৃকে হতে মহাদৈত্যে কিং বভূব রণে পুনঃ ॥ ১

নারদ উবাচ

বৃকং দৈত্যং হতং বীক্ষ্য কালনাভো মহাসুরঃ।
ক্রোড়ারূঢ়ো রণং প্রাগাদ্ধনুষ্টঙ্কারয়ন্মুহুঃ ॥ ২

বৃকের বাহুদ্বয় কর্ত্তন করিলেন। ভিন্নভুজ ভীষণদশন দৈত্যপুঙ্গব বৃক তখন পদদ্বয়ে পৃথিবী কম্পিত করত ভয়ঙ্করী লোল রসনা ও বদন বিস্তারপূর্ব্বক শূন্যে উত্থিত হইল এবং তিমিঙ্গিলের তিমিগ্রাসের ন্যায় অনিরুদ্ধকে গ্রাস করিল। হে মহারাজ! কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ মরিলেন না, মৎস্যোদরে প্রদ্যুম্নের মত দৈত্যোদরে কৃষ্ণকৃপায় রক্ষিত হইলেন। হে বিদেহরাজ! বকোদরে কৃষ্ণ, অঘোদরে গোপগণ, বৃকোদরে কংস ও বৃত্রোদরে বাসবের ন্যায় বৃকোদরে অনিরুদ্ধ প্রবিষ্ট হইলে তখন যাদব-সৈন্যমধ্যে মহা হাহাকার উঠিল। ২৭—৩৮। হে নৃপ! বলদেবানুজ বলবান্ গদ গদাগ্রহণ করিয়া মহাবল বৃকের মস্তকে প্রহার করিলেন, তখন ছিন্নমস্তক দৈত্য শোণিতধারা দ্বারা বিপুল জলধারায় অভিষিক্ত বিন্ধ্যপর্ব্বতের মত প্রতিভাত হইল। অর্জ্জুন স্বীয় খড়্গগ্রহণ করিয়া সবেগে তাহার পাদদ্বয় ছিন্ন করিলেন, ছিন্নপাদ বৃক ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় উর্ব্বী-বক্ষে পতিত হইল। অনিরুদ্ধও বাসবের বজ্র দ্বারা বৃত্রবধের ন্যায় অসিদ্বারা তদীয় উদর ভেদ করত বহির্গমনপূর্ব্বক তাহার মস্তক হরণ করিলেন। তখন যদুসৈন্যে জয় জয় রব উত্থিত হইল, দেবদুন্দুভি ও নরদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, দেবগণ অনিরুদ্ধের উপর পুষ্পবর্ষণ করিলেন। আমি এই অদ্ভুত যুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, আর কি শুনিতে অভিলাষ কর? ৩৯—৪৪।

বিশ্বজিৎখণ্ডে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—অহো মুনে! অনিরুদ্ধ অতি অদ্ভুত যুদ্ধ করিলেন, সমরে মহাদৈত্য বৃকের বধের পর আর কি হইয়াছিল? নারদ বলিলেন,—বৃক দৈত্যকে নিহত দেখিয়া মহাসুর কালনাভ বরাহে আরোহণ করত মুহুর্মুহুঃ ধনুকে টঙ্কার করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইল।

অক্রূরং বাণবিংশত্যা গদঞ্চ দশভিঃ শরৈঃ।
অর্জ্জুনং দশভির্বাণৈর্যুযুধানঞ্চ পঞ্চভিঃ॥ ৩
দশভিঃ কৃতবর্ম্মাণং কাঞ্চিং বাণশতেন বৈ।
অনিরুদ্ধঞ্চ বিংশত্যা দীপ্তিমন্তঞ্চ পঞ্চভিঃ॥ ৪
শাম্বঞ্চ শতবাণৈশ্চ বিব্যাধ সমরেঽসুরঃ।
তদ্বাণৈর্ব্যাকুলা বীরা বভূবুর্ঘটিকাদ্বয়ম্॥ ৫
হয়াশ্চ পঞ্চতাং প্রাপ্তাশ্চূর্ণীভূতা রণাঙ্গনে।
তদ্ধস্তলাঘবং দৃষ্ট্বা প্রসন্নো রুক্মিণীসুতঃ॥ ৬
কালনাভং সাধুপদৈঃ পূজয়ামাস সঙ্গরে।
প্রদ্যুম্নঃ স্বং ধনুর্নীত্বা বাণমেকং সমাদধে॥ ৭
কোদণ্ডমুক্তো বিশিখস্তৎক্রোড়ং দীর্ঘরূপিণম্।
সমুন্নীয় ভ্রাময়িত্বা স্বর্লোকে লক্ষযোজনম্॥ ৮
আকাশাৎ পাতয়ামাস সমুদ্রে ভীমনাদিনি।
প্রদ্যুম্নো ভগবান্ সাক্ষাদ্দ্বিতীয়ং বাণমাদধে॥ ৯
সোঽপি বাণঃ সমুন্নীয় কালনাভং মহাবলম্।
ভ্রাময়ন্ পাতয়ামাস চন্দ্রাবত্যাং বলাৎ পুরি॥১০
কালনাভঃ প্রপতিতঃ কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ।
গৃহীত্বাথ গদাং গুর্ব্বীং লক্ষভারবিনির্ম্মিতাম্॥ ১১
রণং প্রাপ্তো যদুবলং পোথয়ামাস দৈত্যরাট্।
গজান্ রথান্ হয়ান্ বীরান্ গদয়া বজ্রকল্পয়া॥ ১২
পাতয়ামাস বেগেন মহাবাতো যথা তরূন্।
কাংশ্চিৎ করাভ্যাং প্রোন্নীয় চিক্ষেপ গগনে বলাৎ॥ ১৩
অম্বরাত্তে নিপেতুঃ কৌ রাজন্ বর্ষোপলা ইব।
তদা গদাং সমাদায় শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ॥ ১৪
ততাড় মূর্দ্ধ্নি তং দৈত্যং কালনাভং মহাসুরম্।
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ঘোরং গদাভ্যাং রণমণ্ডলে॥ ১৫
বিস্ফুলিঙ্গান্ ক্ষরন্ত্যৌ দ্বে গদে চূর্ণীবভূবতুঃ।
অন্যে গদে সমাদায় তস্থতুঃ সঙ্গরে চ তৌ॥ ১৬
কালনাভস্তদা প্রাহ শাম্বং জাম্ববতীসুতম্।
একেনাপি প্রহারেণ হন্মি ত্বাং নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৭
পূর্ব্বং প্রহারং কুরু মে ইতি শাম্বোঽবদদ্ রণে।
কালনাভোঽথ গদয়া শাম্বমূর্দ্ধ্নি ততাড় হ॥ ১৮
গদোপরি গদাং নীত্বা শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ।

এবং বিংশতি বাণে অক্রূর, দশ শরে গদ, দশ বানে অর্জ্জুন, পঞ্চবাণে যুযুধান, দশবাণে কৃতবর্ম্মা, শতবাণে প্রদ্যুম্ন, বিংশতিবাণে অনিরুদ্ধ, পঞ্চবাণে দীপ্তিমান এবং শতবাণে শাম্বকে সমরে বিধ্বস্ত করিল। তদীয় বাণসমূহে বীরগণ ঘটিকাদ্বয় যাবৎ ব্যাকুল হইয়া রহিলেন, রণস্থলে অশ্বগণ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত ও রথনিচয় চূর্ণিত হইল। যুদ্ধে কালনাভের ক্ষিপ্রহস্ততা দেখিয়া প্রদ্যুম্ন প্রসন্ন হইলেন এবং সাধুবাদে তাহাকে প্রশংসা করিলেন। প্রদ্যুম্ন নিজ ধনুগ্রহণ করিয়া একটী বাণ সন্ধান করিলেন, ধনুর্ম্মুক্ত সেই বাণ দীর্ঘদেহ তদীয় বাহন বরাহকে তুলিয়া লইয়া ভ্রামিত করত অন্তরীক্ষে লক্ষযোজন দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনরায় গগন হইতে ভীমনাদী সমুদ্রে পাতিত করিল। সাক্ষাৎ ভগবান্ প্রদ্যুম্ন দ্বিতীয় বাণ সন্ধান করিলেন, সেই বাণও মহাবল কালনাভকে তুলিয়া লইয়া সবলে ভ্রামিত করত চন্দ্রাবতী পুরীতে পাতিত করিল। ১—১০। দৈত্যবর কালনাভ পতিত ও কিঞ্চিদ্ ব্যাকুলমনা হইয়া লক্ষভারময়ী গুরু গদা গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার রণস্থলে উপস্থিত হইয়া যদুসৈন্য পাতিত করিল, মহাবায়ু যেমন সবেগে তরুনিকর পাতিত করে, কালনাভ তদ্রূপ বজ্রকল্প গদাদ্বারা গজ, রথ, অশ্ব ও বীরগণকে পাতিত করিতে লাগিল। কাহাকেও করদ্বয়ে ধরিয়া সবেগে গগনে নিক্ষেপ করিল, হে রাজন্! তাহারা আকাশ হইতে শিলাবৃষ্টির ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তখন জাম্ববতীতনয় শাম্ব গদা গ্রহণ করিয়া মহাসুর কালনাভের মস্তকে তাড়না করিলেন, রণক্ষেত্রে উভয়ের গদাযুদ্ধ ভীষণভাব ধারণ করিল, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া উভয়ের গদা চূর্ণিত হইল। সেই বীরদ্বয় অন্য গদা গ্রহণ করিয়া যুদ্ধস্থলে অবস্থিত হইলেন। তখন কালনাভ জাম্ববতীতনয় শাম্বকে কহিল,—একটীমাত্র প্রহারে তোমাকে নিঃসংশয় নিহত করিব, শাম্ব বলিলেন,—রণস্থলে তুমিই পূর্ব্বে আমার প্রতি প্রহার কর। অনন্তর কালনাভ গদা দ্বারা শাম্বমস্তকে প্রহার করিল, জাম্ববতীতনয় শাম্ব স্বীয় গদা দ্বারা

জঘান গদয়া দৈত্যং কালনাভমুরঃস্থলে ॥ ১৯
গদয়া ভিন্নহৃদয় উদ্বমন্ রুধিরং মুখাৎ।
ব্যসুঃ পপাত ভূপৃষ্ঠে বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ২০
[illegible] নৃপ
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নরদুন্দুভয়স্তথা ॥ ২১
শাম্বসেনোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে।
বিদ্যাধর্য্যশ্চ গন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চ জগুর্মুদা ॥২২

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে কালনাভদৈত্যবধো নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কালনাভেঽথ পতিতে মহান্ কোলাহলোঽভবৎ
উষ্ট্রারূঢ়ো মহানাভো দৈত্যঃ প্রাপ্তো রণাঙ্গনে ॥১
মুখাদগ্নিং সমসৃজন্মায়াবী দৈত্যপুঙ্গবঃ।
তেনাগ্নিনা ভূমির্বৃক্ষা জজ্বলুশ্চ দিশো দশ ॥ ২
বীরাণাং কঞ্চুকোষ্ণীষকটিবন্ধাঙ্গরক্ষকাঃ।
প্রজজ্বলুর্মহারাজ মুঞ্জপুষ্পপ্রতূলবৎ ॥ ৩
সমুদ্রপট্টনভবৈঃ পীতারুণসিতাসিতৈঃ
হরিতৈশ্চিত্রবর্ণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ কাশ্মীরজৈরপি ॥ ৪
হেমরত্নখচিতৈশ্চ কম্বলৈঃ সহিতা গজাঃ।
প্রজজ্বলুর্মৃধে রাজন্ বৃক্ষৈঃ শৈলা ইবাগ্নিনা ॥ ৫
শিখারত্নৈশ্চামরৈশ্চ হারৈর্হৈমৈঃ পরিচ্ছদৈঃ।
উৎপতন্তো হয়া যুদ্ধে মৃগা ইব দবাগ্নিনা ॥ ৬
ধ্বজানাং পট্টিকাভিশ্চ পতাকৈর্হেমদামভিঃ।
জ্বলন্তশ্চ রথা রেজুঃ শৃঙ্গাণীবাগ্নিনা পরে ॥ ৭
সৈন্যং ভয়াতুরং দৃষ্ট্বা দীপ্তিমান্ কৃষ্ণনন্দনঃ।
মায়াবহ্নিপ্রশান্ত্যর্থং পর্জ্জন্যাস্ত্রং সমাদধে ॥ ৮
বাণাদ্বিনির্গতা মেঘা সাংবকগণা ইব
ববৃষুর্জ্জলধারাভির্নদন্তো ভৈরবং রবম্ ॥ ৯
আসারেণ মহারাজ প্রাবৃট্‌কালোঽভবৎ ক্ষিতৌ
পুংস্কোকিলাঃ কোকিলাশ্চ ময়ূরাঃ সারসাদয়ঃ ॥১০

তদীয় গদা নিবারণপূর্ব্বক স্বীয় গদা কালনাভ-বক্ষে পাতিত করিলেন। গদাদ্বারা ভিন্নহৃদয় কালনাভ বদন হইতে রুধির বমন করিল এবং প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। হে নৃপ! তখন সাধু-গণের সাধুবাদ ও জয় জয় রব উত্থিত হইল। নরদুন্দুভি ও দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, শাম্বসেনার উপর সুরগণ পুষ্পবর্ষণ করিলেন এবং বিদ্যাধর ও গন্ধর্ব্বগণ আনন্দিত হইয়া নৃত্য গীত করিলেন। ১১—২২।

বিশ্বজিৎখণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর কালনাভ পতিত হইলে মহা কোলাহল হইল, দৈত্য মহানাভ উষ্ট্রে উঠিয়া সমর-ক্ষেত্রে আগমন করিল। দৈত্যপুঙ্গব মায়াবী মহানাভ বদন হইতে বহ্নি সৃষ্টি করিল, সেই অগ্নিতে ভূমি ও বৃক্ষসহ দশদিক দগ্ধ হইল। হে মহারাজ! সে অনলে বীরগণের, বর্ম্ম, উষ্ণীষ, কটিবন্ধ ও কবচনিচয় মুঞ্জ পুষ্প ও তুলার ন্যায় পুড়িয়া গেল। হে রাজন্! সমুদ্রপত্তনজাত পীত, অরুণ, শ্বেত, কৃষ্ণ, হরিত প্রভৃতি বিচিত্রবর্ণ এবং হেমরত্ন খচিত সূক্ষ্ম কাশ্মীর কম্বলাবৃত গজগণ অনল-দগ্ধ শৈল-সমূহের ন্যায় যুদ্ধস্থলে দগ্ধ হইতে লাগিল। মস্তক-মণি, চামর, হেমহার ও পরিচ্ছদ সহ দগ্ধীভূত অশ্বগণ দাবাগ্নিদগ্ধ হরিণের ন্যায় রণক্ষেত্রে উল্লম্ফন করিতে লাগিল। সুবর্ণমাল্য, পতাকা ও ধ্বজসমূহের পট্টিকা সহ রথসমূহ অগ্নিদগ্ধ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় প্রতিভাত হইল। সৈন্যগণকে ভয়াতুর দেখিয়া কৃষ্ণতনয় দীপ্তিমান্ সেই মায়ানল প্রশমনার্থ পর্জ্জন্যাস্ত্র সন্ধান করিলেন, বাণ হইতে প্রলয় মেঘের মত মেঘসমূহ নির্গত হইয়া ভীষণ নাদ করিতে করিতে জলধারা বর্ষণ করিল; হে মহারাজ! সেই ধারাবর্ষণে যেন বর্ষা-কালের প্রাদুর্ভাব হইল। হে মৈথিলেন্দ্র

মণ্ডূকাঃ প্রজগুর্গীর্ভিরিন্দ্রগোপাশ্চ রেজিরে।
ইন্দ্রচাপেন দামিন্যা মৈথিলেন্দ্র বভৌ নভঃ॥ ১১
ইত্থং শান্তিং গতে বহ্নৌ মহানাভো মহাসুরঃ
প্রাহিণোন্নিশিতং শূলং রুষা দীপ্তিমতে ত্বরম্
শূলং সর্পমিবায়ান্তং দীপ্তিমান্ রোহিণীসুতঃ।
চিচ্ছেদ ত্বসিনা যুদ্ধে ফণিনং গরুড়ো যথা॥ ১'
দশস্তং চোস্তটং চোষ্ট্রং মহানাভস্য বাহনম্।
দীপ্তিমান্ স্বেন খড়্গেন সঞ্জঘান রণাঙ্গনে॥ ১৪
দ্বিধাভূতঃ পপাতোর্ব্যাং খড়্গসঞ্ছিন্নকন্ধরঃ।
জগাম পঞ্চতামুষ্ট্রো মহানাভস্য পশ্যতঃ॥ ১৫
মহানাভো মহাদৈত্যো গজমারুহ্য বেগতঃ।
শূলহস্তঃ পুনঃ প্রাগান্নাদয়ন্ ব্যোমমণ্ডলম্॥ ১৬
দীপ্তিমানশ্বমারুহ্য সৈন্ধবং চঞ্চলাসিতম্।
তড়িৎপ্রভেণ খড়্গেন বভৌ শ্রীকৃষ্ণনন্দনঃ॥ '
তুরঙ্গং পার্ষ্ণিঘাতেন প্রোৎপতন্ ধরণীতলাৎ
আরূঢ়ো গজকুম্ভান্তং গিরিশৃঙ্গং যথা হরিঃ॥ ১৮
খড়্গেন শিতধারেণ দীপ্তিমান্ কৃষ্ণনন্দনঃ।
মহানাভস্য সহসা শিরঃ কায়াদপাহরৎ॥ ১৯
বাণবর্ষং প্রকুর্বন্তীং সেনাং তস্য দুরাত্মনঃ।
জঘান দীপ্তিমান্ সিংহো গজযূথং যথাগিরৌ॥
কেচিৎ খড়্গেনাভিহতাঃ শেষা দৈত্যাঃ
পলায়িতাঃ।
দেবা দীপ্তিমতো মূর্দ্ধ্নি পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে॥ ২১
জগুঃ কিন্নরগন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ো দেবাস্তুষ্টুবুঃ শ্রীহরেঃ সুতম্॥ ২২

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে মহানাভবধো নাম
ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৬॥

পুংস্কোকিল, কোকিল, ময়ূর ও সারসাদি, বিহঙ্গগণ কূজন করিল; ভেক সকল স্বভাব-সিদ্ধ রবে ডাকিয়া উঠিল; বর্ষালক্ষণ ইন্দ্র-গোপ কীট বহির্গত এবং গগনগাত্রে সৌদা-মিনী ও ইন্দ্রধনুর উদয় হইল। ১—১১। এই প্রকারে পাবক প্রশান্ত হইলে মহাসুর মহানাভ রোষবশে দীপ্তিমানের প্রতি সত্বর শাণিত শূল নিক্ষেপ করিল, সর্পসদৃশ শূল সমাগত দেখিয়া রোহিণীতনয় দীপ্তিমান্ গরুড়ের সর্প ছেদনের ন্যায় যুদ্ধে অসিদ্বারা তাহা ছেদন করিলেন। দীপ্তিমান্ বর্ম্মাবৃত মহানাভ-বাহন উদ্ভট উষ্ট্রকে স্বীয় অসিদ্বারা সমরে প্রহার করিলেন, দীপ্তিমানের অসিপ্রহারে ছিন্ন-কন্ধর দ্বিখণ্ডিত উষ্ট্র মহানাভের সমক্ষে ভূপৃষ্ঠে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহাসুর মহানাভ সবেগে গজারোহণ করিয়া ব্যোমমণ্ডল প্রতি-ধ্বনিত করত শূলহস্তে পুনরায় সমরস্থলে উপ-স্থিত হইল, কৃষ্ণনন্দন দীপ্তিমান্ও চঞ্চল কৃষ্ণ-বর্ণ সিন্ধুঘোটকে আরূঢ় হইয়া তড়িৎপ্রভ অসি-করে যুদ্ধভূমে শোভিত হইলেন। তিনি পদাঘাতে অশ্বকে চঞ্চল করত সত্বর অগ্রসর হইয়া ধরণীতল হইতে উত্থানপূর্ব্বক গিরিশিখরে সিংহারোহণের ন্যায় কালনাভের করিকুম্ভে আরোহণ করিলেন এবং স্বীয় শাণিত অসিদ্বারা সহসা তাহার মস্তক দেহ হইতে পাতিত করি-লেন। দুরাত্মা কালনাভের সৈন্য বাণবর্ষণ করিতে লাগিল, সিংহ যেমন গজযূথকে নিহত করে, দীপ্তিমান্ও তদ্রূপ অসিদ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। খড়্গাঘাতে অনেক সৈন্য নিহত হইল, অবশিষ্ট অসুর সৈন্য পলায়ন করিল। দেবগণ দীপ্তিমানের মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করিলেন; কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ গান ও অপ্সরারা নৃত্য করিল, মুনি, মহর্ষি ও দেবগণ হরিতনয় দীপ্তিমানের স্তব করি-লেন। ১২—২২।

বিশ্বজিৎখণ্ডে ষট্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ

মহানাভং মৃতং শ্রুত্বা সেনাং বীক্ষ্য পলায়িতাম্
দৈত্যস্তিমিঙ্গিলারূঢ়ো হরিশ্মশ্রুঃ সমাযযৌ ॥ ১
হরিশ্মশ্রুস্তদা দৈত্যো রুষা প্রস্ফুরিতাধরঃ।
উবাচ পরুষং বাক্যং যাদবানাঞ্চ শৃণ্বতাম্ ॥ ২

হরিশ্মশ্রুরুবাচ।

যূয়ং সর্ব্বেঽপি মে শক্ত্যা মনুষ্যাঃ স্বল্পবিক্রমাঃ।
শস্ত্রৈর্জয়ন্তো দীনা বৈ পৌরুষং কিং ভবাদৃশে ॥
ভবতাং বলবান্ কোঽপি বিনা শস্ত্রং ময়া সহ।
করোতি মল্লযুদ্ধং বৈ পৌরুষং যেন দৃশ্যতে ॥৪

নারদ উবাচ।

ইত্থং দৈত্যবচঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা তৎ প্রোদ্ভটং বপুঃ।
সর্ব্বে বভূবুস্তে তূষ্ণীং প্রপশ্যন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ৫
সর্ব্বেষাং পশ্যতাং ভানুঃ সত্যভামাত্মজো বলী।
ত্যক্ত্বা শস্ত্রাণি সহসা তস্থৌ কৃষ্ণং স্মরন্ রণে ॥৬
তিমিঙ্গিলাৎ সমুত্তীর্য্য হরিশ্মশ্রুর্মহাবলঃ।
তস্থৌ তৎসম্মুখে রাজন্ ভুজমাস্ফোট্য যত্নতঃ ॥৭
ভুজাভ্যাঞ্চ ভুজৌ বদ্ধা নোদনাং চক্রতুর্বলাৎ।
দন্তৈর্গজাবিব বনে প্রহরন্তৌ পরস্পরম্ ॥ ৮
নোদয়ামাস তং ভানুং স দৈত্যঃ শতযোজনম্।
ভুজাভ্যাং রাজরাজেন্দ্র সিংহঃ সিংহমিবৌজসা ॥৯
ততঃ পুনঃ কৃষ্ণসুতো হরিশ্মশ্রুং মহাসুরম্।
নোদয়ামাস সহসা সহস্রং যোজনং বলাৎ ॥ ১০
কন্ধরে স্বভুজাং কৃত্বা কটৌ চ বিনিধায় তম্।
ভানুং জানৌ সংগৃহীত্বা পাতয়ামাস দৈত্যরাট্ ॥
ভানুস্তং পৃষ্ঠদেশেঽপি সন্নিধায় ভুজৌজসা।
গৃহীত্বা জঙ্ঘয়োর্দৈত্যং পাতয়ামাস ভূতলে ॥১২
অথ তৌ পুনরুত্থায় ভুজাবাস্ফোট্য তস্থতুঃ।
স্ফুরন্তৌ বলিনৌ রাজন্ সুপর্ণফণিনাবিব ॥ ১৩
দৈত্যো ভুজৌজসা নীত্বা ভানুং শ্রীকৃষ্ণনন্দনম্।
চিক্ষেপ ধৃত্বা চরণাবাকাশে লক্ষযোজনম্ ॥ ১৪

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—মহানাভ মৃত ও অসুর-সেনা পলায়িত হইল, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর দৈত্য হরিশ্মশ্রু তিমিঙ্গিলা-রোহণে সমরাঙ্গণে উপনীত হইল। এবং যাদবগণের সমক্ষে বক্ষ্যমাণ পরুষবাক্য বলিতে লাগিল। হরিশ্মশ্রু বলিল,—আমার শক্তির অপেক্ষায় তোমরা সকলেই স্বল্পবিক্রম মানুষ; দীন জনগণ শস্ত্রদ্বারা শক্র জয় করে, সুতরাং তোমাদের মত লোকের আর বীরত্ব কি? তোমাদের মধ্যে এমন বলবান্ কেহ আছে কি যে, আমার সহিত শস্ত্র ব্যতীত মল্লযুদ্ধ করে? সেরূপ হইলে তোমাদের শক্তি প্রমাণিত হইতে পারে। নারদ বলিলেন,—দৈত্যের তথাবিধ বাক্য শ্রবণ ও তাহার উদ্ভট দেহ দেখিয়া সকলেই তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করত পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। সত্যভামা সুত বলবান্ ভানু সহসা সকলের সমক্ষে অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণস্মরণ করিয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। হে রাজন্! মহাবল হরিশ্মশ্রুও তিমিঙ্গল হইতে অবতরণ করিয়া রণক্ষেত্রে বহুযত্নে বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক ভানুর অভিমুখে অবস্থান করিল। অনন্তর ভুজদ্বারা ভুজদ্বয় আবদ্ধ করত উভয়ে সবলে যুদ্ধারম্ভ করিলেন; বনে দন্ত দ্বারা যুদ্ধকারী গজদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের প্রহার চলিতে লাগিল। হে রাজরাজেন্দ্র! তেজস্বী সিংহ যেমন অপর সিংহকে দূরে নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ ভুজদ্বয়দ্বারা দৈত্য ভানুকে শতযোজন দূরে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর কৃষ্ণতনয় ভানুও পুনরায় মহাসুর হরিশ্মশ্রুকে সবলে সহসা সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। দৈত্যরাজ হরিশ্মশ্রুকন্ধরে স্বহস্ত বিন্যস্ত করত তাঁহাকে কটিদেশে স্থাপিত করত ভানুর জানুদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া পাতিত করিল। ভানুও নিজ-ভুজবলে সেই অসুরকে পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া জঙ্ঘাদ্বয়ে সবেগে গ্রহণপূর্ব্বক দৈত্যকে ভূতলে পাতিত করিলেন, হে রাজন্! অনন্তর পুনরায় উভয়েই উঠিয়া ত্বরিতে বাহু আস্ফোটন-পূর্ব্বক বলবান্ গরুড় ও সর্পের ন্যায় অব-স্থান করিলেন। দৈত্য ভুজবলে কৃষ্ণ-

আকাশাৎ পতিতো ভানুঃ কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ।
প্রহ্লাদ ইব শৈলাগ্রাদ্রক্ষিতঃ কৃপয়া হরেঃ॥ ১৫
হরিশ্মশ্রুং সংগৃহীত্বা দীর্ঘশ্মশ্রো হরেঃ সুতঃ॥
ভ্রাময়িত্বাথ চিক্ষেপ ব্যোম্নি তং লক্ষযোজনম্‌॥
আকাশাৎ পতিতঃ সোঽপি কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ
মুখে কৃত্বা স্বকং কূর্চ্চং মুষ্টিনা তং ততাড় হ॥ ১৭
মুষ্টামুষ্টিরণং রাজন্‌ বভূব ঘটিকাদ্বয়ম্‌।
নিষ্পিষ্টাঙ্গো হরিশ্মশ্রুর্গ্রাবাণং ভানুমূর্দ্ধনি॥ ১৮
চিক্ষেপ চ মহাবেগাদ্রক্তাক্ষঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
ভানুর্দ্রুমং সংগৃহীত্বা প্রাক্ষিপত্তস্য মস্তকে॥ ১৯
সোঽপি দ্রুমং সংগৃহীত্বা প্রাহিণোদ্ভানুমূর্দ্ধনি।
হরিশ্মশ্রুর্মহাদৈত্যো রক্তাক্ষঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ। ২০
গজং গৃহীত্বা শুণ্ডায়াং তেন ভানুং ততাড় হ।
ভানুশ্চান্যং গজং নীত্বা গৃহীত্বা তদ্গজং করে॥
হরিশ্মশ্রুং মহাদৈত্যং গজেনাভ্যহনদ্দৃঢ়ম্‌।
চীৎকারমথ কুর্ব্বন্তং গজং নীত্বা নিপাত্য তম্‌॥ ২২
তস্য দন্তৌ সমুৎপাট্য তাভ্যাং ভানুং ততাড় হ
ভানুমাকাশবাগাহ কূর্চ্চে মৃত্যুঃ কিলাস্য চ॥ ২৩
বরেণ শিবদত্তেন প্রোজ্‌ঝিতোঽয়ং মহাসুরঃ।
ইতি শ্রুত্বা বচো ভানুর্ধাবন্‌ ক্রোধপ্রপূরিতঃ॥২৪
সংগৃহীত্বা ভুজাভ্যাং তং পাদয়োঃ প্রণদন্মুহুঃ।
ভ্রাময়িত্বা মহারাজ সর্ব্বেষাং পশ্যতাং সতাম্‌॥ ২৫
পাতয়ামাস ভূপৃষ্ঠে কমণ্ডলুমিবার্ভকঃ।
মুখাৎ কূর্চ্চং সমুন্নীয় সমুৎপাট্য করৌজসা॥ ২৬
ততাড় মুষ্টিনা মূর্দ্ধ্নি হরিশ্মশ্রুং মহাসুরম্‌।
তদা মৃত্যুং গতে দৈত্যে হরিশ্মশ্রৌ নৃপেশ্বর॥ ২২
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নরদুন্দুভয়স্তথা।
অভূজ্জয়জয়ারাবো ননৃতুর্দেবনায়কাঃ॥ ২৮
প্রসন্না দিবিজা রাজন্‌ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে।
ইত্থং শ্রীকৃষ্ণপুত্রাণাং বিক্রমঃ পরমাদ্ভুতঃ॥ ২৯

তনয় ভানুকে গ্রহণ করিয়া চরণে ধারণপূর্ব্বক শূন্যে লক্ষযোজন দূরে নিক্ষেপ করিল। শূন্য হইতে পতিত কিঞ্চিৎ ব্যাকুলমনা ভানু হরির কৃপায় পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পতিত প্রহ্লাদের ন্যায় রক্ষিত হইলেন। অনন্তর ভানু হরিশ্মশ্রুর দীর্ঘ শ্মশ্রুতে ধরিয়া ভ্রামিত করত গগনে লক্ষ-যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ১—১৬। হরিশ্মশ্রুও কিঞ্চিৎ ব্যাকুলমনা হইয়া শূন্য হইতে পতিত হইল নিজ শ্মশ্রু বদনে নিবিষ্ট করিয়া মুষ্টি দ্বারা ভানুকে তাড়িত করিল। হে রাজন্‌! ঘটিকাদ্বয় যাবৎ উভয়ের পরস্পর মুষ্টিযুদ্ধ চলিল, ক্রোধে মূর্চ্ছিত লোহিতলোচন হরিশ্মশ্রু নিষ্পিষ্টাঙ্গ হইয়া মহাবেগে ভানু মস্তকে প্রস্তর প্রহার করিল। ভানুও বৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া হরিশ্মশ্রুর মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন, দৈত্যও দ্রুম গ্রহণ করিয়া ভানু মস্তকে প্রহার করিল। মহাদৈত্য হরিশ্মশ্রু ক্রোধ মূর্চ্ছিত ও লোহিত লোচন হইয়া হস্তীর শুণ্ডাদণ্ডে ধরিয়া তদ্দ্বারা ভানুকে তাড়িত করিল। ভানুও অন্য এক গজ আনয়ন করত তাহাকে করে ধারণ করত তদ্দ্বারা মহাদৈত্য হরিশ্মশ্রু দৃঢ়রূপে প্রহার করিলেন। হরিশ্মশ্রুও অপর আর একটী গজ আনয়ন করিয়া তাহাকে পাতিত করিল। গজ চীৎকার করিয়া উঠিল, দৈত্য তাহার দন্তদ্বয় উৎপাটিত করত তদ্দ্বারা ভানুকে তাড়না করিল। তখন এক আকাশবাণী প্রাদুর্ভূত হইয়া ভানুকে বলিল—পূর্ব্বে শিববরে এই দানব রক্ষিত হইয়াছে, শ্মশ্রুমধ্যে ইহার মৃত্যুস্থান নিরূপিত জানিবে।" হে ভূপতে! ভানু সেই আকাশবাণী শুনিয়া ক্রোধপূর্ণ হৃদয়ে ধাবিত হইলেন এবং মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিতে করিতে করদ্বয়ে তাহার পাদদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক ভ্রামিত করত সকলের সমক্ষে বালকের কমণ্ডলু নিক্ষেপের ন্যায় ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং তদীয় বদন হইতে শ্মশ্রু সম্যক্‌ প্রকারে আনয়ন করত ভুজবেগে উৎপাটনপূর্ব্বক সেই মহাসুরের মস্তকে মুষ্টি দ্বারা তাড়না করিলেন। হে নৃপবর! দৈত্য হরিশ্মশ্রু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তখন দেব-দুন্দুভি ও নরদুন্দুভি বাদিত হইল, দেবনায়ক-গণ নৃত্য করিলেন, জয় জয় ধ্বনি উত্থিত হইল, হে রাজন্‌! সুরগণ প্রসন্ন হইয়া

ময়া তে কথিতঃ পুণ্যঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি
ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে হরিশ্মশ্রুদৈত্যবধো
নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৭॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

বহুলাশ্ব উবাচ ।
হরিশ্মশ্রুবাদিকান্ ভ্রাতৃন্ মৃতান্ জ্ঞাত্বা মহাসুরঃ
শকুনিঃ কিং চকারাগ্রে বদ তন্মুনিসত্তম ॥ ১
নারদ উবাচ ।
হরিশ্মশ্রৌ হতে রাজন্ শকুনিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
রণাঙ্গনে প্রাহ দৈত্যান্ ভ্রাতৃশোকপরিপ্লুতঃ ॥ ২
শকুনিরুবাচ ।
হে পৌলোমাঃ কালকেয়াঃ সর্ব্বে শৃণুত মদ্বচঃ ।
অহো দৈববলং যেন কিন্ন ভূয়াদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৩
কালনাভেন মে ভ্রাত্রা সমুদ্রমথনে যমঃ ।
জিতঃ পূর্ব্বং সোঽপি দৈবান্মনুষ্যৈরিহ মারিতঃ
শম্বরঃ সূর্য্যজিৎসাক্ষাৎ কার্ষ্ণিনা শিশুনা জিতঃ
উৎকচঃ শক্রজেতাপি মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৫
সোঽপি বালেন কৃষ্ণেন মারিতো নারদাচ্ছ্রুতম্
সমুদ্রমথনে পূর্ব্বমসুরাণাঞ্চ পশ্যতাম্ ॥ ৬
বহ্নির্জ্জিতো হি যেনাপি হৃষ্টঃ সোঽপি নিপাতিতঃ
যস্যাগ্রে বরুণঃ পূর্ব্বং যুদ্ধভীতঃ পলায়িতঃ ॥ ৭
ভূতসন্তাপনঃ সোঽপি মারিতস্তুচ্ছবিক্রমৈঃ ।
যেন পূর্ব্বং মহাবুদ্ধে বিক্রমৈস্তোষিতঃ শিবঃ ॥৮
স বৃকো বৃষ্ণিভিস্তুচ্ছৈর্মারিতঃ সঙ্গরেঽত্র বৈ ।
মহানাভেন মে ভ্রাত্রা দিবি বায়ুর্বিনির্জ্জিতঃ ॥ ৯
মানুষৈর্যাদবৈরত্র মারিতঃ সোঽপি সাম্প্রতম্ ।
হা দৈব যেন স্বর্লোকে জিতঃ শক্রসুতো বলী ॥
নিপাতিতঃ সোঽপি চাত্র হরিশ্মশ্রুশ্চ মানবৈঃ ।
তস্মাদযাদবীং পৃথ্বীং করিষ্যে শপথো মম ॥ ১১
জরাসন্ধেন শাল্বেন দন্তবক্রেণ ধীমতা ।

পুষ্পবর্ষণ করিলেন। এই আমি তোমার নিকট কৃষ্ণতনয়গণের পরমাদ্ভুত পবিত্র বিক্রম কীর্ত্তন করিলাম, পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ১৭—৩০।

বিশ্বজিৎখণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! হরিশ্মশ্রু প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে মৃত জানিয়া মহাসুর শকুনি অতঃপর কি করিল, তাহা বলুন। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! হরিশ্মশ্রু নিহত হইলে ভ্রাতৃশোককাতর শকুনি ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দৈত্যগণকে বলিল। শকুনি কহিল,—হে পুলোমজ হে কালকেয়-গণ! সকলেই আমার বাক্য শ্রবণ কর। অহো কি দৈববল আর কি না বিপর্য্যয় সংঘটিত হইল। আমার ভ্রাতা কালনাভ পূর্ব্বে সমুদ্রমন্থনে যমকে পরাজিত করিয়াছিল, দৈব-বশে মানুষে তাহাকে সমরে মারিল! সাক্ষাৎ সূর্য্যজয়ী শম্বর শিশু প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিহত হইল! নারদের মুখে শুনিয়াছি—শক্রজেতা মহাবল পরাক্রম উৎকচকে বালক কৃষ্ণ মারি-য়াছে! যে হৃষ্ট পূর্ব্বে সমুদ্র মন্থনে অসুরগণের সমক্ষে অগ্নিকে নির্জ্জিত করিয়াছিল, সেও নিহত হইয়াছে! পূর্ব্বে যাহার সম্মুখে যুদ্ধভীত বরুণ পলায়ন করিয়াছিল, স্বাবল যাদবগণ কর্ত্তৃক সেই ভূতসন্তাপনও গতাসু হইল! হে মহাবুদ্ধে! যে বৃক পূর্ব্বে বিক্রম দ্বারা শিবকে তোষিত করিয়াছিল, সে তুচ্ছ বৃষ্ণিগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইল। আমার যে ভ্রাতা মহানাভ স্বর্গে পবন বিজয় করিয়াছিল, সম্প্রতি মানুষ যাদবেরা তাহাকে মারিল। হা দৈব! যে স্বর্গলোকে মহাবিক্রম শক্রতনয়কে জয় করিয়াছিল, এই যুদ্ধে সম্প্রতি সেই হরি-শ্মশ্রু মানব কর্ত্তৃক নিধন প্রাপ্ত হইল! অতএব আমি মেদিনী অযাদবী করিব, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। ১—১১। আমি জরাসন্ধ, শাল্ব, ধীমান দন্তবক্র, মিত্র শিশুপাল এবং সুতল

শিশুপালেন মিত্রেণ যুষ্মাভিঃ সহিতো হ্যহম্ ॥ ১২
সুতলাচ্চ সমাহূতৈর্দানবৈশ্চণ্ডবিক্রমৈঃ।
দেবান্ জেতুং গমিষ্যামি বাণাসুরসমন্বিতঃ ॥ ১৩
কার্ষ্ণ্যাদীনুদ্ভটান্ সর্ব্বান্ বৃষ্ণীন্ জিত্বা দুরাত্মনঃ
সস্ত্রীকানমরান্ বদ্ধা ক্ষিপে মেরুগুহামুখে ॥ ১৪
গোবিপ্রসুরসাধূংশ্চ ছন্দাংসি চ তপস্বিনঃ।
যজ্ঞং শ্রাদ্ধং তিতিক্ষুংশ্চ নানাতীর্থকরান্ পুনঃ ॥
হনিষ্যামি ন সন্দেহশ্চরিষ্যামি সুখং ততঃ।
ধন্তঃ কংসো মহাবীর্য্যো দেবানাং বিজয়ী বলী ॥
ন বিদ্যতে ভূমিতলে মিত্রং মে পরমঃ সুহৃৎ।
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্তা শকুনির্যুদ্ধে দানবেন্দ্রো মহাবলঃ ॥১৭
আযযৌ দৈত্যসহিতঃ প্রদ্যুম্নস্যাপি সম্মুখে।
মহাধনুঃ সমাদায় লক্ষভারসমং দৃঢ়ম্ ॥ ১৮
ময়েন নির্ম্মিতং তজ্জ্যাটঙ্কারং স চকার হ।
ধনুষ্টঙ্কারশব্দেন দিগ্‌গজা বধিরীকৃতাঃ ॥ ১৯
নিপেতুর্গিরয়োঽনেকা বিচেলুঃ সিন্ধবো নৃপ।
ননাদ সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং চকম্পে মণ্ডলং ভুবঃ ॥ ২০

বীরোপরি গতা বীরা জ্যাঘোষেণাতিবিহ্বলাঃ।
রণাদ্দিদ্রুবুর্নাগা উৎপেতুস্তে হয়া মৃধে ॥ ২১
এবং পলায়িতাঃ সর্ব্বে হ্যকস্মাদ্ভয়বিহ্বলাঃ।
তদা গদাদয়ো বীরা আজগ্মুঃ স্যন্দনে স্থিতাঃ ॥
ধনুষ্টঙ্কারয়ন্তস্তে মহাবলপরাক্রমাঃ।
শকুনির্দশভির্বাণৈর্বিব্যাধার্জ্জুনমাহবে ॥ ২৩
গাণ্ডীবী সরথস্তস্মাচ্চতুষ্ক্রোশে পপাত হ।
গদঞ্চ বাণবিংশত্যা শকুনির্যুদ্ধদুর্ম্মদঃ ॥ ২৪
চিক্ষেপ সরথং রাজন্নাদয়ন্ ব্যোমমণ্ডলম্।
চত্বারিংশচ্ছরৈর্বীরোঽনিরুদ্ধং ধন্বিনাং বরম্ ॥২৫
বিব্যাধ সরথং রাজন্নাদয়ন্ ব্যোমমণ্ডলম্।
সাশ্বো রথোঽনিরুদ্ধস্য ষোড়শক্রোশমাস্থিতঃ ॥
শাম্বঞ্চ শিতবাণৈশ্চ ততাড় শকুনির্মৃধে।
শাম্বোঽপি সরথো রাজন্নম্বরে সমরাঙ্গনাৎ ॥ ২৭
দ্বাত্রিংশদ্ যোজনং মার্গং নিপপাত বিদেহরাট্
কার্ষ্ণিং সমাগতং দৃষ্ট্বা শকুনিঃ ক্রোধপূরিতঃ ॥ ২৮
সহস্রৈর্বাণপটলৈঃ সঞ্জঘান রণাঙ্গনে।

হইতে সমাহূত প্রচণ্ডবিক্রম দানবগণকে লইয়া তোমাদের সহিত বাণাসুর সমন্বিত হইয়া দেবগণকে জয় করিবার জন্য যাইব। আমি প্রদ্যুম্নাদি মহাযোদ্ধা দুরাত্মা বৃষ্ণিগণকে জয় করিয়া সপত্নীক অমরগণকে বন্ধনপূর্ব্বক সুমেরুর গুহা মুখে নিক্ষেপ করত গো. বিপ্র, সুর, সাধু, বেদ, তপস্বী, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, তিতিক্ষু এবং নানাতীর্থসেবিগণকে নিঃসন্দেহে নিহত করিয়া সুখে বিচরণ করিব। মহাবীর্য্য দেববিজয়ী বলী কংস ধন্য, আমার পরম সুহৃৎ মিত্র তিনি সম্প্রতি ভূতলে নাই। নারদ বলিলেন,—মহাবল দানবরাজ শকুনি এইরূপ কহিয়া দৈত্যগণের সহিত প্রদ্যুম্নের সম্মুখে যুদ্ধার্থ সমাগত হইল এবং ময়নির্ম্মিত লক্ষভারসম দৃঢ় মহাধনুগ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যাযুক্ত করত টঙ্কার করিল। হে নৃপ সেই ধনুষ্টঙ্কারশব্দে দিগ্‌গজগণ বধির হইল, অনেক পর্ব্বত পতিত জলধি চালিত এবং ভূমণ্ডল এমন কি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত কম্পিত হইল। জ্যাঘোষে অতিবিহ্বল বীরগণ বীরগণের উপর পতিত,গজগণ পলায়ন ও অশ্বসমূহ উল্লম্ফন করিল।১২—২১। ভয় বিহ্বল বীরগণ এইরূপে অকস্মাৎ পলায়ন করিতে থাকিলে তখন মহাবল-পরাক্রম গদাদি বীরগণ রথারোহণে ধনুষ্টঙ্কার করিতে করিতে আগমন করিলেন। শকুনি দশবাণে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে বিদ্ধ করিল, অর্জ্জুন রথসহ সমরক্ষেত্রের চারিক্রোশ দূরে পতিত হইলেন। হে রাজন্! যুদ্ধদুর্ম্মদ শকুনি ব্যোমমণ্ডল নিনাদিত করিয়া বিংশতি বাণে গদকে রথের সহিত নিক্ষিপ্ত করিল। হে রাজন্! ব্যোমমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত বীর শকুনি চত্বারিংশ বাণে ধন্বিবর অনিরুদ্ধকে রথের সহিত বিদ্ধ করিল। অনিরুদ্ধের সারথি অশ্বসহ ষোল ক্রোশ দূরে গিয়া পড়িল। হে রাজন্! শকুনি শাম্বকে শাণিতবাণে সমরে তাড়িত করিল, সরথ শাম্বও সমরক্ষেত্র হইতে দ্বাত্রিংশৎযোজন দূরপথে পতিত হইলেন। হে বিদেহরাজ! প্রদ্যুম্নকে সমাগত দেখিয়া শকুনি ক্রোধে পরিপূরিত হইয়া সহস্র বাণে তাহাকে

প্রদ্যুম্নস্য রথো রাজন্ সম্ভ্রমন্ ঘটিকাদ্বয়ম্ ॥ ২৯
শতক্রোশে পপাতোর্ব্যাং কমণ্ডলুরিবাহতঃ।
সর্ব্বে বিসিস্মুঃ শকুনের্বলং দৃষ্ট্বাথ যাদবাঃ ॥ ৩০
জঘ্নুর্নানাবিধৈঃ শস্ত্রৈর্দৈত্যমদ্রিং যথা গজাঃ।
গদোঽর্জ্জুনোঽনিরুদ্ধশ্চ শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ॥
ধনুষ্টঙ্কারয়ন্তস্তে পুনর্যুদ্ধং সমাগতাঃ।
অথ কার্ষ্ণির্মহাবাহুর্বায়ুবেগরথে স্থিতঃ ॥ ৩২
ধনুষ্টঙ্কারয়ন্ রাজন্ প্রাপ্তোঽভূদ্ রণমণ্ডলে।
প্রলয়ার্ণবসঙ্ঘট্টভীমসঙ্ঘর্ষনাদিনীম্ ॥ ৩৩
ধনুর্জ্জ্যাং শকুনেঃ কার্ষ্ণিশ্চিচ্ছেদ দশভিঃ শরৈঃ।
সহস্রৈশ্চ সহস্রাশ্বান্ রথঞ্চ বিশিখৈঃ শতৈঃ ॥ ৩৪
সারথিং বাণবিংশত্যা পাতয়ামাস ভূতলে।
ততো রথং সমুত্থাপ্য হয়ৈরন্যৈর্নিয়োজিতম্ ॥৩৫
অন্যং সূতং রথে কৃত্বা রথমারুহ্য দৈত্যরাট্।
সন্দধে শিঞ্জিনীং রাজন্ কোদণ্ডে চণ্ডবিক্রমে ॥৩৬
শতং বাণান সমাকৃষ্য নিষঙ্গাৎ পৃষ্ঠতো গতান্
চাপে নিধায় কর্ণান্তমাকৃষ্য প্রাহ মন্মথম্ ॥ ৩৭

শকুনিরুবাচ
এতৈস্বাং ঘাতয়িষ্যামি শক্রমুখ্যং মদোৎকটম্।
পশ্চাৎ সেনাং হনিষ্যামি যদূনাং স্বল্পতেজসাম্ ॥
প্রদ্যুম্ন উবাচ।
সদা বয়ঃকালবলেন দেহিনাং
প্রয়াতি ছায়েব রবের্মুহূর্ত্তঃ।
তথা চ দুঃখঞ্চ সুখং গতাগতং
ঘনাবলির্বায়ুবলেন খে যথা ॥ ৩৯
কৃতাং কৃষিং সিঞ্চতি যাং হি সর্ব্বত-
শ্ছিনত্তি দাত্রেণ যথা কৃষীবলঃ।
তথা হি কালঃ স্বকৃতাং জনাবলীং
সৃজত্যয়ঃ পাতি গুণৈর্বিলুম্পতি ॥ ৪০
ইদং করিষ্যামি করোমি ভূয়ো
মমেদমস্তীতি তবেদমাব্রুবন্।
অহং সুখী দুঃখযুতঃ সুহৃজ্জনো
লোকস্ত্বহঙ্কারবিমোহিতোঽসুরঃ ॥৪১
শকুনিরুবাচ।
ধন্যস্ত্বং রাজশার্দ্দুল মুনীন্ বাগ্মির্বিড়ম্বয়ন্।
স্বভাবো দুস্ত্যজো নৃণাং পৃথগ্‌ভূতস্ত্রিভির্গুণৈঃ।

সমরাঙ্গনে তাড়িত করিল। হে রাজন্! প্রদ্যুম্নের রথ ঘটিকাদ্বয় ভ্রাম্যমাণ হইয়া আহত কমণ্ডলুর ন্যায় শতক্রোশ দূরে মেদিনীতলে পতিত হইল। অনন্তর শকুনির শৌর্য্য দেখিয়া যাদবগণ বিস্মিত হইলেন, এবং গজগণ যেমন পর্ব্বতে আঘাত করে, তদ্রূপ নানাবিধ শস্ত্র-দ্বারা তাহাকে তাড়িত করিলেন। গদ, অর্জ্জুন, অনিরুদ্ধ ও জাম্ববতীতনয় শাম্ব ধনুষ্টঙ্কার করত পুনরায় যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে। হে রাজন্! অনন্তর মহাবাহু প্রদ্যুম্ন ধনুষ্টঙ্কার করিতে করিতে বেগগামী রথারোহণে সমর-ক্ষেত্রে আগমন করিলেন, দশ বাণে প্রলয়ার্ণব-শব্দসদৃশ ভীষণ সংঘর্ষনাদযুক্ত শকুনির ধনুর্গুণ, সহস্রবাণে সহস্র অশ্ব,শাণিত শত শরে রথ এবং বিংশতিবাণে সারথিকে ভূতলে পাতিত করিলেন, অনন্তর দৈত্যরাজ শকুনি অন্য-অশ্বযোজিত অপর রথে উঠিয়া অন্য সারথি লইয়া প্রচণ্ড কোদণ্ডে গুণারোপণপূর্ব্বক পৃষ্ঠগত তূণীর হইতে শত বাণ আকর্ষণ ও চাপে আরোপিত ক কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া পরে প্রদ্যুম্নকে বলিল।২২—৩৭। শকুনি কহিল—অগ্রে সকলের মধ্যে শক্রপ্রধান মদোৎকট তোমাকে নিধন করিয়া পরে ক্ষুদ্রচেতা যাদব-সেনাগণকে নিহত করিব। প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—যেমন কালবশে দেহিগণের আয়ু সর্ব্বদা ক্ষণে ক্ষণে সূর্য্যছায়ার ন্যায় চলিয়া যায়; সুখ-দুঃখও তদ্রূপ বায়ুবলে আকাশে সঞ্চিত মেঘের ন্যায় গতায়াত করে; কৃষকেরা যেমন জল সিঞ্চনে যে কৃষিকে বর্দ্ধিত করে, তাহাই আবার দাত্র দ্বারা ছিন্ন করিয়া থাকে; তদ্রূপ কাল স্বকৃত প্রজামণ্ডলী আত্মগুণ দ্বারা সৃজন, পালন ও সংহার করে। ইহা করিতেছি পুনরায় করিব, ইহা আমার ও ইহা তোমার, আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইনি প্রিয় সুহৃৎ ইহা অহঙ্কার বিমোহিত অসুরস্বভাব লোকে বলিয়া থাকে। শকুনি কহিল—হে রাজসত্তম! তুমি ধন্য, তুমি বাক্যদ্বারা মুনিজনকেও বিড়ম্বিত করিতে পার। মানবগণের গুণত্রয়োৎ-

নারদ উবাচ।

এবং ব্রুবাণাবন্যোহন্যং প্রদ্যুম্নশকুনী মৃধে।
যুযুধাতে মৈথিলেন্দ্র শক্রবৃত্রাবিব স্থিতৌ॥ ৪৩
ইতি তদ্ধনুষো মুক্তান্ বিশিখান্ সূর্য্যরশ্মিবৎ।
চিচ্ছেদ কার্ষ্ণির্বাণেন কুবাক্যেনেব মিত্রতাম্॥ ৪৪
লক্ষভারময়ীং গুর্ব্বীং গৃহীত্বা মহতীং গদাম্।
জঘান মূর্দ্ধ্নি প্রদ্যুম্নং শকুনির্যুদ্ধদুর্ম্মদঃ॥ ৪৫
প্রদ্যুম্নো ভগবান্ সাক্ষাদ্গদয়া বজ্রকল্পয়া।
কাচপাত্রং যথা দণ্ডস্তদ্গদাং শতধাকরোৎ॥ ৪৬
অথ দৈত্যো রুষাবিষ্টস্ত্রিশূলঞ্চ স্ফুরদ্রুচা।
প্রদ্যুম্নস্যাহনন্মূর্দ্ধ্নি শব্দমুচ্চৈঃ সমুচ্চরন্॥ ৪৭
ত্রিশূলেন হরেঃ পুত্রস্ত্রিশূলং শতধাচ্ছিনৎ।
কুন্তং তীক্ষ্ণং শকুনয়ে প্রাহিণোদ্রুক্মিণীসুতঃ॥ ৪৮
কুন্তেন বিদ্ধহৃদয়ঃ কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ।
পরিঘেণ হরেঃ পুত্রং সন্তাড় রণাঙ্গনে॥ ৪৯
যমদণ্ডং ততো নীত্বা রুক্মিণীনন্দনো বলী।
চূর্ণীচকার দৈত্যস্য পরিঘং পরমাদ্ভুতম্॥ ৫০
চঞ্চলাশ্বাংশ্চ সহসা যমদণ্ডেন বেগতঃ।
সারথিং স্যন্দনং দিব্যং পা[illegible]য়ামাস ভূতলে॥ ৫১
হতে মৃত্যুং গতে সারে [illegible] নৃপ।
পরিঘে চ মহাদৈত্যঃ [illegible]
প্রদ্যুম্নোহপি মহাবীরো যমদণ্ডেন [illegible]
দ্বিধা চকার তৎখড়্গং পন্নগং গরুড়ো যথা॥ ৫৩
যমদণ্ডেন তং দৈত্যং স্কন্ধে কার্ষ্ণিস্তাড় হ।
তস্যাঘাতেন শকুনিঃ সদ্যো মূর্চ্ছামবাপ হ॥ ৫৪
দৈত্যসেনাং বিবেশাশু শ্রীকার্ষ্ণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ
নিপাতয়ন্ মহাবীরান্ বনং বৈশ্বানরো যথা॥ ৫৫
গজাংস্তুরঙ্গাংশ্চ রথান্ দৈত্যাংস্তানাততায়িনঃ।
পাতয়ামাস যমবদ্ যমদণ্ডেন মাধবঃ॥ ৫৬
ছিন্নপাদাশ্ছিন্নমুখাশ্ছিন্নাঙ্গাশ্ছিন্নবাহবঃ।
দৈতেয়া দনুজা যুদ্ধে মূর্চ্ছিতা নিধনং গতাঃ॥ ৫৭
যমরূপধরং দৃষ্ট্বা প্রদ্যুম্নং ভীমবিক্রমম্।
ত্যক্ত্বা স্বং স্বং রণং কেচিদ্দুদ্রুবুস্তে দিশো দশ॥

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে শকুনিযুদ্ধবর্ণনং নামাষ্ট-
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ॥ ৩৮॥

পর বিভিন্ন স্বভাব দুষ্পরিহার্য্য। নারদ বলিলেন,—হে মৈথিলেন্দ্র সমরক্ষেত্রে শকুনিপ্রদ্যুম্ন পরস্পর এইরূপ বলিতে বলিতে বৃত্রবাসবের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রদ্যুম্ন শকুনির ধনুর্মুক্ত সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় শাণিত শরসমূহ কুবাক্য দ্বারা মিত্রতার ন্যায় বাণ দ্বারা ছেদন করিলেন। যুদ্ধ দুর্ম্মদ শকুনি লক্ষভারময়ী মহা গুর্ব্বী গদা গ্রহণ করিয়া প্রদ্যুম্নের মস্তকে প্রহার করিলেন। সাক্ষাৎ ভগবান্ প্রদ্যুম্ন বজ্রতুল্য গদা দ্বারা দণ্ড দ্বারা কাচপাত্র ভঙ্গের ন্যায় শতধা খণ্ডিত করিলেন। অনন্তর রোষপরবশ দৈত্য স্ফুরিতপ্রভ ত্রিশূল লইয়া উচ্চশব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক প্রদ্যুম্নমস্তকে প্রহার করিল। রুক্মিণীতনয় প্রদ্যুম্নও ত্রিশূল দ্বারা তাহা শতধা ছেদন করিয়া শকুনির উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ কুন্ত প্রয়োগ করিলেন। কুন্ত দ্বারা বিদ্ধ হৃদয় শকুনি কিঞ্চিৎ ব্যাকুলমনা হইয়া রণক্ষেত্রে পরিঘ দ্বারা প্রদ্যুম্নকে প্রহার করিল। অনন্তর ভগবান্ প্রদ্যুম্ন যমদণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক শকুনির পরমাদ্ভুত পরিঘ চূর্ণ করিলেন। ঐ যমদণ্ডের বেগে তৎক্ষণাৎ চঞ্চল অশ্ব, সারথি ও দিব্যরথ ভূতলে পতিত হইল। ৩৮—৫১। হে নৃপ! অশ্বসহ সারথি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত এবং রথ ও পরিঘ চূর্ণিত হইলে মহাসুর শকুনি রোষবশে অসি গ্রহণ করিল। হে মৈথিল! মহাবীর প্রদ্যুম্নও যমদণ্ড দ্বারা সেই অসি গরুড়ের সর্পচ্ছেদনের ন্যায় দ্বিখণ্ডিত করিলেন। প্রদ্যুম্ন যমদণ্ড দ্বারা শকুনির মস্তক তাড়িত করিলেন, দণ্ডাঘাতে শকুনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর প্রদ্যুম্ন ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া মহাবীরগণকে নিহত করিতে করিতে বনে বৈশ্বানরের ন্যায় অসুর সেনামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ছিন্নপাদ, ছিন্নবদন, ছিন্নাঙ্গ ও ছিন্নবাহু দৈত্য দানবে[illegible]দ্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইল; কোন কোন অসুরসেনা যমরূপধর ভীমবিক্রম প্রদ্যুম্নকে প্রত্যক্ষ করিয়া

স্ব স্ব রণক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক দশদিকে পলায়ন করিল।

বিশ্বজিৎখণ্ডে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

শকুনিঃ পুনরুত্থায় স্ববলং বীক্ষ্য পোথিতম্।
জগ্রাহ স মহারাজ লক্ষভারসমং ধনুঃ ॥ ১
নিধায় বাণং নিশিতং কোদণ্ডে চণ্ডবিক্রমে।
কার্ষ্ণিং প্রাহ রণে রাজন্ শকুনির্দৈত্যরাট্ বলী ॥ ২

শকুনিরুবাচ।

কর্ম্ম প্রধানং জগতীতলে মহৎ-
কর্ম্মৈব সাক্ষাদ্ গুরুরীশ্বরঃ প্রভুঃ।
উচ্চাবচত্বং ভবতীহ কর্ম্মণা
তেনৈব রাজন্ বিজয়ঃ পরাজয়ঃ ॥ ৩
গবাং সহস্রেষু যথা হি বৎসকঃ
স্বমাতরং বিন্দতি পশ্যতাং সতাম্।
তথাহি যেনাপি কৃতং শুভাশুভং
নরেষু তিষ্ঠৎস্ব তমেব গচ্ছতি ॥ ৪
ততো বিজেষ্যামি দৃঢ়েন কর্ম্মণা
রিপুং ভবন্তং শপথঃ কৃতো ময়া।
সদ্যঃ কুরু ত্বং প্রতিকারমেব তদ্
যেনাপি ন স্যাদ্ভুবি তে পরাজয়ঃ ॥ ৫

প্রদ্যুম্ন উবাচ।

কর্ম্ম প্রধানং যদি মন্যতে ভবান্
কালং বিনা তর্হি ফলং ন বিদ্যতে।
কৃতে চ পাকে যদি বিঘ্নতা ক্বচিৎ
সদা বলিষ্ঠং সময়ং বিদুঃ পরে ॥ ৬
পাকপ্রকারে সতি পাকসাধনং
কদাপি কর্ত্তারমৃতে ন জায়তে।
বদন্তি কর্ত্তারমতঃ পরং পরে
ন কর্ম্ম কালং শৃণু দৈত্যপুঙ্গব ॥ ৭
যোগং বিদুঃ কেঽপি যদা হ্যযোগতঃ
কথং ভবেৎ কৌ কিল পাকসাধনম্।
সর্ব্বং হি বা যোগমৃতে বৃথা ভবেৎ-
কালে তথা কর্ম্মণি কর্ত্তরি স্থিতে ॥ ৮
যোগে তথা কর্ম্মণি কর্ত্তরি স্থিতে
কালে বিধিঃ সাঙ্খ্যমৃতে বৃথা ভবেৎ।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—হে মহারাজ! বলবান দৈত্যরাজ শকুনি পুনরায় উঠিয়া স্বীয় সৈন্য পতিত দর্শনে লক্ষভার সম ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক সেই চণ্ডবিক্রম কোদণ্ডে নিশিত শর আরোপিত করত প্রদ্যুম্নকে রণক্ষেত্রে বলিতে লাগিল। শকুনি কহিল,—হে রাজন্! জগতীতলে কর্ম্মই প্রধান, কর্ম্মই সাক্ষাৎ মহা গুরু, প্রভু, কর্ম্ম দ্বারাই লঘুতা ও গুরুতা হয়; আর কর্ম্ম দ্বারাই জয় পরাজয় হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র গোযুথ মধ্যে বৎস যেমন নিজ জননীকে খুঁজিয়া লয়, তদ্রূপ মানবকৃত শুভাশুভকর্ম্ম অপরাপর বহু মানব থাকিতেও কর্ত্তাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা সাধুজনের প্রত্যক্ষ। অতএব দৃঢ় কর্ম্ম দ্বারা তোমার মত শত্রুকে জয় করিব, আমি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অতএব ভূতলে যাহাতে তোমার পরাজয় না হয়, এখনই তদ্রূপ প্রতীকার কর, প্রদ্যুম্ন বলিলেন,—তুমি যদি কর্ম্মকেই প্রধান মনে করিয়া থাক, তবে কাল বিনা তাহার ফল ফলিবে না; ক্বচিৎ সেই কর্ম্মফল ফলিতে যদি বিঘ্ন উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিজ্ঞগণ কালেরই বলিষ্ঠতা বলিয়া থাকে না। হে অসুরবর! শ্রবণ কর—বিপাক-কর্ম্মের কাল উপস্থিত হইলেও কর্ত্তা ব্যতীত কদাপি তাহা নিষ্পন্ন হয় না, অতএব কর্ত্তারই প্রাধান্য, কর্ম্ম বা কালের নহে। কেহ বলেন—এ বিষয়ে যোগেরই প্রাধান্য, সেই যোগ ব্যতীত পৃথিবীতে কি প্রকারে পাক প্রসাধন হইতে পারে? অতএব কর্ম্ম, কর্ত্তা ও কালের বিদ্যমানতা থাকিলেও সমস্তই যোগ ব্যতীত বৃথা হয়। যোগ,কর্ম্ম কর্ত্তা ও কালের বিদ্যমানতা থাকিলেও

পাকপ্রকারাদ্যবিচারক্ল্‌দ্ যদা
ন তর্হি পাকস্ত যথা প্রসাধনম্॥ ৯
যোগকর্ম্মবিধিকারকসাধ্যো-
ব্র্র্হ্মপুরুষমৃতে নহি কিঞ্চিৎ।
তন্নমামি পরিপূর্ণতমাংশং
যেন বিশ্বমখিলং বিদিতং খে॥ ১০

শকুনিরুবাচ।

হে প্রদ্যুম্ন মহাবাহো ত্বং সাক্ষাজ্‌জ্ঞানশেবধিঃ।
তব দর্শনমাত্রেণ নরো যাতি কৃতার্থতাম্॥ ১১
যে ত্বৎসঙ্গং সমাসাদ্য বার্ত্তাং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ।
তেষাং তু মহিমানং হি বক্তুং নালং চতুর্ম্মুখঃ॥১২

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা শকুনির্দৈত্যো মায়াবী দৈত্যরাট্ বলী।
শিক্ষিতং ময়দৈত্যেন রৌরবাস্ত্রং সমাদধে॥ ১৩
মহোরগা দন্দশূকা বৃশ্চিকাশ্চ বিষোৎকটাঃ।
কোটিশো নির্গতা রাজন্ করালা রৌদ্ররূপিণঃ॥
তৈর্দংশিতং বলং সর্ব্বং ফুৎকারৈর্ম্মত্ততাং গতম্
বীক্ষ্য কার্ষ্ণির্মহাবুদ্ধির্গারুড়াস্ত্রং সমাদধে॥ ১৫
কোটিশো গরুড়া বাণান্নীলকণ্ঠাঃ কলাপিনঃ।
অন্যে চ পক্ষিণো ভীমা নির্গতাস্তস্য পত্রতঃ॥১৬
অগ্রসন্ন্ রগান্ যুদ্ধে দন্দশূকান্ সবৃশ্চিকান্।
তীক্ষ্ণতুণ্ডা বৃহৎপক্ষাঃ ক্ষণাত্তেঽদৃশ্যতাং গতাঃ
দৈত্যোঽপি রাক্ষসীং মায়াং গান্ধর্বীং
গৌহ্যকীং পুনঃ।
পৈশাচীং সন্দধে রাজন্ শকুনির্যুদ্ধদুর্ম্মদঃ॥ ১৮
তদ্বাণনির্গতা ভূতাস্তথা প্রেতাশ্চ কোটিশঃ।
অঙ্গারান্মুমুচুস্তে বৈ করালাঃ কৃষ্ণরূপিণঃ॥ ১৯
জ্ঞাত্বাথ তামসীং মায়াং পৈশাচীং মীনকেতনঃ।
সত্ত্বাস্ত্রং সন্দধে বাণে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হরেঃ সুতঃ॥
তস্মাদ্বিনির্গতা রাজন্ কোটিশো বিষ্ণুপার্ষদাঃ।
জঘ্নুঃ পিশাচীং তাং মায়াং পন্নগীং গরুড়ো যথা
মায়াং দৈত্যোঽপি মায়াবী গৌহ্যকীং সন্দধে
পুনঃ।
সম্ভূতাঃ কোটিশো মেঘা গর্জন্তো ভীমরূপিণঃ॥
বিণ্মূত্রপূয়রুধিরমেদোমজ্জাস্থিবর্ষিণঃ।

জ্ঞানযোগ ব্যতীত কালের বিধান বৃথা হয়; যেহেতু পাকপ্রকারের বিচার না করিলে পাক-প্রসাধন সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্ম পুরুষ ব্যতীত যোগ, কর্ম্ম, বিধি, কর্ত্তা প্রভৃতি কোন কার্য্য-সাধক হয় না; অতএব যাঁহার জ্ঞান হইলে নিখিল বিশ্ব আকাশ নগরীর ন্যায় অসৎ মনে হয় সেই পরিপূর্ণতমাংশ ভগবান্‌কে নমস্কার।১-১০। শকুনি কহিল,—হে মহাবাহো প্রদ্যুম্ন! তুমি সাক্ষাৎ জ্ঞাননিধি, তোমার দর্শনে মানব কৃতার্থ হয়; যাহারা তোমার সঙ্গলাভ করিয়া নিত্য বার্ত্তালাপ করে, তাহাদের মহিমা বলিতে চতুর্ম্মুখও সমর্থ নহেন। নারদ বলিলেন,—মায়াবী বলবান্ দৈত্যরাজ শকুনি এইরূপ বলিয়া ময়দানব শিক্ষিত রৌরবাস্ত্র সন্ধান করিল,—হে রাজন্! সেই অস্ত্র হইতে করাল ভয়ঙ্কর কোটি কোটি মহাসর্প,হিংস্রজন্তু ও উৎকটবিষ বৃশ্চিক বিনির্গত হইল। সেই সকল সর্পাদির ফুৎকারে সৈন্যসমূহ উন্মত্ত হইয়া গেল মহাপ্রাজ্ঞ প্রদ্যুম্ন গরুড়াস্ত্র সন্ধান করিলেন, তাহা হইতে কোটি কোটি গরুড় নীলকণ্ঠ ময়ূর এবং অন্যান্য অনেক ভীষণ পক্ষী সকলের সমক্ষে নির্গত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সেই সকল সর্প, রাক্ষস ও বৃশ্চিকগণকে গ্রাস করিল এবং ক্ষণকাল মধ্যে সেই সকল তীক্ষ্ণতুণ্ড বৃহৎ পক্ষী অদৃশ্য হইয়া গেল। হে রাজন্! যুদ্ধদুর্ম্মদ শকুনি পুনরায় রাক্ষসী, গান্ধর্ব্বী, গৌহ্যকী ও পৈশাচী মায়াবাণ সন্ধান করিল; তাহা হইতেও পূর্ব্ববৎ কোটি কোটি ভূতপ্রেত নির্গত হইল, সেই সকল কৃষ্ণরূপী করাল ভূতাদি অঙ্গার বর্ষণ করিল! অনন্তর যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন তাহার তামসী পৈশাচী মায়া জানিতে পারিয়া ধনুকে সত্ত্বাস্ত্র সন্ধান করিলেন। তাহা হইতে কোটি কোটি বিষ্ণুপার্ষদ বহির্গত হইলে, হে রাজন্! তাহারা গরুড়ের নাগনাশের ন্যায় সেই পৈশাচী মায়া বিনাশ করিল ১১—২১। মায়াবী দৈত্যও পুনরায় গুহ্যকমায়াময় আর একটি বাণসন্ধান করিল, তাহা হইতে কোটি কোটি ভীমরূপী গর্জ্জনকারী মেঘ সঞ্চারিত হইয়া বিষ্ঠা,মূত্র, পূয়,

জ্ঞাত্বাথ গৌহকীং মায়াং প্রদ্যুম্নো ভগবান্ হরিঃ
তন্নাশার্থং মহারাজ কোলাস্ত্রং সন্দধে স্থিরো। ২৩
তদ্বাণাদ্ যজ্ঞবরাহো নির্গতো ঘর্ঘরস্বনঃ। ২৪
সটা বিধুন্ন্ বেগেন দংষ্ট্রয়া তীক্ষ্ণয়া ঘনান্।
বিদারয়ন্ রণে রেজে বেণুমত্তগজো যথা। ২৫
ছিত্ত্বাথ গৌহকীং মায়াং তত্রৈবান্তরধীয়ত।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাদৈত্যঃ শকুনির্দুর্মদঃ। ২৬
গান্ধর্বীং মোহিনীং মায়াং চকার রণমণ্ডলে।
যুদ্ধং ন দৃশ্যতে তত্র হেমসৌধানি কোটিশঃ। ২৭
বস্ত্রালঙ্কারযুক্তানি বভূবুঃ পশ্যতাং সতাম্।
বিদ্যাধর্য্যশ্চ গন্ধর্ব্ব্যো গায়ন্ত্যো নৃত্যতৎপরাঃ। ২৮
মৃদঙ্গতালবাদিত্রৈর্মোহনৈ রাগমিশ্রিতৈঃ।
হাবভাবকটাক্ষৈশ্চ তোষয়ন্ত্যো জনান্নৃপ। ২৯
মোহিন্যঃ সুন্দরীরামাঃ শ্যামাঃ কমললোচনাঃ।
তাসাং লাবণ্যরাগাভ্যাং মোহং যাতেষু বৃষ্ণিষু।
গান্ধর্বীং মোহিনীং মায়াং জ্ঞাত্বা কার্ষ্ণির্মহাবলঃ
সন্দধে তৎপ্রহারার্থে জ্ঞানাস্ত্রং রণমণ্ডলে। ৩১

জ্ঞানোদয়ে তদা জাতে মোহনাশো নৃপেশ্বর।
নাশং গতায়াং মায়ায়াং শকুনিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
রাক্ষসীং সন্দধে মায়াং মায়াবী দৈত্যপুঙ্গবঃ।
সপক্ষৈঃ পর্ব্বতৈ রাজন্ ক্ষণাত্তচ্ছাদিতং নভঃ।
মহান্ধকারোঽভূৎ পৃথ্ব্যাং পরার্দ্ধে চ ঘনৈরিব।
দগ্ধরুক্‌শিলাস্থীনি কবন্ধরুধিরাণি চ। ৩৪
গদাপরিঘনিস্ত্রিংশমুষলাদীনি সর্ব্বতঃ।
অম্বরাদ্ববৃষুঃ শৈলা মেঘা ইব বিদেহরাট্। ৩৫
রক্ষোগণাঃ শূলহস্তাশ্ছিন্ধি ভিন্ধীতি বাদিনঃ।
যাতুধানাশ্চ শতশো ভক্ষয়ন্তো দ্বিপান্ হয়ান্। ৩৬
সিংহব্যাঘ্রবরাহাংশ্চ দৃশ্যন্তে রণমণ্ডলে।
মর্দ্দয়ন্তো নখৈর্নাগাংশ্চর্ব্বয়ন্তো বপূংষি বৈ। ৩৭
পলায়মানং স্ববলং দৃষ্ট্বা কার্ষ্ণির্মহাবলঃ।
জেতুং তাং রাক্ষসীং মায়াং নৃসিংহাস্ত্রং সমাদধে
আবির্ভূতো হরিঃ সাক্ষান্ সিংহো রৌদ্ররূপধৃক্।
স্ফুরৎসটো ললজ্জিহ্বো নখলাঙ্গুলভূষিতঃ। ৩৯

রুধির মেদ, মজ্জা ও অস্থিবর্ষণ করিতে লাগিল। হে রাজন্! অনন্তর ভগবান্ হরি প্রদ্যুম্ন সেই গৌহকী মায়া বিদিত হইয়া তাহার নাশার্থ ধনুকে কোলাস্ত্র সন্ধান করিলেন। তাহা হইতে ঘর্ঘরনাদ যজ্ঞবরাহ নির্গত হইয়া জটাসমূহ কম্পিত করত সবেগে তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা দ্বারা বেণুরবোন্মত্ত গজের ন্যায় সেই সকল মেঘ বিদারণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে বিরাজ করিলেন। অনন্তর গৌহকী মায়া বিনাশ করিয়া বরাহ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর রণ-দুর্ম্মদ মহাদৈত্য ক্রুদ্ধ শকুনি রণক্ষেত্রে গান্ধর্বী মায়া বিস্তার করিল। হে নৃপ! তখন আর যুদ্ধ দেখা গেল না, তৎপরিবর্ত্তে দর্শকদিগের সমক্ষে বস্ত্রালঙ্কারযুক্ত কোটি কোটি স্বর্ণসৌধের আবির্ভাব হইল, বিদ্যাধরী ও গন্ধর্বীগণ গান করিয়া নৃত্যতৎপর হইল, মধুররাগ-মিশ্রিত মৃদঙ্গ ও তালবাদ্যে এবং হাবভাব কটাক্ষে জনগণকে প্রীত করিল। মোহিনী সুন্দরী কমললোচনা শ্যামা রামাগণের রূপলাবণ্যে বৃষ্ণিগণের মোহ জন্মিল। মহাবল প্রদ্যুম্ন সেই মোহিনী গান্ধর্বী মায়া অবগত হইয়া রণক্ষেত্রে সেই মায়া বিনাশার্থে জ্ঞানাস্ত্র যোজন করিলেন। হে নৃপেশ্বর! তখন জ্ঞানোদয়ে মোহনাশ হইল, মোহনাশে অসুররাজ শকুনি ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া রাক্ষসী মায়ার সন্ধান করিল। হে রাজন্! ক্ষণকাল মধ্যে পক্ষযুক্ত বহু পর্ব্বতে অন্তরীক্ষ আচ্ছাদিত হইল; পৃথিবী প্রলয়কালীন ঘনাবলীর অন্ধকারের মত অন্ধকারাবৃত হইয়া গেল; ইতস্তত দগ্ধ অঙ্গার, শিলা, অস্থি, কবন্ধ, রুধির, গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ ও মুষলাদিবৃষ্টি হইল; হে বিদেহরাজ! আকাশ হইতে মেঘবৎ শৈল সকল পতিত হইতে লাগিল; শূলহস্ত রাক্ষসগণ ছেদ কর—ভেদ কর" বলিতে লাগিল, অপর শত শত রাক্ষস গজগণকে ভক্ষণ করিল, রণক্ষেত্রে বহু সিংহ ব্যাঘ্র ও বরাহ আবির্ভুত হইয়া নখ দ্বারা গজগণকে মর্দ্দন ও দন্ত দ্বারা তাহাদের দেহ চর্ব্বণ করিতে লাগিল। ২২—৩৭। স্বীয় সৈন্য পলায়মান অবলোকন করিয়া মহাবল প্রদ্যুম্ন সেই রাক্ষসী মায়া জয়ের জন্য নৃসিংহাস্ত্র সন্ধান করিলেন, হরি সাক্ষাৎ ভীষণ-মূর্ত্তি নৃসিংহরূপে আবির্ভূত

চলদ্বালো ভীষণাস্যো হুঙ্কারেণাতিভীষণঃ।
সিংহনাদঞ্চ কুর্ব্বন্ বৈ সংস্থিতো রণমণ্ডলে ॥ ৪০
ননাদ তেন ব্রহ্মাণ্ডং সপ্তলোকৈর্বিলৈঃ সহ।
বিচেলুর্দিগ্‌গজাস্তারা রাজন্ ভূখণ্ডমণ্ডলম্ ॥ ৪১
গৃহীত্বা হন্বরে শৈলান্ সবৃক্ষান্নখরৈঃ খরৈঃ।
পাতয়ামাস ভূপৃষ্ঠে দৈত্যানাঞ্চ প্রপশ্যতাম্ ॥৪২
রক্ষোগণান্ সংগৃহীত্বা পাতয়ামাস বেগতঃ।
যাতুধানগণান্ পদ্ভ্যাং স মমর্দ্দ হরির্মৃধে ॥ ৪৩
সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ বরাহাংশ্চ সংবিদার্য্য নখৈঃ খরৈঃ।
চিক্ষেপ গগনে বিষ্ণুস্তত্রৈবান্তর্দধে পুনঃ ॥ ৪৪
নাশং গতায়াং মায়ায়াং রাক্ষস্যাং রুক্মিণীসুতঃ।
শঙ্খং দধ্মৌ বিজয়দং মৈথিলেন্দ্র রণাঙ্গনে ॥ ৪৫
অভূজ্জয়জয়ারাবো দুন্দুভিধ্বনিমিশ্রিতঃ।
প্রদ্যুম্নস্যোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে ॥ ৪৬
স্বমায়ায়াং নির্গতায়াং শকুনির্দৈত্যপুঙ্গবঃ।
সরথঃ সৈনিকৈঃ সার্দ্ধং তত্রৈবান্তর্হিতোঽভবৎ ॥

মায়াং চকার দৈতেয়ীং ময়দৈত্যপ্রদর্শিতাম্।
হস্তিশুণ্ডাসমাং ধারাং বর্ষন্তোঽহতিতড়িৎস্বনাঃ ॥৪৮
সাম্বর্ত্তকগণা মেঘা আজগ্মুঃ পশ্যতাং সতাম্।
ক্ষণাৎ সর্ব্বে সমুদ্রাস্তে চণ্ডবাতেন বেপিতাঃ ॥৪৯
ক্ষুভিতা ঊর্ম্মিসংঘর্ষাবর্ত্তৈঃ প্লাবিতভূরুহাঃ।
ভূমণ্ডলং ঝপদি তৎ প্লাবিতং চাম্ভিতিঃ সহ ॥ ৫০
দৃষ্ট্বাথ যাদবাঃ সর্ব্বে প্রাপুস্তত্র ভয়ং বহু।
বদন্তো রাম কৃষ্ণেতি বিস্মৃতস্বপরাক্রমাঃ ॥ ৫১
ক্ষণমাত্রেণ রাজেন্দ্র তূষ্ণীভূতাঃ পরাজিতাঃ।
তদা কার্ষ্ণির্ম্মহাবাহুঃ কোদণ্ডে চণ্ডবিক্রমে।
বাণং নিধায় সহসা শ্রীকৃষ্ণাস্ত্রং সমাদধে ॥ ৫২
নবার্ককোটিদ্যুতিমন্মহন্মহো
বীরং জয়ন্মৈথিল বৈ দিশো দশ।
সমাগতং তত্র কুশস্থলীপুরঃ
স্বয়ং পরং স্বার্থমিবাত্মবাঞ্ছিতম্ ॥ ৫৩

হইলেন, তাঁহার জটা প্রস্ফুরিত, রসনা লোল। তিনি নখররাজি ও লাঙ্গুলশোভিত তাঁহার কেশ চঞ্চল, বদন ভীষণ ও হুঙ্কার অতি
তিনি সিংহনাদ করিয়া রণস্থলে অবস্থিত হইলেন, তাহাতে সপ্তলোক ও পাতালসহ ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিত হইল, দিগ্‌গজগণ বিচলিত ও তারকারাজি পতিত হইয়া ভূতল শোভিত করিল। সেই নৃসিংহ প্রখর নখররাজি দ্বারা বৃক্ষসহ শৈল শূন্যে তুলিয়া লইয়া দৈত্যগণের সমক্ষে ক্ষিতিতলে পাতিত ও রাক্ষসগণকে ধরিয়া সবেগে পাতিত করিলেন। তিনি রণক্ষেত্রে রাক্ষসগণকে পদদ্বারা মর্দ্দিত ও খর নখর দ্বারা সিংহ ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে বিদারণ করত অন্তরীক্ষে নিক্ষেপ করিয়া সেই-স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। হে মৈথিলেন্দ্র! এই-রূপে রণক্ষেত্রে রাক্ষসী মায়া উপশমিত হইলে প্রদ্যুম্ন বিজয়প্রদ শঙ্খধ্বনি করিলেন, দুন্দুভি-ধ্বনিমিশ্রিত জয় জয় রব উত্থিত হইল, তাঁহার উপর সুরগণ পুষ্পবর্ষণ করিলেন। স্বীয় মায়া বিনষ্ট হইলে দৈত্যরাজ শকুনি সৈনিক ও রথসহ সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইল এবং ময়-দানব-প্রদর্শিত দৈতেয়ী মায়া বিস্তার করিল। তখন তড়িতশব্দমিশ্রিত হস্তিশুণ্ড সমাকার বারিধারা বর্ষণ করিতে করিতে দর্শকগণের সমক্ষে প্রলয়ের মেঘগণ আবির্ভূত হইল, তাহারা ক্ষণকাল মধ্যে প্রচণ্ড বাতে অব্ধি প্রকম্পিত করিল, সাগর সকল ক্ষুভিত হইয়া আবর্ত্ত ও তরঙ্গাবলী দ্বারা তীরতরুসকল প্লাবিত করিতে লাগিল। সেই প্লাবনে তৎ-ক্ষণাৎ জীবগণের সহিত ক্ষিতিতল জলমগ্ন হইয়া গেল ।৩৮-৫০। অনন্তর তদ্দর্শনে যাদবগণ রণক্ষেত্রে অত্যন্ত ভয় পাইলেন এবং স্বীয় পরাক্রম ভুলিয়া গিয়া 'হে রাম হে কৃষ্ণ' বলিতে লাগিলেন। হে রাজন্! ক্ষণমাত্রে যাদবগণ পরাজিত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলেন। তখন মহাবাহু প্রদ্যুম্ন সহসা প্রচণ্ডবিক্রম কোদণ্ডে বাণ বিন্যাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণাস্ত্র সন্ধান করিলেন। হে মৈথিল! তখন স্বয়ং সমাগত অভীষ্টের ন্যায় কোটি নবদিবাকর-দ্যুতিশালী শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর এক তেজ দশদিক্ জয়পূর্ব্বক দ্বারকা হইতে তথায় আগমন

তস্মিন্ পরে তেজসি নূতনাম্বুদ-
চ্ছবিং সুবর্ণাম্বুজরেণুবাসসম্।
ভৃঙ্গাবলীকূজিতকুন্তলাবলিং
স্রজং দধানং নববৈজয়ন্তীম্॥ ৫৪
শ্রীবৎসরত্নোত্তমচারুবক্ষসং
পদ্মবিশালবীক্ষণম্।
স্ফুরৎকিরীটং বরহারনূপুরং
লসন্নবার্কদ্যুতিহেমকুণ্ডলম্॥ ৫৫
বিলোক্য দেবং যদবোঽতিহর্ষিতাঃ
পরং প্রণেমুঃ কৃতহস্তসম্পুটাঃ॥
প্রচক্রিরে মৈথিল পুষ্পবর্ষিণোঽ-
মরা জয়ারাবমতীব সর্ব্বতঃ॥ ৫৬
দৈত্যস্য শকুনেঃ সজ্যং কোদণ্ডং প্রাচ্ছিনৎক্রুধা
শার্ঙ্গমুক্তেন তচ্ছার্ঙ্গী বাণেনৈকেন লীলয়া॥ ৫
স ছিন্নধন্বা শকুনিস্ত্যক্ত্বা যুদ্ধং প্রধর্ষিতঃ।
হেতিসংহতিমানেতুং যযৌ চন্দ্রাবতীং পুরীম্॥৫৮

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে শ্রীকৃষ্ণাগমনং নামৈ-
কোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩৯॥

করিল। সেই অস্ত্রের উত্তম তেজোমধ্যে নবীন মেঘকান্তি চতুর্ব্বাহু পরমদেব বিদ্যমান, তাঁহার নয়ন পদ্মের ন্যায় বিশাল, পরিধানে স্বর্ণ-কমলের পরাগতুল্য পীতবসন, ললাটে চূর্ণ-কুন্তল,গলে ভ্রমর-নাদিত বৈজয়ন্তী মালা, উত্তম হার, চারুবক্ষ শ্রীবৎসরত্নশোভিত, মস্তকে কিরীট, চরণে উত্তম নূপুর ও কর্ণে নব দিবাকরদ্যুতি স্বর্ণ কুণ্ডল, হে মৈথিল! তাঁহাকে দেখিয়া যাদবগণ অতিহর্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম এবং অমরগণ সর্ব্বদিকে পুষ্প বর্ষণ করিয়া উচ্চ জয় জয় রব করিলেন। সেই দেব শার্ঙ্গধর রোষবশে শার্ঙ্গধনুর্মুক্ত একটীমাত্র বাণে অবলীলাক্রমে অসুর শকুনির জ্যাযুক্ত ধনু ছেদন করিলেন। ছিন্ন-ধন্বা অভিভূত শকুনি যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া অস্ত্র আনিবার জন্য চন্দ্রাবতী পুরীতে গমন করিল। ৫১—৫৮।

বিশ্বজিৎখণ্ডে ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥৩৯

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ।
দৈত্যে গতেঽথ শকুনৌ ভগবান্ কমলেক্ষণঃ।
কাষ্ণ্যাদিযাদবান্ সর্ব্বানাহূয়েত্থমুবাচ হ॥ ১
শ্রীভগবানুবাচ।
দৈত্যোঽয়ং শকুনিঃ পূর্ব্বং সুমেরোঃ পার্শ্ব উত্তরে
চতুর্যুগং বর্জ্জিতান্নস্তপসাতোষয়চ্ছিবম্॥ ২
চতুর্যুগে ব্যতীতে তু সাক্ষাদ্দেবো মহেশ্বরঃ।
প্রসন্নো দর্শনং দত্ত্বা বরং ব্রূহীত্যুবাচ হ॥ ৩
নত্বাথ শকুনির্দৈত্যঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ।
হৃষ্টরোমাশ্রুপূর্ণাক্ষঃ প্রাহ গদ্গদয়া গিরা॥ ৪
মৃতঃ সন্ ভূমিসংস্পর্শাদ্ভূয়াসং জীবিতঃ প্রভো
আকাশে মে মৃতির্দ্দেব মা ভূয়াদ্ঘটিকাদ্বয়ম্॥ ৫
দৈত্যেনোক্তো হরঃ সাক্ষাদ্দত্ত্বা তস্মৈ বরদ্বয়ম্।
পঞ্জরস্থং শুকং দত্ত্বা প্রাহ দৈত্যং নতাননম্॥ ৬
জীবকল্পং শুকং চৈনং রক্ষ দৈত্য সদানঘ

চত্বারিংশ অধ্যায়

নারদ বলিলেন,—অনন্তর অসুর শকুনি চলিয়া গেলে কমললোচন ভগবান্ প্রদ্যুম্নাদি যাদবগণকে আহ্বান করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—এই অসুর শকুনি পুরাকালে সুমেরুর উত্তর পার্শ্বে চতুর্যুগ অন্ন বর্জ্জনপূর্ব্বক তপস্যায় শিবের সন্তোষ সাধন করিয়াছিল। চতুর্যুগান্তে সাক্ষাৎ দেব মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাহাকে দর্শনদান করেন এবং বলেন—বর গ্রহণ কর। অনন্তর শকুনি করজোড়ে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে হৃষ্ট ও রোমাঞ্চিত গাত্রে গদ্‌-গদ বাক্যে বলিল,—হে প্রভো! আমি মৃত হইয়াও ভূমিস্পর্শে জীবিত হইব এবং আকাশে ঘটিকাদ্বয় যাবৎ আমার মৃত্যু হইবে না। দৈত্য-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সাক্ষাৎ শিব তাহাকে উক্ত বরদ্বয় দান করিলেন এবং পিঞ্জরাবদ্ধ একটী শুকপক্ষী প্রদানপূর্ব্বক সেই নতানন দৈত্যকে বলিলেন;—হে অনঘ দৈত্য! তোমার জীবন সদৃশ এই শুককে

অস্মিন্ মৃতে চ জ্ঞাতব্যং নিধনং স্বং ত্বয়াসুর ॥ ৭
ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ রুদ্রশ্চান্তরধীয়ত।
তস্মাত্তস্য বধো দুর্গে ভবিষ্যতি শুকে মৃতে ॥ ৮

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বীরসদসি ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
সুপর্ণং শীঘ্রমাহূয় প্রাহ প্রহসিতাননঃ ॥ ৯

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু তার্ক্ষ্য মহাবুদ্ধে গচ্ছ চন্দ্রাবতীং পুরীম্।
কপটেন শুকং হত্বা ত্বরমারুহ্যতাং ভবান্ ॥ ১০

শ্রীনারদ উবাচ।

অথ তার্ক্ষ্যো মহাবুদ্ধির্গতশ্চন্দ্রাবতীং পুরীম্।
শতযোজনবিস্তীর্ণাং দৈত্যসেনাসমাকুলাম্ ॥ ১১
প্রাসাদৈর্গগনস্পর্শৈর্হেমরত্নমনোহরৈঃ।
বিচিত্রোপবনৈ রাজন্ শোভিতাং দৈত্যপুঙ্গবৈঃ
দুর্গে দুর্গে দ্বারদেশে রক্ষিতাং দৈত্যপুঙ্গবৈঃ।
তাং দ্রষ্ট্বা গরুড়ো রাজন্ সূক্ষ্মরূপং দধার হ ॥
অলক্ষিতো দৈত্যবৃন্দৈঃ পশ্যন্ প্রাসাদতোলিকাঃ
তেষূৎপতন্নুৎপতংশ্চ শকুনের্মন্দিরে গতঃ ॥ ১৪
প্রেক্ষন্ শুকং দৈত্যজীবং ক্ষণং তত্র
স্থিতোঽভবৎ।
যুদ্ধার্থং দংশিতং তত্র শকুনিং দৈত্যপুঙ্গবম্ ॥ ১৫
নানাশস্ত্রধরং বীরং ক্রোধপূরিতমানসম্।
গৃহীত্বা তং পরিকরে প্রাহ রাজন্ মদালসা ॥ ১৬

মদালসোবাচ।

রাজন্ সর্ব্বেপি সুহৃদোঽনুকূলা ভ্রাতরস্তব।
মারিতাঃ সঙ্গরে ভর্ত্তঃ প্রোত্তটা দৈত্যপুঙ্গবাঃ ॥ ১৭
মা যাহি যোদ্ধুং যদুভিরাগতো ভগবান্ হরিঃ।
দেহি তস্মৈ বলিং সদ্যো যেন শ্রেয়ো হ্যবাপ্স্যসি

শকুনিরুবাচ।

হনিষ্যামি যদূন্ সৈন্যৈর্মে হতা ভ্রাতরো বলাৎ।
মৃত্যুর্মে নাস্তি ভূমধ্যে শিবস্যাপি বরেণ মে ॥ ১৯
উপদ্বীপে চন্দ্রনাম্নি পতঙ্গপর্ব্বতে শুভে।
মে জীবরূপী তু শুকো বর্ত্ততে সাম্প্রতং প্রিয়ে ॥
শঙ্খচূড়েন সর্পেণ রক্ষিতোঽহর্নিশং শুকঃ।

সর্ব্বদা রক্ষা কর। হে অসুর! এই শুক গতাসু হইলে তোমারও নিধন জানিবে। তাহাকে এইরূপ বর দিয়া রুদ্র অন্তর্ধান করিলেন। সেই শুক দুর্গমধ্যে বিদ্যমান, সে মরিলে শকুনিও মরিবে। নারদ বলিলেন,—ভগবান্ দেবকীনন্দন বীরসভায় এইরূপ বলিয়া সত্বর গরুড়কে আহ্বানপূর্ব্বক সহাস্য-বদনে তাহাকে কহিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে মহা-প্রাজ্ঞ গরুড়! শ্রবণ কর। তুমি চন্দ্রাবতী-পুরীতে গিয়া ছলক্রমে শুকের বিনাশ সাধন-পূর্ব্বক সত্বর এইস্থানে উপস্থিত হও। ১—১০ নারদ বলিলেন,—অনন্তর মহাবুদ্ধি গরুড় চন্দ্রাবতী পুরীতে গমন করিল। দৈত্যসেনা-সমাকুল ঐ পুরী শত যোজন বিস্তীর্ণ হেমরত্ন-মনোহর গগনস্পর্শী প্রাসাদ-পরিবেষ্টিত। হে রাজন্! উহা বিচিত্র উপবন সমন্বিত এবং দৈত্যবরগণকর্ত্তৃক শোভিত। উহার প্রতিদুর্গের প্রতি দ্বার অসুরগণকর্ত্তৃক রক্ষিত। হে রাজন্! সেই পুরী দেখিয়া গরুড় সূক্ষ্মরূপ ধারণপূর্ব্বক দৈত্যগণের অলক্ষ্যে সেই সকল প্রাসাদে উড়িয়া উড়িয়া প্রাসাদ দ্বারাদি দেখিতে দেখিতে শকুনি মন্দিরে গমন করিল। অনন্তর শকুনির প্রাণ-স্বরূপ শুক অবলোকন করিবার জন্য তথায় ক্ষণকাল অবস্থিত হইল। সেখানে নানাশস্ত্রধর ক্রোধপূরিতমনা বীর অসুরবর শকুনি বর্ম্মাবৃতদেহে যুদ্ধার্থ অবস্থিত। হে রাজন্! তদীয়া রাণী মদালসা তাহাকে তদবস্থায় পাইয়া বলিতে লাগিলেন। মদালসা বলিলেন,—হে রাজন্! আপনার সমস্ত সুহৃৎ অনুকূল মহাযোদ্ধা ভ্রাতারা যুদ্ধে শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, হে স্বামিন্! ভগবান্ হরি আগমন করিয়াছেন, অতএব আপনি যদুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবেন না। এখনই কৃষ্ণকে করপ্রদান করুন, তাহাতেই মঙ্গল হইবে। শকুনি কহিল,—যদুগণ আমার ভ্রাতাদিগকে সসৈন্যে নিহত করিয়াছে, অতএব আমি বল-পূর্ব্বক তাহাদিগের বধসাধন করিব। শিব বরে ভূমধ্যে আমার মৃত্যু হইবে না, হে প্রিয়ে! সম্প্রতি চন্দ্রনামক উপদ্বীপে মনোজ্ঞ পতঙ্গ পর্ব্বতের উপর আমার জীবনরূপী শুক আছে,

এতৎ কোঽপি ন জানাতি কথং মৃত্যুশ্চ মে ভবেৎ ॥২১
নারদ উবাচ
শুকবার্ত্তাং ততঃ শ্রুত্বা গরুড়ো দিব্যবাহনঃ।
উপদ্বীপস্ত চন্দ্রাখ্যং গন্তুং তস্মান্মনোদধে ॥ ২২
উৎপতন্ গরুড়ো বেগাৎ সমুদ্রস্য তটে গতঃ
দ্বীপং বিচিন্বংশ্চন্দ্রাখ্যমাকাশে বিচরন্ খগঃ ॥২৩
শতযোজনবিস্তীর্ণে সমুদ্রে ভীমনাদিনি।
পক্ষিরাট্ সিংহলং প্রাপ লতাবৃন্দমনোহরম্ ॥ ২৪
তত্র পপ্রচ্ছ গরুড়ঃ কিং নামাস্য জনান্ প্রতি।
সিংহলোঽয়মিতি শ্রুত্বা গরুড়ঃ প্রোৎপতন্ খগঃ
লঙ্কাং প্রাপ্তো মহাবেগাত্রিকূটশিখরে নৃপ।
লঙ্কাং প্রাপ্য ততো বেগাৎ পাঞ্চজন্যং জগাম হ
পাঞ্চজন্যাব্ধিনিকটে ক্ষুধিতঃ পক্ষিরাট্ বলী।
প্রসহ্য মীনান্ জগ্রাহ তীক্ষ্ণয়া তুণ্ডয়া ভৃশম্ ॥২৩
তত্র চৈকো মহানক্রো লব্ধিতো যোজনদ্বয়ম্।
পাদে গৃহীত্বা গরুড়ং বিচকর্ষ জলান্তরে ॥ ২৮
বলেন গরুড়স্তস্য চকারাকর্ষণং তটে।
তয়োরাকর্ষণং রাজন্নিথোঽভূদ্ঘটিকাদ্বয়ম্ ॥ ২৯
প্রচণ্ডবেগো গরুড়স্তীক্ষ্ণয়া তুণ্ডয়া চ তম্।
তताড় পৃষ্ঠে ধৃষ্টাঙ্গং দণ্ডেন যমরাড যথা ॥ ৩০
নক্ররূপং বিহায়াশু সোঽভূদ্বিদ্যাধরো মহান্।
নত্বা শ্রীগরুড়ং সাক্ষাৎ প্রাহ প্রহসিতাননঃ ॥ ৩১
বিদ্যাধর উবাচ।
অহং বিদ্যাধরঃ পূর্ব্বং নাম্না বৈ হেমকুণ্ডলঃ।
আকাশগঙ্গায়াং স্নাতুং গতো দিবিজমণ্ডলে ॥ ৩২
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বন্তং ককুথং মুনিসত্তমম্।
পাদে গৃহীত্বা হাস্তেন জলান্তর্গতবানহম্ ॥ ৩৩
মাং শশাপ ককুথোঽপি ত্বং নক্রো ভব দুর্ম্মতে
ময়া প্রসাদিতঃ শীঘ্রং প্রসন্নঃ সন্ বরং দদৌ ॥ ৩৪
তার্ক্ষ্যতুণ্ডপ্রহারেণ নক্রত্বাত্ত্বং বিমুচ্যসে।
তস্য শাপাদদ্য মুক্তঃ কৃপয়া তব সুব্রত ॥ ৩৫
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা চ গতে স্বর্গে বিদ্যাধ্রে হেমকুণ্ডলে।

শঙ্খচূর সর্প তাহাকে অহর্নিশি রক্ষা করিতেছে, ইহা কেহ জানে না, অতএব কেমন করিয়া আমার মৃত্যু হইবে? ১১—২১। নারদ বলিলেন,—অনন্তর দিব্যবাহন গরুড় শুক-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে চন্দ্রনামক উপদ্বীপে গমন করিতে মনোরথ করিল। গরুড় সবেগে উৎপতিত হইয়া সমুদ্রতটে গমন করিল এবং সেই দ্বীপের অন্বেষণার্থ আকাশে উড়িয়া উড়িয়া বিচরণ করিতে লাগিল। পক্ষিবর গরুড় শতযোজন বিস্তৃত ভীমনাদী সমুদ্রমধ্যে লতাবৃন্দ-সমাকুল সিংহল দ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া তথায় জনগণপ্রতি জিজ্ঞাসা করিল—এই দ্বীপের নাম কি? হে নৃপ। অতঃপর তাহা সিংহল জানিয়া মহাবেগে উড্ডয়নপূর্ব্বক ত্রিকূটশিখরস্থ লঙ্কায় উপনীত হইল। তৎপর লঙ্কা হইতে সবেগে পাঞ্চ-জন্য সাগরে গমন করিল। সেই সাগর-সমীপে গিয়া বলবান্ পক্ষিরাজ ক্ষুধিত হইল এবং তীক্ষ্ণ তুণ্ডদ্বারা সবলে উত্তম মীনগণকে আহরণ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। তথায় যোজনদ্বয় দীর্ঘ এক মহা কুম্ভীর ছিল, সে জলমধ্যে গরুড়ের চরণে ধরিয়া আকর্ষণ করিল। গরুড়ও তাহাকে তীরের দিকে আকর্ষণ করিল। হে রাজন্! ঘটিকাদ্বয় যাবৎ তাহাদের পরস্পর আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিল, প্রচণ্ডবেগ গরুড় তীক্ষ্ণ তুণ্ড দ্বারা যমকর্ত্তৃক দণ্ড দ্বারা ধৃষ্টাঙ্গের তাড়নের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে তাহাকে তাড়না করিল। কুম্ভীর নিজ কায় পরিত্যাগপূর্ব্বক সহসা মহা বিদ্যাধর হইল এবং গরুড়কে প্রণামপূর্ব্বক সহাস্য আস্যে বলিল। ২২—৩১। বিদ্যাধর বলিল,—পূর্ব্বে আমি হেমকুণ্ডল নামক বিদ্যাধর ছিলাম, আমি দেবমণ্ডলের আকাশ গঙ্গায় অবগাহন করিতে গিয়া তথায় স্নানকারী মুনিসত্তম ককুথের পদে ধরিয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিলাম। ককুথ আমায় শাপ দেন—রে দুর্ম্মতে! তুই কুম্ভীর হ। তিনি আমাকর্ত্তৃক আশু প্রসন্ন হইয়া বরদান করেন,—গরুড়ের তুণ্ড-প্রহারে তুমি কুম্ভীর কলেবর হইতে বিমুক্ত হইবে। হে সুব্রত! তোমার কৃপায় আজ

উড্ডিতো গরুড়স্তস্মাৎ পক্ষাভ্যাং ব্যোমমণ্ডলে
হরিণাখ্যং চোপদ্বীপং প্রাপ্তবান্ বেগতঃ খগঃ ।
অপান্তরতমস্তত্র করোতি বিপুলং তপঃ ॥ ৩৭
তস্যাশ্রমে খগেশস্য পক্ষচন্দ্রং পপাত হ ।
তং দৃষ্ট্বা প্রাহ গরুড়মপান্তরতমো মুনিঃ ॥ ৩৮
পক্ষং নিধায় মে মূর্দ্ধ্নি গচ্ছ পক্ষিন্ যথাসুখম্ ।
পক্ষং নীত্বা গতস্তার্ক্ষ্যো ধৃত্বা তন্মস্তকে চ তম্
তৎসমানান্ পক্ষচন্দ্রাননেকান্ স দদর্শ হ ।
প্রাহাতিবিস্মিতং তার্ক্ষ্যমপান্তরতমো মুনিঃ ॥৪০
যদা যদাহি শ্রীকৃষ্ণাবতারোঽভূত্তদা তদা ।
পক্ষোঽপি গরুড়স্যাত্র পতত্যেকঃ সদা খগ ॥ ৪১
কল্পে কল্পে কৃষ্ণচন্দ্রাবতারো
পক্ষঃ পক্ষো মূর্দ্ধ্নি মে সোঽপি সোঽপি ।
আনন্ত্যাদ্বাদ্যন্তবন্তং বদন্তি
পক্ষিন মূর্দ্ধ্না নৌমি কৃষ্ণায় তস্মৈ ॥ ৪২

নারদ উবাচ

তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতস্তার্ক্ষ্যো নত্বা তং মুনিপুঙ্গবম্ ।
দ্বীপং রমণকং প্রাগাত্তুৎপতন্ ব্যোমমণ্ডলাৎ ॥৪৩
সর্পেভ্যোঽপি বলিং নীত্বা দ্বীপমাবর্ত্তকং গতঃ
তত্র দিব্যে সুধাকুণ্ডে সুধাং পীত্বা বিরাট্ বলী
শুক্রদ্বীপস্তু সম্প্রাপ্তো পপ্রচ্ছ দ্বীপচন্দ্রভাক্ ।
ময়া প্রণোদিতঃ পক্ষী প্রয়যাবুত্তরাং দিশম্ ॥ ৪৫
চন্দ্রদ্বীপস্তু সম্প্রাপ্তঃ পর্ব্বতে পতগেশ্বরঃ ।
জলদুর্গং বহ্নিদুর্গং বৈনতেয়ো দদর্শ হ ॥ ৪৬
জলদুর্গং চঞ্চুপুটে সর্ব্বং কৃত্বা বিরাট্ বলী ।
বহ্নিদুর্গঞ্চ তেনাপি সান্ত্বয়ামাস মৈথিল ॥ ৪৭
দরীমুখে শয়ানা যে দৈত্যা লক্ষং সমুত্থিতাঃ ।
তৈঃ সার্দ্ধং সমভূদ্ যুদ্ধং তার্ক্ষ্যস্য ঘটিকাদ্বয়ম্ ।
কাংশ্চিৎ পাদনখৈর্যুদ্ধে বিদদার খগেশ্বরঃ ।
কাংশ্চিদ্দৈত্যান্ স্বপক্ষাভ্যাং পাতয়ামাস ভূতলে
কাংশ্চিচ্চঞ্চুপুটেনাপি গৃহীত্বা পক্ষিরাড্ বলী ।
পাতয়িত্বা গিরেঃ পৃষ্ঠে চিক্ষেপ গগনে বলাৎ ॥
কেচিন্মৃতাস্তথা শেষা দুদ্রুবুস্তে দিশো দশ ।

আমি মুনিশাপ-মুক্ত হইলাম। নারদ বলিলেন,—এইরূপ বলিয়া হেমকুণ্ডল বিদ্যাধর স্বর্গে গমন করিলে গরুড় অতিবেগে পক্ষদ্বয় সঞ্চালনে অন্তরীক্ষে উঠিয়া হরিণ নামক উপদ্বীপ প্রাপ্ত হইল। হরিণদ্বীপে অপান্তরতম মুনি মহা তপস্যা করিতেন, তাঁহার আশ্রমে খগরাজের ডানা হইতে একখানি পালক পড়িয়া যায়। তদ্দর্শনে মুনি অপান্তরতম তাহাকে কহিলেন,—হে পক্ষিন্! এই পক্ষ আমার মস্তকে রক্ষা করিয়া যথাসুখে গমন কর! পক্ষিরাজ পক্ষ লইয়া গিয়া তাহার মস্তকে বিন্যস্ত করিল এবং দেখিল তাহার পক্ষের তুল্য অনেক পক্ষ রহিয়াছে। গরুড় বিস্মিত হইলে মুনি অপান্তরতম তাহাকে কহিলেন,—হে খগ! যে যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অবতার হইয়াছে, সেই সেই সময়েই এক একখানি পক্ষ এখানে পড়িয়াছে। কল্পে কল্পে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, প্রতিকল্পেই আমার মস্তকে পক্ষ পতিত হইয়াছে; হে পক্ষিন্! কৃষ্ণচন্দ্রের অবতার অনন্ত বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করি। ৩২—৪২। নারদ বলিলেন, তচ্ছ্রবণে বিস্মিত গরুড় মুনিসত্তমকে প্রণামপূর্ব্বক আকাশ মণ্ডলে উৎপতিত হইয়া রমণক দ্বীপে উপনীত হইল এবং সর্পগণের নিকট বলিগ্রহণ করিয়া আবর্ত্তকদ্বীপে গমন করিল। বলবান্ বিহগরাজ তত্রত্য দিব্য সুধাকুণ্ডে সুধাপান করিয়া শুক্রদ্বীপে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রদ্বীপের কথা জিজ্ঞাসা করিল। খগরাজ গরুড় আমার বাক্যে উত্তর দিকে উপনীত হইয়া পর্ব্বতের উপর চন্দ্রদ্বীপ প্রাপ্ত হইল। হে মৈথিল! বিনতা নন্দন জলদুর্গ ও অনলদুর্গ দর্শন ও চঞ্চু দ্বারা জলদুর্গের সমস্ত জল তুলিয়া তদ্দ্বারা অনলদুর্গের অনল নির্ব্বাপিত করিল। যাহারা গুহামুখে শয়ান ছিল, সেই লক্ষ সংখ্যক দৈত্য উত্থিত হইল, ঘটিকাদ্বয় যাবৎ তাহাদের সঙ্গে গরুড়ের যুদ্ধ চলিল; খগবর যুদ্ধে কাহাকেও পাদ নখরনিকর দ্বারা বিদারণ ও কোন কোন দৈত্যকে পক্ষাঘাতে ভূতলে পাতিত এবং কাহাকেও চঞ্চুপুটে ধরিয়া গিরিপৃষ্ঠে পাতিত করত পুনরায় সবলে গগনে নিক্ষেপ করিল।

ইত্থং দৈত্যবধং কৃত্বা দরীমধ্যে গতঃ খগঃ ॥ ৫১
চকার পাদবিক্ষেপং শঙ্খচূড়োপরি স্ফুরন্।
শঙ্খচূড়োঽপি গরুড়ং দৃষ্ট্বা সোঽতিপ্রধর্ষিতঃ ॥৫২
শুকং জলে পঞ্জরস্থং শীঘ্রং ত্যক্ত্বা পলায়িতঃ।
চঞ্চুদেশেন তং নীত্বা শুকং সদ্যঃ সপঞ্জরম্ ॥ ৫৩
প্রোৎপতন্নম্বরে রাজন্ যুদ্ধে গন্তুং মনো দধে।
পলায়িতানাং দৈত্যানাং তাবৎ কোলাহলো মহান্ ॥ ৫৪
শুকো নীতঃ শুকো নীতো বদতামম্বরে নৃপ।
তচ্ছব্দো দিক্ষু সৈন্যানাং গতঃ শব্দস্ত শুশ্রুতাম্ ॥
দিবি ভূমৌ সর্ব্বতোঽপি ব্রহ্মাণ্ডেঽপি প্রপূরিতঃ
শুকো নীত ইতি শ্রুত্বা শকুনিঃ শঙ্কিতোঽসুরঃ
শূলং ধৃত্বা ততঃ সদ্যশ্চন্দ্রাবত্যাং সমুত্থিতঃ।
গরুড়েন শুকং নীতং শ্রুত্বা ক্রুদ্ধঃ সমম্বয়াৎ ॥ ৫৭
তচ্ছূলতাড়িতস্তার্ক্ষ্যো ন জহৌ মুখতঃ শুকম্।
সপ্তদ্বীপান্ সপ্তসিন্ধূন্নিরীক্ষন্ স গতঃ খগঃ ॥৫৮
তমম্বধাবদ্দৈত্যেন্দ্রো দিক্ষু দিক্ষু নভোন্তরে।
ভ্রমন্নাগান্তকো রাজন্নাকাশে কোটিযোজনম্ ॥৫৯
দৈত্যত্রিশূলক্ষতভৃন্ন জহৌ মুখতঃ শুকম্।
সপঞ্জরঃ শুকো রাজন্নাকাশে লক্ষযোজনম্ ॥ ৬০
পপাতোপলবদ্বেগাৎ সুমেরোর্গিরিমূর্দ্ধনি।
পঞ্জরোঽঙ্গারবত্তত্র ব্যশীর্ণীভূদসুঃ শুকঃ ॥ ৬১
গরুড়োঽথ মহাযুদ্ধে কৃষ্ণপার্শ্বং সমাগতঃ।
দৈত্যঃ খিন্নমনা রাজন্ পুরীং চন্দ্রাবতীং য

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে গরুড়াগমো নাম
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

পলায়ন করিল। এইরূপে দৈত্যবধ করিয়া তেজস্বী গরুড় গুহা মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শঙ্খচূড়ের উপর পদপ্রহার করিল, গরুড়দর্শনে প্রধর্ষিত শঙ্খচূড়ও পিঞ্জরস্থ শুককে জলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সত্বর পলাইয়া গেল। হে রাজন্! গরুড় তৎক্ষণাৎ চঞ্চুদ্বারা সপিঞ্জর শুককে তুলিয়া লইয়া আকাশ পথে উড্ডীন হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমনার্থ মনোরথ করিল। তৎকালে পলায়িত দৈত্যগণ মধ্যে মহা কোলাহল উঠিল। ৪৩—৫৪। হে নৃপ! "শুক লইয়া গেল, শুক লইয়া গেল" এতাদৃশ ভীষণ কোলাহলকারিগণের শব্দ আকাশে উঠিয়া ক্রমশঃ নানাদিকে সৈন্যগণের কর্ণগোচর হইল; সেই শব্দ ভূমি অন্তরীক্ষ এমন কি ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র প্রপূরিত হইয়া গেল। অসুর শকুনি "শুক লইয়া গেল, শুক লইয়া গেল" ইত্যাকার শব্দ শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শূল গ্রহণপূর্ব্বক চন্দ্রাবতী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। শুনিল—গরুড় শুক লইয়াছে, ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ধাবিত হইল এবং শূল দ্বারা গরুড়কে তাড়না করিল; কিন্তু শূলতাড়িত গরুড় মুখ হইতে শুক পরিত্যাগ করিল না। সে সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র দেখিতে দেখিতে উড়িতে লাগিল। অসুররাজ শকুনি শূন্যে দিগ্‌দিগন্তে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল, হে রাজন্! নাগান্তক গরুড়ও আকাশে কোটি যোজন ভ্রমণ করিল। অসুরত্রিশূলে ক্ষতাঙ্গ হইয়াও মুখ হইতে শুক ত্যাগ করিল না। হে রাজন্! অনন্তর গরুড় লক্ষযোজন দূর হইতে শূন্য পথে অতিবেগে প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপবৎ সুমেরুগিরি মস্তকে সেই সপিঞ্জর শুক নিক্ষেপ করিল। পঞ্জর অঙ্গারবৎ বিশীর্ণ ও শুক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত এবং গরুড় সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণপার্শ্বে উপস্থিত হইল; হে রাজন্! শকুনি খিন্নমনা হইয়া চন্দ্রাবতী পুরীতে প্রস্থান করিল। ৫৫—৬২।

বিশ্বজিৎখণ্ডে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

দৈত্যান্ শেষান্ সমানীয় নানাযুদ্ধধরো বলী ।
উচ্চৈঃশ্রবসমাহূয় হয়ং দিব্যং মনোহরম্ ॥ ১
ধনুষ্টঙ্কারন্ বীরঃ শকুনিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
আযযৌ সম্মুখে যোদ্ধুং শ্রীকৃষ্ণস্থাপি সম্মুখে ॥ ২
পুনঃ প্রাপ্তং দৈত্যসৈন্যৈঃ শকুনিং যুদ্ধদুর্ম্মদম্ ।
তং বীক্ষ্য বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে জগৃহুঃ স্বায়ুধানি চ ॥ ৩
দৈত্যানাং যদুভিঃ সার্দ্ধং ঘোরং যুদ্ধং বভূব হ ।
বীরৈঃ সংযুযুধুর্বীরা সিংহাঃ সিংহৈরিবাহবে ॥ ৪
সর্ব্বেষামগ্রতঃ প্রাপ্তঃ কোদণ্ডং নাদয়ন্মুহুঃ ।
শকুনির্মেঘবদ্রাজন্ চক্রে নারাচদুর্দ্দিনম্ ॥ ৫
বাণান্ধকারে সঞ্জাতে ভগবান্ গরুড়ধ্বজঃ ।
শার্ঙ্গী শার্ঙ্গেণ ধনুষা যথেন্দ্রেণ ঘনো বভৌ ॥ ৬
শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ সাক্ষাচ্ছকুনেরসুরস্য চ ।
চিক্ষেপ বাণপটলং বাণেনৈকেন লীলয়া ॥ ৭
আকৃষ্য কর্ণপর্য্যন্তং কোদণ্ডং শকুনির্ম্মৃধে ।
ততাড় দশভির্বাণৈঃ শ্রীকৃষ্ণহৃদি মৈথিল ॥ ৮
প্রলয়াব্ধিমহাবর্ত্তভীমসঙ্ঘর্ষণাদিনীম্ ।
ধনুর্জ্যাং শকুনেঃ শৌরিশ্চিচ্ছেদ দশভিঃ শরৈঃ
মায়াবী শকুনির্দৈত্যঃ শতরূপী বভূব হ ।
যুযোধ হরিণা যুদ্ধে সর্ব্বেষাং পশ্যতাং নৃপ ॥ ১০
সহস্রাণি স্বরূপাণি ধৃত্বা সাক্ষাদ্ধরিঃ স্বয়ম্ ।
যুযুধে তেন দৈত্যেন তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১১
ময়দৈত্যেন রচিতং ত্রিশূলং জ্বলনপ্রভম্ ।
ভ্রাময়িত্বাথ হরয়ে প্রাহিণোদ্দৈত্যরাট্ বলী ॥ ১২
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাবাহুঃ পরিপূর্ণতমো হরিঃ ।
চিচ্ছেদ তং তীক্ষ্ণতুণ্ডঃ পন্নগং গরুড়ো যথা ॥ ১৩
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাবাহুর্গদাং চিক্ষেপ মূর্দ্ধনি ।
হয়াত্তং পাতয়ামাস গদয়া বজ্রকল্পয়া ॥ ১৪
গদাপ্রহারব্যথিতঃ ক্ষণং মূর্চ্ছাং গতোঽসুরঃ ।
গৃহীত্বা স্বাং গদাং যুদ্ধে যুযুধে মাধবেন বৈ ॥ ১৫
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ঘোরং গদাভ্যাং রণমণ্ডলে ।
অভূচ্চটচটারাবো বজ্রনিষ্পেষবৎ কিল ॥ ১৬

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—নানাবিধ যুদ্ধে বিশারদ ক্রোধে মূর্চ্ছিত বলবান্ বীর শকুনি অবশিষ্ট অসুরগণকে লইয়া দিব্য মনোহর উচ্চৈশ্রবা অশ্ব আনয়নপূর্ব্বক ধনুষ্টঙ্কার করিতে করিতে যুদ্ধার্থ কৃষ্ণ সমীপে আগমন করিল। অসুর-সেনাসমন্বিত যুদ্ধদুর্ম্মদ শকুনিকে সমাগত দেখিয়া বৃষ্ণিগণ স্ব স্ব অস্ত্রশস্ত্র সকল গ্রহণ করিলেন, দৈত্য ও যাদবগণের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীরগণ সিংহগণের সহিত সিংহ-গণের ন্যায় যুদ্ধ করিল। হে রাজন্! কোদণ্ডে মুহুর্ম্মুহু টঙ্কার করিয়া সকলের অগ্রসর শকুনি মেঘবর্ষণের ন্যায় নারাচের ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। বাণে বাণে অন্ধকারময় হইলে শার্ঙ্গধন্বা গরুড়ধ্বজ ভগবান্ শার্ঙ্গ ধনু দ্বারা ইন্দ্রযুক্ত মেঘের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণ একবাণে অবলীলাক্রমে অসুর শকুনি-নিক্ষিপ্ত বহুবাণ বিধ্বস্ত করি-লেন। হে মৈথিল! শকুনি সমরক্ষেত্রে কর্ণ পর্য্যন্ত ধনু আকর্ষণ করিয়া দশবাণে কৃষ্ণহৃদয় তাড়িত করিল। বসুদেবতনয় কৃষ্ণ প্রলয় জলধির মহাবর্ত্তবৎ ভীষণ সংঘর্ষনাদী শকুনির ধনুর্গুণ দশবাণে ছেদন করিলেন। মায়াবী অসুর শকুনি শতরূপী হইয়া সকলের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।১—১০। সাক্ষাৎ হরিও স্বীয় সহস্রস্বরূপ ধারণ করত শকুনির সহিত যুদ্ধ করিলেন, সে যুদ্ধ যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার। বলবান্ দৈত্যরাজ ময়দানব রচিত জ্বলনপ্রভ ত্রিশূল ভ্রামিত করত হরির প্রতি নিক্ষেপ করিল। অনন্তর পরিপূর্ণতম মহাবাহু হরিও ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ তুণ্ড গরুড় কর্তৃক সর্প ছেদনের ন্যায় তাহা ছেদন করি-লেন। অতঃপর ক্রুদ্ধ মহাবাহু কৃষ্ণ দৈত্যমস্তকে গদা প্রহার করিলেন, সেই বজ্রকল্প গদার আঘাতে সে অশ্ব হইতে পতিত হইল এবং গদাপ্রহার-বেদনায় ক্ষণকাল মূর্চ্ছিত থাকিয়া স্বীয় গদা গ্রহণপূর্ব্বক মাধবের সহিত যুদ্ধ করিল। যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়ের পরস্পর ভীষণ গদাযুদ্ধ চলিতে লাগিল, উভয়ের গদা হইতে

শ্রীকৃষ্ণগদয়া তস্য চূর্ণীভূতা গদা ভুবি।
বিরেজেঽঙ্গারবত্তত্র সর্ব্বেষাং পশ্যতাং মৃধে ॥১৭
ত্যক্ত্বা শস্ত্রাণি সর্ব্বাণি বাহুভ্যাং যুযুধে মৃধে।
গিরিদর্য্যাং যথা সিংহো বনে মত্তৌ গজাবুভৌ ॥
রণমধ্যে তথা তৌ দ্বৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
শ্রীকৃষ্ণং নোদয়ামাস শকুনিঃ শতযোজনম্ ॥ ১৯
হরিস্তং প্রেষয়ামাস সহস্রং যোজনং ভুবি।
গৃহীত্বা ভুজয়োঽস্তং বৈ ভুজাভ্যাং ভুবনেশ্বরঃ
পাতয়ামাস ভূপৃষ্ঠে কমণ্ডলুমিবার্ভকঃ।
কিঞ্চিদ্ব্যথাং গতো দৈত্যো গৃহীত্বা চারুধিং গিরিম্ ॥২১
প্রাহিণোচ্চ দুরাচারঃ শকুনির্যুদ্ধদুর্ম্মদঃ।
সমাগতং গিরিং বীক্ষ্য ভগবান্ কমলেক্ষণঃ ॥২২
হংসর্যভং গিরিং নীত্বা প্রাহিণোদ্ভুবনেশ্বরঃ।
জয়শব্দং প্রকুর্ব্বন্তাবন্যোঽন্যং তাড়য়ন্ গিরিম্ ॥
চূর্ণয়ামাসতু রাজংস্তথা চন্দ্রাবতীং পুরীম্।
তদা দৈত্যোঽতিসংক্রুদ্ধো গৃহীত্বা খড়্গচর্ম্মণী ॥
আযযৌ সম্মুখে রাজন্ শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ
শার্ঙ্গী শার্ঙ্গং সংগৃহীত্বাথার্দ্ধচন্দ্রমুখং শরম্ ॥ ২৫
সন্দধে সহসা যুদ্ধে গ্রীষ্মমার্ত্তণ্ডসন্নিভম্।
শার্ঙ্গমুক্তো দিব্যবাণো দ্যোতয়ন্মণ্ডলং দিশাম্ ॥
শকুনের্ম্মস্তকং ছিত্ত্বা ভূমিং ভিত্ত্বাতলং গতঃ।
ব্যসুর্ভূত্বা তদা দৈত্যঃ পতিতো রণমণ্ডলে ॥ ২৭
ভূমিস্পর্শাৎ সজীবোঽভূৎ ক্ষণমাত্রেণ মৈথিল।
করেণাদায় মুণ্ডং স্বং স্বকবন্ধে নিধায় সঃ ॥ ২৮
যুদ্ধং কর্ত্তুং সমুত্তস্থৌ তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
ইত্থং কৃষ্ণেন নিহতঃ সপ্তবারং মহাসুরঃ ॥ ২৯
ভূমিস্পর্শাৎ সজীবোঽভূদ্রাহুবৎ পুনরুত্থিতঃ।
একাকী যাদবকুলসংহারং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ৩০
বিবেশাশু মহাদৈত্যো বনে বহ্নিরিব প্রভুঃ।
সতুরঙ্গান্মহাবীরান্ সশস্ত্রানুৎকটান্ গজান্ ॥৩১
সংগৃহীত্বা ভুজাভ্যাং খং প্রাক্ষিপল্লক্ষযোজনম্
কাংশ্চিদ্গজান্মুখে ধৃত্বা স্কন্ধয়োরুভয়োরপি ॥ ৩২
কক্ষয়োরুভয়োর্দৈত্যো বভৌ কালাগ্নিরুদ্রবৎ।

বজ্রবর্ষণবৎ ভীষণ টেপটা শব্দ উত্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের গদাঘাতে সকলের সমক্ষে দৈত্য-গদা চূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত ও প্রদীপ্ত অঙ্গারবৎ শোভা ধারণ করিল। উভয়েই শস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া গিরিগুহায় সিংহ-দ্বয়ের ন্যায় এবং অরণ্যে মত্ত করিদ্বয়ের ন্যায় রণক্ষেত্রে পরস্পর বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। শকুনি কৃষ্ণকে শতযোজন দূরে চালিত করিল, কৃষ্ণও তাহাকে সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ভুবনেশ্বর হরি বাহুদ্বয়ে তাহার বাহুদ্বয় ধরিয়া বালকের কমণ্ডলু নিক্ষেপের ন্যায় ভূতলে পাতিত করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ দুরাচার দৈত্য শকুনি কিঞ্চিৎ বেদনা পাইয়া চারুধি নামক গিরি গ্রহণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিল, কমললোচন ভুবনেশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণ সমাগত সেই পর্ব্বত দর্শনে হংসর্যভ নামক পর্ব্বত লইয়া নিক্ষেপ করিলেন। হে রাজন্! জয় শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক উভয়ের পরস্পর পর্ব্বত প্রহারে চন্দ্রাবতী পুরী চূর্ণ হইয়া গেল। হে রাজন্! তৎ তিক্রুদ্ধ শকুনি যুদ্ধক্ষেত্রে অসিচর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপনীত হইল, শার্ঙ্গধর হরিও শার্ঙ্গধনু গ্রহণ করিয়া তাহাতে গ্রীষ্মকালীন সূর্য্য সদৃশ অর্দ্ধ-চন্দ্রমুখ শর সন্ধান করিলেন। শার্ঙ্গধনুর্ম্মুক্ত দিব্যবাণ দিঙ্মণ্ডল দ্যোতিত করিয়া শকুনির শিরশ্ছেদপূর্ব্বক ভূমি ভেদ করত অতলে চলিয়া গেল, শকুনি তখন গতাসু হইয়া রণক্ষেত্রে পতিত হইল।১১--২৭। হে মৈথিল! ভূমিস্পর্শে ক্ষণকাল মধ্যে শকুনি জীবন পাইল এবং করে শির গ্রহণ করিয়া স্বীয় কবন্ধে বিন্যস্ত করতঃ যুদ্ধার্থ উদ্যত হইল, তাহা যেন এক অদ্ভুত-কাণ্ড। এইরূপে অসুর কৃষ্ণকর্ত্তৃক সপ্তবার নিহত হইয়াও ভূমিস্পর্শে রাহুর ন্যায় পুনর্ব্বার সজীব হইয়া উত্থিত হইল। শকুনি একাকী যাদবকুল নাশে অভিলাষী হইয়া বনে বহ্নির ন্যায় আশু রণে প্রবেশ করিল এবং অশ্ব-সহ সশস্ত্র মহাবীরগণকে ও মদোৎকট মাতঙ্গ-গণকে গ্রহণ করিয়া ভুজদ্বয়ে লক্ষ যোজন দূরে অন্তরীক্ষে নিক্ষেপ করিল। শকুনি কতকগুলি গজ মুখে, কতকগুলি উভয়স্কন্ধে এবং অপর

পদ্ভ্যাং করাভ্যাং দৈত্যস্য ত্রাসং যাতে মহামৃধে
হাহাকারো মহানাসীচ্ছ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ।
তদৈব ভগবান্ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো বিশ্বরক্ষকঃ।
সুদর্শনাস্ত্রং প্রাযুঙ্ক্ত সাধূনাং রক্ষণায় বৈ ॥৩৪
তদ্ধস্তমুক্তং নিশিতং সুদর্শনং
লয়ার্ককোটিদ্যুতিমজ্জ্বলৎপ্রভম্।
জহার সদ্যঃ শকুনের্দৃঢ়ং শিরো
যথা চ বৃত্রস্য পবির্মহামৃধে ॥ ৩৫
তাবদ্ গৃহীত্বা শকুনিং মহামৃধে
চিক্ষেপ সদ্যো মৃতমম্বরে বলাৎ।
উৎক্ষেপণং ভোঃ কুরুতেষুভির্দিবি
যদূন্ গিরা শ্রীপতিরিত্যুবাচ ॥ ৩৬
নারদ উবাচ।
ইত্থং হরের্বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বে যাদবপুঙ্গবাঃ।
অম্বরাৎ প্রপতন্তং তে তেজুর্বাণৈঃ স্ফুরৎপ্রভৈঃ
দৈত্যো দিপ্তিমতো বাণৈরম্বরে শতযোজনম্।
গতঃ কন্দুকবদ্রাজন্নূর্দ্ধং লোকস্য পশ্যতঃ ॥৩৮

শাম্বস্যাপি স বাণেন সহস্রং চ্ৰ্ধ জনং গতঃ।
পুনস্তমাপতন্তং খাজ্জঘান দ্বিষুপার্জ্জুনঃ ॥ ৩৯
তেন বাণেন দৈত্যেন্দ্রো যোজনং চাযুতং গতঃ
অনিরুদ্ধস্য বাণেন লক্ষযোজনমাস্থিতঃ ॥ ৪০
প্রদ্যুম্নস্যাপি বাণেন নিযুতং যোজনং গতঃ।
পুনস্তমাপতন্তং খাদ্বীক্ষ্য যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
বাণং সমাদধে তেন গতঃ খে কোটিযোজনম্।
এবং খে সংস্থিতে দৈত্যে ব্যতীতে প্রহরদ্বয়ে ॥
দ্বিতীয়েনাপি বাণেন তং জঘান হরিঃ স্বয়ম্।
স বাণস্তং ভ্রাময়িত্বা দিক্ষু বৈ কোটিযোজনম্ ॥
সমুদ্রে পাতয়ামাস বাতঃ পদ্মমিব প্রভুঃ।
এবং মৃতে তদা দৈত্যে তজ্জ্যোতির্নির্গতং স্ফুরৎ
সর্ব্বতোঽপি ভ্রমদ্রাজন্ শ্রীকৃষ্ণে লীনতাং গতম্
তদা জয়জয়ারাবো দিবি ভূমাববর্ত্তত ॥ ৪৫
বিদ্যাধর্য্যশ্চ গন্ধর্ব্ব্যো ননৃতুঃ খে সুখান্বিতাঃ।
জগুঃ কিন্নরগন্ধর্ব্বাস্তষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ ॥ ৪৬

অনেক করী উভয় কক্ষে তুলিয়া লইয়া কালাগ্নি-রুদ্রবৎ প্রতিভাত হইল। সেই মহাযুদ্ধে দৈত্যের করদ্বয় ও পাদদ্বয়ের প্রহারে ত্রাসান্বিত মহাত্মা কৃষ্ণের সৈন্যগণমধ্যে মহা কোলাহল উত্থিত হইল, তখনই বিশ্বরক্ষক সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণ সাধুগণের রক্ষণার্থ সুদর্শনাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। কোটি কোটি প্রলয়তপন-সদৃশ উজ্জ্বলপ্রভ কৃষ্ণ করমুক্ত শাণিত সুদর্শন শকুনির সুদৃঢ় শির মহাযুদ্ধে বজ্রদ্বারা বৃত্রমস্তকের ন্যায় অপহরণ করিল। কৃষ্ণ তখনই সেই মহাযুদ্ধক্ষেত্রে শকুনিকে সবলে গ্রহণ করিয়া আকাশে নিক্ষেপ করিলেন; আর যদুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তোমরা বাণে বাণে ইহাকে ক্রমাগত শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিতে থাক। নারদ বলিলেন,—হরির তথাবিধ বাক্য শ্রবণকরিয়া যাদববরগণ স্ফুরিতপ্রভ শরনিকরে আকাশ হইতে প্রপতিত শকুনিকে তাড়না করিতে লাগিলেন। দৈত্য দীপ্তিমানের বাণে গগণে শত যোজন ঊর্দ্ধে সকলের সমক্ষে কন্দুকের ন্যায় উত্তোলিত হইল। শাম্বের বাণে সহস্রযোজন ঊর্দ্ধে উঠিল; অতঃপর পুনরায় আকাশ হইতে পতিত হইতে থাকিলে অর্জ্জুন বাণ নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে অসুররাজ শকুনি অযুত যোজন দূরে চলিয়া গেল। অনিরুদ্ধের বাণে লক্ষ যোজন এবং প্রদ্যুম্নবাণে নিযুত যোজন উত্তোলিত হইল অনন্তর পুনরায় আকাশ হইতে আপতিত হইতে দেখিয়া যোগেশ্বর কৃষ্ণ শরসন্ধান করিলেন, তাহাতে শকুনি কোটি যোজন ঊর্দ্ধাকাশে উৎক্ষিপ্ত হইল। ২৮—৪১। অসুর এইরূপে অন্তরীক্ষে রক্ষিত হইলে প্রহরদ্বয় কাটিয়া গেল, স্বয়ং হরি পুনরায় তাহাকে দ্বিতীয় বার বাণাঘাত করিলেন, সেই বাণ তাহাকে দিকাবদিক্ ভ্রামিত করত প্রবল পবনের পদ্ম নিক্ষেপের ন্যায় কোটি যোজন দূরে সমুদ্রে পাতিত করিল। তখন এইরূপে মৃত-দৈত্যদেহ-নির্গত প্রদীপ্ত তেজ সকল দিক্ ভ্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে লীন হইল। তৎকালে স্বর্গে ও ভূতলে জয় জয় রব উঠিল, বিদ্যাধরী ও গন্ধর্ব্বগণ সুখান্বিত হইয়া অন্তরীক্ষে নৃত্য করিল,কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ [illegible] এবং সিদ্ধচারণ-

ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে প্রশশংসুর্হরিং পরম্।
ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রসূর্য্যাদ্যাঃ সর্ব্বে তত্র সমাগতাঃ ॥৪৭
শ্রীকৃষ্ণস্যোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে শকুনিদৈত্যবধো নামৈক-চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

পলায়িতেষু শেষেষু দৈত্যেষু রণমণ্ডলাৎ।
বীণাবেণুমৃদঙ্গাদীন্নাদয়ন্ দুন্দুভীন্ হরিঃ ॥ ১
গীয়মানো যাদবেন্দ্রঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ।
স্বপুত্রৈর্যাদবৈঃ সার্দ্ধং স্বসৈন্যপরিবারিতঃ ॥ ২
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশার্ঙ্গচাপবিরাজিতঃ।
প্রবিবেশ সুরৈঃ সার্দ্ধং পুরীং চন্দ্রাবতীং প্রভুঃ ॥
দুঃখার্ত্তা ভর্ত্তরি মৃতে রুদন্তী করুণং বহু।
অঙ্কে গৃহীত্বা শকুনেঃ সুতং রাজ্ঞী মদালসা ॥ ৪
শ্রীকৃষ্ণচরণে বালং নিধায়াশু কৃতাঞ্জলিঃ
অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা হরিং নত্বা জগাদ হ ॥ ৫

মদালসোবাচ।

ভারাবতারায় ভুবি প্রভো ত্বং
জাতো যদূনাং কুল আদিদেব।
প্রসিষ্যসে পাসি ভবং নিধায়
গুণৈর্ন লিপ্তোঽসি নমামি তুভ্যম্ ॥ ৬
মদাত্মজং পালয় ভীতভীত-
মমুষ্য হস্তং কুরু শীর্ষ্ণি দেব।
ভর্ত্রা কৃতং মে কিল তেঽপরাধং
ক্ষমস্ব দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৭

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্যুক্তো ভগবাংস্তস্য মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা করদ্বয়ম্
সর্ব্বং চন্দ্রাবতীরাজ্যং দদৌ তস্মৈ মহামনাঃ ॥ ৮
দত্ত্বা কল্পান্তমায়ুষ্যং ভক্তিজ্ঞানং বিরক্তিমৎ।
শকুনেঃ শিশবে কৃষ্ণঃ স্বমালাং প্রদদৌ শুভাম্ ॥৯
উচ্চৈঃশ্রবোহয়ো রত্নং কামধেনুঃ সুরদ্রুমঃ।
আহৃতা যে শকুনিনা পুরা যুদ্ধে পুরন্দরাৎ ॥ ১০
পুরন্দরায় তান্ প্রাদাৎ প্রযত্নাচ্ছ্রীজনার্দ্দনঃ।
গোবিপ্রসুরসাধূনাং ছন্দসাং পালকঃ স্বয়ম্ ॥ ১১

গণ স্তব করিল; মুনি মহর্ষিগণ পরমাত্মা হরির প্রশংসা করিলেন; ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র ও সূর্য্যাদি সুরগণ তথায় সমাগত হইলেন এবং দেবগণ কৃষ্ণের উপর পুষ্পবর্ষণ করিলেন। ৪২—৪৮।

বিশ্বজিৎখণ্ডে একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪১

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অবশিষ্ট অসুরগণ রণ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে কৃষ্ণ বীণা বেণু মৃদঙ্গাদি বাদ্যসহকারে দুন্দুভি নিনাদিত করি-লেন; সূত মাগধ ও বন্দিগণ যাদব রাজের স্তুতি গান করিল; প্রভু হরি স্বীয় পুত্র ও অন্যান্য যাদবগণের সহিত নিজ সৈন্যে পরিবৃত ও শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং শার্ঙ্গধনু দ্বারা শোভিত হইয়া সুরগণসহ চন্দ্রাবতী পুরীতে প্রবেশ করিলেন। স্বামিমরণে দুঃখিতা রাজ্ঞী মদালসা বহু করুণ ক্রন্দন করত শকুনিতনয়কে ক্রোড়ে করিয়া তদীয় চরণে সমর্পণ করিলেন এবং অশ্রুপূর্ণবদনে দীনভাবে করজোড়ে প্রণাম পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। মদালসা বলিলেন,—হে প্রভো আদিদেব! তুমি ভূভারহরণার্থ ভূতলে যদুকুলে জন্মিয়াছ; তুমি সংসারের সৃষ্টি সংহার ও পালন কর, অথচ গুণলিপ্ত নহ, আমি তোমাকে নমস্কার করি। অতিভীত মদীয় তনয়কে পালন কর, হে দেব! ইহার মস্তকে স্বীয় হস্ত বিন্যস্ত কর; আমার ভর্ত্তা তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছেন, হে দেবেশ জগন্নিবাস! তাহা ক্ষমা কর। নারদ বলিলেন,—মহামনা ভগবান্ কৃষ্ণ এইরূপে প্রার্থিত হইয়া শকুনিতনয়ের মস্তকে করদ্বয় অর্পণপূর্ব্বক তাহাকে সমস্ত চন্দ্রাবতী রাজ্য প্রদান করিলেন; অতপর তাহাকে কল্পান্ত আয়ু বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিজ্ঞান প্রদান করত স্বীয় মালা অর্পণ করিলেন। গো, বিপ্র, সুর, সাধু ও

বহুলাশ্ব উবাচ ।

কেহমী দৈত্যাঃ পূর্ব্বকালে শকুন্যাদ্যা মহাবলাঃ ।
দেবর্ষে মে পরং চিত্রং কস্মান্মোক্ষমুপাগতাঃ ॥

নারদ উবাচ

ব্রহ্মকল্পে পুরা রাজন্ গন্ধর্ব্বেশঃ পুরাবসুঃ ।
আসীত্তস্য শুভাঃ পুত্রা বভূবুর্নব চৌরসাঃ ॥ ১৩
কন্দর্পসমলাবণ্যা দিব্যভূষণভূষিতাঃ ।
নিত্যং জগুর্ব্রহ্মলোকে গীতবাদ্যবিশারদাঃ ॥ ১৪
মন্দারো মন্দরো মন্দো মন্দহাসো মহাবলঃ ।
সুদেবঃ সুধনঃ সৌধঃ শ্রীভানুরিতি বিশ্রুতাঃ ॥
একদা মোহিতে পুত্রীং বাগ্‌দেবীং বীক্ষ্য বেধসি ।
জহসুস্তে স্বমনসি পুরা বসুসুতাশ্চ যে ॥ ১৬
সুরজ্যেষ্ঠাপরাধেন গতা যোনিঞ্চ তামসীম্ ।
বারাহেহথ হিরণ্যাক্ষপত্ন্যাস্তে জজ্ঞিরে নব ॥ ১৭
শকুনিঃ শম্বরো হৃষ্টো ভূতসন্তাপনো বৃকঃ ।
কালনাভো মহানাভো হরিশ্মশ্রুস্তথোৎকচঃ ॥ ১৮
একদা গৃহমায়াতমপান্তরতমং মুনিম্ ।
নত্বা সম্পূজ্য বিধিবৎ পপ্রচ্ছুরিদমাদরাৎ ॥ ১৯

দৈত্যা ঊচুঃ ।

শৃণু ত্বং স্বমুখাদ্ ব্রহ্মন্ কৈবল্যেশো হরিঃ স্বয়ম্ ।
দদাতি মোক্ষং ভগবান্ ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ
অস্মাভির্ন কৃতা ভক্তিরাসুরীং যোনিমাশ্রিতৈঃ ।
দুঃসঙ্গনিরতৈর্দুষ্টৈঃ কথং মোক্ষো ভবেদিহ ॥২১
উপায়ং বদ নো ব্রহ্মন্ কল্যাণস্য পরস্য চ ।
কল্যাণার্থং বিচরসি দীনানাং জগতি প্রভো ॥২২

অপান্তরতম উবাচ ।

গুণানামপৃথগ্‌ভাবৈর্যে ভজন্তি হরিং পরম্ ।
তেঽস্তে প্রাপুঃ পরং দৈত্যা নির্গুণং মোক্ষনায়কম্
ঐক্যঞ্চ সৌহৃদং স্নেহং ভয়ং ক্রোধং স্ময়ন্তথা ।
বিধায় পূর্ব্বং সততং শ্রীকৃষ্ণে লীনতাং গতাঃ ॥২৪
পৃশ্নিগর্ভস্য সম্বন্ধাৎ প্রজানাং পতয়ো যথা ।
কায়াধবঃ সৌহৃদাচ্চ স্নেহাচ্চ সুতপা মুনিঃ ॥ ২৫

বেদপালক স্বয়ং কৃষ্ণ শকুনি কর্ত্তৃক যুদ্ধে অপহৃত অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতি ইন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন ।১—১১। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে দেবর্ষে! এই শকুনি-আদি মহাবল দৈত্যগণ পুরাকালে কি ছিল, কেন মুক্তিলাভ করিল, সেই উত্তম বিচিত্র কথা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! পুরাকালীন ব্রহ্মকল্পে পুরাবসু নামক এক গন্ধর্ব্বরাজ ছিলেন, তাঁহার নয়টী উত্তম ঔরস পুত্র জন্মে; মদন সদৃশ লাবণ্যযুক্ত, দিব্যভূষণ ভূষিত, গীত-বাদ্যবিশারদ ঐ সকল গন্ধর্ব্ব নিত্য ব্রহ্মলোকে গান করিতেন, ঐ বিখ্যাত গন্ধর্ব্বগণের নাম—মন্দার, মন্দর, মন্দ, মন্দহাস, মহাবল, সুদেব, সুধন, সৌধ ও ভানু। পূর্ব্বে একদা স্বকন্যা সরস্বতীকে দেখিয়া ব্রহ্মা মোহাপন্ন হন, বসু সুতগণ তদ্দর্শনে মনে মনে হাস্য করেন, বিধির নিকট অপরাধী গন্ধর্ব্বগণ তামসী যোনি প্রাপ্ত হন। অনন্তর বারাহ কল্পে তাঁহারা হিরণ্যাক্ষ পত্নীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারাই এই শকুনি, শম্বর, হৃষ্ট, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু ও উৎকচ। একদা সাদরে তাহারা স্বগৃহাগত অপান্তরতম মুনিকে যথাবিধি পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল। দৈত্যগণ বলিল,—হে ব্রহ্মন্! আমাদের কথা শ্রবণ করুন। কৈবল্যপতি ভক্তবৎসল ভগবান্ হরি স্বয়ং ভক্তগণের মুক্তি দিয়া থাকেন, কিন্তু অসুরযোনি প্রাপ্ত আমরা তাঁহার প্রতি ভক্তি করি নাই, আমরা কুসংসর্গনিরত দুষ্ট, এ সংসারে কিরূপে আমাদের মুক্তি হইবে? হে প্রভো! দীনজনের পরম কল্যাণার্থ আপনারা ভূতলে বিচরণ করেন, অতএব আমাদের মুক্তির উপায় বলুন। ১১—২২। অপান্তরতম বলিলেন,—হে অসুরগণ! গুণসমূহের অপৃথক্‌ভাবে যাহারা পরমাত্মা হরির ভজনা করে, তাহারা পরম নির্গুণ মোক্ষকর্ত্তা হরিকে লাভ করিয়া থাকে। সতত ঐক্য, সৌহার্দ্দ্য, স্নেহ, ভয়, ক্রোধ ও বিস্ময় প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বে অনেকে লীন হইয়াছেন তন্মধ্যে ঐক্য ভাবনায় পৃশ্নিগর্ভাবতারে প্রজাপতিগণ শ্রীকৃষ্ণে লীন হই-

ভয়াদ্ধিরণ্যকশিপুঃ ক্রোধাচ্চ পিতাসুরঃ।
স্বয়াচ্চ ক্রতবঃ প্রাপুর্যোগিনাং দুর্লভং পরম্ ॥ ২৬
যেন কেনাপি ভাবেন শ্রীকৃষ্ণে ধারয়েন্মনঃ।
ভক্তিযোগেন তদ্ধাম যদেভিঃ প্রাপ্যতে-
হসুরাঃ ॥

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্তান্তর্হিতে রাজন্নপান্তরতমে মুনৌ।
চক্রুর্বৈরং শকুন্যাদ্যাঃ পরিপূর্ণতমে হরৌ ॥ ২৮
তে প্রাপুর্বৈরভাবেন শ্রীকৃষ্ণং পরমেশ্বরম্।
ন চিত্রং বিদ্ধি রাজেন্দ্র কীটঃ পেশস্কৃতং যথা ॥২৯

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে শকুন্যাদিপূর্ব্বজন্মকথনে
ভদ্রাশ্বখণ্ডবিজয়ো নাম দ্বিচত্বা-
রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

য়াছেন। কয়াধুনন্দন প্রহ্লাদ সৌহার্দ্দে, সুতপা মুনিস্নেহে, হিরণ্যকশিপু ভয়ে, তোমাদের অসুর পিতা হিরণাক্ষ ক্রোধে এবং বেদগণ গর্ব্বে যোগিদুর্লভ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছে। হে অসুরগণ! তাহারা এইভাবে হরিধামে গমন করিয়াছে, অতএব যে কোন প্রকারে ভক্তি-যোগে শ্রীকৃষ্ণে মন ধারণা করিবে। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! এইরূপ বলিয়া অপান্তরতম মুনি চলিয়া গেলে শকুনি প্রভৃতি অসুরেরা পরিপূর্ণতম হরির সহিত বৈর করিতে আরম্ভ করে এবং বৈরভাবে তাহারা পরমেশ্বর কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্! ইহা বিচিত্র মনে করিও না; কেন না কাচকীট স্বসংসর্গে পেশস্কারীকীট-বিশেষকে আপনার তুল্য করিয়া লয়। ২৩—২৯।

বিশ্বজিৎখণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ।

ইত্থং খণ্ডং ভদ্রাশ্বং জিত্বা শ্রীযাদবেশ্বরঃ।
যদুভিঃ সৈনিকৈঃ সার্দ্ধমিলাবৃতমথাযযৌ ॥ ১
বিভাতি যত্রৈব গিরীন্দ্ররাজো
ভূপদ্মগোলস্য চ কর্ণিকেব।
স্ফুরদ্দ্যুতিঃ স্বর্ণময়ঃ সুমেরুঃ
সুরালয়ো মৈথিল রত্নসানুঃ ॥ ২
তং সর্ব্বতো মন্দরমেরুমন্দরৌ
সুপার্শ্ব এবং কুমুদশ্চতুর্থকঃ।
বিভাতি সৈকো গিরিভির্নগেশ্বর-
শ্চতুষ্পদার্থৈশ্চ মনোরথা ইব ॥ ৩
জাম্বুনদং জম্বুভবং হি যত্র
যতঃ স্বতঃ সিদ্ধিভবং সুবর্ণম্।
যত্রারুণোদাখ্যনদী চ জাতা
যদ্বারিপানাদ্ভুবি চাময়িত্বম্ ॥ ৪
কদম্বজাতা মধুপঞ্চধারা
যাসান্তু পানেন নৃণাং কদাপি।
শীতোষ্ণবৈবর্ণ্যপরিশ্রমাদ্যা
দৌর্গন্ধ্যভাবা ন ভবন্তি রাজন্ ॥ ৫

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—যাদবরাজ এইরূপে ভদ্রাশ্ব খণ্ড জয় করিয়া যাদবসৈনিক সহ ইলাবৃত-বর্ষে গমন করিলেন, তথায় পৃথিবীরূপ পদ্মগোলো-কের কর্ণিকার ন্যায় গিরিরাজ সুমেরু বিদ্য-মান। হে মৈথিল! ঐ রত্নসানু সুমেরু উজ্জ্বল স্বর্ণময় সুরালয়। উহার চারি দিকে মন্দর মেরুমন্দর সুপার্শ্ব ও কুমুদ এই পর্ব্বত চতুষ্টয় বিদ্যমান, উক্ত গিরিগণপরিশোভিত মধ্যস্থ শৈলবর সুমেরু ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষযুক্ত মনোরথের ন্যায় অবস্থিত। তথায় জম্বুফলজাত জাম্বুনদ স্বর্ণ স্বয়ং উৎপন্ন হয় এবং অরুণোদা নাম্নী নদী বিদ্যমানা, উহার বারিপানে মর্ত্ত্য নিরাময় হয়। হে রাজন্! তত্রত্য কদম্ব তরু হইতে মধুর পঞ্চধারা পরিস্রুত হয়, উহা পান করলে মানবগণের কখনও শীত

শয্যাসনাদীনি ফলানি যানি
দিব্যানি তানি স্বথ চার্পয়ন্তি ॥ ৬
এবঞ্চ যত্রোর্দ্ধবনং প্রসিদ্ধং
সঙ্কর্ষণো যত্র বিরাজতেহথ।
শিবঃ সদাসৌ রমতে প্রিয়াভি-
স্ত্রীতাবতাং যান্তি জনাস্তু তত্র ॥ ৭
হৈমাম্বুজাঃ শীতবসন্তবায়ুভিঃ
কাশ্মীরবৃক্ষৈশ্চ লবঙ্গজালৈঃ।
দেবদ্রুমামোদমদান্ধষট্‌পদৈ-
রিলাবৃতং খণ্ডমতীব রেজে ॥ ৮
পশ্যন্ ভুবং স্বর্ণময়ীং মনোহরাং
বৈদূর্যরত্নাঙ্কুরবৃন্দচিত্রিতাম্।
ইলাবৃতং পূর্ণমলঙ্কৃতৈঃ সুরৈ-
র্বিজিত্য খণ্ডং জগৃহে বলিং হরিঃ ॥ ৯
শ্রীশোভনো নাম পুরা কৃতে যুগে
জামাতৃকোহভূন্মুচুকুন্দভূভৃতঃ।
একাদশীং যঃ সমুপোষ্য ভারতে
প্রাপ্তঃ স দেবৈঃ কিল মন্দরাচলে ॥ ১০

নীত্বা বলিং দেববরস্য সম্মুখে
সমাযযৌ মৈথিল সুন্দরঃ পরঃ ॥ ১১
প্রদক্ষিণীকৃত্য হরিং যদূত্তমং
পাদারবিন্দে পতিতোহথ শোভনঃ।
ভক্ত্যা প্রণম্যাশু বলিং মহাত্মনে
দত্ত্বা যযৌ মৈথিল মন্দরাচলম্ ॥ ১২
বহুলাশ্ব উবাচ।
শোভনে চ নৃপে যাতে ভগবান্ মধুসূদনঃ।
অগ্রে চকার কিং দেবো বদ দেবর্ষিসত্তম ॥ ১৩
নারদ উবাচ।
সরোবরং পরং দিব্যং তস্মিন্ মন্দরসানুনি।
সৌবর্ণপঙ্কজং বীক্ষ্য কিরীটী প্রাহ মাধবম্ ॥ ১৪
অর্জ্জুন উবাচ।
কাঞ্চনীভির্লতাভিশ্চ সৌবর্ণৈঃ পঙ্কজৈর্বৃতম্।
বদ মাং দেবকীপুত্র কস্যেদং কুণ্ডমদ্ভুতম্ ॥ ১৫
শ্রীভগবানুবাচ।
পৃথুঃ পূর্ব্বো রাজরাজঃ স্বায়ম্ভুবকুলোদ্ভবঃ।

উক্ত বৈবর্ণ্য শ্রান্তি ও দৌর্গন্ধ্যাদি দুর্ভাব থাকে না। ঐ গিরিজাত কামধুক্ নদগণ রত্ন, অন্ন, বসন, ভূষণ, শয্যা, আসন এবং স্বর্গীয় ফল সকল প্রদান করিয়া থাকে। উহার ঊর্দ্ধদেশস্থ প্রসিদ্ধ বনে সঙ্কর্ষণ বিরাজ করেন, শিব সতত শিবার সহিত বিহার করিয়া থাকেন এবং ঐ অরণ্যে অন্য লোক গমন করিলে নারীভাব প্রাপ্ত হয়। স্বর্ণ কমল, শীতল বসন্তবায়ু, কাশ্মীর বৃক্ষ, লবঙ্গলতা এবং সুরতরুর মধুর সৌরভে মদান্ধ মধুকরবৃন্দে পরিশোভিত ইলাবৃত অত্যন্ত সুন্দররূপে বিরাজিত। ভগবান্ হরি ভূতল-মনোহর বৈদূর্য্য রত্নাঙ্কুরবৃন্দে বিচিত্র সুরগণ-শোভিত সুস্বর্ণময় সমগ্র ইলাবৃত বর্ষ জয় করত কর গ্রহণ করেন। অতি পূর্ব্বকালে ভারতে মহীপতি মুচুকুন্দের জামাতা শোভন নামক নৃপতি একাদশীর উপবাস করিয়া মন্দর পর্ব্বতে সুরগণের সহিত একত্র বাসের সামর্থ্য লাভ করেন, সেই রাজতনয় চন্দ্রভাগার সহিত অদ্যাপি তথায় কুবেরবৎ রাজ্য করিতেছেন। হে মৈথিল! অনন্তর ঐ পরম সুন্দর শোভন রাজা কর গ্রহণকরত যদুসত্তম দেববর হরির সম্মুখে গমন করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তদীয় পাদপদ্মে পতিত হন এবং ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া মহাত্মা হরিকে কর দিয়া সত্বর মন্দরাচলে গমন করেন। ১—১২। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে দেবর্ষিসত্তম! শোভন নৃপতি চলিয়া গেলে ভগবান্ দেব মধুসূদন অতঃপর কি করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। নারদ বলিলেন,—সেই মন্দর শৈলের সানুদেশে সুবর্ণ কমলযুক্ত দিব্য পরম সুন্দর সরোবর দর্শন করিয়া অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন, হে দেবকী তনয়! কাঞ্চনী লতা ও স্বর্ণপদ্ম পরিবৃত এই কুণ্ড কাহার? ইহা আমার নিকট বল। ভগবান বলিলেন,—স্বায়ম্ভুব

তত্তাপ স তপো দিব্যং তস্যেদং কুণ্ডমদ্ভুতম্ ॥১৬
অস্য পীত্বা জলং সদ্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
স্নাত্বা তদ্ধাম পরমং যাতি পার্থ নরেতরঃ ॥ ১৭
নারদ উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ সাক্ষাৎ তপোভূমিং জগাম হ।
সরূপাস্তত্র নৃত্যন্তি সর্ব্বাস্তা হ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ ॥ ১৮
তা বীক্ষ্য চোদ্ধবঃ প্রাহ ভগবন্তং সনাতনম্ ॥
উদ্ধব উবাচ।
কস্যেয়ং সুতপোভূমির্মন্দরাচলসন্নিধৌ।
মূর্ত্তিমত্যো বিরাজন্ত্যঃ কাঃ স্ত্রিয়ো বদ হে প্রভো
শ্রীভগবানুবাচ।
স্বায়ম্ভুবেন মনুনা তপশ্চাত্র কৃতং পুরা।
তস্যেয়ং সুতপোভূমিরদ্যাপি শ্রেয়সী বহু ॥২০
সদাত্রৈব হি বর্ত্তন্তে নারীরূপাষ্টসিদ্ধয়ঃ।
অত্র প্রাপ্তস্য কস্যাপি ততস্তাশ্চ ভবন্তি হি ॥২১
অত্র ক্ষণেন তপসা দেবত্বং যাতি মানবঃ।
তপোভূমেশ্চ মাহাত্ম্যং বক্তুং নালং চতুর্ম্মুখঃ ॥২২

নারদ উবাচ
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
জগাম প্রোৎকটান্ দেশান্ দুন্দুভীন্নাদয়ন্মুহুঃ ॥
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো যত্র তেপে তপঃ পুরা।
যত্র লীলাবতী নাম বর্ত্ততে কাঞ্চনী পুরী ॥ ২৪
লীলাবতীশ্বরঃ সাক্ষাদ্বীতিহোত্রো হুতাশনঃ।
নিত্যং রাজ্যং প্রকুরুতে মূর্ত্তিমান্ ভুবি সুব্রতঃ ॥
সোঽপি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় পুরুষায় মহাত্মনে।
বলিং দত্ত্বা পরাং শশ্বৎ স্তুতিং চক্রে ধনঞ্জয়ঃ ॥২৬
ইত্থং পশ্যন্ দেবদেবঃ সর্ব্বং বর্ষমিলাবৃতম্।
জগাম বেদনগরং জম্বুদ্বীপং মনোরমম্ ॥ ২৭
মূর্ত্তিমান্ যত্র নিগমো দৃশ্যতে সর্ব্বদৈব হি।
তৎসভায়াং সদা বাণী বীণাপুস্তকধারিণী ॥ ২৮
গায়ন্তী কৃষ্ণচরিতং সুভগং মঙ্গলায়নম্।
উর্ব্বশীপূর্ব্বচিত্ত্যাদ্যা নৃত্যন্ত্যপ্সরসো নৃপ ॥ ২৯
হাবভাবকটাক্ষৈশ্চ তোষয়ন্ত্যঃ শ্রুতীশ্বরম্।
অহং বিশ্বাবসুশ্চৈব তুম্বুরুশ্চ সুদর্শনঃ ॥

মনুর বংশজাত রাজরাজ পৃথু পূর্ব্বে এইস্থানে দিব্য তপস্যা করেন, তাঁহারই এই অদ্ভুত কুণ্ড; ইহার জলপান করিলে তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব পাপ-মুক্তি হয়। নরভিন্ন অন্য জীবও এই জলে স্নান করিয়া হরির পরম ধামে গমন করে। নারদ বলিলেন,—ভগবান্ কৃষ্ণ ইহা কহিয়া তপোভূমিতে গমন করিলেন, তথায় মূর্ত্তিমতী অষ্টসিদ্ধি সর্ব্বদা নৃত্য করে। তদ্দর্শনে উদ্ধব ভগবান্ সনাতন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উদ্ধব বলিলেন,—হে প্রভো! মন্দরশৈলসন্নিধানে এই উত্তম তপোভূমি কাহার? এবং কাহারই বা এই সকল শোভমানা মূর্ত্তিমতী নারী ইহা আমায় বলুন। ভগবান্ বলিলেন পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মনু এই স্থানে তপস্যা করেন, তাঁহারই এই উত্তম তপোভূমি, ইহা অদ্যাপি বহু কল্যাণদাত্রী। এখানে সর্ব্বদা নারীরূপে অষ্ট-সিদ্ধি বিরাজিতা; এই স্থানে যে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখানে ক্ষণকাল তপস্যা করিলে মানব দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, এই তপোভূমির মাহাত্ম্য ব্রহ্মাও বলিতে সমর্থ নহেন। ১৩—২২। নারদ বলিলেন,—এইরূপ বলিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ স্বীয় সৈন্যগণসহ মুহুর্মুহু দুন্দুভি নিনাদ করিতে করিতে উৎকটদেশে গমন করিলেন, পুরাকালে অসুর হিরণ্যকশিপু ঐ স্থানে তপস্যা করিয়াছিল। তথায় লীলাবতী নাম্নী কাঞ্চনী পুরী বিরাজিতা, লীলাবতীর অধিপতি সাক্ষাৎ বীতিহোত্র হুতাশন। সুব্রত হুতাশন ভূতলে মূর্ত্তিমান্ হইয়া তথায় সতত রাজ্য করেন। সেই ধনঞ্জয় বীতিহোত্রও মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্রকে কর দিয়া উত্তম স্তুতি করিয়াছিলেন। এইরূপে দেবদেব কৃষ্ণ ইলাবৃত বর্ষ দর্শন করিয়া দেব-নগর জম্বুদ্বীপে উপনীত হন; তথায় মূর্ত্তিমান্ নিগম সর্ব্বদা দৃষ্ট হন। তাঁহার সভায় বীণা-পুস্তকধারিণী বাণী সর্ব্বদা শুভ মঙ্গলনিলয় কৃষ্ণচরিত গান করেন। হে নৃপ! উর্ব্বশী পূর্ব্বচিত্তী প্রভৃতি অপ্সরাগণ সে সভায় হাব-ভাব-কটাক্ষে শ্রুতীশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়া নিত্য নৃত্য করিয়া থাকে। আমি বিশ্বাবসু, তুম্বুরু,

তথা চিত্ররথো হেত্তে বাদিত্রাণি মুহুর্মুহুঃ।
বেণুবীণামৃদঙ্গানি মুরুযষ্টিযুতানি চ ॥ ৩১
তালদুন্দুভিভিঃ সার্দ্ধং বাদয়ন্তি যথাবিধি।
হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতোদাত্তানুদাত্তস্বরিতা নৃপ ॥ ৩২
সানুনাসিকভেদশ্চ তথা নিরনুনাসিকঃ।
এতৈরষ্টাদশৈর্ভেদৈর্গীয়ন্তে শ্রুতয়ঃ পরৈঃ ॥ ৩৩
মূর্ত্তিমন্তো বিরাজন্তে তত্র দেবপুরে নৃপ।
অষ্টৌ তালাঃ স্বরাঃ সপ্ত তথা গ্রামত্রয়ং নৃপ ॥৩৪
বসন্তি বেদনগরে মূর্ত্তিমন্তঃ সদৈব হি।
ভৈরবো মেঘমল্লারো দীপকো মালকংসকঃ ॥৩৫
শ্রীরাগশ্চাপি হিন্দোলো রাগাঃ ষট্
সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ।
পঞ্চভিশ্চ প্রিয়াভিশ্চ তনুজৈরষ্টভিঃ পৃথক্ ॥৩৬
মূর্ত্তিমন্তস্ত তে তত্র বিচরন্তি নরেশ্বর।
ভৈরবো বভ্রুবর্ণশ্চ মালকংসঃ শুকদ্যুতিঃ ॥ ৩৭
ময়ূরদ্যুতিসংযুক্তো মেঘমল্লার এব হি।
সুবর্ণাভো দীপকশ্চ শ্রীরাগোঽরুণবর্ণভৃৎ।
হিন্দোলো দিব্যহংসাভো রাজতে মিথিলেশ্বর ॥
বহুলাশ্ব উবাচ।
তালানাঞ্চ স্বরাণাঞ্চ গ্রামাণাং মুনিসত্তম।
নৃত্যানাং কতি ভেদা যে নামভিঃ সহিতান্ বদ
নারদ উবাচ।
রূপকশ্চঞ্চরীকশ্চ তালঃ পরমঠঃ স্মৃতঃ।
বিরাড়ঃ কমঠশ্চৈব মল্লকশ্চ ঝটিজ্জটা ॥ ৪০
নিষাদর্ষভগান্ধারষড়্জমধ্যমধৈবতাঃ।
পঞ্চমশ্চেত্যমী রাজন্ স্বরাঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৪১
মাধুর্য্যমথ গাধার্য্যং ধ্রৌব্যং গ্রামত্রয়ং স্মৃতম্।
রাসঞ্চ তাণ্ডবং নাট্যং গান্ধর্ব্বং কৈন্নরং তথা ॥৪২
বৈদ্যাধরং গৌহ্যকঞ্চ নৃত্যমাপ্সরসং নৃপ।
হাবভাবানুভাবৈশ্চ দশভিশ্চাষ্টভেদবৎ ॥ ৪৩
সারঙ্গমমথান্যানি স্বরগম্যং পদং স্মৃতম্।
এতত্তে কথিতং রাজন্ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে ইলাবৃতখণ্ডগমনে সুন্দর-তপোদেশবিজয়ে বেদনগরবর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

সুদর্শন ও চিত্ররথের সহিত তথায় নিরন্তর বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ, মুরু, যষ্টি, তাল ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদিত্র যথাবিধি বাদ্য করিয়া থাকি। হে নৃপ! পরম শ্রুতিগণ হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত এবং সানুনাসিক ও নিরনুনাসিক ভেদে অষ্টাদশ প্রকার বিভিন্ন গান করিয়া থাকেন। হে নৃপ! সেই বেদ-পুরে অষ্ট তাল, সপ্তস্বর ও তিন গ্রাম মূর্ত্তিমান্ হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করে। ভৈরব, মেঘমল্লার, দীপক, মালকোশ, শ্রীরাগ ও হিন্দোল এই ছয় প্রকার রাগ কথিত হয়; হে নৃপবর! ইহারা পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চ স্ত্রী অষ্ট তনয়ের সহিত মূর্ত্তিমান্ হইয়া তথায় বিচরণ করে। হে মিথিলেশ্বর! এতন্মধ্যে ভৈরব পিঙ্গলবর্ণ, মালকোশ হরিদ্বর্ণ, মেঘমল্লার নীলবর্ণ, দীপক স্বর্ণবর্ণ, শ্রীরাগ অরুণবর্ণ এবং হিন্দোল শুভ্রবর্ণ, বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! তাল, স্বর, গ্রাম ও নৃত্য সমূহের ভেদ কত প্রকার, নামের সহিত তাহা বলুন। নারদ বলিলেন,—রূপক, চঞ্চরীক, পরমঠ, বিরাড়, কমঠ, মল্লক, ঝটিত, জটা এই অষ্ট তাল; হে রাজন্! নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়্জ, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম এই সপ্তস্বর, মাধুর্য্য, গান্ধার্য্য ও ধ্রৌব্য এই তিনটী গ্রাম; রাস, তাণ্ডব, নাট্য, গন্ধর্ব্ব, কৈন্নর, বৈদ্যাধর, গৌহ্যক ও আপ্সর ইহারা নৃত্য; হে নৃপ! এই অষ্ট প্রকার নৃত্য হাব ভাব ও অনুভাবের সহিত মিলিত হইয়া দশ প্রকার ভেদ বিশিষ্ট হয়; আর যাহা সারঙ্গরূপ স্বরের সহিত মিলনযোগ্য, তাহা পদ নামে অভিহিত। হে রাজন্! এই আমি তোমার নিকট তাল প্রভৃতি বিষয় বর্ণন করিলাম, পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ২৩—৪৪।

বিশ্বজিৎখণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

বহুলাশ্ব উবাচ।

রাগিণীনাঞ্চ নামানি বদ দেব ঋষে মম।
তথা বৈ রাগপুত্ত্রাণাং ত্বং পরাবরবিত্তমঃ॥ ১

নারদ উবাচ।

কালেন দেশভেদেন ক্রিয়য়া স্বরমিশ্রয়া।
ভেদা বুধৈঃ ষট্‌পঞ্চাশৎকোট্যো গীতস্য কীর্ত্তিতাঃ॥ ২
অন্তর্ভেদা অনন্তা হি তেষাং সন্তি নৃপেশ্বর।
বিদ্ধোনং রাগমানন্দং শব্দব্রহ্মময়ং হরিম্॥ ৩
তস্মান্মুখ্যাশ্চ ভেদাঃ কো বদিষ্যামি তবাগ্রতঃ।
ভৈরবী পিঙ্গলা শঙ্কী লীলাবত্যাগরী তথা॥ ৪
ভৈরবস্যাপি রাগস্য রাগিণ্যঃ পঞ্চ কীর্ত্তিতাঃ।
মহর্ষিশ্চ সম্বন্ধশ্চ পিঙ্গলো মাগধস্তথা॥ ৫
বিলাবলশ্চ বৈশাখো ললিতঃ পঞ্চমস্তথা।
ভৈরবস্যাষ্টপুত্ত্রা যে গীয়ন্তে চ পৃথক্ পৃথক্॥ ৬
চিত্রা জয়জয়াবন্তী বিচিত্রা কথিতা পুনঃ।
ব্রজমল্লার্য্যন্ধকারী রাগিণ্যোঽপি মনোহরাঃ॥ ৭
মেঘমল্লাররাগস্য কথিতাঃ পঞ্চ মৈথিল।
শ্যামকারঃ সোরটশ্চ নটো ডায়ন এব চ॥ ৮
কেদারো ব্রজরংহস্তো জলাধারস্তথৈব চ।
বিহাগশ্চেত্যষ্টপুত্ত্রাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ॥ ৯
মেঘমল্লাররাগস্য মৈথিলেন্দ্র মনোহরাঃ।
কঞ্চুকী মঞ্জরী টোড়ী গুর্জ্জরী শাবরী তথা॥১০
দীপকস্যাপি রাগস্য রাগিণ্যঃ পঞ্চ চ স্মৃতাঃ।
কল্যাণঃ শুভকামশ্চ গৌড়কল্যাণ এব চ॥ ১১
কামরূপঃ কাহ্নরেতি রামসঞ্জীবনস্তথা।
সুখনামা মন্দহাসঃ পুত্ত্রাশ্চাষ্টৌ বিদেহরাট্॥১২
রাগস্য দীপকস্যাপি কথিতা রাগপণ্ডিতৈঃ
গান্ধারী বেদগান্ধারী ধনাশ্রী স্বর্ম্মণিস্তথা॥ ১৩
গুণাগরীতি রাগিণ্যঃ পঞ্চৈতা মৈথিলেশ্বর।
মালকংসস্য রাগস্য কথিতা রাগমণ্ডলে॥ ১৪
মেঘশ্চমচলো মারুমাচারঃ কৌশিকস্তথা।
চন্দ্রহারো ঘুঙ্ঘুটশ্চ বিহারো নন্দ এব চ॥ ১৫
মালকংসস্য রাগস্য চাষ্টপুত্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বৈরাটী চৈব কর্ণাটী গৌরী গৌরাবটী তথা॥ ১৬
চতুশ্চন্দ্রকলা চৈব রাগিণ্যঃ পঞ্চ বিশ্রুতাঃ।
শ্রীরাগস্যাপি রাজেন্দ্র কথিতাঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ॥১৭
সারঙ্গঃ সাগরো গৌরো মরুৎ পঞ্চশরস্তথা।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে দেব! আপনি পরাবরবিৎ, অতএব হে ঋষি! রাগিণীগণের এবং তাহাদের পুত্ত্রদিগের নাম আমার নিকট বলুন। নারদ বলিলেন,—গীতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কাল, দেশ, ক্রিয়াভেদ ও স্বরের মিশ্রণে গীতের ছাপ্পান্ন কোটি প্রকার ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। হে নৃপেশ্বর! ইহাদের অন্তর্ভেদ অনন্ত প্রকার বিদ্যমান; এই রাগকে ভূতলে শব্দব্রহ্মময় হরি জানিবে। অতএব ইহাদের মধ্যে প্রধান ভেদসমূহ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। ভৈরবী, পিঙ্গলা শঙ্কী, লীলাবতী ও আগরী এই পাঁচটী ভৈরব রাগের রাগিণী কথিত হয়। মহর্ষি, সম্বন্ধ, পিঙ্গল, মাগধ, বিলাবল, বৈশাখ, ললিত ও পঞ্চম ইহারা ভৈরব রাগের অষ্ট পুত্ত্র ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গীত। চিত্রা, জয়জয়াবন্তী, বিচিত্রা, ব্রজমল্লারী, মনোহরা, অন্ধকারী, মেঘমল্লার রাগের এই পঞ্চ রাগিণী; শ্যামকার, সোরট,নট, ডায়ন,কেদার, ব্রজরংহস্ত, জলাধার, বিহাগ হে মৈথিলেশ্বর! প্রাচীন পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে মেঘমল্লার রাগের মনোহর অষ্ট পুত্ত্র বলিয়াছেন। কঞ্চুকী, মঞ্জরী, টোড়ী, গুর্জ্জরী ও শাবরী দীপক রাগের এই পাঁচটী রাগিণী। হে বিদেহরাজ! রাগাভিজ্ঞগণ কল্যাণ, শুভকাম, গৌড়কল্যাণ, কামরূপ,কাহ্নরা, রামসঞ্জীবন,সুখনামা, মন্দহাস, ইহাদিগকে দীপক রাগের অষ্ট পুত্ত্র বলিয়াছেন। হে মিথিলেশ্বর! গান্ধারী, বেদ-গান্ধারী, ধানশ্রী, স্বর্মণি ও গুণাগরী রাসমণ্ডল মধ্যে কৌশ রাগের এই পঞ্চ রাগিণী, মেঘ, চমচল, মারুমাচার, কৌশিক, চন্দ্রহার, ঘুঙ্ঘুটু, বিহার, নাদ ইহারা মালকৌশ রাগের অষ্ট পুত্ত্ররূপে বর্ণিত। বৈরাটী, কর্ণাটী, গৌরী, গৌরাবটী, চতুশ্চন্দ্রকলা হে রাজেন্দ্র! প্রাচীন প্রাজ্ঞগণ এই পাঁচটীকে শ্রীরাগের রাগিণী

গোবিন্দশ্চ হমীরশ্চ গোভীরশ্চ তথৈব চ ॥ ১৮
শ্রীরাগস্থাপি রাজেন্দ্র হ্যষ্টৌ পুত্রা মনোহরাঃ।
বসন্তী পরজা হেরী তৈলঙ্গী সুন্দরী তথা ॥ ১৯
হিন্দোলস্থাপি রাগস্ত রাগিণ্যঃ পঞ্চ বিশ্রুতাঃ।
মঙ্গলশ্চ বসন্তশ্চ বিনোদঃ কুমুদস্তথা ॥ ২০
এবঞ্চ বিহিতো নাম বিভাসঃ স্বরমণ্ডলে।
পুত্রাশ্চাষ্টৌ সমাখ্যাতা মৈথিলেন্দ্র পৃথক্ পৃথক্

বহুলাশ্ব উবাচ।

শব্দব্রহ্মহরেঃ সাক্ষান্নিগমস্ত মহাত্মনঃ।
রাগমণ্ডল ইত্যেবং হিন্দোলস্ত পৃথক্ পৃথক্।
অঙ্গানি বদ মে দেব কানি কানি মহীতলে ॥ ২৩

নারদ উবাচ।

মুখং ব্যাকরণং প্রোক্তং পিঙ্গলঃ পাদ উচ্যতে।
মীমাংসশাস্ত্রং হস্তৌ চ জ্যোতির্নেত্রং প্রকীর্ত্তিতঃ
আয়ুর্ব্বেদঃ পৃষ্ঠদেশো ধনুর্ব্বেদ উরঃস্থলম্।
গান্ধর্ব্বং রসনং বিদ্ধি মনো বৈশেষিকং স্মৃতম্ ॥
সাংখ্যং বুদ্ধিরহঙ্কারো গ্ঠায়বাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বেদান্তং তস্ত চিত্তং হি বেদস্থাপি মহাত্মনঃ ॥ ২৫
রাগরূপমিদং রাজন্ বিহারং বিদ্ধি মৈথিল।
এতত্তে কথিতং রাজন্ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি

বহুলাশ্ব উবাচ।

তস্মিন্ বেদপুরে রম্যে কিং চকার হরিঃ স্বয়ম্।
এতন্মে বদ দেবর্ষে ত্বং সাক্ষাদ্দিব্যদর্শনঃ ॥ ২৭

নারদ উবাচ।

আয়ান্তং বেদনগরং শ্রীকৃষ্ণং যাদবেশ্বরম্।
নিগমোঽপি বলিং নীত্বা সরস্বত্যা তয়া সহ ॥ ২৮
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ গ্রামতালৈঃ স্বরৈঃ সহ।
রাগৈঃ সভেদৈঃ সহিতঃ প্রণনাম কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৯
প্রসন্নো ভগবান্ সাক্ষাদ্দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
বেদং প্রাহ যদূনাঞ্চ সর্ব্বেষাং শৃণ্বতাং সতাম্ ॥৩০

শ্রীভগবানুবাচ।

নিগম ত্বং বরং ব্রূহি যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
দুর্লভং কিং ত্রিলোকেষু ভক্তানাং হর্ষিতে ময়ি

বেদ উবাচ।

যদি দেব প্রসন্নোঽসি সর্ব্বে যে মে সুপার্ষদাঃ।
তেষাং দেব নিজং রূপং দর্শয়াত্র পরেশ্বর ॥ ৩২

বলিয়াছেন; সারঙ্গ, সাগর, গৌর, মরুৎ, পঞ্চশর, গোবিন্দ, হমীর ও গোভীর হে রাজেন্দ্র! শ্রীরাগের এই মনোহর অষ্ট পুত্র। বসন্তী, পরজা, হেরী, তৈলঙ্গী সুন্দরী হিন্দোল রাগের এই পঞ্চ বিখ্যাত রাগিণী, মঙ্গল, বসন্ত, বিনোদ, কুমুদ, মঙ্গলবিভাস, বসন্তবিভাস, বিনোদবিভাস ও কুমুদবিভাস, হে মৈথিলেন্দ্র! স্বরমণ্ডলের মধ্যে বিচক্ষণগণ হিন্দোল রাগের এই অষ্ট পুত্র কহিয়াছেন। ১—২১। বহুলাশ্ব বলিলেন,—মহীতলে সাক্ষাৎ নিগমরূপ শব্দ ব্রহ্মময় মহাত্মা হরির হিন্দোলের পৃথক্ পৃথক্ রাগসমূহ এবং অঙ্গ সকল কি কি। হে দেব! তাহা কীর্ত্তন করুন। নারদ বলিলেন,—বেদরূপী মহাত্মা হিন্দোল রাগের ব্যাকরণ মুখ, পিঙ্গল পাদ, মীমাংসাশাস্ত্র হস্তদ্বয় জ্যোতিষ নেত্র, আয়ুর্ব্বেদ পৃষ্ঠ দেশ ও ধনুর্ব্বেদ বক্ষ, গন্ধর্ব্ববেদ রসনা, বৈশেষিক মন, সাংখ্য বুদ্ধি, গ্ঠায় অহঙ্কার এবং বেদান্ত চিত্ত; হে রাজন্! এইরূপ হিন্দোলকে বিহার বলিয়া বুঝিবে। হে মৈথিল! এই আমি তোমার নিকট রাগবার্ত্তা বলিলাম, পুনরায় আর কি শুনিতে চাও।২২—২৬। বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে দেবর্ষে! আপনি দিব্যদর্শন, সেই রমণীয় দেবপুরে সাক্ষাৎ হরি কি করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বলুন। নারদ বলিলেন,—নিগমও বেদনগরে আগত যাদবরাজ শ্রীকৃষ্ণকে সরস্বতীর সহিত বলি লইয়া আসিয়া করজোড়ে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের সহিত গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, গ্রাম, তাল, স্বর ও বিভিন্ন রাগও আগমন করিয়াছিল। দেবদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ জনার্দ্দনও প্রসন্ন হইয়া যাদব ও অন্যান্য সাধু লোকের সমক্ষে বেদকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে নিগম! তোমার মনোগত বর প্রার্থনা কর, আমি প্রসন্ন হইলে ত্রিলোকে ভক্তগণের কি দুর্লভ থাকে! বেদ বলিলেন,—হে দেব পরমেশ্বর! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এইস্থানে আমার শ্রেষ্ঠ পার্ষদগণকে আপনার নিজ

স্বরূপং তে চ গোলোকে স্বধাম্নি প্রস্ফুরদ্দ্যুতৌ।
বৃন্দাবনে চ তদ্রাসে তস্য দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৩৩
নারদ উবাচ।
শ্রুত্বা বেদবচঃ কৃষ্ণঃ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্।
স্বরূপং দর্শয়ামাস রাধয়া সহিতং পরম্॥ ৩৪
তদ্রূপং সুন্দরং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে বৈ মূর্চ্ছনাং গতাঃ।
পূরিতাঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈর্বিস্মৃত্য স্বতনুং সুখম্॥
তদাপি হর্ষিতাঃ সর্ব্বে বাদিত্রৈর্মধুরস্বনৈঃ।
জগুস্তৎপুরতো রাজন্ননৃতুঃ পশ্যতাং সতাম্॥৩৬
যথা শ্রুতং যথা দৃষ্টং মাধুর্য্যং রূপমদ্ভুতম্।
তথৈব চক্রুর্বেদাদ্যা বর্ণনং মৈথিলেশ্বর॥ ৩৭
বেদ উবাচ।
সংজ্ঞানমাত্রং সদসৎপরং বৃহ-
চ্ছশ্বৎপ্রশান্তং বিভবং সমং মহৎ।
ত্বাং ব্রহ্ম বন্দে বসুদুর্গমং পরং
সদা স্বধাম্না পরিভূতকৈতবম্॥ ৩৮
সরস্বত্যুবাচ।
মহৎপরং ত্বাং কিল যোগিনো বিদুঃ
সবিগ্রহং তত্র বদন্তি সাত্বতাঃ।
দৃষ্টং তু যত্তে পদয়োর্দ্বয়ং মে
ক্ষেমস্য ভূয়াম্মহসামধীশ্বরম্॥ ৩৯
গন্ধর্ব্বা উচুঃ।
শ্যামঞ্চ গৌরং বিদিতং স্বধাম্নি
কৃতং ত্বয়া ধাম নিজেচ্ছয়া হি।
বিরাজসে নিত্যমলঞ্চ তাভ্যাং
ঘনো যথা মেচকদামিনীভ্যাম্॥ ৪০
অপ্সরস উচুঃ।
যথা তমালঃ কলধৌতবল্ল্যা
ঘনো যথা চঞ্চলয়া চকাস্তি।
নীলোহদ্রিরাজো নিকষাশ্মখন্যা
শ্রীরাধয়াদ্যস্ত তথা রমণ্যা॥ ৪১
গ্রামা উচুঃ।
যস্য পদস্য পরাগং শম্ভুরমাকবিদেবৈঃ।
ইচ্ছতি চেতসি রাধা তং ভজ মাধবপাদম্॥৪২
তালা উচুঃ।
যেন বলিঃ সদ্বিহরেস্তদ্বলিমেব হরেৎ।
তং ভজ পাদং তু হরেশ্চেতসি সুপ্তে কুহরে॥৪৩

রূপ প্রদর্শন করুন। আপনার যেরূপ স্ফুরিত-প্রভ নিজ ধাম, গোকুলে, বৃন্দাবনে ও বৃন্দাবনের রাসে বিভাসিত, পার্ষদগণ তাহারই দর্শনাভিলাষী। নারদ বলিলেন,—বেদ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরিপূর্ণতম স্বয়ং কৃষ্ণ রাধার সহিত স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। সেই সুন্দর-রূপ সন্দর্শনে পার্ষদগণ স্ব স্ব তনু ও সুখ ভুলিয়া গিয়া সাত্ত্বিকভাবে বিভোর হইয়া গেলেন। হে রাজন্! তাঁহারা হৃষ্ট হইয়া সকলের সমক্ষে মধুরধ্বনি বাদ্যসংকারে তাঁহার সম্মুখে নৃত্যগীত করিলেন। হে মৈথিলেশ্বর! বেদাদি তাঁহার যে অদ্ভুত রূপ দর্শন ও যেরূপ মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপই বর্ণন করিতে লাগিলেন। ২৭—৩৭। বেদ বলিলেন,—তুমি সংজ্ঞানমাত্র, সৎ ও অসতের অতীত, বৃহৎ,সনাতন, প্রশান্ত, অবতারী, সম,মহান্ ব্রহ্ম, ধনের দ্বারা অপ্রাপ্য, পরমাত্মা এবং তুমি নিজ তেজে সর্ব্বদা ছলরূপ মায়া বিরহিত; তোমাকে বন্দনা করি। সরস্বতী বলিলেন,—যোগিগণ তোমাকে মহতের অতীত বলিয়া বিদিত, ভক্ত বৈষ্ণবগণ তোমাকে শরীরধারী বলেন; আমি তোমার যে পাদদ্বয় দর্শন করিয়াছি, সেই তেজোময় চরণ যুগল আমার মঙ্গল-প্রদ হউক। গন্ধর্ব্বগণ বলিলেন,—তুমি নিজ মহিমায় স্বীয় অভিলাষে শ্যাম ও গৌর উভয়রূপেই বিলসিত, তোমার সেই শ্যাম গৌররূপ বিদ্যুৎ ও স্বকীয় কৃষ্ণবর্ণযুক্ত মেঘের ন্যায় বিরাজিত। অপ্সরাগণ বলিলেন,—তোমার রূপ স্বর্ণলতা-জালবিজড়িত তমাল এবং চঞ্চল তড়িদ্‌যুক্ত মেঘবৎ প্রতিভাত; নীলগিরি যেমন নিকষ প্রস্তরখনি দ্বারা শোভিত, তদ্রূপ তুমিও রাধা রমণীর দ্বারা শোভিত। গ্রামগণ বলিলেন,—যাঁহার পদপরাগ শিব, রমা, কবি ও দেবগণসহ রাধা স্বীয়হৃদয়ে অভিলাষ করেন, সেই শ্রীপতিপদ ভজনা কর। তালগণ বলিল,—যে পদ দ্বারা বলি ছলিত হইয়াও তাহার অর্চ্চনা করে,

মানা ঊচুঃ
উৎক্ষিপন্তি বহির্দুঃখং সন্তো যচ্ছরণং গতাঃ।
রাধামাধবয়োর্দিব্যং দধাম পাদপঙ্কজম্ ॥ ৪৪
স্বরা ঊচুঃ।
শরদ্বিকচপঙ্কজশ্রিয়মতীব বিদ্বেষকং
মিলিন্দমুনিলেহিতং কুলিশকঞ্জচিহ্নাবৃতম্।
স্ফুরৎকনকনূপুরং দলিতভক্ততাপত্রয়ং
চলদ্দ্যুতি পদদ্বয়ং হৃদি দধামি রাধাপতেঃ॥৪৫

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে বেদাদিস্তুতিবর্ণনং নাম
চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ।
ভৈরবাদ্যা রাগগণাঃ পুরঃ প্রাপ্তা হরেঃ প্রভোঃ
রূপানুরূপাবয়বাং তনুং দৃষ্ট্বাতিহর্ষিতাঃ ॥ ১
যত্র যত্র চ তেষাং বৈ দৃষ্টিঃ প্রাপ্তা হরেস্তনৌ
তত্র স্থিতা চ নির্গন্তুং লাবণ্যান্ন শশাক হ ॥ ২
অহো শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
দৃষ্ট্বোপবর্ণনং তস্য চক্রুস্তেঽপি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩
ভৈরব উবাচ।
ভজ হরিজানুদ্বয়মিতি লক্ষ্মীঃ।
ভজতি সদাঙ্কে কমলকরাভ্যাম্ ॥ ৪
মেঘমল্লার উবাচ।
উরূ বিষ্ণো রম্ভাখণ্ডৌ হেমস্তম্ভৌ ধ্যায়ে বন্দ্যৌ
ওজঃপূর্ণৌ শোভাযুক্তৌ বস্ত্রাপীতৌ
কৃষ্ণস্যোভৌ ॥ ৫
দীপক উবাচ।
সকলসুখকরং কনকরুচিধরম্।
প্রথিতহরিপদং ভজত কটিতটে ॥ ৬
মালকংস উবাচ।
কটী কেশদ্যুা হরেরস্তি তত্র
নৃণাং নেত্রয়োর্দৃষ্টিমানং হরন্তি।
পরং কম্পিতা মন্দগচ্ছৎসমীরৈঃ
স্তনম্রেণ সা সর্ব্বচেতোহরেত্থম্ ॥ ৭

সুপ্ত হৃদয় কন্দরে সেই হরি চরণ ভজন কর। মানগণ বলিল,—যে চরণের শরণাগত হইয়া সাধুগণ বহির্দুঃখ বিদূরিত করেন; আমরা রাধা মাধবের সেই দিব্য পাদপদ্ম ধ্যান করি। স্বরগণ কহিলেন,—শরতের বিকসিত সরোজের শোভাবিদ্বেষক, মধুকররূপ মুনিগণের আস্বাদিত, বজ্র পদ্মাদি-চিহ্নাবৃত, উজ্জ্বল স্বর্ণনূপুর শোভিত, ভক্তজনের ত্রিতাপহারী, চঞ্চল বিদ্যুৎবৎ রাধাপতির পদদ্বয় আমরা হৃদয়ে ধ্যান করি। ৩৮—৪৫।

বিশ্বজিৎখণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—ভৈরবাদি রাগগণ প্রভু হরির সম্মুখাগত হইয়া রূপ-অনুরূপ ও অবয়বযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ তদীয় দেহ দর্শনে পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইল, কৃষ্ণদেহের যে যে স্থানে তাহাদের দৃষ্টি পতিত হইল, নয়ন সেই সেই স্থানেই অবস্থিত রহিল, তাহার লাবণ্যে দৃষ্টি অন্যত্র গমনে সমর্থ হইল না। অহো! কৃষ্ণ-চন্দ্র হরির কি অদ্ভুতরূপ, তাহারা তদ্দর্শনে সেই রূপের পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা করিল। ভৈরব-বলিল, কমলা ক্রোড়ে রাখিয়া কমলকরে হরির যে জানুদ্বয়ের সর্ব্বদা সেবা করেন, তাহার ভজনা কর। মেঘমল্লার বলিল,—বিষ্ণুর যে উরুদ্বয়খণ্ড রম্ভাতরু ও স্বর্ণস্তম্ভ-সদৃশ, ওজঃপূর্ণ, শোভাযুক্ত ও পীতবসনাবৃত, সেই উরুদ্বয় ভজনা করি। দীপক কহিল,—অখিল সুখকর, কনককান্তিধর, প্রথিত হরিপদ কটিতটে সেবা কর। মালকোশ কহিল,—কৃষ্ণের কটিতট কেশসদৃশ অতি সূক্ষ্ম, উঁহা নরগণের নেত্র দৃষ্টির মান হরণ করিয়া থাকে। তাহার যেন ধীরে ধীরে প্রবাহিত কর্তরেও কম্পিত হয়! নম্র সেই কটি

শ্রীরাগ উবাচ।
নাভেঃ সরঃ পুষ্করকুণ্ডবচ্চ
তদ্বসত্রিবল্যূর্ম্মিমনোহরং পদম্।
রোমাবলিপ্রোজ্জ্বিতকামকাননং
ভজামি নিত্যং হৃদি রাধিকাপতেঃ ॥৮
হিন্দোল উবাচ।
অলকপঙ্‌ক্তিঃ কিমলিপঙ্‌ক্তিঃ
পিপ্পলপত্রে মোহনমালা।
কিং কমলে যচ্ছ্যামলরেখা
কিং হৃদরে রোমাবলিরেখা ॥ ৯
ভৈরববরাগিণ্য উচুঃ।
পীতপটং যৎ কৃষ্ণহরেরিন্দ্রধনুর্বদ্দীপ্তিযুতম্।
কাঞ্চনশিল্পৈশ্চারুরুচি তদ্ভজ নৃণাং দুঃখহরম্ ॥১০
ভৈরবপুত্রা উচুঃ।
চতুঃসমুদ্রা ইব বিশ্বপূরকা
আনন্দদা এব চতুঃপদার্থবৎ।
তে বাহবো লোকবিতানদণ্ডব-
জ্জয়ন্তি ভূধারণদিগ্‌গজা ইব ॥ ১১
মেঘমল্লাররাগিণ্য উচুঃ।
অরুণবিম্বফলদ্যুতিমণ্ডিতং
ভজ হরেরধরং মধুরং মনঃ।
নবজপাদলমঞ্জুবিগ্রহং
সকলবল্লবভূমিপতেঃ প্রভোঃ ॥ ১২
মেঘমল্লারপুত্রা উচুঃ।
কর্পূরকেতকসুমৌক্তিকহীরকাণাং
শ্রীখণ্ডচন্দ্রচপলামৃতমল্লিকানাম্।
তেষাং রুচেশ্চ পরিভাবমকারি পূর্ব্বং
যা দন্তপংক্তিরমলা স্মরতাং পরস্য ॥ ১৩
দীপকরাগিণ্য উচুঃ।
নয়নযুগলজাতং পাতু নোঽহর্নিশং তে
মদনশরপরীক্ষং সর্ব্বলাবণ্যদীক্ষম্।
পরিহৃতসুররক্ষং কোটিশো লক্ষলক্ষং
নিজজনকৃতরক্ষং দানদক্ষং কটাক্ষম্ ॥ ১৪
দীপকপুত্রা উচুঃ।
কিং বাহু কুলিঙ্গযুগলং নবপদ্মমধ্যে
দুঃখক্ষয়ায় বসতাং নিশিতাসিযুগ্মম্।
জৈত্রং ধনুর্জ্জয়তি কিং মকরধ্বজস্য
ভ্রূমণ্ডলং কিমথ চন্দ্রমুখে পরস্য ॥ ১৫
মালকংসরাগিণ্য উচুঃ।
পরিনৃত্যতি কর্ণমণ্ডলে
ফণিপত্ন্যাবিব লোলকুণ্ডলে।

সকলের চিত্ত হরণ করে। শ্রীরাগ বলিলেন,—যাহার নাভি সরোবর কমলকুণ্ডবৎ গভীর উদর ত্রিবলীতরঙ্গশোভিত, পদ মনোহর, রোমাবলীর নিকট মদনকানন শোভা বিড়ম্বিত, সেই রাধাপতিকে সর্ব্বদা হৃদয়ে ভজনা করি। হিন্দোল বলিল,—কৃষ্ণের কপোলোপরি বিরাজিত অলকাবলী কিবা ভ্রমর পংক্তি? অশ্বত্থপত্রবৎ তিলকাবলী কি মোহন মালা; অহো! উদরের রোমাবলী রেখা কি কমলের শ্যামরেখা! ভৈরবরাগিণীরা বলিল,—হে কৃষ্ণ! তোমার যে পীত বসন, ইন্দ্রধনুর ন্যায় দীপ্তিযুক্ত, কাঞ্চনশিল্প দ্বারা চারুরুচি সেই মানব দুঃখহর বসনের সেবা করি। ভৈরবতনয়গণ কহিল,—চতুঃসমুদ্রের ন্যায় বিশ্বপূরক চতুর্ব্বর্গের ন্যায় আনন্দপ্রদ, ধরাধারী দিগ্‌গজের ন্যায় এবং লোক বিতানের দণ্ডস্বরূপ তোমার বাহু চতুষ্টয়ের জয় হউক। মেঘমল্লাররাগিনীগণ বলিল,—অখিল বল্লব-ভূমিপতি প্রভু হরির বিম্বফলবৎ লোহিত কান্তি নবজবাদলতুল্য লঘু রক্তপ্রভ অধর ভজনা কর। মেঘমল্লারপুত্রগণ বলিল,—পরমাত্মা হরির কর্পূর, কেতকী, উত্তম মুক্তা, হীরক, চন্দন, চন্দ্র, চপলা, অমৃত ও মল্লিকা প্রভৃতির প্রভাবহারী অমল দন্তপংক্তির স্মরণ করি। দীপক রাগিণীগণ বলিল,- পারিজাতাপহারী লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নিজজন রক্ষক হরির নয়নযুগলজাত কামশর স্বরূপ অখিল লাবণ্যাধার দানদক্ষ কটাক্ষ অহর্নিশ আমাদিগকে রক্ষা করুক। দীপক পুত্রগণ বলিল,—পরম পুরুষ হরির চন্দ্রবদনের ভ্রূযুগল কি মদনের জয়শীল ধনুরেও জয়কারী? পরদুঃখক্ষয়কারী ভুজদণ্ড যুগল কিবা নূতন কমল মধ্যে অবস্থিত উজ্জ্বল

কমলে মকরন্দনির্ভরে।
১৬

মালকংসপুত্রা ঊচুঃ।
রবিরেব খমণ্ডলে কিমু
ঘনভর্জুরথ বা ঘনে তড়িৎ।
অধিতিষ্ঠতি গণ্ডমণ্ডলং
দ্যুতিখণ্ডং কলধৌতকুণ্ডলম্॥ ১৭

শ্রীরাগিণ্য ঊচুঃ।
কুলিঙ্গয়োঃ খঞ্জনয়োঃ কিলারা-
দাপশ্যতাং যুদ্ধমভূদলীনাম্।
তেষাং গতঃ কীর উষঃ প্রফুল্লে
চকাস্তি পদ্মেহরুণবিম্বলিপ্সুঃ॥ ১৮

রাগপুত্রা ঊচুঃ।
পরিকরীকৃতপীতপটং হরিং
শিখিকিরীটনতীকৃতকন্ধরম্।
লগুড়বেণুকরং চলকুণ্ডলং
পটুতরং নটবেষধরং ভজে॥ ১৯

হিন্দোলরাগিণ্য ঊচুঃ।
অতসীকুসুমোপমেয়কান্তি-
র্যমুনাকূলকদম্বমধ্যবর্ত্তী।
নবগোপবধূবিলাসশালী
বনমালী বিতনোতু মঙ্গলানি॥ ২০

হিন্দোলপুত্রা ঊচুঃ।
হরে মৎসমঃ পাতকী নাস্তি ভূমৌ
তথা ত্বৎসমো নাস্তি পাপাপহারী।
ইতি ত্বাঞ্চ মত্বা জগন্নাথ দেবং
যথেচ্ছা ভবেত্তে তথা মাং কুরু ত্বম্॥ ২১

নারদ উবাচ।
ইতি রাগকৃতং ধ্যানং যঃ শৃণোতি পঠেৎ সদা।
তন্নেত্রগোচরো যাতি ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ॥ ২২
ইত্থং স্বং দর্শনং দত্ত্বা বেদাদিভ্যো হরিঃ স্বয়ম্।
বভূব পশ্যতাং তেষাং শার্ঙ্গপাণিশ্চতুর্ভুজঃ॥ ২৩
কৃত্বা তু দর্শনং বিষ্ণোর্গতে দেবে গণৈঃ সহ।
সৈন্যে সুতং শম্বরারিং স্থাপয়িত্বা যদূত্তমম্॥ ২৪
দ্বারকাং স্বাং পুরীং গন্তুং মনশ্চক্রে পরাৎপরঃ॥
মঞ্জীরঘণ্টাকলকিঙ্কিণীকলং
সুকাংস্যপাত্রধ্বনিনা রথেন।

অলিযুগল? মালকোশ রাগিণীগণ বলিল,—কৃষ্ণের কর্ণমণ্ডল লোলকুণ্ডল যেন সর্পপত্নীর ন্যায় নৃত্য করিতেছে এবং মনোহর গণ্ডমণ্ডলে মধুকরগণ যেন কমল মকরন্দাস্বাদে আসক্ত হইয়া রহিয়াছে। মালকোশ পুত্রগণ বলিল,—কৃষ্ণের গণ্ডযুগলে সংযুক্ত সুবর্ণ কর্ণকুণ্ডল কি আকাশ-মণ্ডলে উদিত দ্যুতিযুক্ত মার্ত্তণ্ড? অথবা মেঘ-মণ্ডলে সৌদামিনী? শ্রীরাগ রাগিণীগণ বলিল,—ভগবানের নয়নদ্বয় যেন দূর হইতে দর্শনকারীদিগের সমক্ষে যুদ্ধকারী মধুকর অথবা খঞ্জন পক্ষীদ্বয়ের মত প্রতিভাত; যুদ্ধ করিতে করিতে তন্মধ্য হইতে মধুকর যেন তদীয় অরুণকান্তি মুখকমলের মধু লিপ্সু হইয়া বদনে বিরাজ করিতেছে। রাগপুত্রগণ বলিল,—যিনি পীতপটে কটিবন্ধন করিয়াছেন, ময়ূরপক্ষ রচিত মুকুট যাঁহার কন্ধরদেশে আনমিত হইয়াছে, বেণুবেত্রকর চলকুণ্ডলধর পটুতর নটবেশধর সেই হরিকে ভজনা করি। হিন্দোল রাগিণীগণ বলিল,—অতসী কুসুমের সমান কান্তি, যমুনাকূলের কদম্বতরুর মধ্যবর্ত্তী, নব গোপীগণসহ বিলাসশালী বনমালী আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন। হিন্দোল পুত্রগণ বলিল,—হে হরে! ভূতলে আমাদের তুল্য পাতকী নাই, তোমার তুল্য পাপহারী নাই; হে জগন্নাথ! আমরা তোমাকে তথাবিধ মনে করিয়া থাকি; হে দেব! আমাদের প্রতি তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর! ১—২১। নারদ বলিলেন,—যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই রাগকৃত ধ্যান পাঠ ও শ্রবণ করে, ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহার নেত্রগোচর হন। স্বয়ং হরি এইরূপে বেদাদিকে স্ব-স্বরূপে দর্শন দিয়া তাহাদের সমক্ষে শার্ঙ্গধারী চতুর্ভুজ হইলেন। অনন্তর দেবগণ সহ বেদাদি হরির দর্শন করিয়া চলিয়া গেলে সেই পরাৎপর শ্রীহরি তনয় যদুবর প্রদ্যুম্নকে সৈন্য মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করত স্বীয় পুরী দ্বারকা গমনে মনোরথ করি-

সুগ্রীবমুখ্যৈঃ স চ চঞ্চলাশ্বৈ-
র্নিয়োজিতৈর্মৈথিল দারুকেণ ॥ ২৬
যুতেন সদ্রত্নমতা শ্রুতিস্বনৈঃ
প্রভঞ্জনৈর্জ্জগরুড়ধ্বজেন।
বিহায় তাং বেদপুরীং পরাত্মা
যযৌ পুরীং যাদববৃন্দমণ্ডিতাম্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে শ্রীকৃষ্ণধ্যানবর্ণনং নাম
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

অথ কৃষ্ণে ভগবতি পুরীং দ্বারাবতীং গতে।
প্রদ্যুম্নঃ সৈনিকৈঃ সার্দ্ধং নদং কামদুঘং যযৌ ॥১
শতযোজনবিস্তীর্ণা গন্ধর্ব্বাণাং মনোহরা
বসন্তমালতী নাম্না হেমরত্নময়ী পুরী। ॥ ২
লবঙ্গতিলকাজালৈরেলাকাশ্মীরদেশকৈঃ।
জাতীফলাদিজাবিত্রী শ্রীখণ্ডপারিজাতকৈঃ ॥ ৩
মন্দারবনগন্ধাঢ্যৈঃ সর্ব্বতঃ সুরভীকৃতা।
সহস্রদলরাজীবকেতকীপুষ্পগন্ধিভিঃ ॥ ৪
মত্তালিনাদিতা ভৃঙ্গৈঃ শব্দিতা চিত্রপক্ষিভিঃ।
গন্ধর্ব্বৈ রাজিতা ভব্যৈর্নাগৈর্ভোগবতী যথা ॥৫
পতঙ্গো নাম তত্রৈব গন্ধর্ব্বেশো মহাবলঃ।
করোতি রাজ্যং সুকৃতী শক্রবদ্বলপৌরুষঃ ॥ ৬
শ্রুত্বা প্রদ্যুম্নমায়ান্তং দিগ্জয়ার্থং বিনির্গতম্।
গন্ধর্ব্বৈরুদ্ভটৈর্যুক্তো যুদ্ধং কর্ত্তুং মনো দধে ॥ ৭
রথাশ্বগজবীরৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈর্দশকোটিভিঃ।
পতঙ্গ আগতো যোদ্ধুং প্রদ্যুম্নস্যাপি সম্মুখে ॥৮
গন্ধর্ব্বৈর্যদুভিঃ সার্দ্ধং ঘোরং যুদ্ধং বভূব হ।
ভল্লৈর্গদাভিঃ পরিঘৈর্মুদ্গরৈস্তোমরর্ষ্টিভিঃ ॥ ৯
বাণান্ধকারে সঞ্জাতে পতঙ্গোঽতিরথো বলী।
ধনুষ্টঙ্কারয়ন্ প্রাপ্তো জগর্জ্জ ঘনবন্মৃধে ॥ ১০
গদো গদাং সমাদায় বলদেবানুজো বলী
তদ্বলং পোথয়ামাস বজ্রেণেন্দ্রো যথা গিরীন্ ॥১১
গদস্য গদয়া কেচিদ্গন্ধর্ব্বাঃ পতিতা রণে।

লেন। হে মৈথিল! দারুক সুগ্রীব প্রমুখ চঞ্চল অশ্ব সকল রথে নিয়োজিত করিল; মঞ্জীর, ঘণ্টা, মধুর ধ্বনি কিঙ্কিণী, উত্তম ধ্বনি যুক্ত কাংস্য করতালাদি যুক্ত, উত্তম রত্নভূষিত বেদধ্বনি সমন্বিত বায়ু-কম্পিত গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া পরমাত্মা হরি সেই বেদ-পুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক যাদবমণ্ডিত দ্বারকায় গমন করিলেন। ২২—২৭।

বিশ্বজিৎখণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪৫॥

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিলে প্রদ্যুম্ন সেনাগণসহ কাম-ধুক্ নদসমীপে গমন করিলেন। তথায় শত যোজন বিস্তৃর্ণা বসন্তমালতী নাম্নী স্বর্ণরত্নময়ী গন্ধর্ব্বগণের মনোহরা পুরী বিদ্যমানা। ঐ পুরীর সর্ব্বত্র লবঙ্গলতিকাজাল, কাশ্মীরদেশজ এলা, জাতিফল, জৈত্রী, চন্দন, পারিজাত ও বহু মন্দারতরু সহস্র দল পদ্ম সদৃশ কেতকী-কুসুম প্রভৃতির সুগন্ধে সুরভীকৃত এবং মধুর রবমত্ত অলিদল ও বিচিত্র বিহগ-গণের কূজনে মুখরিত। শক্র-সদৃশ শৌর্য্য-সম্পন্ন সুকৃতী মহাভাগ পতঙ্গ নামক গন্ধর্ব্ব-পতি তথায় রাজ্য করেন। দিগ্বিজয়ার্থ বিনির্গত প্রদ্যুম্ন আসিয়াছেন শুনিয়া পতঙ্গ মহাযোদ্ধা গন্ধর্ব্বগণের সহিত আসিয়া যুদ্ধার্থ মনোরথ করিলেন, এবং রথ, অশ্ব, গজ ও দশ কোটি বীর গন্ধর্ব্বের সহিত প্রদ্যুম্ন সম্মুখে সমাগত হইলেন। ভল্ল, গদা, পরিঘ, মুদ্গর, তোমর ও ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে গন্ধর্ব্ব ও যাদব-গণের সহিত ঘোর সমর আরম্ভ হইল। অন-ন্তর বাণে বাণে সমরক্ষেত্র অন্ধকারময় হইল। অতিরথ বলী পতঙ্গ মেঘবদ্ গর্জ্জন ও ধনুষ্টঙ্কার করিতে করিতে সমাগত হইলেন। ১—১০। বলদেবানুজ বলবান্ গদ গদা গ্রহণ করিয়া বাসবের বজ্রদ্বারা পর্ব্বতপাতনের ন্যায় শক্র-

রথাশ্চূর্ণীকৃতাঃ সর্ব্বে মাতঙ্গা। ভিন্নমস্তকাঃ ॥ ১২
অশ্বারূঢ়াঃ কেঽপি বীরাঃ পতিতা রণমূর্দ্ধনি।
অধোমুখা ঊর্দ্ধমুখা গন্ধর্ব্বাশ্ছিন্নবাহবঃ ॥ ১৩
ক্ষণমাত্রেণ তৎসৈন্যে রুধিরাণাং নদী হ্যভূৎ।
প্রমথা হরমালার্থং শিরাংসি জগৃহুর্ম্মৃধে ॥ ১৪
সিংহারূঢ়া ভদ্রকালী ডাকিনী শতসংবৃতা।
কপালেনাপি রুধিরং পিবন্তী দৃশ্যতে মৃধে ॥ ১৫
এবং যুদ্ধে গদকৃতে গন্ধর্ব্বাণাং পলায়তাম্‌।
গন্ধর্ব্বেশস্তদা প্রাপ্তো হস্তিলক্ষবলান্বিতঃ ॥ ১৬
গদং ততাড় গদয়া পতঙ্গো হৃদি মৈথিল।
গদোঽপি তং স্বগদয়া পতঙ্গং হৃদি চৌজসা ॥১
তয়োশ্চ গদয়া যুদ্ধং বভূব ঘটিকাদ্বয়ম্‌।
বিস্ফুলিঙ্গান্‌ ক্ষরন্ত্যৌ দ্বে গদে চূর্ণীবভূবতুঃ ॥ ১৮
লক্ষভারময়ীং গুর্ব্বীং গদামাদায় সত্বরম্‌।
গদং ততাড় শিরসি পতঙ্গো রণদুর্ম্মদঃ।
গদাপ্রহারেণ গদঃ ক্ষণং মূর্চ্ছামবাপ হ ॥ ১৯

এবং কৃতে ঘোরমৃধে পতঙ্গেন মহাত্মনা ॥ ২০
তদৈব দ্বারকাপুর্য্যাস্তেজঃসম্ভটমাগতম্‌।
দদৃশুর্যাদবাঃ সর্ব্বে কোটিমার্ত্তণ্ডসন্নিভম্‌ ॥ ২১
তস্মিংস্তেজসি গৌরাঙ্গো বলদেবো মহাবলঃ।
আবির্বভূব সহসা ভগবান্‌ ভক্তবৎসলঃ ॥ ২২
গন্ধর্ব্বাণাং বলং সর্ব্বং সমাকৃষ্য হলেন বৈ।
ততাড় মুসলং ক্রুদ্ধো বলো নীলাম্বরো বলী ॥২৩
রথা গজাস্তুরঙ্গাংশ্চ বীরাঃ শস্ত্রভৃতাং বরাঃ।
নিপেতুর্যুগপৎ সর্ব্বে চূর্ণিতাশ্চোপলা ইব ॥ ২৪
পতঙ্গো বিরথস্তস্মাদ্ভীতভীতঃ পুরীং যযৌ।
পুনর্যোদ্ধুং যাদবৈশ্চ সেনাব্যূহং চকার হ ॥ ২৫
শতযোজনবিস্তীর্ণাং গন্ধর্ব্বাণাং মহাপুরীম্‌।
বসন্তমালতীং সর্ব্বামুদ্বিদার্য্য হলেন বৈ ॥ ২৬
বিচকর্ষ বলঃ ক্রুদ্ধো নদে কামদুঘে নৃপ।
হাহাকারস্তদৈবাসীন্নগর্য্যাং পতিতৈর্গৃহৈঃ ॥ ২৭
তির্য্যক্‌পোতমিবাঘূর্ণাং নগরীং বীক্ষ্য সত্বরম্‌।

সৈন্য পাতিত করিতে লাগিলেন। গদের গদায় কোন কোন গন্ধর্ব্ব রণে পতিত, রথসমূহ চূর্ণীকৃত এবং সকলেই ভিন্নমস্তক হইল; অশ্বারূঢ় কোন কোন বীর গন্ধর্ব্ব অধোমুখ ও ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রণক্ষেত্রে পতিত হইল এবং তাহাদের বাহুনিবহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ক্ষণকাল মধ্যে গন্ধর্ব্ব সৈন্যগণের মধ্যে শোণিত-নদী প্রবাহিত হইল, প্রমথগণ মহাদেবের মালা-নির্ম্মাণার্থ মস্তক সমস্ত সংগ্রহ করিল, শত শত ডাকিনীবৃতা ভদ্রকালী সিংহারোহণে রণক্ষেত্রে সমাগতা হইয়া শোণিতপান করিতে লাগিলেন। হে মৈথিল! গদের এতাদৃশ যুদ্ধে গন্ধর্ব্বগণ পলায়ন করিতে থাকিলে তখন লক্ষ হস্তীর তুল্যবল গন্ধর্ব্বপতি পতঙ্গ আসিয়া গদা-দ্বারা গদের হৃদয়ে তাড়না করিলেন। গদও স্বীয় গদাদ্বারা পতঙ্গ হৃদয়ে অতিবেগে আঘাত করিলেন, এইরূপে ঘটিকাদ্বয় যাবৎ তাঁহাদের গদা যুদ্ধ চলিল এবং উভয়ের গদা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া উভয়ের গদা চূর্ণ হইয়া গেল। রণদুর্ম্মদ পতঙ্গ লক্ষভারময়ী গুর্ব্বী গদা গ্রহণ করিয়া সত্বর গদমস্তকে তাড়না করিলেন, গদাঘাতে গদ ক্ষণকাল মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। ১১—২১। রণভূমে মহাত্মা পতঙ্গ এইরূপে ঘোর সমর করিলে তখনই দ্বারকাপুরী হইতে এক প্রগাঢ় তেজ-সমাগত হইল। যাদবগণ দেখিলেন,—কোটি-মার্ত্তণ্ডপ্রভ সেই তেজোমধ্যে মহাবল গৌরাঙ্গ ভক্তবৎসল ভগবান্‌ বলদেব সহসা আবির্ভূত হইয়াছেন। নীলাম্বর ক্রুদ্ধ বলবান্‌ বলরাম হল দ্বারা গন্ধর্ব্বগণের অখিল বল আকর্ষণ-পূর্ব্বক মুষল দ্বারা তাড়না করিলেন। রথ, গজ, তুরঙ্গ ও শস্ত্রধারিপ্রবর বীরগণ প্রস্তরবৎ চূর্ণিত হইয়া যুগপৎ ভূতলে পতিত হইল। পতঙ্গ বিরথ ও ভীত ভীত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে স্বীয়-পুরে পলায়ন করিলেন এবং যাদবগণের সহিত যুদ্ধার্থ পুনর্ব্বার সেনাব্যূহ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে নৃপ! ক্রুদ্ধ বলরাম সেই শত-যোজন বিস্তীর্ণা গন্ধর্ব্বগণের মহাপুরী সমগ্র বসন্ত মালতী হলদ্বারা তুলিয়া লইয়া কামধুক নদে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলেন। গৃহ-সমূহ পতিত হইতে থাকিলে নগরীমধ্যে তখনই হাহাকার উত্থিত হইল। ঘূর্ণায়মানা নগরী

পতঙ্গঃ সর্ব্বগন্ধর্ব্বৈর্হর্ষিতঃ সন্ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৮
খচিদ্ধেমসুবর্ণানাং মুক্তাতোরণশালিনাম্।
দশযোজনবিস্তীর্ণাং কৃতানাং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২৯
কামগানাং পতাকাভির্যুতানাং কুম্ভকোটিভিঃ।
সহস্রার্কপ্রকাশানাং বিমানানাং দ্বিলক্ষকম্ ॥৩০
চতুর্লক্ষং গজানাঞ্চ তুরঙ্গাণাং দশার্ব্বুদম্।
দিব্যানাং নবরত্নানাং ভারং দশ দশার্ব্বুদম্ ॥ ৩১
এলালবঙ্গকাশ্মীরজাতীফলদলৈঃ সহ।
সুধাফলানাং দিব্যানাং কোটিশো ভাজনানি চ
নীত্বা বলিং সমাদায় দত্ত্বা নত্বা প্রধর্ষিতঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রাহ বলং বলভদ্রপ্রসাদবিৎ ॥ ৩৩

পতঙ্গ উবাচ।

রাম রাম মহাবীর্য্য ন জানে তব বিক্রমম্।
যস্যৈকমূর্দ্ধ্নি তিলকং দৃশ্যতে ভূমিমণ্ডলম্ ॥ ৩৪
দেবাধিদেব ভগবন্ কামপাল নমোহস্তু তে।
নমোহনন্তায় শেষায় সাক্ষাদ্রামায় তে নমঃ ॥ ৩৫
জয়জয়াচ্যুত দেব পরাৎপর
স্বয়মনন্তদিগন্তগতশ্রুতে।
সুরমুনীন্দ্রফণীন্দ্রবরায় তে
মুসলিনে বলিনে হলিনে নমঃ ॥৩৬

নারদ উবাচ।

এবং স্তুতঃ পতঙ্গেন বলভদ্রো মহাবলঃ।
প্রসন্নচেতা গন্ধর্ব্বং মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দদৌ ॥৩৭
স্থাপয়িত্বা বলে কার্ষ্ণিং প্রণতং যাদবেশ্বরঃ।
যাদবৈঃ প্রস্তুতঃ শীঘ্রং পুরীং দ্বারাবতীং যযৌ॥৩৮

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদবহুলাশ্বসংবাদে বসন্তমালতীকর্ষণং নাম ষট্‌চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

প্রদ্যুম্নোহথ মহাবীরো নাদয়ন্ জয়দুন্দুভিম্।
যদুভিঃ সৈনিকৈঃ সার্দ্ধং মধুধারাতটং যযৌ ॥ ১
সুবর্ণাদ্রিতটীভূতে বনে বৈশ্রবসে শুভে।
সুবর্ণবর্ণহংসাঢ্যে কাঞ্চনীলতিকাবৃতে ॥ ২

নদীমধ্যে বিপরীতভাবে পতিত হইতে দেখিয়া পতঙ্গ সহর্ষে গন্ধর্ব্বগণসহ সত্বর আগমনপূর্ব্বক করজোড়ে সুবর্ণরত্নখচিত মুক্তাতোরণশালী দশযোজন বিস্তীর্ণ বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা বিনির্ম্মিত পতাকা ও কোটি কোটি কুম্ভভূষিত সহস্র দিবাকরদ্যুতি দ্বিলক্ষ কামগ বিমান, চারিলক্ষ গো, দশার্ব্বুদ অশ্ব, শতার্ব্বুদভার দিব্য নবরত্ন এবং নানাবিধ ফলসহ এলাচ লবঙ্গ কাশ্মীর জাতি ফল ও দিব্য সুগন্ধ ফলের কোটি কোটি ভার করস্বরূপ আনিয়া প্রদান করত প্রণাম করিলেন। অনন্তর ভীত পতঙ্গ বলরামকে প্রসন্ন জানিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। ২২—৩৩। পতঙ্গ বলিলেন,—হে রামরাম! হে মহাবীর্য্য! অখিল ভূমণ্ডল তোমার মস্তকে ক্ষুদ্র তিলকবৎ পরিদৃশ্যমান, আমি তোমার বিক্রম বিদিত নহি। হে দেবাধিদেব কামপাল! তোমাকে নমস্কার। তুমি অনন্ত শেষ ও সাক্ষাৎ রাম, তোমাকে নমস্কার! হে অচ্যুত! তোমার জয় হউক, জয় হউক; হে দেব পরাৎপর! তুমি স্বয়ং অনন্ত, তোমার কীর্ত্তি দিগন্তবিশ্রুত; তুমি সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র, ফণীন্দ্র, হলী, বলী ও মুষলী, তোমাকে নমস্কার। নারদ বলিলেন,—পতঙ্গ কর্ত্তৃক স্তুত মহাবল বলভদ্র প্রসন্নমনে গন্ধর্ব্বকে 'ভয় নাই' বলিয়া অভয় দান করিলেন এবং যাদববর-প্রণত প্রদ্যুম্নকে স্বীয় সৈন্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাদবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া সত্বর দ্বারকায় উপনীত হইলেন। ৩৪—৩৮।

বিশ্বজিৎখণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪৬

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর মহাবল প্রদ্যুম্ন জয় দুন্দুভি নিনাদিত করত যাদবসৈন্যসহ মধুধারাতটে গমন করিলেন। মধুধারা নদীর উভয় তটে বিদ্যমান সুবর্ণাদ্রির মনোজ্ঞ

হেমাবতীষু দ্রোণীষু দেবতুর্গাসু মৈথিল।
দানবানামগম্যাসু গঙ্গাবেত্রবতীষু চ ॥ ৩
দানবেভ্যঃ প্রভীতানাং ক্বচিৎ স্বর্গার্থ পলায়িনাম্
অষ্টানাং লোকপালানাং নিধয়ো যত্র সন্তি হি ॥৪
তত্র শক্রসখো দেব আধিপত্যাভিরক্ষকঃ।
শ্রুত্বাগতঞ্চ প্রদ্যুম্নং যুদ্ধং কর্ত্তুং মনো দধে ॥ ৫
প্রদ্যুম্নপ্রেষিতঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ।
পপ্রচ্ছ দৃষ্টমার্গৈশ্চ জনৈস্তস্য পুরং যযৌ ॥ ৬
নত্বা দেবং শক্রসখং সভায়ামুদ্ধবঃ প্রভুঃ।
প্রদ্যুম্নকথিতং প্রাহ বিস্তরান্মন্ত্রিণাং বরঃ ॥ ৭

উদ্ধব উবাচ।

উগ্রসেনো যাদবেন্দ্রো দ্বারকেশো নৃপেশ্বরঃ।
জম্বুদ্বীপনৃপান্ জিত্বা রাজসূয়ং করিষ্যতি ॥ ৮
তেন প্রণোদিতো জেতুং রুক্মিণীনন্দনো বলী।
জিত্বা স ভারতাদীনি খণ্ডানি স্বস্ত তেজসা ॥ ৯
অদ্যৈবেলাবৃতং প্রাপ্তো জেতুং কার্ষ্ণির্মহাবলঃ
তস্মৈ যচ্ছ বলিং শীঘ্রং কুলকৌশল্যহেতবে ॥১০
ন চেৎ যুদ্ধং হি ভবতা রাজন্ সর্ব্ববিদাং বর ॥

শক্রসখ উবাচ।

শৃণু দূত সদা দেবৈঃ পূজিতোঽহং নরৈঃ কিমু।
সিদ্ধোঽহং বৈ মহাবীরো নাগলক্ষসমো বলে ॥১১
অষ্টানাং লোকপালানামাধিপত্যাভিরক্ষকঃ।
কুবের ইব কোশাঢ্যঃ পুরন্দর ইবোদ্ভটঃ॥ ১২
উগ্রসেনেন দাতব্যং মহ্যং চোপায়নং পরম্।
পদ্মাক্ তস্মৈ ন দাস্যামি যদুরাজায় ভূভৃতে ॥১৩

উদ্ধব উবাচ।

যথা তিরস্ক্রিয়াং প্রাপ্তঃ কুবেরো যদুতেজসা।
যথা শৃঙ্গারতিলকশ্চৈত্রদেশাধিপো বলী ॥ ১৪
শুভাঙ্গো হরিবর্ষেশ উত্তরেশো গুণাকরঃ।
যথা দৈত্যসখো রাজা লঙ্কেশো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥১৫
সম্বৎসরঃ কেতুমালঃ শকুন্যাদ্যা মহাসুরাঃ।
তথাভূতস্ত্বং হি রাজন্ বলিং তস্মৈ প্রদাস্যসি ॥

নারদ উবাচ।

ইত্যুদ্ধববচঃ শ্রুত্বা ক্রুদ্ধঃ শক্রসখো বলী।
উদ্ধবং প্রত্যুবাচাথ শৃণু ভাগবতোত্তম ॥ ১৭

বৈশ্রবণ বন সুবর্ণ হংসবহুল ও কাঞ্চনীলতা-বৃত; হে মৈথিল! তত্রত্য দেবতুর্গম হৈমবতী দ্রোণী দানবগণের অগম্যা, উহা গঙ্গা ও বেত্র- কোন সময়ে দানবভয়ে স্বর্গ হইতে পলায়মান অষ্ট লোকপালের নিধি তথায় রক্ষিত হয়। তত্রত্য নিধিরক্ষক শক্রের সখা প্রদ্যুম্নের আগমন শুনিয়া যুদ্ধার্থ মনোরথ করেন। প্রদ্যুম্নপ্রেরিত তদীয় মন্ত্রিবর সাক্ষাৎ বুদ্ধিসত্তম প্রভু উদ্ধব তত্রত্য জনগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের প্রদিষ্ট পথে সেই শক্রসখার পুরে উপনীত হন এবং সভামধ্যে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রদ্যুম্ন কথিত বাক্য বিস্তাররূপে ব্যক্ত করেন। উদ্ধব বলি-লেন,—দ্বারকাপতি যাদবরাজ নৃপেশ্বর উগ্রসেন জম্বুদ্বীপ জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন,জয়ার্থ তাঁহার প্রেরিত বলবান্ কৃষ্ণতনয় রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন নিজতেজে ভারতাদি ভূখণ্ড জয় করিয়া অদ্যই ইলাবৃতে আসিয়াছেন; কুলের কুশলার্থ সত্বর তাঁহাকে কর প্রদান করুন। হে সর্ব্বজ্ঞপ্রবর রাজন্! অন্যথা আপনার সহিত তাঁহার সমর হইবে। শক্রসখা কহি-লেন,—দূত! শ্রবণ কর, আমি সর্ব্বদা দেব-পূজ্য, নরের আর কথা কি? আমি লক্ষনাগের তুল্য বলী, মহাবীর সিদ্ধ অষ্ট লোক পালের নিধিরক্ষক, ধনদসদৃশ ধনবান্ এবং ইন্দ্রের ন্যায় যোদ্ধা। উগ্রসেনের আমাকেই উপ-ঢৌকন দেওয়া উচিত, আমি ভূপতি যদু-রাজকে কিছুমাত্র দান করিব না। ১—১৩। উদ্ধব বলিলেন,—হে রাজন্! যাদব তেজে কুবের, চৈত্র দেশাধিপতি শৃঙ্গার তিলক, হরিবর্ষাধিপ শুভাঙ্গ, উত্তরকুরু-পতি গুণাকর ও অসুরমিত্র রাক্ষসেশ্বর লঙ্কাপতি বিভীষণ, সংবৎসর, কেতুমাল, শকুনি প্রভৃতি মহাসুরগণের ন্যায় আপনিও তিরস্কৃত হইয়া উগ্রসেনকে করপ্রদান করি-বেন। নারদ বলিলেন,—উদ্ধবের তথাবিধ বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ বলবান্ শক্রসখা তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—হে ভাগবতোত্তম! শ্রবণ

যাবদ্বলিং প্রদাস্যামি তাবত্ত্বং সংস্থিতো ভব।
অন্যথা তে গতির্নাস্তি সত্যং সত্যং মহামতে ॥
উদ্ধব উবাচ।
বয়ং তু মন্ত্রিপ্রবরাঃ পূর্ণজ্ঞানপ্রদা বরাঃ।
মচ্ছিদ্রকণং ন মন্যন্তে তেষাং নো মঙ্গলং ভবেৎ
নারদ উবাচ।
এবং স দৃষ্টরোধেন রোধয়ামাস চোদ্ধবম্।
উদ্ধবং নাগতং রাজন্ যদূনামনুশোচতাম্ ॥ ২০
দিনানি কতিচিত্তত্র ব্যতীয়ুস্তমপশ্যতাম্।
মনুখাত্তদুপাকর্ণ্য প্রদ্যুম্নো ভগবান্ হরিঃ ॥২১
জেতুং শক্রসখং প্রাগাৎ ত্রিপুরং ত্র্যম্বকো যথা
যদুভির্ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং সসৈন্যপরিবারিতঃ ॥ ২২
সুবর্ণাদিগুহাদ্বারাৎ সম্প্রাপ্তো মকরধ্বজঃ।
বীরকোদণ্ডটঙ্কারৈর্দুন্দুভিধ্বনিমিশ্রিতৈঃ ॥ ২৩
অশ্বহ্রেষৈর্হস্তিনাদৈর্বিনেদুশ্চ দিশো দশ।
সৈন্যপাদরজোভিশ্চ যুযুধে যাদবৈঃ সহ ॥ ২৪
বভূব তুমুলং যুদ্ধং ছাদিতং ব্যোমমণ্ডলম্।
বীক্ষ্য সর্ব্বে মেরুদেবা ভয়ং প্রাপুনৃপেশ্বর ॥২৫
অথ শক্রসখঃ ক্রুদ্ধো রথারূঢ়ো মহাবলঃ।
অক্ষৌহিণীভির্দশভির্যুযুধে যাদবৈঃ সহ ॥ ২৬
বভূব তুমুলং যুদ্ধং দেবানাং যদুভিঃ সহ।
প্রাকৃতপ্রলয়ে রাজন্নাব্ধীনামাব্ধিভির্যথা ॥ ২৭
শস্ত্রান্ধকারে সঞ্জাতে সারণো রোহিণীসুতঃ।
বলদেবানুজো বীরো দংশিতো গজসংস্থিতঃ ॥২৮
সর্ব্বেষামগ্রতঃ প্রাপ্তো ধনুষ্টঙ্কারয়ন্মুহুঃ।
তদ্বলং পোথয়ামাস বাণৈঃ কোদণ্ডনির্গতৈঃ ॥ ২৯
শ্রীসারণস্য বাণৌঘৈঃ কেচিদ্বীরা দ্বিধা কৃতাঃ।
তির্য্যগ্ভূতা রথা যুদ্ধে নিপেতুঃ পাদপা ইব ॥৩০
গজানাং ভিন্নকুম্ভানাং মৌক্তিকান্যপতংস্তদা।
বাণান্ধকারে সঞ্জাতে রাত্রৌ তারাগণা ইব ॥৩১
সংছিদ্যমানৈরশ্বৈশ্চ বীরৈর্নাগৈ রণাঙ্গনম্।
বভৌ ভূতগণৈর্যুক্তং যথাক্রীড়মুমাপতেঃ ॥ ৩২
সারণস্য বলং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে দেবাঃ পলায়িতাঃ।
সংছিন্নভিন্নকোদণ্ডা অভিতঃ শীর্ণকঞ্চুকাঃ ॥ ৩৩
পলায়মানং স্ববলং দৃষ্ট্বা শক্রসখো বলী।
ধনুষ্টঙ্কারয়ন্ প্রাপ্তো জগর্জ্জ ঘনবদ্বলাৎ ॥ ৩৪

কর। আমি যে পর্য্যন্ত বলি প্রদান না করি, তাবৎ সুস্থির হও; হে মহামতে! আমি সত্য সত্যই বলিতেছি—অন্যথা তোমার গতিরুদ্ধ হইবে। নারদ বলিলেন,—এইরূপ বলিয়া দৃষ্টি দ্বারা উদ্ধবকে আবদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! উদ্ধব আসিলেন না দেখিয়া যাদবগণ শোক করিতে লাগিলেন, এইরূপে উদ্ধবের অদর্শনে কতিপয় দিন অতীত হইল। আমার মুখে তাহা শুনিয়া ভগবান্ হরি প্রদ্যুম্ন ত্রিলোচনের ত্রিপুর জয়ের ন্যায় শক্রসখাকে জয় করিতে গমন করিলেন। যাদবভ্রাতাদিগের সহিত সসৈন্যে প্রদ্যুম্ন সুবর্ণাদ্রির গুহাদ্বারে উপনীত হইলেন। শক্রসখা যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন, বীরগণের ধনুষ্টঙ্কার, দুন্দুভিনাদ, অশ্বহ্রেষা ও হস্তিনাদে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত এবং তুমুল যুদ্ধে সৈন্যগণের পাদরজে পরিব্যাপ্ত হইল। হে নৃপবর! সুমেরু গিরির অমরগণ ভয়প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মহাবল শক্রসখা ক্রুদ্ধ হইয়া রথারোহণে দশ অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন, হে রাজন্! প্রাকৃত প্রলয়ে উদধিগণের সহিত উদধিগণের ন্যায় যাদবগণের সহিত দেবগণের ঘোর যুদ্ধ হইল। ১৪—২৭। অস্ত্র শস্ত্রে রণভূমি ঘোর অন্ধকারাবৃত হইলে বলদেবানুজ রোহিণী তনয় বীর সারণ বর্ম্মাবৃত ও গজারূঢ় হইয়া মুহুর্মুহু ধনুষ্টঙ্কার করিতে করিতে সকলের অগ্রসর হইলেন এবং ধনুর্ম্মুক্ত বাণনিবহে সুরসৈন্য মথিত করিলেন। রণে সারণের বাণে কোন কোন বীর দ্বিখণ্ডিত ও রথসমূহ পাদপের ন্যায় বিপরীত ভাবে পতিত হইল। ভিন্নকুম্ভ করিগণের মস্তকমুক্তা পতিত হইয়া অন্ধকারাবৃত রণক্ষেত্রে রাত্রিকালের তারারাজির ন্যায় বিরাজ করিল। ছিদ্যমান অশ্ব, বীর ও করিগণদ্বারা রণভূমি ভূতগণযুক্ত ভূতপতির ক্রীড়াস্থলীর ন্যায় প্রতিভাত হইল। সারণের বল দর্শনে ছিন্নধনু বিশীর্ণবর্ম্মা দেবগণ চারিদিকে পলায়ন করিলেন, স্বীয়সৈন্য পলায়মান

অর্জ্জুনং দশভির্বাণৈর্বিংশত্যা ভানুমেব চ।
শাম্বং বাণশতৈর্যুদ্ধেঽনিরুদ্ধঞ্চ শতৈঃ শরৈঃ ॥৩৫
দ্বিশতৈশ্চ গদং বীরং সহস্রৈঃ সারণং তথা।
ততাড় সমরে বীরো ধন্বী শক্রসখো বলী ॥ ৩৬
তদ্বাণৈঃ সরথা বীরা বভ্রমুর্ঘটিকাদ্বয়ম্।
চক্রবৎ কুম্ভকারস্ত তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৩৭
হয়াশ্চ পঞ্চতাং প্রাপ্তাঃ শ্লথবদ্ধা রথাভ্রমন্।
রথিনঃ খিন্নমনসঃ সূতা মূর্চ্ছাং গতা মৃধে ॥৩৮
স চান্যং রথমারুহ্য ধনুষ্টঙ্কারয়ন্ বলাৎ।
ধনুঃ শক্রসখস্যাপি চিচ্ছেদ দশভিঃ শরৈঃ ॥৩৯
দ্বাভ্যাং সূতং শতৈরশ্বান্ সহস্রৈস্তদ্রথং শরৈঃ।
চূর্ণয়ামাস রাজেন্দ্র শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ॥ ৪০
স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
নাগেন্দ্রং মত্তমারুহ্য শূলং জগ্রাহ রোষতঃ ॥ ৪১
বিব্যাধ শাম্বং শূলেন হৃদি শক্রসখো বলী।
তেন ঘাতেন শাম্বোঽপি কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ ॥
যোজনে পাদবিক্ষেপং কজ্জলাদ্রিসমপ্রভম্।
চতুর্যোজনমুচ্চাঙ্গং যোজনার্দ্ধরদদ্বয়ম্ ॥ ৪৩
মহচ্চীৎকারকুর্ব্বন্তং ত্রিশুণ্ডাদণ্ডমণ্ডলৈঃ।
শৃঙ্খলে পাতয়ন্তং তং চতুর্যোজনবিস্তৃতৈঃ ॥ ৪৪
গজান্ বীরান্মর্দ্দয়ন্তং রথানশ্বানিতস্ততঃ।
দন্তৈঃ পাদৈর্ঘাতয়ন্তং কালান্তকযমোপমম্ ॥ ৪৫
আগতং বীক্ষ্য নাগেন্দ্রং শক্রণা নোদিতং পরম্
বিচরন্তং মৃধাদ্ভীতা যদুসেনা বিদুদ্রুবুঃ ॥ ৪৬
গদো গদাং সমাদায় বলদেবানুজো বলী।
জঘান তদ্গজং কুম্ভে গদয়া বজ্রকল্পয়া ॥ ৪৭
তদ্ঘাতভিন্নকুম্ভো হি গজো যুদ্ধে পপাত হ।
ছিন্নপক্ষো যথা শৈলস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৪৮
অথ শক্রসখো যাবদ্গদাং জগ্রাহ রোষতঃ।
তাবত্তাড় গদয়া গদো শক্রসখং হৃদি ॥ ৪৯
তেন ঘাতেন স গজাৎ পতিতো মূর্চ্ছিতোঽভবৎ
পুনরুত্থায় স গদং ভুজাভ্যাং জগৃহে মৃধে ॥ ৫০
গদশক্রসখৌ যুদ্ধে যুযুধাতে পরস্পরম্।
রঙ্গে মল্লাবিব বনে বন্যৌ তৌ বারণাবিব ॥৫১

দর্শনে শূর শক্রসখা ঘনবদ্গর্জ্জন ও ধনুষ্টঙ্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া দশ বাণে অর্জ্জুনকে, বিংশতিবাণে ভানুকে, শতবাণে শাম্বকে, শতশরে অনিরুদ্ধকে, দ্বিশত বাণে গদকে এবং সহস্র বাণে সারণকে তাড়িত করিলেন। তাঁহার বাণবর্ষণে রথসহ বীরগণ ঘটিকাদ্বয় যাবৎ কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘূর্ণ্যমান হইল। ইহা যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার। অশ্বগণ মৃত ও রথসমূহ শ্লথবদ্ধ হইয়া ভ্রামিত, রথিগণ খিন্নমনা এবং সারথিগণ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল। হে রাজেন্দ্র! জাম্ববতী তনয় শাম্ব অন্য রথে আরূঢ় হইয়া সবলে ধনুষ্টঙ্কার করত দশ শরে শক্রসখার ধনুশ্ছেদন এবং দুই বাণে সারথি, শতবাণে অশ্ব ও সহস্রবাণে রথসমূহ চূর্ণ করিলেন। শক্রসখা ছিন্নধন্বা, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া রোষবশে করিবরে আরোহণ করিয়া শূল গ্রহণ করত সেই শূল প্রহারে শাম্বের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। শূলাঘাতে শাম্ব কিঞ্চিৎ ব্যাকুলমনা হইলেন। ২৮—৪২। অনন্তর শক্র প্রেরিত এক মহাগজ আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার দেহ কজ্জলাদ্রিপ্রভ, চতুর্যোজন উচ্চ, ত্রিশুণ্ডাদণ্ড বিশিষ্ট, অর্দ্ধযোজন পরিমিত দন্তদ্বয়যুক্ত। মহাচীৎকারকারী ঐ করি যোজনান্তর পাদনিক্ষেপ করিয়া পাদশৃঙ্খল পাতিত করত দন্ত ও পাদদ্বারা অশ্ব, গজ, বীর ও রথসমূহ মর্দ্দন করিতে করিতে কালান্তক যমের ন্যায় আগমন করিল। ঐ করিবরকে রণক্ষেত্রে আগমন ও বিচরণ করিতে দেখিয়া যাদবসেনাগণ ভয়ে পলায়ন করিল। বলদেবানুজ বলবান্ গদ বজ্রসদৃশ গদা গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা ঐ করীকে প্রহার করিলেন, সেই প্রহারে করী ভিন্ন কুম্ভ হইয়া ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় রণক্ষেত্রে পতিত হইল। তাহা যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার। অনন্তর শক্রসখা রোষবশে যমান গদা গ্রহণ করিবেন, অমনি গজ ও তাঁহার হৃদয়ে গদা প্রহার করিলেন। সেই আঘাতে শক্রসখা পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন এবং পুনরায় উত্থিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাকে ভুজদ্বয়ে ধারণ করিলেন। গদ ও শক্রসখা সমরক্ষেত্রে

ভুজাভ্যাং তং গৃহীত্বা বলদেবানুজো বলী।
চিক্ষেপ তৎপুরে বীরং বলাত্তং শতযোজনম্ ॥৫২
তদা জয়জয়ারাবো যদুসৈন্যে বভূব হ।
জয়দুন্দুভয়ো নেদুঃ প্রশশংসুর্মুহুর্জনাঃ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-বহুলাশ্বসংবাদে শক্রসখযুদ্ধং নাম সপ্ত-চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

স্বপুরে পতিতো মূর্চ্ছাং গতঃ শক্রসখো ভৃশম্।
উত্তস্থৌ চ ক্ষণং তত্র কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ ॥ ১
অথ কার্ষ্ণিং পরং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বা শক্রসখস্ত্বরন্।
স্বসকাশাদ্বলিং নীত্বা যদূনাঞ্চ বলং যযৌ ॥ ২
ঐরাবতকুলেভাশ্চ ত্রিশুণ্ডাদণ্ডশালিনঃ।
চতুর্দন্তাঃ শ্বেতবর্ণাঃ সহস্রাণি মদচ্যুতাঃ ॥ ৩
হেমাদ্রিপ্রভবা নাগা যোজনদ্বয়বিগ্রহাঃ।
কোটিশঃ পর্ব্বতাকারা উন্মত্তা দিগ্‌গজা ইব ॥৪
দিব্যাস্যা দিব্যগতয়ঃ কোটিশঃ কোটিশো নৃপ।
শতার্ব্বুদা রথা দিব্যাঃ শাতকৌম্ভময়াঃ পরাঃ ॥ ৫
অযুতানি বিমানানাং যোজনদ্বয়শালিনাম্।
নিযুতং কামধেনূনাং পারিজাতসহস্রকম্ ॥ ৬
করিদন্তখচিৎস্তম্ভহেমরত্নখচিৎপদাঃ।
মুক্তাস্তবকসংবদ্ধগুণযন্ত্রস্ফুরৎপ্রভাঃ ॥ ৭
মল্লিকামকরন্দার্দ্রাঃ শিরীষকুসুমাকুলাঃ।
পয়ঃফেননিভাঃ শয্যাঃ কোটিশঃ সোপবর্হণাঃ ॥৮
বিতানানি বিচিত্রাণি ভিত্তিবস্ত্রাণি কোটিশঃ।
আসনানি মৃদুস্পর্শচিত্রবর্ণানি সর্ব্বশঃ ॥ ৯
দীর্ঘাণি চোপবর্হাণি বিশ্বকর্ম্মকৃতানি চ।
মুক্তাস্তবকহেমাদ্যৈঃ খচিতানি সহস্রশঃ ॥ ১০
সহস্রশো জবনিকাঃ শিবিকাশ্চৈব কোটিশঃ।
ছত্রাণাং চামরাণাঞ্চ দিব্যসিংহাসনৈঃ সহ ॥ ১১
ব্যজনানাং তথা কোটি রাজ্যশ্রীভূষণানি চ।
পীযূষাণাং দ্রোণকোটিঃ সুধর্ম্মা চ সভা তথা ॥ ১২
এবঞ্চ সর্ব্বতোভদ্রপদ্মানীতি সহস্রশঃ।

রঙ্গগত মল্লদ্বয়ের ন্যায় এবং বনে বন্য গজদ্বয়বৎ পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বলদেবানুজ বলী গদ বীর শক্রসখাকে ভুজদ্বয়ে তুলিয়া লইয়া সবেগে শতযোজন দূরস্থ তদীয় পুর-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন যদুসৈন্যে জয় জয় রব উত্থিত হইল, জয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, জনগণ তাঁহাকে মুহুর্মুহু প্রশংসা করিল। ৪৩—৫৩।

বিশ্বজিৎখণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—স্বপুরে পতিত শক্রসখা অত্যন্ত মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন এবং পুনরায় উত্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ ব্যাকুলমনা হইয়া রহিলেন। অনন্তর শক্রসখা প্রদ্যুম্নকে পরমব্রহ্ম জানিয়া ত্বরাসহকারে উপহার লইয়া গিয়া যদুসেনার সহিত মিলিত হইলেন। উপহার যথা—সহস্র ঐরাবতকুলজাত ত্রিশুণ্ডাদণ্ড চতুর্দন্ত শ্বেতবর্ণ হস্তী, কোটি কোটি মদস্রাবী হিমালয়প্রভ যোজনদ্বয় পরিমিতদেহ হস্তী, কোটি কোটি দিগ্‌গজের ন্যায় উন্মত্ত পর্ব্বতাকার দিব্যবদন দিব্যগতি হস্তী, শতার্ব্বুদ সুবর্ণদেহ উত্তম দিব্য হস্তী, যোজনদ্বয়-পরিমাণ অযুত বিমান, নিযুত কামধেনু, সহস্র পারিজাত, গজদন্তখচিত স্তম্ভ, স্বর্ণরত্নে পদ, মুক্তাজড়িত ও স্ফুরিত গুণযন্ত্রযুক্ত এবং মল্লিকা-পুষ্পের মকরন্দসিক্ত শিরীষকুসুমবৎ কোমল দুগ্ধফেননিভ উপাধানযুক্ত কোটি কোটি শয্যা, কোটি কোটি বিচিত্র বিতান ও ভিত্তিবস্ত্র, মৃদুস্পর্শ বিচিত্রবর্ণ আসন, বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত সহস্র সহস্র স্বর্ণ ও মুক্তাস্তবকখচিত দীর্ঘ উপাধান, সহস্র সহস্র জবনিকা, কোটি কোটি শিবিকা কোটি কোটি দিব্যসিংহাসনসহ কোটি কোটি ছত্র চামর ও ব্যজন, সমৃদ্ধ রাজ্য ও ভূষণাদি,কোটি অমৃতদ্রোণী, সুধর্ম্মা সভা, সহস্র

হীরকাণাঞ্চ হরিতাং মুক্তানাঞ্চ তথৈব হি ॥ ১৩
গোমেদানাং কোটিভারা নীলকানাং তথৈব চ।
আদিত্যচন্দ্রকান্তানাং বৈদূর্য্যাণাং সহস্রশঃ ॥ ১৪
স্যমন্তকমণীনাঞ্চ কোটিভারাঃ সমাগতাঃ।
তথা বৈ পদ্মরাগাণাং ভারান্ বিদ্ধ্যর্ব্বুদং নৃপ ॥
জাম্বুনদসুবর্ণানাং হাটকানাং তথৈব চ।
সুবর্ণাদ্রিসুবর্ণানাং কোটিভারাশ্চ কোটিশঃ ॥ ১৬
ইত্থং নবনিধীন্ সর্ব্বান্ দেবানাং মৈথিলেশ্বর।
অষ্টানাং লোকপালানামাধিপত্যাধিরক্ষকঃ ॥ ১৭
নীস্বোদ্ধবং শক্রসখো দত্ত্বৈবং বলিমদ্ভুতম্।
কৌশল্যহেতবে কার্ষ্ণিং প্রণনাম কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১৮
তস্মৈ তুষ্টঃ শম্বরারিঃ প্রদদৌ রত্নমালিকাম্।
সংস্থাপ্য রাজ্যে তং রাজন্নেষা হি প্রকৃতিঃ সতাম্
ইত্থং শক্রসখং জিত্বা প্রদ্যুম্নো ভগবান্ হরিঃ।
বিকর্ষন্ মহতীং সেনামরুণোদাতটং যযৌ।
শিবিরাণাং সমূহোঽভূদরুণোদানদীমনু ॥ ২০
মহাধনখচিতৈশ্চ বিতানৈঃ শতযোজনম্।
পতৎপতাকৈর্দিব্যাভৈর্ভুজস্তবিজয়ধ্বজৈঃ ॥ ২১

বিরেজে শিবিরব্যূহো লহরী... থোদধিঃ।
আকাশাদাগতং তত্র গজারূঢ়ং পুরন্দরম্ ॥ ২২
সসৈন্যং সহসা রাজন্ দুন্দুভিধ্বনিসংযুতম্।
সংবীক্ষ্য বেগতো বীরা জগৃহুঃ শস্ত্রসংহিতম্ ॥ ২৩
পুনরিন্দ্রঞ্চ তং জ্ঞাত্বা বভূবুর্হর্ষিতা নৃপ।
শ্রীপ্রদ্যুম্নং সভামধ্যেঽকথয়ন্মঘবা তদা ॥ ২৪

পুরন্দর উবাচ।

শৃণু রাজন্ মহাবাহো ত্বং পরাবরবিত্তমঃ।
লীলাবতী নাম পুরী শুভা হেমাদ্রিসানুষু ॥ ২৫
বিদ্যাধরেশঃ সুকৃতী তত্র রাজ্যং করোতি হি।
তৎকন্যা সুন্দরী নাম শতচন্দ্রনিভা শুভা ॥ ২৬
আগতা দেবতাঃ সর্ব্বাস্তস্যা রাজন্ স্বয়ম্বরে।
লোকপালাস্তথা সর্ব্বে সম্প্রাপ্তা দিব্যবিগ্রহাঃ ॥ ২৭
যং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিতাহং স্যাং স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি
গিরেত্যেবং প্রজল্পন্তী সুন্দরং বরমিচ্ছতী ॥ ২৮
তত্রাপি গচ্ছ সহসা ভ্রাতৃভিঃ সহ কৌতুকম্।
স্বয়ম্বরং পশ্য বরং দেবলোকৈশ্চ মণ্ডিতম্ ॥ ২৯

সর্ব্বতোভদ্র পদ্ম, কোটি কোটিভার হীরক, হরিত মুক্তা, গোমেদরত্ন, নীলমণি, সহস্র সহস্র সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্তমণি ও বৈদূর্য্যরত্ন, কোটিভার স্যমন্তকমণি, অর্ব্বুদভার পদ্মরাগমণি, কোটি কোটিভার জাম্বুনদ স্বর্ণ, হাটক, সুবর্ণাদ্রিজাত স্বর্ণ ও নবনিধি। হে মৈথিলেশ্বর! অষ্টলোকপালের আধিপত্য রক্ষক শক্রসখা উদ্ধবসহ আসিয়া পূর্ব্বোক্ত পরমাদ্ভুত উপহারসমূহ কররূপে প্রদান করিয়া নিজ কল্যাণার্থ করজোড়ে প্রদ্যুম্নকে প্রণাম করিলেন।১—১৮। প্রদ্যুম্নও তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রত্নমালা প্রদানপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। হে রাজন্! সজ্জনের এইরূপই স্বভাব। প্রদ্যুম্ন এইরূপে শক্রসখাকে জয় করিয়া বিপুল সেনাসহ অরুণোদা নামক নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং নদীর নিকটে তাঁহার শিবিরসমূহ সংস্থাপিত ও উত্তম রত্নাদিখচিত শত যোজনব্যাপী বিতান এবং পতপত শব্দায়মান পতাকাযুক্ত দিব্য বিজয়স্তম্ভ স্তম্ভ করা হইল। ঐ সকল শিবিরসমূহ, যেন তরঙ্গযুক্ত সাগরের ন্যায় শোভিত হইল। হে রাজন! তথায় গজারূঢ় ইন্দ্র দুন্দুভিধ্বনিসংযুক্ত সৈন্যের সহিত সহসা আকাশপথে আগমন করিলেন। যাদব বীরগণ তদ্দর্শনে সবেগে অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন। হে নৃপ! অতঃপর তাঁহাকে ইন্দ্র জানিয়া পুনরায় হর্ষলাভ করিলেন। তখন ইন্দ্র সভামধ্যে প্রদ্যুম্নকে কহিলেন,—হে রাজন্! শ্রবণ কর! হে মহাবাহো! তুমি পরাবরজ্ঞ। হিমালয় সানুদেশে লীলাবতী নাম্নী মনোজ্ঞা পুরী বিদ্যমানা, তথায় বিদ্যাধরপতি সুকৃতী রাজ্য করেন। তাঁহার কন্যার নাম সুন্দরী, তিনি শত-চন্দ্রনিভা ও শুভা। হে রাজন্! তাহার স্বয়ম্বরে দেবগণ আগমন করিয়াছেন, দিব্যদেহ লোকপালগণও তথায় আসিয়াছেন। সুন্দরবরাভিলাষিণী সেই কন্যা বলিয়াছেন,—'যাহাকে দেখিয়া আমি মূর্চ্ছিতা হইব, তিনি আমার ভর্ত্তা হইবেন'। ভ্রাতাদিগের সহিত এখনই সকৌতুকে তথায় গমন করিয়া

নারদ উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কার্ষ্ণির্যাদবৈর্ভ্রাতৃভিঃ সহ।
পুরন্দরেণ সহসা পুরীং লীলাবতীং যযৌ ॥ ৩০
বিশালাজিরসংযুক্তে খচিদ্রত্নমনোহরে।
চন্দনাগুরুকস্তূরীকুঙ্কুমদ্রবচর্চ্চিতে ॥ ৩১
মুক্তাযুক্তৈস্তোরণৈশ্চ বিতানৈঃ সুমহাধনৈঃ।
জাম্বূনদাসনৈঃ সাক্ষাদিন্দ্রলোক ইবামলে ॥ ৩২
তস্মিন্ স্বয়ম্বরে তস্থৌ প্রদ্যুম্নো দিব্য আসনে।
গিরিশৃঙ্গে যথা সিংহঃ সর্ব্বেষাং পশ্যতাং নৃপ ॥৩৩
প্রজেশা মুনয়স্তত্র দেবা রুদ্রগণাস্তথা।
মরুতো রবয়শ্চৈব বসবো হ্যশ্বিনৌ ॥ ৩৪
যমোঽথ বরুণঃ সোমো ধনদঃ শক্র এব হি।
সিদ্ধা বিদ্যাধরাশ্চৈব গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাস্তথা ॥ ৩৫
অন্যে সমাগতাঃ সর্ব্বে রত্নাভরণভূষিতাঃ।
জহুর্বৈবাহিকীমাশাং প্রদ্যুম্নং বীক্ষ্য মৈথিল ॥ ৩৬

সা সুন্দরী তত্র সুরত্নমালয়া
রতিঞ্চ রম্ভাং ক্ষিপতীব নির্গতা।
বাণীং রমাং রূপবতীং পুলোমজাং
বিড়ম্বয়ন্তীব বভৌ বরাঙ্গনা ॥ ৩৭
যাং বীক্ষ্য সর্ব্বেষু সদঃসু সর্ব্বতো
মোহং প্রয়াতেষু তথৈব মৈথিল।
শ্রীঃ সর্ব্বলোকস্য চ পশ্যতো বরং
বিচিন্বতী সা চপলেব চাম্বুদম্ ॥ ৩৮
দিব্যাম্বরং পদ্মদলায়তেক্ষণং
প্রদ্যুম্নবীরং নরলোকসুন্দরম্।
সমেত্য মূর্চ্ছাং সমবাপ সুন্দরী
বিদ্যাধরী সা পুনরাপ সংজ্ঞাম্ ॥ ৩৯
সমুত্থিতা সা ত্বতিহর্ষবিহ্বলা
তস্থৌ সুমালাং বিনিধায় তদ্গলে।
বিদ্যাধরেশঃ সুকৃতী চ সুন্দরীং
সুতাং দদৌ মৈথিল শম্বরারয়ে ॥ ৪০
নদৎসু তূর্য্যেষু তদৈব নির্জরা
ন সেহিরে বীক্ষ্য বিবাহমঙ্গলম্।
তং সর্ব্বতঃ সংরুরুধুঃ স্বয়ম্বরং
প্রচণ্ডমেঘা ইব ভাস্করং পরম্ ॥ ৪১

সেই দেবগণ-ভূষিত উত্তম স্বয়ম্বর দর্শন কর। ১৯—২৯। নারদ বলিলেন,—তচ্ছ্রবণে ভগবান্ প্রদ্যুম্ন পুরন্দরসহ যাদবভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ লীলাবতী পুরীতে গমন করিলেন। ঐ পুরীর বিশাল অঙ্গন রত্নখচিত মনোহর, চন্দন অগুরু কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্রবচর্চ্চিত, সুসমৃদ্ধ, মুক্তাযুক্ত-তোরণ-বিতান ও স্বর্ণাসনমণ্ডিত যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্রলোক সদৃশ। হে নৃপ! প্রদ্যুম্ন সেই স্বয়ম্বর-সভায় সকলের সমক্ষে পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর সিংহের ন্যায় দিব্য আসনে উপবেশন করিলেন। প্রজাপতি, মুনি, অমর, রুদ্রাদিগণ-দেবতা, মরুৎ, আদিত্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার, যম, বরুণ, চন্দ্র, কুবের, ইন্দ্র, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ রত্নভূষণে ভূষিত হইয়া সমাগত হইলেন। কিন্তু হে মৈথিল! সকলেই প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া নিজ নিজ বিবাহের আশা পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর সুন্দর রত্নমালাভূষিতা কন্যা যেন রতি ও রম্ভাকে বিড়ম্বিত করিয়া নির্গতা হইলেন। সেই বরাঙ্গনা যেন বাণী, রমা ও রূপবতী শচীকে তিরস্কৃত করিয়া শোভিতা হইলেন। হে মৈথিল! তাঁহাকে দেখিয়া সভাস্থ সকলেই মোহপ্রাপ্ত হইলেন, সর্ব্বলোকলক্ষ্মী সেই কন্যা যেন সৌদামিনীর মেঘান্বেষণের ন্যায় বরান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যবসন পদ্মপত্রবৎ আয়তনেত্র নরলোক-সুন্দর বীর প্রদ্যুম্ন সন্নিধানে আসিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। সুন্দরী বিদ্যাধরী পুনরায় সংজ্ঞা-লাভ করিয়া উত্থিতা হইলেন। এবং প্রদ্যুম্ন-দর্শনে হর্ষবিহ্বলা হইয়া তাঁহার গলে মনোজ্ঞ মালা অর্পণপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। হে মৈথিল! বিদ্যাধররাজ সুকৃতীও সেই সুন্দরী কন্যাকে শম্বরারি প্রদ্যুম্নের করে অর্পণ করিলেন। অমনি তূর্য্যধ্বনি হইল, সেই বিবাহ-মঙ্গল দর্শনে দেবগণ অসহিষ্ণু হইলেন, এবং প্রচণ্ড মেঘ যেমন মার্ত্তণ্ডকে আবৃত করে, তদ্রূপ সকলদিক্ হইতে সেই স্বয়ম্বর সভা অব-

ক্রোধাবৃতাংস্তানমরান্ ধনুর্দ্ধরান্
মদোদ্ধতান্ বীক্ষ্য হরেঃ সুতো বলী।
শ্রীকৃষ্ণদত্তং সশরং ধনুঃ স্বয়ং
স্বয়ং গৃহীত্বা যদুভির্জগর্জ হ ॥ ৪২
তচ্চাপমুক্তৈর্বিশিখৈঃ স্ফুরৎপ্রভৈ-
শ্ছিন্নায়ুধা মৈথিল শীর্ণকঞ্চুকাঃ।
বিদুদ্রুবুস্তে চ দিশো দশামরা
নীহারমেঘা ইব সূর্য্যরশ্মিভিঃ ॥ ৪৩

প্রদ্যুম্নো ভগবান্ সাক্ষাদিত্থং জিত্বা স্বয়ম্বরম্।
বিজিত্যেলাবৃতং খণ্ডং ভারতং গন্তুমুদ্যতঃ ॥৪৪
ভ্রাতৃভির্যদুভিঃ সৈন্যৈঃ সর্ব্বমন্ত্রিজনৈঃ সহ।
আযযৌ ভারতং খণ্ডং নাদয়ন্ জয়দুন্দুভীন্ ॥৪৫
পশ্যন্ দেশাননেকাংশ্চ জম্বুদ্বীপং যযৌ বলী।
আনর্ত্তান্ দ্বারকান্ দেশান্ প্রাপ্তোঽভূৎ স হরেঃ সুতঃ ॥ ৪৬
প্রদ্যুম্নপ্রেষিতঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ।
প্রণনামোগ্রসেনং তং সভায়াং শ্রীহরিং বলম্ ॥৪৭
বর্ষে বর্ষেঽপি যজ্জাতং জম্বুদ্বীপজয়ং তথা।
তৎসর্ব্বং হি যথাযোগ্যং কথয়ামাস চোদ্ধবঃ ॥ ৪৮
শ্রীকৃষ্ণবলদেবাভ্যাং সর্ব্বৈর্বৃদ্ধজনৈঃ সহ।
প্রদ্যুম্নং তং সমানেতুমুগ্রসেনো বিনির্গতঃ ॥ ৪৯
গীতবাদিত্রঘোষেণ ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা।
মুক্তাবর্ষৈর্লাজপুষ্পৈঃ পাঠারাবৈঃ সুমঙ্গলৈঃ ॥ ৫০
বারণেন্দ্রং পুরস্কৃত্য সৌবর্ণৈঃ কলশৈর্নৃপ।
গন্ধর্ব্বৈর্বারমুখ্যাভিঃ শঙ্খদুন্দুভিবেণুভিঃ ॥ ৫১
গন্ধাক্ষতৈর্হেমপাত্রৈঃ পুষ্পধূপৈর্যবাঙ্কুরৈঃ।
উগ্রসেনঃ শম্বরারেঃ সম্মুখং চাজগাম হ ॥ ৫২
খড়্গং নীত্বোগ্রসেনস্য পুরো ধৃত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
ননাম কার্ষ্ণির্যদুভির্ভ্রাতৃভিঃ সহ মৈথিল ॥ ৫৩
শ্রীকৃষ্ণং সবলং নত্বা সর্ব্বান্ বৃদ্ধান্ প্রণম্য চ।
গর্গাচার্য্যং ননামাশু প্রদ্যুম্নো মীনকেতনঃ ॥ ৫৪
সংশ্লাঘ্যাভ্যর্চ্চ্য বিধিবদ্ ব্রাহ্মণৈর্বেদসূক্তিভিঃ।
আরোপ্য বারণে কার্ষ্ণিমুগ্রসেনঃ পুরীং যযৌ ॥৫৫
মঙ্গলং দ্বারকায়াঞ্চ সর্ব্বত্রাভূদ্ গৃহে গৃহে।
ইত্থং নৃপ তে কথিতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে প্রদ্যুম্নদ্বারকাগমনং
নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৮॥

রুদ্ধ করিলেন।৩০—৪০। প্রদ্যুম্ন স্বয়ম্বর-সভায় ক্রোধান্বিত মদোদ্ধত অমরগণকে ধনু-ধারণ করিতে দেখিয়া কৃষ্ণদত্ত উত্তম সশর ধনু ধারণপূর্ব্বক যাদবগণের সহিত গর্জ্জিয়া উঠিলেন। হে মৈথিল! তাহার ধনুর্মুক্ত স্ফুরিত-প্রভ বাণপটলে যুদ্ধস্থলে দেবগণ ছিন্ন ও বিশীর্ণ-বর্ম্মা হইয়া সূর্য্যরশ্মিসম্পর্কে নীহার ও মেঘরাশির ন্যায় দশদিকে পলায়ন করিলেন। প্রদ্যুম্ন এইরূপে স্বয়ম্বর-সভা ও ইলাবৃতবর্ষ জয় করিয়া ভারতখণ্ডে গমনোদ্যত হইলেন। তিনি ভ্রাতা, যাদবসৈন্য ও মন্ত্রিগণসহ জয় দুন্দুভি নিনাদিত করত ভারতে আসিলেন। এইরূপে জম্বুদ্বীপ-জয়ী বলবান্ কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন অনেক দেশ দেখিতে দেখিতে আনর্ত্ত ও দ্বারকাদেশে সমাগত হইলেন। অনন্তর প্রদ্যুম্নপ্রেরিত বুদ্ধি-সত্তম উদ্ধব উগ্রসেনসভায় আসিয়া তাঁহাকে, কৃষ্ণকে ও বলরামকে প্রণামপূর্ব্বক প্রতিবর্ষে সংঘটিত সংবাদসহ যাবতীয় জম্বুদ্বীপ জয়বার্ত্তা যথাযোগ্য নিবেদন করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ, বলরাম ও অন্যান্য বৃদ্ধগণকে লইয়া উগ্রসেন প্রদ্যুম্নকে আনিবার জন্য নির্গত হইলেন। হে নৃপ! গীত, বাদিত্রধ্বনি ও প্রভূত বেদশব্দ-সহকারে মঙ্গলময় মুক্তা, লাজ ও পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে সুবর্ণকলসযুক্ত করিবরকে অগ্রে করিয়া মঙ্গল স্তুতিপাঠ-সহকারে গন্ধর্ব্ব, বার-বনিতা, শঙ্খ, দুন্দুভি, বেণুবাদ্য এবং স্বর্ণপাত্রে গন্ধ ও অক্ষত লইয়া পুষ্প ধূপ ও যবাঙ্কুরসহ প্রদ্যুম্নের সম্মুখে আগমন করিলেন।৪২—৫২। হে মৈথিল! মীনকেতন প্রদ্যুম্ন উগ্রসেনের সম্মুখে খড়্গ স্থাপন করত দণ্ডায়মান হইয়া করজোড়ে যাদবসৈন্য ও ভ্রাতাদিগের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তৎপর কৃষ্ণ, বলরাম ও বৃদ্ধগণকে প্রণাম করত তৎক্ষণাৎ গর্গাচার্য্যকে প্রণাম করিলেন। উগ্রসেনের আদেশে ব্রাহ্মণগণ প্রদ্যুম্নকে পূজা ও প্রশংসা করিয়া

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীবহুলাশ্ব উবাচ।
কথং চকার বিধিবদ্রাজসূয়াধ্বরং নৃপঃ।
এতন্মে ব্রূহি বিপ্রেন্দ্র ত্বং পরাবরবিত্তমঃ॥ ১
নারদ উবাচ।
অথোগ্রসেনো নৃপতিঃ সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
শ্রীকৃষ্ণেন সহায়েন ক্রতুরাজং চকার হ॥ ২
গর্গাদ্ যদুকুলাচার্য্যান্মুহূর্ত্তং বোধ্য যত্নতঃ।
বন্ধুভ্যঃ প্রদদৌ রাজন্ সুহৃদ্ভ্যোঽপি নিমন্ত্রণম্॥৩
তদ্ভক্ত্যা পরমায়ুহূতা ঋষয়ো মুনয়ো দ্বিজাঃ।
আজগ্মুর্দ্বারকাং সর্ব্বে পুত্রশিষ্যৈঃ সমাবৃতাঃ॥৪
বেদব্যাসঃ শুকঃ সাক্ষান্মৈত্রেয়োঽথ পরাশরঃ।
পৈলঃ সুমন্তুর্দুর্ব্বাসা বৈশম্পায়ন ইত্যপি॥ ৫
জৈমিনির্ভার্গবো রামো দত্তাত্রেয়োঽসিতো মুনিঃ
অঙ্গিরা বামদেবোঽত্রির্বশিষ্ঠঃ কণ্ব এব চ॥ ৬
বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দো ভারদ্বাজোঽথ গৌতমঃ।
কপিলঃ সনকাদ্যাশ্চ বিভাণ্ডশ্চ পতঞ্জলিঃ॥ ৭
দ্রোণঃ কৃপঃ প্রাড্‌বিপাকঃ শাণ্ডিল্যো মুনিসত্তমঃ
অন্যে চ মুনয়ো রাজন্ সশিষ্যাশ্চ সমাগতাঃ॥ ৮
ব্রহ্মা শিবো জম্ভভেদী দেবা রুদ্রগণাস্তথা।
আদিত্যা মরুতঃ সর্ব্বে বসবো হ্যগ্নয়োঽশ্বিনৌ॥৯
যমোঽথ বরুণঃ সোমো ধনদো গণনায়কঃ।
সিদ্ধা বিদ্যাধরাশ্চৈব গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাদয়ঃ॥১০
গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সর্ব্বা বিদ্যাধর্য্যঃ সমাগতাঃ।
বেতালা দানবা দৈত্যাঃ প্রহ্লাদো বলিনা সহ॥
রক্ষোভির্ভীষণৈঃ সার্দ্ধং লঙ্কাধীশো বিভীষণঃ।
সর্ব্বৈশ্চ বানরৈঃ সার্দ্ধং হনুমান্ বায়ুনন্দনঃ॥ ১২
ঋক্ষৈশ্চ দংষ্ট্রিভিঃ সার্দ্ধং জাম্ববানৃক্ষরাড্‌ বলী
সর্ব্বৈশ্চ পক্ষিভিঃ সার্দ্ধং গরুডঃ পক্ষিরাড্‌ বলী
সর্ব্বৈঃ সরীসৃপৈঃ সার্দ্ধং বাসুকির্নাগরাড্‌ বলী।
গোরূপধারিণী পৃথ্বী সর্ব্বাভিঃ কামধেনুভিঃ॥১৪
সর্ব্বৈঃ শৈলৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিঃ সুমেরুশ্চ হিমাচলঃ।

যথাবিধি বেদসূক্তে স্তুতি করিলেন। অনন্তর উগ্রসেন তাঁহাকে করিবরে আরোপিত করত দ্বারকায় উপনীত হইলেন। দ্বারকার গৃহে গৃহে মঙ্গল অনুষ্ঠিত হইল। হে নৃপ! এই আমি তোমার নিকট প্রদ্যুম্নবিজয় বলিলাম, পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ৪২—৫৬।

বিশ্বজিৎখণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥৪৮॥

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়

বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে বিপ্রবর! আপনি পরাবরজ্ঞ, নৃপ উগ্রসেন কিরূপে যথাবিধি রাজসূয় করিলেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। নারদ বলিলেন,—অনন্তর সর্ব্বধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ উগ্রসেন নৃপতি শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় যজ্ঞ-রাজ রাজসূয় করিলেন। হে রাজন্! যদু-কুলগুরু গর্গাচার্য্যের নিকট হইতে যত্নপূর্ব্বক শুভ মুহূর্ত্তস্থির করিয়া সুহৃৎ ও বন্ধুগণকে নিমন্ত্রিত করিলেন, তাঁহার পরম ভক্তিতে আহূত হইয়া মুনি, মহর্ষি ও দ্বিজগণ পুত্র ও শিষ্যগণসহ দ্বারকায় আসিলেন। হে রাজন্! অনন্তর বেদব্যাস, শুক, মৈত্রেয়, পরাশর, পৈল, সুমন্ত, দুর্ব্বাসা, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি, ভার্গব পরশুরাম, দত্তাত্রেয়, অসিত, অঙ্গিরা, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ, কণ্ব, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গৌতম, কপিল, সনকাদি, বিভাণ্ডক, পতঞ্জলি, দ্রোণ, কৃপ, প্রাড্‌বিপাক মুনিসত্তম শাণ্ডিল্য এবং অন্যান্য সশিষ্য মুনি-গণ আগমন করিলেন। ১—৮। ব্রহ্মা শিব, শচীপতি, রুদ্রাদি গণদেবতা, আদিত্যগণ, মরুদ্‌গণ, বসুগণ, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার, যম, বরুণ, চন্দ্র, কুবের ও গণেশ প্রভৃতি দেবগণ এবং সিদ্ধ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, গন্ধর্ব্বী, অপ্সরা ও বিদ্যাধরীরা সমাগত হইলেন। বেতাল, দানব, দৈত্য, বলিসহ প্রহ্লাদ, ভীষণ রাক্ষস-গণসহ লঙ্কাধীশ বিভীষণ, সর্ব্ব বানরসহ বায়ু-নন্দন হনুমান, দংষ্ট্রী ভল্লুকগণসহ ঋক্ষরাজ বলবান্ জাম্ববান্, অখিল পক্ষিসহ পতগেশ্বর গরুড়, সমস্ত সরীসৃপসহ বলবান্ নাগরাজ বাসুকি, সকল কামধেনুসহ গোরূপধারিণী ধরা,

গুল্মবৃক্ষলতাভিশ্চ বটঃ সাক্ষাৎ প্রয়াগরাট্ ॥১৫
মহানদীভিঃ সহিতা শ্রীগঙ্গা যমুনা নদী।
পারাবারাঃ সপ্ত তথা রত্নোপায়নসংযুতাঃ ॥ ১৬
আজগ্মুরুগ্রসেনস্য রাজসূয়স্য চাধ্বরে।
সপ্তপুর্য্যস্ত্রয়ো গ্রামা নবারণ্যা নবোষরাঃ ॥ ১৭
চতুর্দ্দশৈব গুহ্যানি বিখ্যাতানি মহীতলে।
তীর্থরাজঃ প্রয়াগশ্চ পুষ্করং বদ্রিকাশ্রমঃ ॥ ১৮
সিদ্ধাশ্রমো বিনশনং কুণ্ডৈঃ সর্ব্বৈঃ সরোবরৈঃ।
বনানি দণ্ডকাদীনি সর্ব্বৈশ্চোপবনৈঃ সহ ॥ ১৯
ক্ষেত্রৈঃ সমগ্রৈর্বিমলৈরেতে তত্র সমাযযুঃ।
শ্রীমদ্‌গোবর্দ্ধনো নাম গিরিরাজো ব্রজাদ্‌গিরিঃ ॥
বৃন্দাবনং ব্রজজনৈঃ সরঃকুণ্ডৈঃ সমাযযৌ।
নবোপনন্দা নন্দাশ্চ তথা ষড় বৃষভানবঃ ॥ ২১
বৃষভানুবরঃ সাক্ষাৎ সুচন্দ্রো নাম মৈথিল।
সর্ব্বৈর্গোপগণৈর্গোভির্নন্দরাজঃ সমাযযৌ ॥ ২২
কীর্ত্তির্যশোমতিঃ সাক্ষাদ্‌গোপীভির্গোপিকেশ্বরী।
শ্রীরাধা শিবিকারূঢ়া সখীসঙ্ঘৈশ্চ কোটিভিঃ ॥২৩
শতযূথশ্চ গোপীনাং দ্বারকাং প্রযযৌ মুদা।
তাসাং বাসো যত্র যত্র গোপীভূমিশ্চ সাভবৎ ॥
তাদঙ্গরাগসঞ্জাতং গোপীচন্দনমুত্তমম্।
গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥
চতুর্বর্ণাস্তথা সর্ব্বে আজগ্মুরুগ্রস্য চাধ্বরে।
ধৃতরাষ্ট্রো বুদ্ধিচক্ষুঃ সাক্ষাদ্দুর্য্যোধনঃ কলিঃ ॥২৬
শল্যো ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমোঽর্জ্জুনোঽথ নকুলঃ সহদেবস্তথাপরে ॥
দমঘোষো বৃদ্ধশর্ম্মা জয়সেনো মহানৃপঃ।
... কশ্চ নাগ্নজিৎ কোশলেশ্বরঃ ॥ ২৮
বৃহৎসেনো ধৃতিঃ সাক্ষান্মৈথিলেশঃ পিতা তব।
অন্যেঽপি তত্র রাজানঃ সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবাঃ।
সহ স্ত্রীভিস্তথা পৌত্রৈঃ পুত্রৈরাজগ্মুরধ্বরম্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমদ্‌গার্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে স্বজননিমন্ত্রণং নামৈ-
কোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৯॥

মূর্ত্তিমান্ সর্ব্বশৈলসহ সুমেরু ও হিমালয়, গুল্ম তরু ও লতাসহ প্রয়াগরাজ বটবৃক্ষ, মহানদীগণসহ গঙ্গা ও যমুনা এবং রত্নোপহারসহ সপ্ত সমুদ্র উগ্রসেনের রাজসূয় যজ্ঞে আগমন করিলেন। সপ্ত পুরী, তিন গ্রাম, নব অরণ্য, নব ঊষর, মহীতলে বিখ্যাত চতুর্দ্দশ গুহ্যক, তীর্থরাজ প্রয়াগ, পুষ্কর, বদ্রিকাশ্রম, সিদ্ধাশ্রম, কুরুক্ষেত্র তত্রত্য সকল কুণ্ড ও সরোবর, সকল উপবনসহ দণ্ডকাদি অরণ্য,সমগ্র বিমল ক্ষেত্রসহ ইহারা তথায় আগমন করিলেন। ব্রজ হইতে শ্রীমান্ গিরিরাজ গোবর্দ্ধন এবং সরোবর ও কুণ্ডসহ বৃন্দাবনবাসী জনগণ তথায় সমাগত হইলেন। নব, উপনন্দ, নন্দ, ছয় বৃষভানু, বৃষভানুবর সুচন্দ্র এবং হে মৈথিল! সকল গোপ গোপীসহ নন্দরাজ, আগমন করিলেন ।৯—২২। কীর্ত্তি, সকল গোপীসহ যশোদা, এবং সাক্ষাৎ রাধা কোটি সখীসহ শিবিকারোহণে সমাগত হইলেন। গোপীগণের শত যূথ দ্বারকায় সানন্দে গমন করিলেন, তথায় যে যে স্থানে তাঁহাদের বাস হইয়াছিল, সেই সকল স্থান গোপীভূমি নামে অভিহিত, তাঁহাদের অঙ্গরাগ হইতে গোপীচন্দন জন্মে, সেই গোপীচন্দন-লিপ্তাঙ্গ নর নারায়ণ হন। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ উগ্রসেনের যজ্ঞে সমাগত হইয়াছিলেন। জ্ঞাননয়ন ধৃতরাষ্ট্র, সাক্ষাৎ কলি দুর্য্যোধন, শল্য, ভীষ্ম, কর্ণ, কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দমঘোষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, নৃপবর জয়সেন, ধৃষ্টকেতু, ভীষ্মক, কোশলেশ্বর নাগ্নজিৎ, বৃহৎসেন, সাক্ষাৎ মৈথিলেশ্বর তোমার পিতাসহ ধৃতি এবং অন্যান্য নৃপতিগণ স্ব স্ব সুহৃৎ সম্বন্ধী বান্ধব, স্ত্রী পুত্র ও পৌত্রসহ উগ্রসেনের যজ্ঞে আগমন করিয়াছিলেন। ২৩—২৯।

বিশ্বজিৎখণ্ডে উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

অর্থসিদ্ধ্যোরিব দ্বারে রৈবতাদ্রিসমুদ্রয়োঃ
মধ্যে পিণ্ডারকে ক্ষেত্রে যজ্ঞারম্ভো বভূব ॥ ১
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণঃ কুণ্ডোঽভূদ্ যস্ত চাধ্বরে
যোজনং ব্রহ্মকুণ্ডস্ত গব্যূতিঃ পঞ্চকুণ্ডকঃ। ২
মেখলা গর্ত্তবিস্তারবেদীভির্নির্ম্মিতা দশ।
সহস্রহস্তমুচ্চাঙ্গো যজ্ঞস্তম্ভো বভৌ মহান্ ॥ ৩
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণঃ সৌবর্ণো যজ্ঞমণ্ডপঃ।
বিতানতোরণৈ রেজে কদলীখণ্ডমণ্ডিতঃ ॥ ৪
ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকমধুশূরসেনদশার্হকৈঃ।
দেবৈশ্চ সহিতো রাজা বভৌ শক্র ইবাধ্বরে ॥৫
যজ্ঞাবতারঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরিপূর্ণতমোঽধ্বরে।
বভৌ পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ পরমাত্মেব ভূতিভিঃ ॥৬
মহাসম্ভৃতসম্ভারে রাজসূয়েঽধ্বরে বরে।
গর্গাচার্য্যং গুরুং কৃত্বা যদুরাজো হি দীক্ষিতঃ ॥৭
হোতারো দশলক্ষাণি দশলক্ষাণি দীক্ষিতাঃ
অধ্বর্য্যবঃ পঞ্চলক্ষমুদ্গাতারস্তথাপরে ॥ ৮
হস্তিশুণ্ডাসমাং ধারাং ভুক্ত্বাজ্যস্ত হুতাশনঃ।
অজীর্ণং প্রাপ তদ্‌যজ্ঞে ন চিত্রং বিদ্ধি মৈথিল ॥৯
কেঽপি জীবাস্ত্রিলোক্যান্ত ন বভূবুর্বুভুক্ষিতাঃ।
সর্ব্বে দেবাস্ত সোমেন হ্যজীর্ণত্বমুপাগতাঃ ॥ ১০
রুচিমত্যা ধর্ম্মপত্ন্যোগ্রসেনো যদুরাড্ বলী।
অধ্বরাবভৃথস্নানং তীর্থে পিণ্ডারকেঽকরোৎ ॥১১
ব্যাসাদ্যৈর্মুনিভিঃ স্নাতো বিধিবদ্বেদসূক্তিভিঃ।
যথা দক্ষিণয়া যজ্ঞো রুচিমত্যা বভৌ নৃপঃ ॥ ১২
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নরদুন্দুভয়স্তদা।
উগ্রসেনোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে ॥ ১৩
গজানাং হেমভারাণাং নিযুতানি চতুর্দ্দশ।
শতার্ব্বুদং হয়ানাস্তু যজ্ঞান্তে দক্ষিণাং পরাম্ ॥১৪
কোটিশো নবরত্নানাং মহাহারাম্বরৈঃ সহ।
গর্গাচার্য্যায় মুনয়ে গৃহোপস্করসংযুতাম্ ॥ ১৫
উগ্রসেনো দদৌ রাজা যাদবেন্দ্রো মহামনাঃ।
গজানাং তত্র সাহস্রং হয়ানামযুতং তথা ॥ ১৬
বিংশদ্ভারং সুবর্ণানাং ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে দদৌ।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন,—দ্বারকর সমীপে অর্থ সিদ্ধির ন্যায় পরস্পরাপেক্ষী রৈবত পর্ব্বত ও সমুদ্রের মধ্যস্থলে পিণ্ডারক ক্ষেত্রে যজ্ঞ আরম্ভ হইল, যজ্ঞের কুণ্ড হইল পঞ্চ যোজন বিস্তীর্ণ, ব্রহ্মকুণ্ড পঞ্চযোজন ক্রোশদ্বয় পরিমিত পঞ্চ কুণ্ড নির্ম্মিত হইল বেদীর সহিত গর্ত্তের বিস্তারক্রমে দশটি কুণ্ড বেষ্টনী রচিত এবং সহস্র হস্ত উচ্চ মহান্ যজ্ঞ স্তম্ভ শোভিত হইল। কদলীতরুমণ্ডিত পঞ্চ যোজন বিস্তীর্ণ সুবর্ণের যজ্ঞমণ্ডপ বিতান ও তোরণাদিদ্বারা শোভাসম্পন্ন হইল। ভোজ বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, শূরসেন, দাশার্হ এবং দেবগণের সহিত রাজা উগ্রসেন যজ্ঞে ইন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইলেন। পুত্র পৌত্রসহ যজ্ঞাবতার পরিপূর্ণতম কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরমাত্মার ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। প্রভূত দ্রব্যসম্ভারে আরব্ধ রাজসূয় যজ্ঞে গর্গাচার্য্যকে গুরু করিয়া যদুরাজ দীক্ষিত হইলেন। দশ লক্ষ হোতা, দশলক্ষ দীক্ষিত, পঞ্চলক্ষ অধ্বর্য্যু এবং পঞ্চলক্ষ উদ্গাতা ব্রতী হইলেন। সে যজ্ঞে হস্তি-শুণ্ডসদৃশ ঘৃতধারা ভক্ষণ করিয়া অগ্নির অজীর্ণ হইল! হে মৈথিল! যজ্ঞের সকলই বৈচিত্র্যময়। ত্রিলোকে কোন জীব বুভুক্ষু রহিল না, সোমপানে অমরগণের অজীর্ণ হইল। যদুরাজ বলবান্ উগ্রসেন ধর্ম্মপত্নী রুচিমতীর সহিত পিণ্ডারক তীর্থে যজ্ঞের অবভৃথ স্নান করিলেন। ব্যাসাদি ঋষি বেদসূক্ত দ্বারা যথাবিধি স্নান করাইলেন। দক্ষিণার সহিত যজ্ঞের ন্যায় রুচিমতীর সহিত উগ্রসেন শোভা পাইলেন। দেবদুন্দুভি ও নরদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, সুরগণ উগ্রসেনের উপর পুষ্পবর্ষণ করিলেন। ১—১৩। চতুর্দ্দশ নিযুত গজ ও স্বর্ণভার এবং শতার্ব্বুদ অশ্ব যজ্ঞান্তে দক্ষিণা প্রদত্ত হইল। যাদবেন্দ্র মহামনা নৃপতি উগ্রসেন গৃহোপকরণসহ উত্তম হার ও বসনযুক্ত কোটিভার নবরত্ন গর্গাচার্য্যকে প্রদান করিলেন।

মরুতস্য মহাযজ্ঞে ত্যক্তপাত্রা যথা দ্বিজাঃ ॥ ১৭
ততোগ্রসেনস্য ক্রতৌ সন্তুষ্টা হর্ষিতা গতাঃ।
সন্তুষ্টা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ প্রাপ্তভাগা দিবং গতাঃ।
ভূরিদ্রব্যা বন্দিনশ্চ জয়ারাবা গৃহং গতাঃ।
রক্ষোদৈত্যা-বানরাশ্চ দংষ্ট্রিণঃ পক্ষিণস্তথা ॥ ১৯
নাগাঃ সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বে স্বং স্বং গৃহং যযুঃ।
গাবঃ শৈলা বৃক্ষসঙ্ঘা নদ্যস্তীর্থাশ্চ সিন্ধবঃ ॥ ২০
সন্তুষ্টাঃ প্রাপ্তভাগা যে তে সর্ব্বে স্বং গৃহং যযুঃ
রাজানো যে সমাহূতাঃ পারিবর্হেণ ভূয়সা ॥ ২১
পূজিতা দানমানাভ্যাং তেঽপি স্বং স্বং গৃহং
গতাঃ।
নন্দাদ্যা গোপমুখ্যা যে শ্রীকৃষ্ণেন প্রপূজিতাঃ ॥
হর্ষিতাঃ প্রেমদানাভ্যাং তেঽপি সর্ব্বে ব্রজং যযুঃ
এতত্তে কথিতং রাজন্ মহাযজ্ঞস্য মণ্ডলম্ ॥ ২৩

বিংশতিভার সুবর্ণ প্রদত্ত হইল। মরুত্তের যজ্ঞে দ্বিজগণ যেরূপ উচ্ছিষ্ট স্বর্ণপাত্র পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তদ্রূপ উগ্রসেনের যজ্ঞেও দ্বিজগণ ভোজনান্তে উচ্ছিষ্ট পাত্র পরিত্যাগ করত পরম পরিতুষ্ট হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। স্ব স্ব ভাগপ্রাপ্ত-দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গে প্রত্যাগত হন। বন্দী ও জয়গায়কগণও বহু দ্রব্য লাভ করিয়া গৃহে গমন করে। রাক্ষস, দৈত্য, বানর, দংষ্ট্রী, পক্ষী ও সর্প সসন্তোষে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। গো, শৈল, তরু-নিকর, নদী, তীর্থ, সাগর ইহারা স্ব স্ব ভাগ-প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষসহকারে স্ব স্ব গৃহে গমন করে। নিমন্ত্রিত রাজগণ বহু উপায়ন ও দান-মানদ্বারা পূজিত হইয়া প্রসন্নমনে স্ব স্ব গৃহে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণপূজিত গোপপ্রধান নন্দাদি প্রেম ও দান দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ব্রজে প্রত্যাবৃত্ত হন। হে রাজন্! এই আমি

যত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোঽস্তি তত্র কিং সফলং নহি।
যে শৃণ্বন্তি কথামেতাং পঠন্তি সততং নরাঃ ॥
ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ মোক্ষস্তেষাং প্রজায়তে ॥
পূর্ণঃ পরেশঃ পরমেশ্বরঃ প্রভুঃ
পুনাতু বো যঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শৃণ্বন্তি যে তস্য কথাং বিচিত্রাং
কুর্ব্বন্তি তীর্থং স্বকুলং নরাস্তে ॥ ২৬
ছলেন যজ্ঞস্য হরিঃ পরেশ্বরো
ভারং বিদেহেশ ভুবোঽবতারয়ন্।
যোঽভূচ্চতুর্ব্যূহধরো যদোঃ কুলে
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূভৃতে ॥ ২৭

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিশ্বজিৎখণ্ডে নারদবহুলাশ্বসংবাদে উগ্রসেনমহোদয়ে রাজসূয়যজ্ঞোৎসববর্ণনং নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

তোমার নিকট মহাযজ্ঞের বৃত্তান্ত বর্ণন করি[লাম], যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত, সেখানে কি সফল হয়? যে সকল নর এই কথা সত[ত] শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম, অ[র্থ,] কাম, মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। পূর্ণ পরে[শ] পরমেশ্বর পুরাণপুরুষ প্রভু তোমাদিগ[কে] পবিত্র করুন। যে সকল নর তাঁহার বিচি[ত্র] বার্ত্তা শ্রবণ করে, তাঁহারা স্বীয় কুল পবি[ত্র] করিয়া থাকেন। হে বিদেহরাজ! পরমেশ[্বর] হরি যজ্ঞচ্ছলে ভূভার হরণ করিয়াছেন, যিঁ[নি] যদুকুলে চতুর্ব্যূহধর, সেই অনন্তগুণ পৃথিবী-পালককে নমস্কার। ১৪—২৭।

বিশ্বজিৎখণ্ডে পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

সপ্তমং বিশ্বজিৎখণ্ডং সমাপ্তম্ ॥ ৭ ॥

গর্গ-সংহিতা

বলভদ্রখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বহুলাশ্ব উবাচ।

শ্রুতং তব মুখাদ্ ব্রহ্মন্ মঙ্গলং পরমাদ্ভুতম্।
সুধাখণ্ডাৎ পরং মিষ্টং খণ্ডং বিশ্বজিতং পরম্॥১
পরিপূর্ণতমস্যাপি শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ।
ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণাং পুত্রা দশদশাভবন্॥ ২
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বভূবুঃ কোটিশো মুনে
রজাংসি ভূমের্গণয়েন্ন কবিশ্চেদ্ধরেঃ কুলম্॥ ৩
রেবত্যাং বলদেবস্য রামস্যাপি মহাত্মনঃ।
পুত্রোদয়ঃ কথং ন স্যাদেতন্মে ব্রূহি তত্ত্বতঃ॥ ৪

শ্রীনারদ উবাচ।

বাঢ়মুক্তং ভগবতঃ সঙ্কর্ষণস্যাচ্যুতাগ্রজস্য বলভদ্রস্য রামস্য কামপালস্য কথাং সর্ব্বথা তবাগ্রে কথয়িষ্যামি॥ ৫

অথ কদাচিৎ প্রাড্‌বিপাকো নাম মুনীন্দ্রো যোগীন্দ্রো দুর্য্যোধনগুরুর্গজাহ্বয়ং নাম পুরমাজগাম॥ ৬

সুযোধনেন সম্পূজিতঃ পরমাদরেণ সোপচারেণ মহার্হসিংহাসনে স্থিতোঽভূৎ॥ ৭

তং প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ পুরঃ স্থিতো মনঃসন্দেহং স্মৃত্বা ধার্ত্তরাষ্ট্র ইতি হোবাচ

সঙ্কর্ষণঃ সাক্ষাদ্বলভদ্রঃ কিং কারণাৎ কস্মাল্লোকাৎ কেন প্রার্থিতো ভূলোকানাজগাম যেনেদং পুরং তির্য্যগ্‌ভূতমভবত্তস্য মম গুরো-

প্রথম অধ্যায়

বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনার মুখ হইতে সুধাখণ্ড হইতেও পরম মিষ্ট মঙ্গলময় পরমাদ্‌ভুত বিশ্বজিৎখণ্ড শ্রবণ করিলাম; পরিপূর্ণতম মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র স্ত্রীর দশ দশটী করিয়া পুত্র হইয়াছিল, হে মুনে। তাহাদের কোটি কোটি পুত্র ও পৌত্রও হইয়াছিল, বসুন্ধরার ধূলিকণা গণনা করা যায়, কিন্তু কবিও কৃষ্ণের কুল সংখ্যা করিতে সমর্থ নহেন, রেবতীতে মহাত্মা বলরামের কেন পুত্র হইল না, তাহা আমায় যথাযথ বলুন নারদ বলিলেন,—তুমি ঠিক কথা কহিয়াছ, অচ্যুতাগ্রজ ভগবান্ সংকর্ষণ কামপাল বলরামের কথা সর্ব্বথাপ্রকারে তোমার সম্মুখে কীর্ত্তন করিব। একদা দুর্য্যোধনগুরু প্রাড্‌বিপাক নামক যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি সুযোধনকর্ত্তৃক সাদরে নানা উপচারে সম্যক্ পূজিত হইয়া মহামূল্য সিংহাসনে উপবেশন করেন.; দুর্য্যোধন তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাঞ্জলিকরে সম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক মনের সন্দেহ স্মরণকরত বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। সংকর্ষণ সাক্ষাৎ বলভদ্র কি কারণে কোন্ লোক হইতে কাহার

গদাশিক্ষাকরস্তাহো তৎপ্রভাবং নিতরাং বদতাম্‌ ॥ ৯

প্রাড়্‌বিপাক উবাচ।

যুবরাজ কুরুশ্রেষ্ঠ যদুবরস্য প্রভাবং শৃণু যচ্ছ্রবণে পাপহানিঃ পরং ভূয়াৎ ॥ ১০

অস্মিন্‌ দ্বাপরান্তে নৃপব্যাজদৈত্যানীককোটিভির্ভূরিভারাক্রান্তা ভূর্গৌর্ভূত্বা স্বয়ম্ভুবং শরণং জগাম ॥ ১১

তদুপধার্য্য সুরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বসুরগণৈঃ সম্ভো বৈকুণ্ঠনাথং পুরস্কৃত্য শ্রীবামনবামপাদাঙ্গুষ্ঠনখনির্ব্ভিন্নোর্দ্ধব্রহ্মাণ্ডকটাহবিবরমার্গেণ বহির্নির্গত্য কোটিশোহণ্ডনিচয়ং ব্রহ্মদ্রবে সম্প্রেক্ষন্‌ বিরজাতীরং প্রাপ্তবান্‌ ॥ ১২

অথাগ্রেহসংখ্যকোটিমার্ত্তণ্ডজ্যোতিষাং মণ্ডলমবেক্ষ্য ধাতা নত্বা ধ্যাত্বা তত্রানন্তং সহস্রবদনং সঙ্কর্ষণং গুণলক্ষণলক্ষিতং দেবৈঃ সহ দদর্শ ॥ ১৩

তৎক্রোড়কুণ্ডলীকৃতোৎসঙ্গে বৃন্দারণ্যকালিন্দীগোবর্দ্ধনাদ্রিকুঞ্জ-নিকুঞ্জ-লতাতরুপুঞ্জ-গোপাল—গোপীগোকুলসঙ্কুলং ললিতং গোলোকং সর্ব্বলোকনমস্কৃতং সমেত্য তত্র নিজকুঞ্জে নিজাজ্ঞাং নীত্বান্তঃ প্রাপ্য সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতমং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রমসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতিং শ্রীরাধাপতিং শ্যামলচ্ছবিং পীতাম্বরবনমালাবংশীধরং কণৎকনকনূপুরকিঙ্কিণীকটকাঙ্গদহারস্ফুরৎকৌস্তভাঙ্গুলীয়কৈঃ সর্ব্বতঃ পরিস্ফুরৎকোটিবালমার্ত্তণ্ডমণ্ডলকিরীট-কুণ্ডল-মণ্ডিত—গণ্ডস্থলমলকালিভিবিভ্রাজমানমুখারবিন্দং নমস্কৃত্য বিধিঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বং ভূভারবৃত্তান্তং কথয়াম্বভূব ॥ ১৪

তেষাং বিজ্ঞপ্তিং বিজ্ঞায় ভূমিভারহরণার্থং ভগবান্‌ স্বজনান্‌ সর্ব্বদেবান্‌ যথাতথমাজ্ঞাং দত্ত্বানন্তং সহস্রবদনমিতি হোবাচ ॥ ১৫

অগ্র পুরস্তমপি বসুদেবস্য দেবক্যাং ভূত্বা

প্রার্থনায় ভূলোকে আগমন করিলেন? যিনি এই পুরী উল্টাইয়া দিলেন, অহো! আমার গুরু হইয়া আমাকে গদাযুদ্ধ শিখাইলেন, তাঁহার প্রভাব বিস্তাররূপে বর্ণন করুন। প্রাড়্‌বিপাক বলিলেন,—হে কুরুসত্তম যুবরাজ! যদুবরের প্রভাব শ্রবণ কর, উহা শ্রবণ করিলে অশেষরূপে পাপহানি হয়। ১—১০। এই দ্বাপরের অবসানে নৃপতিচ্ছলে প্রাদুর্ভূত কোটি কোটি দৈত্যসেনা দ্বারা ভূ ভূরিভারাক্রান্তা হইয়া গোরূপ ধারণপূর্ব্বক স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন; তচ্ছ্রবণে সুরবর ব্রহ্মা শিব ও সর্ব্বদেবতার সহিত বৈকুণ্ঠনাথকে অগ্রে করিয়া বামনদেবের বামপদাঙ্গুষ্ঠনখনির্ভিন্ন ঊর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ডকটাহের ছিদ্রপথে বহির্গমন করিয়া ব্রহ্মদ্রব গঙ্গাগর্ভে বিলুণ্ঠিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিতে করিতে বিরজাতীরে আগমন করেন। অনন্তর দেবগণসহ ব্রহ্মা সম্মুখে অসংখ্য কোটি কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজোমণ্ডল দর্শন করিয়া ধ্যান ও প্রণামপূর্ব্বক তথায় সহস্রবদন গুণলক্ষণ লক্ষিত সঙ্কর্ষণ অনন্তকে অবলোকন করেন। তারপর কুণ্ডলীকৃত সেই অনন্তের ক্রোড়ে বৃন্দাবন, যমুনা, গোবর্দ্ধন গিরি, কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, পুঞ্জপুঞ্জ লতা, তরু, গোপাল, গোপী ও গোকুলসঙ্কুল সর্ব্বলোক-নমস্কৃত কমনীয় গোলোকে আগমন করেন এবং তথায় নিকুঞ্জপতির অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃপুরে উপনীত হন। তথায় নিজ নিকুঞ্জমধ্যে সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম অসংখ্য-ব্রহ্মাণ্ডপতি রাধাপতি শ্যামলকান্তি পীতবসন বনমালী বংশীধারী স্বয়ং বিরাজিত, তিনি ধ্বনিযুক্ত কনক-নূপুর, কিঙ্কিণী, কটক, অঙ্গদ, হার, উজ্জ্বল কৌস্তভ ও অঙ্গুরীয়কে অলঙ্কৃত; সর্ব্বদিকে পরিস্ফুরিত কোটি বাল-দিবাকরদ্যুতি কিরীট ও কুণ্ডলে তদীয় গণ্ডস্থল মণ্ডিত; তাঁহার মুখকমল অলকাবলী দ্বারা সুমলঙ্কৃত। ব্রহ্মা দেবগণসহ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সমস্ত ভূভারবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তাঁহাদের নিবেদন বিদিত হইয়া ভগবান্‌ আত্মীয়বোধে সমস্ত দেবগণকে ভূভারহরণার্থ যথাযথ আশ্বস্ত করিয়া সহস্রবদন অনন্তকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। হে

রোহিণ্যুদরাদাবির্ভব পশ্চাদ্দেবক্যাঃ পুত্রতামহং প্রাপ্স্যামি ॥ ১৬

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বলভদ্রখণ্ডে দুর্য্যোধনপ্রাড়্‌বিপাকসংবাদে বলদেবাবতারকারণং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রাড়্‌বিপাক উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সহস্রবদনো গন্তুমভ্যুদিতঃ স্বসভায়াং স্থিতোঽভূৎ। তদৈব সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বাঃ সর্ব্বতস্তং নতকন্ধরা বভূবুঃ ॥ ১

অথ সুমতিঃ সারথির্দিব্যং রথং তালাঙ্কং সাশ্বং সমানীয় সম্মুখং স্থিতোঽভূৎ ॥ ২

পরসৈন্যবিদারণং মুসলং দৈত্যদমনং হলং তে তূর্ণং পুরস্তাদুপতস্থতুঃ ব্রহ্মময়ং নাম বর্ম্ম চোপতস্থে ॥ ৩

অথ তত্র শ্রীবলভদ্রসভায়াং সর্ব্বেষাং পশ্যতাং রমাবৈকুণ্ঠাৎ সমাগতঃ পাণিনি-পতঞ্জলিভির্মুনিভিঃ স্তূয়মানঃ সহস্রফণমৌলিবিরাজমানঃ সিদ্ধচারণচামরসংসেব্যমানঃ শেষস্তমনন্তং সঙ্কর্ষণং স্তুত্বা তদ্বিগ্রহে সংলীনোঽভূৎ ॥ ৪

অথাজিতবৈকুণ্ঠাৎ সমাগতোঽজৈকপাদহির্বুধ্ন্যবহুরূপমহদাদিভিঃ সংবেষ্টিতো ঘোরৈঃ প্রেতবিনায়কৈঃ সংবেষ্টিতঃ শেষঃ সহস্রবদনঃ সমাগত্য স সভায়ামনন্তং স্তুত্বা তস্মিন্ সংলীনোঽভূৎ ॥ ৫

অথ শ্বেতদ্বীপাৎ সমাগতঃ কুমুদকুমুদাক্ষাদিভিঃ পার্ষদপ্রবরৈঃ সংসেব্যমানঃ সহস্রফণমৌলিবিরাজমানঃ সিতাচলাভো নীলাম্বরো নীলকুন্তলাভো ভীমাভঃ। সর্ব্বেষাং পশ্যতাং অনন্তবিগ্রহে সোঽপি সংলীনোঽভূৎ ॥ ৬

অথ তদৈবেলাবৃতখণ্ডাৎ সমাগতস্ত্রীগণার্ব্বুদসহস্রৈর্ভবানীনাথৈঃ সমাবৃতঃ শেষঃ সহস্রবদন-

অনন্ত! তুমি অগ্রে বসুদেব হইতে দেবকীর গর্ভে গমন করিয়া পশ্চাৎ রোহিণীর উদর হইতে আবির্ভূত হও, তৎপশ্চাৎ আমি দেবকীর পুত্র হইয়া প্রাদুর্ভূত হইব। ১১—১৬।

বলভদ্রখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রাড়্‌বিপাক বলিলেন,—এই প্রকারে কথিত সহস্রবদন অনন্ত গমনে উদ্যত হইয়া স্বীয় সভায় অবস্থিত হইলেন। তখনই সিদ্ধচারণ ও গন্ধর্ব্বগণ নতকন্ধর হইয়া সকলদিক্‌ হইতে তাঁহাকে নমস্কার করিল। অনন্তর সুমতি সারথি তালধ্বজ ও অশ্বযুক্ত দিব্য রথ আনিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। শত্রুসৈন্যবিদারী মুষল, দৈত্যমর্দ্দন হল এবং ব্রহ্মময় নামক বর্ম্ম তাঁহার সম্মুখে সত্বর আসিয়া সমুপস্থিত হইল। অনন্তর তথায় সকলের সমক্ষে বলরাম সভায় রমাবৈকুণ্ঠ হইতে সহস্রফণার মৌলিমণ্ডিত, সিদ্ধচারণগণকর্ত্তৃক চামর দ্বারা সেব্যমান শেষ সমাগত হইলেন, পাণিনি পতঞ্জলি প্রভৃতি মুনিগণ তাঁহার স্তব করিলেন, তিনি অনন্ত সঙ্কর্ষণকে স্তব করিয়া তাঁহার দেহে বিলীন হইলেন। তারপর অজিতবৈকুণ্ঠ হইতে অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন ও বহুরূপ মহদাদি পরিবেষ্টিত ঘোর প্রেত বিনায়ক সংবেষ্টিত সহস্রবদন শেষ বলরামসভায় সমাগত হইয়া তাঁহাকে স্তব করত তাঁহার শরীরে সংলীন হইলেন। অনন্তর শ্বেতদ্বীপ হইতে কুমুদ কুমুদাক্ষাদি পার্ষদপ্রবরগণকর্ত্তৃক সেব্যমান সহস্রফণার মুকুটমণ্ডিত নীলাম্বর শ্বেতপর্ব্বতপ্রভ নীলকুন্তলকান্তি ভীমরূপ শেষ সমাগত হইয়া তিনিও সকলের সমক্ষে অনন্তদেহে লীন হইলেন। অনন্তর তখনই ইলাবৃত বর্ষ হইতে সহস্রার্ব্বুদ-স্ত্রীগণ পরিসেবিত ভবানীপতিপরিবৃত সহস্রবদন-

মৌলিমণ্ডলমণ্ডিতঃ প্রস্ফুরৎ কিরীটকটকাঙ্গদঃ সভামেত্যানন্তবিগ্রহে সম্প্রলীনোঽভূৎ। ৭

অথ পাতালস্যাধস্তাদ্‌দ্বাত্রিংশদ্‌যোজনসহস্রান্তরাৎ সমাগতো ভগবতস্তামসী কলা সাক্ষাৎ-সহস্রবদনকিরীটমার্ত্তণ্ডমণ্ডলমণ্ডিতো বেদব্যাস-পরাশর-সনকসনন্দনসনাতন-সনৎকুমার-নারদ-সাংখ্যায়ন-পুলস্ত্য-বৃহস্পতিমৈত্রেয়াদি-মহর্ষিভিঃ সংশোভিতো বাসুকিমহাশঙ্খশ্বেতধনঞ্জয়ধৃত-রাষ্ট্রকুহককালিয়তক্ষককম্বলাশ্বতরদেবদত্তাদিভি-র্নাগেন্দ্রৈশ্চামরপাণিভিঃ সংসেব্যমানো মৃগ-মদাগরু-কুঙ্কুম-চন্দন--পঙ্কাবলিপ্যমানাভির্নাগ-কন্যাভিঃ স্তূয়মানঃ সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্ববিদ্যাধর-গণৈরুপগীয়মানো হাটকেশ্বরত্রিপুরবলকালকেয়-কলিনিবাতকবচৈরনুযায়িভিঃ পুরঃসরৈ রুদ্রৈকা-দশব্যূহৈর্গাভিকামধেনুবরুণৈঃ পশ্চাৎপ্রযায়িভি-বীণাবেণু-মৃদঙ্গ--তাল--দুন্দুভিধ্বানৈ--গীয়মানঃ ফণীন্দ্রে নাগেন্দ্র ইব তূর্ণগতির্বিরাজতে যস্যৈক ফণে চৈতং ক্ষিতিমণ্ডলং সিদ্ধার্থ ইব দৃশ্যতে সোঽপ্যাগত্য মহানন্তবিগ্রহে সংলীনোঽভূৎ। ৮

তচ্চিত্রং দৃষ্ট্বা তৎসভাপার্ষদাঃ সর্ব্বে তং পরিপূর্ণতমং জ্ঞাত্বাবনতা বিস্মিতা বভূবুঃ। ৯

অথানন্তবদনো মহানন্তঃ সঙ্কর্ষণো ভগবান্ পার্ষদান্ সিদ্ধানুবাচ। ১০

অহং ভূমিভারহরণার্থং ভুবি গমিষ্যামি তস্মাদ্ যূয়ং যাদবেষু ভবিষ্যথ। ১১

ভোঃ প্রবলোৎকট সুমতে সারথে ভবতাত্রৈব স্থীয়তাং শোকং মা কুরুতাং যদা যুদ্ধার্থী ত্বৎ-স্মরণং করিষ্যামি তদা ত্বং দিব্যং তালাঙ্কং রথং নীত্বা মৎসমীপমাগমিষ্যসি। ১২

হে হলমুসলে যদা যদা যুবয়োঃ স্মরণং করিষ্যামি তদা তদা মৎপুর আবির্ভূতে ভবতম্। ১৩

ভো বর্ম্ম ত্বমপি চাবির্ভব হে মুনয়ঃ পাণিন্যা-দয়ো হে ব্যাসাদয়ো হে কুমুদাদয়ো হে কোটিশো

মৌলিমণ্ডিত শেষ সমাগত হইলেন; তাঁহার কিরীট, কটক ও অঙ্গদ হইতে প্রভা প্রস্ফুরিত হইল, তিনিও সভায় আসিয়া বলভদ্রদেহে লীন হইলেন। ১—৭। অনন্তর পাতালের বত্রিশ সহস্র যোজন অধোদেশ হইতে শেষ সমাগত হইলেন। ইনি ভগবানের তামসী কলা সাক্ষাৎ সহস্রবদন এই অনন্ত সূর্য্যকিরণতুল্য কিরীটমণ্ডলমণ্ডিত, ব্যাস, পরাশর, সনক সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার, নারদ, সাংখ্যায়ন, পুলস্ত্য, বৃহস্পতি ও মৈত্রেয়াদি মহর্ষিগণ সংশোভিত; বাসুকি, মহাশঙ্খ, শ্বেত, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, কুহক, কালিয়, তক্ষক, কম্বল, অশ্বতর; ও দেবদত্তাদি নাগগণকর্ত্তৃক চামরদ্বারা বীজিত, কস্তুরী, অগরু, কুঙ্কুম, ও চন্দন পঙ্কদ্বারা আলিপ্যমানা নাগকন্যাগণকর্ত্তৃক সেব্যমান, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণকর্ত্তৃক গীয়মান, হাটকেশ্বর, ত্রিপুর, কালকেয় কলি, নিবাতকবচাদি অসুরগণকর্ত্তৃক পুরস্কৃত, একাদশ রুদ্র ব্যূহাকারে তাঁহার অগ্রভাগে এবং গাভী, কামধেনু ও বরুণ পশ্চাদ্‌ভাগে প্রজ্বলিত, বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ, তাল ও দুন্দুভিধ্বনি দ্বারা শব্দায়মান ফণিধর গজরাজের ন্যায় ক্ষিপ্র গতিতে আগমন করিলেন, যাঁহার একটী ফণামণ্ডলের উপর এই ভূমণ্ডল সর্ষপের ন্যায় দৃষ্ট হয়। এবম্ভূত শেষ সমাগত হইয়া মহানন্তশরীরে সংলীন হইলেন। এই বিচিত্র ব্যাপার দর্শনে সেই সভাপার্ষদগণ তাঁহাকে পরিপূর্ণতম বলিয়া বুঝিতে পারিয়া অবনত ও বিস্মিত হইলেন। অনন্তর অনন্তবদন মহানন্ত ভগবান্ সঙ্কর্ষণ সিদ্ধপার্ষদগণকে বলিলেন,—আমি ভূভার-হরণার্থ ভূতলে গমন করিব, অতএব তোমরা যাদবকুলে জন্মগ্রহণ কর। সুমতি সারথিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে প্রবল যুদ্ধবিশারদ! তুমি এইস্থানেই অবস্থান কর, শোক করিও না। আমি যখন যুদ্ধার্থী হইয়া তোমাকে স্মরণ করিব, তখন তুমি দিব্য তালধ্বজ রথ লইয়া আমার সমীপে আগমন করিও। হে হল ও মুষল! যখন যখন তোমাদের স্মরণ করিব, তখন তখন তোমরা আমার সমীপে আবির্ভূত হইও। হে বর্ম্ম! তুমিও আবির্ভূত হইবে। হে পাণিন্যাদি ব্যাসাদি কুমুদাদি

রুদ্রা হে ভবা. . হে একাদশ রুদ্রা হে গন্ধর্ব্বা হে বাসুকঃ।দিনাগেন্দ্রা হে নিবাতকবচা হে বরুণ হে কামধেনো ভূম্যাং ভরতখণ্ডে যদু-কুলেঽবতরন্তং মাং যূয়ং সর্ব্বে সর্ব্বদা এত্য মম দর্শনং কুরুত ॥ ১৪

প্রাড়্‌বিপাক উবাচ।

ইত্যাজ্ঞপ্তাঃ সর্ব্বে স্বং স্বং ধাম সমাজগ্মুঃ তেষু গতেষু নাগকন্যাযূথান্ ভগবাননন্তঃ প্রাহ যুষ্মাকমভিপ্রায়ো ময়া জ্ঞাতস্তপসা গোপালানাং গৃহেষু জন্মানি প্রাপ্য মদ্দর্শনং কুরুত ॥ ১৫

কদাচিৎ কলিন্দনন্দিনীকূলে বিহারমাধূর্য্য-মূলে যুষ্মাভিঃ সহ রাসমণ্ডলং করিষ্যামি যুষ্মাকং মনোরথঃ সফলো ভবিষ্যতি ॥ ১৬

অথ নিবাতকবচানাং রাজা কলিঃ স্বামি-পাদকৃতমস্তকাঞ্জলিঃ প্রদত্তপুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীভগ-বন্তং প্রত্যুবাচ ॥ ১৭

অহং কিং করিষ্যামি মহ্যাজ্ঞাং কুরু ভগ-বন্ যত্র ত্বং গমিষ্যসি তত্রাপ্যহং গমিষ্যামি হ বাব ত্বদ্বিয়োগেন মহান্ খেদো ভবিষ্যতি সহৈব মাং নয় ত্বং ভক্তবৎসলোঽসি ॥ ১৮

এবং সম্প্রার্থিতো ভগবাননন্তঃ কলিং রাজানং স্বভক্তং প্রসন্নঃ প্রত্যুবাচ সুখেন ত্বং মৎসঙ্গেনৈবাগচ্ছ ভরতখণ্ডে কৌরবেন্দ্রাণাং কুলে ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রো ভূত্বা দুর্য্যোধনো নাম চক্রবর্ত্তী ভবিষ্যসি ত্বৎসাহায্যমহং করিষ্যামি গদাশিক্ষাং দাস্যামি ॥ ১৯

ইত্যুক্তঃ কলিস্তং নমস্কৃত্য স্বধাম গতবান্ স এষ কলিস্ত্বমেব জাতোঽসি বিষ্ণুমায়য়া স্বাত্মানং ন স্মরসি ॥ ২০

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বলভদ্রখণ্ডে প্রাড়্‌-বিপাকসংবাদে সঙ্কর্ষণগমনমন্ত্রো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

মুনে! হে কোটি কোটি রুদ্র! হে একাদশরুদ্র! হে ভবানীপতি! হে গন্ধর্ব্বগণ! হে বাসুক্যাদি নাগগণ! হে নিবাত কবচাদি দৈত্যগণ! হে বরুণ! হে কামধেনো! তোমরা ভূতলের ভারত খণ্ডে আসিয়া যদুকুলে অবতীর্য্যমাণ আমাকে সর্ব্বদা দর্শন করিবে। ৮—১৪। প্রাড়্‌বিপাক বলিলেন,—এইপ্রকারে আদিষ্ট হইয়া সকলেই স্ব স্ব নিলয়ে গমন করিলেন, তাঁহারা চলিয়া গেলে ভগবান্ অনন্ত নাগকন্যাযূথকে বলিলেন, —তোমাদের অভিপ্রায় আমি বিদিত আছি, তপস্যা দ্বারা গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া আমায় দর্শন করিবে। কোন এক সময়ে কালিন্দী-কূলে মনোহর বিহারবেদীমূলে তোমাদের সহিত রাস করিয়া তোমাদের মনোরথ পূর্ণ করিব। অনন্তর নিবাত কবচাদির রাজা কলি মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক প্রভুপাদে বিন্যস্ত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক ভগবান্ বল-রামকে বলিল,—আমি কি করিব, আমায় আজ্ঞা করুন, ভগবন্! আপনি যেস্থানে যাইবেন, আমিও তথায় গমন করিব। হে পিতঃ! আপনার বিয়োগে আমার মহাদুঃখ হইবে; আপনি ভক্তবৎসল, অতএব আমাকে সঙ্গে করিয়া লউন। এই প্রকারে প্রার্থিত ভগবান্ অনন্ত প্রসন্ন হইয়া স্বীয় ভক্ত কলি-রাজকে কহিলেন,—তুমি আমার সহিত ভারত বর্ষে সুখে আগমন কর; কৌরবকুলে ধৃত-রাষ্ট্রের তনয় দুর্য্যোধনরূপে চক্রবর্ত্তী রাজা হও; আমি তোমার সাহায্য করিব—গদাযুদ্ধ শিক্ষা দিব। এইরূপ কথিত হইয়া কলি তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক নিজ ধামে গমন করিল, সেই কলি তুমি দুর্য্যোধনরূপে জন্মিয়াছ এবং বিষ্ণু-মায়ায় আত্মবিস্মৃত হইয়াছ। ১৫—২০।

বলভদ্রখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রাড্বিপাক উবাচ।

অথাগতা কোটিশরচ্চন্দ্রমণ্ডলপ্রতীকাশা নাগলক্ষ্মীর্ব্বিহারথস্থা সখীকোটিমণ্ডলমণ্ডিতা সঙ্কর্ষণং মহানন্তং ভর্ত্তারং সভায়াং প্রাহ ॥ ১

অহমপি ত্বয়া সহৈব ভগবন্ ভুবমাগমিষ্যামি ত্বদ্বিয়োগাতুরা প্রাণান্ন ধারয়ামি ॥ ২

ইতি বাষ্পকণ্ঠীং প্রিয়াং সম্প্রেক্ষ্য ভগবাননন্তঃ সর্ব্বজগৎকারণকারণঃ সর্ব্বভক্তদুঃখনিবারণো মহেন্দ্রবারণ ইব ভোগবারণ ইতি হোবাচ ॥ ৩

রম্ভোরু ত্বং রেবতীবিগ্রহে সংলীনা ভূত্বা ভূলোকং ভজতান্মা শোকং কুরুতাৎ ॥ ৪

তচ্ছ্রুত্বা নাগলক্ষ্মীঃ প্রত্যুবাচ রেবতী কা কস্য সুতা ক বর্ত্তমানা নিতরাং বদেতচ্ছ্রুত্বা ভগবাননন্তঃ সস্মিতঃ স্বপ্রিয়াং প্রত্যুবাচ ॥ ৫

আদিসর্গে কশ্যপস্য কদ্রুসুতো হ্যহং জাতঃ শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া অখণ্ডং ভূখণ্ডং [illegible] গজরাড়িব চৈকফণে কমণ্ডলুমিব ধৃত্বা সর্ব্বং তাঽধস্তাদ্বিরাজমানোঽহং বভূব ॥ ৬

অথ ময়ি স্থিতে চক্ষুষঃ পুত্রোঽতিবলশ্চাক্ষুষো নাম মনুঃ সপ্তদ্বীপভূখণ্ডমণ্ডলেষু মণ্ডলপতিভিস্ত্বষ্টপাদপুণ্ডরীকঃ পুরন্দরাদিভিরলঙ্ঘিতচণ্ডশাসনঃ প্রচণ্ডদোর্দ্দণ্ডবিখণ্ডিতারিদোর্দ্দণ্ডঃ সর্ব্বগুণমণ্ডিতঃ সম্রাড্ বভূব ॥ ৭

তস্য মনোঃ সুদ্যুম্নাদ্যাঃ পুত্রা বভূবুঃ তস্য যজ্ঞকুণ্ডসমুদ্ভবা কন্যা জ্যোতিষ্মতী জাতা ॥ ৮

একদা স্নেহাচ্চাক্ষুষঃ পুত্রীং পপ্রচ্ছ কীদৃশং বরমিচ্ছসীতি বদ সা তদোবাচ যঃ সর্ব্বেষাং বলবান্ স মে বরো ভূয়াৎ ॥ ৯

তচ্ছ্রুত্বা রাজা শক্রং বলবন্তং জ্ঞাত্বা তমাজুহাব তদৈব সদ্যঃ সমাগতং বজ্রিণং পুরঃস্থিতমাদরেণাসনং দত্ত্বা মনুঃ প্রাহ ॥ ১০

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রাড্বিপাক বলিলেন,—অনন্তর কোটি-চন্দ্রকান্তি নাগলক্ষ্মী আগমন করিলেন; তিনি কোটি কোটি সখীমণ্ডিতা হইয়া মহারথে আরোহণপূর্ব্বক সভায় আগতা হইলেন এবং ভর্ত্তা মহানন্ত সঙ্কর্ষণকে কহিলেন,—হে ভগবন্! আমিও আপনার সহিত পৃথিবীতে গমন করিব, আপনার বিরহব্যথায় আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। সর্ব্বজগৎকারণ ভক্তদুঃখনিবারণ ভগবান্ অনন্ত তথাবিধ বাষ্পকণ্ঠী প্রিয়াকে দর্শন করিয়া ঐরাবত সদৃশ বৃহৎকায় সর্পকঞ্চুকধারী বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। হে রম্ভোরু! তুমি রেবতীদেহে সংলীন হইয়া ভূলোকে গমন কর, শোক করিও না। তচ্ছ্রবণে নাগলক্ষ্মী বলিলেন,—রেবতী কে, কাহার কন্যা এবং কোথায় আছেন? বিস্তৃতরূপে বলুন। অনন্তর তচ্ছ্রবণে ভগবান্ অনন্ত ঈষৎ হাস্যসহকারে প্রিয়াকে কহিলেন,—আদি সৃষ্টিতে আমি কদ্রু হইতে কশ্যপের তনয় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশে গজরাজের কমণ্ডলু ধারণের ন্যায় অখণ্ড ভূখণ্ডমণ্ডল একটিমাত্র ফণায় ধারণ করিয়া সর্ব্বলোকের অধোদেশে বিরাজ করি। ১—৬। আমি এইরূপে অবস্থিত হইলে চক্ষুষ মনুর পুত্র অতিবল চাক্ষুষ নামক মনু সপ্তদ্বীপ ভূখণ্ডমণ্ডলের সর্ব্বগুণমণ্ডিত সম্রাট হন; মণ্ডলেশ্বরগণ তাঁহার চরণপুণ্ডরীকে স্ব স্ব শিরোমণ্ডল ঘর্ষণ করিতেন, পুরন্দরাদি দেবগণও তদীয় শাসন লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইতেন না; প্রচণ্ডদোর্দণ্ড চাক্ষুষ নিঃশেষরূপে শত্রুগণের বাহুবল খণ্ডিত করিয়াছিলেন। ১—৭। সেই চাক্ষুষমনুর সুদ্যুম্নাদি অনেক পুত্র হয়; তাঁহার যজ্ঞকুণ্ড হইতে জ্যোতিষ্মতী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। একদা চাক্ষুষ স্নেহবশে তনয়াকে জিজ্ঞাসা করেন—কিরূপ বর চাও, বল। তখন কন্যা কহিল,—যিনি সকল লোক হইতে বলবান, তিনি আমার পতি হউন। তচ্ছ্রবণে রাজা ইন্দ্রকে বলবান্ বুঝিয়া তখনই তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, ইন্দ্র সমাগত হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে রাজা

ত্বত্তঃ কোঽপি বলবান্ বর্ত্ততে ন বা তৎ-সত্যং বদ ন চেৎ স্মৃতিঃ।
নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্ম ইতি হোবাচ ভূরিয়ম্।
সর্ব্বং বোঢ়ুমলং মন্যে ঋতেঽলীকপরং নরম্॥ ১১

ইন্দ্র উবাচ।

অহং বলবান্নাস্মি মত্তো বলবান্ বায়ুরস্তি যেন সহায়েন কার্য্যং করোমীত্যুক্ত্বা গতে শক্রে রাজা বায়ুমাজুহাবাহ চ ত্বত্তঃ কোঽপি বলবান্ বর্ত্ততে সত্যং বদতাৎ॥ ১২

বায়ুরুবাচ।

মত্তো বলবন্তঃ পর্ব্বতাঃ সন্তি মদ্বেগেন নোড্ডীয়মানা ইত্যুক্ত্বা গতে বায়ৌ রাজা পর্ব্বতানাজুহাবাহ চ ভবদ্ভ্যঃ কোঽপি কো বলবান্ বর্ত্ততে তৎ সত্যং বদত॥ ১৩

পর্ব্বতাঃ প্রাহুরস্মদ্ধারণাদ্ভূখণ্ডং বলবদ্বর্ত্ততে যত্র বয়ং স্থিতাঃ স্মঃ পর্ব্বতেষু গতেষু ভূখণ্ড-মণ্ডলং সমাহূয় রাজা প্রাহ ত্বত্তঃ কোঽপি বল-বান্ বর্ত্ততে ন বা সত্যং বদ॥ ১৪

মত্তো বলবান্ সঙ্কর্ষণো ভগবান্ বর্ত্ততে সোঽয়ং সদানন্তোঽনন্তগুণার্ণব আদিদেবো বাসু-দেবঃ সহস্রবদনো নাগেন্দ্র ইব ভব্যবপুঃ কৈলাস ইব শুক্লপ্রকাশঃ কোটিসূর্য্যপ্রতিভাসঃ কোটি-কন্দর্পদর্পহারিলাবণ্যেন বিভ্রাজমানঃ কমল-পত্রাক্ষঃ কমল-কর্ণিকাদিব্য-বিমল-মালানির্ম্মল-পরিমল-পরিলোভিত-মধু-কর-নিকর-সঙ্গীয়-মানঃ সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-বরগণৈরুপগীয়মানঃ সুরাসুরোরগমুনিগণৈঃ সন্তূয়মানঃ সর্ব্বোপরি বিরাজমান আস্তে॥ ১৫

যস্যৈকস্মিন্ মূর্দ্ধ্নি সগিরিসরিৎ সমুদ্রবন-জীবকোটিমণ্ডিতং ভূখণ্ডমণ্ডলমদ্যং দৃশ্যে যন্নামানুকীর্ত্তনাত্রিলোক্যাং ত্রৈলোক্যঘাত্যপি কৈবল্যং প্রাপ্নোতি॥ ১৬

এবংপ্রভাবো ভগবান্ সর্ব্বতো বলবান্ সর্ব্বকারণকারণঃ সর্ব্বেশ্বরো দুরন্তবীর্য্যো মূলে রসায়াঃ স্থিতস্তস্মাৎ পরঃ কোঽপি নাস্তি॥ ১৭

তাঁহাকে সাদরে আসন দান করিয়া বলিলেন,—তোমা হইতে কেহ বলবান্ আছে কিনা, তাহা সত্য করিয়া বল। অন্যথা স্মৃতি বলেন—পৃথিবী বলিয়াছেন।—সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, আমার মতে সমস্ত সহ্য করা যায়, কিন্তু মিথ্যাভাষী মানুষ সহনীয় নহে। ৭—১১। ইন্দ্র বলিলেন,—আমি বলবান্ নহি, বায়ু আমা হইতে বলবান্; আমি তাঁহার সাহায্যে কার্য্য করিয়া থাকি। ইহা কহিয়া ইন্দ্র গমন করিলে রাজা বায়ুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—তোমা হইতে কেহ বলবান্ আছে? সত্য করিয়া বল। বায়ু বলিলেন,—পর্ব্বতেরা আমা হইতে বলবান্, আমার বেগে তাহারা উৎপাটিত হয় না। বায়ু এইরূপ বলিয়া গমন করিলে রাজা পর্ব্বতগণকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন,—ভূতলে তোমাদের হইতে বলবান্ কে আছে? তাহা সত্য করিয়া বল। পর্ব্বতগণ বলিল,—যে আমাদিগকে ধারণ করে, যাহার উপর আমরা প্রতিষ্ঠিত, সেই ভূমণ্ডল আমাদের হইতে শ্রেষ্ঠ বলবান্, গিরি-গণ এই বলিয়া গমন করিলে রাজা ভূমণ্ডলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—তোমা হইতে কে বলবান্ বিদ্যমান, সত্য করিয়া বল। তচ্ছ্রবণে ভূখণ্ড কহিল,—আমা হইতে বলবান্ ভগবান্ সঙ্কর্ষণ, তিনি সর্ব্বদা অনন্ত, অনন্তগুণার্ণব, আদিদেব, বাসুদেব, সহস্রবদন, গজরাজের ন্যায় ভব্যমূর্ত্তি কৈলাসতুল্য ধবলপ্রভ, কোটি-দিবাকরদ্যুতি, কোটি কন্দর্পের দর্পহারী, লাবণ্যললিত, কমলদললোচন, দিব্য নির্ম্মল কমলকর্ণিকামাল্যধারী, মধুকরনিকর-সঙ্গীয়মান অমল পরিমলশোভিত; সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরবরগণ দ্বারা পরিগীয়মান, সুর অসুর উরগ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান, সর্ব্বোপরি বিরাজিত; তাঁহার মস্তকোপরি গিরি, সরিৎ, সমুদ্র, বন ও কোটি কোটি জীবমণ্ডিত ভূখণ্ডমণ্ডল পরিদৃশ্যমান হয় এবং ত্রিলোকে তাঁহার নামকীর্ত্তনে ত্রৈলোক্য ঘাতীও কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবংবিধ প্রভাব-

মহানন্ত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা গতে ভূখণ্ডে চাক্ষুষঃ কন্যা জ্যোতিষ্মতী মম মাধুর্য্যপ্রভাবং বিজ্ঞায় পিত্রাজ্ঞাং গৃহীত্বা বিন্ধ্যাচলে মৎপ্রাপ্ত্যর্থং বর্ষাণাং লক্ষাণি ব্রহ্মতপস্তেপে ॥ ১৮

গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিতপ্তা বর্ষাসু সর্বাসারধারিণী শিশির আকণ্ঠমগ্না শীতোদকে ভূত্বা স্থণ্ডিলশায়িনী বভূব ॥ ১৯

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বলভদ্রখণ্ডে জ্যোতিষ্মত্যুপাখ্যানং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহানন্ত উবাচ।

অথ জ্যোতিষ্মতীং শতচন্দ্রপ্রতীকাশাং নবযৌবনাং সুন্দরীং তপস্বিনীং বীক্ষ্য শক্রযমধনদাগ্নিবরুণসোমসূর্য্যমঙ্গলবুধবৃহস্পতিশুক্রশনয়ঃ সর্বে তদ্রূপোদ্দীপিতকামসম্মোহিতচিত্তাস্তদাশ্রমমেত্য তামূচুঃ ॥ ১

হে সুন্দরি রম্ভোরু ধন্যাসি কস্যার্থং তপঃ করোসি তে বয়স্তপোযোগ্যং নাস্তি মনোভিপ্রায়ং স্বকমস্মাকং বদেতি তচ্ছ্রুত্বা জ্যোতিষ্মত্যুবাচ ভগবাননন্তঃ সহস্রবদনো মম ভর্ত্তা ভূয়াদেতদর্থং তপস্তপামীতি তদ্বচঃ শ্রুত্বা সর্বে জহসুঃ পৃথক্ পৃথক্ তেষাং পূর্বমিন্দ্র ইদমাহ ॥ ২

ইন্দ্র উবাচ।

সর্পরাজং বরং কর্ত্তুং কিং বৃথা তপসে শুভে।
দেবরাজং বরয় মাং স্বতঃ প্রাপ্তং শতক্রতুম্ ॥ ৩

যম উবাচ।

যমরাজং বরয় মাং দণ্ডনেতারমাজগৎ।
সর্বোত্তমা ত্বং মৎপত্নী পিতৃলোকে ভবিষ্যসি ॥ ৪

ধনদ উবাচ।

রাজরাজং হি মাং বিদ্ধি নিধীশং হে বরাঙ্গণে।
ত্বং ভজাশু বিশালাক্ষি ত্যজ সঙ্কর্ষণে রতিম্ ॥ ৫

সম্পন্ন সর্ব্বকারণ-কারণ সর্ব্বেশ্বর দুরন্তবীর্য্য বলবান্ ভগবান্ সঙ্কর্ষণ রসাতলের মূলদেশে বিদ্যমান্। তাঁহার তুল্য বলবান্ কেহ নাই। মহানন্ত বলিলেন,—এইরূপ বলিয়া ভূমণ্ডল চলিয়া গেলে চাক্ষুষ কন্যা জ্যোতিষ্মতী আমার মাধুর্য্য ও প্রভাব বিদিত হইয়া পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে পাইবার জন্য বিন্ধ্যাচলে লক্ষবর্ষ ব্রহ্মার তপস্যা করেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থা হইয়া, বর্ষায় নিরন্তর বারিধারা ধারণ করিয়া, শিশিরে শীতল জলে আকণ্ঠ নিমগ্না হইয়া, তপস্যা করত স্থণ্ডিল মধ্যে শয়ন করিয়া থাকিতেন। ১২—১৮।

বলভদ্রখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

মহানন্ত বলিলেন,—অনন্তর শত শশধরকান্তি নবযৌবনা তপস্বিনী সুন্দরী জ্যোতিষ্মতীকে দেখিয়া ইন্দ্র, যম, কুবের, অগ্নি, বরুণ, সোম, সূর্য্য, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনির তদীয়রূপে কাম উদ্দীপিত হইল, তাঁহারা তাঁহার আশ্রমে আসিয়া কামমোহিতচিত্তে বলিলেন,—হে সুন্দরি রম্ভোরু! তুমি ধন্য, কাহার নিমিত্ত তপস্যা করিতেছ? তোমার বয়স তপোযোগ্য নহে, স্বীয় মনোভিপ্রায় আমাদের নিকট প্রকাশ কর। তচ্ছ্রবণে জ্যোতিষ্মতী বলিলেন,—সহস্রবদন ভগবান্ অনন্ত আমার ভর্ত্তা হউন, এই জন্য আমি তপস্যা করিতেছি। তাহা শুনিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই পৃথক্ পৃথক্ হাস্য করিলেন; তন্মধ্য হইতে সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্র বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন, ইন্দ্র বলিলেন,—হে শুভে! সর্পরাজকে পতি করিবার জন্য কেন বৃথা তপস্যা করিতেছ? আমি স্বয়ং উপস্থিত শতক্রতু দেবরাজ আমাকে বরণ কর। যম বলিলেন,—আমি সমগ্র জগতের দণ্ডবিধাতা যমরাজ, আমাকে বরণ কর; তুমি পিতৃলোকে আমার সর্ব্বো-

অগ্নিরুবাচ।
সর্ব্বদেবমুখং বিদ্ধি সর্ব্বযজ্ঞপ্রতিষ্ঠিতম্।
ভজ মাং ত্বং বিশালাক্ষি বিহায়ান্যত্র বাসনাম্ ॥
বরুণ উবাচ।
লোকপালং বরয় মাং পাশিনং যাদসাং পতিম্।
সপ্তানাং হি সমুদ্রাণাং বৈভবং পশ্য ভামিনি ॥৭
সূর্য্য উবাচ।
জগচ্চক্ষুঃ সদাহং বৈ চণ্ডাংশুশ্চাক্ষুষাত্মজে।
বিহায় পাতালগতিং বর মাং স্বর্গভূষণম্ ॥ ৮
সোম উবাচ।
দ্বিজরাজশ্চৌষধীশো নক্ষত্রেশঃ সুধাকরঃ।
কামিনীবলদোহহং বৈ ভজ মাং গজগামিনি ॥৯
মঙ্গল উবাচ।
ইয়ং মহী হি মে মাতা পিতা সাক্ষাদুরুক্রমঃ।
মঙ্গলং ভজ মাং ভদ্রে ভূত্বা ভূরি ভবার্থিনী ॥ ১০
বুধ উবাচ।
বুধোহহং বুদ্ধিমান্ বীরঃ কামিনীরসবর্দ্ধনঃ।
বিসৃজ্য সর্ব্বনাকেশান্ রমস্ব ত্বং ময়া সহ ॥ ১১
বৃহস্পতিরুবাচ।
গীষ্পতির্ধিষণোহহং বৈ সুরাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ।
সাক্ষাদ্দেবগুরুর্লোকে ভজ মাং মনসে শুভে ॥১২
শুক্র উবাচ।
সাক্ষাদ্দৈত্যগুরুঃ কাব্যো ভার্গবোহহং মহামতে।
স্বশ্রেয়স্ত বিচার্য্যৈবং ভব মদ্গামিনী ভৃশম্ ॥১৩
শনিরুবাচ।
সর্ব্বেষাং বলবান্ ভদ্রে অহং দেবোপরি স্থিতঃ।
ত্যজ শোকং বরয় মাং লোকভস্মকরং ভৃশম্ ॥১৪
মহানন্ত উবাচ।

অথ জ্যোতিষ্মতী তেষাং বচাংসি শ্রুত্বা-রুণনেত্রা স্ফুরদধরা চলদ্ভ্রূভঙ্গা প্রোদ্যদ্রোষাগ্নিপ্রকর্ষোচ্ছলচ্ছটা মাং পরং সস্মার পরং ক্রোধঞ্চ চকার ॥ ১৫

তেন সখণ্ডং মহীমণ্ডলং ব্রহ্মাণ্ডমপি পরং চাব্রহ্মলোকাদ্ দৃঢ়মেজৎ সর্ব্বতো মহস্তয়ং বভূব ॥ ১৬

ত্তমা পত্নী হইবে, কুবের কহিলেন,—হে বরাননে! আমাকে নিধীশ কুবের জানিবে, হে বিশালাক্ষি! সঙ্কর্ষণে রতি ত্যাগ করিয়া সত্বর আমাকে ভজনা কর। ১—৫। অগ্নি বলিলেন,—আমাকে সর্ব্ব দেবতার মুখ ও সর্ব্বযজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত জানিবে, হে বিশালাক্ষি! অন্যত্র বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া আমাকে ভজনা কর। বরুণ বলিলেন,—হে ভামিনি! আমি জলজন্তুগণের রাজা পাশধারী লোকপাল বরুণ, আমাকে ভজনা করিয়া মদীয় সপ্তসাগরের ঐশ্বর্য্য দর্শন কর। সূর্য্য বলিলেন,—হে চাক্ষুষতনয়ে! আমি জগতের চক্ষু ও সর্ব্বদা প্রচণ্ডকিরণ দিবাকর, পাতালস্থ অনন্তকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গভূষণ আমাকে বরণ কর। সোম বলিলেন,—আমি ওষধীশ নক্ষত্রপতি সুধাকর কামিনীগণের শক্তিপ্রদ, দ্বিজরাজ চন্দ্র, হে গজগামিনি! আমাকে ভজনা কর। মঙ্গল বলিলেন,—এই মহী আমার মাতা ও পিতা সাক্ষাৎ উরুক্রম, আমার নাম মঙ্গল; হে ভদ্রে! সংসারের বিপুল মঙ্গল লাভার্থ আমাকে ভজনা কর। বুধ বলিলেন,—আমি বুদ্ধিমান্,—কামিনীরসবর্দ্ধন বীর বুধ, সব দেবতা পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত রমণ কর। বৃহস্পতি বলিলেন,—আমি সুরাচার্য্য সাক্ষাৎ সুরগুরু বুদ্ধিমান্ গীষ্পতি বৃহস্পতি, হে শুভে! ইহা বুঝিয়া আমাকে ভজনা কর। শুক্র কহিলেন,—আমি ভৃগুবংশোদ্ভব সাক্ষাৎ দৈত্যগুরু কবি শুক্র; হে মহাপ্রাজ্ঞে! তুমি তোমার নিজের মঙ্গল বিচার করিয়া আমার ভামিনী হও। শনি বলিলেন,—হে ভদ্রে! আমি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলবান্, দেবগণেরও উপর আমার প্রতিষ্ঠা, আমার দৃষ্টিতে অখিল লোক ভস্মীভূত হয়. অতএব শোক ত্যাগ করিয়া আমাকে বরণ কর। মহানন্ত বলিলেন,—অনন্তর তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া জ্যোতিষ্মতীর চক্ষু রক্তবর্ণ, অধর কম্পিত, ভ্রূরেখা কুটিল। তাহার রোষানল উচ্ছলিত হইয়া উঠিল; সে অত্যন্ত ক্রোধভরে আমাকে স্মরণ করিল। ৬—১৫। তাহাতে ব্রহ্মলোক হইতে পাতাল ও মহীমণ্ডলসহ সমগ্র

ইত্যেব শক্রাদ্যাঃ শাপভয়ভীতাঃ প্রকম্পিতাঃ কৃতবলিপাণয়ঃ পাদপদ্মে পরিতো নিপেতুঃ পাহি পাহীতি জল্পন্তোঽপ্যথং শান্তাপি জ্যোতিষ্মতী পৃথক্ পৃথক্ তান্ শশাপ ॥ ১৭

জ্যোতিষ্মত্যুবাচ।

ছলয়িতুমিহ মাং সমাগতস্ত্বং ভব খল পঙ্গুরধঃসমীক্ষণশ্চ। কৃশতনুরতিকৃষ্ণকুৎসিতাঙ্গো ভব সহসাসিতমাষতৈলভক্ষী ॥ ১৮

হে শুক্র অক্ষা ভব কাণ আশু স্ত্রীসংজ্ঞকস্ত্বং ভব গীষ্পতেঽত্র। হে সৌম্য তে বারদিনং হি শূন্যং বদন্তি গচ্ছন্তি ন কে কদাচিৎ ॥ ১৯

হে মঙ্গল ত্বং ভব বানরাননো নিশাকর ত্বং ভব রাজযক্ষ্মবান্। ত্বং ভগ্নদন্তো ভব ভো দিবাকর পাশিন্ রুচিস্তে ভবতাজ্জলম্বরী ॥ ২০

ত্বং সর্ব্বভক্ষো ভবতাত্মবর্ধ্ব মনুষ্যধর্ম্মন হৃতপুষ্পকো ভব। বৈবস্বত ত্বং বহুমানভঙ্গো ভবাশু যুদ্ধে প্রবলেন রক্ষসা ॥ ২১

মাং হর্ত্তুমাগত্য সুরাধম স্থিতঃ।
করোষি নিন্দাং পরমাত্মনো গিরা ॥
তব প্রিয়াং কোঽপি নৃপো হরিষ্যতি।
করিষ্যতি স্বর্গসুখং গতে ত্বয়ি ॥ ২২
পাশেন বদ্ধং যুধি নির্জ্জিতং ত্বাং
বলাৎ গৃহীত্বা খলু কোঽপি রাক্ষসঃ।
লঙ্কাপুরীমেত্য দিবস্পতে বৈ
কারাগৃহেঽন্ধে কিল কারয়িষ্যতি ॥

শ্রীমহানন্ত উবাচ।

অথ হ বাব তয়া শপ্তানাং দেবানাং মধ্যে কুপিতঃ শক্রোঽপি তাং শশাপ কোপকারিণি সঙ্কর্ষণং বরমপি প্রাপ্যাত্র জন্মনি হ্যন্যত্র বা কদাচিত্তব পুত্রোৎসবো মাভূৎ। এবমুক্তা শক্রোঽপি তত্তেজসা ধর্ষিতঃ সর্ব্বদেবগণৈঃ সহ স্বর্গং জগাম পুনঃ সা তপস্তেপে ॥ ২৪

ব্রহ্মাণ্ড অত্যন্ত কম্পিত হওয়ায় মহাভয় উপস্থিত হইল। তখনই অভিশাপ ভয়ে প্রকম্পিত ইন্দ্রাদি দেবগণ সকল দিক্ হইতে পূজা সামগ্রী করে লইয়া আসিয়া পাদপদ্মে পতিত হইলেন এবং বলিলেন,—রক্ষা কর, রক্ষা কর। দেবগণ এইরূপে তাঁহাকে শান্ত করিতে প্রযত্ন করিলেও জ্যোতিষ্মতী তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ অভিশাপ প্রদান করিলেন। জ্যোতিষ্মতী বলিলেন,—হে শনে! আমায় বঞ্চিত করিবার জন্য এখানে আসিয়াছ, হে খল! এখনই তুমি পঙ্গু, নীচদৃষ্টি অতি কুৎসিত কৃষ্ণ ও কৃশতনু, নিন্দিতকৃষ্ণমাষ ভোজী এবং কৃষ্ণ তিল তৈল পায়ী হও। হে শুক্র! তোমার একটি নয়ন কাণা হউক; হে বৃহস্পতে! তুমি স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হও; হে বুধ! তোমার বার নিষ্ফল হইবে, বুধবারে কেহ কিছু বলিলে বা কোথায়ও গমন করিলে তাহা ফলিবে না। হে মঙ্গল! তুমি বানরবদন হও; হে নিশাকর! তোমার রাজযক্ষ্মা হউক; হে দিবাকর! তোমার দন্তভগ্ন হউক; হে বরুণ! তুমি বারিদেহ হও; হে পাবক! তুমি সর্ব্ব ভক্ষ হও; হে কুবের! তুমি বিমান বিহীন হও; হে যমরাজ! বহু প্রকারে তোমার মানভঙ্গ হইবে, প্রবল রাক্ষস তোমাকে শীঘ্র সমরে পরাজিত করিবে। হে দেবাধম ইন্দ্র! আমাকে হরণ করিতে আসিয়া বাক্য দ্বারা পরমাত্মার নিন্দা করিতেছ তুমি স্বর্গ হইতে গমন করিলে কোন নরপতি আসিয়া তোমার প্রিয়া শচীকে হরণপূর্ব্বক, স্বর্গসুখ ভোগ করিবে। হে স্বর্গরাজ! কোন রাক্ষস স্ববলে তোমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পাশদ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কাপুরে লইয়া যাইবে এবং অন্ধকারময় কারাগৃহে নিক্ষেপ করিবে। ১৫—২৩। মহানন্ত বলিলেন,—অনন্তর জ্যোতিষ্মতী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত দেবতার মধ্যে ইন্দ্র কুপিত হইয়া তাঁহাকেও শাপ দিল;—হে কোপকারিণি! সঙ্কর্ষণকে বর পাইয়াও এই জন্মে কিংবা পরজন্মে কখনও তোমার পুত্র হইবে না। ইন্দ্র এইরূপ বলিলেও তিনি জ্যোতিষ্মতীর তেজে ধর্ষিত হইয়া অখিল দেবগণসহ স্বর্গে গমন করিলেন; জ্যোতিষ্মতী পুনর্ব্বার তপস্যায়

অথ তত্তপো দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্ভির্ব্রাহ্মণৈ-র্ব্রাহ্ম্যাদিভিঃ সংবৃতঃ সর্ব্বজগৎকারণভূতঃ স্বভবনাদ্ধংসযানেনাগতবান্ ॥ ২৫

অম্বরে স্থিত্বা তামাহ হে জ্যোতিষ্মতি চাক্ষুষাত্মজে ত্বত্তপঃ সফলং জাতং তেন সিদ্ধাসি পরমহং প্রসন্নোঽস্মি বরং ব্রূহীতি জগাদ ॥ ২৬

তচ্ছ্রুত্বা কণ্ঠজলাদ্বিনির্গত্য ব্রহ্মাণং প্রণিপত্য স্তুত্বা কৃতাঞ্জলিরিত্যব্রবীৎ হে ভগবন্ যদি প্রসন্নোঽসি কিল হে সঙ্কর্ষণো ভগবান্ সহস্রবদনো মম বরো ভূয়াদিতি শ্রুত্বা হ বাব বিবুধর্ষভঃ প্রত্যুবাচ ॥ ২৭ ॥

হে পুত্রি তব মনোরথো দুর্লভোঽস্তি তথাপি পূর্ণং করিষ্যা অদ্যৈব বৈবস্বতমন্বন্তরঃ প্রাপ্তোঽস্তি যস্য ত্রিনবচতুর্যুগবিকল্পিতে কালে সতি তব বরঃ সঙ্কর্ষণো ভগবান্ ভবিষ্যতি ॥ ২৮

তচ্ছ্রুত্বা জ্যোতিষ্মতী ব্রহ্মাণমাহ দেবদেব ভগবন্ মহান্ কালো বর্ত্ততে মম মনোরথঃ শীঘ্রং ভূয়াত্বং সর্ব্বকার্য্যং কর্ত্তুং সমর্থঃ ন চেত্তুভ্যং শাপং দাস্যামি যথা দেবেভ্যোঃ দত্তঃ ॥

ইতি প্রোক্তো ব্রহ্মা শাপভীতঃ ক্ষণং বিচার্য্য পুনরাহ হে রাজপুত্রি ত্বমানর্ত্তপতে রেবতস্য কুশস্থল্যাং পুত্রী ভব তস্মিন্ জন্মনি ত্রিনবচতুর্যুগবিকল্পিতঃ কালঃ কেনচিৎ কারণেন ক্ষণবত্তবিষ্যতি ইতি তস্যৈ বরং দত্ত্বা ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩০

অথ সাপ্যানর্ত্তেষু কুশস্থলীপুরে রেবতস্য ভার্য্যায়াংজন্ম লেভে। তত্র জ্যোতিষ্মতী রেবতী নাম রূপৌদার্য্যগুণমণ্ডিতা নবশরৎকঞ্জনেত্রা বিবাহযোগ্যা বভূব ॥ ৩১

তাং রেবতঃ স্নেহেনান্তঃপুরে সভার্য্য উবাচ কীদৃশং বরমিচ্ছসীতি বদ শ্রুত্বা সা তদোবাচ যঃ সর্ব্বেষাং বলবান্ স মে বরো ভূয়াৎ ॥ ৩২

ইতি শ্রুত্বা রাজা রেবতঃ সভার্য্যোঽপি সুতাং

প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সকল জগতের কারণভূত ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যা দর্শনে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণ ও ব্রাহ্মী আদি শক্তির সহিত হংসযানে স্বভবন হইতে আগমন করিলেন। ব্রহ্মা আকাশ পথে থাকিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে জ্যোতিষ্মতি! হে চাক্ষুষতনয়ে! তোমার তপস্যা সফল হইয়াছে; তুমি তপঃসিদ্ধা হইয়াছ, আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। তচ্ছ্রবণে জ্যোতিষ্মতী আকণ্ঠ জল হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করত কৃতাঞ্জলিপুটে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন;—"হে ভগবন্! যদি নিশ্চিতই প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে সহস্র বদন ভগবান্ সঙ্কর্ষণ আমার বর হউন" এই বর দিউন। দেববর ব্রহ্মা তাহা শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে পুত্রি! তোমার মনোরথ দুর্লভ, তথাপি তাহা পূর্ণ করিব; অদ্য হইতেই বৈবস্বত নামক মন্বন্তরের প্রবৃত্তি, এই মন্বন্তর সপ্তবিংশতি বার চতুর্যুগ অতীত হইলে ভগবান্ সঙ্কর্ষণ তোমার বর হইবেন। ২৪—২৮। তচ্ছ্রবণে জ্যোতিষ্মতী ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে দেবদেব ভগবন্! এ অতি দীর্ঘকাল, আপনি সব করিতে পারেন, অতএব আমার বাসনা শীঘ্র পূর্ণ করুন, অন্যথা দেবগণকে যেরূপ শাপ প্রদান করিয়াছি, আপনাকেও তদ্রূপ অভিশপ্ত করিব। এইরূপে কথিত শাপভয়ভীত ব্রহ্মা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পুনরায় কহিলেন,—হে নৃপ তনয়ে! তুমি দ্বারকার আনর্ত্তপতি রেবতের কন্যা হও, তোমার সেই জন্মে কোন কারণ বশতঃ ঐ সপ্তবিংশতি চতুর্যুগ মুহূর্ত্তের মত অতীত হইয়া যাইবে। ব্রহ্মা তাঁহাকে এইরূপ বর দিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর জ্যোতিষ্মতী আনর্ত্ত দেশের কুশস্থলী পুরীতে রেবতের পত্নীতে জন্মলাভ করিলেন। তাঁহার নাম হইল রেবতী; নূতন শরৎকমলনেত্রা রেবতী রূপ ও ঔদার্য্যগুণে মণ্ডিতা হইয়া বিবাহযোগ্যা হইলেন। একদা রেবত অন্তঃপুরে ভার্য্যার

নীত্বা দিব্যং রথমারুহ্য বলবন্তং বরং দীর্ঘায়ুষং পরিপ্রষ্টুং লোকান্নুল্লঙ্ঘ্য ব্রহ্মলোকং গতবান্ ॥

তত্র ক্ষণমাস্থিতোঽভূত্তেন ক্ষণেন ভূলোকেঽদ্যৈব ত্রিনবচতুর্যুগবিকল্পিতঃ কালো জাতঃ সাদ্যৈব ব্রহ্মলোকে বর্ত্ততে রম্ভোরু তস্যাং ত্বং সংলীনাত্র ভূত্বাবেশাবতারিণী দ্বারকাং প্রাপ্য রমস্ব ॥ ৩৪

প্রাড়্বিপাক উবাচ ।

ইত্থং তদ্বাক্যং শ্রুত্বা নাগলক্ষ্মীঃ সঙ্কর্ষণং ভর্ত্তারমনুজ্ঞাপ্য ব্রহ্মলোকমেত্য রেবতীবিগ্রহে স্বাবেশং চকার ॥ ৩৫

অথ সঙ্কর্ষণো ভগবান্ ভূরিভূমিভারহরণার্থং লোকনমস্কৃতাদ্গোলোকধাম্নঃ সকাশাদবততারেদং বলভদ্রস্য ভগবত আগমনং ময়া তে কথিতং সর্ব্বদুরিতাপহরণং মঙ্গলায়নং যুবরাজ কৌরবেন্দ্র কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসীতি ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীবলভদ্রখণ্ডে জ্যোতিষ্মত্যুপাখ্যানে রেবত্যুপাখ্যানং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

দুর্য্যোধন উবাচ ।

মুনীন্দ্রাহো অহং ধন্যোঽস্মি পুরা সঙ্কর্ষণস্য ভক্তোঽস্মি ত্বয়া স্মারিতো ভগবতো বাসুদেবস্য সপ্রভাবং মাহাত্ম্যং পরমাদ্ভুতংশ্রুতমত্রাবতারৌ ভূত্বা ভূম্যাং রামকৃষ্ণৌ পিতুঃ পুরাৎ কথং ব্রজে গতবন্তৌ ব্রজবাসিভির্ন জ্ঞাতৌ গুপ্তৌ কথমভূতাঞ্চ তদুচ্যতাম্ ॥ ১

প্রাড়্বিপাক উবাচ

অথৈকদা মথুরায়াং যদুপুর্য্যামুগ্রসেনাগ্রজো দেবকো দেবকীং সুতাং বাসুদেবায় দদাবথ

সহিত উপবিষ্ট, তিনি স্নেহবশে কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'কিরূপ বর চাও ! বল'। তাহা শুনিয়া রেবতী তখন বলিলেন,—যিনি সকলের মধ্যে বলবান্,তিনি আমার বর হউন। ইহা শুনিয়া রাজা রেবত ভার্য্যার সহিত কন্যাকে লইয়া দিব্য রথারোহণে দীর্ঘায়ু বলবান্ বর অন্বেষণার্থ সকল লোক পার হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তথায় মুহূর্ত্ত মাত্র অবস্থিত হইলে তখনই ভূলোকে সপ্তবিংশতি চতুর্যুগ বিবর্ত্তিত হইয়া গেল ; মহানন্ত নাগলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে রম্ভোরু ! রেবতী সম্প্রতি ব্রহ্মলোকে বিরাজ করিতেছেন, তুমি তাঁহার দেহে সংলীন হইয়া ভগবানের আবেশাবতারিণী হও তারপর দ্বারকায় গিয়া রমণ করিও। প্রাড়্বিপাক কহিলেন,—নাগলক্ষ্মী মহানন্তের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভর্ত্তা সঙ্কর্ষণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে রেবতীদেহে আবিষ্ট হইলেন। অতঃপর ভগবান্ সঙ্কর্ষণ গুরু ভূভার হরণার্থ সর্ব্বলোকনমস্কৃত গোলোকধাম হইতে অবতীর্ণ হইলেন। হে কৌরবেন্দ্র ! এই আমি তোমার নিকট ভগবান্ বলরামের আগমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, ইহা সর্ব্বদুরিতহারী মঙ্গলকারী, হে যুবরাজ দুর্য্যোধন ! পুনরায় আর কি শুনিতে অভিলাষ কর। ২৯—৩৬

বলভদ্রখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন বলিলেন,—অহো মুনিবর ! আমি ধন্য হইলাম, পুরাকালে আমি বলরামের ভক্ত ছিলাম, আপনি তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। ভগবান্ বাসুদেবের প্রভাবযুক্ত পরমাদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম ; রাম-কৃষ্ণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পিতৃপুর মথুরা হইতে কিরূপে ব্রজে গমন করিলেন, ব্রজবাসিগণের অজ্ঞাতে তিনি কেমন করিয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করিলেন, তাহা বর্ণন করুন। প্রাড়্বিপাক কহিলেন,—একদা যদুপুরী মথুরায় উগ্রসেনা-

বরবধ্বোঃ প্রয়াণকালে কংস উগ্রসেনাত্মজ-স্তয়োঃ স্যন্দনং নোদয়ামাস ॥ ২

তদৈব দেববাণী কংসমাহ রে যাং বহসে-হস্তাশ্চাষ্টমো গর্ভো হি ত্বাং হনিষ্যতীতি শ্রুত্বা স মহাসুরঃ কালনেমিসুতঃ কংসঃ খড়্গপাণি-র্ভগিনীং হন্তুং প্রবৃত্তঃ ॥ ৩

তদৈব বসুদেবস্তং বোধয়িত্বা প্রাহৈনাং মা মারয়াস্যাঃ পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যে যতস্তে ভয়ং জাতং মমাপি। ইতি শ্রুত্বা তদ্বাক্যসারবিৎ কংসস্তৌ কারাগারে কারয়িত্বা নিশ্চলোহপ্য-ভবৎ ॥ ৪

অথ দেবক্যাঃ প্রথমং জাতং পুত্রং কংসায় বসুদেবঃ প্রদদৌ তং সত্যবাদিনং জ্ঞাত্বা কংসোহর্ভকং ন জঘান ॥ ৫

অন্ধানাং বামতো গতিস্তথা দেবানাং তস্মাদয়ং বা শত্রুঃ সর্ব্বে যাদবা দেবাঃ সন্তি তব বধমিচ্ছন্তীতি নারদবাক্যাৎ পুনর্জাতং জাত-মপি নির্জঘান ॥ ৬

অথ কংসভয়াৎ পলায়িতানাং যদূনাং মহান্ কষ্টো বভুব। অথ সপ্তমো গর্ভো দেবক্যা ভগবাননন্তো হভবৎ। তত্তেজঃ শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া যোগমায়া দেবক্যুদরাৎ সন্নিকৃষ্য বসুদেবস্য ভার্য্যায়াং কংসভয়াদ্গোকুলস্থিতায়াং রোহিণ্যা-মর্পয়িতুমাজগাম ॥ ৭

তত্রৈতে শ্লোকাঃ।

দেবক্যাঃ সপ্তমে গর্ভে হর্ষশোকবিবর্দ্ধনে।
ব্রজং প্রণীতে রোহিণ্যামনন্তে যোগমায়য়া।
অহো গর্ভঃ ক বিগত ইত্যূচুর্মাথুরা জনাঃ ॥ ৮

অথ ব্রজে পঞ্চদিনেষু ভাদ্রে
স্বাতৌ চ ষষ্ঠ্যাঞ্চ চ সিতে বুধে চ।
উচ্চৈগ্রহৈঃ পঞ্চভিরাবৃতে চ
লগ্নে তুলাখ্যে দিনমধ্যদেশে ॥ ৯

—প্রজ দেবক নিজ কন্যা দেবকীকে বসুদেবকে দান করেন। অনন্তর বরবধূর প্রয়াণকালে উগ্রসেননন্দন কংস তাঁহাদের রথ চালাইতে প্রবৃত্ত হন। তখন এক আকাশবাণী কংসকে কহিল,—রে নির্ব্বোধ! তুমি যাঁহার রথ চালা-ইতেছ, ইঁহার অষ্টম গর্ভ তোমাকে বিনষ্ট করিবে। তচ্ছ্রবণে কালনেমিতনয় মহাসুর কংস করে অসি লইয়া ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইল। তখনই বসুদেব কংসকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—ইহাকে বধ করিও না,যাহা হইতে তোমার ও আমার ভয় হইয়াছে, সেই গর্ভজাত সন্তান সকল তোমাকে অর্পণ করিব। তচ্ছ্রবণে কংস বসুদেব-বাক্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে কারা-গারে অবরোধপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইল। অনন্তর বসুদেব দেবকী হইতে জাত প্রথম পুত্র কংসকে অর্পণ করিলেন, কংসও বসুদেবকে সত্যবাদী জানিয়া সেই শিশুর বিনাশ করিল না। অনন্তর কংস নারদ মুখে শুনিল,—"অন্ধের যেমন বামাগতি, দেবগণেরও গতি তদ্রূপ বিপরীত ; অতএব এই শিশুই অষ্টম গর্ভজাত বলিয়া তোমার শত্রু, এমন কি সর্ব্বযাদবরূপী দেবগণ তোমার বধেচ্ছু।" কংস তখন হইতে জাতমাত্র দেব-কীর যাবতীয় তনয়ের বধসাধন করিল। ১—৬। অনন্তর কংসভয়ে পলায়িত যাদব-গণের মহাদুঃখ উপস্থিত হইল। অনন্তর দেব-কীর সপ্তম গর্ভে ভগবান্ অনন্ত আবির্ভূত হইলেন, যোগমায়া কৃষ্ণাজ্ঞায় সেই গর্ভ দেব-কীর উদর হইতে আকর্ষণ করিয়া কংসভয়ে গোকুলে পলায়িতা বসুদেব-ভার্য্যা রোহিণীর গর্ভে রক্ষিত করিবার জন্য আগমন করিলেন। এ বিষয়ে এই কয়টী শ্লোক কথিত হয় ;—যুগপৎ হর্ষ শোক-বিবর্দ্ধন দেবকীর সপ্তম গর্ভে অনন্ত আবির্ভূত হইলে যোগমায়া তাঁহাকে ব্রজে লইয়া গিয়া রোহিণীতে রক্ষা করিলে মথুরাবাসীরা বলিয়াছিল,—অহো! দেবকীর গর্ভ কোথায় গেল? অনন্তর ইহার পাঁচদিন অতীত হইলে ভাদ্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে স্বাতী নক্ষত্রে বুধবারে পাঁচটী গ্রহ উচ্চসংস্থ হইলে তুলালগ্নে মধ্যাহ্নকালে ব্রজপুরে বসুদেবপত্নী

সুরেষু বর্ষৎসু চ পুষ্পবর্ষং
ঘনেষু মুঞ্চৎসু চ বারিবিন্দূন্ ।
বভূব দেবো বসুদেবপত্ন্যাং
বিভাসয়ন্নন্দগৃহং স্বভাসা ॥ ১০
নন্দোঽপি কুর্ব্বন শিশুজাতকর্ম্ম
দদৌ দ্বিজেভ্যো নিযুতং গবাঞ্চ ।
গোপান্ সমাহূয় সুগায়কানাং
রাবৈর্ম্মহামঙ্গলমাততান ॥ ১১

অথাষ্টমো দেবক্যাঃ পরিপূর্ণতমো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোঽবততার তদৈব তদাজ্ঞয়া নিশীথে তং প্রেম্ণে নিধায় নন্দপত্ন্যাং জাতায়াং যোগনিদ্রায়াং সংসুপ্তে জগতি সতি যমুনামুত্তীর্য্য মহাবনমেত্য যশোদাশয়নে সুতং নিধায় তাং সুতামাদায় পুনর্বসুদেবো গৃহানাযযৌ ॥ ১২

অথ কারাগারে বালধ্বনিং শ্রুত্বা শক্রভীতঃ কংসঃ সমাগত্য জাতমাত্রাং কন্যাং গৃহীত্বা শিলাপৃষ্ঠে পাতয়ামাস ॥ ১৩

তদৈব তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্যাম্বরে যোগনিদ্রা ভূত্বা সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরমুনিগণৈঃ স্তূয়মানা কংসমিদমাহ হে খল তব পূর্ব্বশত্রুর্যত্র ক বা জাতো বৃথা দেবকীবসুদেবৌ দীনৌ দুনোষী- ত্যুক্ত্বা সা বিন্ধ্যাচলং জগাম ॥ ১৪

ইত্যুক্তো বিস্মিতঃ কংসো দেবকীং বসুদেবঞ্চ বিমুচ্য পূতনাদীন্ দৈত্যান্ সমাহূয় চানির্দ্দিশান্নির্দ্দিশান্ বালান্ হন্তুমাজ্ঞাং চকার তেঽপি তথা চক্রুঃ ॥ ১৫

অথ নন্দোঽপি পুত্রোৎসবং শ্রুত্বা মহোৎসবং চকার এবং কংসভয়মিষেণ ব্রজং প্রাপ্তৌ রামকৃষ্ণৌ স্বমায়য়ালক্ষিতৌ ব্রজবাসিনাং কৃপাং কর্ত্তুং জাতমাত্রাবদ্ভুতাং বাললীলাং চক্রতুঃ কৌরবেন্দ্র ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি কিম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং বলভদ্রখণ্ডে শ্রীবলভদ্রশ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসবো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

রোহিণীতে নিজতেজে নন্দগৃহ উদ্ভাসিত করিয়া বলদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন মেঘগণ বারিবিন্দু বর্ষণ করিল, দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। নন্দও শিশুর জাতকর্ম্ম সমাহিত করিয়া দ্বিজগণকে নিযুত গো দান করিলেন এবং সুগায়ক গোপগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদের গীত-ধ্বনিতে বিবিধ মঙ্গলানুষ্ঠান সম্পন্ন করাইলেন। ৭—১০। অনন্তর অর্দ্ধরাত্রে দেবকীর অষ্টম গর্ভে পরিপূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হইলেন, এদিকে নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে কন্যারূপে যোগমায়া জন্মিলেন; যোগনিদ্রার প্রভাবে সমগ্র জগৎ সুপ্ত হইল, বসুদেব তখনই কৃষ্ণাজ্ঞায় তাঁহাকে দোলায় করিয়া যমুনা উত্তরণপূর্ব্বক বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন এবং যশোদার ক্রোড়ে কৃষ্ণকে রাখিয়া দিয়া তাঁহার কন্যা লইয়া স্বগৃহে আগমন করিলেন। অনন্তর কারাগারে বালকধ্বনি শুনিয়া শক্রভীত কংস সমাগত হইল, এবং সেই সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে গ্রহণপূর্ব্বক শিলাতলে পাতিত করিল। তখনই কন্যা তাহার কর হইতে বিস্রস্ত হইয়া শূন্যে উত্থিত হইল, এবং যোগনিদ্রাবেশে সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর ও মুনিগণকর্ত্তৃক স্তূয়মানা হইয়া কংসকে বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিল,—হে খল! তোর পূর্ব্ব শত্রু যে কোন স্থানে জন্মিয়াছে, বৃথা কেন দীন বসুদেব-দেবকীকে দুঃখ দিতেছিস্! যোগনিদ্রা ইহা কহিয়া বিন্ধ্যাচলে চলিয়া গেলেন। উক্তরূপে অভিহিত কংস বিস্মিত হইয়া দেবকী বসুদেবকে মুক্ত করিল এবং পূতনাদি দৈত্যগণকে আহ্বানপূর্ব্বক ন্যূনাধিক দশ বৎসরের বালকগণকে নিহত করিতে বলিল, কংসের আদেশে তাহারা তাহা করিতে থাকিল। এদিকে নন্দও পুত্র জন্মশ্রবণে মহোৎসব করিলেন। কংস ভীতিচ্ছলে রাম-কৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের প্রতি কৃপাপ্রকাশ করিতে নিজমায়ায় অলক্ষিতভাবে ব্রজে আসিয়া অদ্ভুত বাললীলা করিতে লাগিলেন। হে কুরুরাজ! পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ১১—১৬।

বলভদ্রখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

দুর্য্যোধন উবাচ।

মুনীন্দ্র রামোঽনন্তোঽনন্তলীলঃ শ্রীকৃষ্ণোঽপি চ ভূম্যাং ভূত্বা বরাজ তস্য সংক্ষেপেণ চরিত্রং বদ ব্রজে কিং মথুরায়াং কিং দ্বারকায়াং কিমত্র কিমন্যত্র কিং চকার ॥ ১

প্রাড্বিপাক উবাচ।

অথ হ বাব শ্রীকৃষ্ণো জাতমাত্রোঽদ্ভুতাং লীলাং - পূতনামোক্ষশকটাসুরতৃণাবর্ত্তবধযুতাং বিশ্বরূপদর্শনদধিচৌর্য্যব্রহ্মাণ্ডদর্শনযমলার্জ্জুনক্রমখণ্ডভঙ্গাদিসংযুক্তাং দুর্ব্বাসসো মায়াদর্শনবৈভবাং শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যবর্ণিতরাধাকৃষ্ণনামৌদার্য্যমাহাত্ম্যযুক্তাং সুরজ্যেষ্ঠকারিতবৃষভানুবরনন্দিনীবিবাহরাসমণ্ডলকথামণ্ডিতাং চকার ॥ ২

ততঃ শ্রীবৃন্দাবনাগমনে সতি বৎসাসুরবকাসুরাদ্যসুরাণাং বধং কৃত্বা গোপালৈঃ সহ গোচারণে বৃন্দাবনাদিবনেষু বিচচার ॥ ৩

অথ তালবনে ধেনুকাসুরং খররূপং খরস্বনং স্বপদ্ভ্যাং তাড়য়ন্তং ভুজদণ্ডাভ্যাং গৃহীত্বা মহাবলো বলদেবস্তালবৃক্ষে তং পাতয়িত্বা পুনরাপতন্তং তং ভূপৃষ্ঠে পোথয়ামাস স মূর্চ্ছিতো ভগ্নমস্তকঃ সদ্যস্তন্মুষ্টিপ্রহারেণ নিধনং জগাম ॥ ৪

অথ শ্রীকৃষ্ণঃ কালিয়দমনদাবাগ্নিপানাদীনি চরিত্রাণি কৃত্বা শ্রীরাধাপ্রেমপ্রকাশপ্রীতিপরীক্ষণবৃন্দাবন-বিহারদানমানলীলাহাবভাব-যুক্তাং শঙ্খচূড়বধাদিশিবাসুর্য্যুপাখ্যানকথং কথনীয়াং লীলাং চকার ॥ ৫

অথৈকদা গিরিরাজপূজনে কৃতে ভগ্নবলিরিন্দ্রঃ সাম্বর্ত্তমেঘমণ্ডলৈর্ব্রজমণ্ডলে ববর্ষ তদা ভগবান্ ভয়াতুরং ব্রজং বীক্ষ্য মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দত্ত্বা এককরেণ গিরিরাজং সমুৎপাট্যোচ্ছিলীন্ধ্রং বাল ইব দধার হ বাব সপ্তবর্ষো যঃ সপ্তাহং সুস্থিরং স্থিতঃ ॥ ৬

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে মুনিবর! বলরাম ও অনন্তলীলাকারী অনন্ত শ্রীকৃষ্ণও ভূতলে আবির্ভূত হইয়া বিরাজ করিয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্র সংক্ষেপ বর্ণন করুন; তিনি ব্রজে, মথুরায় দ্বারকায় কিংবা অন্যত্র কি করিয়াছিলেন? প্রাড্বিপাক বলিলেন,—হে তাত! শ্রীকৃষ্ণ জাতমাত্র অনেক অদ্ভুত লীলা করিয়াছিলেন। পূতনার উদ্ধার এবং শকটাসুর ও তৃণাবর্ত্তবধ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বরূপপ্রদর্শন, দধিচৌর্য্য, বদনে ব্রহ্মাণ্ডপ্রদর্শন, যমলার্জ্জুন তরুভঞ্জন ও দুর্ব্বাসার প্রতি মায়া বিস্তার এই সমস্ত তাঁহার ঐশ্বর্য্য যুক্ত লীলা। শ্রীমদ্গর্গাচার্য্য বর্ণিত রাধা-কৃষ্ণ নামের ঔদার্য্য যুক্ত মাহাত্ম্য, ব্রহ্মাদ্বারা অনুষ্ঠিত বৃষভানুবরনন্দিনী রাধার সহিত ভাণ্ডীরবনের রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ, তারপর শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া বৎসাসুর বকাসুরাদির নিধনসাধন ও গোপালগণসহ গোচারণ করত বৃন্দাবনে বিচরণ শ্রীকৃষ্ণের ইহা অদ্ভুত চরিত্র। তারপর তালবনে রুক্ষরাবী ধেনুকাসুর নিজপদ দ্বারা মহাবল বলরামকে তাড়না করিলে তিনি বাহুদ্বয়ে তাহাকে ধারণ করিয়া তালতরুর উপর পাতিত করিয়াছিলেন, ঐ অসুর উঠিয়া পুনরায় আসিলে তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করেন। সে ভগ্নমস্তক ও মূর্চ্ছিত হইয়া বলরামের মুষ্টিপ্রহারে বিনষ্ট হইল। অনন্তর কৃষ্ণ কালিয়দমন ও দাবাগ্নিপানাদি নানা লীলা করিয়া রাধার প্রতি প্রেমপ্রকাশ, তাঁহার প্রেমপরীক্ষা, বৃন্দাবন বিহার, হাবভাবযুক্ত দান ও মানলীলা, শঙ্খচূড়াদি বধ। শিবশঙ্খচূড়ের উপাখ্যান-কথন প্রভৃতি প্রভূত লীলা করিলেন। ১—৫। অনন্তর একদা গোবর্দ্ধন-পূজানুষ্ঠানে ইন্দ্র পূজা পণ্ড হওয়ায় সাম্বর্ত্তকাদি অম্বুদগণ ব্রজমণ্ডলে অতিবর্ষণ করে, তদ্দর্শনে তখন ভগবান ভয়াতুর ব্রজবাসিগণকে "ভীত হইও না," ইত্যাকার অভয়দান করিয়া গোবর্দ্ধন গিরি উৎপাটনপূর্ব্বক বালকের ছত্রাকধারণের ন্যায় এক করে গিরিরাজকে ধারণ করেন; সপ্তবর্ষ-বয়স্ক কৃষ্ণ সপ্তাহকাল তদ-

অথেন্দ্রঃ সর্ব্বদেবগণৈর্ভয়ভীতঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-শ্রীমৎপাদারবিন্দদ্বয়ং প্রণম্য কিরীটেন নতঃ স্তুত্বা তদভিষেকং কৃত্বা মহেন্দ্ররাট্ সুরভিসুর-মুনিভিঃ সার্দ্ধং স্বর্গং জগাম ॥ ৭

তদদ্ভুতং গোবর্দ্ধনোদ্ধারণং দৃষ্ট্বা গোপা বিসিস্মিয়ুস্তেভ্যোমুক্তারোহণাদিবৈভবং সন্দর্শয়ামাস ॥ ৮

অথ শ্রুতিরূপর্ষিরূপামৈথিলাকৌশলা-হযোধ্যাপুরবাসিনীযজ্ঞসীতাপুলিন্দকারমাবৈকুণ্ঠ-শ্বেতদ্বীপোর্দ্ধবৈকুণ্ঠাজিতপদশ্রীলোকাচলবাসিনী-শ্রীসখীদিব্যাদিব্যাত্রিগুণবৃত্তিভূমিগোপী-জনদেব-শ্রীজালন্ধরী-বর্হিষ্মতী-পুরন্ধ্র্যপ্সরঃসুতলবাসিনী-নাগেন্দ্রকন্যাদিভির্গোপীযূথৈঃ পৃথক্ পৃথক্ শ্রীকৃষ্ণো ব্রজমণ্ডলে রাসমণ্ডলং চকার ॥ ৯

একদা গাশ্চারয়ন্ সবলঃ শ্রীকৃষ্ণো গোপাল-বালৈর্ভাণ্ডীরে বাললীলাং বাহ্যবাহকলক্ষণাং কৃতবান্ তত্র প্রলম্বো গোপরূপী দৈত্যো বিহারে বিগারবিজয়ং রামং স্বপৃষ্ঠে নিধায়োবাহ ॥ ১০

অথ হ বাব মথুরাং গন্তুমুদ্যতং গিরীন্দ্র-সদৃশং দেহং তমুদীক্ষ্য পৃষ্ঠগতো বলদেবো মহাবলী কৃত্বা মুষ্টিনা শিরসি মহাদ্রিং যথাদ্রিভিৎ স্বতাড়ং তেন সদ্যো বিশীর্ণমস্তকো বজ্রহতো গিরিরিব স দৈত্যো ভূম্যাং নিপপাত ॥ ১১

একদা গ্রীষ্মে মুঞ্জারণ্যগতাসু গোষু গোপালেষু চ সৎসু সদ্যঃ সম্ভূতো দাবাগ্নিঃ প্রলয়াগ্নিরিব ববৃধে ততঃ কৃষ্ণ রামেতি বদতঃ পাহি পাহীতি গোপালান্ শরণং গতান্ বীক্ষ্য লোচনানি নিমীলয়তাশু মা ভৈষ্টেত্যুক্ত্বা তমগ্নিমপিবৎ ॥ ১২

অথ হ বাব ভাণ্ডীরাদ্ যমুনাতীরে গোপাল-গোগণং নীত্বা প্রাপ্তোঽভূত্তত্রাশোকবনে পত্ন্যানীতং ভোজনং কৃতবান্ ॥ ১৩

অথ চৈকদা ব্রজে নন্দরাজে বরুণগ্রস্তে বরুণস্য মানভঙ্গং কৃত্বা নন্দাদিভ্যো গোপে-

---

বস্থায় সুস্থভাবে অবস্থিত হন। অনন্তর সর্ব্ব-দেবগণসহ ভয়ভীত দেবরাজ ইন্দ্র কিরীট নত করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের পদারবিন্দদ্বয়ে প্রণাম এবং তাঁহার স্তব ও অভিষেক করিয়া সুরভি ও সুরমুনিসহ স্বর্গে গমন করিলেন। সেই অদ্ভুত গোবর্দ্ধনধারণ দর্শন করিয়া গোপগণ বিস্মিত হইলেন, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ক্ষেত্র হইতে মুক্তাবীজ-প্ররোহাদি ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতিরূপা ঋষিরূপা, মৈথিলা, কৌশলাপুরবাসিনী, অযোধ্যাবাসিনী, যজ্ঞসীতা, পুলিন্দকা, রমাবৈকুণ্ঠবাসিনী, শ্বেতদ্বীপবাসিনী, ঊর্দ্ধবৈকুণ্ঠবাসিনী, অজিতপদা, শ্রীলোকাচলবাসিনী, দিব্যা, অদিব্যা, ত্রিগুণবৃত্তি, ভূমি, জলদেবী, জালন্ধরী, বর্হিষ্মতী, পুরন্ধ্রী, অপ্সরা, সুতলবাসিনী ও নাগেন্দ্রকন্যা প্রভৃতি গোপীসখীগণের পৃথক্ পৃথক্ যুথ-দ্বারা রাসমণ্ডলে রচনা করিলেন। ৬—১১। একদা বলরাম ও কৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে গোপবালকগণসহ ভাণ্ডীরবনে কেহ বাহ্য ও কেহ বাহক হইয়া বাললীলা করেন, তথায় প্রলম্বাসুর গোপবালকবেশে প্রবিষ্ট হইয়া বিহারবিজয়ী বলরামকে পৃষ্ঠে করিয়া বহিতে লাগিল। অনন্তর গিরিবর সদৃশ বৃহৎকায় অসুর মথুরার দিকে গমনোদ্যত হইলে তদ্দর্শনে পৃষ্ঠগত মহাবল বলরাম পর্ব্বতভেদী ইন্দ্রের পর্ব্বতোপরি প্রহারের ন্যায় রোষবশে তাহার মস্তকে মুষ্টিপ্রহার করিলেন, অসুর বজ্রাহত গিরিবরের ন্যায় বিশীর্ণশিরা হইয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষিতিতলে পতিত হইল। এক সময় গ্রীষ্মে গো ও গোপগণ মুঞ্জারণ্যে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ প্রলয়ানলতুল্য এক দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখন গোপগণ—"হে কৃষ্ণ, হে রাম! শরণাগত গোপালগণকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, বলিতে থাকিলে ভগবান্—"ভয় নাই, স্বস্বনেত্র নিমীলিত কর, বলিয়া সেই পাবক পান করিয়াছিলেন। হে তাত! অনন্তর গোপালগণসহ ভাণ্ডীরবন হইতে যমুনাতীরে উপনীত হন এবং আশোক-কাননে যজ্ঞদীক্ষিত দ্বিজপত্নীগণানীত অন্ন ভক্ষণ করেন। অনন্তর একদা ব্রজে

ভ্যোঽপি সর্ব্বলোকনমস্কৃতং বৈকুণ্ঠং দর্শয়ামাস ॥

অথাম্বিকাবনে শ্রীকৃষ্ণঃ সরস্বতীতীরে নন্দং গ্রসন্তং সুদর্শনং সর্পং কিলাখিললোকপালবন্দিতেন শ্রীমচ্চরণারবিন্দেন স্পৃষ্ট্বা সর্পদেহাত্তং মোচয়ামাস ॥ ১৫

অথ সবলঃ শ্রীকৃষ্ণো নিলায়নক্রীড়ায়াং চোররূপং ব্যোমাসুরং কংসসখং ভুজদণ্ডাভ্যাং গৃহীত্বা দশদিশাসু ভ্রাময়ন্ ভূপৃষ্ঠে পোথয়ামাস ॥

তথারিষ্টাসুরং কংসপ্রণোদিতং বৃষরূপং শৃঙ্গয়োঃ সমুদ্ধৃত্য পাতয়ামাস। অথ নারদমুখাচ্ছ্রুতে শ্রীকৃষ্ণকথনে কংসেন প্রণোদিতং কেশিনং শ্রীকৃষ্ণস্তন্মুখে স্বভুজপ্রবেশেন সম্মর্দ্দেত্থমনেকা লীলাঃ সহসা ব্রজমণ্ডলে বলেন কারয়ামাস ॥ ১৭

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীবলভদ্রখণ্ডে প্রাড্‌বিপাকদুর্য্যোধনসংবাদে রামকৃষ্ণব্রজলীলাবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

প্রাড্‌বিপাক উবাচ।

অথ মথুরায়াং রামকৃষ্ণৌ যানি চরিত্রাণি কৃতবন্তৌ তানি সংক্ষেপেণ যুবরাজ শুশ্রূষাৎ।

অথ কালনেমিসুতেন কংসেন প্রযুক্তোঽক্রূরো রামকৃষ্ণৌ সমানেতুং ব্রজমণ্ডলমাগতবান্ ॥ ১

তত্র গন্তুমভ্যুদিতং নন্দরাজসুনুং বীক্ষ্য গোপীগণা বিরহাতুরা বভূবুঃ পৃথক্ পৃথক্ তানাশ্বাস্য ভগবান্ রথমারুহ্য সবলোঽক্রূরেণ যদুপুরীং গচ্ছন্মার্গে যমুনাজলেষু শ্বাফল্কায় স্বধাম দর্শয়ামাস ॥ ২

অথ পূর্ব্বাহ্নে মথুরোপবনে স্থিত্বাপরাহ্নে মথুরাং পুরীং সর্ব্বতো দদর্শ।

অথ রামকৃষ্ণৌ দেবৌ পুরাণৌ পুরুষৌ

বরুণ কর্ত্তৃক নন্দরাজ অপহৃত হইলে ভগবান্ বরুণের মানভঙ্গ করিয়া নন্দাদি গোপগণকে সর্ব্বলোক-নমস্কৃত বৈকুণ্ঠ প্রদর্শন করেন। অনন্তর অম্বিকা-কাননের সরস্বতীতীরে সুদর্শন নামক সর্প নন্দকে গ্রাস করিলে কৃষ্ণ তাহাকে স্বীয় অখিললোক-তারণ শ্রীচরণপদ্মস্পর্শ দ্বারা সর্পশরীর হইতে মুক্ত করেন। অনন্তর কৃষ্ণ বলরাম ও বালকগণসহ চোর-চোর খেলায় কংসসখা চোররূপী ব্যোমাসুরকে বাহুদ্বয়ে ধরিয়া দশদিকে ভ্রামিত করত পৃথ্বীতলে প্রোথিত করিলেন। ঐরূপ কংস প্রেরিত বৃষরূপী অরিষ্টাসুরকে শৃঙ্গদ্বয়ে ধরিয়া পাতিত করিয়াছিলেন। অনন্তর নারদমুখে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ শুনিয়া কংস কেশীকে প্রেরণ করে, কৃষ্ণ তাহার বদনে বাহু প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাহাকে মর্দ্দিত করেন। কৃষ্ণ এইরূপে বলরামের সহিত ব্রজমণ্ডলে অনেক অদ্ভুত লীলা করিয়াছিলেন। ১২—১৭।

বলভদ্রখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

প্রাড্‌বিপাক কহিলেন,—হে যুবরাজ দুর্য্যোধন! অনন্তর রাম ও কৃষ্ণ মথুরায় যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে শ্রবণ কর। অনন্তর কালনেমি তনয় কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত অক্রূর রাম-কৃষ্ণকে আনিবার জন্য ব্রজপুরে আগমন করেন, নন্দনন্দন কৃষ্ণকে গমনোদ্যত দেখিয়া গোপীগণ তখন বিরহাতুর হন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ আশ্বস্ত করিয়া বলরামসহ অক্রূরের রথারোহণে যদুপুরে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে যমুনাজলে অক্রূরকে নিজ তেজ প্রদর্শন করেন। অনন্তর পূর্ব্বাহ্নে মথুরার উপবনে উপবিষ্ট থাকিয়া অপরাহ্নে মথুরার সর্ব্বদিক্ দর্শন করেন। অনন্তর লীলাবেশে নরবর

লীলয়া নরবরবেশধরৌ দিদৃক্ষবঃ পৌরাশ্চ পুরস্ত্র্যঃ কর্ম্মাণি ত্যক্ত্বা ব্যধাবন্নাপগা উদধিমিব তৌ কোটিকন্দর্পদর্পহরং সৌন্দর্য্যং স্বং সন্দর্শয়ন্তৌ চেতো হরন্তৌ বিচেরতুঃ স্ম ॥ ৩

অথ ভগবান্‌ রাজমার্গে তদ্‌যাচিতবস্ত্রাপ্রদান্তকং রজকং রঙ্গকারং করাগ্রেণ সর্ব্বেষাং পশ্যতাং নিজঘান তথা বস্ত্রবেষং কুর্ব্বতে বায়কায় স্বসারূপ্যং প্রাদাৎ ॥ ৪

ততঃ সৈরন্ধ্রীং কুব্জাং ত্রিবক্রাং চন্দনাদানমিষেণর্দ্ধি ত্রিলোকসুন্দরীং কৃত্বা ততো বৈশ্যজনান্‌ সমাভাষ্য মথুরার্ভকৈঃ সহিতো ধনুঃস্থলে বিবেশ।

অথ হেমচিত্রং সপ্ততালকং সহস্রশঃ পুরুষৈর্নেতুমশক্যং বৃহস্তারং চাষ্টধাতুময়লক্ষভারসমং যজ্ঞমণ্ডপধৃতং কংসায় ভার্গবেণ দত্তং সাক্ষাচ্ছেষমিব কুণ্ডলীভূতং কোদণ্ডং বৈষ্ণবং বীক্ষ্য প্রসহ্যাদদে ॥ ৫

তদৈব পশ্যতাং লোকানাং সজ্যং কৃত্বা লীলয়াকৃষ্য কর্ণপর্য্যন্তং দোর্দ্দণ্ডাভ্যাং যথেক্ষুদণ্ডং বেতণ্ডঃ শুণ্ডাদণ্ডেন কোদণ্ডং মধ্যতো বভঞ্জ ॥৬

ভজ্যমানস্য ধনুষষ্টঙ্কারেণ সপ্তলোকবিলৈঃ সহ সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং ননাদ ততস্তারা দিগ্‌গজাশ্চ বিচেলুঃ সর্ব্বং ভূখণ্ডমণ্ডলং স্থালীব ঘটিকাদ্বয়মাত্রং প্রচকম্পে ॥ ৭

অথাপরাহ্নে রঙ্গভূমিদ্বারি দ্বিপং কুবলয়াপীড়ং সমেত্য ক্ষণং বাললীলয়া যুদ্ধং কৃত্বা শুণ্ডাদণ্ডে সংগৃহীত্বা স্থিতস্ততো ভ্রাময়িত্বা বালকঃ কমণ্ডলুমিব ভূপৃষ্ঠে তং পাতয়ামাস ॥ ৮

তমিত্থং নিহত্য রঙ্গভূমৌ কংসসভায়াং জনিতায়াং যথাভাবং দর্শনং দত্ত্বা মল্লযুদ্ধং কৃত্বা চাণূরমুষ্টিককূটশলতোশলকান্‌ কংসস্যাগ্রে সর্ব্বেষাং পশ্যতাং ভূপৃষ্ঠে রামকৃষ্ণৌ পাতয়ামাসতুঃ ॥ ৯

বেশধারী পুরাণপুরুষ দেব রামকৃষ্ণের দর্শনাভিলাষে পৌর ও পুরবাসিনীরা স্ব স্ব গৃহকৃত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নদীসমূহের সমুদ্র সমীপে আগমনের ন্যায় প্রধাবিত হইল; সেই কোটিকন্দর্প-দর্পহারী রামকৃষ্ণও স্বীয় সৌন্দর্য্যপ্রদর্শনে তাহাদের মন হরণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজপথে ভগবান্‌ রজকের নিকট বস্ত্র চাহিলেন, কিন্তু সে দিল না, তিনি সকলের সমক্ষে করপ্রহারে সেই রঙ্গকার রজকের শিরচ্ছেদ করিলেন; এক তন্তুবায় তাঁহার বসন দ্বারা বেশ রচনা করিল তিনি তাহাকে স্বীয় সারূপ্য প্রদান করিলেন। তারপর ত্রিবক্রা কুব্জানাম্নী পুরবাসিনীকে চন্দনগ্রহণচ্ছলে সরলা করিয়া ত্রিলোকসুন্দরী করিলেন, অনন্তর বৈশ্যগণের সম্ভাষণ করিয়া বালকগণসহ ধনুস্থলে উপস্থিত হইলেন। ঐ ধনু সুবর্ণমণ্ডিত ও সপ্ততালপ্রমাণ; সহস্র লোকে উহা বহন করিতে পারে না; উহা অত্যন্ত ভারযুক্ত ও লক্ষ ভারতুল্য; ঐ ধনু কংস পরশুরামের নিকট প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞমণ্ডপে রক্ষা করে। সাক্ষাৎ শেষনাগের মত কুণ্ডলীভূত বৈষ্ণব কোদণ্ড দর্শনে কৃষ্ণ বলপূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিলেন এবং তখনই সকলের সমক্ষে অবলীলাক্রমে আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া বাহুদণ্ড দ্বারা করীর শুণ্ডাদণ্ডে ইক্ষুদণ্ডভঙ্গের ন্যায় উহার মধ্যদেশে ভগ্ন করিলেন। ১—৬। ভগ্ন ধনুর টঙ্কার রবে পাতাল ও সপ্তলোকসহ ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিত, তারকারাজি ও দিগ্‌গজগণ বিচলিত এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ড থালার ন্যায় ঘটিকাদ্বয় যাবৎ কম্পিত হইল। অনন্তর অপরাহ্নে মল্লভূমির দ্বারদেশে কুবলয়াপীড় করীর সমীপে আসিয়া বাললীলায় ক্ষণকাল তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে শুণ্ডাদণ্ডে গ্রহণপূর্ব্বক ইতস্তত ভ্রামিত করত বালকের কমণ্ডলু-নিক্ষেপের ন্যায় ভূতলে পাতিত করিলেন। রাম ও কৃষ্ণ হস্তীকে এইরূপে নিহত করিয়া রঙ্গভূমিতে কংসরচিত সভায় সভাসদ্‌গণকে যথাযোগ্যরূপে দর্শন দিয়া মল্লযুদ্ধে চাণূর মুষ্টিক, কূট, শল, তোশল প্রভৃতিকে সকলের সমক্ষে কংসের সম্মুখে ভূতলে পাতিত করি-

অথ তৎকর্ম্ম বীক্ষ্য দুর্বচনানি বিকত্থমানস্থ কংসস্থ মধুসূদনঃ সহসোৎপত্য মঞ্চং মহোন্নতং সমারুরোহ ॥ ১০

ততঃ সত্বরং মৃত্যুমিবাগতং বীক্ষ্য মঞ্চাদুত্থায় তং নির্ভৎর্সয়ন্ মনা ক্রতং কংসঃ খড়্গচর্ম্মী জগৃহে। হরিঃ সহসা চর্ম্মাসিসংযুক্তং কংসং সবিষং ফণীন্দ্রমিব তুণ্ডাবিভাগাভ্যাং বিরাড়িব দোর্দ্দণ্ডাভ্যাং বলাৎ সমগ্রহীৎ ॥ ১১

যথা তার্ক্ষ্যতুণ্ডাৎ ফণীব কংসো ভুজবন্ধাদ্বলাদ্বিনির্গত্য পতৎখড়্গচর্ম্মী গৃহীত্বা পুনরুদ্যতোঽভূৎ পুনর্মঞ্চে বলিনৌ বেগাম্মর্দ্দয়ন্তৌ শৈলে সিংহাবিব শুশুভাতে ॥ ১২

ততো বলাদুৎপতন্তং কংসং শতহস্তমম্বরে কৃষ্ণ উৎপতন্ শ্যেন ইব তং সমগ্রহীৎ পুনর্গচ্ছন্তং দৈত্যপুঙ্গবং প্রচণ্ডভুজদণ্ডাভ্যাং গৃহীত্বা ত্রৈলোক্যাধার ইতস্ততো ভ্রাময়িত্বা মহাম্বরাৎ মঞ্চোপরি পাতয়ামাস ॥ ১৩

ততস্তড়িৎপাতাদ্ বৃক্ষখণ্ড ইব তন্মঞ্চদণ্ডো মঞ্চো বভূব স বজ্রাঙ্গঃ পতিতোঽপি কিঞ্চিদ্ব্যাকুলঃ সহসোত্থায় মহাত্মনা পুনর্যুযুধে। পুনস্তং ভুজদণ্ডাভ্যাং ভগবান্ গৃহীত্বা মঞ্চে ক্ষিপ্ত্বা হৃদয়মারুহ্য তন্মৌলিং গৃহীত্বা সদ্যঃ কেশেষু প্রগৃহ্য মঞ্চাদ্রঙ্গোপরি পাতয়িত্বা শৈলাদ্গণ্ডশিলামিব তস্যোপরিষ্টাৎ সনাতনঃ সর্ব্বাধারোঽনন্তবিক্রমো বেগাৎ স্বয়ং নিপপাত। তয়োর্নিপাতেন নিম্নীভূতং ভূখণ্ডমণ্ডলং স্থালীব দণ্ডত্রয়ং সহসা চকম্পে ॥ ১৪

অথ সম্পরেতং ভোজরাজং যদুরাজো ভূমিগতং নাগেন্দ্রং মৃগেন্দ্র ইব সর্ব্বেষাং পশ্যতাং বিচকর্ষ। তদৈব ভূভুজাং হাহাকার আসীদহো বৈরভাবেন যং ভজন্ কংসোঽপি তস্য সারূপ্যং ভৃঙ্গিণঃ কীটক ইব জগাম ॥ ১৫

লেন। অনন্তর কংস কৃষ্ণের এই কার্য্য দর্শন করিয়া বহু দুর্ব্বাক্যে তিরস্কার করিতে থাকিলে মধুসূদন সহসা উত্থিত হইয়া মহোন্নত মঞ্চে আরোহণ করিলেন, তৎপর সত্বর সমুত্থিত যমসদৃশ কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া কংস মঞ্চ হইতে উত্থিত হইল এবং তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া তৎক্ষণাৎ খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিল। কৃষ্ণ সহসা খড়্গ-কংসকে তুণ্ডদ্বারা গরুড়ের সবিষ সর্পগ্রহণের ন্যায় বলপূর্ব্বক বাহুদ্বয়ে ধারণ করিলেন। গরুড়তুণ্ডচ্যুত সর্পের ন্যায় কংস তাঁহার বাহুবন্ধ হইতে বলপূর্ব্বক বাহির হইল এবং অসি-চর্ম্ম করে পুনরায় উত্থিত হইয়া মঞ্চে আরোহণ করিল; তখন সবেগে পরস্পর মর্দ্দনকারী কংস-কৃষ্ণ শৈলোপরি সিংহদ্বয়ের ন্যায় শোভিত হইলেন। ৭—১২। অনন্তর কংস সবেগে শূন্যে শত হস্ত উত্থিত হইলে কৃষ্ণও উৎপতিত হইয়া শ্যেনের ন্যায় তাহাকে গ্রহণ করিলেন। কংসও কৃষ্ণের কর হইতে পুনরায় বাহির হইয়া পড়িল, ত্রিলোকাধার কৃষ্ণও পুন প্রচণ্ড ভুজদণ্ডে তাহাকে ধারণ করিয়া ইতস্তত ভ্রামিত করত মহাকাশ হইতে মঞ্চোপরি পাতিত করিলেন। তখন বজ্রপাতে বৃক্ষের ন্যায় মঞ্চদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িল। বজ্রসদৃশ দৃঢ়াঙ্গ কংস পতিত হইয়াও কিঞ্চিৎ ব্যাকুল চিত্তে সহসা উঠিয়া পড়িল এবং মহাত্মা কৃষ্ণের সহিত পুনরায় সমর করিল; ভগবান্ কৃষ্ণও তাহাকে বাহুদণ্ডে ধারণ করিয়া মঞ্চোপরি নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহার বক্ষে আরূঢ় হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক ধারণপূর্ব্বক কেশে ধরিয়া শৈল হইতে গণ্ডশিলাখণ্ড পতনের ন্যায় মঞ্চ হইতে তাহাকে রঙ্গ স্থলে পাতিত করিলেন। সর্ব্বাধার সনাতন অনন্ত বিক্রম স্বয়ং কৃষ্ণ সবেগে মঞ্চের উপর হইতে ভূতলে পতিত হইলেন; তখন নিম্নতলস্থ ভূখণ্ডমণ্ডল থালার ন্যায় দণ্ডত্রয় যাবৎ কম্পিত হইল। অনন্তর কংস মরিয়া গেল, যদুবর কৃষ্ণ ভূমিতলগত ভোজরাজ কংসকে মৃগেন্দ্র যেমন নাগেন্দ্রকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ সকলের সমক্ষে আকর্ষণ করিলেন। নৃপতিগণমধ্যে হাহাকার রব উঠিল। অহো! কংস

ততঃ কংসং মৃতং সহসা বীক্ষ্য সমাগতান্ তস্যানুজান্ খড়্গচর্ম্মধরান্ দৃষ্ট্বা বলভদ্রো মুদ্গরং নীত্বা সর্ব্বতোঽভিজঘান তদা দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্জয়ধ্বনিশ্চাভূদ্দেবাঃ পুষ্পৈর্ব্ববৃষুর্বিদ্যাধর্য্যো ননৃতুর্বিদ্যাধরগন্ধর্ব্বকিন্নরা জগুঃ ॥১৬

অথ সর্ব্বানাশ্বাস্য পিতরৌ বিমোক্ষ্যোগ্রসেনায় রাজ্যং দত্ত্বোপবীতং প্রাপ্য সান্দীপনাদ্বিদ্যা অধীত্য তস্মৈ মৃতং সুতং দক্ষিণাং দত্ত্বা শঙ্খং হত্বা মথুরামেত্য বসন্ ব্রজশান্ত্যৈ চোদ্ধবং প্রেষয়িত্বা পুনঃ স্বয়ং ব্রজং গত্বা রাধায়ৈ গোপীভ্যো দর্শনং দত্ত্বা রাসমধ্যে ঋভুমোক্ষং কৃত্বা পুনর্মথুরায়াং মাথুরেশো ররাজ। রামোঽপি কোলবধং কৃত্বা তস্যাং বিররাজেতি তয়োর্মথুরায়াং সহস্রশঃ পবিত্রাণি চরিত্রাণি বভূবুঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীবলভদ্রখণ্ডে মথুরালীলাবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

বৈরভাবে ভজনা করিয়াও কাচপোকার সম্পর্কে কীটবিশেষের সারূপ্যপ্রাপ্তির ন্যায় কৃষ্ণসারূপ্য লাভ করিল। ১৩—১৫। অনন্তর কংসকে মৃত দেখিয়া তদীয় অনুজগণ তৎক্ষণাৎ অসি-চর্ম্মধারণপূর্ব্বক সমাগত হইলে, তদ্দর্শনে বলভদ্র মুদ্গর গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদিক্ হইতে তাহাদিগকে নিহত করিলেন। তখন দেবদুন্দুভি বাজিল, জয়ধ্বনি উত্থিত হইল, দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিলেন,বিদ্যাধরী নৃত্য এবং বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ গান করিল। অনন্তর কৃষ্ণ সকলকে আশ্বস্ত করিয়া পিতামাতার মুক্তি ও উগ্রসেনকে রাজ্য দানপূর্ব্বক উপনীত হইয়া সান্দীপনি মুনিসমীপে নিখিল বিদ্যা অধ্যয়ন, তাঁহাকে দক্ষিণাস্বরূপ তদীয় মৃতপুত্রদান, শঙ্খাসুরবধ ও মথুরায় আসিয়া বাস, ব্রজের ব্যথা দূরীকরণার্থ উদ্ধবকে তথায় প্রেরণ,স্বয়ং ব্রজে গমন করিয়া রাধা ও গোপীগণকে দর্শনদান, রাস মধ্যে ঋভু ঋষির মোচন ও পুনরায় মথুরাপতি হইয়া মথুরায়

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

প্রাড্বিপাক উবাচ ।

অথ যুবরাজ ধার্ত্তরাষ্ট্র তয়োর্দ্বারকালীলাং সংক্ষেপেণ শৃণুতাৎ। ততঃ কংসস্য পারোক্ষ্যং সৌহৃদং কুর্ব্বন্তং সমাগতং জরাসন্ধং জিত্বা দ্বারকাখ্যং সমুদ্রে দুর্গং নির্ম্মায় তত্রৈকরাত্রেণ জ্ঞাতীন্ সমাধায় মুচুকুন্দদৃশা কালং ঘাতয়িত্বা পুনশ্চ রামকৃষ্ণৌ প্রবর্ষণাদ্রিমেত্য তস্মাদ্দ্বারকায়াং জগ্মতুঃ ॥ ১

অথ ব্রহ্মলোকাৎ সমাগতো রৈবতো সুতাং রত্নভূতাং বিধিবদ্বলশালিনে বলভদ্রায় দত্ত্বা তপঃ কর্ত্তুং বদর্য্যাখ্যং গতবান্ ॥ ২

অথ শ্রীকৃষ্ণঃ শত্রূণাং পশ্যতাং কুণ্ডিনপুরা-

বিরাজ প্রভৃতি কার্য্য করিলেন। বলরামও কোলাসুর বধ করিয়া মথুরায় আগমন করিয়াছিলেন। মথুরায় রাম কৃষ্ণের এইরূপে সহস্র সহস্র পবিত্র চিত্রে চরিত্র প্রকটিত হইয়াছিল। ১৬। ১৭।

বলভদ্রখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়

প্রাড্বিপাক বলিলেন,—হে দুর্য্যোধন! অনন্তর রামকৃষ্ণের দ্বারকালীলা সংক্ষেপে শ্রবণ কর। অতঃপর রামকৃষ্ণ কংসের অন্তরঙ্গমৈত্রী সম্পাদনার্থ সমাগত জরাসন্ধকে জয় করিয়া সমুদ্রগর্ভে দ্বারকানামক দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক একরাত্রি মধ্যে তথায় জ্ঞাতিগণের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মুচুকুন্দের দৃষ্টিপথে পাতিত করত কালযবনকে নিহত করাইয়া পুনরায় প্রবর্ষণ পর্ব্বতে আগমন এবং তথা হইতে দ্বারকায় গমন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মলোক হইতে সমাগত নৃপতি রেবত রত্নভূষিতা কন্যা যথারীতি বলবান্ বলরামের করে অর্পণ করিয়া তপস্যার্থ বদরী-

রুক্মিণীং জহার হৃত্বা জাম্ববতীং সত্যভামাং কালিন্দীং মিত্রবিন্দাং নাগ্নিজিতীং ভদ্রাং লক্ষ্মণাং চ ভৌমং হত্বা ষোড়শসহস্র শতং চ রাজকন্যা উবাহ ॥ ৩

রাজন্ ভীষ্মককন্যায়াং রুক্মিণ্যাং শ্রীকৃষ্ণস্য পুত্রঃ প্রথমং কামদেবাবতারঃ পিতৃসমসুন্দর আসীৎ তস্মাদনিরুদ্ধঃ সুরজ্যেষ্ঠাবতারোঽভূৎ ॥ ৪ ॥

অথৈকদোগ্রসেনরাজসূয়াধ্বরে নাগবল্লীং গৃহীত্বা দিগ্বিজয়ার্থী নির্গতঃ প্রদ্যুম্নো যাদবৈর্ভ্রাতৃভিঃ সহ জম্বুদ্বীপে নবখণ্ডবিজয়ং কুর্ব্বন্ কামতুঘনদসমীপে বসন্তমালতীপুরাধীশেন পতঙ্গেন গন্ধর্ব্বরাজেন যুযুধে ৫

তত্র গদাযুদ্ধে গদামাদায় গদো বলদেবানুজো গদাধরং স্বগদয়া পতঙ্গং তভাড় সোঽপি তং হৃদি চৌজসা জঘানেত্থং তয়োর্গদাযুদ্ধং ঘটিকাদ্বয়ং বভূব পতঙ্গগদাপ্রহারেণ গদো যুদ্ধে ক্ষণং মূর্চ্ছাং জগাম ॥ ৬

তদা হাহাকারে জাতে কোটিমার্ত্তণ্ডসন্নিভো বলভদ্র আবির্ভূত্বা গন্ধর্ব্বাণাং সর্ব্বং বলং হলাগ্রেণ সমাকৃষ্য তদুপরি ক্লিষ্টমুসলতাড়নং চকার তেন যুগপৎ সর্ব্বং সৈন্যং সভটদ্বিপরথং চূর্ণীবভূব ॥ ৭

অথ পতঙ্গোঽপি বিরথো ভয়ভীতস্তস্মাৎ পুরীং গত্বা পুনর্যোদ্ধুং যাদবৈঃ সেনাব্যূহং চকার তচ্ছ্রুত্বা ক্রুদ্ধো বলভদ্রো গন্ধর্ব্বাণাং মহাপুরীং শতযোজনবিস্তীর্ণাং বসন্তমালতীনাম্নীং সর্ব্বাং হলেন সংবিদার্য্য সহসা কামতুঘে নদে সঙ্কর্ষণো বিচকর্ষ ॥ ৮

অথ হ বাব পতিতৈর্গৃহৈর্হাহাকারে জাতে তির্য্যক্ পাতমিবাঘূর্ণাং সমন্তাং নগরীং বীক্ষ্য গন্ধর্বৈর্গন্ধর্বেশঃ পতঙ্গঃ কৃতাঞ্জলির্ধর্ষিতো বিশ্বকর্ম্মকৃতানাং বিমানানাং দ্বিলক্ষং গজানাং চতুর্লক্ষং চাশ্বশতার্ব্বুদঞ্চ দিব্যানাং রত্নানাং ভারং

বনে গমন করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শত্রুগণের সমক্ষে কুণ্ডিননগর হইতে রুক্মিণীকে হরণ করিলেন এবং জাম্ববতী, সত্যভামা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নাগ্নজিতী, লক্ষ্মণা ও নরককে নিহত করিয়া অপর শতাধিক ষোড়শসহস্র রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের ভীষ্মককন্যা রুক্মিণীতে পিতৃসদৃশ সুন্দর কামদেবের অবতার প্রদ্যুম্ন নামে প্রথম পুত্র হয়, তাহা হইতে অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ব্রহ্মার অবতার। ১—৪। অনন্তর একদা প্রদ্যুম্ন উগ্রসেনের রাজসূয় প্রস্তাবে তাম্বূল বীটিকা গ্রহণপূর্ব্বক দিগ্বিজয়ার্থ যাদব ভ্রাতৃগণসহ নির্গত হইয়া জম্বুদ্বীপের নয়টী রাজ্য বিজয় করত কামতুঘ নদতীরস্থ বসন্ত-মালতীপুরপতি পতঙ্গ নামক গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধ করেন। তথায় গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে বলদেবানুজ গদ গদাগ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় গদা দ্বারা গদাধারী পতঙ্গকে তাড়িত করেন, পতঙ্গও গদা দ্বারা গদের হৃদয়ে সবেগে আঘাত করে, এইরূপে ঘটিকাদ্বয় যাবৎ তাহাদের গদাযুদ্ধ চলিলে পতঙ্গের গদাপ্রহারে গদ ক্ষণকাল মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন হাহাকার উত্থিত হইলে কোটি দিবাকরদ্যুতি বলভদ্র আবির্ভূত হইয়া গন্ধর্ব্বগণের অখিল বল হলাগ্রে আকর্ষণ করিয়া তদুপরি প্রগাঢ় মুষল প্রহার করেন, তাহাতে যুগপৎ পতঙ্গের মহাযোদ্ধা সৈন্য হস্তী ও রথসহ চূর্ণ হয়। অনন্তর রথহীন পতঙ্গ ভয়ভীত হইয়া স্বীয় পুরে পলায়ন করে এবং পুনরায় যাদবগণসহ যুদ্ধার্থ সেনাব্যূহ রচনায় প্রবৃত্ত হয়। তচ্ছ্রবণে ক্রুদ্ধ বলভদ্র গন্ধর্ব্বগণের শতযোজন বিস্তীর্ণ সমস্ত বসন্তমালতীনাম্নী পুরী হলদ্বারা বিদীর্ণ করত কামতুঘ নদের দিকে আকর্ষণ করেন। অনন্তর গৃহসকল পতিত হইতে থাকিলে হাহাকার উত্থিত হইল, বিঘূর্ণিত পোতের মত সমস্ত পুরী তির্য্যক্‌ভাবে ঘূর্ণ্যমান হইল, তদ্দর্শনে ভয়ভীত গন্ধর্ব্বপতি পতঙ্গ স্বগণসহ কৃতাঞ্জলিকরে বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত দ্বিলক্ষ বিমান, চারিলক্ষ গজ, শতার্ব্বুদ অশ্ব, দশ শতার্ব্বুদ দিব্য স্বর্ণ-

দশশতার্ব্বুদঞ্চ বলিং নীত্বা বলশালিনে বলায় দত্ত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণনাম ॥ ৯

অথ তথা শাম্বমোক্ষার্থং বলভদ্র ইহাগতো ভবতাং পশ্যতাং পুরমিদং হলাগ্রেণ সংবিদার্য্য শ্রীগঙ্গাং সাক্ষাৎসঙ্কর্ষণো বিচকর্ষ। তথৈব নাগকন্যাভির্গোপীভির্নির্ম্মিতে রাসমণ্ডলে কালিন্দীং হলাগ্রেণ বিচকর্ষ ॥ ১০

অথৈকদা দ্বিবিদো নাম বানরঃ সুগ্রীবসচিবো ভৌমসখো নারদেন প্রেরিতো হরিং যোদ্ধুকামোঽবতরদ্রৈবতকাচলমেত্য বলেন ঘটিকাচতুষ্টয়ং যুযুধে ক্রমদণ্ডশিলামুষ্টিভির্বিনিঘ্নন্তং তং বলভদ্রো মুসলেন মূর্দ্ধ্নি নিজঘান। পুনর্ন মৃতং মুষ্টিনা ঘাতয়িত্বা পলায়ন্তং ভুজদণ্ডাভ্যাং গৃহীত্বা রৈবতকাচলপৃষ্ঠে পাতয়িত্বাচ্যুতাগ্রজো দৃঢ়েন মুষ্টিনা হৃদি ততাড় তৎপতনেন সটঙ্কঃ শৈলেন্দ্রঃ কমণ্ডলুরিব চকম্পে ॥ ১১

অথ হ বাব রাজন্যদ্য ভবতাং পাণ্ডবৈঃ সহ যুদ্ধোদ্যমং শ্রুত্বা তীর্থাভিষেকব্যাজেন ব্রাহ্মণৈর্নাগরৈঃ সহিতঃ পুরাদ্বিনির্গতো দ্বারকাং প্রদক্ষিণীকৃত্য সিদ্ধাশ্রমপ্রভাসয়োঃ স্নাত্বা পশ্চিমায়াং দিশি সরস্বতীপ্রতিস্রোতঃসৈন্ধবারণ্যজম্বুমার্গোৎপলাবর্ত্তার্ব্বুদহেমবন্তসিন্ধুনুপস্পৃশ্য পৃথক্ বিন্দুসরস্ত্রিতকূপ-সুদর্শনাত্রিতৌশনসাগ্নেয়বায়বসৌদাসগুহতীর্থশ্রাদ্ধদেবাদীনি তীর্থানি স্নাত্বোত্তরস্যাং দিশি কৈলাসকরবীরমহাযোগগণেশকৌবের প্রাগ্‌জ্যোতিষরঙ্গবল্লী-সীতারামক্ষেত্র-চৈত্রদেশ-বসন্ততিলকাদশার্ণভদ্রাকূর্ম্মতীর্থ-পুষ্পমালাচিত্রবণচন্দ্রকান্তানৈঃশ্রেয়সমনুপর্ব্বত—চক্ষুঃকামশালিনীকামবনবেদক্ষেত্রসীতাপৃথুতীর্থতপোভূমি-লীলাবতীবেদনগর-গান্ধর্ব্বশক্র-ভীমরথী—শ্রীজাহ্নবী-কালিন্দী-হরিদ্বারকুরুক্ষেত্রমথুরাপুষ্করেষু স্নাত্বা পুনস্তস্মাচ্ছান্তলং সৌকরং প্রাপ্য

ভার প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া গিয়া বলবান্ বলদেবের বলিস্বরূপ অর্পণ করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিল। ৫—৯। তারপর শাম্বকে মুক্ত করিবার জন্য সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণ বলরাম তোমাদের হস্তিনাপুরে আসিয়া তোমাদের সমক্ষেই সেই পুর হলাগ্র দ্বারা বিদারণ করিয়া গঙ্গাগর্ভে আকর্ষণ করিয়াছিলেন; তারপর নাগকন্যা গোপীগণের সহিত রাসমণ্ডলে বিরাজিত হইয়া কালিন্দীকেও হলাগ্র দ্বারা আকর্ষণ করেন। অনন্তর একদা নারদ প্রেরিত নরকাসুরমিত্র সুগ্রীবসচিব বানর দ্বিবিদ হরির সহিত সমরার্থ সমাগত হইল। রৈবত পর্ব্বতে বলরামের সহিত ঘটিকাদ্বয় যাবৎ তাহার যুদ্ধ হয়; দ্বিবিদ বৃক্ষ ও শিলা দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে থাকিলে বলভদ্র মুষল দ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করেন, দ্বিবিদ তাহাতে মরিল না, পরন্তু পুনরায় বলরামকে মুষ্টিপ্রহার করিয়া পলাইতে প্রবৃত্ত হইলে অচ্যুতাগ্রজ বলরাম তাহাকে বাহুদ্বয়ে ধারণ করিয়া রৈবতক পর্ব্বতপৃষ্ঠে পাতিত করত তাহার হৃদয়ে সুদৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। দ্বিবিদের পতনে শৈলরাজ সশব্দ পতিত কমণ্ডলুর ন্যায় কম্পিত হইল। হে তাত দুর্য্যোধন! পাণ্ডবগণের সহিত তোমাদের যুদ্ধোদ্যোগের কথা শুনিয়া বলরাম তীর্থস্নানচ্ছলে নাগরিক ও ব্রাহ্মণগণের সহিত দ্বারকা প্রদক্ষিণ করিয়া পুর হইতে বহির্গত হইলেন, সিদ্ধাশ্রম ও প্রভাসে স্নান করিয়া পশ্চিম দিক্‌স্থিত স্রোতস্বতী সরস্বতী, সৈন্ধবারণ্য, জম্বুমার্গ, উৎপলাবর্ত্ত, অর্ব্বুদ, হেমবন্ত ও সিন্ধুসমূহে পৃথক্ পৃথক্ স্নান করিয়া বিন্দুসর, ত্রিতকূপ, সুদর্শন, অত্রি, উশনা, অগ্নি, বায়ু, সৌদাস, গুহতীর্থ ও শ্রাদ্ধদেব প্রভৃতিতে স্নান করিলেন। তারপর উত্তরদিকের কৈলাস, করবীর, মহাযোগ, গণেশ, কৌবের, প্রাগ্-জ্যোতিষ, রঙ্গবল্লী ও সীতারাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। পরে চৈত্রদেশ, বসন্ততিলক, দশার্ণ, ভদ্র, কূর্ম্মতীর্থ, পুষ্পমালা, চিত্রবণ, চন্দ্রকান্ত, নৈঃশ্রেয়স, পর্ব্বতচক্ষু, কামশালিনী, কামবন, বেদক্ষেত্র, সীতা, পৃথুতীর্থ, তপোভূমি, লীলাবতী, বেদনগর, গন্ধর্ব্ব, শক্র, [illegible]থী, গঙ্গা, যমুনা, হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র, মথুরা ও পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থে স্নান করিলেন।

চান্যানি কুর্ব্বন্ তীর্থানি সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণো। নৈমিষারণ্যং জগাম ॥ ১২

তং সমাগতং বীক্ষ্য শৌনকাদয়ো মুনয়ঃ সমুত্থায় ববন্দিরে চার্চ্চয়ন্ ॥ ১৩

তত্র বেদব্যাসশিষ্যং রোমহর্ষণমপ্রত্যুত্থায়িনং বীক্ষ্য করস্থেন কুশাগ্রেণ তং জঘানেতি তদা হাহেতি বাদিনো মুনীন্ বীক্ষ্য লোকপাবনোঽপি লোকসংগ্রহার্থং দ্বাদশমাসান্ তীর্থস্নানে বিশুদ্ধয়ে মনো দধে ॥ ১৪

তত্রেল্বলসুতো বল্বলো নাম দৈত্য উপাবৃত্তে পর্ব্বণি পাংসুবর্ষণপ্রচণ্ডেন বায়ুনা পূয়শোণিতবিন্মূত্রসুরামাংসদুর্গন্ধেন সমাগতঃ খে দৃষ্টোঽভূৎ। অথ লোলজ্জিহ্বং বজ্রাঙ্গং ভিন্নকজ্জলাঞ্জনচয়কৃষ্ণং তপ্ততাম্রশ্মশ্রুভয়ঙ্করং ব্রহ্মদ্রুহং ব্রহ্মশান্তয়ে হলাগ্রেণ সমাকৃষ্য গগনানুসলেন মূর্দ্ধ্নি বলভদ্রস্তং তত্তাড় তত্তাড়নেনাকাশাৎ সোঽপি কমণ্ডলুরিব ব্যসুঃ পপাতঃ ॥ ১৫

অথ প্রসন্না মুনয়োপি রামং সংস্তুত্যাবিতথাশিষঃ প্রযুজ্য বৃত্রঘ্নং বিবুধা ইবাভ্যষিঞ্চন্ তৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ সরযূকৌশিকীমানসসরোবরগণ্ডকীগৌতমীষু স্নাত্বাযোধ্যানন্দিগ্রামবর্হিষ্মতীব্রহ্মাবর্ত্তাদীন্যপস্পৃশ্য তীর্থরাজং প্রয়াগং জগাম তত্রাযুতগজদানং চকার ॥ ১৬

ততশ্চিত্রকূটবিন্ধ্যাচলকাশীবিপাশাশোণমিথিলাগয়াদিষু স্নাত্বা গঙ্গাসাগরসঙ্গমং জগাম তত্র সুবর্ণশৃঙ্গাম্বরসংযুক্তং পৃথক সুবর্ণরত্নভারসহিতং গবাং কোটিশতং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রাদাৎ। ততঃ ক্রমশো দক্ষিণস্যাং দিশি মহেন্দ্রাদ্রিসপ্তগোদাবরী-বেণীপম্পাভীমরথী-স্কন্দক্ষেত্রশ্রীশৈলবেঙ্কটকাঞ্চীকাবেরীশ্রীরঙ্গর্ষভাদ্রিসামুদ্রসেতুকৃতমালাতাম্রপর্ণী-মলয়াচল-কুলাচল-দক্ষিণসিন্ধুকন্তুণপঞ্চাপ্সরোগোকর্ণশূর্পারক-তাপীপয়োষ্ণী-

---

অনন্তর সঙ্কর্ষণ তথা হইতে শাস্তল ও সৌকরতীর্থে গমন করত অন্যান্য তীর্থসমূহ ভ্রমণ করিয়া নৈমিষারণ্যে আগমন করিলেন। ১০—১২। বলরামকে সমাগত দেখিয়া শৌনকাদি ঋষিবৃন্দ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা ও বন্দনা করিলেন। তন্মধ্যে বেদব্যাসশিষ্য রোমহর্ষণ গাত্রোত্থান না করায় তদ্দর্শনে বলভদ্র তাঁহাকে করস্থিত কুশাগ্র দ্বারা নিহত করেন, তাহাতে মুনিগণমধ্যে হাহাকার উত্থিত হয়, তদ্দর্শনে বলরাম অখিল লোকপাবন হইয়াও লোকশিক্ষার্থ আত্মশুদ্ধি-কামনায় দ্বাদশবার্ষিক তীর্থস্নানে সঙ্কল্প করেন। তৎকালে ইল্বলতনয় বল্বল নামক দৈত্য পর্ব্বকালে নৈমিষারণ্যে পাংশুবর্ষণ এবং আকাশস্থ হইয়া প্রচণ্ড বায়ুর সহিত দুর্গন্ধ পূয় শোণিত, বিষ্ঠা, মূত্র, মদ্য ও মাংস বর্ষণ করিত। অনন্তর বলরাম ঋষিগণের শান্তির নিমিত্ত সেই লোলজিহ্ব বজ্রবৎ দৃঢ়াঙ্গ, গাঢ় কজ্জল ও অঞ্জন পুঞ্জ-তুল্য কৃষ্ণাঙ্গ, তপ্ত তাম্রতুল্য শ্মশ্রু ভয়ঙ্কর অসুরকে হলাগ্র দ্বারা গগন হইতে আকর্ষণ করত মুষল দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন। সেই প্রহারে সে বিগত প্রাণ হইয়া আকাশ হইতে কমণ্ডলুর ন্যায় পতিত হইল। অনন্তর মুনিগণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহার স্তব এবং তাঁহাকে বহু অমোঘ আশীর্ব্বাদ প্রদানপূর্ব্বক দেবগণকর্ত্তৃক বৃত্রঘাতী ইন্দ্রের অভিষেকের ন্যায় অভিষিক্ত করিলেন। বলরাম মুনিগণের অনুমতি লইয়া সরযূ, কৌশিকী, মানসসরোবর, গণ্ডকী ও গোতমী তীর্থে স্নান করত অযোধ্যা, নন্দীগ্রাম, বর্হিষ্মতী ও ব্রহ্মাবর্ত্তাদিতে স্নানান্তে তীর্থরাজ প্রয়াগে আগমন করিয়া তথায় অযুত গোদান করিলেন। ১৩—১৬। অনন্তর চিত্রকূট, বিন্ধ্যাচল, কাশী, বিপাশা, শোণ, মিথিলা ও গয়ায় স্নান করিয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে গমন এবং তথায় সুবর্ণশৃঙ্গ ও বস্ত্রযুক্ত পৃথক্‌ভাবে লক্ষ ভার সুবর্ণ সংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে শতকোটি গোদান করিলেন। অনন্তর দক্ষিণদেশে গিয়া ক্রমশঃ মহেন্দ্রাদি, সপ্ত গোদাবরী, বেণী, পম্পা, ভীমরথী, স্কন্দক্ষেত্র, শ্রীপর্ব্বত, বেঙ্কট, কাঞ্চী, কাবেরী, শ্রীরঙ্গ, ঋষভাদ্রি, সামুদ্র সেতু, কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, মলয়াচল, কুলাচল, দক্ষিণ-

নির্ব্বিন্ধ্যা—দণ্ডক—রেবামাহিষ্মত্যা—বন্তিকাদীনি তীর্থানি সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণঃ করিষ্যতি, তত্ত্বৎ-সহায়ার্থং বিনসনে চাগমিষ্যতি ॥ ১৭

ইদং বলভদ্রচরিত্রং পবিত্রং সর্ব্বপাপাপহরণং তীর্থযাত্রাবর্ণনং নিতরাং ময়া বর্ণিতং সর্ব্বমঙ্গলকরণং কৌরবেন্দ্র কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৮

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীবলভদ্রখণ্ডে প্রাড্‌বিপাক দুর্য্যোধনসংবাদে দ্বারকালীলাবর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

দুর্য্যোধন উবাচ।

মুনিশার্দ্দুল ভগবন্ ভগবান্ বলভদ্রো নাগকন্যাভির্গোপীভিঃ কদা কালিন্দীকূলে বিজহার ॥ ১

প্রাড্‌বিপাক উবাচ।

একদা দ্বারকানগরাৎ তালাঙ্কং রথমাস্থায় সুহৃদ্দিদৃক্ষুঃ পরমুৎকণ্ঠো নন্দরাজগোকুলং গোগোপালগোপীগণসঙ্কুলং সঙ্কর্ষণ আগতশ্চিরোৎকণ্ঠাভ্যাং নন্দরাজযশোদাভ্যাং পরিষিক্তো গোপীগোপালগোভির্ম্মিলিত্বা তত্র দ্বৌ মাসৌ বাসন্তিকৌ চাবাৎসীৎ ॥ ১

অথ চ যা নাগকন্যাঃ পূর্ব্বোক্তাস্তা গোপকন্যা ভূত্বা বলভদ্রপ্রাপ্ত্যর্থং গর্গাচার্য্যাদ্বলভদ্রপঞ্চাঙ্গং গৃহীত্বা তেনৈব সিদ্ধা বভূবুঃ। তাভির্বলদেব একদা প্রসন্নঃ কালিন্দীকূলে রাসমণ্ডলং সমারেভে তদৈব চৈত্রপূর্ণিমায়াং পূর্ণচন্দ্রোঽরুণবর্ণঃ সম্পূর্ণং বনং রঞ্জয়ন্ বিরেজে ॥ ২

শীতলা মন্দযানাঃ কমলমকরন্দরেণুবৃন্দসংবৃতাঃ সর্ব্বতো বায়বঃ পরিববুঃ কলিন্দগিরিনন্দিনী চলল্লহরীভিরানন্দদায়িনী পুলিনং বিমলং হ্যাচিতং চকার, তথা চ কুঞ্জপ্রাঙ্গণনিকুঞ্জপুঞ্জৈঃ স্ফুরল্ললিত—পল্লবপুষ্প—রাগৈর্মধুর-

সিন্ধু, কল্পন, পঞ্চাপ্সর, গোকর্ণ, শূর্পারক, তাপী, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, দণ্ডক, রেবা, মাহিষ্মতী ও অবন্তিকা প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন; তারপর তোমার সাহায্যার্থ কুরুক্ষেত্র তীর্থে আগমন করেন। এই আমি তোমার নিকট বলদেবের সর্ব্বপাপহর সর্ব্বমঙ্গলকর পবিত্র তীর্থযাত্রা-চরিত্র বিস্তাররূপে বর্ণন করিলাম, হে কুরুরাজ পুনরায় আর কি শুনিতে অভিলাষ কর। ১৭—১৮।

বলভদ্রখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে ভগবন্ মুনিসত্তম। ভগবান্ বলরাম কোনকালে নাগকন্যা গোপীগণের সহিত কালিন্দীকূলে বিহার করিয়াছিলেন? প্রাড্‌বিপাক বলিলেন,—একদা বন্ধুদর্শন বাসনায় বলরাম পরম উৎকণ্ঠাসহকারে তালধ্বজরথে আরূঢ় হইয়া দ্বারকা হইতে গো, গোপাল ও গোপীগণসঙ্কুল নন্দগোকুলে আগমন করিলেন; সঙ্কর্ষণকে সমাগত দেখিয়া দীর্ঘকালের দর্শনোৎকণ্ঠায় নন্দযশোদা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিলেন। বলরামও গোপী, গোপাল ও গোগণসহ বসন্ত কালের দুইমাস তথায় বাস করিলেন। পূর্ব্বোক্ত যে সকল নাগকন্যারা গোপী হইয়া গর্গাচার্য্যের নিকট প্রাপ্ত বলভদ্রের পঞ্চাঙ্গ দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন, একদা বলদেব প্রসন্ন হইয়া তাহাদের সহিত কালিন্দী-কূলের রাসমণ্ডলে রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন; সেদিন চৈত্র পূর্ণিমা, অরুণবর্ণ পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া সমস্ত বন রঞ্জিত করত বিরাজ করিয়াছিলেন। তখন শীতল সমীরণ কমলের মকরন্দ ও রেণুবৃন্দ লইয়া সর্ব্বত্র মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছিল, কলিন্দগিরিনন্দিনী যমুনাও চঞ্চল লহরী তুলিয়া আনন্দ দান করিতেছিলেন, বিমল পুলিনভূমি জলসিক্ত ও কুঞ্জের প্রাঙ্গণস্থল নিকুঞ্জপুঞ্জে রঞ্জিত

কোকিল-পুংস্কোকিল-কূজিতৈর্মধুমত্ত-মধুপমধুর-ধ্বনিভিৰ্ব্রজভূমির্ব্বিভ্রাজমানা বভূব ॥ ৪

তত্র ক্বণদঘণ্টিকনূপুরঃ স্ফুরন্মণিময়কটক-কটিসূত্রকেয়ূরহারকিরীটকুণ্ডলয়োরুপরি কমল-পত্রৈর্নীলাম্বরো বিমলকমলপত্রাক্ষো যক্ষীভি-র্যক্ষরাড়িব গোপীভির্গোপরাড্ রাসমণ্ডলে রেজে ॥ ৫

অথ বরুণপ্রেষিতা বারুণী দেবী পুষ্পভার-গন্ধিলোভি-মিলিন্দনাদিতবৃক্ষকোটরেভ্যঃ পতন্তী সর্ব্বতো বনং সুরভি চকার। তৎপানমদবিহ্বলঃ কমলবিশালতাম্রাক্ষো মকরধ্বজাবেশচল-দ্ধ্রুধ্যাঙ্গভঙ্গো বিহারখেদপ্রস্বেদাম্বুকণৈর্গলদ্গণ্ড-স্থলপত্রভঙ্গো গজেন্দ্রগতির্গজেন্দ্রশুণ্ডাদণ্ডসম-দোর্দ্দণ্ডমণ্ডিতো গজীভির্গজরাজেন্দ্র ইবোন্মত্তঃ সিংহাংসস্তস্তস্তলেশো মুসলপাণিঃ কোটীন্দুপূর্ণ-মণ্ডলসঙ্কাশঃ প্রোদ্দামদ্রত্নমঞ্জীরপ্রচলন্নুপুরপ্রক্কণৎনূ কনক-কিঙ্কিণীভিঃ কঙ্কণস্ফুরত্তাটঙ্কপুরটহার-শ্রীকণ্ঠাঙ্গুলীয়শিরোমণিভিঃ প্রবিভূষিনীকৃষ্ণ-সর্পিণীশ্যামবেণীকুন্তলললিতগণ্ডস্থলপত্রাবলীভিঃ সুন্দরীভির্ভগবান্ ভুবনেশ্বরো বিভ্রাজমানো বিররাজ অথ চ রেমে ॥ ৬

অথ হ বাব কালিন্দীকূলকান্তারপর্য্যটন-বিহার-পরিশ্রমোদ্যৎস্বেদ--বিন্দুব্যাপ্তমুখারবিন্দঃ স্নানার্থং জলক্রীড়ার্থং যমুনাং দূরাৎ স আহু-হাব ততস্তনাগতাং তটিনীং হলাগ্রেণ কুপিতো বিচকর্ষ ইতি হোবাচ ॥ ৭

অদ্য মামবজ্ঞায় নায়াসি মযাহূতাপি মুসলেন ত্বাং কামচারিণীং শতধা নেষ্য এবং নিভৎর্সিতা সা ভূরি ভীতা যমুনা চকিতা তৎপাদয়োঃ পতিতোবাচ ॥ ৮

হইয়াছিল। কান্তিযুক্ত কোমলপল্লব ও পুষ্পের রাগে, ময়ূর কোকিল ও পুংস্কোকিলের মধুর কূজনে এবং মত্ত মধুকরের মধুর ধ্বনিতে মুখরিত ব্রজভূমি প্রভূত শোভাসম্পন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছিল। ১—৪। ক্বণধ্বনি যুক্ত নূপুর, প্রদীপ্ত মণিময় কটক, কটিসূত্র, কেয়ূর, হার, কিরীট, কুণ্ডল ও তদুপরি কমল পত্র ও নীলবসন প্রভৃতি ভূষণ-বসনে অলঙ্কৃত, বিমল কমলনয়ন গোপীগণ-পরিবৃত গোপ-রাজ বলরাম যক্ষীগণ দ্বারা শোভিত যক্ষ-রাজের ন্যায় রাসমণ্ডলে বিরাজিত হইলেন। অনন্তর বরুণপ্রেরিত বারুণীদেবী তরুকোটর হইতে পতিত হইতে লাগিলেন। সেই পুষ্পাসবগন্ধে সমস্ত বন সুগন্ধময় হইল; মধুলোভে মধুকরগণ গুন্‌গুন্ নিনাদ করিতে লাগিল। সেই মদিরাপানে মদবিহ্বল কমল-তুল্য বিশাল লোহিতলোচন বলদেবের কামাবেশে অঙ্গ চঞ্চল হইল। বিহার-খেদে অম্বুকণার ন্যায় স্বেদবিন্দু নির্গত হইয়া কপোল-স্থলের চিত্রাবলী বিধৌত করিল, গজেন্দ্রগামী ও গজেন্দ্র-শুণ্ডাদণ্ড তুল্য বাহুদণ্ডমণ্ডিত বলদেব করিণীগণের সহিত উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রীড়ারত হইলেন। সিংহতুল্য স্কন্ধদেশে হল ও করে মুষল বিন্যস্ত করিয়া বল-রাম কোটি কোটি পূর্ণচন্দ্রের প্রভা ধারণ করিলেন; শব্দায়মান রত্নমঞ্জীর, চঞ্চল নূপুর ক্বণ-ধ্বনিযুক্ত কিঙ্কিণী, প্রস্ফুরিত কঙ্কণ, তাটক, পুরটহার, শ্রীকণ্ঠ, অঙ্গুরীয়ক ও শিরোমণি প্রভৃতি ভূষিতা, কৃষ্ণ সর্পেরও তিরস্কার-কারী কৃষ্ণকেশে বেণীবন্ধনকারিণী; কপোল-দেশে রচিত পত্রাবলীর শোভাসম্পন্ন সুন্দরীগণের সহিত ভগবান্ ভুবনেশ্বর বলরাম বিরাজমান শোভামান ও রমমাণ হইলেন। হে তাত! অনন্তর যমুনার তট-স্থিত বনে বিচরণ ও ক্রীড়া করিতে করিতে শ্রমবশত বলরামদেহে স্বেদবিন্দু দেখা দিল, তখন তিনি স্নান ও জলক্রীড়ার্থ দূরস্থিতা যমু-নাকে নিকটে ডাকিলেন, কিন্তু যমুনা আসি-লেন না; তখন কুপিত বলদেব হলাগ্রদ্বারা তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেন আর বলিতে লাগিলেন;—আমি আহ্বান করিলেও আজ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আগমন করিলে না, তুমি কামচারিণী, তোমাকে মুষল দ্বারা শত খণ্ড করিব। এইরূপে তিরস্কৃতা যমুনা অত্যন্ত ভীতা

রাম রাম সঙ্কর্ষণ বলভদ্র মহাবাহো তব পরং বিক্রমং ন জানে যস্যৈকস্মিন্মূর্দ্ধ্নি সর্ষপবৎ সর্ব্বং ভূরি ভূখণ্ডমণ্ডলং দৃশ্যতে তস্য তব পরমমনুভাবমজানন্তীং প্রপন্নাং মাং মোক্তুং যোগ্যোঽসি ত্বং ভক্তবৎসলোঽসি। ৯

ইত্যেবং যাচিতো বলভদ্রো যমুনাং ততো ব্যমুঞ্চৎ পুনঃ করেণুভিঃ করীব গোপীভির্গোপরাড় জলে বিজগাহ। পুনর্জলাদ্বিনির্গত্য তত্রস্থায় বলভদ্রায় সহসা যমুনা চোপায়নং নীলাম্বরাণি হেমরত্নময়ভূষণানি দিব্যানি চ দদৌ। হ বাব তানি গোপীযূথায় পৃথক্ পৃথক্ বিভজ্য স্বয়ং নীলাম্বরে বসিত্বা কাঞ্চনীং মালাং নবরত্নময়ীং ধৃত্বা মহেন্দ্রো বারণেন্দ্র ইব বলভদ্রো বিরেজে। ১০

ইত্থং কৌরবেন্দ্র যাদবেন্দ্রস্য রমতঃ সর্ব্বা বাসন্তিক্যো নিশা ব্যতীতা বভূবুঃ ভগবতো বলভদ্রস্য হস্তিনাপুরমিব বীর্য্যং সূচয়তীব হ্যদ্যাপি চ কৃষ্টবর্ত্মা যমুনা বহতি। ইমাং রামস্য রাসকথাং যঃ শৃণোতি শ্রাবয়তি চ স সর্ব্বপাপপটলং ছিত্বা তস্য পরম্পরমানন্দপদং প্রতিয়াতি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি। ১১

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীবলভদ্রখণ্ডে প্রাড়্বিপাকদুর্য্যোধনসম্বাদে রাসক্রীড়াবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ। ৯।

বিহ্বলা হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে পতিতা হইলেন এবং বলিলেন,—হে রাম রাম! সঙ্কর্ষণ! হে বলভদ্র! হে মহাবাহো! তোমার অমিত পরাক্রম আমি জানি না; একমাত্র তোমার একটি মাত্র মস্তকে ভূরি ভূখণ্ডমণ্ডল সর্ষপের ন্যায় বিরাজিত, আমি তোমার পরম মর্য্যাদা অবিদিত, ভক্তবৎসল তুমি শরণাগত আমাকে ত্যাগ কর। ৫—৯। এইরূপে প্রার্থিত হইয়া গোপরাজ বলরাম যমুনাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক করিণীগণের সহিত করিরাজের ন্যায় গোপীগণসহ জলক্রীড়া করিলেন। অনন্তর যমুনা পুনরায় জল হইতে বিনির্গত বলরামকে বহু দিব্য নীলবসন ও স্বর্ণরত্নের ভূষণ উপহার দিলেন। হে তাত! বলরাম সেই সকল গোপীদল মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং নীলবসন পরিধান ও নবরত্নময়ী স্বর্ণমালা ধারণ করিয়া ঐরাবতের ন্যায় বিরাজিত হইলেন। হে কৌরবেন্দ্র! এইরূপে রমমাণ বলরামের সমস্ত বাসন্তী রজনী অতীত হইয়া গেল। তিনি হস্তিনাপুরীর মত যমুনাকে আকর্ষণ করিয়া যে বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আজ পর্য্যন্ত যমুনা তাহা স্মরণ করিয়া বলরাম কর্ষিতপথে প্রবহমাণা রহিয়াছেন। যে মানব এই বলরাম-রাসকথা শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায় সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া তাঁহার পরমানন্দধামে গমন করে, পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ১০—১১।

বলভদ্রখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশমোঽধ্যায়ঃ

দুর্য্যোধন উবাচ।

ভগবন্ গর্গাচার্য্যেণ গোপীযূথায় কথং দত্তং বলভদ্রপঞ্চাঙ্গং তৎ কৃপয়া বদতাৎ ত্বং সর্ব্বজ্ঞোঽসি। ১

প্রাড়্বিপাক উবাচ।

কৌরবেন্দ্র একদা গর্গাচার্য্যঃ কলিন্দনন্দিনীং স্নাতুং গর্গাচলাদ্ ব্রজমণ্ডলঞ্চাজগাম তত্রৈকান্তে মরুল্লীলৈজল্ললিতলতাতরুপল্লবপুষ্পগন্ধমত্তমিলিন্দপুঞ্জে কালিন্দীকূলকলিতনিকুঞ্জে

দশম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ; গর্গাচার্য্য গোপীযূথকে কি প্রকারে বলভদ্র-পঞ্চাঙ্গ প্রদান করিলেন, কৃপাপূর্ব্বক তাহা বর্ণন করুন। প্রাড়্বিপাক কহিলেন,—হে কৌরবেন্দ্র! গর্গাচার্য্য একদা যমুনাস্নানার্থ গর্গাচল হইতে ব্রজপুরে আগমন করেন। বায়ুদ্বারা তদীয় তীর-তরুর ললিত লতাপল্লব কম্পিত

শ্রীরামকৃষ্ণধ্যানতৎপরং গর্গাচার্য্যং প্রণম্য নাগেন্দ্রকন্যাঃ স্ম ইতি জাতিস্মরা গোপকন্যাঃ শ্রীমদ্বলভদ্রপ্রাপ্ত্যর্থং সেবনং পপ্রচ্ছুস্তাসাং পরমাং ভক্তিং বীক্ষ্য পদ্ধতিপটলস্তোত্রকবচ-সহস্রনামানি গোপীযূথায় স প্রদদৌ কিং ভূয়স্ত্বং তদ্‌গ্রহণং কর্ত্তুমিচ্ছসি বদতাৎ ॥ ২

দুর্য্যোধন উবাচ।

রামস্য পদ্ধতিং ব্রূহি যয়া সিদ্ধিং ব্রজাম্যহম্।
ত্বং ভক্তবৎসলো ব্রহ্মন্ গুরুদেব নমোঽস্তু তে

প্রাড়্‌বিপাক উবাচ।

রামমার্গস্য নিয়মং শৃণু পার্থিবসত্তম।
যেন প্রসন্নো ভবতি বলভদ্রো মহাপ্রভুঃ ॥ ৪
সহস্রবদনো দেবো ভগবান্ ভুবনেশ্বরঃ।
ন দানৈর্ন চ তীর্থৈশ্চ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ॥ ৫
সৎসঙ্গমেত্যাশু শিক্ষেদ্ভক্তিং বৈ শ্রীহরেগুরোঃ
স সিদ্ধঃ কথিতো জাতং যস্য বৈ প্রেমলক্ষণম্ ॥৬
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় রাম কৃষ্ণেতি চ ব্রুবন্।
নত্বা গুরুং ভুবং চৈব ততো ভূম্যাং পদং ন্যসেৎ
বার্য্যুপস্পৃশ্য রহসি স্থিতো ভূত্বা কুশাসনে।
হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রনিরীক্ষণঃ ॥ ৮
ধ্যায়েৎ পরং হরিং দেবং বলভদ্রং সনাতনম্।
গৌরং নীলাম্বরং হৃদ্যং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৯
এবং ধ্যানপরো নিত্যং প্রীত্যর্থং হলিনঃ প্রভোঃ
ত্রিকালসন্ধ্যাকৃচ্ছুদ্ধো মৌনী ক্রোধবিবর্জ্জিতঃ ॥
অকামী গতলোভশ্চ নির্ম্মোহঃ সত্যবাগ্ ভবেৎ
দ্বিবারং জলপানার্থী একভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১১
ক্ষৌমাম্বরো ভূমিশায়ী ভূত্বা পায়সভোজনঃ।
এবং নির্জ্জিতষড়্‌বর্গো ভবেদেকাগ্রমানসঃ ॥১২
তস্য প্রসন্নো ভবতি সদা সঙ্কর্ষণো হরিঃ।
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বকারণকারণঃ ॥ ১৩
ইত্থং শ্রীবলভদ্রস্য কথিতা পদ্ধতির্ময়া।
কৌরবেন্দ্র মহাবাহো কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

হইতেছিল, পুষ্পের সুগন্ধে মত্ত মধুকরবৃন্দ গুন্‌গুন্ করিতেছিল; গর্গাচার্য্য এহেন যমুনা-তীরের নিকুঞ্জস্থানে একান্তে রামকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তখন নাগেন্দ্রকন্যা গোপীগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করত বলভদ্রপ্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করেন। কন্যাগণের পরম ভক্তি দর্শনে তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য গর্গাচার্য্য পদ্ধতি, পটল, স্তোত্র, কবচ ও সহস্র নাম প্রদান করেন। এখন বল—তুমি কি উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর? দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে গুরুদেব! বলরামের পদ্ধতি বলুন, আমি যাহা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারি। হে ব্রহ্মন্! আপনি ভক্তবৎসল, আপনাকে নমস্কার। প্রাড়্‌-বিপাক কহিলেন,—হে রাজসত্তম! মহাপ্রভু বলরাম যাহাতে প্রসন্ন হন, সেই বলভদ্র-পদ্ধতির নিয়ম শ্রবণ কর। ভগবান্ ভুবনেশ্বর দেব বলরাম সহস্রবদন, বহু দান ও তীর্থসেবায় তাঁহাকে পাওয়া যায় না, তিনি অনন্য-ভক্তি-লভ্য। হরিরও গুরু সেই বলরামের ভক্তি সৎসঙ্গলাভে আশু প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহার প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হয়, তিনি সিদ্ধ হইয়া থাকেন। 'রামকৃষ্ণ' বলিতে বলিতে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গুরু ও পৃথ্বীকে নমস্কারপূর্ব্বক পৃথিবীতে পাদন্যাস করিবে। তারপর আচমন করিয়া নির্জ্জনে কুশাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ক্রোড়ে হস্ত স্থাপন করত স্বকীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া পরমদেব সনাতন হরি বলরামকে ধ্যান করিবে। তিনি গৌরবর্ণ, নীলবসন, বনমালা-বিভূষিত, মনোরম।১—৯। এইরূপে প্রভু বলভদ্রের প্রীতির নিমিত্ত নিত্য ধ্যান তৎপর হইবে; শুদ্ধ মৌনী ও ক্রোধ-বর্জ্জিত হইয়া ত্রিকালে সন্ধ্যা বন্দনা করিবে। অকাম, নির্লোভ, মোহহীন ও সত্যবাদী হইবে, জিতেন্দ্রিয় হইয়া একবারমাত্র পায়স ভোজন করিবে, দুইবার জল পান করিবে। ক্ষৌমবসন-পরিধায়ী ও ভূমিশায়ী হইবে। এইরূপে ছয় ইন্দ্র জয় করিয়া একাগ্রমনা হইলে পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ সর্ব্ব-কারণকারণ সঙ্কর্ষণ হরি তাহার প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন হন। হে মহাবাহো কৌরবেন্দ্র! এই আমি তোমার নিকট বলভদ্র-পদ্ধতি কীর্ত্ত

দুর্য্যোধন উবাচ
মুনীন্দ্র দেবদেবস্য পটলং ব্রূহি মে প্রভোঃ।
যেন সেবাং করিষ্যামি তৎপদাম্বুজয়োঃ সদা ॥১৫
প্রাড্‌বিপাক উবাচ।
বলস্য পটলং গুহ্যং বিদ্ধি সিদ্ধিপ্রদায়কম্।
একান্তে ব্রহ্মণা দত্তং নারদায় মহাত্মনে ॥ ১৬
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য কামবীজং ততঃ পরম্।
কালিন্দীভেদনপদং সঙ্কর্ষণমতঃ পরম্ ॥ ১৭
চতুর্থ্যন্তং দ্বয়ং কৃত্বা স্বাহা পশ্চাদ্বিধায় চ।
মন্ত্ররাজমিমং রাজন্ ব্রহ্মোক্তং ষোড়শাক্ষরম্ ॥
জপেল্লক্ষং ব্রতী ভূত্বা সহস্রাণি চ ষোড়শ।
ইহামুত্র পরাং সিদ্ধিং সম্প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥
অথ জপ্তস্য মন্ত্রস্য মহাপূজাং সমাচরেৎ।
দ্বাত্রিংশৎপত্রসংযুক্তং কর্ণিকাকেশরোজ্জ্বলম্ ॥২
ভব্যং কঞ্জং পঞ্চবর্ণং লিখিত্বা স্থণ্ডিলে শুভে।
তস্যোপরি ন্যসেদ্রাজন্ হেমসিংহাসনং শুভম্ ॥
তস্মিন্ শ্রীবলদেবস্য পরামর্চ্চাং প্রপূজয়েৎ ॥২২

ওঁ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায় বাসুদেবায় সঙ্কর্ষণায় সহস্রবদনায় মহানন্তায় স্বাহা, অনেন মন্ত্রেণ শিখাবন্ধনং কৃত্বা সর্ব্বতস্তং প্রণম্য তৎ-সম্মুখো ভূত্বা স্বয়ং নতো ভবেৎ ওঁ জয়জয়ানন্ত বলভদ্র কামপাল তালাঙ্ক কালিন্দীভঞ্জন আবিরাবির্ভূয় মম সম্মুখো ভবেতি। অনেন মন্ত্রেণাবাহনং কুর্য্যাৎ ॥ ২৩

ওঁ নমস্তেঽস্তু সীরপাণে হলমুসলধর রৌহিণেয় নীলাম্বর রাম রেবতীরমণ নমস্তেঽস্তু। অনেন মন্ত্রেণাসনপাদ্যার্ঘ্যস্নানমধুপর্কধূপদীপযজ্ঞোপবীত-নৈবেদ্য-বস্ত্র-ভূষণগন্ধ-পুষ্পাক্ষতপুষ্পাঞ্জলিনীরাজনাদীন্নুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ। ওঁ বিষ্ণবে মধুসূদনায় বামনায় ত্রিবিক্রমায় শ্রীধারায় হৃষীকেশায় পদ্মনাভায় দামোদরায় সঙ্কর্ষণায় বাসুদেবায় প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায়াধোক্ষজায় পুরুষোত্তমায় শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ইতি পাদগুল্ফজানূরুকট্যুদরপার্শ্বপৃষ্ঠিভুজাকন্ধরনেত্রশিরাংসি পৃথক্ পৃথক্ পূজয়ামীতি মন্ত্রেণ সর্ব্বাঙ্গপূজাং কুর্য্যাৎ। অথ শঙ্খচক্র-গদাপদ্মাসিধনুর্বাণহলমুসলকৌস্তুভবন-

করিলাম, পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে মুনিবর! দেবদেব প্রভু বলরামের পটল বলুন, আমি ইহা দ্বারা প্রভু বলরামের পাদপদ্মের সেবা করিব। প্রাড্‌বিপাক কহিলেন,—বলরামের গুহ্য পটল সিদ্ধিপ্রদ জানিবে, ব্রহ্মা নির্জ্জনে উহা মহাত্মা নারদকে দিয়াছিলেন। প্রথমে প্রণব ওঁ, তারপর কামবীজ ক্লীং, তারপর চতুর্থ্যন্ত কালিন্দীভেদন ও সঙ্কর্ষণপদ বিন্যস্ত করিয়া পরে স্বাহা বিন্যাস করিবে; 'ওঁ ক্লীং কালিন্দীভেদনায় সঙ্কর্ষণায় স্বাহা' এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্ররাজ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। মানব ব্রতী হইয়া এই মন্ত্র এক-লক্ষ ষোলহাজার জপ করিলে ইহকালে ও পরকালে পরম সিদ্ধিলাভ করে সংশয় নাই। মন্ত্রজপের পর মহাপূজা কর্ত্তব্য। হে রাজন্! মনোজ্ঞ-স্থণ্ডিলে পঞ্চ বর্ণের উজ্জ্বল কর্ণিকা-কেশরযুক্ত দ্বাত্রিংশদ্দল সুন্দর পদ্ম অঙ্কিত করিয়া, তাহার উপর সুন্দর সিংহাসন বিন্যস্ত করত তাহাতে বলরামের পরম মূর্ত্তির

পূজা করিবে। ১০—২১। "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি স্বাহান্ত মূলের লিখিত মন্ত্রে শিখা বন্ধনপূর্ব্বক সর্ব্বদিকে বলরামকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে স্বয়ং নত হইয়া উপবেশন করিবে। "ওঁ জয় জয় অনন্ত" ইত্যাদি "মম সম্মুখে ভব" ইত্যন্ত মূললিখিত মন্ত্রে আবাহন করিবে। "ওঁ নমোঽস্তু তে', ইত্যাদি "রেবতীরমণ নমোঽস্তু তে"ইত্যন্ত মূলের লিখিত মন্ত্রে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, মধুপর্ক, ধূপ, দীপ, যজ্ঞোপবীত, নৈবেদ্য, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, পুষ্পাঞ্জলি ও নীরাজনাদি উপচার প্রদান করিবে। "ওঁ বিষ্ণবে" ইত্যাদি "শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ"ইত্যন্ত মূলের লিখিত মন্ত্রে পূজা করিয়া "ওঁ পাদগুল্ফ" ইত্যাদি "পূজয়ামি" ইত্যন্ত মূললিখিত মন্ত্রে সঙ্কল্প করিয়া পাদ, গুল্ফ, জানু, উরু, কটি, উদর, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, ভুজ, অঙ্গ, অধর নেত্র ও মস্তক প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ সর্ব্বাঙ্গ পূজা করিবে। অনন্তর 'ওঁ

মালাশ্রীবৎসপীতাম্বরনীলাম্বরবংশীবেত্রগরুড়াঙ্ক-
তালাঙ্করথদারুকসুমতিকুমুদকুমুদাক্ষশ্রীদামাদীন্
প্রণবপূর্ব্বেণ চতুর্থ্যন্তেন নমঃসংযুক্তেন নাম-
মন্ত্রেণ পৃথক্ সম্পূজ্য তথা বিষ্বক্‌সেনবেদ-
ব্যাসদুর্গাবিনায়কদিক্‌পালগ্রহাদীন্ কমলে
সর্ব্বতঃ স্বে স্বে স্থানে সম্পূজয়েৎ। পুনঃ পরি-
সমূহনাদিস্থালীপাকবিধানেন বৈশ্বানরং সম্পূজ্য
পূর্ব্বোক্তেন মূলমন্ত্রেণ পঞ্চবিংশতিসহস্রাণ্যা-
হুতীর্জ্জুহুয়াৎ। তথাষ্টৌ সহস্রাণি দ্বাদশাক্ষ-
রেণ তথাষ্টৌ সহস্রাণি চতুর্ব্যূহমন্ত্রেণাহুতীর্জ্জু-
হুয়াৎ। ততোঽগ্নিং প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্কৃত্যা-
চার্য্যং মহার্হবস্ত্রসুবর্ণাভরণতাম্রপাত্রসবৎসগো-
সুবর্ণদক্ষিণাভিঃ সম্পূজ্য তথা ব্রাহ্মণান্ ভোজ-
নাদ্যৈঃ সম্পূজ্য নগরজনেভ্যো ভোজনং দত্বা-
চার্য্যান্ প্রণমেৎ। ইত্থং বলস্য পটলানুসারেণ
যোঽনুস্মরতি ইহামুত্র সিদ্ধিসমৃদ্ধিভিঃ সংবৃতো
ভবতি। ২৪

শ্রীরামপটলং গুহ্যং ময়া তে হ্যনুবর্ণিতম্।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং রাজন্ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং শ্রীবলভদ্রখণ্ডে প্রাড়্-
বিপাকদুর্য্যোধনসংবাদে পদ্ধতিপটলবর্ণনং
নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

দুর্য্যোধন উবাচ।

স্তোত্রং শ্রীবলদেবস্য প্রাড়্‌বিপাক মহামুনে।
বদ মাং কৃপয়া সাক্ষাৎ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ১

প্রাড়্‌বিপাক উবাচ।

স্তবরাজস্তু রামস্য বেদব্যাসকৃতং শুভম্।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং রাজন্ শৃণু কৈবল্যদং নৃণাম্ ॥ ২
দেবাদিদেব ভগবন্ কামপাল নমোঽস্তু তে।
নমোঽনন্তায় শেষায় সাক্ষাদ্রামায় তে নমঃ ॥ ৩
ধরাধরায় পূর্ণায় স্বধাম্নে সীরপাণয়ে।

শঙ্খায় নমঃ, ওঁ চক্রায় নমঃ, এইরূপে ক্রমানু-
সারে পূর্ব্বে প্রণব ও পরে চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত
নমঃ শব্দযুক্ত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, অসি,
ধনু, বাণ, হল, মুষল, কৌস্তুভ, বনমালা,
শ্রীবৎস, পীতাম্বর, নীলাম্বর, বংশী, বেত্র,
গরুড়াঙ্ক, তালাঙ্ক, রথ, দারুক, সুমতি, কুমুদ,
কুমুদাক্ষ ও শ্রীদামাদির নামমন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্
পূজা করিয়া পদ্মের সর্ব্বদিকে স্ব স্ব স্থানে
বিষ্বকসেন, বেদব্যাস, দুর্গা গণেশ, দিক্‌পাল ও
গ্রহাদির পূজা করিবে। অনন্তর পরিসমূহ-
নাদি স্থালীপাকবিধানে অগ্নির পূজা করিয়া
পূর্ব্বোক্ত মূলমন্ত্রে পঞ্চবিংশতি সহস্র আহুতি
প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে আট
হাজার এবং চতুর্ব্যূহ মন্ত্রে আট হাজার হোম
করিবে। তার পর অগ্নি প্রদক্ষিণ ও
আচার্য্যকে নমস্কারপূর্ব্বক মহামূল্য বসন, সুবর্ণা-
ভরণ, তাম্রপাত্র, সবৎসা গো ও সুবর্ণ দক্ষিণা
দ্বারা পূজা করিবে। তার পর ব্রাহ্মণগণকে
ও নগরবাসী জনগণকে ভোজন করা-
ইয়া আচার্য্যকে প্রণাম করিবে। যে ব্যক্তি
এইরূপ পটলানুসারে বলরামের পূজা করে,
সে ইহ-পরকালে নানা সমৃদ্ধি দ্বারা বর্দ্ধিত
হয়। হে রাজন্! এই আমি তোমার
নিকট সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ গুহ্য বলরাম পটল বর্ণন
করিলাম, পুনরায় আর কি শুনিতে অভিলাষ
কর? ২২—২৫।

বলভদ্রখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে মহামুনে প্রাড়্-
বিপাক! কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট সর্ব্বসিদ্ধি-
প্রদ সাক্ষাৎ বলদেবের স্তোত্র কীর্ত্তন করুন!
প্রাড়্‌বিপাক কহিলেন,—হে রাজন্ মানবগণের
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মোক্ষদ বেদব্যাসকৃত বলরামের
শুভ স্তবরাজ শ্রবণ কর। হে দেবাদিদেব!
হে ভগবন্ কামপাল! আপনাকে নমস্কার।
হে বলরাম! আপনি সাক্ষাৎ শেষ অনন্ত,
আপনাকে নমস্কার। ধরাধর হলধর স্বীয়

সহস্রশিরসে নিত্যং নমঃ সঙ্কর্ষণায় তে ॥ ৪
রেবতীরমণ ত্বং বৈ বলদেবাচ্যুতাগ্রজ।
হলায়ুধ প্রলম্বঘ্ন পাহি মাং পুরুষোত্তম ॥ ৫
বলায় বলভদ্রায় তালাঙ্কায় নমো নমঃ।
নীলাম্বরায় গৌরায় রৌহিণেয়ায় তে নমঃ ॥ ৬
ধেনুকারির্মুষ্টিকারিঃ কূটারির্ব্বল্বলান্তকঃ।
রুক্ম্যরিঃ কূপকর্ণারিঃ কুম্ভাণ্ডারিস্ত্বমেব হি ॥ ৭
কালিন্দীভেদনোঽসি ত্বং হস্তিনাপুরকর্ষকঃ।
দ্বিবিদারির্যাদবেন্দ্রো ব্রজমণ্ডলমণ্ডনঃ ॥ ৮
কংসভ্রাতৃপ্রহন্তাসি তীর্থযাত্রাকরঃ প্রভুঃ।
দুর্য্যোধনগুরুঃ সাক্ষাৎ পাহি পাহি প্রভো ত্বতঃ
জয় জয়াচ্যুত দেব পরাৎপর
স্বয়মনন্ত দিগন্তগতশ্রুত।
সুরমুনীন্দ্রফণীন্দ্রবরায় তে
মুসলিনে বলিনে হলিনে নমঃ ॥ ১০
যঃ পঠেৎ সততং স্তবনং নরঃ
স তু হরেঃ পরমং পদমাব্রজেৎ।
জগতি সর্ব্ববলং ত্বরিমর্দ্দনং
ভবতি তস্য ধনং স্বজনো ধনম্ ॥ ১১

ইতি শ্রীমদ্গার্গসংহিতায়াং বলভদ্রখণ্ডে
বলভদ্রস্তবরাজবর্ণনং নামৈ-
কাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১॥

তেজে পূর্ণ সহস্র মস্তক সঙ্কর্ষণকে নিত্য নমস্কার। হে বলদেব! আপনি অচ্যুতের অগ্রজ, রেবতীর পতি, হলায়ুধ ও প্রলম্বঘ্ন; হে পুরুষোত্তম! আপনাকে নমস্কার। বল, বলভদ্র ও তালধ্বজকে নমস্কার নমস্কার। নীলাম্বর গৌরবর্ণ রোহিণীতনয়কে নমস্কার। আপনি ধেনুকারি, মুষ্টিকারি, কূটারি, বল্বলান্তক, রুক্মী, কূপকর্ণ ও কুম্ভাণ্ডেরও অরি আপনিই। আপনি কালিন্দীকে ভেদ ও হস্তিনাপুরকে আকর্ষণ ও দ্বিবিদানরের বধ করিয়াছিলেন; আপনি যাদবগণের শ্রেষ্ঠ, ব্রজমণ্ডলের মণ্ডন, কংসভ্রাতাদিগের নিহন্তা, তীর্থযাত্রাকর, প্রভু ও সাক্ষাৎ দুর্য্যোধনগুরু; অতএব হে প্রভো! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। হে অচ্যুত! আপনার জয় হউক, জয় হউক; হে পরাৎপর দেব! আপনি স্বয়ং অনন্ত ও দিগন্তবিশ্রুত এবং আপনি সুরেন্দ্র, মুণীন্দ্র, ফণীন্দ্র, হলী, বলী ও মুষলী; আপনাকে নমস্কার। যে মানব সতত এই স্তব পাঠ করে, সে হরির পরমপদ প্রাপ্ত হয়; জগতে তাহার সর্ব্ববল-সম্পন্ন শত্রুসংহারে সমর্থ ধন ও স্বজন লাভ হইয়া থাকে। ১—১১।

বলভদ্রখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

দুর্য্যোধন উবাচ।
গোপীভ্যঃ কবচং দত্তং গর্গাচার্য্যেণ ধীমতা।
সর্ব্বরক্ষাকরং দিব্যং দেহি মহ্যং মহামুনে ॥ ১
প্রাড্বিপাক উবাচ।
স্নাত্বা জলে ক্ষৌমধরঃ কুশাসনঃ
পবিত্রপাণিঃ কৃতমন্ত্রমার্জ্জনঃ।
স্মৃত্বাথ নত্বা বলমচ্যুতাগ্রজং
সন্ধারয়েদ্বর্ম্ম সমাহিতো ভবেৎ ॥ ২
গোলোকধামাধিপতিঃ পরেশ্বরঃ
পরেষু মাং পাতু পবিত্রকীর্ত্তনঃ।
ভূমণ্ডলং সর্ষপবদ্বিলক্ষ্যতে
যন্মূর্দ্ধ্নি মাং পাতু স ভূমিমণ্ডলে ॥৩

দ্বাদশ অধ্যায়।

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে মহামুনে! ধীমান্ গর্গাচার্য্য গোপীগণকে যে সর্ব্বরক্ষাকর দিব্য কবচ দিয়াছিলেন, তাহা আমাকে প্রদান করুন। প্রাড্বিপাক কহিলেন,—মানব জলে স্নান, ক্ষৌম বসন পরিধান, কুশাসনে উপবেশন ও কুশ ধারণ করিয়া মন্ত্র শোধন করিবে এবং অচ্যুতাগ্রজ বলরামকে স্মরণ ও প্রণাম করিয়া কবচ ধারণ করত সমাহিত হইবে। গোলোকধামাধিপতি, পবিত্রকীর্ত্তি পরেশ্বর আমাকে শত্রু হইতে রক্ষা করুন

সেনাসু মাং রক্ষতু সীরপাণি-
র্যুদ্ধে সদা রক্ষতু মাং হলী চ।
দুর্গেষু চাব্যান্মুসলী সদা মাং
বনেষু সঙ্কর্ষণ আদিদেবঃ॥ ৪
কলিন্দজাবেগহরো জলেষু
নীলাম্বরো রক্ষতু মাং সদাগ্নৌ।
বায়ৌ চ রামোঽবতু খে বলশ্চ
মহার্ণবেঽনন্তবপুঃ সদা মাম্॥ ৫
শ্রীবাসুদেবোঽবতু পর্ব্বতেষু
সহস্রশীর্ষা চ মহাবিবাদে।
রোগেষু মাং রক্ষতু রৌহিণেয়ো
মাং কামপালোঽবতু বা বিপৎসু॥ ৬
কামাৎ সদা রক্ষতু ধেনুকারিঃ
ক্রোধাৎ সদা মাং দ্বিবিদপ্রহারী।
লোভাৎ সদা রক্ষতু বল্বলারি-
র্মোহাৎ সদা মাং কিল মাগধারিঃ॥ ৭
প্রাতঃ সদা রক্ষতু বৃষ্ণিধুর্য্যঃ
প্রাহ্ণে সদা মাং মথুরাপুরেন্দ্রঃ।
মধ্যন্দিনে গোপসখঃ প্রপাতু
স্বরাট্ পরাহ্ণেঽবতু মাং সদৈব॥ ৮
সায়ং ফণীন্দ্রোঽবতু মাং সদৈব
পরাৎপরো রক্ষতু মাং প্রদোষে।
পূর্ণো নিশীথে চ দুরন্তবীর্য্যঃ
প্রত্যূষকালেঽবতু মাং সদৈব॥ ৯
বিদিক্ষু মাং রক্ষতু রেবতীপতি-
র্দিক্ষু প্রলম্বারিরধো যদূদ্বহঃ।
ঊর্দ্ধং সদা মাং বলভদ্র আরা-
ত্তথা সমন্তাদ্বলদেব এব হি॥ ১০
অন্তঃ সদাঽব্যাৎ পুরুষোত্তমো বহি-
র্নাগেন্দ্রলীলোঽবতু মাং মহাবলঃ।
সদান্তরাত্মা চ বসন্ হরিঃ স্বয়ং
প্রপাতু পূর্ণঃ পরমেশ্বরো মহান্॥ ১১
দেবাসুরাণাং ভয়নাশনঞ্চ
হুতাশনং পাপচয়েন্ধনানাম্।
বিনাশনং বিঘ্নঘটস্য বিদ্ধি
সিদ্ধাসনং বর্ম্ম বরং বলস্য॥ ১২

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীবলভদ্রখণ্ডে প্রাড্‌বিপাকদুর্য্যোধনসংবাদে স্তোত্রকবচবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥১২॥

যাঁহার মস্তকে ভূমণ্ডল সর্ষপের ন্যায় পরিদৃষ্ট হয়, তিনি ভূমণ্ডলে আমাকে রক্ষা করুন। সীরপাণি সেনাগণ মধ্যে আমায় রক্ষা করুন, হলধর সর্ব্বদা যুদ্ধে আমায় রক্ষা করুন, মুষলী আমায় দুর্গমধ্যে সর্ব্বদা রক্ষা করুন, আদিদেব সঙ্কর্ষণ কাননে রক্ষা করুন। যমুনা-বেগ-হারী জলে এবং নীলাম্বর অনলে নিত্য আমায় রক্ষা করুন। রাম সমীরণে আমায় রক্ষা করুন, শূন্যে বলদেব ও মহার্ণবে অনন্তবপু সর্ব্বদা আমায় রক্ষা করুন। পর্ব্বতে বাসুদেব আমায় রক্ষা করুন, মহাবিপদে সহস্রশীর্ষা, রোগে রোহিণীনন্দন এবং বিপদে কামপাল আমাকে রক্ষা করুন। ধেনুকারি আমাকে সর্ব্বদা কাম হইতে রক্ষা করুন এবং দ্বিবিদ-প্রহারী সর্ব্বদা ক্রোধ হইতে, বল্বলারি লোভ হইতে এবং মাগধারি সর্ব্বদা আমাকে মোহ হইতে রক্ষা করুন। বৃষ্ণিধুর্য্য প্রাতে, মথুরা-পুরপতি পূর্ব্বাহ্ণে, গোপসখ মধ্যাহ্নে, স্বরাট্ অপরাহ্ণে ফণীন্দ্র সায়াহ্নে, পরাৎপর প্রদোষে, পূর্ণ নিশীথে এবং দুরন্তবীর্য্য নিত্য প্রত্যূষকালে আমায় রক্ষা করুন। কোণে রেবতীপতি, দিক্‌সমূহে প্রলম্বারি, অধোদিকে যদূদ্বহ ও ঊর্দ্ধে বলভদ্র এবং সকল দিকে সমীপে বলদেব সর্ব্বদা আমায় রক্ষা করুন। মধ্যে পুরুষোত্তম ও বাহিরে মহাবল নাগেন্দ্রনীল আমায় রক্ষা করুন; আর পূর্ণ পরমেশ্বর মহান্ হরি স্বয়ং সর্ব্বদা হৃদয়ে বাস করিয়া আমাকে প্রকৃষ্ট-রূপে রক্ষা করুন। ইহাকে সুরাসুরের ভয়-নাশক, পাপরূপ ইন্ধনের হুতাশন, বিঘ্নরাশির বিনাশন বলদেবের বর্ম্মরূপ সিদ্ধাসন বলিয়া বিদিত হও। ১—১২।

বলভদ্রখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

দুর্য্যোধন উবাচ।

বলভদ্রস্য দেবস্য প্রাড়্বিপাক মহামুনে।
নাম্নাং সহস্রং মে ব্রূহি গুহ্যং দেবগণৈরপি ॥ ১

প্রাড়্বিপাক উবাচ।

সাধু সাধু মহারাজ সাধু তে বিমলং যশঃ।
যৎ পৃচ্ছসে পরমিদং গর্গোক্তং দেবদুর্লভম্ ॥ ২
নাম্নাং সহস্রং দিব্যানাং বক্ষ্যামি তব চাগ্রতঃ।
গর্গাচার্য্যেণ গোপীভ্যো দত্তং কৃষ্ণাতটে শুভে ॥

ওঁ অস্য শ্রীবলভদ্রসহস্রনামস্তোত্রমন্ত্রস্য গর্গাচার্য্য ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সঙ্কর্ষণঃ পরমাত্মা দেবতা বলভদ্র ইতি বীজং রেবতীরমণ ইতি শক্তিঃ অনন্ত ইতিকীলকম্ বলভদ্রপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

অথ ধ্যানম্।

স্ফুরদমলকিরীটং কিঙ্কিণীকঙ্কণার্হং
চলদলককপোলং কুণ্ডলশ্রীমুখাব্জম্।
তুহিনগিরিমনোজ্ঞং নীলমেঘাম্বরাঢ্যং
হলমুসলবিশালং কামপালং সমীড়ে ॥ ৪

ওঁ বলভদ্রো রামভদ্রো রামঃ সঙ্কর্ষণোঽচ্যুতঃ।
রেবতীরমণো দেবঃ কামপালো হলায়ুধঃ ॥ ৫
নীলাম্বরঃ শ্বেতবর্ণো বলদেবোঽচ্যুতাগ্রজঃ।
প্রলম্বঘ্নো মহাবীরো রৌহিণেয়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ৬
তালাঙ্কো মুসলী হালী হরির্যদুবরো বলী।
সীরপাণিঃ পদ্মপাণির্লগুড়ী বেণুবাদনঃ ॥ ৭
কালিন্দীভেদনো বীরো বলঃ প্রবল ঊর্দ্ধগঃ।
বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্ ॥ ৮
বসুর্বসুমতীভর্ত্তা বাসুদেবো বসূত্তমঃ।
যদূত্তমো যাদবেন্দ্রো মাধবো বৃষ্ণিবল্লভঃ ॥ ৯
দ্বারকেশো মাথুরেশো দানী মানী মহামনাঃ।
পূর্ণঃ পুরাণঃ পুরুষঃ পরেশঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১০
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ পরমঃ পুরুষোত্তমঃ।
অনন্তঃ শাশ্বতঃ শেষো ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥
জীবাত্মা পরমাত্মা চ হ্যন্তরাত্মা ধ্রুবোঽব্যয়ঃ।
চতুর্ব্যূহশ্চতুর্বেদশ্চতুর্মূর্ত্তিশ্চতুষ্পদঃ ॥ ১২
প্রধানং প্রকৃতিঃ সাক্ষী সঙ্ঘাতঃ সঙ্ঘবান্ সখী।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে মুনিবর প্রাড়্বিপাক! দেবগণেরও অজ্ঞাত বলদেবের গুহ্য সহস্র নাম আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। প্রাড়্বিপাক বলিলেন,—সাধু সাধু, হে মহারাজ! তোমার যশ অতি নির্ম্মল। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই পরম দেবদুর্লভ সহস্র নাম গর্গাচার্য্য বলিয়াছেন,—সেই দিব্য সহস্র নাম তোমার সম্মুখে প্রকাশ করিতেছি। গর্গাচার্য্য যমুনার মনোজ্ঞ তীরে গোপীগণকে ইহা দিয়াছিলেন। এই বলভদ্র সহস্র নামস্তোত্রের ঋষি গর্গাচার্য্য ছন্দ অনুষ্টুপ্, পরমাত্মা সঙ্কর্ষণ দেবতা, বলভদ্র বীজ, রেবতীরমণ শক্তি, অনন্ত কীলক, বলরামের প্রীতির জন্য ইহার প্রয়োগ। অনন্তর ধ্যান—যিনি প্রস্ফুরিত মুকুটধারী, কিঙ্কিণী ও কঙ্কণ-শোভিত চঞ্চল অলকাবলী দ্বারা যাহার গণ্ডদেশ শোভিত, যাহার মুখকমল, কুণ্ডলশোভিত যিনি হিমগিরি তুল্য মনোজ্ঞ,নীলমেঘতুল্য বসনপরিহিত বিশাল হল ও মুষলধারী সেই কামপাল বলদেবের স্তুতি করি। ১—৪। বলভদ্র, রামভদ্র, রাম, সঙ্কর্ষণ, অচ্যুত, রেবতীরমন, দেব কামপাল, হলায়ুধ, নীলাম্বর, শ্বেতবর্ণ, বলদেব,অচ্যুতাগ্রজ, প্রলম্বঘ্ন,মহাবীর, রৌহিণেয়,প্রতাপবান্, তালাঙ্ক, মুষলী, হলী, হরি, যদুবর, বলী, সীরপাণি, পদ্মপাণি, লগুড়ী, বেণুবাদন, কালিন্দীভেদন, বীর, বল, প্রবল, ঊর্দ্ধগ, বাসুদেবকলা, অনন্ত, সহস্রবদন, স্বরাট্, বসু, বসুমতীভর্ত্তা, বাসুদেব, বসূত্তম, যদূত্তম, যাদবেন্দ্র, মাধব, বৃষ্ণিবল্লভ, দ্বারকেশ, মাথুরেশ, দানী, মানী, মহামনা, পূর্ণ, পুরাণ, পুরুষ, পরেশ, পরমেশ্বর। ৫—১০। সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম, পরম, পুরুষোত্তম, অনন্ত, শাশ্বত, শেষ, ভগবান্, প্রকৃতির পর, জীবাত্মা, পরমাত্মা, অন্তরাত্মা, ধ্রুব, অব্যয়, চতুর্ব্যূহ, চতুর্ব্বেদ, চতুর্মূর্ত্তি, চতুষ্পদ, প্রধান, প্রকৃতি, সাক্ষী, সঙ্ঘাত, সঙ্ঘবান্,

মহামনা বুদ্ধিসখশ্চেতোঽহঙ্কার আবৃতঃ ॥ ১৩
ইন্দ্রিয়েশো দেবতাত্মা জ্ঞানং কর্ম্ম চ শর্ম্ম চ।
অদ্বিতীয়ো দ্বিতীয়শ্চ নিরাকারো নিরঞ্জনঃ ॥ ১৪
বিরাট্ সম্রাট্ মহৌঘশ্চাধারঃ স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুমান্।
ফণীন্দ্রঃ ফণিরাজশ্চ সহস্রফণমণ্ডিতঃ ॥ ১৫
ফণীশ্বরঃ ফণী স্ফূর্ত্তিঃ ফুৎকারী চীৎকরঃ প্রভুঃ।
মণিহারো মণিধরো বিতলী সুতলী তলী ॥ ১৬
অতলী সুতলেশশ্চ পাতালশ্চ তলাতলঃ।
রসাতলো ভোগিতলঃ স্ফুরদ্দন্তো মহাবলঃ ॥১৭
বাসুকিঃ শঙ্খচূড়াভো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।
কম্বলাশ্বো বেগতরো ধৃতরাষ্ট্রো মহাভুজঃ ॥ ১৮
বারুণীমদমত্তাঙ্গো মদঘূর্ণিতলোচনঃ।
পদ্মাক্ষঃ পদ্মমালী চ বনমালী মধুশ্রবাঃ ॥ ১৯
কোটিকন্দর্পলাবণ্যো নাগকন্যাসমর্চ্চিতঃ।
নূপুরী কটিসূত্রী চ কটকী কনকাঙ্গদী ॥ ২০
মুকুটী কুণ্ডলী দণ্ডী শিখণ্ডী খণ্ডমণ্ডলী।
কলিঃ কলিপ্রিয়ঃ কালো নিবাতকবচেশ্বরঃ ॥ ২১
সংহারকৃদ্রুদ্রবপুঃ কালাগ্নিঃ প্রলয়ো লয়ঃ।
মহাহিঃ পাণিনিঃ শাস্ত্রভাষ্যকারঃ পতঞ্জলিঃ ॥২২
কাত্যায়নঃ ফক্কিমাভূঃ স্ফোটায়ন উরঙ্গমঃ।
বৈকুণ্ঠো যাজ্ঞিকো যজ্ঞো বামনো হরিণো হরিঃ ॥
কৃষ্ণো বিষ্ণুর্মহাবিষ্ণুঃ প্রভবিষ্ণুর্বিশেষবিৎ।
হংসো যোগেশ্বরঃ কূর্ম্মো বারাহো নারদো মুনিঃ
সনকঃ কপিলো মৎস্যঃ কমঠো দেবমঙ্গলঃ।
দত্তাত্রেয়ঃ পৃথুর্বৃদ্ধ ঋষভো ভার্গবোত্তমঃ ॥ ২৫
ধন্বন্তরির্নৃসিংহশ্চ কল্কির্নারায়ণো নরঃ।
রামচন্দ্রো রাঘবেন্দ্রঃ কোশলেন্দ্রো রঘূদ্বহঃ ॥ ২৬
কাকুৎস্থঃ করুণাসিন্ধু রাজেন্দ্রঃ সর্ব্বলক্ষণঃ।
শূরো দাশরথিস্ত্রাতা কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ২৭
সৌমিত্রির্ভরতো ধন্বী শত্রুঘ্নঃ শত্রুতাপনঃ।
নিষঙ্গী কবচী খড়্গী শরী জ্যাহতকোষ্ঠকঃ ॥ ২৮
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণঃ শম্ভুকোদণ্ডভঞ্জনঃ।
যজ্ঞত্রাতা যজ্ঞভর্ত্তা মারীচবধকারকঃ ॥ ২৯
অসুরারিস্তাড়কারির্বিভীষণসহায়কৃৎ।
পিতৃবাক্যকরো হর্ষী বিরাধারির্বনেচরঃ ॥ ৩০
মুনির্মুনিপ্রিয়শ্চিত্রকূটারণ্যনিবাসকৃৎ।
কবন্ধহা দণ্ডকেশো রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৩১
মতঙ্গবনসঞ্চারী নেতা পঞ্চবটীপতিঃ।
সুগ্রীবঃ সুগ্রীবসখো হনূমৎপ্রীতমানসঃ ॥ ৩২

সখী, মহামনা, বুদ্ধিসখ, চেত, অহংকার, আবৃত, ইন্দ্রিয়েশ, দেবতাত্মা, জ্ঞান, কর্ম্ম, শর্ম্ম, অদ্বিতীয়, দ্বিতীয়, নিরাকার, নিরঞ্জন, বিরাট্, সম্রাট্, মহৌঘ, আধার, স্থাস্নু, চরিষ্ণুমান্, ফণীন্দ্র, ফণিরাজ, সহস্রফণমণ্ডিত, ফণীশ্বর, ফণী, স্ফূর্ত্তি, ফুৎকারী, চীৎকর, প্রভু, মণিহার, মণিধর, বিতলী, সুতলী, তলী, অতলী, সুতলেশ, পাতাল, তলাতল, রসাতল, ভোগিতল, স্ফুরদ্দন্তী, মহাতল, বাসুকি, শঙ্খচূড়াভ, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়, কম্বলাশ্ব, বেগতর, ধৃতরাষ্ট্র, মহাভুজ, বারুণীমদমত্তাঙ্গ, মদঘূর্ণিতলোচন, পদ্মাক্ষ, পদ্মমালী, বনমালী, মধুশ্রবা, কোটিকন্দর্পলাবণ্য, নাগকন্যাসমর্চ্চিত, নূপুরী, কটিসূত্রী, কটকী, কনকাঙ্গদী। ১১—২০। মুকুটী, কুণ্ডলী, দণ্ডী, শিখণ্ডী, খণ্ডমণ্ডলী, কলি, কলিপ্রিয়, কাল, নিবাতকবচেশ্বর, সংহারকৃৎ, রুদ্রবপু, কালাগ্নি, প্রলয়, লয়, মহাহি, পাণিনি, শাস্ত্রভাষ্যকার, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন, ফক্কিমাভূ, স্ফোটায়ন, উরঙ্গম, বৈকুণ্ঠ, যাজ্ঞিক, যজ্ঞ, বামন, হরিণ, হরি, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু, প্রভবিষ্ণু, প্রভবিষ্ণু, বিশেষবিৎ, হংস, যোগেশ্বর, কূর্ম্ম, বারাহ, নারদ, মুনি, সনক, কপিল, মৎস্য, কমঠ, দেবমঙ্গল, দত্তাত্রেয়, পৃথু, বৃদ্ধ, ঋষভ, ভার্গবোত্তম, ধন্বন্তরি, নৃসিংহ, কল্কি, নারায়ণ, নর, রামচন্দ্র, রাঘবেন্দ্র, কোশলেন্দ্র, রঘূদ্বহ; কাকুৎস্থ, করুণাসিন্ধু, রাজেন্দ্র, সর্ব্বলক্ষণ, শূর, দাশরথি, ত্রাতা, কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন, সৌমিত্রি, ভরত, ধন্বী, শত্রুঘ্ন, শত্রুতাপন, নিষঙ্গী, কবচী, খড়্গী, শরী, জ্যাহতকোষ্ঠক, বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণ, শম্ভুকোদণ্ডভঞ্জন, যজ্ঞত্রাতা, যজ্ঞভর্ত্তা, মরীচবধকারক, অসুরারি, তাড়কারি, বিভীষণসহায়কৃৎ, পিতৃবাক্যকর, হর্ষী, বিরাধারি, বনেচর। ২১—৩০। মুনি, মুনিপ্রিয়, চিত্রকূটারণ্যনিবাসকৃৎ, কবন্ধহা, দণ্ডকেশ, রাম, রাজীবলোচন, মতঙ্গবনসঞ্চারী

সেতুবন্ধো রাবণারির্লঙ্কাদহনতৎপরঃ।
রাবণ্যরিঃ পুষ্পকস্থো জানকীবিরহাতুরঃ॥ ৩৩
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ লবণারিঃ সুরার্চ্চিতঃ।
সূর্য্যবংশী চন্দ্রবংশী বংশীবাদ্যবিশারদঃ॥ ৩৪
গোপতির্গোপবৃন্দেশো গোপো গোপীশতাবৃতঃ
গোকুলেশো গোপপুত্রো গোপালো
গোগণাশ্রয়ঃ॥ ৩৫
পূতনারির্বকারিশ্চ তৃণাবর্ত্তনিপাতকঃ।
অঘারির্ধেনুকারিশ্চ প্রলম্বারির্ব্রজেশ্বরঃ॥ ৩৬
অরিষ্টহা কেশিশত্রুর্ব্যোমাসুরবিনাশকৃৎ।
অগ্নিপানো দুগ্ধপানো বৃন্দাবনলতাশ্রিতঃ॥ ৩৭
যশোমতীসুতো ভব্যো রোহিণীলালিতঃ শিশুঃ।
রাসমণ্ডলমধ্যস্থো রাসমণ্ডলমণ্ডনঃ॥ ৩৮
গোপিকাশতযূথার্থী শঙ্খচূড়বধোদ্ভটঃ।
গোবর্দ্ধনসমুদ্ধর্ত্তা শক্রজিদ্ ব্রজরক্ষকঃ॥ ৩৯
বৃষভানুবরো নন্দ আনন্দো নন্দবর্দ্ধনঃ।
নন্দরাজসুতঃ শ্রীশঃ কংসারিঃ কালিয়ান্তকঃ॥ ৪০
রজকারির্মুষ্টিকারিঃ কংসকোদণ্ডভঞ্জনঃ।
চাণূরারিঃ কূটহন্তা শলারিস্তোশলান্তকঃ॥ ৪১
কংসভ্রাতৃনিহন্তা চ মল্লযুদ্ধপ্রবর্ত্তকঃ।
গজহন্তা কংসহন্তা কালহন্তা কলঙ্কহা॥ ৪২
মাগধারির্যবনহা পাণ্ডুপুত্রসহায়কৃৎ।
চতুর্ভুজঃ শ্যামলাঙ্গঃ সৌম্যশ্চৌপগবিপ্রিয়ঃ॥ ৪৩
যুদ্ধভৃদুদ্ধবসখো মন্ত্রী মন্ত্রবিশারদঃ।
বীরহা বীরমথনঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥ ৪৪
রেবতীচিত্তহর্ত্তা চ রেবতীহর্ষবর্দ্ধনঃ।
রেবতীপ্রাণনাথশ্চ রেবতীপ্রিয়কারকঃ॥ ৪৫
জ্যোতির্জ্যোতিষ্মতীভর্ত্তা রৈবতাদ্রিবিহারকৃৎ।
ধৃতিনাথো ধনাধ্যক্ষো দানাধ্যক্ষো ধনেশ্বরঃ॥ ৪৬
মৈথিলার্চ্চিতপাদাব্জো মানদো ভক্তবৎসলঃ।
দুর্য্যোধনগুরুর্গুর্ব্বীগদাশিক্ষাকরঃ ক্ষমী॥ ৪৭
মুরারির্মদনো মন্দোঽনিরুদ্ধো ধন্বিনাং বরঃ।
কল্পবৃক্ষঃ কল্পবৃক্ষী কল্পবৃক্ষবনপ্রিয়ঃ॥ ৪৮
স্যমন্তকমণির্মান্যো গাণ্ডীবী কৌরবেশ্বরঃ।
কুষ্মাণ্ডখণ্ডনকরঃ কূপকর্ণপ্রহারকৃৎ॥ ৪৯
সেব্যো রৈবতজামাতা মধুমাধবসেবিতঃ।
বলিষ্ঠঃ পুষ্টসর্ব্বাঙ্গো হৃষ্টঃ পুষ্টঃ প্রহর্ষিতঃ॥ ৫০
বারাণসীগতঃ ক্রুদ্ধঃ সর্ব্বঃ পৌণ্ড্রকঘাতকঃ।
সুনন্দী শিখরী শিল্পী দ্বিবিদাঙ্গনিষূদনঃ॥ ৫১

নেতা, পঞ্চবটীপতি, সুগ্রীব, সুগ্রীবসখ, হনুমৎপ্রীতমানস, সেতুবন্ধ, রাবণারি, লঙ্কা-দহনতৎপর, রাবণ্যরি, পুষ্পকস্থ, জানকী-বিরহাতুর, অযোধ্যাধিপতি, শ্রীমান, লবণারি, সুরার্চ্চিত, সূর্য্যবংশী, চন্দ্রবংশী, বংশীবাদ্য-বিশারদ, গোপতি, গোপবৃন্দেশ, গোপ, গোপীশতাবৃত, গোকুলেশ, গোপপুত্র, গোপাল, গোগণাশ্রয়, পূতনারি, বকারি, তৃণাবর্ত্ত-নিপাতক, অঘারি, ধেনুকারি, প্রলম্বারি, ব্রজে-শ্বর, অরিষ্টহা, কেশিশত্রু, ব্যোমাসুরবিনাশ-কৃৎ অগ্নিপান, দুগ্ধপান, বৃন্দাবনলতাশ্রিত, যশোমতীসুত, ভব্য, রোহিণীলালিত, শিশু, রাসমণ্ডলমধ্যস্থ, রাসমণ্ডলমণ্ডন, গোপিকা-শতযূথার্থী, শঙ্খচূড়বধোদ্ভট, গোবর্দ্ধন-সমুদ্ধর্ত্তা, শক্রজিৎ, ব্রজরক্ষক, বৃষভানুবর, নন্দ, আনন্দ, নন্দবর্দ্ধন, নন্দরাজসুত, শ্রীশ, কংসারি, কালিয়ান্তক। ৩১—৪০। রজকারি, মুষ্টিকারি, কংসকোদণ্ডভঞ্জন, চাণূরারি, কূট-হন্তা, শলারি, তোশলান্তক, কংসভ্রাতৃনিহন্তা, মল্লযুদ্ধপ্রবর্ত্তক, গজহন্তা, কংসহন্তা, কালহন্তা, কলঙ্কহা, মাগধারি, যবনহা, পাণ্ডুপুত্রসহায়-কৃৎ, চতুর্ভুজ, শ্যামলাঙ্গ, সৌম্য, ঔপগবিপ্রিয়, যুদ্ধভৃৎ, উদ্ধবসখ, মন্ত্রী, মন্ত্রবিশারদ, বীরহা, বীরমথন, শঙ্খচক্রগদাধর, রেবতীচিত্তহর্ত্তা, রেবতীহর্ষবর্দ্ধন, রেবতীপ্রাণনাথ, রেবতী-প্রিয়-কারক, জ্যোতি, জ্যোতিষ্মতীভর্ত্তা, রৈবতাদ্রি-বিহারকৃৎ, ধৃতিনাথ, ধনাধ্যক্ষ, দানাধ্যক্ষ, ধনে-শ্বর, মৈথিলার্চ্চিতপাদাব্জ, মানদ, ভক্তবৎসল, দুর্য্যোধনগুরু, গুর্ব্বীগদাশিক্ষাকর, ক্ষমী, মুরারি, মদন, মন্দ, অনিরুদ্ধ, ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ, কল্পবৃক্ষ, কল্পবৃক্ষী, কল্পবৃক্ষবনপ্রিয়, স্যমন্তক-মণি, মান্য, গাণ্ডীবী, কৌরবেশ্বর, কুষ্মাণ্ড-খণ্ডনকর, কূপকর্ণপ্রহারকৃৎ, সেব্য, রৈবত-জামাতা, মধুমাধবসেবিত, বলিষ্ঠ, পুষ্টসর্ব্বাঙ্গ, হৃষ্ট, পুষ্ট, প্রহর্ষিত। ৪১—৫১। বারাণসীগত

হস্তিনাপুরসঙ্কর্ষী রথী কৌরবপূজিতঃ।
বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বধর্ম্মা দেবশর্ম্মা দয়ানিধিঃ॥ ৫২
মহারাজশ্ছত্রধরো মহারাজোপলক্ষণঃ।
সিদ্ধগীতঃ সিদ্ধকথঃ শুক্লচামরবীজিতঃ॥ ৫৩
তারাক্ষঃ কীরনাসশ্চ বিম্বোষ্ঠঃ সুস্মিতচ্ছবিঃ।
করীন্দ্রকরদোর্দ্দণ্ডঃ প্রচণ্ডো মেঘমণ্ডলঃ॥ ৫৪
কপাটবক্ষাঃ পীনাংসঃ পদ্মপাদস্ফুরদ্দ্যুতিঃ।
মহাবিভূতির্ভূতেশো বন্ধমোক্ষী সমীক্ষণঃ॥ ৫৫
চৈদ্যশত্রুঃ শত্রুসন্ধো দন্তবক্রনিষূদকঃ।
অজাতশত্রুঃ পাপঘ্নো হরিদাসসহায়কৃৎ॥ ৫৬
শালবাহুঃ শাম্বহন্তা তীর্থযায়ী জনেশ্বরঃ।
নৈমিষারণ্যযাত্রার্থী গোমতীতীরবাসকৃৎ॥ ৫৭
গণ্ডকীস্নানবান্ স্রগ্বী বৈজয়ন্তীবিরাজিতঃ।
অম্লানপঙ্কজধরো বিপাশী শোণসংপ্লুতঃ॥ ৫৮
প্রয়াগতীর্থরাজশ্চ সরযূসেতুবন্ধনঃ।
গয়াশিরশ্চ ধনদঃ পৌলস্ত্যঃ পুলহাশ্রমঃ॥ ৫৯
গঙ্গাসাগরসঙ্গার্থী সপ্তগোদাবরীপতিঃ।
বেণী ভীমরথী গোদা তাম্রপর্ণী বটোদকা॥ ৬০
কৃতমালা মহাপুণ্যা কাবেরী চ পয়স্বিনী।
প্রতীচী সুপ্রভা বেণী ত্রিবেণী সরযূপমা॥ ৬১
কৃষ্ণা পম্পা নর্ম্মদা চ গঙ্গা ভাগীরথী নদী।
সিদ্ধাশ্রমঃ প্রভাসশ্চ বিন্দুর্বিন্দুসরোবরঃ॥ ৬২
পুষ্করঃ সৈন্ধবো জম্বুর্নরনারায়ণাশ্রমঃ।
কুরুক্ষেত্রপতী রামো জামদগ্ন্যো মহামুনিঃ॥ ৬৩
ইল্বলাত্মজহন্তা চ সুদামা সৌখ্যদায়কঃ।
বিশ্বজিদ্বিশ্বনাথশ্চ ত্রিলোকবিজয়ী জয়ী॥ ৬৪
বসন্তমালতীকর্ষী গদো গদ্যো গদাগ্রজঃ।
গুণার্ণবো গুণনিধিগুণপাত্রী গুণাকরঃ॥ ৬৫
রঙ্গবল্লীজলাকারো নির্গুণঃ সগুণো বৃহৎ।
দৃষ্টঃ শ্রুতো ভবদ্ভূতো ভবিষ্যচ্চাল্পবিগ্রহঃ॥ ৬৬
অনাদিরাদিরানন্দঃ প্রত্যগ্ধামা নিরন্তরঃ।
গুণাতীতঃ সমঃ সাম্যঃ সমদৃক্ নির্ব্বিকল্পকঃ॥ ৬৭
গূঢ়ব্যূঢ়ো গুণো গৌণো গুণাভাসো গুণাবৃতঃ।
নিত্যোঽক্ষরো নির্ব্বিকারঃ ক্ষরোঽজস্র-
সুখোঽমৃতঃ॥ ৬৮
সর্ব্বগঃ সর্ব্ববিৎ সার্থঃ সমবুদ্ধিঃ সমপ্রভঃ।
অক্লেদ্যোঽচ্ছেদ্য আপূর্ণোঽশোষ্যোঽদাহ্যো
নিবর্ত্তকঃ॥ ৬৯
ব্রহ্ম ব্রহ্মধরো ব্রহ্মা জ্ঞাপকো ব্যাপকঃ কবিঃ।

রুদ্ধ, সর্ব্ব, পৌণ্ড্রকঘাতক সুনন্দী, শিখরা, শিল্পী, দ্বিবিদাঙ্গনিষূদন, হস্তিনাপুরসঙ্কর্ষী, রথী, কৌরবপূজিত, বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বধর্ম্মা, দেবশর্ম্মা, দয়ানিধি, মহারাজ, ছত্রধর, মহারাজোলক্ষণ, সিদ্ধগীত, সিদ্ধকথ, শুক্লচামরবীজিত, তারাক্ষ, কীরনাস, বিম্বোষ্ঠ, সুস্মিতচ্ছবি, করীন্দ্র কর-দোর্দ্দণ্ড, প্রচণ্ড, মেঘমণ্ডল, কপাটবক্ষা, পীনাংস, পদ্মপাদস্ফুরদ্দ্যোতি, মহাবিভূতি, ভূতেশ, বন্ধ-মোক্ষী, সমীক্ষণ, চৈদ্যশত্রু, শত্রুসন্ধ, দন্ত-বক্রনিষূদক, অজাতশত্রু, পাপঘ্ন, হরিদাস-সহায়কৃৎ, শালবাহু, শাম্বহন্তা, তীর্থযায়ী, জনেশ্বর, নৈমিষারণ্যযাত্রার্থী, গোমতীতীর-বাসকৃৎ, গণ্ডকীস্নানবান্, স্রগ্বী, বৈজয়ন্তী-বিরাজিত, অম্লানপঙ্কজধর, বিপাশী, শোণ-সংপ্লুত, প্রয়াগতীর্থরাজ, সরযূসেতুবন্ধন, গয়াশির, ধনদ, পৌলস্ত্য, পুলহাশ্রম, গঙ্গা-সাগরসঙ্গার্থী, সপ্তগোদাবরীপতি. বেণী, ভীমরথী, গোদা, তাম্রপর্ণী, বটোদকা।৫১-৬০।

কৃতমালা, মহাপুণ্যা, কাবেরী, পয়স্বিনী, প্রতীচী, সুপ্রভা, বেণী, ত্রিবেণী, সরযূপমা, কৃষ্ণা, পম্পা, নর্ম্মদা, গঙ্গা,ভাগীরথী, নদী, সিদ্ধা-শ্রম, প্রভাস, বিন্দু, বিন্দুসরোবর, পুষ্কর, সৈন্ধব, জম্বু, নরনারায়ণাশ্রম, কুরুক্ষেত্রপতি, রাম, জামদগ্ন্য, মহামুনি, ইল্বলাত্মজহন্তা, সুদামা, সৌখ্যদায়ক, বিশ্বজিৎ, বিশ্বনাথ, ত্রিলোক-বিজয়ী, জয়ী, বসন্তমালতীকর্ষী গদ, গদ্য, গদাগ্রজ, গুণার্ণব, গুণনিধি, গুণপাত্রী, গুণা-কর, রঙ্গবল্লীজলাকার, নির্গুণ, সগুণ, বৃহৎ, দৃষ্ট, শ্রুত, ভবদ্ভূত, ভবিষ্যৎ, অল্পবিগ্রহ, অনাদি, আদি, আনন্দ, প্রত্যগ্ধামা, নিরন্তর, গুণাতীত, সম, সাম্য, সমদৃক্, নির্ব্বিকল্পক, গূঢ়ব্যূঢ়, গুণ, গৌণ, গুণাভাস, গুণাবৃত, নিত্য, অক্ষর, নির্ব্বিকার, ক্ষর, অজস্রসুখ, অমৃত, সর্ব্বগ সর্ব্ববিৎ, সার্থ, সমবুদ্ধি, সমপ্রভ, অক্লেদ্য, অচ্ছেদ্য, আপূর্ণ, অশোষ্য, অদাহ্য,

অধ্যাত্মকোঽধিভূতশ্চাধিদৈবঃ স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ ॥৭০
মহাবায়ুর্মহাবীরশ্চেষ্টারূপতনুস্থিতঃ
প্রেরকো বোধকো বোধী ত্রয়োবিংশতিকো গণঃ
অংশাংশশ্চ নরাবেশোঽবতারো ভূপরিস্থিতঃ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ত্রিধা॥ ৭২
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিক আত্যন্তিকময়ো লয়ঃ।
সর্গো বিসর্গঃ সর্গাদির্নিরোধো রোধ উতিমান্ ॥৭৩
মন্বন্তরাবতারশ্চ মনুর্মনুসুতোঽনঘঃ।
স্বয়ম্ভূঃ শাম্ভবঃ শম্ভুঃ স্বায়ম্ভুবসহায়কৃৎ ॥ ৭৪
সুরালয়ো দেবগিরির্মেরুর্হেমার্চ্চিতো গিরিঃ।
গিরীশো গণনাথশ্চ গৌরীশো গিরিগহ্বরঃ ॥ ৭৫
বিন্ধ্যস্ত্রিকূটো মৈনাকঃ সুবেলঃ পারিভদ্রকঃ।
পতঙ্গঃ শিশিরঃ কঙ্কো জারুধিঃ শৈলসত্তমঃ ॥৭৬
কালঞ্জরো বৃহৎসানুর্দরীভৃন্নন্দিকেশ্বরঃ
সন্তানস্তরুরাজশ্চ মন্দারঃ পারিজাতকঃ ॥ ৭৭

:।

বৃত্রহা দেবলোকশ্চ শশী কুমুদবান্ধবঃ ॥ ৭৮
নক্ষত্রেশঃ সুধাসিন্ধুর্মৃগঃ পুষ্যঃ পুনর্ব্বসুঃ।
হস্তোঽভিজিচ্চ শ্রবণো বৈধৃতির্ভাস্করোদয়ঃ ॥৭৯

ঐন্দ্রঃ সাধ্যঃ শুভঃ শুক্লো ব্যতীপাতো ধ্রুবঃ সিতঃ।
শিশুমারো দেবময়ো ব্রহ্মলোকো বিলক্ষণঃ ॥ ৮০
রমাবৈকুণ্ঠনাথশ্চ ব্যাপী বৈকুণ্ঠনায়কঃ।
শ্বেতদ্বীপোঽজিতপদো লোকালোকাচলাশ্রিতঃ ॥
ভূমিবৈকুণ্ঠদেবশ্চ কোটিব্রহ্মাণ্ডকারকঃ।
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকেশো গবাং পতিঃ
গোলোকধামধিষণো গোপিকাকণ্ঠভূষণঃ।
শ্রীধরঃ শ্রীধরো লীলাধরো গিরিধরো ধুরী ॥ ৮৩
কুন্তধারী ত্রিশূলী চ বীভৎসী ঘর্ঘরস্বনঃ
[illegible] ॥ ৮৪
অস্থমালী মুণ্ডমালী ব্যালী দণ্ডকমণ্ডলুঃ।
বেতালভৃদ্ভূতসঙ্ঘঃ কুষ্মাণ্ডগণসংবৃতঃ ॥ ৮৫
প্রমথেশঃ পশুপতির্মৃড়ানীশো মৃড়ো বৃষঃ।
কৃতান্তকালসঙ্ঘারিঃ কূটঃ কল্পান্তভৈরবঃ ॥ ৮৬
ষড়াননো বীরভদ্রো দক্ষযজ্ঞবিঘাতকঃ।
খর্পরাশী বিষাশী চ শক্তিহস্তঃ শিবার্থদঃ ॥ ৮৭
পিনাকটঙ্কারকরশ্চলজ্‌ঝঙ্কারনূপুরঃ।
পণ্ডিতস্তর্কবিদ্বান্ বৈ বেদপাঠী শ্রুতীশ্বরঃ ॥ ৮৮

নিবর্ত্তক, ব্রহ্ম, ব্রহ্মধর, ব্রহ্মা, জ্ঞাপক, ব্যাপক, কবি, অধ্যাত্মক, অধিভূত, অধিদৈব, স্বাশ্রয়াশ্রয়।৬১—৭০। মহাবায়ু, মহাবীর, চেষ্টারূপতনুস্থিত, প্রেরক, বোধক, বোধী, ত্রয়োবিংশতিকগণ, অংশাংশ, নরাবেশ, অবতার, ভূপরিস্থিত, মহ, জন, তপ, সত্য, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যন্তিকময়, লয়, সর্গ, বিসর্গ, সর্গাদি, নিরোধ, রোধ, উতিমান্, মন্বন্তরাবতার, মনু, মনুসুত, অনঘ, স্বয়ম্ভু, শাম্ভব, শম্ভু, স্বায়ম্ভুবসহায়কৃৎ, সুরালয়, দেবগিরি, মেরু, হেমার্চ্চিত, গিরি, গিরীশ, গণনাথ, গৌরীশ, গিরিগহ্বর, বিন্ধ্য, ত্রিকূট, মৈনাক, সুবেল পারিভদ্রক, পতঙ্গ, শিশির, কঙ্ক, জারুধি, শৈলসত্তম, কালঞ্জর, বৃহৎসানু, দরীভৃৎ, নন্দিকেশ্বর, সন্তান, তরুরাজ, মন্দার, পারিজাতক, জয়ন্তকৃৎ, জয়ন্তাঙ্গ, জয়ন্তী, দিগ্‌জয়াকুল, বৃত্রহা, দেবলোক, শশী, কুমুদবান্ধব, নক্ষত্রেশ, সুধাসিন্ধু, মৃগ, পুষ্য, পুনর্ব্বসু, হস্ত, অভিজিৎ, শ্রবণ, বৈধৃতি, ভাস্করোদয়, ঐন্দ্র, সাধ্য, শুভ, শুক্ল, ব্যতীপাত, ধ্রুব, সিত, শিশুমার, দেবময়, ব্রহ্মলোক, বিলক্ষণ,।৭১—৮০। রমাবৈকুণ্ঠনাথ, ব্যাপী, বৈকুণ্ঠনায়ক, শ্বেতদ্বীপ, অজিতপদ, লোকালোকাচলাশ্রিত, ভূমিবৈকুণ্ঠদেব, কোটিব্রহ্মাণ্ডকারক, অসঙ্খ্যব্রহ্মাণ্ডপতি, গোলোকেশ, গোপতি, গোলোকধামবিষণ, গোপিকাকণ্ঠভূষণ, শ্রীধর, শ্রীধর, লীলাধর, গিরিধর, ধুরী, কুন্তধারী, ত্রিশূলী, বীভৎসী, ঘর্ঘরস্বন, শূলার্পিতগজ, সূচ্যর্পিতগজ, গজচর্ম্মধর, গজী, অস্থমালী, মুণ্ডমালী, ব্যালী, দণ্ডকমণ্ডলু, বেতালভৃৎ, ভূতসঙ্ঘ, কুষ্মাণ্ডগণসংবৃত, প্রমথেশ, পশুপতি, মৃড়ানীশ, মৃড়, বৃষ, কৃতান্তকালসঙ্ঘারি, কূট, কল্পান্তভৈরব, ষড়ানন, বীরভদ্র, দক্ষযজ্ঞবিঘাতক, খর্পরাশী, বিষাশী, শক্তিহস্ত, শিবার্থদ, পিনাকটঙ্কারকর, চলজ্‌ঝঙ্কার নূপুর, পণ্ডিত, তর্কবিদ্বান, বেদপাঠী,

বেদান্তকৃৎ সাঙ্খ্যশাস্ত্রী মীমাংসী কণনামভাক্ ।
কাণাদির্গৌতমো বাদী বাদো নৈয়ায়িকো নয়ঃ
বৈশেষিকো ধর্ম্মশাস্ত্রী সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বগঃ।
বৈয়াকরণকৃচ্ছন্দো বৈয়াসঃ প্রাকৃতির্ব্বচঃ ॥ ৯০
পারাশরীসংহিতাবিৎ কাব্যকৃন্নাটকপ্রদঃ।
পৌরাণিকঃ স্মৃতিকরো বৈদ্যো বিদ্যাবিশারদঃ ॥
অলঙ্কারো লক্ষণার্থো ব্যঙ্গ্যবিদ্ধ্বনিবিদ্ধ্বনিঃ।
বাক্যস্ফোটঃ পদস্ফোটঃ স্ফোটবৃত্তী রসার্থবিৎ ॥
শৃঙ্গার উজ্জ্বলঃ স্বচ্ছোঽদ্ভুতো হাস্যো ভয়ানকঃ।
অশ্বত্থো যবভোজী চ যবক্রীতো যবাশনঃ ॥ ৯৩
প্রহ্লাদরক্ষকঃ স্নিগ্ধ ঐলবংশবিবর্দ্ধনঃ।
গতাধিরম্বরীষাঙ্গো বিগাধির্গাধিনাং বরঃ ॥ ৯৪
নানামণিসমাকীর্ণো নানারত্নবিভূষণঃ।
নানাপুষ্পধরঃ পুষ্পী পুষ্পধন্বা প্রপূজিতঃ ॥ ৯৫
নানাচন্দনগন্ধাঢ্যো নানাপুষ্পরসার্চ্চিতঃ।
নানাবর্ণময়ো বর্ণো নানাবস্ত্রধরঃ সদা ॥ ৯৬
নানাপদ্মাকরঃ কৌশী নানাকৌশেয়বেষধৃক্।
রত্নকম্বলধারী চ ধৌতবস্ত্রসমাবৃতঃ ॥ ৯৭
উত্তরীয়ধরঃ পূর্ণো ঘনকঞ্চুকসজ্ঞবান্।
পীতোষ্ণীষঃ সিতোষ্ণীষো রক্তোষ্ণীষো দিগম্বরঃ
দিব্যাঙ্গো দিব্যরচনো দিব্যলোকবিলোকিতঃ।
সর্ব্বোপমো নিরুপমো গোলোকাঙ্কী কৃতাঙ্গনঃ ॥
কৃতস্বোৎসঙ্গগোলোকঃ কুণ্ডলীভূত আশ্রিতঃ।
মাথুরো মথুরাদর্শী চলৎখঞ্জনলোচনঃ ॥ ১০০
দধিহর্ত্তা দুগ্ধহরো নবনীতসিতাশনঃ।
তক্রভুক্ তক্রহারী চ দধিচৌর্য্যকৃতশ্রমঃ ॥ ১০১
প্রভাবতীবদ্ধকরো দামী দামোদরো দমী।
সিকতাভূমীচারী চ বালকেলিব্রজার্ভকঃ ॥ ১০২
ধূলিধূসরসর্ব্বাঙ্গঃ কাকপক্ষধরঃ সুধীঃ।
মুক্তকেশো বৎসবৃন্দঃ কালিন্দীকূলবীক্ষণঃ ॥ ১০৩
জলকোলাহলী কূলী পঙ্কপ্রাঙ্গণলেপকঃ।
শ্রীবৃন্দাবনসঞ্চারী বংশীবটতটস্থিতঃ ॥ ১০৪
মহাবননিবাসী চ লোহার্গলবনাধিপঃ।
সাধুঃ প্রিয়তমঃ সাধ্যঃ সাধ্বীশো গতসাধ্বসঃ ॥
রঙ্গনাথো বিট্ঠলেশো মুক্তিনাথোঽঘনাশকঃ।
সুকীর্ত্তিঃ সুযশাঃ স্ফীতো যশস্বী রঙ্গরঞ্জনঃ ॥
রাগষট্কো রাগপুত্রো রাগিণীরমণোৎসুকঃ।
দীপকো মেঘমল্লারঃ শ্রীরাগো মালকংসকঃ ॥১০৭
হিন্দোলো ভৈরবাখ্যশ্চ স্বরজাতিস্মরো মৃদুঃ

শ্রুতীশ্বর, বেদান্তকৃৎ, সাঙ্খ্যশাস্ত্রী, মিমাংসী, কণ, কাণাদি, গোতম, বাদী, বাদ, নৈয়ায়িক-নয়, বৈশেষিক, ধর্ম্মশাস্ত্রী, সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বগ, বৈয়ারণকৃৎ, শব্দ, বৈযাস, প্রাকৃতবাক্। ৮১—৯০। পারাশরীসংহিতাবিৎ, কাব্যকৃৎ, নাটকপ্রদ, পৌরাণিক, স্মৃতিকর, বৈদ্য, বিদ্যাবিশারদ, অলঙ্কার, লক্ষণার্থ, ব্যঙ্গবিৎ, ধ্বনিবিৎ, ধ্বনি, বাক্যস্ফোট, পদস্ফোট, স্ফোটবৃত্তি, রসার্থবিৎ, শৃঙ্গার, উজ্জ্বল, স্বচ্ছ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, অশ্বত্থ, যবভোজী, যবক্রীত, যবাশন, প্রহ্লাদরক্ষক, স্নিগ্ধ, ঐলবংশবিবর্দ্ধন, গতাধি, অম্বরীষ, বিগাধি, গাধিবর, নানামণিসমাকীর্ণ, নানা রত্নবিভূষণ, নানাপুষ্পধর, পুষ্পী, পুষ্পধন্বা, প্রপূজিত, নানাচন্দনগন্ধাঢ্য, নানাপুষ্পরসার্চ্চিত, নানাবর্ণময়, বর্ণ, নানাবস্ত্রধর, নানাপদ্মাকর, কৌশী, নানাকৌষেয়বেশধৃক্, রত্নকম্বলধারী, ধৌতবস্ত্রসমাবৃত, উত্তরীয়ধর, পূর্ণ, ঘনকঞ্চুকসজ্ঞবান্, পীতোষ্ণীষ, সিতোষ্ণীষ, রক্তোষ্ণীষ, দিগম্বর, দিব্যাঙ্গ, দিব্যরচন, দিব্যলোকবিলোকিত, সর্ব্বোপম, নিরুপম, গোলোকাঙ্কী, কৃতাঙ্গন, উৎসঙ্গীকৃতগোলোক, কুণ্ডলীভূত, আশ্রিত, মাথুর, মথুরাদর্শী, চলৎখঞ্জনলোচন।৯১—১০০। দধিহর্ত্তা, দুগ্ধহর, নবনীতসিতাশন, তক্রভুক্, তক্রহারী, দধিচৌর্য্যকৃতশ্রম, প্রভাবতীবদ্ধকর, দামী, দামোদর, দমী সিকতাভূমিচারী, বালকেলিব্রজার্ভক, ধূলিধূসরসর্ব্বাঙ্গ, কাকপক্ষধর, সুধী মুক্তকেশ, বৎসবৃন্দ, কালিন্দীকূলবীক্ষণ, জলকোলাহলী, কূলী, পঙ্কপ্রাঙ্গণলেপক, শ্রীবৃন্দাবনসঞ্চারী, বংশীবটতটস্থিত, মহাবননিবাসী, লোহার্গলবনাধিপ, সাধু, প্রিয়তম, সাধ্য, সাধ্বীশ, গতসাধ্বস, রঙ্গনাথ, বিট্ঠলেশ, মুক্তিনাথ, অঘনাশক, সুকীর্ত্তি, সুযশা, স্ফীত, যশস্বী, রঙ্গরঞ্জন, রাগষট্ক, রাগপুত্র, রাগিণী-রমণোৎসুক, দীপক, মেঘমল্লার, শ্রীরাগ,

তালো মানপ্রমাণশ্চ স্বরগম্যঃ কলাকরঃ ॥১০৮
শমী শ্যামী শতানন্দঃ শতযামঃ শতক্রতুঃ।
জাগরঃ সুপ্ত আসুপ্তঃ সুষুপ্তঃ স্বপ্ন উর্ব্বরঃ ॥
উর্জ্জঃ স্ফূর্জ্জো নির্জ্জরশ্চ বিজ্বরো জ্বরবর্জ্জিতঃ।
জ্বরজিজ্জ্বরকর্ত্তা চ জ্বরযুক্ ত্রিজ্বরো জ্বরঃ ॥ ১১০
জাম্ববান্ জম্বুকাশঙ্কী জম্বুদ্বীপো দ্বিপারিহা।
শাল্মলিঃ শাল্মলিদ্বীপঃ প্লক্ষঃ প্লক্ষবনেশ্বরঃ ॥ ১১১
কুশধারী কুশঃ কৌশী কৌশিকঃ কুশবিগ্রহঃ।
কুশস্থলীপতিঃ কাশীনাথো ভৈরবশাসনঃ ॥ ১১২
দাশার্হঃ সাত্বতো বৃষ্ণির্ভোজোঽন্ধকনিবাসকৃৎ।
অন্ধকো দুন্দুভির্দ্যোতঃ প্রদ্যোতঃ সাত্বতাং
পতিঃ ॥ ১১৩
শূরসেনোঽনুবিষয়ো ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ ॥
আহুকঃ সর্ব্বনীতিজ্ঞ উগ্রসেনো মহোগ্রবাক্ ॥
উগ্রসেনপ্রিয়ঃ পার্থপ্রার্থ্যো যদুসভাপতিঃ।
সুধর্ম্মাধিপতিঃ সাক্ষাৎ বৃষ্ণিচক্রাবৃতো ভিষক্ ॥
সভাশীলঃ সভাদীপঃ সভাগ্নিশ্চ সভারবিঃ।
সভাচন্দ্রঃ সভাভাসঃ সদোদেবঃ সভাপতিঃ ॥১১৭
প্রজার্থদঃ প্রজাভর্ত্তা প্রজাপালনতৎপরঃ

দ্বারকাদুর্গসঞ্চারী দ্বারকাগ্রহবিগ্রহঃ ॥ ১১৮
দ্বারকাদুঃখসংহর্ত্তা দ্বারকাজনমঙ্গলঃ।
জগন্মাতা জগত্ত্রাতা জগদ্ভর্ত্তা জগৎপিতা ॥ ১১৯
জগদ্বন্ধুর্জগদ্ভ্রাতা জগন্মিত্রো জগৎসখঃ।
ব্রহ্মণ্যদেবো ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মপাদরজো দধৎ ॥১২০
ব্রহ্মপাদরজঃস্পর্শী ব্রহ্মপাদনিষেবকঃ।
বিপ্রাঙ্ঘ্রিজলপূতাঙ্গো বিপ্রসেবাপরায়ণঃ ॥ ১২১
বিপ্রমুখ্যো বিপ্রহিতো বিপ্রগীতমহাকথঃ।
বিপ্রপাদজলার্দ্রাঙ্গো বিপ্রপাদোদকপ্রিয়ঃ ॥১২২
বিপ্রভক্তো বিপ্রগুরুর্ব্বিপ্রো বিপ্রপদানুগঃ।
অক্ষৌহিণীবৃতো যোদ্ধা প্রতিমাপঞ্চসংযুতঃ ॥১২৩
চতুরোঽঙ্গিরাঃ পদ্মবর্ত্তী সামন্তোদ্ধৃতপাদুকঃ।
গজকোটিপ্রযায়ী চ রথকোটিজয়ধ্বজঃ ॥ ১২৪
মহারথশ্চাতিরথো জৈত্রং স্যন্দনমাস্থিতঃ।
নারায়ণাস্ত্রী ব্রহ্মাস্ত্রী রণশ্লাঘী রণোদ্ভটঃ ॥১২৫
মদোৎকটো যুদ্ধবীরো দেবাসুরভয়ঙ্করঃ।
করিকর্ণমরুৎপ্রেজৎকুন্তলব্যাপ্তকুণ্ডলঃ ॥ ১২৬
অগ্রগো বীরসংমর্দ্দো মর্দ্দলো রণদুর্ম্মদঃ।
ভটঃ প্রতিভটঃ প্রোচ্যো বাণবর্ষীষুতোয়দঃ ॥১২৭
খড্গাখণ্ডিতসর্ব্বাঙ্গঃ ষোড়শাব্দঃ ষড়ক্ষরঃ।

মালকংসক, হিন্দোল, ভৈরব, স্বরজাতিস্মর, মৃদু, তাল, মানপ্রমাণ, স্বরগম্য, কলাকর, শমী, শ্যামী, শতানন্দ, শতযাম, শতক্রতু, জাগর, সুপ্ত, আসুপ্ত, সুষুপ্ত, স্বপ্ন, উর্ব্বর, উর্জ্জ, স্ফূর্জ্জ, নির্জ্জর, বিজ্বর, জ্বরবর্জ্জিত, জ্বরজিৎ, জ্বরকর্ত্তা, জ্বরযুক্, ত্রিজ্বর, জ্বর। ১০০—১১০। জাম্ববান, জম্বুকাশঙ্কী, জম্বুদ্বীপ, দ্বীপারিহা, শাল্মলী, শাল্মলীদ্বীপ, প্লক্ষ, প্লক্ষবনেশ্বর, কুশধারী, কুশ, কৌশী, কৌশিক, কুশবিগ্রহ, কুশস্থলীপতি, কাশীনাথ, ভৈরবশাসন, দাশার্হ, সাত্বত, বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধকনিবাসকৃৎ, অন্ধক, দুন্দুভি, দ্যোত, প্রদ্যোত, সাত্বতপতি, শূরসেন, অনুবিষয়, ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বর, আহুক, সর্ব্বনীতিজ্ঞ, উগ্রসেন, মহোগ্রবাক্, উগ্রসেনপ্রিয়, পার্থপ্রার্থ্য, যদুসভাপতি, সুধর্ম্মাধিপতি, বৃষ্ণিচক্রাবৃত, ভিষক্, সভাশীল, সভাদীপ, সভাগ্নি, সভারবি, সভাচন্দ্র, সভাভাস, সদোদেব, সভাপতি, প্রজার্থদ, প্রজাভর্ত্তা, প্রজাপালনতৎপর, দ্বারকাদুর্গসঞ্চারী, দ্বারকাগ্রহবিগ্রহ, দ্বারকাদুঃখসংহর্ত্তা, দ্বারকাজনমঙ্গল, জগন্মাতা, জগত্ত্রাতা, জগদ্ভর্ত্তা, জগৎপিতা, জগদ্বন্ধু, জগদ্ভ্রাতা, জগন্মিত্র, জগৎসখ, ব্রহ্মণ্যদেব, ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মপাদরজোধারী। ১১০—১২০। ব্রহ্মপাদরজস্পর্শী, ব্রহ্মপাদনিষেবক, বিপ্রাঙ্ঘ্রিজলপূতাঙ্গ, বিপ্রসেবাপরায়ণ, বিপ্রমুখ্য, বিপ্রহিত, বিপ্রগীতমহাকথ, বিপ্রপাদজলার্দ্রাঙ্গ, বিপ্রপাদোদকপ্রিয়, বিপ্রভক্ত, বিপ্রগুরু, বিপ্র, বিপ্রপদানুগ, অক্ষৌহিণীবৃত, যোদ্ধা, প্রতিমাপঞ্চসংযুত, চতুর, অঙ্গিরা, পদ্মবর্ত্তী, সামন্তোদ্ধৃতপাদুক, গজকোটিপ্রযায়ী, রথকোটিজয়ধ্বজ, মহারথ, অতিরথ, জৈত্ররথস্থায়ী, নারায়ণাস্ত্রী, ব্রহ্মাস্ত্রী, রণশ্লাঘী, রণোদ্ভট, মদোৎকট, যুদ্ধবীর, দেবাসুরভয়ঙ্কর, করিকর্ণবায়ু-কম্পিত-কুণ্ডলব্যাপ্তকুন্তল, অগ্রগ, বীরসম্মর্দ্দ, মর্দ্দল, রণদুর্ম্মদ, ভট,

বীরঘোষঃ ক্লিষ্টবপুর্ব্বজ্রাঙ্গো বজ্রভেদনঃ ॥ ১২৮
রুগ্নবজ্রো ভগ্নদণ্ডঃ শক্রনির্ভৎসনোদ্যতঃ।
অট্টহাসঃ পট্টধরঃ পট্টরাজ্ঞীপতিঃ পটুঃ ॥ ১২৯
কলঃ পটহবাদিত্রো হুঙ্কারো গর্জ্জিতস্বনঃ।
সাধুর্ভক্তপরাধীনঃ স্বতন্ত্রঃ সাধুভূষণঃ ॥ ১৩০
অস্বতন্ত্রঃ সাধুময়ঃ সাধুগ্রস্তমনা মনাক্।
সাধুপ্রিয়ঃ সাধুধনঃ সাধুজ্ঞাতিঃ সুধাঘনঃ ॥১৩১
সাধুচারী সাধুচিত্তঃ সাধুবশ্যঃ শুভাস্পদঃ।
ইতি নাম্নাং সহস্রন্তু বলভদ্রস্য কীর্ত্তিতম্ ॥১৩২
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাং চতুর্বর্গফলপ্রদম্।
শতবারং পঠেদ্ যস্তু স বিদ্যাবান্ ভবেদিহ ॥
ইন্দিরাঞ্চ বিভূতিঞ্চাভিজনং রূপমেব চ।
বলমোজশ্চ পঠনাৎ সর্ব্বং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
গঙ্গাকূলেঽথ কালিন্দীকূলে দেবালয়ে তথা।
সহস্রাবর্ত্তপাঠেন বলাৎ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৩৫
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্।
বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে বন্ধো রোগী রোগান্নিবর্ত্ততে ॥
অযুতাবর্ত্তপাঠে চ পুরশ্চর্য্যাবিধানতঃ।
হোমতর্পণগোদানবিপ্রার্চ্চনকৃতোদ্যমাৎ ॥১৩৭
পটলং পদ্ধতিং স্তোত্রং কবচন্তু বিধায় চ।
মহাগ্রগুলভর্ত্তা স্যান্মণ্ডিতো মণ্ডলেশ্বরৈঃ ॥১৩৮
মত্তেভকর্ণপ্রহিতা মদগন্ধেন বিহ্বলা।
অলঙ্করোতি তদ্দারং ভ্রমদ্ভৃঙ্গাবলী ভৃশম্ ॥১৩৯
নিষ্কারণঃ পঠেদ্ যস্তু প্রীত্যর্থং রেবতীপতেঃ।
নাম্নাং সহস্রং রাজেন্দ্র স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥১৪০
সদা বসেত্তস্য গৃহে বলভদ্রোঽচ্যুতাগ্রজঃ।
মহাপাতক্যপি জনঃ পঠেন্নামসহস্রকম্ ॥ ১৪১
ছিত্বা মেরুসমং পাপং ভুক্ত্বা সর্ব্বসুখং ত্বিহ।
পরাৎ পরং মহারাজ গোলোকং ধাম যাতি হি

নারদ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বাচ্যুতাগ্রজস্য বলদেবস্য পঞ্চাঙ্গং ধৃতিমান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সপর্য্যয়া সহিতয়া পরয়া ভক্ত্যা প্রাড়্বিপাকং পূজয়ামাস তমন্থ-

---

প্রতিভট, প্রোচ্য, বাণবর্ষী, ইষুতোয়দ, খড়্গ-খণ্ডিতসর্ব্বাঙ্গ, যোড়শাব্দ, ষড়ক্ষর, বীরঘোষ, ক্লিষ্টবপু, বজ্রাঙ্গ, বজ্রভেদন, রুগ্নবজ্র, ভগ্নদণ্ড, শক্রনির্ভৎসনোদ্যত, অট্টহাস, পট্টধর, পট্ট-রাজ্ঞীপতি, পটু, কল, পটহবাদিত্র, হুঙ্কার, গর্জ্জিতস্বন, সাধু, ভক্তপরাধীন, স্বতন্ত্র, সাধু-ভূষণ। ১২০—১৩০। অস্বতন্ত্র, সাধুময়, সাধু-গ্রস্তমনা, সাধুপ্রিয়, সাধুধন, সাধুজ্ঞাতি, সুধাঘন, সাধুচারী, সাধুচিত্ত, সাধুবশ্য, সুভাস্পদ। এই বলভদ্রের সহস্রনাম কীর্ত্তিত হইল। ইহা মনুষ্যের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ এবং চতুর্ব্বর্গ ফল-প্রদ। যে মানব এই সহস্রনাম শতবার পাঠ করে, সে ইহলোকে বিদ্যাবান্ হয়। মানব এই সহস্র নাম পাঠ করিলে ধন, ঐশ্বর্য্য, সদ্বংশে জন্ম, রূপ, বল ও তেজ-স্বিতা এই সকল প্রাপ্ত হয়। গঙ্গাতটে কিম্বা কালিন্দীতটে অথবা দেবালয়ে এই সহস্রনাম সহস্রবার পাঠ করিলে আশু কার্য্যসিদ্ধি হয়। এই সহস্রনাম পাঠে পুত্রার্থী ব্যক্তি পুত্র, ধনার্থী ধন, বদ্ধ বন্ধন হইতে মুক্ত এবং রোগী রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে। যিনি পুরশ্চরণানু-সারে হোম, তর্পণ, গোদান এবং বিপ্রার্চ্চন কর্ম্মে এই সহস্রনামপটল পদ্ধতি, স্তোত্র কবচ অনুষ্ঠান করিয়া অযুতবার পাঠ করেন, তিনি রাজেন্দ্রবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া চক্রবর্ত্তী রাজা হন। এবং মদবিহ্বল মধুকরনিকর তদীয় মত্ত-মাতঙ্গের কর্ণাঘাতে আহত হইয়া উড়িয়া গিয়া দ্বারদেশে পতিত হয় ও তাঁহার দ্বার অতিশয় অলঙ্কৃত করে। ১৩১—১৩৯। হে রাজন্! যে মানব, রেবতীপতির প্রীতির জন্য নিষ্কাম হইয়া এই সহস্র নাম পাঠ করে, হে রাজেন্দ্র! সে জীবন্মুক্ত হয়; এবং অচ্যুতাগ্রজ বলভদ্র তাহার গৃহে সদা বাস করেন। মহাপাতকী ব্যক্তিও যদি এই সহস্রনাম পাঠ করে তাহা হইলে সে মেরুসম পাপ ছেদন করত ইহলোকে সর্ব্বসুখ ভোগ করিয়া হে মহারাজ! পরাৎপর গোলোকধামে নিশ্চয় গমন করে। নারদ বলিলেন,—অচ্যুতাগ্রজ বলদেবের এই পঞ্চাঙ্গ শুনিয়া ধৃতিমান্ দুর্য্যোধন পরম পরি-চর্য্যা ও ভক্তির সহিত প্রাড়্বিপাকের পূজা

আপ্যাশিষং দত্ত্বা প্রাড্‌বিপাকো মুনীন্দ্রো
গজাহ্বয়াৎ স্বাশ্রমং জগাম ॥ ১৪৩
ভগবতোঽনন্তস্য বলভদ্রস্য পরব্রহ্মণঃ
কথাং যঃ শৃণুতে শ্রাবয়তে তয়ানন্দময়ো
ভবতি ॥ ১৪৪
ইদং ময়া তে কথিতং নৃপেন্দ্র
সর্ব্বার্থদং শ্রীবলভদ্রখণ্ডম্।
শৃণোতি যো ধাম হরেঃ স যাতি
বিশোকমানন্দমখণ্ডরূপম্ ॥ ১৪৫

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং শ্রীবলভদ্রখণ্ডে প্রাড্‌বিপাকদুর্য্যোধনসংবাদে বলভদ্রসহস্রনামবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

করিলেন, মুনীন্দ্র প্রাড্‌বিপাকও আশীর্ব্বাদ দান করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে হস্তিনাপুর হইতে নিজের আশ্রমে গমন করিলেন। ভগবান্ অনন্ত পরব্রহ্ম বলভদ্রের কথা যে শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায়, সে আনন্দময় হয়। হে নৃপেন্দ্র! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বার্থদ শ্রীবলভদ্র খণ্ডের কথা বলিলাম। যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে, সে শোক রহিত আনন্দময় অখণ্ড হরিধামে গমন করিয়া থাকে। ১৩৯—১৪৫।

বলভদ্রখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

অষ্টমং বলভদ্রখণ্ডং সমাপ্তম্ ॥ ৮ ॥

গর্গ-সংহিতা

বিজ্ঞানখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বহুলাশ্ব উবাচ
হরেঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য ভক্তিমার্গস্তু যঃ পরঃ।
তং বদাশু মুনে মহ্যং যেন ভক্তো ভবাম্যহম্ ॥ ১
নারদ উবাচ।
ভক্তিমার্গং বদিষ্যামি বেদব্যাসমুখাচ্ছ্রুতম্।
যেন প্রসন্নো ভবতি ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥ ২
শক্রং বিজিত্য কৃষ্ণেন ভুজদণ্ডবলোদ্ধতম্।
দ্বারাবত্যাং সভা দিব্যা সুধর্ম্মা নাম মৈথিল ॥ ৩
যত্র মণ্ডপদেশস্থ বৈদূর্য্যস্তম্ভপংক্তয়ঃ।
রাজন্তে কোটিশো রাজন্ বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ ॥ ৪
পদ্মরাগখচিতভূমৌ শ্রেণ্যো বৈ বিদ্রুমাচিতাঃ।
যত্র চিত্রবিতানানি ভ্রাজন্তে মৌক্তিকালিভিঃ ॥
সিংহাসনানি কুড্যানি কালমেঘতড়িদ্দ্যুতিঃ।
জাম্বুনদসুবর্ণানাং প্রস্ফুরৎকুম্ভকোটিভিঃ ॥ ৬
বালার্করত্নকেয়ূরকাঞ্চীকঙ্কণনূপুরৈঃ।
শতচন্দ্রপ্রতীকাশাঃ স্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতাঃ ॥ ৭
গায়ন্তি যত্র গন্ধর্ব্বো বিদ্যাধর্য্যো মুদান্বিতাঃ।
নৃত্যন্ত্যঃ কলবাদিত্রৈঃ স্পর্দ্ধয়ন্ত্যঃ পরস্পরম্ ॥ ৮
যস্যাশ্চতুর্ষু কোণেষু দেববৃক্ষৈর্ম্মনোরমৈঃ।
নন্দনং সর্ব্বতো ভদ্রং ধ্রৌব্যং চৈত্ররথং বনম্ ॥ ৯
লক্ষাণি যত্র রাজেন্দ্র সরাংসি বিমলানি চ।
সহস্রদলপদ্মানি ভ্রমরৈঃ সঙ্কুলানি চ ॥ ১০

প্রথম অধ্যায়।

বহুলাশ্ব বলিলেন,—হরি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যাহা উত্তম ভক্তিমার্গ, হে মুনে! যদ্দ্বারা আমি ভক্ত হইতে পারি, সেই পথ আমাকে বলুন। নারদ বলিলেন,—বেদব্যাস মুখে আমি যাহা শুনিয়াছি, যাহাতে ভক্তবৎসল ভগবান্ প্রসন্ন হন, আমি সেই ভক্তিমার্গ বলিতেছি। হে মৈথিল! কৃষ্ণ বাহুদণ্ডবলে-উদ্ধত ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া দ্বারকায় সুধর্ম্মা নাম্নী দিব্যসভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঐ সভাস্থলীর মণ্ডপভাগে বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত কোটি কোটি বৈদূর্য্যস্তম্ভপংক্তি বিরাজিত, পদ্মরাগ খচিত ভূমিভাগে বিদ্রুমরচিত শ্রেণীসকল বিন্যস্ত, তথায় মৌক্তিকমণ্ডিত বিচিত্র বিতানাবলী, কালমেঘের বিদ্যুৎসদৃশ দ্যুতিযুক্ত ভিত্তিভূমি ও সিংহাসন সকল বিরাজিত; এবং জাম্বুনদ সুবর্ণের কান্তিশালী কোটি কোটি কুম্ভ প্রতিষ্ঠিত, বালার্ককিরণ রত্নকেয়ূর কাঞ্চী কঙ্কণ ও নূপুরশোভিত, শতশশধরকান্তি উজ্জ্বল কুণ্ডলমণ্ডিত গন্ধর্ব্বী ও বিদ্যাধরীগণ সানন্দে সে সভায় গান ও মধুর বাদ্য সহকারে পরস্পর স্পর্দ্ধাবতী হইয়া নৃত্য করে; তাহার চারি কোণে মনোহর সুরতরুনিকরসহ নন্দন সর্ব্বতোভদ্র ধ্রৌব্য ও চৈত্ররথ বন বিদ্যমান। হে রাজেন্দ্র! সে স্থানে অলিকুল-সঙ্কুল সহস্রদল

দশযোজনবিস্তীর্ণা পঞ্চযোজনমুর্দ্ধগা ।
এতাদৃশী সুধর্ম্মাস্তে পতাকাধ্বজমণ্ডিতা ॥ ১১
যত্র প্রবিষ্টঃ পুরুষ আত্মানং মন্যতে পরম্‌ ।
যৎ সিংহাসনমাসাদ্য শক্রোঽহমিতি মন্যতে ॥ ১২
যদ্‌ যৎ ত্রৈলোক্যচাতুর্য্যং তস্য দেহে প্রবর্ত্ততে ।
যাবত্তিষ্ঠেত্তত্র তাবদূর্ম্মিষটকং ন চৈব হি ॥ ১৩
যাবন্তশ্চ জনাস্তত্র প্রবিশন্তি নরোত্তম ।
স্বপ্রভাবেণ সহসা তাবতী সা প্রকাশতে ॥ ১৪
ষট্‌পঞ্চাশৎ কোটিসংখ্যা যাদবা যত্র সানুগাঃ ।
তচ্চত্বরস্যৈকদেশে দৃশ্যন্তে তে চ মৈথিল ॥ ১৫
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্‌ স্বয়ম্‌ ।
যত্রাস্তে তস্য রাজেন্দ্র বর্ণনং কঃ করোতি হি ॥১৬
অথ তস্যাং সুধর্ম্মায়াং যদুকোটিসমাবৃতঃ ।
উগ্রসেনো গীয়মানঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ ॥ ১৭
আকাশাদাগতঃ সাক্ষাদ্বেদব্যাসো মহামুনিঃ ।
পারাশর্য্যো ঘনশ্যামস্তড়িৎপিঙ্গজটাধরঃ ॥ ১৮

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় যদুরাজঃ কৃতাঞ্জলিঃ ।
নত্বাসনং সোপচারং দত্ত্বা তৎসম্মুখে স্থিতঃ ॥ ১৯
।চ্চ।

অদ্য মে সফলং জন্ম সফলং গেহমেব চ ।
অদ্য মে সফলো ধর্ম্মো ব্রহ্মংস্ত্বয্যাগতে সতি ॥ ২০
সদানন্দেষু কুশলং কৃষ্ণেনেষ্টং ভবৎসু হি ।
বদ মে কুশলং দেব যেন স্বস্থো ভবাম্যহম্‌ ॥২১
যত্র যত্র ব্রজন্ত্যেতে ত্বাদৃশাঃ সাধবঃ প্রভো ।
তত্র তত্র ভবেৎ সিদ্ধির্লৌকিকী পারলৌকিকী ॥
যত্র ক্ষণং স্থিতাঃ সন্তস্তত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং হরিঃ ।
কিমু লোকগুণা ব্রহ্মন্‌ পারাশর্য্য মহামুনে ॥২৩
ময়া তু পুণ্যং যজ্ঞো বা কিং কৃতং পূর্ব্বজন্মনি ।
যেন বৈ দ্বারকারাজ্যং প্রাপ্তোঽহং মুনিপুঙ্গব ॥
ভবাদৃশা বিপ্রমুখ্যা গৃহমায়ান্তি নিত্যশঃ ।
তস্মাৎ পরং হি সুকৃতং জানে স্বস্য ন সংশয়ঃ ॥

কমলযুক্ত লক্ষ লক্ষ বিমল সরোবর বিদ্যমান্‌ । ১—১০। ঐ সভা দশযোজন বিস্তীর্ণ ও পঞ্চযোজন উচ্ছ্রিত, পতাকা ও ধ্বজাদিদ্বারা শোভিত এতাদৃশী দেবসভায় প্রবেশ করিয়া পুরুষ আত্মাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে। সেই সিংহাসনে অসীন ব্যক্তির আপনাকে ইন্দ্র বলিয়া মনে হয়, ত্রিলোকের যাবতীয় চাতুর্য্য তাহার দেহে আশ্রয় করে, এবং যত কাল তথায় থাকে, ততকাল তাহার দেহে সংসারের শোকমোহাদি ষট্‌তরঙ্গ স্পর্শ করে না। হে নরোত্তম! যত লোক সে স্থানে প্রবেশ করুক না কেন, সভা স্বীয় প্রভাবে ততই তাহার আয়তন বর্দ্ধন করিয়া থাকে। হে মৈথিল! স্ব স্ব অনুগগণসহ ষট্‌পঞ্চাশৎ কোটি যাদব সেই সভার অঙ্গনের একদেশে বিরাজ করে। হে রাজেন্দ্র! সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে স্থানে থাকেন, তাহার বর্ণনা কে করিবে? সেই দেব সভায় কোটি যাদবপরিবৃত, সূত, মাগধ ও বন্দিগণ কর্ত্তৃক গীয়মান উগ্রসেন বিদ্যমান। অনন্তর তড়িৎ কান্তি পিঙ্গল জটাযুক্ত ঘনশ্যাম পরাশরতনয় মহামুনি বেদব্যাস সহসা আকাশ হইতে সেই সভায় সমাগত হইলেন। যদুরাজ উগ্রসেন সহসা উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিকরে নমস্কারপূর্ব্বক উপচারসহ আসন দান করিয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। ১১—১৯। উগ্রসেন বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্‌! আপনার আগমনে আজ আমার জন্ম. গৃহ ও ধর্ম্ম সফল হইল; কৃষ্ণের ইচ্ছায় সদানন্দময় ভবাদৃশ পুরুষের নিত্য কুশল, তথাপি হে দেব! আমাকে আপনার কুশল বলুন, আমি সুস্থ হই। হে প্রভো! ভবাদৃশ সাধুগণ যে যে স্থানে গমন করেন, সেই সেই স্থানে ইহ ও পারলৌকিকী সিদ্ধি হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্‌! সাধুগণ যে স্থানে ক্ষণকাল অবস্থান করেন, তথায় সাক্ষাৎ হরি স্বয়ং সন্নিহিত হন; হে সাক্ষাৎ পরাশর তনয় মহামুনে বেদব্যাস! লৌকিক গুণনিবহের আর কথা কি? হে মুনিবর! আমি পূর্ব্বজন্মে কি পুণ্য বা যজ্ঞ করিয়াছি যে, দ্বারকারাজ্য লাভ করিলাম? ভবাদৃশ প্রধান বিপ্রগণ নিত্য মদীয় গৃহে আগমন করেন, আমি নিঃসংশয়ে ইহা হইতে আমার আর কিছু স্বীয় সুকৃত জানি

ব্যাস উবাচ।

ধন্যোঽসি রাজশার্দ্দুল ধন্যা তে বিমলা মতিঃ।
পরং কৃতং ত্বয়া রাজন্ সুকৃতং পূর্ব্বজন্মনি ॥ ২৬
পুরা ত্বং মরুত্তো রাজন্ কৃত্বা যজ্ঞং জগজ্জিতম্।
নিষ্কারণোঽভূর্মনসা প্রসন্নোঽভূদ্ধরিস্তদা ॥ ২৭
অনিমিত্তেন ভাবেন প্রাপ্তং চেদং পরং তব।
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ হরিঃ ॥ ২৮
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকেশঃ পরাৎপরঃ।
সে হরিঃ ভক্ত্যা বশীভূতঃ স্ববশস্তব মন্দিরে ॥২৯
অহো ভোজপতে মুক্তিং দদাতি ভজতাং হরিঃ
ন কর্হিচিদ্ভক্তিযোগং দুর্লভং বিদ্ধি তং নৃপ ॥৩০

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিজ্ঞানখণ্ডে নারদ-
বহুলাশ্বসংবাদে ব্যাসাগমনং নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

না। ব্যাস বলিলেন,—হে রাজসত্তম! তুমি ধন্য; আর ধন্যা তোমার বিমলা মতি; হে রাজন্! তুমি পূর্ব্বজন্মে পরম পুণ্য করিয়াছ। তুমি পূর্ব্বজন্মে মরুত্ত-রাজরূপে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছিলে, তোমার মনে কোন কামনা ছিল না, তাহাতে হরি তোমার প্রতি প্রসন্ন হন। সেই অহৈতুক ভক্তিভাবে তুমি উৎকৃষ্ট পদ লাভ করিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি গোলোকপতি পরাৎপর পরিপূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ হরি; তোমার গৃহে সেই আত্মবশ হরি তোমার ভক্তিদ্বারা বশীভূত হইয়াছেন। অহো! ভোজরাজ! তিনি ভজনকারীর মুক্তিদাতা; কিন্তু কখন ভক্তিযোগ দেন না। হে নৃপ! তুমি জানিও—সেই দুর্লভ ভক্তিযোগ সহজ-লভ্য নহে। ২০—৩০।

বিজ্ঞানখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

উগ্রসেন উবাচ।

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি তব বর্ণননির্বৃতঃ।
হৃদ্যুত্থগতঞ্চ সন্দেহং দূরীকর্ত্তুং ভবান্ ক্ষমঃ ॥ ১
কর্ম্মণাং সনিমিত্তানাং কা গতিঃ কিঞ্চ লক্ষণম্
কতি ভেদা হি তেষাং বৈ বদ ব্রহ্মন্ যথাতথম্ ॥
ব্যাস উবাচ।
গুণৈঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সনিমিত্তানি সন্তি হি।
তান্যেব চানিমিত্তানি রাজন্ ত্যক্তফলানি হি ॥৩
সনিমিত্তঞ্চ যৎ কর্ম্ম বন্ধনে বিদ্ধি যাদব।
অনিমিত্তঞ্চ যৎকর্ম্ম মোক্ষদং পরমং শুভম্ ॥ ৪
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
তৈর্ব্যাপ্তং হি জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বার্থমিব বিষ্ণুনা ॥৫
সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ।
তমোলয়াস্তু নরকং যান্তি কৃষ্ণং হি নির্গুণাঃ ॥ ৬
পঞ্চাগ্নিতপ্তকায়া বৈ সততং বনবাসিনঃ।
লোকং সপ্তঋষীণাং তু তে যান্তি গতকল্মষাঃ ॥৭
সন্ন্যাসাশ্রমকর্ত্তারস্ত্রিদণ্ডধৃতপাণয়ঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উগ্রসেন বলিলেন,—আপনার বর্ণনে নির্বৃত হইয়া আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম, আমার হৃদয়োত্থিত সন্দেহ দূর করিতে আপনিই সমর্থ। সকাম কর্ম্মসমূহের গতি কি, লক্ষণ কি? তাহাদের ভেদ কত প্রকার? হে ব্রহ্মন্! যথাযথ বর্ণন করুন। ব্যাস বলিলেন, —কর্ম্মসমূহ গুণনিবদ্ধ হইয়া সকাম হয়, হে রাজন্! ফল পরিত্যক্ত হইলেই সেই সকল কর্ম্ম নিষ্কাম হয়। হে যাদবরাজ! সকাম যে কর্ম্ম, তাহাই বন্ধন হেতু জানিবে; আর শুভ নিষ্কাম কর্ম্ম পরম মোক্ষপ্রদ। সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় প্রকৃতিজাত; বিষ্ণুকর্ত্তৃক যেমন সর্ব্বার্থ পরিব্যাপ্ত, তদ্রূপ ঐ গুণত্রয়ে জগৎ পরিব্যাপ্ত। লোক সত্ত্বে প্রলীন হইলে স্বর্গে, রজোলয়ে নরলোকে ও তমোলয়ে নরকে গমন করে, আর নির্গুণ হইলে কৃষ্ণে প্রলীন হইয়া থাকে। হে রাজন্! যে সকল বনবাসী পঞ্চাগ্নিতপা, তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া সপ্তর্ষিলোকে গমন

জিতেন্দ্রিয়মনোধর্ম্মাঃ সত্যলোকং ব্রজন্তি হি ॥৮
অষ্টাঙ্গযোগযোগীন্দ্রা নির্ম্মলা ঊর্দ্ধরেতসঃ ।
জনলোকং মহর্লোকং যান্তি তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯
যজ্ঞকর্ত্তা শক্রলোকে বসতে শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
দানী চান্দ্রমসং লোকং ব্রতী সৌরং ব্রজত্যলম্ ॥
তীর্থযায়ী চাগ্নিলোকং সত্যসন্ধশ্চ বারুণম্ ।
বৈষ্ণবাশ্চাপি বৈকুণ্ঠং শৈবাঃ শৈবং ব্রজন্তি হি ॥
পিতৄন্ যজন্তি যে নিত্যং সুখৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ ।
দক্ষিণেন পথার্য্যম্ণা পিতৃলোকং ব্রজন্তি তে ॥
স্বর্লোকং বৈ তথা স্মার্ত্তাঃ পঞ্চপূজনসংযুতাঃ ।
প্রজাপতিযজো যান্তি দক্ষাদীংশ্চ প্রজাপতীন্ ॥
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যক্ষান্ যক্ষযজস্তথা ।
যে যস্য ভক্তাস্তল্লোকান্ যান্তি রাজন্ন সংশয়ঃ ॥
তথা পাপরতা রাজন্ দুঃসঙ্গবশবর্ত্তিনঃ ।
যমলোকঞ্চ তে যান্তি নিরয়ৈর্দারুণৈর্বৃতম্ ॥ ১৫
পুনরাবর্ত্তিনো লোকাঃ সর্ব্বে চাব্রহ্মলোকতঃ ।
পুনরাবর্ত্তিনো লোকান্ বিদ্ধি রাজন্ মহামতে
কর্ম্মণাং সনিমিত্তানাং মার্গ এব গতাগতঃ ॥
তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ।
যাদবেন্দ্র মহাবাহো তস্মাৎ কর্ম্মফলং ত্যজেৎ ॥
ভক্তো নিষ্কারণো ভূত্বা জ্ঞানবৈরাগ্যসংযুতঃ ।
প্রেমলক্ষণয়া বাচা হরিভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ১৯
ভজেচ্ছ্রীকৃষ্ণপাদাব্জমভয়ং হংসসেবিতম্ ।
যো মৃত্যুঃ সর্ব্বলোকানাং বলাৎ সংহারকারকঃ ॥
স যত্র ভগবদ্ধাম্নি গতঃ সন্ মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ ॥২১

উগ্রসেন উবাচ ।

সর্ব্বে লোকা হি ভগবন্ পুনরাবর্ত্তিনঃ স্মৃতাঃ ।
তেভ্যো জাতঞ্চ বৈরাগ্যং মনসো মে ন সংশয়ঃ
শ্রীকৃষ্ণধাম পরমং যতো নাবর্ত্ততে গতঃ ।
তল্লোকং বদ মে ব্রহ্মন্ ক চাস্তে সর্ব্বতঃ পরম্ ॥

শ্রীব্যাস উবাচ ।

ব্রহ্মাণ্ডেভ্যো বহির্দ্ধাম শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ ।

করেন ; যাঁহারা সন্ন্যাসাশ্রমসেবী হইয়া করে ত্রিদণ্ড ধারণপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় ও মনে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছেন, তাঁহারা সত্যলোকে গমন করেন ; যাঁহারা অষ্টাঙ্গযোগে সিদ্ধযোগী নির্ম্মল ঊর্দ্ধরেতা তাঁহারা জন ও মহর্লোকে গমন করেন, সংশয় নাই। যজ্ঞকর্ত্তা ইন্দ্রলোকে অনন্তকাল বাস করেন ; দানকারী চন্দ্রলোকে ও ব্রতী সূর্য্যলোকে বহুকাল বাস করিয়া থাকেন ; তীর্থযাত্রী অগ্নিলোকে, সত্যসন্ধ বারুণলোকে, বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠে ও শৈব শিবলোকে গমন করেন ; সর্ব্বদা সুখ ঐশ্বর্য্য ও প্রজাকামী পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিয়া দক্ষিণ পিতৃলোকপথে পিতৃলোকে গমন করিয়া থাকেন ।১—১২ স্মার্ত্তকর্ম্মনিরত পঞ্চ দেবতা পূজাপরায়ণ স্বর্গ লোকে আর প্রজাপতিযাজী দক্ষাদি প্রাজাপত্য লোক প্রাপ্ত হন ; হে রাজন্ ! ভূতযাজী ভূতলোক, যক্ষযাজী যক্ষলোক—এইরূপে যে যাঁহার ভক্ত,তদনুসারে সেই সেই লোকে গমন করেন, সংশয় নাই। হে রাজন্ ! ঐরূপ পাপরত দুঃসঙ্গবশবর্ত্তীরা দারুণ নরকাবৃত হইয়া যমলোকে গমন করিয়া থাকে। হে রাজন্ ! পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল লোকের বিষয় অবগত হও ! ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোকই পুনঃ পুনঃ গতায়াত করে। হে মহামতে ! সকাম কর্ম্মসমূহের গতায়তরূপ পথ এইরূপ। যে পর্য্যন্ত পুণ্য থাকে, ততকাল স্বর্গে প্রমুদিত হয়, পুণ্যক্ষয় হইলে অনিচ্ছাসত্ত্বেই কালচালিত হইয়া অধোদিকে আগমন করে ; অতএব হে মহাবাহো যাদবেন্দ্র ! কর্ম্মফল ত্যাগ করিবে, নিষ্কাম ভক্ত হইয়া জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত হইবে, প্রেমলক্ষণপূর্ণ বাক্যে হরিভক্ত জনগণের প্রিয় করিবে, পরমহংসসেবিত কৃষ্ণের অভয়পাদপদ্মের সেবা করিবে। যে যম বলপূর্ব্বক সর্ব্বলোকের প্রাণ সংহার করে, সেও ভগবানের ধামে দিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ১৩—২১। উগ্রসেন বলিলেন, হে ভগবন্ ! অখিল লোকই পুনরাবর্ত্তনশীল, অতএব সেই সকল লোকের প্রতি নিঃসংশয়ে আমার অনাস্থা আসিয়াছে ! যে শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামে গমন করিলে পুনরাবর্ত্তন হয় না, ব্রহ্মন্ ! সেই সর্ব্বোত্তম লোক কোথায় আছে,

যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্গোলোকং বিদুঃ পরম্ ॥
ব্রহ্মাণ্ডোঽয়ং জীবসত্ত্বঃ পঞ্চাশৎকোটিযোজনৈঃ
বিস্তৃতঃ পরতো যাভ্যাং শতকোটিবিলম্বিতঃ ॥
যদন্তরগতো রাজন্ লক্ষ্যতে পরমাণুবৎ।
তদন্তরগতাশ্চান্তে কোটিশো হ্যণ্ডরাশয়ঃ ॥ ২৬
ন তত্ৰাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ
কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ ন মোহো যত্র যাতি চ।
ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যুর্নার্ত্তিরেব চ।
ন প্রধানং ন কালশ্চ বিশন্তে চ গুণাঃ কুতঃ ॥২৮
শব্দব্রহ্মাপ্যনির্ব্বাচ্যং তদ্বর্ণয়িতুমক্ষমম্।
শ্রীকৃষ্ণতেজঃসম্ভূতাস্তত্র সন্তি চ পার্ষদাঃ ॥ ২৯
অকিঞ্চনাশ্চ যে দান্তাঃ শান্তাঃ বৈ সমচেতসঃ।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রপাদাব্জমকরন্দরসালয়াঃ ॥ ৩০
প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা সদা নিষ্কারণাঃ পরাঃ।
লোকামুল্লঙ্ঘ্য তদ্ধাম যান্তি রাজন্ন সংশয়ঃ ॥৩১

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিজ্ঞানখণ্ডে ব্যাসো-
গ্রসেনসংবাদে লোকগতিনিরূপণং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

তাহা আমাকে বলুন। ব্যাস বলিলেন,—ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ধাম, সেই পরম লোককে গোলোক বলা হয়, সেই স্থানে উপস্থিত হইলে পুনরাবর্ত্তন হয় না। জীব-সত্ত্বময় এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিস্তৃত, ইহার পর আরও দুইশত কোটি যোজন উল্লঙ্ঘন করিলে সেই পরম লোক গোলোক, হে রাজন্ তদন্তর্গত এই ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় লক্ষিত হয়। সেই গোলোকের অন্তর্গত কোটি কেটি ব্রহ্মাণ্ডরাশি বিদ্যমান। সে গোলোককে সূর্য্য চন্দ্র বহ্নি প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, কাম ক্রোধ লোভ মোহ তথায় যায় না, শোক জরা মৃত্যু পীড়া সে স্থানে নাই, প্রকৃতি কিংবা কাল তথায় প্রবেশ করে না, গুণের আর কথাকি? অনির্ব্বাচ্য তাহার বর্ণন করিতে শব্দব্রহ্ম বেদও অক্ষম। সে লোকে কৃষ্ণ তেজ হইতে জাত পার্ষদগণ আছেন;

যাঁহারা কামনারহিত, দান্ত, শান্ত, সমচেতা, কৃষ্ণপাদপদ্মের রসমধুলুব্ধ, প্রেমলক্ষণ ভক্তি-যুক্ত, সর্ব্বদা পরম নিষ্কাম; হে রাজন্! তাঁহারা সর্ব্বলোক অতিক্রম করিয়া সেই কৃষ্ণধামে গমন করিয়া থাকেন, সংশয় নাই। ২২—৩১।

বিজ্ঞান খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥২

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

উগ্রসেন উবাচ।

শ্রুতা তব মুখাদ্ ব্রহ্মন্ গুণকর্ম্মগতির্ম্ময়া।
পুনরাবর্ত্তিনো লোকাস্তথা সন্তি বিনিশ্চিতাঃ ॥১
নিষ্কারণাদ্ধরেঃ সাক্ষাৎ সেবনাদ্ধামমুত্তমম্।
লভন্তে দুর্লভং দিব্যং ভক্তানাং তচ্ছ্রুতং ময়া ॥২
ভক্তিযোগঃ কতিবিধো বদ মে বদতাম্বর
যেন প্রসন্নো ভবতি ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥ ৩

শ্রীব্যাস উবাচ

দ্বারাবতীশ ধন্যোঽসি শ্রীকৃষ্ণেষ্টো হরিপ্রিয়ঃ।
পৃচ্ছসে ভক্তিযোগং ত্বং ধন্যা তে বিমলা মতিঃ
যং শ্রুত্বা নির্ম্মলো ভূয়াদ্বিশ্বঘাত্যপি পাতকী।
তং ভক্তিযোগং বিশদং তুভ্যং বক্ষ্যামি যাদব।

তৃতীয় অধ্যায়।

উগ্রসেন বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনার মুখ হইতে গুণ কর্ম্মের গতি শুনিলাম, নিশ্চয়-রূপে পুনরাবর্ত্তনশীল লোক সমূহের কথাও বিদিত হইলাম, নিষ্কাম ভক্তিদ্বারা সাক্ষাৎ হরিসেবনে যে ভক্তগণ দুর্লভ উত্তম দিব্য পদ লাভ করেন, তাহাও শ্রবণ করিলাম। হে বাগ্মিবর! ভক্তবৎসল ভগবান্ যাহাতে প্রসন্ন হন, সেই ভক্তিযোগ কত প্রকার, তাহা আমায় বলুন। ব্যাস বলিলেন,—হে দ্বারকা-পুরপতে! শ্রীকৃষ্ণ তোমার ইষ্ট, তুমি হরিপ্রিয়, অতএব ধন্য; তুমি যে ভক্তিযোগ জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এ জন্য তোমার বিমলা মতিও ধন্যা। বিশ্বঘাতী পাতকীও যাহা শুনিয়া নিষ্পাপ হয়,

ভক্তিযোগো দ্বিধা রাজন্ সগুণশ্চৈব নির্গুণঃ।
সগুণঃ স্যাদ্বহুবিধো নির্গুণশ্চৈকলক্ষণঃ ॥ ৬
সগুণঃ স্যাদ্বহুবিধো গুণমার্গেণ দেহিনাম্।
তৈস্তৈস্ত্রিবিধা ভক্তা ভবন্তি শৃণু তান্ পৃথক্ ॥ ৭
হিংসাং দম্ভঞ্চ মাৎসর্য্যমভিসন্ধায় ভিন্নদৃক্।
কুর্য্যাদ্ভাবং হরৌ ক্রোধী তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮
যশ ঐশ্বর্য্যবিষয়ানভিসন্ধায় যত্নতঃ।
অর্চ্চয়েদ্ যো হরিং রাজন্ রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
উদ্দিশ্য কর্ম্মনির্হারমপৃথগ্‌ভাব এব হি।
মোক্ষার্থং ভজতে বিষ্ণুং স ভক্তঃ সাত্ত্বিকঃ স্মৃতঃ
জিজ্ঞাসুরার্ত্তো জ্ঞানী চ তথার্থার্থী মহামতে।
চতুর্ব্বিধা জনা বিষ্ণুং ভজন্তে কৃতমঙ্গলাঃ ॥ ১১
এবং বহুবিধেনাপি ভক্তিযোগেন মাধবম্।
ভজন্তি সনিমিত্তাস্তে জনাঃ সুকৃতিনঃ পরে ॥ ১২
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য তথা শৃণু।
তদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ শ্রীকৃষ্ণে পুরুষোত্তমে ॥ ১৩
পরিপূর্ণতমে সাক্ষাৎ সর্ব্বকারণকারণে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্নাখণ্ডিতাহৈতুকী চ যা ॥ ১৪
যথাব্ধাবম্ভসা গঙ্গা সা ভক্তির্নির্গুণা স্মৃতা।
নির্গুণানাঞ্চ ভক্তানাং লক্ষণং শৃণু মানদ ॥ ১৫
সার্ব্বভৌমং পারমেষ্ঠ্যং শক্রাধিক্যং তথৈব চ।
রসাধিপত্যং যোগর্দ্ধিং ন বাঞ্ছন্তি হরের্জনাঃ ॥ ১৬
হরিণা দীয়মানং বা সালোক্যং যাদবেশ্বর।
ন গৃহ্ণন্তি কদাচিত্তে তৎসঙ্গানন্দনির্বৃতাঃ ॥ ১৭
সামীপ্যন্তে ন বাঞ্ছন্তি ভগবদ্বিরহাতুরাঃ।
সন্নিকৃষ্টে ন তৎপ্রেম যথা দূরতরে ভবেৎ ॥ ১৮
সারূপ্যং দীয়মানং বা সমানত্বাভিমানিনঃ।
নৈরপেক্ষ্যান্ন বাঞ্ছন্তি ভক্তাস্তৎসেবনোৎসুকাঃ ॥
একত্বং চাপি কৈবল্যং ন বাঞ্ছন্তি কদাচন।
এবং চেত্তর্হি দাসত্বং ক স্বামিত্বং পরস্য চ ॥ ২০
নিরপেক্ষাশ্চ যে শান্তা নির্ব্বৈরাঃ সমদর্শিনঃ।
আকৈবল্যাল্লোকপদগ্রহণং করণং বিভুঃ ॥ ২১

হে যাদব! সেই ভক্তিযোগ বিশদ ভাবে তোমাকে বলিতেছি। হে রাজন্! সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ভক্তিযোগ দুই প্রকার, তন্মধ্যে সগুণ বহুবিধ এবং নির্গুণ একলক্ষণবিশিষ্ট। গুণমার্গে দেহধারিগণের সগুণ ভক্তিযোগ বহুবিধ, গুণত্রয় ভেদে ভক্ত ত্রিবিধ, তাহা পৃথক্ পৃথক্ শ্রবণ কর। হিংসা, দম্ভ ও মাৎসর্য্য আশ্রয়ে বিভিন্নদর্শী ক্রোধী ব্যক্তি যে হরিতে ভক্তি ভাব করে, তাহা তামস নামে কীর্ত্তিত; হে রাজন্! অতি যত্নে যশ ঐশ্বর্য্য বিষয়াদি অভিসন্ধি করিয়া যে হরির অর্চ্চনা করে, তাহাকে রাজস ভক্ত কহে, আর যিনি কর্ম্মক্ষয়ার্থ অপৃথক্‌দর্শী হইয়া মোক্ষের জন্য বিষ্ণুর ভজন করেন, তাঁহাকে সাত্ত্বিক ভক্ত জানিবে। ১—১০। হে মহামতে! জিজ্ঞাসু, আর্ত্ত, জ্ঞানী ও অর্থার্থী মঙ্গলানুষ্ঠায়ী এই চারি প্রকার লোক বিষ্ণুর সেবা করিয়া থাকেন। এইরূপ বহুবিধ ভক্তিযোগে যাঁহারা মাধবের সেবা করেন, সেই সকল সুকৃতী সকাম ভক্ত, এক্ষণে নির্গুণ ভক্তি যোগের লক্ষণ শ্রবণ কর। তদ্‌গুণ শ্রবণ মাত্রে পুরুষোত্তম পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ সর্ব্বকারণ-কারণ কৃষ্ণে যে অবিচ্ছিন্ন অখণ্ডিত মনোগতি হয়, তাহা নিষ্কাম ভক্তি; ঐ নিষ্কাম ভক্তি গঙ্গার সাগরনীরে গমনের ন্যায় অবিচ্ছিন্না জানিবে। হে মানদ! নির্গুণ ভক্তগণের লক্ষণ শ্রবণ কর। হরিভক্তগণ সার্ব্বভৌম পদ, ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, পাতালপতিত্ব কিংবা যোগসমৃদ্ধি বাঞ্ছা করেন না; হে যাদবেশ্বর! তৎসঙ্গে আনন্দমগ্ন থাকিয়া হরিকর্ত্তৃক দীয়মান সালোক্যও তাঁহারা কদাচ গ্রহণ করেন না; ভগবদ্ বিরহে তাঁহারা আতুর হইয়াও সামীপ্য কামনা করেন না, কেননা দূর হইতে যে প্রেম হয়, অতি নিকটে তাহা হয় না। হরি সারূপ্য দিলেও তাঁহার সেবনোৎসুখ ভক্তগণ সমানত্বাভিমানী হইয়াও নৈরপেক্ষ্যহেতু তাহা কামনা করেন না। একত্বমুক্তিও তাঁহারা কদাচ চাহেন না; কেননা তাহা হইলে পরমপুরুষের স্বামিত্ব ও স্বীয় দাসত্ব কোথায় থাকে? ১১—২০। নিরপেক্ষ শান্ত নিঃশত্রু সমদর্শী ভক্তগণ মোক্ষপদ হইতে

নৈরপেক্ষ্যং মহানন্দং নিরপেক্ষা জনা হরেঃ।
জানন্তি হি যথা নাসা পুষ্পামোদং ন চক্ষুষী ॥২২
সকামাস্ত তদানন্দং জানন্তি হি কথঞ্চন।
রসকর্ত্তা যথা হস্তো রসাস্বাদং ন বেত্তি হি ॥ ২৩
তস্মাদ্রাজন্ ভক্তিযোগং বিদ্ধি চাত্যন্তিকং পদম্।
ভক্তানাং নিরপেক্ষাণাং পদ্ধতিং কথয়ামি তে
স্মরণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ২৫
কুর্ব্বন্তি সততং রাজন্ ভক্তিং যে প্রেমলক্ষণাম্।
তে ভক্তা দুর্লভা ভূমৌ ভগবদ্ভাবভাবনাঃ ॥ ২৬
কুর্ব্বন্তো মহতো মানং দয়াং হীনেষু সর্ব্বতঃ।
সমানেষু তথা মৈত্রীং সর্ব্বভূতদয়াপরাঃ ॥ ২৭
কৃষ্ণপাদাব্জমধুপাঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ।
কৃষ্ণং স্মরন্তি প্রাণেশং যথা প্রোষিতভর্ত্তৃকাঃ ॥২৮
শ্রীকৃষ্ণস্মরণাদ্ যেষাং রোমহর্ষঃ প্রজায়তে।
আনন্দাশ্রুকলাশ্চৈব বৈবর্ণ্যং তু কচিদ্ভবেৎ ॥২৯

লোকপদ গ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্তই তুচ্ছ জ্ঞান করেন। নিষ্কাম হরিভক্তগণই নৈরপেক্ষ মহানন্দ বিদিত; পুষ্প সৌরভ কেবল নাসিকাই জানে নয়ন নহে, তদ্রূপ সকাম ভক্তগণ কোনরূপে সে আনন্দ জানেন না। যেমন রসকারক, কর রসাস্বাদ বিদিত নহে, সকাম ভক্তও তদ্রূপ। অতএব হে রাজন্! ভক্তিযোগকেই পরমপদ বিদিত হও। এক্ষণে নিরপেক্ষ ভক্তগণের পদ্ধতি বলিতেছি। বিষ্ণুর স্মরণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—হে রাজন্! যাঁহারা সতত এইরূপ প্রেমলক্ষণা ভক্তি করেন, ভগবদ্ভাবভাবিত তাদৃশ ভক্ত ভূতলে দুর্লভ। এইরূপ ভক্ত মহতের সম্মান, সর্ব্বতোভাবে দীনে দয়া, সমানে মৈত্রী এবং সর্ব্বপ্রাণীতে কৃপা প্রকাশ করেন; কৃষ্ণচরণকমলের মধুকর সদৃশ তাদৃশ কৃষ্ণদর্শনানুরক্ত ভক্তগণ প্রোষিতভর্ত্তৃকা নায়িকার মত প্রাণেশ কৃষ্ণকে সতত স্মরণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণস্মরণে যাঁহাদের রোমহর্ষ, লোচন আনন্দজলে আকুল এবং কখনও দেহে বৈবর্ণ্য হয়, কোমলবাক্যে

শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে ব্রুবন্তঃ মধুরয়া গিরা।
অহর্নিশং হরৌ লগ্নাস্তে হি ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিজ্ঞানখণ্ডে বেদব্যাসোগ্রসেনসংবাদে নির্গুণভক্তিযোগবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীব্যাস উবাচ।

খে বায়ৌ সলিলে বহ্নৌ মহ্যাং জ্যোতির্গণেষু চ
শ্রীকৃষ্ণদেবং পশ্যন্তো হর্ষিতাশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১
শ্রীকৃষ্ণো রাধিকানাথঃ কোটিকন্দর্পমোহনঃ।
তন্নেত্রগোচরো যাতি ব্রুবন্ শ্রীনন্দনন্দনঃ ॥ ২
সদানন্দঞ্চ তে দৃষ্ট্বা প্রহসন্তি প্রহর্ষিতাঃ।
কচিদ্বদন্তি ধাবন্তি নন্দন্তি চ কচিত্তথা ॥ ৩
কচিদ্গায়ন্তি নৃত্যন্তি কচিত্তুষ্ণীং ভবন্তি চ।
কৃষ্ণচন্দ্রস্বরূপাস্তে কৃতার্থা বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥ ৪
তেষাং দর্শনমাত্রেণ নরো যাতি কৃতার্থতাম্।

'হে কৃষ্ণ! গোবিন্দ, হরে' বলিতে বলিতে অহর্নিশ যাঁহারা হরিতে লগ্ন থাকেন, তাঁহারাই উত্তম ভগবদ্ভক্ত। ২১—৩০।

বিজ্ঞান খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন,—গগন, পবন, জল, অনল, মহী, জ্যোতিসমূহ প্রভৃতিতে যাঁহারা কৃষ্ণ দর্শন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ হর্ষিত হন, নন্দনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—কোটি-কন্দর্পমোহন রাধাপতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নয়ন-গোচর হইয়া থাকেন। যাঁহারা সর্ব্বদা সদানন্দ কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া হাস্য করেন, প্রহর্ষিত হন, কখনও কীর্ত্তন, ধাবন ও আনন্দ করেন, কখনও গীত নৃত্য করেন, কখনও চুপ করিয়া থাকেন, সেই কৃতার্থ বৈষ্ণবসত্তমগণ কৃষ্ণের সদৃশ। তাঁহা-

ন কালো ন যমস্তেষাং দণ্ডং দাতুং ন চ ক্ষমঃ ॥৫
গদা কৌমোদকী বামে দক্ষিণে চ সুদর্শনম্ ।
অগ্রে শার্ঙ্গধনুঃ পশ্চাৎ পাঞ্চজন্যো ঘনস্বনঃ ॥৬
নন্দকশ্চ মহাখড়্গঃ শতচন্দ্রেষবঃ শিতাঃ ।
এতান্যায়ুধমুখ্যানি তাংশ্চ রক্ষন্ত্যহর্নিশম্ ॥ ৭
তথোপরি মহাপদ্মং ছায়াং কর্ত্তুং পুনঃ পুনঃ ।
গরুড়ঃ পক্ষবাতেন শ্রমহর্ত্তা সতামপি ॥ ৮
যত্র যত্র গতাঃ সন্তস্তত্র তত্র স্বয়ং হরিঃ ।
তীর্থীকুর্ব্বন্ ভূমিভাগং শ্রীমৎপাদাব্জরেণুভিঃ ॥৯
ক্ষণং যত্র স্থিতাঃ সন্তস্তত্র তীর্থানি সন্তি হি ।
তত্র কোঽপি মৃতঃ পাপী যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥১০
দূরাৎ সম্প্রেক্ষ্য কৃষ্ণেষ্টান্নাধয়ো ব্যাধয়স্তথা ।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ পলায়ন্তে দিশো দশ ॥ ১১
নদ্যো নদাঃ পর্ব্বতাশ্চ সমুদ্রাশ্চ তথাপরে ।
মার্গং দদুশ্চ সাধুভ্যোঽনপেক্ষেভ্যঃ সমন্ততঃ ॥১২
সাধুনাং জ্ঞাননিষ্ঠানাং বিরক্তানাং মহাত্মনাম্ ।
অজাতশত্রূণাং তেষাং প্রতিবন্ধো ন কুত্রচিৎ ॥
শতজন্মতপঃপূতো ভারতে যাজ্ঞিকঃ পুমান্ ।
সঙ্গং স লভতে তেষাং দুর্লভং পুণ্যবর্জ্জিতৈঃ ।
যস্মিন্ কুলে কৃষ্ণভক্তো জায়তে ব্রহ্মলক্ষণঃ ।
তৎকুলং বিমলং বিদ্ধি মলীমসমপি স্বতঃ ॥ ১৫
রাজন্ শ্রীকৃষ্ণভক্তস্ত পিতৃন্ দশকুলোদ্ভবান্ ।
প্রিয়াপক্ষেঽপি দশ চ মাতৃপক্ষে তথা দশ ॥১৬
পুরুষানুদ্ধরেদ্রাজন্নিরয়াৎ পাপবন্ধনাৎ ।
সাধুসম্বন্ধিনশ্চান্যে ভৃত্যাদ্যাশ্চ সুহৃজ্জনাঃ ॥ ১৭
শত্রবো ভারবাহাশ্চ তদ্‌গৃহে পক্ষিণস্তথা ।
পিপীলিকাশ্চ মশকাস্তথা কীটপতঙ্গকাঃ ॥ ১৮
অব্রহ্মণ্যেঽকৃষ্ণসারে সৌবীরে কীকটে তথা ।
ম্লেচ্ছদেশেঽপি দেবেশ ভক্তো লোকান্ পুনাতি হি ॥ ১৯
সাঙ্খ্যযোগং বিনা রাজংস্তীর্থং ধর্ম্মমখৈর্ব্বিনা ।
সাধুসংসর্গিনস্তেঽপি প্রয়ান্তি হরিমন্দিরম্ ॥ ২০
ইত্থং শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং মাহাত্ম্যং কথিতং ময়া ।

দের দর্শন মাত্রে মানব কৃতার্থ হয়, কাল কিংবা যম তাঁহাদিগকে দণ্ড দানে সমর্থ নহে। বামে কৌমুদকী গদা, দক্ষিণে সুদর্শন চক্র, অগ্রে শার্ঙ্গধনু, পশ্চাতে ঘনধ্বনি পাঞ্চজন্য শঙ্খ, নন্দক নামক মহাখড়্গ শতচন্দ্র ও শাণিত শর—এই সকল প্রধান আয়ুধ সকল তাদৃশ সাধুদিগকে অহর্নিশ রক্ষা করেন; আর মহাপদ্ম তাঁহাদের উপর বার বার ছায়া প্রদান এবং গরুড় পক্ষবাতে শ্রম অপনোদন করিয়া থাকেন; তাঁহারা যে যে স্থানে উপস্থিত হন, হরিও স্বীয় পাদপদ্মপরাগ দ্বারা সেই সকল ভূভাগ পবিত্র করত সেই সেই স্থানে গমন করিয়া থাকেন। সাধুগণ যেস্থানে ক্ষণকাল অবস্থিত করেন, তথায় সর্ব্বতীর্থের আবির্ভাব হয়। কোন পাপী সেখানে মরিলে সে বিষ্ণুর পরমপদে প্রয়াণ করে। ১—১০। আদিব্যাধিসমূহ ও ভূত প্রেত পিশাচনিচয় দূর হইতে সেই কৃষ্ণপ্রিয়গণকে দর্শন করিয়া দশদিকে পলায়ন করে। নদ, নদী, গিরি, সাগর প্রভৃতি নিরপেক্ষ সাধুগণকে সর্ব্বদিকে পথ প্রদান করিয়া থাকে। জ্ঞাননিষ্ঠ নিঃশত্রু বিরক্ত মহাত্মা সাধুগণের কেহ কুত্রাপি বাধা প্রদান করে না। শতজন্মের তপস্যাপূত ভারতের যাজ্ঞিক পরম পুরুষই তাদৃশ সাধুগণের সঙ্গলাভে সমর্থ, কিন্তু পুণ্যহীনের পক্ষে দুর্লভ। যে বংশে ব্রহ্মলক্ষণান্বিত একজন কৃষ্ণভক্ত হন, পাপযুক্ত হইলেও সে কুল স্বতই পবিত্র জানিবে! হে রাজন্। কৃষ্ণভক্ত পিতৃপক্ষের দশ, মাতৃপক্ষের দশ ও শ্বশুরপক্ষের দশপুরুষ পাপবন্ধন নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। হে রাজন্! সাধু-সম্বন্ধী অন্যান্য ভৃত্য প্রভৃতি মিত্র, শত্রু, ভারবাহী, গৃহপক্ষী, পিপীলিকা, মশক, কীট ও পতঙ্গগণও উদ্ধারলাভ করে। কৃষ্ণভক্ত ব্রহ্মণ্যবর্জ্জিত কৃষ্ণসারশূন্য সৌবীর কীকট এবং ম্লেচ্ছ দেশেরও লোকগণ পবিত্র করেন। হে রাজন্! সংখ্যযোগ, তীর্থ, ধর্ম্ম ও যজ্ঞ ব্যতীতও সাধুসঙ্গকারিগণ হরিপুরে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। ১১—২০। হে রাজন্! এই আমি তোমার নিকট মানবগণের চতুর্ব্বর্গপ্রদ

চতুষ্পদার্থদং নৃণাং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥২১
উগ্রসেন উবাচ।
পরিপূর্ণতমে সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি।
দন্তবক্রস্য দুষ্টস্য জ্যোতির্লীনং বভূব হ ॥ ২২
অহো মহদিদং চিত্রং সাযুজ্যং মহতামপি।
যোগ্যং স্যাদ্বিপ্রমুখ্যেন্দ্র কথং চান্যেন শত্রুণা ॥
শ্রীব্যাস উবাচ।
মমাহমিতি বৈষম্যং ভূতানাং ত্রিগুণাত্মনাম্।
ক্রোধাদ্যৈর্বর্ত্ততে রাজন্ন হরৌ পরমাত্মনি ॥ ২৪
হরৌ কেনাপি ভাবেন মনো লগ্নং করোতি যঃ।
যাতি তদ্রূপতাং সোঽপি ভৃঙ্গিণঃ কীটকো যথা
স্নেহং কামং ভয়ং ক্রোধমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
কৃত্বা তন্ময়তাং যান্তি সাঙ্খ্যযোগং বিনা জনাঃ ॥
স্নেহান্নন্দযশোদাদ্যা বসুদেবাদয়োঽপরে।
কামাদ্গোপ্যো হরিং প্রাপ্তা ন তু ব্রহ্মতয়া নৃপ ॥
তদ্রূপগুণমাধুর্য্যভাবসংলগ্নমানসাঃ।
তয়াৎ কংসস্তব সুতস্তৎসাযুজ্যং জগাম হ ॥ ২৮
ক্রোধাদয়ং দন্তবক্রঃ শিশুপালাদয়োঽপরে।
ঐক্যাচ্চ যাদবা যূয়ং সৌহৃদাচ্চ বয়ং তথা ॥ ২৯
তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।
অহর্নিশং হি স্মরণং ভবেচ্ছত্রোর্ন কর্হিচিৎ।
শত্রুভাবং হরৌ তস্মাৎ কুর্ব্বন্তি দনুজাদয়ঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিজ্ঞানখণ্ডে ব্যাসোগ্রসেনসংবাদে ভক্তমাহাত্ম্যং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীবেদব্যাস উবাচ।
বৎসাঘধেনুকবকী াককেশিকালা-
রিষ্টপ্রলম্বকপিবল্বলশঙ্খশাল্বাঃ।
বৈরেণ যং কিমুত ভক্তিযুতা নরেন্দ্র
প্রাপুঃ পরং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পুমাংসম্ ॥ ১

কৃষ্ণভক্তগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। উগ্রসেন বলিলেন,—পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে দুষ্ট দন্তবক্রের জ্যোতি লীন হইয়াছিল। অহো! এই ব্যাপার মহা বিচিত্র। হে বিপ্রবর! মহতেরই সাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে। শত্রু দন্তবক্রের পক্ষে ইহা কিরূপ যোগ্য হইল। ব্যাস বলিলেন,—হে রাজন্! ত্রিগুণান্বিত প্রাণীদিগের আমি আমার এইরূপ বৈষম্য জ্ঞান হয়। ক্রোধাদি কারণে পরমাত্মা হরিতে তাহা হয় না। যে কোনরূপে হরিতে যে ব্যক্তি মন লগ্ন করে, কাচকীট সম্পর্কে কীটবিশেষের ন্যায় সেও তদ্রূপতা প্রাপ্ত হয়। স্নেহ, কাম, ভয়, ক্রোধ ঐক্য ও সৌহার্দ্দ করিয়া সাংখ্যযোগ ব্যতীতও মানব তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে নৃপ! স্নেহ করিয়া নন্দ যশোদাদি ও বসুদেবাদি অপরাপর ব্যক্তিগণ এবং কামভাবে গোপীগণ তাঁহার রূপগুণ মাধুর্য্যে লগ্নমনা হইয়া গোবিন্দকে লাভ করিয়াছিলেন। আর ভয়ে তোমার তনয় কংস তাহার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, ব্রহ্মভাবে নহে। দন্তবক্র ও শিশুপালাদি অপর ব্যক্তিরা ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে পাইয়াছে। তোমরা যাদবগণ ঐক্য ভাবনায় তাঁহাকে পাইয়াছ এবং আমরা সৌহার্দ্দ করিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছি। অতএব যে কোন প্রকারে কৃষ্ণে মননিবেশ করিবে। শত্রুভাব ব্যতীত কখনও অহর্নিশ তাঁহাকে স্মরণ হয় না, এইজন্যই দানবেরা তাঁহাতে সর্ব্বদা শত্রুভাব করিয়া থাকে।২১—৩০।

বিজ্ঞানখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

বেদব্যাস বলিলেন,—হে নৃপবর! বৎসাসুর, অঘাসুর, ধেনুকাসুর, বকী বকাসুর, কেশী, কালযবন, অরিষ্ট, প্রলম্ব, কপি, বল্বল, শঙ্খ, শাল্ব, ইহারা সম্পূর্ণ বৈর করিয়া প্রকৃতি-পুরুষময় পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়াছিল,

পূর্ব্বাসুরাবতিবলৌ মধুকৈটভাখ্যৌ
স্বর্ণাক্ষহেমকশিপু চ তথাপরৌ চ।
বৈরং বিধায় নৃপ রাবণকুম্ভকর্ণৌ
বিষ্ণোঃ কিলাপতুরলং পরমং পদং হি ॥ ২
কে কে ন বিষ্ণুপদমাগতবন্ত আদৌ
প্রহ্লাদবাণবলিযক্ষবিভীষণাদ্যাঃ।
তৎসঙ্গসঙ্গনিরতা বহুমানপাত্রাঃ

দেবর্ষিগীষ্পতিবসিষ্ঠপরাশরাদ্যাঃ
সাঙ্খ্যায়নাসিতশুকাঃ সনকাদয়শ্চ।
নিষ্কারণা ভুবি চরন্ত্যরবিন্দনেত্র-
পাদারবিন্দমকরন্দমিলিন্দমুখ্যাঃ ॥ ৪
যত্যুৎকলাঙ্গভরতার্জ্জুনমৈথিলাশ্চ
গাধিপ্রিয়ব্রতযদুপ্রমুখাম্বরীষাঃ।
নিষ্কারণাঃ পরমহংসবরাশ্চরন্তি
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রচরিতামৃতপানমত্তাঃ ॥ ৫
মন্দোদরী চ শবরী চ পতঙ্গশিষ্যা
তারা তথাত্রিবনিতা নিপুণা ত্বহল্যা

কুন্তী তথা দ্রুপদরাজসুতা সুভক্তা
এতাঃ পরং পরমহংসসমাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥৬
সুগ্রীববালিসুতবাতসুতর্ক্ষরাজ-
নাগারিগৃধ্রবরকাকভুশুণ্ডিমুখ্যাঃ।
কুব্জাদিবায়কসুদামগুহাদয়োঽন্যে
তৎসঙ্গমেত্য হরিভক্তবরা বভূবুঃ ॥ ৭
কৃষ্ণং ন রোধয়তি ধর্ম্মতপো ন যোগঃ
সাংখ্যং ন যজ্ঞ উত তীর্থযমব্রতানি।
ছন্দাংসি পূর্ত্তনিয়মাবথ দক্ষিণা চ
নেষ্টং ন দানমথ ভক্তিমৃতেন কশ্চিৎ ॥৮
যজ্ঞব্রতাধ্যয়নতীর্থতপোনিয়োগৈ-
রিষ্টস্বধর্ম্মনিয়মাদিকসাংখ্যযোগৈঃ।
যৎপ্রাপ্যতে তদখিলং ভবতীহ ভক্ত্যা
ভক্তেঃ পদং হি কর্হিচিন্ন ভবেৎ কিলৈভিঃ
উদ্ধারিণীয়মধমস্য চ বিশ্বপাপা-
দুত্তারিণী ভবমহার্ণববারিবেগাৎ।
সংহারিণী বিষয়সঞ্চিতকর্ম্মণাঞ্চ
সৎকারিণী হরিপদস্য পরাৎ পরস্য ॥১০
শ্রীকৃষ্ণদর্শনরসোৎসুকভাবরাজ-
দ্ধৃদ্যদ্ধসন্তপরমোৎসবপঞ্চমীয়ম্।

গণের আর কথা কি? হে নৃপ! পুরাকালে অতি বলবান্ মধুকৈটভ, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি অসুরেরাও হরির সহিত বৈর করিয়া তাঁহার পরম পদ প্রাপ্ত হয়। আদিকালে প্রহ্লাদ, বাণ, বলি, যক্ষ ও বিভীষণ প্রভৃতি কেনা বিষ্ণুপদ পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সৎসঙ্গনিরত হইয়া বহুমানপাত্র শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-পরাগলুব্ধ হইয়াই তথাবিধ গতি লাভ করেন। ভগবানের চরণকমলের মধুকরসদৃশ দেবর্ষি নারদ, বৃহস্পতি, বশিষ্ঠ, পরাশরাদি, সাংখ্যায়ন, সিত, শুক ও সনকাদি নিষ্কাম হইয়া কমললোচন ভগবানের ধ্যান করত ভূতলে বিচরণ করিয়া থাকেন। যতি, উৎকল, অঙ্গ, ভরত, অর্জ্জুন, জনক, গাধি, প্রিয়ব্রত, যাদববর, অম্বরীষ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পরমহংসগণ কৃষ্ণচরণামৃত পানে মত্ত হইয়া নিষ্কামভাবে ভূতলে বিচরণ করেন। মন্দোদরী, শবরী, পতঙ্গশিষ্যা তারা, অত্রিপত্নী, নিপুণা অহল্যা, কুন্তী, দ্রৌপদী ইঁহারাও পরম ভক্ত প্রসিদ্ধ পরমহংসস্বরূপ। সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান্, জাম্ববান্, গরুড়, গৃধ্র, ভুশুণ্ডীকাক, কুব্জাদি, তন্তুবায়ক, সুদামা ও গুহ প্রভৃতিরাও সৎসঙ্গ লাভে হরিভক্তমধ্যে প্রধান হইয়াছিলেন। ১—৭। ধর্ম্ম, তপস্যা, যোগ, সাংখ্য, যজ্ঞ, তীর্থ, যম, ব্রত, বেদ, পূর্ত্তাদি, নিয়ম, দক্ষিণা, দেবপূজা ও দান ইঁহারাও ভক্তি ব্যতীত ভগবান্‌কে হৃদয়ে আনিতে সমর্থ নহে। যজ্ঞ, ব্রত, অধ্যয়ন, তীর্থ, তপ, ইষ্ট, স্বধর্ম্ম, নিয়ম, সাংখ্যযোগ,—কেবল ইহারা হরিকে হৃদয়ে কখনও আনিতে পারে না; পরন্তু কেবল ভক্তি দ্বারাই ভগবান্ হৃদয়ে আসিয়া থাকেন। এই ভক্তিই অখিল কলুষ হইতে অধমগণের উদ্ধারকর্ত্রী, ভবরূপ মহাসমুদ্রের বেগবান্ বারির পারদাত্রী, বিষয়সেবাসঞ্চিত কর্ম্মসমূহের নিকৃন্তনী ও পরাৎপর হরির

দিব্যা লতাতিফলপল্লবভারনম্রা
সংরাজতে হি সততং কুসুমাকরস্য ॥১১
সম্মোহকালঘনমধ্যতড়িৎ স্ফুরন্তী
শাস্ত্রার্থদর্শবচসাং পদদীপিকেয়ম্।
দীপাবলির্বিজয়তে জয়কার্ত্তিকস্য
জেতুং গুণান বিজয়িনো দশমী জয়স্য ॥১২
সাংখ্যঞ্চ যোগ ইতি পার্শ্বগতে হি দণ্ডে
কীলানি চাত্র শতশো গুণভাবভেদাঃ।
অস্যাঃ ক্রমান্নবকথাঃ শ্রবণাদয়শ্চ
শ্রেণীর্ভবন্তি সরলা ভগবৎপদস্য ॥ ১৩

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিজ্ঞানখণ্ডে ব্যাসোগ্রসেনসংবাদে ভক্ত্যুৎকর্ষবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

উগ্রসেন উবাচ।

কর্ম্মগ্রহো গৃহস্থোঽহং শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ।
সেবাং বৈ কেন বিধিনা কুর্য্যাত্তদ্ ব্রূহি মে মুনে ॥
ভক্ত্যঙ্কুরো যস্য নাস্তি বাস্তি যস্য ন বর্দ্ধতে।
তস্য কেন প্রকারেণ প্রসন্নঃ স্যাদ্ধরিঃ স্বয়ম্ ॥ ২

শ্রীব্যাস উবাচ।

যদি ভক্ত্যঙ্কুরো ন স্যাৎ সৎসঙ্গেন প্রজায়তে।
বলাদ্বিবর্দ্ধতে তস্মাৎ সতাং সঙ্গং সমাচরেৎ ॥ ৩
কৃষ্ণসেবাবিধিং তুভ্যং বক্ষ্যামি সুলভং পরম্।
যয়া গৃহস্থোঽহং শীঘ্রং শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্নুয়ান্নৃপ ॥ ৪
আচার্য্যং কুলসম্ভূতং শ্রীকৃষ্ণধ্যানতৎপরম্।
এতাদৃশং গুরুং কৃত্বা সিদ্ধো ভবতি মানবঃ ॥ ৫
গুরোঃ সেবাবিধিং শিক্ষেচ্ছ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ ॥৬
বিষ্ণুদীক্ষাবিহীনস্য সর্ব্বং ভবতি নিষ্ফলম্।
নিগুরোর্দর্শনং কৃত্বা হতপুণ্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৭
উত্তরাভিমুখং শশ্বৎ কারয়েদ্ধরিমন্দিরম্।
তত্র সিংহাসনং প্রোচ্চং সপীঠং কুসুমমণ্ডিতম্ ॥৮

পাদপদ্মপ্রদায়িনী। হে রাজন্! সেই ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণদর্শন জনিত রসোৎসুক্যের ভাবরাজির উদ্ভাবয়িত্রী পরমোৎসবময়ী বসন্ত পঞ্চমী স্বরূপা; আর ফলপল্লবভারনতা কৃষ্ণরূপ বসন্তের লতা; সম্মোহরূপ কালমেঘের স্ফুরিত তড়িৎস্বরূপ; আর শাস্ত্রার্থ বাক্যরূপ অমাবস্যান্ধকারের প্রদর্শিনী দীপিকারূপা; জয়রূপা কার্ত্তিক দীপাবলী স্বরূপা এবং সর্ব্বজয়ী গুণসমূহের বিজয়াভিযানের বিজয়া দশমী। সাংখ্য যোগাদি শাস্ত্র ইহার স্তম্ভ, বিভিন্ন গুণসমূহ ইহার কিলকস্বরূপ; শ্রবণ কীর্ত্তনাদি উহার নব সোপান এবং উহা ভগবৎপাদপদ্ম প্রাপ্তির সরল উপায়। ৮—১৩।

বিজ্ঞানখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উগ্রসেন বলিলেন,—হে মুনে! কর্ম্মাসক্ত গৃহস্থ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কোন্ বিধি অনুসারে সেবা করিবে, তাহা আমায় বলুন। যাহার ভক্তির অঙ্কুর নাই, থাকিলেও তাহা বর্দ্ধিত হয় না, তাহার প্রতি হরি স্বয়ং কি প্রকারে প্রসন্ন হন? ব্যাস বলিলেন,—যদি ভক্তির অঙ্কুর না থাকে, তাহা সৎসঙ্গে জন্মে এবং বহুবেগে বর্দ্ধিত হয়, অতএব সৎসঙ্গ কর্ত্তব্য। হে নৃপ! গৃহী যাহাতে সত্বর শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করে, সেই কৃষ্ণসেবার দুর্লভ উত্তম বিধি তোমাকে ব'লতেছি। মানব সৎকুলসম্ভূত কৃষ্ণধ্যান তৎপর আচার্য্যকে গুরু করিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে। তথাবিধ গুরুর নিকট কৃষ্ণসেবাবিধি শিক্ষা করিবে। বিষ্ণুদীক্ষা বিহীনের সমস্ত নিষ্ফল হয়, কেননা দীক্ষাহীন ব্যক্তির দর্শনে মানবের পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়। সনাতন হরিমন্দির উত্তরমুখ করিয়া নির্ম্মাণ

সচ্চিদানন্দনাম স্যাৎ সোপানত্রয়ভূষিতম্।
মহার্ঘবস্ত্রৈরাচ্ছন্নং তত্র তুল্যাসনং মৃদু ॥ ৯
পার্শ্বোপবর্হণযুতং স্ফুরৎক্ষৌমাম্বরাবৃতম্।
নানাচিত্রযুতৈঃ কুড্যৈরন্তঃপটসমন্বিতৈঃ ॥ ১০
সর্ব্বতো মণ্ডলৈস্তম্ভস্তোরণৈঃ সমলঙ্কৃতম্।
গবাক্ষজালযন্ত্রাঢ্যং চতুঃশালস্বজালকৈঃ ॥ ১১
রাজতপ্রাঙ্গণো দেশঃ সভামণ্ডপমণ্ডিতঃ।
তত্র প্রাঙ্গণমধ্যে তু তুলসীমন্দিরং শুভম্ ॥ ১২
মন্দিরস্য বহির্দ্বারি কারয়েদ্দীপিকাদ্বয়ম্।
তথা বৈ কৃত্রিমং রাজন্ সিংহদ্বয়মধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৩
সুবর্ণশিখরস্যাধশ্চক্রঞ্চ শিখরোপরি।
দ্বারেঽপি হরিনামানি প্রালেখ্যানি শুভানি চ ॥
শঙ্খং পদ্মং গদাং শার্ঙ্গমালেখ্যং ভিত্তিপার্শ্বয়োঃ
ইষুধী চ তথা বাণঃ সব্যে দক্ষিণ এব চ ॥ ১৫
তথা মন্দিরপৃষ্ঠে বৈ শতচন্দ্রঞ্চ নন্দকম্।
হলঞ্চ মুষলঞ্চৈব লেখনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ১৬
সিংহাসনস্য পৃষ্ঠে তু গোপ্যো গাবস্তথৈব চ।
গোপালাস্তত্র
দেহল্যাং কল্পবৃক্ষশ্চ স্তম্ভেষু চ লতাঃ শুভাঃ।
যত্র তত্র চ কুড্যেষু শ্রীগঙ্গা পাপহারিণী ॥ ১৮
বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ।
তথা বৈ চীরহরণমালেখ্যং রাসমণ্ডলম্ ॥ ১৯
চিত্রকূটঃ পঞ্চবটী লেখনীয়ং প্রযত্নতঃ।
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং জানকীহরণং বিনা ॥ ২০
দশাবতারচিত্রাণি নরনারায়ণাশ্রমঃ।
সপ্তপুর্য্যস্ত্রয়ো গ্রামা নবারণ্যং নবোষরাঃ ॥ ২১
এবং লিখিত্বা চিত্রাণি মন্দিরং কারয়েদ্বুধঃ।
বংশীভাবোদ্যতকরং বক্রীভূতাঙ্ঘ্রি দক্ষিণম্ ॥ ২২
কিশোরাকৃতিকৃষ্ণস্য রূপং সেব্যতমং স্মৃতম্।
তৎপ্রতিষ্ঠাং বিধায়াশু গুরুহস্তেন মন্দিরে ॥ ২৩
ভক্তঃ পরময়া ভক্ত্যা স্থাপয়েত্তৎপরো ভবেৎ।
তৎপ্রসাদে চ রসনাং ঘ্রাণঞ্চ তুলসীদলে।
ন্যসেৎ কর্ণৌ তৎকথায়ামেবং সেবাপরো ভবেৎ
অহর্নিশং কৃষ্ণসেবাং যঃ করোতি চ ভাববিৎ।
তং প্রেমলক্ষণং ভক্তং বিদুর্ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ২৫

পূর্ব্বক তথায় কুম্ভমণ্ডিত সপীঠ উচ্চ সিংহাসন স্থাপন করিবে। ঐ মন্দিরের তিনটী সোপান সৎ চিৎ ও আনন্দ নামে ভূষিত করিয়া মহামূল্য বসনে আচ্ছাদিত করত তথায় কোমল তুলানির্ম্মিত আসন স্থাপন করিবে। ১—৯। তৎপার্শ্বদেশ উপবর্হণযুক্ত করিয়া প্রস্ফুরিত স্বর্ণখচিত বসনে আবৃত করত বিবিধ চিত্রযুক্ত ভিত্তি ও অন্তঃপটসমন্বিত সর্ব্বতে.ভদ্রমণ্ডল ও তোরণশ্রেণী দ্বারা সমলঙ্কৃত করিবে। উহা গবাক্ষ ও.জলযন্ত্রযুক্ত করিবে। চতুঃ শাল মন্দির উত্তম জালদ্বারা যন্ত্রিত করিবে। হে রাজন্! উহার প্রাঙ্গণ স্থান রজতদ্বারা নির্ম্মিত করিয়া বহুসভামণ্ডপে মণ্ডিত করত সুবর্ণময় শিখরের অধোদিকে দুইটী কৃত্রিম সিংহ প্রতিষ্ঠিত করিবে ও উপরে চক্র বিন্যস্ত করিয়া দ্বারদেশে শুভ হরিনামমালা অঙ্কিত করিবে। উভয় ভিত্তিপার্শ্বে শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও শার্ঙ্গ ধনু এবং বামে ও দক্ষিণে বাণ অঙ্কিত করিবে অনন্তর যত্নসহকারে মন্দিরে পৃষ্ঠে শতচন্দ্র, নন্দক হল ও মুষল অঙ্কিত করিবে। সিংহাসনের পৃষ্ঠে গোপী ও গো এবং সোপানে গোপাল, কবাটে জয় বিজয়, দেহলীতে কল্পবৃক্ষ ও স্তম্ভসমূহে মনোজ্ঞ লতা লিখিবে। ভিত্তিভূমির সর্ব্বত্র পাপহারিণী গঙ্গা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনাপুলিন, বস্ত্রহরণ ও রাসমণ্ডল অঙ্কিত করিবে। যত্নসহকারে চিত্রকূট, পঞ্চবটী ও রাম-রাবণের যুদ্ধ অঙ্কিত করিবে, কিন্তু সীতাহরণ প্রদর্শন করিবে না। ১০—২০। দশাবতারচিত্র, নরনারায়ণাশ্রম, সপ্তপুরী, তিনগ্রাম, নব অরণ্য, নব উষরভূমি প্রভৃতি লিখিবে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই প্রকারে বহুচিত্র অঙ্কিত করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন। কিশোরাকৃতি কৃষ্ণের বংশীবাদন-ভাবযুক্ত উদ্যতকর এবং বক্রীকৃত দক্ষিণচরণান্বিত কৃষ্ণরূপের সেবা বিশেষ ভাবে কর্ত্তব্য। ভক্ত পরম ভক্তিসহকারে মন্দিরে গুরু দ্বারা তাদৃশমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তৎপর হইয়া প্রসাদে রসনা,তুলসীদলে নাসিকা ও তৎকথা শ্রবণে কর্ণ নিযুক্ত করিয়া সেবাপরায়ণ হইবে। ভাগবতোত্তমগণ বলেন—যে ভাববিৎ

অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ।
রাজন্ শ্রীকৃষ্ণসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
শ্রীকৃষ্ণদেশিকস্যাপি যঃ কুর্য্যাদ্দর্শনং নরঃ।
কোটিজন্মকৃতৈঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥২৭
দেহান্তে তং সমানেতুং শ্যামসুন্দরবিগ্রহাঃ।
রথং নীত্বা প্রধাবন্তি গোলোকাৎ কৃষ্ণপার্ষদাঃ॥
ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিজ্ঞানখণ্ডে ব্যাসোগ্র-
সেনসংবাদে হরিমন্দিরপ্রতিষ্ঠাবর্ণনং নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীব্যাস উবাচ।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় কশিপোশ্চ মুদা নৃপ
গুরোর্নাম চ গোবিন্দনামানি প্রবদন্মুহুঃ॥ ১
ভূমিং নত্বা ন্যসেৎ পাদং জলং স্পৃষ্ট্বা হরের্জনঃ।
উপবিশ্যাসনে শীঘ্রং সকামং যো যথাসুখম্॥ ২
হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় শ্বাসজিৎ ধ্যানমাস্থিতঃ।
জ্ঞানমুদ্রাধরং শান্তং শ্রীগুরুং স্বস্তিকাসনম্॥ ৩
ধ্যাত্বা কৃষ্ণং পরং ধ্যায়েদ্ভক্ত একাগ্রমানসঃ।
কিশোরং শ্যামলং হৃদ্যং বংশীবেত্রবিভূষিতম্॥৪
এবং কৃত্বা হরের্ধ্যানং পুনর্গচ্ছেদ্বহিঃস্থলম্।
তচ্ছৌচং শৃণু রাজেন্দ্র গৃহস্থস্য যথাতথম্॥ ৫
অশ্বক্রান্তেতিমন্ত্রেণ মৃৎস্নয়া চ জলেন চ।
একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথা বামকরে দশ॥ ৬
উভয়োর্হস্তয়োঃ সপ্ত তিস্রস্তিস্রঃ পদে পদে।
এতদ্ধি দ্বিগুণং প্রোক্তং ব্রহ্মচারিবনস্থয়োঃ॥ ৭
এতচ্চতুর্গুণং প্রোক্তং যতীনাং হরিসেবিনাম্।
তদর্দ্ধং রোগিপান্থানাং স্ত্রীশূদ্রাণাং তদর্দ্ধকম্॥৮
শৌচকর্ম্মবিহীনস্য সকলা নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ।
মুখশুদ্ধিবিহীনস্য মন্ত্রা ন ফলদাঃ স্মৃতাঃ॥ ৯
আয়ুর্ব্বলং যশো বর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বন্নো ধেহি বনস্পতে॥১০
ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য কুর্য্যাদ্বৈ দন্তধাবনম্।
কণ্টকিক্ষীরিকার্পাসনির্গুণ্ডীব্রহ্মবৃক্ষকান্॥ ১১
বটৈরণ্ডবিগন্ধাদ্যান্ বর্জয়েদ্দন্তধাবনে।

অহর্নিশ কৃষ্ণসেবা করেন, তিনিই প্রেম-লক্ষণান্বিত ভক্ত। হে রাজন্! সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় কৃষ্ণসেবার ষোড়শাংশের একাংশযোগ্যও নহে। যে নর কৃষ্ণমন্ত্রোপদেশকের দর্শন করে, সে কোটি-জন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই; তাহার দেহান্তে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ কৃষ্ণপার্ষদ-গণ তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য গোলোক হইতে রথ লইয়া প্রধাবিত হন। ২১—২৮।

বিজ্ঞানখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তম অধ্যায়।

বেদব্যাস বলিলেন,—হে নৃপ! হরিভক্ত ব্যক্তি মুহূর্মুহু গুরু ও গোবিন্দনামসমূহ বলিতে বলিতে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা হইতে উঠিয়া ভূমিকে নমস্কারপূর্ব্বক পাদন্যাস করত জলস্পর্শ করিয়া সত্বর অভীষ্ট আসনে সুখাসীন হইবে এবং করদ্বয় ক্রোড়ে রাখিয়া শ্বাস ধারণ করত ধ্যান করিবে। তারপর ভক্ত জ্ঞানমুদ্রা-ধারী স্বস্তিকাসনোপবিষ্ট শান্ত শ্রীগুরুকে ধ্যান করিয়া একাগ্রমনে শ্যামল হৃদ্য বংশীবেত্র-বিভূষিত কিশোর কৃষ্ণকে চিন্তা করিবে এইরূপে হরির ধ্যান করিয়া পরে বহির্দ্দেশে আসিবে। হে রাজেন্দ্র! গৃহস্থের শৌচ যথাযথ শ্রবণ কর। পুরীষোৎসর্গান্তে "অশ্বক্রান্তে" ইত্যাদি মন্ত্রে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা লিঙ্গে এক-বার, গুহ্যে তিনবার, উভয় হস্তে সাতবার, উভয় পদে তিন তিনবার শৌচ করিবে ব্রহ্মচারী ও বনবাসীর ইহার দ্বিগুণ শৌচ কর্ত্তব্য। আর হরিসেবী যতিগণের ইহার চতুর্গুণ আচরণীয়। রোগী ও পথিকগণের তদর্দ্ধ ও স্ত্রীশূদ্রগণের তদর্দ্ধ বিহিত। শৌচ-ক্রিয়াবিহীন ব্যক্তির সকল কার্য্যই বিফল। মুখশুদ্ধিবিহীনের মন্ত্রসমূহ ফলদ হয় না। ১—৯। অতঃপর "আয়ুর্ব্বলং" ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে। কণ্টকী, ক্ষীরী, কার্পাস, নির্গুণ্ডী, ব্রহ্মবৃক্ষ, বট, এরণ্ড ও গন্ধতরু দন্তধাবনে বর্জ্জনীয়।

হরিস্তময়রূপেণ সূর্য্যং নত্বা কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১২
প্রণমেদ্ধরিভক্তাংশ্চ প্রহ্লাদাদীন্ সমাহিতঃ।
তুলসীমৃত্তিকাং নীত্বা ততঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥১৩
পঠিতব্যং প্রযত্নেন শ্রীগঙ্গাযমুনাষ্টকম্।
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা ॥১৪
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ।
শালিগ্রামো মহাযোগে শম্ভলো হরিমন্দিরে ॥ ১৫
নন্দিগ্রামঃ কৌশলে তু ত্রয়ো গ্রামাঃ
প্রকীর্ত্তিতাঃ।
দণ্ডকং সৈন্ধবারণ্যং জম্বুমার্গঞ্চ পুষ্কলম্ ॥ ১৬
উৎপলাবর্ত্তমারণ্যং নৈমিষং কুরুজাঙ্গলম্।
অর্ব্বুদং হেমবন্তঞ্চ নবারণ্যানি বৈ বিদুঃ ॥ ১৭
এতানি তীর্থনামানি সমুচ্চার্য্য পুনঃ পুনঃ।
ইত্থং স্নাত্বা ততো বিভ্রদম্বরং ক্ষৌমমুত্তমম্ ॥১৮
দ্বাদশাংস্তিলকান্ বিভ্রদষ্টমুদ্রাধরঃ পরঃ।
কৃতসন্ধ্যঃ শুচির্মৌনী গত্বা শ্রীকৃষ্ণমন্দিরম্ ॥১৯
ঘণ্টাবাদ্যং জয়ারাবং তলশব্দং বিধায় চ।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ যোগনিদ্রাং বিহায় চ ॥
উক্ত্বা ইমাং স্তুতিং রাজন ভক্ত উত্থাপয়েদ্ধরিম্
মঙ্গলার্ত্তিং সমাদায় ভ্রাময়ংস্তন্মুখোপরি ॥ ২১
নিবেদ্য বহুপক্বান্নং নত্বা নত্বা পুনঃ পুনঃ।
ততঃ স্নানং কারয়িত্বা দেশকালপ্রভাববিৎ ॥২২
শৃঙ্গারং ভাববিৎ কৃত্বা বস্ত্রভূষণমঙ্গলৈঃ।
আর্ত্তিক্যন্তু ততঃ কৃত্বা ভোগ্যান্নঞ্চ বিধায় চ ॥২৩
ততো ধৃত্বা মহাভোগং নানারসময়ং পরম্।
মহাভোগার্ত্তিকং কৃত্বা কারয়েচ্ছয়নং হরেঃ ॥২৪
ততঃ প্রসাদং পরমং তুলসীগন্ধমিশ্রিতম্।
ভুঞ্জীত যো হরের্নিত্যং স কৃতার্থো ন সংশয়ঃ ॥২৫
রাজভোগার্ত্তিকং কৃত্বা কারয়েচ্ছয়নং হরেঃ।
চতুর্ঘট্যবশেষে তু দিনে উত্থাপয়েদ্ধরিম্।
শঙ্খনাদেন বিধিবদ্ভোগং ধৃত্বা যথাবিধি ॥ ২৬
ততঃ সন্ধ্যার্ত্তিকং কৃত্বা দুগ্ধাদীনি নিবেদ্য চ।
ততঃ প্রদোষসময়ে পুনরার্ত্তিক্যমাচরেৎ ॥ ২৭
ধৃত্বা ভোগং পরং মিষ্টং কারয়েচ্ছয়নং হরেঃ।

অতঃপর "হরিঃময়" ইত্যাদি মন্ত্রে কৃতাঞ্জলিকরে দিবাকরকে নমস্কার করিয়া সমাহিত মনে প্রহ্লাদাদি হরিভক্তগণকে প্রণাম করিবে। তারপর তুলসী-মৃত্তিকা লইয়া স্নান করত সযত্নে গঙ্গা ও যমুনাষ্টক পাঠ করিবে। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা ও দ্বারাবতী, এই সপ্তপুরী মোক্ষদায়িকা। মহাযোগে শালিগ্রাম, হরিমন্দিরে শম্ভল এবং কৌশলে নন্দিগ্রাম—এই তিনটী গ্রাম নামে অভিহিত; দণ্ডক, সৈন্ধবারণ্য, জম্বুমার্গ, পুষ্কল, উৎপলাবর্ত্ত, নৈমিষ, কুরুজাঙ্গল, অর্ব্বুদ, হেমবান্—এই নয়টী অরণ্য নামে কীর্ত্তিত। এই সকল তীর্থনাম পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিয়া ভক্ত মানব স্নান করিবে, এইরূপে স্নান করিয়া তারপর উত্তম ক্ষৌম বসন পরিধান করিবে। ১০—১৮। শুচি পরম ভক্ত মানব অষ্টমুদ্রা ও দ্বাদশ তিলক ধারণপূর্ব্বক সন্ধ্যা করিয়া মৌনী হইয়া হরিমন্দিরে গমন করিবে এবং জয় শব্দ ঘণ্টাবাদ্য ও করতলবাদ্য করিয়া "হে গোবিন্দ! যোগনিদ্রা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কর" ইত্যাদি স্মার্ত্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া হরির উত্থান করিবে। হে রাজন্! মঙ্গলারতির প্রদীপাদি লইয়া হরির মুখের উপর ভ্রামিত করত বহু পক্বান্ন নিবেদনপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ প্রণাম করিবে। অনন্তর দেশ-কাল প্রভাবজ্ঞ ভক্ত হরিকে স্নান করাইয়া মঙ্গলময় বসন ভূষণাদি দ্বারা তদীয় শৃঙ্গার রচনা করিবে। তারপর পুনর্ব্বার আরতি করিয়া অন্নভোজ্য প্রদান করিবে। তারপর নানা রসসমন্বিত উত্তম মহাভোগ নিবেদন করিয়া মহাভোগারতি করত হরির শয়ন করাইবে। তারপর তুলসী গন্ধমিশ্রিত পরম প্রসাদ গ্রহণ করিবে। এইরূপে নিত্য হরির অর্চ্চনা করিলে নর কৃতার্থ হয়, সংশয় নাই। অতঃপর মধ্যাহ্নে দ্বিতীয় রাজভোগের আরতি করিয়া হরিকে শয়ন করাইবে। অনন্তর দিবসের চারিঘটিকার অবসানে হরির উত্থান করিবে। ইহাতে যথাবিধি শঙ্খনাদ করিবে; তারপর সন্ধ্যারতি করিয়া দুগ্ধাদি নিবেদন করিবে, তারপর প্রদোষসময়ে পুনর্ব্বার আরতি করিয়া উত্তম মিষ্টাদি

রাজসী চৈব রাজেন্দ্র রাজসেবময়াস্তি বৈ ॥ ২৮
এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য সেবাসংলগ্নমানসঃ।
তারয়িত্বা কুলশতং যাতি চাত্যন্তিকং পদম্ ॥২৯
জন্মাষ্টমী চ কৃষ্ণস্য শ্রীরামনবমী তথা।
রাধাষ্টম্যন্নকূটশ্চ দ্বাদশী বামনস্য চ ॥ ৩০
চতুর্দ্দশী নৃসিংহস্য তথানন্তচতুর্দ্দশী।
এষু কালেষু কৃষ্ণস্য মহাপূজাং সমাচরেৎ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিজ্ঞানখণ্ডে ব্যাসোগ্রসেনসংবাদে রাজসেবাবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ভোগ দিবে। অতঃপর হরিকে শয়ন করাইবে। হে রাজেন্দ্র! ইহা রাজসেব, সুতরাং ইহার নাম রাজসী। এইরূপ সেবায় লগ্নমনা ভক্ত মানব শতকুল উদ্ধার করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, রামনবমী, রাধাষ্টমী, অন্নকূট, বামনদ্বাদশী নৃসিংহচতুর্দ্দশী, অনন্ত-চতুর্দ্দশী—এই সকল কালে কৃষ্ণের মহাপূজা করিবে। ১৮—৩১।

বিজ্ঞানখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অথ স্নাত্বা চ কৃত্বা চ নিত্যনৈমিত্তিকীং ক্রিয়াম্
পঞ্চবর্ণসমাযুক্তং শুদ্ধে স্থণ্ডিলমণ্ডলে ॥ ১
দ্বাত্রিংশদ্দলসংযুক্তং কর্ণিকাকেশরোজ্জ্বলম্।
বিধায় কমলং দিব্যং বিধিবদ্বেদসূক্তিভিঃ ॥ ২
কর্ণিকায়াং ন্যসেদ্রাজন্ হরেঃ সিংহাসনং শুভম্।
তত্র রাধাং রমাং স্থাপ্য ভূদেবীং বিরজাং তথা ॥
তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ সাক্ষাৎ কৃষ্ণং পুরুষোত্তমম্।
তথাষ্টদলমধ্যে তু রাধিকাষ্টসখীঃ শুভাঃ ॥ ৪
ততোঽষ্টদলমধ্যে তু শ্রীকৃষ্ণস্য তথা সখীন্।
তথা ষোড়শপর্ণেষু সখীনাঞ্চ দ্বয়ং দ্বয়ম্ ॥ ৫
কমলস্য চ পার্শ্বেষু শঙ্খং চক্রং গদাং তথা।
পদ্মঞ্চ নন্দকং শার্ঙ্গং বাণাংশ্চ মুসলং হলম্ ॥ ৬
কৌস্তুভং বনমালাঞ্চ শ্রীবৎসং নীলমম্বরম্।
পীতাম্বরং তথা বংশীং বেত্রঞ্চ স্থাপয়েদ্বুধঃ ॥ ৭
ততঃ পার্শ্বেষু তালাঙ্কং গরুড়াঙ্কং রথং তথা।
সুমতিং দারুকং সূতং গরুড়ং কুমুদং তথা ॥ ৮
নন্দং সুনন্দং চণ্ডঞ্চ প্রচণ্ডঞ্চ মহাবলম্।
কুমুদাক্ষং বলং চৈব স্থাপয়েদ্ যত্নতঃ সুধীঃ ॥ ৯
তথা দিক্ষু চ দিক্‌পালান্ সংস্থাপ্য চ পৃথক্ পৃথক্।
বিষ্বক্‌সেনং শিবং মাঞ্চ বিধিং দুর্গাং বিনায়কম্
নবগ্রহাংশ্চ বরুণং তথা ষোড়শ মাতৃকাঃ।
তৎপদ্মাগ্রে বীতিহোত্রং স্থণ্ডিলে স্থাপয়েদ্বুধঃ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—অনন্তর স্নান ও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মাবসানে বিশুদ্ধ স্থণ্ডিলে পঞ্চবর্ণ সমাযুক্ত মণ্ডল নির্ম্মাণ করিবে। উহাতে উজ্জ্বল কর্ণিকা ও কেশরযুক্ত দ্বাত্রিংশৎদল দিব্য পদ্ম নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধি বেদ-সূক্ত দ্বারা কর্ণিকায় হরির সুন্দর সিংহাসন বিন্যস্ত করিবে। উহাতে রাধা, রমা, ভূমি-দেবী ও বিরজা বিন্যাস করিয়া তন্মধ্যে সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। ঐ প্রকার পদ্মের অষ্টপত্রে রাধিকার অষ্টসুন্দরী সখী বিন্যাস করিবে; তারপর বিজ্ঞ নর তৎপরবর্ত্তী অষ্টপত্রে কৃষ্ণসখাগণকে বিন্যস্ত করিয়া তৎপরবর্ত্তী ষোড়শদলে যুগ্ম যুগ্ম কৃষ্ণসখী বিন্যাস করিবে। পদ্মের পার্শ্বে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, নন্দক নামক অসি, শার্ঙ্গ ধনু, বাণসমূহ, মুষল, হল, কৌস্তুভ, বনমালা, শ্রীবৎস নীলবসন, পীতাম্বর, বংশী ও বেত্র বিন্যাস করিবে। তৎপার্শ্বে তালাঙ্ক ও গরুড়াঙ্ক রথ, সুমতি, দারুক সারথি, গরুড়, কুমুদ, নন্দ, সুনন্দ, চণ্ড, প্রচণ্ড, মহাবল, কুমুদাক্ষ বল—এই সকল সুধী ভক্ত সযত্নে স্থাপন করিবে। এইরূপ দিক্-সমূহে পৃথক্ পৃথক্ লোকপাল সকল স্থাপন করিয়া বিষ্বক্‌সেন, শিব, ব্রহ্মা, দুর্গা, বিনায়ক, নবগ্রহ, বরুণ ও ষোড়শ মাতৃকা স্থাপন করিবে।

আবাহনমাসনঞ্চ পাদ্যমর্ঘ্যং বিশেষতঃ ।
স্নানঞ্চ মধুপর্কঞ্চ ধূপং দীপং তথৈব চ ॥ ১২
যজ্ঞোপবীতং বস্ত্রঞ্চ ভূষণং গন্ধমেব চ ।
পুষ্পং তথাক্ষতাংশ্চৈব নৈবেদ্যঞ্চ মনোরমম্ ॥ ১৩
আচমনং প্রদাতব্যং তাম্বুলং দক্ষিণাং তথা ।
প্রদক্ষিণাং প্রার্থনাঞ্চ তথা নীরাজনং স্মৃতম্ ॥ ১৪
নমস্কারং ততঃ কুর্য্যাৎ কর্ম্মণাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।
আবাহনে তু পুষ্পাণি আসনে তু কুশদ্বয়ম্ ॥ ১৫
পাদ্যে শ্যামাঞ্চ দূর্ব্বাঞ্চ বিষ্ণুক্রান্তাং তথৈব চ ।
সৌগন্ধিকানি পুষ্পাণি অর্ঘ্যে যোগ্যানি যাদব ॥
চন্দনোশীরকর্পূরকুঙ্কুমাগুরুমিশ্রিতম্ ।
এতাদৃশং জলং যোগ্যং স্নানে রাজন্মহামতে ॥
মধুপর্কে হ্যামলকমরবিন্দং তথা মতম্ ।
ধূপে গন্ধাষ্টকং দেয়ং দীপে কর্পূরমেব চ ॥ ১৮
যজ্ঞোপবীতং পীতঞ্চ বস্ত্রে পীতাম্বরং মতম্ ।
ভূষণে চৈব সৌবর্ণং গন্ধে কুঙ্কুমচন্দনে ॥ ১৯
তুলসীমঞ্জরী পুষ্পেঽক্ষতেষু স্মৃতাস্তণ্ডুলাঃ ।
নৈবেদ্যে তু রসাঃ ষট্ চ ভোগা [illegible] ।
জলে গঙ্গা [illegible]
জাতীফলঞ্চ [illegible]
তাম্বুলে চৈলাং [illegible]
প্রদক্ষিণায়াং [illegible] ।
প্রার্থনায়াং হরের্ভক্তিঃ [illegible]সংযুতা ।
নমস্কারে মহারাজ সাষ্টাঙ্গন[illegible] ।
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ শিখাং বদ্ধা শুচিঃ পুমান্ ।
উপচারান্ পুরস্কৃত্য শ্রীমুখে সম্মুখো ভবেৎ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিজ্ঞানখণ্ডে ব্যাসোগ্রসেনসংবাদে মহাপূজাবিধিবর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীব্যাস উবাচ ।
উপচারস্তু মন্ত্রাণি বেদোক্তানি শুভানি চ ।
তুভ্যং বক্ষ্যামি রাজেন্দ্র শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ ॥ ১

পণ্ডিত মানব সেই পদ্মের অগ্রভাগে স্বর্ণগুল মধ্যে বীতিহোত্রকে বিন্যাস করিবে। ১—১১। অতঃপর আবাহন করিয়া আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, মধুপর্ক, ধূপ, দীপ, যজ্ঞোপবীত, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, মনোরম নৈবেদ্য, আচমনীয় ও তাম্বুল প্রদান করত দক্ষিণা করিবে, তারপর প্রদক্ষিণ ও প্রার্থনা করিয়া নীরাজন করত নমস্কার করিবে। প্রত্যেক উপচার কার্য্যে পৃথক্ পৃথক্ বিধান যথা—আবাহনে পুষ্প, আসনে কুশদ্বয়, পাদ্যে কৃষ্ণদূর্ব্বা, দূর্ব্বা ও শ্বেত অপরাজিতা দিবে। হে যাদব! অর্ঘ্যে সুগন্ধি পুষ্প প্রদান যোগ্য জানিবে। স্নানীয়ে চন্দন, উশীর, কর্পূর, কুঙ্কুম ও অগুরু জল মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে। হে মহামতে! এতাদৃশ জল স্নানে যোগ্য জানিবে। হে রাজন্! মধুপর্কে আমলক ও কমলদান আমার মত। ধূপে অষ্ট গন্ধ, দীপে কর্পূর, যজ্ঞোপবীত স্বর্ণ পীত, বস্ত্রে পীতাম্বর, ভূষণে সুবর্ণ, গন্ধে কুঙ্কুম চন্দন, পুষ্পে তুলসী মঞ্জরী, অক্ষতে তণ্ডুল, নৈবেদ্যে ছয় রস ও নানাবিধ ভোগদ্রব্য দিবে। জলমধ্যে গঙ্গা ও যমুনাজলই যোগ্য। হে নৃপ! অন্তে আচমনে জাতীফল ও কক্কোল ফল, তাম্বুলে শুঁঠ এলাচি এবং দক্ষিণায় সুবর্ণ প্রদান করিবে। ভ্রমণ করিয়া প্রদক্ষিণ ও গব্য ঘৃত দ্বারা নীরাজন, প্রার্থনায় প্রেমলক্ষণযুক্তা হরিভক্তি এবং হে মহারাজ! নমস্কারে অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে। তারপর শুচি মানব দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে শিখা বন্ধন করিয়া সমস্ত উপচার সম্মুখে রাখিয়া ভগবানের অভিমুখে উপবিষ্ট হইবে। ১২—২৪।

বিজ্ঞানখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! বেদোক্ত শুভ উপচার-মন্ত্রসমূহ তোমাকে বলিতেছি,

অথাবাহনম্।
গোলোকধামাধিপতে রমাপতে
গোবিন্দ দামোদর দীনবৎসল।
রাধাপতে মাধব সাত্বতাং পতে
সিংহাসনেঽস্মিন্মম সম্মুখো ভব ॥ ২

অথাসনম্।
শ্রীপদ্মরাগস্ফুরদূর্দ্ধপৃষ্ঠং
মহার্হবৈদূর্য্যখচিৎপদাব্জম্।
বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠপতে গৃহাণ
পীতং তড়িদ্ধাটককুম্ভখণ্ডম্ ॥ ৩

অথ পাদ্যম্।
পরং স্থিতং নির্ম্মলরৌপ্যপাত্রে
সমাহৃতং বিন্দুসরোবরাদ্ধি।
যোগেশ দেবেশ জগন্নিবাস
গৃহাণ পাদ্যং প্রণমামি পাদৌ ॥ ৪

অথার্ঘ্যম্।
জলজচম্পকপুষ্পসমন্বিতং
বিমলমর্ঘ্যমনর্ঘদরস্থিতম্।
প্রতিগৃহাণ রমারমণ প্রভো
যদুপতে যদুনাথ যদূত্তম ॥ ৫

অথ স্নানম্।
কাশ্মীরপাটীরবিমিশ্রিতেন
সুমল্লিকোশীরবতা জলেন।
স্নানং কুরু ত্বং যদুনাথ দেব
গোবিন্দ গোপালক তীর্থপাদ ॥ ৬

অথ মধুপর্কম্।
মধ্যাহ্নচণ্ডার্কভবশ্রমাপহং
সিতাব্জসম্পর্কমনোহরং পরম্।
গৃহাণ বিষ্ণো মধুপর্কমাদৃতং
সংদৃশ্য পীতাম্বর সাত্বতাং পতে ॥৭

অথ বস্ত্রম্।
বিভো সর্ব্বতঃ প্রস্ফুরৎ প্রোজ্জ্বলঞ্চ
স্ফুরদ্রশ্মিশৃঙ্গং পরং দুর্লভঞ্চ।
স্বতো নির্ম্মিতং পদ্মকিঞ্জল্কবর্ণং
গৃহাণাম্বরং দেব পীতাম্বরাখ্যম্ ॥ ৮

অথ যজ্ঞোপবীতম্।
সুবর্ণাভমাপীতবর্ণং সুমন্ত্রৈঃ
পরং প্রোক্ষিতং বেদবিন্নির্ম্মিতঞ্চ।
শুভং পঞ্চকার্য্যেষু নৈমিত্তিকেষু
প্রভো যজ্ঞ যজ্ঞোপবীতং গৃহাণ ॥ ৯

অথ ভূষণম্।
কনকরত্নময়ং ময়নির্ম্মিতং
মদনকক্কদনং সদনং রুচাম্।
উষসি পুষসবর্ণবিভূষণং
সকললোকবিভূষণ গৃহ্যতাম্ ॥ ১০

একাগ্রমনে শ্রবণ কর। প্রথমে আবাহন—হে গোলোকধামাধিপতে রমাপতে গোবিন্দ দামোদর দীনবৎসল রাধাপতে মাধব সাত্বতপতে! এই সিংহাসনে আমার সম্মুখে অবস্থান কর। অনন্তর আসন—হে বৈকুণ্ঠ, হে বৈকুণ্ঠনাথ! উর্দ্ধপৃষ্ঠ পদ্মরাগসদৃশ উজ্জ্বল, পাদপদ্ম মহামূল্য বৈদূর্য্য-খচিত, সুবর্ণের কুম্ভযুক্ত, পীত, সৌদামিনীসদৃশ প্রকাশমান আসন গ্রহণ কর। অনন্তর পাদ্য—হে যোগেশ! নির্ম্মল সুবর্ণপাত্রে স্থিত, বিন্দু সরোবর হইতে সমাহৃত, উত্তম পাদ্য গ্রহণ কর, হে জগন্নিবাস! তোমার পাদদ্বয়ে প্রণাম করি। অনন্তর অর্ঘ্য—হে রমারমণ প্রভো যদুপতে যদুনাথ যদূত্তম! পদ্ম ও চম্পকপুষ্পযুক্ত শঙ্খস্থিত উত্তম বিমল অর্ঘ্য গ্রহণ কর। অনন্তর স্নান—হে যদুনাথ দেব গোবিন্দ গোলোকতীর্থপাদ! কাশ্মীর চন্দনমিশ্রিত উত্তম মল্লিকা ও উশীরযুক্ত জলদ্বারা তুমি স্নান কর। অনন্তর মধুপর্ক—হে পীতাম্বর সাত্বতপতে বিষ্ণো! মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপ-জাত শ্রমের অপনোদক মনোহর এই উত্তম মধুপর্ক দর্শন করিয়া গ্রহণ কর। অনন্তর বস্ত্র—হে দেব বিভো! সর্ব্বদিকে সুন্দর ও উজ্জ্বল ঘন রচিত কমলকেশরবর্ণ পরমদুর্লভ স্বভাবতঃ নির্ম্মল মসৃণ পীতাম্বর বসন গ্রহণ কর। ১—৮। অনন্তর যজ্ঞোপবীত—হে প্রভো যজ্ঞ! সুবর্ণকান্তি ঈষৎ পীতাভ মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষিত বেদজ্ঞদ্বারা নির্ম্মিত নৈমিত্তিকাদি পঞ্চকার্য্যে শুভাবহ উত্তম যজ্ঞোপবীত গ্রহণ কর। অনন্তর ভূষণ—

অথ গন্ধম্।
শঙ্খেন্দুশোভং বহুমঙ্গলং শ্রী
কাশ্মীরপাটীরকপঙ্কপৃক্তম্।
ভূমণ্ডনং গন্ধচয়ং গৃহাণ
সমস্তভূমণ্ডলভারহারিন্॥ ১১
অথাক্ষতান্।
ব্রহ্মাবর্ত্তে ব্রহ্মণা পূর্ব্বমুপ্তান্
ব্রাহ্মৈস্তোয়ৈঃ সিঞ্চিতান্ বিষ্ণুনা চ
রুদ্রেণারাদ্রক্ষিতান্ রাক্ষসেভ্যঃ
সাক্ষাদ্ভূমন্নক্ষতাংস্ত্বং গৃহাণ॥ ১২
অথ পুষ্পাণি।
মন্দার-সন্তানক-পারিজাত-
কল্পদ্রুম-শ্রীহরিচন্দনানাম্।
গৃহাণ পুষ্পাণি হরে তুলস্যা
মিশ্রাণি সাক্ষান্নবমঞ্জরীভিঃ॥ ১৩
অথ ধূপম্।
লবঙ্গপাটীরজচূর্ণমিশ্রং
মনুষ্যদেবাসুরসৌখ্যদঞ্চ।
সদ্যঃ সুগন্ধীকৃতহর্ম্ম্যদেশং
দ্বারাবতীভূপ গৃহাণ ধূপম্॥ ১৪

অথ দীপম্।
তমোহারিণং জ্ঞানমূর্ত্তিং মনোজ্ঞং
লসদ্বর্ত্তিকর্পূরপূরং গবাজ্যম্।
জগন্নাথ দেব প্রভো বিশ্বদীপ
স্ফুরজ্জ্যোতিষং দীপমুখ্যং গৃহাণ॥ ১৫
অথ নৈবেদ্যম্।
রসৈঃ ষড়্‌ভির্ভেদবিধিব্যবস্থিতং
রসৈ রসাঢ্যঞ্চ যশোমতীকৃতম্।
গৃহাণ নৈবেদ্যমিদং সুরোচিকং
গব্যামৃতং সুন্দর নন্দনন্দন॥ ১৬
অথ জলম্।
গঙ্গোত্তরীবেগবলাৎ সমুদ্ধৃতং
সুবর্ণপাত্রেণ হিমাংশুশীতলম্।
সুনির্ম্মলাভং হ্যমৃতোপমং জলং
গৃহাণ রাধাবর ভক্তবৎসল॥ ১৭
অথাচমনম্।
রাধাপতে শ্রীবিরজাপতে প্রভো
শ্রিয়ঃ পতে সর্ব্বপতে চ ভূপতে।
কঙ্কোলজাতীফলপুষ্পবাসিতং
পরং গৃহাণাচমনং দয়ানিধে॥ ১৮
অথ তাম্বুলম্।
জাতীফলৈলাসুলবঙ্গনাগ-
বল্লীদলৈঃ পূগফলৈশ্চ সংযুতম্।

হে সকললোকভূষণ! কনকরত্নময় কামশোভার পরাভবকারী তেজোনিলয় ঊষাকালীন সূর্য্য-সদৃশ ময়নির্ম্মিত আভরণ গ্রহণ কর। অনন্তর গন্ধ—হে অখিল ভূমণ্ডল-ভারহারিন্! শঙ্খ ও চন্দ্রসদৃশ শোভাশালী বহু মঙ্গল-নিলয় কাশ্মীর চন্দনকর্দ্দমময় সুন্দর মণ্ডন স্বরূপ গন্ধ-নিচয় গ্রহণ কর। অনন্তর অক্ষত—হে ভূমন্! পুরাকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ব্রহ্মাবর্ত্তে উপ্ত, বিষ্ণু কর্ত্তৃক ব্রহ্মজলে সিঞ্চিত, নিকটে থাকিয়া রুদ্র কর্ত্তৃক রাক্ষসগণ হইতে রক্ষিত অক্ষত-সমূহ গ্রহণ কর। অনন্তর পুষ্প হে হরে! তুলসীর নূতন মঞ্জরী-মিশ্রিত মন্দার সন্তানক পারিজাত কল্পদ্রুম ও হরি চন্দন-তরুজাত পুষ্প গ্রহণ কর। অনন্তর ধূপ—হে দ্বারকেশ লবঙ্গ ও চন্দন চূর্ণ-মিশ্র মনুষ্য ও সুরাসুর সৌখ্যপ্রদ সদ্যঃ প্রাসাদসৌগন্ধ্যকারী ধূপ গ্রহণ কর। অনন্তর দীপ—হে জগন্নাথ দেব প্রভো বিশ্বপ্রদীপ! অন্ধকারহারী জ্ঞানমূর্ত্তি মনোজ্ঞ গব্যঘৃতযুক্ত কর্পূরপূর্ণ প্রদীপ্ত বর্ত্তিকাযুক্ত বিচ্ছুরিতকান্তি মুখ্য প্রদীপ গ্রহণ কর। অনন্তর নৈবেদ্য—হে সুন্দর নন্দনন্দন! ছাপান্নপ্রকার ব্যঞ্জনযুক্ত ষড়্‌রস ও গব্যামৃতময় সুন্দর রুচি-কারক যশোমতী-নির্ম্মিত এই নৈবেদ্য গ্রহণ কর। ৯—১৬। অনন্তর জল—হে ভক্ত-বৎসল রাধানাথ! গঙ্গোত্তরীর খরস্রোত হইতে উদ্ধৃত সুবর্ণপাত্রে রক্ষিত শশধরকর-শীতল সুনির্ম্মল অমৃতোপম জল গ্রহণ কর। অনন্তর আচমন—হে রাধানাথ বিরজানাথ প্রভো রমা-নাথ জগন্নাথ ভূমিনাথ দয়াসাগর! কঙ্কোল জাতীফল ও পুষ্পবাসিত উত্তম আচমন গ্রহণ

মুক্তাচূর্ণখাদির-সারযুক্তং
গৃহাণ তাম্বূলমিদং রমেশ ॥ ১৯
অথ দক্ষিণা ।
নাকপাল বসুপাল মৌলিভি-
র্বন্দিতাঙ্ঘ্রিযুগল প্রভো হরে ।
দক্ষিণাং পরিগৃহাণ মাধব
লোকদক্ষবর দক্ষিণাপতে ॥ ২০
অথ নীরাজনম্ ।
প্রস্ফুরৎ পরমদীপ্তিমঙ্গলং
গোঘৃতাক্তনবপঞ্চবর্ত্তিকম্ ।
আর্ত্তিকং পরিগৃহাণ চার্ত্তিহন্
পুণ্যকীর্ত্তিবিশদীকৃতাবনে ॥ ২১
অথ নমস্কারঃ ।
নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্রমূর্ত্তয়ে
সহস্রপাদাক্ষিশিরোরুবাহবে ।
সহস্রনাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে
সহস্রকোটীযুগধারিণে নমঃ ॥ ২২
অথ প্রদক্ষিণা ।
সমস্ততীর্থযজ্ঞদানপূর্ত্তকাদিজং ফলম্ ।
লভেৎ পরস্য শাশ্বতং করোতি যঃ প্রদক্ষিণাঃ ॥

অথ প্রার্থনা ।
হরে মৎসমঃ পাতকী নাস্তি ভূমৌ
তথা ত্বৎসমো নাস্তি পাপাপহারী ।
ইতি ত্বং মত্বা জগন্নাথ দেব
যথেচ্ছা ভবেত্তে তথা মাং কুরু ত্বম্ ॥২৪
অথ স্তুতিঃ ।
সংজ্ঞানমাত্রং সদসৎপরং মহ-
চ্ছশ্বৎ প্রশান্তং বিভবং সমং মহৎ ।
ত্বাং ব্রহ্ম বন্দে হি সুদুর্গমং পরং
সদা স্বধাম্না পরিভূতকৈতবম্ ॥ ২৫
এবং সম্পূজ্য দেবেশমেভির্মন্ত্রৈর্মহামতে ।
প্রণম্য বিষ্ণুং সর্ব্বাঙ্গপূজাং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ২৬
ওঁ নমো নারায়ণায় পুরুষায় মহাত্মনে ।
বিশুদ্ধসত্ত্বধীস্থায় মহাহংসায় ধীমহি ॥ ২৭
ইতি মন্ত্রেণ প্রাণায়ামং কৃত্বা ।
ওঁ বিষ্ণবে মধুসূদনায় বামনায় ত্রিবিক্রমায় শ্রীধরায় হৃষীকেশায় পদ্মনাভায় দামোদরায় সঙ্কর্ষণায় বাসুদেবায় প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় অধোক্ষজায় পুরুষোত্তমায় শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ।
ইতি পাদগুল্ফজানূরুকট্যুদরপৃষ্ঠভুজা-

কর । অনন্তর তাম্বূল—হে রমাপতে ! জাতীফল, এলাচ, উত্তম লবঙ্গ, নাগবল্লীপত্র ও পূগফলযুক্ত এবং মুক্তাচূর্ণ ও খাদিরসার সমন্বিত এই তাম্বুল গ্রহণ কর। অনন্তর দক্ষিণা—হে প্রভো হরে মাধব ! স্বর্গপতি ও বসুপাল প্রভৃতিও মুকুট দ্বারা তোমার চরণযুগলের বন্দনা করেন, তুমি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকদক্ষ ; হে দক্ষিণাপতে ! দক্ষিণা গ্রহণ কর। অনন্তর নীরাজন—হে আর্ত্তিহারিন্ পবিত্রকীর্ত্তিকর মহীমলনাশিন্ ! প্রজ্বলিত পরমদীপ্তিময় মঙ্গলময় গব্যঘৃতাক্ত নব পঞ্চ বর্ত্তিকাযুক্ত আরাত্রিক গ্রহণ কর। অনন্তর নমস্কার—সহস্রমূর্ত্তি, সহস্র পাদ অক্ষি শির উরু ও বাহুশালী সহস্র নামযুক্ত সহস্রকোটি যুগধারী সনাতন পুরুষকে নমস্কার। অনন্তর প্রদক্ষিণ—যে ব্যক্তি সনাতন পরমপুরুষের প্রদক্ষিণ করেন, তিনি সমস্ত তীর্থ যজ্ঞ দান ও পূর্ত্তাদিজাত সমস্ত ফল প্রাপ্ত হন। অনন্তর প্রার্থনা—হে হরে ! ভূমিতলে আমার সমান পাতকী ও তোমার তুল্য পাপহারী নাই ; হে জগন্নাথ ! ইহা মনে করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, আমার প্রতি তাহাই কর। অনন্তর স্তুতি—সম্যক্ জ্ঞানমাত্র, সৎ ও অসতের অতীত মহান্, সনাতন, শান্ত, ঐশ্বর্য্যশালী, শম, মহৎ ও ব্রহ্মময় সুদুর্লভ তোমাকে বন্দনা করি ; তুমি নিজ তেজে সর্ব্বদা সমস্ত মায়ারূপ কপটতা পরিভূত করিয়া থাক ।১৭—২৬। হে মহামতে ! এই প্রকারে উক্ত মন্ত্রসমূহ দ্বারা দেবেশ বিষ্ণুর পূজা করিয়া প্রণামপূর্ব্বক সযত্নে অঙ্গপূজা করিবে। "ওঁ নমো নারায়ণায়" ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া "ওঁ বিষ্ণবে" ইত্যাদি মূলের লিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। অতঃপর "পাদগুল্ফ" ইত্যাদি মন্ত্রে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আদিতে প্রণব ওঁ এবং

কণ্ঠকর্ণনাসিকাধরনেত্রশিরঃস্থ পৃথক্ পৃথক্ পূজয়ামীতি সর্ব্বাঙ্গপূজাং কুর্য্যাৎ।

তথা সখীসখ শঙ্খচক্রগদাপদ্মাসিধনুর্ব্বাণ-হলমুসলাদীন্ তথা কৌস্তুভবনমালাশ্রীবৎস-পীতাম্বরনীলাম্বরবংশীবেত্রাদীন্ তথা তালাঙ্ক-গরুড়াঙ্করথদারুক-সুমতিসারথিগরুড়কুমুদনন্দ-সুনন্দচণ্ডমহাবলকুমুদাক্ষবলাদীন্ প্রণবপূর্ব্বেণ চতুর্থ্যন্তেন নমঃসংযুক্তেন নাম্না তথা বিষক্-সেনশিবব্রহ্মাবিধিদুর্গাবিনায়কদিক্পাল-বরুণনব-গ্রহমাতৃকাদীন্ মন্ত্রৈঃ পূজয়েৎ।

পুনঃ পরিসমূহনাদিস্থালীপাকবিধানেন বৈশ্বা-নরং সম্পূজয়েৎ॥

ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥ ২৮
ইতি মন্ত্রেণ শতমাহুতীর্জুহুয়াৎ।
দেবং প্রদক্ষিণীকৃত্য মহাভোগং নিধায় চ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ॥ ২৯
ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ ৩০
ইতি নত্বা হরিং রাজন্ পুনর্নীরাজনং হরেঃ।
কারয়েদ্বিধিবদ্ভক্তো হরিভক্তজনৈঃ সহ॥ ৩১
নানাবাদ্যরণদ্ঘণ্টাকাংস্যবীণাদিকীচকৈঃ।
করতালমৃদঙ্গাদ্যৈঃ কীর্ত্তনং কারয়েদ্ বুধঃ॥ ৩২
নৃত্যন্তি শ্রীহরেরগ্রে ভক্তা বৈ প্রেমবিহ্বলাঃ।
জয়ধ্বনিসমাযুক্তাঃ সৎকথাগানতৎপরাঃ॥ ৩৩
পুনঃ প্রভুং নমস্কৃত্য মন্দিরে তপনোজ্জ্বলে।
শয়নং কারয়েৎ সম্যক্ শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ॥ ৩৪
এবং করোতি শ্রীকৃষ্ণসেবাং যো লগ্নমানসঃ।
প্রণমন্তি চ তং রাজন্ দেবতাঃ স্বর্গসম্ভবাঃ॥ ৩৫
নাহপি রাজেন্দ্র নাকেহপি পদং ধৃত্বা হরের্জনঃ
অন্তে যাতি পরং ধাম গোলোকং যোগিদুর্লভম্
ইতি শ্রীকৃষ্ণসেবায়া বিধানং বর্ণিতং ময়া।
চতুষ্পদার্থদং নৃণাং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৩৭

ইতি শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং বিজ্ঞানখণ্ডে ব্যাসো-গ্রসেনসংবাদে পূজনপ্রকারবর্ণনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ॥৯॥

পরে নমঃ শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত করিয়া পাদ, গুল্ফ, জানু, ঊরু, কটি,উদর,পৃষ্ঠ, ভুজ, কন্ধর, কর্ণ, নাসিকা, অধর, নেত্র ও শিরঃ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিবে। ঐরূপে সখী, সখা, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, অসি, ধনু, বাণ, হল ও মুষলাদি এবং কৌস্তুভ, বনমালা, শ্রীবৎস, পীতাম্বর, নীলাম্বর, বংশ ও বেত্রাদি এবং তালাঙ্ক ও গরুড়াঙ্করথ, দারুক ও সুমতিসারথি, গরুড়, কুমুদ, নন্দ, সুনন্দ, চণ্ড, মহাবল ও কুমুদাক্ষাদির এবং বিষক্সেন, শিব, ব্রহ্মা, দুর্গা, বিনায়ক, দিক্পাল, বরুণ, নবগ্রহ ও মাতৃকাদির পূজা করিবে। পুনর্ব্বার পরিসমূহনাদি স্থালীপাকবিধানে অগ্নির পূজা করিবে।"ওঁ নমো বাসুদেবায়"ইত্যাদি মন্ত্রে শত আহুতি দ্বারা হোম করিবে। অতঃপর দেবতার প্রদক্ষিণ ও মহাভোগ নিবেদন করিয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে; —হে মহাপুরুষ! ধ্যেয়, সর্ব্বদা পরাভব দূর-কারী, অভীষ্টপ্রদ, তীর্থের আস্পদ, শিব ও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বন্দিত, শরণ্য, ভৃত্যের আর্ত্তিহারী, প্রণতপালক এবং ভব-সাগর-তরণীস্বরূপ তোমার পাদপদ্মের আমি বন্দনা করি। হে রাজন্! ভক্ত এইরূপে নমস্কার করিয়া হরি-ভক্তগণের সহিত যথাবিধি হরির পুনরায় নীরাজন করিবে। সুধী-ভক্ত ঘড়ী, শব্দায়-মান ঘণ্টা, কাংস্য, বীণা, বংশী, করতাল ও মৃদঙ্গাদি বাদ্যের সহিত কীর্ত্তন করিবে। জয়ধ্বনি-সমাযুক্ত ও সৎকথা-নিরত হইয়া প্রেম-বিহ্বল ভক্তগণ হরির অগ্রে নৃত্য করি-বেন। সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল মন্দিরে প্রভুকে পুনরায় নমস্কার করিয়া মহাত্মা কৃষ্ণের শয়ন করাইবে। যে সেবালগ্নমনা মানব এইরূপে কৃষ্ণসেবা করেন, হে রাজন্! স্বর্গবাসী দেবতারাও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া থাকেন এবং তিনি স্বর্গাধিপত্য লাভ করিয়া অন্তে যোগিদুর্লভ পরম ধাম গোলোকে গমন করেন।

দশমোঽধ্যায়ঃ

উগ্রসেন উবাচ।

সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ত্বয়া শ্রীকৃষ্ণরূপিণা।
শ্রীকৃষ্ণপদ্ধতিঃ সাক্ষাচ্ছ্রুতা বৈ বিধিবন্ময়া॥ ১
অহো লোকা মহামূঢা লোভমোহমদান্বিতাঃ।
নাপ্নুবন্তি হি বৈরাগ্যং ভজন্তি ন হরিং ক্বচিৎ॥২
ভগবংস্তু জগতো মোহকারণমদ্ভুতম্।
কথং জাতং বদ বিভো কথমেতন্নিবর্ত্ততে॥ ৩

ব্যাস উবাচ

যথাম্ভসি প্রাপ্তমদো বিধোঃ স্বত-
স্তৎ প্রেক্ষ্যতে কেবলমেব বেগতঃ।
তথাহি বিশ্বঃ পরমস্য মায়য়া
মমেত্যহং ভাগবতে প্রবর্ত্ততে॥ ৪
প্রধানকালাশয়দেহজৈগু ণৈঃ
কুর্ব্বন্ বিকর্ম্মাণি জনো নিবধ্যতে।

হে রাজেন্দ্র! এই আমি তোমার নিকট চতুর্ব্বর্গপ্রদ কৃষ্ণ-সেবার বিধান বর্ণন করিলাম, পুনরায় আর কি শুনিতে চাও। ২৭—৩৭।

বিজ্ঞানখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯॥

দশম অধ্যায়।

উগ্রসেন বলিলেন,—আপনি কৃষ্ণরূপী, আপনার প্রসাদে আমি সিদ্ধ ও অনুগৃহীত হইলাম; আমি যথাবিধি কৃষ্ণপদ্ধতি শুনিলাম। অহো! লোভ মোহ ও মদান্বিত মহামূঢ মানবেরা কখনও হরিভজন করে না— বৈরাগ্যও প্রাপ্ত হয় না। হে ভগবন্! এই জগতের অদ্ভুত মোহকারণ কি; হে বিভো! কি প্রকারে তাহা নিবৃত্ত হয়, বলুন। ব্যাস বলিলেন,— চঞ্চল জলে প্রতিবিম্বিত একমাত্র চন্দ্র যেরূপ বহু রূপে প্রতিভাত হয়। তদ্রূপ পরব্রহ্মের মায়া দ্বারা ভগবদ্বিষয়ে অহং মমতা প্রভৃতি ভাব-সম্পন্ন বিভিন্ন বিশ্ব প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মায়া, কাল ও আশয়ের বশে দেহোৎপন্ন গুণনিচয় দ্বারা দেহী বিপরীত

কাচেঽর্ভকং সৈকত এব জীবনং
গুণে চ সর্পং প্রতনোতি সোঽক্ষিভিঃ॥৫
রাজন্ জগন্মোহময়ং রজোময়ং
তমোময়ং সত্ত্বময়ং তথা ক্বচিৎ।
মনোবিলাসং বিকৃতঞ্চ বিভ্রমং
বিদ্ধ্যাখিলং লোলমলাতচক্রবৎ।
ইদং করিষ্যামি করোম্যভূবং
মমেদমস্তীতি তবেদমাব্রুবন্।
অহং সুখী দুঃখযুতঃ সুহৃজ্জনো
লোকস্ত্বহঙ্কারবিমোহিতো মতঃ॥

উগ্রসেন উবাচ।

বদ মে কৃপয়া ব্রহ্মল্লঁক্ষণং পরমাত্মনঃ।
কতিধা কবয়ঃ কৃষ্ণং বদন্তি জয়বর্ত্মভিঃ॥৮

ব্যাস উবাচ

সনাতনস্যাত্র ন মৃত্যুজন্মনী
ন শোকমোহৌ ন জরায়ুবাদয়ঃ।
অহং মদো ব্যাধিযুতো ভয়ং সুখং
শুচো ক্ষুধেচ্ছা ন রতির্নচাধয়ঃ॥ ৯
আত্মা নিরীহো হৃতমঃ স সর্ব্বগো
নাহঙ্কৃতিঃ শুদ্ধবলো গুণাশ্রয়ঃ।

কর্ম্ম করিয়া নিবদ্ধ হয়। সে নিজ চক্ষু দ্বারা কাচ-প্রতিবিম্বে বালক,বালিতে জল ও রজ্জুতে সর্প সত্যরূপে আরোপিত করিয়া লয়। হে রাজন্! এই মোহময়, জগৎ কখন তমোময়, রজোময় এবং ক্বচিৎ সত্ত্বময়; ইহা মনের বিকারবিলসিত, ভ্রম এবং অলাত চক্রবৎ চঞ্চল জানিবে। ইহা আমি করিব ও করিতেছি, আমার ইহা আছে, আমি ছিলাম, ইহা তোমার আমি সুখী দুঃখী ও সুহৃদ্-সম্পন্ন—অহঙ্কারমূঢ় মানবেরই এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে। উগ্রসেন বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! কৃপা করিয়া আমার নিকট পরমাত্মার লক্ষণ কীর্ত্তন করুন; কবিজন শাস্ত্রপথে কৃষ্ণের কত প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন? ব্যাস বলিলেন,—এ সংসারে সনাতন পরমাত্মার জন্ম, মৃত্যু, শোক, মোহ, জরা, যুবাদি,অহং মদ, ব্যাধি, ভয়, সুখ, শোক, ক্ষুধা, ইচ্ছা, রতি ও

স্বয়ংপরো নিষ্কল আত্মমঙ্গলো
জ্ঞানাত্মকো যো বিদিতো মুনীশ্বরৈঃ ॥ ১০
জাগর্ত্তি যোঽস্মিন্ শয়নং গতে সতি
নায়ং জনো বেদ স বেদ তং স্থিতম্।
পশ্যন্তমাদ্যং পুরুষং হি যং জনো
ন পশ্যতি স্বকমলঞ্চ তং ভজে ॥ ১১
যথা নভোঽগ্নিঃ পবনো ন সজ্জতে
ঘটেন কাষ্ঠেন রজোভিরাবৃতঃ।
তথা পুমান্ সর্ব্বগুণৈশ্চ নির্ম্মলো
বর্ণৈর্যথা স্যাৎ স্ফটিকো মহোজ্জ্বলঃ ॥ ১২
ব্যঙ্গেন বা লক্ষণয়া চ বাক্‌পথৈ-
রর্থৈঃ পদস্ফোটপরায়ণৈঃ পরম্।
ন জ্ঞায়তে তদ্ধ্বনিনোত্তমেন সদ্-
বাচ্যং ততো ব্রহ্ম কুতস্তু লৌকিকৈঃ ॥ ১৩
বদন্তি কেচিদ্ভুবি কর্ম্ম কর্ত্তৃ যৎ-
কালঞ্চ কেচিৎ পরমেব শোভনম্।
কেচিদ্বিচারং প্রবদন্তি যচ্চ তদ্-
ব্রহ্মেতি বেদান্তবিদো বদন্তি হি ॥ ১৪

যং ন স্পৃশন্তীহ গুণা ন কালজা
মায়েন্দ্রিয়ং চিত্তমনো ন বুদ্ধয়ঃ।
মহচ্চ বেদো বদতীতি তৎপরং
বিশন্তি সর্ব্বেঽনলবিস্ফুলিঙ্গবৎ ॥ ১৫
হিরণ্যগর্ভং পরমাত্মতত্ত্বং
যদ্বাসুদেবং প্রবদন্তি সন্তঃ।
বিচার্য্য তদ্দেববরস্বরূপং
বিসৃজ্য মোহং বিচরেদসঙ্গঃ ॥ ১৬
যথেন্দুরেকো জলপাত্রবৃন্দগো
যথাগ্নিরেকো বিদিতঃ সমিচ্চয়ে ॥
তথা পরাত্মা ভগবাননেকবি-
দন্তর্ব্বহিঃ স্যাৎ স্বকৃতেষু দেহিষু ॥ ১৭
সূর্য্যোদয়ে নৈশতমো বিলীয়তে
প্রদৃশ্যতে বস্তু গৃহে যথা জনৈঃ।
জ্ঞানোদয়েঽজ্ঞানতমঃ প্রলীয়তে
সম্প্রাপ্যতে ব্রহ্ম পরং তনৌ তথা ॥ ১৮
যথেন্দ্রিয়াণাঞ্চ পৃথক্ প্রবৃত্তিভি-
র্নানৈর্য্যতেঽর্থোঽস্তিগুণাশ্রয়ঃ পরঃ

নাই; আত্মা স্বপ্রধান, নিরীহ, নির্দ্দেহ, সর্ব্বগ, অহঙ্কারহীন, শুদ্ধ, বলবান, নির্গুণ নিষ্কল, আত্মমঙ্গল, জ্ঞানাত্মক; মুনিশ্বরগণ কর্ত্তৃক তিনি এইরূপে বিদিত।১—১০। সংসার সুপ্ত হইলে পরমেশ্বর জাগ্রত থাকেন, মানুষ তাঁহাকে জানে না, তিনি সর্ব্বদশী, তাঁহাকে কেহ দেখে না, আমি সেই আদি পুরুষকে সতত ভজনা করি। ঘট, কাষ্ঠ ও রজো দ্বারা যেমন গগন অগ্নি ও পবন আবৃত হয় না, বর্ণসমূহ দ্বারা যেমন মহোজ্জ্বল স্ফটিক রঞ্জিত থাকে না, তদ্রূপ নির্ম্মল পরম পুরুষ গুণনিচয়ে আবৃত হন না। ব্যঞ্জনা, লক্ষণা, পদার্থপ্রকাশক অর্থযুক্ত বাক্য ও উত্তম ধ্বনি দ্বারা সেই সদ্বাচ্য ব্রহ্মকে বিদিত হওয়া যায় না, অতএব লৌকিক কথার আর কথা কি? ভূতলে কেহ উঁহাকে কর্ম্ম কহেন; কেহ কাল, কেহ পরম সুন্দর এবং কেহ তাঁহাকে বিচার বলিয়া থাকেন; কিন্তু বেদান্তবাদীরা তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়াই বিদিত হন। সেই পরব্রহ্মকে কালোৎপন্ন গুণ, মায়া, ইন্দ্রিয়, চিত্ত, মন, বুদ্ধি ও মহত্তত্ত্ব স্পর্শ করে না; বেদ বলেন—সকলেই অগ্নিতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় তাঁহাতেই বিলীন হন। সাধুগণ তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ, পরাত্মতত্ত্ব অথবা বাসুদেব বলিয়া থাকেন; অতএব হে রাজন্! সেই দেব-বরের স্বরূপ বিচার করিয়া মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসঙ্গ হইয়া এ সংসারে বিচরণ করিবে। একই চন্দ্র যেমন জল পাত্রভেদে বহু দৃষ্ট হন, একই অনল যেমন সকল কাষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত, তদ্রূপ ভগবান পরমাত্মা এক হইয়াও স্বকৃত জীবনিচয়ের অন্তরে বাহিরে বহু ভাবে বিরা-জিত। যেমন সূর্য্যোদয়ে জগতের অন্ধকার দূর হয় ও জনগণ স্ব স্ব গৃহস্থিত বস্তু দর্শন করে, তদ্রূপ জ্ঞানোদয় হইলে অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়; স্বীয় দেহে পরব্রহ্মের দর্শন ঘটিয়া

একং হ্যনন্তস্য পরস্য ধাম ত-
ত্তথা মুনীনাং কিল শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ। ১৯
সাক্ষাদ্ধরির্যঃ পুরুষোত্তমোত্তমঃ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো নিজভক্তবৎসলঃ।
কৈবল্যনাথো নৃগমুদ্ধহার তং
পূর্ণং স্বয়ং ব্রহ্ম পরং নমাম্যহম্। ২০

শ্রীনারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তমনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
পশ্যতাং যাদবানাঞ্চ তত্রৈবান্তরধীয়ত। ২১
ইদং ময়া তে কথিতং হরিভক্তিবিবর্দ্ধনম্।
বিজ্ঞানখণ্ডং বিশদং শ্রোতৃণাং মোক্ষদং স্মৃতম্
গর্গাচার্য্যেণ কথিতা নাম্নেয়ং গর্গসংহিতা।
সর্ব্বদোষহরা পুণ্যা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা। ২৩
গোলোকবৃন্দাবনয়োর্গিরীশ্বর-
মাধুর্য্যয়োঃ শ্রীমথুরাপুরস্য চ।
দ্বারাবতীবিশ্বজিতোর্হলায়ুধ-
বিজ্ঞানয়োঃ খণ্ডচয়াঃ পৃথঙ্নব। ২৪

যথা চ ভূমির্ভরতাদিভির্ভৃশম্।
তথাহি শখন্মুনিগর্গসংহিতা
বিভাতি খণ্ডৈর্নবভির্নৃপেশ্বর। ২৫
যথাহি রত্নৈর্নবভির্বিরাজতে
দেবাঙ্গুলৌ তপ্তসুবর্ণমুদ্রিকা।
তথা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদে বিধৌ
সর্গৈর্বিসর্গৈস্তু নিগর্গসংহিতা। ২৬
নরেন্দ্র শখন্মুনিসংহিতাং যে
শৃণ্বন্তি ভক্ত্যা হি জনাঃ পুনীতাঃ।
ইহৈব সৌখ্যং পরমাপ্নুবন্ত-
স্ততশ্চ গোলোকপুরং প্রয়ান্তি। ২৭
কৃত্বাথ পীতাম্বরবন্দনং স্ত্রিমাং
শৃণোতি বন্ধ্যা বহুলালসা ভৃশম্।
হ্রস্বেন কালেন গৃহাঙ্গণে শিশূন্
সঞ্চারয়ন্তী বিচরত্যহর্নিশম্। ২৮
রোগী পুমান্ রোগগণাৎ প্রমুচ্যতে
ভীতো ভয়াদ্বন্ধগতশ্চ বন্ধনাৎ।
শ্রুত্বা কথাং নির্দ্ধন এতি বৈভবং
মূর্খো ভবেৎ পণ্ডিত এব সত্বরম্। ২৯

থাকে। যেমন ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি দ্বারা গুণাশ্রয় বিষয়সমূহের নানাকারে প্রতিভান হয়, তদ্রূপ মুনিগণ প্রণীত নানা শাস্ত্র পথ দ্বারা অনন্ত পরমাত্মার একমাত্র ধামও নানারূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যিনি সাক্ষাৎ হরি পুরুষোত্তমোত্তম নিজ ভক্তবৎসল মুক্তিনাথ নৃগরাজের উদ্ধর্ত্তা, সেই পূর্ণ পর ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। ১১—২৩। ভগবান্ ব্যাস এইরূপ বলিয়া উগ্রসেনের অনুজ্ঞায় যাদব-গণের সমক্ষে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। এই আমি তোমার নিকট হরিভক্তিবর্দ্ধন বিশদ বিজ্ঞানখণ্ড বলিলাম, ইহা শ্রোতা-দিগের মোক্ষপ্রদ। ইহা গর্গাচার্য্য-কথিত, ইহার নাম গর্গসংহিতা; এই সংহিতা সর্ব্বদোষ-হরা চতুর্ব্বর্গপ্রদা ও পবিত্রা। গোলোক, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, মাধুর্য্য, মথুরা, দ্বারকা, বিশ্বজিৎ, বলভদ্র ও বিজ্ঞান প্রভৃতি ইহার পৃথক্ নয়টী খণ্ড আছে। হে নৃপেশ্বর! পরম রসে যেরূপ কৃষ্ণমূর্ত্তির বিকাশ ও ভরতাদি দ্বারা যদ্রূপ ভারতভূমি অত্যন্ত বিভবসম্পন্ন, তদ্রূপ উক্ত নয় খণ্ডে এই গর্গসংহিতা নিত্য গৌরব-ময়ী। দেবগণের অঙ্গুলীতে নবরত্নযুক্ত তপ্ত সুবর্ণ মুদ্রার ন্যায় সর্গ ও বিসর্গসম-ন্বিতা মহোজ্জ্বলা এই গর্গকথিত গর্গসংহিতা চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদানবিষয়ে গরীয়সী। হে নরেন্দ্র! যে পবিত্র মানব এই গর্গসংহিতা নিত্য ভক্তিভরে শ্রবণ করেন, তিনি ইহকালে পরম সুখ এবং অন্তে গোলোক পুরে গমন করিয়া থাকেন। যে বহু পুত্র লালসান্বিতা বন্ধ্যা-নারী পীতাম্বর হরির বন্দনা করিয়া এই সং-হিতা শ্রবণ করেন,তিনি অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার গৃহাঙ্গণে শিশুগণের চারণ করত স্বয়ং বিচরণ করিয়া থাকেন। এই সংহিতা শুনিয়া রোগী রোগমুক্ত, ভীত অভয়, বদ্ধ বন্ধনমুক্ত, নির্দ্ধন ধনান্বিত এবং মূর্খ সত্বর পরম পণ্ডিত

যঃ কার্ত্তিকে মাসি নৃপঃ শ্রিয়া যুতঃ
শৃণোতি শশ্বন্মুনিগর্গসংহিতাম্।
স চক্রবর্ত্তী ভবিতা ন সংশয়ো
নরেন্দ্রহস্তোচ্ছৃতচারুপাদুকঃ ॥ ৩০
মনোজবৈঃ সিন্ধুতুরঙ্গমৈর্ন বৈ-
র্দ্বিপৈশ্চ বিন্ধ্যাচলসম্ভবৈঃ পরৈঃ।
বৈতালিকোদ্গীতযশা মহীতলে
নিষেবিতো বারবধূজনৈঃ সহ ॥ ৩১
সুবর্ণশৃঙ্গাম্বরতাম্রপৃষ্ঠং
সভূষণং রৌপ্যখুরং সবৎসম্।
দদাতি খণ্ডং প্রতি গোদ্বয়ং যঃ
প্রাপ্নোতি সর্ব্বং হি মনোরথং সঃ ॥ ৩২
নিষ্কারণোহসৌ শৃণুতে বিদেহরাট্
সর্ব্বামিমাং বৈ মুনিগর্গসংহিতাম্।
হৃৎপুণ্ডরীকে বসতেহস্য সর্ব্বদা
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো নিজভক্তবৎসলঃ ॥ ৩৩
শ্রীগর্গ উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা তমনুজ্ঞাপ্য নারদো দেবদর্শনঃ।
সর্ব্বেষাং পশ্যতাং ব্রহ্মন্নম্বরং গতবান্মুনিঃ ॥ ৩৪
বহুলাশ্বো মহারাজঃ শ্রীকৃষ্ণে লগ্নমানসঃ।
সর্ব্বতস্তু কৃতার্থোহভূচ্ছ্রুত্বেমাং সংহিতাং হরেঃ ॥ ৩৫
তব প্রশ্নোপরি ব্রহ্মন্ কথিতা সংহিতা ময়া।
শ্রুত্বা বা পাঠিতা কৈশ্চিৎ কোটিযজ্ঞ-
ফলপ্রদা ॥ ৩৬
শ্রীশৌনক উবাচ।
ধন্যোহহঞ্চ কৃতার্থোহহং ত্বৎসঙ্গেন মহামুনে।
প্রাপ্নোমি পরমাং ভক্তিং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবর্দ্ধিনীম্ ॥
বিশদহৃদি মুনীনাং মানসে রাজহংসঃ
সকলসুখবিরাজন্নাদমাধুর্য্যবংশঃ।
জগতি বিকলদংশঃ শূরবংশাবতংসঃ
করবলহতকংসঃ পাতু বঃ সৎপ্রশংসঃ ॥ ৩৮
ইত্যুক্ত্বা তান্মুনীন্ সর্ব্বান্ গর্গাচার্য্যো মহামুনিঃ
অনুজ্ঞাপ্য প্রসন্নাত্মা গন্তুমভ্যুদ্যতোহভবৎ ॥৩৯
নবসর্গবিসর্গাঢ্যাং স্বর্গভূদ্গার্গসংহিতাম্।
চতুর্ব্বর্গপ্রদামুক্ত্বা গর্গো গর্গাচলং যযৌ ॥ ৪০

হয়। রাজা কার্ত্তিক মাসে প্রতিদিন ইহা শুনিয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন চক্রবর্ত্তী হন, নরেন্দ্রগণ তাঁহার মনোজ্ঞ পাদুকা স্বকরে বহন করিয়া থাকেন, সংশয় নাই। ২১—৩০। আর ঐ রাজা মনের মত বেগগামী সিন্ধু তুরঙ্গ ও বিন্ধ্যাচল জাত উত্তম নূতন মাতঙ্গগণ দ্বারা সমৃদ্ধ, বৈতালিকগণ কর্ত্তৃক গীয়মান, বারবনিতা দ্বারা সেবিত ও মহীতলে মহাযশস্বী হন। যিনি ইহা শ্রবণান্তে প্রতি খণ্ডে সুবর্ণশৃঙ্গ উত্তম তাম্রপৃষ্ঠ, রৌপ্যখুর অলঙ্কৃত, ও সবৎস গোযুগল দান করেন, তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। হে বিদেহরাজ! যিনি নিষ্কাম হইয়া সমস্ত গর্গসংহিতা শ্রবণ করেন, নিজ ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়পদ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। গর্গ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! দেবদর্শন নারদ এইরূপ বলিয়া বিদেহরাজের অনুজ্ঞাক্রমে সকলের সমক্ষে আকাশপথে প্রয়াণ করিলেন। কৃষ্ণলগ্নমনা বিদেহরাজ বহুলাশ্বও এই হরিসংহিতা শুনিয়া সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ হইলেন। হে শৌনক! তোমার প্রশ্নানুসারে আমি সেই সংহিতা কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রুত বা পাঠিতা হইলে মানবগণের কোটি যজ্ঞফল লাভ হয়। শৌনক কহিলেন,— হে মহামুনে! আমি আপনার সঙ্গলাভে ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম, কৃষ্ণ প্রেমবর্দ্ধিনী পরমা ভক্তি আমার লাভ হইল। যিনি মুনিগণের নির্ম্মল মানসের রাজহংস ও সর্ব্বপ্রকার সুখের প্রকাশক; উচ্চরবে যাঁহার বংশমাধুর্য্য প্রশংসিত হয়, জগতে নিষ্কলঙ্ক শূরবংশাবতংস স্বকরবীর্য্যে কংসহন্তা, সেই সাধু প্রশংসিত কৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। প্রসন্নমনা মহামুনি গর্গাচার্য্য শৌনকাদি মুনিগণকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাদের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক গমনোদ্যত হইলেন। গর্গাচার্য্য এইরূপে সর্গ ও বিসর্গ প্রভৃতি নবলক্ষণযুক্তা স্বর্গসাধিকা চতুর্ব্বর্গপ্রদা গর্গসংহিতা বর্ণন করিয়া গর্গা-

শরদ্বিকচপঙ্কজশ্রিয়মতীব বিদ্বেষকং
মিলিন্দমুনিসেবিতং কুলিশকঞ্জচিহ্নাবৃতম্।
স্ফুরৎকনকনূপুরং দলিতভক্ততাপত্রয়ং
চলদ্দ্যুতি পদদ্বয়ং হৃদি দধামি রাধাপতেঃ॥

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং বিজ্ঞানখণ্ডে ব্যাসোগ্রসেনসংবাদে পরমব্রহ্মনিরূপণং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০

চলে গমন করিলেন। শরতের বিকসিত সরোজশ্রীর অত্যন্ত বিদ্বেষক, ভ্রমররূপ মুনিগণের আস্বাদিত, বজ্র ও পদ্মচিহ্নিত, প্রদীপ্ত কনক নূপুর-শোভিত, ভক্তজনের তাপত্রয়নাশী, চঞ্চল দ্যুতিযুক্ত রাধানাথের পদদ্বয় হৃদয়ে বন্দনা করি। ৩১—৪১।

বিজ্ঞানখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥১০॥

নবমং বিজ্ঞানখণ্ডং সমাপ্তম্॥ ৯॥

গর্গ-সংহিতা

অশ্বমেধখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নমঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
নমঃ প্রদ্যুম্নদেবায়ানিরুদ্ধায় নমো নমঃ। ১
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥২
শ্রীগর্গ উবাচ।
সভায়ামাগতং বীক্ষ্য রোমহর্ষণনন্দনম্।
শৌনকঃ পরিপপ্রচ্ছ প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ ॥ ৩
শৌনক উবাচ
ত্বন্মুখাৎ সর্ব্বশাস্ত্রাণি পুরাণানি মহামতে।
নানা হরিচরিত্রাণি শ্রুতানি বিমলানি মে ॥ ৪
পুরা গর্গেণ কথিতা মমাগ্রে গর্গসংহিতা।
রাধামাধবয়োর্যস্যাং মহিমা বহু বর্ণিতঃ ॥ ৫
অদ্যাহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তঃ কৃষ্ণকথাং পুনঃ।
সর্ব্বদুঃখহরাং সৌতে কথয়স্ব বিচার্য্য চ ॥ ৬
শ্রীগর্গ উবাচ।
অষ্টাশীতিসহস্রৈশ্চ মুনিভী রোমহর্ষণিঃ।
পৃষ্টঃ প্রোবাচ কৃষ্ণস্য স্মরন্ পাদাম্বুজং কিল ॥ ৭
সৌতিরুবাচ
অহো শৌনক ধন্যোঽসি যস্য তে মতিরীদৃশী।
কৃষ্ণচন্দ্রপদদ্বন্দ্বমকরন্দস্পৃহাবতী ॥ ৮
সঙ্গমং বৈষ্ণবানাঞ্চ দেবাঃ শ্রেষ্ঠং বদন্তি হি।
পাপক্ষয়করা যস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য কথা ভবেৎ ॥ ৯

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে নমস্কার, সঙ্কর্ষণকে নমস্কার, দেব প্রদ্যুম্নকে নমস্কার, অনিরুদ্ধকে নমস্কার নমস্কার। নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী ও বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া তার-পর জয় গ্রন্থ উচ্চারণ করিবে। গর্গ বলি-লেন,—সভায় রোমহর্ষণনন্দন সূতকে সমাগত দেখিয়া শৌনক প্রণাম ও অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। শৌনক কহিলেন,—হে মহামতে! আমি তোমার মুখ হইতে পুরাণ-শাস্ত্রসমূহ ও বিবিধ বিমল হরিলীলা শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বকালে গর্গাচার্য্য আমার অগ্রে গর্গ-সংহিতা বর্ণন করিয়াছেন, তিনি সেই সংহিতায় রাধা-মাধবের বহু মহিমাও বর্ণন করিয়াছেন, আজ তোমার নিকট হইতে পুনরায় কৃষ্ণকথা শুনিতে অভিলাষ করি-তেছি। হে সৌতে! বিচার করিয়া সর্ব্বদুঃখহরা হরিকথা কীর্ত্তন কর। গর্গ বলিলেন,—সূত অষ্টাশীতি সহস্র মুনি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃষ্ণের পাদপদ্ম স্মরণপূর্ব্বক বলিতে লাগি-লেন। সৌতি বলিলেন,—অহো শৌনক! তুমি ধন্য; কেননা, তোমার কৃষ্ণ-পাদ-দ্বন্দ্বের মকরন্দ-স্পৃহাবতী ঈদৃশী মতি জন্মিয়াছে। দেবগণ বৈষ্ণবদিগের সঙ্গ শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। যেহেতু তাঁহাদের সঙ্গে পাপক্ষয়করী

অনন্তং কৃষ্ণচন্দ্রস্য চরিতং কল্মষাপহম্।
কিঞ্চিজ্জানাতি ব্রহ্মা চ তথা কিঞ্চিদুমাপতিঃ॥
মশকো মাদৃশঃ কোঽপি বাসুদেবকথার্ণবে।
মোহিতা ন বদিষ্যন্তি যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ॥ ১১
শ্রীগর্গো যাদবেন্দ্রস্য হ্যুগ্রসেনস্য ভূপতেঃ।
অশ্বমেধং ক্রতুবরং দৃষ্ট্বা প্রত্যাহ চৈকদা॥ ১২
ধন্যো রাজা যাদবেন্দ্রো যশ্চকার ক্রতূত্তমম্।
শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞয়া পুর্য্যাং তেনাহং বিস্ময়ং গতঃ॥
ময়া বৈ সংহিতায়াঞ্চ কথাঃ কৃষ্ণস্য বর্ণিতাঃ।
পরিপূর্ণতমস্যাপি যথা দৃষ্টা যথা শ্রুতাঃ॥ ১৪
তস্যাং বৈ বাজিমেধস্য কথা ন কথিতা ময়া।
অদ্যাহং কথয়িষ্যামি হয়মেধকথাং পুনঃ॥ ১৫
যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ নরাণাং হি কলৌ যুগে।
ভুক্তিং মুক্তিং চ ভগবান্ শীঘ্রমেব প্রযচ্ছতি॥
ইত্যুক্ত্বা শ্রীমুনির্গর্গঃ কৃষ্ণভক্ত্যা চ শৌনক।
উগ্রসেনস্য যজ্ঞস্য চরিত্রং স হ্যচীক্লৃপৎ॥ ১৭
হয়মেধচরিত্রস্য সুমেরুর্নাম সুন্দরম্।
ধৃত্বা গর্গস্তু ভগবান্ কৃতকৃত্যোঽভবন্মুনে॥ ১৮
কৃত্বা কথামষ্টদিনেন শ্রীমুনি-
র্যদোর্গুরুর্বুদ্ধিমতাং বরঃ পরঃ।
অথাযযৌ বৈ মথুরাং হরেঃ পুরীং
বজ্রং নৃপেন্দ্রঞ্চ নিরীক্ষিতুং খলু॥ ১৯
অম্বরাদাগতং তত্র গর্গং জ্ঞানবতাং বরম্।
বীক্ষ্যোত্থায় নমশ্চক্রে বজ্রনাভির্দ্বিজৈঃ সহ॥ ২০
স্বর্ণসিংহাসনং দত্ত্বাবনিজ্য তৎপদাম্বুজে।
অর্চ্চয়িত্বা পুষ্পস্রগ্ভির্মিষ্টান্নং চ ন্যবেদয়ৎ॥ ২১
তৎপাদসলিলং নীত্বা শীর্ষে ধৃত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
ভূত্বা শ্রীবজ্রনাভস্তু শ্যামঃ পঙ্কজলোচনঃ॥ ২২
পুষ্টদেহো বৃহদ্বাহুর্বীরঃ ষোড়শবার্ষিকঃ।
ইতি হোবাচ স্বগুরুং শতসিংহসমোদ্ভটঃ॥ ২৩

বজ্রনাভিরুবাচ।

নমস্তভ্যং স্বাগতং তে ব্রহ্মন্ কিং করবাম তে।
মন্যে ত্বাং ভগবদ্রূপং ব্রহ্মর্ষীণাং বরং পরম্॥ ২৪

কৃষ্ণকথা হইয়া থাকে। কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত অনন্ত ও উহা পাপাপহ, সেই কৃষ্ণচরিত ব্রহ্মা ও উমাপতি কিঞ্চিৎ জানেন, যে বাসুদেব-কথাসাগরে মোহিত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ কিছু বলিতে সমর্থ নহেন, মাদৃশ মশক সদৃশ তুচ্ছ ব্যক্তি তাহার কি ব্যক্ত করিবে? ১—৯। একদা গর্গাচার্য্য যাদবেন্দ্র উগ্রসেন নৃপতির যজ্ঞরাজ অশ্বমেধ দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—যিনি কৃষ্ণাজ্ঞায় দ্বারকায় উত্তম যজ্ঞ করিয়াছেন, সেই যাদববর রাজা উগ্রসেন ধন্য, সে যজ্ঞ দর্শনে আমি বিস্মিত হইয়াছি। পরিপূর্ণতম কৃষ্ণের চরিত্র যেরূপ দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, আমি মদীয় সংহিতায় তদ্রূপ করিয়াই বর্ণন করিয়াছি, কিন্তু যে সংহিতায় আমি অশ্বমেধের কথা বর্ণন করি নাই; পুনরায় অদ্য আমি সেই অশ্বমেধের কথা বর্ণন করিব। এই কলিযুগে উহার শ্রবণমাত্রে ভগবান্ সত্বর মানবগণের ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করেন। হে শৌনক! ইহা কহিয়া মুনি গর্গাচার্য্য কৃষ্ণভক্তিভরে উগ্রসেনের যজ্ঞবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। হে মুনে! ভগবান্ গর্গ সেই অশ্বমেধ চরিত্র বর্ণনার সুন্দর সুমেরু নাম রক্ষিত করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। যদুগণের গুরু বুদ্ধিমানদিগের শ্রেষ্ঠ সত্তম গর্গাচার্য্য অষ্ট দিবসে সেই কথা শেষ করিয়া নৃপবর বজ্রনাভকে দেখিবার জন্য হরিপুরী মথুরায় গমন করেন। তথায় জ্ঞানিবর গর্গকে গগনপথে সমাগত দেখিয়া বজ্রনাভ দ্বিজগণসহ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। স্বর্ণ সিংহাসন দান করিয়া তদীয় পাদপদ্ম প্রক্ষালিত করত পুষ্পমাল্যে পূজা করিয়া মিষ্টান্ন নিবেদন করিলেন, করজোড়ে পাদোদক গ্রহণপূর্ব্বক মস্তকে বিন্যস্ত করিলেন। অতঃপর শতসিংহসম মহাযোদ্ধা ষোড়শবার্ষিক যুবা বৃহদ্বাহু পুষ্টদেহ কমললোচন শ্যাম কলেবর বীর বজ্রনাভ স্বীয় গুরু গর্গকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ১০—২১। বজ্রনাভ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? আপনার কি প্রিয় করিব? আপনাকে নমস্কার। আপনাকে ভগবদ্রূপী ও ব্রহ্মর্ষিগণেরও পরম শ্রেষ্ঠ মনে

গুরুর্বিধির্গুরু রুদ্রো গুরুরেব বৃহস্পতিঃ।
গুরুর্নারায়ণঃ সাক্ষাত্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ২৫
নরাণাঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠ দর্শনং তব দুর্লভম্।
অস্মাকং নিতরাং দেব বিষয়াসক্তচেতসাম্॥২৬
গর্গাচার্য্য কুলাচার্য্য তেজস্বিন্ যোগভাস্কর।
ত্বদ্দর্শনেনাপি বয়ং পাবিতাঃ সকুটুম্বকাঃ॥ ২৭
শ্রুত্বা যদূনামৃষভস্য বাক্যং
মুনীন্দ্রবর্য্যস্তু মহান্মহাত্মা।
স্মরন্ হরেঃ শ্রীচরণারবিন্দং
মুদা নৃপেন্দ্রং নিজগাদ সদ্যঃ॥ ২৮
যুবরাজ মহারাজ যদুবংশশিরোমণে।
ত্বয়া সাধু কৃতং সর্ব্বং পালিতা পৃথিবীজনাঃ॥২৯
স্থাপিতঞ্চ ত্বয়া বৎস ধর্ম্মং বৈ পৃথিবীতলে।
বিষ্ণুরাতশ্চ তে মিত্রং নৃপাশ্চান্যে বশাঃ স্মৃতাঃ
ধন্যস্ত্বং রাজশার্দ্দূল ধন্যা তে মথুরা পুরী।
ধন্যাশ্চ তে প্রজাঃ সর্ব্বা ধন্যা বৈ ব্রজভূশ্চ তে॥
ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগান্ ভজন্ কৃষ্ণং বলং প্রদ্যুম্নমেব চ
অনিরুদ্ধং চ নিঃশঙ্কো ভূত্বা রাজ্যং কুরু প্রভো

শ্রীসূত উবাচ।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য গর্গস্য নৃপসত্তমঃ।
সঙ্কর্ষণং চ শ্রীকৃষ্ণং পিতরং চ পিতামহম্॥ ৩৩
বিরহেণ স্মরন্ রাজা চাশ্রুপূর্ণমুখোঽভবৎ।
তং নৃপং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা স্থিতং ভূমাবধোমুখম্॥
গর্গস্তু বিস্মিতঃ প্রাহ দুঃখং প্রশময়ন্নিব॥
গর্গ উবাচ।
কস্মাদ্রোদিষি রাজেন্দ্র ভয়ং কিং তে ময়ি স্থিতে
কারণং স্বস্য দুঃখস্য বদ সর্ব্বং মমাগ্রতঃ।
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা ন প্রাহ দুঃখিতঃ॥৩৬
পুনঃ পৃষ্টশ্চ গুরুণা প্রাহ গদ্গদয়া গিরা॥ ৩৭
রাজোবাচ।
মাং ত্যক্ত্বা যাদবাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণসঙ্কর্ষণাদয়ঃ॥ ৩৮
গতা দেব পরং লোকং তেনাহং দুঃখিতোঽভবম্
স্বাম্যমাত্যসুহৃদ্রাষ্ট্রকোশদুর্গবলানি চ।
একাকিনশ্চ মে ব্রহ্মন্নেতে প্রীতিকরা নহি॥ ৩৯
ময়া চরিত্রং কৃষ্ণস্য ন দৃষ্টং ন শ্রুতং বদ।

করি। গুরু ব্রহ্মা, গুরু রুদ্র, এবং গুরুই বৃহস্পতি; গুরু সাক্ষাৎ নারায়ণ, সেই গুরুকে নমস্কার! হে মুনিসত্তম! একান্ত বিষয়াসক্তচিত্ত মাদৃশ মানুষের আপনার দর্শনলাভ দুর্লভ। হে কুলাচার্য্য গর্গাচার্য্য! হে যোগভাস্কর তেজস্বিন্! আপনার দর্শনে আমরা সকুটুম্ব পবিত্র হইয়াছি। মুনিবর্য্য মহান্ মহাত্মা গর্গ যদুবর বজ্রনাভের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া হরির পাদপদ্ম স্মরণপূর্ব্বক তখনই সানন্দে সেই নৃপেন্দ্রকে বলিলেন,—হে যুবরাজ! মহারাজ! হে যদুবংশ-শিরোমণে! তুমি পৃথিবীর সমস্ত প্রজা পালন করিয়া উত্তম কার্য্য করিয়াছ, হে বৎস! তুমি মহীতলে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছ; রাজা পরীক্ষিৎ তোমার মিত্র ও অপর সমস্ত নৃপ বশীভূত। হে রাজসত্তম! তুমি ধন্য, তোমার মথুরাপুরী ধন্যা, তোমার প্রজা সমস্ত ধন্য? তোমার ব্রজভূমি ধন্যা। হে প্রভো! তুমি ভোগসমূহ উপভোগ করিয়া কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে ভজনা করত নির্ভয়ে রাজ্য পালন কর। ২২—৩০। সূত বলিলেন,—নৃপবর বজ্রনাভ গর্গের তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সঙ্কর্ষণ, কৃষ্ণ, পিতা ও পিতামহকে স্মরণ করিলেন, তাঁহাদের বিরহে তদীয় বদন অশ্রুপূর্ণ হইল। রাজা বজ্রনাভকে দুঃখিত ও অধোবদনে ভূতলে অবস্থিত দেখিয়া বিস্মিত গর্গ যেন তদীয় দুঃখের প্রশমন করিয়াই বলিতে লাগিলেন। গর্গ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! কেন রোদন করিতেছ,আমি থাকিতে তোমার ভয় কি? আমার সম্মুখে স্বীয় সমস্ত দুঃখের কারণ প্রকাশ কর। গর্গের তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত রাজা কিছু কহিলেন না, গুরু গর্গাচার্য্য কর্ত্তৃক পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইয়া গদ্গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন,—হে দেব! কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণাদি যাদবগণ আমাকে ত্যাগ করিয়া পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন,আমি তজ্জন্য দুঃখিত হইয়া আছি। হে ব্রহ্মন্! এই প্রভুতা, অমাত্য, সুহৃৎ, রাষ্ট্র, ধন, দুর্গ ও সৈন্য তাঁহাদের বিরহে একাকী আমার প্রীতিকর হইতেছে না। হায়! আমি

দৃষ্টো যাদবসংহারস্তস্মাদ্দুঃখং ন যাতি মে ॥৪০
চতুর্ব্যূহেন হরিণা যা পুরী শোভিতা পুরা।
সাপি মগ্না সমুদ্রে তু কৃষ্ণো ভক্তৈঃ পরং গতঃ।
কস্য হেতোঃ কিমর্থঞ্চ জীবামি শিষ্যবৎসল।
অদ্য যাস্যামি গহনং রাজ্যং কর্ত্তুং ন মে মনঃ ॥

সূত উবাচ।

ততো মুনীনামৃষভো মহাত্মা
শ্রুত্বা গিরং যাদবসত্তমস্য।
সংশ্লাঘ্য দুঃখং শময়ন্ হি তুষ্টো
গর্গোঽব্রবীদ্ভূপতিবজ্রনাভিম্ ॥ ৪৩

গর্গ উবাচ।

বৃষ্ণিপ্রবর মদ্বাক্যং শৃণু শোকবিনাশনম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সাবধানতয়া শুভম্ ॥ ৪৪
যো রাজতে কুশস্থল্যাং কৃষ্ণচন্দ্রো হরিঃ পুরা।
বিরাজতে স সর্ব্বত্র ভক্ত্যা তং পশ্য ভূপতে ॥৪৫
অদ্য তে কথয়িষ্যামি ভুক্তিমুক্তিপ্রদাং কথাম্
শৃণু ত্বং বসুধানাথ শ্রীকৃষ্ণবলয়োঃ পরাম্ ॥ ৪৬

কৃষ্ণলীলা দেখি নাই, শুনি নাই; কেবল মাত্র যাদবগণের সংহারই দেখিয়াছি, তজ্জন্য আমার দুঃখ দূর হইতেছে না। চতুর্ব্ব্যূহযুক্ত হরি কর্ত্তৃক যে দ্বারকা পূর্ব্বে শোভিতা ছিল, তাহা অদ্য সমুদ্রমগ্ন, ভক্তিলভ্য ভগবান্ কৃষ্ণও চলিয়া গিয়াছেন, হে শিষ্যবৎসল! কাহার জন্য কি নিমিত্ত জীবন ধারণ করিব? আজই আমি বনে যাইব, রাজ্য পালনে আমার মন নাই। সূত বলিলেন,—অনন্তর মুনিসত্তম মহাত্মা গর্গ যাদববর নৃপতি বজ্রনাভের বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন এবং প্রসন্ন হইয়া তাঁহার দুঃখের উপশমার্থ বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। গর্গ বলিলেন,—হে বৃষ্ণিপ্রবর! সাবধানে শোকবিনাশন সর্ব্বপাপহর আমার পবিত্র শুভবাক্য শ্রবণ কর। হে ভূপাল! পূর্ব্বে দ্বারকায় যে কৃষ্ণচন্দ্র হরি বিরাজ করিতেন, তিনি সর্ব্বত্রই আছেন, ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে দর্শন কর। হে বসুধাধিপ! আজ আমি তোমার নিকট কৃষ্ণ বলরামের ভুক্তি মুক্তিপ্রদ পরমা কথা কীর্ত্তন করিব, তুমি শ্রবণ কর। সূত কহিলেন,—হে বিপ্রবর! ভগবান্ গর্গ এইরূপ বলিয়া নবদিনে বজ্রনাভের নিকট স্বীয় পূত সংহিতা কীর্ত্তন করিলেন।৩১—৪৭।

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ গর্গো বজ্রায় স্বাং সংহিতাম্
কথয়ামাস বিপ্রেন্দ্র পুণ্যাং নবদিনৈঃ কিল ॥৪৭

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে সুমেরৌ গর্গবজ্রনাভিসংবাদে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অশ্বমেধখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বজ্রনাভির্মুনেঃ শ্রীগর্গসংহিতাম্।
ভৃশং মুমোদাথ গুরুং প্রত্যুবাচ প্রণম্য চ ॥ ১
অদ্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য চরিত্রস্তু শ্রুতং ময়া।
ত্বন্মুখান্মুনিশার্দ্দূল তেন দুঃখঞ্চ মে গতম্ ॥ ২
মে মনস্তু কৃপানাথ পুনঃ শ্রোতুং হরের্যশঃ।
অতৃপ্তস্যাস্তি কৃষ্ণস্য বদস্ব চরিতং পরম্ ॥ ৩
দ্বারবত্যামুগ্রসেনেন হয়মেধঃ কৃতঃ পুরা।
তচ্চরিত্রং বদ মুনে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বং শ্রুতং ময়া ॥৪

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—বজ্রনাভ এইরূপে মুনিমুখে গর্গসংহিতা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলেন, অনন্তর গুরু গর্গকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! আজ আমি আপনার মুখে কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত শ্রবণ করিলাম, তাহাতে আমার দুঃখ দূর হইয়াছে। হে কৃপানাথ! ইহাতেও আমার মন তৃপ্তির অন্ত পায় নাই, পুনরায় হরির যশ শুনিতে ইচ্ছুক হইতেছে, অতএব উত্তম কৃষ্ণচরিত কীর্ত্তন করুন। হে মুনে! পূর্ব্বকালে উগ্রসেন দ্বারকায় অশ্বমেধ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাঁহার

অনুব্রতানাং শিষ্যাণাং পুত্রাণাঞ্চ মুনীশ্বর।
ব্রূয়ুর্গুহ্যমনাপৃষ্টাঃ গুরবঃ করুণাময়াঃ ॥ ৫
॥ [illegible]

এবং ভাষিতমাকর্ণ্য যাদবানাং গুরুর্মুনিঃ।
প্রীতঃ প্রত্যাহ রাজেন্দ্রং স্মরন্ পাদাম্বুজং হরেঃ
শ্রীগর্গ উবাচ।
ধন্যস্ত্বং কৃষ্ণচন্দ্রস্য পাদয়োর্ভক্তিরীদৃশী।
জাতা তে যাদবশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা তু দুর্লভা নৃণাম্ ॥ ৭
কথয়াম্যত্র তে রাজন্নিতিহাসং শৃণুষ বৈ।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮
দ্বাপরে পীড়িতা রাজন্ ধরা ভারেণ পাপিনাম্।
ব্রহ্মাগ্রে কথয়ামাস সোঽপি শ্রুত্বা হরিং যযৌ ॥ ৯
গত্বা চ কথয়ামাস শ্রুত্বা শ্রীরাধিকাপতিঃ।
মহীমাশ্বাস্য দেবৈশ্চ ভারং হর্ত্তুং মনো দধে ॥১০
বিবাহো বসুদেবস্য মধুপুর্য্যামভূত্ততঃ।
কংসবোধন-ষট্পুত্রবধঃ কংসভয়ং নৃপ ॥১১
মায়াজ্ঞামন্থ দেবাদিস্তুতিঃ কৃষ্ণসমুদ্ভবঃ।
বর্ণনং কৃষ্ণরূপস্য বসুদেবস্য সংস্তুতিঃ ॥ ১২
দেবক্যাদিপূর্ব্বজন্মকথনং [illegible]
গোকুলে নয়নং কন্যায়াঃ [illegible]
সান্ত্বনং বসুদেবস্য মোচনং ভার্য্যয়া সহ। [illegible]
কংসদুর্ম্মন্ত্রিদৈত্যেষু সাধুবাল উপদ্রবঃ ॥ ১৪
প্রাদুর্ভূতে ব্রজে কৃষ্ণে ব্রজরাজমহোৎসবঃ।
মথুরাগমনং নন্দবসুদেবসমাগমঃ ॥ ১৫
পূতনাস্তনপয়ঃপানং নন্দগোপাদিবিস্ময়ঃ।
শকটব্যত্যয়ে দৈত্যচক্রবাতবধঃ শিশোঃ ॥ ১৬
সংলালনে মুখে ধাত্র্যা জৃম্ভণে বিশ্বদর্শনম্।
রামকেশবয়োর্নাম্নোঃ করণং কেলিরেতয়োঃ ॥ ১৭
ধৌর্ত্ত্যং গোপবধূগেহে প্রসঙ্গান্তক্ষণং মৃদঃ।
দর্শনং বিশ্বরূপস্য নন্দভাগ্যপুরাকথা ॥ ১৮
চৌর্য্যং হৈয়ঙ্গবীনস্য বন্ধনং দামভির্বলাৎ।
যমলার্জ্জুনয়োঃ শাপো ভঙ্গশ্চৈব স্তুতিস্তয়োঃ ॥১৯
বালক্রীড়োপনন্দাদিমন্ত্রণং গমনং ততঃ।
বৃন্দাবনে তয়োঃ ক্রীড়া বয়স্যৈর্বৎসচারিণোঃ ॥২০
বৎসাসুরস্য চ বধো বকাদ্যসুরয়োরপি।
ভোজনং সখিভিস্তীরে যমুনায়া হরের্মুদা ॥ ২১

কিঞ্চিৎ শুনিয়াছি, এক্ষণে সেই চরিত্র বর্ণন করুন। হে মুনীশ্বর! করুণাময় গুরুগণ অনুগত শিষ্য ও পুত্র জিজ্ঞাসা না করিলেও গুপ্ততত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া থাকেন। এইরূপ উক্তি শ্রবণে প্রীত যাদবগুরু গর্গমুনি হরিপাদপদ্ম স্মরণপূর্ব্বক রাজেন্দ্র বজ্রনাভকে বলিলেন। গর্গ বলিলেন,—হে যাদববর! ভাগ্যবলে হরিপাদপদ্মে তোমার মানব-দুর্লভ ঈদৃশী ভক্তি জন্মিয়াছে, অতএব তুমি ধন্য। হে রাজন! এ বিষয়ে এক ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি,শ্রবণ কর; উহা শ্রবণমাত্রে মানব সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়। হে রাজন্! দ্বাপরে পাপভারপীড়িতা ধরা ব্রহ্মার সমীপে গিয়া দুঃখ নিবেদন করিলে তিনি তৎক্ষণে হরির সমীপে উপনীত হইয়া তাহা জ্ঞাপন করেন। হরি তাহা শুনিয়া ধরাকে আশ্বস্ত করত সুরগণ সহায়ে ধরাভারহরণে মনোনিবেশ করেন। ১—১০। হে নৃপ! মথুরায় বসুদেবের বিবাহ, অনন্তর বসুদেব কর্ত্তৃক কংসের প্রবোধ, কংস কর্ত্তৃক বসুদেবের ষট্পুত্র বিনাশ, কংসোপদ্রব, যোগমায়াকে আজ্ঞাপ্রদান, দেবাদিস্তুতি, কৃষ্ণজন্ম, কৃষ্ণরূপবর্ণন, বসুদেব কর্ত্তৃক কৃষ্ণস্তুতি, দেবকী প্রভৃতির পূর্ব্বজন্ম, কৃষ্ণের গোকুলে গমন, নন্দতনয়া যোগমায়ার শিলাতলে পাতন,তাহার বাণী, বসুদেবের সান্ত্বনা, বসুদেব-দেবকীর মোচন, কংসের দুর্ম্মন্ত্রী দৈত্যগণ কর্ত্তৃক বালকগণের প্রতি উপদ্রব, ব্রজে কৃষ্ণের আবির্ভাবে নন্দমহোৎসব, মথুরাগমন, নন্দবসুদেব-সমাগম, পূতনার পয়ঃপান, নন্দগোপাদির বিস্ময়, শকট-পাতনে তৃণাবর্ত্তবধ, ধাত্রী কর্ত্তৃক শিশুর পালন প্রসঙ্গে তদীয় জৃম্ভণে বিশ্বদর্শন, রামকৃষ্ণের নামকরণ, তাঁহাদের বালকেলি, গোপবধূ-গৃহে ধূর্ত্ততা, মৃদ্ভক্ষণ প্রসঙ্গ, বিশ্বরূপ দর্শন, নন্দের পূর্ব্বভাগ্য বিকাশ, নবনীত চুরী, যশোদা কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক রজ্জুবন্ধন, যমলার্জ্জুনের শাপমুক্তি, তাহাদের স্তুতি, বালক্রীড়া, উপনন্দাদির আমন্ত্রণ, বৃন্দাবনগমন, বৎসচারণকারী বয়স্যের সহিত বনে ক্রীড়া, বৎসা-

বৎসাদ্যাহরণং ধাত্রা কৃষ্ণকং বৎসপালয়োঃ।
ব্রহ্মণো গমনং পশ্চাৎ স্তুতিঃ কৃষ্ণরতির্গতিঃ ॥২২
গোচারণে মহাক্রীড়া ধেনুকাদিবধস্তথা।
ব্রজ আগমনং কৃষ্ণে গোপীনেত্রমহোৎসবঃ ॥২৩
মৃতান্ বিষাম্ভঃপানেন গোপান্ হরিরজীবয়ৎ।
কালিয়দমনে স্তোত্রং তদ্ভার্য্যাণাং প্রলাপনম্ ॥২৪
হ্রদে কালিয়সম্বন্ধকথনং বহ্নিমোচনম্।
ক্রীড়া প্রলম্বনিধনং দাবাগ্নের্মোচনং গবাম্ ॥২৫
বর্ষাশরদ্বর্ণনঞ্চ গোপীনাং বচনামৃতম্।
ব্রতং গোকুলকন্যানাং বস্ত্রাণাং হরণং মুদা ॥ ২৬
বনভাগ্যকথা গোপপ্রার্থনা প্রেষণং মখে।
বিপ্রভার্য্যাপ্রসাদশ্চ পশ্চাত্তাপো দ্বিজন্মনাম্ ॥২৭
যাগভঙ্গো মহেন্দ্রস্য ধৃতির্গোবর্দ্ধনস্য চ।
সুরেন্দ্রগর্ব্বহরণং গর্গজাতকবর্ণনম্ ॥ ২৮
গোপশঙ্কাপগমনমিন্দ্রধেম্বাভিষাচিতম্।
নন্দস্য মোক্ষণং গোপবৈকুণ্ঠগমনং ততঃ ॥ ২৯
পঞ্চাধ্যায়নিশাক্রীড়া সর্পান্নন্দস্য মোক্ষণম্।
শঙ্খচূড়বধঃ পশ্চাদ্গোপীগীতং বৃষার্দ্দনম্ ॥ ৩০
কংসনারদসংবাদঃ কংসাক্রূরকথা ততঃ।
কেশিনো নিধনং কৃষ্ণান্নারদর্ষিকথা ততঃ ॥ ৩১
ব্যোমাসুরবধোঽক্রূরাগমনং গোকুলেষু চ।
দর্শনানন্দো হৃষ্টাত্মা রোমাঞ্চী গদ্গদগিরঃ।
সংবাদো রামকৃষ্ণাভ্যাং বর্ণিতং কংসচেষ্টিতম্ ॥৩২
রামকৃষ্ণপ্রয়াণঞ্চ তথা গোপীপ্রলাপনম্ ॥ ৩৩
মথুরাগমনং মধ্যে হ্রদে কৃষ্ণস্য দর্শনম্।
স্তুতিঃ পুনা গতিঃ পশ্চাদ্দর্শনং পুরসম্পদঃ ॥ ৩৪
রজকস্য শিরশ্ছেদো বায়কস্য বরাদয়ঃ।
সুদাম্নো বরদানঞ্চ কুব্জাসন্দর্শনং হরেঃ ॥ ৩৫
ধনুর্ভঙ্গঃ সৈন্যবধঃ কংসদুর্হেতুদর্শনম্।
রঙ্গোৎসবঃ কুবলয়াপীড়যুদ্ধবিঘাতনম্ ॥ ৩৬
দর্শনং রামকৃষ্ণস্য পৌরাণাং প্রেমবর্দ্ধনম্।
মল্লানাং নিধনং রঙ্গে কংসস্য সহ বন্ধুভিঃ ॥ ৩৭
পিত্রোশ্চ সান্ত্বনং সর্ব্বসুহৃদাঞ্চৈব তোষণম্।
উগ্রসেনাভিষেকশ্চ নন্দাদিব্রজপ্রেষণম্ ॥ ৩৮
দ্বিজাতিসংস্কারঃ পঠনঞ্চ গুরোর্গৃহে।

সুর ও বকাদি অসুরবধ, যমুনাতীরে সখাদিগের সহিত হরির সানন্দে ভোজন,ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গোবৎসাপহরণ, বৎস ও বালকগণের কৃষ্ণত্ব, তথায় ব্রহ্মার আগমন, পশ্চাৎ স্তুতি, কৃষ্ণরতি ও ব্রহ্মলোক গমন, গোচারণে মহাক্রীড়া, ধেনুকাদি বধ, ব্রজে আগমন, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপীগণের নয়নানন্দ দান, বিষজল পানে মৃত গোপগণের পুনর্জীবন দান, কালিয়দমনে তদীয় পত্নীগণের স্তুতি ও বিলাপ, হ্রদে কালিয় বাস সম্বন্ধে বর্ণন, বহ্নি মোচন, ক্রীড়া, প্রলম্ববধ, গোগণের দাবাগ্নি মোচন, বর্ষা ও শরদ্ বর্ণন, গোপীগণের বচনামৃত, গোকুলে কন্যাগণের ব্রত, সানন্দে বস্ত্রহরণ, বৃন্দাবন মাহাত্ম্য, গোপগণের ভোজন প্রার্থনা, যজ্ঞে প্রেরণ, বিপ্রপত্নীগণের প্রসন্নতা, পশ্চাৎ দ্বিজগণের অনুতাপ, মহেন্দ্রের মানভঙ্গ, গোবর্দ্ধনধারণ, ইন্দ্রগর্ব্ব হরণ, গর্গ কর্ত্তৃক জন্ম বর্ণন, গোপগণের ভীতিহরণ, ইন্দ্র ও সুরভির কৃষ্ণস্তুতি, নন্দমোক্ষণ, গোপগণের বৈকুণ্ঠ গমন, পঞ্চাধ্যায়ী নৈশরাস, সর্প হইতে নন্দের মোচন, শঙ্খচূড়বধ, গোপীগীত, বৃষাসুরমর্দ্দন, কংসনারদ সংবাদ, অক্রূরসহ কংসের পরামর্শ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কেশিনিধন, নারদ ঋষির কথা, ব্যোমাসুর বধ, গোকুলে অক্রূরাগমন, তদ্দর্শনে নন্দের আনন্দ ও গদ্গদ বাক্যভাষণ প্রভৃতি, রাম-কৃষ্ণ সংবাদ ও কংসের ব্যবহার যথাক্রমে বর্ণন করিয়াছি। ১১—৩২। রাম-কৃষ্ণের প্রয়াণ, গোপীগণের বিলাপ, মথুরা গমন, পথমধ্যস্থ হ্রদে অক্রূরের কৃষ্ণচ্ছায়া দর্শন, অক্রূর কৃত স্তব, পুনরায় গমন, মথুরার সমৃদ্ধি দর্শন, রজকের শিরশ্ছেদ, তন্তুবায়কের বরদান, কৃষ্ণের কুব্জা দর্শন, ধনুর্ভঙ্গ, সৈন্যবধ, কংসের অমঙ্গল দর্শন, মল্লযুদ্ধোৎসব, কুবলয়াপীড়ের সহিত যুদ্ধ ও তাহার বধ, রামকৃষ্ণ দর্শনে পুরবাসিগণের প্রেমোল্লাস, মল্লযুদ্ধে কংসের বান্ধবসহ মল্লগণের নিধন, নন্দ যশোদার প্রতি কৃষ্ণের সান্ত্বনা, সুহৃদ্গণের সন্তোষ বিধান, উগ্রসেনের অভিষেক, নন্দাদির ব্রজে প্রেরণ, উপনয়ন সংস্কার, গুরু সান্দীপনি গৃহে অধ্যয়ন,

মৃতপুত্রপ্রদানঞ্চ গুরোঃ পাঞ্চজনার্দ্দনম্ ॥ ৩৯
পুনরাগমনং শৌরের্মধুপুর্য্যাং মহোৎসবঃ ।
উদ্ধবপ্রেষণং গোপীবিলাপপরিসান্ত্বনম্ ॥ ৪০
মেলনার্থঞ্চ কৃষ্ণস্যাগমনং নন্দগোকুলে ।
পুনর্ব্বৈ কোলদৈত্যস্য বধঃ পশ্চাৎ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
কুব্জারতিস্তথাক্রূরপ্রেষণং গজসাহ্বয়ে ।
পাণ্ডবেষু চ বৈষম্যং ধৃতরাষ্ট্রস্য বোধনম্ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্র-
সুমেরৌ কৃষ্ণলীলাবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

গর্গ উবাচ ।

জামাতৃবধসন্তপ্তজরাসন্ধচমূবধঃ ।
বহুশঃ সেনয়োর্যুদ্ধে দ্বারকাদুর্গকারণম্ ॥ ১
যবনস্য বধং দৃষ্ট্বা মুচকুন্দস্য সংস্তুতিঃ ।
বরং দত্ত্বা ততো ম্লেচ্ছবধং কৃত্বা বনে ততঃ ॥ ২
নীয়মানে বনে দৃপ্তজরাসন্ধাৎ পলায়নম্ ।
রৈবতো রেবতীং কন্যাং বলদেবসমর্পণম্ ॥ ৩
রুক্মিণীপ্রিয়সন্দেশশ্রবণাদখিলাহ্বয়ান্ ।
নির্জ্জিত্য নির্গমে গেহাদ্ধৃতবানম্বিকাগৃহাৎ ॥ ৪
নৃপৈঃ সান্ত্বনং চৈদ্যস্য ততো রুক্মিসমাগমঃ ।
যুদ্ধাপেক্ষাপরাধাদ্বৈ মুণ্ডনং তস্য কৃষ্ণতঃ ॥ ৫
রুক্মিণীদুঃখশমনং রামবাক্যাচ্চ মোক্ষণম্ ।
ততো বিবাহো রুক্মিণ্যা বিধিবৎ স্বপুরে মুদা ॥ ৬
প্রদ্যুম্নোৎপত্তিকথনং হরণং সূতিকাগৃহাৎ ।
মায়াবত্যোক্তবৃত্তান্তং শম্বরস্য বধস্ততঃ ॥ ৭
পুনরাগমনং গেহে সন্তোষো দ্বারকৌকসাম্ ।
সূর্য্যাৎ স্যমন্তকপ্রাপ্তির্যাচনং তস্য বৈ হরেঃ ॥ ৮
তৎসম্বন্ধাৎ প্রসেনস্য বধোঽকীর্ত্তির্হরেস্তথা ।
তন্মার্জ্জনার্থমৃক্ষস্য গৃহেষু গমনং তয়োঃ ॥ ৯
যুদ্ধং জ্ঞাত্বা লোকনাথং জাম্ববত্যাঃ সমর্পণম্ ।
সত্রাজিতায় চ মণিঃ প্রাপ্তা শ্রীহরিণা বিলাৎ ॥ ১০
বিবাহঃ সত্যভামায়াঃ পারিবর্হে তথা মণিঃ ।
রামেণ সহ কৃষ্ণস্য গমনং হস্তিনাপুরে ॥ ১১

গুরুর মৃতপুত্র প্রদান, পাঞ্চজন দৈত্য মর্দ্দন, পুনরাগমন, মথুরায় বসুদেব গৃহে মহোৎসব, গোকুলে উদ্ধব প্রেরণ, গোপীবিলাপ, তাহাদের সান্ত্বনা, মিলনার্থ পুনরায় কৃষ্ণের নন্দগোকুলে আগমন, কোল দৈত্য বধ, কুব্জারতি, হস্তিনায় অক্রূর প্রেরণ, পাণ্ডবের প্রতি বৈষম্য ব্যবহার পরিহারার্থ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি উপদেশ প্রদান, এ সকলও পরে কীর্ত্তন করিয়াছি। ৩৩—৪২।

অশ্বমেধখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

গর্গ বলিলেন,—জামাতৃ-বিনাশে জরাসন্ধের সন্তাপ, জরাসন্ধের সৈন্যনাশ, জরাসন্ধের বহু সেনা প্রেরণ, যুদ্ধ, দ্বারকায় দুর্গনির্ম্মাণ, কালযবন বধ দর্শনে মুচুকুন্দের কৃষ্ণস্তুতি, মুচুকুন্দকে বরদান, ম্লেচ্ছবধানন্তর কৃষ্ণের বৃন্দাবনে গমন, যুদ্ধার্থ জরাসন্ধের তথায় আগমন, ক্রোধোদ্দৃপ্ত জরাসন্ধের নিকট হইতে পলায়ন, বলরাম করে রৈবত কর্ত্তৃক রেবতী কন্যাদান, কৃষ্ণ সমীপে রুক্মিণীর স্বয়ম্বর সংবাদ প্রেরণ, সমাগত রাজগণের পরাজয়, গৃহ হইতে নির্গতা রুক্মিণীকে অম্বিকালয় হইতে অপহরণ, শিশুপালের প্রতি নৃপগণের সান্ত্বনা, রুক্মিসমাগম, যুদ্ধাপরাধে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মীর মস্তক মুণ্ডন, রুক্মিণীপ্রসাদন, বলরামবাক্যে রুক্মিমোচন, দ্বারকায় যথাবিধানে আনন্দে রুক্মিণী-পরিণয়, প্রদ্যুম্নোপত্তি, সূতিকাগার হইতে প্রদ্যুম্ন হরণ, মায়াবতী কথিত বৃত্তান্ত, শম্বর বধ, প্রদ্যুম্নের পুনরায় গৃহাগমন, দ্বারকাবাসিগণের আনন্দ, সূর্য্য হইতে সত্রাজিতের স্যমন্তক প্রাপ্তি, হরি কর্ত্তৃক তৎপ্রার্থনা, তৎসম্পর্কে প্রসেনের বধ, হরির কলঙ্ক, তৎক্ষালনার্থ জাম্ববানের গৃহে উভয়ের গমন, যুদ্ধ, কৃষ্ণকে লোকনাথ জানিয়া তৎকরে জাম্ববতীর সমর্পণ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভল্লুক গহ্বরে প্রাপ্ত মণি সত্রাজিতকে প্রত্যর্পণ, সত্যভামার পরিণয়, তৎপ্রসঙ্গে যৌতুকে মণি-

অক্রূরকৃতবর্ম্মভ্যাং শতধন্বা তু প্রেরিতঃ।
সত্রাজিতং জঘানাশু সোঽপি কৃষ্ণেন পাতিতঃ ॥
রামস্ত মিথিলায়াঞ্চ গদাশিক্ষা সুযোধনে।
অক্রূরে মণিদানঞ্চ শক্রপ্রস্থে হরির্গতঃ ॥ ১৩
কালিন্দ্যা সঙ্গতিঃ শৌরের্বিবাহঃ স্বপুরে ততঃ।
বিবাহো মিত্রবিন্দায়াঃ সত্যায়াশ্চ তথৈব চ ॥১৪
ভদ্রায়া লক্ষণায়াশ্চ বিবাহো হরিণা ততঃ।
পারিজাতং তু সত্যায়ৈ শক্রং জিত্বা দদৌ হরিঃ

বজ্রনাভিরুবাচ।

প্রিয়ায়ৈ দত্তবান্ কস্মাচ্ছক্রং জিত্বা সুরদ্রুমম্।
শ্রীকৃষ্ণস্তৎকথাং সর্ব্বাং মুনে মে ব্রূহি বিস্তরাৎ

শ্রীগর্গ উবাচ।

পারিজাতৈককুসুমে চানীতে নারদাৎ কদা।
দত্তে সতি শ্রীরুক্মিণ্যৈ সত্যা তু দুঃখিতাভবৎ ॥
তাং দৃষ্ট্বা কুপিতাং প্রাহ ক্রোধাগারগতাং হরিঃ
মা শোকং কুরু দাস্যামি পারিজাতদ্রুমঞ্চ তে ॥

গর্গ উবাচ।

তদৈব কথিতং সর্ব্বং কৃষ্ণাগ্রে ভৌমচেষ্টিতম্।
শক্রেণ পৃষ্টো ভগবান্ প্রাহ পশ্যন্ কৃতাঞ্জলিম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

মৎপ্রিয়াং দুঃখিতাং পশ্য ক্রন্দতীং বৃত্রসূদন।
পারিজাতস্য বৃক্ষার্থে কিং করিষ্যাম্যহং বদ ॥ ২০
যদাস্যৈ পারিজাতস্য বৃক্ষং দাস্যসি ত্বং হরে।
তদা ভৌমং সসৈন্যঞ্চ হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
কৃষ্ণভাষিতমাকর্ণ্য প্রহসন্ প্রাহ বাসবঃ ॥ ২১

ইন্দ্র উবাচ।

পারিজাতদ্রুমাঃ সর্ব্বে বর্ত্তন্তে নন্দনে চ যে।
গৃহাণ তান্ স্বতঃ কৃষ্ণ ত্বং হত্বা নরকাসুরম্ ॥২২
তথাস্তু চোক্ত্বা ভগবান্ সত্যভামাসমন্বিতঃ।
গরুড়স্কন্ধমারূঢ়ো প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং যযৌ ॥ ২৩
সত্যভামা হরিং প্রাহ স্বর্গমিন্দ্রে গতে সতি।

সত্যোবাচ।

পূর্ব্বং গৃহাণ শক্রাত্বং দ্রুমরাজং জগৎপতে ॥২৪

প্রাপ্তি, বলরামের সহিত কৃষ্ণের হস্তিনাপুরে গমন, অক্রূর ও কৃতবর্ম্মার কথায় শতধন্বার সত্রাজিৎ সংহার, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক শতধন্বার বধ, মিথিলায় বলরামের নিকট দুর্য্যোধনের গদা-যুদ্ধ শিক্ষা, অক্রূর করে মণিদান, কৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন, কালিন্দীর সহিত কৃষ্ণের মিলন, নিজপুরে কালিন্দীর সহিত বিবাহ, হরি কর্ত্তৃক মিত্রবিন্দা, সত্যভামা ভদ্রা ও লক্ষণার বিবাহ, ইন্দ্রকে জয় করিয়া হরির সত্যভামাকে পারিজাত প্রদান, এ সকলও বলা হইয়াছে। ১—১৫। বজ্রনাভ বলিলেন,—হে মুনে! শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে ইন্দ্রকে জয় করিয়া প্রিয়াকে পারিজাত দিয়াছিলেন,—সেই সকল কথা বিস্তার পূর্ব্বক বলুন। গর্গ বলিলেন,—একদা কৃষ্ণ পারিজাত আনিয়া রুক্মিণীকে প্রদান করিলে নারদের নিকট তাহা শুনিয়া সত্যভামা দুঃখিতা হন এবং কুপিতা হইয়া ক্রোধাগারে গমন করেন। তদ্দর্শনে সত্যভামাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কৃষ্ণ কহিলেন,—শোক করিও না, তোমাকে পারিজাতবৃক্ষ প্রদান করিব। গর্গ বলিলেন,—তখনি ইন্দ্র কৃষ্ণ সমীপে আগমনপূর্ব্বক করজোড়ে নরকাসুরের সমস্ত অবিনয় ব্যবহার বর্ণন করেন, তচ্ছ্রবণে কৃষ্ণ ইন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন,—হে বৃত্রসূদন! ঐ দেখ আমার প্রিয়া পারিজাতের জন্য দুঃখিতা হইয়া রোদন করিতেছেন, এখন বল—আমি কি করিব? হে ইন্দ্র! যদি ইহাঁকে পারিজাত তরু তুমি প্রদান কর, তবে আমি সসৈন্য নরকাসুরকে নিধন করিব। কৃষ্ণের কথা শুনিয়া বাসব হাস্য করিয়া কহিলেন। ইন্দ্র বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! নন্দনবনে যে সকল পারিজাত তরু আছে, নরকাসুরকে নিহত করিয়া আপনি স্বয়ং তৎসমস্ত গ্রহণ করুন। 'তাহাই হউক' কহিয়া কৃষ্ণ সত্যভামার সহিত গরুড় স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে প্রয়াণ করিলেন! এদিকে ইন্দ্র স্বর্গে গমন করিলেন, সত্যভামা কৃষ্ণকে কহিলেন। সত্যভামা বলিলেন,—হে জগৎপতে! আপনি ইন্দ্রের নিকট অগ্রে পারিজাত গ্রহণ করুন,

কার্য্যে ভূতে সতি হরে ন করিষ্যতি ত্বৎপ্রিয়ম্
প্রিয়াবাক্যং সমাকর্ণ্য প্রিয়ঃ প্রাহ প্রিয়ং বচঃ ॥২৫
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
স পারিজাতং যদি ন প্রদাস্যতি
প্রযাচ্যমানস্ত ময়ামরেশ্বরঃ।
ততঃ শচীব্যামুদিতাঙ্গলেপনে
গদাং বিমোক্ষ্যামি পুরন্দরোরসি ॥ ২৬
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ কৃষ্ণো ভৌমাসুরপুরং গতঃ।
নানাদুর্গৈঃ সপ্তভিশ্চ বেষ্টিতঞ্চ মহাসুরৈঃ ॥ ২৭
সর্ব্বান্ বিভেদ দুর্গান্ বৈ গদাচক্রশরাদিভিঃ।
জঘান মুরদৈত্যঞ্চ তৎপুত্রান্ শস্ত্রসংযুতান্ ॥২৮
শস্ত্রাস্ত্রবর্ষং মুঞ্চন্তং সসৈন্যং নরকং হরিঃ।
ক্ষিপ্ত্বা চক্রং দ্বিধা চক্রে গরুড়েন জঘান চ ॥ ২৯
হত্বা ভৌমং জগন্নাথো বররত্নানি যাদবঃ
জগ্রাহ তত্র কন্যানাং সমূহং বৈ দদর্শ হ ॥ ৩০
দৈত্যসিদ্ধনৃপাণাঞ্চ সহস্রাণি চ ষোড়শ।
শতাধিকানি কন্যাশ্চ প্রেষয়ামাস স্বাং পুরীম্ ॥৩১
গৃহীত্বাথ মণিং ছত্রং দেবমাতুশ্চ কুণ্ডলে।
পারিজাতদ্রুমার্থে বৈ যযাবিন্দ্রপুরীং হরিঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধ-
চরিত্রসুমেরৌ কৃষ্ণকথাবর্ণনং নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীগর্গ উবাচ।

গত্বা স্বর্গং তু শক্রায় দত্ত্বা ছত্রং মণিং তথা।
অদিত্যৈ কুণ্ডলে কৃষ্ণো দত্ত্বাভিপ্রায়মব্রবীৎ ॥ ১
অভিপ্রায়ং হরের্জ্ঞাত্বা বাসবো ন দদৌ দ্রুমম্।
দেবান্ জিত্বা তদা পারিজাতং জগ্রাহ মাধবঃ ॥২
সূত উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা কথাং রাজা যাদবো বিস্ময়ান্বিতঃ।
পপ্রচ্ছ স্বগুরুং ভূয়ঃ শ্রদ্দধানো হরের্গুণে ॥ ৩
বজ্রনাভিরুবাচ।
ব্রহ্মন্ শক্রস্তু দেবেন্দ্রো জানন্ কৃষ্ণং হরিং পরম্
অপরাধং হি কৃতবান্ স কথং ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥৪

হে হরে! স্বকার্য্য সাধিত হইলে ইন্দ্র আপনার প্রিয়সাধন করিবে না। প্রিয়ার বাক্য শুনিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে বক্ষ্যমাণ প্রিয় বাক্য বলিলেন। ১৬—২৫। কৃষ্ণ কহিলেন,—আমি অমরেশ্বর পুরন্দরের নিকট পারিজাত প্রার্থনা করিয়াছি, যদি তিনি না দেন, তবে শচী কর্ত্তৃক চন্দনলিপ্ত তদীয় বক্ষে গদাঘাত করিব। ভগবান্ এই-রূপ বলিয়া ভৌমাসুরপুরে গমন করিলেন, সেই পুর নানা প্রকারের সপ্তদুর্গ ও মহাসুরগণে পরিবেষ্টিত। গদা, চক্র ও শরাদিদ্বারা সেই সকল দুর্গ ভেদ করিয়া কৃষ্ণ মুরাসুর ও তাহার শস্ত্রধারী পুত্রগণকে বিনাশ করিলেন। নরকা-সুর শস্ত্রাস্ত্র বর্ষণ করিল, গরুড়ারূঢ় কৃষ্ণ সসৈন্য নরককে চক্রক্ষেপে দ্বিখণ্ডিত করিয়া, নিহত করিলেন। জগন্নাথ কৃষ্ণ নরককে নিহত করিয়া উত্তম রত্নসমূহ গ্রহণ করিলেন এবং দেখিলেন,—তথায় দৈত্য, সিদ্ধ ও নৃপগণের শতাধিক ষোড়শ সহস্র কন্যা তৎকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রহিয়াছে। কৃষ্ণ সেই সকল কন্যা স্বীয় পুরী দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন এবং মণি, ছত্র ও দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল লইয়া পারিজাত তরুর জন্য ইন্দ্রপুরে উপনীত হই-লেন। ২৬—৩২।

অশ্বমেধখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—কৃষ্ণ স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রকে ছত্র ও মণি এবং অদিতিকে কুণ্ডল দিয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ইন্দ্র তাঁহার বাসনা শুনিয়া দেবতরু দিলেন না, তখন মাধব অমর-গণকে পরাজিত করিয়া পারিজাত গ্রহণ করি-লেন। সূত বলিলেন,—গোবিন্দগুণে শ্রদ্ধাবান্ যাদব বজ্রনাভ ইহা শুনিয়া বিস্ময় সহকারে পুন-র্ব্বার নিজ গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বজ্রনাভ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্। দেবরাজ ইন্দ্র কৃষ্ণকে

কৃষ্ণাগ্রে কথিতং সত্যভাময়া শক্রচেষ্টিতম্।
তস্মান্মে বিস্তরাদ্ যুদ্ধমিন্দ্রমাধবয়োর্বদ ॥ ৫
গর্গ উবাচ।
অদিত্যা সংস্তুতঃ কৃষ্ণো শক্রবাক্যাচ্চ নন্দনম্।
বনং গত্বা পারিজাতান্ স দদর্শ বহূন্ দ্রুমান্ ॥ ৬
তেষাং মধ্যে মহাবৃক্ষং মঞ্জরীপুঞ্জধারিণম্।
ক্ষীরোদমথনাজ্জাতং পদ্মগন্ধসমন্বিতম্ ॥ ৭
সুরাণাং সুখদং তাম্রপল্লবৈঃ পরিবেষ্টিতম্।
বনে বিভূষণং দিব্যং বরং স্বর্ণসমত্বচম্ ॥ ৮
তং দৃষ্ট্বা মাধবং প্রাহ সত্যভামা চ মানিনী।
এনং গৃহ্লাম্যহং কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠং সর্ব্ববনে দ্রুমম্ ॥ ৯
ইত্যুক্তঃ প্রিয়য়োৎপাট্য পারিজাতং গরুত্মতি।
লীলয়া রোপয়ামাস প্রহসন্ জগদীশ্বরঃ ॥ ১০
তদৈব কুপিতাঃ সর্ব্বে বনপালাঃ সমুত্থিতাঃ।
ধনুর্ব্বাণধরাঃ কৃষ্ণমূচুঃ প্রস্ফুরিতাধরাঃ ॥ ১১
ইন্দ্রপ্রিয়ায়া বৃক্ষশ্চ হৃতঃ কস্মাত্বয়া নর।
যদৃচ্ছয়া কিলাস্মাকং তৃণীকৃত্য ক্ব যাস্যসি ॥ ১২
ইন্দ্রাণীপ্রীতয়ে দেবৈঃ পুরা হ্যুদধিমন্থনে।
উৎপাদিতোঽহ্যং ন ক্ষেমী গৃহীত্বৈনং ভবিষ্যসি ॥
গিরীণাং যেন সর্ব্বেষাং পক্ষাঃ পূর্ব্বং বিনাশিতাঃ
তং কিং বৃত্রহনং বীরং জিত্বা বৃক্ষং নয়িষ্যসি ॥
তস্মাদ্গচ্ছ মহাবীর পারিজাতং বিহায় চ।
ন দাস্যামো দ্রুমং তুভ্যং শক্রস্যানুচরা বয়ম্ ॥১৫
যদা দাস্যতি তুভ্যং বৈ পারিজাতং পুরন্দরঃ।
ন নিষেধং করিষ্যামো বনপালা বয়ং তদা ॥১৬
তেষাং ভাষিতমাকর্ণ্য সত্যভামা রুষান্বিতা।
তূষ্ণীম্ভূতে সতি হরাবভীতা প্রাহ তান্ নৃপ ॥ ১৭
সত্যভামোবাচ।
কা শচী পারিজাতস্য কঃ শক্রো বা সুরেশ্বরঃ।
সামান্যঃ সর্ব্বলোকানাং যদেষোঽমৃতমন্থনে ॥১৮
সমুৎপন্নঃ সুরঃ কস্মাদেকো গৃহ্লাতি বাসবঃ।
যথা সুধা যথৈবেন্দুর্যথা শ্রীর্বনরক্ষিণঃ ॥ ১৯
সামান্যঃ সর্ব্বলোকস্য পারিজাতস্তথা দ্রুমঃ।

পরমাত্মা হরি জানিয়াও কেন অপরাধ করিলেন, তাহা যথাযথ কীর্ত্তন করুন। সত্যভামা ত কৃষ্ণ সমীপে বাসবের ব্যবহার বলিয়াছিলেন, অতএব বাসব-মাধবের যুদ্ধ আমার নিকট বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। গর্গ বলিলেন,—অদিতি কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া কৃষ্ণ শক্র বাক্যে নন্দনবনে গিয়া বহু পারিজাত দর্শন করেন; তন্মধ্যে মঞ্জীর পুঞ্জধারী ক্ষীরোদমন্থন হইতে উদ্ভূত পদ্মগন্ধ-সমন্বিত সুরগণের সুখদ তাম্রবর্ণ পল্লব-বেষ্টিত বনের বিভূষণ স্বর্ণসমবল্কল পারিজাত বৃক্ষ ছিল; তাহা দেখিয়া মানিনী সত্যভামা মাধবকে বলেন,—হে কৃষ্ণ! সর্ব্ববনের শ্রেষ্ঠ এই বৃক্ষ আমি গ্রহণ করিব। জগদীশ্বর কৃষ্ণ এইরূপে কথিত হইয়া অবলীলাক্রমে পারিজাত উৎপাটিত করত প্রিয়ার সহিত হাসিতে হাসিতে গরুড়পৃষ্ঠে আরোপিত করিলেন। ১—১০। তখনই বনপালকগণ কুপিত হইয়া ধনুর্ধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইল এবং অধর কম্পিত করত কৃষ্ণকে কহিল,—তুমি নর হইয়া কেন শচীর প্রিয়তরু অপহরণ করিতেছ? আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া যদৃচ্ছাবশে কোথায় যাইবে? ইন্দ্রাণীর প্রীতির জন্য পুরাকালে দেবগণ সমুদ্র মন্থন করিয়া এই তরু উৎপাদিত করিয়াছেন, ইহা গ্রহণ করিয়া তোমার মঙ্গল নাই। যিনি পূর্ব্বে পর্ব্বত সমূহের পক্ষচ্ছেদন করিয়াছেন, সেই বৃত্রঘাতী বীর দেবরাজকে জয় করিয়া কি বৃক্ষ গ্রহণ করিতে পারিবে? অতএব হে মহাবীর! পারিজাত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। আমরা ইন্দ্রের অনুচর, তোমাকে তরু দিব না। পুরন্দর নিজে যখন তোমাকে পারিজাত প্রদান করিবেন, বনপাল আমরা তাহা নিষেধ করিব না। হে নৃপ! তাহাদের কথা শুনিয়া সত্যভামা রুষান্বিতা হইলেন, হরি নির্ব্বাক্ থাকিলেও সেই অভীতা সত্যভামা তাহাদিগকে বলিলেন। সত্যভামা কহিলেন,—শচী কে? তাহার আবার কল্পতরু কি? সুররাজ শক্রই বা কে? সমুদ্র মন্থনে সকলেই সমান শ্রম করিয়াছে, অতএব সাগর মন্থন জাত এই পারিজাত দেবরাজ একাকী গ্রহণ করিবেন কেন? হে বনরক্ষকগণ! যেমন অমৃত, লক্ষ্মী

র্ভুবাহুমহাগর্ব্বা রুণদ্ধ্যেনং বৃথা শচী ॥ ২০
তৎকথ্যতামলং ক্ষান্ত্যা সত্যা হারয়তি দ্রুমম্।
কথ্যতাঞ্চ দ্রুতং গত্বা পৌলোম্যা বচনং মম ॥২১
সত্যভামা বদত্যেতদতিগর্ব্বোদ্ধতাক্ষরম্।
যদি ত্বং দয়িতা ভর্ত্তুর্যদি বশ্যঃ পতিস্তব ॥ ২২
মত্তর্ভুর্হরতো বৃক্ষং তৎকারয় নিবারণম্।
জানামি তে পতিং শক্রং যুষ্মান্ জানামি তত্ত্বতঃ
পারিজাতং তথাপ্যেনং মানুষী হারয়ামি তে ॥২৩
গর্গ উবাচ।
কৃষ্ণপ্রিয়ায়া বচনং বনপালা নিশাম্য চ ॥ ২৪
ইন্দ্রাণীনিকটং গত্বা প্রোচুঃ সর্ব্বং যথোদিতম্।
রক্ষকাণাং বচঃ শ্রুত্বা শচী প্রাহ রুষান্বিতা ॥ ২৫
কৃষ্ণং নিবারণার্থায় ন যাস্তন্তং পুরন্দরম্।
শচ্যুবাচ।
মদীয়ং পারিজাতং বৈ মাধবেন বলীয়সা ॥ ২৬
গৃহীতং স্বপ্রিয়ার্থে বৈ ত্বাং তৃণীকৃত্য বজ্রিণম্।
তস্মান্মোচয় বৃক্ষেশং পাকসূদন বৃত্রহন্ ॥ ২৭
সত্যভামাবশং কৃষ্ণং বিনির্জ্জিত্য মহারণে।
ত্বয়া বৈ পূর্ব্বমদ্রীণাং পক্ষা বজ্রেণ নাশিতাঃ ॥ ২৮
তদ্ভয়ং বিসৃজ্য যুদ্ধায় গচ্ছ তস্মাৎ সুরৈর্বৃতঃ।
ইতি শ্রুত্বা শচীবাক্যং শক্রো নমুচিসূদনঃ ॥ ২৯
ন চকার তু যুদ্ধায় মনো ভয়সমন্বিতঃ।
ততশ্চ বহুশঃ পত্ন্যা প্রেরিতঃ কোপযুক্তয়া।
তদা কোপেন শ্রীকৃষ্ণং নিন্দন্ প্রাহ
মদান্বিতঃ ॥ ৩০
ইন্দ্র উবাচ।
যেন তে পারিজাতং বৈ গৃহীতং সুন্দরাননে ॥
মৃধে তং পাতয়িষ্যামি বজ্রেণ শতপর্ব্বণা।
ইত্যুক্ত্বা বাসবো রাজন্নারুহৈরাবণং গজম্ ॥৩২
শুণ্ডাদণ্ডৈস্ত্রিভির্যুক্তং রক্তকম্বলমণ্ডিতম্।
চতুর্ভিঃ শোভিতং দন্তৈর্হিমাদ্রিসদৃশং শুভম্ ॥৩৩
স্বর্ণশৃঙ্খলয়া জুষ্টং শুশুভে নির্জ্জরৈর্বৃতঃ।
তথা মরুদ্গণাঃ সর্ব্বে যমাগ্নিবরুণাদয়ঃ ॥ ৩৪
রুদ্রাশ্চ দ্বাদশাত্মানো বসবো ধনদাদয়ঃ।
বিদ্যাধরাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ সাধ্যাঃ পিতৃগণাস্তথা ॥৩৫
ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিসংখ্যাঃ শক্রস্যানুচরাঃ সুরাঃ।

ও চন্দ্রদেব সাধারণের দ্রব্য, তদ্রূপ এই পারিজাত। ভর্ত্তার ভুজগর্ব্বে মহাগর্ব্বিতা শচী বৃথা কেন ইহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে? অতএব ক্ষমায় কাজ নাই শচীকে দ্রুত গিয়া বল—সত্যভামা তরু হরণ করিতেছে। —অতি গর্ব্বিতা সত্যভামা উদ্ধত বাক্যে বলিতেছে—যদি তুমি পতির প্রিয়পত্নী হও, পতি যদি তোমার বশ্য হয়, তবে পারিজাতাপহারী আমার পতিকে বারণ করিও। তোমাদিগকে ও তোমাদিগের প্রভু ইন্দ্রকে আমি স্বরূপতঃ বিদিত আছি, তাই মানুষী হইলেও এই পারিজাত গ্রহণে উদ্যত হইয়াছি।১১-২৩ বনপালগণ সত্যভামার বাক্য শুনিয়া শচীসমীপে গমনপূর্ব্বক তৎকথিত বাক্য বলিল। রক্ষকগণের বাক্য শ্রবণে রুষান্বিতা শচী কৃষ্ণনিবারণ-পরাঙ্মুখ পুরন্দরকে কহিলেন। শচী বলিলেন,—তুমি বজ্রধারী, তথাপি তোমাকে তুচ্ছ করিয়া নিজ প্রিয়ার জন্ম মাধব বলপূর্ব্বক মদীয় পারিজাত হরণ করিতেছে, অতএব হে পাকসূদন বৃত্রহন্! সত্যভামা-বশীভূত কৃষ্ণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বৃক্ষবর পারিজাত মুক্ত কর। তুমি পূর্ব্বে বজ্রদ্বারা পর্ব্বতগণের পক্ষ কর্ত্তন করিয়াছিলে, অতএব ভয় পরিত্যাগ করিয়া সুরগণসহ যুদ্ধার্থ গমন কর। নমুচিসূদন শক্র শচীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণেও ভয়বশত সমরে মনোরথ করিলেন না। অতঃপর কোপযুক্তা পত্নী কর্ত্তৃক বহু প্রকারে প্রণোদিত হইয়া কোপভরে মদান্বিত মহেন্দ্র কৃষ্ণকে নিন্দা করিতে করিতে বলিলেন। ইন্দ্র বলিলেন,—হে সুন্দরাননে! যে ব্যক্তি তোমার পারিজাত হরণ করিতেছে, শতপর্ব্ব বজ্র দ্বারা যুদ্ধে তাহাকে পাতিত করিব। হে রাজন্! বাসব এইরূপ বলিয়া ঐরাবতে আরোহণ করিলেন। তিনটী শুণ্ডাদণ্ডযুক্ত রক্তকম্বলাবৃত চতুর্দ্দন্তশোভিত হিমালয়সদৃশ শুভ্র স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত ঐরাবতারূঢ় তিনি অমর-পরিবৃত হইয়া শোভিত হইলেন। সমস্ত মরুদ্গণ, যম অগ্নি ও বরুণাদি, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও

এতে সমাগতাঃ ক্রুদ্ধা যোদ্ধুং শ্রীকৃষ্ণসম্মুখে ॥৩৬
আহূতাঃ কেঽপি শক্রেণ সহায়ার্থং তু স্বাত্মনঃ।
তথা তু নারদেনাপি কেচিদ্দেবাশ্চ প্রেষিতাঃ॥
ততঃ পরিঘনিস্ত্রিংশগদাশূলপরশ্বধৈঃ।
বভূবুস্ত্রিদশাঃ সজ্জাঃ শক্রে বজ্রকরে স্থিতে ॥ ৩৮

ইতি শ্রীগর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ পারিজাতহরণং নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীগর্গ উবাচ।

অথ দৃষ্ট্বা কৃষ্ণচন্দ্রো গজেন্দ্রোপরি শোভিতম্।
ইন্দ্রং দেবপরীবারং যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্ ॥ ১
শঙ্খং দধ্মৌ স্বয়ং কৃষ্ণঃ শব্দেনাপূরয়ন্ দিশঃ।
মুমোচ চ শরব্রাতং সহস্রায়ুধসম্মিতম্ ॥ ২
ততো দিশশ্চ গগনং দৃষ্ট্বা বাণশতান্বিতম্।
মুমুচুর্বিবুধাঃ সর্ব্বে শরাংশ্চক্রায়ুধোপরি ॥ ৩
একৈকমস্ত্রং শস্ত্রঞ্চ সুরৈর্মুক্তং সহস্রধা।
স্ববাণৈর্ভগবান্ কৃষ্ণশ্চিচ্ছেদ নৃপ লীলয়া ॥ ৪
পাশিনশ্চাহিপাশঞ্চ চিচ্ছেদ পন্নগাশনঃ।
যমরাজেন প্রহিতং দণ্ডং লোকভয়ঙ্করম্ ॥ ৫
গদয়া পাতয়ামাস ভূমৌ কৃষ্ণস্তু লীলয়া।
চক্রেণ ধনদস্যাপি শিবিকাং তিলশো বহু ॥ ৬
চকার কৃষ্ণঃ সূর্য্যঞ্চ কোপদৃষ্ট্যা হতৌজসম্।
মহাগ্নিমাগতং বীক্ষ্য মুখেন চ পপৌ হরিঃ ॥ ৭
ততো রুদ্রগণৈর্ম্মুক্তান্ শূলাংশ্চিচ্ছেদ বৈ রুষা।
চক্রেণ চ হরী রুদ্রান্ পাতয়ামাস বাহুনা ॥ ৮
ততো মরুদ্গণা দেবাঃ সাধ্যা বিদ্যাধরাস্তথা।
মুমুচুর্বাণপটলান্মাধবোপরি ভূপতে ॥ ৯
শরবর্ষং প্রমুঞ্চন্তীং সেনাং সর্ব্বাং সমাগতাম্।
বিলোক্য সত্যভামা তু ভয়ং প্রাপ তদা মৃধে ॥
তাং ভীতাং প্রাহ গোবিন্দো সত্যে ত্বং মা
ভয়ং কুরু।

কুবেরাদি, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, সাধ্য, পিতৃগণ, তেত্রিশ কোটি ইন্দ্রানুচর সুর—ইহাঁরা ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণ সম্মুখে সমর করিতে সমাগত হইলেন। ইহাঁদের মধ্যে কোন কোন সুর আত্ম সাহায্যার্থ শক্র কর্ত্তৃক সমাহূত ও কোন কোন সুর নারদ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আগমন করিলেন। অনন্তর পরিঘ নিস্ত্রিংশ, গদা, শূল ও পরশ্বধ লইয়া দেবগণ যুদ্ধ সজ্জা করিলেন, শক্র স্বয়ং বজ্রধারণ করিয়া অবস্থিত হইলেন। ২৪—৩৮।

অশ্বমেধখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—অনন্তর কৃষ্ণচন্দ্র ইন্দ্রকে করীন্দ্র ঐরাবতোপরি শোভিত ও দেবগণ-পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ উদ্যত দেখিয়া দশদিক্ পূরিত করত শঙ্খধ্বনি এবং সহস্রায়ুধতুল্য শর-নিকর নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সমস্ত দিক্ ও গগন শত শত বাণে সমাকীর্ণ দেখিয়া সুরগণ কৃষ্ণোপরি শস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে নৃপ! ভগবান্ কৃষ্ণ সুরগণ-মুক্ত এক একটী অস্ত্র স্বীয় শরে অনায়াসে সহস্রধা ছেদন করিলেন। পন্নগাশন গরুড় বরুণের নাগপাশ ছেদন করিল, যমরাজপ্রযুক্ত লোকভয়ঙ্কর দণ্ড কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে গদা-দ্বারা ভূতলে পাতিত করিলেন, কৃষ্ণচক্র কুবেরের শিবিকা তিল তিল করিয়া বহুধা ছিন্ন করিল, কৃষ্ণ কোপদৃষ্টিদ্বারা দিবাকরকে নিষ্প্রভ করিলেন এবং মহাগ্নিকে আগত দেখিয়া বদন দ্বারা গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি রোষবশে রুদ্রগণমুক্ত ত্রিশূল চক্রদ্বারা ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে বাহুদ্বারা পাতিত করিলেন। হে নৃপ! অনন্তর মরুদ্-গণ, দেবগণ, সাধ্য ও বিদ্যাধরগণ মাধবের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন, সেই শরবর্ষণকারী সমাগত সেনাগণকে অবলোকন করিয়া সত্যভামা যুদ্ধক্ষেত্রে ভয় পাইলেন। ভীতা সত্যভামাকে সম্বোধন করিয়া হরি কহি-লেন,—হে সত্যে! তুমি ভয় করিও না, সমা-

আগতাং শক্রসেনাং বৈ হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ॥
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধো বাণৈঃ শার্ঙ্গধনুশ্চ্যুতৈঃ।
তাড়য়ামাস বিবুধান্ ক্রোষ্টূন্ সিংহো নখৈর্যথা॥
ততঃ প্রত্যাহ গরুড়ং কংসহা কোপপূরিতঃ।
বৈনতেয় ত্বয়া যুদ্ধং ন কৃতং রণমণ্ডলে॥ ১৩
তচ্ছ্রুত্বা তু সভার্য্যঞ্চ স্কন্ধে সন্ধারয়ন্ হরিম্।
কোপাদ্বিষ্ণুরথঃ সদ্যঃ পক্ষাভ্যাং নখরাঙ্কুরৈঃ॥১৪
তুণ্ডেন ভক্ষয়ন্ দেবাংস্তাড়য়ন্ বিচচার বৈ।
ততশ্চ দুদ্রুবুর্দেবা হন্যমানা গরুত্মতা॥ ১৫
অথ বাণৈর্মহীপাল ইন্দ্রোপেন্দ্রৌ মহাবলৌ।
পরস্পরং চ বর্ষন্তৌ ধারাভিরিব তোয়দৌ॥ ১৬
ঐরাবতেন রাজেন্দ্র সুপর্ণো যুযুধে তথা।
গজস্তার্ক্ষ্যন্তু দশনৈর্জঘান গরুড়স্তথা॥ ১৭
গজন্তু তুণ্ডপক্ষৈশ্চ ছিন্নভিন্নং চকার হ।
সুরৈঃ সমস্তৈর্যুযুধে বজ্রিণা চ যদূত্তমঃ॥ ১৮
ভগবান্ মঘবন্তং বৈ মঘবান্ মধুসূদনম্।
বাণৈর্ববৃষতুঃ ক্রুদ্ধাবন্যোন্যবিজিগীষিণৌ॥ ১৯
ছিন্নেষশেষবাণেষু শস্ত্রেষস্ত্রেষু চ ত্বরম্।
বজ্রং জগ্রাহ মঘবা ভগবান্ চক্রমেব চ॥ ২০
হাহাকারস্তদৈবাসীত্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
বজ্রচক্রধরৌ বীক্ষ্য সুরেশ্বরনরেশ্বরৌ॥ ২১
জগ্রাহ বামহস্তেন ক্ষিপ্তং বজ্রং চ বজ্রিণা।
ন মুমোচ হরিশ্চক্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যুবাচ চ॥ ২২
লজ্জিতং বজ্রহীনঞ্চ তার্ক্ষ্যেণ ক্ষতবাহনম্।
ভীতং পলায়মানঞ্চালোক্য সত্যা জহাস বৈ॥
শচী বীক্ষ্যাগতং শক্রং প্রাহ কোপেন পূরিতা
একাকিনা মাধবেন প্রধনে তু বিনির্জ্জিতঃ॥২৪
মহাসৈন্যযুতস্ত্বং বৈ তস্মাত্তে ধিগ্বলং সুর
অহং গত্বা রণে কৃষ্ণং বিনির্জ্জিত্য সুরদ্রুমম্॥
মোচয়ামি ন সন্দেহো পশ্য ত্বঞ্চ সুরাধম॥ ২৬

শ্রীগর্গ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা শিবিকাং শীঘ্রমারুহ্য কুপিতা শচী।
যোদ্ধুকামা যযৌ রাজন্ পুনঃ সুরগণৈর্বৃতা।

গত শক্রসেনাকে নিঃসংশয়ে বিনাশ করিব। ১—১১। এইরূপ কহিয়া ক্রুদ্ধ ভগবান্ কৃষ্ণ শার্ঙ্গধনুর্মুক্ত শরনিকরে সিংহ যেমন নখনিকরে শৃগালগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ সুরসেনাগণকে তাড়িত করিলেন। অতঃপর কোপপূরিত কংসহা কৃষ্ণ গরুড়কে কহিলেন,—হে গরুড়! তুমি রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতেছ না। তচ্ছ্রবণে বিষ্ণুবাহন গরুড় সপত্নীক হরিকে স্কন্ধে সন্ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পক্ষদ্বয় নখরাঙ্কুর ও তুণ্ডদ্বারা দেবগণকে ভক্ষণ ও তাড়ন করত বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর গরুড় কর্ত্তৃক হন্যমান সুরসৈন্যগণ পলায়ন করিলেন। হে মহীপাল! অতঃপর মহাবল ইন্দ্র ও উপেন্দ্র জলধরের বারিধারার ন্যায় পরস্পর বাণ পটল বর্ষণ করিতে লাগিলেন; হে রাজেন্দ্র! ঐরাবতের সহিত গরুড়ের যুদ্ধ হইল, গজ দন্ত দ্বারা গরুড়কে আঘাত করিল এবং গরুড় তুণ্ড ও পক্ষ দ্বারা গজকে ছিন্ন ভিন্ন করিল। যদুবর কৃষ্ণ সমস্ত দেব ও বাসবের সহিত যুদ্ধ করিলেন। ক্রুদ্ধ ভগবান্ কৃষ্ণ ও ইন্দ্র পরস্পর জিগীষু হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অশেষরূপে উভয়ের সমস্ত শর ও অস্ত্রশস্ত্র বিধ্বস্ত হইলে সত্বর ইন্দ্র বজ্র ও কৃষ্ণ চক্র গ্রহণ করিলেন। সুরেশ্বর ও নরেশ্বর পরস্পর বজ্র ও চক্র ধারণ করিলে তদ্দর্শনে, সচরাচর ত্রৈলোক্যে হাহাকার উত্থিত হইল। কৃষ্ণ ইন্দ্র-নিক্ষিপ্ত বজ্র বামকরে ধারণ করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ চক্র নিক্ষেপ করিলেন না। বলিলেন,—থাক্ থাক্। তার্ক্ষ্য কর্ত্তৃক ক্ষতবাহন বজ্রহীন ইন্দ্র ভীত ও লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিলে তদ্দর্শনে সত্যভামা হাস্য করিলেন।১২—২৩। অতঃপর ইন্দ্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া কোপপূরিতা শচী কহিলেন,—হে সুর! তুমি বহু সৈন্যযুক্ত, মাধব একাকী; তথাপি যুদ্ধে নির্জ্জিত হইলে, অতএব তোমার বলে ধিক্। হে সুরাধম! তুমি দর্শন কর—আমি যুদ্ধে গিয়া কৃষ্ণকে পরাজিত করত পারিজাত মুক্ত করিব, সন্দেহ নাই। গর্গ বলিলেন,—হে নৃপ! এইরূপ বলিয়া কুপিতা শচী শিবিকারোহণে সুরগণসহ পুনরায় যুদ্ধার্থ

তামাগতাং বীক্ষ্য কৃষ্ণো যুদ্ধায় ন দধে মনঃ ॥২৭
ততঃ সত্যা হরিং প্রাহ রুষা প্রস্ফুরিতাধরা।
অদ্য যুদ্ধং করিষ্যামি শচ্যা সার্দ্ধমহং প্রভো ॥ ২৮
তচ্ছ্রুত্বা প্রহসন্ কৃষ্ণো দত্বা তস্যৈ সুদর্শনম্ ॥ ২
যদা হরিপ্রিয়া ক্রুদ্ধা যুদ্ধং কর্ত্তুং সমাগতা।
তদা সর্ব্বত্র ব্রহ্মাণ্ডে চাসীৎ কোলাহলো মহান্।
ভয়ং প্রাপুঃ সুরাঃ সর্ব্বে বিধিশক্রাদয়ো নৃপ।
তদৈব গীষ্পতী রাজন্নাযযৌ শক্রচোদিতঃ।
আগত্য বারয়ামাস যোদ্ধুকামাং পুলোমজাম্ ॥৩১

বৃহস্পতিরুবাচ।

শচি শৃণু মদীয়ং বৈ বচনং বহুবুদ্ধিদম্ ॥ ৩২
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ সাক্ষাৎ সত্যভামা চ শ্রীসমা।
তয়া সার্দ্ধং কথং যুদ্ধং করিষ্যসি হরিপ্রিয়ে ॥৩৩
তস্মাদবজ্ঞাং সন্ত্যজ্য শ্বভুক্তে ত্বং গৃহং ব্রজ।
সত্যাং বৈ পারিজাতঞ্চ দত্বা রক্ষ সুরান্ ভয়াৎ
যদ্ভয়াদ্বাতি শ্বসনো বহ্নির্দহতি যদ্ভয়াৎ।
যদ্ভয়ান্মৃত্যুশ্চরতি ব্রধ্নো ব্রজতি যদ্ভয়াৎ ॥ ৩৫
যস্মাদ্বিভেতি ব্রহ্মা বৈ কপর্দ্দী চ পুরন্দরঃ।
তং ন জানাসি শ্রীকৃষ্ণং ভৌমং হত্বা সমাগতম্

শ্রীগর্গ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা শচী বাক্যং ভামাং কৃষ্ণঞ্চ লজ্জয়া।
নত্বা জগাম সদনমাত্মানঞ্চ বিগর্হয়ন্ ॥ ৩৭
ততঃ শক্রং নমস্তঞ্চ ব্রীড়িতং বীক্ষ্য মাধবঃ।
উবাচ শক্র মা ব্রীড়াং গতে চ ভিদুরে কুরু ॥ ৩৮
দ্বন্দ্বযুদ্ধে হি চৈকস্য ভবিষ্যতি পরাজয়ঃ।
ইতি শ্রুত্বা চ প্রোবাচ বচনং পাকশাসনঃ ॥ ৩৯

ইন্দ্র উবাচ।

যস্মিন্ জগৎ সকলমেতদনাদিমধ্যে
যস্মাদ্ যতশ্চ ন ভবিষ্যতি সর্ব্বভূতাৎ।
তেনোদ্ভবপ্রলয়পালনকারণেন
ব্রীড়া কথং ভবতি দেবি নিরাকৃতস্য ॥ ৪০
সকলভুবনসৃষ্টৌ স্ফূর্ত্তিরস্যাতিসূক্ষ্মা
বিদিতসকলবেদৈর্জায়তে যস্য নাস্তৈঃ ॥
তমজমকৃতমীশং শাশ্বতং স্বেচ্ছয়ৈনং
জগদুপকৃতিমর্ত্ত্যং কো বিজেতুং সমর্থঃ ॥ ৪১

গমন করিলেন, শচীকে সমাগত দেখিয়া কৃষ্ণ যুদ্ধার্থ মনোরথ করিলেন না। অনন্তর সত্যভামা ক্রোধে অধর কম্পিত করত হরিকে কহিলেন,—হে প্রভো! আমি শচীর সহিত অদ্য যুদ্ধ করিব। তচ্ছ্রবণে কৃষ্ণ হাস্য করত তাঁহাকে সুদর্শন দান করিলেন। হরিপ্রিয়া ক্রুদ্ধা সত্যভামা যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল; হে নৃপ! বিধি শক্রাদি দেবগণ ভয় পাইলেন। হে রাজন্! তখনই শক্র-প্রেরিত বৃহস্পতি আসিয়া সমরকামা শচীকে বারণ করিলেন। বৃহস্পতি বলিলেন,—হে শচি! আমার বহু-বুদ্ধিপ্রদ বাক্য শ্রবণ কর। কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্ ও সত্যভামা লক্ষ্মীতুল্যা; হে শক্রপ্রিয়ে! তুমি তাঁহার সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিবে? অতএব হে ইন্দ্রাণি! ইন্দ্রের প্রতি অবজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন কর। সত্যভামাকে পারিজাত প্রদান করিয়া সুরগণকে ভয় হইতে রক্ষা কর। যাঁহার ভয়ে পবন প্রবাহিত হন। হুতাশন দাহন করেন, যম বিচরণ করেন, সূর্য্য উদিত হন এবং যাহা হইতে ব্রহ্মা, শিব ও শক্র ভয় পান, ভৌম বধ করিয়া সমাগত সেই শ্রীকৃষ্ণকে কি তুমি জান না? ২৪—৩৬। গর্গ বলিলেন,—শচী বৃহস্পতির তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ ও সত্যভামাকে প্রণামপূর্ব্বক লজ্জায় আপনাকে নিন্দা করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর প্রণত ইন্দ্রকে লজ্জিত দেখিয়া মাধব বলিলেন—হে ইন্দ্র! তোমার বজ্র ব্যর্থ হইয়াছে, এ জন্য লজ্জা করিও না, দ্বন্দ্ব যুদ্ধে একজনের পরাজয় হইয়াই থাকে। কৃষ্ণ বাক্য শ্রবণে ইন্দ্র সত্যভামাকে সম্বোধন করিয়া উত্তর করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন,—হে দেবি! যিনি আদি, ও মধ্য হীন, যাঁহাতে অখিল জগৎ প্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বভূতাত্মক যাহা হইতে ইহা উৎপন্ন, এবং যিনি সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন, যিনি না থাকিলে জগতের অস্তিত্ব থাকে না, তাঁহা হইতে পরাজিত জীবের লজ্জা কি প্রকারে হয়? যাঁহা হইতে অখিল জগৎ প্রসূত,

ইত্যুক্তা সত্যভামাং বৈ শক্রস্তূষ্ণীং বভূব চ।
ততঃ প্রহস্য ভগবান প্রাহ গম্ভীরয়া গিরা॥৪২
ভবান্ দেবাধিপঃ শক্র বয়ং ভূমিনিবাসিনঃ।
ক্ষন্তব্যস্বপরাধস্তদ্ভবতা চ কৃতো ময়া॥৪৩
ভোঃ শক্র পারিজাতশ্চ নীয়তামুচিতাস্পদম্।
গৃহীতোহয়ং ময়া সত্যভামাবচনকারণাৎ॥৪৪
গৃহাণ কুলিশং চেদং প্রহিতং যত্ত্বয়া ময়ি।
তবৈবাস্ত্রং শুনাসীর তদ্বৈরিষু নিবারণম্॥৪৫

ইন্দ্র উবাচ।

কৃষ্ণ কিং মোহয়সি মাং নরোহহমিতি কিং বদ।
জানীমস্ত্বাং জগন্নাথং ন তু সূক্ষ্মবিদো বয়ম্॥৪
যোহসি সোহসি জগত্ত্রাণ প্রবৃত্তো নাথ সংস্থিতিঃ
বিশ্বস্য শল্যনিষ্কর্ষং করোষি গরুড়ধ্বজ॥৪৭
অয়ঞ্চ নীয়তাং কৃষ্ণ পারিজাতঃ কুশস্থলীম্।
নরলোকে ত্বয়া মুক্তে নায়ং সংস্থাস্যতে ভুবি।
আগমিষ্যতি গোবিন্দ স্বয়মেব ত্রিবিষ্টপম্॥৪৮

গর্গ উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বজ্রিণে বজ্রং দত্ত্বা সোহপ্যাজগাম কৌ।
দ্বারকাং দ্বারকানাথঃ স্তূয়মানঃ সুরেশ্বরৈঃ।
উপাধ্মায় ততঃ কম্বুং সংস্থিতো দ্বারকোপরি॥৫০
উৎপাদয়ামাস মুদং দ্বারকাবাসিনাং নৃপ।
সুপর্ণাদবতীর্য্যাথ কৃষ্ণো ভামাসমন্বিতঃ॥৫১
পারিজাতং চ নিষ্কুটে স্থাপয়ামাস লীলয়া।
জুষ্টং সুরদ্রুমং কৃষ্ণো ভ্রমরৈঃ স্বর্গপক্ষিভিঃ॥৫২
অথৈকস্মিন্মুহূর্ত্তে বৈ মাধবে মাধবঃ স্বয়ম্।
উবাহ রাজকন্যাশ্চ পৃথগ্ গেহেষু ধর্ম্মতঃ॥৫৩
ষোড়শ স্ত্রীসহস্রাণি শতাধিকানি চাষ্ট চ।
তাবন্তি চক্রে রূপাণি পরিপূর্ণতমো হরিঃ॥৫৪
একৈকস্যাং দশ দশ কৃষ্ণোহজীজনদাত্মজান্।
যাবত্য আত্মনো ভার্য্যা হ্যমোঘগতিরীশ্বরঃ॥৫৫

ইতি শ্রীগর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধ-
চরিত্রসুমেরৌ পারিজাতহরণং নাম
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ॥৫॥

সর্ব্বজ্ঞগণ যাঁহার সূক্ষ্ম অপর মূর্ত্তি জানিতে পারেন, অন্যে নহে, সেই অজ নির্ব্বিকার নিত্য স্বেচ্ছাবিহারী জগতের উপকারের জন্য মানব-মূর্ত্তিধর পরমেশ্বরকে জয় করিতে কে সমর্থ? শক্র সত্যভামাকে এইরূপ বলিয়া নির্ব্বাক্ হইলে ভগবান্ গম্ভীর বাক্যে হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিলেন,—তুমি দেবরাজ ইন্দ্র আর আমরা ভূমিবাসী মানব; অতএব মৎকৃত অপরাধ ক্ষমা কর। হে ইন্দ্র! সত্যভামার বাক্যবশে আমি যে পারিজাত হরণ করিয়াছি, তাহা ত্যাগ করিলাম, ইহাকে স্বস্থানে লইয়া যাও। হে বজ্রধর! তুমি যে বজ্র আমার প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তোমার সেই বৈরিনিবারক বজ্র পুনরায় গ্রহণ কর। ইন্দ্র বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! 'আমি মানব' এইরূপ বলিয়া কেন আমাকে মোহিত করিতেছ, আমরা সূক্ষ্মবিৎ নহি, অতএব তুমি যে জগন্নাথ, তাহা জানি। হে গরুড়ধ্বজ! তুমি যাহাই কেন হও না, জগৎরক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া বিশ্বের শৈল্যোদ্ধার করিয়া থাক। ৩৭—৪৫। হে প্রভো! এই পারিজাত লইয়া গিয়া দ্বারকায় স্থাপিত কর, তুমি নরলোক পরিত্যাগ করিলে পৃথিবীতে ইহা থাকিবে না। হে গোবিন্দ! স্বয়ংই স্বর্গলোকে চলিয়া আসিবে। গর্গ বলিলেন,—তচ্ছ্রবণে কৃষ্ণ বাসবকে বজ্র প্রত্যর্পণপূর্ব্বক পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনন্তর হে নৃপ! দ্বারকাপতি দেববরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া দ্বারকায় আগমন করিয়া শঙ্খধ্বনি করত দ্বারকাবাসিগণের হর্ষ বর্দ্ধন করিলেন। সত্যভামাসমন্বিত কৃষ্ণ গরুড় হইতে অবতরণপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে সেই পারিজাত লইয়া গৃহ-নিকটস্থ উদ্যানে স্থাপিত করিলেন, মধুকর ও স্বর্গপক্ষিগণ তাহার উপর আসিয়া পতিত হইল। অনন্তর কৃষ্ণ বৈশাখের এক শুভমুহূর্ত্তে নরক-নগরানীত সেই সকল রাজকন্যা পৃথক্ পৃথক্ গৃহে রক্ষিত করত ধর্ম্মানুসারে তাহাদের পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় শতাধিক ষোড়শ সহস্র; অমোঘগতি ঈশ্বর পরিপূর্ণতম হরি যত সংখ্যক পত্নী, তত সংখ্যক হইয়া এক একটীতে দশ দশটী পুত্র উৎপাদন করিলেন। ৪৬—৫৫।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীগর্গ উবাচ।

পুনস্তে কথয়িষ্যামি যশঃ সংক্ষেপতো হরেঃ।
চকার হাস্যং ভগবান্ রুক্মিণ্যা সহ চাদ্ভুতম্ ॥ ১
অনিরুদ্ধবিবাহে চাবধীদ্ভ্রাত্রা তু রুক্মিণম্।
উষাস্বপ্নকথা চিত্রলেখয়া হরণং হরেঃ ॥ ২
পৌত্রস্য বন্ধনঞ্চাপি বাণযাদবসংযুগম্।
কৃষ্ণশঙ্করয়োর্যুদ্ধে জ্বরসংস্তবনং ততঃ ॥ ৩
বাণবাহুচ্ছিদী রুদ্রস্তুতির্বাণস্য রক্ষণে।
উষাপ্রাপ্তির্নৃগাখ্যানং বলস্য চ ব্রজাগমঃ ॥ ৪
গোপীবিলাপো রামস্য স্তুতির্গোপীভিরেব চ।
যমুনাকর্ষণং কাশীপতিপৌণ্ড্রকঘাতনম্ ॥ ৫
কৃত্যোৎপত্তির্দ্দাহনঞ্চ কাশ্যা কপিবধস্ততঃ।
শাম্বস্য বন্ধনে রামবিক্রমো গজসাহ্বয়ে ॥ ৬
উগ্রসেনরাজসূয়ে জঘান শকুনিং হরিঃ।
নারদেন হরের্লীলাদর্শনং গৃহমেধিনাম্ ॥ ৭
আহ্নিকং বাসুদেবস্য রাজদূতেন বৈ স্তুতিঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থে চ গমনমুদ্ধবেন তু যাদবৈঃ ॥ ৮
জরাসন্ধঞ্চ ভীমেন নিজঘান গিরিব্রজে।
সহদেবাভিষেকশ্চ রাজভিশ্চ কৃতা স্তুতিঃ ॥ ৯
রাজসূয়ে হরেঃ পূজা শিশুপালবধস্তথা।
দুর্য্যোধমানভিমানস্য ভঙ্গঃ প্রদ্যুম্নশাম্বয়োঃ ॥ ১০
যুদ্ধং ত্রিনবরাত্রঞ্চ কৃষ্ণস্যাগমনং ততঃ।
শাম্বস্য দন্তবক্রস্য তদ্ভ্রাতুর্লীলয়া বধঃ ॥ ১১
ততো গজাহ্বয়ে রাজন্ দুর্দ্যূতেন চ কৌরবৈঃ।
বিনির্জ্জিতো ভ্রাতৃযুক্তো সভার্য্যস্তু যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১২
বনং জগাম সংস্থাপ্য পৃথাঞ্চ বৈদুরে গৃহে।
গত্বারণ্যে নিবাসং বৈ চকার বহুভির্দ্দিনৈঃ ॥ ১৩
ততশ্চ পালয়ামাস মহীং দুর্য্যোধনো মুদা।
প্রজাস্তং নাভ্যনন্দন্ স্ম পাণ্ডুপুত্রে গতে সতি ॥
অরণ্যে বর্ত্তমানান্ বৈ পাণ্ডবান্ দুঃখকর্শিতান্।
মিলিত্বাশ্বাসয়ামাস হ্যনন্তশ্চৈকদা হরিঃ ॥ ১৫
দৃষ্ট্বাথ পাণ্ডবান্ কৃষ্ণো হ্যাজগাম কুশস্থলীম্।
উগ্রসেনসুধর্ম্মায়াং শশংস চেষ্টিতঞ্চ তৎ।
তচ্চ শ্রুত্বা যাদবাশ্চ প্রোচুঃ সর্ব্বে হি বিস্মিতাঃ

যাদবা উচুঃ।

কিং কৃতং ধৃতরাষ্ট্রেন দীনা ভ্রাতৃসুতা অহো ॥ ১৭

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—পুনরায় তোমার নিকট সংক্ষেপে কৃষ্ণকীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছি। রুক্মিণীর সহিত ভগবানের অদ্ভুত পরিহাস, অনিরুদ্ধ বিবাহে ভ্রাতার দ্বারা রুক্মিবধ, উষাস্বপ্নকথা, চিত্রলেখা দ্বারা অনিরুদ্ধের হরণ ও তাহার বন্ধন, বাণ-যাদবযুদ্ধ,কৃষ্ণ-শঙ্করের সমর, জ্বরস্তব, বাণবাহুচ্ছেদন, বাণের শিবস্তুতি, বাণকন্যা উষাপ্রাপ্তি, নৃগ নৃপের উপাখ্যান, বলরামের ব্রজাগমন, গোপীবিলাপ, গোপীগণ কর্ত্তৃক বলরামস্তুতি, যমুনাকর্ষণ, কাশীপতি পৌণ্ড্রকবধ, কৃত্যোৎপত্তি, কাশীদাহ, দ্বিবিদবধ, শাম্ববন্ধনে হস্তিনায় বলরামবিক্রম, উগ্রসেনের রাজসূয় প্রসঙ্গে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক শকুনি সংহার, নারদ কর্ত্তৃক হরির গার্হস্থ্যলীলাদর্শন, ভগবান্ বাসুদেবের নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান, রাজদূতের স্তুতি, যাদবগণসহ উদ্ধবের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন, গিরিব্রজে ভীম কর্ত্তৃক জরাসন্ধবধ, সহদেবাভিষেক, রাজগণ কর্ত্তৃক স্তুতি, রাজসূয়ে কৃষ্ণের পূজা, শিশুপালবধ, দুর্য্যোধনের অভিমানভঙ্গ, সপ্তদশরাত্রব্যাপী প্রদ্যুম্ন-শাম্বের সমর, কৃষ্ণাগমন, শাম্ব ও তদ্ভ্রাতা দন্তবক্রের অবলীলাক্রমে বধ—হে রাজন্! এই সকল কৃষ্ণের কীর্ত্তি। ১—১১। অনন্তর হস্তিনাপুরে কৌরবগণের সহিত দুষ্ট দ্যূতক্রীড়ায় বিনির্জ্জিত যুধিষ্ঠির ভার্য্যা ও ভ্রাতৃগণের সহিত বনগমন করেন। তাঁহারা মাতা কুন্তীকে বিদুর ভবনে রক্ষিত করিয়া বনে গমন পূর্ব্বক বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন সানন্দে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পাণ্ডুপুত্রগণ বনগমন করিলে প্রজাগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল না। একদা অনন্ত কৃষ্ণ অরণ্যবাসী ক্লেশ-কৃশ পাণ্ডবগণের সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন ও আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় দ্বারকায় উপনীত হন এবং উগ্রসেনের সুধর্ম্মা সভায় তাঁহাদের অবস্থা বর্ণন করেন। তচ্ছ্রবণে যাদবগণ বিস্মিত

দুর্দ্দান্তেন বিনির্জ্জিত্যাধর্ম্মান্নিষ্কাসিতা গৃহাৎ ।
স্বাধর্ম্মেণ বিনঙ্ক্ষ্যন্তি কৌরবা রাজ্যলোলুপাঃ ।
পাণ্ডবেভ্যস্তু ভগবাংস্তস্মাদ্দাস্যতি সম্পদম্ ॥ ১৮

শ্রীগর্গ উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা যাদবানাং বাক্যঞ্চ মধুসূদনঃ ॥ ১৯
আযযৌ বৈ স্বসদনং সায়ংকালে নৃপেশ্বর ।
আগতং স্বাত্মজং বীক্ষ্য নমন্তং দেবকী মুদা ॥ ২০
দত্ত্বাশিষং ভোজনঞ্চ কারয়ামাস বৈ সতী ॥ ২১
ততঃ স চাযযৌ কৃষ্ণঃ স্বস্ত্রীণাং মন্দিরাণি চ ।
প্রিয়াভিঃ পূজিতস্তত্র চকার শয়নং কিল ॥ ২২

ইতি শ্রীগর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্র-
সুমেরৌ শ্রীকৃষ্ণচরিত্রবর্ণনে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

গর্গ উবাচ ।

দেবর্ষিশ্চৈকদা রাজন্ দৃষ্ট্বা রামঞ্চ কেশবম্ ।
সুবীণাং বাদয়ন্ কৃষ্ণগাথাং গায়ন্ সমাযযৌ ॥ ১
ব্রহ্মলোকাৎ সর্ব্বলোকান্ পশ্যন্ ভাস্করসন্নিভঃ ।
সাকং তুম্বুরুণা পিঙ্গজটাভারেণ শোভিতঃ ॥ ২
কিঞ্চিচ্ছ্যামো মৃগাক্ষশ্চ কাশ্মীরতিলকৈর্যুতঃ ।
পীতেন ধৌতবস্ত্রেণ তথা পীতাম্বরেণ চ ॥ ৩
রঙ্গবল্লীমালয়া চ ব্রজস্ত্রীচন্দনেন চ ।
বৃদ্ধঃ পঞ্চদশাব্দৈশ্চ মণ্ডিতঃ শুশুভে বহু ॥ ৪
দৃষ্ট্বা তমাগতং রাজা শক্রসিংহাসনে স্থিতঃ ।
সুধর্ম্মায়াং স চোত্থায় নত্বা সিংহাসনং দদৌ ॥ ৫
তদঙ্ঘ্রী চাবনিজ্যাথ কৃত্বা পূজনমুত্তমম্ ।
তজ্জলং মস্তকে ধৃত্বা চোগ্রসেনস্তমব্রবীৎ ॥ ৬

উগ্রসেন উবাচ ।

অদ্য মে সফলং জন্ম সফলং সদনঞ্চ মে ।
অদ্য মে সফলশ্চাত্মা দেবর্ষে তব দর্শনাৎ ॥ ৭

হইয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। যাদবগণ বলিলেন,—অহো! দীন ভ্রাতৃতনয়গণের প্রতি ধৃতরাষ্ট্র এ কি করিতেছেন। তিনি অন্যায্য দ্যূতক্রীড়ায় বিনির্জ্জিত করিয়া তাঁহাদিগকে অন্যায়রূপে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন! রাজ্যলোলুপ কৌরবেরা স্বীয় অধর্ম্মে বিনষ্ট হইবে। ভগবান্ পাণ্ডবগণকে সম্পদ্ প্রদান করিবেন। গর্গ বলিলেন,—হে নৃপেশ্বর! যাদবগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুসূদন সায়ংকালে স্বভবনে উপনীত হইলেন আগত ও প্রণত পুত্রকে দেখিয়া আনন্দিতা সতী দেবকী আশীর্ব্বাদ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। অনন্তর কৃষ্ণ পত্নীগণের অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রিয়াগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তথায় শয়ন করিলেন। ১২—২২

অশ্বমেধখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—হে রাজন্। একদা দেবর্ষি নারদ রাম কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া উত্তম বীণায় কৃষ্ণ গাথা গাহিতে গাহিতে গমন করেন। পিঙ্গলজটা-জূট দিবাকরদ্যুতি নারদ তুম্বুরুর সহিত অখিল লোক দর্শন করিতে করিতে ব্রহ্মলোক হইতে সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ কিঞ্চিৎ শ্যাম, ললাটে কুঙ্কুম তিলক, মৃগের ন্যায় লোচন, পীত বসন, পীত উত্তরীয় রঙ্গবল্লীর মাল্য, গোপীচন্দনের মুদ্রা এবং তিনি বৃদ্ধ হইলেও পঞ্চদশ বৎসরের ন্যায় শোভমান। সুধর্ম্মা সভায় শক্র-সিংহাসনে সমাসীন রাজা উগ্রসেন দেবর্ষিকে সমাগত দেখিয়া গাত্রোত্থান ও প্রণাম পূর্ব্বক সিংহাসন প্রদান করিলেন এবং তাঁহার পাদ প্রক্ষালন ও উত্তম পূজা করিয়া তদীয় পাদোদক শিরোধারণ করত বলিতে লাগিলেন। উগ্রসেন বলিলেন,—আজ আমার জন্ম ও গৃহ সফল, হে দেবর্ষে!

নমস্তস্মৈ ভগবতে নারদায় মহাত্মনে।
কামক্রোধবিহীনায় ঋষীণাং প্রবরায় চ ॥ ৮
কিমর্থমাগতোঽসি ত্বমাজ্ঞাং কুরু মমোপরি।
নিশম্য বচনং তস্য ঋষির্নির্জরদর্শনঃ।
উবাচ নৃপশার্দ্দূলং মনসা মোদিতো হরেঃ ॥ ৯

নারদ উবাচ।

যাদবেন্দ্র মহারাজ ধন্যস্ত্বং পৃথিবীপতে ॥ ১০
যদ্ভক্ত্যা কৌ নিবসতি বলেন সহ কেশবঃ।
রাজসূয়ঃ ক্রতুবরঃ পুরা যদ্বচনাত্ত্বয়া ॥ ১১
কৃতঃ শ্রীকৃষ্ণকৃপয়া দ্বারকায়াং সুখেন চ।
যেন ত্রিলোকে তে কীর্ত্তির্নৃপ বিস্তারিতা ভুবি।
রাজসূয়াশ্বমেধৌ চ কঠিনৌ মণ্ডলেশ্বরৈঃ।
হরিভক্তস্য রাজেন্দ্র সুলভৌ চক্রবর্ত্তিনঃ ॥ ১৩
যয়োর্মধ্যে কৃতশ্চৈকো রাজসূয়স্ত্বয়া নৃপ।
তথা যুধিষ্ঠিরেণাপি কৃতঃ কৃষ্ণাজ্ঞয়া ততঃ ॥ ১৪
দ্বাপরান্তে ভারতে চ হয়মেধঃ ক্রতূত্তমঃ।
ন কৃতঃ কেন রাজ্ঞাপি মুক্তিদস্ত্বঘনাশনঃ ॥ ১৫
দ্বিজহা বিশ্বহা গোঘ্নো বাজিমেধেন শুধ্যতি।
তস্মাদ্বরক্ষ যজ্ঞানাং হয়মেধং বদন্তি হি ॥ ১৬
নিষ্কারণং নৃপশ্রেষ্ঠ বাজিমেধং করোতি যঃ।
ব্রজেৎ সুপর্ণকেতোঃ স সদনং সিদ্ধদুর্লভম্ ॥ ১৭
ইতি দেবর্ষিবচনমুগ্রসেনো নিশম্য চ।
হয়মেধং যজ্ঞবরং কর্ত্তুং চক্রে মতিং নৃপ ॥ ১৮
তদৈব সহ রামেণ কৃষ্ণং বীক্ষ্যাগতং নৃপঃ।
পূজয়িত্বাসনে স্থাপ্য সাক্ষং ঋষিণাব্রবীৎ ॥ ১৯

উগ্রসেন উবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ জগদীশ জগন্ময়।
বাসুদেব ত্রিলোকেশ শৃণুষ বচনং মম ॥ ২০
মৎপুত্রেণ চ কংসেন বালকাশ্চ সহস্রশঃ।
বিনাপরাধেন হরে মারিতাশ্চ মহাসুরৈঃ ॥ ২১
তস্য মুক্তিশ্চ গোবিন্দ কথং ভবতি পাপিনঃ।
কস্মিন্ লোকে গতঃ কংসো বালঘাতী বদস্ব মাম্
তস্য পাপেনাহমপি ভীতোঽস্মি জগদীশ্বর।
পুত্রস্য পাপেন পিতা নরকে পততি ধ্রুবম্ ॥২৩

আপনার দর্শনে অদ্য আমার আত্মা সফল হইয়াছে। হে নারদ! আপনি কামক্রোধহীন ঋষিপ্রবর মহাত্মা ভগবান্, আপনাকে নমস্কার। আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, আমার প্রতি আজ্ঞা করুন। দেবদর্শন নারদ নৃপবর উগ্রসেনের বাক্যে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া বলিতে লাগিলেন। ১—৯। নারদ বলিলেন,—হে মহারাজ যাদবেন্দ্র! তুমি ধন্য; হে পৃথিবীপতে! তোমার ভক্তিতে কৃষ্ণ বলরামসহ ভূতলে বাস করেন, আমার বাক্যে তুমি পূর্ব্বে যে দ্বারকায় যজ্ঞরাজ রাজসূয় করিয়াছ, তাহাও সেই কৃষ্ণের কৃপায় সুখে সম্পন্ন হইয়াছে; হে নৃপ! তাহাতে ত্রিলোকে তোমার কীর্ত্তি বিস্তৃত হইয়াছে। মণ্ডলেশ্বরগণের পক্ষেও যে রাজসূয় ও অশ্বমেধ দুঃসাধ্য, হে রাজেন্দ্র! হরিভক্ত চক্রবর্ত্তীর পক্ষেও তাহা সুলভ। হে নৃপ! ঐ যজ্ঞদ্বয়ের মধ্যে তুমি একমাত্র রাজসূয় করিয়াছ, কৃষ্ণাজ্ঞায় রাজা যুধিষ্ঠিরও করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বাপরের অবসানে ভারতে পাপনাশক মুক্তিপ্রদ ক্রতুবর অশ্বমেধ কেহ করেন নাই। দ্বিজঘাতী, বিশ্বঘাতী এবং গোঘ্নও অশ্বমেধে শুদ্ধ হয়,এই জন্যই বিজ্ঞগণ অশ্বমেধকে প্রধান বলিয়া থাকেন। হে নৃপবর! যিনি নিষ্কাম হইয়া অশ্বমেধ করেন তিনি সিদ্ধদুর্লভ গরুড়ধ্বজ ভগবানের ভবনে গমন করিয়া থাকেন। ১০—১৭। হে নৃপ! উগ্রসেন দেবর্ষির তাদৃশ বাক্য শ্রবণে যজ্ঞবর অশ্বমেধ করিতে মনোরথ করিলেন। তখনই বলরামসহ কৃষ্ণ সমাগত হইলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া পূজা ও আসন প্রদানপূর্ব্বক দেবর্ষির সমক্ষে বলিতে লাগিলেন। উগ্রসেন বলিলেন,—হে দেবদেব জগন্নাথ জগদীশ জগন্ময় বাসুদেব ত্রিলোকেশ! আমার বাক্য শ্রবণ কর। হে হরে! আমার পুত্র কংস বিনা অপরাধে সহস্র সহস্র বালক মহাসুরগণ দ্বারা মারিয়াছে। হে গোবিন্দ! সেই পুত্রের মুক্তি কিরূপে হইবে? সেই বালকঘাতী কংস কোন্ লোকে গিয়াছে, তাহা বল। হে জগদীশ! তনয়ের পাপে আমিও ভীত হইতেছি। পুত্রের পাপে পিতা যেমন নিশ্চয় নরকে পতিত হয়,

পিতুঃ পাপেন পততি নিরয়ে সুতস্তিঃ তথা।
তস্মাচ্চ কিং করিষ্যেঽহমুপায়ং বদ মাধব ॥ ২৪
কথিতং নারদেনাদ্য তচ্ছৃণুষ্ব জগৎপতে।
বিপ্রহা বিশ্বহা গোঘ্নো হয়মেধেন শুধ্যতি।
তস্মিন্‌ যজ্ঞে মনো মেঽস্তি যদি চাজ্ঞাং প্রদাস্যতি
গর্গ উবাচ।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মুদা মদনমোহনঃ ॥ ২৬
মনসি প্রাহ সম্পশ্যন্‌ ধরাং ভারেণ পীড়িতাম্‌।
অহো ময়া চ বহুশো ধরাভারোঽবতারিতঃ ॥২৭
তথাপি সতি কৌ মধ্যে সোঽশ্বমেধেন নঙ্ক্ষ্যতি।
নাহং হনিষ্যে শত্রূন্‌ বৈ স্বহস্তেন মৃধাঙ্গনে ॥ ২
ইতি প্রতিজ্ঞা চ ময়া বিদূরথবধে কৃতা।
তস্মাচ্চ প্রেষয়িষ্যামি স্বপুত্রান্‌ যাদবাংস্তথা ॥২
জেতুং বসুন্ধরাং সর্ব্বাং হয়মেধমিষেণ চ।
ইতি বার্ত্তাং বজ্রনাভে বিষক্‌সেনো বিচার্য্য চ।
সুধর্ম্মায়াঞ্চ প্রহসন্নুগ্রসেনমুবাচ বৈ ॥ ৩০
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
ময়া হতো মহারাজ কংসো বৈকুণ্ঠমভুতম্‌ ॥ ৩১
গতো ভূত্বা মমাকারো নিত্যং বসতি তত্র হি।
তথা ত্বমসি রাজেন্দ্র বিপাপো দর্শনান্মম ॥ ৩২
তথাপি হয়মেধং ত্বং যশোঽর্থে কুরু ভূপতে।
যজ্ঞেন তে মহৎকীর্ত্তিঃ পৃথিব্যাঞ্চ ভবিষ্যতি॥৩৩
ইতি তৎ কথিতং শ্রুত্বা কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
উবাচ পরমং বাক্যমুগ্রসেনো মুদা নৃপ ॥ ৩৪
রাজোবাচ।
অদ্য দেব করিষ্যেঽহমশ্বমেধং ক্রতূত্তমম্‌।
স ভবিষ্যতি শীঘ্রং বৈ গোবিন্দ কৃপয়া তব ॥ ৩৫
হয়মেধস্য চ বিধিং সর্ব্বং মে ব্রূহি বিস্তরাৎ।
ইতি শ্রুত্বা চ তদ্বাক্যমবোচদ্বিষ্টরশ্রবাঃ ॥ ৩৬
হয়মেধবিধিং পৃচ্ছ দেবর্ষিং নারদং প্রতি।
স তবাগ্রে চ বদতি সর্ব্বজ্ঞাতা যদূদ্বহ ॥ ৩৭
ইতি বাক্যং হরেঃ শ্রুত্বা যদুরাজো মুদান্বিতঃ।
সভায়াং সংস্থিতং রাজন্‌ দেবর্ষিং নিজগৌ নৃপ
তুরঙ্গঃ কীদৃশো ভাব্যঃ কতিসংখ্যা দ্বিজোত্তমাঃ
দক্ষিণা কীদৃশী ব্রহ্মন্‌ বদ মে কীদৃশং ব্রতম্‌ ॥৩৯

তদ্রূপ পিতার পাপেও পুত্র নরকে পতিত হইয়া থাকে। অতএব হে মাধব! আমি কি উপায় করিব, তাহা বল। ১৮—২৪। হে জগৎপতে! অদ্য নারদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছেন,—বিপ্রঘাতী, বিশ্বঘাতী ও গোঘ্নও অশ্বমেধে শুদ্ধ হয়। যদি তুমি অনুমতি প্রদান কর, তবে সেই যজ্ঞে আমার মনোরথ হয়। গর্গ বলিলেন,—উগ্রসেনের তথাবিধ বাক্য শ্রবণে ধরা ভারপীড়িতা দর্শন করিয়া মদনমোহন সানন্দে মনে মনে বলিতে লাগিলেন;—অহো! আমি বহুপ্রকারে ধরাভার উদ্ধার করিয়াছি, তথাপি ভূ ভারভূত, এ ভূভার অশ্বমেধে অপসারিত হইবে। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে স্বহস্তে শত্রুবধ করিব না, বিদূরথবধে এ প্রতিজ্ঞা আমি করিয়াছি, অতএব অশ্বমেধচ্ছলে আমি সমগ্র পৃথিবীজয়ের জন্য নিজ পুত্র যাদবগণকে প্রেরণ করিব। হে বজ্রনাভ! বিশ্বক্‌সেন কৃষ্ণ এই কথা বিচার করিয়া সুধর্ম্মা সভায় উগ্রসেনকে কহিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন,—হে মহারাজ! মৎ-কর্ত্তৃক নিহত কংস অদ্ভুত বৈকুণ্ঠে গিয়া আমার মত আকার প্রাপ্ত হইয়া নিত্য বাস করিতেছে, হে নৃপবর! আপনিও আমার দর্শনে নিষ্পাপ হইয়াছেন; তথাপি হে ভূপতে! যশের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন। যজ্ঞ দ্বারা জগতে আপনার মহাকীর্ত্তি বিস্তৃত হইবে। হে নৃপ! অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকথিত তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া উগ্রসেন সানন্দে বক্ষ্যমাণ পরম বাক্য বলিলেন। ২৫—৩৪।

বলিলেন,—হে দেব! আমি অদ্য ক্রতুবর অশ্বমেধ করিব, হে গোবিন্দ! তোমার কৃপায় তাহা সত্বর সম্পন্ন হইবে। এক্ষণে অশ্বমেধের বিধি সমস্ত বিস্তাররূপে বর্ণন কর। রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ কহিলেন,—অশ্বমেধের বিধি দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করুন। হে যদূত্তম! সেই সর্ব্বজ্ঞ আপনার অগ্রে বিধি বলিবেন। হে রাজন্‌! কৃষ্ণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণে যদুরাজ মুদান্বিত হইয়া সভাস্থ দেবর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে

উগ্রসেনস্য বচনমাকর্ণ্য দেবদর্শনঃ।
স্ময়মান ইব প্রাহ প্রীত্যা কৃষ্ণং বিলোকয়ন্ ॥৪০

শ্রীনারদ উবাচ।

চন্দ্রবর্ণং রক্তমুখং পীতপুচ্ছং মনোহরম্।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং দিব্যং শ্যামকর্ণং সুলোচনম্ ॥ ৪১
প্রবদন্তি মহারাজ যজ্ঞেঽস্মিন্ হয়মীদৃশম্।
মধুমাসপূর্ণিমায়াং মোচ্যোঽয়ং ঘোটকো নৃপ ॥৪২
মহাবীরৈঃ পালনীয়ো বর্ষমাত্রং হয়োত্তমঃ।
অশ্বস্যাগমনং যাবদ্ভবিষ্যতি স্বকে পুরে ॥ ৪৩
নিবসেদ্ধৈর্য্যসংযুক্তস্তাবৎ কর্ত্তা প্রযত্নতঃ।
যত্র যত্র পুরীষঞ্চ মূত্রঞ্চ কুরুতে হয়ঃ ॥ ৪৪
কর্ত্তব্যং হবনং বিপ্রৈর্দাতব্যং গোসহস্রকম্।
সংলিখ্য কাঞ্চনং পত্রং স্বনামবলচিহ্নিতম্ ॥ ৪৫
হয়স্য ভালে বদ্ধা চ কথনীয়মিদং বচঃ।
সর্ব্বে শৃণুত রাজানো বিমুক্তোঽস্তি হয়ো ময়া ॥
কশ্চিন্নৃপঃ শ্যামকর্ণং প্রতিগৃহ্লাতু চেদ্বলম্।
গৃহ্লাতি যস্তং মানেন সঞ্জেতব্যো বলাৎ স্বয়ম্ ॥
বিপ্রা বিংশতিসাহস্রা যজ্ঞাদৌ কীর্ত্তিতা নৃপ।
বেদজ্ঞাঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাঃ কুলীনাশ্চ তপস্বিনঃ ॥ ৪৮
অত্র তে কথয়িষ্যামি সমর্থস্ত্বং শৃণুষ্ব চ।
বাজিমেধে মহারাজ বিপ্রাণাং দীর্ঘদক্ষিণাম্ ॥ ৪৯
তুরগাণাং সহস্রঞ্চ গজানাং শতমেব চ।
দ্বিশতং স্যন্দনানাঞ্চ সহস্রঞ্চ গবাং তথা ॥ ৫০
বিংশভারং সুবর্ণানাং প্রদাতব্যং দ্বিজে দ্বিজে।
যজ্ঞস্যাদৌ তথা চান্তে ঈদৃশী দক্ষিণা স্মৃতা ॥৫১
অসিপত্রব্রতং কৃত্বা ব্রহ্মচর্য্যসমন্বিতঃ।
কৌ পত্ন্যা সার্দ্ধমেকত্র কুর্য্যাচ্চ শয়নং নিশি ॥৫২
বর্ষমাত্রং মহারাজ কর্ত্তব্যং ব্রতমীদৃশম্।
দীনানাঞ্চ প্রদাতব্যমন্নং বা বহুশো ধনম্ ॥৫৩
বিধিনানেন রাজেন্দ্র ক্রতুরেষো ভবিষ্যতি।
অসিপত্রব্রতযুতো বহুপুত্রফলপ্রদঃ ॥ ৫৪
ভীষ্মং বিনা হি মদনং কো বিজেতুং ভবেন্নরঃ।
তস্মাদ্ভীতা ন কুর্ব্বন্তি কঠিনং চৈনমদ্ভুতম্ ॥৫৫

ব্রহ্মন্। অশ্ব কীদৃশ হইবে, কতজন উত্তম দ্বিজ থাকিবেন, দক্ষিণা কীদৃশ এবং ব্রতই বা কিরূপ, তাহা বলুন। উগ্রসেনের বাক্য শ্রবণে দেবদর্শন নারদ ঈষৎ হাস্য করত প্রীতি-ভরে কৃষ্ণদর্শন করত বলিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন,—হে মহারাজ! বিজ্ঞগণ বলেন—চন্দ্রবর্ণ, রক্তমুখ, পীতপুচ্ছ, মনোহর, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, দিব্য, শ্যামকর্ণ ও সুলোচন অশ্ব এই যজ্ঞে প্রশস্ত। হে নৃপ! বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় এই অশ্ব মোচন করিতে হয়, আর এক বৎসর পর্য্যন্ত মহাবীরগণ দ্বারা সেই উত্তম অশ্বের রক্ষা কর্ত্তব্য। স্বীয়পুরে অশ্বের আগমন পর্য্যন্ত কর্ত্তা ধৈর্য্য সহকারে সযত্নে অবস্থান করিবেন, যে যে স্থানে ঐ অশ্ব মূত্র পুরীষ পরিত্যাগ করে, সেই সেই স্থানে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা হোম করাইয়া সহস্র গোদান করিতে হইবে। কাঞ্চন পত্রে স্বীয় নাম ও সৈন্যচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া অশ্বের কপালে বন্ধনপূর্ব্বক বক্ষ্য-মাণ বাক্য তাহাতে লিখিবে;—সমস্ত রাজগণ শ্রবণ কর, আমি এই অশ্ব মোচন করিতেছি, যদি কোন নৃপতি বলবান্ এই শ্যামবর্ণ অশ্বকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে; তবে আমিও তাহাকে স্বয়ং বলপূর্ব্বক পরাজিত করিব। হে নৃপ! এ যজ্ঞে বিংশতি সহস্র বেদজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ কুলীন ও তপস্বী ব্রাহ্মণ ব্রতী থাকিবেন। তুমি সমর্থ, অতএব এ যজ্ঞের দক্ষিণার কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে মহারাজ! অশ্বমেধের দক্ষিণা দীর্ঘ—সহস্র অশ্ব, শত গজ, দ্বিশত রথ, সহস্র গো এবং বিংশভার সুবর্ণ প্রত্যেক দ্বিজকে দিতে হইবে। যজ্ঞের আদি ও অন্তে এইরূপ দক্ষিণা জানিবে। ৩৫—৫১। জিতেন্দ্রিয় হইয়া অসিপত্র ব্রত আচরণ করত রাত্রে পত্নীর সহিত একত্র মৃত্তিকায় শয়ন করিবে। হে মহা-রাজ! এক বৎসর যাবৎ এইরূপ ব্রত কর্ত্তব্য। এই সময়ে দীনজনকে অন্ন ও বহু ধন দান করিবে। হে রাজেন্দ্র! এইরূপ বিধানে এই ক্রতুবর অশ্বমেধ করিতে হইবে। অসিপত্র ব্রত বহুপুত্রপ্রদ, একমাত্র ভীষ্ম ব্যতীত কোন মানব মদনজয়ে সমর্থ? সেই ভয়ে এই অদ্ভুত

কামং প্রতিবিজেতুং বৈ শক্তিস্তে বিদ্যতে যদি
কুরু গর্গং সমাহুয় যজ্ঞারম্ভং নৃপোত্তম ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্র-
সুমেরৌ যজ্ঞোদযোগবর্ণনং নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীগর্গ উবাচ।

ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য স্পষ্টাক্ষরসমন্বিতম্।
রাজর্ষিঃ প্রাহ দেবর্ষিং বিস্মিতঃ প্রহসন্নিব ॥ ১

রাজোবাচ।

মুনে যজ্ঞং করিষ্যেঽহং যজ্ঞযোগ্যং তুরঙ্গমম্।
গত্বা মমাশ্বশালায়াং হয়ানাং ত্বং বিলোকয় ॥২
নৃপস্য বচনং শ্রুত্বা তথেত্যুক্তা চ নারদঃ।
বাজিশালাং যযৌ তেন দ্রষ্টুং কৃষ্ণেন ঘোটকম্
স গত্বা তত্র তুরগান্ ধূম্রবর্ণান্মনোহরান্।
শ্যামবর্ণান্ কৃষ্ণবর্ণান্ পদ্মবর্ণান্ দদর্শ বৈ ॥ ৪
তথাচান্যত্র শালায়াং ত্বঞ্জনাভানসন্নিভান্।
হরিদ্রাভান্ কুঙ্কুমাভান্ পালাশকুসুমপ্রভান্ ॥ ৫
তথা চিত্রবিচিত্রাঙ্গান্ স্ফটিকাঙ্গান্মনোজবান্।
হরির্দ্বর্ণাংস্তাম্রবর্ণান্ কৌসুম্ভাঙ্গান্ শুকপ্রভান্ ॥ ৬
ইন্দ্রগোপনিভান্ গৌরান্ দিব্যান্ পূর্ণশশিপ্রভান্
সিন্দুরাঙ্গানগ্নিবর্ণান্ বালসূর্য্যসমান্নৃপ ॥ ৭
ঈদৃশাংশ্চ হয়ান্ দৃষ্ট্বা নারদো বিস্ময়ান্বিতঃ।
উবাচ কৃষ্ণসহিতমুগ্রসেনং হসন্নিব ॥ ৮

নারদ উবাচ।

বাজিনস্তে মহারাজ সর্ব্বে হি বহুসুন্দরাঃ।
ঈদৃশা নৈব স্বর্লোকে পৃথিব্যাঞ্চ রসাতলে ॥ ৯
বর্ত্তন্তে বাজিশালায়াং কৃষ্ণস্য কৃপয়া তব।
একোঽপি শ্যামকর্ণস্তু তেষাং মধ্যে ন দৃশ্যতে ॥

গর্গ উবাচ।

নিশম্য বাক্যং দেবর্ষের্নৃপস্তু দুঃখিতোঽভবৎ।
যজ্ঞো ভবিষ্যতি কথং মনসীতি বিচারয়ন্ ॥ ১১
উদাসীনং নৃপং দৃষ্ট্বা ভগবান্মধুসূদনঃ।
অবোচৎ প্রহসন্ শীঘ্রং মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ১২

ঠিন কার্য্য কেহ করে না। যদি তোমার কামজয়ে শক্তি থাকে, হে নৃপোত্তম! তবে গর্গাচার্য্যকে আহ্বান করিয়া যজ্ঞারম্ভ কর। ৫২—৫৬।

অশ্বমেধখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—নারদের এই স্পষ্টাক্ষর-সমন্বিত বাক্য শ্রবণে বিস্মিত রাজর্ষি উগ্রসেন দেবর্ষিকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন। রাজা কহিলেন,—হে মুনে! আমি যজ্ঞ করিব, আমার অশ্বশালায় গমন করিয়া আপনি যজ্ঞযোগ্য অশ্ব দর্শন করুন। রাজার বাক্য শ্রবণে "তাহাই হউক" কহিয়া নারদ অশ্বদর্শনার্থে কৃষ্ণের সহিত অশ্বশালায় গমন করিলেন। এক অশ্ব-শালায় গিয়া দেখিলেন—মনোহর ধূম্রবর্ণ, শ্যামবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ অনেক অশ্ব রহিয়াছে; অন্য অশ্বশালায় গিয়া দেখিলেন,—ধূম্রবর্ণ, অঞ্জনবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ, কুঙ্কুমবর্ণ, পলাশকুসুম-বর্ণ, চিত্র-বিচিত্রবর্ণ, মনের মত বেগগামী স্ফটিকবর্ণ, হরিদ্বর্ণ, তাম্রবর্ণ, কৌসুম্ভবর্ণ, শুক-বর্ণ, ইন্দ্রগোপকীটবর্ণ, গৌরবর্ণ, দিব্যপূর্ণ শশধর বর্ণ, সিন্দুরবর্ণ, অগ্নিবর্ণ, এবং বাল-সূর্য্যবর্ণ বহু অশ্ব বিদ্যমান। হে নৃপ! ঈদৃশ অশ্ব সকল দর্শন করিয়া নারদ বিস্ময়ান্বিত হই-লেন। তিনি কৃষ্ণের সহিত উগ্রসেনের নিকট গিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন,—হে মহারাজ! তোমার অশ্বগণ বড়ই সুন্দর, ঈদৃশ অশ্ব স্বর্গলোকে, পৃথিবীতে ও পাতালেও নাই; কৃষ্ণের কৃপায় তোমার অশ্বশালায় অনেক অশ্ব আছে, কিন্তু তন্মধ্যে শ্যামকর্ণ একটীও নাই। ১—১০। গর্গ বলিলেন,—দেবর্ষির বাক্য শুনিয়া রাজা দুঃখিত হইলেন, এবং মনে মনে বিচার করিলেন—তবে কিরূপে যজ্ঞসম্পন্ন হইবে। ইহাতে উগ্র-সেনকে উদাসীন দেখিয়া ভগবান্ মধুসূদন

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
শৃণু মদ্বচনং রাজন্ সর্ব্বং শোকং বিহায় চ।
গত্বা মমাশ্বশালাং বৈ শ্যামকর্ণং বিলোকয় ॥ ১৩
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য কৃষ্ণেন চ স্মরর্ষিণা।
হরেশ্চ বাজিশালাং হি জগাম নৃপসত্তমঃ ॥ ১৪
দদর্শ তাং স গত্বা চ যজ্ঞযোগ্যান্ সহস্রশঃ।
শ্যামকর্ণান্ পীতপুচ্ছাংশ্চন্দ্রবর্ণান্মনোজবান্ ॥ ১৫
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরান্ দিব্যাংস্তপ্তহেমমুখান্ শুভান্।
এতান্ দৃষ্ট্বা হয়ান্ রাজা বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥
হর্ষেণ মহতা যুক্তো কৃষ্ণং নত্বাব্রবীদ্বচঃ ॥ ১৬
রাজোবাচ।
শ্যামকর্ণাশ্চ বহুশো ময়া চাদ্য নিরীক্ষিতাঃ ॥ ১৭
দুর্লভং কিং জগন্নাথ ত্বদ্ভক্তানাং ধরাতলে।
যথা মনোরথঃ পূর্ব্বং প্রহ্লাদস্য ধ্রুবস্য চ ॥ ১৮
আসীত্বৎকৃপয়া কৃষ্ণ তথা মম মনোরথঃ
ইতি শ্রুত্বা হরী রাজন্ শার্ঙ্গী ভূপমবোচত ॥ ১৯
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
একং ত্বং শ্যামকর্ণানামশ্বানাং চন্দ্রবর্চ্চসাম্।
গৃহীত্বা নৃপশার্দ্দূল কুরু যজ্ঞং মমাজ্ঞয়া ॥ ২০
শ্রীগর্গ উবাচ।
শ্রুত্বা বাক্যং হরিং প্রাহ করিষ্যেঽহং ক্রতূত্তমম্।
ইত্যুক্ত্বা তেন সহিতো নারদেন সভাং যযৌ ॥ ২১
ততঃ কৃষ্ণমনুজ্ঞাপ্য নারদঃ সহ তুম্বুরুঃ।
রাজানমাশিষং দত্ত্বা স্বয়ম্ভূসদনং যযৌ ॥ ২২

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্য সংহিতায়াং হয়মেধ-
চরিত্রসুমেরৌ তুরঙ্গদর্শনং নামা-
ষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।
অথ রাজা কুশস্থল্যাং গতে দেবর্ষিসত্তমে।
স্বদূতান্ প্রেষয়ামাস মামানেতুং নৃপেশ্বর।
ত উচুরুগ্রসেনস্য মমাগ্রে বচনং নরাঃ ॥ ১
দূতা উচুঃ।
দেবদেব মুনে ব্রহ্মন্ ভূদেবানাং শিরোমণে ॥২

সহাস্য-আস্যে তৎক্ষণাৎ মেঘগম্ভীর বাক্যে বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজন্! সমস্ত শোক ত্যাগ করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমার অশ্বশালায় গিয়া শ্যামকর্ণ অশ্ব অবলোকন করুন। কৃষ্ণবাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপবর উগ্রসেন কৃষ্ণ ও নারদের সহিত তদীয় অশ্বশালায় গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া দেখিলেন—তথায় শ্যামবর্ণ পীত-পুচ্ছ চন্দ্রবর্ণ মনের মত বেগগামী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দিব্য তপ্তস্বর্ণ বদন মনোজ্ঞ যজ্ঞযোগ্য সহস্র সহস্র অশ্ব রহিয়াছে। রাজা সেই সকল বাজিদর্শনে পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া মহাহর্ষে কৃষ্ণকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন। রাজা কহিলেন,—আজ আমি শ্যামকর্ণ বহু অশ্ব দর্শন করিলাম, হে জগন্নাথ! তোমার ভক্তগণের ভূতলে কি দুর্লভ? হে কৃষ্ণ! তুমি পূর্ব্বে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের যেরূপ মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলে, তদ্রূপ আমারও বাসনা পূর্ণ কর। হে রাজন্! তচ্ছ্রবণে শার্ঙ্গধন্বা কৃষ্ণ রাজাকে বলিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন,—হে নৃপবর! আপনি চন্দ্রবর্ণ শ্যামকর্ণ অশ্ব সমূহের মধ্যে একটি গ্রহণ করিয়া আমার আদেশে অশ্বমেধ করুন। গর্গ বলিলেন,—উগ্রসেন কৃষ্ণবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—আমি ক্রতুবর অশ্বমেধ করিব। এইরূপ বলিয়া কৃষ্ণ ও নারদের সহিত সভায় আগমন করিলেন। অনন্তর নারদ কৃষ্ণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক রাজাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া তুম্বুরুর সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ১১—২২।

অশ্বমেধখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—হে নৃপবর! দেবর্ষি নারদ গমন করিলে রাজা উগ্রসেন দ্বারকা হইতে আমাকে আনিবার জন্য স্বীয় দূত প্রেরণ করিলেন। সেই উগ্রসেন-দূত আমার নিকট কহিল। দূতগণ বলিল,—হে ব্রহ্মন্!

অস্মাকং বচনং শ্রুত্বা কৃপয়া শৃণু দ্বিজোত্তম।
কৃষ্ণেচ্ছয়া দ্বারকায়ামুগ্রসেনেন তো মুনে ॥ ৩
নিরূপিতং ক্রতুবরং তব শিষ্যেণ ধীমতা।
সমাগচ্ছ মুনে শীঘ্রং তস্মিন্ যজ্ঞমহোৎসবে ॥ ৪
তেষামহং বচঃ শ্রুত্বা জগ্মিবান্ দ্বারকাপুরীম্।
গর্গাচলান্নৃপশ্রেষ্ঠ যজ্ঞকৌতুকসংযুতঃ ॥ ৫
ততো দৃষ্টা পুরী দূরাচ্চানর্ত্তে দ্বারকা ময়া।
নানাদ্রুমগণৈর্জুষ্টা নানা চোপবনৈর্বৃতা ॥ ৬
নানাতড়াগৈর্বাপীভির্নানাপক্ষিগণৈস্তথা।
নীলরক্তসিতাম্ভোজৈঃ পীতপদ্মৈঃ সরোবরাঃ।
রাজন্তে কুমুদৈশ্চৈব শুক্লপুষ্পৈর্নৃপেশ্বর ॥ ৭
বিল্বৈঃ কদম্বৈর্ন্যগ্রোধৈঃ শালৈস্তালৈস্তমালকৈঃ।
বকুলৈর্নাগপুন্নাগৈঃ কোবিদারৈশ্চ পিপ্পলৈঃ ॥
জম্বীরৈর্হারশৃঙ্গারৈরাম্রৈরাম্রাতকৈরপি ॥ ৮
কেতকীভির্গোস্তনীভিঃ কদলীভিশ্চ জম্বুভিঃ।
শ্রীফলৈঃ পিণ্ডখর্জ্জুরৈ খদিরৈঃ পত্রনিম্বুভিঃ ॥ ৯
অগরৈস্তগরৈশ্চৈব চন্দনৈ রক্তচন্দনৈঃ।

পলাশৈশ্চ কপিত্থৈশ্চ প্লক্ষৈর্বেত্রৈশ্চ বেণুভিঃ ॥ ১০
মল্লিকাভির্যূথিকাভির্মোদিনীভির্মহীরুহৈঃ।
তথা মদনবাণৈশ্চ সূর্য্যমুখপুষ্পকৈঃ ॥ ১১
প্রিয়াবংশৈশ্চ গুল্মবংশৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ।
সহস্রাখ্যৈঃ কম্বুকৈর্বৈ চাগস্ত্যৈশ্চ সুদর্শনৈঃ ॥ ১২
চন্দ্রকাখ্যৈশ্চ কুন্দৈশ্চ কর্ণপুষ্পৈশ্চ দাড়িমৈঃ।
অম্বুজীরৈর্নাগরঙ্গৈরাড়ুকৈর্জানকীফলৈঃ ॥ ১৩
পূগীফলৈর্বদামৈশ্চ তূলৈ রাজাদনৈঃ ক্রমৈঃ।
এলাভিঃ সেবতীভিশ্চ তথা বৈ দেবদারুভিঃ ॥
ঈদৃশৈশ্চ মহাবৃক্ষৈঃ শোভিতা নগরী হরেঃ ॥ ১৪
কূজন্তি যত্র রাজেন্দ্র ময়ূরাঃ সারসাঃ শুকাঃ ॥
হংসাঃ পারাবতাশ্চৈব কপোতাঃ কোকিলাস্তথা।
সারিকাশ্চক্রবাকাশ্চ খঞ্জনাশ্চটকাঃ কিল ॥ ১৬
এতে পক্ষিগণাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠাচ্চ সমাগতাঃ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি মধুরাং বাণীং গায়ন্তি যত্র হি ॥ ১৭
ইত্থং পশ্যন্ ব্রজন্ রাজন্ দদর্শ দ্বারকামহম্।
তাম্ররৌপ্যসুবর্ণৈশ্চ ত্রিভিদুর্গৈশ্চ বেষ্টিতাম্ ॥ ১৮
গিরিণা রৈবতেনাপি দেববৃক্ষময়েন চ।
রত্নাকরেণ গোমত্যা বৃতাং পরিখয়াম্বিতাম্ ॥ ১৯

হে দেবদেব মুনে! আপনি বিপ্রগণের শিরোমণি। কৃপা করিয়া আমাদের বাক্য বিস্তররূপে শ্রবণ করুন। হে মুনে! কৃষ্ণের অভিপ্রায়ে আপনার ধীমান্ শিষ্য উগ্রসেন দ্বারকায় অশ্বমেধ করিবেন স্থির করিয়াছেন। হে মুনে! আপনি সেই যজ্ঞমহোৎসবে শীঘ্র আগমন করুন। হে নৃপোত্তম! আমি তাহাদের বাক্য শ্রবণে গর্গাচল হইতে যজ্ঞকৌতুকযুক্ত হইয়া দ্বারকায় আগমন করিলাম। অনন্তর দূর হইতে আমি আনর্ত্ত দেশে বর্ত্তমান দ্বারকাপুরী দর্শন করিতে লাগিলাম। হে রাজন্! ঐ পুরী নানাবিধ তরুযুক্ত, নানা উপবনাবৃত, নানা তড়াগবাপী ও নানাবিধ বিহগাবৃত; নীল লোহিত শ্বেত ও পীত পদ্মপূর্ণ কুমুদ ও শুক্লপুষ্পে পরিশোভিত বহু সরোবর সমন্বিত; বিল্ব, কদম্ব, ন্যগ্রোধ, শাল, তাল, তমাল, বকুল, নাগ, পুন্নাগ, কোবিদার, পিপ্পল, জম্বীর, হারশৃঙ্গার, আম্র, আম্রাতক, কেতকী, গোস্তনী, কদলী, জম্বু, শ্রীফল, পিণ্ডখর্জ্জুর, খদির ও পত্রনিম্ব প্রভৃতি তরু শোভিত; অগর, তগর, চন্দন, রক্তচন্দন, পলাশ, কপিত্থ, প্লক্ষ, বেত্র, বেণু, মল্লিকা, যূথিকা ও মোদিনী প্রভৃতি মহীরুহে সমাকীর্ণ; মদনবাণ, সূর্য্যমুখ, প্রিয়াবংশ, গুল্মবংশ, পুষ্পিত কর্ণিকার, সহস্রকুন্দ, সুদর্শন, অগস্ত্য, চন্দ্রক-কুন্দ, কর্ণকুসুম ও দাড়িম প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষে উপশোভিত; অম্বুজীর, নাগরঙ্গ, আড়ুক, জানকীফল, পূগীফল, বাদাম, তূল, রাজাদনক্রম, এলা, সেবতী ও দেবদারু প্রভৃতি বহুবৃক্ষে কৃষ্ণের দ্বারকাপুরী শোভিত। ১—১৪। হে রাজেন্দ্র! দ্বারকায় ময়ূর, সারস, শুক, হংস, পারাবত, কপোত, কোকিল, শারিকা, চক্রবাক, খঞ্জন ও চটক প্রভৃতি পক্ষিগণ কূজন করে এবং বৈকুণ্ঠ হইতে সমাগত ঐ সকল পক্ষী 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ইত্যাকার মধুর গান করিয়া থাকে। হে রাজন্! চলিতে চলিতে এই সকল দর্শন করত তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণময় দুর্গত্রয় বেষ্টিত, দেববৃক্ষময় রৈবত

কৃষ্ণস্য নগরীং রম্যাং কৃতকৌতুকতোরণাম্।
মুদাযুক্তজনাকীর্ণাং সুবর্ণভবনৈর্যুতাম্ ॥ ২০
তথা হাটকহট্টাভিঃ পতাকাভিশ্চ মণ্ডিতাম্।
বিষ্ণোশ্চ মন্দিরৈঃ প্রোচ্চৈর্মহেশস্যালয়ৈর্যুতাম্ ॥
যদুভিশ্চ মহাশূরৈর্বিমানৈশ্চ সহস্রশঃ।
শতশৃঙ্গাটকৈশ্চৈব কলশৈর্স্বর্ণকর্বুরৈঃ ॥ ২২
রথ্যাভির্নগ্নরাভিশ্চ দন্তিশালাভিরেব চ।
গোশালাভিঃ সভাভিশ্চ সুরৌপ্যপথিভির্যুতাম্ ॥
প্রাসাদৈর্নবলক্ষৈশ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
তথা ষোড়শসাহস্রৈর্ভবনৈর্বেষ্টিতাং পুরীম্ ॥ ২৪
দ্বারে দ্বারে দ্বারকায়াং শূরবীরাশ্চ কোটিশঃ।
রক্ষন্ত্যহর্নিশং রাজন্ সর্ব্বশস্ত্রধরাঃ কিল ॥ ২৫
প্রগায়ন্তি জনাঃ সর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণবলদেবয়োঃ।
গৃহে গৃহে চ নামানি শৃণ্বন্তি চরিতানি চ ॥ ২৬
ইত্থং বিলোকয়ন্ সর্ব্বান্ সুধর্ম্মায়ামহং গতঃ।
কৃষ্ণেতি পাদুকারূঢ়স্তুলসীমালয়া জপন্ ॥ ২৭
অথোগ্রসেনো রাজর্ষির্দৃষ্ট্বা মাঞ্চ সমাগতম্।
সমুত্থায় মুদাযুক্তো শক্রসিংহাসনাৎ কিল ॥ ২৮
ষট্পঞ্চাশৎকোটিসংখ্যৈর্যাদবৈঃ সহ ভূপতে।
নত্বা সিংহাসনং দত্বা পূজয়ামাস চাহুকঃ ॥ ২৯
মদঙ্ঘ্রী চাবনিজ্যাথ যাদবানাঞ্চ সন্নিধৌ।
পাদোদকং স্বশিরসি ধৃত্বা প্রাহ নৃপেশ্বরঃ ॥ ৩০

উগ্রসেন উবাচ।

বিপ্রেন্দ্র নারদমুখাচ্ছ্রুতং যস্য মহৎ ফলম্।
তং যজ্ঞমশ্বমেধাখ্যং করিষ্যেঽহং তবাজ্ঞয়া ॥ ৩১
যস্যাঙ্ঘ্রি সেবয়া পূর্ব্বে মনোরথমহার্ণবম্।
স কৃষ্ণশ্চাত্র বর্ত্ততে ॥ ৩২

শ্রীগর্গ উবাচ

যাদবেন্দ্র মহারাজ সম্যগ্ব্যবসিতং ত্বয়া।
হয়মেধেন তে কীর্ত্তিস্ত্রিলোক্যাং সম্ভবিষ্যতি ॥ ৩৩
কঃ প্রযাস্যতি রক্ষার্থং তুরগস্য নৃপেশ্বর।
বহবঃ শত্রবঃ সন্তি তস্মাত্তং নিশ্চয়ং কুরু ॥ ৩৪
বর্ষমাত্রং প্রকর্ত্তব্যমসিপত্রব্রতং ত্বয়া।
তদা তু কুশলেনাপি ভবিষ্যতি ক্রতূত্তমঃ ॥ ৩৫

পর্ব্বত-পরিবৃত দ্বারকা আমি দর্শন করিলাম। কৃষ্ণের রমণীয় নগরী দ্বারকা সাগর-পরিখাবৃতা ও গোমতী-পরিবেষ্টিতা কৌতুকাবহ তোরণাদি দ্বারা পরিশোভিতা, আনন্দযুক্ত জনাকীর্ণা, সুবর্ণ-ভবনসমন্বিতা, সুবর্ণ পণ্যবীথিকাবৃতা, পতাকা-মণ্ডিতা, উচ্চ বিষ্ণুমন্দির ও শিবালয়-শোভিতা সহস্র সহস্র যাদববীর ও বিমান-বিভূষিতা, শত শত সুন্দর স্বর্ণকলসশোভিতা, মনোজ্ঞ চতুষ্পথ ও প্রশস্ত পথাবৃতা এবং অশ্বশালা, হস্তিশালা গোশালা ও সভাসমন্বিতা। দ্বারকার পথ উত্তম রৌপ্যমণ্ডিত, তথায় মহাত্মা কৃষ্ণের নবলক্ষ মন্দির বিদ্যমান। হে রাজন্! ষোড়শ সহস্র ভবন বেষ্টিত দ্বারকার দ্বারে দ্বারে কোটি কোটি শূর বীর অস্ত্রশস্ত্রহস্তে উপস্থিত থাকিয়া অহর্নিশ পুরী রক্ষা করিতেছে। জনগণ তত্রত্য গৃহে গৃহে রাম-কৃষ্ণের নাম ও গুণ গান করিয়া থাকে এবং গৃহে গৃহে তাঁহাদের চরিত শ্রুত হয়। ১৫—২৬। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে পাদুকাপদ আমি তুলসী মালায় "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" জপ করত সুধর্ম্মা সভায় উপনীত হইলাম। হে ভূপতে! অনন্তর রাজর্ষি উগ্রসেন আমাকে সমাগত দেখিয়া শক্র-সিংহাসন হইতে গাত্রো-ত্থানপূর্ব্বক ছাপ্পান্ন কোটি যাদবসহ সানন্দে বন্দনা ও সিংহাসন প্রদান করত পূজা করি-লেন। তারপর যাদবগণ সন্নিধানে আমার পাদ প্রক্ষালন করিয়া মদীয় পাদোদক শিরো-ধারণ করত নৃপেশ্বর আমাকে কহিলেন। উগ্র-সেন বলিলেন,—হে বিপ্রবর! নারদ মুখে আমি অশ্বমেধের মহাফল শুনিয়াছি, সম্প্রতি আপনার আদেশে আমি সেই অশ্বমেধ করিব। যাঁহার চরণসেবায় পূর্ব্বে আমি জগৎ তুচ্ছ করিয়া মনোরথরূপ মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছি, সেই কৃষ্ণও এই সভায় বিদ্যমান। গর্গ বলি-লেন,—হে মহারাজ যাদবেন্দ্র! তোমার অধ্যব-সায় সমীচীন, অশ্বমেধে ত্রিলোকে তোমার কীর্ত্তি বিস্তৃত হইবে। হে নৃপবর! অশ্বরক্ষা কার্য্যে কে যাইবে? তোমার বহু শত্রু আছে, অতএব অগ্রে তাহা স্থির কর। এক বৎসর তোমার অসিপত্র ব্রত করিতে হইবে, ঐ ব্রত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলে অশ্বমেধ হইতে পারিবে।

প্রদ্যুম্নেন রাজসূয়ে জিতা সর্ব্বা মহী পুরা।
তুরঙ্গস্যাদ্য রক্ষার্থং তং পুনঃ কিং নিয়োক্ষ্যসি ॥৩৬
ইতি মদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা চিন্তাপরায়ণঃ।
দদর্শ সংস্থিতং নৃণাং সর্ব্বমুখ্যং হরিম্ ॥ ৩৭
তদৈব ভগবান্ দৃষ্ট্বা শোকেনাপূরিতং নৃপম্।
তাম্বুলবীটকং নীত্বা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৩৮
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
ভোঃ শূরা যাদবাঃ সর্ব্বে বলিনো রণকোবিদাঃ
উগ্রসেনস্য চাগ্রে বৈ শৃণ্বন্তু মম ভাষিতম্ ॥৩৯
যো মোচয়তি রাজভ্যো হয়মেধতুরঙ্গমম্।
মহারথী মনস্বী চ সোঽয়ং গৃহ্নাতু বীটকম্ ॥ ৪০
ইতি শ্রুত্বা হরের্ব্বাক্যং যাদবা যুদ্ধকোবিদাঃ।
পরস্পরং প্রপশ্যন্তো গর্ব্বমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥৪১
সংস্থিতো ঘটিকামাত্রং রেজে তাম্বুলবীটকঃ।
কৃষ্ণস্য সুন্দরে হস্তে যথা তামরসে শুকঃ ॥ ৪২
ততশ্চ সর্ব্বেষু গতেষু তূষ্ণী-
মুষাপতিশ্চাপধরো মহাত্মা।
প্রগৃহ্য তাম্বুলচয়ং নৃপেন্দ্রং
নত্বা চ কৃষ্ণং নিজগাদ সদ্যঃ ॥ ৪৩

শ্রীঅনিরুদ্ধ উবাচ।
অহং হি শ্যামকর্ণস্য রাজভ্যেভ্যশ্চ পালনম্।
করিষ্যামি জগন্নাথ তস্মান্মাং ত্বং নিয়োজয় ॥ ৪৪
ন করিষ্যে ঘোটকস্য পালনং যদি তত্শৃণু।
প্রতিজ্ঞাং মম গোবিন্দ দীনস্য দীনবৎসল ॥ ৪৫
ব্রাহ্মণীগমনাৎ ক্ষত্রী বৈশ্যশ্চ শূদ্র এব চ
যাং গতিং প্রাপ্নুয়ান্নূনং তামহং দুঃখদায়িনীম্ ॥৪৬
বিপ্রং কৃত্বা গুরুং পূর্ব্বং পশ্চাত্তং যো ন সেবতে
স যাতি যাং গতিং দেব প্রাপ্নুয়াং তামহং ধ্রুবম্
গর্গ উবাচ।
ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য যাদবা বিস্ময়ং গতাঃ।
তদৈব কৃষ্ণঃ সন্তুষ্টো জগ্রাহ পৌত্রমেব চ ॥ ৪৮
ততো হরিঃ সুধর্ম্মায়ামনিরুদ্ধং কৃতাঞ্জলিম্।
সর্ব্বেষাং শৃণ্বতাং প্রাহ ঘননির্হ্রাদয়া গিরা ॥৪৯

অনিরুদ্ধ তুরঙ্গস্য বর্ষমাত্রঞ্চ পালনম্।
রাজভ্যেভ্যশ্চ কৃত্বা ত্বং পুনরাগচ্ছ চাত্র বৈ ॥৫০
ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধ-
চরিত্রসুমেরৌ গর্গাগমনং নাম
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বে প্রদ্যুম্ন রাজসূয়ে পৃথিবী জয় করিয়াছে, আজও কি অশ্বরক্ষার্থ সেই প্রদ্যুম্নকেই নিযুক্ত করিবে? আমার এইরূপ বাক্য শ্রবণে রাজা চিন্তাপরায়ণ হইয়া সভাস্থ সর্ব্ব মানবের মধ্যে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তখনই রাজাকে শোকাকুল দেখিয়া কৃষ্ণ তাম্বুল বীটিকা গ্রহণ করত হাসিতে হাসিতে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন। ২৭—৩৮। কৃষ্ণ কহিলেন,—ওহে যাদববীরগণ! তোমরা সকলেই বলী রণপণ্ডিত; উগ্রসেনের অগ্রে আমার বাক্য শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি রাজগণ হইতে অশ্বমেধের অশ্ব মোচন করিতে সমর্থ, সেই মনস্বী মহারথী এই তাম্বুলবীটিকা গ্রহণ কর। অভিমানপ্রাপ্ত যুদ্ধবিশারদ যাদবগণ হরির এই বাক্য শ্রবণে পরস্পর পুনঃ পুনঃ মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, কমলে শুক পক্ষীর ন্যায় সুন্দর কৃষ্ণকরে সেই তাম্বুল বীটিকা ঘটিকাদ্বয় যাবৎ সংস্থিত ও শোভিত হইল। অনন্তর সকলেই নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিলে মহাত্মা উষাপতি অনিরুদ্ধ তৎক্ষণাৎ তাম্বুলবীটিকা গ্রহণ ও উগ্রসেনকে প্রণামপূর্ব্বক কৃষ্ণকে কহিলেন। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—হে জগন্নাথ! আমি শ্যামকর্ণ অশ্বের ক্ষত্রিয়গণ হইতে রক্ষা করিব, অতএব আমাকে নিযুক্ত করুন। হে দীনবৎসল গোবিন্দ! যদি অশ্বের রক্ষা না করি, তবে মাদৃশ দীনের শপথ শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণীগমনে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের যে দুঃখদায়িনী গতি হয়, আমারও নিশ্চয় তাহা হইবে। বিপ্রকে গুরু করিয়া পরে তাঁহার সেবা না করায় যে গতি, হে দেব! আমিও যেন নিশ্চয় সেই গতিলাভ করি। গর্গ বলিলেন,—অনিরুদ্ধের নির্ব্বন্ধ বাক্যে যাদবগণ বিস্মিত হইলেন, কৃষ্ণ প্রীত হইয়া তখনই পৌত্রকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ কৃতাঞ্জলি অনিরুদ্ধকে

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীগর্গ উবাচ।

ইতি ব্রুবতি শ্রীকৃষ্ণে হংসযুক্চতুরাননঃ।
আজগাম কুশস্থল্যামীশ্বরেণ সমন্বিতঃ॥ ১
তত ইন্দ্রঃ কুবেরশ্চ যমো বরুণ এব চ।
বায়ুর্বায়ুসখশ্চৈব নৈর্ঋতশ্চ নিশাকরঃ॥ ২
এতে সমায়যু রাজন্ কৃষ্ণদর্শনকাঙ্ক্ষয়া।
ততশ্চ দ্বাদশাদিত্যা বেতালাশ্চ মরুদ্গণাঃ॥ ৩
বিশ্বেদেবাশ্চ সাধ্যাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাস্তথা।
বিদ্যাধরাশ্চ মুনয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং দ্রষ্টুমাযযুঃ॥ ৪
তত্রাগতানাং দেবানামুগ্রসেনেন মাধবঃ।
যথাবিধ্যুপসংগম্য সর্ব্বেষাং মানমাদধে॥ ৫
আসনেষূপবিষ্টেষু সভায়াং নির্জরেষথ।
শ্লাঘাং চকার সর্ব্বেষাং লীলানরবপুর্হরিঃ॥ ৬
অথ ব্রহ্মা হরেঃ পার্শ্বে স্থিতঃ শক্রেণ নোদিতঃ

প্রত্যুবাচ জগন্নাথং বলভদ্রসমন্বিতম্॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ।

পৌত্রস্তে বালকঃ কৃষ্ণ রাজন্যেভ্যশ্চ পালনম্।
কঠিনং হ্যশ্বকার্য্যঞ্চ করিষ্যতি কথং হরে॥ ৮
মা তং প্রেষয় তস্মাত্বং রক্ষণায় হয়স্য বৈ।
বিঘ্নাশ্চ বহবঃ সন্তি প্রদ্যুম্নং প্রেষয়স্ব চ॥ ৯
সঙ্কর্ষণং বা গোবিন্দ রক্ষ ত্বমথবা হয়ম্।
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা নিজগৌ প্রহসন্ হরিঃ॥ ১০

শ্রীভগবানুবাচ।

অনিরুদ্ধো হঠাদ্ যাতি মন্নিষেধং ন মন্যতে।
তস্মাত্তন্নিকটে গত্বা নিষেধং কুরু যত্নতঃ॥ ১১
কৃষ্ণস্য বাক্যমাকর্ণ্য বিধিশ্চন্দ্রসমন্বিতঃ।
যযৌ নিবারণার্থায়ানিরুদ্ধং কার্ষ্ণিনন্দনম্॥ ১২
যদা গতৌ সমীপে তু সুরজ্যেষ্ঠকলানিধী।
বিগ্রহে হ্যনিরুদ্ধস্য সদ্যস্তৌ লীনতাং গতৌ॥ ১৩
বভূবুর্বিস্মিতাঃ সর্ব্বে শিবশক্রাদয়ঃ সুরাঃ
যাদবা মুনয়শ্চৈব হ্যুগ্রসেনাদয়ো নৃপাঃ॥ ১৪

সুধর্ম্মা সভা মধ্যে সকলের সমক্ষে মেঘগম্ভীর বাক্যে বলিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন,—হে অনিরুদ্ধ! এক বৎসর অশ্বকে ক্ষত্রিয়গণ হইতে রক্ষা করিয়া পুনরায় এই স্থানে উপস্থিত ৩১—৫০।

ইতি অশ্বমেধখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯

দশম অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কহিলে হংসবাহন ব্রহ্মা মহেশের সহিত দ্বারকায় আগমন করিলেন। তৎপশ্চাৎ ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, বায়ু, বহ্নি, নৈর্ঋত ও নিশাকর—হে রাজন্! কৃষ্ণদর্শনলালসায় ইঁহারাও সমাগত হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণদর্শনার্থ দ্বাদশ আদিত্য, বেতাল ও মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্য গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ, বিদ্যাধর ও মুনিগণ আগমন করিলেন। কৃষ্ণ উগ্রসেনের সহিত সভায় সমাগত দেবগণের যথাবিধি সৎকার করিয়া মানবর্দ্ধন করিলেন, দেবগণ সভায় আসনে সমাসীন হইলে লীলা-নরবিগ্রহ হরি সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রের ইঙ্গিতে ব্রহ্মা বলরাম-সমন্বিত কৃষ্ণের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—ব্রহ্মা বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! তোমার পৌত্র অনিরুদ্ধ বালক, ক্ষত্রিয়গণ হইতে অশ্বরক্ষারূপ কঠিন কার্য্য সে কেমন করিয়া করিবে? হে হরে! তাহাকে অশ্বরক্ষায় প্রেরণ করিও না! বিঘ্ন বহু আছে, অতএব প্রদ্যুম্ন কিংবা বলরামকে প্রেরণ কর, হে গোবিন্দ! অথবা তুমিই অশ্বরক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত হও। ব্রহ্মার এই বাক্য শুনিয়া হরি হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন। ১—১০। ভগবান্ বলিলেন,—অনিরুদ্ধ হঠকারিতা করিয়া যাইতেছে, আমার নিষেধ মানিতেছে না; অতএব আপনি তাহার নিকটে গিয়া সযত্নে নিষেধ করুন। কৃষ্ণবাক্যে ব্রহ্মা শশধরকে সঙ্গে লইয়া প্রদ্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধকে বারণ করিবার জন্য তৎসমীপে গমন করিলেন। তাঁহারা যেমনি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, অমনি সদ্য অনিরুদ্ধদেহে বিলীন হইয়া গেলেন। শিব-শক্রাদি দেবগণ ও যাদব,

বজ্রনাভ ত্বৎপিতরং সত্যং মুনিগণাঃ কিল।
পরিপূর্ণতমং তস্মাদনিরুদ্ধং বদন্তি হি ॥ ১৫

গর্গ উবাচ।

অথোগ্রসেনো নৃপতিঃ সভাতলা-
ত্থুথায় কৃষ্ণং মনসা প্রণম্য চ।
স্বান্তঃপুরং সুন্দররত্নবেষ্টিতং
জগাম রাজন্ ক্রতুকৌতুকাবৃতঃ ॥ ১৬

গত্বা হ্যন্তঃপুরে রাজা সুরেন্দ্রসদনোপমে।
পর্য্যঙ্কস্থাং রুচিমতীং শচীতুল্যাং বরাননাম্ ॥ ১৭
দাসীভিঃ সেবিতাং রাজ্ঞীং বস্ত্রালঙ্কারবেষ্টিতাম্
বীজিতাং চামরৈঃ শুক্লৈর্দদর্শ নৃপসত্তমঃ ॥ ১৮
সা বিলোক্যাগতং তত্র স্বপতিং যাদবেশ্বরম্।
উত্থায় চাদরং রাজংশ্চকার বিধিনা কিল ॥ ১৯
ততঃ স্থিত্বা স পর্য্যঙ্কে বৃষ্ণীশে স্বাং প্রিয়াং পরাম্।
প্রোবাচ প্রহসন্ বাণ্যা ঘনশব্দগভীরয়া ॥ ২০
হয়মেধং করিষ্যেঽহং প্রিয়ে কৃষ্ণাজ্ঞয়াদ্য বৈ।
নরো যস্য প্রতাপেন লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥ ২১

গর্গ উবাচ।

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা পুত্রদুঃখেন দুঃখিতা।
স্মরন্তী কৃপণা পুত্রান্ প্রত্যুবাচ নৃপোত্তমম্ ॥ ২২

রাজ্ঞ্যুবাচ।

পুত্রদর্শনহীনায়া রাজন্মে সর্ব্বসম্পদঃ।
ন রোচন্তে সুরৈঃ প্রার্থ্যাঃ সুখেন ত্বং ক্রতুং কুরু
যদি যজ্ঞপ্রতাপেন পুত্রো ভবতি সুন্দরঃ।
তদা প্রসন্নচিত্তাহং ভবিষ্যামি নৃপেশ্বর ॥ ২৪
তস্যা বাক্যং সমাকর্ণ্য নৃপঃ খিন্নমনা হ্যভূৎ।
পুনরাহ প্রিয়াং তত্র শ্রদ্ধাং শ্রাদ্ধসুরো যথা ॥ ২৫

রাজোবাচ।

শৃণু ভদ্রে প্রবক্ষ্যামি পুত্রাশাং বহুদুঃখদাম্।
ত্যক্ত্বা বিমুক্তিদং সাক্ষাৎ কৃষ্ণং ভজ পরাৎপরম্
অহং বৃদ্ধস্ত্বং বৃদ্ধা কথং পুত্রো ভবিষ্যতি।
তস্মাদজ্ঞানজং শোকং ত্যজ বন্ধনকারণম্ ॥ ২৭
শ্রুত্বা তু যাদবেন্দ্রস্য বাক্যং বিজ্ঞানদং পরম্।
রাজন্ রুচিমতী প্রাহ যদূনাং প্রবরং পতিম্ ॥ ২৮

মুনি ও উগ্রসেনাদি রাজগণ বিস্মিত হইলেন। হে বজ্রনাভ! এইজন্য তোমার পিতা অনিরুদ্ধকে মুনিগণ সত্য সত্যই পরিপূর্ণতম বলিয়া থাকেন। গর্গ বলিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর যজ্ঞামোদী উগ্রসেন সভামধ্য হইতে উত্থিত হইয়া মনে মনে কৃষ্ণকে নমস্কারপূর্ব্বক সুন্দর রত্ন বেষ্টিত অন্তঃপুরে উপনীত হইলেন। নৃপসত্তম উগ্রসেন সুরেন্দ্রসদনোপম অন্তঃপুরে উপনীত হইয়া দাসীগণপরিশোভিতা বসন-ভূষণ-ভূষিতা শ্বেতচামরবীজিতা শচী সদৃশী শোভনা পর্য্যঙ্কস্থা সুন্দরী বরাননা রুচিমতী রাজ্ঞীকে অবলোকন করিলেন। হে রাজন্! তথায় যাদবেশ্বর-মহিষী স্বীয় স্বামীকে সমাগত দেখিয়া যথাবিধি আদর করিলেন। অনন্তর যাদববর পর্য্যঙ্কে অবস্থিত হইয়া পরম প্রিয়া পত্নীকে হাসিতে হাসিতে মেঘগম্ভীর বাক্যে বলিলেন,—হে প্রিয়ে! যাহার প্রভাবে নর বাঞ্ছিত ফললাভ করে, আমি কৃষ্ণাজ্ঞায় সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব। গর্গ বলিলেন,—রাজ্ঞী উগ্রসেনের তথাবিধ বাক্য শ্রবণে পুত্রদুঃখে দুঃখিতা হইয়া পুত্রগণকে স্মরণপূর্ব্বক কাতর প্রাণে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ১১—২২। রাজ্ঞী বলিলেন,—হে রাজন্! পুত্রদর্শনবিরহে আমার দেববাঞ্ছিত সম্পদ্‌ও রুচিকর নহে, আপনি সুখে যজ্ঞ করুন। যদি যজ্ঞপ্রভাবে আমার সুন্দর পুত্র হয়, হে নৃপেশ্বর! তবেই আমি প্রসন্না হইব। রাজ্ঞীর বাক্য শ্রবণে রাজা দুঃখিত হইলেন এবং শ্রাদ্ধদেবতা যেরূপ শ্রদ্ধাকে সান্ত্বনা দেন, তদ্রূপ প্রিয়াকে পুনরায় বলিলেন। রাজা বলিলেন,—হে কল্যাণি! আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। বহুদুঃখপ্রদা পুত্রাশা পরিত্যাগ করিয়া বিমুক্তিপ্রদ সাক্ষাৎ পরাৎপর কৃষ্ণসেবা কর। আমি বৃদ্ধ, তুমিও বৃদ্ধা, কেমন করিয়া পুত্র হইবে? অতএব বন্ধনকারণ অজ্ঞানজ শোক ত্যাগ কর। হে রাজন্! রাজ্ঞী রুচিমতী পতি যাদবেশ্বরের পরম বিজ্ঞানপ্রদ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে

রুচিমত্যুবাচ।

রাজন্ যজ্ঞপ্রতাপেন প্রাপ্যতে বাঞ্ছিতং ফলম্।
অহন্তু কাময়ে দ্রষ্টুং হতপুত্রান্ সমাগতান্ ॥২৯
যদি ত্বমীদৃশং বাক্যং মৃতানাং দর্শনং কুতঃ।
বদিষ্যসি মদগ্রে হি ততোহস্তচ্ছৃণু মন্মুখাৎ ॥৩০
কৃষ্ণেন দত্তং তৎপুত্রং গুরবে গুরুদক্ষিণাম্।
তদ্বৎ স্বপুত্রান্ রাজেন্দ্র কাময়ে দ্রষ্টুমাগতান্ ॥৩১

গর্গ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বাহ্বয়ামাস মাঞ্চ কৃষ্ণং বৃহচ্ছ্রবাঃ।
তয়োঃ সপর্য্যাং মহতীমাগতাভ্যাং চকার হ ॥৩২
তৌ পূজয়িত্বাভিপ্রায়ং তাভ্যাং সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ
উগ্রসেনস্য বাক্যং বৈ শ্রুত্বা মদ্বচনাদ্ধরিঃ।
উপশক্রো যথা শক্রং প্রাহ তদ্বন্নৃপেশ্বর ॥ ৩৩

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু রাজংস্তব সুতাঃ প্রধনে নিহতাঃ পুরা ॥৩৪
তে সর্ব্বে দিব্যদেহেন বর্ত্তন্তে দিবি দেববৎ।
তস্মাত্বং নৃপশার্দ্দূল পুত্রশোকং বিহায় চ ॥ ৩৫
অশ্বমেধং ক্রতুবরং কুরু ধৈর্য্যেণ ভূপতে।
দর্শয়িষ্যাম্যহং সর্ব্বান্ যজ্ঞান্তে চ তে সুতান্ ॥৩৬
নিশম্য কৃষ্ণবচনমুর্ব্বীশঃ স্বাং প্রিয়াং মুদা।
আশ্বাস্য চ শুভৈর্বাক্যৈঃ সুধর্ম্মাং সুজনৈর্যযৌ ॥
আগতং তু নৃপং বীক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণেন সমন্বিতম্।
দিক্পালাশ্চ প্রণেমুর্বৈ রামেশানাদয়ঃ সুরাঃ ॥ ৩৮
উগ্রসেনস্য ভূপস্য বজ্রনাভে তপঃ পরম্।
কিং বর্ণয়ামি যং সর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণাদ্যা নমন্তি হি ॥ ৩৯
যাদবেন্দ্রস্তু সর্ব্বান্ বৈ দেবান্নত্বা বিলজ্জিতঃ।
শক্রসিংহাসনে দিব্যে নারুরোহ বিচারয়ন্ ॥ ৪০
তদৈব কৃষ্ণো ভগবান্ গৃহীত্বা পাণিনা নৃপম্।
স্বভক্তং স্থাপয়ামাস তস্মিন্ বৈ বাসবাসনে ॥ ৪১

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ রাজরাজ্ঞীসংবাদে দশমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

কহিলেন। রুচিমতী বলিলেন,—হে রাজন্! যজ্ঞপ্রভাবে বাঞ্ছিত ফললাভ হয়, অতএব আমি হত পুত্রগণকে সমাগত দেখিতে চাই। আমার সম্মুখে আপনি যদি মৃত তনয়ের আগমন সম্ভাবনা কোথায়, এ কথা বলেন, তবে আমার মুখে তদুত্তর শ্রবণ করুন। কৃষ্ণ গুরুদক্ষিণাস্বরূপ গুরুর মৃত পুত্র আনিয়া দিয়াছিলেন, হে রাজন্! আমিও তদ্রূপ মৃত তনয়গণকে সমাগত দেখিতে বাসনা করি। গর্গ বলিলেন,—ইহা শুনিয়া উগ্রসেন আমাকে ও কৃষ্ণকে নিকটে আহ্বান করিলেন, আমরা তাঁহাদের পর্য্যঙ্ক সমীপে উপনীত হইলাম, উগ্রসেন পত্নীর সহিত আমাদিগকে পূজা করিয়া স্বীয় অভীষ্ট নিবেদন করিলেন। হে নৃপবর। উগ্রসেনের বাক্য শ্রবণে ইন্দ্র সমীপস্থ বামনের ন্যায় আমার ইঙ্গিতে কৃষ্ণ তাঁহাকে কহিলেন। ২৩—৩৩। ভগবান্ বলিলেন,—হে রাজন্ শ্রবণ করুন, আপনার পুত্রগণ পূর্ব্বে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, তাহারা দিব্য দেহে দেববৎ স্বর্গে অবস্থিত আছে; অতএব হে নৃপবর! পুত্রশোক পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করত ক্রতুবর অশ্বমেধ অনুষ্ঠান করুন, আমি যজ্ঞাবসানে আপনার পুত্রগণকে প্রদর্শন করিব। উর্ব্বীপতি সানন্দে স্বীয় পত্নীকে মনোজ্ঞ বাক্যে প্রবোধ দিয়া সজ্জনগণসহ সুধর্ম্মা সভায় উপনীত হইলেন। কৃষ্ণসমন্বিত নৃপ উগ্রসেনকে সমাগত দেখিয়া বলরাম ও মহাদেবাদি দেবতা এবং দিক্পালগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। হে বজ্রনাভ! যাঁহাকে কৃষ্ণাদি দেবগণ প্রণাম করেন, সেই উগ্রসেন নৃপতির তপস্যার কথা আমি কি বর্ণন করিব? যাদবেন্দ্র উগ্রসেন দেববৃন্দকে প্রণাম করত লজ্জিত হইয়া, বিচারবুদ্ধিতে দিব্য শক্র-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন না; তখনই ভগবান্ কৃষ্ণ নিজভক্ত উগ্রসেনের করে ধরিয়া বাসবাসনে সংস্থাপিত করিলেন। ৩৪—৪১।

অশ্বমেধখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীগর্গ উবাচ।

অথ রাজা সুধর্ম্মায়াং বাসুদেবেন নোদিতঃ।
সংস্থিতানৃত্বিজো বব্রে মূর্দ্ধানম্য প্রসাদ্য চ ॥ ১
পরাশরশ্চ ব্যাসশ্চ দেবলশ্চ্যবনোঽসিতঃ।
শতানন্দো গালবশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যো বৃহস্পতিঃ ॥ ২
অগস্ত্যো বামদেবশ্চ মৈত্রেয়ো লোমশঃ কবিঃ।
অহং ক্রতুর্জৈমিনিশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ ॥ ৩
পৈলঃ সুমন্তঃ কণ্বশ্চ ভৃগূ রামোঽকৃতব্রণঃ।
মধুচ্ছন্দো বীতহোত্রঃ কষবো ধৌম্য আসুরিঃ ॥৪
জাবালির্বীরসেনশ্চ পুলস্ত্যো পুলহস্তথা।
দুর্ব্বাসাশ্চ মরীচিশ্চ হ্যেকতশ্চ দ্বিতস্ত্রিতঃ ॥ ৫
অঙ্গিরা নারদশ্চৈব পর্ব্বতঃ কপিলো মুনিঃ
জাতুকর্ণ্যো হ্যুতথ্যশ্চ সংবর্ত্তশ্চ মৃগীসুতঃ ॥ ৬
শাণ্ডিল্যঃ প্রাড়্‌বিপাকশ্চ কহোড়ঃ সুরতো মনুঃ
কচঃ স্থূলশিরাশ্চৈব স্থূলাক্ষঃ প্রতিমর্দ্দনঃ ॥ ৭
বকদাল্‌ভ্যশ্চ কৌণ্ডিন্যো রৈভ্যো দ্রোণঃ কৃপস্তথা
প্রকটাক্ষো যবক্রীতো বসুধন্বা চ মিত্রভূঃ ॥ ৮
অপান্তরতমো দত্তো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ।
জমদগ্নিঃ কশ্যপশ্চ ভরদ্বাজশ্চ গৌতমঃ ॥ ৯
অত্রির্মুনির্বসিষ্ঠশ্চ বিশ্বামিত্রঃ পতঞ্জলিঃ।
কাত্যায়নঃ পাণিনিশ্চ বাল্মীকাদ্যাশ্চ ঋত্বিজঃ
পূজিতা যাদবেন্দ্রেণ প্রসন্নাস্তেঽভবন্ নৃপ।
ততঃ সর্ব্বে ঋত্বিজশ্চ নৃপমূচুর্নিমন্ত্রিতাঃ ॥ ১১

মুনয় ঊচুঃ।

উগ্রসেন মহারাজ সুরাসুরনমস্কৃত।
যজ্ঞং কৃষ্ণস্য কৃপয়া কুরু সোঽপি ভবিষ্যতি ॥ ১২
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা পরিতুষ্টাখিলেন্দ্রিয়ঃ
সর্ব্বান্ বৈ ক্রতুসম্ভারানাজহারান্ধকেশ্বরঃ ॥ ১৩
ততঃ কৃষ্ট্বা যজ্ঞভূমিং বিপ্রাঃ কনকলাঙ্গলৈঃ।
পিণ্ডারকে যথান্যায়ং দীক্ষয়াঞ্চক্রিরে নৃপম্ ॥১৪
চতুর্যোজনপর্য্যন্তং বিলিখ্য বহুশো মহীম্।
যজ্ঞস্যার্থে নৃপস্তত্র রচয়ামাস মণ্ডপান্ ॥ ১৫
যোনিমেখলয়া যুক্তং মধ্যে কুণ্ডং বিধায় চ
তস্মিন্ বৈ স্থাপয়ামাস বিধিনা জাতবেদসম্ ॥১৬
রত্নানেকৈর্বিরচিতাং পতাকাভির্যুতাং সভাম্।
মম বাক্যাদ্বজ্রনাভে রচয়ামাস চাহুকঃ।
অথ দৃষ্ট্বা সভাং কৃষ্ণো নিজগৌ স্বসুতং প্রতি ॥

একাদশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—অনন্তর সুধর্ম্মা সভায় উগ্রসেন কৃষ্ণের আদেশে অবস্থিত হইয়া মস্তক নমিত করত পুরোহিত গর্গকে বরণ করিলেন। হে নৃপ! পরাশর ব্যাস, দেবল, চ্যবন, অসিত শতানন্দ, গালব, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতি, অগস্ত্য, বামদেব, মৈত্রেয়, লোমশ, শুক্র, আমি গর্গ, ক্রতু, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন, পৈল, সুমন্ত, কণ্ব ভৃগু, অকৃতব্রণ পরশুরাম, মধুচ্ছন্দ, বীতিহোত্র, কষব, ধৌম্য, আসুরি, জাবালি, বীরসেন, পুলস্ত্য, পুলহ, দুর্ব্বাসা, মরীচি, একত, দ্বিত, ত্রিত, অঙ্গিরা, নারদ, পর্ব্বত, কপিল, জাতুকর্ণ্য, উতথ্য, সংবর্ত্ত, ঋষ্যশৃঙ্গ, শাণ্ডিল্য, প্রাড়্‌বিপাক, কহোড়, সুরত, মনু, কচ, স্থূলশিরা, স্থূলাক্ষ, প্রতিমর্দ্দন, বকদাল্‌ভ্য, কৌণ্ডিন্য, রৈভ্য, দ্রোণ, কৃপ, প্রকটাক্ষ, যবক্রীত, বসুধন্বা. মিত্রভূ, অপান্তরতম, দত্ত, মহামুনি মার্কণ্ডেয়, জমদগ্নি, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, গোতম, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন, পাণিনি ও বাল্মীকি প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণ যাদবেন্দ্র কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া ব্রতী হইলেন। অনন্তর নিমন্ত্রিত মুনিগণ উগ্রসেনকে কহিলেন। মুনিগণ বলিলেন,—হে মহারাজ উগ্রসেন! তুমি সুরাসুর-নমস্কৃত, কৃষ্ণকৃপায় যজ্ঞ কর, যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে। ১—১২। মুনিগণের বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্টমনা জিতেন্দ্রিয় অন্ধকরাজ উগ্রসেন সমস্ত দ্রব্য-সম্ভার আহৃত করিলেন। অনন্তর বিপ্রগণ স্বর্ণলাঙ্গলে পিণ্ডারকক্ষেত্রে যজ্ঞভূমি খনন করিয়া উগ্রসেনকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন। নৃপতি চারিযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমি খনন করাইয়া যজ্ঞার্থ মণ্ডপ রচনা করিলেন। মধ্যস্থলে যোনিমেখলাযুক্ত কুণ্ড নির্ম্মিত করিয়া তাহাতে যথাবিধি অগ্নিস্থাপিত করিলেন। হে বজ্রনাভ! আমার বাক্যে অনেক রত্ননির্ম্মিত পতাকাযুক্ত সভা গঠিত হইল। অনন্তর কৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
প্রদ্যুম্ন শৃণু মদ্বাক্যং তন্নিশম্য কুরু ত্বরম্।
গত্বা শস্ত্রধরৈঃ শূরৈর্যত্নেন হয়মানয় ॥ ১৮
গর্গ উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা হরের্বাক্যং প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং বরঃ ॥১৯
তথেত্যুক্ত্বা হয়ং নেতুং বাজিশালাং জগাম হ।
ততঃ কৃষ্ণেন রক্ষার্থং স্বপুত্রাশ্চ হয়স্য বৈ ॥ ২০
প্রেষিতা বাজিশালায়াং ভানুশাম্বাদয়ো নৃপ।
স গত্বা বাজিশালায়াং রুক্মিণীনন্দনো বলী ॥২১
স্বর্ণশৃঙ্খলয়া বদ্ধান্ শ্যামকর্ণান্ সহস্রশঃ।
বিলোক্যৈকং স্বহস্তেন যজ্ঞযোগ্যং তুরঙ্গমম্ ॥ ২২
প্রহসন্মোচয়ামাস বন্ধনান্নৃপ লীলয়া।
স হয়ো নির্যযৌ মুক্তো শালায়াশ্চ শনৈঃ শনৈঃ ॥
রক্তাননো পীতপুচ্ছঃ শ্যামকর্ণো মনোহরঃ।
স্রগ্ভির্মুক্তাফলানাঞ্চ শোভিতো দিব্যদর্শনঃ ॥
শ্বেতাতপত্রেণ যুতো চামরৈঃ সমলঙ্কৃতঃ।
অগ্রতো মধ্যতশ্চৈব পৃষ্ঠতশ্চ হরেঃ সুতাঃ ॥ ২৫
সেবন্তে হরিরাজং বৈ সুরাঃ সর্ব্বে হরিং যথা।
তথান্যে রক্ষমাণস্য মণ্ডলেশেশ্বরঙ্গমঃ ॥ ২৬
প্রাপ্তোহথ মণ্ডপং কুর্ব্বন্ খুরাক্ষতভলাং মহীম্।
নৃপো বীক্ষ্যাগতং তত্র শ্যামকর্ণং মুদান্বিতঃ ॥২৭
প্রেরয়ামাস মা রাজন্ ক্রিয়াকর্ত্তব্যতাং প্রতি।
সোহহং নৃপঞ্চ সংস্থাপ্য রুচিমত্যা সমন্বিতম্ ॥ ২৮
পিণ্ডারকে প্রয়োগং বৈ কারয়ামাস ধর্ম্মতঃ।
নৃপশ্চৈত্রে পূর্ণিমায়াং দীক্ষিতোহজিনসংবৃতঃ ॥২৯
অসিপত্রব্রতং রাজন্ স চকার মদাজ্ঞয়া।
অহং তু যাদবেন্দ্রস্য কুলপূর্ব্বগুরুর্ম্মুনিঃ ॥ ৩০
সর্ব্বেষাং চৈব বিপ্রাণামাচার্য্যো হ্যভবন্নৃপ।
অথ বিপ্রা ব্রহ্মঘোষৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞয়া স্থিতাঃ ॥
সর্ব্বে প্রপূজয়ামাসুর্হেরম্বাদীন্ সুরান্ পৃথক্।
ততঃ সর্ব্বে মুনিগণাঃ সংস্থাপ্য তুরগং নৃপ।
কাশ্মীরচন্দনেনাপি পুষ্পস্রগ্ভিশ্চ তণ্ডুলৈঃ ॥৩২
নীরাজনাদিভির্ধূপৈঃ সুধাকুণ্ডলিকাদিভিঃ।
পূজয়িত্বা হয়ং ভূপং দানার্থে তু হ্যনোদয়ন্ ॥৩৩
ততঃ শ্রুত্বাহুকঃ শীঘ্রং পূর্ব্বং মহ্যং দদৌ ধনম্।

সভাদর্শনে স্বীয় তনয়কে কহিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন,—হে প্রদ্যুম্ন! আমার বাক্য শুনিয়া সত্বর তাহা সম্পাদন কর; শস্ত্রধারী শূরগণসহ গমন করিয়া অশ্ব আনয়ন কর। গর্গ বলিলেন,—কৃষ্ণের সেই বাক্য শুনিয়া ধন্বিবর প্রদ্যুম্ন 'তাহাই হউক' বলিয়া অশ্ব আনয়নার্থ অশ্বশালায় গমন করিলেন। হে নৃপ! অতঃপর অশ্বরক্ষার্থ কৃষ্ণ ভানু শাম্বাদি স্বীয় সুতগণকে অশ্বশালায় প্রেরণ করিলেন। হে নৃপ! রুক্মিণী-তনয় বলবান্ প্রদ্যুম্ন বাজিশালায় সমাগত হইয়া স্বর্ণশৃঙ্খলাবদ্ধ সহস্র সহস্র অশ্ব অবলোকন করত স্বহস্তে যজ্ঞযোগ্য একটী তুরঙ্গম অনায়াসে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। সেই রক্তবদন পীতপুচ্ছ শ্যামকর্ণ মনোহর অশ্ব বন্ধন-মুক্ত হইয়া অশ্বশালা হইতে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল; মুক্তাফল-মালা শোভিত শ্বেতাতপত্রযুক্ত ও চামরবীজিত দিব্যদর্শন উত্তম অশ্বের অগ্র মধ্য ও পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া কৃষ্ণতনয়গণ সুরগণের হরিসেবার ন্যায় সেবা করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য মণ্ডলেশ্বরগণও তাহার রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। ১৩—২৬। অনন্তর অশ্ব মণ্ডপ সমীপে উপস্থিত হইয়া খুরাঘাতে ক্ষিতি ক্ষতযুক্ত করিল। উগ্রসেন শ্যামকর্ণ অশ্ব-দর্শনে মুদান্বিত হইলেন এবং যজ্ঞারম্ভের জন্য আমাকে প্রণোদিত করিলেন। আমি রুচিমতীর সহিত নৃপতিকে সংস্থাপিত করিয়া ধর্ম্মানুসারে পিণ্ডারকক্ষেত্রে যজ্ঞারম্ভ করিলাম। হে নৃপ! চৈত্রপূর্ণিমায় উগ্রসেন যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া অজিন পরিধান পূর্ব্বক আমার আজ্ঞায় অসি-পত্র ব্রত করিলেন। হে নৃপ! আমি যাদবগণের কুলগুরু, অতএব সমস্ত বিপ্রের আচার্য্য হইলাম। অনন্তর বিপ্রগণ কৃষ্ণাজ্ঞায় বেদোচ্চারণ করিয়া অবস্থিত হইলেন। দ্বিজগণ গণেশাদি দেবগণের পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিলেন। হে নৃপ! অনন্তর মুনিগণ অশ্ব সংস্থাপিত করিয়া কুঙ্কুম চন্দন পুষ্পমাল্য অক্ষত ও ধূপাদি নিরা-জন এবং নৈবেদ্যাদি দ্বারা অশ্বের পূজা করিয়া নৃপতিকে দানাদি করিতে কহিলেন। হে নৃপ! রাজা তচ্ছ্রবণে ক্রিয়ারম্ভের পূর্ব্বে

এবং লক্ষং তুরঙ্গাণাং সহস্রং হস্তিনাং তথা ॥ ৩৪
দ্বিসহস্রং রথানাঞ্চ ধেনূনাং লক্ষমেব চ।
শতভারান্‌ সুবর্ণানামীদৃশীং দক্ষিণাং নৃপঃ ॥৩৫
নিমন্ত্রিতেভ্যো বিপ্রেভ্য উগ্রসেনো নৃপস্ততঃ।
যথোক্তং দক্ষিণাং রাজন্‌ প্রদদৌ তাঞ্চ ত্বং শৃণু
ঘোটকানাং সহস্রঞ্চ দ্বিপানাং শতমেব চ।
রথানাং দ্বিশতং চৈব সহস্রঞ্চ গবাং তথা ॥ ৩৭
বিংশভারাংস্তথা হেম্নামীদৃশীং দক্ষিণাং পুনঃ।
অথাগতেভ্যো বিপ্রেভ্যো নত্বা রাজা বিধানতঃ
গজমেকং রথং গাঞ্চ স্বর্ণভারঞ্চ ঘোটকম্‌।
একৈকস্মৈ চ বিপ্রায় দক্ষিণাং প্রদদৌ নৃপঃ ॥৩৯
এবং কৃত্বা তু দামং বৈ ললাটে তুরগস্য চ।
কমনীয়ে কুঙ্কুমাক্তে স্বর্ণপত্রং ববন্ধ হ ॥ ৪০
তত্রাহমুগ্রসেনস্য প্রতাপং বীর্য্যমূর্জ্জিতম্‌।
ততোঽলিখং সভায়াং বৈ যাদবানাঞ্চ পশ্যতাম্‌
চন্দ্রবংশে যদুকুলে উগ্রসেনো বিরাজতে।
ইন্দ্রাদয়ঃ সুরগণা যস্যাদেশানুবর্ত্তিনঃ ॥ ৪২
সহায়ো যস্য ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণো ভক্তপালকঃ।
অস্তি বৈ দ্বারকাপুর্য্যাং তদ্ভক্ত্যা নিবসন্‌ হরিঃ ॥
তদ্বাক্যাদ্ধয়মেধং স উগ্রসেনো নৃপেশ্বরঃ।
চক্রবর্ত্তী হঠাদ্‌ যজ্ঞং স্বযশোঽর্থে করোতি হি ॥
মোচিতস্তেন তুরগো হয়ানাং প্রবরঃ শুভঃ।
তদ্রক্ষকঃ কৃষ্ণপৌত্রোঽনিরুদ্ধো বৃকদৈত্যহা ॥ ৪৫
গজাশ্বরথবীরাণাং সেনাসঙ্ঘসমন্বিতঃ।
রাজানো যে করিষ্যন্তি রাজ্যং কৌ শূরমানিনঃ
তে গৃহ্ণন্তু যজ্ঞহয়ং স্ববলাৎ পত্রশোভিতম্‌।
তং মোচয়তি ধর্ম্মাত্মা গৃহীতঞ্চ হয়ং নৃপৈঃ ॥ ৪৭
স্ববাহুবলবীর্য্যেণানিরুদ্ধো লীলয়া হঠাৎ।
তস্যাস্তথা চ পদয়োঃ পতিত্বা যান্তু ধন্বিনঃ ॥ ৪৮
ইতি পত্রে চ লিখিতে দধ্মুঃ শঙ্খান্‌ যদূত্তমাঃ।
কাংস্যতালমৃদঙ্গাদ্যা নেদুর্ভের্য্যশ্চ গোমুখাঃ ॥৪৯
মঙ্গলানি চরিত্রাণি শ্রীকৃষ্ণবলদেবয়োঃ।
গন্ধর্ব্বাস্তত্র গায়ন্তি ননৃতুরপ্সরসো মুদা ॥ ৫০
অথানিরুদ্ধং তুরগস্য পালনে
ভূত্বা প্রসন্নঃ কিল কার্ষ্ণিনন্দনম্‌।
সমাদিদেশাচ্যুত এব সংস্থিতং
যদূত্তমানামধিপস্য পশ্যতঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ হয়পূজনং নামৈকাদশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

তখনই আমাকে এক লক্ষ অশ্ব, সহস্র হস্তী, দ্বিসহস্র রথ, লক্ষ ধেনু, শত ভার সুবর্ণ দক্ষিণা স্বরূপ এই সকল ধন দান করিলেন। হে রাজন্‌! অতঃপর তিনি নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে পূর্ব্বোক্তি মতে যে সকল ধনদান করিলেন, তাহাও তুমি শ্রবণ কর। সহস্র অশ্ব, শত হস্তী, দ্বিশত রথ, সহস্র গো ও বিংশভার সুবর্ণ দক্ষিণা দিলেন। যাঁহারা অভ্যাগত বিপ্র, তাঁহাদিগকে রাজা যথাবিধি প্রণাম করিয়া প্রত্যেককে একটী গজ, একখানি রথ, একটী গো, একটী অশ্ব, এক ভার সুবর্ণ দান করিলেন। ২৭—৩৯। নৃপ এইরূপ দান করিয়া অশ্বের কুঙ্কুমাক্ত কমনীয় কপালে স্বর্ণপত্র বন্ধন করিলেন, আমি তাহাতে উগ্রসেনের বীর্য্যসূচিত উর্জ্জিত প্রতাপ লিখিয়া দিলাম। সভামধ্যে যাদবগণের সমক্ষে লিখিলাম—চন্দ্রবংশের যদুকুলে রাজা উগ্রসেন বিরাজিত, ইন্দ্রাদিদেবগণ তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী, ভক্তপালক ভগবান্‌ কৃষ্ণ তাঁহার সহায়, তাঁহার ভক্তিতে কৃষ্ণ দ্বারকায় বাস করেন, তাঁহার বাক্যে নৃপবর উগ্রসেন চক্রবর্ত্তী হইয়াও স্বীয় যশের জন্য অশ্বমেধ করিতেছেন; এই মনোজ্ঞ অশ্ববর তিনি মোচন করিলেন, তাহার রক্ষক বৃকহন্তা কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ গজ অশ্ব রথ ও বীরসেনাগণে পরিবৃত হইয়া চলিলেন। পৃথিবীতে শূরমানী যে সকল রাজা রাজ্য করেন, তাঁহারা পত্রশোভিত এই যজ্ঞাশ্ব গ্রহণ করুন। ধর্ম্মাত্মা অনিরুদ্ধ নিজ ভুজবীর্য্যে অনায়াসে সেই অশ্ব তৎক্ষণাৎ মোচন করিবেন; অন্যথা ধনুর্দ্ধারিগণ অনিরুদ্ধের পদযুগলে পতিত হউন। আমি ইহা পত্রে লিখিলাম, যাদবগণ শঙ্খধ্বনি করিলেন, গন্ধর্ব্বগণ গান ও অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য করিল। অনন্তর কৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া যাদব-

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

অথ রাজা কুশস্থল্যাং পূজয়িত্বা তুরঙ্গমম্।
মুমোচ ব্রহ্মঘোষেণ বিধিনা বদ্ধচামরম্॥ ১
সুধাকুণ্ডলিকাঃ সোঽপি ভুক্ত্বা তুরগরাট্ ততঃ
নির্যযৌ স্বর্ণমালাঢ্যঃ শোভিতঃ কুঙ্কুমেন চ॥ ২
রক্ষণার্থং হয়স্যার্থে চাদরেণ নৃপেশ্বরঃ।
অনিরুদ্ধং বৃকহণমূচে রক্ষার্থমুদ্যতম্।

উগ্রসেন উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণপৌত্র প্রাদ্যুম্নে ত্বয়া যৎকথিতং বচঃ।
পালনার্থে তুরঙ্গস্য স্বেচ্ছয়া তৎ কুরু ত্বরম্॥ ৪
মদ্রাজসূয়ে পূর্ব্বং বৈ প্রদ্যুম্নেন জিতা মহী।
ত্বং তু শূরোঽসি বলবান্ ধন্বী তস্যাত্মজো মহান্
বৃকস্তু শকুনিভ্রাতা মহাদৈত্যো হতস্ত্বয়া।
রাজানশ্চ জিতাঃ সর্ব্বে ভীষ্মো যুদ্ধে হি তোষিতঃ॥ ৬
অহো মৃগাঙ্কলোকেশৌ যস্মিন্ সংলীনতাং গতৌ
তস্মাত্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে পরিপূর্ণং বদন্তি হি॥ ৭
তস্মাৎ পালয় ত্বং বীর সেনয়া চ পরীবৃতঃ।
রাজন্যেভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যো হয়মেধতুরঙ্গমম্॥ ৮
অর্ভকান্ বিরথান্ ভীতান্ প্রপন্নান্ দীনমানসান্
সুপ্তান্ প্রমত্তানুন্মত্তান্ রণে তান্ মা নিপাতয়॥ ৯
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রতাপেন নির্বিঘ্নং তেঽস্তু কার্য্যকম্।
সাশ্বস্ত্বং পুনরাগচ্ছ কুশলী সেনয়ান্বিতঃ॥ ১০

গর্গ উবাচ।

তত শ্রুত্বানিরুদ্ধস্তু নৃপস্য বচনং শুভম্।
তথেত্যুক্ত্বা হয়স্যাপি পালনার্থং মনো দধে॥ ১১
অথানিরুদ্ধং তে বিপ্রাঃ কৃষ্ণচন্দ্রাজ্ঞয়া ত্বরম্।
তং মন্ত্রৈঃ স্নাপয়িত্বা চ পূজাং চক্রুর্মুদান্বিতাঃ॥
অনিরুদ্ধস্য তিলকং কৃত্বা রাজা বিধানতঃ।
বলিং দত্ত্বা চ যুদ্ধায় করবালং দদৌ ততঃ॥ ১৩
শূরো দদৌ রত্নমালাং তস্মৈ শৌরিশ্চ কুণ্ডলে।
বলদেবশ্চ কবচং স্বচক্রং হরিরেব চ॥ ১৪
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধায় কৃষ্ণদত্তং ধনুর্দদৌ।

রাজ উগ্রসেনের সমক্ষে অবস্থিত প্রদ্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধকে অশ্বরক্ষণে আদেশ করিলেন। ৪০—৫১।

অশ্বমেধখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—অনন্তর রাজা চামরযুক্ত অশ্বের অর্চ্চনা করিয়া যথাবিধি বেদধ্বনি সহকারে দ্বারকা হইতে অশ্বমোচন করিলেন। স্বর্ণমাল্য ও কুঙ্কুমশোভিত অশ্ববর সুধা কুণ্ডলিকা প্রভৃতি নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া নির্গত হইল। নৃপবর উগ্রসেন অশ্বরক্ষার্থ উদ্যত বৃকহন্তা অনিরুদ্ধকে সাদরে বলিলেন। উগ্রসেন কহিলেন,—হে কৃষ্ণপৌত্র প্রদ্যুম্ননন্দন! তুমি অশ্বরক্ষার্থ স্বেচ্ছায় যাহা বলিয়াছ, সত্বর তাহা সম্পন্ন কর। আমার রাজসূয়ে প্রদ্যুম্ন পূর্ব্বে পৃথিবী জয় করিয়াছিল, তুমি তাহার শূর বলবান ধনুর্দ্ধারী তনয়। তুমি শকুনির অনুজ বৃককে বধ করিয়াছ, তোমার সমরে অনেক রাজা পরাজিত ও ভীষ্ম সন্তুষ্ট হইয়াছেন; অহো! তোমাতে ব্রহ্মা ও চন্দ্র লীন হইয়াছেন, এজন্য মুনিগণ তোমাকে পরিপূর্ণতম বলিয়া থাকেন। অতএব হে বীর! তুমি সেনাপরিবৃত হইয়া ক্ষাত্রিয়গণের নিকট হইতে অশ্বমেধের অশ্ব রক্ষা কর। বালক, বিরথ, ভীত, পলায়িত, প্রপন্ন, দীনমনা, সুপ্ত, প্রমত্ত, উন্মত্তগণকে রণে নিহত করিও না; হে প্রদ্যুম্ননন্দন! শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে তুমি বিঘ্নবিহীন হও, সসৈন্য কুশলী থাকিয়া অশ্বসহ পুনরায় আগমন কর। ১—১০। গর্গ বলিলেন,—অনন্তর অনিরুদ্ধ মনোজ্ঞ নৃপবাক্য শ্রবণে 'তাহাই হউক' বলিয়া অশ্বরক্ষার্থ মনোনিবেশ করিলেন। অতঃপর কৃষ্ণাজ্ঞায় সত্বর বিপ্রগণ সানন্দে অনিরুদ্ধকে মন্ত্রদ্বারা স্নান করাইয়া পূজা করিলেন, রাজা যথাবিধানে অনিরুদ্ধ-ভালে তিলক দিয়া যুদ্ধোপকরণ প্রদানপূর্ব্বক অতঃপর একখানি তরবাল অর্পণ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর শূরসেন রত্নমালা, বসুদেব কুণ্ডলদ্বয়,

তথা স্বতূণৌ রাজেন্দ্র তস্মৈ চাক্ষয়সায়কৌ ॥ ১৫
স্বত্রিশূলাৎ সমুৎপাট্য ত্রিশূলং প্রমথাধিপঃ
উদ্ধবশ্চ কিরীটং বৈ পীতবস্ত্রঞ্চ দেবকঃ ॥ ১৬
প্রচেতা নাগপাশঞ্চ শক্তিং শক্তিধরঃ কিল।
শ্বসনো ব্যজনে দিব্যে স্বদণ্ডং যমরাট্ পুনঃ ॥ ১৭
হীরাহারং রাজরাজঃ পরিঘং তু ধনঞ্জয়ঃ।
ভদ্রকালী গদাং গুর্ব্বীং দদৌ কুম্ভং দিবাকরঃ ॥
ভূঃ পাদুকে যোগময্যৌ পদ্মং দিব্যং গণাধিপঃ।
শঙ্খঞ্চ দক্ষিণাবর্ত্তমক্রূরো বিজয়প্রদম্ ॥ ১৯
সহস্রবাজিসংযুক্তং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্।
সহস্রচক্রং স্বর্ণাঢ্যং ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বহির্গতিম্ ॥ ২০
ছত্রেণ শতকুম্ভৈশ্চ পতাকাভিঃ শতৈরপি।
শোভিতং মেঘনির্ঘোষং ঘণ্টামঞ্জীরনাদিতম্ ॥ ২১
মনোবেগং মহাদিব্যং জৈত্রং রত্নময়ং রথম্।
অনিরুদ্ধায় প্রদদৌ দ্বারকায়াং পুরন্দরঃ ॥ ২২
কম্বুদুন্দুভয়ো নেদুঃ কাংস্যবীণাদয়স্তদা।
মৃদঙ্গবেণবো রাগৈর্জয়ধ্বনিসমাকুলৈঃ ॥ ২৩
ব্রহ্মঘোষৈর্লাজপুষ্পৈর্মুক্তাবর্ষসমন্বিতৈঃ।
অনিরুদ্ধোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে ॥ ২৪

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরাবনিরুদ্ধবিজয়াভিষেকো নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীগর্গ উবাচ।

অথ নত্বা গুরূন্ সোঽপি প্রায়াৎ প্রষ্টুঞ্চ দেবকীম্
রোহিণীং রুক্মিণীং ভামামন্যাঃ সর্ব্বা হরিপ্রিয়াঃ ॥ ১
নত্বা রতিং রুক্মবতীমহং গচ্ছাম্যুবাচ হ।
রাজ্ঞাদিষ্টো পালনার্থং হয়স্য সহ যাদবৈঃ ॥ ২
তাশ্চ গদ্গদভাষিণ্যো তং পরিষ্বজ্য কার্ষ্ণিজম্
আশিষং প্রদদূ রাজংস্তস্মৈ চ প্রণতায় বৈ ॥ ৩
নত্বা তাশ্চ যযৌ সোঽপি ভার্য্যাণাং ভবনানি চ
তমাগতং স্বভর্ত্তারং তিস্রঃ পত্ন্যো বিলোক্য চ ॥ ৪
আদরং তস্য তাশ্চক্রুর্বিরহাৎ খিন্নমানসাঃ।

বলরাম কবচ, কৃষ্ণ স্বীয় চক্র। প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণদত্ত ধনু, স্বীয় তূণদ্বয় ও অক্ষয় সায়ক অনিরুদ্ধকে প্রদান করিলেন। প্রমথনাথ শিব স্বীয় ত্রিশূল হইতে অপর একটী ত্রিশূল উৎপাটিত করিয়া প্রদান করিলেন, উদ্ধব কিরীট, দেবক পীত বসন, বরুণ নাগপাশ, শক্তিধর কার্ত্তিকেয় শক্তি, পবন দিব্য ব্যজনদ্বয়, যমরাজ নিজ দণ্ড, কুবের হীরকহার, ধনঞ্জয় পরিঘ, ভদ্রকালী গুরুগদা, এবং দিবাকর কুম্ভ দান করিলেন। ভূমিদেবী যোগময়ী পাদুকাদ্বয়, গণপতি দিব্য পদ্ম, অক্রূর বিজয়প্রদ দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ এবং সহস্রাক্ষ পুরন্দর সহস্র অশ্বযুক্ত বিশ্বকর্ম্ম বিনির্ম্মিত, সহস্র চক্রযুক্ত, স্বর্ণাঢ্য, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর বাহিরে গতিশীল, শত শত ছত্র স্বর্ণকুম্ভ ও পতাকাশোভিত, মেঘনির্ঘোষ, ঘণ্টা-মঞ্জীরনাদিত, মনোবৎ বেগগামী, জয়শীল রত্নময় রথ দ্বারকাপুরে অনিরুদ্ধকে প্রদান করিলেন। তখন শঙ্খ দুন্দুভি নিনাদিত হইল; কাংস্য, বীণাদি মৃদঙ্গ বেণু মহারাগে জয়ধ্বনি সহকারে বাজিয়া উঠিল; বেদধ্বনি, লাজ এবং পুষ্পবর্ষণ সহকারে মুক্তা বর্ষিত হইল, সুরগণ অনিরুদ্ধের উপর পুষ্পবর্ষণ করিলেন। ১১-২৪ ॥

অশ্বমেধখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—অনন্তর অনিরুদ্ধ গুরুজনকে নমস্কার করিয়া দেবকী ও রোহিণী, রুক্মিণী, সত্যভামা ও অন্যান্য হরিপ্রিয়াগণকে বলিবার জন্য গমন করিলেন। তিনি রতি ও রুক্মবতীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আমি রাজার আদেশে যাদবগণসহ অশ্বরক্ষার্থ গমন করিব। হে রাজন্! তাঁহারা গদ্গদ বাক্যে প্রণত অনিরুদ্ধকে ক্রোড়ে করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। অনিরুদ্ধ তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া স্বীয় ভার্য্যাগণের ভবনে উপনীত হইলেন, তাঁহার পত্নীত্রয় স্বীয় পতিকে সমাগত দেখিয়া আদর করত বিরহ-

আশ্বাসয়িত্বা তাঃ সোঽপি চাজগাম সভাং কিল
গর্গ উবাচ।
অথাধ্বরার্থে রাজেন্দ্র মুনিভিঃ কৃতমঙ্গলঃ।
সর্ব্বানৃষীন্ গুরুংশ্চৈব নৃপেন্দ্রং শূরমেব চ ॥ ৬
বসুদেবঞ্চ হলিনং কৃষ্ণং স্বপিতরং তথা।
অন্যাংশ্চ যাদবান্ পূজ্যাননিরুদ্ধঃ প্রণম্য চ ॥ ৭
পূজিতো নাগরৈঃ সর্ব্বৈর্ধনুষ্পাণিঃ শরী নৃপ।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণঃ কবচী কুণ্ডলাবৃতঃ ॥ ৮
উপানদ্গূঢ়পাদশ্চ পঞ্চাস্যসমবিক্রমঃ।
করবালধরশ্চর্ম্মী কিরীটী শক্তিহস্তকঃ ॥ ৯
মহাবীরঃ সুবর্ণস্য হ্যলঙ্কারৈরলঙ্কৃতঃ।
পুরন্দররথেনাপি নির্যযৌ স্বপুরাদ্বহিঃ ॥ ১০
গীতবাদিত্রঘোষেণ ব্রহ্মঘোষেণ কার্ষ্ণিজম্।
যান্তন্তং চামরৈর্যুক্তং দদৃশুঃ পুরবাসিনঃ ॥ ১১
ততঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেণ প্রেষিতা উদ্ধবাদয়ঃ।
ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকমধুশূরসেনদশার্হকাঃ ॥ ১২
অথ রাজা যদূন্ প্রাহানিরুদ্ধস্য চ যাদবাঃ।
সহায়ার্থন্তু প্রধনে বদন্তু কঃ প্রযাস্যতি ॥ ১৩
উগ্রসেনবচঃ শ্রুত্বা শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ।
সর্ব্বেষাং পশ্যতাং নত্বা নৃপং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৪
শাম্ব উবাচ।
অনিরুদ্ধস্য রাজেন্দ্র সহায়মহমেব চ।
মহারণে চ শত্রুভ্যঃ করিষ্যে সর্ব্বদা কিল ॥ ১৫
যদ্যহং তস্য রক্ষাং বৈ ন করিষ্যে রণাঙ্গনে।
প্রতিজ্ঞাং মম রাজেন্দ্র শৃণুষ্ব সত্যবাদিনঃ ॥ ১৬
ত্যাজ্যাস্তু দশমীবিদ্ধাং যঃ কুর্য্যাদেকাদশীং নরঃ।
প্রযাতি যাং গতিং রাজংস্তামহং প্রাপ্নুয়াং ধ্রুবম্
গোহন্তৃণাং গতির্যা তু যা গতির্ব্রহ্মঘাতিনাম্।
সা গতির্মম ভূয়াদ্বৈ ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদিদম্ ॥ ১৮
গর্গ উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা বচনং সোঽপি যযৌ চান্তঃপুরং ততঃ।
নত্বা চ মাতরং সর্ব্বমভিপ্রায়ং ন্যবেদয়ৎ ॥ ১৯
শ্রুত্বা সা তং পরিষজ্য বিরহাদাশিষং দদৌ।
ততো মাতৄস্তু তাঃ সর্ব্বা নত্বা পত্নীগৃহং গতঃ ॥২০
সা তমায়ান্তমালোক্য লক্ষ্মণা বরলক্ষণা।
দত্বাসনং বাষ্পকণ্ঠী ন তু কিঞ্চিদুবাচ হ ॥ ২১

দুঃখে খিন্না হইলেন। অনিরুদ্ধও তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া পুনরায় সভায় আগমন করিলেন। হে নৃপ! অনন্তর যজ্ঞার্থে মুনিগণ কর্ত্তৃক কৃত-মঙ্গল অনিরুদ্ধ সমস্ত ঋষি, গুরু, নৃপবর শূর-সেন, বসুদেব, বলরাম, কৃষ্ণ, নিজ পিতা প্রদ্যুম্ন এবং অন্যান্য পূজ্য যাদবগণকে প্রণাম করিলেন। নাগরিকগণ কর্ত্তৃক পূজিত সিংহ-বিক্রম মহাবীর ধনুর্ব্বাণধারী অনিরুদ্ধ গোধা-চর্ম্ম নির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ. কবচ কুণ্ডল, পাদত্রাণ পাদুকা, করবাল, চর্ম্ম, শক্তি ও কিরীট ধারণ করিলেন এবং স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া ইন্দ্ররথে স্বীয়পুর হইতে বহির্গত হই-লেন। ১—১০। অনিরুদ্ধ গীত বাদিত্র শব্দ ও বেদধ্বনি সহকারে চামরযুক্ত হইয়া যাত্রা করিলেন পুরবাসিগণ তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। অনন্তর কৃষ্ণ উদ্ধবাদি ভোজ বৃষ্ণি অন্ধক মধু শূরসেন ও দশার্হ যাদবগণকে প্রেরণ করিলেন। রাজা উগ্রসেন জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে যাদবগণ! অনিরুদ্ধের সহায়ার্থ যুদ্ধে কে যাইবে, তাহা বল। উগ্রসেনের বাক্য শ্রবণে জাম্ববতীতনয় শাম্ব সকলের সমক্ষে নৃপকে প্রণাম করিয়া বলিলেন। শাম্ব বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আমি মহারণে শত্রুগণ হইতে সর্ব্বদা অনিরুদ্ধকে রক্ষা করিব। যদি আমি রণাঙ্গনে তাঁহার রক্ষা না করি, হে রাজেন্দ্র! তবে সত্যবাদী আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন। হে রাজন্! মানব বর্জ্জনীয়া দশমীবিদ্ধা একা-দশীতে ব্রত করিলে যে গতি প্রাপ্ত হয়, আমা-রও নিশ্চয় সেই গতি হইবে। গোঘাতী ও ব্রহ্মঘাতীর যে গতি, এই কার্য্য না করিলে আমিও সেই গতি প্রাপ্ত হইব। গর্গ বলি-লেন,—এইরূপ বলিয়া শাম্ব অন্তঃপুরে গমন করত জননীকে প্রণামপূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। তচ্ছ্রবণে বিরহাতুরা মাতা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া আশীর্ব্বাদ দিলেন। শাম্ব মাতৃগণকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে পত্নীগৃহে গমন করিলেন, বর-লক্ষণা পত্নী লক্ষ্মণা সমাগত পতিকে দেখিয়া

আশ্বাসয়িত্বা তাং শাম্বো হৃভিপ্রায়মবর্ণয়ৎ।
ইতি শ্রুত্বা পতিং প্রাহ বিরহাৎ খিন্নমানসা ॥২২
লক্ষ্মণোবাচ।
অনিরুদ্ধস্য তুরগো রক্ষণীয়স্ত্বয়া পতে।
যুদ্ধং হি সম্মুখং কার্য্যং বিমুখং ন কদাচন ॥ ২৩
ত্বদ্ভ্রাতৄণাং স্ত্রিয়ঃ সন্তি মানবত্যঃ সহস্রশঃ।
সংগ্রামে যদি তে নাথ নিশম্য চ পরাজয়ম্ ॥ ২৪
স্মিতাননা ভবিষ্যন্তি দৃষ্ট্বা মাঞ্চ তব প্রিয়াম্।
তদা দুঃখেন মে নাথ মরণং তু ভবিষ্যতি।
শ্রুত্বৈতদ্বচনং শাম্বো প্রত্যুবাচ প্রিয়াং হসন্ ॥২৫
শাম্ব উবাচ।
প্রধনে মম সম্প্রাপ্তং ত্রৈলোক্যং সম্মুখং কিল ॥
শ্রোষ্যসে ত্বং ময়া ভদ্রে সর্ব্বঞ্চ বিদলীকৃতম্।
যদি শাম্বো রণাচ্ছূরো বিমুখো জায়তে শুভে ॥ ২
তদা সোঽহন্ত স্বপাপেন ব্রহ্মবিপ্রবিনিন্দকঃ।
পুনস্ত্বহং ন পশ্যামি চন্দ্রাকারং তবাননম্ ॥ ২৮
শ্রীগর্গ উবাচ।
ইত্যাশ্বাস্য প্রিয়াং শাম্বো দ্বিতীয়াঞ্চ প্রযত্নতঃ।
অভিমন্যুং সুভদ্রাঞ্চ মিলিত্বা নির্যযৌ গৃহাৎ ॥২৯
চাপী নৈস্ত্রিংশিকঃ সজ্জো স্যন্দনী যাদবৈর্বৃতঃ।
প্রাপ্তশ্চোপবনে শাম্বোঽনিরুদ্ধো যত্র বর্ত্ততে ॥৩০
ততঃ স্বভ্রাতরঃ সর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণেন গদাদয়ঃ।
প্রেষিতা আত্মজাশ্চৈব ভানুদীপ্তিমদাদয়ঃ ॥ ৩১
সর্ব্বে হি ধন্বিনঃ শূরা দংশিতা যুদ্ধকোবিদাঃ।
চতুরঙ্গবলোপেতা নির্জগ্মুঃ কোটিশঃ পুরাৎ ॥ ৩২
তালহংসমীনবর্হিমৃগরাজধ্বজৈ রথৈঃ।
দিব্যৈশ্চ কনকাঙ্গৈশ্চ চতুর্ব্বাজিসমন্বিতৈঃ ॥ ৩৩
মহোচ্চৈর্দেবধিষ্ণ্যাভৈশ্ছত্রচামরসংযুতৈঃ।
সূর্য্যাভৈশ্চ সুবর্ণস্য কুম্ভৈর্জালকতোরণৈঃ ॥ ৩৪
রেজুঃ সর্ব্বে কৃষ্ণসুতাঃ পৃথক্ত্বল্যা বিনির্গতাঃ।
ততশ্চ নির্যযু রাজন্ হেমনীড়াশ্চ হস্তিনঃ ॥ ৩৫
গোমূত্রচয়সিন্দূরকস্তূরীপত্রভৃন্মুখাঃ।
অঞ্জনাভাঃ কজ্জলাভা ঘনশ্যামা মদচ্যুতাঃ ॥ ৩৬
রাজীবমূলসদৃশাঃ শুক্লদন্তা মৃগদ্বিপাঃ।

আসন দান করিলেন, কিন্তু বাষ্পে রুদ্ধকণ্ঠা হইয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। শাম্ব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। লক্ষ্মণা তচ্ছ্রবণে খিন্নমনা হইয়া পতিকে কহিলেন। ১১—২২। লক্ষ্মণা কহিলেন—হে নাথ। আপনি অনিরুদ্ধের অশ্ব রক্ষা করিবেন, সম্মুখে সমর করিবেন, কখনও বিমুখ হইবেন না; আপনার ভ্রাতার সহস্র মানবতী পত্নী আছেন, তাঁহারা যদি যুদ্ধে আপনার পরাজয় শ্রবণ করেন, তবে আপনার প্রিয়া আমাকে দেখিয়া তাঁহারা হাস্য করিবেন, হে নাথ! সে দুঃখে আমার মৃত্যু হইবে। পত্নী বাক্য শ্রবণে শাম্ব হাস্য করিয়া প্রিয়াকে কহিলেন। শাম্ব বলিলেন,—হে ভদ্রে! ত্রিভুবন আমার সম্মুখে সমরার্থ আসিলেও শুনিবে আমি সমস্ত বিদলিত করিয়াছি। হে শুভে! শূর শাম্ব যদি রণবিমুখ হয়, তবে সে স্বীয় পাপে বেদ-ব্রাহ্মণ-নিন্দক হইবে। সেরূপ হইলে আমি আর তোমার চন্দ্রবদন দর্শন করিব না। গর্গ বলিলেন,—শাম্ব এইরূপে দ্বিতীয়া পত্নীকেও সাদরে আশ্বস্ত করিয়া অভিমন্যু ও ভদ্রার সহিত সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। ধনু ও নিস্ত্রিংশধারী রথারোহী যাদববৃত সজ্জিত অনিরুদ্ধ দ্বারকার উপবনে অপেক্ষা করিতেছিলেন, শাম্ব আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ২৩—৩০। অনন্তর কৃষ্ণ গদাদি ভ্রাতা এবং ভানু ও দীপ্তিমান্ প্রভৃতি তনয়গণকে প্রেরণ করিলেন, সকলেই ধনুর্দ্ধারী বর্ম্মাবৃত যুদ্ধবিশারদ বীর। এইরূপ কোটি কোটি বীর চতুরঙ্গ সেনাসহ দ্বারকা হইতে নির্গত হইলেন। তাল, হংস, মীন, ময়ূর ও সিংহ প্রভৃতি ধ্বজ চিহ্নিত, দিব্য কনকপ্রভ অশ্ব চতুষ্টয়যুক্ত, অত্যুচ্চ দিব্য-তেজা ছত্র-চামরযুক্ত, দিবাকরপ্রভ সুবর্ণ কুম্ভ স্বর্ণজাল ও তোরণসমন্বিত পৃথক্ পৃথক্ রথে কৃষ্ণতনয়গণ বিরাজিত হইয়া দ্বারকা হইতে বাহির হইলেন। হে রাজন্! অনন্তর স্বর্ণনীড়যুক্ত, গাঢ় গোমূত্র সিন্দূর ও অলকায় শোভিতবদন অঞ্জনপ্রভ

মদোৎকটাঃ পর্ব্বতাকারা রণদ্ঘণ্টা মহোচ্চকাঃ ॥ ৩৭
ঐরাবণকুলেভাশ্চ ত্রিধা স্রুতাশ্চ পাণ্ডুরাঃ ।
চতুর্দন্তাস্তু কৃষ্ণেন ভৌমাদানীতাশ্চ নির্যযুঃ ॥ ৩৮
ধ্বজযুক্তা লক্ষগজা লক্ষা দুন্দুভিসংযুতাঃ ।
লক্ষাঃ শূন্যা মহামাত্রৈস্তু স্বর্ণকম্বলমণ্ডিতাঃ ॥ ৩৯
ততঃ শূরৈশ্চ সংযুক্তা গজেন্দ্রা এককোটয়ঃ ।
ইতস্ততো বিরেজুস্তে রণেহব্ধৌ মকরা যথা ॥ ৪০
উৎপাট্য শুণ্ডাদণ্ডৈশ্চ ক্ষেপয়ন্তো নভস্তলে ।
মহীং পাদৈঃ কম্পয়ন্ত আর্দ্রীকৃত্বা মদৈরপি ॥ ৪১
প্রাসাদদুর্গশৈলাঙ্গান্ পাতয়ন্তঃ শিরঃস্থলৈঃ ।
রিপূণাঞ্চ বলং সর্ব্বং খণ্ডয়ন্তো মহাবলাঃ ॥ ৪২
শ্যামপীতকৃষ্ণশুক্লরক্তবর্ণৈশ্চ কম্বলৈঃ ।
সুবর্ণশৃঙ্খলাযুক্তা রেজুরেতাদৃশা গজাঃ ॥ ৪৩
ততস্তুরঙ্গমা যে বৈ নারদেন বিলোকিতাঃ ।
তে সর্ব্বে নির্গতা রাজন্ স্বর্ণহারৈশ্চ সংযুতাঃ ॥ ৪৪
কেচিদ্বৈ চঞ্চলাঙ্গাশ্চ ধূম্রবর্ণা মনোহরাঃ ।
শ্যামবর্ণাঃ পদ্মবর্ণাঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ সুকন্ধরাঃ ॥ ৪৫
দুগ্ধাভা ঘোটকাঃ কেচিত্তথা কীলালসন্নিভাঃ ।
হরিদ্রাভাঃ কুঙ্কুমাভাঃ পালাশকুসুমপ্রভাঃ ॥ ৪৬
কেচিচ্চিত্রবিচিত্রাঙ্গাঃ স্ফটিকাঙ্গা মনোজবাঃ ।
হরিদ্বর্ণাস্তাম্রবর্ণাঃ কৌসুম্ভাভাঃ শুকপ্রভাঃ ॥ ৪৭
ইন্দ্রগোপনিভা গৌরা দিব্যাঃ পূর্ণেন্দুসন্নিভাঃ ।
সিন্দুরাঙ্গাশ্চাগ্নিবর্ণা রবিবালসমপ্রভাঃ ॥ ৪৮
এতে তুরঙ্গমা রাজন্ সর্ব্বদেশাৎ সমাগতাঃ ।
পুর্য্যাং কৃষ্ণপ্রতাপেন তে তু সর্ব্বে বিনির্গতাঃ ॥
কৃষ্ণস্য বাজিশালাসু যে বর্ত্তন্তে চ তে হয়াঃ ।
বৈকুণ্ঠবাসিনশ্চৈব শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ ॥ ৫০
কেচিন্ময়ূরবর্ণাশ্চ নীলকণ্ঠনিভাস্তথা ।
বিদ্যুদ্বর্ণাস্তার্ক্ষ্যবর্ণাঃ সর্ব্বে পক্ষৈরলঙ্কৃতাঃ ॥ ৫১
শিখামণিধরাঃ শুক্লচামরৈঃ সমলঙ্কৃতাঃ ।
স্রগ্ভির্মুক্তাফলানাঞ্চ রক্তবস্ত্রৈর্বিভূষিতাঃ ॥ ৫২
স্বর্ণেন মণ্ডিতাঃ পুচ্ছমুখপট্টস্ফুরৎপ্রভাঃ ।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরা দিব্যা নির্গতাস্তে সহস্রশঃ ॥ ৫৩
ন স্পৃশন্তঃ পদৈর্ভূমিং হেতে কৃষ্ণহয়া নৃপ ।
চঞ্চলা বায়ুবেগাশ্চ মনোবেগা মনোহরাঃ ॥ ৫৪

ঘন শ্যামবর্ণ মদস্রাবী শ্বেত পদ্মমূল-সদৃশ-শুভ্রদন্ত মহোচ্চ পর্ব্বতাকার শব্দায়মান ঘণ্টাযুক্ত মহাযোদ্ধা সিংহবিক্রম ঐরাবত কুল-জাত ত্রিগুণমণ্ডিত পাণ্ডুর ও চতুর্দন্ত কৃষ্ণকর্ত্তৃক নরক গৃহানীত হস্তিগণ নির্গত হইল। লক্ষ গজ ধ্বজযুক্ত, লক্ষ দুন্দুভি-সমন্বিত, লক্ষ রক্ষকহীন স্বর্ণ কম্বলমণ্ডিত এবং এককোটি বীরযুক্ত গজেন্দ্র গমন করিল ; তাহারা ইতস্ততঃ মকরনিকরের ন্যায় সৈন্যসমুদ্রে বিচরণ করিতে লাগিল। ঐ সকল করী শুণ্ড দ্বারা গুল্ম উৎপাটন, শূন্যে নিক্ষেপণ, পাদ-দ্বারা পৃথিবী কম্পিত ও মদদ্বারা মেদিনী আর্দ্রীকৃত করিল। মহাবল হস্তিগণ মস্তক দ্বারা প্রাসাদ দুর্গ ও শৈলশৃঙ্গ পাতিত করত বিপক্ষদল দ্বিখণ্ডিত করিতে লাগিল। শ্যাম, পীত, কৃষ্ণ, শুক্ল ও রক্ত-কম্বলাবৃত স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত তাদৃশ গজগণ যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজিত হইল। ৩১—৪৩। হে রাজন্! অনন্তর নারদদৃষ্ট সেই সকল অশ্ব স্বর্ণহারে শোভিত হইয়া নির্গত হইল। তন্মধ্যে কোন কোন অশ্ব চঞ্চলাঙ্গ মনোহর ধূম্রবর্ণ; কোন কোন অশ্ব শ্যামবর্ণ পদ্মবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ও সুন্দর কন্ধরবিশিষ্ট ; কোন কোন অশ্ব দুগ্ধ-ধবল ও তোয়বর্ণ ; কোন কোন অশ্ব হরিদ্রা-বর্ণ, কুঙ্কুমবর্ণ, পলাশ-কুসুমবর্ণ, চিত্র বিচিত্রবর্ণ, স্ফটিকবর্ণ ও মনের মত বেগগামী ; কোন কোন অশ্ব হরিদ্বর্ণ, তাম্রবর্ণ, কুসুম্ভ কুসুম-বর্ণ, শুকবর্ণ, ইন্দ্রগোপ-কীটবর্ণ, গৌর-বর্ণ, দিব্য পূর্ণেন্দুবর্ণ, সিন্দূরবর্ণ, অগ্নিবর্ণ ও বালদিবাকরবর্ণ। হে রাজন্! কৃষ্ণপ্রতাপে নানা দেশ হইতে দ্বারকায় আনীত সেই সকল অশ্ব নির্গত হইল। কৃষ্ণের অশ্বশালায় যে সকল অশ্ব ছিল, সেই বৈকুণ্ঠবাসী ও শ্বেত-দ্বীপবাসী অশ্বগণের মধ্যে কোন অশ্ব ময়ূরবর্ণ, নীলকণ্ঠনিভ, বিদ্যুদ্বর্ণ, গরুড়বর্ণ এবং সকলেই পক্ষযুক্ত ; শিখামণিভূষিত শ্বেত চামরযুক্ত মুক্তামালারাজিত রক্তবসনাবৃত স্বর্ণমণ্ডিত উজ্জ্বল সুন্দর-বদন, সুন্দর-পুচ্ছ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সেই সকল দিব্য অশ্ব সহস্র সহস্র নির্গত হইল। হে নৃপ! মনোহর চঞ্চল বায়ুবেগ

বুদ্বুদেষ্বতিগাশ্চৈব পঙ্কসূত্রেষু ভূপতে।
তৃণজালেষু কেচিদ্বৈ চলন্তঃ পারদং হয়ঃ ॥ ৫৫
স্থাস্না বারিষু দৃষ্টাস্তে নিরাধারা নৃপেশ্বর।
অন্তেঽপি নির্গতা রাজন্ ম্লেচ্ছদেশভবা হয়াঃ ॥
শতযোজনগাশ্চৈব কোটিশঃ কোটিশো নৃপ।
গর্ত্তদুর্গনদীসৌধশৈলাদীংশ্চ হরেহয়াঃ।
উল্লঙ্ঘয়ন্তো নৃপতে সবীরাস্তে তুরঙ্গমাঃ ॥ ৫৭
ততশ্চ নির্যযুঃ সর্বে দ্বারকায়াঃ পদাতিনঃ।
ধন্বিনো দংশিতাঃ শূরা মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ৫৮
খড়্গচর্ম্মধরা উচ্চা লৌহকঞ্চুকমণ্ডিতাঃ।
সংগ্রামে বহুশত্রূণাং জেতারো গজসন্নিভাঃ ॥৫৯
ইত্থং বিনির্গতং সৈন্যং যাদবানাং নিরীক্ষ্য চ।
দেবদৈত্যনরাঃ সর্ব্বে বিস্ময়ং পরমং গতাঃ ॥ ৬০

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্র-
সুমেরৌ যদুসৈন্যনির্গমনং নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৩॥

মনোগতি সেই সকল কৃষ্ণাশ্বের গমন কালে পদ দ্বারা পৃথিবী স্পৃষ্ট হয় না, হে ভূপতে! তাহারা জলবিম্ব, পঙ্কসূত্র ও উর্ণা-জালের উপর দিয়াও চলিতে পারে এবং পারদের ও অনুগমনে সমর্থ। হে নৃপবর! তাহারা নিরাধার বারিধারার উপর চলিতেও সমর্থ। হে নৃপ! অতঃপর ম্লেচ্ছদেশজাত অপর কোটি কোটি কৃষ্ণাশ্ব নির্গত হইল, তাহারা শতযোজন পর্য্যন্ত যাইতে পারে এবং বীরগণকে পৃষ্ঠে লইয়া গর্ত্ত, দুর্গ, নদী, সৌধ ও শৈলাদি উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে। হে নৃপতে! অনন্তর দ্বারকা হইতে পদাতিগণ বাহির হইল, তাহারা ধনুর্দ্ধারী, বর্ম্মাবৃত, মহাবল পরাক্রম, খড়্গচর্ম্ম-ধর, উচ্চ, লৌহকঞ্চুকমণ্ডিত, সংগ্রামে শত্রুজয়ী ও গজসন্নিভ। এইরূপ যাদবসৈন্য বিনির্গত দেখিয়া দেব-দৈত্য মানব সকলেই বিস্মিত হইলেন। ৪৪—৬০।

অশ্বমেধখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীগর্গ উবাচ।

অথ তৎসম্মেলনার্থং বৈ উগ্রসেনাজ্ঞয়া নৃপ।
বসুদেবঃ কামপালঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কাষ্ণিরেব চ।
অন্তেঽপি যাদবা রাজন্ রথৈঃ সর্ব্বে বিনির্যযুঃ।
গত্বানিরুদ্ধং দদৃশুঃ সেনয়া তু পরীবৃতম্ ॥ ২
প্রদ্যুম্নায় রাজসূয়ে যা নীতিঃ কথিতা পুরা।
তাং সর্ব্বামনিরুদ্ধায় কথয়াস মাধবঃ ॥ ৩
ইতি শ্রুত্বা চ কৃষ্ণস্য শাসনং সর্ব্বযাদবাঃ।
শিরসা জগৃহূ রাজন্ননিরুদ্ধাদয়ো মুদা ॥ ৪
অথ গর্গং মুনীংশ্চৈব বসুদেবং হলায়ুধম্।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রং কাষ্ণিঞ্চ প্রাদ্যুম্নিঃ প্রণনাম হ
বসুদেবরামকৃষ্ণপ্রদ্যুম্নাদ্যাঃ শুভাশিষম্।
অনিরুদ্ধায় দত্বা চ প্রবিষ্টাস্তে পুরীং রথৈঃ ॥ ৬
অথানিরুদ্ধস্য হয়ো দেশে দেশে গতো নৃপ।
ন কেঽপি জগৃহুস্তং বৈ ভয়াৎ কৃষ্ণস্য ভূমিপাঃ ॥
যত্র যত্র গতো বাজী তত্র তত্র সসৈনিকঃ।
কার্ষ্ণিজঃ পৃষ্ঠতস্তস্য জেতুং শত্রূন্ গতঃ কিল ॥ ৮

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর সৈন্যগণের সহিত সম্মেলনার্থ উগ্রসেনাজ্ঞায় বসুদেব, কামপাল, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন এবং অন্যান্য যাদবগণ রথারোহণে আগমন করিয়া অনিরুদ্ধকে দর্শন করিলেন। রাজসূয়ে পূর্ব্বে প্রদ্যুম্ন-দিগ্বিজয়ে যে নীতি কথিত হইয়াছিল, কৃষ্ণ তৎসমস্ত অনিরুদ্ধকে কহিলেন। হে রাজন্! কৃষ্ণের সেই শাসন শুনিয়া অনিরুদ্ধাদি যাদবগণ অবনতমস্তকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর অনিরুদ্ধ মুনিবর গর্গ, বসুদেব, বলরাম, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্নকে প্রণাম করিলেন; বসুদেব, বলরাম কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্নাদি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দিয়া রথারোহণে দ্বারকায় প্রস্থিত হইলেন। হে নৃপ! অনন্তর অনিরুদ্ধের অশ্ব দেশে দেশে গমন করিল, কৃষ্ণভয়ে কোন ভূপতিই অশ্ব গ্রহণ করিলেন না। অশ্ব যে যে স্থানে উপস্থিত হইল, সেই সেই স্থানেই সসৈন্য অনিরুদ্ধ

ইত্থং বিলোকয়ন্ রাজ্যান্যনিরুদ্ধতুরঙ্গমঃ।
রাজিতাং নর্ম্মদাতীরে যযৌ মাহিষ্মতীং পুরীম্ ॥৯
চাতুর্বর্ণ্যসমাকীর্ণামশ্মদুর্গেণ সংহিতাম্।
সদনৈর্গগনস্পর্শৈর্মহেশস্থালয়ৈর্বৃতাম্ ॥ ১০
ইন্দ্রনীলেন রাজ্ঞাপি পালিতাং পঞ্চযোজনাম্।
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ বটৈর্বিল্বৈশ্চ পিপ্পলৈঃ ॥১১
তড়াগৈশ্চৈব বাপীভির্দুষ্টাং পক্ষিগণৈস্তথা।
ঈদৃশীং নগরীমধ্যে দদর্শোপবনে গতঃ ॥ ১২
ইন্দ্রনীলস্য তনয়ো নাম্না নীলধ্বজো বলী।
পুর্য্যাঃ সহস্রবীরৈশ্চ মৃগয়ার্থী বিনির্গতঃ ॥ ১৩
ততো দদর্শ তুরগং সপত্রং নৃপনন্দনঃ।
প্রফুল্লিতে চোপবনে কদম্বস্য তলে স্থিতম্ ॥ ১৪
চরন্তং চামরৈর্যুক্তং সৌরভেয়ীপয়ঃপ্রভম্।
স্ত্রীণাং কুঙ্কুমহস্তৈশ্চ মুক্তাহারৈরলঙ্কৃতম্।
হয়ং দৃষ্ট্বা রাজসুতো স্ববাহাদবতীর্য্য চ ॥ ১৫
কেশেষু তং নিজগ্রাহ হর্ষেণ নৃপ লীলয়া ॥ ১৬
তৎ পত্রং বাচয়ামাস যাদবেন্দ্রেণ যৎ কৃতম্।
দ্বারকাধিপতী রাজা সর্ব্বশূরশিরোমণিঃ ॥ ১৭
নাস্ত্যেতস্তি তৎসমঃ কোঽপি চক্রবর্ত্তী বৃহচ্ছ্রবাঃ
বিমোচিতস্তুরগরাট্ তেনাসৌ পত্রসংযুতঃ ॥ ১৮
পাল্যমানোঽনিরুদ্ধেন গৃহ্নন্তু সবলা নৃপাঃ।
তস্যান্যথা প্রপদয়োঃ পতিত্বা যান্তু ক্ষত্রিয়াঃ ॥১৯
ইত্যভিপ্রায়মালোক্য কোপেনাহ নৃপাত্মজঃ।
অনিরুদ্ধো ধনুর্দ্ধারী ধন্বিনো ন বয়ং স্মৃতাঃ ॥২০
মৎপিতরি স্থিতে মহ্যাং কস্ত গর্ব্বং সমাচরেৎ।

শ্রীগর্গ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা স হয়ং নীত্বা প্রযযৌ নৃপসন্নিধৌ ॥ ২১
কথয়ামাস বৃত্তান্তং পিতুরগ্রে হয়স্য চ।
শ্রুত্বা পুত্রস্য বচনমিন্দ্রনীলো মহীশ্বরঃ।
শিবভক্তো মহামানী পুত্রং প্রাহ মহাবলঃ ॥ ২২

ইন্দ্রনীল উবাচ।

সমর্থেন পুরা দত্তো রাজসূয়ে ক্রতূত্তমে ॥ ২৩
প্রদ্যুম্নায় বলিঃ কিঞ্চিৎ কুমন্ত্রি-বচনান্ময়া।
অদ্যানিরুদ্ধস্তু হয়ং পালয়ন্ পুনরাগতঃ ॥ ২৪
অহো দৈববলং যেন কিং ন ভূয়াদ্বিপর্য্যয়ঃ।

শক্রজয়ার্থ অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। এই প্রকারে রাজ্য সকল অবলোকন করত অনিরুদ্ধের অশ্ব চাতুর্বর্ণ্য-সমাকীর্ণ প্রস্তর-দুর্গরক্ষিত, গগনস্পর্শী বহু শিবালয়-মণ্ডিত নর্ম্মদাতীরে বিরাজিত রাজা ইন্দ্রনীল-পালিত মাহিষ্মতী পুরীতে উপনীত হইল। ঐ পুরী পঞ্চযোজন বিস্তৃত ও শাল, তাল, তমাল, বট, বিল্ব ও পিপ্পল-বৃক্ষসমাকুল এবং শব্দায়মান পক্ষিগণাকীর্ণ তড়াগ ও বাপী-পরিব্যাপ্ত। ঈদৃশ পুরী দর্শন করিয়া অশ্ব উপবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ১—১২। ইন্দ্রনীল নৃপতির তনয় বলবান্ নীলধ্বজ সহস্র বীরে পরিবৃত হইয়া মৃগয়ার্থ বহির্গত হইতেছিলেন, উপবনের পুষ্পিত কদম্ব তরুতলে নৃপতনয় সেই পত্রযুক্ত বিচরণশীল অশ্ব দর্শন করিলেন। হে নৃপ! সুরভি-দুগ্ধের ন্যায় ধবল, চামরযুক্ত কুঙ্কুমাক্ত নারীকরচিহ্নিত এবং মুক্তামালায় অলঙ্কৃত অশ্ব দর্শন করিয়া নৃপতনয় স্বীয় বাহন হইতে অবতরণপূর্ব্বক হর্ষভরে অবলীলাক্রমে তাহার কেশে ধারণ করিলেন। যাদবেন্দ্র কৃত অশ্বললাটস্থ সেই পত্র পড়াইয়া জানিতে পারিলেন,—"দ্বারকাধিপতি রাজা উগ্রসেন সর্ব্বশূরশিরোমণি, তাঁহার তুল্য চক্রবর্ত্তী নৃপতি কেহ নাই, তিনি পত্রযুক্ত করিয়া অশ্ব মোচন করিয়াছেন; অনিরুদ্ধ তাহার রক্ষক, সবল নৃপগণ গ্রহণ করুন, অন্যথা ক্ষত্রিয়গণ অনিরুদ্ধের চরণে পতিত হউন।" এই অভিপ্রায় আলোচনা করিয়া নীলধ্বজ ক্রোধে কহিলেন, "অনিরুদ্ধ ধনুর্দ্ধারী, আমরা ধন্বী নহি, পৃথিবীতলে আমার পিতা থাকিতে কে এরূপ গর্ব্ব করিতে পারে।" গর্গ বলিলেন,—নীলধ্বজ এইরূপ বলিয়া অশ্বসহ পিতৃসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট অশ্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। শিবভক্ত মহামানী মহাবল মহীপাল ইন্দ্রনীল তনয়ের বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন। ইন্দ্রনীল বলিলেন,—আমি সামর্থ্য-সত্ত্বেও কুমন্ত্রীর মন্ত্রণায় পূর্ব্বে রাজসূয়ে দিগ্বিজয়ী প্রদ্যুম্নকে কিঞ্চিৎ কর দিয়াছি; অদ্য অনিরুদ্ধ অশ্বপালক লইয়া পুনরায় আগমন করিয়াছেন

গত্বা বৃদ্ধিং দ্বারকায়ামল্পকালেন বৃষ্ণয়ঃ ॥ ২৫
তস্মাৎ সর্ব্বান্ বিজেষ্যামি কার্ষ্ণিপ্রমুখান্ যদূন্
শ্যামকর্ণং ন দাস্যামি তস্মৈ মানব্রতায় চ ॥ ২৬
পালয়িষ্যতি মাং যুদ্ধে ভক্ত্যা সন্তোষিতঃ শিবঃ
ইত্যুক্ত্বা সেনয়া যুক্তো বীরো মাহিষ্মতীপতিঃ ॥২
স্বর্ণদাম্না হয়ং বদ্ধা যুদ্ধং কর্ত্তুং মনো দধে।
ততোঽনিরুদ্ধঃ সম্প্রাপ্তো তুরঙ্গং বিলোকয়ন্ ॥
অক্ষৌহিণীশতযুতো নর্ম্মদায়াস্তটে নৃপ।
শাম্বো মধুর্ব্বৃহদ্বাহুশ্চিত্রভানুর্ব্বৃকোঽরুণঃ ॥ ২৯
সংগ্রামজিৎ সুমিত্রশ্চ দীপ্তিমান্ ভানুরেব চ।
বেদবাহুঃ পুষ্করশ্চ শ্রুতদেবঃ সুনন্দনঃ ॥ ৩০
বিরূপশ্চিত্রবাহুশ্চ ন্যগ্রোধশ্চ কবিস্তথা।
এতে সমাযযু রাজন্ননিরুদ্ধসহায়িনঃ ॥ ৩১
গদশ্চ সারণোঽক্রূরঃ কৃতবর্ম্মা হি চোদ্ধবঃ।
যুযুধানঃ সাত্যকিশ্চ শূরা এতে চ বৃষ্ণয়ঃ ॥ ৩২
সহায়মনিরুদ্ধস্য কর্ত্তুং সর্ব্বে সমাগতাঃ।
স্থিত্বা তে নর্ম্মদাতীরে ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকাদয়ঃ ॥৩৩
শ্যামকর্ণমপশ্যন্তস্ত্বব্রুবন্ বিস্ময়ান্বিতাঃ।
কেন নীতঃ সপত্রাশ্ব উগ্রসেনস্য ভূপতেঃ ॥ ৩৪
তস্মান্মিত্রাণি সোঽপ্যত্র শ্যামকর্ণো ন দৃশ্যতে
রাজসূয়ে পুরা যস্মৈ নরদৈত্যসুরাদয়ঃ ॥ ৩৫
নববর্ষাধিপাশ্চৈব নির্জ্জিতাশ্চ বলিং দদুঃ।
তস্য বৈ শাসনং চণ্ডং তিরস্কৃত্য কুধীর্নৃপঃ ॥ ৩৬
তুরঙ্গং হৃতবান্ মানাৎ স স্তেনো দণ্ডমর্হতি।
সর্ব্বেষামিতি বাক্যন্তু শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা পুরীং পুরঃ।
উদ্ধবং মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠং প্রাহ রুক্মবতীসুতঃ ॥ ৩৭

অনিরুদ্ধ উবাচ।

নগরীয়ং নদীতীরে কস্য ভূপস্য রাজতে ॥ ৩৮
তুরঙ্গমো গতোঽস্যান্তামিতি মন্যে স্বয়ং কিল
ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য প্রাহ কৃষ্ণসখো মুদা ॥ ৩৯

উদ্ধব উবাচ।

ইন্দ্রনীলস্য নগরী নাম্না মাহিষ্মতী শুভা।
মহেশপূজনরতা বর্ণা যস্যাং বসন্তি হি ॥ ৪০
নৃপেণানেন বৃষ্ণীশ নর্ম্মদায়াস্তটে পুরা।
দ্বাদশবর্ষপর্য্যন্তং পূজিতো নর্ম্মদেশ্বরঃ ॥ ৪১

অহো! দৈববলে কিনা বিপর্য্যয় ঘটিতেছে! বৃষ্ণিগণ দ্বারকায় গিয়া অল্পকালে বলীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে! ১৩—২৫। অতএব যুদ্ধে অনিরুদ্ধপ্রমুখ যাদবগণকে জয় করিব, সেই অভিমানীকে শ্যামকর্ণ অশ্ব প্রদান করিব না। আমার প্রতি ভক্তিতুষ্ট শিব আমাকে সমরে রক্ষা করিবেন। মাহিষ্মতীপতি বীর সসৈন্য ইন্দ্রনীল নৃপতি এইরূপ বলিয়া স্বর্ণরজ্জু দ্বারা অশ্ব আবদ্ধ করত যুদ্ধার্থ মনোরথ করিলেন। হে নৃপ। অনন্তর অনিরুদ্ধ শত অক্ষৌহিণীসেনাসহ নর্ম্মদাতটে আসিয়া অশ্বান্বেষণ করিলেন; শাম্ব, মধু, বৃহদ্বাহু, চিত্রভানু, বৃক, অরুণ, সংগ্রামজিৎ, সুমিত্র, দীপ্তিমান, ভানু, বেদবাহু, পুষ্কর, শ্রুতদেব, সুনন্দন, বিরূপ, চিত্রবাহু, ন্যগ্রোধ ও কবি ইঁহারা অনিরুদ্ধের সাহায্যার্থ আগমন করিলেন। গদ, সারণ, অক্রূর, কৃতবর্ম্মা, উদ্ধব, যুযুধান ও সাত্যকি এই সকল শূরও অনিরুদ্ধের সহায়ার্থ সমাগত হইলেন। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকাদি যাদবগণ শ্যামকর্ণ অশ্বের অদর্শনে বিস্ময়াম্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—উগ্রসেন নৃপতির পত্রযুক্ত অশ্ব কেহ গ্রহণ করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাকে এ স্থানে দেখা যাইতেছে না। তাঁহারা পরস্পর সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—পূর্ব্বে রাজসূয়ে নব বর্ষের অধিপতি নর দৈত্য ও সুরাদি পরাজিত হইয়া যাঁহাকে কর দিয়াছে, তাঁহার প্রচণ্ড শাসন অমান্য করিয়া যে কুবুদ্ধি রাজা অভিমানে অশ্বাপহরণ করিয়াছে, সে চৌরবৎ দণ্ড প্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ত। হে মিত্রগণ! তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ ও সম্মুখে পুরী দর্শন করিয়া রুক্মবতীতনয় অনিরুদ্ধ মন্ত্রিবর উদ্ধবকে বলিলেন। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—নদীতীরে বিরাজিত কোন্ রাজার এই নগরী? আমার মনে হয়—অশ্ব নিশ্চয়ই ঐস্থানে গিয়াছে। অনিরুদ্ধের বাক্য শুনিয়া সানন্দে উদ্ধব বলিলেন। ২৬—৩৯। উদ্ধব বলিলেন,—ঐ মনোজ্ঞ নগরী ইন্দ্রনীলের, উহার নাম মাহিষ্মতী; ঐ নগরবাসী সর্ব্বজাতি মহেশ-পূজনরত; হে বৃষ্ণিবর! নৃপতি

ততঃ শিবঃ প্রসন্নোঽভূত্ষোপচারৈশ্চ ষোড়শৈঃ।
তস্মৈ স্বদর্শনং দত্ত্বা বরার্থং তমনোদয়ৎ ॥ ৪২
মহেশস্য বচঃ শ্রুত্বা নৃপো মাহিষ্মতীপতিঃ।
ভূত্বা কৃতাঞ্জলী রুদ্রং প্রাহ গদ্গদয়া গিরা ॥ ৪৩
ঈশান ত্বাং নমস্যেঽহং নর্ম্মদেশং জগদ্গুরুম্।
পুরুষাণাং সকামানাং কামরূপসুরদ্রুমম্ ॥ ৪৪
ত্বত্তঃ প্রদাতুঃ কাঙ্ক্ষেঽহং বরমেতন্মহেশ্বর!
দেবদৈত্যনরেভ্যস্ত্বং রক্ষ মাং সর্ব্বদা ভয়াৎ ॥ ৪৫
ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য কৃত্তিবাসা মুদান্বিতঃ।
তথাস্তু চোক্ত্বা রাজেন্দ্র তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪৬
তস্মাদেষ নৃপঃ শূরো হয়ং তুভ্যং ন দাস্যতি।
বিনা যুদ্ধেন রুদ্রস্য বরাৎ কন্দর্পনন্দন ॥ ৪৭
ইত্থমৌপগবের্বাক্যমনিরুদ্ধো নিশম্য চ।
বলী ধৈর্য্যেণ প্রত্যাহ যাদবানাঞ্চ শৃণ্বতাম্ ॥ ৪৮

অনিরুদ্ধ উবাচ।

নৃপস্যৈতস্য রুদ্রস্তু সহায়স্তে হ্যুদাহৃতঃ।
তথা কৃষ্ণস্তু ভগবান্ শৃণু মন্ত্রিন্ মমোপরি ॥ ৪৯

ইত্যুক্ত্বা যাদবৈঃ সার্দ্ধং বীরো রুক্মবতীসুতঃ।
হয়স্য মোচনার্থং বৈ নৃপং জেতুং মনো দধে ॥ ৫০
ততঃ পরিঘনিস্ত্রিংশগদাচাপপরশ্বধৈঃ।
বভূবুর্যাদবাঃ সজ্জাঃ প্রাদ্যুম্নিঃ দংশিতে স্থিতে ॥

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে সুমেরৌ অনিরুদ্ধপ্রয়াণং নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

অথেন্দ্রনীলস্য সুতো মহাবলো
হ্যক্ষৌহিণীভিস্ত্রিভিরেব সংযুতঃ।
যদূন্ বিজেতুং স্বপুরাদ্বিনির্গতো
পিতুশ্চ বাক্যাদ্বহুরোষপূরিতঃ ॥ ১
তমাগতং বীক্ষ্য নৃপস্য পুত্রং
শ্রীকৃষ্ণপৌত্রস্তু ধনুর্গৃহীত্বা।
যুদ্ধং প্রকর্ত্তুং প্রযযৌ স একো
বৃত্রং বিজেতুঞ্চ যথা বিড়োজাঃ ॥ ২
গত্বানিরুদ্ধঃ সংগ্রামে শত্রূণামুপরি স্বরম্।
মুমোচ বাণপটলান্ সর্ব্বেষাং ত্রাসয়ন্মনঃ ॥ ৩

ইন্দ্রনীল পূর্ব্বে দ্বাদশবর্ষ নর্ম্মদাতীরে ষোড়শোপচারে নর্ম্মদেশ্বরের পূজা করিয়াছিলেন, তাহাতে শিব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন দানকরত বর গ্রহণ করিতে বলেন। মহেশের বাক্যে মাহিষ্মতীপতি করজোড়ে গদ্গদবাক্যে শিবকে বলেন,—হে ঈশান! আপনি নর্ম্মদেশ জগদ্গুরু, আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সকাম পুরুষের নিকট কল্পতরু, হে মহেশ্বর! বরদানে উদ্যত আপনার নিকট বক্ষ্যমাণ বর প্রার্থনা করি—আপনি আমাকে সর্ব্বদা দেব দৈত্য ও নরভয় হইতে রক্ষা করুন। হে রাজেন্দ্র! রাজার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেব সানন্দে 'তাহাই হউক' কহিয়া সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অতএব হে কামতনয়! শিববরে সেই শূর রাজা বিনা যুদ্ধে তোমাকে অশ্ব দিবেন না। উদ্ধবের বাক্যে বলবান্ অনিরুদ্ধ যাদবগণের সমক্ষে ধৈর্য্যসহকারে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন,—হে মন্ত্রিন্! শ্রবণ কর। তুমি বলিলে—ঐ রাজার শিব সহায়, তদ্রূপ ভগবান্ কৃষ্ণও আমাদের সহায়। বীর রুক্মবতীতনয় এইরূপ বলিয়া যাদবগণসহ রাজার পরাজয় ও অশ্বমোচনে মনোরথ করিলেন। অনন্তর পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, গদা, ধনু ও পরশ্বধ হইয়া যাদবগণ যুদ্ধসজ্জা করিলেন, অনিরুদ্ধ বর্ম্মাবৃত হইয়া অবস্থিত হইলেন। ৪০—৫১

অশ্বমেধখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—অনন্তর অত্যন্ত রোষপূরিত মহাবল ইন্দ্রনীলতনয় পিতার বাক্যে তিন অক্ষৌহিণী সেনাসহ যাদবগণের জয়ার্থ স্বীয় পুর হইতে নির্গত হইলেন। ইন্দ্রনীল পুত্রকে সমাগত দেখিয়া কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ যুদ্ধার্থ ধনুগ্রহণপূর্ব্বক বৃত্রজয়ে দেবরাজের ন্যায় একাকী আগমন করিলেন। অনিরুদ্ধ যুদ্ধে

ততশ্চ দুদ্রুবুঃ সর্ব্বে নীলকেতোশ্চ সৈনিকাঃ।
রণাদ্ভীতাঃ শঙ্খধ্বনিং দধ্মৌ প্রদ্যুম্ননন্দনঃ॥ ৪
পলায়মানাং স্বাং সেনাং দৃষ্ট্বা নীলধ্বজো বলী।
চাপং টঙ্কারয়ন্ শীঘ্রমাযয়ৌ রণমণ্ডলে॥ ৫
সেনাং স্বাং মোদয়ামাস পুনঃ সোঽপি ধনুর্জ্জ্যয়া
দ্বিষাং মধ্যেঽনিরুদ্ধং তং দৃষ্ট্বা শাম্বোঽত্যমর্ষিতঃ
ধনুষ্টঙ্কারয়ন্ প্রাপ্তো হ্যক্ষৌহিণ্যা বৃতো রুষা।
বিংশদ্বাণৈর্নীলকেতুং পঞ্চভিঃ পঞ্চভী রথান্॥ ৭
অতাড়য়দ্গজাংশ্চৈব তথা স তু হয়াম্নরান্।
ভূম্যাং নিপেতুস্তে সর্ব্বে শাম্ববাণৈঃ প্রতাড়িতাঃ
গজোপরি গজাঃ কেচিদ্রথোপরি রথাস্তথা।
হয়োপরি হয়াশ্চৈব নরোপরি নরাশ্চ বৈ॥ ৯
তৎক্ষণেনাপ্যভূদ্ভূমৌ রুধিরৌঘপরিপ্লুতা।
পতিতৈশ্ছিন্নভিন্নৈশ্চ দ্বিপাশ্বরথপত্তিভিঃ॥ ১০

ততঃ প্রভগ্নং স্ববলং বিলোক্য
নীলধ্বজো ভূপ ধনুর্গৃহীত্বা।
বাণান্ বিমুঞ্চন্ কিল যাদবানাং
জেতুং মনো যস্য স চাগমদ্বৈ॥ ১১

স গত্বা প্রধনে রাজন্ দশবাণৈ রুষান্বিতঃ।
চাপং শাম্বস্য চিচ্ছেদ প্রেম দুর্ব্বচনৈরিব॥ ১২
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্ দ্বাভ্যাং কেতুং রথং শতৈঃ
একেন জয়ে সূতং স ইন্দ্রনীলসুতো বলী॥ ১৩
এবং কৃত্বা চ বিরথং শাম্বং বৈ নৃপনন্দনঃ।
পুনঃ সমাগতাং তস্য সেনাং বাণৈর্জঘান হ॥১৪
অথ নীলধ্বজস্যাপি সেনা সর্ব্বা সমাগতা।
যাদবানাং বলং সংখ্যে জঘান নিশিতৈঃ শরৈঃ॥
ততঃ সমভবদ্যুদ্ধমুভয়োঃ সেনয়োর্মৃধে।
নিস্ত্রিংশৈঃ পরিঘৈর্বাণৈর্গদাপরশুশক্তিভিঃ॥ ১৬
শাম্বোঽন্যং রথমারুহ্য সজ্জং কৃত্বা ধনুর্দৃঢ়ম্।
তদ্রথং চূর্ণয়ামাস শতবাণৈ রণে বলী॥ ১৭
স ছিন্নধন্বা বিরথো গদামুদ্যম্য বেগবান্।
অভ্যধাবদ্রণে ক্রুদ্ধঃ শাম্বস্যোপরি মানদ॥ ১৮
তদৈব শাম্বঃ সহসাবতীর্য্যাথ রথাদ্গদাম্।
নীত্বা নীলধ্বজস্যাপি সম্মুখে গতবান্ রুষা॥১৯
ততাড় গদয়া শাম্বমাগতং বীক্ষ্য ভূপজঃ।
ন চচাল প্রহারেণ মালাহতগজো যথা॥ ২০

আসিয়াই শত্রুগণের উপর সত্বর বাণবর্ষণ করিয়া সকলের মনে ত্রাস উৎপাদন করিলেন। অনন্তর নীলধ্বজের রণভীত সৈন্য পলায়ন করিল, প্রদ্যুম্ননন্দন শঙ্খধ্বনি করিলেন। বলী নীলধ্বজ স্বসৈন্য পলায়মান দর্শনে ধনুষ্টঙ্কার করত সত্বর রণক্ষেত্রে সমাগত হইয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিলেন, অনিরুদ্ধও সশর ধনু ধারণে শত্রুমধ্যে অবস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে শাম্ব অতি রোষাবিষ্ট হইয়া ধনুষ্টঙ্কার করত এক অক্ষৌহিণী সেনাসহ আগমন করিয়া বিংশতি বাণে নীলধ্বজকে, পাঁচবাণে তদীয় রথ, গজ ও অশ্ব সমূহকে তাড়িত করিলেন। শাম্ববাণে প্রপীড়িত হইয়া তাহারা সকলেই রণক্ষেত্রে পতিত হইল; গজের উপর গজ, রথের উপর রথ ও অশ্বের উপর অশ্বসমূহ পড়িয়া গেল; তৎক্ষণাৎ ক্ষৌণী শোণিতপ্রবাহে পরিপ্লুত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পতিত গজ বাজী ও রথে সমাকীর্ণ হইল। ১—১০

হে রাজন্! অনন্তর স্বীয় সৈন্য প্রভগ্ন দর্শনে নীলধ্বজ ধনুর্গ্রহণ করত যাদবজয়ে মনন করিয়া সমাগত হইলেন এবং রণক্ষেত্রে আসিয়াই দুর্ব্বাক্যে প্রেমনাশের ন্যায় রোষবশে দশবাণে শাম্বের ধনু, চারিবাণে বাহন তুরগ, দুইবাণে ধ্বজ, শতবাণে রথ ও একবাণে সারথিকে ছেদন করিলেন। নৃপনন্দন এইরূপে শাম্বকে বিরথ করিয়া পুনরায় তাঁহার সমাগত সেনাগণকে বাণাঘাতে নিহত করিতে লাগিলেন। অনন্তর নীলধ্বজের সেনাগণ প্রত্যাগমন করিয়া যুদ্ধে শাণিত শরে যাদবসৈন্যগণকে নিহত করিল। অনন্তর রণক্ষেত্রে নিস্ত্রিংশ, পরিঘ, বাণ, গদা, পরশু ও শক্তি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে উভয় সেনার ভীষণ যুদ্ধ হইল। হে মানদ! বলবান্ শাম্ব অন্য রথে আরোহণ ও দৃঢ়রূপে ধনু জ্যাযুক্ত করিয়া শতবাণে ইন্দ্রনীলতনয়ের রথ চূর্ণ করিলেন, ছিন্নধন্বা বিরথ বেগবান্ ইন্দ্রনীলতনয় ক্রুদ্ধ হইয়া শাম্বের প্রতি প্রধাবিত হইলেন। তখনই শাম্ব রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক গদা লইয়া

ততঃ শাম্বস্ত গদয়া তৃতাড় নৃপনন্দনম্ ।
তৎপ্রহারেণ পতিতো মূর্চ্ছাং প্রাপ্তো রণে তু সঃ
সৈনিকা দুদ্রুবুস্তস্য হাহাকারং সমুচ্চরন্ ।
ততো যুদ্ধায় সংক্রুদ্ধ ইন্দ্রনীলঃ সমাগতঃ ॥ ২২
সাকমক্ষৌহিণীভ্যাঞ্চ বিমুঞ্চন্ ধনুষা শরান্ ।
সমাগতং বিলোক্যাথ মধুঃ কৃষ্ণসুতো বলী ॥২৩
ধানুষ্কো বিরথং চক্রে ইন্দ্রনীলং শিলীমুখৈঃ ।
সেনাং সমাগতাং তস্য যুযুধানোঽর্জ্জুনপ্রিয়ঃ ॥ ২৪
শরৈর্ব্বিব্যাধ সমরে মৈত্রীং দুর্ব্বচনৈরিব ।
ততশ্চ যাদবৈর্ম্মুক্তো নৃপো মাহিষ্মতীং যযৌ ॥২৫
গত্বা পুর্য্যাঞ্চ দুঃখার্ত্তো সস্মার স্বপতিং শিবম্ ।
অথ তস্মৈ শিবঃ সাক্ষাদ্দত্বা দর্শনমুত্তমম্ ॥ ২৬
পপ্রচ্ছ সর্ব্ববৃত্তান্তং শ্রুত্বা স তু ন্যবেদয়ৎ ।
ইত্থং নিশম্য বচনং প্রত্যাহ প্রমথেশ্বরঃ ॥ ২৭

শিব উবাচ ।

শোকং মা কুরু রাজেন্দ্র মদ্বচোঽপি মৃষা নহি ।
দেবদৈত্যনরাঃ সর্ব্বে ত্বাং বিজেতুং ন চ ক্ষমাঃ
এতে কৃষ্ণসুতা রাজন্ শ্রীকৃষ্ণস্যাংশসম্ভবাঃ ।
ন দেবা হি মহারাজ ন দৈত্যা ন চ মানুষাঃ ॥২৯
এতৈর্ব্বিনির্জ্জিতস্ত্বং তু দুর্ম্মনা ভব মা নৃপ ।
অপরাধং তু কৃষ্ণস্য কর্ত্তুং নার্হসি ভূপতে ॥ ৩০
সমাগতেভ্য এতেভ্যস্ত্বমাশু বিধিনা নৃপ ।
শীঘ্রং প্রযচ্ছ ভদ্রং তে হয়মেধতুরঙ্গমম্ ॥ ৩১
ইত্যুক্তান্তর্দধে রুদ্রো নৃপো জ্ঞাত্বা জগৎপতেঃ ।
মাহাত্ম্যঞ্চ মুদা যুক্তো গৃহীত্বা ক্রতুবাহনম্ ॥ ৩২
নীলধ্বজেন সহিতো রত্নান্যাদায় ভূরিশঃ ।
স্বর্ণভারশতঞ্চৈব মতঙ্গজসহস্রকম্ ॥ ৩৩
নিযুতং ঘোটকানাঞ্চ হ্যাদায় স্যন্দনাযুতম্
যত্রানিরুদ্ধঃ প্রযযৌ নমস্কর্ত্তুং জনৈর্বৃতঃ ॥ ৩৪
অনিরুদ্ধস্য নিকটে গত্বা রাজা বিধানতঃ ।
সর্ব্বং নিবেদয়ামাস নত্বা বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৫

ইন্দ্রনীল উবাচ ।

নমঃ কৃষ্ণায় রামায় প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে ।

রোষবশে তাঁহার অভিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন, ইন্দ্রনীল তথায় শাম্বকে সমাগত দেখিয়া গদা প্রহার করিলেন। গদা প্রহারে শাম্ব মালাহত হস্তীর ন্যায় কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ১১—২০। অনন্তর শাম্ব তাঁহাকে গদা প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে তিনি মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। তাঁহার সেনাগণ হাহাকার করিয়া পলায়ন করিল। অনন্তর ক্রুদ্ধ ইন্দ্রনীল দুই অক্ষৌহিণী সেনাসহ যুদ্ধার্থ সমাগত হইয়া ধনু হইতে বহু বাণ বর্ষণ করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া কৃষ্ণনন্দন বলবান্ ধানুষ্ক মধু শরবর্ষণে তাহাকে রথহীন করিলেন, তদীয় সেনা সমাগত হইলে অর্জ্জুনপ্রিয় যুযুধান দুর্ব্বাক্যে মৈত্রীচ্ছেদনের ন্যায় তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রনীল যাদবগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মাহিষ্মতীপুরীতে উপনীত হইলেন এবং দুঃখার্ত্ত হইয়া স্বীয় প্রভু শিবকে স্মরণ করিলেন। অনন্তর পরমেশ্বর শিব তাঁহাকে অত্যুত্তম দর্শন দিয়া তাঁহার নিবেদিত সর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন। শিব বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! শোক করিও না, আমার বাক্য মিথ্যা নহে; দেব দৈত্য মানব তোমাকে জয় করিতে পারিবে না। হে রাজেন্দ্র! ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণের অংশসম্ভূত তনয়; হে মহারাজ! ইহাঁরা দেবতাও নহেন, দৈত্যও নহেন; তুমি ইহাঁদিগের নিকট নির্জ্জিত হইয়াছ, এজন্য দুঃখ করিও না। হে ভূপতে! কৃষ্ণের নিকট অপরাধ করা কর্ত্তব্য নহে; হে নৃপ! তুমি নিজ কল্যাণার্থ সমাগত যাদবগণকে যথাবিধি কর প্রদান করিয়া অশ্বমেধের অশ্ব প্রত্যর্পণ কর।২১-৩১। শিব এইরূপ বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন,রাজা নীলধ্বজ জগৎপতি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বিদিত হইয়া হর্ষভরে অশ্বমেধের অশ্ব আনয়ন করিলেন এবং নীলধ্বজের সহিত ভূরি ভূরি রত্নভার, শত স্বর্ণভার, সহস্র মত্ত মাতঙ্গ, নিযুত অশ্ব ও অযুত রথ লইয়া নমস্কার করিবার জন্য অনিরুদ্ধ সন্নিধানে উপনীত হইলেন। রাজা অনিরুদ্ধের নিকটে গিয়া সমস্ত বস্তু নিবেদন পূর্ব্বক যথাবিধি নমস্কার করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ইন্দ্র—

নমো নমোঽনিরুদ্ধায় সাত্বতাং প্রবরায় চ ॥ ৩৬
আদেশো দীয়তাং মহ্যং কিং করোম্যসুরার্দ্দন।
অনিরুদ্ধস্তু তং প্রাহ ময়া সহ নৃপোত্তম ॥ ৩৭
শত্রুভ্যশ্চ মিত্রহয়ং পালয় ত্বং হি মামকম্ ॥ ৩৮

গর্গ উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা তথেত্যুক্ত্বা নৃপো নৃপ।
নীলধ্বজায় রাজ্যন্তু দত্ত্বা গন্তুং মনো দধে ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমদ্গার্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্র-সুমেরৌ বিজয়বর্ণনং নাম পঞ্চদশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

অথ মুক্তস্তু তুরগো দেশান্ সর্ব্বান্ বিলোকয়ন্।
উশীনরে চ বিষয়ে প্রাপ্তশ্চম্পাবতীং পুরীম্ ॥ ১
রাজ্ঞা হেমাঙ্গদেনাপি পালিতাং দুর্গমণ্ডিতাম্।
চাতুর্ব্বর্ণ্যজনাকীর্ণাং প্রাসাদৈঃ পরিবেষ্টিতাম্ ॥ ২
যত্র হেমাঙ্গদো রাজা পুত্রেণ হংসকেতুনা।
রাজ্যং করোতি সুকৃতী মহাশূরজনৈর্বৃতঃ ॥ ৩
গৃহীতস্তেন তুরগোঽনিরুদ্ধস্য মহাত্মনঃ।
স্বপুর্য্যাং নীলয়া রাজন্ যাদবানগণয্য চ ॥ ৪
বদ্ধা হেমাঙ্গদো রাজা স্বর্ণদাম্না চ বাজিনম্।
দ্বারেষু চ কপাটাদীন্ দত্ত্বা ক্রোধেন পূরিতঃ ॥ ৫
যাদবানাং বিনাশায় দুর্গভিত্তিষু মানদ।
শতঘ্নশ্চ দ্বিলক্ষাণি ধৃত্বা যুদ্ধায় বৈ মনঃ ॥ ৬
ততঃ প্রাপ্তোঽনিরুদ্ধস্তু সসৈন্যোঽশ্বং বিলোকয়ন্।
চম্পাবত্যা হ্যুপবনে শিবিরোঽভূচ্চ তস্য বৈ ॥ ৭
অথ প্রদ্যুম্নতনয়স্তত্রাদৃষ্ট্বা তুরঙ্গমম্।
উদ্ধবং কৃষ্ণচন্দ্রস্য সখায়মিদমব্রবীৎ ॥ ৮

অনিরুদ্ধ উবাচ।

কস্যেয়ং নগরী মন্ত্রিন্ কেন নীতো হয়ো মম।
ত্বং জানাসি মহাবুদ্ধে কথয়স্ব বিচার্য্য চ ॥ ৯
ইত্থং নিশম্য তদ্বাক্যমুদ্ধবো বুদ্ধিমত্তমঃ।
জ্ঞাত্বা বার্ত্তাঞ্চ শত্রূণামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১০

নীল বলিলেন,—রাম, কৃষ্ণ ও মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে নমস্কার; সাত্বতপতি অনিরুদ্ধকে নমস্কার নমস্কার; হে অসুরমর্দ্দন! আদেশ করুন—আমি কি করিব? অনিরুদ্ধ বলিলেন,—হে নৃপবর মিত্র! আমার সহিত গমন করিয়া শত্রু হইতে মদীয় অশ্ব রক্ষা কর। গর্গ বলিলেন,—হে নৃপ। অনন্তর অনিরুদ্ধের বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রনীল 'তাহাই হউক' বলিয়া নীলধ্বজকে রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ৩২—৩৯।

অশ্বমেধখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—অনন্তর অনিরুদ্ধ অশ্বমোচনপূর্ব্বক সমস্ত দেশ দর্শন করিতে করিতে উশীনররাজ্যের চম্পাবতী পুরীতে উপনীত হইলেন; ঐ পুরী রাজা হেমাঙ্গদ কর্ত্তৃক পালিত এবং দুর্গমণ্ডিত, চাতুর্ব্বর্ণ্য জনাকীর্ণ ও প্রাসাদ পরিবেষ্টিত। সুকৃতী রাজা হেমাঙ্গদ পুত্র হংসকেতুর সহিত মহাশূর সৈন্যগণ দ্বারা চম্পাবতী পালন করে। হে মানদ! কোপপূরিত হেমাঙ্গদ যাদবগণকে অবজ্ঞাত করিয়া অবলীলাক্রমে মহাত্মা অনিরুদ্ধের অশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক স্বর্ণরজ্জু দ্বারা বন্ধন করত নিজ পুরীমধ্যে আবদ্ধ করিলেন এবং দুর্গদ্বার কবাট দ্বারা আবদ্ধ করিয়া যাদবগণের বিনাশের জন্য দুর্গভিত্তির উপর দ্বিলক্ষ শতঘ্নী লইয়া যুদ্ধার্থ অবস্থিত হইলেন। অনন্তর সসৈন্য অনিরুদ্ধ অশ্ব অন্বেষণে চম্পাবতীর উপবনে আসিয়া শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। যাদববর অনিরুদ্ধ অশ্ব দেখিতে না পাইয়া কৃষ্ণমিত্র উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—হে মন্ত্রিন্! এই নগরী কাহার? কে আমার অশ্ব গ্রহণ করিল? হে মহাবুদ্ধে! তুমি সবই বিদিত, অতএব বিচার করিয়া বল। অনিরুদ্ধের বাক্য শ্রবণে বুদ্ধিসত্তম উদ্ধব শত্রু-

উদ্ধব উবাচ ।

ইয়ং চম্পাবতী নাম্না নগরী দ্বারকেশ্বর ।
হংসধ্বজেন পুত্রেণ যত্র হেমাঙ্গদো নৃপঃ ॥ ১১
করোতি রাজ্যং তেনাপি গৃহীতস্তবগস্তব ।
এব রাজা মহাশূরো যজ্ঞাশ্বং ন দাস্যতি ॥ ১২
পুর্য্যাং স্থিত্বা ভুশুণ্ডীভির্বহুযুদ্ধং করিষ্যতি ।
ন নির্গমিষ্যতি বহির্যুদ্ধায় স নৃপঃ পুরাৎ ॥ ১৩
তস্মাত্তবেচ্ছা নৃপতে যথা ভূয়াত্তথা কুরু ।
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা স উবাচ রুষান্বিতঃ ॥ ১৪

অনিরুদ্ধ উবাচ ।

অহং সর্ব্বান্ হনিষ্যামি দুর্গযুক্তান্ বহূন্ দ্বিষঃ ।
লোহশক্তিসমৈর্বাণৈঃ প্রহরার্দ্ধেন সত্তম ॥ ১৫
ইত্থং তদ্বাক্যমাকর্ণ্য যাদবাঃ ক্রোধপূরিতাঃ ।
পুরীং হন্তুং যযুঃ শীঘ্রং মুঞ্চন্ বাণাংশ্চ কোটিশঃ
অন্ধকানাঞ্চ বাণৌঘৈঃ পুর্য্যাং কোলাহলোঽপ্যভূৎ
শত্রবঃ শঙ্কিতাঃ সর্ব্বে বীরা হংসধ্বজাদয়ঃ ॥ ১৭
ততো নৃপস্য বচনাদ্বীরাস্তে সাহসেন বৈ ।
দুর্গভিত্তিষথারুহ্য যাদবান্ দদৃশুর্বহিঃ ॥ ১৮
দৃষ্ট্বা তে চ ভয়ং প্রাপুঃ সন্নদ্ধান্ যদুপুঙ্গবান্ ।
শস্ত্রবর্ষং প্রকুর্ব্বতঃ সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডিতান্ ॥ ১৯
তেভ্যঃ শতঘ্নীর্ব্যসৃজংশ্চতুর্দিক্ষু চ বহ্নিনা ।
সর্ব্বানেব হনিষ্যামো ন দাস্যামো হয়ং ব্রুবন্ ॥২০
অথানিরুদ্ধসেনায়াং হাহাকারো মহানভূৎ ।
বিহ্বলা বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে শতঘ্নীভিঃ প্রতাড়িতাঃ ॥২১
সংছিন্নভিন্নসর্বাঙ্গাঃ কেচিদ্ যুদ্ধাৎ পলায়িতাঃ ।
কেচিন্মূর্চ্ছাগতা রাজন্ কেচিদ্বৈ নিধনং গতাঃ ॥
কেচিৎ প্রজ্বলিতা যুদ্ধে ভস্মীভূতাস্তথাপরে ।
কেচিদ্বৈ পাদহীনাশ্চ করহীনা বি-বাহবঃ ॥ ২৩
নিঃশস্ত্রাঃ পতিতাশ্চৈব কেচিজ্জ্বলিতকঞ্চুকাঃ ।
হা হেতিবাদিনঃ কেচিদ্রামকৃষ্ণেতি বাদিনঃ ॥২৪
শতঘ্নীভির্বিশীর্ণাঙ্গা গজাঃ কেচিন্মৃধাঙ্গনে ।
বিদ্রুবন্তশ্চ পতিতা মূর্চ্ছিতা নিধনং গতাঃ ॥ ২৫
উৎপতন্তো বিদ্রুবন্তশ্ছিন্নদেহাস্তুরঙ্গমাঃ ।
মৃধে মৃত্যুং গতাঃ কেচিদ্বিশীর্ণাঃ পতিতা রথাঃ ॥
অগ্নিনা পূরিতং সর্ব্বং যদুসৈন্যং ভয়ানকম্ ।

সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ১—১০। উদ্ধব বলিলেন,—হে দ্বারকেশ! এই পুরীর নাম চম্পাবতী, মহীপতি হেমাঙ্গদ পুত্র হংসকেতুর সহিত এখানে রাজ্য করেন, তিনিই তোমার তুরগ গ্রহণ করিয়াছেন। এই রাজ ও মহাশূর, অতএব যজ্ঞাশ্ব প্রদান করিবেন না। ইনি পুরীতে অবস্থিত হইয়া ভুশুণ্ডী দ্বারা মহাযুদ্ধ করিবেন, রাজা যুদ্ধার্থ পুরীর বাহির হইবেন না। অতএব হে নৃপ! তোমার যাহা ইচ্ছা কর। উদ্ধববাক্য শ্রবণে ক্রোধান্বিত অনিরুদ্ধ বলিলেন,—হে সত্তম! লৌহশক্তিতুল্য শরপ্রহারে অর্দ্ধপ্রহর মধ্যে দুর্গরক্ষিত বহু শত্রুসৈন্য নাশ করিব অনিরুদ্ধের বাক্য শ্রবণে কোটি কোটি যাদব-সৈন্য চম্পাবতী পুরী ধ্বংসের জন্য শর নিক্ষেপ করিতে করিতে সত্বর সমাগত হইল। অন্ধকগণের বাণবর্ষণে পুরীমধ্যে কোলাহল উত্থিত হইল, হংসধ্বজাদি শত্রু-বীরগণ শঙ্কিত হইলেন। অনন্তর নৃপবাক্যে সেই সকল বীর সাহস সহকারে দুর্গভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া যাদবগণকে দর্শন করিল; তাহারা মণ্ডলাকারে শস্ত্রবর্ষণকারী যুদ্ধোন্মত্ত বীর যাদবগণকে দেখিয়া ভীতিপ্রাপ্ত হইল, কিন্তু 'সকলকেই বিনাশ করিব, অশ্ব দিব না' বলিয়া তাহারা যাদবগণের প্রতি বহ্নিযুক্ত শতঘ্নী নিক্ষেপ করিল। অনন্তর অনিরুদ্ধ-সেনামধ্যে হাহাকার উত্থিত হইল, শতঘ্নীতাড়িত বৃষ্ণিগণ বিহ্বল হইয়া পড়িল, ছিন্ন-ভিন্নাঙ্গ হইয়া কেহ কেহ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল এবং হে রাজন্! কেহ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত ও কেহ কেহ গতাসু হইল। কেহ যুদ্ধে জ্বলিত, কেহ ভস্মীভূত, কেহ পাদহীন, কেহ বাহুহীন, কেহ নিঃশস্ত্র হইয়া পতিত হইল এবং কাহারও বর্ম্ম জ্বলিয়া উঠিল, সকলেই হাহাকার করিয়া 'হা কৃষ্ণ! হা রাম' করিতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রে শতঘ্নীর আঘাতে কোন কোন গজ বিশীর্ণাঙ্গ হইয়া পলায়িত, কোন গজ মূর্চ্ছিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ছিন্নদেহ তুরগগণ উল্লম্ফন ও পলায়ন করিল, কোন কোন অশ্ব সমরে গতাসু হইল;

দৃষ্ট্বানিরুদ্ধঃ সংগ্রামে শুশোচ সংস্মরন্ হরিম্।
ততঃ কৃষ্ণস্য কৃপয়া বুদ্ধিং প্রাপ্ত উষাপতিঃ।
প্রতিশার্ঙ্গং গৃহীত্বা বৈ নিষঙ্গাচ্ছরমেব চ ॥ ২৮
নীত্বা নিধায় কোদণ্ডে পর্জ্জন্যাস্ত্রং সমাদধে ॥২৯
বাণে প্রযুক্তে সতি বৈ বলাহকঃ
সমাগতো বৈ যদুসৈন্যমণ্ডলে।
জলং ববর্ষাথ যদূন্ প্রপালয়ন্
কৃপীটযোনিং কিল সান্ত্বয়ন্ নৃপ ॥ ৩০
ততস্তেঽগ্নিভয়ান্মুক্তাঃ শীতলাঙ্গাশ্চ বৃষ্ণয়ঃ।
শ্লাঘাং কৃত্বানিরুদ্ধস্য যুদ্ধং কর্ত্তুং সমুত্থিতাঃ ॥৩১
তান্ প্রত্যাহানিরুদ্ধস্তু হ্যহং যাস্যে পুরীং প্রতি
অশ্বেন পক্ষযুক্তেনৈকো বিজেতুং দ্বিষাং পতিম্
গর্গ উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য শাম্বাদ্যাঃ কৃষ্ণনন্দনাঃ।
প্রোচুঃ সর্ব্বে চ তং রাজন্নষ্টাদশ মহারথাঃ ॥ ৩৩
হরিপুত্রা ঊচুঃ।
গন্তুং নার্হসি ত্বং রাজন্ শত্রূণাং নগরীং প্রতি।
প্রযাস্যামো বয়ং সর্ব্বে বিজেতুং চাততায়িনম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা কুপিতাঃ সর্ব্বে সহসারুহ্য ঘোটকান্।
সপক্ষান্ ধন্বিনো বীরা দংশিতা যুদ্ধকোবিদাঃ ॥
উল্লঙ্ঘয়িত্বা প্রাকারং পুর্য্যাং প্রাপ্তা হরেঃ সুতাঃ
গত্বা জঘ্নুর্দ্বিষঃ সর্ব্বান্ বাণৈরুরগসন্নিভৈঃ ॥ [illegible]
স্তে শত্রবস্তু সহসা নৃপস্য বলশালিনঃ। [illegible]
যুদ্ধার্থে ধন্বিনঃ ক্রুদ্ধা আগতাঃ পদ্মকোটিশঃ [illegible]
[illegible]নাগতান্ বহুন্ বীরান্ কুপিতানুদ্যতায়ুধান্।
শাম্বো মধুর্বৃহদ্ভানুশ্চিত্রভানুর্বৃকোঽরুণঃ ॥ ৩৮
সংগ্রামজিৎ সুমিত্রশ্চ দীপ্তিমান্ ভানুরেব চ।
বেদবাহুঃ পুষ্করশ্চ শ্রুতদেবঃ সুনন্দনঃ ॥ ৩৯
বিরূপশ্চিত্রবাহুশ্চ ন্যগ্রোধশ্চ কবিস্তথা।
এতে কৃষ্ণসুতাঃ সর্ব্বে জঘ্নুর্বাণৈর্নিরীক্ষ্য চ ॥৪০
ততঃ পুর্য্যাঞ্চ বীরাণাং রুধিরেণ ভয়ঙ্করা।
নদী বভূব রাজেন্দ্র পুরদ্বারাদ্বিনিঃসৃতা ॥ ৪১
তামাগতাং নদীং ঘোরামনিরুদ্ধস্তু শঙ্কিতঃ।
প্রত্যুবাচ রুষা রাজন্মুখেন পরিশুষ্যতা ॥ ৪২
মৎপিতৃভ্রাতরঃ সর্ব্বে রণে কিং নিহতা অহো।

রথসমূহ বিশীর্ণ ও পতিত হইল, সমস্ত যাদব-সৈন্য ভয়ঙ্কর অনলে পরিব্যাপ্ত হইল। অনিরুদ্ধ তদ্দর্শনে সমরাঙ্গনে শোকে হরি স্মরণ করিলেন। ১১—২৭। অনন্তর কৃষ্ণকৃপায় অনিরুদ্ধের বুদ্ধির উদয় হইল, তিনি ধনু ধারণ করিয়া তূণ হইতে বাণ লইয়া পর্জ্জন্যাস্ত্র সন্ধান করিলেন। বাণ বিমুক্ত হইলে তাহা হইতে মেঘ নির্মুক্ত হইয়া যদুসৈন্যমণ্ডলে জলবর্ষণে অনল নির্ব্বাপিত করত যাদবগণকে রক্ষা করিল। হে নৃপ। অনন্তর অগ্নিভয়মুক্ত যাদবেরা শীতল হইয়া অনিরুদ্ধের প্রশংসা করিতে করিতে যুদ্ধার্থ পুনরায় উত্থিত হইল। অনিরুদ্ধ সৈন্যগণকে বলিলেন,—আমি পক্ষযুক্ত অশ্বারোহণে একাকী শত্রুজয়ার্থ পুরী মধ্যে প্রবেশ করিব। গর্গ বলিলেন,—হে রাজন্! অনিরুদ্ধের বাক্য শ্রবণে কৃষ্ণনন্দন শাম্বাদি অষ্টাদশ মহারথ তাঁহাকে কহিলেন। কৃষ্ণপুত্রগণ বলিলেন,—'হে রাজন্! তুমি একাকী শত্রুপুরে যাইতে পারিবে না, আমরা সেই আততায়ীকে জয় করিতে যাইব। এইরূপ বলিয়া কুপিত ধনুর্দ্ধারীগণ বর্ম্মাবৃত রণবিশারদ বীর কৃষ্ণতনয়গণ পক্ষযুক্ত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক প্রাকার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সর্পসদৃশ শরদ্বারা শত্রুগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। হে নৃপ! নৃপাদেশে এককোটি ক্রুদ্ধ ধনুর্দ্ধারী শত্রু-বীর সহসা সমরক্ষেত্রে সমাগত হইল। ২৮—৩৭। সমাগত সেই কুপিত উদ্যতাস্ত্র বহুবীর দর্শনে শাম্ব, মধু, বৃহদ্ভানু, চিত্রভানু, বৃক, অরুণ, সংগ্রামজিৎ, সুমিত্র, দীপ্তিমান, ভানু, বেদবাহু, পুষ্কর, শ্রুতদেব, সুনন্দন, বিরূপ, চিত্রবাহু, ন্যগ্রোধ ও কবি এই সকল কৃষ্ণতনয় শরনিকরে তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর পুরীমধ্যে বীরগণের ভয়ঙ্কর রুধিরনদী প্রবাহিত হইয়া পুরদ্বার দিয়া সেই শোণিত বাহির হইল; হে রাজন্! সেই ভীষণ শোণিত নদী দর্শনে শঙ্কিত অনিরুদ্ধের মুখ শুষ্ক হইল, তিনি রোষে কহিলেন,—অহো! আমার পিতা ভ্রাতা সকলেই কি রণে নিহত

তস্মাদস্মান্ প্লাবয়িতুং নদী ঘোরা সমাগতা ॥৪৩
এতামগ্নিময়ৈর্ব্বাণৈঃ শোষয়িষ্যে ন সংশয়ঃ।
পাতয়িষ্যামি নগরীমহং গিরিসমৈর্গজৈঃ ॥ ৪৪
ততোঽনিরুদ্ধবচনাদ্ধস্তিপৈর্নকহস্তিনঃ।
মহোচ্চাশ্চ মদোন্মত্তাঃ কজ্জলাদ্রিসমপ্রভাঃ ॥৪৫
করৈর্গুল্মান্ সমুৎপাট্য ক্ষেপয়ন্তশ্চ তৎপুরে।
কম্পয়ন্তো ভুবং পাদৈঃ পুরোপরি সমাগতাঃ ॥৪৬
গত্বা তে কুঞ্জরাঃ সর্ব্বে হেমাঙ্গদপুরীং রুষা।
সর্ব্বতঃ পাতয়ামাসুঃ শীঘ্রং কুম্ভস্থলৈর্নৃপ ॥ ৪৭
কপাটাঃ পতিতাঃ সর্ব্বে দ্বারাণাং দৃঢ়শৃঙ্খলাঃ।
দুর্গস্থ পতিতাঃ পুর্য্যাং গজৈঃ পাষাণভিত্তয়ঃ ॥
পাতয়িত্বা কপাটাদীন্ দুর্গঞ্চৈব হরের্গজাঃ।
পুর্য্যাং প্রাপ্তা নৃপশ্রেষ্ঠ রিপূণাং পাতয়ন্ গৃহান্
হাহাকারো মহানাসীচ্চম্পাবত্যাং তদৈব হি।
ভয়ভীতা জনাঃ সর্ব্বে নৃপাদ্যা বিস্ময়ং গতাঃ ॥
তদা তু ধর্ষিতো রাজা স্রজা বধ্বা করদ্বয়ম্।
সম্মুখে হরিপুত্রাণামাযযৌ পাহি মাং ব্রুবন্ ॥৫১
তমাগতং নৃপং বীক্ষ্য রণে শাম্বস্তু ধর্ম্মবিৎ।
ভ্রাতৄন্নিবারয়ামাস দীনহস্তাংশ্চ হস্তিপান্ ॥ ৫২
নিবারয়িত্বা সর্ব্বান্ স রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ৫২

শাম্ব উবাচ।

আগচ্ছ রাজন্ ভদ্রং তে নীত্বা মম তুরঙ্গমম্ ॥৫৩
গচ্ছানিরুদ্ধনিকটে ততঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি।
ইতি শ্রুত্বা স তদ্বাক্যং নীত্বা যজ্ঞতুরঙ্গমম্।
হরিপুত্রৈর্যুতো রাজা নিশ্চক্রাম পুরাদ্বহিঃ ॥ ৫৪
গত্বানিরুদ্ধনিকটে সাকং পুত্রেণ ভূপতিঃ।
হয়ং নিবেদয়ামাস স্বর্ণকোটিঞ্চ মানদ ॥ ৫৫
অনিরুদ্ধস্তু রাজেন্দ্র নীতিবিদ্দীনবৎসলঃ
তৎকরৌ মালয়া বদ্ধৌ মোচয়িত্বেদমব্রবীৎ ॥৫৬
ময়া সহ নৃপশ্রেষ্ঠ পালয়ৈনং তুরঙ্গমম্।
রাজন্যেভ্যশ্চ শত্রুভ্যঃ কৃষ্ণস্য প্রীতিহেতবে ॥৫৭

শ্রুত্বানিরুদ্ধস্য বচো মহাত্মা
হেমাঙ্গদো বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠঃ।
দত্বা চ রাজ্যং স্বসুতায় প্রীত্যা
গন্তুং মনস্তত্র চকার তেন ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্র-
সুমেরৌ চম্পাবতীবিজয়বর্ণনং নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

হইলেন? তাঁহাদের ভীষণ শোণিতনদী কি আমাদিগকে প্লাবিত করিতে আসিল? আমি নিঃসংশয়ে অগ্নিময় বাণে এই নদী শুষ্ক করিব এবং গিরিতুল্য গজগণদ্বারা এই নগরী পাতিত করিব। অনন্তর অনিরুদ্ধ বাক্যে মহোচ্চ মদোন্মত্ত কজ্জলাদ্রিতুল্য কৃষ্ণবর্ণ মহাবীর মাতঙ্গগণ শুণ্ডদ্বারা গুল্মসকল উৎপাটিত করত পুরমধ্যে ক্ষেপণ করিতে করিতে পাদ দ্বারা পৃথিবী কম্পিত করত পুরীর উপর আপতিত হইল। সে সকল করী রোষবশে সত্বর রাজ-পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মস্তক দ্বারা ইতস্ততঃ পুরী পাতিত করিল। গজগণ পুরীর দুর্গ দ্বারসমূহের দৃঢ় শৃঙ্খলযুক্ত কবাট সকল ও পাষাণ ভিত্তি পাতিত করিল। হে নৃপ! তাহারা এইরূপে দুর্গধ্বংস করিয়া রিপু-গণকে পাতিত করত পুরীমধ্যে উপনীত হইল। চম্পাবতী পুরীতে তখনই হাহাকার উঠিল, নৃপাদি জনগণ ভয়ভীত ও বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। ৩৮—৫০। তখন ভীত রাজা স্বীয় করদ্বয় মালা দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক হরি-তনয়গণের সম্মুখে সমাগত হইয়া বলিলেন,—আমাকে রক্ষা কর। তাঁহাকে আগত দেখিয়া সেই রণক্ষেত্রে ধর্ম্মবিৎ শাম্ব দীনহস্তী সমস্ত হস্তিরক্ষক ও ভ্রাতৃগণকে বারণ করত রাজাকে কহিলেন। শাম্ব বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! তোমার মঙ্গল হউক, আমাদের তুরঙ্গ লইয়া আগমন কর ও অনিরুদ্ধের নিকটে যাও, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। হে মানদ! শাম্ব-বাক্য শ্রবণে সপুত্র রাজা হেমাঙ্গদ যজ্ঞাশ্ব লইয়া কৃষ্ণতনয়গণের সহিত পুরীর বাহিরে আসিলেন এবং অনিরুদ্ধ সন্নিধানে গিয়া কোটি স্বর্ণসহ নিবেদন করিলেন। হে রাজেন্দ্র! নীতিবিৎ দীনবৎসল অনিরুদ্ধ তদীয় মালাবদ্ধ কর মোচন করত বলিলেন,—হে নৃপসত্তম! কৃষ্ণের প্রীতির জন্য আমার সহিত গমন

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীগর্গ উবাচ।

অথানিরুদ্ধস্য হয়ো বিমুক্তো
যদুপ্রবীরৈশ্চ মহোজ্জ্বলাঙ্গঃ।
উশীনরাখ্যান্ বরান্ প্রপশ্যন্
বিনির্গতঃ সোঽপি শনৈঃ শনৈশ্চ ॥ ১
এবং স বিচরন্ রাজন্ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে হয়োত্তমঃ।
নৃপৈশ্চ বহুভী রাজন্ গৃহীতশ্চ বিমোচিতঃ ॥ ২
ইন্দ্রনীলং জিতং শ্রুত্বা তথা হেমাঙ্গদং নৃপম্।
নৃপাশ্চান্যে মণ্ডলেশাঃ প্রাপ্তং ন জগৃহুর্হয়ম্ ॥ ৩
বীরহীনান্ বহূন্ দেশান্ বিলোক্য তুরগোত্তমঃ
যদৃচ্ছয়া নৃপশ্রেষ্ঠ স্ত্রীরাজ্যং তু জগাম হ। ॥ ৪
রাজন্যকন্যা কাচিদ্বৈ সুরূপা নাম সুন্দরী।
যত্রাপি রাজ্যং কুরুতে রাজা তত্র ন জীবতি ॥৫
যত্র দেশে স্ত্রিয়ং প্রাপ্য যস্তাং ভজতি কামতঃ
ঊর্দ্ধং সংবৎসরাদ্রাজান্ কদাচিৎ স ন জীবতি ॥
তৎপুরে তুরগো গত্বা হ্যুদ্যানে পুষ্পসঙ্কুলে।
লবঙ্গলতিকাবৃন্দে হ্যেলাগন্ধসমাকুলে ॥ ৭
পক্ষিভির্মধুরৈর্ঘুষ্টে স্থিতোঽভূচ্চিঞ্চিণীতলে।
দদৃশুঃ স্ত্রীজনাঃ সর্ব্বে শ্যামকর্ণং মনোহরম্ ॥ ৮
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা দ্রষ্টুং সমাগতাঃ।
হয়ং দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো গত্বা স্বামিনীমবদন্নৃপ ॥ ৯
শ্রুত্বা রাজ্ঞী রথে স্থিত্বা ছত্রচামরবীজিতা।
নারীকোটিসমাযুক্তা হয়ং দ্রষ্টুং সমাযযৌ ॥ ১০
অশ্বং দৃষ্ট্বা চ তৎপত্রং বাচয়িত্বা রুষান্বিতা।
পুনঃ পুরে হয়ং বদ্ধা যুদ্ধং কর্ত্তুং মনো দধে ॥১১
কাশ্চিন্নার্য্যো গজারূঢ়া রথারূঢ়াঃ সমাযযুঃ।
হয়ারূঢ়াস্তথা কাশ্চিদ্দংশিতাঃ শস্ত্রসংযুতাঃ ॥ ১২
তাঃ সর্ব্বাঃ কুপিতা বীক্ষ্য শস্ত্রবর্ষং প্রকুর্ব্বতীঃ।
আগতা অনিরুদ্ধস্য হেমাঙ্গদমুবাচ হ ॥ ১৩

করিয়া শত্রু রাজন্যগণ হইতে অশ্বরক্ষা কর। জ্ঞানিবর মহাত্মা হেমাঙ্গদ অনিরুদ্ধ-বাক্য শ্রবণে স্বীয় পুত্রকে রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক প্রীতি সহকারে তাঁহার সহিত গমন করিলেন।৫১-৫৮।

অশ্বমেধখণ্ডে যোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—অনন্তর যদুপ্রবর-বিমুক্ত মহোজ্জ্বলাঙ্গ অনিরুদ্ধাশ্ব মহাবীরগণকে দর্শন করিতে করিতে ধীরে ধীরে উশীনর দেশ হইতে বহির্গত হইল। হে রাজন্! অশ্ববর এইরূপে প্রতি রাজ্য বিচরণ করিল, অনেক নৃপতিই তাহাকে ধরিলেন, যাদবগণও বিমুক্ত করিতে লাগিলেন; নৃপতি ইন্দ্রনীল ও হেমাঙ্গদ পরাজিত হইয়াছেন শুনিয়া অন্যান্য মণ্ডলেশ্বর রাজারা আর তাহাকে পাইয়াও ধরিলেন না। হে নৃপবর! অশ্ববর বীরহীন বহু দেশ দর্শন করত যদৃচ্ছাক্রমে এক স্ত্রীরাজ্যে উপনীত হইল। কতিপয় সুন্দরী রাজকন্যা সে দেশ শাসন করেন, তথায় কোন রাজাই জীবিত থাকেন না। হে রাজন্! সে দেশের যে রাজা স্বেচ্ছায় নারীসেবা করেন, তিনি এক বৎসরের অধিক কখনও জীবিত থাকেন না। অশ্ব সেই পুরীর পুষ্পসঙ্কুল উদ্যানে উপনীত হইল, ঐ উদ্যান লবঙ্গলতিকাবৃন্দযুক্ত, এলাগন্ধসমাকুল, মধুরভাষী পক্ষিগণ কর্ত্তৃক মুখরিত; অশ্ব সেই উদ্যানের তিন্তিড়ি-তরুতলে গমন করিল। নারীগণ সেই শ্যামকর্ণ মনোহর অশ্ব দর্শন করিলেন; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ অশ্বদর্শনার্থ আগমন করিলেন,—হে নৃপ! অশ্বদর্শনে নারীগণ সেই কর্ত্রী-সমীপে গিয়া নিবেদন করিল। তচ্ছ্রবণে রাজ্ঞী ছত্র-চামর-বীজিত রথে আরোহণ-করত কোটি নারীসৈন্যে সমাবৃত হইয়া অশ্ব-দর্শনে আগমন করিলেন এবং অশ্বদর্শন ও তৎপত্র-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রোষবশে পুরমধ্যে অশ্ব-বন্ধনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলেন। কোন কোন নারী গজারোহণে, কোন কোন নারী রথ ও অশ্বারোহণে অস্ত্রশস্ত্রসহ বর্ম্মাবৃতদেহে আগমন করিলেন। ১—১২। সেই সকল কুপিত ও শস্ত্র-বর্ষণকারিণী রমণীগণকে দেখিয়া

অনিরুদ্ধ উবাচ।

রাজন্নেতাশ্চ কা নার্য্যো যুদ্ধং কর্ত্তুং সমাগতাঃ।
বিস্তরেণাপি কথয় যেন মে স্যাচ্ছিবং স্থিহ ॥১৪

হেমাঙ্গদ উবাচ।

অত্র দেশে চ কুরুতে রাজ্ঞী রাজ্যং নৃপেশ্বর।
ন জীবতি নৃপো রাজ্যে তস্মাৎ স্ত্রীভিঃ সমন্বিতা
হয়ং গৃহীত্বা তে সা চ সংগ্রামং কর্ত্তুমাগতা।
ইতি শ্রুত্বানিরুদ্ধস্তু রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ১৬

অনিরুদ্ধ উবাচ।

কস্মাৎ স্ত্রী কুরুতে রাজ্যং রাজা কস্মান্ন জীবতি
এতাং বিস্তরতো বার্ত্তাং যত্বং জানাসি তদ্বদ ॥
ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য রাজা হেমাঙ্গদোঽব্রবীৎ।
সংস্মরন্ যাজ্ঞবল্ক্যস্য স্বগুরোশ্চ পদাম্বুজম্ ॥ ১৮
যাদবেন্দ্র পুরাবৃত্তং যাজ্ঞবল্ক্যমুখাচ্ছ্রুতম্।
চম্পকায়াং ময়া পূর্ব্বং কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ১৯
পুরা কৃতযুগে রাজন্ তত্র দেশে বভূব হ।
নারীপাল ইতি খ্যাতো রাজা তু মণ্ডলেশ্বরঃ ॥২০
তস্যাসীন্মোহিনী ভার্য্যা সিংহলদ্বীপসম্ভবা।
পদ্মিনী হংসগমনা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ॥ ২১
তস্যাঃ সৌন্দর্য্যজলধৌ মগ্নো ভূত্বা মহীপতিঃ।
অহর্নিশমবিজ্ঞায় রেমে তাং শতবৎসরং ॥ ২২
ন চকার প্রজানাং বৈ ন্যায়ং কামেন মোহিতঃ।
তদা সর্ব্বাঃ প্রজা রাজন্ বভূবুর্দুঃখপীড়িতাঃ ॥২৩
প্রজানাং কদনং বীক্ষ্য মোহিনী নৃপবল্লভা।
ন্যায়ং চকার সর্ব্বাসাং স্বশক্ত্যা যাদবেশ্বর ॥ ২৪
একদা তং নৃপং দ্রষ্টুমষ্টাবক্রো মহামুনিঃ।
আজগাম নৃপস্তাপি প্রাপ্তশ্চান্তঃপুরে কিল ॥২৫
সমাগতং মুনিং দৃষ্ট্বা নৃপঃ স্ত্রীলগ্নমানসঃ।
বিজহাস কুরূপোঽয়ং কস্মাৎ প্রাপ্ত ইতি ব্রুবন্
ততো রুষা মুনিঃ প্রাহ শৃণু মূঢ় নপুংসক।
মুনীনাং স্ত্রীজিতো ভূত্বাপমানং কিং করিষ্যসি ॥
ত্বদ্দেশে চ সদা রাজ্যং নার্য্যঃ কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ
ন জীবতি নৃপো রাজ্যে তস্মাদ্গচ্ছ স্বমালয়াৎ ॥
অত্র দেশে স্ত্রিয়ং প্রাপ্য যস্তাং ভজতি নিত্যশঃ
স তু সম্বৎসরান্তে বৈ ন জীবতি ন সংশয়ঃ ॥২৯

অনিরুদ্ধ হেমাঙ্গদকে বলিলেন। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—হে রাজন্! যুদ্ধার্থ সমাগত এই সকল নারী কে? যুদ্ধে যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, তাহা বিস্তারপূর্ব্বক বল। হেমাঙ্গদ বলিলেন,—হে নৃপবর! এদেশে রমণী রাজত্ব করেন, এখানে রাজা জীবিত থাকেন না, তজ্জন্য রাজ্ঞী নারী সহায়ে রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। ঐ রাজ্ঞী আপনার অশ্বগ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ সমাগত হইয়াছেন। অনিরুদ্ধ তচ্ছ্রবণে হেমাঙ্গদকে কহিলেন। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—নারী কেন রাজ্য করেন, রাজা কেন জীবিত থাকেন না, তুমি যেরূপ জান, বিস্তারপূর্ব্বক তাহা বল। অনিরুদ্ধের তথাবিধ প্রশ্ন শুনিয়া রাজা হেমাঙ্গদ স্বীয় গুরু যাজ্ঞবল্ক্যের পাদপদ্মস্মরণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। হে যাদববর! আমি চম্পকায় যাজ্ঞবল্ক্যমুখে যে পুরাবৃত্ত শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাজন্! অতীত সত্যযুগে এইদেশে নারীপাল নামে বিখ্যাত এক মণ্ডলেশ্বর রাজা ছিলেন, তাঁহার মহিষী সিংহলদেশসম্ভবা মোহিনী পদ্মিনী হংসগমনা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা, তাহার সৌন্দর্য্য-জলধিমগ্ন মহীপতি দিবারাত্রি-জ্ঞানহীন হইয়া শত বৎসর তাঁহাতে রত হন, কামমোহিত মহীপতি প্রজার প্রতি ন্যায়নিয়োগে বিরত থাকেন। হে রাজন্! তখন প্রজাগণ দুঃখ পীড়িত হয়, প্রজার দুঃখ দর্শনে নৃপপ্রিয়া মহিষী মোহিনী স্বীয় শক্তি অনুসারে প্রজার প্রতি ন্যায় নিয়োগ করেন হে যাদবেশ্বর! একদা নৃপদর্শনে মহামুনি অষ্টাবক্র আসিয়া রাজার অন্তঃপুরে উপনীত হন। নারীলগ্নমনা নৃপতি তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া হাস্য করেন এবং বলেন,—এই কুরূপ কেন আসিল! ১৩—২৬। অনন্তর রুষ্ট অষ্টাবক্র বলিলেন,—হে মূঢ় নপুংসক! শ্রবণ কর। স্ত্রীজিত হইয়া মুনিগণের কেন অপমান করিতেছ? তোমার দেশে সদা সর্ব্বদা নারী রাজত্ব করিবে, রাজ্যে রাজা জীবিত থাকিবে না, অতএব গৃহ হইতে বহির্গত হও। এই দেশে যে কোন রাজা নিত্য স্ত্রী

ইত্যুক্ত্বা স্বাশ্রমং সোঽপি প্রযযৌ মুনিসত্তমঃ।
গতে মুনৌ নৃপস্তত্র ক্লীবোঽভূত্তস্য শাপতঃ ॥৩০
সর্ব্বং মুনিকৃতং জ্ঞাত্বা গর্হয়ামাস ভূপতিঃ।
আত্মানমাত্মনা চৈব স দীনো দুঃখদুঃখিতঃ ॥৩১

নারীপাল উবাচ।

কিং কৃতং মন্দভাগ্যেন স্ত্রীজিতেন ময়া হহো।
মুনীনাং পূজনং ত্যক্ত্বা তথা নিরয়যায়িনম্ ॥ ৩২
অদ্য মাং পাপিনং দুষ্টং যমদূতৈর্বিলোকিতম্।
দৃষ্ট্বা বৈতরণীযোগ্যং কঃ শক্ত্যা মোচয়িষ্যতি ॥
ইত্যুক্ত্বা স গৃহং ত্যক্ত্বা বিচচার বনে বনে।
ভজন্ বিমুক্তিদং বিষ্ণুং লেভে চান্তে হরেঃ পদম্
অত্র দেশে চ রাজানো রাজ্যং শাপভয়ান্বিতাঃ।
ন করিষ্যন্তি নার্য্যশ্চ করিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫

গর্গ উবাচ।

এবং তয়োঃ কথয়তোর্নার্য্যঃ ক্রুদ্ধাঃ সমাগতাঃ।
মুঞ্চন্ত্যো ধনুর্ভির্বাণান্ পুংশ্চল্যঃ ক্রোধপূরিতাঃ ॥
তাঃ স্ত্রীর্বীক্ষ্যানিরুদ্ধস্তু বিস্মিতোঽভূদ্ভয়ান্বিতঃ।
কথং করিষ্যে যুদ্ধং বৈ স্ত্রীভিঃ সার্দ্ধমিতি ব্রুবন্
তদৈব তস্য নিকটে সুরূপা মণ্ডলেশ্বরী।
স্ত্রীভিঃ প্রাপ্তা চানিরুদ্ধং দৃষ্ট্বা বচনমব্রবীৎ ॥৩৮

রাজ্ঞ্যুবাচ।

তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে বীর কুরু যুদ্ধং ময়া সহ।
সেনাযুক্তস্তথাপি ত্বং কিং শোচসি বৃথা রণে ॥৩৯
অহং ত্বাং মানিনং জিত্বা প্রধনে বৃষ্ণিভির্যুতম্।
ক্রীড়ামৃগং করিষ্যামি মদনজ্বরপীড়িতা ॥ ৪০
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বানিরুদ্ধো ভয়বিহ্বলঃ।
প্রত্যাহ দীনয়া বাচা সর্ব্ববিম্বগুলেশ্বরীম্ ॥ ৪১
তুরগং কৃষ্ণচন্দ্রস্য সর্ব্বদেবেশ্বরস্য চ।
মহ্যং প্রযচ্ছ হে রাজ্ঞি ক্রতোরর্থে নিজেচ্ছয়া ॥
নাহং করিষ্যে যুদ্ধং বৈ ত্বয়া সার্দ্ধং বরাননে।
গচ্ছ দ্বারাবতীং তস্মাদ্দর্শনার্থং হরেশ্চ বৈ ॥ ৪৩
যন্নামস্মরণাদ্ভদ্রে নরো যাতি কৃতার্থতাম্।
তস্য বৈ দর্শনস্যাপি ফলং কিং কথয়ামি তে ॥৪

সম্ভোগ করিবে, সে সংবৎসারান্তে অন্তকভবনে গমন করিবে, সংশয় নাই। গর্গ বলিলেন,—মুনিসত্তম অষ্টাবক্র এইরূপ বলিয়া স্বীয় আশ্রমে চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার শাপে তখনই নৃপতি ক্লীব হইলেন। ভূপতি সেই ব্যাপার মুনিকৃত জানিয়া আপনি আপনাকে নিন্দা করত দীন ও দুঃখিত হইলেন। নারীপাল বলিলেন,—অহো! আমি অজিতেন্দ্রিয় মন্দভাগ্য, আমি কি করিলাম। মুনির পূজা না করিয়া নরকগামী হইলাম, আমি দুষ্ট পাপী যমদূতের দর্শনযোগ্য ও বৈতরণী-নদীমগ্ন, কে আমাকে স্বীয় শক্তি দ্বারা মুক্ত করিবে? ইহা বলিয়া রাজা গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে বনে বিচরণ করত বিমুক্তিপ্রদ বিষ্ণুপদ সেবা করিতে করিতে অন্তে হরিপদ প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি শাপভয়ে কোন নৃপতি এখানে রাজ্য করেন না, নারীগণই নিঃসংশয়ে রাজ্য করিয়া থাকেন। গর্গ বলিলেন,—তাঁহারা এইরূপ বলিতে থাকিলে নারীগণ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত হইলেন এবং ক্রোধপূরিত নারীরা ধনু হইতে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনিরুদ্ধ তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিস্মিত ও ভয়ান্বিত হইলেন এবং বলিলেন,—কিরূপে নারীগণের সহিত যুদ্ধ করিব। তখনই তাঁহার সম্মুখে সুন্দরী মণ্ডলেশ্বরী নারীগণসহ সমাগত হইয়া অনিরুদ্ধকে দর্শনপূর্ব্বক বলিলেন। ২৭—৩৮। রাজ্ঞী বলিলেন,—হে বীর! রণে থাক থাক, আমার সহিত যুদ্ধ কর। তুমি সেনাসমন্বিত হইয়াও বৃথা কেন ভয় করিতেছ? তুমি বৃষ্ণিসৈন্যযুক্ত অভিমানী বীর, কামজ্বর-পীড়িতা আমি তোমাকে যুদ্ধে জয় করিয়া ক্রীড়ামৃগ করিব। অনিরুদ্ধ তাঁহার বাক্য শ্রবণে ভয়বিহ্বল হইলেন এবং দীনবাক্যে সেই মণ্ডলেশ্বরীকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে রাজ্ঞি! সর্ব্বদেবদেব কৃষ্ণচন্দ্রের অশ্ব অশ্বমেধ নির্ব্বাহার্থ আমাকে প্রদান করুন। হে বরাননে! আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব না। আপনি কৃষ্ণদর্শনার্থ দ্বারকায় গমন করুন। হে ভদ্রে! তাঁহার নাম স্মরণে মানব কৃতার্থ হয়। তাঁহার দর্শনফল আমি আর কি

ইতি সা চানিরুদ্ধেন বোধিতা নিপুণেন বৈ।
পূর্ববার্ত্তং স্মরন্ প্রাহ ব্রাহ্মণং মোহিনী যথা।

স্বরূপোবাচ।

অহং পুরাভবং দেব স্বর্বেশ্যা পূর্ব্বজন্মনি।
মোহিনী নাম বিখ্যাতা কঞ্জাঙ্গী কঞ্জলোচনা॥ ৪৬
একদা হংসযানেন ব্রজন্তং পদ্মসম্ভবম্।
দৃষ্ট্বা তন্নিকটে গত্বা ভজ মামিত্যুবাচ হ॥ ৪৭
যদা ন জগৃহে ব্রহ্মা শাপং দত্বা তদা হ্যহম্।
গত্বা ককুদ্মতীতীরে চকার দুষ্করং তপঃ॥ ৪৮
তপসা তোষিতো ব্রহ্মা তপোঽন্তে চ সমাগতঃ
তপস্বিনীং প্রসন্নাত্মা বরং ব্রূহীত্যুবাচ হ॥ ৪৯
তচ্ছ্রুত্বা মোহিনী প্রাহ দেবদেব নমোঽস্তু তে।
বরং বরয় লোকেশ দীনাং মাং তপসি স্থিতাম্॥
যদি মাং ত্বং ন গৃহ্লাসি দুঃখিতাং শরণাগতাম্।
তদা রোষেণ ত্যক্ষ্যামি তপসা চ কৃশাং তনুম্॥
ইতি শ্রুত্বা বিধিঃ প্রাহ শোকং মা কুরু ভামিনি
অন্যজন্মনি তে ভদ্রে ভবিষ্যতি মনোরথঃ॥ ৫২
অহং পৌত্রো ভবিষ্যামি দ্বারকায়াং হরেশ্চ বৈ।
সুবর্ণশ্চানিরুদ্ধাখ্যঃ স্ত্রীরাজ্যে ত্বং ভবিষ্যসি॥ ৫৩
ততো গৃহ্লামি ত্বাং ভদ্রে নানৃতং বচনং মম।
ইতি শ্রুত্বা চ তদ্বাক্যং জাতাহং পৃথিবীতলে।
ব্রহ্মা ত্বং যাদবশ্রেষ্ঠ মদর্থে চ সমাগতঃ॥ ৫৪

গর্গ উবাচ।

বাক্যং তস্যাঃ সমাকর্ণ্য যাদবা বিস্ময়ং যযুঃ।
অনিরুদ্ধস্তু ধর্ম্মাত্মা প্রত্যাহ বিমলং বচঃ॥ ৫৫

অনিরুদ্ধ উবাচ।

গচ্ছ শ্রীদ্বারকাং ভদ্রে তত্র গৃহ্লামি ত্বাং প্রিয়াম্
অদ্য যাস্যামি তুরগং রাজন্যেভ্যশ্চ পালয়ন্॥ ৫৬
ততঃ সা তস্য বাক্যেন প্রমীলাং মন্ত্রিণীং বরাম্।
রাজ্যে কৃত্বা তুরঙ্গঞ্চ দত্বা দ্বারবতীং যযৌ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমদ্গার্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ স্ত্রীরাজ্যবিজয়ো নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

বলিব? নিপুণ অনিরুদ্ধ এইরূপ বলিলে, মোহিনী পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার মোহিনীর মত বলিতে লাগিলেন। স্বরূপা বলিলেন,—হে দেব! আমি পূর্ব্বকালে স্বর্গবেশ্যা ছিলাম, তথায় নাম ছিল মোহিনী, আমি কমলাঙ্গী কমললোচনা ছিলাম। একদা হংসারোহণে চতুরানন যাইতেছিলেন, আমি তাঁহার নিকটে গিয়া কহিলাম,—আমাকে ভজনা করুন। অনন্তর তিনি যখন আমায় গ্রহণ করিলেন না, তখন আমি তাঁহাকে শাপ দিয়া ককুদ্মতীরে গমনপূর্ব্বক দুষ্কর তপস্যা করিলাম। আমার তপস্যা পূর্ণ হইলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া আমার নিকট আসিলেন এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—তপস্বিনি! বর গ্রহণ কর। তচ্ছ্রবণে আমি বলিলাম,—হে দেবদেব! আপনাকে নমস্কার। আমি দীনা তপস্বিনী, হে লোকেশ! আমাকে বরণ করুন। আমি দুঃখিতা শরণাগতা, যদি আপনি আমাকে গ্রহণ না করেন, তবে আমি রোষবশে তপস্যা করিয়া কৃশতনু ত্যাগ করিব। ৩৯—৫১। ইহা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ভামিনি! শোক করিও না। হে ভদ্রে অন্য জন্মে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। আমি অনিরুদ্ধ নামে হরির পৌত্র হইয়া দ্বারকায় জন্মগ্রহণ করিব, তুমি নারীরাজ্যের রাজ্ঞী হইবে, হে ভদ্রে! আমি সেই সময়ে তোমাকে গ্রহণ করিব, আমার বাক্য মিথ্যা নহে। আমি ব্রহ্মার সেই বাক্য শুনিয়া পৃথিবীতলে জন্মিয়াছি, আর হে যাদববর! তুমি ব্রহ্মাও আমার নিমিত্ত এইস্থানে উপস্থিত। গর্গ বলিলেন,—রাজ্ঞীর বাক্য শ্রবণে যাদবগণ বিস্মিত হইলেন, অনিরুদ্ধ বিমল বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—হে ভদ্রে! তুমি দ্বারকায় গমন কর, আমি তোমাকে তথায় পত্নীরূপে গ্রহণ করিব। অনন্তর অনিরুদ্ধ বাক্যে রাজ্ঞী প্রধানা মন্ত্রিণী প্রমীলাকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়া অশ্ব প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক দ্বারকায় গমন করিলেন। ৫২—৫৭।

অশ্বমেধখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

গর্গ উবাচ।

অথ মুক্তোঽনিরুদ্ধেন ক্রতোর্বাজী পয়ঃপ্রভঃ।
সিংহলদ্বীপনিকটে বিচচার যদৃচ্ছয়া ॥ ১
তৃষার্ত্তস্তুরগস্তত্র দৃষ্ট্বা বাপীং জলান্বিতাম্।
বৃক্ষৈশ্চ বহুভির্গুপ্তাং দৃষ্ট্বা তোয়ং পপৌ স্বয়ম্
বাপ্যামশ্বং বিলোক্যাথ ভীষণো নাম রাক্ষসঃ।
বাচয়িত্বা চ তৎপত্রং জগ্রাহ তুরগং মুদা ॥ ৩
তদৈব যাদবাঃ সর্ব্বে তং পশ্যন্তঃ সমাগতাঃ।
রাক্ষসেন গৃহীতং বৈ দদৃশুঃ ক্রতুবাজিনম্।
ততস্তে কৌণপং প্রাহুর্যাদবা যুদ্ধশালিনঃ ॥ ৪

যাদবা উচুঃ।

কস্ত্বং শ্রীযাদবেন্দ্রস্য হ্যুগ্রসেনস্য ভূপতেঃ ॥ ৫
সিংহবস্তং ক্রোষ্টুরিব হয়ং নীত্বা ক্ব যাস্যসি।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণং ধূর্ত্ত অস্মাভিঃ কুরু ধৈর্য্যতঃ ॥ ৬
তুরগং মোচয়িষ্যামো হনিষ্যামো রণে চ ত্বাম্।
শকুনির্ভ্রাতৃসহিতো নরকো বাণ এব চ ॥ ৭
কলঙ্কশ্চৈব রাজান এতেঽস্মাভির্বিনাশিতাঃ।
তস্মান্ন গণয়িষ্যামো যুদ্ধে ত্বাং চ তৃণোপমম্।
গচ্ছ গচ্ছ হয়ং দত্ত্বা ঘাতয়ামো নচেদ্ বয়ম্।
তেষাং ভাষিতমাকর্ণ্য ভীষণো ভূরিভীষণঃ।
শূলী গদাধরঃ খড্গী তান্ প্রত্যাহ রুষান্বিতঃ ॥ ৯

ভীষণ উবাচ।

কে যূয়ং প্রতিযোদ্ধারো মম ভক্ষ্যা নরাঃ স্মৃতাঃ
সম্মুখে রাক্ষসানাং তে কিং করিষ্যতি পৌরুষম্
যদা বিশ্বজিতং যজ্ঞং যাদবেন কৃতং পুরা ॥ ১১
তদাহং কৌণপান্নেতুং লঙ্কায়াঞ্চ গতঃ কিল।
যদাহং রাক্ষসানীত্বা স্বপুর্য্যাঞ্চ সমাগতঃ ॥ ১২
তদাশৃণোন্নারদাদ্বৈ যজ্ঞং পূর্ণং বভূব হ।
পুনর্বৈ হয়মেধস্য প্রয়াসশ্চ বৃথা কৃতঃ ॥ ১৩
যুষ্মৎসু মদ্‌গৃহীতঞ্চ তুরগং মোচয়ন্তি কে।
তস্মাদ্ধয়াশাং ত্যক্ত্বা তু যূয়ং গচ্ছত গচ্ছত ॥ ১৪
ন চেৎ সর্ব্বান্ প্রভক্ষন্তি চতুর্লক্ষা মমানুগাঃ।
অত্র স্থানাৎ সমুদ্রে তু পুরী দ্বাদশযোজনে ॥ ১৫

অষ্টাদশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—অনন্তর অনিরুদ্ধ মুক্ত পয়ঃপ্রভ অশ্বমেধাশ্ব সিংহল দ্বীপে যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছিল, সে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া একটী বহু বৃক্ষব্যাপ্ত জলপূর্ণ বাপী দর্শনে তাহাতে জল পান করে। জলাশয়ে অশ্ব দর্শন করিয়া ভীষণ নামক এক রাক্ষস তাহার ললাটস্থ পত্র পড়িয়া তাহাকে গ্রহণ করিল! তখনই যাদবগণ তাহা দেখিতে পাইয়া সমাগত হইলেন এবং দেখিলেন,—রাক্ষস যজ্ঞাশ্ব গ্রহণ করিয়াছে। অনন্তর যুদ্ধার্থ যাদবেরা রাক্ষসকে কহিলেন। যাদবগণ বলিলেন,—তুই কে? যাদবরাজ উগ্রসেনের যজ্ঞাশ্ব সিংহের বস্তু শৃগালের ন্যায় গ্রহণ করিয়া কোথায় যাইতেছিস্। রে ধূর্ত্ত! থাক্ থাক্, ধৈর্য্যধারণ করিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ কর। তোকে সমরে নিহত করিয়া আমরা যজ্ঞাশ্ব মোচন করিব। ভ্রাতৃগণসহ শকুনি, নরক, বাণ এবং কলঙ্ক এই সকল অসুররাজ আমরা যমসদনে প্রেরণ করিয়াছি, অতএব সমরে তৃণের ন্যায় তোকে গণনা করি না। অশ্ব অর্পণ করিয়া গমন কর, অন্যথা তোকে নিহত করিব। সুরভীষণ সেই ভীষণ রাক্ষস তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া শূল, গদা ও অসি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিল। ১—৯। ভীষণ বলিল,—তোমরা কে? আমার সহিত কি যুদ্ধ করিবে? তোমরা যে আমার ভক্ষ্য নর। রাক্ষসের সম্মুখে কি আর পুরুষকার প্রদর্শন করিবে? পূর্ব্বে যখন যাদবরাজ রাজসূয় করিয়াছিল, তখন আমি রাক্ষস সংগ্রহের জন্য লঙ্কায় গিয়াছিলাম, তারপর রাক্ষসগণকে লইয়া নিজপুরে উপনীত হইলে নারদ মুখে শুনিলাম,—যজ্ঞ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তোমরা পুনরায় বৃথা অশ্বমেধ প্রয়াস করিতেছ; আমি যে অশ্ব গ্রহণ করিয়াছি, তোমাদের মধ্যে কে তাহা মোচন করিবে? অতএব অশ্বের আশা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। অন্যথা আমার চারি লক্ষ অনুচর রাক্ষস তোমাদিগকে ভক্ষণ করিবে। এই স্থান হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত দ্বাদশ

উপলব্ধা চ নাম্না বৈ বর্ত্ততে মম নির্ম্মিতা।
নিশাচরগণৈর্যুক্তা সর্পৈর্ভোগবতী যথা॥ ১৬
ইত্যুক্ত্বা স হয়ং নীত্বা সহসা স্বপুরীং যযৌ
আকাশমার্গেণ নৃপ শোকং চক্রুশ্চ যাদবাঃ॥ ১৭
অনিরুদ্ধস্ততঃ প্রাহ ভোজরাজতুরঙ্গমম্।
নিশাচরেণ নীতং বৈ মোচয়ামো বয়ং কথম্॥ ১৮
ইতি শ্রুত্বা চ শাম্বাদ্যাঃ প্রত্যাহুর্নয়কোবিদাঃ।
শোকং মা কুরু তে রাজন্ স্থিতেষস্মাসু কিং ভয়ম্॥ ১৯
হয়াঃ সপক্ষাস্ত্বৎসৈন্যে বিমানানি শরাস্তথা।
শূরাঃ সন্তি মহাবীরা লোকত্রয়জিগীষবঃ॥ ২০
অশ্বৈর্বয়ং গমিষ্যামো সেতুং কৃত্বাথবা শরৈঃ।
বিষ্ণুদত্তেন বা রাজন্ শত্রূণাং নগরীং প্রতি॥২১
সর্ব্বেষাং বচনং শ্রুত্বানিরুদ্ধো ধন্বিনাং বরঃ।
উদ্ধবং মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠং সমাহূয়েদমব্রবীৎ॥ ২২

অনিরুদ্ধ উবাচ।

কিং করিষ্যাম্যহং মন্ত্রিন্ শ্যামকর্ণে গতে সতি।
যজ্ঞাসনে ভগবতা প্রেরিতোঽহং বদস্ব তৎ॥২৩
মৎপিতৃভ্রাতরঃ সর্ব্বে উপায়ং প্রবদন্তি হি॥
যদি দাস্যসি ত্বং চাজ্ঞাং তদা সর্ব্বং করোম্যহম্॥
উদ্ধবস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ বিলজ্জিতঃ।
অহং কৃষ্ণস্য পুত্রাণাং পৌত্রাণাঞ্চ বিশেষতঃ॥২৫
সদা দাসোঽস্মি নিতরামাজ্ঞাবর্ত্তী বদামি কিম্।
যদিচ্ছা তব চৈতেষাং কুরু সা চ ভবিষ্যতি॥ ২৬
ততঃ প্রাহানিরুদ্ধস্তু যাস্যেঽহং দৈত্যপত্তনম্।
অক্ষৌহিণীদশযুতো বিষ্ণুদত্তেন যাদবাঃ॥ ২৭
সারণঃ কৃতবর্ম্মা চ যুযুধানশ্চ সাত্যকিঃ।
অক্রূরসহিতা এতে সেনাং রক্ষন্তু চাত্র হি॥ ২৮
ইত্যুক্ত্বা স বিমানং স্বারুরোহ সহ সেনয়া।
অষ্টাদশৈর্হরেঃ পুত্রৈরুদ্ধবেন গদেন চ॥ ২৯
রেজে ততো ভাস্করবিম্বতুল্যং
ধনেশযানং স্ববলেন নীতম্।
শ্রীকৃষ্ণপৌত্রেণ যদুপ্রবীরৈ-
র্যথা চ রামেণ পুরা কপীন্দ্রৈঃ॥ ৩০

ইতি শ্রীগর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে সুমেরৌ বিমানগমনং নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

যোজন বিস্তৃত স্থানে উপলব্ধা নামে আমার নির্ম্মিত এক পুরী আছে, নিশাচরগণযুক্ত ঐ পুরী সর্পবেষ্টিতা ভোগবতীর ন্যায় প্রতিভাত। হে নৃপ! ভীষণ এইরূপ বলিয়া অশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক সহসা গগনমার্গে নিজপুরে গমন করিল, যাদবগণ শোক করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনিরুদ্ধ বলিলেন,—উগ্রসেনের যজ্ঞাশ্ব রাক্ষস কর্ত্তৃক গৃহীত হইল, আমরা কেমন করিয়া তাহাকে মুক্ত করিব? অনিরুদ্ধের এই কথা শুনিয়া নীতিবিশারদ শাম্বাদি বলিলেন,—হে রাজন্! শোক করিও না, আমরা থাকিতে তোমার ভয় কি? তোমার সৈন্য মধ্যে পক্ষযুক্ত অশ্ব, বিমান, বাণ ও লোকত্রয়জয়ী শূর বীরগণ বিদ্যমান, হে রাজন্! অশ্বারোহণে আমরা বিষ্ণুদত্ত বাণে সেতুবন্ধন করিয়া শত্রুর পুরী মধ্যে প্রবেশ করিব। শাম্বাদি সকলের বাক্য শুনিয়া ধন্বিবর অনিরুদ্ধ মন্ত্রিবর উদ্ধবকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন। ১০—২২। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—হে মন্ত্রিন্! যজ্ঞাশ্ব চলিয়া গিয়াছে, ভগবান্ কৃষ্ণ তোমার রক্ষণাবেক্ষণে আমাকে পাঠাইয়াছেন, অতএব কর্ত্তব্য কি বল। আমার পিতা ভ্রাতা যে উপায় বলিতেছেন, তুমি অনুমতি দিলে সে সকল করিতে পারি। অনিরুদ্ধের বাক্যে উদ্ধব বিলজ্জিত হইয়া বলিলেন,—আমি কৃষ্ণপুত্র বিশেষতঃ পৌত্রগণের সর্ব্বদা দাস ও অত্যন্ত আজ্ঞাবর্ত্তী, আমি আর কি বলিব! এ বিষয়ে তুমি যে বাসনা করিবে, তাহাই হইবে। অনন্তর অনিরুদ্ধ বলিলেন,—আমি বিষ্ণুদত্ত দশ অক্ষৌহিণী সেনাসহ রাক্ষস পুরে গমন করিব। এখানে সারণ, কৃতবর্ম্মা, যুযুধান ও সাত্যকি প্রভৃতি যাদবগণ অক্রূরের সহিত এই সকল সেনারক্ষা করুন। অনিরুদ্ধ এইরূপ বলিয়া সসৈন্য বিমানারোহণ করিলেন, অষ্টাদশ কৃষ্ণতনয় গদ এবং উদ্ধব তাঁহার সঙ্গী হইলেন। সবেগে বিমান চলিতে থাকিলে তাহা সূর্য্যবিম্ব অথবা কুবের যানের

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

গর্গ উবাচ ।

অথ রুক্মবতীপুত্রো মহত্যা সেনয়া বৃতঃ ।
উপলঙ্কাং বিমানেন প্রযযৌ ধনদো যথা ॥ ১
যদুভিস্তত্র গত্বা স শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ।
বভঞ্জ নগরং রাজন্ বনান্যুপবনানি চ ॥ ২
ক্রীড়াস্থানানি দ্বারাণি সদনাট্টালতোলিকাঃ ।
গোপুরাণি বিমানাগ্রাণ্যপেতুঃ শস্ত্রবৃষ্টয়ঃ ॥ ৩
মুসলাঃ শক্তয়শ্চৈব পরিঘাশ্চ শরাঃ শিলাঃ ।
চণ্ডবায়ুরভূদ্রাজন্ রজসাচ্ছাদিতা দিশঃ ॥ ৪
ইত্যৰ্দ্দ্যমানা যদুভির্ভীষণস্য পুরী ভৃশম্ ।
নাভ্যপদ্যত কল্যাণং যথা শাল্বৈশ্চ দ্বারকা ॥ ৫
হাহাকারস্তদৈবাসীন্নগর্য্যাং নৃপসত্তম ।

ন্যায় শোভিত হইল। যাদববীরগণ বেষ্টিত অনিরুদ্ধ পূর্ব্বকালীন কপি-পরিবৃত রামের মত শোভা ধারণ করিলেন। ২৩—৩০ ।

অশ্বমেধখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ অধ্যায় ।

গর্গ বলিলেন,—অনন্তর মহাসেনাবৃত অনিরুদ্ধ বিমানারোহণে মেঘের ন্যায় উপলঙ্কায় উপনীত হইলেন। হে রাজন্। যাদবেরা সেখানে গমন করিয়া আশীবিষোপম শরনিকরদ্বারা বন ও উপবনসহ নগরী ধ্বংস করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র ক্রীড়াস্থান, দ্বার, প্রাসাদ, অট্টালিকা, তোরণ, গোপুর ও বিমানশ্রেণী পতিত হইল। অসংখ্য শস্ত্র, মুষল, শক্তি, পরিঘ, বাণ ও শিলাবৃষ্টি চলিল। হে রাজন্! প্রচণ্ড প্রভঞ্জন বহিল, দিক্‌সকল অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। শাল্বপীড়িত দ্বারকার ন্যায় যাদবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে ভীষণের পুরী সাতিশয় প্রপীড়িত হইতে থাকিলে রাক্ষস কোনরূপ মঙ্গল দেখিতে পাইল না, হে নৃপসত্তম! তখনই নগরী মধ্যে হাহা-

অসুরা ভীষণাদ্যাশ্চ [illegible] ॥ ৬
বাধ্যমানাঞ্চ নগরীং দৃষ্ট্বা রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।
মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দত্বা রাক্ষসৈঃ সহ নির্যযৌ ॥ ৭
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং যাদবানাং নিশাচরৈঃ ।
তৎপুর্য্যাং চৈব লঙ্কায়াং কপীনাং রক্ষসাং যথা ॥
বৃষ্ণীনাং চৈব বাণৌঘৈ রাক্ষসাশ্ছিন্নকন্ধরাঃ ।
নিপেতুস্তে সমুদ্রে বৈ বৃক্ষা বাতহতা ইব ॥ ৯
কেচিৎ পৃথিব্যাং পতিতাঃ কেচিৎ পুর্য্যামধোমুখাঃ
কেচিদূর্দ্ধমুখা রাজন্ কেচিদ্বৈ পঞ্চতাং গতাঃ ॥১০
তত্র তেষাং শোণিতেন দুর্নদী চ ভয়ঙ্করা ।
বভূব সা চ দুস্পারা মহাবৈতরণী যথা ॥ ১১
তত্র তেষাং বলং বীক্ষ্য ভীষণো বিস্ময়ং গতঃ ।
তিরশ্চীনেন নেত্রেণ দৃষ্ট্বা প্রাহ যদূনিদম্ ॥ ১২
ভবদ্ভিশ্চ কৃতং যুদ্ধমাকাশান্নির্ব্বলৈরিব ।
অশ্লাঘনীয়ঞ্চ বৃথা যূয়ং মানং করিষ্যথ ॥ ১৩
যুষ্মাকং যদি দেহেষু শক্তিশ্চেদ্বিদ্যতে শৃণু ।
মহীতলে তদাগত্য ময়া কুরুত বৈ রণম্ ॥ ১৪

কার উত্থিত হইল, ভীষণাদি অসুরগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া গেল। রাক্ষসবর ভীষণ পুরী প্রপীড়িত দর্শনে 'ভয় নাই' বলিয়া অভয়দান পূর্ব্বক নিশাচরগণসহ নির্গত হইল। অনন্তর লঙ্কাপুরমধ্যে বানর রাক্ষসের যুদ্ধের ন্যায় যাদব রাক্ষসের ভীষণ সমর আরম্ভ হইল। যাদবগণের বাণে রাক্ষসেরা ছিন্ন-কন্ধর হইয়া বাতাহত বৃক্ষশ্রেণীর ন্যায় সমুদ্রমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! কেহ মৃত্তিকায় কেহ অধোমুখ ও ঊর্দ্ধমুখ হইয়া পুরমধ্যে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ১—১০। তাহাদের শোণিতে দুস্পার মহাবৈতরণীর ন্যায় ভীষণা কদাকারা নদী প্রবাহিত হইল। রণক্ষেত্রে ভীষণ তাঁহাদের সৈন্যদর্শনে বিস্মিত হইয়া গেল এবং বক্রদৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া যাদবগণকে বলিল,—তোমরা দুর্ব্বলের ন্যায় আকাশ হইতে যুদ্ধ করিতেছ, তোমাদের এ সমর প্রশংসনীয় নহে, তোমরা বৃথা মান করিতেছ। যদি তোমাদের দেহে বল থাকে, তবে

ইত্যাকর্ণ্য বচঃ সোঽপি কার্ষ্ণিজঃ করুণাময়ঃ।
বিমানং ভূতলে কৃত্বা প্রত্যুবাচ মহাসুরম্ ॥ ১৫
অনিরুদ্ধ উবাচ।
সহসা ত্বং ময়া সার্দ্ধং রণং কুরু মহারণে।
কিং বিচারেণ ভবতি ভয়ং ত্যক্ত্বা মহাসুর ॥ ১৬
ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য ভীষণো ভীমবিক্রমঃ।
ধনুষা পঞ্চ নারাচাংস্তস্যোপরি মুমোচ হ ॥ ১৭
অনিরুদ্ধো নিরীক্ষ্যাথ স্ববাণৈস্তান্ দ্বিধাকরোৎ
চিচ্ছেদ চ ধনুস্তস্য শরেণৈকেন লীলয়া ॥ ১৮
সোঽপ্যন্যং ধনুরাদায় সজ্জং কৃত্বা নিশাচরঃ।
সর্পাকারৈঃ শতশরৈর্জঘান কার্ষ্ণিনন্দনম্ ॥ ১৯
রথস্তু তস্য ভগ্নোঽভূৎসারথিঃ পঞ্চতাং গতঃ।
হয়া মৃত্যুং গতাঃ সর্ব্বে প্রাদ্যুম্নির্মূর্চ্ছিতোঽভবৎ ॥
তদৈব বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে স্ফুরিতাধরপল্লবাঃ।
স্বনাথং পতিতং দৃষ্ট্বা শরান্মুঞ্চন্ত আগতাঃ ॥ ২১
তানাগতান্ বহূন্ দৃষ্ট্বা চাপং হিত্বাসুরো রুষা।
গদয়া পোথয়ামাস দংষ্ট্রয়েব মৃগান্ হরিঃ ॥ ২২

গদাপ্রহারব্যথিতা যাদবাঃ পতিতা ভুবি।
সম্ভিন্নচ্ছিন্নসর্ব্বাঙ্গাঃ কেচিন্নিপতিতা রণে ॥ ২৩
ততো গৃহীত্বা স্বগদাং গদঃ সংকর্ষণানুজঃ।
তাড়য়ামাস সমরে ভীষণস্য চ মূর্দ্ধনি ॥ ২৪
গদাপ্রহারব্যথিতঃ স পপাত মহীতলে।
চালয়ন্ বসুধাং রাজন্ যথা বজ্রহতো গিরিঃ ॥ ২৫
ভীষণং পতিতং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিতং ভগ্নশীর্ষকম্।
অসুরাস্তে গদং হন্তুং প্রাপ্তাঃ শস্ত্রধরাঃ কিল ॥ ২৬
তান্ সর্ব্বান্ পোথয়ামাস গদয়া বজ্রকল্পয়া।
রামানুজো যথা রাজন্নসিংহো দংষ্ট্রয়া গজান্ ॥ ২৭
অথোত্থিতোঽনিরুদ্ধস্তু ব্রুবন্ ধন্বী ক্ষণেন বৈ।
ভীষণো মম শত্রুর্মে ক্ব গতঃ ক্ব গতঃ খলঃ ॥ ২৮
উত্থিতঞ্চ হরেঃ পৌত্রং দৃষ্ট্বা যাদবপুঙ্গবাঃ।
চক্রুর্জয়জয়ারাবং দেবাঃ সর্ব্বে চ হর্ষিতাঃ ॥ ২৯
ততো নারদবাক্যাদ্বৈ বকো নাম নিশাচরঃ।
ভীষণস্য পিতারণ্যাৎ ক্রুদ্ধস্তত্রাজগাম হ ॥ ৩০

শ্রবণ কর,—মহীতলে আসিয়া আমার সহিত সমর কর। করুণাময় প্রদ্যুম্নতনয় তাহা শুনিয়া ভূতলে বিমান অবতারিত করত মহাসুর ভীষণকে বলিলেন। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—হে মহাসুর! এই মহারণক্ষেত্রে এক্ষণেই তুমি ভয় ত্যাগ করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর। বিচারে আর আবশ্যক কি? ভীমবিক্রম ভীষণ তদ্বচনে অনিরুদ্ধের উপর ধনু হইতে পঞ্চ নারাচ মোচন করিল, তদ্দর্শনে অনিরুদ্ধ স্বীয় শরে তাহা দ্বিখণ্ডিত করিলেন এবং এক শরে অনায়াসে তাহার ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। নিশাচর ভীষণ অন্য ধনু গ্রহণ ও জ্যাযুক্ত করিয়া সর্পাকার শতশরে অনিরুদ্ধকে বিদ্ধ করিল, তাঁহার রথ ভগ্ন ও সারথি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত এবং অশ্ব গতাসু হইল, তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। প্রভুকে পতিত দর্শনে তখনই যাদবগণ ক্রোধে অধরপল্লব কম্পিত করত শরবর্ষণ করিতে করিতে সমাগত হইলেন। যুগপৎ বহু যাদবকে দেখিয়া অসুর রোষবশে ধনু পরিত্যাগপূর্ব্বক গদা-গ্রহণ করিল এবং সিংহ যেমন দণ্ড দ্বারা মৃগগণকে পাতিত করে, তদ্রূপ গদাদ্বারা তাঁহাদিগকে পাতিত করিল। গদাঘাত ব্যথায় যাদবেরা ভূতলে পতিত হইলেন, কেহ কেহ ভিন্নসর্ব্বাঙ্গ হইয়া রণভূমে পড়িয়া গেলেন। অনন্তর বলরামানুজ গদ স্বীয় গদাগ্রহণ করিয়া সমরে ভীষণের মস্তকে আঘাত করিলেন, হে রাজন্! ভীষণ গদাঘাতব্যথায় বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় পৃথিবী কম্পিত করিয়া ভূতলে পতিত হইল। ১১—২৫। ভীষণকে পতিত মূর্চ্ছিত ও ভিন্নমস্তক দেখিয়া শস্ত্রপাণি সহস্র সহস্র রাক্ষস গদকে নিহত করিবার জন্য সমাগত হইল। হে রাজন্! রামানুজ গদ বজ্রসদৃশ গদাদ্বারা দংষ্ট্রা দ্বারা নৃসিংহ যেমন গজগণকে পাতিত করেন, তদ্রূপ তাহাদিগকে পাতিত করিলেন। অনন্তর ধন্বিবর অনিরুদ্ধ ক্ষণকাল মধ্যে উঠিয়া বলিলেন,—আমার শত্রু খল ভীষণ কোথায় গেল? অনিরুদ্ধকে উত্থিত দেখিয়া যাদববরগণ জয় জয় ধ্বনি করিলেন, দেবগণ আনন্দিত হইলেন। অনন্তর নারদ-বাক্যে ভীষণের পিতা বক নামক

কজ্জলাদ্রিসমো রাজংস্তালবৃক্ষদশোচ্ছ্রিতঃ।
ললজ্জিহ্বশ্চ ভীমনেত্রস্ত্রিশূলী চ গদাধরঃ॥ ৩১
হস্তিনং বামহস্তেন গৃহীত্বা চ মুখেন বৈ।
প্রভক্ষন্ রুধিরাক্রান্তঃ পিশাচসদৃশো মহান্॥ ৩২
পদ্ভ্যাং তালপ্রমাণাভ্যাং কম্পয়ন্ পৃথিবীতলম্
ভয়প্রদশ্চ দেবানাং জনকালো ব্যদৃশ্যত॥ ৩৩
তমায়ান্তং বিলোক্যাথ শঙ্কিতাস্তত্র যাদবাঃ।
প্রোচুঃ পরস্পরং সর্ব্বে স্মরন্তঃ কৃষ্ণপৎ-কজম্॥

যাদবা ঊচুঃ।

কোঽয়ং মিত্রাণি গদত নিকটে চ সমাগতঃ।
মহাবীভৎসরূপী বৈ কৃতান্ত ইব নির্ভয়ঃ॥ ৩৫
ইতি ব্রুবৎসু সর্ব্বেষু আসীৎ কোলাহলো মহান্
প্রসন্নাস্তং নিরীক্ষ্যাথ বভূবুস্তে নিশাচরাঃ॥ ৩৬
ভীষণং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা বকো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
শুশোচ রাজন্ সংগ্রামে হা দৈবেতি মুহুর্বদন্॥৩৭
ততো মূর্চ্ছাং মুহূর্ত্তেন বিহায় ভীষণো নৃপ।
উত্থিতস্তু ব্রুবন্ বাক্যং গদঃ কুত্র গতো ভয়াৎ॥

নিশাচর ক্রুদ্ধ হইয়া অরণ্য হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিল। হে রাজন্! ঐ বক কজ্জলাদ্রি সদৃশ, দশ তাল তরুর স্থায় উচ্চ, লোলজিহ্ব, ভীষণনেত্র, শূল ও গদাধারী; মহা পিশাচ সদৃশ বক বাম হস্তে একটী হস্তী ধরিয়া মুখে দিয়া ভক্ষণ করিতেছে, শোণিত ধারায় তাহার দেহ আপ্লুত হইতেছে, দেবগণের ভীতিপ্রদ জনগণের যমস্বরূপ বক তালতরু তুল্য পদদ্বয়ে পৃথিবী কম্পিত করিয়া দেখা দিলে যাদবগণ তাহাকে দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন, তাঁহারা কৃষ্ণচরণ স্মরণ করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন। যাদবগণ বলিলেন,—হে মিত্রগণ! বল—মহাবীর বীভৎসরূপী দ্বিতীয় কৃতান্তের স্থায় এ কে নির্ভয়ে নিকটে আসিতেছে? যাদবগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে মহাকোলাহল উত্থিত হইল, নিশাচরেরা তাহাকে দেখিয়া 'আনন্দলাভ করিল। হে রাজন্! অনন্তর সেই রাক্ষস-প্রবর বক ভীষণকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া 'হা দৈব!' বলিয়া রণক্ষেত্রে শোক করিল। হে নৃপ! অনন্তর

স্বপুত্রমুত্থিতং দৃষ্ট্বা পুরুষাদস্তু হর্ষিতঃ।
আলিঙ্গ্যাশ্বাসয়ামাস সুবাক্যৈর্ব্বাক্যকোবিদঃ
ভীষণঃ পিতরং দৃষ্ট্বা সহায়ার্থং সমাগতম্।
নমশ্চক্রে মহারাজ ভূত্বা স চ প্রসন্নধীঃ॥

ইতি শ্রীগর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে সুমেরৌ বকাগমনং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥১৯॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ

গর্গ উবাচ।

অথাঽসুরাণাং মধ্যে বৈ স্থিত্বা রাজন্ রুষান্বিতঃ
অভিপ্রায়ং ভীষণঞ্চ বকঃ পপ্রচ্ছ রাক্ষসঃ॥ ১
কিমর্থং যাদবৈঃ সার্দ্ধং যুদ্ধমাসীত্তৃণোপমৈঃ।
ত্বং তু যত্র গতো মূর্চ্ছাং রাক্ষসা নিহতা অহো॥
ইত্যুক্তঃ স বকেনাপি ভূত্বা রাজন্নবাঙ্মুখঃ।
হয়মেধতুরঙ্গস্য বার্ত্তাং সর্ব্বামবর্ণয়ৎ॥ ৩

ভীষণ মুহূর্ত্তমধ্যে মোহ ত্যাগ করিয়া উঠিল এবং বলিল,—গদ ভয়ে কোথায় গেল? মানুষাশী বাক্য-বিশারদ বক স্বীয় তনয়কে উত্থিত দেখিয়া হৃষ্ট হইল এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া উত্তম বাক্যে আশ্বস্ত করিল। হে মহারাজ! ভীষণ পিতাকে সহায়ার্থ সমাগত দেখিয়া প্রসন্নমনে প্রণাম করিল। ২৬—৪০।

অশ্বমেধখণ্ডে ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশ অধ্যায়

গর্গ বলিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর রোষান্বিত রাক্ষস বক অসুরগণের মধ্যে অবস্থিত হইয়া ভীষণকে অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিল,—কি নিমিত্ত তৃণোপম যাদবগণের সহিত যুদ্ধ হইল—অহো! যে যুদ্ধে তুমি মূর্চ্ছিত ও নিশাচরগণ নিহত হইয়াছে। হে রাজন্! বক কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া ভীষণ অধোমুখে অশ্বমেধের অশ্বসম্বন্ধীয়

শ্রুত্বা পুত্রস্য বচনং গৃহীত্বা স্বগদাং বকঃ।
বিবেশ যদুসৈন্যে বৈ জ্বলনস্তু যথা বনে ॥ ৪
পদ্ভ্যাং মমর্দ্দ পাণিভ্যাং যাদবান্ সম্মুখে গতান্
ভুজাভ্যাং গদয়া সিংহো প্রসুপ্তাংশ্চ মৃগান্ যথা
হয়াংশ্চিক্ষেপ গগনে গজাংশ্চৈব রথাংস্তথা।
নরাংশ্চ ভক্ষয়ন্ যুদ্ধে শব্দং চক্রে বকো বলী ॥৬
ননাদ তেন লোকৈশ্চ বিশ্বং শব্দেন যাদব।
জাতা চ বধিরীভূতা পৃথিব্যাং জনমণ্ডলী ॥ ৭
অথ তস্যাপি যুদ্ধেন বিপরীতেন যাদবাঃ।
হাহেতি বাদিনঃ সর্ব্বে বভূবুঃ খিন্নমানসাঃ ॥
বাধ্যমানাঞ্চ স্বাং সেনাং রাক্ষসেন দুরাত্মনা।
ভৃশং নিরীক্ষ্য তপ্তোঽভূৎ শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ
গৃহীত্বা পঞ্চ নারাচান্ কোদণ্ডে চণ্ডবিক্রমঃ।
নিধায়াশু মুমোচাথ বকস্যোপরি মানদ ॥ ১০
তে বাণাস্তচ্ছরীরং বৈ ভিত্বা রাজন্ মহীতলম্ ।
বিবিশুস্তে তু গত্বা বৈ পপুর্ভোগবতীজলম্ ॥১১
স হতস্তু শরৈ রাজন্ পপাত চালয়ন্মহীম্ ।
পুনরুত্থায় চ বকো ননাদ জলদস্বনঃ ॥ ১২
পুনর্জাম্ববতীপুত্রো জঘ্নে তং পঞ্চভিঃ শরৈঃ।
তৈর্বাণৈর্বিভ্রমন্ সোঽপি লঙ্কায়াং নিপপাত হ ॥
আগত্য ত্রিশিখং রক্তত্রিশূলং জ্বলনপ্রভম্।
রাজন্ শাম্বায় চিক্ষেপ প্রসূনমিব হস্তিনে ॥ ১৪
ত্রিশূলমাগতং দৃষ্ট্বা শাম্বো বাণেন লীলয়া।
চিচ্ছেদ প্রধনে শীঘ্রং নগং নাগান্তকো যথা ॥১৫
ততো নীত্বা গদাং গুর্ব্বীং বকস্তু রণদুর্ম্মদঃ।
শাম্বস্য তুরগান্ রাজন্ জঘান সারথিং তথা ॥ ১৬
রথং চৈব পতাকাঞ্চ হত্বা শাম্বমুবাচ হ !
রথমস্যং সমারুহ্য যুদ্ধং কুরু ময়া সহ ॥ ১৭
বিরথং ত্বামধর্ম্মেণ ন হনিষ্যাম্যহং রণে।
ইতীরিতোঽসৌ দৈত্যেন হসন্ কিঞ্চিৎক্রুধান্বিতঃ
শীঘ্রং জঘান গদয়া হৃৎকপাটে বকস্য চ।
গদাহতো বকো যুদ্ধে কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ ॥ ১৯
অগণয্য ততঃ শাম্বং যদুসৈন্যে বিবেশ হ।

সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। পুত্রের বাক্য শুনিয়া বক বনে প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় স্বীয় গদা গ্রহণ করিয়া যদুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সিংহ কর্ত্তৃক প্রসুপ্ত মৃগমর্দ্দনের মত সম্মুখাগত যাদবগণকে পাণিপাদ দ্বারা মর্দ্দিত ও করদ্বয়-ধৃত গদাদ্বারা আহত করিতে লাগিল। বলবান্ বক গগনে গজ, রথ ও অশ্বসমূহ নিক্ষেপ এবং নরগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে মহাশব্দ করিল, হে যাদব ! সে শব্দে অখিল লোকসহ বিশ্ব বিকম্পিত হইল ; বসুধার জনমণ্ডলী বধির হইয়া গেল। অনন্তর তাহার বিপরীত যুদ্ধে যাদবগণ হাহাকার করিয়া খিন্নমনা হইলেন ; জাম্ববতীতনয় শাম্ব দুরাত্মা রাক্ষস কর্ত্তৃক স্বীয়সৈন্য অতিশয় প্রপীড়িত দেখিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং হে মানদ ! সেই প্রচণ্ডবিক্রম বীর কোদণ্ডে পঞ্চ নারাচ সন্ধান করিয়া সত্বর বকোপরি নিক্ষেপ করিলেন। হে রাজন্ ! সেই সকল শর বকদেহ ভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশপূর্ব্বক ভোগবতীর জলপান করিল। হে রাজন্ ! শরাহত বক বসুধা কম্পিত করিয়া পতিত হইল, কিন্তু সে পুনরায় উত্থিত হইয়া মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিল। শাম্ব পুনর্ব্বার তাহাকে পঞ্চশর প্রহার করিলেন, বক সেই বাণে ভ্রাম্যমাণ হইয়া লঙ্কায় পতিত হইল। ১—১৩। হে রাজন্ ! বক পুনরায় আসিয়া বহ্নিতুল্য ত্রিশিখ ত্রিশূল গজগাত্রে কুসুমের ন্যায় শাম্বের উপর নিক্ষেপ করিল। ত্রিশূল আসিতে দেখিয়া শাম্ব সমরে গরুড়ের সর্পচ্ছেদনের ন্যায় বাণ দ্বারা অবলীলাক্রমে তৎক্ষণাৎ তাহা ছেদন করিলেন। হে রাজন্ ! অনন্তর যুদ্ধ-দুর্ম্মদ বক গুরু গদা গ্রহণ করিয়া শাম্বের অশ্ব, রথ, সারথি ও পতাকা ধ্বংস করত শাম্বকে বলিল, —অন্যরথ আরূঢ় হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর। আমি অধর্ম্মপূর্ব্বক বিরথ তোমাকে রণে নিহত করিব না। এই প্রকারে বক কর্ত্তৃক কথিত হইয়া শাম্ব কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া রোষবশে সত্বর গদা দ্বারা তাহার হৃদয় কবাটে আঘাত করিলেন, রণক্ষেত্রে গদাহত রাক্ষস বক কিঞ্চিৎ ব্যাকুলমনা হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করত যাদবসৈন্যে প্রবেশ করিল এবং সিংহ

স গত্বা তত্র গদয়া গজবাজিরথান্নরান্ ॥ ২০
কৌণপঃ পোথয়ামাস মৃগেন্দ্রস্তু যথা মৃগান্।
হাহাকারস্তদৈবাসীদ্ যদুসৈন্যে নৃপেশ্বর ॥ ২১
ততো বিলোক্য রোষেণ রাজন্ কক্মবতীসুতঃ।
তত্রাগতোঽভয়ং কুর্ব্বন্ রথেনাক্ষৌহিণীযুতঃ ॥২২

অনিরুদ্ধ উবাচ।

কিং করিষ্যসি হে মূঢ় ত্যক্তা বীরস্য সম্মুখম্।
ভীতানাং মারণে শ্লাঘা ন ভবিষ্যতি তেঽসুর ॥
ত্বদ্দেহে যদি শক্তিশ্চ বিদ্যতে শৃণু মদ্বচঃ।
মৎসম্মুখে সমাগত্য কুরু যুদ্ধং প্রযত্নতঃ ॥ ২৪
ইতি শ্রুত্বানিরুদ্ধস্য বাক্যং রাজন্ বকাসুরঃ।
রুষা স্ফুরৎসর্প ইব যুদ্ধার্থং শীঘ্রমাযযৌ ॥ ২৫
আগতং তং বিলোক্যাথানিরুদ্ধো ধন্বিনাং বরঃ
নারাচৈর্দ্দশভী রাজন্ জঘান প্রধনে রুষা ॥ ২৬
তে শরাস্তচ্ছরীরং বৈ শীঘ্রং ভিত্ত্বা বহির্গতাঃ।
পুনস্তে ভীষণং ভিত্ত্বা বিবশুর্ব্বৈ মহীতলম্ ॥ ২৭
ততঃ পপাত স বকো ভীষণেন সমান্বিতঃ।
পৃথিব্যাং মূর্চ্ছিতো ভূত্বা যথা বজ্রহতো গিরিঃ ॥
তদা জয়জয়ারাবো যদুসৈন্যে বভূব হ।
নেদুর্দ্দুন্দুভয়শ্চৈব ভের্য্যঃ শঙ্খাশ্চ গোমুখাঃ ॥২৯
ততশ্চ রাক্ষসাঃ সর্ব্বে ক্রোধপূরিতমানসাঃ।
স্বনাথৌ পতিতৌ দৃষ্ট্বা যদূন্ হন্তুং সমাযযুঃ ॥৩০
ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধমুভয়োঃ সেনয়োর্ম্মৃধে।
বাণৈঃ খড়্গৈর্গদাভিশ্চ শক্তিভির্ভিন্দিপালকৈঃ ॥
রাক্ষসানাং বলং তীব্রং দৃষ্ট্বা রাজন্ হরেঃ সুতাঃ
অষ্টাদশ চ শাম্বাদ্যা নিজঘ্নুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৩২
তত্র তেষাঞ্চ বাণৌঘৈঃ কৌণপাঃ পতিতা মৃধে
কেচিন্মৃত্যুং গতাঃ কেচিদ্দুদ্রুবুর্জীবিতৈষিণঃ ॥
অথোত্থিতো মুহূর্ত্তেন বকো রাজন্ ভয়ঙ্করঃ।
ত্বরং জগাম শত্রোশ্চানিরুদ্ধস্য তু সম্মুখঃ ॥ ৩৪
তত্র গত্বা গদাং গুর্ব্বীং চিক্ষেপ তচ্ছিরোপরি।
বাহুনা চ বকো রাজন্ হতোঽসীতি ব্রুবন্ বচঃ ॥
তামাগতাং বিলোক্যাথ যমদণ্ডেন মাধবঃ।
চিচ্ছেদ সহসা রাজন্ কুবাক্যেনেব মিত্রতাম্ ॥৩৬

কর্ত্তৃক মৃগবধের ন্যায় গদাদ্বারা গজ বাজী রথ নর বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। হে নৃপবর! তখন যাদবসৈন্য মধ্যে হাহাকার উত্থিত হইল। হে রাজন্! অনন্তর তদ্দর্শনে অনিরুদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া অক্ষৌহিণী সেনাসহ রথারোহণে তথায় আগমনপূর্ব্বক অভয়দান করিলেন। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—রে মূঢ়! এ কি করিতেছিস্! হে অসুর! বীরের অভিমুখ ত্যাগ করিয়া ভীতগণের মারণে তোর পৌরুষ হইবে না। তোর দেহে যদি শক্তি থাকে,তবে আমার কথা শোন্, আমার সম্মুখে আসিয়া সযত্নে যুদ্ধ কর। ১৪—২৪। হে রাজন্! অনিরুদ্ধের তথাবিধ বাক্য শ্রবণে বকাসুর রোষে সর্পের ন্যায় উৎসর্পিত হইয়া যুদ্ধার্থ সত্বর আগমন করিল। হে রাজন্! অনন্তর ধন্বিবর অনিরুদ্ধ তাহাকে আসিতে দেখিয়া যুদ্ধে দশ নারাচে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন,সেই সকল শর বকদেহ ভেদ করত বহির্গত হইয়া পুনরায় ভীষণকে ভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। অতঃপর বক ভীষণের সহিত বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইল। তখন যদুসৈন্যে জয় জয় রব উত্থিত হইল; দুন্দুভি, ভেরী, শঙ্খ ও গোমুখ বাজিয়া উঠিল। অনন্তর রাক্ষসগণ স্বীয় প্রভুদ্বয়কে পতিত দেখিয়া কোপপূরিত হৃদয়ে যাদবগণকে নিহত করিবার জন্য সমাগত হইল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বাণ, অসি, গদা, শক্তি ও ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্রে শস্ত্রে উভয় সৈন্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। হে রাজন্! রিপুবলের প্রাবল্যদর্শনে শম্বাদি অষ্টাদশ কৃষ্ণতনয় শাণিত শরে তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের বাণাঘাতে রাক্ষসেরা বসুধা বক্ষে পতিত হইল; কেহ কেহ পঞ্চত্ব পাইল এবং কেহ কেহ প্রাণাশায় পলায়ন করিল। হে রাজন্! অনন্তর ভয়ঙ্কর বক মুহূর্ত্ত মধ্যে উত্থিত হইয়া সত্বর অনিরুদ্ধের সম্মুখে উপনীত হইল এবং বাহু দ্বারা গুরু গদা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে পাতিত করিয়া বলিল,—হত হইলি। ২৫—৩৫। হে রাজন্! গদা আসিতে দেখিয়া যমদণ্ড দ্বারা কুবাক্যে মিত্রতা ছেদনের

ততঃ ক্রুদ্ধো বকো যুদ্ধে প্রসার্য্য মুখমণ্ডলম্।
দুদ্রাব তং ভক্ষয়িতুং রাহুশ্চন্দ্রমিব ক্বচিৎ ॥ ৩৭
আগতং তং নিরীক্ষ্যাথানিরুদ্ধো ধন্বিনাং বরঃ।
যমদণ্ডং পুনর্নীত্বা তাড়য়ামাস তেন তম্ ॥ ৩৮
ততো ভগ্নশিরা ভূত্বা হ্যদ্বমন্ রুধিরং মুখাৎ।
চালয়ন্ বসুধাং রাজন্ পতিতো মূর্চ্ছিতোঽভবৎ
ততশ্চ ভীষণো রোষাৎ পিতরং বীক্ষ্য মূর্চ্ছিতম্
পরিঘেণ রণে রাজন্নিজঘান তু যাদবান্ ॥ ৪০
ততোঽনিরুদ্ধো বলবান্নাগপাশেন রোষতঃ।
চকর্ষ ভীষণং বদ্ধা নাগং বিহগরথো যথা ॥ ৪১
তং বদ্ধং পাশিনঃ পাশৈর্ভগ্নমানমধোমুখম্।
বিনির্জ্জিতং হীনবলং শাম্বো বচনমব্রবীৎ ॥ ৪২
অসুরেন্দ্রানিরুদ্ধস্য হয়মেধতুরঙ্গমম্।
শীঘ্রং প্রযচ্ছ ভদ্রং তে পুরীং গত্বা বিধানতঃ ॥৪৩
অনিরুদ্ধং হরেঃ পৌত্রং শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ।
নৃণাং প্রদর্শয়ন রূপং বিচরন্তং মিষেণ চ ॥ ৪৪
যং নমন্তি সমাগত্য দেবদৈত্যনরাঃ সুরাঃ।
তং বিদ্ধি কৃষ্ণসদৃশং নৃণাং পাপপ্রণাশনম্ ॥৪৫
তেন ত্বং নির্জ্জিতো যুদ্ধে দুঃখং মা কুরু রাক্ষস।
অস্মাভিঃ সহিতো গচ্ছ কর্ত্তুং কৃষ্ণস্য দর্শনম্ ॥৪৬

গর্গ উবাচ

বোধিতঃ সোঽপি শাম্বেন মুক্তঃ পাশৈশ্চ বারুণৈঃ
পুরীং গত্বা দদৌ তস্মৈ দ্রব্যযুক্তং তুরঙ্গমম্ ॥ ৪৭
ততঃ সোঽপ্যনিরুদ্ধেন তুরঙ্গস্য তু পালনে।
প্রার্থিতো ভীষণো রাজন্ প্রত্যুবাচ বিচার্য্য তম্

ভীষণ উবাচ।

যদা ভবতি চৈতন্যো মৎপিতা সুরপালক।
তদাহং তস্য বচনাদাগমিষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥ ৪৯
ইতীরিতোঽসৌ কিল ভীষণেন
প্রদ্যুম্নপুত্রঃ ক্রতুবাহনঞ্চ।
কৃত্বা বিমানে যদুসেনয়া বৈ
স্বয়ং সমারুহ্য জগাম খং হি ॥ ৫০

ইতি শ্রীগর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ উপলঙ্কাবিজয়ো নাম
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

ন্যায় সহসা অনিরুদ্ধ তাহা বিধ্বস্ত করিলেন। অনন্তর ক্রুদ্ধ বক বদন ব্যাদান করত রাহুর চন্দ্রগ্রাসের ন্যায় অনিরুদ্ধকে ভক্ষণ করিতে প্রধাবিত হইল; ধন্বিবর অনিরুদ্ধও তাহাকে আসিতে দেখিয়া পুনরায় যমদণ্ড দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। হে রাজন্! অতঃপর বক ভগ্নশিরা হইয়া মুখ হইতে রুধির বমন করিল এবং পৃথিবী কম্পিত করত পতিত ও মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তর পিতাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া ভীষণ রোষবশে পরিঘ গ্রহণপূর্ব্বক যাদবগণকে তাড়িত করিল। বলবান্ ক্রুদ্ধ অনিরুদ্ধ গরুড়ের সর্প বন্ধনের ন্যায় নাগপাশ দ্বারা ভীষণকে আবদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, বরুণ-পাশবদ্ধ হীনবল বিনির্জ্জিত ভগ্নদেহ অধোমুখ রাক্ষসকে শাম্ব বলিলেন,—হে অসুররাজ! গৃহে গমন করিয়া যথাবিধি অনিরুদ্ধের যজ্ঞাশ্ব শীঘ্র প্রদান করিয়া, তোমার মঙ্গল হউক; সাক্ষাৎ হরি মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ নিজরূপ প্রদর্শন করত নরব্যাজে বিচরণ করিয়া থাকেন; সুর, অসুর, নর আসিয়া যাঁহাকে প্রণাম করেন, তাঁহাকে মানুষগণের পাপনাশক কৃষ্ণসদৃশ জানিবে। হে রাক্ষস! তুমি সেই অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক যুদ্ধে নির্জ্জিত হইয়া দুঃখ করিও না। আমাদের সহিত কৃষ্ণ দর্শনার্থ আগমন কর। গর্গ বলিলেন,—শাম্ব কর্ত্তৃক প্রবোধিত ও বরুণ-পাশ বিমুক্ত রাক্ষস নিজপুরে গিয়া দ্রব্যযুক্ত অশ্ব প্রদান করিল। হে রাজন্! অনন্তর অনিরুদ্ধ ভীষণকে অশ্বপালনে নিযুক্ত হইতে বলিলে সে বিচার করিয়া বলিল। ভীষণ বলিল,—হে সুরপালক! যদি আমার পিতা জীবন প্রাপ্ত হন, তবে আমি তাঁহার বাক্যানুসারে গমন করিব, সংশয় নাই। অনিরুদ্ধ ভীষণ কর্ত্তৃক এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া বিমানে যজ্ঞাশ্ব আরোপিত করত যদুসেনার সহিত স্বয়ং আরূঢ় হইয়া গগনমার্গে গমন করিলেন ।৩৬—৫০।

অশ্বমেধখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

ততঃ প্রাপ্তঃ স্বসেনায়াং বিমানস্থ উষাপতিঃ।
শীঘ্রং চাকাশমার্গেণ নাদয়ন্ জয়দুন্দুভীন্॥ ১
দৃষ্ট্বা তানাগতান্ সর্ব্বে হ্যক্রূরাদ্যাশ্চ যাদবাঃ।
মিলিত্বা কুশলং সর্ব্বং পপ্রচ্ছুস্তে ন্যবেদয়ন্॥ ২
ততস্ত্যক্ত্বা বিমূর্চ্ছাং বৈ বকস্তু সহসোত্থিতঃ।
যাদবাংস্তত্র পুত্রং পপ্রচ্ছ রোষতঃ॥ ৩
ততঃ পিত্রে ভীষণো বৈ বার্ত্তাং সর্ব্বামবর্ণয়ৎ।
শ্রুত্বা বচঃ প্রাহ বকো রুষা প্রস্ফুরিতাধরঃ॥ ৪
অহং জানামি যদবো বিমানেন কুশস্থলীম্।
মদ্ভয়াচ্চ গতাঃ পুত্র যথা সিংহভয়ান্মৃগাঃ॥ ৫
তস্মাদযাদবীং পৃথ্বীং করিষ্যেঽহং ন সংশয়ঃ।
হনিষ্যামি যদূন্ সর্ব্বান্ গত্বা কৃষ্ণস্য দ্বারকাম্॥৬

ভীষণ উবাচ।

মন্যুং নিযচ্ছ ভো রাজন্নস্মাকং সময়ো ন হি।
প্রসীদতি যদা দেবো জেষ্যামো যাদবাংস্তদা॥৭

গর্গ উবাচ।

বোধিতঃ সোঽপি পুত্রেণ তূষ্ণীং ভূত্বা বকাসুরঃ
বিচচার বনে রাজন্ বনজন্তূন্ প্রভক্ষয়ন্॥ ৮
ততস্তুরঙ্গং বিধিনাভিষিচ্য
দানানি দত্ত্বা দ্বিজপুঙ্গবেভ্যঃ।
বিমোচয়ামাস পুনর্জ্জয়ায়
প্রদ্যুম্নপুত্রো বিজয়ী নৃপেন্দ্র॥ ৯
হয়স্তু মুক্তঃ কিল কার্ষ্ণিজেন
স্বরং প্রকুর্ব্বন্ নৃপ ধৈবতঞ্চ।
পশ্যন্ স দেশান্ বহুবীরযুক্তান্
ভদ্রাবতীং নাম পুরীং জগাম॥ ১০
তত্র ভদ্রাবতীমশ্বো নানাচোপবনৈর্বৃতাম্।
গিরিদুর্গেণ রাজেন্দ্র তথা রজতমন্দিরৈঃ॥ ১১
মহাবীরজনৈর্যুক্তাং যৌবনাশ্বেন পালিতাম্।
দৃঢ়াং লোহকপাটৈশ্চ নৃপস্যাগ্রে স্থিতোঽভবৎ॥
তং গৃহীত্বা তু তস্যাপি বার্ত্তাং জ্ঞাত্বা নৃপেশ্বরঃ
যুদ্ধং কর্ত্তুঞ্চ কুপিতঃ সসৈন্যো নির্যযৌ পুরাৎ॥
সসৈন্যমাগতং দৃষ্ট্বা যৌবনাশ্বং মহাবলম্।
আহূয় মন্ত্রিণং প্রাহ কৃষ্ণভক্তং হি কার্ষ্ণিজঃ॥ ১৪

একবিংশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—অনন্তর বিমানারূঢ় অনিরুদ্ধ জয়দুন্দুভি নিনাদিত করত আকাশ পথে আসিয়া স্বসেনার সহিত মিলিত হইলেন। অক্রূরাদি যাদবগণ তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া পরস্পর কুশল প্রশ্ন ও কুশল বিজ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর বক মূর্চ্ছা ত্যাগ করিয়া সহসা উত্থিত হইল, এবং যাদবগণকে সেখানে দেখিতে না পাইয়া রোষবশে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল। অনন্তর ভীষণ পিতার সমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তচ্ছ্রবণে বক ক্রোধে অধর কম্পিত করত কহিল,—হে পুত্র! আমি জানি—আমার ভয়ে সিংহদর্শনে মৃগগণের ন্যায় যাদবগণ বিমানে আরোহণ করিয়া দ্বারকায় গমন করিয়াছে, অতএব আমি মেদিনী অযাদবী করিব, সংশয় নাই; আমি কৃষ্ণের দ্বারকায় গিয়া যদুগণকে নিহত করিব। ভীষণ বলিল,—হে রাক্ষসরাজ! ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। সম্প্রতি আমাদের সুসময় নহে; যখন দৈব প্রসন্ন থাকিবেন, তখন যাদবগণকে জয় করিব। গর্গ বলিলেন,—হে রাজন্! পুত্র কর্ত্তৃক প্রবোধিত বকাসুর নির্ব্বাক্ হইয়া জন্তুগণকে ভক্ষণ করত বনে বিচরণ করিতে লাগিল। ১—৮। হে নৃপবর! অনন্তর বিজয়ী অনিরুদ্ধ অশ্বকে যথাবিধি অভিষিক্ত করিয়া দ্বিজবরগণকে বহুবিধ দান করত পুনর্ব্বার দিগ্বিজয়ের জন্য তাহাকে মোচন করিলেন। হে নৃপ! অনিরুদ্ধ-বিমুক্ত অশ্ব ধৈবত ধ্বনি করিতে করিতে বীরবেষ্টিত দেশ সকল দর্শন করত ভদ্রাবতী নাম্নী পুরীতে উপনীত হইল। হে রাজেন্দ্র! ঐ পুরী নানা উপবনাবৃত, লৌহ কপাটযুক্ত গিরিদুর্গ ও রৌপ্য মন্দিরসমন্বিত এবং যৌবনাশ্ব-পালিত। অশ্ব যৌবনাশ্বের সমীপে গিয়া উপস্থিত হইল। নৃপেশ্বর যৌবনাশ্ব অশ্ব বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া মহাক্রোধে সসৈন্য পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনিরুদ্ধ সেই মহাবল যৌবনাশ্বকে যুদ্ধার্থ

অনিরুদ্ধ উবাচ।

কোঽয়ং সমাগতো মন্ত্রিন্ সম্মুখে সহ সেনয়া।
হয়হর্ত্তা শত্রুমুখ্যস্তৎসর্ব্বং কথয়স্ব চ॥ ১৫

উদ্ধব উবাচ।

নৃপোঽয়ং যৌবনাশ্বাখ্যো মরুধ্বজপতেঃ সুতঃ।
অত্র রাজ্যঞ্চ কুরুতে মৃতে পিতরি সত্তম॥ ১৬
অয়ং ষোড়শবর্ষীয়ঃ কুমন্ত্রিবচনাদ্রণম্।
করিষ্যতি মহারাজ মারণীয়ঃ স ন ত্বয়া॥ ১৭
ইতি শ্রুত্বা তথেত্যুক্ত্বা যৌবনাশ্বেন কার্ষ্ণিজঃ।
যুদ্ধং চকার প্রধনে যথা নাগেন নাগহা॥ ১৮
তং তু বৈ বিরথং চক্রে হত্বা চাক্ষৌহিণীত্রয়ম্
প্রত্যাহ বিমলং বাক্যং যৌবনাশ্বমুষাপতিঃ॥১৯

অনিরুদ্ধ উবাচ।

রাজন্ প্রযচ্ছ তুরগং যুদ্ধং কুরু ন চেন্ময়া।
বাক্যং শ্রুত্বা হরেঃ পৌত্রং জ্ঞাত্বা রাজা ভয়ান্বিতঃ॥ ২০
অর্পয়ামাস বিধিনা তস্মৈ যজ্ঞতুরঙ্গমম্।
স্তুত্বা কৃতাঞ্জলী রাজা প্রার্থিতস্তেন চাব্রবীৎ॥২১

যৌবনাশ্ব উবাচ।

দ্বারকায়াং যদা যজ্ঞো ভবিষ্যতি নৃপেশ্বর!
তদাহং চাগমিষ্যামি কৃষ্ণস্যাঙ্ঘ্রী নিরীক্ষিতুম্॥২২
ততশ্চ কৃত্বা তং রাজ্যে বন্দিতস্তেন কার্ষ্ণিজঃ।
মুমুচে বাজিনং শ্রেষ্ঠং বিজয়ী বিজয়ায় চ॥ ২৩

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ ভদ্রাবতীবিজয়ো নামৈক-
বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

যদুপ্রবীরস্য তুরঙ্গমো বৈ
বিলোকয়ন্ রাজপুরং জগাম।
নিরীক্ষ্য মার্গে সক্করাং নদীঞ্চ
হ্যবন্তিকায়াং বিপিনে স্থিতোঽভূৎ॥ ১
তদৈব তত্রাগতবান্মহাত্মা
সান্দীপনিঃ কৃষ্ণগুরুর্দ্বিজেন্দ্রঃ।
স্নাতুং গৃহাজ্ঝীতুলসীস্রজাঢ্যঃ
স ধৌতবস্ত্রঃ প্রজপন্ হি কৃষ্ণম্॥ ২

সসৈন্য সমাগত দেখিয়া কৃষ্ণভক্ত উদ্ধবকে আহ্বান করত কহিলেন। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—হে মন্ত্রিন্! কে এই হয়হর্ত্তা শত্রুপ্রধান সসৈন্যে আমার সম্মুখে সমাগত হইল তৎসমস্ত বর্ণন কর। উদ্ধব বলিলেন,—হে সত্তম! ইনি মরুধ্বজ নৃপতির পুত্র যৌবনাশ্ব, পিতার মৃত্যুর পর ইনি এখানে রাজ্য করিতেছেন। হে মহারাজ! এই ষোড়শবর্ষীয় যুবা রাজা কুমন্ত্রীর বাক্যে রণ করিবে, অতএব ইহাকে মারিও না। ৯—১৭। উদ্ধববাক্য শ্রবণে 'তাহাই হইবে' বলিয়া অনিরুদ্ধ সর্পের সহিত গরুড়ের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনিরুদ্ধ যৌবনাশ্বের তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য নিহত করিয়া তাঁহাকে বিরথ করত বিমল বাক্যে বলিলেন। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—হে রাজন্! আমার অশ্ব প্রত্যর্পণ অথবা আমার সহিত যুদ্ধ কর। তচ্ছ্রবণে বিশেষতঃ তাঁহাকে কৃষ্ণের পৌত্র জানিয়া রাজা যৌবনাশ্ব ভয়বশতঃ যথাবিধি যজ্ঞাশ্ব অর্পণ করিলেন এবং অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক দ্বারকায় গমনার্থ প্রার্থিত হইয়া করজোড়ে বলিলেন। যৌবনাশ্ব বলিলেন,—হে নৃপবর! দ্বারকায় যখন যজ্ঞ হইবে, আমি তখন কৃষ্ণের চরণদর্শনার্থ তথায় গমন করিব। অনন্তর বিজয়ী অনিরুদ্ধ তৎকর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যার্পণপূর্ব্বক দিগ্‌জয়ার্থ সেই উত্তম যজ্ঞাশ্ব মোচন করিলেন। ১৮—২৩।

অশ্বমেধখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—হে রাজন্! যদুবর অনিরুদ্ধের অশ্ব রাজপুরী দেখিতে দেখিতে গমন করিল এবং পথি মধ্যে সক্করা নাম্নী নদীদর্শনে অবন্তী দেশের এক কানন মধ্যে অবস্থিত হইল। তখন তথায় মহাত্মা কৃষ্ণগুরু

দদর্শ তত্রাপি প্রবং পিবন্তং
তুরঙ্গমং বৈ ধবলং সপত্রম্ ।
বাক্যং ব্রুবন্নেষ ক্রতোশ্চ বাজী
বিমোচিতঃ কেন নৃপেশ্বরেণ ॥ ৩
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বন্তং দৃষ্ট্বা বিন্দুং নৃপাত্মজম্ ।
হয়স্তার্থে মুনির্গত্বা নোদয়ামাস তং নৃপম্ ॥ ৪
ততঃ স বীরৈর্বহুভিশ্চ রাজন্
রাজাধিদেবীতনয়শ্চ শূরঃ ।
জগ্রাহ বাহং সহসা নিরীক্ষ্য
নত্বা গুরুং তদ্বচসা প্রসন্নঃ ॥ ৫
হয়ং গৃহীত্বা গুরবে দর্শয়ামাস হর্ষিতঃ ।
স পত্রং বাচয়িত্বাহ নৃপং সান্দীপনির্মুদা ॥ ৬

সান্দীপনিরুবাচ ।

উগ্রসেনস্য তুরগং বিদ্ধি প্রাদ্যুম্নিপালিতম্ ।
যদৃচ্ছয়াগতং রাজন্ কার্ষ্ণির্জোহত্রাগমিষ্যতি ॥
আগমিষ্যন্তি বহবো যাদবা যুদ্ধশালিনঃ ।
মিত্রবিন্দাত্মজাশ্চৈব পশ্যন্তস্তে তুরঙ্গমম্ ॥ ৮
পূজনীয়াস্ত্বয়া সর্ব্বে কৃষ্ণচন্দ্রস্য নন্দনাঃ ।
মদ্বাক্যাদ্ যুদ্ধবুদ্ধিং ত্বং ত্যক্ত্বা দেহি তুরঙ্গমম্ ॥
ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং ধন্বী শূরো নৃপাত্মজঃ ।
হয়ং নেতুং মনো যস্য তত্র তুষ্ণীং বভূব হ ॥ ১০
তদৈব যদুসেনায়াঃ শব্দোহভূল্লোকমানহা ।
মহানাদং দুন্দুভীনাং টঙ্কারং ধনুষাং তথা ॥ ১১
চীৎকারং দন্তিনাং চৈব হয়ানাং হেষণং তথা ।
ঝণৎকারং রথানাঞ্চ বীরাণাং গর্জ্জনং তথা ॥ ১২
শতঘ্নীনাং মহাশব্দং লোকানাং ভয়দায়কম্ ।
শ্রুত্বা রাজকুমারস্তু বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ১৩
ততঃ সমাগতাঃ সর্ব্বে রথিভিশ্চ গজৈর্হয়ৈঃ ।
ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকমধুশূরসেনদশার্হকাঃ ॥ ১৪
রজোভিশ্চ নভো ব্যাপ্তং কুর্ব্বন্তশ্চালয়ন্মহীম্ ।
কেন নীতঃ কুত্র গতো হয়ঃ সর্ব্বেহব্রুবন্ বচঃ ॥১৫
ততশ্চ দদৃশুঃ সর্ব্বে ঘোটকং বদ্ধচামরম্ ।
মহাদ্ভুতে চোপবনে পুষ্পিতদ্রুমসঙ্কুলে ॥ ১৬
গৃহীতং লীলয়া তত্র নৃপপুত্রেণ বিন্দুনা ।
দৃষ্ট্বানিরুদ্ধং নিকটে গত্বা সর্ব্বে হ্যবর্ণয়ন্ ॥ ১৭

দ্বিজেন্দ্র সান্দীপনি মুনি বহু তুলসী মালামণ্ডিত ও ধৌতবসনপরিধায়ী হইয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে স্নানার্থ গৃহ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় জলপায়ী পত্রযুক্ত শ্বেতাশ্ব দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন্ নৃপবর এই যজ্ঞাশ্ব মোচন করিয়াছেন? তথায় রাজা বিন্দু স্নান করিতেছিলেন, সান্দীপনি তাঁহাকে কহিলেন,—দেখ ত'এই অশ্ব কাহার? হে রাজন! অনন্তর অধিদেবী তনয় বলবান্ রাজা বিন্দু বহু বীরসহ গুরুকে নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহার বাক্যে প্রসন্ন হইয়া সহসা অশ্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি অশ্বধারণ পূর্ব্বক প্রীতিভরে গুরুকে প্রদর্শন করিলেন, গুরু সান্দীপনি তাহার ললাটস্থ পত্র পড়িয়া নৃপকে কহিলেন। সান্দীপনি বলিলেন,—হে রাজন্! এই অশ্ব উগ্রসেনের এবং অনিরুদ্ধ ইহার রক্ষক জানিবে; অশ্ব স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়াছে, অনিরুদ্ধও এই স্থানে উপস্থিত হইবেন। যুদ্ধার্থী বহু যাদব ও মিত্র-বিন্দা-নন্দনগণ অশ্বান্বেষণে আসিবেন। তাঁহারা কৃষ্ণনন্দন, সুতরাং তোমার বন্দনীয়; আমার বাক্যে সমরবাসনা পরিত্যাগ করিয়া অশ্ব প্রত্যর্পণ কর। গুরু বাক্য শ্রবণে ধন্বী বীর বিন্দুর অশ্বগ্রহণে মন থাকিলেও তথায় তুষ্ণীভাবে অবস্থিত হইলেন। তখনই যাদব সৈন্যের ত্রিলোকমানহারী মহাশব্দ উত্থিত হইল; দুন্দুভির মহারব, ধনুকের টঙ্কার, করিগণের চীৎকার, অশ্বসমূহের হ্রেষা, রথের ঝনৎকার, বীরগণের গর্জ্জন এবং লোকভয়প্রদ শতঘ্নীর মহাশব্দ শুনিয়া রাজকুমার পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, শূরসেন ও দশার্হাদি যাদবগণ গজ বাজী ও রথিগণসহ ধূলিজালে আকাশ মণ্ডল পরিব্যাপ্ত ও পৃথিবী কম্পিত করিয়া আগমন করিলেন এবং সকলেই বলিতে লাগিলেন,—অশ্ব কে লইয়াছে, কোথায় গিয়াছে? ১—১৫। অনন্তর তাঁহারা দেখিলেন,—চামরযুক্ত যজ্ঞাশ্ব পুষ্পিত তরুসমাকুল মহাদ্ভুত উপবনে নৃপতনয় বিন্দু কর্ত্তৃক অনায়াসে গৃহীত হইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে যাদবেরা অনিরুদ্ধ সমীপে গিয়া

ইতি শ্রুত্বানিরুদ্ধস্তু বিস্মিতঃ প্রহসন্নৃপ।
উদ্ধবং প্রেষয়ামাস বিন্দোঃ পার্শ্বে চ ধর্ম্মবিৎ॥
ততঃ পুর্য্যাং মহারাজ চাসীৎ কোলাহলো মহান্
ভয়ভীতা জনাঃ সর্ব্বে সৈন্যং বীক্ষ্য ভয়ঙ্করম্॥
অথ বৈ ভ্রাতরং দ্রষ্টুং হ্যনুবিন্দুর্ভয়ান্বিতঃ।
কোটিবীরগণৈঃ সার্দ্ধং স্বপুর্য্যা নির্যযৌ বহিঃ॥২০
দৃষ্ট্বা যজ্ঞহয়ং তত্র স্বপত্রঞ্চ পয়ঃপ্রভম্।
ভ্রাত্রা গৃহীতঞ্চ ভয়ান্নিষেধং স চকার হ॥ ২১

অনুবিন্দুরুবাচ।

যদূনাং কৃষ্ণদেবানাং ভ্রাতর্মোচয় ঘোটকম্।
সম্বন্ধস্য মিষেণাপি কুলকৌশলহেতবে॥ ২২
যাদবানাং বলং পশ্য দেবদৈত্যনরাসুরাঃ।
পুরা যজ্ঞে রাজসূয়ে সর্ব্বে ভ্রাতর্বিনির্জ্জিতাঃ॥২৩
ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য বিন্দুর্জ্যেষ্ঠোঽবধর্ষিতঃ।
আগতং হ্যুদ্ধবং দৃষ্ট্বা হয়স্থং প্রত্যুবাচ হ॥ ২৪

বিন্দুরুবাচ।

ময়া গৃহীতস্তুরগো মিত্রাণাং মেলনায় চ।
তস্মাদ্ভবদ্ভিরত্রাগত্য স্থীয়তাং সুখেন বৈ।
তস্মাদ্যূয়মত্রিতাঃ সর্ব্বে স্থিতিং কুরুত চাত্র বৈ
ইতি শ্রুত্বোদ্ধবো রাজন্ বিন্দুং সংশ্লাঘ্য হর্ষিতঃ
অনিরুদ্ধস্য নিকটে গত্বা সর্ব্বমুবাচ হ॥ ২৬
শ্রুত্বানিরুদ্ধস্তদ্বাক্যং ভূত্বা রাজন্ প্রসন্নধীঃ।
সেনয়াবন্তিকায়াশ্চ নদীতীরেঽবসৎ কিল॥ ২৭
অনেকে শিবিরা রাজংস্তত্র বৈ দশযোজনে।
নানাবর্ণাঃ সকলশা হ্যদ্ভুতাদ্ভুতাঃ শুভাঃ॥ ২৮
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ লেহ্যঞ্চ চোষ্যমেতৈশ্চ ভোজনৈঃ।
আগতেভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যো বিন্দুরর্হণমাহরৎ॥ ২৯
তথাচৈব তৃণান্নাদীন্ পশুভ্যো দত্তবান্নৃপঃ।
ঈদৃগ্বিধঞ্চ সৎকারং বৃষ্ণীনাং স চকার হ॥ ৩০
নৃপো রাজাধিদেবী চ দ্বৌ তথা নৃপনন্দনৌ।
ভৃশং মুমুদিরে সর্ব্বে বীক্ষ্য সন্তান্ হরেঃ সুতান্

তত্যো নিশায়াং কিল কার্ষ্ণিপুত্রো
বিদ্যাগুরুং তু স্বপিতামহস্য।
আহূয় নত্বাসনমেব দত্ত্বা
প্রত্যাহ কৃত্বা বরপূজনঞ্চ॥ ৩১

নিবেদন করিলেন। হে নৃপ! ধর্ম্মবিৎ অনিরুদ্ধ তচ্ছ্রবণে বিস্মিত হইয়া হাস্য করিলেন এবং উদ্ধবকে বিন্দুনৃপতি সন্নিধানে পাঠাইয়া দিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর পুরীমধ্যে মহাকোলাহল উঠিল, জনগণ ভয়ঙ্কর সেনা দর্শনে ভীতি প্রাপ্ত হইল। বিন্দুভ্রাতা অনুবিন্দু ভয়ান্বিত হইয়া ভ্রাতার সাহায্যার্থ কোটি বীরসহ পুর হইতে বাহিরে আসিলেন এবং দেখিলেন,—ভ্রাতা দুগ্ধ-ধবল জয়পত্রযুক্ত অশ্বমেধাশ্ব গ্রহণ করিয়াছে। অনুবিন্দু তদ্দর্শনে ভয়ে ভ্রাতাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন,—হে ভ্রাতঃ! আত্মীয়তা সম্বন্ধের ছলে নিজকুলের কুশলার্থ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রক্ষিত যাদবগণের অশ্বমোচন করিয়া তাঁহাদের সহিত সদ্ভাব স্থাপন কর। হে ভ্রাতঃ! যাদবগণের বল বিচার করিয়া দেখ পূর্ব্বে রাজসূয়ে সুর অসুর নর সমস্তই তাঁহাদের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। এইরূপ শুনিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিন্দু অতিভীত হইলেন এবং অশ্বারোহণে সমাগত উদ্ধবকে দেখিয়া বলিলেন। বিন্দু বলিলেন,—আমি মিত্র-মিলের জন্য অশ্ব গ্রহণ করিয়াছি আপনারা আসিয়াছেন, অতএব এই স্থানে অবস্থান করুন। হে রাজন্! উদ্ধব বিন্দুর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করত অনিরুদ্ধ সন্নিধানে গিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। ১৬—২৬। হে রাজন্! উদ্ধববাক্য শ্রবণে অনিরুদ্ধ প্রসন্ন হইয়া অবন্তীর নদীতীরে সেনার সহিত বাস করিলেন। হে রাজন্! তথায় দশযোজন বিস্তৃত স্থানে কুম্ভশোভিত নানাবর্ণের সুন্দর ও অদ্ভুত বহু শিবির সংস্থাপিত হইল। বিন্দু-নৃপতি কর্ত্তৃক সমাগত ব্যক্তিগণ ভক্ষ্য-ভোজ্য-লেহ্য-চোষ্য প্রভৃতি ভোজনে সৎকৃত হইলেন। নৃপতি বিন্দু তৃণভোজী পশুগণকেও তৃণান্নাদি দান করিলেন। বিন্দু যাদবগণের তথাবিধ সৎকার করিয়া রাণী রাজাধিদেবী এবং পুত্রদ্বয়ের সহিত হরিতনয়গণকে দর্শন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর রাত্রিকালে অনিরুদ্ধ পিতা-

ভগবন্ দ্বারকায়াঞ্চ কৃষ্ণবাক্যাৎ ক্রতূত্তমম্ ।
করোতি হয়মেধাখ্যং চক্রবর্ত্তী যদূত্তমঃ ॥ ৩৩
তস্মিন্ ক্রতুবরে ব্রহ্মন্ কৃপাং কৃত্বা মমোপরি ।
ত্বং তু গচ্ছ মুনিশ্রেষ্ঠ পুত্রেণ চ সমন্বিতঃ ॥ ৩৪
অনিরুদ্ধস্য বচনং শ্রুত্বা সান্দীপনির্মুনিঃ ।
কৃষ্ণদর্শনকাঙ্ক্ষী চ চলিতুং স মনো দধে ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমদ্‌গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে সুমেরৌ অবন্তিকাগমনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

গর্গ উবাচ ।

অথ সান্দীপনিং তত্র কৃষ্ণপৌত্রোঽব্রবীদ্বচঃ ।
স্মৃত্বা তু কিঞ্চিৎ সন্দেহং গুরুং বৃদ্ধশ্রবা ইব ॥১

অনিরুদ্ধ উবাচ ।

ভগবন্ ব্রূহি মে সারং যেনানন্দে রমে হ্যহম্ ।
বিহায় চাস্য জগতঃ সুখান্ স্বপ্নোপমান্মুনে ॥ ২

ইতীরিতোঽনিরুদ্ধেন রাজন্ সান্দীপনির্মুনিঃ ।
প্রত্যাহ প্রহসন্ প্রীত্যা কুমারঃ পৃথুনা যথা ॥ ৩

সান্দীপনিরুবাচ ।

আদিদেবস্ত্বমেবাসি চ্ছাদিদেবোঽতিপঙ্কজাৎ ।
তস্মাত্ত্বাগ্রে লোকেশ কথয়িষ্যামি কিং হ্যহম্ ॥৪
তথাপি বর্ণয়িষ্যামি রাজন্ বাক্যগৌরবাৎ ।
কল্যাণার্থং নরাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং দীনচেতসাম্ ॥ ৫
ত্বয়া পৃষ্টঞ্চ যদ্রাজন্ তচ্ছৃণুষ মুখান্মম ।
কৃষ্ণচন্দ্রস্য পদয়োঃ সারমস্তি হি সেবনম্ ॥ ৬
যয়োঃ পূজনমাত্রেণ ধ্রুবো ধ্রুবপদং ব্রজেৎ ।
প্রহ্লাদশ্চাম্বরীষশ্চ গয়শ্চৈব যদুস্তথা ॥ ৭
তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণস্য চ সেবনম্ ।
সর্ব্বেষাং সাররূপং যন্মনসা কুরু যত্নতঃ ॥ ৮
যূয়ং লোকে ভূরিভাগ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চ বংশজাঃ ।
জ্ঞাতিসম্বন্ধিনশ্চৈব জীবন্মুক্তা হরিপ্রিয়াঃ ॥ ৯
কেচিজ্জানন্তি শ্রীকৃষ্ণং তনয়ং কেঽপি ভ্রাতরম্ ।
পিতরং কেঽপি মিত্রঞ্চ কিং কর্ত্তব্যং পরঞ্চ তৈঃ

মহের বিদ্যাগুরু সান্দীপনিকে আহ্বান করিয়া প্রণাম ও আসন দান করত উত্তমরূপে পূজা-পূর্ব্বক বলিলে,—ভগবন্! চক্রবর্ত্তী নৃপতি যদুবর উগ্রসেন কৃষ্ণবাক্যে দ্বারকায় ক্রতূত্তম অশ্বমেধ করিতেছেন ; হে ব্রহ্মন্! হে মুনি-সত্তম ! আমার প্রতি কৃপা করিয়া সেই উত্তম যজ্ঞে আপনি পুত্রসহ গমন করুন। অনি-রুদ্ধের বাক্য শুনিয়া সান্দীপনি মুনি কৃষ্ণ দর্শনাশায় দ্বারকা গমনে মনোরথ করি-লেন। ২৭—৩৫ ।

অশ্বমেধখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

গর্গ বলিলেন,—অনন্তর অনিরুদ্ধ সেই স্থানে স্বীয় সন্দেহ স্মরণ করিয়া ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করেন, তদ্রূপ সান্দীপনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—হে ভগবান্! স্বপ্নের ন্যায় এ জগতের সুখ পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে আমি আনন্দে মগ্ন হইতে পারি, হে মুনে! সেই সারতত্ত্ব আমায় বলুন। হে রাজন্! অনিরুদ্ধ কর্তৃক প্রার্থিত সান্দীপনি মুনি পৃথুপ্রার্থিত সনৎকুমারের ন্যায় প্রীতিভরে হাস্য করত প্রত্যুত্তর করিলেন। সান্দীপনি বলিলেন,—তুমি ভগবানের নাভি-পদ্মজাত আদিদেব ব্রহ্মা, হে লোকেশ! তোমার সম্মুখে আমি আর কি বলিব ? হে রাজন্! তথাপি তোমার বাক্য-গৌরব বশতঃ বলিতেছি। হে নৃপ! দীনচেতা অখিল লোকের কল্যাণার্থ তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমার মুখ হইতে তাহা শ্রবণ কর। কৃষ্ণচন্দ্রের পাদসেবা সর্ব্বসার. তদীয় পাদপদ্মের সেবামাত্র ধ্রুব প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, গয় যদু ধ্রুব-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ; অতএব হে রাজেন্দ্র! মনে মনে সকলের সাররূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদসেবা যত্নপূর্ব্বক কর। কৃষ্ণবংশজাত জ্ঞাতিসম্বন্ধে সম্বন্ধ হরিপ্রিয় তোমরা ভূতলে ভূরিভাগ্য ও জীবন্মুক্ত; তোমাদের মধ্যে সেই কৃষ্ণকে কেহ তনয়,

অনিরুদ্ধ উবাচ।
কঃ কর্ত্তা চাস্য জগত আদিরূপঃ সনাতনঃ।
যস্মাদাসীৎ পূর্ব্বমিদং তন্মে বর্ণয় বিস্তরাৎ ॥ ১১
কেন কেনাপি রূপেণ ভগবান্ জগদীশ্বরঃ।
যুগে যুগে মুনে ধর্ম্মং করোতীতি বদস্ব নঃ ॥ ১২
সান্দীপনিরুবাচ।
উৎপত্তিশ্চ নিরোধশ্চ যস্মাদাসীদ্ যদূদ্বহ।
স ঈশ্বরঃ পরব্রহ্ম ভগবানেক এব চ ॥ ১৩
যুগে যুগে ভবন্ত্যেতে দক্ষাদ্যা নৃপসত্তম।
পুনশ্চৈব নিরুধ্যন্তে বিদ্বাংস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৪
রাজন্ কৃষ্ণঃ পরং ব্রহ্ম যতঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
জগচ্চয়ো যত্র চেদং যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যতি ॥১৫
তদ্‌ব্রহ্ম পরমং ধাম সদসৎ পরমং পদম্।
যস্য সর্ব্বমভেদেন জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ১৬
স এব মূলপ্রকৃতির্ব্যক্তরূপী জগচ্চ সঃ।
তস্মিন্নেব লয়ং সর্ব্বং যাতি তত্রৈব তিষ্ঠতি ॥১৭
যতঃ প্রধানপুরুষৌ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্।
কারণং সকলস্যাস্য স মে কৃষ্ণঃ প্রসীদতু ॥ ১৮
চতুর্ব্বিধোঽপ্যসৌ বিষ্ণুঃ স্থিতিব্যাপারলক্ষণঃ।
যুগব্যবস্থাং কুরুতে যথা রাজেন্দ্র তচ্ছৃণু ॥ ১৯
কৃতে যুগে পরং জ্ঞানং কপিলাদিস্বরূপধৃক্।
দদাতি সর্ব্বভূতাত্মা সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥ ২০
চক্রবর্ত্তিস্বরূপেণ ত্রেতায়ামপি স প্রভুঃ।
দুষ্টানাং নিগ্রহং কুর্ব্বন্ পরিপাতি জগত্ত্রয়ম্ ॥ ২১
বেদমেকং চতুর্ভেদং কৃত্বা স শতধা বিভুঃ।
করোতি বহুলং ভূয়ো বেদব্যাসস্বরূপধৃক্ ॥ ২২
বেদাংশ্চ দ্বাপরে ন্যস্য কলেরন্তে পুনর্হরিঃ।
কল্কিস্বরূপী দুর্ব্বৃত্তান্ মার্গে স্থাপয়তি প্রভুঃ ॥২৩
এবং কৃষ্ণো জগৎ সর্ব্বং জগৎপাতি করোতি চ
হন্তি চান্তেষনন্তাত্মা নাস্ত্যস্মাদ্ব্যতিরেকতঃ ॥২৪
নমোঽস্তু হরয়ে তস্মৈ যস্মাদ্ভিন্নমিদং জগৎ।
ধ্যেয়ঃ স জগতামাদ্যঃ স প্রসীদতু মেঽব্যয়ঃ ॥ ২৫

কেহ ভ্রাতা, কেহ পিতা ও কেহ মিত্র বলিয়া জানেন; ইহা হইতে পরম আনন্দ আর কি আছে? অনিরুদ্ধ বলিলেন,—এই জগতের আদিরূপ সনাতন কর্ত্তা কে, যাঁহা হইতে এই জগৎ প্রাদুর্ভূত, ভগবান্ জগদীশ্বর যে যে রূপে যুগে যুগে ধর্ম্মাচরণ করেন; হে মুনে! তাহা বিস্তারপূর্ব্বক আমাকে বলুন। ১—১২। সান্দীপনি বলিলেন,—হে যদুসত্তম! যাহা হইতে উৎপত্তি ও লয় হয়, তিনিই একমাত্র ঈশ্বর পরব্রহ্ম ভগবান্। হে নৃপসত্তম! তিনি যুগে যুগে দক্ষাদিরূপে প্রাদুর্ভূত হন এবং পুনর্ব্বার লয় করেন, বিজ্ঞগণ তাহাতে মুহ্যমান হন না। হে রাজন্! কৃষ্ণ পরব্রহ্ম, তাঁহা হইতে সর্ব্ব জগৎ প্রাদুর্ভূত এবং তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে ও বিলীন হয়। সৎ ও অসতের অতীত যে পদ, তাহাই ব্রহ্ম ও পরম ধাম; যাঁহাতে এই সচরাচর জগৎ অভেদে বিদ্যমান, তিনিই ব্যক্তরূপী মূল-প্রকৃতি এবং তিনিই জগৎ; তাঁহাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকে ও বিলীন হয়। যাঁহা হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ পৃথক্ প্রতিভাত হয়, যাঁহা হইতে সচরাচর জগতের উৎপত্তি, যিনি সকলের কারণ, সেই কৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে রাজেন্দ্র! সেই বিষ্ণু যেরূপে চারিযুগে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করত যুগ-ব্যবস্থা করেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। যে সর্ব্বভূত-হিতরত সর্ব্বভূতাত্মা সত্যযুগে কপিলাদি রূপ ধারণ করিয়া পরম জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি আবার ত্রেতাযুগে চক্রবর্ত্তী প্রভু নৃপতি হইয়া দুষ্টগণের নিগ্রহ করত ত্রিজগৎ পালন করিয়া থাকেন। সেই বিভু বেদব্যাস-রূপে এক বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করেন, পুন-রায় শতধা এবং ক্রমে তাহা আবার বহুভাগে বিভক্ত করেন। দ্বাপরান্তে এইভাবে বেদ বিন্যস্ত করত কলির অন্তে কল্কী হইয়া দুর্ব্বৃত্ত-গণকে সৎপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। এইরূপে কৃষ্ণ সমগ্র জগৎ সৃষ্টি ও পালন করেন এবং সেই অনন্তাত্মা অন্তে সংহার করিয়া থাকেন, তিনি না থাকিলে এ সকল কিছুই হইতে পারে না। যাঁহা হইতে এ জগৎ পৃথক্, সেই হরিকে নমস্কার; সেই জগদাদি ধ্যেয় অব্যয় পরমাত্মা আমার প্রতি

তস্মান্নৃপেন্দ্র হরিপৌত্র মনোময়ঞ্চ
সর্ব্বং বিহায় জগতশ্চ সুখঞ্চ দুঃখম্।
মোক্ষপ্রদং সুরবরং কিল সর্ব্বদং ত্বং
দ্বারাবতীনরপতিং ভজ কৃষ্ণচন্দ্রম্ ॥ ২৬
ইতি কৃষ্ণস্য হরেশ্চ বৃত্তসারং
কথয়তি যশ্চ শৃণোতি ভক্তিযুক্তঃ।
স বিমলমতিরেতি নাত্মমোহং
ভবতি চ সংস্মরণেষু ভক্তিযোগ্যঃ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্র-সুমেরৌ বৈরাগ্যকথনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

ইতীদং বচনং শ্রুত্বানিরুদ্ধস্ত মুদান্বিতঃ।
নিবেশ্য কৃষ্ণপদয়োঃ স্বমনঃ প্রাহ তং মুনিম্ ॥ ১
গতঃ শত্রুশ্চ মে মোহস্ত্বদ্বাক্যোনাসিনা বিভো।
অদ্য ত্বং গচ্ছ কৃষ্ণস্য পুরীং পুত্রেণ সংযুতঃ ॥ ২

প্রসন্ন হউন। অতএব হে হরিপৌত্র রাজেন্দ্র! জগতের মনঃকল্পিত সমস্ত সুখ দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষপ্রদ সুরবর সর্ব্বদ দ্বারকাপতি নরপতি কৃষ্ণচন্দ্রকে তুমি ভজনা কর। সাক্ষাৎ হরি কৃষ্ণের এই সারতত্ত্ব যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, সেই বিমলমতি আত্মমোহ প্রাপ্ত হন না, এবং ইহার স্মরণেও তিনি ভক্তিভাজন হইয়া থাকেন। ১৩—২৭।

অশ্বমেধখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—সান্দীপনির তাদৃশ বাক্য শ্রবণে মুদান্বিত অনিরুদ্ধ কৃষ্ণপাদপদ্মে নিজ মন নিবিষ্ট করিয়া পুনরায় মুনিকে কহিলেন ;—হে বিভো! আপনার বাক্যরূপ অসিতে আমার

তস্য বাক্যং সমাকর্ণ্য মুদা সান্দীপনির্মুনিঃ।
(স্ব)দত্তেন পুত্রেণ রথস্থো দ্বারকাং যযৌ ॥ ৩
পুর্য্যাং রামকৃষ্ণাভ্যামাদরেণ নিবাসিতঃ।
(পূ)জিতো যাদবৈঃ সর্ব্বৈর্ভোজেন্দ্রেণ বিধানতঃ ॥ ৪
(অ)থ প্রদ্যুম্নতনয়ঃ শ্যামকর্ণং মহোজ্জ্বলম্।
(স্বর্ণ)শৃঙ্খলয়া বদ্ধং মুমোচ বিজয়ায় চ ॥ ৫
হয়শ্চ শীঘ্রং প্রচলন্নৃপেন্দ্র
স্বয়ং ক্রবন্ রাজপুরে গতঃ সঃ।
যত্রানুশাল্বো নৃপতিশ্চ রাজ্যং
শাল্বস্য ভ্রাতা কুরুতে চ নিত্যম্ ॥ ৬
(ত)ত্র বৈ তুরগং প্রাপ্তমনুশাল্বো যদৃচ্ছয়া।
(গৃহ)ীত্বা বাচয়ামাস তৎপত্রঞ্চ প্রহর্ষিতঃ ॥ ৭
(অ)ভিপ্রায়ং নিরীক্ষ্যৈব তিরশ্চীনেন চক্ষুষা।
সৈনিকান্ প্রত্যুবাচ রুষা প্রস্ফুরিতাধরঃ ॥ ৮
(দি)ষ্ট্যা দিষ্ট্যা শত্রবো মে সর্ব্বে চাত্র সমাগতাঃ।
ঘাতয়িষ্যামি তান্ সর্ব্বান্ যৈর্মে ভ্রাতা চ মারিতঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা সেনয়া যুক্তো নিশ্চক্রাম পুরাদ্বহিঃ।
অক্ষৌহিণীভির্দশভিস্তূর্ণীকৃত্য তু যাদবান্ ॥ ১০

মোহ-শত্রু অপনোদিত হইয়াছে; আপনি আজ পুত্রের সহিত কৃষ্ণের দ্বারকাপুরে গমন করুন। অনিরুদ্ধের বাক্য শুনিয়া মুনি সান্দীপনি সানন্দে কৃষ্ণদত্ত স্বনন্দনের সহিত রথারোহণে দ্বারকায় গমন করিলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ তাঁহাকে সাদরে দ্বারকায় রক্ষিত করিলেন, এবং তিনি যাদবগণসহ উগ্রসেন কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন। অনন্তর অনিরুদ্ধ দিগ্বজয়ার্থ স্বর্ণশৃঙ্খলাবদ্ধ শ্যামকর্ণ মহোজ্জ্বল অশ্ব মোচন করিলেন। হে নৃপেন্দ্র! অশ্ব শীঘ্রগমনে শব্দ করিতে করিতে রাজপুরে প্রবেশ করিল, তথায় শাল্বের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুশাল্ব রাজত্ব করেন। অনুশাল্ব স্বেচ্ছাগত অশ্বপ্রাপ্তে মহাহর্ষে গ্রহণ করিয়া জয়পত্র পাঠ করত অভিপ্রায় অবধারণপূর্ব্বক ক্রোধে দৃষ্টি বক্র ও অধর কম্পিত করিয়া সৈনিকগণকে কহিলেন—বহু ভাগ্যবশে আমার শত্রুগণ এখানে সমাগত হইয়াছে, আমার ভ্রাতৃহন্তা ঐ সকল শত্রুকে আমি নিহত করিব। এইরূপ বলিয়া অনুশাল্ব

তদৈব যুবকাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা সেনাং সমাগতাম্।
বাণবর্ষাং প্রমুঞ্চন্তীং মুমুচুস্তে শরাংশ্চ বৈ ॥ ১১
উভয়োঃ সেনয়োর্যুদ্ধং ততঃ সমভবন্মৃধে।
খড়্গৈর্বাণৈর্গদাভিশ্চ শক্তিভির্ভিন্দিপালকৈঃ ॥১২
পলায়মানাং স্বাং সেনামনুশাল্বো মহাবলঃ।
বারয়িত্বা নদন্ যুদ্ধে চাজগাম রথেন বৈ ॥ ১৩
সমাগতং বিলোক্যাথ দীপ্তিমান্ কৃষ্ণনন্দনঃ।
তেন সার্দ্ধং রণং কর্ত্তুং তদৈব সম্মুখেঽভবৎ ॥১৪
দীপ্তিমন্তং রণে বীক্ষ্য ধনুষা দশভিঃ শরৈঃ।
ততাড়ামর্ষিতঃ সোঽপি দ্বিপং দ্বীপী নখৈরিব ॥১৫
তাড়িতস্তৈঃ শরৌঘৈশ্চ রুধিরোক্ষিতবাহনঃ।
নীত্বা শরাসনং সদ্যো বাণান্ জগ্রাহ রোষতঃ ॥
নিধায় কিল কোদণ্ডে দশ বাণান্ মুমোচ হ।
তে শরাস্তচ্ছরীরং বৈ ভিত্ত্বা রাজন্ বহির্গতাঃ ॥১৭
যথা তৃণগৃহং রাজন্ সহসা পন্নগাশনাঃ।
তৈর্বাণৈর্নিহতো যুদ্ধেঽনুশাল্বো মূর্চ্ছিতোঽভবৎ
ততস্তৎসৈনিকাঃ সর্ব্বে রুষা প্রস্ফুরিতাধরাঃ।
দীপ্তিমন্তং রণে জঘ্নুশ্চিত্রশস্ত্রৈঃ শরৈরপি ॥ ১৯
তত্রাগত্য হরেঃ পুত্রো ভানুঃ সর্ব্বান্ রিপূন্ শরৈঃ
নীহারাভ্রান্ ভানুরিব ছিন্নভিন্নাংশ্চকার হ ॥ ২০
ততশ্চ ত্রস্তুঃ সর্ব্বেঽনুশাল্বস্য তু সৈনিকাঃ।
তদৈব তস্য মন্ত্রী বৈ প্রচণ্ডো নাম রোষতঃ ॥ ২১
শক্ত্যা জঘান সমরে সত্যভামাত্মজং নৃপ।
ভানোশ্চ হৃদয়ং ভিত্ত্বা স বিবেশ মহীতলে ॥২২
স চাপি মূর্চ্ছিতো ভূত্বা নিপপাত রথাদ্রণে।
স এবং কৌতুকং বীক্ষ্য শাল্বস্তত্র রুষা জ্বলন্ ॥
শীঘ্রং গৃহীত্বা কোদণ্ডমাজগাম রথেন বৈ।
প্রচণ্ডস্য রথং শাল্বঃ সতুরঙ্গং সসারথিম্ ॥ ২৪
সধ্বজং শতবাণৈশ্চ সর্ব্বং চূর্ণীচকার হ।
রথে ভগ্নে গদাং নীত্বা প্রচণ্ডো রণদুর্ম্মদঃ ॥ ২৫
আজগাম রিপুং হন্তুং পতঙ্গ ইব পাবকম্।
আগতং তং বিলোক্যাথ চন্দ্রার্কাকারবর্চ্চসা ॥ ২৬
শরেণৈকেন শাল্বস্তু জহার তচ্ছিরো মৃধে।
হাহাকারস্তদৈবাসীত্তৎসেনায়াং নৃপেশ্বর ॥ ২৭

যাদবগণকে অতি তুচ্ছবোধে দশ অক্ষৌহিণী সেনাসহ পুর হইতে বহির্গত হইল। সেই বাণবর্ষাকারী সৈন্যদর্শনে যাদবগণ তখনই বাণ বর্ষণ করিতে করিতে আগমন করিলেন! রণক্ষেত্রে খড়্গ, বাণ, গদা, শক্তি ও ভিন্দি-পাল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা উভয় সৈন্যের মহাসমর আরম্ভ হইল। মহাবল অনুশাল্ব পলায়মান স্বীয় সৈন্যগণকে বারণ করত গর্জ্জন করিতে করিতে স্বয়ং রথারোহণে আগমন করিল। ১—১৩। রোষপূরিত অনুশাল্ব দীপ্তিমান্‌কে সমরে সমাগত দেখিয়া সিংহ যেমন করীকে নখরনিকর দ্বারা আঘাত করে, তদ্রূপ দশ শরে তাঁহাকে তাড়িত করিল। ক্রোধোদ্দীপ্ত দীপ্তিমান্ অনুশাল্ব শরে তাড়িত হইয়া রক্তাপ্লুত-করে তখনই ধনু ধারণ করত দশ বাণ সন্ধানপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। হে রাজন্! সেই সকল শর সর্প যেমন তৃণগৃহে প্রবেশ করে, তদ্রূপ শত্রুদেহ ভেদ করিয়া বহির্গত হইল। অনুশাল্ব সেই বাণাঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তর তদীয় সৈনিকেরা কোপে অধর কম্পিত করিয়া নানাবিধ বাণে দীপ্তিমান্‌কে রণে আহত করিল। তখন হরিতনয় ভানু সমরক্ষেত্রে আসিয়া শর দ্বারা সমস্ত শত্রুকে সূর্য্য-কর্ত্তৃক নীহার ও মেঘজালাপহরণের ন্যায় ছিন্ন ও করিলেন। অনন্তর অনুশাল্বের সকল সৈন্য পলায়ন করিল, হে নৃপ! তখন তাঁহার মন্ত্রী প্রচণ্ড শক্তি দ্বারা সমরে সত্যভামাতনয় ভানুক তাড়িত করিল, সেই শক্তি ভানুর হৃদয় বিদ্ধ করিয়া মৃত্তিকায় প্রবিষ্ট হইল। ভানুও রথ হইতে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। সমরক্ষেত্রে শাল্ব এই প্রকার কৌতুকাবহ কাণ্ড দর্শনে ক্রোধে জ্বলিত হইয়া সত্বর ধনুর্গ্রহণ-পূর্ব্বক রথারোহণে আগমন করত শতবাণে প্রচণ্ডের ধ্বজযুক্ত রথ, অশ্ব ও সারথি বিচূর্ণিত করিলেন। রথ ভগ্ন হইলে যুদ্ধদুর্ম্মদ প্রচণ্ড গদা গ্রহণ করিয়া পাবক সমীপে পতঙ্গের ন্যায় শত্রুনাশার্থ আগমন করিল। প্রচণ্ডকে সমা-গত দেখিয়া শাল্ব চন্দ্র-সূর্য্য-সদৃশ তেজোযুক্ত একটী শরে তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন। হে

অথোত্থিতোঽনুশাল্বস্তু মূর্চ্ছাং ত্যক্ত্বা মুহূর্ত্ততঃ
দদর্শ মন্ত্রিণং তত্র শাম্বেন নিহতং মৃধে ॥ ২৮
নিরীক্ষ্য রথমারুহ্য ধন্বী খড়্গী চ দংশিতঃ।
শিলীমুখৈশ্চতুর্ভিশ্চ শাম্বস্য চতুরো হয়ান্ ॥ ২৯
দ্বাভ্যাং কেতুং ত্রিভিঃ সূতং পঞ্চভিশ্চ শরাসনং
ত্রিংশদ্ভিশ্চ শরৈর্যানং জঘান সময়ে নৃপঃ ॥ ৩০
স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
রথং চান্যং সমারুহ্য রেজে জাম্ববতীসুতঃ ॥৩১
ততো গৃহীত্বা কোদণ্ডং শতবাণৈরমর্ষিতঃ।
তত্তাড় স রিপুং যুদ্ধে সর্পং পক্ষের্যথা বিরাট্ ॥৩২
যানন্তস্যাপি ভগ্নোঽভূত্তুরগাঃ পঞ্চতাং গতাঃ।
সূতো মৃত্যুং গতো যুদ্ধেঽনুশাল্বো মূর্চ্ছিতোঽভবৎ
ততস্তৎসৈনিকাঃ সর্ব্বে গৃধ্রপক্ষৈঃ স্ফুরৎপ্রভৈঃ
আশীবিষসমৈর্বাণৈঃ শাম্বং জঘ্নুঃ ক্রুধান্বিতাঃ ॥৩৪
শাম্বমেকং রণে বীক্ষ্য মধুঃ কৃষ্ণসুতো রুষা।
পারাবতসমেনাপি হয়েনাগতবান্ মৃধে ॥ ৩৫
সাকং শাম্বেন তান্ সর্ব্বান্নিস্ত্রিংশেন রিপূন্ খলান্
প্রহরার্দ্ধেন রাজেন্দ্র মারয়ন্ বিচচার হ ॥ ৩৬
ততোঽনুশাল্ব উত্থায় দৃষ্ট্বা স্বস্য পরাজয়ম্।
সলিলেন শুচির্ভূত্বা হন্তুং সর্ব্বাত্মনো দধে ॥ ৩৭
ব্রহ্মাস্ত্রং সন্দধে রোষান্ময়দৈত্যেন শিক্ষিতম্।
অজানংস্তস্য নাশঞ্চ সম্প্রাপ্তে প্রাণসঙ্কটে ॥ ৩৮
তস্যাপি দারুণং তেজস্ত্রীঁল্লোকান্ প্রদহন্মহৎ।
চচার হ্যন্তরিক্ষে চ দ্বাদশাদিত্যসন্নিভম্ ॥ ৩৯
তত্তেজসা দুর্ব্বিষহেণ সর্ব্বে
সন্দহ্যমানা যদবশ্চ ভীতাঃ।
প্রাদ্যুম্নিপার্শ্বং প্রযযুর্ব্বদন্তো
রক্ষস্ব দুঃখান্নৃহরে মহাত্মন্ ॥ ৪০
ততঃ কৃত্বাভয়ং রাজন্ বীরো রুক্মবতীসুতঃ।
ব্রহ্মাস্ত্রেণ তু ব্রহ্মাস্ত্রং জহার প্রধনে রুষা ॥ ৪১
বহ্ন্যস্ত্রং সোঽপি চিক্ষেপ বহ্নিনা পূরিতং নভঃ।
দহ্যমানা চ ভূস্তত্র জ্বালাভিরিব খাণ্ডবম্ ॥ ৪২
ততোঽনিরুদ্ধো বলবান্ বারুণাস্ত্রং পুনর্দধে।

নৃপেশ্বর! তখনই শত্রুসৈন্য মধ্যে হাহাকার উত্থিত হইল। অনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যে অনুশাল্ব মূর্চ্ছা ত্যাগ করিয়া উত্থিত হইল এবং দেখিল,—শাম্ব কর্ত্তৃক মন্ত্রী প্রচণ্ড রণে নিহত হইয়াছে। ১৪—২৮। নৃপ অনুশাল্ব তদ্দর্শনে রথারোহণ-পূর্ব্বক দেহ বর্ম্মাবৃত করত ধনু ও খড়্গ লইয়া আসিলেন এবং চারি বাণে অনুশাল্বের চারি অশ্ব,দুই বাণে রথধ্বজ, তিন বাণে সারথি, পাঁচ বাণে ধনু ও তিনবাণে রথ বিধ্বস্ত করিলেন; ছিন্নধন্বা, হতাশ্ব, হতসারথি ও বিরথ জাম্ববতী-তনয় শাম্ব অন্য রথে আরূঢ় হইয়া রণক্ষেত্রে বিরাজিত হইলেন। অনন্তর ক্রুদ্ধ শাম্ব ধনু গ্রহণ করিয়া শত বাণে গরুড়ের সর্প তাড়নের ন্যায় অনুশাল্বকে তাড়িত করিলেন। তাঁহার রথ ভগ্ন ও অশ্ব এবং সারথি গতাসু হইল, অনুশাল্ব মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর রোষ পূরিত অনুশাল্বের সৈনিকগণ গৃধ্রপক্ষ আশী-বিষোপম শাণিত শরদ্বারা শাম্বকে তাড়িত করিল। শাম্বকে রণক্ষেত্রে একাকী দেখিয়া কৃষ্ণ তনয় মধু ক্রোধবশে পারাবততুল্য অশ্বে আগমন করিলেন এবং শাম্বের সহিত মিলিত হইয়া খল রিপুগণকে নিস্ত্রিংশ দ্বারা অর্দ্ধ প্রহর মধ্যে মারিয়া ফেলিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২৯—৩৭। অনন্তর অনুশাল্ব উত্থিত হইয়া স্বীয় পরাভবদর্শনে সলিল স্পর্শে শুচি হইয়া শত্রুনাশে উদ্যম করত রোষবশে ময়দানবদত্ত ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিল, উহার প্রত্যাহার সে জানিত না, তথাপি প্রাণসঙ্কট সময়ে অগত্যা ত্যাগ করিল। দ্বাদশাদিত্য-তেজা ঐ মহাদারুণ ব্রহ্মাস্ত্র ত্রিলোক দগ্ধ করত অন্তরীক্ষে উত্থিত হইল, তাহার দুর্ব্বিষহ তেজে যাদবগণ ভীত ও পুনঃপুনঃ দহ্যমান হইয়া অনিরুদ্ধ সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং বলিলেন,—হে মহাত্মন্! হে নৃ-হরে! রক্ষা করুন। হে রাজন্! অনন্তর বীর অনি-রুদ্ধ অভয় দান করিয়া রোষবশে রণক্ষেত্রে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করিলেন। অনুশাল্বও অনলাস্ত্র নিক্ষেপ করিল, তাহাতে আকাশ পাবকে পূরিত হইল এবং বহ্নিদগ্ধ খাণ্ডববনের ন্যায় অবনী দগ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর বলবান্ অনিরুদ্ধ পুনরায় বরুণাস্ত্র

প্রচণ্ডমেঘধারাভির্বহ্নিঃ শীতলতাং গতঃ ॥ ৪৩
মণ্ডূকাঃ কোকিলাশ্চৈব ময়ূরাঃ সারসাদয়ঃ।
প্রত্যনন্দন্মহামেঘৈর্ব্বর্ষাং জ্ঞাত্বা পুনঃ পুনঃ ॥৪৪
ততোঽনুশাল্বো মায়াবী পবনাস্ত্রং সমাদধে।
দৃষ্ট্বানিরুদ্ধো যুযুধে পর্ব্বতাস্ত্রেণ সর্ব্বতঃ ॥ ৪৫
ততো ভারসহস্রাঢ্যাং নীত্বা সোঽপি গদাং মৃধে
অনিরুদ্ধং শূরমণিং ক্রুদ্ধো বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৬
ত্বৎসৈন্যে নাস্তি রাজেন্দ্র গদাযুদ্ধবিশারদঃ।
যদি চাস্তি তর্হি মহ্যং তং তু শীঘ্রং প্রদর্শয় ॥৪৭
ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য গদাধারী গদো মহান্।
উবাচ চাগ্রতো ভূত্বানিরুদ্ধস্য প্রপশ্যতঃ ॥ ৪৮
অত্র বৈ বহবঃ সন্তি সর্ব্বশস্ত্রবিশারদাঃ।
মানং মা কুরু দৈত্যেন্দ্র ত্বমেকাকী রণেঽসি হি ॥
ন মন্যসে ত্বং মদ্বাক্যং ময়া সাকং রণেঽসুর।
কুরু পূর্ব্বং গদাযুদ্ধং ততোঽন্যান্ দ্রষ্টুমর্হসি ॥৫০
ইত্যুক্ত্বা স গদাং নীত্বা লক্ষভারময়ীং দৃঢ়াম্।
তথানুশাল্বং জঘ্নে তু মূর্দ্ধ্নি বক্ষঃস্থলে নৃপ ॥ ৫১
অনুশাল্বস্তু গদয়া জঘান সমরে গদম্
ততোঽন্যোন্যং গদাভ্যাঞ্চ জঘ্নতুঃ
ক্রোধমূর্চ্ছিতৌ ॥ ৫২
ততো গদঃ সমুত্থাপ্যানুশাল্বং গগনেঽক্ষিপৎ।
ভ্রাময়িত্বা শতগুণং নিপপাত মহীতলে ॥ ৫৩
ততোঽনুশাল্ব উত্থায় গৃহীত্বা রৌহিণীসুতম্।
ভূমৌ মমর্দ্দ রাজেন্দ্র তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৫৪
গদো গজং গৃহীত্বৈকমনুশাল্বোপরি ক্ষিপৎ।
তমায়ান্তং গজং নীত্বা চিক্ষেপ স বলানুজে॥৫৫
জানুভির্মুষ্টিভির্ঘোরৈঃ প্রহারৈস্তৌ চ জঘ্নতুঃ।
মর্দ্দিতৌ তাবুভৌ মহ্যাং পতিতৌ মূর্চ্ছনাং
গতৌ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীগর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ রাজপুরবিজয়ো নাম চতু-
র্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

সন্ধান করিলেন, প্রচণ্ড বারিধারায় বহ্নি শীতল হইয়া গেল; ভেক, কোকিল, ময়ূর ও শারসাদি সেই বারিধারা দেখিয়া সানন্দে পুনঃপুনঃ নৃত্য করিল। অতঃপর মায়াবী অনুশাল্ব পবনবাণ সন্ধান করিল, অনিরুদ্ধ তদ্দর্শনে সর্ব্বদিকে পর্ব্বতাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর অনুশাল্ব যুদ্ধে সহস্রভার গদাগ্রহণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া শূরশিরোমণি অনিরুদ্ধকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিল,—হে রাজেন্দ্র! তোমার সৈন্য মধ্যে গদাযুদ্ধবিশারদ কেহ নাই, যদি থাকে, তবে সত্বর তাহাকে আমায় দেখাইয়া দাও। ৩৮—৪৭। অনুশাল্বের সেই কথা শুনিয়া গদাধারী মহাযোদ্ধা গদ তাহার সম্মুখে গিয়া অনিরুদ্ধের সাক্ষাতে বলিলেন,—এখানে সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ বহু যোদ্ধা আছেন, হে অসুরবর! তুমি রণে একাকী, মান করিও না; হে অসুর! যদি তুমি আমার কথা না মান, তবে অগ্রে আমার সহিত গদাযুদ্ধ কর, পরে অপর বীরগণকে দেখিতে পাইবে। হে নৃপ! এইরূপ বলিয়া গদ লক্ষভারময়ী দৃঢ় গদাগ্রহণ পূর্ব্বক অনুশাল্বের বক্ষে ও মস্তকে আঘাত করিলেন। অনুশাল্বও যুদ্ধে গদাদ্বারা গদকে প্রহার করিল; এইরূপে পরস্পর ক্রোধ মূর্চ্ছিত বীরদ্বয় গদাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর গদ অনুশাল্বকে তুলিয়া লইয়া গগনে উত্থিত ও শতগুণ ভ্রমিত করত ভূতলে পাতিত করিলেন, অনুশাল্বও উত্থিত হইয়া রোহিণীতনয় গদকে গ্রহণ করত মেদিনী তলে পাতিত মর্দ্দিত করিল; হে রাজেন্দ্র! তাহা যেন এক অদ্ভুত কাণ্ড। গদ একটী গজ গ্রহণ করিয়া অনুশাল্বের উপর নিক্ষেপ করিলেন, অনুশাল্বও সেই সমাপতিত গজকে ধরিয়া লইয়া গদের উপর নিক্ষেপ করিল। তাঁহারা পরস্পর ভীষণ জানু ও মুষ্ট্যাঘাতে মর্দ্দিত হইয়া ভূমিতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন।৪৮—৫৬।

অশ্বমেধখণ্ডে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

গর্গ উবাচ ।

এবং দৃষ্ট্বা তয়োর্যুদ্ধং যাদবাঃ পরসৈনিকাঃ ।
উচুঃ পরস্পরং ধন্যো'হনুশাল্বস্তু গদো মহান্ ॥
ইতি ব্রুবৎসু সর্ব্বেষু গদস্তত্রৈব চোত্থিতঃ ।
ক গতঃ ক গতঃ শত্রুর্হত্বা মাং চ ব্রুবন্ রণাৎ ॥২
ততোঽনুশাল্বং হস্তেন গৃহীত্বাকৃষ্য রোষতঃ ।
অনিরুদ্ধস্য নিকটে পাতয়ামাস বেগতঃ ॥ ৩
পতিতং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা হ্যনিরুদ্ধস্ত্বধোমুখম্ ।
কারয়ামাস চৈতন্যং ব্যজনৈঃ সলিলেন চ ॥ ৪
তদৈব স প্রবুদ্ধোঽভূদনুশাল্বোঽসুরেশ্বরঃ ।
দৃষ্ট্বাগ্রে সুন্দরং সোঽপি কৃষ্ণপৌত্রং ঘনপ্রভম্ ॥
নত্বা প্রত্যাহ বচনং ত্বং তু মে প্রাণরক্ষকঃ ।
অনিরুদ্ধ হরেঃ পৌত্র অপরাধং ক্ষমস্ব তৎ ॥ ৬
ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ।
প্রদ্যুম্নায় নমস্তুভ্যমনিরুদ্ধায় তে নমঃ ॥ ৭
গৃহাণ বৈ তুরঙ্গং তমহং যাস্যামি পালয়ন্ ।
ইত্যুক্ত্বা স্বপুরং গত্বা দদৌ তস্মৈ তুরঙ্গমম্ ॥৮
অযুতং হস্তিনাং চৈব হয়ানাং নিযুতং তথা ।
অর্দ্ধলক্ষং রথানাঞ্চ শিবিকানাং সহস্রকম্ ॥ ৯
উষ্ট্রাণাং হি সহস্রঞ্চ গবয়ানাং সহস্রকম্ ।
পঞ্জরে সংস্থিতানাঞ্চ সিংহানাং দ্বিসহস্রকম্ ॥ ১০
মৃগয়াসারমেয়াণাং সহস্রং নৃপসত্তম ।
শিবিরাণাং সহস্রঞ্চ শিঞ্জানাং নিযুতং তথা ॥১১
জবনিকানামযুতং ধেনূনাং লক্ষমেব চ
সহস্রভারং স্বর্ণানাং রজতানাং চতুর্গুণম্ ॥ ১২
মুক্তানাং ভারমেকং চানিরুদ্ধায় দদৌ নৃপঃ ।
অনিরুদ্ধস্ততস্তস্মৈ মণিহারং দদৌ মুদা ॥ ১৩
অনুশাল্বঃ স্বরাজ্যে তু কৃত্বা বৈ সচিবং বরম্ ।
যাদবৈঃ সহিতঃ সোঽপি দেশানন্যান্ জগাম হ ॥
ততো বিমুক্তস্তুরগো মণিকাঞ্চনভূষিতঃ ।
দেশানন্যান্ বীরযুক্তান্ পশ্যন্ বভ্রাম ভূপতে ॥১৫
অনুশাল্বং জিতং শ্রুত্বা যৌবনাশ্বঞ্চ ভীষণম্ ।
রাজানোঽন্যে মণ্ডলেশাঃ প্রাপ্তং ন জগৃহুর্হয়ম্ ॥
ইত্যেবং ভ্রমতস্তস্য তুরগস্য বিশাম্পতে ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

গর্গ বলিলেন,—তাঁহাদের উভয়ের এইরূপ যুদ্ধ দর্শনে যাদব ও বিপক্ষসৈন্য পরস্পর বলিল—মহাযোদ্ধা গদ ও অনুশাল্ব ধন্য। তাহারা এইরূপ বলিতে থাকিলে গদ তখনই উত্থিত হইয়া বলিলেন,—রণক্ষেত্রে আমার শত্রু আমাকে আঘাত করিয়া কোথায় গেল? কোথায় গেল? অনন্তর তিনি রোষবশে অনুশাল্বকে আকর্ষণ করত সবেগে অনিরুদ্ধ নিকটে পাতিত করিলেন, অনিরুদ্ধ অনুশাল্বকে অধোমুখে পতিত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া জল ও ব্যজন দ্বারা তাহার চৈতন্যোৎপাদন করিলেন। তখনই অসুরেশ্বর অনুশাল্ব প্রবুদ্ধ হইয়া সম্মুখে সুন্দর ঘনশ্যাম অনিরুদ্ধকে দর্শন করত প্রণামপূর্ব্বক বলিল,—তুমি আমার প্রাণরক্ষক, হে হরিতনয় অনিরুদ্ধ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর। অতঃপর বলিল,—বসুদেবকে নমস্কার, সঙ্কর্ষণকে নমস্কার। প্রদ্যুম্নকে নমস্কার; হে অনিরুদ্ধ! তোমাকে নমস্কার। তুরগ গ্রহণ কর, আমি অশ্বরক্ষার্থ তোমার অনুগমন করিব। অনুশাল্ব এইরূপ বলিয়া স্বীয়পুরে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অশ্ব প্রত্যর্পণ করিল এবং হে নৃপেশ্বর! তৎসহ অযুত হস্তী, নিযুত অশ্ব, অর্দ্ধলক্ষ রথ, সহস্র শিবিকা, সহস্র উষ্ট্র, সহস্র গবয়, দ্বিসহস্র পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ, সহস্র মৃগয়াযোগ্য কুক্কুর, সহস্র শিবির, নিযুত ধনুর্গুণ, অযুত যবনিকা, লক্ষ ধেনু, সহস্রভার সুবর্ণ, চারি হাজার ভার রজত ও একভার মুক্তা অনিরুদ্ধকে প্রদান করিল। অনিরুদ্ধও অনুশাল্বকে সানন্দে একটী মণিহার অর্পণ করিলেন। ১—১৩। অনন্তর অনুশাল্ব স্বরাজ্যে প্রধান মন্ত্রীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাদবগণের সহিত অন্যান্য দেশে গমন করিল। হে ভূপতে! অতঃপর মণিকাঞ্চনভূষিত অশ্ব বিমুক্ত হইয়া বীরবেষ্টিত বহু দেশ ভ্রমণ করিল; অনুশাল্ব, ভীষণ ও যৌবনাশ্ব পরাজিত হইয়াছে শুনিয়া অপর মণ্ডলপতি নরপতিগণ অশ্ব প্রাপ্ত হইয়াও গ্রহণ করিলেন না।

মাসাশ্চ প্রগতাঃ ষড়্বৈ তাদৃশাশ্চাবশেষিতাঃ ॥
হয়ো মণিপুরেশেন গৃহীতশ্চ বিমোচিতঃ।
তথা রত্নপুরেশেন হ্যনিরুদ্ধভয়ান্নৃপ ॥ ১৮
রাষ্ট্রান্ সর্ব্বানশূরাংশ্চ বিহায় তুরগোত্তমঃ।
যযৌ প্রাচীং দিশং রাজন্ বল্বলো যত্র দৈত্যরাট্
সোঽপি দৈত্যো হয়স্যাপি বার্ত্তাং শ্রুত্বা চ নারদাৎ।
যজ্ঞং শীঘ্রং নাশয়িত্বা নৈমিষাচ্চাজগাম হ ॥ ২০
স্থিতং ত্রিবেণ্যাং সলিলং পিবন্তং
প্রয়াগতীর্থে ক্রতুবাহনঞ্চ।
বিলোক্য রাজন্ কিল বল্বলাখ্যো
জগ্রাহ শীঘ্রং হ্যগণয্য কৃষ্ণম্ ॥ ২১
তদৈব বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকঞ্চ বিলোকয়ন্।
চর্ম্মণ্বতীং সমুত্তীর্য্য চিত্রকূটং সমাযযুঃ ॥ ২২
রামক্ষেত্রে চ দানানি কৃত্বাশ্বঞ্চ বিলোকয়ন্।
তস্যাপি পৃষ্ঠতো লগ্না আজগ্মুস্তীর্থবাসবম্ ॥ ২৩
দদৃশুস্তত্র তুরগং সপত্রং যদুসত্তমাঃ।
গৃহীতং স্ববলাদ্রাজন্নসুরেণ দুরাত্মনা ॥ ২৪
ততস্তে বল্বলং দৃষ্ট্বা নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
যোজনদ্বয়মুচ্চাঙ্গমুগ্রমঙ্গারলোচনম্ ॥ ২৫
তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুদংষ্ট্রোগ্রভ্রুকুটীমুখম্।
ব্রহ্মঘ্নং ললজ্জিহ্বং গজাযুতসমং বলম্ ॥ ২৬
ঊচুর্যাদবা রোষাৎ স্ফুরিতাধরপল্লবাঃ।
কস্ত্বং যজ্ঞপশুং নীত্বা হ্যস্মাকঞ্চ ক্ব যাস্যসি ॥ ২৭
তস্মান্মোচয় তং শীঘ্রং ন চেদ্ধন্মো রণে চ ত্বাম্
ইতি শ্রুত্বাঽসুরশ্চাহ বচঃ শৃণুত মে নরাঃ ॥ ২৮

বল্বল উবাচ।

অহন্তু বল্বলো দৈত্যো দেবানাং দুঃখদায়কঃ।
যস্যাগ্রে মানুষাঃ সর্ব্বে ভবন্তি ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ২৯
ইতি শ্রুত্বা চ যদবো জঘ্নুর্ব্বাণৈশ্চ বল্বলম্।
স হতস্তৈশ্চ সহসা সহয়োঽন্তর্দধে নৃপ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-সুমেরৌ বল্বলেন তুরঙ্গহরণং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

হে বিশ্বপতে! অশ্ব এইরূপে বিচরণ করিতে থাকিলে ছয়মাস অতীত হইল, ছয় মাস অবশিষ্ট রহিল। মণিপুরপতি একবার অশ্বগ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু অনিরুদ্ধ ভয়ে ছাড়িয়া দিলেন; হে নৃপ! রত্নপুরপতিও ঐরূপ করিলেন। এইরূপে দুর্ব্বল নৃপশাসিত দেশ সকল অতিক্রম করিয়া অশ্ববর পূর্ব্বদিকে গমন করিল, হে রাজন্! ঐদিকের অধিপতি দৈত্যরাজ বল্বল। বল্বল দৈত্য নারদের নিকট অশ্বের সংবাদ পাইয়া নৈমিষারণ্যে আরব্ধ যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া সত্বর তথা হইতে আগমন করিল। যজ্ঞাশ্ব তখন প্রয়াগ তীর্থের ত্রিবেণী জল পান করিতেছিল, হে রাজন্! তদ্দর্শনে বল্বল কৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়া সত্বর অশ্ব গ্রহণ করিল। তৎকালে যাদবগণ দণ্ডক বন দর্শন করিতে করিতে চর্ম্মণ্বতী উত্তীর্ণ হইয়া চিত্রকূটে উপনীত হন এবং রামক্ষেত্রে দানাদি করিয়া অশ্বের অনুসন্ধান করিতে করিতে পুনরায় প্রয়াগে প্রত্যাগমন করেন। হে রাজন্! যাদবগণ দেখিলেন,—তথায় সেই পত্রযুক্ত অশ্ব দুরাত্মা অসুর কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। অনন্তর তাঁহারা ঘনীভূত নীলাঞ্জনপ্রভ যোজনদ্বয় উচ্চ অঙ্গারলোচন তপ্ততাম্রোপম শ্মশ্রু ভীষণদর্শন ভ্রুকুটীবদন লোলজিহ্ব গজাযুতবলী ব্রহ্মঘাতী উগ্র অসুরকে দেখিয়া ক্রোধে অধরপল্লব কম্পিত করত বলিলেন,—তুমি কে? আমাদের যজ্ঞাশ্ব গ্রহণ করিয়া কোথায় যাইতেছ? শীঘ্র অশ্বমোচন কর, নচেৎ রণে তোমাকে নিহত করিব। তচ্ছ্রবণে অসুর বলিল,—হে নরগণ! আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি দেবগণের দুঃখদায়ক বল্বল দৈত্য, মানুষেরা আমার সমীপে ভয়ে বিহ্বল হয়। বল্বল বাক্য শ্রবণে যাদবগণ তাহাকে শরধারা তাড়িত করিলেন, হে নৃপ! যাদবাহত বল্বলও সহসা অশ্বসহ অন্তর্হিত হইল। ১৪—৩০।

অশ্বমেধখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

অথ সর্ব্বে যদুগণা গতে ক্রতুপশৌ নৃপ।
শোকং চক্রুঃ ক্ব গচ্ছামঃ করিষ্যামশ্চ কিং ভুবি
ন তৎপ্রতিবিধিং সর্ব্বেঽনিরুদ্ধাদ্যা বিদুস্ততঃ।
তদা নারদরূপী বৈ ভগবানাগমন্নৃপ ॥ ২
তমাগতং মুনিং দৃষ্ট্বানিরুদ্ধো যাদবৈর্বৃতঃ।
পূজয়িত্বাসনে স্থাপ্য প্রীতঃ প্রাহ মুনীশ্বরম্ ॥৩

অনিরুদ্ধ উবাচ।

ভগবন্ যজ্ঞতুরগো বল্বলেন দুরাত্মনা।
নীতঃ কুত্র গতঃ সর্ব্বং বদ মে বদতাং বর ॥ ৪
ত্বং পর্য্যটন্নর্ক ইব ত্রিলোকীং দিব্যদর্শনঃ।
অন্তশ্চরো বায়ুরিব হ্যাত্মসাক্ষী চ সর্ব্ববিৎ।
তস্মাৎ কথয় সর্ব্বং মে শ্রুত্বা সোঽপ্যাহ মাধবম্

নারদ উবাচ।

রাজংস্তব তুরঙ্গো বৈ বল্বলেন নিবেশিতঃ ॥ ৬
উপদ্বীপে পাঞ্চজন্যে সিন্ধুমধ্যে নৃপেশ্বর।
মৃতে মিত্রে চ শকুনৌ যাদবানাং বধায় চ ॥ ৭
সুতলাচ্চ সমাহূয় দৈত্যবৃন্দান্ মহাসুরঃ।
রাজ্যং করোতি তত্রাপি শিবস্য বরদর্পিতঃ
ইতি শ্রুত্বানিরুদ্ধস্তু বচঃ প্রোবাচ শঙ্কিতঃ। ॥ ৮

অনিরুদ্ধ উবাচ।

তস্মৈ চন্দ্রললামেন কিং দত্তং প্রবরং বরম্ ॥ ৯
তন্মমাখ্যাহি দেবর্ষে কস্মাৎ সন্তোষিতোঽভবৎ
ততো বভাষে স মুনিঃ শৃণু রাজন্ বচো মম ॥১০
কৈলাসে চৈকদা দৈত্যো হ্যেকপাদেন সংস্থিতঃ
বর্ষদ্বাদশপর্য্যন্তং তপশ্চক্রে সুদারুণম্ ॥ ১১
ততশ্চ তোষিতো দেবো বরং ব্রূহীত্যুবাচ হ।
তচ্ছ্রুত্বা স উবাচাথ সদাশিব নমোঽস্তু তে ॥১২
মহামৃধে চ মাং দেব পালয়স্ব কৃপানিধে।
তথাস্তু চোক্ত্বা দেবস্তু তত্রৈবান্তর্দধে নৃপ ॥ ১৩
স দৈত্যো পাঞ্চজন্যে বৈ রাজ্যং চক্রে বলীস্ততঃ
স্বতস্তভ্যং ন তুরগং বিনা যুদ্ধেন দাস্যতি ॥ ১৪
অনিরুদ্ধস্তু প্রোবাচ হত্বা দুষ্টঞ্চ বল্বলম্

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—হে নৃপ! অনন্তর অশ্ব অপহৃত হইলে তৎপ্রতিকার অনভিজ্ঞ অনিরুদ্ধাদি যাদবগণ কোথায় যাইব, কি করিব বলিয়া শোক করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তখন ভগবান্ নারদমুনি আগমন করিলেন। মুনিবরকে সমাগত দেখিয়া অনিরুদ্ধ যাদবগণসহ তাঁহাকে পূজা করিয়া আসনে স্থাপন করত প্রীতিভরে জিজ্ঞাসা করিলেন। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—হে ভগবন্! দুরাত্মা বল্বল যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়া কোথায় গমন করিল? হে বাগ্মিবর! তাহা বলুন; আপনি দিব্যদর্শন এবং দিবাকরের ন্যায় ত্রিলোক পর্য্যটন করিয়া থাকেন; আপনি বায়ুর ন্যায় অন্তশ্চর ও আত্মসাক্ষী সর্ব্বজ্ঞ; অতএব সমস্ত আমায় বলিয়া দিউন। অনিরুদ্ধ-বাক্যশ্রবণে নারদ প্রত্যুত্তর করিলেন। নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! বল্বল তোমার অশ্ব লইয়া গিয়া সিন্ধুমধ্যে পাঞ্চজন্য নামক উপদ্বীপে রহিয়াছে; শিববরে দর্পিত দৈত্যবর বল্বল মিত্র শকুনি গতাসু হইলে সুতল হইতে মহাসুরগণকে আনিয়া তথায় রাজ্য করিতেছে। অনিরুদ্ধ নারদের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—হে দেবর্ষে! চন্দ্রশেখর শঙ্কর তাহাকে এমন কি চমৎকার বর দিয়াছেন এবং কেমন করিয়া শিব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তৎসমস্ত বর্ণন করুন। অনন্তর নারদ বলিলেন,—আমার বাক্য শ্রবণ কর। ১—১০। বল্বল দৈত্য একদা একপদে অবস্থিত হইয়া কৈলাস শৈলে দ্বাদশ বর্ষ সুদারুণ তপস্যা করে, অনন্তর শিব সন্তুষ্ট হইয়া বলেন,—বর গ্রহণ কর। তচ্ছ্রবণে বল্বল বলিল,—হে সদাশিব! তোমাকে নমস্কার। হে দেবদেব কৃপানিধে! মহামৃধে আমাকে পালন কর, হে নৃপ! শিব তাহাই হউক, কহিয়া সেই স্থানে অন্তর্হিত হন। তদবধি শিববলে বল্বল মহাপ্রতাপে পাঞ্চজন্য দ্বীপে রাজত্ব করিতেছে; সে বিনা যুদ্ধে আপনা হইতে তোমাকে অশ্ব প্রদান করিবে

সসৈন্তক দুর্মিত্রৌ মোচয়িষ্যো তুরঙ্গমম্॥ ১৫
স শিবস্ত বরেণাপি যদি যুদ্ধং করিষ্যতি।
ন পালয়িষ্যতি যুধে শিবঃ কৃষ্ণদ্বিষং খলম্॥ ১৬
ইত্যুক্ত্বা চানিরুদ্ধো বৈ প্রয়াণার্থে জয়ায় চ।
যাদবেভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যো সহসাজ্ঞাং চকার হ॥১৭
ততোঽনুজ্ঞাপ্য দেবর্ষির্যুদ্ধকৌতুকসংযুতঃ।
যযৌ চাকাশমার্গেণ তত্র স্থানে নৃপেশ্বর॥ ১৮
তদৈব যাদবাঃ সর্ব্বে সজ্জীভূতা রুষান্বিতাঃ।
স্নাত্বা কৃত্বা চ দানানি তীর্থরাজে বিধানতঃ॥১৯
উপদ্বীপং যযু রাজন্ রথিভিশ্চ গজৈর্হয়ৈঃ।
দ্বিলক্ষমার্গকারাশ্চ মার্গং চক্রুর্দ্দিনে দিনে॥ ২০
ভিন্দিপালৈশ্চ সর্ব্বত্র সেনায়াঃ পূর্ব্বমেব হি।
সুখেন যত্র গচ্ছন্তি গজবাজিতুরঙ্গমাঃ॥ ২১
পদাতয়শ্চ রাজেন্দ্র মার্গে নিষ্কণ্টকে ত্বরম্।
ইত্থন্তু যদুসেনায়াঃ শেষো ভারেণ পীড়িতঃ॥২২
ইতি হোবাচ মনসি কিং বভূব ধরাতলে।
অনিরুদ্ধোঽগ্রতো ভূত্বালক্ষিতঃ প্রযযৌ নৃপ॥
হয়রক্ষাপদেশাদ্বৈ নাশয়ন্নিব পাপিনঃ।
যত্র যত্র গতো রাজন্ হয়ন্তার্থে চ কার্ষ্ণিজঃ॥২৪
তত্র তত্রোপশৃণ্বানঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যশোঽখিলম্।
শ্লাঘাং যে বৈ করিষ্যন্তি গোবিন্দবলদেবয়োঃ॥
দদৌ তেভ্যশ্চ রত্নানি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।
যৎকিঞ্চিত্তস্য সৈন্যেষু বস্তুমাত্রমনুত্তমম্॥ ২৬
তৎসর্ব্বমদদাৎ প্রীতঃ কৃষ্ণগাথাহৃতাশয়ঃ।
ইত্থং শৃণ্বন্ হরের্গাথাং কাশীং পশ্যন্ গয়াং তথা
কুর্ব্বন্ দানানি রাজেন্দ্র কাষ্ঠাং প্রাচীং জগাম সঃ
ইত্থং ভয়ঙ্করাং সেনাং যাদবানাং বিলোক্য চ॥
গিরিব্রজপুরাধীশো সহদেবস্তু শঙ্কিতঃ।
ভূত্বা কৃতাঞ্জলির্নীত্বা রত্নানি বিবিধানি চ॥ ২৯
অনিরুদ্ধস্য পদয়োঃ পপাত ভয়বিহ্বলঃ।
অনিরুদ্ধস্ততস্তস্মৈ রত্নমালাং দদৌ মুদা॥ ৩০
রাজ্যে কৃত্বা চ তং শীঘ্রং শরণাগতবৎসলঃ।
সমন্বিতো বৃষ্ণিবরৈর্জগাম কপিলাশ্রমম্॥ ৩১

না। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! সসৈন্য মহাবল দুষ্ট বল্বলকে বিনষ্ট করিয়া অশ্ব মুক্ত করিব, কৃষ্ণবিদ্বিষ্ট খল বল্বল দৈত্যকে শিব সমরে রক্ষা করিবেন না। অনিরুদ্ধ এইরূপ বলিয়া জয়ার্থ অভিযান করিবার জন্য সহসা সমস্ত যাদবের প্রতি আদেশ দিলেন। হে রাজন্! যুদ্ধকৌতুকী দেবর্ষি নারদও তাহাতে অনুমোদন করিয়া গগনমার্গে সেই দ্বীপে উপনীত হইলেন। তখনই ক্রোধান্বিত যাদবগণ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন, তীর্থরাজ প্রয়াগে যথাবিধি স্নান দান করিয়া পাঞ্চজন্য উপদ্বীপে রথ ও গজগণসহ যাত্রা করিলেন। হে রাজন। দ্বিলক্ষ পথ নির্ম্মাণকারী প্রত্যহ ভিন্দিপাল দ্বারা সেনাগমনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! সেই পথে গজ বাজী রথ ও পদাতিগণ নিরাপদে সত্বর গমন করিতে লাগিল। হে রাজন্! এই প্রকারে যদুসেনার ভারে শেষ নাগ ক্লিষ্ট হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—ধরাতলে কি হইতেছে? হে নৃপ! অনিরুদ্ধ অলক্ষিতভাবে অগ্রে অগ্রে থাকিয়া গমন করত যেন অশ্বপালন ব্যপদেশে পাপিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অশ্বরক্ষার্থ অনিরুদ্ধ যে যে স্থানে গমন করিলেন, সেই সেই স্থানেই কৃষ্ণের অমল যশ শ্রবণ করিলেন। যাঁহারা কৃষ্ণ-বলরামের প্রশংসা করিল, তাহাদিগকে অনেক রত্ন বসন ও ভূষণ দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যগণমধ্যে যে কিছু উত্তম ধন ছিল, কৃষ্ণগুণ-গানে হৃতচিত্ত হইয়া প্রীতিভরে তৎসমস্ত প্রদান করিলেন। হে রাজেন্দ্র! এইরূপে কৃষ্ণগুণ শুনিতে শুনিতে তিনি কাশী দর্শন করিয়া গয়ায় গমন করত নানাবিধ দান করিয়া পূর্ব্বদিকে উপনীত হইলেন। ১১—২৭। যাদবগণের ভয়ঙ্কর সেনাদর্শনে ভয়বিহ্বল গিরিব্রজ-পুরপতি সহদেব শঙ্কিত হইয়া বিবিধ রত্ন আনয়নপূর্ব্বক করজোড়ে অনিরুদ্ধের পদদ্বয়ে পতিত হইলেন; শরণাগতবৎসল অনিরুদ্ধও তাঁহাকে সানন্দে রত্নমালা প্রদান করত স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাদবগণের সহিত সত্বর কপিলা-

স্নাত্বা চ তত্রৈব যদুপ্রবীরো
ভাগীরথীসাগরসঙ্গমে চ।
বিলোক্য সিদ্ধং কপিলং মুনীন্দ্রং
স্বসেনয়া সোঽপি নমশ্চকার ॥ ৩২
তত্র স্থানাদ্দক্ষিণস্যাং সিন্ধুতীরে চ তস্য বৈ।
বভূবুঃ শিবিরা রাজন্নুচ্চাঃ প্রাসাদসন্নিভাঃ ॥৩৩
শিবিরেষ্বনিরুদ্ধাদ্যা যাদবাস্তত্র সানুগাঃ।
চক্রুর্নিবাসং রাজেন্দ্র শূরাঃ সর্ব্বে জয়ৈষিণঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্র-
সুমেরৌ তুরগার্থমুপদ্বীপগমনং নাম
ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

অথানিরুদ্ধো যদুরাট্ প্রাতঃকালে বিশাম্পতে।
উদ্ধবস্তু সমাহূয় প্রাহ গম্ভীরয়া গিরা ॥ ১
কতি দূরং পাঞ্চজন্যং তন্মমাখ্যাহি সত্তম।
যস্মিন্মদীয়স্তুরগো নীতো দৈত্যেন বর্ত্ততে ॥ ২

ইত্যাদাহৃতমাকর্ণ্য মন্ত্রী কৃষ্ণসুহৃৎসখঃ।
মনসা কৃষ্ণপাদাব্জং স্মৃত্বা প্রোবাচ মাধবম্ ॥ ৩
প্রভো সর্ব্বজ্ঞ ভগবন্নহং ত্বদ্বাক্যগৌরবাৎ।
কথয়িষ্যামি লোকেশ যথা মার্গে শ্রুতং তথা ॥ ৪
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণাৎ সাগরাৎ পারমেব চ।
উপদ্বীপং পাঞ্চজন্যং দক্ষিণেঽস্তি নৃপেশ্বর ॥ ৫
উদ্ধবস্য বচঃ শ্রুত্বানিরুদ্ধো ধন্বিনাং বরঃ।
বলী ধৈর্য্যধরঃ ক্রুদ্ধঃ প্রাহেদং যদুপুঙ্গবান্ ॥ ৬

অনিরুদ্ধ উবাচ।

অহং যাস্যামি পারং বৈ তস্মাদ্ যাদবসত্তমাঃ।
সেতুং কুরুত শীঘ্রন্তু সাগরস্য শরৈরপি ॥ ৭
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা যাদবা যুদ্ধকোবিদাঃ।
সাগরে মুমুচুর্ব্বাণান্ প্রহসন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ৮
ততঃ সর্ব্বে জলচরাস্তীক্ষ্ণবাণৈঃ প্রতাড়িতাঃ।
কোলাহলং প্রকুর্ব্বন্তো দুদ্রুবুস্তু চতুর্দ্দিশম্ ॥ ৯
ন কেষাং প্রগতা বাণাঃ পারং বৈ সাগরস্য চ।
ইতি বৈ কথিতং বাক্যং স্বস্তেন চ সুরর্ষিণা ॥ ১

শ্রমে গমন করিলেন। যদুপ্রবর অনিরুদ্ধ যাদবগণ-সহ তত্রত্য গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে স্নান ও সিদ্ধ কপিল মুনিকে দর্শন করিয়া নমস্কার করিলেন। হে রাজন্! কপিলাশ্রমের দক্ষিণদিকে সিন্ধুতীরে অনিরুদ্ধের প্রাসাদ-সন্নিভ অনেক শিবির সংস্থাপিত হইল এবং হে রাজেন্দ্র! অনিরুদ্ধাদি জিগীষু যাদব-বীরগণ অনুচরগণসহ সেই সকল শিবিরে বাস করিলেন। ২৮—৩৪।

অশ্বমেধখণ্ডে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—হে বিশাংপতে! অনন্তর যদুবর অনিরুদ্ধ প্রাতঃকালে উদ্ধবকে আহ্বান করিয়া গম্ভীরবাক্যে বলিলেন,—হে সত্তম! দৈত্যাপহৃত মদীয় অশ্ব যে স্থানে আছে, সেই পাঞ্চজন্য দ্বীপ কত দূরে, তাহা আমায় বল। কৃষ্ণের সুহৃৎ-সখা মন্ত্রী উদ্ধব তাহা শুনিয়া হৃদয়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া অনিরুদ্ধকে কহিলেন,—হে প্রভো ভগবন্! তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি হে লোকেশ! তোমার বাক্যগৌরব-বশতঃ পথে যেরূপ শুনিয়া আসিয়াছি, তাহা আমি যথাযথ বলিতেছি। হে নৃপবর! ত্রিশ-যোজন বিস্তীর্ণ সাগরের দক্ষিণদিকের পরপারে পাঞ্চজন্য উপদ্বীপ বিদ্যমান। উদ্ধবের বাক্য শুনিয়া বলবান্ ধন্বিবর ক্রুদ্ধ অনিরুদ্ধ ধৈর্য্য-ধারণপূর্ব্বক যাদববরগণকে কহিলেন! অনি-রুদ্ধ বলিলেন,—হে যাদবগণ! আমি সমুদ্রের অপর পারে গমন করিব, তোমরা শরদ্বারা সত্বর সাগরে সেতু নির্ম্মাণ কর। ইহা শুনিয়া যুদ্ধবিশারদ যাদবগণ হাসিতে হাসিতে পরস্পর শরবর্ষণ করিলেন; জলচরগণ তাঁহাদের তীক্ষ্ণ-বাণে তাড়িত হইয়া কোলাহল করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল; কিন্তু কাহারও শর যে সাগরের পরপারে পেঁছিল না, ইহা দেবর্ষি

তদাক্রূরো হৃদীকশ্চ সাত্যকিশ্চোদ্ধবো বলী।
কৃতবর্ম্মা সারণশ্চ যুযুধানাদয়ো নৃপ ॥ ১১
হেমাঙ্গদ ইন্দ্রনীলোঽমুশাখাদ্যাশ্চ ভূপতে।
গতমানা বভূবুর্ব্বৈ নারদোক্তং নিশম্য চ ॥ ১২
ততোঽনিরুদ্ধো বলবান্ স্মরন্ কৃষ্ণপদাম্বুজম্।
প্রতিশার্ঙ্গং গৃহীত্বা বৈ দিব্যান্ বাণান্মুমোচ হ ॥
ততো দৃষ্ট্বা ঋষিঃ প্রাহ হ্যনিরুদ্ধশিলীমুখাঃ।
পারং গত্বা সমুদ্রস্য বিবিশুস্তে চ তত্তটম্ ॥ ১৪
ইতি শ্রুত্বা ঋষের্বাক্যং শাম্বদীপ্তিমদাদয়ঃ।
মুমুচুস্তে শরান্ রাজংস্তেষাং পারং গতাঃ শরাঃ
শরেষু চ শরা রাজন কোটিশঃ কোটিশঃ কিল।
বিবিশুবীক্ষ্য সর্ব্বেঽপি ধন্বিনো বিস্ময়ং গতাঃ ॥
চক্রুঃ সেতুঞ্চ তে সর্ব্বে ত্রিংশদ্যোজনলম্বিতম্।
দৃঢ়ং জলাচ্চান্তরিক্ষমেকযোজনবিস্তৃতম্ ॥ ১৭
বদ্ধা ততশ্চ তে সেতুং চতুর্ভিঃ প্রহরৈরপি।
অনিরুদ্ধাদয়ো রাত্রৌ সুষুপুঃ শিবিরেষু বৈ ॥১৮

তস্মাদ্বৈ পুত্রপৌত্রাণাং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
শূরাণাং কৃষ্ণবিধানাং বলং কিং কথয়াম্যহম্ ॥ ১৯
ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ সেতুবন্ধনং নাম সপ্তবিংশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

কৃত্বা তু শৌচাদিকমেব কর্ম্ম
প্রভাতকালে যদুনন্দনশ্চ।
জগাম পারং যদুভিশ্চ সিন্ধো
রামো যথা বৈ কপিভির্নৃপেন্দ্র ॥ ১
দদৃশুস্তত্র তে গত্বানিরুদ্ধাদ্যাশ্চ যাদবাঃ।
উপদ্বীপং পাঞ্চজন্যং শতযোজনবিস্তৃতম্ ॥ ২
রাজতে তত্র রাজেন্দ্র নাম্না বৈ চাম্বরী পুরী।
বিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণা দৈত্যবৃন্দসমাকুলা ॥ ৩
পুন্নাগৈর্নাগচম্পৈশ্চ তিলকৈর্দেবদারুভিঃ।
অশোকৈঃ পাটলৈরাম্রৈর্মন্দারৈঃ কোবিদারকৈঃ

নারদ অন্তরীক্ষ হইতে বলিয়া দিলেন। ১—১০। হে নৃপ! তখন অক্রূর, হৃদীক, সাত্যকি, উদ্ধব, বলবান্ কৃতবর্ম্মা, সারণ ও যুযুধানাদি যাদব এবং হেমাঙ্গদ ও ইন্দ্রনীল প্রভৃতি নৃপতি নারদ বাক্য শুনিয়া হতমান হইলেন। হে রাজন্! অনন্তর বলবান্ অনিরুদ্ধ কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ-পূর্ব্বক শার্ঙ্গসদৃশ ধনু ধারণ করত দিব্যদিব্য বহুবাণ মোচন করিলেন। তদ্দর্শনে তখন নারদ বলিলেন,—এইবার তোমার শাণিত শরসমূহ সমুদ্রের পরপারে গমন করিয়া তীরে প্রবেশ করিয়াছে। হে রাজন্! তচ্ছ্রবণে দীপ্তিমান্ ও শাম্বাদি যাদবেরা শরবর্ষণ করিলেন, তাঁহাদের শরও পরপারে উপস্থিত হইল। হে রাজন্! এইরূপে শরের পর শর সমুদ্রতীরে প্রবেশ করিতে থাকিলে তদ্দর্শনে ধনুর্দ্ধারীরা বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা এইরূপে ত্রিশ যোজন দীর্ঘ ও জল হইতে অন্তরীক্ষ পর্য্যন্ত এক যোজন বিস্তৃত সুদৃঢ় সেতু নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর অনিরুদ্ধাদি যাদবগণ চারিপ্রহর মধ্যে সেতু বন্ধন ও তাহাতে বহু শিবির সংস্থাপিত করিয়া রাত্রিতে স্ব স্ব শিবিরে শয়ন করিলেন। অতএব পরমাত্মা কৃষ্ণের পরমাশ্রিত বীর পুত্র-পৌত্রগণের বলের বিষয় আর আমি কি বলিব। ১১—১৯।

অশ্বমেধখণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—হে নৃপবর! অনন্তর যদুতনয় অনিরুদ্ধ প্রভাতকালে শৌচাদি করিয়া যাদবগণের সহিত বানরগণসহ রামের মত সাগরের পরপারে উপনীত হইলেন। অনিরুদ্ধাদি যাদবেরা সাগরের পরপারে গিয়া সেই শতযোজন বিস্তৃত পাঞ্চজন্য উপদ্বীপ দর্শন করিলেন। হে রাজন্! তথায় বিংশযোজন বিস্তীর্ণ দৈত্যবৃন্দ-সমাকুল অম্বরপুরী বিরাজিত; ঐ রম্যপুর পুন্নাগ, নাগচম্পক, তিলক,

নিম্বজম্বুকদম্বৈশ্চ প্রিয়ালপনসৈস্তথা।
সালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ মল্লিকাজাতিযূথিকৈঃ॥ ৫
নীপৈঃ কদম্বৈর্বকুলৈশ্চম্পকৈর্মদনাদিভিঃ।
শোভিতা নগরী রম্যা রত্নপ্রাসাদসংযুতা॥ ৬
যদূন্ সমাগতান্ শ্রুত্বা ময়ং মায়াবিনং খলঃ।
প্রেষয়ামাস গণিতুং যাদবানাং মহাত্মনাম্॥ ৭
স চাপি শুকরূপেণ গত্বা দৃষ্ট্বা যদূত্তমান্।
আগত্য স্বপুরীমধ্যে বল্বলং বিস্মিতোঽব্রবীৎ॥৮
ময় উবাচ।
কঃ করিষ্যতি সংখ্যাং বৈ বৃষ্ণীনাং বলিনাং নৃপ
নিযুতানাঞ্চ নিযুতকোটিনান্তে স কার্ষ্ণিজঃ॥৯
সেতুং কৃত্বা শরৈঃ সিন্ধোঃ প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে তবোপরি।
তেষাং পশ্য বলং রাজন দেববিস্ময়কারকম্॥১০
সাগরস্য শরৈঃ সেতুর্ন দৃষ্টো ন শ্রুতঃ কৃতঃ।
বৃদ্ধেন চ ময়া রাজংস্বদগ্রেঽদ্য বিলোকিতঃ॥ ১১
রাঘবেণ পুরা সেতুঃ পাষাণৈর্ব্রমবেষ্টিতঃ।
স্বনাম্নশ্চ প্রতাপেন লঙ্কায়া নিকটে কৃতঃ॥ ১২
তৎসর্ব্বঞ্চ ময়া দৃষ্টমদ্য দৃষ্টং হি চাদ্ভুতম্।
শ্রীকৃষ্ণেন পুরা রাজন্ কংসাদ্যাঃ শকুন্যাদয়ঃ॥ ১৩
মারিতাঃ সমরে দৈত্যা নৃপাঃ সর্ব্বে [illegible]
কৃষ্ণশ্চ ভগবান্ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পুরা॥
গোলোকাদাগতো ভূমৌ ভক্তানাং রক্ষণায় চ।
অভক্তানাঞ্চ নাশায় কুশস্থল্যাং বিরাজতে॥১৫
তস্মাদ্ যদূত্তমাঃ সর্ব্বেঽনিরুদ্ধাদ্যা মহাবলাঃ।
ভীষণঞ্চ বকং জিত্বা হত্বাণ্যিহাত্র চাগতাঃ॥১৬
পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ কৃষ্ণস্য জ্ঞাতয়শ্চ যদূত্তমাঃ।
আকাশং জেতুমিচ্ছন্তি কা বার্ত্তা ভূতলস্য চ॥১৭
অনিরুদ্ধায় তস্মাদ্বৈ তুরঙ্গং দেহি বল্বল।
দৈত্যানাং হতশেষাণাং কুলকৌশল্যহেতবে॥ ১৮
ততোঽনিরুদ্ধায় হয়ঞ্চ দত্বা
সুরদ্বিষাং বৈ সুখহেতবে চ।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রং প্রভজংশ্চ ভুঙ্‌ক্ষ্ব
রাজ্যং স্বকীয়ং তপসানুলব্ধম্॥ ১৯
এবং শুভৈশ্চ বচনৈর্ব্বোধ্যমানোঽপি বল্বলঃ।

দেবদারু, অশোক, পাটল, আম্র, মন্দার, কোবিদার, নিম্ব, জম্বু, কদম্ব, প্রিয়াল, পনস, শাল, তাল, তমাল, মল্লিকা, জাতি, যূথী, নীপ, কদম্ব, বকুল, চম্পক ও মদনাদি দারু শোভিত ও রত্নপ্রাসাদ পরিবেষ্টিত। খল বল্বল যদুগণের আগমনবার্ত্তা পাইয়া মায়াবী ময়কে সেই মহাত্মা যাদবগণের সৈন্যগণনার জন্য প্রেরণ করিল। ময়ও শুকরূপ ধরিয়া তথায় গিয়া যাদবগণকে দর্শন করিল এবং পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করত বিস্মিত হইয়া বল্বলকে বলিল। ময় বলিল,—হে নৃপ! কে বলবান্ বৃষ্ণিগণের সৈন্যসংখ্যা করিবে, নিযুত নিযুত কোটি সৈন্যসহ অনিরুদ্ধ উপস্থিত; তাহারা শরনিকর দ্বারা সেতুবন্ধনপূর্ব্বক সেই সেতুর উপর বিদ্যমান. তাহাদের দেববিস্ময়কারক সৈন্যদর্শন করুন। শরদ্বারা সাগরে সেতুনির্ম্মাণ কেহ করে নাই, দেখে নাই, শুনে নাই। হে রাজন্! আপনা হইতেও বৃদ্ধ আমি অদ্য সেই সাগরে শরসেতু দর্শন করিলাম। ১—১১। পূর্ব্বে প্রতাপী রাঘব রাম বৃক্ষ প্রস্তর দ্বারা নিজের নাম প্রভাবে লঙ্কা সমীপে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,তাহা আমি দর্শন করিয়াছি, কিন্তু আজ এই অদ্ভুত শর সেতু দর্শন করিলাম। হে রাজন্! কৃষ্ণ পূর্ব্বে সমরে কংস শকুন্যাদি দৈত্যগণকে বধ ও সমস্ত নৃপতিগণকে জয় করিয়াছেন; সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভক্তগণের রক্ষার্থ গোলোক হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং অভক্তগণের বিনাশার্থ দ্বারকায় বিরাজিত রহিয়াছেন; তথা হইতে অনিরুদ্ধাদি মহাবল যাদববরগণ ভীষণ বক ও অন্যান্য অসুরগণকে বধ করিয়া এখানে আসিয়াছেন; কৃষ্ণের পুত্র পৌত্র ও জ্ঞাতি সেই সকল যাদববরেরা যুদ্ধে গগন জয়েও সমর্থ, ভূতলের আর কথা কি? অতএব হে বল্বল! হতশেষ অসুরগণের কুলকৌশলকামনায় আপনি তাঁহাকে অশ্ব প্রত্যর্পণ করুন; অসুরগণের সুখসংবিধান জন্য অনিরুদ্ধকে অশ্ব অর্পণ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করত স্বীয় তপোলব্ধ রাজ্য

নিশ্বস্তোবাচ রোষেণ ময়ং কৃষ্ণপরাঙ্মুখঃ ॥ ২০
বহ্বল উবাচ।
বিনা যুদ্ধেন ত্বং দৈত্য কথং ভীতো ভবিষ্যসি
বদিষ্যসি মমাগ্রে ত্বং শূরহাস্যকরং বচঃ ॥ ২১
ত্বং বুদ্ধিবলহীনশ্চ বৃদ্ধত্বাচ্ছঠতাং গতঃ।
তস্মাত্ত্বদীয়ং বচনং নাহং গৃহ্লামি সাম্প্রতম্ ॥ ২২
যদি কৃষ্ণো হরিঃ সাক্ষাদেতে কৃষ্ণস্য বংশজাঃ।
মমাগ্রে শিবভক্তস্য কিং করিষ্যন্তি পৌরুষম্ ॥২৩
ভয়ং মা কুরু তস্মাত্ত্বং মায়াঃ কুত্র গতাস্তব।
অহং তবাশ্রয়েণাপি যুদ্ধং কর্ত্তুং ব্রজামি বৈ ॥২৪
অনিরুদ্ধো মহাশূরঃ শূরাঃ কিং ন বয়ং স্মৃতাঃ।
স্থিতে ময়ি মহীমধ্যে কোঽয়ং গর্ব্বোঽভবন্মহৎ ॥
ফলং গর্ব্বস্য প্রাপ্নোতু মম নির্ম্মুক্তসায়কৈঃ।
অদ্য মে নিশিতা বাণা অনিরুদ্ধঞ্চ মানিনম্ ॥২৬
প্রকুর্ব্বন্তি রণে দৈত্য রক্তাঙ্গং ছিন্নকঞ্চুকম্।
যথা কিংশুকবৃক্ষং বৈ বসন্তদিবসাঃ কিল ॥ ২৭
দারয়ন্তু কপোলানি নারাচা মম হস্তিনাম্।
হয়ান্ পতন্তু শতশো রুধিরৌঘপরিপ্লুতান্ ॥ ২৮
পিবন্তু যোগিনীবৃন্দা রুধিরাণি নৃমস্তকৈঃ।
ভবন্তু কালী সন্তুষ্টা মদ্বৈরিক্রব্যভক্ষণৈঃ ॥ ২৯
মম বাহুবলং সর্ব্বে পশ্যন্তু সুভটাঃ কিল।
মহাকোদণ্ডনির্ম্মুক্তভল্লকোটীর্বিমুক্ততঃ ॥ ৩০
ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য ময়ো মায়ী মহামতিঃ।
জানন্ কৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যং মদান্ধং চেদমব্রবীৎ ॥ ৩১
ময় উবাচ।
যদা বিজেষ্যসি রণে কৃষ্ণপুত্রাংশ্চ যাদবান্।
আগমিষ্যতি শ্রীকৃষ্ণো জেতুং ত্বাং বা বলশ্চ বৈ
ইতি শ্রুত্বা মহাদৈত্যো সত্যং হিতকরং বচঃ।
কালপাশেন সম্বদ্ধো ন জগ্রাহ রুষা জ্বলন্ ॥ ৩৩
বহ্বল উবাচ।
মমারী রামকৃষ্ণৌ চ শত্রবো বৃষ্ণয়শ্চ মে।
তান্ সর্ব্বান্মারয়িষ্যামি যৈর্ম্মিত্রাণি হতানি মে ॥
হত্বা চ যাদবানত্র পশ্চাদ্ যজ্ঞং করোম্যহম্।
তস্য দিগ্বিজয়েনাপি বিজেষ্যামি হরেঃ পুরীম্ ॥
ময় উবাচ।
মানং মা কুরু দৈত্যেন্দ্র কালরূপস্তুরঙ্গমঃ।

ভোগ করুন। কৃষ্ণপরাঙ্মুখ বহ্বল তাদৃশ শুভ বাক্যে প্রবোধিত হইয়াও রোষবশে নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ময়কে কহিল। বহ্বল বলিল,—হে দৈত্য! বিনাযুদ্ধে তুমি কেন ভয় পাইতেছ এবং আমার সম্মুখে শূরহাস্যকর বাক্য বলিতেছ? তুমি বলবুদ্ধিহীন বৃদ্ধ ও শঠতাপ্রাপ্ত, অতএব সম্প্রতি আমি তোমার উপদেশ গ্রহণ করিব না। যদিও কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হরি, ইহারা তাহার বংশজ, তথাপি শিবভক্ত আমার সম্মুখে কি পৌরুষ প্রদর্শন করিবে। অতএব ভয় করিও না, তোমার মায়া কোথায় গেল? আমি তোমার আশ্রয়েই যুদ্ধার্থ গমন করিব। অনিরুদ্ধ মহাবীর, আর আমরা কি বীর নহি? মহীমধ্যে আমি বিদ্যমান থাকিতে এই মহাগর্ব্ব কেমনে উপস্থিত হইল? আমার ধনুর্ম্মুক্ত শরসমূহে শত্রু গর্ব্বফল প্রাপ্ত হউক। হে দৈত্য! অদ্য অভিমানী অনিরুদ্ধকে আমার শাণিত শরনিকর রণে বসন্তবাসর কিংশুক তরুর ন্যায় রক্তাক্ত ও ছিন্নবর্ম্ম করিবে। আমার নারাচনিচয় করিগণের কপোল বিদীর্ণ ও শত শত অশ্ব শোণিত পরিপ্লুত করুক, যোগিনীগণ মনুষ্য মস্তকে শোণিত পান করুক, আমার শত্রুমাংসভোজনে ভদ্রকালী সন্তুষ্টা হউন—ইহা সকলে দর্শন করুক। আমি মহা কোদণ্ড হইতে কোটি কোটি ভল্ল বর্ষণ করিব, মহাযোদ্ধা মদীয় সৈন্যগণ আমার বাহুবল দর্শন করুক। ১২—৩০। বহ্বলের তথাবিধ বাক্য শুনিয়া কৃষ্ণের মাহাত্ম্যবিৎ মহামতি মায়ী ময় মদান্ধ বহ্বলকে বলিল, ময় কহিল,—যখন আপনি রণে কৃষ্ণতনয় যাদবগণকে পরাজিত করিবেন, তখন কৃষ্ণ কিংবা বলরাম আপনাকে জয় করিবার জন্য উপস্থিত হইবেন। সত্য ও হিতকর হইলেও সেই কথা শুনিয়া কালপাশে সম্বদ্ধ রোষদৃপ্ত দৈত্য তাহা শুনিল না। বহ্বল বলিল—রাম, কৃষ্ণ ও যাদবেরা আমার শত্রু, তাহারা আমার মিত্রগণকে মারিয়াছে, আমি তাহাদিগকে নিহত করিব; যাদবগণে

প্রাপ্তস্তব পুরে হস্তং হস্তশেষান্মহাসুরান্ ॥ ৩৬
অনিরুদ্ধশরাঃ সর্ব্বে সদ্যস্তব পুরীং নৃপ ।
ছিন্নভিন্নাং শূরহীনাং করিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭
হিরণ্যাক্ষাদয়ো দৈত্যা রাবণাদ্যা নিশাচরাঃ ।
মারিতা যেন সঃ কৃষ্ণো জাতো যদুকুলে শ্রুতম্ ॥
কিঞ্চিদ্রাজ্যস্য মানেন ত্বং ন জানাসি বল্বল ।
প্রযচ্ছ তুরগং তস্মৈ ন যুদ্ধসময়োঽস্তি হি ॥ ৩৯

বল্বল উবাচ ।

অহং জানামি ত্বদ্বার্ত্তাং যুদ্ধং তৈর্ন করিষ্যসি ।
অনিরুদ্ধং গচ্ছ তস্মাত্ত্বং বিভীষণবৎ কিল ॥৪০

গর্গ উবাচ ।

বল্বলস্য বচঃ শ্রুত্বা ময়ো মায়াবিদাং বরঃ ।
প্রতিবোঢ়ুং তত্র দুঃখমিদমেবাম্বপদ্যত ॥ ৪১
বৈরভাবেন পূর্ব্বং বৈ বৈকুণ্ঠং বহবো গতাঃ ।
নিশাচরাশ্চ দৈত্যাশ্চ তং ভাবং যঃ করোতি হি
ইত্থং বিচার্য্য সহসা স উবাচ মহাসুরম্ ॥ ৪২

নিহত ও দিগ্‌বিজয়ে দ্বারকা জয় করিয়া পরে এই স্থানেই যজ্ঞ করিব। ময় বলিল,—হে দৈত্যেন্দ্র! মান করিবেন না, মৃতাবশেষ মহাসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্য কালরূপ অশ্ব আপনার পুরে প্রবেশ করিয়াছে, হে নৃপ! অনিরুদ্ধ-শরসমূহ অদ্যই আপনার পুরী ছিন্নভিন্ন ও বীরহীন করিবে, সংশয় নাই। হিরণ্যাক্ষাদি দৈত্য ও রাবণাদি নিশাচরগণকে যিনি নিহত করিয়াছে, শুনিয়াছি,—সেই কৃষ্ণ যদুকুলে অবতীর্ণ, হে বল্বল! কিঞ্চিৎ রাজ্যৈশ্বর্য্যবলে আপনি তাহা জানিতে পারিতেছেন না। ইহা সমরের সুসময় নহে, অতএব তাঁহাকে অশ্ব অর্পণ করুন। বল্বল বলিল,—আমি তোমার ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি তাহাদের সহিত সমর করিবে না; অতএব বিভীষণের ন্যায় তুমি অনিরুদ্ধ সমীপে গমন কর। ৩৯—৪০। গর্গ বলিলেন,—বল্বলের বাক্য শুনিয়া মায়াবিদ্বর ময় দৈত্য দুঃখ দূরীকরণার্থ অগত্যা তাহা অনুমোদন করিল। সে মনে মনে বিচার করিল,—পূর্ব্বে বৈরভাবে দৈত্য নিশাচরাদি বহুবীর

ময় উবাচ ।

অদ্য ত্বাং চ মহাবীরং ন নিষেধং করোম্যহম্ ॥
যুদ্ধং কুরু রণে গত্বা যদূন্মারয় সায়কৈঃ ।
অহমেব করিষ্যামি যুদ্ধং ত্বদ্বাক্যতো মৃধে ।
ইত্যুক্ত্বা বচনং সোঽপি বিররাম প্রহর্ষয়ন্ ॥ ৪৪
ঊর্দ্ধকেশো নদঃ সিংহঃ কুশাম্বাদ্যাশ্চ মন্ত্রিণঃ ।
ঊচুঃ প্রকুপিতাঃ সর্ব্বে চত্বারো বল্বলং নৃপ ॥ ৪৫

মন্ত্রিণ ঊচুঃ ।

পূর্ব্বং বয়ং গমিষ্যামো হন্তুং সর্ব্বান্ যদূত্তমান্ ।
বহুভির্দিবসৈ রাজন্ সংগ্রামং ন কৃতং যতঃ ॥ ৪৬
চিন্তাং মা কুরু রাজেন্দ্র ময়দৈত্যেন সংযুতঃ ।
ক্ষণেন মারয়িষ্যামঃ কোটিশঃ কোটিশো নরান্ ॥

গর্গ উবাচ ।

তেষাং ভাষিতমাকর্ণ্য বল্বলস্তু মুদান্বিতঃ ।
চকারাজ্ঞাং নৃপশ্রেষ্ঠ রণার্থে রণকোবিদঃ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমদ্‌গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে সুমেরৌ দৈত্যমন্ত্রবর্ণনং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

বৈকুণ্ঠে গিয়াছে, ইহারও সেইভাব উপস্থিত। এইরূপ বিচার করিয়া ময় সহসা মহাসুরকে কহিল। ময় বলিল,—হে মহাবীর! অদ্য যুদ্ধে তোমাকে নিষেধ করিতেছি না, রণক্ষেত্রে গমন ও যুদ্ধ করিয়া শরসমূহ দ্বারা যাদবগণকে নিহত কর। আমিও তোমার বাক্যানুসারে রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিব। এইরূপ বলিয়া উৎসাহিত করত ময় বিরত হইল। হে নৃপ! তখন ঊর্দ্ধকেশ, নদ, সিংহ ও কুশাম্ব প্রভৃতি মন্ত্রিচতুষ্টয় রুষ্ট হইয়া বল্বলকে বলিল। মন্ত্রিগণ কহিল,—হে রাজন্! আমরা বহুদিন যুদ্ধ করি নাই, অতএব যাদবগণের বধার্থ অগ্রেই আমরা যুদ্ধে গমন করিব। হে রাজেন্দ্র! চিন্তা করিবেন না, ময়ের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে কোটি কোটি নর নিহত করিব। গর্গ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! মন্ত্রিবাক্যে যুদ্ধবিশারদ বল্বল সানন্দে যুদ্ধার্থ আজ্ঞা প্রদান করিল। ৪১—৪৮।

অশ্বমেধখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

গর্গ উবাচ ।

অথ যুদ্ধায় রাজেন্দ্র চত্বারঃ কিল মন্ত্রিণঃ ।
দৈত্যকোটিসমাযুক্তা নির্জগ্মুর্দংশিতাঃ পুরাৎ ॥১
সর্ব্বে হি ধন্বিনঃ শূরা বিদ্যাধরসমাঃ কিল ।
খড়্গৈঃ শূলৈর্গদাভিশ্চ পরিঘৈর্মুদ্গরৈর্নৃপ ॥ ২
একঘ্নীভির্দশঘ্নীভিঃ শতঘ্নীভির্ভুশুণ্ডিভিঃ ।
কুন্তৈশ্চ ভিন্দিপালৈশ্চ চক্রসায়কশক্তিভিঃ ॥ ৩
সংযুতাঃ সর্ব্বশস্ত্রৈশ্চ লোহকঞ্চুকমণ্ডিতাঃ ।
রথৈর্গজৈস্তুরঙ্গৈশ্চ গবয়ৈর্মহিষৈর্মৃগৈঃ ॥ ৪
উষ্ট্রৈঃ খরৈঃ সূকরৈশ্চ বৃকৈঃ সিংহৈশ্চ ক্রোষ্টুভিঃ ।
মহাগৃধ্রৈঃ শঙ্খচিল্লৈর্মকরৈশ্চ তিমিঙ্গিলৈঃ ॥ ৫
এতৈশ্চ বাহনৈ রাজন্ সংযুক্তা রণকর্কশাঃ ।
শঙ্খদুন্দুভিনাদেন বীরাণাং গর্জ্জনেন চ ॥ ৬
শতঘ্নীনাঞ্চ শব্দেন চচাল বসুধা ভৃশম্ ।
ইত্থং ভয়ঙ্করাং সেনামসুরাণাং বিলোক্য চ ॥ ৭
ভয়ং প্রাপুঃ সুরাঃ সর্ব্বে মহেন্দ্রধনদাদয়ঃ ।
যাদবাস্তেঽপি বলিনো নির্জ্জিতা যৈশ্চ ভূঃ পুরা
বিষণ্ণমনসোঽভূবন্ দৈত্যসেনাং নিরীক্ষ্য চ ।
প্রদ্যুম্নেন রাজসূয়ে চন্দ্রাবত্যাং পুরা নৃপ ॥ ৯
যাদবেভ্যঃ প্রকথিতং যন্নীতির্ধৈর্য্যবর্দ্ধনম্ ।
তৎ সর্ব্বং কথয়ামাস যদুভ্যঃ কার্ষ্ণিজঃ পুনঃ ॥১০

গর্গ উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা চ যদবঃ শস্ত্রাণি জগৃহুস্ত্বরম্ ।
মৃত্যুং বরং মন্যমানা বিজয়াচ্চ পলায়নাৎ ॥ ১১
ততঃ সমভবদ্যুদ্ধং দৈত্যানাং যদুভিঃ সহ ।
পাঞ্চজন্যে চ লঙ্কায়াং রক্ষসাং কপিভির্যথা ॥ ১২
রথিনো রথিভিস্তত্র পত্তিভিঃ পত্তয়ো মৃধে ।
হয়া হয়ৈরিভাশ্চেভৈর্যুযুধুস্তে পরস্পরম্ ॥ ১৩
কেচিদ্দ্বিপা দন্তিনো মত্তাঃ শুণ্ডাদণ্ডৈরিতস্ততঃ ।
জঘ্নু রথাংস্তুরঙ্গাংশ্চ বীরান্ রাজন্ মহামৃধে ॥ ১৪
শুণ্ডাদণ্ডৈঃ সংগৃহীত্বা রথান্ সাশ্বান্ সসারথীন্ ।
নিপাত্য ভূমাবুত্থাপ্য গগনে চিক্ষিপুর্বলাৎ ॥১৫
কাংশ্চিন্মমর্দ্দুঃ পাদাভ্যাং সংবিদার্য্য করৈর্দৃঢ়ৈঃ ।

ঊনত্রিংশ অধ্যায় ।

গর্গ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! অনন্তর মন্ত্রি-চতুষ্টয় বর্ম্মাবৃত ও কোটি কোটি সৈন্য সমাযুক্ত হইয়া যুদ্ধার্থ পুর হইতে বহির্গত হইল। হে নৃপ! বিদ্যাধর সদৃশ লৌহবর্ম্মাবৃত রণ-নির্দ্দয় সেই সকল শূর ধনু, শূল, গদা, পরিঘ, খড়্গ, মুদ্গর, একঘ্নী, দশঘ্নী, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী, কুন্ত, ভিন্দি-পাল, চক্র, সায়ক, শক্তি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া রথ, গজ, অশ্ব, গবয়, মহিষ, মৃগ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, শূকর, সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, শকুনি, শঙ্খচিল, মকর ও তিমিঙ্গিল প্রভৃতি বাহনে আরূঢ় হইয়া গমন করিল। হে রাজন্! বীরগণের গর্জ্জনে, শঙ্খদুন্দুভিনাদে ও শতঘ্নীর শব্দে পৃথিবী অত্যন্ত কম্পিত হইল। অসুরগণের এইরূপ ভয়ঙ্কর সেনা সন্দর্শন করিয়া মহেন্দ্র-ধনদাদি দেবগণ ভয় পাইলেন; পূর্ব্বে যাঁহারা পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, সেই সেই বলবান্ যাদবেরাও অসুর-সেনা দর্শনে বিষণ্ণমনা হইলেন। হে নৃপ! পূর্ব্বে প্রদ্যুম্ন রাজসূয়-দিগ্‌জয়ে চন্দ্রাবতীতে যাদবগণের নিকট যে ধৈর্য্যবর্দ্ধন নীতির কথা কহিয়াছিলেন, অনিরুদ্ধও তাহা পুনরায় তাঁহাদিগকে বলিলেন। ১—১০। গর্গ বলিলেন,—তচ্ছ্রবণে যাদবগণ পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করা অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সত্বর অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দৈত্য-যাদবে পুরাকালীন লঙ্কায় বানর-রাক্ষস-সমরের ন্যায় সেই পাঞ্চজন্য দ্বীপে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে রাজন্! রথিগণ রথিগণ-সহ, পদাতিরা পদাতিদিগের সহিত, অশ্বগণ অশ্বগণসহ, করিগণ করিগণসহ পরস্পর সমর করিল। হে রাজন্! সেই মহাযুদ্ধে কোন কোন মত্ত মাতঙ্গ শুণ্ডাদণ্ড দ্বারা রথ, অশ্ব ও বীরগণকে আঘাত করিল, কোন কোন করী অশ্ব ও সারথিযুক্ত রথ শুণ্ডাদণ্ডে তুলিয়া লইয়া একবার ভূমিতলে পাতিত করত পুন-র্ব্বার উত্তোলন করিয়া সবেগে গগনে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কাহাকেও সুদৃঢ় শুণ্ডদ্বারা

সক্ষতাশ্চ গজা রাজন্ প্রধাবন্তো রণাঙ্গনাৎ ॥ ১৬
তুরগাস্তত্র ধাবন্তঃ সবীরাস্তে নৃপেশ্বর।
উল্লঙ্ঘয়ন্তশ্চ রথান্ প্রোৎপতন্তো গজান্ প্রতি
অশ্বাঃ গজিনং যুদ্ধে মর্দ্দয়ন্তশ্চ সিংহবৎ।
উৎপতন্তশ্চ তুরগা গজবৃন্দং মহাবলাঃ ॥ ১৮
অসিপ্রহারং কুর্ব্বন্তো বিদার্য্য চ রিপূন্ বহূন্।
বাজিপৃষ্ঠে ন দৃশ্যন্তে তে দৃশ্যন্তে নটা ইব ॥ ১৯
কেচিদ্বীরাস্তু খড়্গৈশ্চ দ্বিধাকুর্ব্বংস্তুরঙ্গমান্।
কেচিদ্দন্তান্ সংগৃহীত্বা কুম্ভেষু করিণাং গতাঃ ॥২
তুরগস্থাঃ কেহপি বলং সংবিদার্য্য বিনির্গতাঃ
খড়্গবেগৈঃ কঞ্জবনং লীলাভির্বায়বো যথা ॥ ২১
বভূব তুমুলং যুদ্ধমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্।
বাণৈর্গদাভিঃ পরিঘৈঃ খড়্গৈঃ শূলৈশ্চ শক্তিভিঃ
যুদ্ধে গজাশ্চ গর্জ্জন্তি হর্ষন্তি তুরগা ভৃশম্।
হা হা বীরাঃ প্রকুর্ব্বন্তি নদন্তি রথনেময়ঃ ॥ ২৩
সৈন্যপাদরজোবৃন্দৈরন্ধীভূতং নভোহভবৎ।
তত্র স্বীয়ো ন পারক্যো দৃশ্যন্তে চ রণাঙ্গনে ॥ ২৪
পরস্পরঞ্চ বাণৌঘৈঃ কেচিদ্বীরা দ্বিধা কৃতাঃ।
তির্য্যগ্ভূতা রথা যুদ্ধে নিপেতুঃ পাদপা ইব।
বীরোপরি গতা বীরা হয়োপরি হয়াশ্চ বৈ ॥ ২৫
উৎপেতুস্তত্র শূরাণাং কবন্ধাশ্চ ভয়ঙ্করাঃ।
পাতয়ন্তঃ খড়্গহস্তা হয়ান্ বীরান্ মহারণে ॥ ২৬
হস্তিনাং ভিন্নকুম্ভানাং মৌক্তিকা নিপতন্তি খাৎ
শস্ত্রান্ধকারে প্রধনে রাত্রৌ তারাগণা ইব ॥ ২৭
ততশ্চ সেনয়োর্মধ্যে রুধিরাণাং নদী হ্যভূৎ।
বেতালাঃ শিবমালার্থং জগৃহুস্তে শিরাংসি চ ॥ ২৮
মৃগেন্দ্রস্থা মহাকালী ডাকিনীভিঃ সমাগতা।
কপালেনাপি রুধিরং পিবন্তী দৃশ্যতে মৃধে ॥২৯
ডাকিন্যো রুধিরং তপ্তং পায়য়ন্ত্যঃ সুতান্ মৃধে
মা রোদীরিতি বাদিন্যো নেত্রাণ্যপি দদাম উৎ ॥
বিদ্যাধর্য্যস্তম্বরস্থা গন্ধর্ব্ব্যোহপ্সরসস্তথা।
ক্ষত্রধর্ম্মস্থিতান্ শূরান্ বব্রিরে দেবরূপিণঃ ॥ ৩১

বিদারিত করিয়া পদদ্বয় দ্বারা মর্দ্দিত করিল; হে রাজন্! ক্ষতযুক্ত গজগণ রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিল। হে নৃপবর! সমরক্ষেত্রে আরোহিসহ তুরগগণ রথ উল্লঙ্ঘন করিয়া গজগণের উপর পতিত হইল মহাবল অশ্বগণ সিংহের ন্যায় উৎপতিত হইয়া আরোহিসহ গজারূঢ়গণকে যুদ্ধে মর্দ্দিত করিল। অশ্বারূঢ় বীরগণ এমনই দ্রুতভাবে অসিচালনা করিয়া বহু বীর বিদীর্ণ ও নিহত করিল যে, তাহারা নটের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইল. পরন্তু তাহাদের দেহ লক্ষিত হইল না। খড়্গধারী কোন কোন বীর অশ্বগণকে দ্বিখণ্ডিত করিল, কোন কোন বীর করিদন্ত সংগ্রহ করিয়া করিকুম্ভে প্রহার করিতে লাগিল। অশ্বারূঢ় কোন কোন বীর বায়ু যেমন অবলীলাক্রমে পদ্মবন ভেদ করে, তদ্রূপ অসিদ্বারা পরসৈন্য ভেদ করিয়া বহির্গত হইল। এইরূপে বাণ, গদা, পরিঘ, খড়্গ, শূল, শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে রোমাঞ্চকর, অদ্ভুত তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। যুদ্ধে গজগণ গর্জ্জন, অশ্বসমূহ হ্রেষারব, বীরগণ হাহাকার করিল এবং রথনেমির তুমুল নাদ উত্থিত হইল; সৈন্যগণের পদধূলিতে গগনমণ্ডল অন্ধকারাবৃত হইয়া গেল, রণক্ষেত্রে স্বীয় ও পরসৈন্য লক্ষিত হইল না, বীরগণ পরস্পর শরপ্রহারে দ্বিখণ্ডিত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে রথসমূহ পাদপের ন্যায় বিপরীতভাবে পতিত হইতে লাগিল, বীরের পর বীর ও অশ্বের উপর অশ্ব পতিত হইল, বীরগণের মস্তকহীন ভয়ঙ্কর দেহ নৃত্য করিল,খড়্গধারী বীরগণ সেই মহারণে বহু অশ্ব ও বীরগণকে পাতিত করিল; ভিন্নকুম্ভ করিগণের মস্তকমুক্তা শস্ত্রান্ধকারযুক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে রজনীযোগে আকাশ হইতে বিস্রস্ত তারাগণের ন্যায় পতিত হইল। ১১—২৭। অনন্তর উভয় সেনার মধ্যে শোণিতনদী বহিল, বেতালগণ শিবমালা নির্ম্মাণের জন্য মস্তক সমূহ সংগ্রহ করিল, সিংহবাহিনী মহাকালী ডাকিনীগণসহ সমাগত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দর্শন দিলেন এবং কপালে করিয়া রুধির পান করিতে লাগিলেন। তথায় ডাকিনীরা স্ব স্ব সুতগণকে তপ্ত শোণিত পান করাইল এবং তাহাদিগকে বলিতে লাগিল,—রোদন করিও না, ক্রীড়ার্থ বীরগণের নেত্রসমূহও আনিয়া দিতেছি।

পরস্পরং কলিরভূত্তাসাং পত্যর্থমেব খে।
মমানুরূপো নায়ং বৈ ইতি বিহ্বলচেতসাম্ ॥৩২
কেঽপি শূরা ধর্ম্মপরা রণাদ্রাজন্ন চালিতাঃ।
জগ্মুস্তে বৈষ্ণবং লোকং ভিত্ত্বা তপনমণ্ডলম্।
কেচিদ্বীরা মহাযুদ্ধং দৃষ্ট্বা যুদ্ধাৎ পলায়িতাঃ।
তপ্তবালুকমার্গেণ জগ্মুস্তে নিরয়ং নৃপ ॥ ৩৪
এবং দৈত্যান্মহাবীরান্ জঘ্নুঃ সর্ব্বে যদূত্তমাঃ।
তথা যদূন্মহাযুদ্ধে নানাশস্ত্রৈশ্চ দানবাঃ ॥ ৩৫
রণে মৃত্যুং গতাঃ সর্ব্বে রাজন্ দৈত্যাশ্চ কোটিশঃ।
তথা মৃত্যুং গতা যুদ্ধে যাদবাশ্চ সহস্রশঃ ॥৩৬
বাণান্ধকারে সম্প্রাপ্তেঽনিরুদ্ধো ধন্বিনাং বরঃ।
ঊর্দ্ধকেশেন যুযুধে যথা বৃত্রেণ বাসবঃ ॥ ৩৭
নন্দেন চ গদো রাজন্ সিংহেন বৃক এব চ।
কুশাম্বেন চ শাম্বো বৈ যুযুধে রণমণ্ডলে ॥৩৮
এবং পরস্পরং যুদ্ধং বভূব তুমুলং মহৎ।
ঊর্দ্ধকেশস্তদা রাজন্ ধনুষ্টঙ্কারমন্মুহুঃ ॥ ৩৯
কার্ষ্ণিজং তাড়য়ামাস নারাচৈর্দশভির্ম্মৃধে।
তান্ প্রচিচ্ছেদ ভগবান্ ধন্বী রুক্মবতীসুতঃ ॥ ৪০
ঊর্দ্ধকেশঃ পুনস্তস্য কবচে সায়কান্ দশ।
নিচখান স্বর্ণপুঙ্খান্ ভিত্ত্বা বর্ম্ম তনৌ গতান্ ॥৪১
চতুর্ভিশ্চ শরৈস্তস্য জঘান চতুরো হয়ান্।
চিচ্ছেদ বাণৈর্ব্বিংশত্যা কোদণ্ডং সগুণং পরম্ ॥৪২
অনিরুদ্ধস্তু রাজেন্দ্র বল্বলস্যানুগো বলী।
অনিরুদ্ধস্তু তং ত্যক্তা রথং চান্যং সমারুহৎ ॥ ৪৩
শক্রদত্তং নৃপশ্রেষ্ঠ প্রতিশার্ঙ্গধরো মহান্।
কৃষ্ণদত্তে চ কোদণ্ডে শরমেকং নিধায় চ ॥ ৪৪
তদ্রথে নিচখানাথ রুষাঢ্যো হস্তলাঘবাৎ।
সায়কস্তদ্রথং নীত্বা ভ্রাময়িত্বা ঘটীদ্বয়ম্ ॥ ৪৫
গগনাৎ পাতয়ামাস কাচপাত্রং যথার্ভকঃ।
অঙ্গারবদ্রথস্তস্য বিশীর্ণোঽভূদ্ধয়াশ্চ বৈ ॥ ৪৬
সসূতাশ্চ নৃপশ্রেষ্ঠ পঞ্চতাং প্রাপুরগ্রতঃ।
ঊর্দ্ধকেশস্তু পতনান্মূর্চ্ছিতোঽভূদ্রণাঙ্গনে ॥ ৪৭
ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রসুমেরৌ
যাদবাসুরসংগ্রামবর্ণনং নাম একোন-
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

আকাশস্থ বিদ্যাধরী, গন্ধর্ব্বী ও অপ্সরারা ক্ষত্রধর্ম্মনিষ্ঠ সেই দেবরূপী বীরগণকে বরণ করিল, তাহাদিগকে পতিরূপে পাইবার জন্য অন্তরীক্ষে তাহাদের পরস্পর কলহ হইল। সেই বিহ্বলচিত্ত সুরনারীগণের মধ্যে কেহ বলিল,—এই বীর আমার অনুরূপ. কেহ বলিল,—তোমার নহে, আমার অনুরূপ। হে রাজন্! কোন কোন ধর্ম্মপরায়ণ বীর যুদ্ধ হইতে বিচলিত হইল না, তাহারা মার্ত্তণ্ডমণ্ডল ভেদ করিয়া বৈষ্ণবলোকে গমন করিল। যে সকল বীর মহাযুদ্ধ দর্শনে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল, তাহারা তপ্তবালুকাময় পথে নরকে উপনীত হইল। হে নৃপ! এইরূপে যাদব-বীরগণ মহাবীর দৈত্যগণকে এবং দৈত্যগণ যাদববীরগণকে সেই মহাযুদ্ধে নানা অস্ত্র শস্ত্রে নিহত করিল। হে রাজন্! এই প্রকারে কোটি কোটি দৈত্য ও সহস্র সহস্র যাদববীর রণে নিহত হইলেন। অনন্তর বাণবর্ষণে রণভূমি অন্ধকারাবৃত হইলে ধন্বিবর অনিরুদ্ধ বৃত্রের সহিত বাসবের ন্যায় ঊর্দ্ধকেশের সহিত সমর করিলেন। ২৮—৩৭। হে রাজন্! এই প্রকার নন্দের সহিত গদ. সিংহের সহিত বৃক, কুশাম্বের সহিত শাম্ব রণক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। এই ভাবে উভয়পক্ষে পরস্পর মহাসমর আরম্ভ হইল। হে নৃপ! তখন ঊর্দ্ধকেশ যুদ্ধে মুহুর্ম্মুহু ধনুষ্টঙ্কার করিয়া দশ নারাচ দ্বারা অনিরুদ্ধকে বিদ্ধ করিল, রুক্মবতীতনয় ভগবান্ অনিরুদ্ধও তাহা ছেদন করিলেন। ঊর্দ্ধকেশ পুনরায় অনিরুদ্ধের কবচে দশটি স্বর্ণপুঙ্খ শর নিক্ষেপ করিল,ঐ শর তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অতঃপর বল্বলমন্ত্রী ঊর্দ্ধকেশ চারিবাণে অনিরুদ্ধের অশ্বচতুষ্টয় ও বিংশতিবাণে জ্যাযুক্ত উত্তম ধনু বিধ্বস্ত করিল। হে রাজেন্দ্র! অতিক্রুদ্ধ অনিরুদ্ধ সেই রথ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রদত্ত অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক এক মহা ধনু ধারণ করত কৃষ্ণদত্ত ধনুকে একটী শর সন্ধান করিয়া ক্ষিপ্র করে তাহার রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শর ঊর্দ্ধকেশের রথ ঊর্দ্ধে তুলিয়া লইয়া ঘটিকাদ্বয় ভ্রামিত করত বালকের কাচপাত্র নিক্ষেপের ন্যায় অন্তরীক্ষ হইতে পাতিত

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

তদোত্থিতশ্চোর্দ্ধকেশো রথং চান্যং সমাশ্রিতঃ
অনিরুদ্ধস্য সংগ্রামে যাবদায়াতি সম্মুখম্॥ ১
তাবত্তস্য নিশিতৈর্নারাচৈস্তদ্রথং পুনঃ।
স ভগ্নং স্যন্দনং দৃষ্ট্বা পুনরন্যং সমাশ্রিতঃ॥ ২
সোঽপি ভগ্নঃ শরৈরাশু কার্ষ্ণিজেন রণে নৃপ।
এবং নব রথা ভগ্না ঊর্দ্ধকেশস্য বৈ রণে॥ ৩
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে দৈত্যঃ শক্তিং চিক্ষেপ সত্বরম্
দৃষ্ট্বা তামাগতাং বীরো নারাচৈর্দ্দশধাচ্ছিনৎ॥৪
ঊর্দ্ধকেশস্তদা সদ্যো স্থিত্বা রুক্মময়ে রথে।
আজগাম স বেগেনানিরুদ্ধং প্রতিযোধিতুম্॥৫
কার্ষ্ণিজং পঞ্চভির্ব্বাণৈস্তাড়য়ামাস হর্ষিতঃ।
শরৈস্তৈর্নিহতঃ সোঽপি কশ্মলং পরমং গতঃ॥ ৬
সংক্রুদ্ধো ধনুরুদ্দাম্য চিত্রবাজান্ শরান্ দশ।
মুমোচ হৃদয়ে তস্য সহসা হস্তলাঘবাৎ॥ ৭
শরাস্তে পপুরেতস্য রুধিরং বহুদারুণাঃ।
পীত্বা পেতুর্যথা ভূমৌ কূটসাক্ষ্যস্য পূর্ব্বজাঃ॥ ৮
ঊর্দ্ধকেশঃ পুনঃ ক্রুদ্ধো তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রুবন্॥
বাণৈস্তু দশসঙ্খ্যৈশ্চ ততাড় তস্য মূর্দ্ধনি॥ ৯
সায়কাস্তেঽনিরুদ্ধস্য হ্যুষ্ণীষে পরিনিষ্ঠিতাঃ।
বিরাজন্তে স্ম রাজেন্দ্র দশ শাখান্তরোরিব॥ ১০
ন বিব্যথে স তৈর্ব্বাণৈর্যুদ্ধে রুক্মবতীসুতঃ।
যথা পুষ্পৈশ্চ প্রহতো দ্বিরদো নৃপসত্তম॥ ১১
বাণাঙ্কুতং স্বধনুষি নিধায়াকৃষ্য মাধবঃ।
চিত্রবাজান্ স্বর্ণপুঙ্খান্মুমোচ বহুরোষতঃ॥ ১২
তে বাণাস্তস্য সর্ব্বাঙ্গং ভিত্ত্বা শীঘ্রমধোগতাঃ।
রুধিরাক্তা যথা রাজন্ কৃষ্ণভক্তিপরাঙ্মুখাঃ।
শরসঙ্ঘৈশ্চ স হতো পঞ্চতাং প্রধনে গতঃ॥ ১৩
হাহাকারশ্চ তৎসৈন্যে বভূব নৃপসত্তম॥ ১৪

করিল। হে নৃপসত্তম! অঙ্গারের ন্যায় তাহার রথ ও অশ্ব বিশীর্ণ এবং তদীয় সসারথি অশ্ব গতাসু হইল, পতনবেগে ঊর্দ্ধকেশ রণক্ষেত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া গেল। ৩৮—৪৭।

অশ্বমেধখণ্ডে ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৯॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—ঊর্দ্ধকেশ তখনই উত্থিত হইয়া অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক যেমনি যুদ্ধার্থ অনিরুদ্ধ সন্নিধানে সম্মুখীন হইল, অমনি তিনি পুনরায় নিশিত নারাচ দ্বারা তাহার রথ ভগ্ন করিলেন। সে সেই রথ ভগ্নদর্শনে অন্যরথের আশ্রয় লইল, হে নৃপ! তাহাও অনিরুদ্ধ-শরে সত্বর ভগ্ন হইল। এইরূপে রণে ঊর্দ্ধকেশের নয়খানি রথ ভগ্ন হইলে সেই অসুর ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর শক্তি নিক্ষেপ করিল। শক্তি সমাগত দেখিয়া বীর অনিরুদ্ধ দশটী নারাচে তাহা ছিন্ন করিলেন। তখন ঊর্দ্ধকেশ একখানি স্বর্ণময় রথে আরূঢ় হইয়া অনিরুদ্ধের সহিত যুদ্ধার্থ অতিবেগে সমাগত হইল এবং পুলকযুক্ত হইয়া পঞ্চবাণে অনিরুদ্ধকে বিদ্ধ করিল। তিনি সেই শর প্রহারে অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বিচিত্র জ্যাযুক্ত ধনু উদ্যত করত ক্ষিপ্রকরে তৎক্ষণাৎ তাহার হৃদয়ে দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল দারুণ শর তাহার বহু শোণিত পান করিয়া কূটসাক্ষ্যদাতার পূর্ব্বপুরুষগণের মত মহীতলে পতিত হইল। ঊর্দ্ধকেশ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় 'থাক্ থাক্' বলিয়া দশ বাণে অনিরুদ্ধের মস্তক বিদ্ধ করিল, হে রাজেন্দ্র! সেই সকল শর অনিরুদ্ধের উষ্ণীষ মধ্যে পতিত হইয়া তরুর দশ শাখার ন্যায় বিরাজিত হইল। হে নৃপসত্তম! পুষ্পপ্রহারে হস্তীর ন্যায় অনিরুদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে সে বাণাঘাতে ব্যথিত হইলেন না। হে রাজন্! বহু ক্রুদ্ধ অনিরুদ্ধ স্বীয় সায়কে বিচিত্র জ্যাযুক্ত স্বর্ণপুঙ্খ শত শর সন্ধান করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন, সেই সকল শর তাহার সর্ব্বশরীর ছিন্ন করিয়া কৃষ্ণভক্তিপরাঙ্মুখ ব্যক্তির ন্যায় রুধিরাক্ত হইয়া সত্বর অধোদিকে গমন করিল, অসুর শরসমূহে আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ১—১৩। হে নৃপসত্তম! তখন অসুর-সৈন্যে

তদা জয়জয়ারাবো যাদবানাং বভূব হ।
অনিরুদ্ধোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে ॥১৫
ঊর্দ্ধকেশস্তু প্রধনাদ্দিব্যদেহেন যাদব।
যযৌ বিমানমারুহ্য স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্ ॥ ১৬
ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা নদঃ শোকেন পূরিতঃ।
কুঞ্জরস্থো গদং বাণৈঃ কুঞ্জরস্থং জঘান হ ॥ ১৭
আগতান্ সায়কান্ দৃষ্ট্বা ধনুর্দ্ধারী গদো মহান্।
তান্ প্রচিচ্ছেদ বাণেনানিরুদ্ধস্য প্রপশ্যতঃ ॥১৮
নদস্তদৈব সংক্রুদ্ধো ভ্রাতৃশোকপরিপ্লুতঃ।
অকরোদ্বিগজং বাণৈঃ সংগ্রামে রোহিণীসুতম্ ॥
গজস্তু শতবাণৈশ্চ ভিন্নাঙ্গঃ পঞ্চতাং গতঃ।
নিপপাত গদো ভূমৌ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২০
ততঃ ক্রুদ্ধো গদাং নীত্বা হন্তুং শত্রুং রণে গদঃ।
আজগাম জ্বলন্ শীঘ্রং সিংহঃ সিংহং বনে যথা ॥
আগতং তং গৃহীত্বা তু শুণ্ডাদণ্ডেন তদ্গজঃ।
চিক্ষেপ স গদং রাজন্নাকাশে শতযোজনম্ ॥২২
পতিতঃ খাৎ সমুত্থায় শুণ্ডাদণ্ডং প্রগৃহ্য সঃ।
পাতয়ামাস ভূপৃষ্ঠে ভ্রাময়িত্বা গজং গদঃ ॥ ২৩
গজো মৃত্যুং গতো যুদ্ধে বিস্মিতোঽভূন্মহাসুরঃ।
জগ্রাহ স্বগদাং গুর্ব্বীং শ্লাঘাং কৃত্বা গদস্য চ ॥২৪
শীঘ্রং তমাহ্বয়ামাস গদং বীরং গদাধরম্।
তথা সোঽপি নদং দৈত্যং সংগ্রামার্থে বিশাম্পতে ॥ ২৫
নদঃ প্রত্যাহ বচনং ত্বং মনুষ্যোঽসি যাদব।
তস্মাল্লজ্জাং করিষ্যামি কথং যুদ্ধং করিষ্যসি ॥২৬
পূর্ব্বং প্রহারং কুরু মে পশ্চাত্ত্বন্তু ন জীবসি।
ইতি শ্রুত্বা গদঃ প্রাহ যথা বৃত্রং পুরন্দরঃ ॥ ২৭

গদ উবাচ।

ন কিঞ্চিত্তে প্রকুর্ব্বন্তি যে বদন্তি মুখেন বৈ।
ন বদন্তি রণে শূরা দর্শয়ন্তি পরাক্রমম্ ॥ ২৮
ইতি শ্রুত্বা নদঃ ক্রুদ্ধো গদস্য হৃদয়ে নদন।
তাড়য়ামাস রাজেন্দ্র গরিষ্ঠাং মহতীং গদাম্ ॥ ২৯
গদয়া তাড়িতো বীরো ন চচাল মৃধে গদঃ।
মদোন্মত্তো যথা হস্তী বালেন মালয়া হতঃ ॥ ৩০

হাহাকার ও যাদবগণের মধ্যে জয় জয় রব উত্থিত হইল, সুরগণ অনিরুদ্ধের উপর পুষ্পবর্ষণ করিলেন। হে যাদব! ঊর্দ্ধকেশ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দিব্যদেহে বিমানারূঢ় হইয়া সুকৃতিগণলভ্য স্বর্গে গমন করিল। ভ্রাতৃবধদর্শনে শোকপূরিত নদ গজারোহী হইয়া গজারূঢ় গদকে বাণ দ্বারা আহত করিল, ধনুর্দ্ধারী গদ সমাগত সায়কদর্শনে অনিরুদ্ধের সমক্ষে বাণ দ্বারা তাহা ছেদন করিলেন। ভ্রাতৃশোক-[illegible]ত নদ তখনই ক্রুদ্ধ হইয়া বাণ দ্বারা গদের গজ নিহত করিল, গজ শত বাণে ভিন্নাঙ্গ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, গদও ভূতলে পতিত হইলেন, তাহা যেন এক অদ্ভুত কাণ্ড। অনন্তর ক্রোধজ্বলিত গদ গদা লইয়া রণে সিংহের সিংহসমীপে আগমনের ন্যায় শত্রুসংহারার্থ সত্বর আগমন করিলেন। হে রাজন্! নদের গজ তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া শুণ্ডাদণ্ডে গ্রহণপূর্ব্বক শূন্যে শতযোজন দূরে নিক্ষেপ করিল। আকাশ হইতে পতিত গদ উত্থিত হইয়া গজের শুণ্ডাদণ্ড ধারণ ও ভ্রামিত করত ভূতলে পাতিত করিলেন। গজ যুদ্ধে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে মহাসুর নদ বিস্মিত হইয়া গেল এবং গদের প্রশংসা করিয়া স্বীয় গুরু গদা গ্রহণপূর্ব্বক গদাধারী বীর গদকে সত্বর আহ্বান করিল; হে বিশাংপতে! গদ ও নদদৈত্যকে ঐরূপ যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। নদ প্রত্যুত্তরে বলিল,—হে যাদব! তুমি মানুষ, অতএব আমার লজ্জা হইতেছে যে, কেমন করিয়া তোমার সহিত সমর করিব। তুমিই পূর্ব্বে আমাকে প্রহার কর, কেননা আমি প্রহার করিলে তুমি বাঁচিবে না। তচ্ছ্রবণে গদ বাসব যেমন বৃত্রকে বলিয়াছিলেন, তদ্রূপ উত্তর করিলেন। ১৪—২৭। গদ বলিলেন,—যাহারা মুখে বলে, কার্য্যে তাহারা কিছু করিতে পারে না, শূরগণ সমরে আত্মশ্লাঘা করেন না, পরন্তু পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হে রাজেন্দ্র! এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ নদ নাদ করিতে করিতে গদ-হৃদয়ে মহা গুর্ব্বী গদা প্রহার করিল, বীরাগ্রণী গদ গদাতাড়িত হইয়া বালকের মালা দ্বারা আহত মদমত্ত মাতঙ্গের

কথয়ামাস বীরাগ্র্যো দানবং বীক্ষ্য লজ্জিতম্।
সহস্বৈকং প্রহারং মে যদি বীরঃ পরন্তপ ॥ ৩১
ইত্যুক্ত্বা নিজঘানাথ ললাটে গদয়া ভূশম্।
স চাপি তং রুষা স্কন্ধে তাড়য়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥৩২
এবং ভূশং প্রকুর্ব্বন্তৌ গদাযুদ্ধবিশারদৌ।
গদাযুদ্ধং প্রকুর্ব্বাণৌ পরস্পরবধৈষিণৌ ॥ ৩৩
অন্যোন্যঘাতবিমতৌ ক্রোধযুক্তৌ জয়োদ্যতৌ।
ন কো বৈ তত্র জীয়েত ন প্রহীয়েত কোঽপি তু
ভালে স্কন্ধে তথা মূর্দ্ধ্নি হৃদি গাত্রেষু সর্ব্বতঃ।
রুধিরৌঘপ্লুতৌ ক্লিন্নৌ কিংশুকাবিব পুষ্পিতৌ ॥
তয়োরাসীন্মহাযুদ্ধং গদাভ্যামেব সংযুগে।
বিস্ফুলিঙ্গান্ ক্ষরন্ত্যৌ দ্বে গদে চূর্ণীবভূবতুঃ ॥ ৩৬
ততো যুদ্ধমভূদ্ঘোরং বাহুভ্যাং গদদৈত্যয়োঃ.
তদা রামানুজঃ ক্রুদ্ধো ভুজাভ্যামুপগৃহ্য তম্ ॥৩৭
পাতয়ামাস ভূপৃষ্ঠে মহিষং হরিরাড্ যথা।
তদা দৈত্যস্তু তস্যাপি হৃদি জঘ্নে প্রমুষ্টিনা ॥ ৩৮
তদা সোঽপি শিরস্যেকং মুষ্টিং বদ্ধা জঘান হ।
মুষ্টিভির্জানুভিঃ পাদৈস্তালস্ফোটৈশ্চ বাহুভিঃ॥৩৯
পরস্পরং জয়তুস্তৌ সংদষ্টাধরপল্লবৌ।
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে দৈত্যো গদস্য চরণং বলাৎ॥৪০
গৃহীত্বা ভ্রাময়িত্বা চ পাতয়ামাস ভূতলে।
তদা গদঃ সমুত্থায় গৃহীত্বা চরণং রিপোঃ ॥ ৪১
ভ্রাময়িত্বা গজোপত্থে নিজঘান রুষা জ্বলন্।
পুনর্দৈত্যঃ সমুত্থায় গৃহীত্বা রোহিণীসুতম্ ॥ ৪২
চিক্ষেপ চৌজসা রাজন্ গগনে শতযোজনম্।
পতিতোঽপি স বজ্রাঙ্গঃ কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমানসঃ ॥৪৩
চিক্ষেপ গগনে দৈত্যং যোজনানাং সহস্রকম্।
পতিতোঽপি সমুত্থায় পুনর্যুদ্ধং চকার সঃ ॥ ৪৪
গদো নদং নদো গদং নিজঘ্নতুঃ পরস্পরম্।
প্রমুষ্টিভিশ্চ দারুণৈর্মহদ্রণে নৃপেশ্বর ॥৪৫
দণ্ডাদণ্ডি মুষ্টামুষ্টি কেশাকেশি নখানখি।
দন্তাদন্ত্যভয়োর্যুদ্ধং ঘোরমেবং বভূব হ ॥ ৪৬
ইত্থং নিযুধ্যমানৌ তৌ প্রকুর্ব্বন্তৌ রণং পুনঃ।
পাদে পাদং হৃদি হৃদং করে করং মুখে মুখম্ ॥৪৭

ন্যায় রণভূমি হইতে বিচলিত হইলেন না, পরন্তু দৈত্য নদকে লজ্জিত দেখিয়া কহিলেন, —হে পরন্তপ! বীর হওত আমার একটী প্রহার সহ্য কর। এইরূপ বলিয়া যুদ্ধধর্ম্মজ্ঞ গদ গদা দ্বারা তাহার ললাটে অত্যন্ত আঘাত করিলেন, নদও রোষবশে তাঁহাকে স্কন্ধদেশে প্রহার করিল। এইরূপে পরস্পর বধেচ্ছু হইয়া গদাযুদ্ধবিশারদ গদ ও নদ ভীষণ গদাযুদ্ধ করিলেন, জিগীষু বীরদ্বয় এইরূপে পরস্পর নিবিষ্টচিত্তে ঘাত-প্রতিঘাত করিতে থাকিলে তন্মধ্যে কেহ জয়ী বা বিজিত হইলেন না; ললাট, স্কন্ধ, মস্তক, হৃদয় এবং দেহের সর্ব্বত্র ক্লিন্ন ও রক্তাপ্লুত হইয়া পুষ্পিত কিংশুকের ন্যায় উভয়ে শোভিত হইলেন। যুদ্ধে উভয়ের মহা গদাযুদ্ধ চলিতেই থাকিল, উভয়ের গদা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া উভয়ের গদা চূর্ণ হইয়া গেল। ২৮—৩৬। অনন্তর গদ-নদের দারুণ বাহুযুদ্ধ চলিল, তখন ক্রুদ্ধ গদ তাহাকে বাহুদ্বয়ে ধরিয়া সিংহের মহিষপাতনের ন্যায় তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন। তখন দৈত্য নদ গদের হৃদয়ে মুষ্ট্যাঘাত করিল গদও বদ্ধমুষ্টি দ্বারা তাহার মস্তক বিধ্বস্ত করিলেন। অধরপল্লব দংশন ও বাহ্বাস্ফোটন করিতে করিতে বীরদ্বয় মুষ্টি, জানু ও পদ দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্রুদ্ধ নদ রণক্ষেত্রে সবলে গদের পদ ধরিয়া ভ্রামিত করত ভূতলে পাতিত করিল, ক্রোধ-জ্বলিত গদও তখন উত্থিত হইয়া নদের পদে ধারণ করত ভ্রামিত করিয়া গজোপরি নিক্ষেপ করিলেন। হে রাজন্! নদ পুনরায় উত্থিত হইয়া গদকে ধারণ করত সবেগে গগনে শতযোজন দূরে নিক্ষেপ করিল। শূন্য হইতে পতিত বজ্রবৎ দৃঢ়াঙ্গ গদ কিঞ্চিদ্ব্যাকুলমনা হইয়া দৈত্যকে সহস্রযোজন শূন্যে নিক্ষেপ করিলেন; নদ পতিত হইয়াও পুনরায় উঠিয়া যুদ্ধ করিল। হে নৃপবর! নদ ও গদ পরস্পর দারুণ মুষ্টিপ্রহারে রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ভীষণ দন্তাদন্তি, মুষ্টামুষ্টি, কেশাকেশি, নখানখি ও দণ্ডাদণ্ডি চলিতে লাগিল; এই প্রকারে নিযুধ্যমান বীর-

অন্যোন্যমিত্থং সংলগ্নৌ পরস্পরবধৈষিণৌ।
বলাক্রান্তাবুভৌ তৌ তৌ পতিতৌ চ মুমূর্চ্ছতুঃ॥
ইত্থং দৃষ্ট্বা তয়োর্যুদ্ধং যাদবাশ্চৈব দানবাঃ।
গদো ধন্যো নদো ধন্যঃ প্রোচুর্বাক্যমিদং নৃপঃ॥৪৯
গদং নিপতিতং দৃষ্ট্বানিরুদ্ধঃ শোকপূরিতঃ।
চৈতন্যং কারয়ামাস জলেন ব্যজনেন চ॥ ৫০
তদৈব সোঽপি রাজেন্দ্র উত্থিতঃ ক্ষণমাত্রতঃ।
ক নদঃ ক নদো যাতো ত্যক্ত্বা যুদ্ধং ভয়ান্মম॥৫১
নিরীক্ষ্য দানবং তত্র মূর্চ্ছিতং পঞ্চতাং গতম্।
চক্রুর্জয়জয়ারাবং যাদবাশ্চৈব দেবতাঃ॥ ৫২

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ ঊর্দ্ধকেশনদবধো নাম
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

দ্বয় পদে পদ, হৃদয়ে হৃদয়, করে কর ও মুখে মুখ দিয়া পুনঃপুনঃ যুদ্ধ করিলেন। এইরূপে পরস্পর বধেচ্ছু সংলগ্ন বীরদ্বয় বলাক্রান্ত হইয়া পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন, হে নৃপ! তাঁহাদের তাদৃশ যুদ্ধদর্শনে যাদব ও দানবগণ বলিল,—গদ ধন্য, নদ ধন্য। গদকে নিপতিত দেখিয়া শোকপূরিত অনিরুদ্ধ জল ও ব্যজন দ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন, হে রাজেন্দ্র! গদ তখনি ক্ষণমাত্রে উত্থিত হইয়া বলিলেন,—আমার ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া নদ কোথায় গেল, কোথায় গেল? যুদ্ধক্ষেত্রে দানব নদকে মূর্চ্ছিত ও গতাসু দেখিয়া যাদব ও দেবগণ জয় জয় রব করিলেন। ৩৭—৫২।

অশ্বমেধখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

গর্গ উবাচ।

স্বসৈন্যাঃ পরাজয়ং দৃষ্ট্বা সিংহো দৈত্যো রুষান্বিতঃ॥
নিজঘান বৃকং বাণৈ রথস্থং খরবাহনঃ॥ ১
দৃষ্ট্বা সমাগতান্ বাণান্ বৃকো বৈ কৃষ্ণনন্দনঃ॥
চিচ্ছেদ তান্ স্ববাণৈশ্চ লীলয়া প্রধনে নৃপ॥ ২
পুনশ্চিক্ষেপ বাণান্ বৈ তাংশ্চ চিচ্ছেদ কৃষ্ণজঃ
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে রাজন্ সিংহনামাসুরেশ্বরঃ॥৩
শরাসনে সমাধত্ত বসুসংখ্যাঞ্ছিলীমুখান্॥
চতুর্ভিস্তুরগান্ বীরো বৃকস্য হ্যনয়ৎ ক্ষয়ম্॥ ৪
একেন ধ্বজমত্যুগ্রং চিচ্ছেদ তরসা হসন্।
একেন সারথেঃ কায়াচ্ছিরোভূমাবপাতয়ৎ॥ ৫
একেন সগুণং চাপমাচ্ছিনৎ প্রধনে রুষা।
একেন হৃদি বিব্যাধ বৃকস্য বেগবান্নৃপ॥ ৬
তস্য কর্ম্মাদ্ভুতং দৃষ্ট্বা বীরা বিস্ময়মাগতাঃ।
বৃকস্তদৈব সহসা দৈত্যং শক্ত্যা জঘান হ॥ ৭
সা শক্তিস্তত্তনুং ভিত্ত্বা খরং ভিত্ত্বা বিনির্গতা।

একত্রিংশ অধ্যায়

গর্গ বলিলেন,—স্বসৈন্যের পরাজয় দর্শনে রুষান্বিত গর্দ্দভারূঢ় অসুর সিংহ রথারোহী বৃকের উপর বাণ নিক্ষেপ করিল। হে নৃপ! কৃষ্ণতনয় বৃক বাণ আসিতে দেখিয়া স্বীয় শর দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে তাহা ছেদন করিলেন। সিংহ পুনরায় শর নিক্ষেপ করিল, বৃক তাহাও ছেদন করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর ক্রুদ্ধ অসুররাজ বীর সিংহ শরাসনে আটটী বাণ সন্ধান করিল, চারিবাণে বৃকের অশ্বসমূহ নিহত, একবাণে হাসিতে হাসিতে সত্বর অত্যুচ্চ ধ্বজ কর্ত্তন, একবাণে কায় হইতে সারথির মস্তক ভূতলে পাতন, একবাণে সগুণ ধনুশ্ছেদন, এবং একটী বাণে বৃকের হৃদয় বিদ্ধ করিল। হে নৃপ! তাহার অদ্ভুত বীর্য্য দর্শনে বীরগণ বিস্মিত হইলেন। বৃক তখনি শক্তি দ্বারা সহসা তাহাকে আঘাত করিলেন, হে রাজন্! সেই শক্তি তাহার

বিবেশ ভূতলে রাজন্ বিবরং পন্নগো যথা ॥ ৮
খরো মৃত্যুং গতস্তত্র দৈত্যঃ শীঘ্রং পপাত হ।
জগর্জ্জ পুনরুত্থায় সিংহঃ সিংহ ইব স্ফুটম্ ॥ ৯
গৃহীত্বা বিশিখং শূলং চিক্ষেপ স বৃকোপরি।
তমাপতন্তং জগ্রাহ বৃকো বামকরেণ বৈ ॥ ১০
তেনৈব শত্রুং নিজঘান রাজন্
কৃষ্ণস্য পুত্রো বহুরোষযুক্তঃ।
নির্ভিন্নদেহো নিপপাত ভূমৌ
হা হা প্রকুর্ব্বন্ স জগাম মৃত্যুম্ ॥ ১১
হাহাকারস্তদৈবাসীদ্দানবানাং রণাঙ্গনে।
পুষ্পবর্ষং সুরাশ্চক্রুর্জয়ারাবং যদূত্তমাঃ ॥ ১২
তদা কুশাম্বঃ সংক্রুদ্ধো শাম্বাদীন্ যাদবান্ মৃধে।
রথস্থঃ শীঘ্রমাগত্য সর্ব্বান্ বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ১৩
তস্য বাণৈশ্চ বহবঃ পেতুশ্ছিন্না মহাগজাঃ।
তির্য্যগ্ভূতা রথা যুদ্ধে তুরগাশ্ছিন্নকন্ধরাঃ ॥ ১৪
তথা পদাতয়স্তত্র শিরোহীনা বি-বাহবঃ।
ইত্থং স মারয়ন্ রাজন্নেকান্ বিচচার হ ॥ ১৫
এবং পরাক্রমং দৃষ্ট্বা শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ।
কুশাম্বং চাহ্বয়ামাস যুদ্ধার্থে যুদ্ধকোবিদঃ ॥ ১৬

শাম্ব উবাচ।

আগচ্ছ বীর সহসা ময়া সহ রণং কুরু।
কিমন্যৈস্ত্রাসিতৈর্দীনৈর্নিহতৈঃ কোটিভির্নরৈঃ ॥১৭
ইত্যুক্তবন্তমালোক্য কুশাম্বঃ প্রহসন্ বলী।
জঘান হৃদয়ে তস্য বসুসংখ্যান্ শিলীমুখান্ ॥ ১৮
তদমৃষ্যন্ হরেঃ পুত্রঃ স্বকোদণ্ডে দধচ্ছরান্।
ততাড় সপ্তভিঃ শত্রুং দানবং বক্ষসোঽন্তরে ॥ ১৯
উভৌ সমরসংরব্ধাবুভাবপি জয়ৈষিণৌ।
রেজাতে তৌ হি সংগ্রামে যথা ষণ্মুখতারকৌ ॥
শাম্বঃ কুশাম্বং প্রধনে কুশাম্বঃ শাম্বমেব চ।
অন্যোন্যং সর্পসদৃশৈর্ব্বাণৈরপি ববর্ষতুঃ ॥ ২১
বাণান্ ধনুষি সন্ধায় শতসংখ্যান্ স্ফুরৎপ্রভান্।
অকরোদ্বিরথং তৈশ্চ শাম্বং ছিন্নশরাসনম্ ॥ ২২
স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
আরুরোহ রথং চান্যং কুপিতশ্চাপসংযুতঃ ॥ ২৩

শরীর ও বাহন গর্দ্দভকে ভেদ করিয়া বহির্গত হইল; এবং সর্পের বিবরপ্রবেশের ন্যায় ভূতলে প্রবেশ করিল। গর্দ্দভ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত ও সিংহ তৎক্ষণাৎ পতিত হইল। সিংহ তখনি পুনরায় উঠিয়া সিংহের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করত বিশিখ শূল গ্রহণ করিয়া বৃকের উপর নিক্ষেপ করিল। হে রাজন্! বহু রোষযুক্ত কৃষ্ণতনয় বৃক সেই আপতিত শূল বাম করে ধরিয়া লইয়া তাহা দ্বারা অসুরকে প্রহার করিলেন। দৈত্য ভিন্নদেহ হইয়া হাহা রব করিতে করিতে ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। রণক্ষেত্রে তখন অসুর সৈন্যে হাহাকার উঠিল, যাদবগণ জয় জয় ধ্বনি এবং সুরগণ পুষ্পবর্ষণ করিলেন। ১—১২। তখন সংক্রুদ্ধ কুশাম্ব রথারোহণে সত্বর আসিয়া যুদ্ধে শাম্বাদি যাদবগণকে বহুবাণে বিধ্বস্ত করিল; যুদ্ধে তাহার বাণাঘাতে অনেক মহাগজ ছিন্ন ও পতিত হইল, রথসমূহ বিপরীত ভাবে পড়িতে লাগিল, অশ্বসমূহ ছিন্ন-মস্তক এবং পদাতিগণ মস্তক ও বাহুহীন হইল। হে রাজন্। কুশাম্ব এইরূপে অনেক সৈন্য নিহত করিয়া রণক্ষেত্রে বিচরণ করিল। এইরূপ পরাক্রম দর্শনে যুদ্ধবিশারদ জাম্ববতীতনয় শাম্ব কুশাম্বকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। শাম্ব বলিলেন,—হে বীর! এখনই আসিয়া আমার সহিত সমর কর, বৃথা কেন অন্যান্য সন্ত্রস্ত কোটি কোটি দীন নর বধ করিতেছ? শূর কুশাম্ব শাম্বকে এইপ্রকার বলিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার হৃদয়ে আটটী শর নিক্ষেপ করিল, শাম্ব তাহা তুচ্ছ করিয়া স্বীয় ধনুকে শরসন্ধানপূর্ব্বক সাত বাণে তাহার বক্ষ বিধ্বস্ত করিলেন। উভয়েই যুদ্ধোন্মত্ত ও জয়েচ্ছু। তাঁহারা সমরে তারক-কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শোভিত হইলেন। শাম্ব-কুশাম্ব রণস্থলে পরস্পর সর্পসদৃশ শরসমূহ বর্ষণ করিলেন। কুশাম্ব শত সংখ্যক শর স্ফুরিতপ্রভ সায়কে সন্ধান করিয়া তদ্দ্বারা শাম্বকে বিরথ ও তাঁহার শরাসন ছেদন করিল। ছিন্নধন্বা হতাশ্ব হতসারথি বিরথ শাম্ব কুপিত হইয়া অন্যরথে আরোহণ ও ধনু ধারণ

শাম্ব উবাচ।

কুত্র যাস্যসি ত্বং দৈত্য কৃত্বা দীর্ঘং পরাক্রমম্।
ক্ষণমাত্রং রথে স্থিত্বা পশ্য মে বিক্রমং পরম্। ২৪
ইত্যুক্ত্বা সায়কং চোগ্রং স্বকোদণ্ডে নিধায় চ।
মন্ত্রয়িত্বা চ মন্ত্রেণ তদ্রথে নিচখান হ ॥ ২৫
অলাতচক্রবদ্ভূমৌ তেন বাণেন তদ্রথঃ।
বভ্রাম যোজনে শীঘ্রং সসূতঃ সতুরঙ্গমঃ ॥ ২৬
ভ্রমন্তং সরথং দৈত্যং দৃষ্ট্বা প্রাহ হসন্মুখঃ।
শাম্বো জাম্ববতীপুত্রো বাণং কৃত্বা শরাসনে ॥ ২৭

শাম্ব উবাচ।

ত্বাদৃশাশ্চ মহাবীরাঃ স্বর্গযোগ্যা ভবন্তি হি।
ন রাজন্তে মহীমধ্যে শক্রতুল্যপরাক্রমাঃ ॥ ২৮
তস্মাচ্চ মম বাণেন দ্বিতীয়েন দিবং ব্রজ।
সরথস্ত্বং সদেহশ্চ মৎকৃপাতোঽসুরেশ্বর ॥ ২৯
গগনপ্রাপকং চাস্ত্রমিত্যুক্ত্বা বিমুমোচ সঃ।
শরেণ তেন সরথো বিভ্রমন্ ভূতলান্নৃপ ॥ ৩০
লোকান্ বহূনতিক্রম্য জগাম রবিমণ্ডলম্।
সহয়ঃ সূতসহিতস্তত্র সূর্য্যস্য জ্বালয়া ॥ ৩১
দগ্ধোঽভূত্তদ্রথঃ সদ্যো দৈত্যো দগ্ধকলেবরঃ।
পপাত ভূতলে পুর্য্যাং বল্বলস্য চ সন্নিধৌ ॥ ৩২
তস্মিন্নিপতিতে পাপে গতে মৃত্যুঞ্চ দানবে।
হাহাকারং ততশ্চক্রুর্দৈত্যাঃ সর্ব্বে ভয়ান্বিতাঃ ॥৩৩
যাদবানাং ততঃ সৈন্যে নেদুর্দুন্দুভয়ো মুহুঃ।
পুষ্পবর্ষং মুদা চক্রুঃ শাম্বস্যোপরি নির্জ্জরাঃ ॥৩৪

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে সুমেরৌ সিংহকুশাম্ববধো নামৈক-ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

অথ বৈ বল্বলং দৈত্যং শোচন্তং কাঞ্চনাসনে।
ময়ঃ প্রত্যাহ বচনং জ্যেষ্ঠং কুন্তশ্রুতির্যথা ॥ ১
অদ্য দৃষ্টং ত্বয়া রাজন্ যদূনাং বলমেব হি
দৈত্যবৃন্দৈশ্চ নিহতাশ্চত্বারো মন্ত্রিণস্তব ॥ ২

করিলেন। ১৩—২৩। শাম্ব বলিলেন,—হে দৈত্য! তুমি দীর্ঘ পরাক্রম দেখাইয়া কোথায় যাইতেছ, ক্ষণকাল রণক্ষেত্রে থাকিয়া আমার পরম পরাক্রম দর্শন কর। শাম্ব এইরূপ বলিয়া স্বীয় শরাসনে এক উগ্র শর সন্ধান ও মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করত কুশাম্বের রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন; সেই বাণে কুশাম্বের অশ্ব ও সারথিসহ রথ যোজনব্যাপী চক্রাকার বহ্নির মত শীঘ্র ঘুরিতে লাগিল। রথসহ ভ্রাম্যমাণ কুশাম্বকে দেখিয়া জাম্ববতীতনয় শাম্ব স্বীয় শরাসনে শর সন্ধান করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন। শাম্ব বলিলেন,—তোমাদের মত মহাবীরগণ স্বর্গযোগ্য হইয়া থাকে, শক্রতুল্য পরাক্রমী তোমাদের মহীমধ্যে শোভা হয় না; অতএব হে অসুরেশ্বর আমার কৃপায় মদীয় দ্বিতীয়বাণে সরথ ও সশরীরে স্বর্গে গমন কর। এইরূপ বলিয়া তিনি গগন প্রাপক অস্ত্র ত্যাগ করিলেন, হে নৃপ! সেই শরে ভূতল হইতে ভ্রাম্যমাণ হইয়া সরথ কুশাম্ব বহুলোক অতিক্রমপূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডলে উপনীত হইল; তথায় সূর্য্যতেজে অশ্ব ও সারথিসহ রথ দগ্ধ হইয়া গেল, কুশাম্ব সদ্য দগ্ধকলেবর হইয়া ভূতলের পাঞ্চজন্যদ্বীপে বল্বলের সমীপে পতিত হইল। সেই পাপ দৈত্য পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে দানবগণ ভয়ান্বিত হইয়া হাহাকার করিল, যাদব সৈন্য মধ্যে মুহুর্ম্মুহু দুন্দুভিধ্বনি হইল, শাম্বের উপর সুরগণ সানন্দে পুষ্পবর্ষণ করিলেন। ২৪—৩৪।

অশ্বমেধখণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—অনন্তর স্বর্ণাসনে সমাসীন শোককারী বল্বলকে কুম্ভশ্রুতি কর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠের প্রতি উপদেশ প্রদানের ন্যায় ময় বলিল,—হে রাজন্! অদ্য আপনি যাদবগণের বীর্য্য দর্শন করিলেন? দানববৃন্দের সহিত আপনার মন্ত্রি-

অবশেষস্ত্বমেবাসি হ্যহবাহঞ্চ ত্বৎপুরে।
তস্মাত্তবেচ্ছা দৈত্যেন্দ্র যথা ভূয়াত্তথা কুরু॥ ৩
বল্বলঃ প্রাহ বচনমদ্য যাস্যাম্যহং রণে।
শীঘ্রং হন্তুং যদূন্ সর্ব্বাংস্ত্বং গুপ্তো ভব মন্দিরে॥৪
হরিঃ কৃষ্ণস্ত নন্দস্য পুরা পুত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বসুদেবো মন্যতে তং মৎপুত্রোঽয়ং গতত্রপঃ॥৫
হৈয়ঙ্গবীনদুগ্ধাজ্যদধিতক্রাদিকং তু সঃ।
চোরয়ামাস গোপীনাং রসিকো রাসমণ্ডলে॥ ৬
জরাসন্ধভয়াৎ সোঽপি সমুদ্রং শরণং গতঃ।
মারিতো মাতুলো যেন কিং করিষ্যতি পৌরুষম্
ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য ময়ঃ প্রকুপিতোঽব্রবীৎ।

ময় উবাচ।

যস্মাদ্বিভেতি ব্রহ্মা চ শিবো মায়া পুরন্দরঃ॥ ৮
ভয়দং নির্ভয়ং কৃষ্ণং তং বিনিন্দসি নিন্দক।
কৃষ্ণং নিন্দতি যো মূঢ়ো হ্যজ্ঞানাচ্চ কুসঙ্গতঃ॥ ৯
কুম্ভীপাকে স পততি যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ॥ ১০
চণ্ডপালশিশুপালমণ্ডলী-
ভঞ্জনং দনুজদর্পখণ্ডনম্।
মাধবং মদনমোহনং পরং
ত্বং ভজস্ব কুলকৌশলায় চ॥ ১১
ময়স্য বচনং শ্রুত্বা জ্ঞানং প্রাপ্তোঽপি বল্বলঃ।
ক্ষণং বিচার্য্য রাজেন্দ্র প্রোবাচ প্রহসন্নিব॥ ১২

বল্বল উবাচ।

জানাম্যহং বিশ্বপতিঞ্চ কৃষ্ণং
শেষং বলং বৈ মদনঞ্চ কার্ষ্ণিম্।
অত্রাগতং পদ্মভবং হি চৈষাং
বধ্যা বয়ং তেন হয়ো হৃতোঽয়ম্॥ ১৩
এষাং বাণৈশ্চ নিহতো যদাহং নিধনং গতঃ।
তদা সুখেন যাস্যামি শীঘ্রং বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥
পুরা চ বৈরভাবেন বৈকুণ্ঠং বহবো গতাঃ।
দানবা রাক্ষসাশ্চৈব তঞ্চ ভাবং করোম্যহম্॥১৫
ইত্যুক্ত্বা দংশিতো ভূত্বা দানবানাং শিরোমণিঃ।
স্বসৈন্যপালকং তূর্ণং সমাহূয়েদমব্রবীৎ॥ ১৬
পটহেন মমাজ্ঞাং ত্বং পুর্য্যাং দেহি প্রযত্নতঃ।
অনিরুদ্ধেন যুদ্ধায় বীরেষু সৈন্যপালক॥ ১৭

চতুষ্টয় বিনষ্ট হইয়াছেন, পুরমধ্যে আপনিই অবশিষ্ট আছেন এবং আমিও রহিয়াছি; অতএব হে দৈত্যেন্দ্র! আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন। বল্বল বলিল,—আজ আমি যাদবগণের বধার্থ সত্বর সমরে গমন করিব, তুমি গৃহে থাকিয়া রক্ষিত হও, কৃষ্ণ পূর্ব্বে নন্দের তনয় বলিয়া পরিচিত ছিল, নির্লজ্জ বসুদেব তাহাকে নিজ তনয় বলিয়া মনে করে। গোপীগণের রাসমণ্ডলের রসিক সেই কৃষ্ণ সদ্যোনবনীত, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি ও তক্রাদি চুরি করিত; সে জরাসন্ধ ভয়ে সিন্ধুর শরণ লইয়াছিল এবং মাতুলকে মারিয়াছিল, সে আবার কি পৌরুষ প্রকাশ করিবে। বল্বলের সেই বাক্য শুনিয়া ক্রুদ্ধ ময় কহিল। ময় বলিল,—যাঁহা হইতে ব্রহ্মা, শিব, মায়া ও ইন্দ্র ভয় পান, হে নিন্দক! তুমি সেই নির্ভয় ভয়দ কৃষ্ণকে নিন্দা কর। যে মূঢ় কুসঙ্গবশে অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত কৃষ্ণের নিন্দা করে, ব্রহ্মার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে তাহার নিবাস হয়। তুমি কুলকৌশলার্থ চণ্ডপাল-শিশুপালাদি নৃপমণ্ডলীর ভঙ্গকারী দানব-দর্পহারী মদনমোহন মাধবের ভজনা কর। ১—১১। হে রাজেন্দ্র! ময়ের বাক্য শ্রবণে বল্বল জ্ঞান প্রাপ্ত হইল; সে ক্ষণকাল বিচার করিয়া যেন হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল। বল্বল বলিল,—আমি জানি কৃষ্ণ জগৎপতি, বলরাম অনন্ত, প্রদ্যুম্ন মদন ও অনিরুদ্ধ ব্রহ্মা; তাঁহারা আমাদিগের বধার্থ এ স্থানে উপস্থিত, আর তজ্জন্যই আমি তাঁহাদের অশ্ব অপহরণ করিয়াছি। ইহাঁদের বাণে আমি নিহত হইয়া অনায়াসে সত্বর বিষ্ণুর পরমপদে প্রয়াণ করিব। পূর্ব্বকালে বৈরভাবে বহু দানব ও নিশাচর বৈকুণ্ঠে গিয়াছে, আমিও সেই ভাব করিব। দানব শিরোমণি বল্বল এইরূপ বলিয়া এবং বর্ম্মাবৃত হইয়া স্বীয় সেনানায়ককে আহ্বান করত বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিল,—হে সেনাপালক! তুমি পুরমধ্যে পটহ দ্বারা প্রযত্ন সহকারে বীরগণের প্রতি আমার আজ্ঞা বিঘোষিত কর যে, অনিরুদ্ধের সহিত যুদ্ধার্থ

যে মমাজ্ঞাং ন মন্তস্তে তে বধার্হা রণং বিনা।
আত্মজা বা ভ্রাতরো বা হ্যন্তেষাং চৈব কা কথা
ইতি শ্রুত্বা স তদ্বাক্যং রথ্যাং রথ্যাং গৃহে গৃহে।
পটহেনাপি তস্যাজ্ঞাং ঘোষয়ামাস বেগতঃ ॥১৯
শ্রুত্বা পটহনির্ঘোষং দৈত্যাঃ শীঘ্রং ভয়াতুরাঃ।
গৃহীত্বা সর্ব্বশস্ত্রাণি হ্যাজগ্মুস্তে সভাতলম্ ॥ ২০
সৈন্তপালস্ততঃ পূর্ব্বং লক্ষদৈত্যৈঃ পরিবৃতঃ।
রথেন কবচী ধন্বী নির্জগাম পুরাদ্বহিঃ ॥ ২১
দুর্নেত্রো দুর্ম্মুখশ্চৈব দুঃস্বভাবশ্চ দুর্ম্মদঃ।
এতে বৈ মন্ত্রিণাং পুত্রাশ্চত্বারস্তে বিনির্যযুঃ ॥ ২২
মত্তঙ্গজৈর্মহামত্তৈশ্চঞ্চলাঙ্গৈস্তুরঙ্গমৈঃ।
রথৈশ্চ দেবধিষ্ণ্যাভৈর্বিদ্যাধরসমৈর্নরৈঃ ॥ ২৩
সদ্যঃ কামগযানেন ময়দত্তেন বল্বলঃ।
স্বয়ং জগাম যুদ্ধার্থে চতুর্লক্ষৈর্মহাসুরৈঃ ॥ ২৪
সৈন্তপালস্য পুত্রস্তু ভোজনং কুরুতে গৃহে।
বুভুক্ষিতশ্চ যুদ্ধায় শীঘ্রং সোঽপি ন নির্গতঃ ॥২৫
নাগতস্তং বিলোক্যাথ সৈন্যে বল্বলসৈনিকাঃ।
নৃপায় কথয়ামাসুস্তস্য বার্ত্তাঞ্চ শঙ্কিতাঃ ॥ ২৬
ততস্তদ্বচনাদ্বীরা বধ্বা তং দামভী রুষা।
নৃপাগ্রে চানয়ামাসুঃ প্রফুল্লবদনেক্ষণাঃ ॥ ২৭
তং দৃষ্ট্বা ভর্ৎসয়িত্বা চ বল্বলশ্চণ্ডশাসনঃ।
ভুশুণ্ডীবদনেনাপি মারয়ামাস বেগতঃ ॥ ২৮
দৈত্যাঃ সর্ব্বে ভয়ং প্রাপুর্ব্বধং তস্য নিরীক্ষ্য চ।
সৈন্তপালস্ত সংগ্রামে মৃতং পুত্রং নিশম্য চ ॥ ২৯
রথাৎ পপাত দুঃখার্ত্তস্তাড়য়ন্মস্তকং করৈঃ।
বিললাপ ভৃশং সোঽপি পুত্রদুঃখেন দুঃখিতঃ ॥৩০
হা পুত্র বীর পিতরং ত্যক্ত্বা মাং জরঠং রণে।
গতঃ শতঘ্নীমার্গেণ স্বর্গে মামবিলোক্য চ ॥ ৩১
বিনা যুদ্ধেন হে পুত্র ক্ব গতো নৃপশাসনাৎ।
ইত্যেবং বিলপংস্তত্র রুরোদ রণমণ্ডলে।
ততশ্চ মন্ত্রিণাং পুত্রাঃ শোচন্তং প্রোচুরগ্রতঃ ॥ ৩২

মন্ত্রিপুত্রা ঊচুঃ।

রোদনং মা কুরু রণে শূরোঽসি ত্বং তু পালকঃ ॥
দুঃখে কৃতে চ ত্বৎপার্শ্বে নাগমিষ্যতি বৈ মৃতঃ।

যাইতে হইবে। যে আমার আদেশ মানিবে না, সে বিনা যুদ্ধে আমার বধ্য হইবে। পুত্র ভ্রাতা সম্বন্ধেও এইরূপ কর্ত্তব্য, অন্যের আর কথা কি। বল্বলের তাদৃশ বাক্য-শ্রবণে পটহ দ্বারা পথে পথে গৃহে গৃহে সবেগে বল্বলাজ্ঞা বিঘোষিত হইল, পটহ-নির্ঘোষ শ্রবণে ভয়াতুর দানবগণ সত্বর সর্ব্বশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সভামধ্যে আগমন করিল। ১২—২০। অনন্তর সেনাপতি ধনু ও কবচ ধারণ করিয়া রথারোহণে লক্ষ দৈত্যসহ পূর্ব্বেই পুর হইতে বহির্গত হইল; দুর্নেত্র, দুর্ম্মুখ, দুঃস্বভাব, ও দুর্ম্মদ এই চারিজন মন্ত্রিনন্দন মদমত্ত মাতঙ্গ, চঞ্চল অশ্ব ও দেবদ্যুতি রথ এবং বিদ্যাধরোপম বীরগণসহ গমন করিল; আর স্বয়ং বল্বল তৎক্ষণাৎ ময়ের সহিত কামগামী বিমানে চতুর্লক্ষ সৈন্য-সহ যুদ্ধার্থ সমাগত হইল। সেনাপতির পুত্র গৃহে ভোজন করিতেছিল, সেই বুভুক্ষিত রাক্ষস যুদ্ধার্থ সত্বর আসিল না, শঙ্কিত বল্বল-সৈনিকগণ সৈন্যমধ্যে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বল্বলকে সেই বার্ত্তা নিবেদন করিল। অনন্তর প্রফুল্ললোচন প্রসন্নবদন বীর সৈনিক-গণ রোষবশে বল্বলাদেশে তাহাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করত তাঁহার সমীপে আনয়ন করিল। ভীষণ-শাসন বল্বল তাহাকে দেখিয়া ভর্ৎসনা করত অতিবেগযুক্ত ভুশুণ্ডী অস্ত্রে নিহত করিল। তাহার বধদর্শনে দানবেরা ভয় পাইল, রণক্ষেত্রে পুত্রের বিনাশসংবাদ শ্রবণে দুঃখার্ত্ত সেনাপতি কর-দ্বারা শির তাড়না করিয়া রথ হইতে পড়িয়া গেল এবং পুত্রদুঃখে দুঃখিত হইয়া অত্যন্ত বিলাপ করিল;—হা বীর পুত্র! আমি তোমার বৃদ্ধ পিতা, আমাকে রণে পরি-ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে! আমাকে দেখিলে না, তুমি শতঘ্নীমুখে গতাসু হইয়া স্বর্গে গমন করিলে! হে পুত্র! রাজশাসনে বিনা যুদ্ধে তুমি কোথায় গেলে! সেনাপতি রণক্ষেত্রে এইরূপ রোদন করিতে থাকিলে মন্ত্রিতনয়গণ সেই শোককারী সেনাপতিকে কহিল। ২১—৩২। মন্ত্রিগণ বলিল,—হে পালক! আপনি শূর, সুতরাং রণক্ষেত্রে রোদন করিবেন না,—দুঃখ করিলে মৃত পুত্র

আজন্মতশ্চ জন্তূনাং মৃত্যুর্ভবতি সাম্প্রতম্ ॥৩৪
ধীরাস্তত্র ন শোচন্তি মূর্খাঃ শোচন্তি নিত্যশঃ ।
গর্ভেঽপি চ মৃতাঃ কেচিৎ কেচিদ্বৈ জন্মমাত্রতঃ ॥
বালত্বে যৌবনত্বে চ বৃদ্ধত্বে কেচিদেব হি ।
কেচিচ্ছস্ত্রেণ রোগেণ দুঃখেন পতনেন চ ॥ ৩৬
সর্ব্বে মৃত্যুং গমিষ্যন্তি দৈবাৎ কর্ম্মবশা নরাঃ ।
কো বা কস্য পিতা পুত্রঃ কো বা কস্য প্রিয়া
প্রসূঃ ॥ ৩৭
সংযুনক্তি বিধাতা বৈ বিযুনক্তি চ কর্ম্মণা ।
সংযোগে পরমানন্দো বিয়োগে প্রাণসঙ্কটম্ ॥ ৩৮
শশ্বদ্ভবতি মূঢ়স্য নাত্মারামস্য নিশ্চিতম্ ।
আত্মঘাতী যদা ভূত্বা প্রাণাংস্ত্যজসি দুঃখিতঃ ॥
পুনর্জ্জন্ম চ নিরয়ং ব্রজিষ্যসি ন সংশয়ঃ ।
তস্মাদ্ যদূত্তমৈঃ সার্দ্ধং যুদ্ধং কুরু মহারণে ॥ ৪০
ক্ষত্রিয়স্য পরং শ্রেয়ো ধর্ম্মযুদ্ধান্ন বিদ্যতে ।
ধর্ম্মযুদ্ধেন সংগ্রামে যে হতাঃ শত্রুসম্মুখে ।
ব্রজন্তি তে বিষ্ণুপদং লোকান্ সর্ব্বান্ বিহায় চ ॥

আপনার সমীপে আসিবে না, জন্ম হইলেই জন্তুগণের মৃত্যু হয়, সুধীগণ তাহাতে শোক করেন না, মূর্খেরাই নিত্য মুহ্যমান হইয়া থাকে। কেহ গর্ভে, কেহ জন্মমাত্রে, কেহ বালককালে, কেহ যৌবনে ও কেহ বৃদ্ধ-বয়সে মৃত হয়; কেহ শস্ত্রে, কেহ রোগে ও কেহ পতন-বেদনায় মরিয়া থাকে; এইরূপে নরগণ কর্ম্মলব্ধ দৈব-দ্বারা মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। কেবা কাহার পিতা, কেবা কাহার প্রিয়কারিণী জননী; বিধাতাই কর্ম্মবশে এই সব যোগ বিয়োগ করিয়া থাকেন; সংযোগে পরমানন্দ ও বিয়োগে প্রাণ সঙ্কট কষ্ট হয়; মূঢ়েরই নিরন্তর এই-রূপ হইয়া থাকে, আত্মারামের নহে, সংশয় নাই। দুঃখিত ব্যক্তি যদি আত্মঘাতী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে সে পুনর্জ্জন্মে নরকে গমন করিয়া থাকে, সংশয় নাই। অতএব মহারণক্ষেত্রে যাদববরগণের সহিত যুদ্ধ করুন। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে পরম মঙ্গল আর কিছুই নাই, যাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধে শত্রু সম্মুখে নিহত হন, তাঁহারা সর্ব্বলোক অতিক্রম

গর্গ উবাচ ।
এবং সম্বোধিতো দৈত্যৈঃ শোকং সর্ব্বং বিহায় চ
সর্ব্বান্ বীরানাগতাংশ্চ দদর্শ রোষপূরিতঃ ।
দৃষ্ট্বা সর্ব্বান্ স সংগ্রামে শীঘ্রং প্রাহ রুষা জ্বলন্

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ সৈন্যপালসুতবধো নাম
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সৈন্যপাল উবাচ ।
অত্রাগতাশ্চ সর্ব্বেঽপি ধন্বিনো যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ।
যুবরাজো নৃপসুতো রণে চাত্র ন দৃশ্যতে ॥ ১
স কিং করিষ্যতি গৃহে মারয়িত্বা চ মৎসুতম্ ।
স ভুশুণ্ডীমুখেনাপি তন্মার্গং কিং ন যাস্যতি ॥ ২
ইত্যুক্তা রোষতাম্রাক্ষো গৃহীতুং নৃপনন্দনম্ ।
জগাম নগরীং শীঘ্রং সৈন্যপালঃ প্রহর্ষিতঃ ॥ ৩
স রাজপুত্রো মদিরাং পীত্বা বৈ ভোজনান্তরে ।

করিয়া বিষ্ণুপদে উপনীত হইয়া থাকেন। গর্গ বলিলেন,—দানবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত সেনাপতি সকল শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক রোষপূরিত হইয়া সমাগত বীরগণকে দর্শন করিল এবং তৎক্ষণাৎ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া সংগ্রামক্ষেত্রে সকলকে কহিল। ৩৩—৪৩।

অশ্বমেধখণ্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

সেনাপতি বলিল,—এ স্থানে যুদ্ধদুর্ম্মদ ধনুর্দ্ধারীরা সকলেই আসিয়াছে, কিন্তু যুবরাজ রাজতনয়কে ত দেখিতেছি না; সে আমার তনয়কে নিহত করাইয়া গৃহে কি করিতেছে? সে কি ভুশুণ্ডীমুখে আমার তনয়ের পথে যাইবে না? এইরূপ বলিয়া রোষতাম্রনয়ন সেনাপতি নৃপতনয়কে আনিবার জন্য সানন্দে

চকার শয়নং রাত্রৌ বিস্মৃতো মদবিহ্বলঃ ॥ ৪
তৎপত্নী বোধয়ামাস ভর্ত্তারং নৃপনন্দনম্।
শ্রুত্বা পটহনির্ঘোষং রুদতী ভয়বিহ্বলা ॥ ৫
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ হে বীর প্রাতঃকালো বভূব হ।
ত্বৎপিতুঃ শাসনং পুর্য্যাং ভেরীঘোষেণ শ্রূয়তে ॥
যে ন যাস্যন্তি যুদ্ধার্থং তে বধার্হাঃ সুতাদয়ঃ।
তস্মাৎ প্রযাহি শীঘ্রং ত্বং গত্বা তাতং বিলোকয় ॥ ৭
প্রিয়য়া বোধিতঃ সোঽপি চৈতন্যো ন বভূব হ
পুনঃ সা বোধয়ামাস সসৈন্যে বল্বলে গতে ॥ ৮

ততঃ স নিদ্রাঞ্চ বিহায় চোত্থিতঃ
সদ্যো গৃহীত্বা সশরং ধনুঃ কিল।
শিবং গণেশং মনসা চ সংস্মরন্
জগাম যুদ্ধায় রথেন ভূপজঃ ॥ ৯
তমাগতং বীক্ষ্য নৃপস্য নন্দন-
মুবাচ রোষেণ তু সৈন্যপালকঃ।
কথং ত্বয়া দৈত্যবরস্য শাসনং
বিলোপিতং কেন বলেন মাং বদ ॥১০

মৎস্যুতত্বাদৃশো ভূত্বা শীঘ্রং নাগতবান্ মৃধে।
স মারিতো বল্বলেন শতঘ্নীপ্রমুখেন চ ॥ ১১
তস্মাদ্গচ্ছ পিতুঃ পার্শ্বং সত্যবাদী পিতা তব।
মারয়িষ্যতি শীঘ্রং বৈ নেতুং ত্বাং প্রেষিতোঽস্ম্যহম্ ॥১২
বচস্তীক্ষ্ণং সমাকর্ণ্য ভয়াচ্ছুষ্কমুখস্তু সঃ।
পিতুঃ পার্শ্বং যযৌ তেন সুধন্বা দুঃখিতো যথা ॥
দদর্শ পিতরং গত্বা দৈত্যবৃন্দৈঃ পরিবৃতম্।
রথস্থং কুপিতং তত্র হ্যনিরুদ্ধজয়োৎসুকম্ ॥ ১৪
দৃষ্ট্বা তাতং নমস্কৃত্য ব্রীড়িতো ভয়বিহ্বলঃ।
অধোমুখঃ স্থিতো ভূমৌ দানবেন্দ্রস্য পশ্যতঃ ॥ ১৫
বল্বলঃ কুপিতঃ প্রাহ দন্তান্ দন্তৈর্বিনিষ্পিষন্।
আজ্ঞাভঙ্গস্ত্বয়া কেন কৃতঃ স্বাত্মবিঘাতনে ॥১৬

তস্মাদ্বিভীতং কিল যুদ্ধমণ্ডলাদ্-
গৃহে গতং প্রাণপরীপ্সয়া সুতম্।
কুনন্দনং শত্রুসমং মলীমসং
হিত্বা শতঘ্নীবদনেন হন্ম্যহম্ ॥ ১৭

সত্বর নগরীমধ্যে গমন করিল। সেই রাজ-তনয় ভোজনান্তে মদিরা পানে মদবিহ্বল হইয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়াছিল, পটহ নির্ঘোষ শ্রবণে ভয়বিহ্বলা রোদমানা তদীয় পত্নী ভর্ত্তা নৃপনন্দনকে প্রবোধিত করিল,—হে বীর! প্রভাত হইয়াছে, উঠ, উঠ; পুরমধ্যে পটহ-নির্ঘোষে তোমার পিতার শাসন শ্রুত হইতেছে, যাহারা যুদ্ধে যাইবে না, পুত্রাদি হইলেও তাহারা বধ্য; অতএব তুমি সত্বর গমন করিয়া পিতার সহিত দেখা কর। পত্নী কর্তৃক প্রবোধিত হইয়াও তাহার চৈতন্য হইল না, পত্নী পুনরায় প্রবোধিত করিল; তখন বল্বল সসৈন্যে সমরক্ষেত্রে গিয়াছে। অনন্তর বল্বল-তনয় নিদ্রাত্যাগ করিয়া উঠিল, এবং তৎক্ষণাৎ সশর ধনু গ্রহণপূর্ব্বক মনে মনে শিব ও গণেশকে স্মরণ করত রথারোহণে যুদ্ধার্থ গমন করিল। নৃপতনয়কে সমাগত দেখিয়া সেনা-পতি রোষবশে বলিল,—কেন এবং কোন্ সাহসে তুমি দানববর বল্বলের শাসন লোপ করিয়াছ, তাহা আমায় বল। আমার তনয় তোমার মত রণক্ষেত্রে সত্বর আগমন করে নাই, বল্বল তাহাকে শতঘ্নীর মুখে নিহত করিয়াছেন, অতএব পিতার সমীপে যাও, তোমার পিতা সত্যবাদী, তিনি তোমাকে এখনই বধ করিবেন, তোমাকে আনিবার জন্য তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ১—১২। সেই তীব্র বাক্য শ্রবণে ভয়ে রাজ-তনয়ের মুখ শুষ্ক হইল, সে দুঃখিত সুধন্বার মত পিতার সমীপে গমন করিল। পিতার নিকট গিয়া দেখিল, অনিরুদ্ধজয়ে উৎসুক দৈত্যপরিবৃত কুপিত পিতা রথে অবস্থিত রহিয়াছেন। ভয়-বিহ্বল লজ্জিত তনয় পিতাকে দর্শন ও নমস্কার করত সেই দানবেন্দ্রের সম্মুখে অধোবদনে ভূতলে অবস্থিত হইল। কুপিত বল্বল দন্ত দ্বারা দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া কহিল,—তুমি আত্মনাশের জন্য কেন আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে? এজন্য ভীত প্রাণাশায় যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে অবস্থিত কলঙ্কযুক্ত শত্রু-সদৃশ কুনন্দনকে আমি শতঘ্নী-বদনে নিহত

ইত্যুক্তা স্বসুতং বীরো দুঃখাদশ্রুপরিপ্লুতঃ।
খিন্নঃ প্রত্যাহ মনসি প্রতিজ্ঞা কিং কৃতা ময়া ॥১৮
অহো বিনাপরাধেন সৈন্যপালসুতো হতঃ।
তেন পাপেন মৎপুত্রো মরিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৯
মোচয়িষ্যে যদি সুতং বীরং মৃত্যুমুখাদ্বলাৎ।
তদা মৎসৈনিকাঃ সর্ব্বে মাং শপন্তি হসন্তি চ ॥২০
শোচন্তমিত্থং নৃপতিঞ্চ দুঃখিতং
স্বপুত্রশোকেন তু খিন্নমানসম্।
বিলোক্য রোষেণ জলন্নমর্ষিতো
হ্যবাচ বাক্যং কিল সৈন্যপালকঃ ॥২১
সৈন্যপাল উবাচ।
এনং মারয় শীঘ্রং ত্বং স্বপুত্রঞ্চ কুনন্দনম্।
পশ্চাদ্ভবতি সংগ্রামো যাদবানাঞ্চ দানবৈঃ ॥ ২২
ত্বং সত্যবাদী দৈত্যেন্দ্র ইদং কর্ম্ম চ দারুণম্।
ন করিষ্যসি দুঃখেন নিরয়স্তে ভবিষ্যতি ॥ ২৩
সত্যাদ্রামসমং পুত্রং তত্যাজ কোশলেশ্বরঃ।
হরিশ্চন্দ্রঃ প্রিয়াং পুত্রং স্বাত্মানং চৈব ভূপতে ॥
বলিশ্চৈব মহীং সর্ব্বাং জীবনঞ্চ বিরোচনঃ।
অকীর্ত্তিঞ্চ শিবিশ্চৈব দধীচিঃ স্বতনুং যথা ॥ ২৫
পৃষধ্রং তু গুরুশ্চৈব রন্তিদেবশ্চ ভোজনম্।
আজ্ঞাভঙ্গকরং পুত্রং তথা মারয় ত্বং নৃপ ॥ ২৬
ত্বয়া পূর্ব্বঞ্চ যৎপ্রোক্তং স্বপুত্রমপি ভ্রাতরম্।
আজ্ঞাভঙ্গকরং হন্মি শীঘ্রমন্যস্য কা কথা ॥ ২৭
তস্মিন্ দেশে চ বস্তব্যং যস্মিন্ ভূপশ্চ সত্যবাক্
তস্মিন দেশে ন বস্তব্যং যস্মিন্ ভূপো
হ্যসত্যবাক্ ॥ ২৮
গর্গ উবাচ
ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য বল্বলঃ খিন্নমানসঃ।
মারণার্থং তু তস্যাপি তস্মৈ চাজ্ঞাং চকার হ ॥২৯
ততো জগাম দুঃখাঢ্যো যদুনাং সম্মুখে তু সঃ।
সৈন্যপালস্তু তস্যাজ্ঞাং তৎপুত্রাগ্রে ন্যবেদয়ৎ ॥
শ্রুত্বা প্রত্যাহ বচনং শীঘ্রং তস্মৈ কুনন্দনঃ।
রাজপুত্র উবাচ।
কর্ত্তব্যা চ নৃপস্যাজ্ঞা ত্বয়া পরবশেন বৈ ॥ ৩১

করিব। বীর বল্বল তনয়কে এইরূপ কহিয়া শোকাশ্রু দ্বারা পরিপ্লুত হইল এবং খিন্ন হইয়া মনে মনে বলিল,—আমি কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অহো! বিনাপরাধে সেনাপতি-তনয়কে নিহত করিয়াছি, সেই পাপে আমার পুত্র মরিবে, সংশয় নাই। যদি বলপূর্ব্বক বীর তনয়কে মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত করি তবে আমার সৈন্যগণ আমাকে উপহাস করিবে ও শাপ দিবে। সেনাপতি নৃপতিকে পুত্রশোকে এইরূপ বিলাপকারী দুঃখিত ও খিন্নমনা দর্শনে ক্রোধে জলিয়া উঠিয়া অমর্ষভরে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিল। সেনাপতি কহিল,—আপনি সত্বর স্বীয় তনয় কুনন্দনকে নিহত করুন; পরে দানবগণের সহিত যাদবদিগের যুদ্ধ হইবে। হে দৈত্যেন্দ্র! আপনি সত্যবাদী, এই কার্য্যও দারুণ; যদি দুঃখবশত ইহা না করেন, তবে নিশ্চয় আপনার নরক হইবে। কোশলেশ্বর দশরথ সত্যবশে রামের মত তনয় ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং হে ভূপতে! হরিচন্দ্র পুত্র, প্রিয়া পত্নী,এমন কি আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, অতএব হে নৃপ! বলি যেমন অখিল রাজ্য, বিরোচন জীবন, শিবি নৃপতি স্বীয় শরীরদানে অকীর্ত্তি, দধীচি নিজদেহ, রন্তিদেব ভোজন এবং গুরু যেমন পৃষধ্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ আপনিও আজ্ঞাভঙ্গকারী তনয়কে বধ করুন। আপনিই পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—"আজ্ঞাভঙ্গকারী ভ্রাতা ও তনয়কেও বধ করিব, অন্যের আর কথা কি?" যে দেশের রাজা সত্যবাদী, সেই দেশে বাস করা উচিত, যে দেশের রাজা সত্যবাদী নহে, তথায় বাস করা উচিত নহে। ১৩—২৮। গর্গ বলিলেন,—সেনাপতির বাক্য শ্রবণে বল্বল দুঃখিত হইয়া পুত্রবধের জন্য তাহার উপর আদেশ প্রদান করিল। অনন্তর বল্বল বহু দুঃখযুক্ত হইয়া যাদবগণের সম্মুখীন হইল, সেনাপতিও রাজতনয়ের প্রতি বল্বলাজ্ঞা নিবেদন করিল। সেনাপতির বাক্য শ্রবণে যুবরাজ কুনন্দন তাহাকে প্রত্যুত্তরে বলিল। রাজপুত্র কহিল,—তুমি পরাধীন, অতএব রাজাজ্ঞা পালন কর।

রামেণ তু হৃতং শীর্ষং স্বমাতুঃ পিতুরাজ্ঞয়া।
সৈন্যপাল প্রতীতোঽহং কৃতা ধর্ম্মক্রিয়া ময়া ॥৩২
মরণান্ন ভয়ং মহ্যং শতঘ্ন্যাঞ্চ নিবেশয়।
ইত্যুক্তা রাজপুত্রস্তু স্বকিরীটং তদাঙ্গদম্ ॥ ৩৩
মুক্তাহারং স্বর্ণহারং কুণ্ডলে কটকানি চ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ সর্ব্বং তে দুঃখাদাশিষং দদুঃ ॥
ততঃ স্নাত্বা স তীর্থস্য লেপয়িত্বা চ মৃত্তিকাম্।
তুলসীপল্লবং মালাং মুখে কণ্ঠে নিধায় চ ॥ ৩৫
ব্রুবন্ শ্রীকৃষ্ণ রামেতি চকার স্মরণং হরেঃ।
সৈন্যপালস্তু তং শীঘ্রং গৃহীত্বা ভুজয়োর্বলাৎ ॥ ৩৬
কারয়ামাস রাজেন্দ্র শতঘ্নীবদনে রুষা।
হাহাকারস্তদৈবাসীৎ সৈনিকা রুরুদুর্ভৃশম্।
রুরোদ বব্বলস্তত্র রুরুদুস্তে দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩৭
দৃষ্ট্বা শতঘ্নীং তত্রাপি প্রতপ্তাং মদপূরিতাম্ ॥ ৩৮
তাম্রগোলকসংযুক্তামগ্নিযুক্তাং ভয়ঙ্করাম্।
স রাজপুত্রঃ শ্রীকৃষ্ণং সর্ব্বব্যাপিনমীশ্বরম্ ॥ ৩৯
অশ্রুপূর্ণমুখো ভূত্বা প্রত্যাহ বিমলং বচঃ ॥ ৪০

কৃষ্ণং মুকুন্দমরবিন্দদলায়তাক্ষং
শঙ্খেন্দুকুন্দদশনং নরনাথবেষম্।
ইন্দ্রাদিদেবগণবন্দিতপাদপদ্মং
প্রাণপ্রয়াণসময়ে চ হরিং স্মরামি ॥ ৪১
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ কুশস্থলীশ।
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ ব্রজেশ ভূপ
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ ভয়াৎ প্রপাহি ॥ ৪২
স্মরণাত্তব গোবিন্দ গ্রাহান্মুক্তো মতঙ্গজঃ।
স্বায়ম্ভুবশ্চ প্রহ্লাদো হ্যম্বরীষো ধ্রুবস্তথা ॥ ৪৩
আনর্ত্তশ্চৈব কক্ষীবান্ মৃগেন্দ্রাদ্বহুলা তথা।
রৈবতশ্চন্দ্রহাসশ্চ তথাহং শরণং গতঃ ॥ ৪৪
পূর্ব্বং ভবতি মে মৃত্যুঃ সংগ্রামং চ বিনা হ্যহো।
ন তোষিতশ্চ প্রধনেঽনিরুদ্ধো বিশিখৈর্ময়া ॥ ৪৫
ন তোষিতা যাদবাশ্চ ন দৃষ্টাঃ কৃষ্ণনন্দনাঃ।
শার্ঙ্গমুক্তৈশ্চ বিশিখৈর্ন দেহঃ শকলীকৃতঃ ॥ ৪৬
কুনন্দনস্য শূরস্য স্তেনস্যেবাভবদ্গতিঃ।

পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় নিজ জননীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। হে সেনাপতে! আমার বিশ্বাস, আমি ধর্ম্মকার্য্য করিয়াছি, আমার মরণে ভয় নাই, শতঘ্নীমুখে আমাকে নিক্ষেপ কর। রাজপুত্র এইরূপ বলিয়া স্বীয় কিরীট, অঙ্গদ, মুক্তাহার, স্বর্ণহার, কুণ্ডলদ্বয় ও কটক দ্বিজগণকে দান করিল; দ্বিজগণও সদুঃখে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজতনয় স্নান, তীর্থমৃত্তিকা-লেপন, কণ্ঠে তুলসীমালা ও মুখে তুলসীপত্র বিন্যাস করিয়া হে রাম! হে কৃষ্ণ! বলিতে বলিতে হরিস্মরণ করিতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! সেনাপতিও রোষবশে তাহাকে সবলে বাহুদ্বয়ে ধরিয়া সত্বর শতঘ্নীমুখে নিক্ষেপ করিল। তখন হাহাকার উত্থিত হইল, সৈনিকগণ অত্যন্ত রোদন করিল, তথায় বব্বল ও দ্বিজপতিগণ রোদন করিতে লাগিলেন। ২৯—৩৭। রাজতনয় প্রতপ্ত দাহ্যবস্তুপূরিত, তাম্রগোলক যুক্ত অগ্নিবর্ণ ভয়ঙ্কর শতঘ্নী শস্ত্র দর্শন করিয়া অশ্রুপূর্ণবদনে সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষ্যমাণ বিমল বাক্য বলিল;—ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহার চরণারবিন্দের বন্দনা করেন সেই পদ্মপত্রবৎ আয়তনেত্র, শঙ্খ, কুন্দ ও ইন্দুর ন্যায় ধবলদশন, মুকুন্দ কৃষ্ণকে আমি প্রাণান্ত সময়ে স্মরণ করি। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ কুশস্থলীশ! হে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোকুল ঈশ! হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ ত্রাহি আমারে! হে গোবিন্দ! তোমার স্মরণে কুম্ভীর-কবল হইতে মাতঙ্গ মুক্ত হইয়াছিল; স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, ধ্রুব, আনর্ত্ত, কক্ষীবান, সিংহভীত, বহুলা, রৈবত ও চন্দ্রহাস তোমার স্মরণে, মুক্ত হইয়াছিলেন, অতএব আমিও আপনার স্মরণাগত অহো! আমি শাণিত শরে যুদ্ধে অনিরুদ্ধকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না, তৎপূর্ব্বেই বিনা যুদ্ধে আমার জীবন বিনষ্ট হইল। আমি কৃষ্ণনন্দন যাদবগণকে দেখিলাম না— সন্তুষ্ট করিলাম না, শার্ঙ্গ ধনুর্মুক্ত শরনিকরে আমার দেহ দ্বিখণ্ডিত হইল না, বীর কুনন্দনের চৌরতুল্য গতি হইল

ত্বদ্ভক্তং মাঞ্চ পাপিষ্ঠাস্তস্মাৎ সর্ব্বে হসন্তি হি ॥৪৭
যং বীক্ষ্য ভূমৌ চ পলায়তে বৈ
যমো মরিষ্যন্তি বিনায়কাশ্চ।
নিরঙ্কুশং কৃষ্ণজনঞ্চ পূজ্যং
কথং শতঘ্নী কিল মাং হনিষ্যতি ॥ ৪৮

গর্গ উবাচ।

ইত্থং বদতি শূরে বৈ সৈন্যপালস্য চাজ্ঞয়া।
শতঘ্নীং মুমুচে কশ্চিদ্ধাহাশব্দস্তদাভবৎ ॥ ৪৯
স্মরণাৎ কৃষ্ণচন্দ্রস্য চিত্রমেকং বভূব হ।
শতঘ্নী শীতলা জাতা জ্বালা শান্তিং গতা নৃপ॥৫০
দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যঞ্চ তত্রাপি জনাঃ সর্ব্বে নৃপাদয়ঃ।
বিসিস্মু রাজশার্দ্দূল সৈন্যপালস্তদাব্রবীৎ ॥ ৫১
শতঘ্ন্যাং শুষ্কমদিরা গোলকেন সমন্বিতা।
ন বিদ্যতে হ্যসৌ তস্মান্ন মৃতো রণমণ্ডলে ॥ ৫২
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রোচুর্বীরা রুষান্বিতাঃ।
অয়ং নির্কিল্বিষঃ শূরঃ কৃষ্ণভক্তো মহামতিঃ ॥ ৫৩
রক্ষিতস্তেন দুঃখাদ্বৈ পুনর্হন্তুঞ্চ নার্হসি।
তেষাং বাক্যং সমাকর্ণ্য সৈন্যপালো রুষান্বিতঃ ॥
দদর্শ রাজপুত্রং বৈ শতঘ্নীবদনে স্থিতম্।
জপন্তং কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি স্রজা মীলিতলোচনম্ ॥৫৫
তং হি পুনস্তত্তং শতঘ্নীং মুমুচে খলঃ।
সা শতঘ্নী তদা ভিন্না শব্দো বজ্রনিপাতবৎ॥ ৫৬
বভূব সৈন্যপালশ্চ গোলকেন মৃতোঽভবৎ।
তথা তদনুগাস্তস্যা জ্বালয়া জ্বলিতাঃ কিল ॥ ৫৭
হাহাশব্দং প্রকুর্ব্বন্তো দুদ্রুবুঃ কেচিদেব হি।
কেচিদ্বৈ বধিরীভূতাঃ কেচিদ্ধূমেন বিহ্বলাঃ ॥৫৮
ততশ্চ দদৃশুঃ সর্ব্বে নৃপপুত্রঞ্চ নির্ভয়ম্।
চক্রুর্জয়জয়ারাবং বল্বলাদ্যা নৃপেশ্বর ॥ ৫৯

দৈত্যা ঊচুঃ।

যঞ্চ রক্ষতি শ্রীকৃষ্ণস্তং কো ভক্ষতি মানবঃ।
ভক্তং হন্তুঞ্চাগতো যঃ স বিনশ্যতি দৈবতঃ ॥৬০
তস্মাৎ কৃষ্ণসমো নাস্তি যেনায়ং রক্ষিতো ভয়াৎ
সর্ব্বে বয়ং নমস্যামস্তং কৃষ্ণং ভক্তবৎসলম্ ॥ ৬১

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ রাজপুত্রজীবনং নাম
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

আমি তোমার ভক্ত, তথাপি পাপিগণ আমাকে দেখিয়া উপহাস করিবে। ভূতলে যাহাকে দেখিয়া যম পলায়ন করে ও বিনায়কগণ বিনষ্ট হয়, সেই নিরঙ্কুশ কৃষ্ণভক্ত পূজ্য মাদৃশ ব্যক্তিকে শতঘ্নী কেমন করিয়া মারিবে। ৩৮—৪৮। গর্গ বলিলেন,—বীর রাজতনয় এইরূপ বলিতে থাকিলে সেনাপতির অনুমতি ক্রমে জনৈক সৈনিক শতঘ্নী নিক্ষেপ করিল; তখন হাহাকার রব উঠিল, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের স্মরণে তথায় এক বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত হইল। হে নৃপ! শতঘ্নী শীতলা হইল, তাহার জ্বালা শান্ত হইয়া গেল। হে নৃপবর! নৃপাদি জনগণ তথায় সেই আশ্চর্য্য দর্শনে বিস্মিত হইলেন। তখন সেনাপতি বলিল,—শতঘ্নীর মুখে গোলক শুষ্ক দাহ্য বস্তু সমন্বিত না থাকায় এই রাজপুত্র রণক্ষেত্রে মরে নাই। বীরগণ তচ্ছ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া কহিল,—মহাবুদ্ধি বীর রাজপুত্র নিষ্পাপ কৃষ্ণভক্ত, তজ্জন্য দুঃখ হইতে রক্ষিত হইয়াছে, অতএব ইহাকে পুনর্ব্বার প্রহার করিতে পারিবে না। তাহাদের বাক্যশ্রবণে ক্রোধান্বিত সেনাপতি দেখিল,—রাজতনয় শতঘ্নীমুখে রহিয়াছে, মাল্য ভূষিত ও মীলিত নয়ন হইয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' জপ করিতেছে। খল সেনাপতি ইহা দেখিয়াও তাহাকে মারিবার জন্য পুনর্ব্বার শতঘ্নী মুক্ত করিল; সে শতঘ্নী ভিন্ন হইয়া গেল, পরন্তু বজ্রপতনবৎ এক শব্দ উত্থিত হইল; সেনাপতি সেই শতঘ্নীগোলকে নিহত হইল, তাহার অনুচরগণ শতঘ্নীর জ্বালামালায় পুড়িয়া মরিল। কোন কোন বীর হাহাকার করিতে করিতে পলায়ন করিল, কেহ বধির হইল, কেহ ধূমে মোহিত হইয়া গেল। হে নৃপবর! অনন্তর বল্বলাদি সকলে নৃপতনয়কে নির্ভয় দেখিয়া জয় জয় রব করিল। দৈত্যগণ কহিল,—যে মানবকে কৃষ্ণ রক্ষা করেন, কোন্ মানব তাহাকে ভক্ষণ করিতে পারে? যে ব্যক্তি ভক্ত-বিনাশার্থ আগমন করিয়াছিল, সেই দৈত্য দৈবকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব যিনি রাজ-

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

গর্গ উবাচ ।

অথ বৈ বল্বলঃ পুত্রং রোপয়িত্বা রথে মুদা ।
তেন সার্দ্ধং সসৈন্যস্তু যুদ্ধার্থং প্রয়যৌ ত্বরম্ ॥ ১
নানাশস্ত্রধরাঃ সর্ব্বে নানাবাহনসংস্থিতাঃ ।
নানাকঞ্চুকসংযুক্তা নানারূপা ভয়ঙ্করাঃ ॥ ২
গজেন্দ্রসদৃশাঃ পুষ্টা মৃগেন্দ্রসমবিক্রমাঃ ।
কম্পয়ন্তশ্চ পৃথিবীং বৃষ্ণীনাং সম্মুখে যযুঃ ॥ ৩
তানাগতান্ বহূন্ দৈত্যাননিরুদ্ধস্তু শঙ্কিতঃ ।
রক্ষণার্থঞ্চ সর্ব্বেষাং চক্রব্যূহমকল্পয়ৎ ॥ ৪
সর্ব্বতো যাদবাঃ শূরাঃ সর্ব্বশস্ত্রধরাঃ কিল ।
গজৈ রথৈস্তুরঙ্গৈশ্চ বভূবুঃ পরিমণ্ডিতাঃ ॥ ৫
তেষাং মধ্যে স্থিতা রাজন্নিন্দ্রনীলাদয়ো নৃপাঃ ।
অক্রূরকৃতবর্ম্মাদ্যাস্তেষাং মধ্যে স্থিতাঃ শুভাঃ ॥ ৬
তেষাং মধ্যে চ রাজেন্দ্র গদাদ্যাঃ কৃষ্ণভ্রাতরঃ ।
তেষাং মধ্যে মহাবীরা শাম্বদীপ্তিমদাদয়ঃ ॥ ৭
চক্রব্যূহং বিনির্ম্মায় চেদৃশং তত্র ভূপতে ।
তন্মধ্যে কার্ষ্ণিপুত্রস্তু দংশিতঃ সংস্থিতোঽভবৎ ॥
বভূব তুমুলং যুদ্ধং তত্র সিন্ধুতটে নৃপ ।
যদুভির্দানবানাঞ্চ হ্যব্ধীনামব্ধিভির্যথা ॥ ৯
রথিনো রথিভিস্তত্র গজবাহা গজৈঃ সহ ।
অশ্ববাহৈরশ্ববাহা বীরা বীরৈঃ পরস্পরম্ ॥ ১০
যুযুধুস্তীক্ষ্ণবাণৈশ্চ খড়্গচর্ম্মগদার্ষ্টিভিঃ ।
পাশৈঃ পরশ্বধৈ রাজন্ শতঘ্নীভির্ভুশুণ্ডিভিঃ ॥ ১১
হন্যমানাশ্চ যদুভির্বল্বলস্য চ সৈনিকাঃ ।
সর্ব্বে স্বং স্বং রণং ত্যক্ত্বা দুদ্রুবুস্তে ভয়ান্বিতাঃ
রুরোধ গগনং সূর্য্যং সৈন্যপাদরজো ভৃশম্ ।
অন্ধকারে মহাদৈত্যা রণাৎ সর্ব্বে পরাঙ্মুখাঃ ॥১৩
কেচিন্নিপতিতাঃ কূপে কেচিদ্গর্ত্তে হ্যধোমুখাঃ ।
কেচিত্তড়াগে বাপ্যাং বৈ যদূনাং সায়কৈর্হতাঃ ॥
ততো দৃষ্ট্বা বলং ভগ্নং বল্বলো রোষপূরিতঃ ।
চতুর্ভির্মন্ত্রিণাং পুত্রৈঃ স্বপুত্রেণাজগাম হ ॥ ১৫

তনয়কে ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণের সমান কেহ নাই; আমরা সকলে সেই ভক্তবৎসল কৃষ্ণকে নমস্কার করি। ৪৯—৬১।

অশ্বমেধখণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

গর্গ বলিলে,—অনন্তর বল্বল সানন্দে তনয়কে রথে আরোপিত করিয়া তাহার সহিত সসৈন্যে যুদ্ধার্থ সত্বর গমন করিল। নানাশস্ত্রধারী বিবিধ বাহন ভূষিত বিচিত্রবর্ম্মাবৃত গজেন্দ্রসদৃশ পুষ্ট, সিংহ-সমবিক্রম নানারূপ ভয়ঙ্কর বীরগণ পৃথিবী কম্পিত করিয়া যাদবগণের সম্মুখীন হইল। সেই সকল সমাগত অগণিত দৈত্যশূরগণ দর্শনে অনিরুদ্ধ শঙ্কিত হইয়া সেনাগণের রক্ষার্থ চক্রব্যূহ রচনা করিলেন; অস্ত্রশস্ত্রধারী যাদবগণ গজবাজী ও রথারোহণে সেই চক্রের চারিদিকে মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইলেন। হে নৃপ! তন্মধ্যে প্রথম পংক্তিতে ইন্দ্রনীলাদি নৃপতিবৃন্দ, তৎপর মনোজ্ঞ-দর্শন অক্রূর ও কৃতবর্ম্মাদি,হে রাজেন্দ্র! তৎপর গদাদি কৃষ্ণানুজগণ, তৎপর মহাবীর শাম্ব ও দীপ্তিমান্ প্রভৃতি অবস্থিত হইলেন। হে নৃপ! তথায় এইরূপে চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে প্রদ্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধ বর্ম্মাবৃত হইয়া অবস্থান করিলেন। হে নৃপ! সেই সিন্ধুতটে সাগরগণের সহিত সাগরগণের ন্যায় যাদব-দানবগণের মহাঘোর সমর আরম্ভ হইল। রথিগণ রথিগণের সহিত, গজারোহিগণ গজারোহিগণের সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহিগণের সহিত—এইরূপে বীরে বীরে পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১—১০। হে রাজন্! তীক্ষ্ণবাণ খড়্গ, চর্ম্ম, গদা, ঋষ্টি, পাশ, পরশ্বধ, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী প্রভৃতি অস্ত্র-সস্ত্রে ভয় বিহ্বল বল্বল-সৈন্যগণ হন্যমান হইয়া স্ব স্ব রণক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। সৈন্যগণের ভীষণ পদধূলিদ্বারা গগন তপন আবৃত হইল, অন্ধকারে মহাসুরগণ রণে পরাঙ্মুখ হইয়া গেল, কেহ কূপে, কেহ অধোমুখ হইয়া গর্ত্তে এবং কেহ কেহ যদুবাণে আহত হইয়া তড়াগে ও বাপীমধ্যে নিপতিত হইল। অনন্তর বল্বল

অনিরুদ্ধো বল্বলেন তত্রাযুধ্যন্মহামৃধে।
দুর্নেত্রেণ বৃহদ্বাহুর্দুর্ম্মুখেণারুণো বলী ॥ ১৬
ন্যগ্রোধো দুঃস্বভাবেন দুর্মদেন কবিস্তথা।
কুনন্দনেন সংগ্রামে কৃষ্ণপুত্রঃ সুনন্দনঃ ॥ ১৭
এবং বভূব স গ্রামো দেববিস্ময়কারকঃ।
প্রগতাস্তত্র রাজেন্দ্র সর্ব্বে কার্ত্তিকবাসরাঃ ॥
বল্বলঃ কুপিতো রাজন্ ধনুষ্টঙ্কারধন্মুহুঃ।
ইন্দ্রনীলং ত্রিভির্বাণৈঃ ষড়্ভির্হেমাঙ্গদং মৃধে ॥১৯
অনুশাল্বঞ্চ দশভিরক্রূরং দশভিস্তথা।
গদং দ্বাদশভির্বাণৈর্যুযুধানঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ২০
পঞ্চভিঃ কৃতবর্ম্মাণমুদ্ধবং দশভিঃ শরৈঃ।
কার্ষ্ণিজং শতবাণৈশ্চ বিব্যাধ সমরেঽসুরঃ ॥ ২১
তচ্ছরৈঃ সরথাঃ সর্ব্বে বভ্রমুর্ঘটিকাদ্বয়ম্।
তুরগাঃ পঞ্চতাং প্রাপ্তাশ্চূর্ণীভূতা রথা রণে ॥২২
তদ্ধস্তলাঘবং দৃষ্ট্বা যাদবা বিস্ময়ং গতাঃ।
রথানারুরুহুঃ সর্ব্বেঽনিরুদ্ধাদ্যাশ্চ মানদ ॥ ২৩
বল্বলোঽপি যযৌ রাজমন্যান্ বীরান্ বিলোকিতুম্
অনিরুদ্ধস্ততঃ প্রাহ ক্রোধাদরুণলোচনঃ ॥ ২৪
তিষ্ঠ তিষ্ঠ মমাগ্রেঽদ্য দর্শয়িত্বা পরাক্রমম্।
কুত্র যাস্যসি হে দৈত্য পশ্য মন্নিশিতান্ শরান্ ॥২৫
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা যুবরাজঃ কুনন্দনঃ।
উবাচ বচনং শীঘ্রং বল্বলস্য চ পশ্যতঃ ॥ ২৬

রাজপুত্র উবাচ।

দৈত্যেন্দ্রঞ্চ রণে দ্রষ্টুং ত্বং তু নার্হসি কার্ষ্ণিজ।
তস্মান্মদীয়ঞ্চ বলং পূর্ব্বং পশ্য মৃধাঙ্গনে ॥ ২৭

অনিরুদ্ধ উবাচ।

ত্বং বালোঽসি দৈত্যপুত্র যুদ্ধং কর্ত্তুঞ্চ নার্হসি।
তস্মাচ্চ স্বগৃহং গত্বা ক্রীড়নং কুরু কৃত্রিমৈঃ ॥২৮

রাজপুত্র উবাচ।

অথ পশ্য মহাবীরৈর্বালস্য মম ক্রীড়নম্।
গৃহে যদি করিষ্যামি তত্র কোঽপি ন পশ্যতি ॥
ইত্যুক্ত্বা চণ্ডকোদণ্ডে দধার শতসায়কান্।
ততাড় কার্ষ্ণিজং তৈশ্চ রথস্থং দর্শয়ন্ বলম্ ॥৩০
তৈর্বাণৈঃ সরথঃ সোঽপি সসূতঃ সতুরঙ্গমঃ।

স্বীয় সৈন্য ভঙ্গবর্শনে রোষপূরিত হইয়া মন্ত্রি-তনয়-চতুষ্টয় ও স্বীয় তনয়সহ যুদ্ধার্থ আগমন করিল। সেই মহাযুদ্ধক্ষেত্রে অনিরুদ্ধের সহিত বল্বলের যুদ্ধ বাধিল। দুর্নেত্রের সহিত বৃহদ্-বাহু দুর্ম্মুখের সহিত বলবান অরুণ দুঃস্বভাবের সহিত ন্যগ্রোধ, দুর্মদের সহিত কবি এবং বল্বলনন্দনের সহিত কৃষ্ণতনয় সুনন্দন যুদ্ধ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! এইরূপ দেববিস্ময়-কারক যুদ্ধ হইল যে, তাহাতে সমস্ত কার্ত্তিক মাস অতীত হইয়া গেল। হে রাজন্! কুপিত দৈত্য বল্বল মুহুর্ম্মুহু ধনুষ্টঙ্কার করিতে করিতে তিনবাণে ইন্দ্রনীল, ছয়বাণে হেমাঙ্গদ, দশ বাণে অনুশাল্ব, দশবাণে অক্রূর, দ্বাদশ শরে গদ, পঞ্চবাণে যুযুধান, পঞ্চবাণে কৃতবর্ম্মা, দশ-বাণে উদ্ধব এবং শতবাণে অনিরুদ্ধকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বিধ্বস্ত করিল। ১১—২১। সেই মহা-সুরের শরনিকরে সকলেই রথের সহিত ঘটিকা-দ্বয় যাবৎ ভ্রাম্যমাণ হইলেন, তাঁহাদের অশ্বগণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত ও রথসমূহ চূর্ণিত হইয়া গেল; বল্বলকরের ক্ষিপ্রতা দেখিয়া যাদবগণ বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। হে মানদ! অনিরুদ্ধাদি বীর-গণ অন্য রথে আরোহণ করিলেন. হে রাজন্! বল্বলও অপর বীরগণের দর্শনার্থ গমন করিল। অনন্তর ক্রোধে অরুণনেত্র অনিরুদ্ধ বলিলেন,—স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক আমার সম্মুখে অবস্থিত হও, হে দৈত্য! কোথায় যাইতেছ. আমার শাণিত শরসমূহ নিরীক্ষণ কর। অনিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণে যুবরাজ কুনন্দন বল্বলের সমক্ষে তাহার উত্তর দিল। রাজপুত্র বলিল,—হে অনিরুদ্ধ! তুমি দৈত্যরাজকে যুদ্ধে দেখিবার যোগ্য নহ,অতএব পূর্ব্বে আমার বলবীর্য্য অবলোকন কর। অনিরুদ্ধ বলিলেন, —হে দৈত্যতনয়! তুমি বালক, সুতরাং যুদ্ধক্ষম নহ, অতএব নিজগৃহে গিয়া কৃত্রিম পুত্তলিকা লইয়া ক্রীড়া কর। রাজপুত্র বলিল, —এই রণক্ষেত্রেই মহাবীরগণের সহিত মাদৃশ বালকের ক্রীড়া অবলোকন কর, গৃহে গিয়া ক্রীড়া করিলে কেহ তাহা দেখিবে না। কুনন্দন এইরূপ বলিয়া প্রচণ্ড কোদণ্ডে শত শর সন্ধান পূর্ব্বক নিজ পরাক্রম প্রকাশ করত তদ্দ্বারা

বিভ্রমংস্তোমার্গেণ পপাত কপিলাশ্রমে॥ ৩১
হাহাকারস্তদৈবাসীদনিরুদ্ধে গতে সতি।
ততঃ ক্রুদ্ধাশ্চ তং হন্তুং শাম্বাদ্যা আযযুর্মৃধে॥৩২
আগতাংস্তান্ বহূন্ দৃষ্ট্বা যুবরাজঃ প্রহর্ষিতঃ।
শাম্বঞ্চ দশভির্বাণৈঃ পঞ্চভিশ্চ মধুং তথা॥ ৩৩
বৃহদ্বাহুং ত্রিভির্বাণৈশ্চিত্রভানুঞ্চ পঞ্চভিঃ।
বৃকঞ্চ দশভির্যুদ্ধে সপ্তভিশ্চারুণং শরৈঃ॥ ৩৪
পঞ্চভিঃ সংগ্রামজিতং সুমিত্রঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ।
দীপ্তিমন্তং ত্রিভির্বাণৈর্ভানুঞ্চ দশভির্মৃধে॥৩৫
বেদবাহুং পঞ্চভিশ্চ পুষ্করং সপ্তভিঃ শরৈঃ।
অষ্টভিঃ শ্রুতদেবঞ্চ সম্মুখস্থং সুনন্দনম্॥ ৩৬
বিংশত্যা সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিরূপং দশভিস্তথা।
চিত্রবাহুঞ্চ নবভির্ন্যগ্রোধং দশভিঃ শরৈঃ॥৩৭
কবিঞ্চ নবভির্বাণৈস্তত্যাড় প্রধনে বলী।
শঙ্খং দধ্মৌ মুদা যুক্তো নদন্মানী কুনন্দনঃ॥৩৮
তদ্বাণৈর্বিভ্রমন্তশ্চ সরথাঃ সতুরঙ্গমাঃ।
পেতুঃ কেচিদ্ যোজনে চ পঞ্চক্রোশে দ্বিযোজনে
হাহাকারে তদা জাতে সেনায়াং নৃপসত্তম।
রুরুদুর্যাদবাঃ সর্ব্বে রাম কৃষ্ণেতি বাদিনঃ॥ ৪০
তদা গদাদয়ঃ সর্ব্বে মুঞ্চন্তো নিশিতাঞ্ছরান্।
ইন্দ্রনীলাদয়শ্চৈব হ্যাজগ্মুঃ ক্রোধপূরিতাঃ॥ ৪১
দৃষ্ট্বা সমাগতান্ বীরান্ রাজপুত্রো মহাবলঃ।
বিব্যাধ সায়কৈঃ সর্ব্বে হ্যভূবন্মূর্চ্ছিতা রণে॥ ৪২
তৎপশ্চাদ্ যাদবাঞ্ছূরান্ বাণৌঘৈর্বল্বলাত্মজঃ।
ততাড় তচ্ছরৈ রাজন্ বহবঃ পঞ্চতাং গতাঃ॥৪৩
সংগ্রামে তস্য বাণৌঘৈ রুধিরাণাং নদী হ্যভূৎ।
হস্তিনো যত্র মগ্নাশ্চ সজীবাস্তে ম্রিয়ন্তি চ॥৪৪
হাহাকারস্তদৈবাসীৎ সেনায়াঞ্চ নভস্তলে।
মহেন্দ্রবরুণাদ্যাশ্চ ভয়ং প্রাপুশ্চ বিস্মিতাঃ।
জয়ং দৃষ্ট্বাসুরাঃ সর্ব্বে বভূবুর্মুদিতাননাঃ॥ ৪৫

গর্গ উবাচ।

অথ বৈ মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বানিরুদ্ধং কপিলো মুনিঃ॥৪৬
হতযানং নিপতিতং শরনির্ভিন্নবক্ষসম্।
চকার তং তু চৈতন্যং হস্তেন তপসা নৃপ॥৪৭

রথস্থ অনিরুদ্ধকে বিদ্ধ করিল, সেই সকল বাণে অনিরুদ্ধ অশ্ব ও সারথিযুক্ত রথসহ নভোমার্গে ভ্রাম্যমাণ হইয়া কপিলাশ্রমে পতিত হইলেন। অনিরুদ্ধ চলিয়া গেলে তখনই হাহাকার উঠিল। অনন্তর শাম্বাদি যাদবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলেন।২২—৩২। বহু বীরকে আসিতে দেখিয়া বলবান্ কুনন্দন আনন্দিত হইল এবং দশবাণে শাম্ব, পঞ্চবাণে মধু, তিন বাণে বৃহদ্বাহু পঞ্চবাণে চিত্রভানু, দশবাণে বৃক, সপ্তবাণে অরুণ, পঞ্চবাণে সংগ্রামজিৎ, তিনবাণে সুমিত্র, তিনবাণে দীপ্তিমান্, দশবাণে ভানু, পঞ্চবাণে বেদবাহু, সপ্তশরে পুষ্কর, অষ্টবাণে শ্রুতদেব, বিংশতি শাণিত শরে সম্মুখস্থ সুনন্দন, দশবাণে বিরূপ, নয়বাণে চিত্রবাহু, দশ শরে ন্যগ্রোধ এবং নয় বাণে কবিকে সমরক্ষেত্রে প্রহার করিল। মানী কুনন্দন সানন্দে গর্জ্জন করত শঙ্খ বাজাইল; তাহার বাণে বিধ্বস্ত যাদবেরা অশ্ব ও সারথি যুক্ত রথসহ ভ্রাম্যমাণ হইয়া কেহ যোজন, কেহ পঞ্চক্রোশ ও কেহ দ্বিযোজন দূরে নিপতিত হইলেন। হে নৃপসত্তম! তখন সেনাগণমধ্যে হাহাকার উত্থিত হইল। যাদবেরা 'হে রাম হে কৃষ্ণ' বলিয়া রোদন করিলেন। তখন গদাদি বীরগণ শাণিত শর নিক্ষেপ করিতে সমাগত হইলেন, ইন্দ্রনীলাদি ক্রোধ পূরিত হইয়া আগমন করিলেন।৩৩—৪১। সেই সকল বীরকে আগত দেখিয়া মহাবল রাজতনয় শরদ্বারা বিদ্ধ করিল, তাঁহারা রণক্ষেত্রে মূর্চ্ছিত হইলেন; বল্বলতনয় যাদব বীরগণকে বাণ দ্বারা বিধ্বস্ত করিল, হে রাজন্! তাহার বাণে বহু বীর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। রণক্ষেত্রে তাহার বাণাঘাতে পতিত শোণিতে নদী বহিল, সজীব গজগণ তাহাতে মগ্ন হইয়া মরিয়া গেল। তখন সৈন্যমধ্যে হাহাকার উঠিল, নভোমণ্ডলে মহেন্দ্র বরুণাদি ভয়প্রাপ্ত ও বিস্মিত হইলেন। যুবরাজের জয় দেখিয়া দানবদিগের বদনে আনন্দ আসিল। গর্গ বলিলেন,—হে নৃপ! এদিকে কপিলমুনি অনিরুদ্ধকে শর দ্বারা বিদ্ধহৃদয় যানহীন

ততঃ সোঽপি সমুত্থায় সিদ্ধং নত্বা যদূত্তমঃ।
সেতুমার্গেণাজগাম যদূন্ সর্ব্বান্ প্রহর্ষয়ন্ ॥ ৪৮
অথান্যং রথমারুহ্য প্রতিশার্ঙ্গধরো বলী।
নিচখান শরং চৈকং রাজপুত্ররথে রুষা ॥ ৪৯
স শরস্তদ্রথং নীত্বা সসূতং সতুরঙ্গমম্।
চতুর্ম্মুহূর্ত্তপর্য্যন্তং ভ্রাময়ামাস হ্যম্বরে ॥ ৫০
ততশ্চ দদৃশুঃ সর্ব্বে দানবাশ্চৈব বৃষ্ণয়ঃ
গগনে বিভ্রমন্তং বৈ সরথঞ্চ কুনন্দনম্ ॥ ৫১
অথ শাম্বাদয়ো বীরা রথানারুহ্য বেগতঃ।
অনুশাম্বাদয়শ্চৈবাজগ্মুঃ সর্ব্বে ধনুর্দ্ধরাঃ ॥ ৫২

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ দৈত্যযাদবযুদ্ধবর্ণনং নাম
চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

অথ বৈ তত্র সংগ্রামেঽনুশাম্বো দুর্ম্মুখেন চ।
যুযুধে চেন্দ্রনীলস্তু দুর্নেত্রেণ দুরাত্মনা ॥ ১
হেমাঙ্গদো দুর্ম্মদেন দুঃস্বভাবেন সারণঃ।
এবং পরস্পরং যুদ্ধং বভূব রণমণ্ডলে ॥ ২
সারণো গদয়া দৈত্যং মারয়ামাস বেগতঃ।
হেমাঙ্গদস্ত্রিভির্বাণৈস্তস্তাড় দুর্ম্মদং মৃধে। ৩
স স্ববাণৈর্মৃধে তং তু সোঽপি শক্ত্যা জঘান তম্
ইন্দ্রনীলশ্চ দুর্নেত্রং জঘান লীলয়া শরৈঃ ॥ ৪
দুর্ম্মুখং চানুশাম্বো বৈ চকার বিরথং শরৈঃ।
স চান্যং রথমারুহ্য চক্রে তং বিরথং শরৈঃ ॥ ৫
পরিঘেণানুশাম্বস্তু জঘান দুর্ম্মুখং মৃধে।
দুর্নেত্রে দুঃস্বভাবে চ দুর্ম্মুখে দুর্ম্মদে হতে ॥ ৬
অবশেষা দুদ্রুবুর্ব্বৈ দৈত্যাঃ প্রাণপরীপ্সয়া।
ততঃ পপাত চাকাশাদ্রাজপুত্রশ্চ বিভ্রমন্ ॥ ৭

পতিত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া তপোবলে হস্তদ্বারা চেতনাযুক্ত করিলেন। অনন্তর যদুসত্তম উত্থিত হইয়া সিদ্ধকে নমস্কারপূর্ব্বক সেতুপথে আগমন করিলেন; যাদবগণের হর্ষবর্দ্ধিত হইল। তিনি অন্য রথে আরোহণ করিয়া সবলে অন্য ধনু গ্রহণ করত রোষবশে রাজতনয়ের রথে একটী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই শর সারথি ও অশ্বসহ রাজতনয়ের রথ তুলিয়া লইয়া শূন্যে চারি মুহূর্ত্ত ভ্রামিত করিল। তারপরও দানব যাদবগণ সকলেই দেখিলেন, রথসহ কুনন্দন আকাশেই ঘুরিতেছে। অনন্তর শাম্বাদি বীরগণ রথারোহণে সবেগে আগমন করিলেন; অনুশাম্বাদি বীরগণও ধনুর্দ্ধারণ করিয়া সমাগত হইলেন। ৪২— ৫২।

অশ্বমেধখণ্ডে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩৪॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—অনন্তর রণক্ষেত্রে অনুশাম্ব দুর্ম্মুখের সহিত ইন্দ্রনীল দুরাত্মা দুর্নেত্রের সহিত, হেমাঙ্গদ দুর্ম্মদের সহিত এবং সারণ দুঃস্বভাবের সহিত পরস্পর সমর করিলেন। সারণ গদা দ্বারা দৈত্যকে সবেগে আঘাত করিলেন, হেমাঙ্গদ তিন বাণে দুর্ম্মদকে তাড়িত করিলেন, দুর্ম্মদ ও স্বীয় শর ও শক্তিদ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিল। ইন্দ্রনীল অবলীলাক্রমে শর দ্বারা দুর্নেত্রকে তাড়িত করিলেন, অনুশাম্বও শরদ্বারা দুর্ম্মুখকে বিরথ করিয়াছিলেন, দুর্ম্মুখও অন্যরথে আরূঢ় হইয়া তাঁহাকে শরদ্বারা রথহীন করিল। অনুশাম্ব দুর্ম্মুখকে পরিঘদ্বারা প্রহার করিলেন। এইরূপে দুর্নেত্র, দুঃস্বভাব, দুর্ম্মুখ ও দুর্ম্মদ নিহত হইলে অবশিষ্ট অসুরগণ প্রাণাশায় পলায়ন করিল। হে রাজন্! তখন রাজতনয় আকাশ হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া মুখ হইতে রুধির বমন করিল; তাহার রথ অঙ্গারবৎ ভগ্ন

মূর্চ্ছিতোঽভূদ্রণে রাজন্ বমন্ রুধিরং মুখাৎ।
রথশ্চাঙ্গারবত্তস্য ভগ্নোঽভূত্তুরগা হতাঃ॥ ৮
ততশ্চ বল্বলঃ ক্রুদ্ধো পুত্রং দৃষ্ট্বা চ মূর্চ্ছিতম্।
মুমোচ ধনুষা বাণাননিরুদ্ধায় বেগতঃ॥ ৯
তানাগতান্ দশ শরান্ দৃষ্ট্বা রুক্মবতীসুতঃ।
স্ববাণৈস্তীক্ষ্ণধারৈশ্চ চিচ্ছেদ স্বর্ণভূষিতৈঃ॥ ১০
ততো দৈত্যো রুষাবিষ্টশ্চাপে ধৃত্বা পুনঃ শরম্।
উবাচ মাধবং যুদ্ধে প্রদ্যুম্নং শকুনির্যথা॥ ১১
বল্বল উবাচ।
অনেন বাণেন যদুপ্রবীর
ধনুর্দ্ধরং ত্বাং রণমানিনঞ্চ।
মৃধে হনিষ্যে ন বদাম্যসত্যং
রক্ষস্ব প্রাণান্ যদি জীবিতেচ্ছা॥ ১২
সোঽপি শ্রুত্বা স্বকোদণ্ডে শরমেকং নিধায় চ।
প্রত্যাহ প্রহসন্ বাক্যং প্রদ্যুম্নঃ শকুনিং যথা॥১৩
অনিরুদ্ধ উবাচ।
কঃ কেন হন্যতে জন্তুস্তথা কঃ কেন রক্ষ্যতে।
হনিষ্যতি সদা কালস্তথা রক্ষতি দুঃখতঃ॥ ১৪
অহং করোমি কর্ত্তাহং হর্ত্তাহং পালকোঽপ্যহম্।
যো বদেচ্চেদৃশং বাক্যং স বিনশ্যতি কালতঃ॥১৫
নাহং ত্বাং তু বিজেষ্যামি ন বিজেষ্যসি
ত্বং তু মাম্।
ত্বাং মাং জেষ্যতি বিশ্বাত্মা কালরূপী জগৎপতিঃ॥
ন জানে কস্য কুরুতে জয়ং বা চ পরাজয়ম্।
কালন্তং মনসা বন্দে বিজয়ার্থে চ দানব॥ ১৭
তস্মাদবেহি মনসা কালং হি বলিনাং বরম্।
মদ্বাক্যাচ্চ মহাজ্ঞানং বিহায় ত্বং রণং কুরু॥ ১৮
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বল্বলো বিস্ময়ান্বিতঃ।
তমাহ তোষিতঃ প্রীতো যথা ত্বাষ্ট্রো মরুৎপতিম্॥
বল্বল উবাচ।
কর্ম্ম প্রধানং ভুমধ্যে কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ।
উচ্চাবচস্ত্বং ভবতি কর্ম্মণা বৈ যদূত্তম॥ ২০
সহস্রেষু গবাং বৎসো যথা বিন্দতি মাতরম্।
তথা শুভাশুভং যেন কৃতং তিষ্ঠৎস্ম পশ্যতি॥২১
ততো জেষ্যামি সংগ্রামে ভবন্তং দৃঢ়কর্ম্মণা।
ময়া কৃতশ্চ শপথঃ প্রতীকারং কুরু ত্বরম্॥ ২২

ও অশ্ব পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। অনন্তর পুত্রের মূর্চ্ছাদর্শনে ক্রুদ্ধ বল্বল সবেগে অনিরুদ্ধের উপর ধনু হইতে বাণ নিক্ষেপ করিল, সমাগত সেই দশ শর দর্শনে অনিরুদ্ধ স্বীয় স্বর্ণভূষিত তীক্ষ্ণবাণ দ্বারা তাহা ছেদন করিলেন। অতঃপর রোষাবিষ্ট বল্বল পুনরায় বাণ ধারণ করিয়া প্রদ্যুম্নের প্রতি শকুনির উক্তির ন্যায় অনিরুদ্ধকে বলিতে লাগিল। ১—১১। বল্বল বলিল,—হে যদুপ্রবীর! তুমি ধনুর্দ্ধর ও রণমানী, এই বাণে তোমাকে রণে নিহত করিব; আমি সত্য বলিতেছি, যদি জীবনের আশা থাকে, তবে প্রাণ রক্ষা কর। অনিরুদ্ধও স্বীয় সায়কে একটী শর সন্ধান করিয়া হাসিতে হাসিতে শকুনির প্রতি প্রদ্যুম্নের প্রত্যুত্তরের ন্যায় বল্বলকে বলিলেন। অনিরুদ্ধ কহিলেন,—কে কোন্ প্রাণীকে বধ বা রক্ষা করে? কালই বিনাশ করে ও দুঃখ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি আমি করিতেছি, আমি হর্ত্তা কর্ত্তা ও পালক এইরূপ বলে, সে কালকর্ত্তৃক নিহত হয়। আমি তোমাকে জয় করিব না, তুমিও আমাকে পরাজিত করিবে না, তোমাকে এবং আমাকে সেই কালরূপী বিশ্বাত্মা জগৎপতি জয় করিবেন। জানি না—তিনি কাহার জয় বা পরাজয় বিধান করিবেন, হে দানব! বিজয়ের জন্য সেই কালকে মনে মনে বন্দনা করি। কালকে সকলের মধ্যে বলবান্ বলিয়া মনে মনে বিদিত হও এবং আমার বাক্যে অজ্ঞানতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর। অনিরুদ্ধের বাক্য শ্রবণে বল্বল বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইয়া প্রীতিমান্ বৃত্রাসুর যেমন বাসবকে বলিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাকে বলিলেন। বল্বল বলিল,—ভূতলে কর্ম্মই প্রধান, কর্ম্ম গুরু ও ঈশ্বর; হে যদূত্তম! কর্ম্ম দ্বারা লোক শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট হয়। সহস্র গোগণ মধ্যে বৎস যেমন আপন মাতার সমীপে গমন করে, তদ্রূপ আত্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্মও কর্ত্তার নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকে; অতএব আমি তোমাকে সুদৃঢ় কর্ম্ম দ্বারা যুদ্ধে জয় করিব। আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম, তুমি

অনিরুদ্ধ উবাচ।

প্রধানং মন্যসে কর্ম্ম বিনা কালেন তৎফলম্।
ন বিদ্যতে যথা পাকে কৃতে স্যাদ্বিঘ্নতা ক্বচিৎ॥
পাকপ্রকারে পাকশ্চ বিনা কর্ত্তা ন জায়তে।
তস্মাদ্বদন্তি কর্ত্তারং কর্ম্মকালাৎ পরং বরম্॥ ২৪
স কর্ত্তা কৃষ্ণচন্দ্রস্তু গোলোকেশঃ পরাৎপরঃ।
যেন বৈ নির্ম্মিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥ ২৫

বল্বল উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণপৌত্র ধন্যস্ত্বমৃষীন্ বাক্যৈর্বিড়ম্বয়ন।
ত্রিভির্গুণৈঃ পৃথগ্‌ভূতঃ স্বভাবো দুস্ত্যজো নৃণাম্॥ ২৬
সাবধানতয়া চাদ্য পশ্য প্রাণহরং শরম্।
সংপ্রাপ্তং যাদবশ্রেষ্ঠ কৃত্বা যুদ্ধে মনঃ স্বকম্॥ ২৭
ইত্যুক্ত্বা ব্যসৃজন্মায়াং স্ববাণেন ময়স্য চ।
তদাভবত্তমস্তীব্রং তত্র কোঽপি ন লক্ষ্যতে॥ ২৮
ন চ স্বীয়ো ন পারক্যো বিদামাস জনান্ বহূন্।
শিলাঃ পর্ব্বততুঙ্গাভাঃ পতন্তি সুভটোপরি॥ ২৯
বার্ভির্হতাশ্চ সর্ব্বেঽপি ব্যাকুলাশ্চ সমন্ততঃ।
বিদ্যুতো বিলসন্ত্যত্র গর্জ্জন্তি বারিদা ভৃশম্॥৩০
বর্ষন্তি রুধিরং চোষ্ণং মুঞ্চন্তি সশকৃজ্জলম্।
গগনাৎ পতমানানি কবন্ধানি শিরাংসি চ॥৩১
তদা ব্যাকুলিতাঃ সর্ব্বে পরাস্পরভয়াতুরাঃ।
পলায়নপরা জাতাঃ সংগ্রামে চ যদূত্তমাঃ॥ ৩২
তদানিরুদ্ধঃ প্রধনে স্মৃত্বা কৃষ্ণপদদ্বয়ম্।
মায়াং তাং স বিধূয়াথ মোহনাস্ত্রেণ লীলয়া॥ ৩৩
তদা দিশঃ প্রসেদুস্তাঃ সূর্য্যস্ত্বপরিবেষবান্।
মেঘা যথাগতং যাতাশ্চপলাঃ শান্তিমাগতাঃ॥ ৩৪
তদা দৈত্যশ্চ পুরতো দৃশ্যতে দানবৈর্যুতঃ।
নানায়ুধধরো রাজন্ মায়াবী চণ্ডবিক্রমঃ॥ ৩৫
ব্রহ্মাস্ত্রং সন্দধে ক্রুদ্ধো যাদবানাং বধায় চ।
ব্রহ্মাস্ত্রেণ তু ব্রহ্মাস্ত্রং জহার মাধবঃ পুনঃ॥ ৩৬
ততশ্চ বল্বলঃ ক্রুদ্ধো গান্ধর্ব্বীং মোহিনীং পরাম্
বিজয়ার্থে চ সংগ্রামে মায়াং সোঽপি চকার হ॥৩৭

প্রতিকার কর। ১২—২২। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—তুমি কর্ম্মকে প্রধান মনে করিতেছ, কাল ব্যতীত তাহার ফল হয় না;—যেমন পাক ক্রিয়া সম্পন্ন হইলেও কালবশে ক্বচিৎ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। কর্ত্তা না থাকিলে পাকের উপাদান সত্ত্বেও পাক নিষ্পত্তি হয় না, অতএব কর্ম্ম ও কাল হইতেও কর্ত্তাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। সেই কর্ত্তা গোলোকেশ পরাৎপর কৃষ্ণচন্দ্র, তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদির বিধাতা। বল্বল বলিল,—হে কৃষ্ণ-পৌত্র! তুমি ধন্য. তুমি বাক্যে ঋষিগণকেও বিড়ম্বিত করিতে পার; স্বভাব গুণত্রয়ে পৃথক্‌ভূত হয়, তাহা মানবগণের দুষ্পরিহার্য্য। যে যাদবসত্তম! শর তোমার শরীরে পতনোন্মুখ, তুমি অদ্য যুদ্ধে স্বীয় মন স্থির করিয়া সাবধানে প্রাণহর শর নিরীক্ষণ কর। বল্বল এইরূপ বলিয়া স্বীয় শরের সহিত ময়ের মায়া ত্যাগ করিল, তখন সেখানে তীব্র অন্ধকার হইল, কেহ কাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিল না; কি স্বীয় সৈন্য, কি পরসৈন্য কেহ কাহাকে চিনিতে পারিল না; সেই সময়ে শিলা ও অতিবৃহৎ পর্ব্বত প্রভৃতি মহাযোদ্ধাদিগের দেহের উপর পতিত হইতে লাগিল, যাদবগণ সর্ব্বদিকে বাতাহত হইয়া ব্যাকুল হইলেন, বিদ্যুৎ প্রস্ফুরিত হইল, মেঘগণ ভীষণ গর্জ্জন করিল, উষ্ণ শোণিত ও পুরীষযুক্ত জল বর্ষিত হইল, আকাশ হইতে কবন্ধ ও মস্তক পড়িতে লাগিল, যাদবগণ অত্যন্ত ব্যাকুল ও ভয়াতুর হইয়া সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিলেন। ২৩—৩২। অনন্তর অনিরুদ্ধ কৃষ্ণ পদদ্বন্দ্ব ধ্যান করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনাস্ত্রে অবলীলাক্রমে সেই মায়া অপসারিত করিলেন; তখন দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, তপন পরিধি-পরিমুক্ত হইলেন, মেঘগণ যথাগত স্থানে গমন করিল, সৌদামিনীর শান্তি হইল। হে রাজন্! অনন্তর মায়াবী বিবিধ আয়ুধধারী প্রচণ্ডবিক্রম বল্বল দানবগণসহ সম্মুখে দৃশ্যমান হইল; সে ক্রুদ্ধ হইয়া যাদবগণের বধের জন্য ব্রহ্মাস্ত্র ধারণ করিল, অনিরুদ্ধও পুনর্ব্বার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিবারিত করিলেন। অতঃপর ক্রুদ্ধ বল্বল সমরে পরম মোহিনী গান্ধর্ব্বী মায়া নিজ

গন্ধর্ব্বনগরং যত্র দৃশ্যতে নৃপসত্তম ।
ন দৃশ্যতে চ সংগ্রামঃ স্বর্ণসৌধানি কোটিশঃ ॥৩৮
বভূবুস্তত্র গন্ধর্ব্ব্যো নৃত্যন্ত্যো গানতৎপরাঃ ।
বীণাতালমৃদঙ্গৈশ্চ কলকণ্ঠ্যশ্চ কন্দুকৈঃ ॥ ৩৯
হাবভাবকটাক্ষৈশ্চ কটিবেণীনিদর্শনৈঃ ।
তোষয়ন্ত্যো জনান্ সর্ব্বান্ সুন্দর্য্যঃ কঞ্জলোচনাঃ॥
তাসাং দৃষ্ট্বা চ সৌন্দর্য্যং যাদবাঃ স্মরবিহ্বলাঃ ।
ঊচুঃ পরস্পরং সর্ব্বে ধৃত্বা শস্ত্রাণি ভূতলে ॥ ৪১
বয়ং কুত্র গতাঃ সর্ব্বে স্বর্লোকে কিং তু দৈবতঃ
যত্র নৃত্যন্তি সুন্দর্য্যঃ কলকণ্ঠ্যো মনোহরাঃ ॥৪২
আসাং লাবণ্যজলধৌ বয়ং মগ্নাঃ স্মরাতুরাঃ ।
কথং ভবিষ্যতি জয়ো রণশ্চাত্র ন দৃশ্যতে ॥ ৪৩
ইতি ব্রুবৎসু সর্ব্বেষু বল্বলঃ ক্রোধপূরিতঃ ।
শীঘ্রং নিস্ত্রিংশমাদায় হন্তুং সর্ব্বান্ সমাযযৌ ॥৪৪
আগত্য খড়্গেন যদুপ্রবীরান্
বিমোহিতান্ সোঽপি সহস্রশশ্চ ।
জঘান যুদ্ধে যদি তে নিপেতু-
র্দৃষ্ট্বানিরুদ্ধস্তু রুষা তমূচে ॥ ৪৫
কিং করিষ্যসি সংগ্রামেঽধর্ম্মং সদ্ভির্বিগর্হিতম্ ।
মোহিতানাং মারণে চ ন শ্লাঘা তে ভবিষ্যতি ॥
যদি শক্তিঃ শরীরেঽস্তি ময়া সার্দ্ধং রণং কুরু ।
ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য বল্বলো বলদর্পিতঃ ।
আজগাম পদাতির্বৈ খড়্গচর্ম্মধরো নদন্ ॥ ৪৭
তমাপতন্তং হি নিরীক্ষ্য রোষা-
দ্রথাদবপ্লুত্য মনোজপুত্রঃ ।
কৃতান্তদণ্ডেন জঘান দৈত্যং
যথা মহেন্দ্রো ভিদুরেণ শৈলম্ ॥ ৪৮
নির্ভিন্নহৃদয়ো দৈত্যঃ পপাত চালয়ন্মহীম্ ।
চতুর্বাসরপর্য্যন্তং মূর্চ্ছিতোঽভূদ্রণাঙ্গনে ॥ ৪৯
তদা নিপতিতে দৈত্যে মায়া শান্তিং গতা স্বতঃ
যুদ্ধং প্রদৃশ্যতে তত্র যাদবা বিস্ময়ং গতাঃ ॥৫০

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরাবনিরুদ্ধজয়ো নাম পঞ্চ-
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বিজয়ার্থ বিস্তার করিল, তখন সমরক্ষেত্রে গন্ধর্ব্বনগর পরিদৃশ্যমান হইল, হে নৃপসত্তম ! কেবল কোটি কোটি স্বর্ণ-সৌধ দৃষ্ট হইতে লাগিল, সমরক্ষেত্র লক্ষিত হইল না। গান-নিপুণা কলকণ্ঠী গন্ধর্ব্বপত্নীরা বীণা, তাল ও মৃদঙ্গ বাদ্য এবং ক্রীড়াসহকারে নৃত্যগীততৎপরা হইল ; কমলনয়না সেই সকল সুন্দরীরা কটি ও বেণী দেখাইয়া দেখাইয়া হাবভাব ও কটাক্ষনিক্ষেপে দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিল। তাহাদের সৌন্দর্য্যদর্শনে যাদবেরা মদনপীড়িত হইলেন এবং শস্ত্রসমূহ ভূতলে ন্যস্ত করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—দৈবযোগে আমরা কোথায় আগমন করিয়াছি, কলকণ্ঠী মনোহরা সুন্দরীরা এখানে নৃত্য করিতেছে, তবে কি ইহা স্বর্গলোক ? আমরা কামাতুর হইয়া ইহাদের লাবণ্যসমুদ্রে মগ্ন হইয়াছি, যুদ্ধ দেখিতে পাইতেছি না, কেমন করিয়া আমাদের জয় হইবে ? ৩৩—৪৩। যাদবেরা এইরূপ বলিতে থাকিলে ক্রোধপূরিত বল্বল সত্বর নিস্ত্রিংশ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের বধার্থ সমাগত হইয়া অসিদ্বারা সেই সকল সহস্র সহস্র বিমোহিত যাদব বীরের প্রাণ সংহার করিতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রে যাদবগণকে পতিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ অনিরুদ্ধ বল্বলকে বলিলেন,—যুদ্ধে একি সাধু-নিন্দিত অধর্ম্ম করিতেছ, মোহিতগণের মারণে তোমার মানের সম্ভাবনা কোথায় ? যদি শরীরে শক্তি থাকে আমার সহিত যুদ্ধ কর। বলদর্পিত বল্বল অনিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণে পদাতি হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে খড়্গচর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক আগমন করিল। অনিরুদ্ধও তাহাকে আসিতে দেখিয়া ক্রোধে রথ হইতে অবতরণ করত বজ্রদ্বারা ইন্দ্রের পর্ব্বত প্রহারের ন্যায় যমদণ্ড দ্বারা তাহাকে তাড়িত করিলেন। বল্বলের হৃদয় বিদ্ধ হইল, সে পৃথিবী কম্পিত করিয়া পতিত হইল এবং চারিদিন যাবৎ সংগ্রামক্ষেত্রে অজ্ঞান হইয়া রহিল। দৈত্য পতিত হইলে, তখন আপনা হইতেই মায়ার উপশম হইল, যাদবগণ বিস্মিত হইয়া সেই সমর দর্শন করিলেন। ৪৪—৫০।

অশ্বমেধখণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

গর্গ উবাচ ।

কুনন্দনোঽপি সম্মূর্চ্ছাং ত্যক্ত্বাগাদ্রণমণ্ডলে ।
রথস্থঃ ক্রোধসংযুক্তঃ প্রবর্ষন্‌ ধনুষা শরান্‌ ॥ ১
দৃষ্ট্বা সমাগতং বীরোঽনিরুদ্ধঃ পরবীরহা ।
পপ্রচ্ছ সেবকাংস্তস্য বার্ত্তাং রোষেণ দীপিতঃ ॥২
সেবকাস্তে ততঃ প্রোচুরেষ বল্বলনন্দনঃ
ত্বয়া সার্দ্ধং মহারাজ যুদ্ধং কর্ত্তুং সমাগতঃ ॥ ৩
শ্রুত্বানিরুদ্ধঃ প্রোবাচ হনিষ্যেঽহং কুনন্দনম্‌ ।
তদৈব তমুবাচাথ কৃষ্ণপুত্রঃ সুনন্দনঃ ॥ ৪

সুনন্দন উবাচ ।

রাজন কোঽয়ং দৈত্যপুত্রঃ কেদং পরিমিতং বলম্‌
জেষ্যেঽহং ত্বৎপ্রতাপেন তস্মাদ্গচ্ছাম্যহং

রাজন্‌ শৃণু প্রতিজ্ঞাং মে ভবানন্দপ্রদায়িনীম্‌ ।
ন চেৎ কুনন্দনং জেষ্যে বহুসংগ্রামকোবিদম্‌ ॥
কৃষ্ণস্য চরণাম্ভোজমধ্বাস্বাদবিয়োগিনাম্‌ ।
যৎ পাপঞ্চ ভবেত্তন্মে ন জয়ে যদি দানবম্‌ ॥৭
যো গুরুং ভরহর্ত্তারং পিতরঞ্চ ন সেবতে ।
যদঘং তু ভবেত্তস্য তন্মে ভূয়াজ্জয়ে ন বৈ ॥ ৮
ইতি প্রতিজ্ঞামাকর্ণ্যানিরুদ্ধস্তস্য ভূপতে ।
জহর্ষ চিত্তে তং বীরং নির্দ্দিদেশ রণং প্রতি ॥ ৯
ইত্যাজ্ঞপ্তোঽনিরুদ্ধেন চৈকাকী কৃষ্ণনন্দনঃ ।
জগাম দংশিতস্তত্র যত্রাস্তে বল্বলাত্মজঃ ॥ ১০
কুনন্দনস্তমায়ান্তং স্বাগতং প্রধনে কৃধা ।
প্রত্যুজ্জগাম বীরাগ্র্যো রথী শূরশিরোমণিঃ ॥১১
অন্যোন্যং তৌ সম্মিলিতৌ রথস্থৌ চাপধারিণৌ ।
রেজাতে রাজশার্দ্দুল যথা দমনপুষ্কলৌ ॥ ১২
উভৌ সায়কভিন্নাঙ্গাবুভৌ রুধিরবিপ্লুতৌ ।
মুঞ্চন্তৌ শতকোটীশ্চ সন্ধন্তৌ তরসা শরান্‌ ॥ ১৩
আদানং নৈব সন্ধানং মোচনঞ্চ ন ভূপতে ।
দৃশ্যতে তৌ মহাশূরৌ কুণ্ডলীকৃতকার্ম্মুকৌ ॥১৪
তদ্রথং রাজপুত্রস্য ভ্রামকাস্ত্রেণ শোভিনা ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

গর্গ বলিলেন,—এদিকে কুনন্দনও মোহ ত্যাগ করিয়া রোষবশে স্বীয় ধনু হইতে বাণ বর্ষণ করিতে করিতে রথারোহণে রণক্ষেত্রে আগমন করিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া শত্রুঘাতী ক্রোধোদ্দীপ্ত বীর অনিরুদ্ধ সেনা-গণকে তদীয় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেবকগণ বলিল—এই ব্যক্তি বল্বলনন্দন, হে মহারাজ! আপনার সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে। তচ্ছ্রবণে অনিরুদ্ধ বলিলেন,—আমি ইহাকে সংহার করিব। কৃষ্ণতনয় সুনন্দন তখনি তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজন্‌! এই দৈত্যতনয় কে, ইহার পরাক্রমের পরিমাণই বা কত? অতএব হে প্রভো! আমি যুদ্ধে গিয়া আপনার প্রতাপে ইহাকে পরাভূত করিব। হে রাজন্‌! আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন, তাহা আপনার আনন্দদায়িনী হইবে। যদি নানাযুদ্ধবিশারদ দানব কুনন্দনকে জয় না করি, তবে কৃষ্ণ পদারবিন্দের মকরন্দস্বাদবঞ্চিত ব্যক্তিগণের যে পাপ আমারও তাহা হইবে। ভবনাশক গুরু ও পিতার সেবা-বিমুখ ব্যক্তির যে পাপ, তাহাকে জয় না করিলে আমারও সেই পাপ হইবে। হে ভূপতে! সুনন্দনের তাদৃশ প্রতিজ্ঞা শ্রবণে অনিরুদ্ধ হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিয়া তাহাকে যুদ্ধার্থ আদেশ দিলেন। অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত সুনন্দনও বর্ম্মাবৃত হইয়া একাকী কুনন্দনের অভিমুখে গমন করিলেন। ১—১০। শূরশিরোমণি বীরাগ্রণী রথী কুনন্দন যুদ্ধে সুনন্দনকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন; উভয়েই ধনুর্দ্ধারণ করিয়া রথারোহণে পরস্পর সম্মুখীন হইলেন; হে রাজসত্তম! উভয়েই দমন পুষ্কলের ন্যায় বিরাজ করিলেন। উভয়ে বাণাঘাতে নির্ভিন্ন গাত্র হইয়া শোণিতা-প্লুত হইলেন, উভয়েই অতিবেগে কোটি কোটি শর সন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে ভূপতে! তাঁহাদের বাণের গ্রহণ সন্ধান ও ক্ষেপণ লক্ষ্য হইল না, কেবল সেই কুণ্ডলীকৃত কার্ম্মুকযুক্ত মহাবীরদ্বয়ই দৃষ্ট হইতে

ভূতলে ভ্রাময়ামাস কুম্ভকারস্য চক্রবৎ ॥ ১৫
ভ্রান্ত্বা মুহূর্ত্তমাত্রং তু তদ্রথো বাজিসংযুতঃ।
স্থিতিং লেভে ততঃ কার্ষ্ণির্জঘান তদ্রথে শরম্ ॥
স যানস্তেন বাণেন খে বভ্রাম মতঙ্গবৎ।
পপাত কৌ বিশীর্ণোঽভূদ্ যথা বৈ কাচভাজনম্
উত্থিতঃ সোঽপি বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অন্যং রথং সমারুহ্য যাবদায়াতি সম্মুখম্ ॥ ১৮
বভঞ্জ তাবদ্বাণৈশ্চ তদ্রথং কৃষ্ণনন্দনঃ।
এবং সপ্তরথা ভগ্না দৈত্যপুত্রস্য বৈ রণে ॥ ১৯
তদা কুনন্দনঃ সংখ্যে স্থিত্বা যানে বিচিত্রিতে।
আযযৌ নৃপ বেগেন কৃষ্ণপুত্রং নিযোধিতুম্ ॥ ২০
আগত্য দশভির্বাণৈস্তাড়য়ামাস তং মৃধে।
শরৈস্তৈঃ সোঽপি নিহতঃ পরং কশ্মলতাং গতঃ
ততঃ স ধনুরুদ্যম্য গৃহীত্বা দশ সায়কান্।
মুমোচ তস্য হৃদয়ে ক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণাত্মজো বলী ॥ ২২
তে শরা রুধিরং পীত্বা নিপেতুস্তু মহীতলে।
যথা হি পিতরো রাজন্নরকে কূটসাক্ষিণঃ ॥ ২৩
কুনন্দনঃ সুনন্দনং সুনন্দনঃ কুনন্দনম্।
মহদ্রণে মহচ্ছরৈর্নির্জঘ্নতুঃ পরস্পরম্ ॥ ২৪

এবং হি তৌ দ্বৌ শরভিন্নগাত্রৌ
রক্তাপ্লুতৌ চাপধরৌ রুষাঢ্যৌ।
প্রচক্রতুর্যুদ্ধবরং শরৈশ্চ
কুশাম্বশাম্বাবিব সংযুগে বৈ ॥ ২৫

ততঃ কৃষ্ণাত্মজো বীরঃ কোদণ্ডে স্বর্ণনির্ম্মিতে।
মৃগাঙ্কার্দ্ধমুখং বাণং ধৃত্বা শীঘ্রং তমব্রবীৎ ॥ ২৬

সুনন্দন উবাচ।

শৃণু মদ্বচনং বীর বাণেনানেন ত্বচ্ছিরঃ।
সদ্যশ্ছিন্নং করিষ্যেঽহং শিরো রক্ষ বলী যদি ॥২৭
যদি মদ্বচনং সত্যং প্রধনে ত্বং ন মন্যসে।
তদা শৃণু প্রতিজ্ঞাং মে তব মৃত্যুবিষূচিকাম্ ॥ ২৮
সতীঞ্চ গুরুপত্নীঞ্চ যো দূষয়তি কামতঃ।
স যাতি যাতনায়াং বৈ যমরাজস্য সন্নিধৌ।
সা যাতনা চ মে ভূয়াৎ সত্যং মম প্রতিশ্রুতম্ ॥
যঃ সমর্থশ্চ স্বগুরুং পিতরঞ্চ ন পালয়েৎ ॥ ৩০
তস্য পাপং মমৈবাস্তু ন হনিষ্যে চ ত্বাং রণে।

লাগিলেন। কুনন্দন শোভমান ভ্রামকাস্ত্রদ্বারা সুনন্দনের রথ ভূতলে কুম্ভকারচক্রের ন্যায় ভ্রামিত করিল, মুহূর্ত্ত মাত্র ভ্রাম্যমাণ হইয়া তাঁহার অশ্বযুক্ত রথ স্থির হইল, তখন তিনি কুনন্দনের রথে শর নিক্ষেপ করিলেন, বাণাঘাতে তদীয় রথ শূন্যে হস্তীর ন্যায় বিভ্রান্ত ও কাচপাত্রের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত ও বিশীর্ণ হইল। অশ্ব, রথ ও সারথিহীন কুনন্দন পুনরায় উত্থিত হইয়া যেমন অন্যরথে তাঁহার সম্মুখীন হইল, অমনি সুনন্দন বাণদ্বারা তদীয় রথ ভগ্ন করিলেন। হে নৃপ! এইরূপ দৈত্যতনয়ের সাতখানি রথ বিধ্বস্ত হইল, সে রণক্ষেত্রে অপর এক বিচিত্র রথে আরূঢ় হইয়া সুনন্দনের সহিত যুদ্ধার্থ অতিবেগে আগমন করিল। কুনন্দন রণক্ষেত্রে আসিয়াই তাঁহাকে দশ বাণে তাড়িত করিল, সেই শরাঘাতে অত্যন্ত ব্যথিত ক্রুদ্ধ সুনন্দন ধনু উদ্যত করত দশবাণ সন্ধানপূর্ব্বক শত্রুর হৃদয়ে নিক্ষেপ করিলেন, হে রাজন্! সেই সকল শর তাহার শোণিত পান করিয়া কূটসাক্ষিগণের পিতৃপুরুষগণের ন্যায় পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। কুনন্দন ও সুনন্দন এইরূপে সেই মহারণে মহাশরদ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করিলেন। ক্রুদ্ধ ধনুর্দ্ধারী সেই উভয় বীরই পরস্পর শরদ্বারা ভিন্নদেহ ও রক্তাপ্লুত হইয়া শাম্ব-কুশাম্বের ন্যায় শরবর্ষণ করত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুনন্দন স্বর্ণ-নির্ম্মিত সায়কে সত্বর অর্দ্ধচন্দ্র বাণ সন্ধান করিয়া বলিলেন। ১১—২৬। সুনন্দন বলিলেন,—হে বীর! আমার বাক্য শ্রবণ কর, এই বাণে এখনি তোমার শিরশ্ছেদ করিব, যদি বলবান্ হও, মস্তক রক্ষা কর। আর যদি যুদ্ধে আমার বাক্য সত্য বলিয়া না মান, তবে তোমার মৃত্যুবিসূচিকা স্বরূপা মদীয় প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। কামবশে সতী ও গুরুপত্নী ধর্ষণ করিয়া লোক যমরাজ সন্নিধানে যে যাতনাময় নরকে যায়, সেই যাতনা যেন আমার হয়; ইহা আমার সত্য প্রতিজ্ঞা। যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়া স্বীয় গুরু ও পিতাকে পালন করে না,

ইতি শ্রুত্বা চ তদ্বাক্যং দৈত্য আহ রুষা জ্বলন্‌॥
রাজপুত্র উবাচ।
বিভেমি নাহং মরণাৎ সংগ্রামে শক্রসম্মুখে।
প্রাণিনাং চৈব সর্ব্বেষাং মৃত্যুর্ভবতি সাম্প্রতম্‌॥
যদি মুঞ্চসি সংগ্রামে মদ্বধার্থে মহাশরম্‌।
তদাহং স্বশরেণাপি শীঘ্রং ছিন্দ্যাং ন সংশয়ঃ॥
একাদশ্যাঞ্চ যে মানাদন্নং ভুঞ্জন্তি ভূতলে।
মাতরং ভ্রাতৃপত্নীঞ্চ ভগিনীঞ্চ সুতাং তথা।
পাপং তেষাং মমৈবাস্তু ন ছিন্দ্যাং যদি ত্বচ্ছরম্‌॥ ৩৪
ইতি তস্য বচঃ স্পষ্টং শ্রুত্বা শঙ্কিতমানসঃ।
প্রত্যুবাচ পুনর্বাক্যং শ্রীকৃষ্ণং সোঽপি সংস্মরন্‌
সুনন্দন উবাচ।
ময়া কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিযুগলং সেবিতং মনসা যদি।
কপটেন বিনা তর্হি সত্যং ভূয়াদ্বচো মম॥ ৩৬
স্বপত্নীঞ্চ বিনা বীর নান্যাং পশ্যামি কামতঃ।
তেন সত্যেন সংগ্রামে বাক্যং ভূয়াদৃতং মম॥৩৭
ইত্যুক্ত্বা সায়কং তীক্ষ্ণং বিমুমোচ সুনন্দনঃ।
মন্ত্রয়িত্বা চ মন্ত্রেণ মহাকালানলোপমম্‌॥ ৩৮
প্রমুক্তং বীক্ষ্য বিশিখং স্ববাণেন নৃপাত্মজঃ।
সদ্যশ্চিচ্ছেদ হি যথা সর্পং পক্ষেণ পক্ষিরাট্‌॥
ছিন্নে তস্মিন্‌ শরে রাজন্‌ হাহাকারস্তদাভবৎ।
চচাল পৃথিবী লোকৈর্দেবাস্তে বিস্ময়ং গতাঃ॥
পরার্দ্ধঃ পতিতো বাণঃ পূর্ব্বার্দ্ধঃ ফলসংযুতঃ।
শিরশ্চিচ্ছেদ দৈত্যস্য তরোঃ স্কন্ধং যথা গজাঃ॥
কিরীটকুণ্ডলৈর্যুক্তং পতিতং তস্য মস্তকম্‌।
নিরীক্ষ্য হাহাশব্দং বৈ চক্রুর্দৈত্যাশ্চ দুঃখিতাঃ॥
কুনন্দনকবন্ধস্তু শীঘ্রমুত্থায় সংযুগে।
খড়্গেন মুষ্টিভিঃ পাদৈর্বহূন্‌ শত্রূন্‌ জঘান হ॥৪৩
ততশ্চ যদুসেনায়াং নেদুর্দুন্দুভয়ো মুহুঃ।
সুনন্দনোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে॥ ৪৪

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ দৈত্যপুত্রবধবর্ণনং নাম
ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৬॥

তোমাকে যুদ্ধে বধ না করিলে, তাহার পাপ যেন আমার হয়। তচ্ছ্রবণে কুনন্দন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। রাজ-পুত্র বলিলেন,—আমি সংগ্রামে শত্রু সম্মুখে মৃত্যুকে ভয় করি না, প্রাণিমাত্রেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তুমি আমার নাশের জন্য মহাশর প্রয়োগ করিলেও আমি স্বীয় বাণদ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা ছেদন করিব, সংশয় নাই। ভূতলে যে ব্যক্তি মাতা, ভ্রাতা, পত্নী, ভগিনী ও কন্যাগমন এবং অভিমানের বশে একাদশীতে অন্ন ভোজন করে, তোমার শরচ্ছেদন না করিলে আমার সেই পাপ হইবে। কুনন্দনের এইরূপ স্পষ্ট বাক্য শ্রবণে সুনন্দন শঙ্কিত হইলেন, তিনি কৃষ্ণ-স্মরণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিলেন। সুনন্দন বলিলেন,—যদি আমি অকপটে মনে মনেও কৃষ্ণপাদ-যুগলসেবা করিয়া থাকি, তবে আমার বাক্য সত্য হউক। হে বীর! আমি কামবশে নিজ পত্নী ব্যতীত অন্য নারী দর্শন করি না, সেই সত্যে সংগ্রামে আমার বাক্য সত্য হউক। ২৭—৩৭। সুনন্দন এইরূপ বলিয়া ধনুর্গ্রহণ-পূর্ব্বক মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করত মহাকালানল-তুল্য বাণ নিক্ষেপ করিলেন, কুনন্দন গরুড়ের সর্পচ্ছেদের ন্যায় স্বীয় বাণে তাহা তখনই ছিন্ন করিল। হে রাজন্‌! সেই বাণ ছিন্ন হইলে মহা হাহাকার উঠিল, অখিল লোকসহ পৃথিবী কম্পিত ও দেবগণ বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন; বাণের পূর্ব্বার্দ্ধ পতিত ও ফলকযুক্ত অপরার্দ্ধ গজ কর্ত্তৃক তরুস্কন্ধচ্ছেদনের ন্যায় শত্রুর মস্তক ছেদন করিল। কিরীট কুণ্ডলযুক্ত পতিত তদীয় মস্তক দর্শনে দৈত্যগণ দুঃখিত হইয়া হাহাকার করিল, রণক্ষেত্রে তখনই কুনন্দনের কবন্ধ উত্থিত হইয়া খড়্গ, মুষ্টি ও পদদ্বারা বহু বিপক্ষ সৈন্য বিনাশ করিল। অনন্তর যাদব সেনা-মধ্যে মুহুর্মুহু দুন্দুভি নিনাদিত হইল, সুরগণ সুনন্দনের উপর পুষ্পবর্ষণ করিলেন।৩৮—৪৪।

অশ্বমেধ খণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩৬॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বজ্রনাভিরুবাচ।

কুনন্দনে হতে ব্রহ্মন্ বল্বলে মূর্চ্ছিতে রণে।
ন কৃতং তু সহায়ং বৈ রুদ্রেণ করুণাত্মনা ॥১
কস্মান্ন চাগতো রুদ্রো যজ্ঞঃ পূর্ণঃ কথং ভবেৎ
কথং বিমুক্তহয়গতন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২

সৌতিরুবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা গর্গো জ্ঞানবতাং বরঃ।
স্মৃত্বা সর্বাং কথাং ব্রহ্মন্নুবাচ যদুসত্তমম্ ॥ ৩

গর্গ উবাচ।

বল্বলে মূর্চ্ছিতে রাজন্ হতে শূরে কুনন্দনে।
মহাকোপং শিবশ্চক্রে প্রেরিতস্তু সুরর্ষিণা ॥ ৪
আরুহ্য নন্দিনং ক্রুদ্ধো ভক্তরক্ষাকরঃ শিবঃ।
চন্দ্রলেখাং বহন্মূর্দ্ধ্নি জটাজুটান্তরে নৃপ ॥ ৫
সর্পহারৈর্মুণ্ডহারৈর্ভস্মলিপ্তো ভয়ঙ্করঃ।
দশবাহুঃ পঞ্চমুখো নেত্রৈঃ পঞ্চদশৈর্যুতঃ
সিংহচর্ম্মাম্বরধরো মদমত্তো ভয়ঙ্করঃ।
ত্রিশূলপট্টিশধরো ধনুর্ব্বাণধরঃ পরঃ ॥ ৭
কুঠারপাশপরিঘভিন্দিপালৈর্বিভূষিতঃ।
সহস্ররবিসঙ্কাশঃ সর্ব্বভূতগণাবৃতঃ ॥ ৮
হন্তুং সর্ব্বান্ বৃষ্ণিবংশান্ কার্ষ্ণিপ্রমুখান্ মৃধে।
কৈলাসাদাগতো শীঘ্রং চালয়ন্ পৃথিবীতলম্ ॥ ৯
কোলাহলো মহানাসীদাকাশে ভূতলে নৃপ।
দেবদৈত্যনরাঃ সর্ব্বে ভয়ং প্রাপুশ্চ বিস্মিতাঃ ॥
সগণং সপরীবারমাগতং বীক্ষ্য শঙ্করম্।
ক্রুদ্ধং প্রলয়কর্ত্তারং ভয়ং প্রাপুর্যদূত্তমাঃ ॥ ১১
অনিরুদ্ধস্য চ মুখং নিস্তেজস্কমভূদ্ভয়াৎ।
চকম্পে হৃদয়ং তস্য দুঃখিতস্য রণাঙ্গনে ॥ ১২
ততঃ প্রত্যাহ বচনং নিষ্ঠুরং সর্ব্বযাদবান্।
শূলং গৃহীত্বা হস্তেন গিরীশঃ ক্রোধপূরিতঃ ॥ ১৩

শঙ্কর উবাচ।

অনিরুদ্ধঃ কুত্র গতো গতঃ কুত্র সুনন্দনঃ।
শাম্বাদয়ঃ কুত্র গতা ভক্তং হত্বা কুনন্দনম্ ॥ ১৪
বল্বলং মূর্চ্ছিতং কৃত্বা মদ্ভক্তং দৈত্যসত্তমম্।
তস্যানুগান্মৃধে হত্বা কুত্র যাস্যন্তি বৃষ্ণয়ঃ ॥ ১৫
তস্মাৎ সর্ব্বান্ হনিষ্যামি মদ্ভক্তানাং রিপূন্ মৃধে
অহং বিষ্ণুর্বিধিশ্চৈতে ভক্তং রক্ষন্তি দুঃখতঃ ॥১৬

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

বজ্রনাভ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! রণক্ষেত্রে কুনন্দন হত ও বল্বল মূর্চ্ছিত হইলে করুণাত্মা শঙ্কর কেন সাহায্য করিলেন না? রুদ্র কেন আসিলেন না, কি প্রকারে অশ্ব মুক্ত ও যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল, তাহা আমাকে বলুন। সৌতি বলিলেন,—হে রাজন্! যদুবর বজ্রনাভের বাক্য শ্রবণে জ্ঞানিবর গর্গ, সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। গর্গ বলিলেন;—হে রাজন্! বল্বল মূর্চ্ছিত ও কুনন্দন নিহত হইলে দেবর্ষির নিকট সেই সংবাদ পাইয়া ভক্তরক্ষাকর শিব মহাকোপে নন্দিস্কন্ধে আরোহণ করিলেন। হে নৃপ! জটাজুট মধ্যে চন্দ্রলেখাধারী সর্পহারী মুণ্ডমালী ভস্মলিপ্ত ভয়ঙ্কর দশবাহু পঞ্চবদন পঞ্চদশনেত্র সহস্র দিবাকরদ্যুতি সর্ব্বভূতগণাবৃত সিংহচর্ম্মাম্বরধর মদমত্ত শিব ত্রিশূল, পট্টিশ, ধনু, বাণ, পরশু, পাশ, পরিঘ ও ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত হইয়া অনিরুদ্ধ প্রমুখ যাদবগণকে নিহত করিবার জন্য পৃথিবী কম্পিত করত কৈলাসাচল হইতে সত্বর আগমন করিলেন। হে নৃপ! আকাশে ও মহীতলে মহা কোলাহল উত্থিত হইল, দেব দানব ও মানবগণ বিস্মিত ও ভয়প্রাপ্ত হইলেন। সগণ ও সপরিবার ক্রুদ্ধ প্রলয়কর্ত্তা শঙ্করকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া যাদবগণ ভয় পাইলেন, ভয়ে অনিরুদ্ধের বদন নিস্তেজ হইল, রণক্ষেত্রে দুঃখিত অনিরুদ্ধের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। অনন্তর ক্রোধপূর্ণ শঙ্কর করে ত্রিশূল লইয়া যাদবগণকে বক্ষ্যমাণ নির্দ্দয় বাক্য বলিলেন। ১—১৩। শঙ্কর কহিলেন,—আমার ভক্ত কুনন্দনকে নিহত করিয়া শাম্বাদি কোথায় গেল? আমার ভক্ত দৈত্যসত্তম বল্বলকে মূর্চ্ছিত ও তাহার অনুচরগণকে নিহত করিয়া যাদবগণ কোথায় যাইতেছে? আমি, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা সকলেই দুঃখ হইতে ভক্তের রক্ষাকর্ত্তা,

গর্গ উবাচ ।

ইত্যুদীর্য্যানিরুদ্ধং স প্রেরয়ামাস ভৈরবম্ ।
ত্বং হি যোদ্ধুং গচ্ছ শূর কার্ষ্ণিকং জয়িনং যুধে ।
সুনন্দনং নন্দিনঞ্চ প্রেরয়ামাস রোষতঃ ।
গদঞ্চ বীরভদ্রং বৈ শাম্বঞ্চ শিখিবাহনম্ ॥ ১৮
ভানুঞ্চ ভৃঙ্গিণং যুদ্ধে বিরূপাক্ষঃ সমাদিশৎ ।
যদূংশ্চ প্রেষয়ামাস ভূতপ্রেতাংস্ততঃ শিবঃ ॥ ১৯
ততস্তে রুদ্রবচনাদ্ভূতপ্রেতবিনায়কাঃ ।
ভৈরবাঃ প্রমথাশ্চৈব বেতালা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥২০
উন্মাদাশ্চৈব কূষ্মাণ্ডা আজগ্মুঃ কোটিশো মৃধে ।
ভূতা নিজঘ্নুশ্চাঙ্গারৈর্যাদবাংশ্চ বিনায়কাঃ ॥ ২১
পট্টিশৈর্ভৈরবাঃ শূলৈঃ খট্বাঙ্গৈঃ প্রমথাঃ কিল
জনানশ্বান্ গৃহীত্বা তু ভক্ষন্তি ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥২২
যাতুধানাশ্চর্ব্বয়ন্তো মনুষ্যাণাং শিরাংসি চ ।
কপালৈস্তত্র বেতালাঃ পিবন্তো রুধিরং রণে ॥২৩
পিশাচাস্তত্র নৃত্যন্তঃ প্রেতা গায়ন্তি এব হি ।
শিরাংসি কন্দুকানীব ক্ষেপয়ন্তো মুহুর্মুহুঃ ॥ ২৪

অট্টহাসং প্রকুর্ব্বন্তঃ প্রধাবন্ত ইতস্ততঃ ।
গজান্ রথাংশ্চর্ব্বয়ন্তো নৃত্যন্তে রণমণ্ডলে ॥ ২৫
রক্তং পিশাচ্যো ডাকিন্যঃ পায়য়ন্ত্যঃ সুতান্ মুদে
মারোদীরিতি রাদিন্য অক্ষীণি চ দদামি তে ॥২৬
উন্মাদাশ্চৈব কূষ্মাণ্ডা নির্ম্মায় মুণ্ডকৈঃ স্রজঃ ।
সংযচ্ছন্তি মহেশায় শরাণাং স্বর্গগামিনাম্ ॥ ২৭
হাহাকারস্তদৈবাসীদ্ যদুসৈন্যে নৃপেশ্বর ।
বিদ্রবন্তো ভয়াদশ্বা ধাবন্তস্তত্র দন্তিনঃ ॥ ২৮
বীরাঃ প্রপতিতা যুদ্ধে গতা মৃত্যুং সহস্রশঃ ।
দৃষ্ট্বা চেত্থং গণবলং দীপ্তিমান্ মাধবাত্মজঃ ॥২৯
চাপে নিধায় বিশিখান্ মুমুচে পরমাদ্ভুতান্ ।
তে শরা বিবিশুস্তিগ্মা ভূতপ্রেতবিনায়কান্ ॥৩০
কোটিশঃ কোটিশো রাজন্ যথারণ্যং শিখণ্ডিনঃ
ততশ্চ দুদ্রুবুর্ভিন্নাঃ সর্ব্বে ভূতগণাঃ শরৈঃ ॥ ৩১
কেচিন্নিপতিতা যুদ্ধে কেচিদ্বৈ নিধনং গতাঃ ।
ন হতাশ্চ শরৈঃ কেঽপি পতিতাঃ পূর্ব্বমেব চ ॥

অতএব আমার ভক্ত-শত্রুগণকে আমি নিহত করিব। গর্গ বলিলেন,—শিব এইরূপ বলিয়া অনিরুদ্ধের সমীপে ভৈরবকে প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন,—হে শূর! তুমি জিগীষু অনিরুদ্ধের সহিত যুদ্ধার্থ গমন কর। রোষ-পরবশ শঙ্কর এইরূপে সুনন্দনের সমীপে নন্দীকে, গদের নিকট বীরভদ্রকে, শাম্বের সমীপে শিখিবাহন কার্ত্তিকেয়কে, ভানুর নিকট ভৃঙ্গীকে এবং অপর যাদবগণ সমীপে ভূত-প্রেতদিগকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। অনন্তর রুদ্রাদেশে কোটি কোটি ভূত, প্রেত, বিনায়ক, ভৈরব, প্রমথ, বেতাল, ব্রহ্মরাক্ষস উন্মাদ ও কুষ্মাণ্ড রণক্ষেত্রে আগমন করিল। ভূতগণ জলদঙ্গার, বিনায়কগণ পট্টিশ, ভৈরবেরা শূল ও প্রমথগণ খট্টাঙ্গ, দ্বারা যাদবগণকে প্রহার করিল; ব্রহ্মরাক্ষসেরা মানুষ ও অশ্বগণকে গ্রহণ করিয়া গ্রাস করিতে লাগিল, রাক্ষসেরা মানুষগণের মস্তক চর্ব্বণ ও বেতালেরা কপালে করিয়া শোণিত পান করিল। রণক্ষেত্রে পিশাচগণ নৃত্য ও প্রেতগণ গান করত মনুষ্যদিগের মস্তক সমস্ত ক্রীড়া কন্দুকের ন্যায় মুহুর্মুহু নিক্ষেপ করিতে লাগিল; ইতস্তত ধাবন ও অট্টহাস্য করিয়া গজ ও রথসমূহ চর্ব্বণ করিল। রণক্ষেত্রে পরিনৃত্যমানা পিশাচী ডাকিনীগণ স্ব স্ব সুত-গণকে রক্তপান করাইয়া কহিতে লাগিল,—রোদন করিও না, নরগণের নয়নও আনিয়া দিতেছি। ১৪—২৬। উন্মাদ ও কুষ্মাণ্ডগণ নৃমুণ্ডমালা নির্ম্মাণ করিয়া মহাদেবকে প্রদান করিল। হে নৃপবর! তখন স্বর্গবাসী শূর ও যাদবসৈন্যগণ মধ্যে মহা হাহাকার উত্থিত হইল, ভয়ে অশ্বগণ পলায়ন করিল, হস্তিসমূহ ইতস্তত প্রধাবিত ও সহস্র সহস্র বীর জীবনহীন হইয়া যুদ্ধে পতিত হইল। কৃষ্ণতনয় দীপ্তিমান এতাদৃশ গণবল অবলোকন করিয়া পরমাদ্ভুত শর সকল সায়কে সন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিলেন; হে রাজন্! সেই কোটি কোটি তীক্ষ্ণ বাণ ভূত প্রেত ও বিনায়কগণ মধ্যে অরণ্যে অগ্নির ন্যায় প্রবেশ করিল। অনন্তর বাণবিদ্ধ ভূতগণ পলায়ন করিল, কেহ রণ-ক্ষেত্রে পতিত ও কেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল,

পলায়িতে প্রেতগণে ভৈরবঃ ক্রোধপূরিতঃ।
ত্রিশূলী সারমেয়স্থ আজগাম কৃতান্তবৎ ॥ ৩৩
তং দৃষ্ট্বা কালরূপঞ্চ ভৈরবন্ত ভয়ঙ্করম্।
ন কোঽপি যুযুধে তেনানিরুদ্ধো যুযুধে নৃপ ॥ ৩৪
অনিরুদ্ধঃ পঞ্চশরৈস্তত্তাড় ভৈরবং মৃধেঃ।
স চাপি পরিঘেণাপি বভঞ্জ তদ্রথং বরম্ ॥ ৩৫
সোঽপ্যন্তং রথমারুহ্য সজ্জং কৃত্বা ধনুর্দৃঢ়ম্।
ততাড় দশভির্বাণৈ রৌদ্রং মায়াবিনং মৃধে ॥৩৬
তৈর্বাণৈর্দ্দিহতঃ সোঽপি কিঞ্চিৎ কশ্মলতাং গতঃ
ত্রিশূলং ত্রিশিখং তস্মৈ চিক্ষেপ জ্বলনপ্রভম্ ॥৩৭
শূলং সমাগতং দৃষ্ট্বা বাণৈশ্চিচ্ছেদ কার্ষ্ণিজঃ।
ছিন্নং স্বীয়ং ত্রিশূলং বৈ দৃষ্ট্বা রুদ্রসুতো বলী ॥
সসৃজে মায়য়া তত্র মুখাদনলমেব চ।
তেনাগ্নিনা জজ্বলুশ্চ মহী বৃক্ষা দিশো দশ ॥৩৯
পদাতীনাং রথানাঞ্চ হয়ানাং দন্তিনাং তথা।
জজ্বলুশ্চ শরীরাণি মঞ্জুপুষ্পপ্রতূলবৎ ॥ ৪০
কেচিৎ প্রজ্বলিতা বীরাঃ কেচিচ্চৈ ভস্মতাং গতা
অগ্নিনা পূরিতং সৈন্যং কৃষ্ণং কেচিৎ স্মরন্তি হি ॥

সেনাং ভয়াতুরাং দৃষ্ট্বানিরুদ্ধো ধন্বিনাং বরঃ।
দধার বিশিখং চাপে জ্ঞাত্বা মায়াং বিনির্ম্মিতাম্
মন্ত্রয়িত্বা চ মন্ত্রেণ পর্জ্জন্যাস্ত্রেণ সায়কম্।
মুমোচ গগনে শীঘ্রং স্মরন্ কৃষ্ণপদাম্বুজম্ ॥ ৪৩
শরে মুক্তে সমাগত্য মেঘাঃ প্রববৃষুর্জলম্।
অগ্নিঃ শান্তিং গতো রাজন্ যথা প্রাবৃট্ তথা বভৌ
শিখণ্ডিনঃ কোকিলাশ্চ চাতকাঃ সারসাদয়ঃ।
মণ্ডুকাদ্যাশ্চ প্রজগুরিন্দ্রগোপা বিরেজিরে ॥৪৫
পুরন্দরস্য চাপেন সৌদামিন্যা বভৌ নভঃ।
প্রয়াসং নিষ্ফলং দৃষ্ট্বা ভৈরবো ভৈরবং রবম্ ॥৪৬
চকার স্বমুখেনাপি সর্ব্বেষাং ত্রাসয়ন্মনঃ।
ননাদ তেন ব্রহ্মাণ্ডং সপ্তলোকৈর্বিলৈঃ সহ ॥৪৭
বিচেলুর্দিগ্‌গজাস্তারা রাজন্ ভূখণ্ডমণ্ডলম্।
তদৈব বধিরীভূতা বভূবুঃ পতিতা নরাঃ ॥ ৪৮
পুনশ্চ ভৈরবঃ ক্রুদ্ধো হস্তঃ হস্তেন পীড়য়ন্।
নিষ্পিষ্যাধরং দন্তৈর্লেলিহানঃ স্বজিহ্বয়া ॥ ৪৯

কেহ শরপ্রহারের পূর্ব্বেই পড়িয়া গেল। প্রেতগণ পলায়ন করিলে ক্রোধপূর্ণ ভৈরব কুক্কুরারোহণে ত্রিশূল লইয়া কৃতান্তের ন্যায় আগমন করিল। সেই কালরূপী ভীষণ ভৈরবকে অবলোকন করিয়া কেহই তাহার সহিত যুদ্ধ করিল না, কেবল অনিরুদ্ধ যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে অনিরুদ্ধ পঞ্চবাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন, ভৈরবও পরিঘ দ্বারা তাঁহার উত্তম রথ ভগ্ন করিল। অনিরুদ্ধ অন্য রথে আরূঢ় হইয়া দৃঢ় ধনু সজ্জিত করত দশবাণে মায়াবী ভীষণ ভৈরবকে তাড়িত করিলেন; ভৈরব বাণাঘাতে কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইয়া এক অনলোজ্জ্বল ত্রিশূল নিক্ষেপ করিল, ত্রিশূল সমাগত দেখিয়া অনিরুদ্ধ বাণদ্বারা তাহা ছেদন করিলেন। স্বীয় ত্রিশূল ছিন্ন দর্শনে বলবান্ রুদ্রতনয় মায়া দ্বারা নিজ মুখ হইতে অনল সৃষ্টি করিল, সে অনলে কোমল পুষ্প ও তুলার ন্যায় পদাতি, রথ, অশ্ব, হস্তী, মহী, বৃক্ষ ও দশদিক্ দগ্ধ হইল। কোন বীর জ্বলিল ও কেহ ভস্মীভূত হইল; অগ্নিপূর্ণ কোন কোন সৈন্য কৃষ্ণস্মরণ করিল। ২৭—৪১। সেনাগণকে ভয়াতুর দেখিয়া এবং ভৈরবের আবিষ্কৃত মায়া বুঝিতে পারিয়া ধন্বিবর অনিরুদ্ধ ধনুকে বাণ সন্ধানপূর্ব্বক মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত ও কৃষ্ণ পাদপদ্ম ধ্যান করত সত্বর গগনে পর্জ্জন্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। বাণ নিক্ষিপ্ত হইলে মেঘগণ আগমন করিয়া জল বর্ষণ করিল, হে রাজন্! অগ্নি শান্ত এবং যেন বর্ষাকালের আবির্ভাব হইল। ময়ূর, কোকিল, চাতক ও সারসাদি বিহঙ্গমগণ কূজন করিল, ভেকগণ ডাকিয়া উঠিল এবং ইন্দ্রগোপাদি কীটগণ বাহির হইয়া পড়িল, আকাশে সৌদামিনীর সহিত ইন্দ্রধনুর প্রাদুর্ভাব হইল। নিজ প্রযত্ন ব্যর্থ দর্শনে ভৈরব স্বীয় বদনে ভৈরব রব করিয়া সকলের মনে ভীতি উৎপাদন করিল, সে শব্দে সপ্তলোক ও পাতালসহ ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিত হইল; হে রাজন্! দিগ্‌গজগণসহ ভূমণ্ডল বিচলিত, তারাগণ বিভ্রান্ত, এবং নরগণ বধির হইয়া বসুধাতলে পতিত হইল। ক্রুদ্ধ ভৈরব পুনর্ব্বার হস্তদ্বারা হস্তপীড়ন, দন্ত-

নেত্রাভ্যাং রক্তবর্ণাভ্যাং পশ্যন্ সর্পৌর্ব্বিভূষিতঃ।
জগ্রাহ পরশুং তীক্ষ্ণং তৃণীকৃত্য যদূত্তমম্ ॥ ৫০
তদৈব জৃম্ভণাস্ত্রেণানিরুদ্ধো রণকোবিদঃ।
ভৈরবং মোহয়ামাস শ্রীকৃষ্ণ ইব শঙ্করম্ ॥ ৫১
তেনাস্ত্রেণ রণে রাজন্নিরুদ্ধস্য পশ্যতঃ।
পপাত ভূতলে রৌদ্রো জৃম্ভিতো নিদ্রিতো-
হভবৎ ॥ ৫২

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ ভৈরবমোহনং নাম সপ্ত-
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

তদা মৃত্যুঞ্জয়ঃ ক্রুদ্ধো ভৈরবং বীক্ষ্য নিদ্রিতম্।
বৃষভং প্রেরয়ামাস কাষ্ণিজং শূরমানিনম্ ॥ ১
তদৈব বৃষভঃ কোপাচ্ছৃঙ্গাভ্যাং মারয়ন্ যদূন্।
দন্তৈঃ পশ্চিমপাদাভ্যাং সেনায়াং বিচচার হ ॥ ২
ত্বরং জঘান শৃঙ্গেণ সম্মুখস্থং সুনন্দনম্।
শৃঙ্গেণ ভিন্নহৃদয়ঃ পপাত পঞ্চতাং গতঃ ॥ ৩
তদা জগাম সংক্রুদ্ধোহনিরুদ্ধো গজসংস্থিতঃ।
ধনুর্দ্ধরো দংশিতশ্চ মাভৈর্মাভৈরিতি ব্রুবন্ ॥ ৪
দৃষ্ট্বা তত্র হতং বীরং কৃষ্ণপুত্রং সুনন্দনম্।
প্রাপ্তো দুঃখং মৃধেহত্যন্তং কম্পিতঃ শোক-
পূরিতঃ ॥ ৫
হতে তস্মিন্মহাবীরে শোচন্তং তং শিবোহব্রবীৎ।
মা কুর্থাস্ত্বং রণং শোকমনিরুদ্ধ মহাবল ॥ ৬
রণমধ্যে পাতনঞ্চ শূরাণাং কীর্ত্তয়ে স্মৃতম্।
তস্মাত্ত্বমপি সংগ্রামে ময়া যুধ্যস্ব যত্নতঃ।
প্রযাতান্ রক্ষ স্বপ্রাণান্মমাগ্রে যুদ্ধকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৭

গর্গ উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শোকং ত্যক্ত্বা যদূত্তমঃ ॥ ৮
নিচখান পঞ্চবাণৈঃ শিবস্য শিরসি নৃপ।
নারাচাস্তে মহেশস্য জটাজুটেষু নিষ্ঠিতাঃ ॥ ৯
দৃষ্টাস্তে গৃধ্রপক্ষাঢ্যাঃ শাখা ইব বনস্পতেঃ।

দ্বারা অধর দংশন, জিহ্বাদ্বারা লেহন এবং রক্তবর্ণ নয়নদ্বারা সকলকে অবলোকন করিল। সর্পভূষিত ভৈরব যাদবগণকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া তীক্ষ্ণ পরশু গ্রহণ করিল। রণপণ্ডিত অনিরুদ্ধও তখনই কৃষ্ণ যেমন মহাদেবের মোহ উৎপাদন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ জৃম্ভণাস্ত্রে তাহাকে মোহিত করিলেন। হে রাজন! সেই জৃম্ভণাস্ত্রে অনিরুদ্ধের সমক্ষে ভৈরব ভূতলে পতিত হইয়া জৃম্ভণ করিতে করিতে নিদ্রিত হইল। ৪১—৫২।

অশ্বমেধখণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—তখন ভৈরবকে নিদ্রিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ রুদ্র শূরমানী অনিরুদ্ধের সম্মুখে বৃষভকে প্রেরণ করিলেন। ক্রুদ্ধ বৃষভ তখনই শৃঙ্গ দন্ত ও পশ্চাদ্দিকের পদ দ্বারা যাদবগণকে তাড়িত করত সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। সুনন্দনকে সম্মুখে দেখিয়া বৃষভ শৃঙ্গদ্বারা সত্বর আঘাত করিল, সুনন্দন শৃঙ্গাঘাতে ভিন্নহৃদয় হইয়া পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ক্রুদ্ধ অনিরুদ্ধ ধনুর্দ্ধারী ও বর্ম্মাবৃত হইয়া গজারোহণে আগমনপূর্ব্বক 'ভয় নাই ভয় নাই' বলিতে লাগিলেন; কিন্তু কৃষ্ণতনয় সুনন্দনকে নিহত দেখিয়া দুঃখিত কম্পিত ও অত্যন্ত শোকপূরিত হইলেন। সেই মহাবীর সুনন্দন-মরণে শোককারী অনিরুদ্ধকে শিব বলিলেন,—হে মহাবল অনিরুদ্ধ! রণক্ষেত্রে বৃথা শোক করিও না, সমরে শূরগণের পতন প্রশংসার্হ; অতএব যুদ্ধাভিলাষী তুমিও যত্নপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমার সম্মুখে যিযাসু তোমার প্রাণ রক্ষা কর। গর্গ বলিলেন,—হে নৃপ! শিববাক্য শ্রবণে যদুবর অনিরুদ্ধ শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করিলেন; সেই সকল শর শিবের জটামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গৃধ্রপক্ষাকীর্ণ

ততো রুদ্রঃ স্বকোদণ্ডে বাণমেকং নিধায় চ ॥১০
চিচ্ছেদ তেন সহসা তস্য চাপস্য সিঞ্জিনীম্।
অনিরুদ্ধঃ পুনঃ শীঘ্রং সজ্যং কৃত্বা ধনুর্দৃঢ়ম্।
উগ্রচাপস্য চিচ্ছেদ সিঞ্জিনীং সায়কেন চ ॥ ১১
ততঃ শ্রুত্বা তয়োর্যুদ্ধমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ১২
বিমানস্থাশ্চ শক্রাদ্যা আজগ্মুঃ কৌতুকান্বিতাঃ।
উচুঃ পরস্পরং খস্থা নিরীক্ষ্য ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ১৩

দেবা উচুঃ

অমূ লোকত্রয়স্যাপি হ্যুৎপত্তিলয়কারকৌ।
এতয়োশ্চ রণং তস্মান্নিষ্ফলং রণমণ্ডলে ॥ ১৪
কো বিজেষ্যতি সংগ্রামং প্রাপ্স্যতে কঃ পরাজয়ম্।

গর্গ উবাচ।

ততস্ত্রিদিনপর্য্যন্তং যুদ্ধমাসীত্তয়োর্ভৃশম্ ॥ ১৫
পুনঃ শরাসনং রুদ্রঃ সজ্জং কৃত্বা রুষান্বিতঃ।
ব্রহ্মাস্ত্রং সন্দধে তত্র লোকপ্রলয়কারকম্ ॥ ১৬
ব্রহ্মাস্ত্রেণ তু ব্রহ্মাস্ত্রং ভিদুরাস্ত্রেণ পার্ব্বতম্।
পর্জ্জন্যাস্ত্রেণ চাগ্নেয়মনিরুদ্ধো জহার হ ॥ ১৭

তদা প্রকুপিতোঽত্যন্তং পিনাকী প্রজ্বলন্নিব।
ত্রিশিখেন ত্রিশূলেন জঘান কার্ষ্ণিনন্দনম্ ॥ ১৮
স ত্রিশূলশ্চ তং ভিত্ত্বা গজং ভিত্ত্বা বিনির্গতঃ।
স্থিতোঽভূচ্চ তয়োর্মধ্যে উর্দ্ধপুচ্ছ অধোমুখঃ ॥ ১৯
গজো মৃত্যুং গতো যুদ্ধেঽনিরুদ্ধো মূর্চ্ছিতো-ঽভবৎ।
পেততুস্তৌ চ সংলগ্নৌ ভিন্নবক্ষস্থলৌ মৃধে ॥ ২০
হাহাকারস্তদৈবাসীদ্দুদ্রুবুঃ সর্ব্বযাদবাঃ।
রুদ্রস্যাগ্রে যথা ভীতা যমস্যাগ্রে চ পাপিনঃ ॥ ২১
অনিরুদ্ধং নিপতিতং মৃততুল্যং বিমূর্চ্ছিতম্।
শ্রুত্বাযযৌ শঙ্কিতশ্চ শাম্বঃ স্কন্দং বিহায় চ ॥ ২২
মূর্চ্ছিতং যদুবীরন্তু বীক্ষ্য ক্রোধপরিপ্লুতঃ।
অশ্রুপূর্ণমুখঃ শাম্বঃ শর্ব্বং প্রাহ ধনুর্দ্ধরঃ ॥ ২৩
কস্মাৎ করিষ্যসে রুদ্র দানবানাং হি পালনম্।
হত্বানিরুদ্ধং সংগ্রামে বীরং চৈব সুনন্দনম্ ॥২৪
বেদে ভাগবতে শাস্ত্রে পুরা বিপ্রৈঃ শ্রুতং ময়া।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং নিত্যং শিবো ভজতি বৈষ্ণবঃ

তরু শাখার ন্যায় শোভিত হইল। অনন্তর রুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া স্বধনুকে একটী বাণ সন্ধান করত তৎক্ষণাৎ অনিরুদ্ধের ধনুর্গুণ ছেদন করিলেন। অনিরুদ্ধও পুনরায় সত্বর স্বীয় দৃঢ় ধনু জ্যাযুক্ত করিয়া একবাণে শিবের উগ্র-ধনুর্গুণ ছেদন করিলেন। ১—১১। অনন্তর তাঁহাদের অদ্ভুত রোমহর্ষণ সমর সংবাদ শ্রবণে কৌতুকান্বিত ইন্দ্রাদি দেবগণ বিমানারোহণে আগমন করিলেন এবং তাঁহারা আকাশে থাকিয়া যুদ্ধ দর্শনে ভয়বিহ্বল হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন,—ইহাঁরা ত্রিলোকের সৃষ্টি ও সংহারকারী, অতএব রণক্ষেত্রে ইহাঁদের যুদ্ধ বিফল; ইহাঁদের মধ্যে কেই বা সংগ্রামে জয়ী এবং কেই বা পরাভব প্রাপ্ত হইবেন! গর্গ বলিলেন,—অনন্তর তাঁহাদের ত্রিদিনব্যাপী মহাসমর হইল, ক্রোধান্বিত রুদ্র পুনঃ শরাসন গ্রহণ ও জ্যাযুক্ত করিয়া লোকবিনাশক ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন, অনিরুদ্ধও ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র, বজ্রাস্ত্র দ্বারা পর্ব্বতাস্ত্র ও পর্জ্জন্যাস্ত্র দ্বারা তদীয় আগ্নেয়াস্ত্র নিবারণ করিলেন। তখন অত্যন্ত প্রকুপিত পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত পিনাকী ত্রিশিখ ত্রিশূল দ্বারা অনিরুদ্ধকে বিদ্ধ করিলেন, সেই ত্রিশূল গজের সহিত অনিরুদ্ধকে বিদ্ধ করিয়া উভয়ের মধ্যে উর্দ্ধপুচ্ছ ও অধোমুখভাবে অবস্থিত হইল। গজ গতাসু হইল, অনিরুদ্ধ মূর্চ্ছিত হইলেন; গজ ও অনিরুদ্ধের বক্ষ বিদীর্ণ হইল. উভয়েই যুগপৎ পতিত ও লগ্ন হইয়া রহিলেন। তখনই হাহাকার উত্থিত হইল, ও যম সম্মুখ হইতে ভীত পাপীদিগের ন্যায় যাদবগণ শঙ্কর সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। ১২—২১। যদুবীর অনিরুদ্ধ পতিত ও মৃততুল্য মূর্চ্ছিত শুনিয়া শঙ্কিত শাম্ব ষড়াননকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে তদবস্থ দর্শনে অমর্ষপূরিত হইয়া ধনুর্দ্ধারণ করত অশ্রুপূর্ণ নয়নে শিবকে বলিলেন,—হে রুদ্র! সংগ্রামে বীর অনিরুদ্ধ ও সুনন্দনকে নিহত করিয়া কি জন্য অসুরগণের সহায়তা করিতেছেন? পূর্ব্বে আমি বেদাদি ভাগবত শাস্ত্রে ও ভূদেবগণের

মৃষা জাতং হি তৎ সর্ব্বং কার্ষ্ণিজে পতিতে সতি
সুনন্দনঃ কৃষ্ণসুতো সোঽপি যুদ্ধে ত্বয়া হতঃ ॥২৬
বৃথা করিষ্যসে যুদ্ধং ধিক্ ত্বাং তস্মান্মহেশ্বর।
অহং ত্বাং পাতয়িষ্যামি রণে কৃষ্ণপরাঙ্মুখম্ ॥ ২৭
ক্ষুরপ্রৈঃ সায়কৈঃ শীঘ্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে শিব।
এতদ্বচঃ সমাকর্ণ্য প্রসন্নঃ শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥ ২৮

শিব উবাচ।

ধন্যস্ত্বং যাদবশ্রেষ্ঠ সত্যং বদসি নো ভবান্।
মন্নাথঃ কৃষ্ণচন্দ্রোঽয়ং দেবদানববন্দিতঃ ॥ ২৯
কুনন্দনে চ নিহতে বল্বলে মূর্চ্ছিতে রণে।
সহায়ার্থমহং বীর ভক্তরক্ষার্থমাগতঃ ॥ ৩০
সত্যং বক্তুং স্ববচনং কিঞ্চিৎ কোপেন পূরিতঃ।
করোমি প্রধনে যুদ্ধং ভক্তপ্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ৩১
ইত্থং বদতি ভূতেশে শাম্বো রোষপ্রপূরিতঃ।
ততাড় শীঘ্রং চাপেন ক্ষুরপ্রৈঃ সায়কৈর্মৃড়ম্ ॥ ৩২
তৈর্বাণৈর্নিহতো রুদ্রো ন কিঞ্চিৎ কশ্মলং গতঃ।
যথা মতঙ্গজঃ পুষ্পৈর্জগ্রাহ স্বধনুঃ শিবঃ ॥ ৩৩
ততাড় নিশিতৈর্বাণৈর্যুদ্ধে জাম্ববতীসুতম্।
শাম্বঃ শিবং শিবঃ শাম্বং জয়তুস্তৌ পরস্পরম্ ॥
দৃষ্ট্বা যুদ্ধং তয়োর্লোকসংহারং মেনিরেঽমরাঃ।
ভূতলে গগনে রাজন্ মহান্ কোলাহলোঽভবৎ
ভীতাশ্চ বৃষ্ণয়স্তত্র নাথং কৃষ্ণং স্মরন্তি হি ॥ ৩৬
তদা হরিঃ শ্রীযদুপালকশ্চ
জ্ঞাত্বা যদূনাঞ্চ মহাবিপত্তিম্।
রথেন তত্রাগতবান্ রিপুঘ্নো
যুক্তেন বৈ সূততুরঙ্গমৈশ্চ ॥ ৩৭
শ্যামঃ কিরীটী নবকঞ্জনেত্রো
নবার্ককোটিদ্যুতিমাদধানঃ।
কৌমোদকীশঙ্খরথাঙ্গপদ্ম-
কোদণ্ডবাণৈর্নিযুতোঽসিধারী ॥ ৩৮
শ্রীবৎসচিহ্নেন তু কৌস্তুভেন
পীতাম্বরেণাপি চ মালয়াঢ্যঃ।
নীলালকৈঃ কুণ্ডলকঙ্কণাদ্যৈ-
র্বিভূষিতঃ কোটিমনোজতুল্যঃ ॥ ৩৯
সমুদ্গলদ্ভিঃ সিতফেনসীকরান্-
মুক্তাফলানীব চ রাজহংসকৈঃ

নিকট শুনিয়াছি,—বৈষ্ণব শিব পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য ভজনা করেন। অনিরুদ্ধ পতিত হওয়ায় তৎসমস্ত মিথ্যা হইয়াছে, আপনি কৃষ্ণতনয় সুনন্দনকেও সমরে নিহত করিয়াছেন, অতএব হে মহেশ্বর! আপনার এ যুদ্ধ বৃথা, আপনাকে ধিক্। হে শিব! কৃষ্ণ পরাঙ্মুখ আপনাকে আমি ক্ষুরপ্রবাণে এখনই রণে পাতিত করিব, যুদ্ধে অবস্থিত হউন। শাম্বের বাক্য শ্রবণে শিব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন। শিব বলিলেন,—হে যাদব-বর! আমার সম্বন্ধে তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ, তুমি ধন্য; দেবদানববন্দিত কৃষ্ণ-চন্দ্র আমার প্রভু, হে বীর! রণক্ষেত্রে কুনন্দন নিহত ও বল্বল মূর্চ্ছিত হইলে আমার বাক্য সত্য করিবার জন্য কিঞ্চিৎ কোপপূরিত হইয়া ভক্তরক্ষা-কামনায় আমি তাহাদের সহায়ার্থ সমাগত হইয়াছি, ভক্তের প্রিয় কাম-নায় আমি সমর করিব। ২২—৩১। শঙ্কর এইরূপ কহিলে রোষপূরিত শাম্ব সত্বর স্বীয় ধনুকে ক্ষুরপ্র সন্ধান করিয়া তাঁহাকে তাড়িত করিলেন, সেই শরাঘাতে শঙ্কর মালাহত মাতঙ্গের ন্যায় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, তিনি স্বীয় ধনু ধারণ করিয়া শাণিত শরে শাম্বকে তাড়িত করিলেন। শিব-শাম্ব সমরে পরস্পর প্রহার-প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহাদের লোক-সংহারক সেই সমর অমরগণ দর্শন করিলেন, হে রাজন্! ভূতলে ও গগনে মহা কোলাহল হইল, যাদবগণ ভীত হইয়া রণক্ষেত্রে স্বনাথ কৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন। তখন যদুপালক কৃষ্ণ যাদবগণের মহাবিপদ্ বিদিত হইয়া শত্রু-নাশার্থ সারথি ও অশ্বযুক্ত রথে তথায় সমাগত হইলেন। কৌমোদকী গদা, শঙ্খ, রথাঙ্গ, পদ্ম, কোদণ্ড, বাণ ও অসিধারী কিরীটী শ্যাম নব-দিবাকরদ্যুতি ধারণপূর্ব্বক শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, পীতাম্বর ও মাল্য-ভূষিত হইয়া আগমন করিলেন। নীলালক ও কুণ্ডলাদি কর্ণ-ভূষণ-মণ্ডিত কোটি কন্দর্পকান্তি কৃষ্ণ মুক্তা-ফলের ন্যায় শ্বেত-ফেন-শীকরবর্ষী রাজহংস-

যমুখৈরতিবেগবদ্ভিরৈ-
ইরিবৃক্তঃ সুন্দরসারথ্যৈঃ॥ ৪০
দৃষ্ট্বা স্বনাথং যদবঃ স্বাগতং হর্ষবিহ্বলাঃ।
বভূবুঃ সুখিনঃ সর্ব্বে শীতভীতা রবিং যথা॥ ৪১
তদা জয়জয়ারাবো যদুসৈন্যে বভূব হ।
প্রচক্রিরে পুষ্পবর্ষং গগনস্থাশ্চ দেবতাঃ॥ ৪২
দৃষ্ট্বা শাম্বস্ত শ্রীকৃষ্ণং সহায়ার্থং সমাগতম্।
পপাত পদয়োস্তস্য চাপং ত্যক্ত্বা প্রহর্ষিতঃ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমদ্‌গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্র-
সুমেরৌ অনিরুদ্ধাদিসহায়ার্থং শ্রীকৃষ্ণা-
গমনং নামাষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩৮॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

গর্গ উবাচ।

কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা হরস্তত্র ভীতঃ শঙ্কিতমানসঃ।
ত্যক্ত্বা চাপং ত্রিশূলাদীন্ ভক্ত্যা শ্রীনাথমব্রবীৎ

শঙ্কর উবাচ

ওঁ অবিনয়মপনয় বিষ্ণো
দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্।
ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ॥২
দিব্যধুনীমকরন্দে পরিমলপরিভোগসচ্চিদানন্দে
শ্রীপতিপদারবিন্দে ভবভয়খেদচ্ছিদে বন্দে॥ ৩
সত্যপি ভেদাপগমে
নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥ ৪
উদ্ধৃতনগ নগভিদনুজ
দনুজকুলামিত্র মিত্রশশিদৃষ্টে।
দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি ন
ভবতি কিং ভবতিরস্কারঃ॥ ৫
মৎস্যাদিভিরবতারৈরবতারবতাবতা বসুধাম্।
পরমেশ্বর পরিপাল্যো ভবতা ভবতাপ-
ভীতোঽহম্॥ ৬
দামোদর গুণমন্দির সুন্দরবদনারবিন্দ গোবিন্দ
ভবজলধিমথনমন্দর পরমং দরমপনয় ত্বং মে॥৭
নারায়ণ করুণাময়
শরণং করবাণি তাবকৌ চরণৌ
ইতি ষট্‌পদী মদীয়ে বদনসরোজে সদা বসতু॥৮

তুল্য শ্বেতবর্ণ সুগ্রীবপ্রমুখ অতিবেগগামী অশ্ব-বাহিত রথে সমাগত হইলেন। শীতভীত ব্যক্তিগণের দিবাকর দর্শনের ন্যায় স্বনাথ কৃষ্ণকে সমাগত দর্শন করিয়া হর্ষবিহ্বল যাদব-গণ সুখী হইলেন। তখন যাদব-সৈন্যে জয় জয় রব উত্থিত হইল, দেবগণ গগন হইতে পুষ্প বর্ষণ করিলেন। শাম্ব কৃষ্ণকে সহায়ার্থ সমাগত দেখিয়া ধনু পরিত্যাগপূর্ব্বক হর্ষভরে তদীয় পাদদ্বয়ে পতিত হইলেন। ৩২—৪৩।

অশ্বমেধখণ্ডে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৮॥

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

গর্গ বলিলেন—শিব স্বনাথ কৃষ্ণকে তথায় সমাগত দেখিয়া ভীত ও শঙ্কিত মনে ত্রিশূলাদি ও ধনু পরিত্যাগ এবং প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক ভক্তিভরে বলিলেন। শঙ্কর কহিলেন.—হে বিষ্ণো! অবিনয় অপনীত, মন দমিত, বিষয় মৃগতৃষ্ণা উপশমিত ও ভূতদয়া বিস্তার করিয়া সংসার সাগর হইতে আমাকে পার করুন। আমি স্বর্গ-গঙ্গারূপ মকরন্দগন্ধে সুগন্ধিত ভববন্ধনচ্ছেদী সচ্চিদানন্দ শ্রীপতি-পদারবিন্দ বন্দনা করি। হে নাথ! আমি ও আপনি অভিন্ন তথাপি আমিই আপনার আপনি আমার নহেন, যেমন সমুদ্র ও তরঙ্গ অভিন্ন হইলেও সাগরের তরঙ্গ, তরঙ্গের সাগর নহে। আপনি গোবর্দ্ধনধারী, ইন্দ্রের অনুজ, অসুরগণের শত্রু ও মিত্রগণের প্রতি প্রশান্ত দৃষ্টিসম্পন্ন আপনি প্রভু, আপনাকে দর্শন করিলে ভবভয় থাকে না; আপনি মৎস্যাদি অবতারে বসুধা পালন করেন; হে পরমেশ্বর! ভয়ভীত আমাকে পরিত্রাণ করুন। আপনি দামোদর,গুণাকর সুন্দর অরবিন্দবদন, গোবিন্দ ও ভবজলধি মথনের মন্দর, আপনি আমার পরম ভয় দূর করুন। করুণাময়! নারায়ণ!

ইতি স্তুতঃ শঙ্করেণ প্রীতঃ সঙ্কর্ষণানুজঃ।
পপ্রচ্ছ সর্ব্বাভিপ্রায়ং মমতং চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৯

কিং কৃতস্তেঽপরাধো বে মৎপুত্রেণ কুবুদ্ধিনা।
যতস্ত্বয়া হতঃ সঙ্খ্যেঽনিরুদ্ধো মূর্চ্ছিতঃ কৃতঃ ॥১০
হতং যদুবলং কস্মাৎ কস্মাত্বং চাগতো রণে।
কস্মাৎ যুদ্ধঞ্চ কৃতবাংস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১১
ইত্থং শ্রীকৃষ্ণবচনং নিশম্য প্রমথেশ্বরঃ।
উবাচ লজ্জিতো ভূত্বা বিচার্য্য মধুসূদনম্ ॥ ১২

শঙ্কর উবাচ

দেবদেব জগন্নাথ রাধিকেশ জগন্ময়।
পাহি পাহি কৃপাকারিন্নিস্ত্রপং মাং কৃতাগসম্ ॥১৩
ত্বং ন জানাসি কিং দেব কথয়িষ্যামি কিং ত্বহম্
ভক্তস্য পালনং কর্ত্তুং মায়য়া তব মোহিতঃ ॥১৪
অহমাগতবান্ দেব ত্বং সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি।
শাস্তাহং সর্ব্বলোকস্য মানাদিতি ময়া হরে ॥ ১৫
মারিতাঃ সঙ্গরে শূরা যুবকাঃ কৃষ্ণদেবতাঃ।
তস্মাৎ সন্তঃ স্বয়ং ত্যক্ত্বা পরমৈশ্বর্য্যমীপ্সিতম্ ॥
ধ্যায়ন্তে সততং কৃষ্ণ পাদাব্জং তে নিরাপদম্ ।
সুখং দুঃখং নৃণাং তাবদ্ যাবৎ কৃষ্ণে ন মানসম্
কৃষ্ণে মনসি সঞ্জাতে ভক্তিখড়্গো দুরত্যয়ঃ।
নরাণাং কর্ম্মবৃক্ষাণাং মূলচ্ছেদং করোতি হি ॥ ১৮
মদ্ভক্তিবলদর্পিষ্ঠা মৎপ্রভুং ত্বাং যদূত্তমম্।
ন মন্যন্তে চ তে সর্ব্বে যান্তি নিরয়ং ধ্রুবম্ ॥১৯
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্তূষ্ণীং ভূত্বা কৃষ্ণস্য পাদয়োঃ।
পপাত দণ্ডবদ্ভক্ত্যা অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণঃ ॥ ২০
উত্থাপ্যাশ্বাস্য তং রুদ্রং পার্শ্বতস্তৎপ্রদর্শনাৎ।
মিলিত্বা ভগবান্ কৃষ্ণ আলুলোকে সুধার্দ্রদৃক্ ॥
আহ কৃষ্ণঃ সুরাঃ সর্ব্বে কুর্ব্বন্তি ভক্তপালনম্।
ত্বয়া জুগুপ্সিতং কর্ম্ম কিং কৃতং ভক্তপালনে ॥২২
মমাসি হৃদয়ে ত্বং তু ভবতো হৃদয়ে হ্যহম্।
আবয়োরন্তরং নাস্তি মূঢ়া পশ্যন্তি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥ ২৩

আপনার চরণ শরণ করি। এই ছয়টি পদরূপী ষট্‌পদ মদীয় মুখপদ্মে সর্ব্বদা বাস করুক। এইরূপ স্তব সহকারে প্রণত চন্দ্রশেখর শিবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণ তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন,—আমার কুবুদ্ধিতনয় তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছিল যে, তাহাকে যুদ্ধে নিহত ও অনিরুদ্ধকে মূর্চ্ছিত করিলে? কেন যুদ্ধে আসিয়া যদুসৈন্য বিনাশ করিয়াছ, তাহা আমায় বল। এই প্রকার কৃষ্ণ-বাক্য শ্রবণে লজ্জিত শিব বিচারপূর্ব্বক মধুসূদনকে কহিলেন। ১—১২। শিব বলিলেন,—হে দেবদেব জগন্নাথ রাধানাথ জগন্ময়! কৃপা করিয়া নির্লজ্জ অপরাধী আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। হে দেব! আপনি কি জানেন না যে আমি ইহা বলিব; আমি আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া ভক্তরক্ষার্থে আগমন করিয়াছি, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। হে হরে! আমি সর্ব্বলোকের শাসনকর্ত্তা এই অভিমানবশে সংগ্রামে কৃষ্ণাশ্রয় যদুবীরগণকে নিহত করিয়াছি। হে কৃষ্ণ! এই জন্যই বুঝি সাধুগণ স্বয়ং অভীষ্ট পরমৈশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া নিরাপদ পদ্মতুল্য তোমার পদ সতত ধ্যান করিয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণে মন লগ্ন না হয়, সেই পর্য্যন্তই মানবগণের সুখ দুঃখ থাকে, কৃষ্ণে মন নিবিষ্ট হইলে দুর্দ্দমনীয় ভক্তিখড়্গ মানবগণের কর্ম্মতরুর মূলচ্ছেদ করে। যাহারা আমার মত ভক্তিবল-দর্পিত হইয়া আমার প্রভু যদুবর তোমাকে অবজ্ঞা করে, তাহারা নিশ্চয় নিরয়ে গমন করিয়া থাকে। এইরূপ কহিয়া মৌনী শঙ্কর অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভক্তিভরে দণ্ডের ন্যায় কৃষ্ণপদে পতিত হইলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহাকে স্বীয় পার্শ্বে উত্থাপিত ও আশ্বস্ত করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং সুধার্দ্র দৃষ্টি দ্বারা দর্শনদানে বলিতে লাগিলেন,—সুরগণ ভক্ত পালন করিয়া থাকেন, অতএব ভক্ত-রক্ষা-ব্যপদেশে তোমার এই কার্য্য কি আর জুগুপ্সিত হইয়াছে? আমি তোমার হৃদয়ে ও তুমিও আমার হৃদয়ে বিদ্যমান; আমাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই,

ত্বাং নমন্তি চ মদ্ভক্তাস্ত্বদ্ভক্তা মাং সদাশিব।
যৈর্ন মন্যেত মদ্বাক্যং যাস্যন্তি নরক তে ॥ ২৪
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ কৃষ্ণো হতং পুত্রং সুনন্দনম্ ॥
দৃষ্ট্যা পীযূষবর্ষিণ্যা জীবয়ামাস সংযুগে ॥ ২৫
তৎপশ্চাদনিরুদ্ধস্য হৃদয়াচ্ছূলমেব চ।
শনৈঃ শনৈঃ সমাকৃষ্য জীবয়ামাস তং হরিঃ ২৬
তৎপশ্চাদ্ যাদবান্ সর্ব্বান্নিহতান্ সংযুগে ভৃশম্
অজীবয়ৎ সুধাদৃষ্ট্যা কৃষ্ণস্ত প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ২৭
তাবৎ সদুন্দুভিরবং পুষ্পবৃষ্টিং দিবৌকসঃ।
উৎসাহলক্ষণাং চক্রুঃ প্রসাদ্য গরুড়ধ্বজম্ ॥ ২৮
সর্ব্বত্রৈলোক্যনেতারং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা যদূত্তমাঃ।
উত্থায় সম্ভ্রমাচ্চক্রুর্জয়ারাবং মুদান্বিতাঃ ॥ ২৯
অথোত্থিতো বল্বলস্তু মহাদেবেন রক্ষিতঃ।
ক্ব গতশ্চানিরুদ্ধো বৈ ব্রুবন্ বাক্যং রুষান্বিতঃ ॥
ততঃ শর্ব্বেণ দৈত্যস্তু বোধিতো বচনৈঃ শুভৈঃ।
জ্ঞাত্বা কৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যং মুদিতোঽভূন্মহামনাঃ ॥ ৩১

দুর্ব্বুদ্ধি মূঢ়েরাই আমাদের ভেদ দর্শন করে। হে সদাশিব! আমার ভক্তগণ তোমাকে নমস্কার করে এবং তোমার ভক্তগণ আমাকে নমস্কার করিয়া থাকে; যাহারা আমার এই বাক্য মানে না, তাহারা নরকে গমন করে। ১৩—২৪। এইরূপ বলিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ সুধাবর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা নিহত তনয় সুনন্দনকে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবিত করিলেন, এবং তৎপশ্চাৎ অনিরুদ্ধের হৃদয়বিদ্ধ শূল ধীরে ধীরে উত্তোলিত করত তাঁহারও চৈতন্য সঞ্চার করিয়া দিলেন। তৎপশ্চাৎ প্রভু ঈশ্বর কৃষ্ণ যুদ্ধে নিহত যাদবগণকে সুধা দৃষ্টি দ্বারা জীবিত করিলেন। তখনই দুন্দুভি নিনাদিত হইল, দেবগণ স্বর্গ হইতে কৃষ্ণকে প্রসন্ন করিয়া উৎসাহসূচক পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। যাদবগণ অখিল লোকের নেতা কৃষ্ণকে দেখিয়া, সসম্ভ্রমে ও সানন্দে উত্থিত হইয়া জয় জয় রব করিলেন। অনন্তর মহাদেবরক্ষিত বল্বল উত্থিত হইল এবং ক্রোধান্বিত হইয়া কহিল,—অনিরুদ্ধ কোথায় গেল? অনন্তর মহাত্মা শিব বল্বলকে মনোজ্ঞ বাক্যে

ততঃ প্রণম্য গোবিন্দং স্তুত্বা দৈত্যস্তু বল্বলঃ।
তুরগং প্রদদৌ রাজন্ বহুদ্রব্যেণ সংযুতম্ ॥ ৩২
ততো যজ্ঞহয়ং নীত্বা পুত্রপৌত্রপরিবৃতঃ।
সেতুমার্গেণ কৃষ্ণস্তু প্রযযৌ পশ্চিমাং দিশম্ ॥ ৩৩
কৃষ্ণে গতে ভগবতি রাজ্যে সংস্থাপ্য বল্বলম্।
কৈলাসং প্রযযৌ রুদ্রঃ সগণস্তু সভৈরবঃ ॥ ৩৪
এতৎ কৃষ্ণচরিত্রং তু যে শৃণ্বন্তি গৃহে জনাঃ।
তেষাং সাহায্যং ভগবান্ করিষ্যতি সদা হরিঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রসুমেরৌ অনিরুদ্ধবিজয়বর্ণনং নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

শান্ত করিলেন। বল্বল কৃষ্ণমাহাত্ম্য বিদিত হইয়া আনন্দিত হইল। হে রাজন্! অনন্তর বল্বল কৃষ্ণকে স্তুতি ও প্রণাম করিয়া বহুদ্রব্য সহকারে যজ্ঞাশ্ব প্রত্যর্পণ করিল। অতঃপর পুত্র-পৌত্র-পরিবৃত কৃষ্ণ অশ্ব লইয়া সেতুপথে পশ্চিমদিকে প্রস্থিত হইলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ গমন করিলে শঙ্কর বল্বলকে স্বরাজ্যে সংস্থাপিত করত স্বীয় গণ ও ভৈরবসহ কৈলাস শৈলে প্রস্থান করিলেন। যাহারা স্বগৃহে এই কৃষ্ণচরিত শ্রবণ করে, ভগবান্ হরি সর্ব্বদা তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন। ২৫—৩৫।

অশ্বমেধখণ্ডে ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩৯

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

মুক্তস্তুরঙ্গঃ কৃষ্ণেন ছত্রচামরভূষিতঃ।
প্রযযৌ স বহূন্ দেশান্ নেত্রাভ্যাঞ্চ বিলোকয়ন্

চত্বারিংশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—কৃষ্ণ কর্ত্তৃক মুক্ত ছত্র-চামর ভূষিত অশ্ব নেত্রদ্বয় দ্বারা বহুদেশ দেখিতে

ববলং নির্জ্জিতং শ্রুত্বা নানাদেশাধিপা নৃপাঃ।
হয়ং ন জগৃহুঃ প্রাপ্তং শ্রীকৃষ্ণস্য ভয়ান্নৃপ ॥ ২
ইত্থং ব্রজন্ ভারতে বৈ যদুবীরতুরঙ্গমঃ।
একমাসেন রাজেন্দ্র প্রাপ্তোঽভূদ্ ব্রজমণ্ডলে ॥৩
ততঃ কৃষ্ণাং সমুত্তীর্য্য দৃষ্ট্বা বৃন্দাবনং বনম্।
তমালস্য তলে রাজন্ স্থিতোঽভূদ্ধয়সত্তমঃ ॥ ৪
দূর্ব্বাং চরন্তং তুরগং বিলোক্য
বিহায় গাস্তে কিল গোপবালাঃ।
সমাযযুস্তে নৃপ কৌতুকেন
হয়স্য পার্শ্বে করতাড়নৈশ্চ ॥৫
ইতি পশ্যৎসু সর্ব্বেষু শ্রীদামা গোপনায়কঃ।
জগ্রাহ লীলয়া রাজংশ্চরন্তং চঞ্চলং হয়ম্ ॥ ৬
গোপাশেন হয়ং বদ্ধ্বা গলে গোপৈঃ পরিবৃতঃ।
কেনোৎসৃষ্টো বদন্ বাক্যং নন্দস্য নিকটং যযৌ
আগতং বাজিনং দৃষ্ট্বা নন্দোঽপি হর্ষপূরিতঃ।
তৎপত্রং বাচয়িত্বাহ সর্ব্বান্ গদ্গদয়া গিরা ॥ ৮
উগ্রসেনহয়শ্চৈষ পুরে মম সমাগতঃ।
পালিতো হ্যনিরুদ্ধেন মৎপ্রপৌত্রেণ সর্ব্বতঃ ॥ ৯
গৃহ্লামি যজ্ঞতুরগং মিত্রাণাং মেলনায় চ।
ততঃ প্রপৌত্রং পশ্যামি কৃষ্ণাকারং প্রিয়ঙ্করম্॥১০
ইত্যুক্ত্বা নন্দরাজস্তু দ্রষ্টুং গোপৈঃ পরিবৃতঃ।
কথয়িত্বা যশোদাগ্রেঽভিপ্রায়ং নির্যযৌ পুরাৎ॥১১
তদৈব যাদবাঃ সর্ব্বে ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকাদয়ঃ।
হয়স্য পৃষ্ঠতো লগ্নাস্তত্রাজগ্মুর্নৃপেশ্বর ॥ ১২
বিলোকয়ন্তো নরপালতীর্থং
তথা চ মার্গে মিথিলামযোধ্যাম্।
বর্হিষ্মতীং চৈব হি কান্যকুব্জং
সাঙ্কর্ষণং গোকুলমেব রাজন্ ॥ ১৩
মার্ত্তণ্ডকন্যাং মথুরাং পুরীঞ্চ
বিরাজতে যত্র তু কেশবশ্চ।
বৃন্দাবনে নন্দপুরে নৃপেন্দ্র
সমাগতাঃ কৃষ্ণযুতাশ্চ সর্ব্বে ॥ ১৪
নন্দগ্রামং তত্র দৃষ্ট্বা রথস্থো নন্দনন্দনঃ।
সর্ব্বেষামগ্রতো ভূত্বা হ্যাযযৌ যাদবৈর্বৃতঃ ॥ ১৫
দদর্শ তত্র পুরতো গোপালৈঃ পিতরং হরিঃ।
সংস্থিতং তু পুরস্কৃত্য বারণেন্দ্রমলঙ্কৃতম্ ॥ ১৬
বাদিত্রৈঃ শঙ্খশব্দৈশ্চ জয়শব্দৈর্নৃপেশ্বর।

দেখিতে চলিতে লাগিল. হে নৃপ। বল্বল নির্জ্জিত শুনিয়া বিবিধ দেশের অধিপতিরা অশ্ব সম্মুখে পাইয়াও কৃষ্ণভয়ে গ্রহণ করিল না। হে রাজেন্দ্র! যদুবীরগণের তুরঙ্গবর এই-রূপে ভারতে ভ্রমণ করিয়া একমাসে ব্রজমণ্ডলে উপনীত হইল, তারপর যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া বৃন্দাবন দর্শন করত তমালতলে উপবেশন করিল। হে রাজন্! দূর্ব্বাবনে বিচরণশীল অশ্বদর্শনে গোপবালকগণ গোগণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৌতুকবশে করতালি দিয়া অশ্বপার্শ্বে সমাগত হইল। হে নৃপ! গোপগণ অশ্ব দর্শন করিতে থাকিলে গোপনায়ক শ্রীদাম বালকগণের সহিত লীলাবশে সেই বিচরণশীল চঞ্চল অশ্ব গ্রহণ ও তাহার গলে গো-রজ্জু বন্ধন করিয়া তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল এবং কে এই অশ্ব মোচন করিয়াছে জানিবার জন্য নন্দরাজ সমীপে উপনীত হইল। নন্দরাজ অশ্বের জয় পত্র পড়াইয়া গদ্গদ বাক্যে সকলকে বলিলেন,—আমার পুরে সমাগত এই অশ্ব উগ্রসেন নৃপতির এবং ইহার সর্ব্বতোভাবে রক্ষক আমার প্রপৌত্র অনিরুদ্ধ; মিত্র-মিলনের জন্য আমি এই যজ্ঞাশ্ব গ্রহণ করিব এবং তাহা হইতে কৃষ্ণা-কার প্রিয়ঙ্কর প্রপৌত্রকেও দেখিতে পাইব। অশ্বদর্শনেচ্ছু নন্দরাজ এইরূপ বলিয়া যশোদাকে অভিপ্রায় জ্ঞাপনপূর্ব্বক গোপগণ-সহ গৃহ হইতে বাহির হইলেন। ১—১১। হে রাজন্! অশ্বের পশ্চাদ্বর্ত্তী ভোজ বৃষ্ণি ও অন্ধকাদি যাদবগণ কৃষ্ণের সহিত পথিমধ্যে নরপাল তীর্থ, মিথিলা, অযোধ্যা, বর্হিষ্মতী, কান্যকুব্জ, সূর্য্যকন্যা যমুনা, বলরামতীর্থ ও কেশবাবাস মথুরা গোকুল দেখিতে দেখিতে তখনই নন্দরাজপুর বৃন্দাবনে আগমন করি-লেন। হে নৃপেন্দ্র! রথস্থ নন্দনন্দন তথায় নন্দগ্রাম দর্শন করিয়া যাদবগণসহ সকলের অগ্রসর হইয়া দেখিলেন,—গোপালগণসহ পিতা সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছেন। হে নৃপবর!

পুষ্পালঙ্কারকলশলাজাদ্যৈঃ পরিভূষিতম্ ॥ ১৭
ততশ্চ যাদবাঃ সর্ব্বে নেমুর্নন্দং নিরীক্ষ্য চ।
হর্ষাশ্রুবিপ্লুতা রাজন্নুদ্ধবাদ্যাশ্চ তত্র বৈ ॥ ১৮
তদৈব নন্দরাজস্য দক্ষিণাঙ্গমথাস্ফুরৎ।
উবাচ দৃষ্ট্বা মনসি শুভং শকুনং নৃপ ॥ ১৯
অদ্য পশ্যামি নেত্রাভ্যাং কৃষ্ণং কিং প্রিয়বাদিনম্
যস্মান্মমাক্ষি স্ফুরতি দক্ষিণং চ প্রিয়ঙ্করম্ ॥ ২০
মন্নেত্রগোচরঃ কৃষ্ণো যদা ভূয়াত্তদা হ্যহম্।
গবাং লক্ষং প্রদাস্যামি ব্রাহ্মণেভ্যো হ্যলঙ্কৃতম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা বচনং নন্দো বিররাম যদা নৃপ।
তদাশৃণোৎ স্বপুত্রস্যাগমনং ব্রজবাসিভিঃ ॥ ২২
শ্রীকৃষ্ণাগমনং শ্রুত্বা নন্দো বিরহবিপ্লুতঃ।
পশ্যন্ হরিঞ্চ সর্ব্বেষাং বিচচার রুদন্নিব ॥ ২৩
বদন্ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি গিরা গদ্গদয়া ভৃশম্।
হে কৃষ্ণচন্দ্র ক্ক গতো দুঃখিতং মাং ন পশ্যসি ॥২৪
ততো নিরীক্ষ্য পিতরং শ্রীকৃষ্ণঃ পিতৃবৎসলঃ।
অবপ্লুত্য রথাত্তূর্ণং পপাত চরণৌ পিতুঃ ॥ ২৫
শ্রীনন্দরাজস্তনয়ং সমুত্থাপ্য চিরাগতম্।
স্নাপয়ামাস সলিলৈঃ কৃত্বা বক্ষসি নেত্রয়োঃ ॥ ২৬
অক্ষিভ্যাং কৃষ্ণচন্দ্রস্তু মুমোচাশ্রু ঘৃণাতুরঃ।
শ্রীদামাদীন্ সখীন্ দৃষ্ট্বা পশ্চাৎ প্রেমপরিপ্লুতান্॥
পৃথক্ পৃথক্ পরিরেভে কৃষ্ণঃ প্রেমপরিপ্লুতঃ।
ভক্তানাং কোঽস্তি মাহাত্ম্যমহোবক্তুং ধরাতলে২৮
নন্দাদ্যা কৃষ্ণনুর্গোপাঃ শ্রীকৃষ্ণাদ্যাশ্চ যাদবাঃ।
প্রবক্তুং ন সমর্থাস্তে সর্ব্বে বিরহবিক্লবাঃ ॥ ২৯
অশ্রুপূর্ণমুখঃ কৃষ্ণো গোপান্ গদ্গদয়া গিরা।
সর্ব্বানাশ্বাসয়ামাস প্রেমানন্দসমাকুলান্ ॥ ৩০
পরিপূর্ণতমং সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণং জগদীশ্বরম্।
তাদৃশং দদৃশুঃ সর্ব্বে যাদৃশো মথুরাং গতঃ ॥৩১
নবীননীরদশ্যামং কিশোরবয়সং শিশুম্।
শরৎপ্রভাতকমলকান্তিমোচনলোচনম্ ॥ ৩২
শরৎপূর্ণেন্দুশোভাঢ্যং শোভাস্বাচ্ছাদনাননম্
কোটিমন্মথলাবণ্যং লীলানন্দিতসুন্দরম্ ॥ ৩৩

কৃষ্ণ শঙ্খধ্বনি, বিবিধ বাদিত্র ও জয়শব্দ সহকারে পুষ্প ও অলঙ্কার কুম্ভ ও লাজাদি পরিশোভিত অলঙ্কৃত গজরাজকে অগ্রে উপনীত করিলেন, হে রাজন্! উদ্ধবাদি যাদবগণ হর্ষাশ্রু দ্বারা আপ্লুতনয়নে নন্দকে সন্দর্শন করিয়া প্রণত হইলেন। হে নৃপ! তখনই নন্দের দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দিত হইল, তিনি শুভসূচক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে আলোচনা করিলেন,—অদ্য আমার শুভাবহ দক্ষিণ অঙ্গ ও নেত্র স্ফুরিত হইতেছে, অতএব আজ কি প্রিয়ভাষী তনয় কৃষ্ণকে নেত্রদ্বয়ে দর্শন করিব। কৃষ্ণ যদি আমার নেত্রগোচর হয়, তবে আমি ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষ অলঙ্কৃত গো দান করিব। হে নৃপ! এইরূপ বলিয়া নন্দ বিরত হইলে তখনই ব্রজবাসিগণের নিকট পুত্রগমন-সংবাদ শ্রবণ করিলেন। ১২—২২। কৃষ্ণাগমন শ্রবণে বিরহ-বিপ্লুত নন্দ অতীব গদ্গদ বাক্যে 'হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া রোদন করিতে করিতে কৃষ্ণ দর্শনাশায় সর্ব্বদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি "হে কৃষ্ণ! কোথায় গেলে, দুঃখিত আমাকে দেখিতেছ না" বলিলে পিতৃ-বৎসল কৃষ্ণ পিতাকে দেখিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তদীয় পদদ্বয়ে পতিত হইলেন। নন্দরাজ চিরাগত তনয়কে তুলিয়া লইয়া বক্ষে ধারণপূর্ব্বক নেত্রনীরে অভিষিক্ত করিলেন, কৃপালু কৃষ্ণও নেত্রদ্বয় হইতে বারিবিসর্জ্জন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ শ্রীদামাদি সখাদিগকে দর্শন করিয়া প্রেমপরিপ্লুত হইলেন। এইরূপে প্রেমপরিপ্লুত কৃষ্ণ সকলকেই পৃথক্ পৃথক্ আলিঙ্গন করিলেন। অহো! মহীতলে ভক্তগণের মাহাত্ম্য কে বলিতে সমর্থ? বিরহ-বিক্লব নন্দাদি গোপ ও কৃষ্ণাদি যাদবগণ কেহই কিছু বলিতে সমর্থ হইলেন না। অশ্রুপূর্ণবদন কৃষ্ণ প্রেমানন্দসমাকুল গোপগণকে গদ্গদবাক্যে আশ্বস্ত করিলেন। সকলেই সেই সাক্ষাৎ জগদীশ্বর পরিপূর্ণতম কৃষ্ণকে যে অবস্থায় তিনি মথুরায় গিয়াছিলেন, তদবস্থ দর্শন করিলেন। তিনি নবীন নীরদশ্যাম, কিশোরবয়স্ক শিশুসদৃশ, শরৎকালের পূর্ণশশধর তুল্য শোভাঢ্য, কোটি কন্দর্পকান্তি, লীলাবিলাস-সুন্দর;

সস্মিতং মুরলীহস্তং দ্বিভুজং হ্যতিসুন্দরম্।
তড়িদ্বস্ত্রধরং দেবং মৎস্যকুণ্ডলিনং হরিম্॥ ৩৪
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং কৌস্তভেন বিরাজিতম্।
আজানুমালতীমালাবনমালাবিভূষিতম্॥ ৩৫
ময়ূরপিচ্ছচূড়ঞ্চ সদ্রত্নমুকুটোজ্জ্বলম্।
পক্কবিম্বাধিকোষ্ঠঞ্চ নাসিকোন্নতশোভনম্॥ ৩৬
এবং কৃষ্ণস্য রাজেন্দ্র রূপং নেত্রৈর্ব্রজৌকসঃ।
পপুরানন্দসংমগ্নাঃ পীযুষং মানবা ইব॥ ৩৭
অনিরুদ্ধং ততো নন্দঃ শাম্বাদীংশ্চৈব যাদবান্।
আশিষং প্রদদৌ রাজন্ প্রীতঃ প্রেমপরিপ্লুতঃ॥৩৮
ততঃ সর্ব্বৈশ্চ যদ্বাদ্যৈঃ পুত্রপৌত্রপরিবৃতঃ।
বিবেশ স্বপুরং নন্দো গতদুঃখো মহামতিঃ॥ ৩৯
অবপ্লুত্য রথাৎ কৃষ্ণঃ শাম্বাদ্যৈঃ পরিভূষিতঃ।
ত্বরং স্বমাতুর্ভবনমানন্দং প্রদদদ্ যযৌ॥ ৪০
দৃষ্ট্বা স্বমাতরং কৃষ্ণো গৃহদ্বারে সমাগতাম্।
রুদতীং বাষ্পকণ্ঠীং তাং ননাম প্ররুদন্ হরিঃ॥৪১
যশোদা তস্য জননী স্বপ্রাণেভ্যঃ প্রিয়ং সুতম্।
উপগুহ্য দদৌ তস্মৈ গিরা গদ্গদয়াশিষঃ॥ ৪২
নন্দস্তথোপনন্দশ্চ তথা যত্র বৃষভানবঃ।
বৃষভানুবরশ্চৈব হেতে দ্রষ্টুং সমাযযুঃ॥ ৪৩
তত্রাগতানাং গোপানাং শ্রীকৃষ্ণো যাদবৈর্বৃতঃ।
যথাবিধ্যুপসংগম্য সর্ব্বেষাং মানমাদধে॥ ৪৪
তে তু কৃষ্ণস্য কুশলং পপ্রচ্ছুর্মুদিতাননাঃ।
তেষাং কৃষ্ণশ্চ ভগবান্ পপ্রচ্ছ কুশলং পরম্॥৪৫
ততশ্চ যমুনাতীরে বৃন্দারণ্যে নৃপেশ্বর।
বভূবুঃ শিবিরাঃ সর্ব্বেঽনিরুদ্ধস্য মহাত্মনঃ॥ ৪৬
শিবিরেষ্বনিরুদ্ধাদ্যাঃ শাম্বাদ্যাশ্চোদ্ধবাদয়ঃ।
নিবাসং চক্রিরে কৃষ্ণঃ স্থিতোঽভূন্নন্দপত্তনে॥ ৪৭
আগতেভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যো নন্দঃ কৃষ্ণেন সংযুতঃ।
ভোজনং প্রদদৌ রাজন্ পশুভ্যশ্চ তৃণানি চ॥৪৮

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ ব্রজপ্রবেশো নাম চত্বা-
রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪০॥

তাঁহার নয়নশোভা শরৎকালীন প্রভাত কমল শোভা তিরস্কার করে, মুখশোভায় অখিল মুখশোভা তিরস্কৃত হয়; তিনি স্মিত-বদন, মুরলীহস্ত, দ্বিভুজ, অতি সুন্দর, পীতবসন, কৌস্তভভূষিত, মকরকুণ্ডলধর; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনলিপ্ত, জানু পর্য্যন্ত মালতী-মালা ও বনমালা বিলম্বিত, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ, মুকুট অত্যন্ত রত্নোজ্জ্বল, পক্কবিম্ববৎ অধরোষ্ঠ ও নাসিকা উন্নত ও সুন্দর। ২৩—২৬। হে রাজেন্দ্র! আনন্দ-মগ্ন ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের তথাবিধ রূপমাধুর্য্য মানবগণের অমৃত-পানের ন্যায় স্ব স্ব নেত্র দ্বারা পান করিলেন। হে নৃপ! প্রেমপরিপ্লুত সানন্দ-চিত্ত নন্দ অনিরুদ্ধ ও শাম্বাদি যাদবগণকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। অনন্তর পুত্র-পৌত্র-পরিবৃত বিগত-দুঃখ মহামতি নন্দ যাদবগণের সহিত স্বপুরে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণ রথ হইতে অবতরণ করিয়া শাম্বাদির সহিত মিলিত হইলেন এবং আনন্দ দান করিতে করিতে সত্বর মাতার গৃহে গমন করিলেন। মাতাকে গৃহ-দ্বারাগতা বাষ্পকণ্ঠী ও রোদনপরায়ণা দেখিয়া কৃষ্ণও ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। জননী যশোদা স্বীয় প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া গদ্গদ বাক্যে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। নন্দ, উপনন্দ, ষট্‌বৃষভানু, বৃষভানুবর ইঁহারাও কৃষ্ণ-দর্শনার্থ সমাগত হইলেন, সযাদব কৃষ্ণও তথায় সমাগত গোপগণের সমীপে গিয়া তাঁহাদের মান বর্দ্ধন করিলেন। তাঁহারা সানন্দে কৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ কৃষ্ণও তাঁহাদের পরম মঙ্গল প্রশ্ন করিলেন। হে নৃপেশ্বর! অনন্তর যমুনাতীরের বৃন্দারণ্যে মহাত্মা অনিরুদ্ধের শিবির সংস্থাপিত হইল; অনিরুদ্ধ, শাম্ব ও উদ্ধবাদি যাদবগণ শিবিরে বাস করিলেন, কৃষ্ণ নন্দ-ভবনে অবস্থিত হইলেন। হে রাজন্! নন্দ কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া সমাগত ব্যক্তিগণকে ভোজ্য এবং গবাদি পশুগণকে তৃণ দান করিলেন। ৩৭—৪৮।

অশ্বমেধখণ্ডে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪০॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

গর্গ উবাচ ।

আহূতো রাধয়া কৃষ্ণঃ সন্ধ্যায়াং নন্দনন্দনঃ ।
জগাম শশ্বদেকান্তে শীতলং কদলীবনম্ ॥ ১
রম্ভাদলৈশ্চন্দনস্ত পঙ্কযুক্তং মনোহরম্ ।
স্ফারাস্ফুরন্নভ্রগেহং যমুনাবায়ুসীকরম্ ॥ ২
এতাদৃশং রাধিকায়াঃ সুন্দরং মেঘমন্দিরম্ ।
সর্ব্বং দুঃখাগ্নিনা নিত্যং ভস্মীভূতং বভূব হ ॥ ৩
শ্রীদামশাপেন নৃপ দুঃখেন বৃষভানুজা ।
তত্ত্বং রক্ষতি তত্রাপি কৃষ্ণাগমনহেতবে ॥ ৪
নিশম্য কৃষ্ণং স্বনে সমাগতং
সখীমুখাচ্ছ্রীবৃষভানুনন্দিনী ।
আনেতুমুত্থায় বরাসনাদ্বরং
দ্বারে সখীভির্নৃপ সা জগাম হ ॥ ৫
দদৌ হ্যাসনপাদ্যাদ্যান্নুপচারান্ ব্রজেশ্বরী ।
কুশলং বাক্যং কৃষ্ণা কৃষ্ণং ব্রজেশ্বরম্ ।
পরিপূর্ণতমং দৃষ্ট্বা পরিপূর্ণতমা নৃপ ।
জহৌ বিরহজং দুঃখং সংযোগে হর্ষপূরিতা ॥ ৭
চকার স্বস্তাঃ শৃঙ্গারং বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ ।
কুশস্থল্যাং গতে নাথে শৃঙ্গারো ন কৃতস্তয়া ॥৮
পুরা তয়া ন ভুক্তঞ্চ তাম্বুলং মিষ্টভোজনম্ ।
কৃতং ন শয্যাশয়নং কচিদ্ধাস্যং ন বা কৃতম্ ॥ ৯
সিংহাসনে স্থিতং রাধা দেবং মদনমোহনম্ ।
হর্ষাশ্রূণি প্রমুঞ্চন্তী জগৌ গদ্গদয়া গিরা ॥ ১০

রাধোবাচ ।

গোকুলং মথুরাং ত্যক্ত্বা গতঃ কস্মাৎ কুশস্থলীম্
বদ তন্মে হৃষীকেশ ত্বং সাক্ষাদ্গোকুলেশ্বরঃ ॥১১
ক্ষণং যুগসমং নাথ জানামি ত্বদ্বিয়োগতঃ ।
ঘটীং মন্বন্তরসমাং দ্বিপরার্দ্ধসমং দিনম্ ॥ ১২
কস্মিন্ কুকালে বিরহো মে বভূব চ দুঃখদঃ ।
যেন ত্বচ্চরণৌ দেব ন দ্রক্ষ্যামি সুখপ্রদৌ ॥ ১৩
যথা রামং তু সীতেব মানসং বরটেব চ ।
তথা রাসেশ্বরং ত্বাং তু মানদং হি সমুৎসহে ॥ ১৪
সর্ব্বং জানাসি সর্ব্বজ্ঞঃ কিং দুঃখং কথয়াম্যহম্ ।

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

গর্গ বলিলেন,—সন্ধ্যাকালে রাধা-কর্ত্তৃক কৃষ্ণ আহূত হইয়া নির্জ্জন নিত্য শীতল কদলী-বনে উপনীত হইলেন। সেই মনোহর বন কদলীদল-শীতল, চন্দন-কর্দ্দমাক্ত সৌদামিনী সদৃশ উজ্জ্বল ধারাগৃহযুক্ত ও যমুনা-শীকর-সিক্ত; রাধিকার এতাদৃশ সুন্দর ধারাগৃহ কৃষ্ণ-বিরহ দুঃখাগ্নি দ্বারা যেন নিত্য ভস্মীভূত অবস্থায় অবস্থিত। হে নৃপ! শ্রীদামশাপে রাধা বিরহ-দুঃখিতা ছিলেন, তথাপি কৃষ্ণ-গমনাশায় অতি কষ্টে প্রাণ রক্ষা করিতে-ছিলেন। হে রাজন্! রাধা সখীমুখে কদলী-বনে কৃষ্ণাগমন বার্ত্তা বিদিত হইয়া উত্তম আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে আনিবার জন্য সখীগণসহ দ্বারদেশে সমাগতা হইলেন এবং ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণা আসন পাদ্যাদি উপচার প্রদান করিয়া ব্রজেশ্বর কৃষ্ণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। হে নৃপ! পরিপূর্ণতমা রাধা পরিপূর্ণতম কৃষ্ণদর্শনে মিলন-আনন্দে পূর্ণা হইয়া দুঃখ ত্যাগ করত বসন ভূষণ ও চন্দনাদি দ্বারা নিজ শৃঙ্গার বেশ রচনা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিলে রাধা শৃঙ্গারবেশ করেন নাই, তাম্বুল, মিষ্ট-ভোজন, শয্যা শয়ন ও হাস্যও করেন নাই। তিনি সম্প্রতি মদনমোহন কৃষ্ণকে সিংহাসনে বসাইয়া হর্ষাশ্রু মোচন করিতে করিতে গদ্গদ বাক্যে বলিলেন। ১—১০। রাধা বলিলেন,—হে হৃষীকেশ! আপনি সাক্ষাৎ গোকুলপতি, গোকুল ও মথুরা ত্যাগ করিয়া কি জন্য দ্বার-কায় গিয়াছিলেন, তাহা আমায় বলুন। হে নাথ! আপনার বিরহে আমার নিকট ক্ষণ যুগ-তুল্য, ঘটিকা মন্বন্তরসম ও দিন দ্বিপরার্দ্ধ সদৃশ বোধ হইয়া থাকে; কি কুকালেই যে আমার দুঃসহ বিরহ হইয়াছিল, হে দেব! যে জন্য এ যাবৎ আমার ভবদীয় সুখপ্রদ পদদ্বয়দর্শন ঘটে নাই। হংসী মানস-সরোবর ও সীতা রাম দর্শনে যেমন উৎসুকা হয়, হে মানদ রাসেশ্বর! তদ্রূপ আপনার দর্শনার্থ আমিও উৎসাহান্বিতা; হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি সকলই

শতবর্ষং গতং নাথ বিয়োগো ন গতো মম ॥১৫
ইত্যুক্ত্বা বচনং রাজন্ স্বামিনী স্বামিনং পরম্।
বিয়োগখিন্না দুঃখানি স্মরন্তী সা রুরোদ হ ॥১৬
দৃষ্ট্বা প্রিয়াং রুদন্তীং তাং প্রিয়ঃ প্রাহ প্রিয়ং বচঃ
তস্যাশ্চ শময়ন্ বাক্যৈঃ কৃষ্ণঃ কমলমেব চ ॥ ১৭

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ন কর্ত্তব্যস্ত্বয়া রাধে শোকশ্চ তনুশোষকঃ।
তেজশ্চৈকং দ্বিধাভূতমাবয়োর্ঋষয়ো বিদুঃ ॥ ১৮
যত্রাহং ত্বং সদা তত্র যত্র ত্বং হ্যহমেব চ।
বিয়োগ আবয়োর্নাস্তি মায়াপুরুষয়োর্যথা ॥ ১৯
ভেদং হি চাবয়োর্মধ্যে যে পশ্যন্তি নরাধমাঃ।
দেহান্তে নরকান্ রাধে তে প্রয়ান্তি স্বদোষতঃ ॥
অথাতস্ত্বং তু মাং রাধে নিত্যং দ্রক্ষ্যসি চান্তিকে
প্রভাতে চক্রবাকীব চক্রবাকং প্রিয়ঙ্করম্ ॥২১
কিঞ্চিৎকালেন দয়িতে গোপগোপীভিরেব চ।
সাকং ত্বয়াক্ষরং ব্রহ্ম শ্রীগোলোকং ব্রজাম্যহম্ ॥

জানেন, দুঃখের কথা আমি আর কি বলিব? হে নাথ! শত বৎসর অতীত হইল, তথাপি আমার বিয়োগ-ব্যথা বিদূরিত হইল না! হে রাজন্! বিয়োগ-বিধুরা কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা পরম-পতিকে এই কথা কহিয়া দুঃখ স্মরণ করত রোদন করিতে লাগিলেন। প্রিয়া রাধাকে রোদন করিতে দেখিয়া প্রিয় কৃষ্ণ মনোজ্ঞ বাক্যে তাঁহার দুঃখ দূর করত বক্ষ্যমাণ প্রিয়-বাক্য বলিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাধে! তুমি শরীরশোষক শোক করিও না; আমাদের একই তেজ দ্বিধাভূত হইয়াছে, ইহা ঋষিগণ বিদিত আছেন। তুমিও যেখানে, সর্ব্বদা আমিও সেখানে; প্রকৃতি পুরুষের মত আমা-দের ভেদ নাই। যে সকল নরাধম আমাদের মধ্যে ভেদ দর্শন করে, হে রাধে! দেহান্তে স্বদোষে তাহাদের নরকে গতি হয়। হে প্রিয়ে! অতঃপর তুমি প্রভাতে চক্রবাকীর প্রিয়কর চক্রবাক দর্শনের ন্যায় আমাকে নিত্য নিকটে দেখিতে পাইবে; হে রাধে! কিছু-কাল পরে গোপগোপীসহ আমি তোমার সহিত মিলিত হইয়া অক্ষর ব্রহ্মধাম গোলোকে গমন

গর্গ উবাচ।

মাধবস্য বচঃ শ্রুত্বা গোপীভিঃ সহ রাধিকা।
প্রসন্না পূজয়ামাস রমেশঞ্চ রমা যথা ॥ ২৩
শ্রীরাধয়া পুনঃ কৃষ্ণো রাসার্থং প্রার্থিতো নৃপ।
প্রসন্নো বৃন্দকারণ্যে রাসং কর্ত্তুং মনো দধে ॥২৪
ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্র-সুমেরৌ রাধাকৃষ্ণমেলনং নামৈক-চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

হেমন্তে মাসি পূর্ব্বস্মিন্ রাকায়াং রাধিকেশ্বরঃ।
বংশীং বশকরীং দধ্মৌ যথা বৃন্দাবনে পুরা ॥ ১
ধ্বনির্বভূব তস্যাশ্চ সর্ব্বেষামাহরেন্মনঃ।
নিশম্য গোপ্যঃ সংখিন্না কামখেদেন তত্রসুঃ ॥২
কৃষ্ণরন্ধ্রভূতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরং ধ্যানাদ্দ্রস্ত নয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মেরয়ন্ বেধ-

করিব। গর্গ বলিলেন,—হে নৃপ! কৃষ্ণ-বাক্য শ্রবণে রাধা গোপীগণসহ প্রসন্ন হইয়া রমার পতিপূজার ন্যায় কৃষ্ণের পূজা করিলেন এবং রাধা কর্ত্তৃক রাসার্থ পুনঃ প্রার্থিত হইয়া কৃষ্ণ সানন্দে বৃন্দারণ্যে রাস করিতে মনোরথ করিলেন। ১১—২৪।

অশ্বমেধখণ্ডে একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪১॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

গর্গ বলিলেন,—হেমন্ত ঋতুর প্রথম অগ্র-হায়ণ মাসে পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলে রাধানাথ কৃষ্ণপূর্ব্বে বৃন্দাবনে যেমন করিয়া-ছিলেন তদ্রূপ বশকরী বংশী বাজাইলেন। বংশীধ্বনি উত্থিত হইয়া সকলের মন হরণ করিল, গোপিনীরা বংশীধ্বনি শ্রবণে কাম-ব্যথায় ব্যথিত হইয়া ত্রাসান্বিত হইলেন! অহো! সে বংশীধ্বনি মেঘ স্তম্ভিত, আকাশ

সন্। ঔৎসুক্যাদ্বলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্র-
মাঘূর্ণয়ন্, ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥ ৩

অথোদগাচ্চন্দ্রমাস্ত চর্ষণীনাং শুচো মৃজন্।
যথা প্রিয়ায়া রাজেন্দ্র বিদেশাদাগতঃ প্রিয়ঃ॥ ৪
তদৈব যমুনা রাজংস্তনুং দিব্যাং দধার হ।
বৃন্দাবনং গিরীন্দ্রশ্চ ব্রজভূমিশ্চ মানদ॥ ৫

কৃষ্ণা নদী জয়তি যত্র মণীন্দ্রমুক্তা-
মাণিক্যশুভ্রহরিতাকরতোলিকাভিঃ।
বৈদূর্য্যনীলকহরিদ্ধরিবজ্রপীত-
সোপানমণ্ডপযুতাভিরতিস্ফুরন্তী॥ ৬
স্বচ্ছন্দমুৎপতিতমৎস্যগণৈর্বহন্তী
সচ্ছ্যামলেন বপুষাঘগণং হরন্তী।
উত্তুঙ্গলোললহরী কমলৈর্লসন্তী
কৃষ্ণানদী জয়তি কৃষ্ণগৃহে লুঠন্তী ৭
গোবর্দ্ধনং ভজ গিরিং শতশৃঙ্গযুক্তং
মন্দারচন্দনলতাবৃতকল্পবৃক্ষম্।
শ্রীরাসমণ্ডলযুতং মণিমণ্ডপাঢ্যং
॥ ৮
বৃন্দাবনঞ্চ যমুনাতটনীরতীর-
সংপৃক্তমন্দগমনৈরতিগন্ধবাতৈঃ।
তৎকম্পিতঞ্চ সুরভীকৃতসর্ব্বদেশং
শ্রীখণ্ডকুঙ্কুমমৃদাগুরুচর্চ্চিতং শম্॥ ৯
জুষ্টং বসন্তনবপল্লবপুষ্পরঙ্গৈ-
র্মন্দারচন্দনসুচম্পকনীপনিম্বৈঃ।
আম্রাতকাম্রপনসাগুরুনাগরঙ্গৈঃ
শ্রীতালপিপ্পলবটৈর্নবনারিকেলৈঃ॥ ১০

মঞ্জীরশালকতমালকদম্বযুক্তম্।
সন্তানকুন্দবদরীকদলীসিতাঢ্যং
শ্রীশাল্মলীবকুলকেতকিসচ্ছিরীষম্॥ ১১
সন্মোদিনীজলজবৃন্দমনোহরাভং
বৃন্দারকং বরবনং তুলসীলতাঢ্যম্।

মুহুর্মুহু অত্যন্ত চমৎকৃত, সনন্দন প্রমুখ ব্রহ্মর্ষিগণের ধ্যানভঙ্গ, ব্রহ্মাকে বিস্মাপিত, পাতালে বলিকে প্রবল ঔৎসুক্যবশে বিচালিত এবং ভোগিবর অনন্তকে বিঘূর্ণিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের ভিত্তিভূমি ভেদ করত চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর জনগণের শোকাপহারী চন্দ্র প্রিয়া-সমীপে বিদেশাগত পতির ন্যায় উদিত হইলেন! হে মানদ নৃপ! তখনই যমুনা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও ব্রজভূমি দিব্য দেহ ধারণ করিলেন। ১—৫। যাঁহার তরঙ্গমালা মণীন্দ্র মুক্তা মাণিক্য ও শুভ্র হরিন্মণির মত উজ্জ্বল; সোপানশ্রেণী বৈদূর্য্য, নীল, হরিত, হরিবজ্র ও পীতরত্ন ভূষিত; তীরভূমি বহু প্রাসাদ দ্বারা পরিশোভিত; সেই অতি তেজোময়ী যমুনা জয়যুক্তা হউন। যাঁহার জলমধ্যে মকর ও মৎস্যগণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, যিনি শ্যামল কলেবরে বহমানা হইয়া নরগণের পাপ হরণ করেন, যিনি ভাসমান কমলযুক্ত উত্তুঙ্গ চঞ্চল তরঙ্গ তুলিয়া থাকেন এবং কৃষ্ণগৃহ ব্রজে বিরাজ করেন, সেই যমুনা নদী জয়যুক্তা হউন। যাঁহাতে শত শত শৃঙ্গ বিদ্যমান, মন্দার ও চন্দনলতাবৃত কল্পবৃক্ষ বিরাজিত, বহু মণি-মণ্ডপযুক্ত রাসমণ্ডল, বহু পুষ্পতরু এবং কোটি কোটি মনোজ্ঞ নিকুঞ্জ কুটীর প্রতিষ্ঠিত, সেই গিরি গোবর্দ্ধনকে ভজনা করি। মঙ্গলময় বৃন্দাবন ঐ যমুনার তীরনীর সম্পৃক্ত, যমুনাজল সুগন্ধময় গন্ধবহযুক্ত ও মন্দগমনশীল, চন্দন কুঙ্কুম ও অগুরুগন্ধময় ঐ জল কম্পিত হইয়া তত্রত্য সর্ব্বদেশ সুরভীকৃত করে। বৃন্দাবনের বর্ণ বসন্তের নব-পুষ্পপল্লব সদৃশ; তথায় মন্দার, চম্পক, কদম্ব, নিম্ব, আম্রাতক, আম্র, পনস, অগুরু, তগর, নাগরঙ্গ, বিল্ব, তাল, পিপ্পল, বট, নারিকেল, খর্জ্জুর, শ্রীফল, লবঙ্গ, মঞ্জীর, শাল, তমাল, নীপ, সন্তানক, কুন্দ, বদরী, কদলী, শাল্মলী, বকুল, কেতকী ও শিরীষ প্রভৃতি তীরতরু ও পুষ্পলতাজাল বিরাজিত। বনরাজ দিব্য বৃন্দাবনে সাধুজনের মনোমোদকর মনোহরপ্রভ বহু কমলাদি পুষ্পজতিকা বিদ্যমান, বিশেষতঃ তুলসী

শ্রীমল্লিকামৃতলতামধুমাধবীভিঃ
সংরাজিতং স্মর নৃপেন্দ্র ব্রজস্য মধ্যে ॥১২
বংশীবটঞ্চ কলকণ্ঠবিহঙ্গমৈশ্চ কৃষ্ণা-
তটে চ পুলিনং কিল বালুকাঢ্যম্।
শ্রীপাটলৈর্মধুককিংশুকসৎপ্রিয়ালৈ-
রৌদুম্বরৈঃ ক্রমুকদ্রাক্ষকপিত্থযুক্তম্ ॥ ১৩
শ্রীকোবিদারপিচুমন্দলতার্জ্জুনৈশ্চ
প্লক্ষৈরশোকসরলৈঃ সুরদারুভিশ্চ।
জম্বুস্থবেত্রনলকুব্জকস্বর্ণযূথী-
পুন্নাগনাগকুটজৈঃ কুরবৈর্বৃতঞ্চ ॥ ১৪
চক্রাহ্বসারসশুকৈঃ সিতরাজহংসৈঃ
কারণ্ডবৈশ্চ জলকুক্কুটকূজিতঞ্চ ॥ ১৫
দাত্যুহকোকিলকপোতকনীলকণ্ঠৈ-
র্নৃত্যন্ময়ূরকলরাববৃতং স্মর ত্বম্ ॥ ১৬
শ্যামাচকোরকলখঞ্জনসারিকাভিঃ
পারাবতৈর্ভ্রমরতিত্তিরতিত্তিরীভিঃ।
শ্রীকাঞ্চনীমধুলতামধুযূথিকাভিঃ
সংবেষ্টিতং হরিণমর্কটমর্কটীভিঃ ॥১৭
শ্রীপদ্মরাগশিখরঞ্চ নিকুঞ্জগেহং
শ্রীকৌস্তুভেন্দ্রমণিরাজিবিরাজমানম্।
কোটীন্দুমণ্ডলবিতানগণৈশ্চ হৈমৈঃ
শ্রীপট্টসূত্ররচিতৈর্মণিতোরণাঢ্যম্ ॥ ১৮
মুক্তাবৃতৈঃ কনকপীতপতৎপতাকৈঃ
পারাবতৈঃ সিতপতত্রিভিরাবৃতঞ্চ।
মন্দারকুন্দকরবীরকযূথিকানাং
মালাবিচিত্ররচিতং নবচম্পকানাম্ ॥১৯
নাগেশপদ্মহরিচন্দনপল্লবানাং
শ্রীমালতীকুরবকাঞ্চনযূথিকানাম্।
মালাভিরাবৃতমনঙ্গহরং গৃহং তৎ-
সদ্রত্নদর্পণবৃতং সিতচামরৈশ্চ ॥ ২০
সিংহাসনৈশ্চ নবপল্লবপুষ্পযুক্তৈঃ
শয্যাসনৈঃ কনকবিক্রমপাদবৃন্দৈঃ।
শ্রীচন্দনাগুরুজলৈর্মকরন্দসক্তৈঃ
কস্তূরিকামুদিতকুঙ্কুমচর্চ্চিতং তৎ ॥ ২১
এজদ্বসন্ততরুপল্লবমেব বাতৈঃ
শীতৈর্গজেন্দ্রগমনৈঃ সুরভীকৃতাঙ্গম্।
এতাদৃশং হরিনিকুঞ্জগৃহং স্মর ত্বং
সন্নম্রশাখতরুযুক্তমতীব পুষ্পৈঃ ॥২২

তরু বহু পরিমাণে বিরাজিত। হে নৃপবর! মল্লিকা, অমৃতলতা ও মধু-মাধবী পরিবৃত ব্রজ-মধ্যস্থ বৃন্দাবন তুমি ধ্যান কর। ৬—১২। কলকণ্ঠ বিহগগণ পরিবৃত বংশীবট; কৃষ্ণা-তটের বালুকা-বহুল পুলিন; পাটল, মধুক, কিংশুক, প্রিয়াল, উড়ুম্বর, ক্রমুক, দ্রাক্ষা, কপিত্থ কোবিদার, পিচুমর্দ্দ, অর্জ্জুন, প্লক্ষ, অশোক, সরল, দেবদারু, জম্বু, বেত্র, নল, কুব্জক, স্বর্ণ-যূথী, পুন্নাগ, নাগ, কুটজ ও কুরব প্রভৃতি তরু ও লতাজালযুক্ত—চক্রবাক, সারস, শুক, শ্বেত রাজহংস, কারণ্ডব, জলকুক্কুট-কূজিত এবং মধুররব দাত্যুহ কোকিল, কপোত, নীলকণ্ঠ ও নৃত্যপরায়ণ ময়ূরমণ্ডিত বৃন্দাবন তুমি স্মরণ কর। শ্যামা, চকোর, কলখঞ্জন, সারিকা, পারাবত, ভ্রমর, তিত্তির ও তিত্তিরী প্রভৃতি পক্ষি সমাকুল। কাঞ্চনী, মধুলতা ও মধুযূথিকা পরিবেষ্টিত; হরিণ, বানর ও বানরী সমাকীর্ণ; পদ্মরাগমণি-নির্ম্মিত শিখর-সমন্বিত; কৌস্তুভ ও ইন্দ্রমণি শোভিত নিকুঞ্জ-গৃহযুক্ত; চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ কোটি কোটি স্বর্ণ বিতান সমাকীর্ণ; পট্টসূত্ররচিত মণিতোরণ-বহুল; মুক্তাবৃত পতপত শব্দায়মান পীত স্বর্ণ-পতাকাযুক্ত; পারাবত সদৃশ শ্বেত ছত্রাবৃত; মন্দার, কুন্দ, করবীর, যূথী ও নব-চম্পক-নির্ম্মিত মালাপঞ্চক পরিভূষিত; নাগেশ, পদ্ম, হরিচন্দন, মালতী, কুরব ও কাঞ্চনযূথিকা-নির্ম্মিত মালাবৃত; উত্তম রত্ন রচিত দর্পণাবৃত মদনক্লেশহর গৃহসমাকুল; শ্বেত চামর, সিংহাসন ও নবপুষ্পবল্লবময় শয্যাযুক্ত; কনক ও উত্তম বিক্রম নির্ম্মিত আসনসমন্বিত; চন্দন, অগুরু-জল, মকরন্দ, কস্তূরী, মনোহর কুঙ্কুম চর্চ্চিত; গজেন্দ্র গতি সদৃশ শীতল বায়ুদ্বারা কম্পিত বসন্ত তরুপল্লবের সুগন্ধামোদিত; উত্তম পুষ্প ও ফলভরে আনম্র তরুনিকর বিরাজিত—হে রাজন্! এতাদৃশ হরি-নিকুঞ্জগৃহযুক্ত বৃন্দা-

শ্রীবেণুগীতং বহুকামবর্দ্ধনং
নিশম্য সর্ব্বা ব্রজযোষিতো নৃপ।
শ্রীকৃষ্ণকান্তেন গৃহীতমানসা
বিসৃজ্য কর্ম্মাণি সমাযযুর্বনে ॥ ২৩
রুদ্ধা যাঃ পতিভী রাজন্ কৃষ্ণেন হৃতমানসাঃ।
স্থূলং শরীরং তাস্ত্যক্ত্বা ত্বরং কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥২৪
সিংহাসনে হেমদুকূলসংযুতে
মধ্যে স্থিতং সুন্দরনন্দনন্দনম্।
শ্রীসুন্দরীরাধিকয়া সমং পরং
গলে দধানং মধুমালতীস্রজম্ ॥ ২৫
শ্যামং প্রভাতার্ককিরীটিনং হরিং
স্ফুরৎপ্রভং শ্রীমুরলীমনোহরম্।
পীতাম্বরং মন্মথরাশিমোহনং
ব্রজস্ত্রিয়স্তং দদৃশুঃ সমাগতাঃ ॥ ২৬
দৃষ্ট্বা প্রিয়াঃ প্রিয়তমং মৎস্যকুণ্ডলিনং হরিম্।
গোপ্যো মূর্চ্ছাং গতাঃ সদ্যো ভূপ
চালক্ষিতোদ্যমাঃ ॥২৭
সান্ত্বয়ামাস তাঃ কৃষ্ণো মিষ্টবাক্যৈঃ সুধাসমৈঃ।
তদা গোপ্যো বনোদ্দেশে সর্ব্বাশ্চৈতন্যতাং গতাঃ
কৃষ্ণং গদগদয়া বাচা স্তুত্বা ভীতাঃ স্ত্রিয়ো বরাঃ।
ত্যক্ত্বা বিরহজং দুঃখং গোবিন্দং দদৃশুঃ প্রিয়ম্
বৃন্দাবনে ভ্রাজমানে মালতীবনসঙ্কুলে।
দিব্যদ্রুমলতাজালে মধুপধ্বনিনাদিতে ॥ ৩০
বিচচার হরিঃ সাক্ষাদ্দেবো মদনমোহনঃ।
পদ্মাভং পদ্মহস্তেন গৃহীত্বা রাধিকাকরম্ ॥ ৩১
প্রহসন্ ভগবান্ সাক্ষাদাযযৌ যমুনাতটম্।
কৃষ্ণাতীরে নিকুঞ্জে বৈ শ্রীকৃষ্ণো নিষসাদ হ ॥ ৩২
তস্মিন্ গৃহে মধুপতেঃ শৃণু গোপিকানাং
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রচরণস্মরণাবৃতানাম্।
ঝঙ্কারনূপুরঝণৎকরকঙ্কণানাং
মঞ্জীররত্নবিচলৎকটিকিঙ্কিণীনাম্ ॥ ৩৩
স্মেরদ্যুতিস্ফুটচমৎকৃতগণ্ডদেশৈঃ
শ্রীদন্তপংক্তিবিলসত্তড়িদালিবেশৈঃ।
কোটীরহারহরিদঙ্গদভূষিতানাং
বালার্কমণ্ডলবিকুণ্ডলমণ্ডিতানাম্ ॥ ৩৪
তাসান্তু কাপি যুবতী কথিতা চ মুগ্ধা
মধ্যাপি কাপি তরুণী রুচিরা প্রগল্ভা।

বন তুমি স্মরণ কর। ১৩—২২। হে নৃপ! ব্রজ গোপীগণ বহুকামবর্দ্ধন বেণুগীত শ্রবণে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আকৃষ্টমনা হইয়া গৃহকৃত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগমন করিলেন। হে রাজন্! যে সকল কৃষ্ণাপহৃতচিত্তা গোপী পতি কর্ত্তৃক গৃহে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম দেহে কৃষ্ণান্তিকে সত্বর সমাগত হইলেন। ব্রজনারীগণ গিয়া দেখিলেন,—স্বর্ণ বসন সংযুক্ত সিংহাসনের মধ্যস্থলে সুন্দরী রাধিকার সহিত স্ফুরিতপ্রভ কোটি কন্দর্পমোহন মুরলী-মোহন শ্যামসুন্দর পীতাম্বর নন্দনন্দন কৃষ্ণ বিদ্যমান; তাঁহার গলে উত্তম মধুমালতী মালা ও মস্তকে প্রভাতার্ককিরণ কিরীট। তাঁহারা মকরকুণ্ডলধারী প্রিয়তম হরিকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন হে রাজন্! প্রিয়া গোপীগণ তাঁহার দিকে দৃষ্টি প্রদানে সমর্থ হইলেন না। কৃষ্ণ গোপীগণকে অমৃততুল্য মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিলেন, তখন তাঁহারা সেই বনমধ্যে চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া ভীত ভীত ভাবে গদ্‌গদ বাক্যে স্তব করত বিরহদুঃখ ত্যাগ করিয়া প্রিয় গোবিন্দকে সন্দর্শন করিলেন। মদনমোহন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মালতীকাননসঙ্কুল দিব্য তরুলতা জালযুক্ত মধুকররবমুখরিত ভ্রাজমান বৃন্দাবনে কোমলকরে রাধিকার কমল কর ধরিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে যমুনাতটে আসিয়া যমুনাতীরের নিকুঞ্জগৃহে গিয়া উপবেশন করিলে সেই গৃহে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। কৃষ্ণচরণস্মরণাবৃত গোপীগণের চঞ্চল নূপুর, করকঙ্কণ ও মনোজ্ঞ রত্নযুক্ত কটিকিঙ্কিণীর মধুর ঝঙ্কার উত্থিত হইল; তাঁহাদের গণ্ডদেশ হইতে লোকচমৎকারিণী ঈষৎ হাস্যচ্ছটা স্পষ্ট প্রকাশ পাইল এবং দন্তপংক্তি হইতে যেন অসংখ্য সৌদামিনীশোভা বিকশিত হইল। বহুমূল্য হার ও হরিত অঙ্গভূষণ-ভূষিত বহু বালার্ককিরণতুল্য কুণ্ডলমণ্ডিত সেই ব্রজকামিনীগণের

কাচিত্তরুং নময়তী মধুরং হসন্তী
কাচিৎ সখী মদযুতা সুবনে ব্রজন্তী ॥ ৩৫
সত্তাড়া তামপি করেণ তু কাপ্যধাবৎ
সংগৃহ্য কাপি ভবনে কমলৈর্জঘান।
কাচি স্খলৎকনকহারমুপাজহার
কাচিৎ প্রমুক্তকবরী তু বিহারমত্তা ॥ ৩৬
শ্রীজাহ্নবী চ যমুনা মধুমাধবী চ
শীলা রমা শশিমুখী বিরজা সুশীলা।
চন্দ্রাননা চ ললিতা হ্যচলা বিশাখা
মায়াদ্য এব কথিতা ভবনে হ্যসংখ্যাঃ ॥ ৩৭
লীলাতপত্রমতিমৌক্তিকদামজালং
নীত্বা চলন্তি মণিভূমিষু তত্র কাশ্চিৎ।
শ্রীচামরব্যজনদণ্ডধরা বয়স্যাঃ
কাশ্চিদ্ ব্রজন্তি ধৃতপীতপতৎপতাকাঃ ॥ ৩৮
নৃত্যন্তি তত্র হরিবেষধরাস্ত কাশ্চি-
দ্বীণাকরা মধুরতালমৃদঙ্গহস্তাঃ।
বংশীধরাশ্চ বৃষভানুসুতাঃ সুবেষাঃ
কেয়ূরকুণ্ডলযুতা মণিবেত্রহস্তাঃ ॥ ৩৯

সদ্ভাবভাবরসতালযুতৈর্বিশদৈঃ
ঝঙ্কারনূপুরযুতৈর্বিশদৈঃ কটাক্ষৈঃ।
সঙ্গীতনৃত্যবিদিতৈস্ত্ব ভ্রূবিভঙ্গৈঃ
রাধাং হরিঞ্চ সততং পরিতোষয়ন্ত্যঃ ॥ ৪০
তস্মিন্নিকুঞ্জভবনে যমুনাতটেঽপি
বংশীবটে বনধরানিকটে হরিং ত্বম্।
শ্রীরাধয়া চ গিরিরাজতটং ব্রজন্তং
নন্দাত্মজঞ্চ নটবেশধরং স্মর ত্বম্ ॥ ৪১
শ্রীপদ্মরাগনখদীপ্তিপদারবিন্দং
ঝঙ্কারনূপুরধরং স্ফুরদঙ্গদেশম্।
কুর্ব্বন্তমেব তু পদাকম্পভূমিদেশং
শ্রীমৎপরাগসুরুচালমিতস্ততস্তু ॥ ৪২
লক্ষ্মীকরাব্জপরিলালিতজানুদেশং
রম্ভোরুপীতবসনন্ত কৃশোদরান্তম্।
রোমাবলিভ্রমরনাভিসরস্ত্রিরেখং
কাঞ্চীধরং ভৃগুপদং মণিকৌস্তভাঢ্যম্ ॥ ৪৩
শ্রীবৎসহাররুচিরং নবমেঘনীলং
পীতাম্বরং করিকরস্ফুটবাহুদণ্ডম্।

মধ্যে কেহ যুবতী, কেহ মুগ্ধা, কেহ মধ্যা, কেহ তরুণী ও কেহ মনোজ্ঞা প্রগল্‌ভা। তন্মধ্যে কেহ তরু নমিত করিয়া মধুর হাস্য করিলেন, কোন সখী যৌবনমদযুক্তা মনোজ্ঞ বনে বিচরণ করত করতালি দিয়া প্রধাবিত হইলেন; কোন সখী অপর সখীকে ধরিয়া ভবনমধ্যে কমল দ্বারা প্রহার করিলেন; বিহারমত্তা মুক্তকবরী কোন সখী স্রস্ত কনকহার কর দ্বারা তুলিয়া লইলেন। ২৩—৩৬। জাহ্নবী, যমুনা, মধুমাধবী, শীলা, রমা, শশিমুখী, বিরজা সুশীলা, চন্দ্রাননা, ললিতা, অচলা, বিশাখা ও মায়া প্রভৃতি অসংখ্য সখী রাধিকার ভবনমধ্যে বিরাজিতা; তন্মধ্যে কেহ প্রভূত মুক্তামালাযুক্ত লীলাতপত্র লইয়া সেই মণিভূমি মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন; কোন বয়স্যা কামিনী ব্যজন দণ্ডধারিণী হইয়া এবং কোন সখী পতপত শব্দায়মান পীত পতাকা লইয়া বিচরণ করিলেন; কেহ কৃষ্ণবেশ ধরিয়া নৃত্য, কেহ কর দ্বারা মৃদঙ্গে মধুর তাল দিয়া বীণাবাদন এবং কেহ বংশী বাদ্য করিলেন। এইরূপে কেয়ূর-কুণ্ডলমণ্ডিত সুবেশা বৃষভানুতনয়াগণ মণিবেত্র করে লইয়া সদ্ভাবযুক্ত রসতাল সহকারে বিশদ নূপুর-ঝঙ্কার, ঈষৎ হাস্যযুক্ত কটাক্ষ সঙ্গীত, নৃত্য ও ভ্রূকুটী-বিভঙ্গ দ্বারা রাধাকৃষ্ণের সতত সন্তোষ সাধন করিলেন। হে রাজন্! এহেন যমুনাতটের বংশীবটের বনধরার নিকটে নিকুঞ্জ গৃহ মধ্যে গোবর্দ্ধন-তটবিহারী নটবেশধারী নন্দনন্দন কৃষ্ণকে রাধার সহিত তুমি স্মরণ কর। তিনি পদ্মরাগপ্রভ নখরাজি-বিরাজিত পদারবিন্দে ঝঙ্কারযুক্ত নূপুর পরিয়াছেন, নৃত্যব্যপদেশে অঙ্গ কম্পিত ও চারু চরণ ইতস্তত চালিত করিতেছেন, তাঁহার পাদপদ্মস্পর্শে পৃথিবী অরুণিত হইয়াছে; তিনি কাঞ্চীধারী, রম্ভোরু, পীতবসন, কৃশকটি; কমলা কমলকরে তাঁহার পাদ সংবাহন করিতেছেন; তদীয় ভ্রমররূপ ত্রিরেখ রোমাবলী যেন গম্ভীর নাভিসরোবরে

রত্নাঙ্গদঞ্চ মণিকঙ্কণপদ্মহস্তং
শ্রীরাজহংসবরকন্ধরশোভমানম্ ॥ ৪৪
শ্রীকম্বুকণ্ঠললিতং বিলসৎকপোলং
মধ্যস্থ নিম্নচিবুকং কিল কুন্দদন্তম্।
বিম্বাধরং স্মিতলসচ্ছুকচঞ্চুনাসং
পীযূষকল্পবচনং প্রচলৎকটাক্ষম্ ॥ ৪৫
...কদলনেত্রমনঙ্গলীলং
ভ্রূমণ্ডলস্মিতগুণাবৃতকামচাপম্।
বিদ্যুচ্ছটোচ্ছলিতরত্নকিরীটকোটিং
মার্ত্তণ্ডমণ্ডলবিকুণ্ডলমণ্ডিতাভম্ ॥ ৪৬
বংশীধরং স্বচ্ছিবিলোলগুড়ালকাঢ্যং
রাধাপতিং সজলপদ্মমুখং চলন্তম্।
কন্দর্পকোটিঘনমানহরং কৃশাঙ্গং
বংশীবটে নটবরং ভজ সর্ব্বথা ত্বম্ ॥ ৪৭
আরক্তরক্তনখচন্দ্রপদাব্জশোভাং
মঞ্জীরনূপুররণৎকটিকিঙ্কিণীকাম্।
শ্রীঘণ্টিকাকনককঙ্কণশব্দযুক্তাং
রাধাং দধামি তরুপুঞ্জনিকুঞ্জমধ্যে ॥ ৪৮

নীলাম্বরৈঃ কনকরশ্মিভটস্ফুরদ্ভিঃ
শ্রীভানুজাতটমরুল্লগতিচঞ্চলাঙ্গৈঃ।
স্বক্ষস্বরূপললিতৈরতিগৌরবর্ণাং
রাসেশ্বরীং ভজ মনোহরমন্দহাসাম্ ॥ ৪৯
বালার্কমণ্ডলমহাঙ্গদরত্নহারাং
তাটঙ্কতোরণমণীন্দ্রমনোহরাভাম্।
শ্রীকণ্ঠভালসুমনোনবচম্পদালীং
রত্নাঙ্গুলীয়ললিতাং ব্রজরাজপত্নীম্ ॥ ৫০
চূড়ামণিদ্যুতিলসৎস্ফুরদর্দ্ধচন্দ্রং
গ্রৈবেয়কালপনপত্রবিচিত্ররূপাম্।
শ্রীপট্টসূত্রমণিপট্টচলদ্দ্বিদাম্নীং
স্ফূর্জ্জৎসহস্রদলপদ্মধরাং ভজস্ব ॥ ৫১
শ্রীবাহুকঙ্কণলসৎকুচরত্নদীপ্তিং
শ্রীনাসিকাভরণভূষিতগণ্ডদেশাম্।
সদ্‌যৌবনাঙ্গসগতিং কলসর্পবেণীং
সন্ধ্যেন্দুকোটিবদনাং স্ফুটচম্পকাভাম্ ॥ ৫২
সদ্ভাবভাবসহিতাং নবপদ্মনেত্রাং
স্ফূর্জ্জৎস্মিতদ্যুতিকলাং প্রচলৎকটাক্ষাম্।

প্রবেশ করিতেছে; তাঁহার বক্ষ ভৃগুপদ-লাঞ্ছিত ও কৌস্তভমণিশোভাঢ্য। নবমেঘ-শ্যাম, পীতাম্বর, করিশুণ্ডতুল্য-বাহুদণ্ড-মণ্ডিত, অমৃতভাষী রত্নাঙ্গদ মণিকঙ্কন শ্রীবৎস ও হারশোভিত, রাজহংসতুল্য উন্নতকন্ধর, ক্ষীণ-মধ্য, রুচিরাধর সুন্দর, কম্বুকণ্ঠ,কুন্দদন্ত, চঞ্চল-কটাক্ষ, বিম্বাধর, সহাস্যবদন,শুকচঞ্চুনাস, পদ্ম-পত্রতুল্য আয়ত নেত্র,মদনবিলাস,প্রশস্তকপোল, মনোহর জ্যাযুক্ত কামধনুতুল্য ভ্রূযুগলশোভী, কোটিবিদ্যুচ্ছটা উচ্ছলিত রত্নমুকুটধারী, মার্ত্তণ্ডমণ্ডল্যদ্যুতিযুক্ত কুন্তলমণ্ডিত, সর্পসদৃশ চঞ্চল অলকাবলী শোভিত. সজল পদ্মবদন, কোটিকন্দর্পদর্পহারী, কৃশাঙ্গ, বংশীবটে বিচরণ-শীল বংশীধর নটবর রাধানাথকে তুমি সর্ব্বদা ভজনা কর। ৩৮—৪৭। যাঁহার অলক্ত তুল্য আরক্ত পাদপদ্ম চন্দ্রসদৃশ নখপংক্তি দ্বারা শোভিত এবং মনোজ্ঞ নূপুর ও ক্বণধ্বনি কিঙ্কিণীযুক্ত, করে শব্দায়মান ক্ষুদ্রঘণ্টা ও কনক কঙ্কণ ভূষিত, এ হেন রাধাকে তরুপুঞ্জ নিকুঞ্জ মধ্যে ধ্যান করি। রাধার পরিধানে কনকচ্ছটাযুক্ত উজ্জ্বল নীলাম্বর, যমুনাতীর-প্রবাহিত পবন প্রবাহে তাহা কম্পিত, তাঁহার আকার অনতিদীর্ঘ এবং তিনি মনোজ্ঞ গৌর-বর্ণা ও মন্দহাস্যযুক্তা, এ হেন রাসেশ্বরী রাধাকে তুমি ভজনা কর। তাঁহার মনোজ্ঞ অঙ্গদ ও রত্ন-হার বালদিবাকরকান্তি সদৃশ, ইন্দ্রমণিযুক্ততাট-ঙ্কাদি অলঙ্কার শোভায় দেহপ্রভা মনোহারিণী, ললাট ও কণ্ঠ কান্তিযুক্ত, গলে নবচম্পক মালা, কোমলকরে রত্নাঙ্গুরীয়; তাঁহার শোভাবিল-সিত চূড়ামণি উজ্জ্বল অর্দ্ধচন্দ্রসদৃশ, গ্রীবাভূষণ এবং চিত্রিত পত্রাবলী অতিশয় বিচিত্র মণি-ময় ও পট্টসূত্রনির্ম্মিত দ্বিবিধ মালা দোলায়-মান; হে রাজন্! এতাদৃশী উজ্জ্বল-সহস্র-দল কমলকরা ব্রজেশ্বরীকে তুমি ভজনা কর। তাঁহার বাহু কঙ্কণালঙ্কৃত, কুচদ্বয় রত্নবৎ দীপ্তিমান্, নাসিকা ও গণ্ডদেশ ভূষণ-ভূষিত; তিনি তরুণী, অতিসুন্দরী, অলস-গামিনী, সুন্দর সর্পবেণী, সন্ধ্যাকালীন কোটি-

কৃষ্ণপ্রিয়াং ললিতকুন্তলপুঞ্জলাভাং
মন্দারহারমধুরভ্রমরীরবাঢ্যাম্ ॥ ৫৩
শ্রীখণ্ডকুঙ্কুমমৃদাগুরুবারিসিক্তাং
শ্রীবিন্দুকীরুচিরপত্রবিচিত্রচিত্রাম্ ।
সন্তানপত্ররুচিরামলমঞ্জনাভাং
রাসেশ্বরীং গজগতিং ভজ পদ্মিনীং তাম্ ॥
এতাদৃশীং রতিবরাস্তু সমেত্য কৃষ্ণো
গচ্ছন্নিকুঞ্জবনজালবিলোকনায় ।
ধাবন্তি তত্র মণিছত্রধরাশ্চ গোপ্যো
নীত্বা তথা চমরচারুপতৎপতাকান্ ॥ ৫৫
ষড্রাগমেব বরধৈবতমধ্যমাদ্যৈ-
র্গায়ন্তমাদিপুরুষং ভজ নন্দপুত্রম্ ।
ষট্‌ত্রিংশতন্তদনুবর্ত্তিতরাগিণীনাং
বংশীরবেণ ললিতেন বরং ব্রজন্তম্ ॥ ৫৬
শৃঙ্গারবীরকরুণাদ্ভুতহাস্যরৌদ্র-
বীভৎসশান্তকভয়ানকনিত্যযুক্তম্ ।
ভক্তপ্রিয়ং ব্রজবধূমুখপদ্মভৃঙ্গং
যোগীন্দ্রহৃৎকমলবিস্ফুরদঙ্ঘ্রিযুগ্মম্ ॥ ৫৭
ক্ষেত্রজ্ঞমাদিপুরুষং স্বধিযজ্ঞরূপং
সর্ব্বেশ্বরং সকলকারণকারণেশম্ ।
কৃষ্ণং হরিং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পুমাংসং
সর্ব্বং নিরস্তকপটং নিজতেজসেহ ॥ ৫৮
যং বৈ স্তবন্তি শিবধর্ম্মসুরেশশেষ-
লোকেশসিদ্ধিদগণেশসুরাদয়োঽপি ।
রাধারমাপ্রকৃতিভূবিরজাস্বরাদ্যা
বেদা ভজন্তি সততং তমহং ভজামি ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমদ্‌গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ রাসক্রীড়ায়াং দ্বিচত্বারিংশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

চন্দ্রতুল্যবদনী ও প্রস্ফুটিত চম্পক-পুষ্পবরণী, সুন্দর হাব ভাবসূচিত নবকমল-নয়নী, উজ্জ্বল স্মিত কিরণ বিলসিত চঞ্চল কটাক্ষ-বিক্ষেপ-কারিণী, কৃষ্ণপ্রিয়বিধায়িনী, ললিত কুন্তল-শালিনী, পুত্তলিকাতুল্যপ্রভাময়ী এবং মধুকর-গুঞ্জিত মন্দারকুসুমধারিণী ; চন্দন কুঙ্কুম ও কর্দ্দম ও অগুরু বারি দ্বারা তাঁহার দেহ অভি-ষিক্ত, ললাট বিন্দু বিন্দু চিত্র বিচিত্র মনোজ্ঞ অলকাবলী ভূষিত, সন্তানতরুপত্র বিরচিত অঞ্জনদ্বারা দন্তশোভা বিলসিত, হে রাজন্! এ হেন গজগামিনী পদ্মিনী রাসেশ্বরীকে তুমি ভজনা কর। ৪৮—৫৮। এতাদৃশী রতিবরা রাধিকা সমীপে আসিয়া কৃষ্ণ নিকুঞ্জকানন অবলোকনার্থ গমন করিলেন। গোপীগণ তখন মণিময় ছত্র চারু চামর ও পতপত শব্দায়মান পতাকা লইয়া ইতস্তত প্রধাবিত হইলেন এবং উত্তম ধৈবত ও মধ্যমাদি ছয় রাগে অনাদি পুরুষ কৃষ্ণের গুণগান করিলেন ; হে রাজন্! তুমি এতাদৃশ নন্দতনয়ের বন্দনা কর। কৃষ্ণ স্বয়ং উক্ত ছয় রাগের অনুবর্ত্তিনী ষট্‌ত্রিংশ ললিত রাগিণী বংশী যোগে গান করিতে করিতে শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, রৌদ্র, বীভৎস, শান্ত ও ভয়ানক প্রভৃতি রসের উদ্দীপন করিয়া গমন করিতে লাগি-লেন। যিনি ভক্তপ্রিয়, ব্রজ বধূগণের বদন-কমলের মধুকর, ক্ষেত্রজ্ঞ, আদিপুরুষ, অধিযজ্ঞ-রূপ সর্ব্বেশ্বর, সকল কারণের কারণেশ, কৃষ্ণ, প্রকৃতিপুরুষমধ্যে পুরুষ ; যাঁহার পাদপদ্ম যোগিগণের হৃদয়পদ্মে প্রতিষ্ঠিত, যাঁহার নিজতেজে কুহকজাল নিরস্ত ; যাঁহাকে শিব, যম, ইন্দ্র, শেষনাগ, লোকেশ, সিদ্ধিদ গণেশ প্রভৃতি দেবগণ স্তব করেন ; রাধা, রমা, প্রকৃতি, ভূদেবী, বিরজা এবং স্বরাদিযোগে বেদ যাঁহার সতত ভজনা করেন, আমি সতত সেই কৃষ্ণকে ভজনা করি। ৫৫—৫৯।

অশ্বমেধখণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

বৃন্দাবনে বৃক্ষলতালিসঙ্কুলে
মন্দানিলে বীজতি শীতলে নৃপে।
রন্ধ্রাণি বেণোঃ কিল পূরয়ন্ হরি
র্মুহুর্হরত্যেব দিবৌকসাং মনঃ॥ ১
বেণুগীতং ততঃ শ্রুত্বা শ্রীরাধা কীর্ত্তিনন্দিনী।
ভুজাভ্যাং নন্দসূনুং বৈ জগ্রাহানঙ্গবিহ্বলা॥ ২
গোকুলস্য চকোরীং তাং কৃষ্ণো গোকুলচন্দ্রমাঃ।
দৃষ্ট্বা কুসুমপর্য্যঙ্কে তয়া রেমে হৃতমনাঃ॥ ৩
বিহারেণ ব্রহ্মানন্দেন স্বামিনী।
মুদং লেভে মহাত্যন্তং তথা স্বামী বশীকৃতঃ॥ ৪
রমণীয়ং রতিকরং রাসে রামা রমেশ্বরম্।
জগৃহুঃ সর্ব্বতো রাজন্ শতযূথাশ্চ যোষিতঃ॥ ৫
তাভিঃ সার্দ্ধং হরী রম্যো রেমে বৈ রাসমণ্ডলে।
তাবদ্রূপধরো রাজন্ যাবতো ব্রজযোষিতঃ॥ ৬
বিহারিণ্যশ্চ তাঃ সর্ব্বা বিহারেণ বিহারিণঃ।
ব্রহ্মানন্দেন সম্মর্ত্ত্যা আনন্দং লেভিরে যথা॥ ৭
শ্রীকরাভ্যাং শ্রীকরাভ্যাং শ্রীশঃ শ্রীশ্যামসুন্দরঃ।
দধার হৃদয়ে সর্ব্বাস্তাভির্ভক্ত্যা বশীকৃতঃ॥ ৮
স্বেদযুক্তান্যাননানি তাসাং প্রীত্যা ব্রজেশ্বরঃ।
প্রামৃজৎ পীতবস্ত্রেণ কিং বদামি তপঃফলম্॥ ৯
বিনা সাঙ্খ্যেন যোগেন তপসা শ্রবণেন চ।
বিনা তীর্থেন দানেন প্রাপ্তাঃ কামেন তা হরিম্॥
ততো গোপীজনাঃ সর্ব্বা মানবত্যঃ পরস্পরম্।
কুবাক্যং কথয়ামাসুঃ দৃপ্তাঃ কৃষ্ণবিহারতঃ॥ ১১
অস্মাংস্ত্যক্ত্বা পুরা কৃষ্ণো গতঃ শ্রীমথুরাং পুরীম্
বিলোকিতুং রূপিণীশ্চ সুন্দরীঃ স্ত্রীশ্চ সুন্দরঃ॥১২
ন দৃষ্টাস্তেন সুন্দর্য্যো জগাম দ্বারকাং পুনঃ।
ন দৃষ্টাস্তেন তাস্তত্র বিবাহং কৃতবান্ পুনঃ॥১৩
রুক্মিণীং ভীষ্মকসুতাং ন মত্বা তাং তু রূপিণীম্
পুনর্ব্বিবাহান্ কৃতবান্ সহস্রাণি চ ষোড়শ॥ ১৪
ন মত্বা রূপিণীস্তাশ্চ শোকং কুর্ব্বন্ পুনঃ পুনঃ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—হে নৃপ! তরুলতাদি-সঙ্কুল বৃন্দাবনে শীতল মন্দানিল প্রবাহিত হইল, কৃষ্ণ বংশীরন্ধ্র সকল পূরিত করিয়া মুহুর্মুহু গান করত দেবগণের মন হরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বেণুগান শুনিয়া কীর্ত্তিনন্দিনী রাধিকা নন্দনন্দকে বাহুদ্বয়ে ধারণ করিলেন। গোকুলচন্দ্র কৃষ্ণ গোকুল-চকোরী রাধিকাকে পুষ্পপর্য্যঙ্কে দর্শন করিয়া তাঁহার মন হরণ করত তাঁহার সহিত রমমাণ হইলেন; কৃষ্ণবিহারে ব্রহ্মানন্দ মগ্না রাধিকা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন, কৃষ্ণও তাঁহার বশীভূত হইলেন। হে রাজন্! রাসস্থলে শতযূথ গোপীগণ রমণীয় রতি-কর রাধাকৃষ্ণকে সকল দিক্ হইতে ধারণ করিলেন। হে রাজন্! ব্রজগোপীগণের সংখ্যা যত, রমণীয় কৃষ্ণ তত রূপ হইয়া রাসমণ্ডলে তাঁহাদের সহিত রমমাণ হই-লেন। হে রাজন্! সাধু মানবগণ ব্রহ্মানন্দে যেমন আনন্দিত হন, রাসবিহারিণীরাও রাস-বিহারীর সহিত রাস করিয়া তদ্রূপ আনন্দলাভ করিলেন। গোপীভক্তি-বশীকৃত শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ প্রত্যেকের করদ্বয় স্বীয় করদ্বয়ে ধরিয়া স্বহৃদয়ে ধারণ করিলেন। ব্রজেশ্বর তাঁহাদের স্বেদযুক্ত বদন প্রীতিভরে পীতপটে মার্জ্জন করিয়া দিলেন। যাঁহারা সাংখ্যযোগ তপস্যা শাস্ত্র-শ্রবণ তীর্থ ও দান ব্যতীত কেবল কাম-দ্বারা কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহাদের তপঃ-ফল আর কি বলিব। ১—১০। অনন্তর মানময়ী গর্ব্বিতা গোপীগণ কৃষ্ণবিহারকালে তাঁহার প্রতি পরস্পর কুবাক্য প্রয়োগ করি-লেন;—সুন্দর কৃষ্ণ সুন্দরীনারীদর্শনার্থ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া মথুরাপুরে প্রয়াণ করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া পুনরায় দ্বারকায় গমন করেন; যখন সেখানেও সুন্দরী রমণী মিলিল না, তখন পুনর্ব্বার বিবাহ করিলেন। ভীষ্মক-নন্দিনী রুক্মিণী রূপিণী হইলেও তাঁহার মনে ধরিল না, তাই তিনি পুনরায় ষোড়শ সহস্র বিবাহ করিলেন। তাঁহারাও তাঁহার

ব্রজমাগতবান্ সখ্যঃ শ্রীকৃষ্ণোঽস্মান্ বিলোকিতুম্,
দৃষ্ট্বা রূপাণি চাস্মাকং সর্ব্বদ্রষ্টা রমেশ্বরঃ।
প্রসন্নোঽভূত্তথা সখ্যো যথা রাসে হরিঃ পুরা ॥ ১৬
তস্মাদ্বয়ঞ্চ সর্ব্বাসাং সুন্দরীণাং বরাঃ স্মৃতাঃ।
সুনেত্রাশ্চন্দ্রবদনাঃ শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাঃ ॥ ১৭
অস্মত্তুল্যাশ্চ রূপিণ্যো নৈব দেবাঙ্গনাশ্চ খে
যাভিঃ শীঘ্রং কটাক্ষৈশ্চ কৃষ্ণঃ কামী বশীকৃতঃ ॥
অহো বৈ যেন হংসেন মুক্তাঃ পূর্ব্বং প্রভক্ষিতাঃ
স এবান্যৎ কথং বস্তু ভক্ষয়িষ্যতি দুঃখতঃ ॥১৯
ন সন্তি মুক্তাঃ সর্ব্বত্র সন্তি মানসরোবরে।
তথা বরস্ত্রিয়ো ভূমৌ ন সন্তি সন্তি চাত্র হি ॥২০

গর্গ উবাচ।

ইতি মানবতীনাঞ্চ স্বাত্মারামো জগৎপতিঃ।
বচঃ শৃণ্বন্ রাধয়া চ তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২১
নির্দ্ধনোঽপি ধনং লব্ধ্বা মানং প্রকুরুতে নৃপ।
যস্য নারায়ণঃ প্রাপ্তস্তস্য কিং কথয়াম্যহম্ ॥২২

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ রাসক্রীড়ায়াং ত্রিচত্বারিংশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

নিকট সুন্দরী বলিয়া গণ্য হইল না, হে সখী-গণ! তাই পুনঃপুনঃ দুঃখ করিয়া আমাদিগকে দেখিবার জন্য কৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিয়াছেন। হে সখীগণ! সম্প্রতি সর্ব্বদ্রষ্টা রাসেশ্বর রমাপতি হরি আমাদিগের রূপ দেখিয়া পূর্ব্বকৃত রাসের মত প্রীতি অনুভব করিলেন, অতএব আমরা সর্ব্বসুন্দরী অপেক্ষা—সুন্দরী বরনারী, আমরা সুনেত্রা চন্দ্রবদনা নিত্য-স্থিরযৌবনা; সুতরাং স্বর্গেও আমাদের তুল্যরূপা দেবাঙ্গনা কেহ নাই। কেননা, কামী কৃষ্ণ আমাদের কটাক্ষ দ্বারা সদ্য বশীকৃত হইয়াছেন। অহো! যে হংস পূর্ব্বে মুক্তা ভক্ষণ করিয়াছে, দুঃখে পড়িলেও সে কি অন্য বস্তু ভক্ষণ করিতে পারে, মুক্তা যেমন সর্ব্বত্র থাকে না, মানস সরোবরেই থাকে; তদ্রূপ ভূতলে বরনারী নাই, এই ব্রজপুরেই আছে। গর্গ বলিলেন,—আত্মারাম জগৎপতি মানময়ীগণের তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাধার সহিত সেই স্থলেই

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

বজ্রনাভিরুবাচ।

অদ্ভুতং কৃষ্ণচরিতং ময়া ত্বন্মুখতঃ শ্রুতম্।
কিং চক্রুর্গোপিকাস্তাসাং স কথং দর্শনং দদৌ।
তৎসর্ব্বং মুনিশার্দ্দূল মহ্যং শ্রদ্ধালবে বদ।
ধন্যাস্তে যে হি শৃণ্বন্তি কর্ণে কৃষ্ণকথাং সদা ॥২
মুখেন কৃষ্ণচন্দ্রস্য নামানি প্রজপন্তি হি।
হস্তৈঃ শ্রীকৃষ্ণসেবাং বৈ যে প্রকুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ ॥৩
নিত্যং কুর্ব্বন্তি কৃষ্ণস্য ধ্যানং দর্শনমেব চ।
পাদোদকং প্রসাদঞ্চ যে প্রভুঞ্জন্তি নিত্যশঃ ॥৪
ইতীদৃশেন ভাবেন শ্রমেণ জগদীশ্বরম্।
যে ভজন্তি মুনিশ্রেষ্ঠ তে প্রয়ান্তি হরেঃ পদম্ ॥৫
সংসারে যে প্রভুঞ্জন্তি ভোগান্নানাবিধান্ মুনে।
শ্রবণাদীন্ন কুর্ব্বন্তি দেহসৌখ্যেন দুর্ম্মদাঃ ॥ ৬
তে চান্তে যমদূতৈশ্চ গৃহীতাশ্চ ভয়ানকৈঃ।

অন্তর্হিত হইলেন। হে নৃপ! নির্দ্ধন ধন পাইয়া মান করিয়া থাকে, নারায়ণ যাহার লভ্য হয়, তাহার কথা আর কি বলিব। ১১—২২।

অশ্বমেধখণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

বজ্রনাভ বলিলেন,—আমি আপনার মুখে অদ্ভুত কৃষ্ণচরিত শ্রবণ করিলাম, অতঃপর গোপীগণ কি করিলেন, কৃষ্ণ কিরূপে তাঁহা-দিগকে দর্শন দিলেন, হে মুনিশার্দ্দূল। শ্রবণে শ্রদ্ধাযুক্ত আমাকে তৎসমস্ত বলুন। যাঁহারা কর্ণে সতত কৃষ্ণকথা শ্রবণ, মুখে কৃষ্ণচন্দ্রের নামজপ, হস্তে কৃষ্ণচরণসেবা, নিত্য কৃষ্ণধ্যান ও দর্শন, পাদোদক ও প্রসাদ সর্ব্বদা ভক্ষণ করেন, তাঁহারা ধন্য। হে মুনিসত্তম! এতাদৃশ ভক্তি ও আয়াস স্বীকারে যাঁহারা জগদীশ্বরের ভজনা ও তদীয় বিবিধ ভোগাম্নাদি ভক্ষণ করেন, তাঁহারা হরিপদে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। হে মুনে! সংসারে যে সকল দুর্ম্মদ দেহাত্ম-সুখী কৃষ্ণনামশ্রবণাদি করে না, তাহারা দেহান্তে

পতিতাঃ কালসূত্রে বৈ যাবচ্চন্দ্রবিনিশাকরৌ ॥৭

স্থত উবাচ।

ইত্যুক্তবন্তং রাজানং প্রত্যুবাচ মুনীশ্বরঃ।
গদ্গদস্বরয়া বাণ্যা প্রশস্য চরিতং হরেঃ ॥ ৮

গর্গ উবাচ।

কৃষ্ণে চান্তর্হিতে রাজংস্তরং সর্ব্বাশ্চ গোপিকাঃ।
অচক্ষাণাশ্চ তং তপ্তা হরিণ্যো হরিণং যথা ॥ ৯
অন্তর্হিতং হরিং জ্ঞাত্বা গোপ্যঃ সর্ব্বাশ্চ পূর্ব্ববৎ।
যুথীভূতা বিচিক্যুর্বৈ সর্ব্বতস্তং বনে বনে ॥ ১০
পপ্রচ্ছুর্ভূরুহান্ সর্ব্বাম্মিলিত্বা তু পরস্পরম্।
হত্বা হস্মান্ কটাক্ষেণ ক্ব গতো নন্দনন্দনঃ ॥১১
তদস্মাকঞ্চ বদত যূয়ং সর্ব্বে বনেশ্বরাঃ।
মার্ত্তণ্ডকন্যে হ্যজিরে গোপালো গাশ্চ চারয়ন্ ॥
নিত্যং চকার লীলাস্তু স গতঃ কুত্র নো বদ।
শতশৃঙ্গগিরীন্দ্রস্তং শ্রীনাথেন ধৃতঃ পুরা ॥ ১৩
বামহস্তে রক্ষণার্থং বাসবাদ্ ব্রজবাসিনাম্।
ন জহাতি হরিস্ত্বাং তু স্বপুত্রং হৃদয়োদ্ভবম্ ॥১৪
স গতো বদ কুত্রাস্তে বিহায় বিপিনে চ নঃ।
হে ময়ূরাশ্চ হরিণা হে গাবো হে মৃগাঃ খগাঃ ॥
কিরীটী হ্যলকী কৃষ্ণো যুষ্মাভিঃ কিং বিলোকিতঃ
বদত সোঽপি কুত্রাস্তে বনে কস্মিন্মনোহরঃ ॥ ১৬
এতৈশ্চ বাক্যৈঃ সংপৃষ্টাঃ কঠিনাস্তীর্থবাসিনঃ।
উত্তরং নৈব দাস্যন্তি সর্ব্বে তে মোহিতাঃ কিল ॥

গর্গ উবাচ।

এবং সর্ব্বা হি পৃচ্ছন্ত্যঃ কৃষ্ণচন্দ্রং বনে বনে।
বদন্ত্যঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বভূবুস্তন্ময়াস্ততঃ ॥ ১৮
চক্রুঃ কৃষ্ণচরিত্রাণি তত্র কৃষ্ণময়াঃ স্ত্রিয়ঃ।
যমুনাবালুকায়াঞ্চ পদানি দদৃশুর্হরেঃ ॥ ১৯
বজ্রধ্বজাঙ্কুশাদ্যৈশ্চ চিহ্নিতানি মহাত্মনঃ।
তৎপদান্যনুসারেণ পশ্যন্ত্যঃ প্রযযুস্ত্বরম্ ॥২০
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণবো নীত্বা মূর্দ্ধ্নি ধৃত্বা ব্রজাস্ত্রিয়ঃ।
পদান্যন্যানি দদৃশুশ্চান্যচিহ্নযুতানি হি ॥ ২১
নিরীক্ষ্যাহুঃ প্রিয়াসার্দ্ধং গতঃ প্রিয়তমো হ্যসৌ।

ভয়ানক অন্তক দূতগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কালসূত্র নরকে নিমগ্ন থাকে। সূত বলিলেন,—রাজা এইরূপ বলিলে মুনিবর গর্গ কৃষ্ণযশের প্রশংসা করিয়া গদ্গদ স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন। গর্গ বলিলেন,—হে রাজন্! কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাঁহার অদর্শনে গোপীগণ হরিণের অদর্শনে হরিণীগণের ন্যায় অনুতপ্ত হইলেন। গোপীগণ কৃষ্ণকে অন্তর্হিত জানিয়া পূর্ব্ববৎ দলবদ্ধভাবে সর্ব্বত্র বনে বনে তাঁহার অন্বেষণ করিলেন। ১—১০। তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া তরুগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তোমরা বননাথ, অতএব বল—কটাক্ষ দ্বারা আমাদিগকে নিহত করিয়া কৃষ্ণ কোথায় গমন করিলেন। যমুনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে সূর্য্যতনয়ে! যিনি গোপালবেশে গোচারণ করিয়া তোমার নিকট নিত্য লীলা করিতেন, তিনি কোথায় গেলেন তাহা বল। গোবর্দ্ধনকে কহিলেন,—তুমি শতশৃঙ্গ গিরিবর শ্রীনাথ পূর্ব্বে বাসবকোপ হইতে ব্রজবাসিগণের রক্ষার্থ তোমাকে বাম করে, অবলীলাক্রমে ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি স্বীয় হৃদয়জাত আত্মজের মত তোমাকে ত্যাগ করেন নাই, তিনি বনে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়া রহিয়াছেন, বল। হে ময়ূর, হে হরিণ, হে গো মৃগ ও খগগণ! তোমরা কি কিরীটী অলকী মনোহর কৃষ্ণকে দেখিয়াছ? তিনি কোন্ কাননে আছেন, তাহা বল। এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়াও সেই নির্দ্দয় বৃন্দাবনবাসীরা উত্তর দিল না, সকলেই মোহিত হইয়া রহিল। গর্গ বলিলেন,—এইরূপে বনে বনে কৃষ্ণজিজ্ঞাসমানা গোপীগণ "হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে তন্ময় হইয়া কৃষ্ণ-চরিতের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা যমুনার বালুকায় মহাত্মা কৃষ্ণের ধ্বজ-বজ্র ও অঙ্কুশাঙ্কিত পদচিহ্ন দর্শন করিয়া সেই পদাঙ্কানুসরণ করত দেখিতে দেখিতে সত্বর গমন করিলেন। ব্রজনারীরা সেই সকল পদ্ম-চিহ্ন হইতে ধূলি লইয়া মস্তকে ন্যস্ত করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে অগ্রসর হইয়া অন্য চিহ্নযুক্ত পদাঙ্ক প্রত্যক্ষ করিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা বলি-

এবং বদন্ত্যঃ পশ্চাত্তো গোপ্যস্তালবনং গতাঃ ॥
ব্রজমগ্রে ব্রজেন্দ্রস্ত ব্রজেশ্বর্য্যা ব্রজে নৃপ।
কোলাহলঞ্চ গোপীনাং শ্রুত্বা প্রত্যাহ স্বামিনীম্
শীঘ্রং গচ্ছ প্রিয়ে ত্বং তু কোটিচন্দ্রসমপ্রভে।
আগতা ব্রজনার্য্যো হি নেতুং ত্বাং মাঞ্চ
সর্ব্বতঃ ॥ ২৪
ততঃ প্রিয়া হরেঃ পূর্ব্বং শৃঙ্গারং কুসুমৈর্নৃপ।
চকার সুন্দরং দিব্যং বৃন্দারণ্যে চ পূর্ব্ববৎ ॥ ২৫
নন্দসূনুঃ প্রিয়ায়াশ্চ দিব্যং শৃঙ্গারমেব চ।
চকার বহুভিঃ পুষ্পৈর্ভাণ্ডীরে চ যথা পুরা ॥২৬
কেশপ্রসাধনাদৈশ্চ প্রকৃতাম্বূলানুলেপনৈঃ।
সুন্দরী সুন্দরেণাপি বভূবাত্যন্তসুন্দরী ॥ ২৭
ততঃ কৃষ্ণস্তু মুদিতঃ পুষ্পবৃক্ষতলে নৃপ।
শয্যাং পুষ্পময়ীং কৃত্বা তয়া রেমে রমেশ্বরঃ ॥ ২৮
বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণায়াঃ পুলিনে তথা।
নন্দীশ্বরে বৃহৎসানৌ তথা রোহিতপর্ব্বতে ॥ ২৯
অরণ্যেষু দ্বাদশসু সর্ব্বত্র ব্রজমণ্ডলে।
কান্তয়া বিচরন্ কান্তো বংশীবটতলে স্থিতঃ ॥৩০
তত্র শুশ্রাব গোপীনাং বদন্তীনাং রবং পরম্।
স্বামিন্যা সহ রাজেন্দ্র শ্রীগোপীজনবল্লভঃ ॥ ৩১
পুনঃ প্রাহ প্রিয়াং প্রেম্ণা গচ্ছ গচ্ছ প্রিয়ে ত্বরম্
কৃষ্ণবাক্যং ততঃ শ্রুত্বা প্রাহ ভূত্বা চ মানিনী ॥৩২
রাধোবাচ।
ন সমর্থা প্রচলিতুং কদাপি গেহান্ন নির্গতা।
নয় মাং তে মনো যত্র দুর্ব্বলাং দীনবৎসল ॥৩৩
ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য রামাং রামানুজস্ততঃ।
স্বেন পীতাম্বরেণাপি বাজয়ামাস স্বেদতঃ ॥ ৩৪
প্রগৃহ্য পাণিনা প্রাহ সর্প রাজ্ঞি যথাসুখম্।
ইতি সা হরিণা প্রোক্তা মত্বাত্মানং বরং পরম্ ॥
হিত্বাসৌ স্ত্রীজনান্ রাত্রৌ ভজতে মাং রহঃস্থলে
ইতি মত্বা তু হৃদয়ে ভূত্বা তূষ্ণীং ব্রজেশ্বরী ॥ ৩৬
বস্ত্রেণাননমাচ্ছাদ্য পৃষ্ঠং দত্বা স্থিতাভবৎ।
পুনরাহ হরিস্তাস্তু প্রিয়ে গচ্ছ ময়া সহ ॥ ৩৭

লেন,—প্রিয়ার সহিত প্রিয়তম এই পথে গমন করিয়াছেন। এইরূপ বলিতে বলিতে দেখিতে দেখিতে তাঁহারা তালবনে প্রবেশ করিলেন। ১১—২২। হে নৃপ! ব্রজপুরে ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরীর সহিত গমন করিয়া অগ্রভাগে গোপীগণের কোলাহল শ্রবণে রাধিকাকে কহিলেন,—হে কোটিচন্দ্রপ্রভে! শীঘ্র গমন কর, হে প্রিয়ে! ব্রজ-নারীরা তোমায় ও আমায় লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিতেছে। হে নৃপ! প্রিয়া রাধিকা ইতিপূর্ব্বে বৃন্দারণ্যে যেরূপ নানা কুসুমে কৃষ্ণের প্রিয় শৃঙ্গার বেশ করিয়াছিলেন, এখানেও তাহা করিলেন; কৃষ্ণও বহু পুষ্প দ্বারা ভাণ্ডীর বনে রাধিকার যেরূপ দিব্য শৃঙ্গার রচনা করিয়াছিলেন, কেশ প্রসাধনাদি এবং মাল্য তাম্বুল ও অনুলেপন দ্বারা তদ্রূপ শৃঙ্গার রচনা করিলেন। সুন্দরী রাধিকা সুন্দর কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত সুন্দরী হইলেন। অনন্তর রাসেশ্বর কৃষ্ণ পুষ্পতরুতলে পুষ্পময়ী শয্যা রচনা করিয়া সানন্দে রাধিকার সহিত রমমাণ হইলেন। তিনি ব্রজমণ্ডলের বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনা পুলিন, নন্দীশ্বর, বৃহৎসানু রোহিতপর্ব্বত ও দ্বাদশ বনের সর্ব্বত্র রাধিকার সহিত বিচরণ করিয়া বংশীবটতলে অবস্থিত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! প্রিয়া রাধিকার সহিত তথায় গোপীগণের উচ্চরব শুনিয়া গোপীবল্লভ কৃষ্ণ পুনরায় প্রেমভরে তাঁহাকে কহিলেন,—হে প্রিয়ে! সত্বর গমন কর, গমন কর। অনন্তর কৃষ্ণবাক্য শ্রবণে রাধিকা মানিনী হইয়া বলিলেন,—আমি কখনও গৃহের বাহির হই নাই, সুতরাং চলিতে সমর্থ হইতেছি না; হে দীনবৎসল! আমি দুর্ব্বল, অতএব তুমি আমাকে যথেচ্ছ লইয়া চল। রাধার সেই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ স্বীয় পীতপটে বীজন করিয়া তাঁহার শ্রম স্বেদ দূর করিলেন এবং কর ধরিয়া বলিলেন হে রাজ্ঞি! যথাসুখে গমন কর। ২৩—৩৪। হরির তথাবিধ বাক্য শ্রবণে রাধা কৃষ্ণ অন্যান্য নারীজন পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে আমাকে ভজনা করেন, এইরূপ মনে করিয়া অত্যন্ত অভিমানিনী হইলেন এবং বসন দ্বারা বদন আবৃত করত কৃষ্ণের দিকে পীঠ দিয়া মৌনভাবে

ভজামি ত্বামহং ভদ্রে বিয়োগার্ত্তাস্তু শাপতঃ।
বিহায় গোপীঃ সর্ব্বাশ্চ লগ্নাত্বাস্তু ভজাম্যহম্॥ ৩৮
ত্বন্তু মে স্কন্ধমারুহ্য সুখং ব্রজ রহঃস্থলে।
ইত্যুক্তা মানিনীং মানী স্কন্ধযানমতীপ্সতীম্॥৩৯
ত্যক্তা হ্যন্তর্দ্দধে র জন্ স্বাত্মারামঃ স্বলীলয়া।
অন্তর্হিতে ভগবতি সহসা সা বধূর্নৃপ॥ ৪০
অবতপ্যাত দুঃখার্ত্তা গতমানা রুরোদ হ।
ততস্তদ্রোদনং শ্রুত্বা বংশীবটতটে ত্বরম্॥ ৪১
আজগ্মুর্গোপিকাঃ সর্ব্বা দদৃশুস্তাঞ্চ দুঃখিতাম্।
চক্রুঃ স্ত্রিয়স্তদঙ্গেষু বায়ুং ব্যজনচামরৈঃ॥ ৪২
স্নাপয়িত্বা তু তাং প্রেম্না কাশ্মীরসলিলেন চ।
সিষিচুর্ম্মকরন্দৈস্তাং চন্দনদ্রবসীকরৈঃ॥ ৪৩
পুনর্ব্বাক্যৈঃ সমাশ্বাস্য গোপ্যঃ কর্ম্মসু কোবিদাঃ
নিশম্য তন্মুখাদ্ যানং গোবিন্দস্য চ মানতঃ॥৪৪
মানিন্যো গোপিকাঃ সর্ব্বা বিস্ময়ং পরমং যযুঃ।
বিহায় মানং তাঃ সর্ব্বা আগত্য পুলিনং নৃপ।
স্বরৈর্জগুঃ কৃষ্ণগুণাংস্তদাগমনহেতবে॥ ৪৫

ইতি শ্রীমদ্‌গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্র-
সুমেরৌ রাসক্রীড়ায়াং চতুশ্চত্বা-
রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৪॥

অবস্থান করিলেন। হরি পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন,—হে প্রিয়ে! আমার সহিত গমন কর, হে ভদ্রে! তুমি শ্রীদামশাপে বিয়োগ-বিধুরা ও আমার সঙ্গিনী, তাই আমি অন্যান্য গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে ভজনা করিয়া থাকি। তুমি এই নির্জ্জনে আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া সুখে গমন কর। এই-রূপে কথিতা মানিনী রাধা যেমন তাঁহার স্কন্ধা-রোহণে উদ্যত হইলেন, হে রাজন্! অমনি আত্মারাম মানী কৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। হে ভূপ! ভগবান্ কৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হইলে রাধা দুঃখার্ত্তা ও অতি-পীড়িতা হইয়া মান পরিত্যাগপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ক্রন্দন-শ্রবণে গোপীগণ সত্বর বংশীবটে আসিয়া দুঃখিতা রাধাকে দর্শন করত ব্যজন ও চামর দ্বারা তদীয় অঙ্গে বীজন এবং প্রেমভরে কুঙ্কুম-জলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া তাঁহার দেহ চন্দন-জলকণা ও মকরন্দ দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। ক্রিয়াকুশলা মানিনী গোপীরা তাঁহাকে বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা দিয়া তাঁহারই মুখে মানভরে কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরম বিস্ময়প্রাপ্ত হইলেন। হে নৃপ! তাঁহারাও মান পরিত্যাগপূর্ব্বক যমুনা পুলিনে আসিয়া পুনরায় কৃষ্ণাগমনাশায় সুস্বরে গোবিন্দ-গুণ গাহিতে লাগিলেন। ৩৫—৪৫।

অশ্বমেধখণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥৪৪

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

গোপ্য ঊচুঃ।

অধরবিম্ববিড়ম্বিতবিদ্রুমং
মধুরবেণুনিনাদবিনোদিতম্।
কমলকোমলনীলমুখাম্বুজং
তমপি গোপকুমারমুপাস্মহে॥ ১
শ্যামলং বিপিনকেলিলম্পটং
কোমলং কমলপত্রলোচনম্।
কামদং ব্রজবিলাসিনীদৃশাং
শীতলং মতিহরং ভজামহে॥ ২
তং বিসঙ্কলিতলোচনাঞ্চলং
সামিকভালিতকোমলাধরম্।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

গোপীগণ বলিলেন,—যাঁহার বিম্বাধরে বিদ্রুম বিড়ম্বিত হয়, যিনি মধুর বীণা নিনাদে অখিল লোক বিনোদিত করেন, আমরা সেই কোমল নীল-কমল-বদন গোপনন্দনকে বন্দনা করি। কাননে কেলিলম্পট কোমল কমল-লোচন ব্রজ-বিলাসিনীগণের নয়নানন্দদায়ী কামদ মনোহারী শ্যামল কৃষ্ণকে আমরা ভজনা করি। যাঁহার অক্ষিকটাক্ষ চারু চঞ্চল, অধর

বংশরন্ধ্রগতকরাঙ্গুলীমুখং
বেণুনাদরসিকং ভজামহে ॥ ৩

ভূষণং ভুবনমঙ্গলশ্রিয়ম্।
ঘোষসৌরভমনোহরং হরে-
র্বেষমেব মৃগয়ামহে বয়ম্ ॥ ৪
অস্তু নিত্যমরবিন্দলোচনঃ
শ্রেয়সে হি তু সুরার্চ্চিতাকৃতিঃ।
যস্য পাদসরসীরুহামৃতং
সেব্যমানমনিশং মুনীশ্বরৈঃ ॥ ৫
গোপকৈ রচিতমল্লসঙ্গরং
সঙ্গরে জিতবিদগ্ধযৌবনম্।
চিন্তয়ামি মনসা সদৈব তং
দৈবতং নিখিলযোগিনামপি ॥ ৬
উল্লসন্নবপয়োদমেব তং
ফুল্লতামরসলোচনাঞ্চলম্।
বল্লবীহৃদয়পঞ্চতোহরং
পল্লবাধরমুপাস্মহে বয়ম্ ॥ ৭
যদ্ধনঞ্জয়রথস্য মণ্ডনং
খণ্ডনং তদপি সঞ্চিতৈনসাম্।
জীবনং শ্রুতিগিরাং সদামলং
শ্যামলং মনসি মেঽস্তু তন্মহঃ ॥ ৮
গোপিকাস্তনবিলোললোচন-
প্রান্তলোচনপরং পরাবৃতম্।
বালকেলিরসলালসং পরং
মাধবং তমনিশং বিভাবয়ে ॥ ৯
নীলকণ্ঠকৃতপিচ্ছশেখরং
নীলমেঘতুলিতাঙ্গবৈভবম্।
নীলপঙ্কজপলাশলোচনং
নীলকুন্তলধরং ভজামহে ॥ ১০
ঘোষযোষিদনুগীতবৈভবং
কোমলস্বরিতবেণুনিস্বনম্।
সারভূতমভিরামসম্পদাং
ধাম তামরসলোচনং ভজে ॥ ১১
মোহনং মনসি শার্ঙ্গিণং পরং
নির্গতং কিল বিহায় মানিনীঃ।
নারদাদিমুনিভিশ্চ সেবিতং
নন্দগোপতনয়ং ভজামহে ॥ ১২
শ্রীর্হরিস্তু রমণীভিরাবৃতো
যস্তু বৈ জয়তি রাসমণ্ডলে।

অর্দ্ধমুকুলিত ও কোমল, বংশীরন্ধ্রে করাঙ্গুলির অগ্রভাগ আবর্জ্জিত, সেই বেণুরবরসিক কৃষ্ণকে আমরা ভজনা করি। যিনি নবজাত দন্তিদন্তের কুণ্ডল দ্বারা মণ্ডিত, মধুর বাক্যে ও সৌরভে মনোহারী এবং যাঁহার কান্তি ত্রিভুবনের শান্তিপ্রদ, আমরা তাদৃশ কৃষ্ণের বেশই অনুসন্ধান করি। যাঁহার মূর্ত্তি অমরেরা নিত্য অর্চ্চনা ও ঋষিগণ চরণ-কমলামৃত অহর্নিশ সেবা করেন, সেই কমললোচন আমাদের কল্যাণ করুন। গোপগণ যাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়াছিলেন, যিনি মল্লযুদ্ধে জয়ী ও মনোজ্ঞ যুবা, আমরা সেই অখিল যোগিগুরু কৃষ্ণকে সর্ব্বদা মনে মনে ধ্যান করি। যিনি উজ্জ্বল জলদবর্ণ, যাঁহার প্রফুল্ল নয়ন কমলসদৃশ ও চঞ্চল, যিনি দৃষ্টিমাত্রে গোপদয়িতাগণের হৃদয় হরণ করেন, সেই পল্লবতুল্যাধর কৃষ্ণকে আমরা উপাসনা করি। যিনি অর্জ্জুনরথের সুন্দর সারথি, সঞ্চিত পাপসমূহের বিনাশী বেদ বাক্যের জীবন, সেই অমল শ্যামল রূপ আমাদের মনে অহর্নিশ বিরাজ করুক। যাঁহার সুন্দর দৃষ্টি গোপীগণের স্তনে ও ললিত লোচনে বিন্যস্ত, সেই বালকেলি-রসলালস পরমাত্মা মাধবকে অহর্নিশ চিন্তা করি। যাঁহার চূড়ায় ময়ূরপক্ষ, নীল মেঘসম অঙ্গশোভা, নীলকমলের পত্রতুল্য নেত্র সেই নীলকুন্তল কৃষ্ণকে আমরা ভজনা করি। গোপবধূগণ যাঁহার ঐশ্বর্য্য গান করেন, যিনি মনোজ্ঞ কোমল ও স্বরিতস্বরে বেণু বাদন করেন, যিনি মাধুর্য্য সম্পদের সারভূত, আমরা সেই কমলনয়ন কৃষ্ণের কান্তি সেবা করি। যিনি মানিনীগণকে ত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন, নারদাদি ঋষিগণ যাঁহার সেবা করেন, সেই শার্ঙ্গধন্বা পরম মনোমোহন নন্দনন্দনকে আমরা ভজনা করি। রাসমণ্ডলে রমণীগণ-

রাধয়া সহ বনে চ দুঃখিতা-
স্তং প্রিয়ং হি মৃগয়ামহে বয়ম্ ॥ ১৩
দেবদেব ব্রজরাজনন্দন
দেহি দর্শনমলঞ্চ নো হরে।
সর্ব্বদুঃখহরণঞ্চ পূর্ব্ববৎ
ত্বং নিরীক্ষ্য তব শুদ্ধদাসিকাঃ ॥ ১৪
ক্ষিতিতলোদ্ধরণায় দধার যঃ
সকলযজ্ঞবরাহবপুঃ পরম্।
দিতিসুতং বিদদার চ দংষ্ট্রয়া
স তু সদোদ্ধরণায় ক্ষমোঽস্তু নঃ ॥ ১৫
মনুমপাদ্রুচিজো দিবিজৈঃ সহ
বসু দুদোহ ধরামপি যঃ পৃথুঃ।
শ্রুতিমপাদ্ধৃতমৎস্যবপুঃ পরং
স শরণং কিল নোঽস্ত্বশুভক্ষণে ॥ ১৬
অবহদব্ধিমহো গিরিমূর্জ্জিতং
কমঠরূপধরঃ পরমস্তু যঃ।
অসুহরং নৃহরিঃ সমদণ্ডয়ৎ
স চ হরিঃ পরমং শরণঞ্চ নঃ ॥ ১৭

নৃপবলিং ছলয়ন্ খলমর্দ্দনী
মুনিজনাননুগৃহ্য চচার যঃ।
কুরুপুরঞ্চ হলেন বিকর্ষয়ন্
যদুবরঃ স গতির্মম সর্ব্বথা ॥ ১৮
ব্রজপশূন্ গিরিরাজমথোদ্ধরন্
ব্রজপগোপজনঞ্চ জুগোপ যঃ।
দ্রুপদরাজসুতাং কুরুকশ্মলা-
দ্ভবতু তচ্চরণাজ্জরতিশ্চ নঃ ॥ ১৯
বিষমহাগ্নিমহাস্ত্রবিপদ্গণাৎ
সকলপাণ্ডুসুতাঃ পরিরক্ষিতাঃ।
যদুবরেণ পরেণ চ যেন বৈ
ভবতু তচ্চরণং শরণঞ্চ নঃ ॥ ২০

মালাং বর্হিমনোজ্ঞকুন্তলভরাংবন্যপ্রসূনো-ষিতাং শৈলেয়াগুরুক্লৃপ্তচিত্রতিলকাং শশ্বন্ মনোহারিণীম্।

লীলাবেণূরবামৃতৈকরসিকাং লাবণ্যলক্ষ্মী-ময়ীং বালাং বালতমালনীলবপুষং বন্দামহে দেবতাম্ ॥ ২১

গর্গ উবাচ।

ইতি স্ত্রীভী রুদন্তীভী রেবতীরমণানুজঃ।

পরিবৃত যে কৃষ্ণ জয়যুক্ত ছিলেন আমরা বিরহ-দুঃখিতা হইয়া, রাধার সহিত সেই প্রিয়কে অন্বেষণ করিতেছি। ১—১৩। হে হরে! হে দেবদেব নন্দনন্দন! আমাদিগকে দেখা দাও; আমরা তোমার চরণদাসী, তোমাকে পূর্ব্ববৎ দর্শন করিয়া সর্ব্বদুঃখ দূর করিব। যিনি রসাতল হইতে বসুন্ধরার উদ্ধারার্থ সুন্দর যজ্ঞ-বরাহ বপু ধারণ করিয়া দিতিতনয় হিরণ্যাক্ষকে দন্তদ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগের উদ্ধারে সতত সক্ষম। যিনি রুচি হইতে যজ্ঞ-রূপে জন্মিয়া দেবগণ সাহায্যে মনুরক্ষা, পৃথু-রূপে পৃথিবী হইতে বহু দ্রব্য দোহন মৎস্য-রূপে সমুদ্রবারি হইতে বেদ উদ্ধার করিয়া-ছিলেন, আমরা এ বিপদে সেই পরমপুরুষের স্মরণ লইলাম। অহো! যে পরমপুরুষ সমুদ্র মন্থনে কূর্ম্মরূপে উজ্জিত মন্দরগিরি ধারণ ও নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুর প্রাণহরণরূপ দণ্ড করিয়াছিলেন, সেই হরি আমাদের পরমাশ্রয়।

যিনি বলিকে ছলিত, শত্রুদিগকে দলিত, মুনি-গণকে অনুগৃহীত, এবং কুরুপুর হলদ্বারা বিক-র্ষিত করিয়াছিলেন. সেই যদুবর আমাদের সর্ব্বদা গতিদাতা হউন। যিনি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ব্রজের পশু ও গোপগণকে রক্ষা করিয়া-ছিলেন, এবং যিনি কুরুগণের কদর্য্য ব্যবহার হইতে দ্রুপদনন্দিনীকে রক্ষা করেন, তাঁহার পাদপদ্মে আমাদের রতি হউক। যে যদুবর পরমপুরুষ বিষ.মহাগ্নি ও ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি বিপদ পরম্পরা হইতে পাণ্ডুতনয়গণকে রক্ষা করেন, তাঁহার চরণে আমরা শরণাপন্ন। যিনি ললিত কেশকলাপে ময়ূরপক্ষ ও গলে বনপুষ্পমালা ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার ভালে চন্দন ও অগুরু দ্বারা নিত্য মনোহারিণী বিচিত্র অলকাবলী চিত্রিত, যিনি একমাত্র কোমল বেণূবরামৃতে রসিক, লাবণ্যযুক্ত ও শ্রীমান্ এবং যাঁহার দেহ বালতমালনীল, সেই বাল-কৃষ্ণ দেবকে আমরা

আবির্বভূব চাহূতো তাসাং মধ্যে চ ভক্তিতঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং অশ্বমেধচরিত্রে-
সুমেরৌ রাসক্রীড়ায়াং কৃষ্ণাগমনং নাম
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষটচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

গর্গ উবাচ ।

কৃষ্ণং সমাগতং দৃষ্ট্বা তাঃ সমুত্থায় হর্ষিতাঃ ।
চক্রুর্জয়জয়ারাবং গোপ্যো দুঃখং বিসৃজ্য চ ॥১
দৃষ্ট্বা সম্মূর্চ্ছিতাং রাধাং গোপীভিঃ প্রার্থিতো হরিঃ ।
চৈতন্যার্থে ব্রজে তত্র চকার মুরলীরবম্ ॥ ২
নোত্থিতাং রাধিকাং দৃষ্ট্বা শ্রীরাধাং বল্লভো হরিঃ
তস্যৈ সংশ্রাবয়ামাস বেণুগীতং পুনঃ পুনঃ ॥ ৩
ততঃ সমুত্থিতা রাধা স্মৃত্বা দুঃখং বিয়োগজম্ ।
বভূব মূর্চ্ছিতা রাজন্ মাধবস্য প্রপশ্যতঃ ॥ ৪

ততঃ কৃষ্ণস্য বচনাৎ [illegible] সখী ।
চন্দ্রাবলীং ।

চন্দ্রাননোবাচ ।

কৃষ্ণচন্দ্রঃ পুরা নির্গতো মানতো
হ্যাগতঃ সোঽপি রাধে দুগান্তে পুনঃ ।
নাশয়ন্ সর্বদুঃখানি তে সন্নিধৌ
সঙ্গগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ ॥ ৬
ছুঙ্গছুঙ্গেনিনাদং মৃদঙ্গে কলং
বাদ্যমানে সুরস্ত্রীজনৈঃ সেবিতঃ ।
রাসরম্যাঙ্গনে নৃত্যকৃন্মাধবঃ
সঙ্গগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ ॥ ৭
চারুচামীকরাভাসিবাসা
বিভুর্বৈজয়ন্তীভরাভাসিতোরস্থলঃ ।
নন্দবৃন্দাবনে গোপিকামধ্যগঃ
সঙ্গগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ ॥ ৮
চারুচন্দ্রাবলীলোচনাচুম্বিতো
গোপগোবৃন্দগোপালিকাবল্লভঃ ।
কংসবংশাটবীদাহদাবানলঃ
সঙ্গগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ ॥ ৯
বালিকাতালিকাতাললীলালয়া-
সঙ্গসন্দর্শিতভ্রূলতাবিভ্রমঃ ।

বন্দনা করি। গর্গ বলিলেন,—রমণীগণ এই-রূপে রোদন করিতে লাগিল, রেবতীরমণানুজ কৃষ্ণ ভক্তি দ্বারা আহূত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। ১৪—২২।

অশ্বমেধখণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—কৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া দুঃখ পরিত্যাগপূর্ব্বক গোপীগণ গাত্রোত্থান করত সহর্ষে জয় জয় রব করিলেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন,—রাধা মূর্চ্ছিত; তাঁহাদের প্রার্থনায় কৃষ্ণ রাধার চৈতন্য সম্পাদনার্থ তথায় মুরলীরব করিলেন, তথাপি তিনি উঠিলেন না, তদ্দর্শনে রাধাবল্লভ কৃষ্ণ তাঁহাকে মুহুর্মুহু বেণু-রব শ্রবণ করাইলেন; হে রাজন্! অতঃপর রাধা উত্থিত হইলেন এবং বিরহদুঃখ স্মরণ করিয়া তিনি কৃষ্ণের সমক্ষেই মূর্চ্ছিতা হইলেন।

অনন্তর কৃষ্ণবেণুবাদ্যে প্রসন্না সখী চন্দ্রাননা কৃষ্ণবাক্যে তৎক্ষণাৎ চন্দ্রাবলীকে বলিলেন। চন্দ্রাননা কহিলেন,—কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ব্বে অভিমানে চলিয়া গিয়াছিলেন, হে রাধে! তিনি আগমন করিয়াছেন, সেই দেবকী-নন্দন তোমার সন্নিধানে সর্ব্বদুঃখনাশক বেণুগান করিতেছেন! বাদ্যমান মৃদঙ্গে ছুঙ্গ ছুঙ্গরূপে মধুরধ্বনি উঠিয়াছে, অমরনারীসেবিত মাধব রম্য রাসাঙ্গনে নৃত্য করিতে করিতে বেণু বাজাইতেছেন। তাঁহার পরিধানে স্বর্ণাভ পীতবসন, বক্ষঃস্থলে বৈজয়ন্তী মালা, সেই বিভু নন্দবৃন্দাবনে গোপীগণমধ্যগত হইয়া বেণু গান করিতেছেন। চারুদর্শনা চন্দ্রা-বলীর লোচন দ্বারা গাঢ় চুম্বিত, গোপ-গোবৃন্দ ও গোপীবল্লভ, কংসবংশরূপ বনের দগ্ধকারী দাবানল কৃষ্ণ বেণুগান করিতেছেন।

গোপিকাগীতসন্তাবধানঃ স্বয়ং
সঞ্জগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ ॥ ১০
মৌলিমালাঙ্গদৈঃ কিঙ্কিণীকুণ্ডলৈ-
র্ভূষিতো নন্দনো নন্দরাজস্য চ।
শ্রীতিকৃৎ সুন্দরো দেবি শ্রীত্যা তব
সঞ্জগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ ॥ ১১
পারিজাতং সমুদ্ধৃত্য রাধাবরো
রোপয়ামাস ভামাভয়াদঙ্গনে।
যমবীক্ষ্যামরনারিকাকামুকঃ
সঞ্জগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ ॥ ১২
ঋক্ষরাজং বিনির্জ্জিত্য নীত্বা মণিং
মণিং সন্দদৌ ভীতবক্ত্রিনাথায় চ।
সোঽপি রাসে সমাগত্য রাসেশ্বরো
সঞ্জগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ ॥ ১৩

গর্গ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা রাধিকা মহিমানং বেণুনাদিনঃ।
প্রসন্না হি সমুত্থায় পরিরেভে প্রিয়ং প্রিয়া ॥ ১৪
বৃন্দাবনেশো গোবিন্দো রেমে বৃন্দাবনে বনে।
বৃন্দাবননিবাসিন্যা পশ্যন্ বৃন্দাবনদ্রুমান্ ॥ ১৫
ততঃ কৃষ্ণঞ্চ জগৃহুঃ সর্ব্বতো ব্রজযোষিতঃ।
বর্ষাকালে নৃপশ্রেষ্ঠ সৌদামিন্যো যথা ঘনম্ ॥ ১৬
যাবতীস্তত্র গোপ্যশ্চ তাবদ্রূপধরো হরিঃ।
যমুনাপুলিনং রাজংস্তাভিঃ সাকং সমাযযৌ ॥ ১৭
বভূবুর্ম্মুদিতা নার্য্যো যথা চ শ্রুতয়ঃ পুরা।
স্ববস্ত্রৈঃ কৃষ্ণচন্দ্রায় হ্যাসনং তা অচীক্লৃপন্ ॥ ১৮
শ্রীরাধারমণস্তস্মিন্নাসনে সহ রাধয়া।
নিষসাদ হরো রাজংস্তাভির্ভক্ত্যা বশীকৃতঃ ॥ ১৯
গোলোকে যাদৃশং রূপং দর্শয়ামাস তাদৃশম্।
গোপীনাং রাধয়া সার্দ্ধং কৃষ্ণং ত্রৈলোক্যমোহনম্
দৃষ্ট্বা গোলোকচন্দ্রস্য স্বরূপং পরমাদ্ভুতম্।
আত্মানং নাবিদন্ গোপ্যো ব্রহ্মানন্দেন নির্বৃতাঃ
স্থলে কৃত্বা বিহারন্তু বিবেশ যমুনাজলম্।
তাভির্ভক্ত্যা বশীভূতো গোপীভিঃ সহ রাধয়া ॥
বারাং বিহারং ভগবান্ স্ত্রীভিঃ সার্দ্ধং চকার হ।
মন্দাকিন্যাং যথা শক্রো হ্যপ্সরোভির্বৃতো দিবি

গোপবালিকাগণের করতালীর তাললয়ের সমানভাবে যিনি নয়ন ও ভ্রূবিভ্রম করেন, গোপিকাগণের গীতে অবিহিতচিত্ত হইয়া তিনি বেণু গান করিতেছেন। হে দেবি! তোমার প্রীতির জন্য সুন্দর নন্দনন্দন মৌলি, মালা, অঙ্গদ, কিঙ্কিণী ও কুণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া বেণুগান করিতেছেন। যে রাধানাথ সত্য-ভামা-ভয়ে স্বর্গ হইতে পারিজাত উৎপাটন করিয়া অঙ্গন মধ্যে রোপিত করিয়াছিলেন, যাঁহাকে দেখিয়া গোপীবৃন্দ এমন কি অমর-নারীরাও কামুকী হন, সেই কৃষ্ণ বেণু বাজা-ইতেছেন। জাম্ববানকে নির্জ্জিত করিয়া যিনি মণি আনয়ন করত ভীতের মত সত্রাজিৎকে দান করেন, সেই দেবকীতনয় রাসেশ্বর কৃষ্ণ রাসে আসিয়া বেণু-গান করিতেছেন।১—১৩। গর্গ বলিলেন,—তচ্ছ্রবণে প্রিয়া রাধিকা বেণুবাদ্যকারীর মহিমা বিদিত হইয়া প্রসন্ন-চিত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রিয়কে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর বৃন্দাবনপতি গোবিন্দ রাধার সহিত বৃন্দাবন-তরুনিকর দেখিতে দেখিতে বনে বনে রমমাণ হইলেন। হে নৃপ! গোপীগণ কৃষ্ণকে সর্ব্বদিক্ হইতে ধারণ করিয়া বর্ষাকালের মেঘমধ্যগত সৌদামিনীর মত শোভিতা হইলেন, হে রাজন্! যত গোপী, কৃষ্ণ তথায় তত রূপ হইয়া তাঁহাদের সহিত যমুনাপুলিনে গমন করিলেন। পূর্ব্বে শ্রুতিগণ যেমন আনন্দ পাইয়াছিলেন, ব্রজনারীরাও তদ্রূপ আনন্দিত হইলেন, তাঁহারা স্ব স্ব বসনে কৃষ্ণচন্দ্রের আসন রচনা করিলেন, হে রাজন্! তাঁহাদের ভক্তিপ্রভাবে বশীকৃত রাধারমণ রাধার সহিত সেই আসনে সমাসীন হইলেন। কৃষ্ণ গোলোকে যে রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, গোপীগণসহ রাধাও সেই ত্রৈলোক্যমোহনরূপ দর্শন করিলেন। তাঁহারা গোলোকচন্দ্রের পরমাদ্ভুত স্বরূপ দর্শন করত আত্মবিস্মৃত হইয়া ব্রহ্মানন্দে নির্বৃত হইলেন। গোপীগণের ভক্তিদ্বারা বশীভূত ভগবান্ কৃষ্ণ স্থলে বিহার করিয়া যমুনাজলে প্রবেশপূর্ব্বক গোপীগণ ও রাধিকার সহিত স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীনীরে

মাধবো মাধবীং রাজন্ মাধবী মাধবং জলে।
অন্যোন্যং তৌ সিষিচতুঃ সলিলে সলিলৈশ্বরম্ ॥
কবরীকেশপাশাভ্যাং প্রচ্যুতৈঃ কুসুমৈর্বভৌ।
যমুনা চিত্রবর্ণৈশ্চ যথোষ্ণীষমুদ্রিতা নৃপ ॥ ২৫
বিদ্যাধর্য্যো দেবপত্ন্যঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে।
প্রশ্লথদ্বস্ত্রনীব্যন্তা মোহং প্রাপ্তাঃ স্মরাতুরাঃ ॥২৬
অথ কৃষ্ণো বারিলীলাং কৃত্বা বৈ লীলয়া যুতঃ।
জলান্নিষ্ক্রম্য রাজেন্দ্র গিরিং গোবর্দ্ধনং যযৌ ॥
অন্বজগ্মুর্গোপিকাস্তং সহচর্য্যো নৃপেশ্বর।
কাশ্চিদ্ব্যজনহস্তাশ্চ কাশ্চিচ্চামরবাহিকাঃ ॥ ২৮
কাশ্চিত্তাম্বুলহস্তাশ্চ কাশ্চিদ্দর্পণবাহিকাঃ।
কাশ্চিদ্ভূষণহস্তাশ্চ কাশ্চিৎ কুসুমবাহিকাঃ ॥ ২৯
কাশ্চিচ্চন্দনহস্তাশ্চ কাশ্চিদ্ভাজনবাহিকাঃ।
কাশ্চিদ্যাবকহস্তাশ্চ কাশ্চিদম্বরবাহিকাঃ ॥ ৩০
কাশ্চিন্মৃদঙ্গহস্তাশ্চ কাশ্চিৎ কাংস্যধরাশ্চ বৈ।
মুরযষ্টিধরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিদ্বীণাধরাঃ পরাঃ ॥ ৩১
করতালকরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিদ্গানপরায়ণাঃ।
ষট্‌ত্রিংশদ্রাগরাগিণ্যো ব্রজস্ত্রীরূপধারকাঃ ॥ ৩২
গোলোকাদ্ভারতে পূর্ব্বমাগতা রাধয়া সহ।
জগুস্তা ননৃতুস্তত্র শ্রীরাধেশ্বরসন্নিধৌ ॥ ৩৩
ননর্ত্ত মধ্যে তাসাং চ কৃষ্ণো মদনমোহনঃ।
প্রগায়ন্ বেণুনা গীতং ত্রিলোকীং মোহয়ন্ হরিঃ
বাদিত্রৈঃ কিঙ্কিণীভিশ্চ চলন্নূপুরকঙ্কণৈঃ।
গীতৈর্মিশ্রিতশব্দোঽভূৎ তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥ ৩৫
দেবাশ্চ দেবপত্ন্যশ্চ রাসং দৃষ্ট্বা হরেরপি।
বভূবুর্মূর্চ্ছিতা রাজন্ গগনে স্মরপীড়িতাঃ ॥ ৩৬
চন্দ্রিকায়াং তু চন্দ্রস্য চতুরশ্চঞ্চলশ্চলন্।
চন্দ্রাবল্যা বভৌ চৈব ঘনশ্চঞ্চল এব চ ॥ ৩৭
রাধায়াস্তত্র শৃঙ্গারং স্রগ্‌ভির্যাবককজ্জলৈঃ।
চক্রে কমলপত্রাদ্যৈর্গিরিধরো মহান্ ॥ ৩৮
কুঙ্কুমাগুরুকস্তূরীচন্দনাদ্যৈশ্চ রাধিকা।
চক্রে কমলপত্রং বৈ শ্রীকৃষ্ণস্যাননে বরম্ ॥ ৩৯
ততশ্চ সস্মিতা রাধা সস্মিতং ভগবন্মুখম্।
পশ্যন্তী নাগবল্ল্যাশ্চ বীটকং প্রদদৌ মুদা ॥ ৪০

অপ্সরাগণের সহিত মহেন্দ্রের বিহারের ন্যায় বারিবিহার করিলেন। হে রাজন্! কখন কৃষ্ণ রাধাকে ও কখন রাধা কৃষ্ণকে—যমুনা মধ্যে তাঁহারা এইরূপে পরস্পর চাঞ্চল্য সহকারে জল সেচন করিলেন। হে নৃপ! তাঁহাদের কবরী ও বেণী হইতে স্খলিত বিচিত্র কর্ণকুসুমসমূহ জলে পতিত হওয়ায় যমুনা উষ্ণীষধারিণীর ন্যায় শোভিতা হইলেন। বিদ্যাধরী ও অমরনারীগণ পুষ্পবর্ষণ করিলেন, সেই সকল মোহাপন্না কামাতুরা নারীগণের কটীর বসন শিথিল হইয়া গেল। ১৪—২৬। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর কৃষ্ণ জলকেলি শেষ করিয়া জল হইতে উত্তরণপূর্ব্বক লীলাবশে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে গমন করিলেন, হে নৃপবর! সহচরী গোপীগণও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন; তন্মধ্যে কেহ ব্যজন, কেহ চামর, কেহ তাম্বুল, কেহ দর্পণ, কেহ ভূষণ, কেহ কুসুম, কেহ চন্দন, কেহ পাত্র, কেহ যাবক, কেহ বসন, কেহ মৃদঙ্গ, কেহ কংস, কেহ মুরযষ্টি এবং কেহ বীণা করে লইয়া, কেহ কেহ করতালি দিয়া এবং কেহ কেহ গান করিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। পূর্ব্বে ষট্‌ত্রিংশ রাগরাগিণী ব্রজনারী রূপ ধরিয়া রাধার সহিত গোকুল হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহারা রাধানাথের সন্নিধানে নৃত্যগীত করিলেন, মদনমোহন কৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যগত হইয়া বেণুগানে ত্রিলোক মোহিত করত নৃত্য করিলেন। রাসমণ্ডলে গোপীগণের কিঙ্কিণী, চঞ্চল নূপুর ও কঙ্কণধ্বনি গীত বাদ্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া তুমুলাকারে উত্থিত হইল। হে রাজন্! দেব ও দেবপত্নীগণ গগনে থাকিয়া হরির রাস দর্শন করত কামাতুরা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। চতুর চঞ্চল কৃষ্ণ চন্দ্রকিরণে চন্দ্রাবলীর সহিত নৃত্য করিয়া চঞ্চলামধ্যগত মেঘের ন্যায় শোভিত হইলেন, গোবর্দ্ধনধারী মহান্ হরি সেই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে মালা, যাবক, কজ্জল ও কমল পত্রাদি দ্বারা রাধার শৃঙ্গার বেশ করিলেন; রাধাও কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তূরী ও চন্দনাদি দ্বারা কৃষ্ণের বদনে সুন্দর কমলপত্র রচনা করিয়া দিলেন। ২৭—৩৯। অনন্তর হাস্যযুক্তা রাধা ভগবানের

প্রিয়াপ্রদত্তং তাম্বূলং বুভুজে নন্দনন্দনঃ।
কৃষ্ণদত্তঞ্চ তাম্বূলং চখাদ রাধিকা মুদা ॥ ৪১
কৃষ্ণচর্ব্বিততাম্বূলং নীত্বা রাধা বলাৎ পুনঃ।
জঘাস ভক্ত্যা সা শীঘ্রং সতী পতিপরায়ণা ॥৪২
প্রিয়াচর্ব্বিততাম্বূলং যযাচে ভগবান্ হরিঃ।
রাধা দদৌ ন তং ভীত্যা পপাত তৎপদাম্বুজে ॥
পদ্মা পদ্মাবতী নন্দা আনন্দা সুখদায়িনী।
চন্দ্রাবলী চন্দ্রকলা বন্দ্যা হেতা হরিপ্রিয়াঃ ॥ ৪৪
বৃন্দাবনে হরিস্তাভির্বসন্তর্ত্তুপ্রপূরিতে।
নানাপ্রকারং শৃঙ্গারং স চকার মনোজবৎ ॥ ৪৫
কাশ্চিৎ পিবন্তি গোপ্যস্তু শ্রীকৃষ্ণস্যাধরামৃতম্।
কাশ্চিচ্চালিঙ্গনং চক্রুঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৪৬
ততঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ গোপীনাং কুচকুঙ্কুমৈঃ।
সুবর্ণবর্ণো ভূত্বা বৈ রেজে মদনমোহনঃ ॥ ৪৭
পুনর্গোপীজনৈঃ সার্দ্ধং শ্রীগোপীজনবল্লভঃ।
রাসং চকার রাজেন্দ্র সুন্দরে কদলীবনে ॥ ৪৮
এবং হেমন্তরজনী গোপীনাং রাসমণ্ডলে।
ব্যতীতা ক্ষণবদ্রাজন্নিত্যানন্দেন তত্র বৈ ॥ ৪৯
অথ নন্দস্য সদনং রাসং কৃত্বা যযৌ হরিঃ।
বৃষভানুপুরং রাধা তথা গোপ্যো গৃহান্ যযুঃ ॥৫০
ন জানন্তি ব্রজে গোপা রাসবার্ত্তাং হরেরপি।
স্বান্ স্বান্ দারান্ স্বপার্শ্বস্থান্মন্যমানা নৃপেশ্বর ॥
ইদং শৃঙ্গারচরিতং রাধামাধবয়োঃ পরম্।
যে পঠন্তি যে শৃণ্বন্তি তে ব্রজিষ্যন্তি চাক্ষরম্ ॥৫২

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্র-সুমেরৌ রাসক্রীড়াসম্পূর্ত্তির্নাম ষট্-চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সহাস্যবদন দর্শন করিয়া হর্ষভরে তাম্বূল বীটিকা প্রদান করিলেন, নন্দনন্দনও প্রিয়াপ্রদত্ত তাম্বূল খাইতে লাগিলেন। রাধিকাও সানন্দে কৃষ্ণদত্ত তাম্বূল ভক্ষণ করিলেন। পতিপরায়ণা সতী রাধা পুনরায় কৃষ্ণচর্ব্বিত তাম্বূল সবলে গ্রহণ করিয়া সত্বর ভক্তিভরে ভক্ষণ করিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ প্রিয়া-চর্ব্বিত তাম্বূল প্রার্থনা করিলে, রাধা ভীতিবশতঃ তাহা দিলেন না, পরন্তু তাঁহার পাদপদ্মে পতিত হইলেন। কামতুল্য ভগবান্ হরি পদ্মা, পদ্মাবতী, নন্দা, আনন্দা, সুখদায়িনী, চন্দ্রাবলী, চন্দ্রকলা ও বন্দ্যা প্রভৃতি সখীবৃন্দের সহিত বসন্ত ঋতু-পূরিত বৃন্দাবনে নানাপ্রকার শৃঙ্গার করিয়াছিলেন। তখন কোন গোপী কৃষ্ণের অধরামৃত পান, কেহ পরমাত্মা কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন; মদনমোহন ভগবান্ কৃষ্ণও গোপীগণের কুচকুঙ্কুমে সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! গোপীবল্লভ গোবিন্দ সুন্দর কদলীবনে পুনরায় গোপীগণের সহিত রাস করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে সেই গোপীগণের সমস্ত হেমন্ত-যামিনী নিত্যানন্দে ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হইয়া গেল। অনন্তর রাসাবসানে কৃষ্ণ নন্দমন্দিরে, রাধা বৃষভানুভবনে এবং গোপীগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন; ব্রজের গোপগণ এই রাসবার্ত্তা জানিতে পারিলেন না, হে নৃপবর! তাঁহারা স্ব স্ব পত্নীগণকে স্বীয় স্বীয় পার্শ্বস্থ অনুভব করিয়াছিলেন। রাধামাধবের এই উত্তম শৃঙ্গার-চরিত যাঁহারা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। ৪০—৫২।

অশ্বমেধখণ্ডে ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

ইদং কৃষ্ণস্য চরিতং গুপ্তং শাস্ত্রেষু বর্ণিতম্।
ময়া তবাগ্রে রাজেন্দ্র অথান্যচ্ছৃণু বিস্তরাৎ ॥ ১
এবং স্থিত্বা দিনান্যষ্টৌ শ্রীকৃষ্ণো নন্দপত্তনে।
আনন্দং প্রদদন্নৃণাং পুনর্গন্তুং মনো দধে ॥ ২

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! শাস্ত্রের অতি গুপ্ত এই কৃষ্ণচরিত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, এক্ষণে অন্য চরিত বিস্তাররূপে শ্রবণ কর। এইরূপে মানবগণের আনন্দ দান করত

যশোমতী কৃষ্ণমাতা প্রাণেভ্যোহপি প্রিয়ং সুতম্।
গন্তুমভ্যুদিতং দৃষ্ট্বা রুরোদোচ্চৈর্যথা পুরা॥ ৩
রুরুদুস্তত্র গোপ্যশ্চ বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণাঃ।
স্মরন্ত্যঃ পূর্ব্বদুঃখানি গেহে গেহে নৃপেশ্বর॥ ৪
যাবত্যো ব্রজনার্য্যশ্চ তাবদ্রূপধরো হরিঃ।
পৃথগাশ্বাসয়ামাস তথা রাধাং স কোবিদঃ॥ ৫
মাতরং প্রাহ ভগবান্মাতঃ শোকং তু মা কুরু।
শীঘ্রমত্রাগমিষ্যামি কারয়িত্বা ক্রতূত্তমম্॥ ৬
ত্বং ন মন্যসে চেন্মাতর্নিত্যং দ্রক্ষ্যসি চান্তিকে।
পুত্ররূপঞ্চ মাং ভক্ত্যা কৃতান্তভয়ভঞ্জনম্॥ ৭
এবং তাং তু সমাশ্বাস্য নিষ্ক্রম্য সদনাদ্ধরিঃ।
গোপৈর্যুক্তোহশ্রুপূর্ণাক্ষঃ পৌত্রসেনাং জগাম হ
গত্বানিরুদ্ধসেনায়াং যাদবান্ হয়মোচনে।
দদাবাজ্ঞাং নৃপশ্রেষ্ঠ সাক্ষান্নারায়ণো হরিঃ॥ ৯
নোদিতঃ কৃষ্ণচন্দ্রেণ হয়ং সম্পূজ্য যত্নতঃ।
পুনর্মুমোচ তৎপৌত্রো বিজয়ার্থে হি পূর্ব্ববৎ॥১০
যাদবাশ্চানিরুদ্ধাদ্যা নন্দং নত্বাশ্রুপূরিতাঃ।
গন্তুমারুরুহুঃ সর্ব্বে বাহনানি চ কৃচ্ছ্রতঃ॥ ১১
কৃষ্ণাকারান্ কৃষ্ণপুত্রান্ কৃষ্ণপৌত্রাংশ্চ সুন্দরান্
গন্তুমভ্যুদিতান্ সর্ব্বান্ কৃষ্ণেন সহিতান্ যদূন্॥
দৃষ্ট্বা তে রুরুদুর্গোপা গোবিন্দবিরহাতুরাঃ।
স্মরন্তঃ পূর্ব্বদুঃখানি শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাঃ॥ ১৩
রুরোদ নন্দরাজোহপি বাষ্পব্যাকুললোচনঃ।
ন কিঞ্চিদূচে দুঃখার্ত্তো মুখেন পরিশুষ্যতা॥ ১৪
সর্ব্বানাশ্বাসয়ামাস কৃষ্ণোহপ্যশ্রুপরিপ্লুতঃ।
আয়াস্য ইতি বাক্যৈশ্চ মিলিত্বা তু পৃথক্ পৃথক্॥
চৈত্রমাসে যদা যজ্ঞো দ্বারকায়াং ভবিষ্যতি।
আহ্বয়িষ্যামি গোপালা যুষ্মান্ সর্ব্বান্ সংশয়ঃ॥১৬
গোপালা গোকুলে নিত্যং গোপালং মাং হি দ্রক্ষ্যথ।
তস্মান্নিবাসং কুরুত অত্রৈব ব্রজমণ্ডলে॥ ১৭
এবমাশ্বাস্য তৈর্দত্তং পারিবর্হং প্রগৃহ্য চ।

কৃষ্ণ আটদিন নন্দভবনে থাকিয়া পুনরায় দ্বারকাগমনে মনোরথ করিলেন। কৃষ্ণমাতা যশোদা প্রাণ হইতেও প্রিয়তম পুত্রকে গমনোদ্যত দেখিয়া পূর্ব্ববৎ উচ্চরবে রোদন করিলেন; হে নৃপেশ্বর! গৃহে গৃহে গোপীগণ পূর্ব্বদুঃখ স্মরণ করত রোদন করিয়া লোচন বাষ্পাকুলিত করিলেন। নিপুণ কৃষ্ণ সেই সকল গোপীর সমসংখ্যক রূপ ধরিয়া তাঁহাদিগকে ও রাধাকে পৃথক্ পৃথক্ আশ্বস্ত করিলেন। ভগবান্ মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে মাতঃ! শোক করিবেন না, অশ্বমেধ সম্পন্ন করিয়া সত্বর এইস্থানে উপস্থিত হইব। হে মাতঃ! যদি আপনি আমার কথা না মানেন, তবে ভক্তি করিলে নিত্যই পুত্ররূপী মদীয় কৃতান্তভয়ভঞ্জন রূপ দেখিতে পাইবেন। কৃষ্ণ এইরূপে মাতাকে আশ্বস্ত করিয়া ভবন হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক গোপগণের সহিত অশ্রুপূর্ণ নয়নে অনিরুদ্ধ সেনা-মধ্যে গমন করিলেন। হে নৃপবর! সাক্ষাৎ নারায়ণ হরি অনিরুদ্ধ সেনামধ্যে উপস্থিত হইয়া যাদবগণকে অশ্বমোচনার্থ আদেশ দিলেন, অনিরুদ্ধও কৃষ্ণাদেশে অশ্বের সযত্নে পূজা করিয়া বিজয়াভিলাষে পূর্ব্ববৎ মুক্ত করিলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়ন অনিরুদ্ধাদি যাদবগণ নন্দকে বন্দনা করিয়া গমনার্থ অতিকষ্টে স্ব স্ব বাহনে আরূঢ় হইলেন, কৃষ্ণাকার সুন্দর কৃষ্ণ-পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি যাদবগণকে কৃষ্ণের সহিত গমনোদ্যত দেখিয়া গোবিন্দ-বিরহাতুর গোপ-গোপীগণ পূর্ব্বদুঃখ স্মরণ করত রোদন করিলেন, তাঁহাদের কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া গেল। ১—১৩। নন্দরাজও রোদন করিলেন, তাঁহার লোচনযুগল বাষ্পব্যাকুলিত ও বদন শুষ্ক হইল, তিনি দুঃখার্ত্ত হইয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। অশ্রুপূর্ণনয়ন কৃষ্ণও পুনরায় আসিব বলিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া সকলকে পৃথক্ পৃথক্ আশ্বস্ত করিলেন এবং বলিলেন,—হে গোপগণ! চৈত্র মাসে যখন দ্বারকায় যজ্ঞ হইবে, তখন নিঃসংশয় তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিব। হে গোপালগণ! তোমরা নিত্যই গোকুলে আমাকে গোপালবেশে অবলোকন করিতে পাইবে, অতএব সম্প্রতি এই

নন্দং নত্বা রথে স্থিত্বা প্রায়াদ্ বৃষ্ণিবরৈর্হরিঃ ॥১৮
নন্দাদ্যা দুঃখিতা গোপাঃ কৃষ্ণস্য চরণাম্বুজে।
কিপ্তং মনঃ পুনর্হর্তুমনীশা গোকুলং যযুঃ॥ ১৯
গোপা গোপ্যশ্চ শ্রীকৃষ্ণং প্রেমমগ্নাশ্চ নিত্যশঃ।
সমীপে নৃপ পশ্যন্তি যোগিনামপি দুর্লভম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে সুমেরৌ ব্রজাদন্যত্র গমনং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

কৃষ্ণাং সমুত্তীর্য্য ততঃ প্রপশ্যন্
জগাম বাজী কুরুপত্তনঞ্চ।
করোতি রাজ্যং নৃপ চক্রবর্ত্তী
বৈচিত্রবীর্য্যো বলবান্ হি যত্র ॥ ১
ততো দদর্শ তুরগঃ কৌরবাণাং পুরং বরম্।
নানাচোপবনৈর্যুক্তং তড়াগৈশ্চ সরোবরৈঃ ॥ ২
দুর্গেণ গঙ্গয়া যুক্তং তথা পরিখয়া নৃপ।
সুবর্ণরৌপ্যসদনৈর্মহাশূরজনৈর্বৃতম্ ॥ ৩
সুযোধনস্তত্র পুরাদ্বিনির্গতো
হন্তুং মৃগান্ বৈ বনগোচরান্নৃপ।
দদর্শ যজ্ঞস্য হয়ং সপত্রকং
রথস্থিতো বীরজনৈর্বিভূষিতঃ ॥ ৪
দৃষ্ট্বা তুরঙ্গমং প্রীতঃ স্বরথাদবতীর্য্য চ।
মানী দুর্য্যোধনো রাজংস্তরং জগ্রাহ লীলয়া ॥ ৫
কর্ণভীষ্মকৃপদ্রোণভূরিদুঃশাসনাদিভিঃ।
যুক্তস্তত্তালপত্রং চ বাচয়ামাস হর্ষিতঃ ॥ ৬
চন্দ্রবংশে যদুকুলে উগ্রসেনো বিরাজতে।
ইন্দ্রাদয়ঃ সুরগণা যস্যাদেশানুবর্ত্তিনঃ ॥ ৭
সহায়ো যস্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণো ভক্তপালকঃ।
অস্তি বৈ দ্বারকাপুর্য্যাং তদ্ভক্ত্যা নিবসন্ হরিঃ ॥৮
তদ্বাক্যাদ্ধয়মেধং স উগ্রসেনো নৃপেশ্বরঃ।
চক্রবর্ত্তী হঠাদ্ যজ্ঞং স্ব যশোঽর্থে করোতি হি ॥৯
মোচিতস্তেন তুরগো হয়ানাং প্রবরঃ শুভঃ।
তদ্রক্ষকঃ কৃষ্ণপৌত্রোঽনিরুদ্ধো বৃকদৈত্যহা ॥ ১০

ব্রজমণ্ডলেই বাস কর। কৃষ্ণ এইরূপ আশ্বাস-প্রদান, তাহাদের প্রদত্ত উপহার গ্রহণ ও নন্দকে নমস্কার করিয়া যাদবগণের সহিত রথারোহণে প্রয়াণ করিলেন। দুঃখিত নন্দাদি গোপগণ কৃষ্ণচরণকমলে নিহিত মন ফিরাইতে না পারিয়াই যেন গোকুলে আগমন করিলেন। হে নৃপ! কৃষ্ণপ্রেমমগ্ন গোপ-গোপীগণ যোগিগণদুর্লভ কৃষ্ণকে নিত্যই সমীপে দর্শন করিতে লাগিলেন। ১৪—২০।

অশ্বমেধখণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪৭

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

গর্গ বলিলেন,—হে নৃপ! অনন্তর বলবান্ অশ্ব যমুনা পার হইয়া কুরুপত্তন দর্শন করিতে করিতে চক্রবর্ত্তী বিচিত্রবীর্য্য-তনয়ের রাজ্যমধ্যে উপনীত হইল। অতঃপর অশ্ববর কৌরবগণের উত্তম পুর দর্শন করিল; হে নৃপ! ঐ পুর নানা উপবন তড়াগ ও সরোবর-পরিবৃত, দুর্গ ও গঙ্গার পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত স্বর্ণ ও রজত প্রাসাদে শোভিত এবং মহাশূরসমূহে আবৃত। হে নৃপ! বীরজনপরিবৃত রথারোহী দুর্য্যোধন মৃগয়ার্থ পুর হইতে বহির্গত হইয়া তত্রত্য বনমধ্যে জয়পত্রযুক্ত যজ্ঞাশ্ব দর্শন করিলেন; হে রাজন্! মানী দুর্য্যোধন অশ্বদর্শনে প্রীত হইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে সত্বর তাহাকে গ্রহণ করিলেন। তিনি কর্ণ, ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ, ভূরিশ্রবা ও দুঃশাসনাদির সহিত মিলিত হইয়া অশ্বললাটস্থ জয়পত্র পাঠে প্রীত হইলেন। পত্রে দেখিলেন—"চন্দ্রবংশের যদুকুলে রাজা উগ্রসেন বিরাজিত, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী, ভক্তপালক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহায় এবং উগ্রসেনের ভক্তিতে তিনি দ্বারকায় বাস করেন; নৃপবর উগ্রসেন চক্রবর্ত্তী হইয়াও স্বীয় যশের জন্য সহসা তাঁহারই কথায়

গজাশ্বরথবীরাণাং সেনাসঙ্ঘসমন্বিতঃ।
রাজানো যে করিষ্যন্তি রাজ্যং কৌ শূরমানিনঃ১১
তে গৃহ্লন্তু যজ্ঞহয়ং স্ববলাৎ পত্রশোভিতম্ ।
তং মোচয়তি ধর্ম্মাত্মা গৃহীতঞ্চ হয়ং নৃপৈঃ ॥ ১২
স্ববাহুবলবীর্য্যেণানিরুদ্ধো লীলয়া হঠাৎ ।
তস্মাত্তথা চ পদয়োঃ পতিব্য যান্তু ধন্বিনঃ ॥ ১৩

গর্গ উবাচ ।

তৎ পত্রং বাচয়িত্বৈবং কৌরবাস্তে তু শত্রবঃ।
উচুঃ পরস্পরং ক্রুদ্ধা মানিনো রক্তলোচনাঃ ॥ ১৪

কৌরবা উচুঃ।

অহো কিং লিখিতং ধৃষ্টৈর্ভালপত্রে হয়স্য চ।
ন সন্তি কিং হি রাজানো যাদবানাঞ্চ সম্মুখে ॥
রাজসূয়ে পুরাস্মাভির্যাদবা যে বিনির্জ্জিতাঃ।
হয়মেধং করিষ্যন্তি পুনস্তে গতবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৬
তস্মাৎ সর্ব্বান্ বিজেষ্যামো ন দাস্যামস্তুরঙ্গমম্ ।
পশ্চাদ্বয়ং করিষ্যামো হয়মেধং ক্রতূত্তমম্ ॥ ১৭
ক উগ্রসেনঃ কঃ কৃষ্ণো হয়রক্ষাকরস্তু কঃ।
যাদবৈঃ সহিতা হ্যেতে কিং করিষ্যন্তি পৌরুষম্
কৃষ্ণাদ্যা যাদবাঃ সর্ব্বে বিহায় মথুরাং পুরীম্ ।
গতাঃ সমুদ্রং শরণং যুদ্ধং ত্যক্ত্বা তস্মাচ্চ নঃ ॥১৯
রাজ্যং দত্তং পুরা হ্যেষামস্মাভিশ্চ কৃপান্বিতৈঃ।
কৃতঘ্নাস্তে চ মন্যন্তে ত্বামিমং চক্রবর্ত্তিনম্ ॥ ২০
পাণ্ডবানাঞ্চ সম্মানাদ্ যাদবা নহি মারিতাঃ।
নিষ্কাসিতাশ্চ তেঽস্মাভিঃ পাণ্ডবাঃ শত্রবঃ কিল
যদূনদ্য বিনির্জ্জিত্য সংগ্রামে চ পলায়িতান্ ।
দর্শয়ামশ্চাহুকায় সহসা চক্রবর্ত্তিতাম্ ॥ ২২
এবং শ্রীকৃষ্ণবিমুখা বাচঃ সর্ব্বে বদন্তি হি।
দৃপ্তাস্তে কৌরবা রাজন্ শ্রিয়া রাজবিভূতিভিঃ ॥
ততশ্চ জগৃহুঃ সর্ব্বে নানাশস্ত্রাণি বেগতঃ।
হয়ং প্রবেশয়ামাসুঃ পুরে তত্র তু সংস্থিতাঃ ॥২৪
গতে চ তুরগে দূরং শাম্বঃ কৃষ্ণেন নোদিতঃ।
ত্বরং কৃষ্ণাং সমুত্তীর্য্য গম্ভীরাং মার্গদায়িনীম্ ॥২৫
অক্ষৌহিণীভির্দ্দশভিঃ পৃষ্ঠতো দংশিতো রুষা।

অশ্বমেধ করিতেছেন, এই মনোজ্ঞ অশ্ববর তিনিই মোচন করিয়াছেন। গজ অশ্ব রথ ও বীর-সৈন্যসমন্বিত বৃকহন্তা কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ তাহার রক্ষক, পৃথিবীতে যে সকল শূরমানী রাজা রাজ্য করেন, তাঁহারা পত্রশোভিত এই যজ্ঞাশ্ব সবলে গ্রহণ করুন, নৃপগৃহীত অশ্ব ধর্ম্মাত্মা অনিরুদ্ধ স্বীয় বাহুবলে অবলীলাক্রমে তৎক্ষণাৎ মোচন করিবেন, অন্যথায় ধন্বী বীরগণ উগ্রসেনের পদদ্বয়ে পতিত হউন।” ১—১৩। গর্গ বলিলেন,—অভিমানী বিপক্ষ কৌরবগণ সেই পত্র পড়িয়া ক্রোধারক্তলোচনে পরস্পর বলিতে লাগিলেন। কৌরবগণ বলিলেন,—অহো! ধৃষ্টগণ অশ্বললাটে এ কি লিখিয়াছে, যাদবগণের সম্মুখীন হয় এমন কি কোন রাজা নাই। পূর্ব্বে যে যাদবগণকে আমরা রাজসূয়ে পরাজিত করিয়াছিলাম, তাহারা হতজ্ঞান হইয়া পুনরায় অশ্বমেধ করিতে উদ্যত! অতএব তাহাদিগকে পরাজিত করিব, অশ্ব প্রদান করিব না। আমরাই পরে উত্তম অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব। উগ্রসেন কে? আর কৃষ্ণ ও অশ্বরক্ষক অনিরুদ্ধই বা কে? ইহারা সমস্ত যাদবের সহিত মিলিত হইলেই বা কি পৌরুষ প্রকাশ করিতে পারে? আমাদের ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণাদি যাদবেরা মথুরা ত্যাগ করিয়া সমুদ্রের শরণ লইয়াছে; পূর্ব্বে আমরাই কৃপান্বিত হইয়া ইহাদিগকে রাজ্য প্রদান করিয়াছি, সেই কৃতঘ্নেরা আজ আপনাকে চক্রবর্ত্তী বলিয়া মনে করিতেছে; পাণ্ডবেরগৌরবরক্ষার জন্য আমরা যাদবদিগকে বধ করি নাই, বর্ত্তমানে সেই শত্রু পাণ্ডবগণকে নিষ্কাশিত করিয়াছি আজ আমরা সমরে পলায়িত যাদবগণকে বধ করিয়া এখনই উগ্রসেনের চক্রবর্ত্তিতা দেখাইয়া দিব। ১৪—২২। হে রাজন্! অনন্তর ঐশ্বর্য্যভূষিত রাজশ্রীযুক্ত গর্ব্বিত কৃষ্ণবিমুখ কৌরবেরা এইরূপ বলিয়া পুর মধ্যে অশ্ব প্রেরণপূর্ব্বক সবলে অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করত তথায় অবস্থিত হইল। এদিকে অশ্ব বহু দূরে চলিয়া গেলে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক শাম্ব প্রেরিত হইলেন, যমুনা পথ প্রদান করিলেন,বর্ম্মাবৃত শাম্ব দশ অক্ষৌহিণী সেনাসহ গভীর যমুনাজল উত্তীর্ণ হইয়া

হস্তিনাপুরমক্রূরযুযুধানাদিভির্যযৌ ॥ ২৬
এবন্তে যাদবাঃ সর্ব্বে হস্তিনাপুরসন্নিধৌ।
আয়াতা হয়হর্ত্তৄংশ্চ কৌরবান্ দদৃশুঃ স্থিতান্॥২৭
উচুস্তে বীক্ষ্য বলিনো লোকদ্বয়জিগীষবঃ।
তান্ সর্ব্বাংশ্চ তৃণীকৃত্য যাদবাঃ কৃষ্ণদেবতাঃ ॥২৮
অহো ববন্ধ কশ্চাশ্বং কস্ত রুষ্টঃ কৃতান্তরাট্।
প্রাপ্স্যতে কস্ত সংগ্রামে নারাচৈঃ পরমাংব্যথাম্
অহো বৈ কিং ন জানন্তি বৃষ্ণীন্দ্রং চক্রবর্ত্তিনম্।
উগ্রসেনং রাজরাজং দেবদানববন্দিতম্ ॥ ৩০
রাজসূয়স্ত কর্ত্তারমদ্বিতীয়ং নৃপেশ্বরম্।
নৃপাঃ স্বাত্মবিনাশায় গৃহ্ণন্তি তুরগং ততঃ ॥ ৩১
হেমাঙ্গদশ্চেন্দ্রনীলো বকো ভীষণ এব চ।
বল্বলশ্চ নৃপাঃ সর্ব্বে রণেঽস্মাভির্ব্বিনির্জ্জিতাঃ ॥৩২
ইতি শ্রুত্বা কৌরবাস্তে ক্রোধপ্রস্ফুরিতাধরাঃ।
প্রত্যূচুস্তান্ হি পশ্যন্তস্তিরশ্চীনৈশ্চ চক্ষুভিঃ ॥ ৩৩
কৌরবাস্থগা উচুঃ।
গৃহীতস্তুরগোঽস্মাভির্যূয়ং কিন্তু করিষ্যথ।
যুষ্মান্ সর্ব্বান্নয়িষ্যামঃ সায়কৈর্যমসাদনম্ ॥ ৩৪
উগ্রসেনঃ কতিদিনৈ রাজ্যং লব্ধা তু কৃষ্ণতঃ।
মানং করোতি তং বদ্ধা রাজ্যং কুর্ম্মো বয়ং কিল
অনিরুদ্ধস্ত কুত্রাস্তে হ্যস্মাকঞ্চ ভয়াদ্গতঃ।
বদতৈনং শরৈর্যুদ্ধে পূজয়ামো ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬
গর্গ উবাচ।
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা যাদবাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ
চিক্ষিপুঃ সায়কাংশ্চাপৈঃ কৌরবাণাং মুখেষু চ ॥
কেচিদ্ভগ্নদন্তবাণৈশ্চ ছিন্নজিহ্বাশ্চ কৌরবাঃ।
ভগ্নদন্তাশ্ছিন্নমুখা বমন্তো রুধিরং বহু ॥ ৩৮
দুর্য্যোধনং ছিন্নমুখা নিহতাস্তে যযুদ্রুতম্।
পৃষ্টাস্তে কথয়ামাসুর্যাদবৈঃ প্রকৃতঞ্চ তৎ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ কৌরবৈঃ শ্যামকর্ণগ্রহণং নামাষ্ট-
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অশ্বের পশ্চাৎ অনুসরণ করত অক্রূর যুযুধানাদি যাদবগণের সহিত হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইলেন। যাদবগণ এইরূপে হস্তিনাপুরের নিকটে আসিয়া দেখিলেন,—অশ্বাপহারক কৌরবেরা তথায় অবস্থিত রহিয়াছে। কৃষ্ণাশ্রয় লোকদ্বয়জিগীষু বলবান্ যাদবগণ তদ্দর্শনে সেই সকল বীরকে অবজ্ঞা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—অহো! কে এই অশ্ব আবদ্ধ করিল! যমরাজ কাহার প্রতি রুষ্ট হইলেন! সংগ্রামে কাহার ভীষণ নারাচব্যথা পাইবার ইচ্ছা হইয়াছে? অহো! তাহারা কি দেবদানব-বন্দিত বৃষ্ণিবর রাজরাজ চক্রবর্ত্তী উগ্রসেনকে জানে না; তিনি রাজসূয়যাজী অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নৃপ! আমরা রণে হেমাঙ্গদ ইন্দ্রনীল, ভীষণ, বক ও বল্বল প্রভৃতিকে পরাভূত করিয়াছি। অতএব কুরুরাজগণ আত্মবিনাশের জন্য অশ্ব গ্রহণ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া কৌরবগণের ক্রোধে অধর কম্পিত হইল, তাঁহারা বক্রদৃষ্টিপাতে তাঁহাদিগের বাক্যের উত্তর করিলেন। ২৩—৩৩। কৌরবগণ বলিলেন,—আমরা অশ্ব গ্রহণ করিয়াছি, তোমরা কি করিবে? আমরা শরদ্বারা তোমাদিগকে যমসদনে প্রেরণ করিব। কয়েকদিন পূর্ব্বে কৃষ্ণের নিকট রাজ্য পাইয়া উগ্রসেনের অভিমান হইয়াছে, আমরা নিশ্চয়ই তাহাকে বন্দী করিয়া স্বয়ং রাজ্য করিব। আমাদের ভয়ে অনিরুদ্ধ কোথায় গিয়া রহিল, তাহা বল; আমরা সমরে শরদ্বারা তাহার সৎকার করিব, সংশয় নাই। গর্গ বলিলেন,—কৌরবগণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে ক্রোধ-[illegible]ত যাদবগণ তাহাদের বদনে ধনুর্মুক্ত বাণ নিক্ষেপ করিলেন, বাণাঘাতে তাহাদের মধ্যে কাহারও জিহ্বা ছিন্ন, কাহারও দন্ত ভগ্ন এবং কাহারও বদন ভগ্ন হইল, সকলেই বহু রুধির বমন করিল। এইরূপে আহত ও ছিন্নবদন হইয়া কুরুসৈন্যগণ দুর্য্যোধন সন্নিধানে উপনীত ও দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যাদবকৃত কার্য্যের কথা বিজ্ঞাপন করিল। ৩৪—৩৯।

অশ্বমেধখণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ

দুর্য্যোধনঃ স্ববীরাণাং ভীষ্মদ্রোণকৃপাদিভিঃ।
দৃষ্ট্বা মুখানি ভগ্নানি কোপং কৃত্বেদমব্রবীৎ
অহো বৈ যাদবাস্তুচ্ছা আগতা মৃত্যুসম্মুখে।
কিং ন জানন্তি তে মূঢ়া ধৃতরাষ্ট্রবলং মহৎ॥ ২
ইত্যুক্ত্বা প্রেষয়ামাস স্বাং সেনাং চতুরঙ্গিণীম্।
গজাশ্বরথবীরৈশ্চ যুক্তাং যুদ্ধে চ যাদবান্॥ ৩
সা চচাল মহাসেনা কম্পয়ন্তী মহীতলম্।
অক্ষৌহিণীভির্দশভিস্ত্রাসয়ন্তী বলাদ্রিপূন্॥ ৪
আয়ান্তীং তাং ততো দৃষ্ট্বা শাম্বো জাম্ববতীসুত
স্বাং সেনাং নোদয়ামাস হর্ষাদ্বীরৈর্বিভূষিতঃ॥ ৫
ততশ্চ কৌরবাঃ সর্ব্বে রক্ষণার্থং তু স্বাত্মনঃ।
ক্রৌঞ্চব্যূহং বিনির্ম্মায় তত্র সর্ব্বে হি সংস্থিতাঃ॥৬
আসীত্তস্য মুখে ভীষ্মো গ্রীবায়াং দ্রোণ এব চ।
পক্ষয়োঃ কর্ণশকুনী তস্য পুচ্ছে সুযোধনঃ॥ ৭
মধ্যে তস্য মহাসেনা চতুরঙ্গবলৈর্যুতা।
কৃতং হি দদৃশুর্ব্যূহং ক্রৌঞ্চং বৈ শত্রুদুর্জ্জয়ম্॥৮
ক্রৌঞ্চব্যূহং তত্র দৃষ্ট্বা যদবো যুদ্ধশঙ্কিতাঃ।
উচুর্হে শাম্ব ত্বমপি কুরু ব্যূহং প্রযত্নতঃ॥ ৯
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা শাম্বঃ সংগ্রামকোবিদঃ।
ন চকার রণে ব্যূহং কৌরবানগণয্য চ॥১০
যুদ্ধং কর্ত্তুং প্রচলিতে তে দ্বে সেনে যদা নৃপ।
তদা মুহূর্ত্তপর্য্যন্তং চকম্পে বসুধা ভৃশম্॥ ১১
নেদুর্ভের্য্যশ্চ শঙ্খাশ্চ হ্যুভয়োঃ সেনয়োস্তদা।
টঙ্কারাশ্চৈব চাপানাং শ্রূয়ন্তে তত্র তত্র হ॥১২
গর্জ্জন্তি দন্তিনস্তত্র হয়া হ্রেষন্তি তত্র হ।
শব্দং শূরাঃ প্রকুর্ব্বন্তি নদন্তি রথনেময়ঃ॥ ১৩
সৈন্যপাদরজোভিশ্চ হ্যন্ধকারোঽভবদ্রণে।
মলিনং গগনং ভূত্বা সূর্য্যস্তত্র ন দৃশ্যতে॥ ১৪
উভয়োঃ সেনয়োর্যুদ্ধং ততঃ সমভবদ্ভৃশম্।
বাণৈর্গদাভিঃ পরিঘৈঃ শতঘ্নীভিশ্চ শক্তিভিঃ॥
পরস্পরং তে যুযুধুরাহবে নিশিতৈঃ শরৈঃ।
গজা গজৈ রথা রথৈর্হয়া হয়ৈর্নরা নরৈঃ॥ ১৬

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপাদি বীরগণসহ দুর্য্যোধন স্বীয় বীরসৈন্যগণের ভগ্ন বদন দর্শন করিয়া কোপপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন,—অহো! তুচ্ছ যাদবগণ যমসম্মুখে আগমন করিয়াছে, সেই মূঢ়েরা কি ধৃতরাষ্ট্রের মহাবলের বিষয় বিদিত নহে? দুর্য্যোধন এইরূপ বলিয়া যাদবগণের সহিত যুদ্ধার্থ গজ অশ্ব রথ ও বীরযুক্ত স্বীয় চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরণ করিলেন; সেই দশ অক্ষৌহিণী সেনা-যুক্ত মহাবাহিনী মহী কম্পিত ও স্বীয় পরাক্রমে শত্রুগণকে ত্রাসিত করত গমন করিল। তদ্দর্শনে বীরপরিবৃত জাম্ববতীতনয় শাম্ব মহাহর্ষে স্বীয় সৈন্য চালনা করিলেন। অনন্তর কৌরবগণ আত্মরক্ষার্থ ক্রৌঞ্চব্যূহ রচনা করিয়া তন্মধ্যে অবস্থিত হইলেন। তাহার মুখে রহিলেন ভীষ্ম; আর গ্রীবায় দ্রোণ, পক্ষদ্বয়ে কর্ণ ও শকুনি, পুচ্ছে দুর্য্যোধন এবং মধ্যে চতুরঙ্গিণী মহাসেনা রহিল। তাঁহারা দেখিলেন,—তাঁহাদের কৃত ক্রৌঞ্চব্যূহ শত্রুগণের দুর্জ্জেয় হইয়াছে। যাদবেরা সমরক্ষেত্রে ক্রৌঞ্চব্যূহ দর্শনে ভীত হইয়া শাম্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে শাম্ব! তুমিও সযত্নে ব্যূহ নির্ম্মাণ কর; কিন্তু তচ্ছ্রবণে রণপণ্ডিত শাম্ব সমরে কৌরবগণকে তুচ্ছ করিয়া ব্যূহ রচনা করিলেন না। হে রাজন্! উভয় পক্ষের সৈন্য যেমন যুদ্ধার্থ প্রচলিত হইল, তখন মহী এক মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অত্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল। ১—১১। তখন উভয় সেনামধ্যে সর্ব্বত্র ভেরী ও শঙ্খধ্বনি এবং ধনুষ্টঙ্কার শব্দ শ্রুত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে গজগণ গর্জ্জন ও অশ্বসমূহ হ্রেষারব করিল, বীরগণের ও রথনেমির নাদ উত্থিত হইল, সৈন্যগণের পদধূলিতে রণক্ষেত্র অন্ধকারাবৃত হইয়া গেল; গগন মলিন হইল, সূর্য্য দৃষ্ট হইলেন না। অনন্তর উভয় সৈন্যের তুমুল সমর আরম্ভ হইল; বীরগণ সমরক্ষেত্রে পরস্পর শাণিত শর, গদা, পরিঘ, শতঘ্নী ও শক্তি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে যুদ্ধ করিল; গজে গজে, অশ্বে অশ্বে, রথে রথে

শরান্ধকারে সঞ্জাতে শাম্বো বাণৈর্ধনুর্দ্ধরঃ।
রণে ভীষ্মেণ যুযুধেঽক্রূরঃ কর্ণেন তত্র চ ॥ ১৭
যুযুধানঃ শকুনিনা দ্রোণাচার্য্যেণ সারণঃ।
দুর্য্যোধনেন সংগ্রামে সাত্যকিঃ শীঘ্রমেব চ ॥১৮
বলী দুঃশাসনেনাপি কৃতবর্ম্মা তু ভূরিণা।
এবং পরস্পরং হ্যাসীৎ সংগ্রামো ভয়কারকঃ ॥১৯
ততঃ শাম্বস্তু সংক্রুদ্ধঃ সজ্জং কৃত্বা ধনুর্দৃঢ়ম্।
টঙ্কারয়ামাস তদা শূরাণাং কম্পয়ন্ হৃদি ॥ ২০
শ্রীকৃষ্ণং প্রথমং নত্বা মুমুচে সায়কান্ দশ।
তানাগতাঞ্ছরান্ ভীষ্মশ্চিচ্ছেদ স্বশরৈরপি ॥ ২১
রণে শাম্বঃ পুনস্তস্য কবচে সায়কান্ দশ।
নিচখান স্বর্ণময়ান্নাদং কৃত্বা তু সিংহবৎ ॥ ২২
চতুর্ভিঃ সায়কৈস্তস্য নিজঘ্নে চতুরো হয়ান্।
চিচ্ছেদ বাণৈর্দশভিস্তৎকোদণ্ডং গুণান্বিতম্ ॥ ২৩
স চ্ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
উত্থায় ভীষ্মঃ সহসা গদাং জগ্রাহ রোষতঃ ॥ ২৪
শাম্বঃ প্রাহ ত্বয়া সার্দ্ধং কথং যুদ্ধং করোম্যহম্।
পদাতিনা রথং চান্যং তুভ্যং দাস্যামি সংযুগে ॥২৫
সশস্ত্রং স্যন্দনং যুদ্ধে ত্বং গৃহাণ কুরূদ্বহ।
জয় মাং নিস্ত্রপং মূঢ়ং বৃদ্ধস্ত্বং পূজ্য এব চ ॥ ২৬
স উবাচ ততঃ শাম্বং ক্রোধাৎ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
দন্তান্ দন্তৈর্লিহন্নোষ্ঠং জিহ্বয়া রক্তলোচনঃ ॥২৭
ত্বদ্দত্তে স্যন্দনে স্থিত্বা যদা যুদ্ধং করোম্যহম্।
তদা ভবতি মেঽকীর্ত্তিঃ পাপং নিরয়মেব চ ॥ ২৮
প্রতিগ্রহপরা বিপ্রা দাতারশ্চ বয়ং স্মৃতাঃ।
দত্তং রাজ্যং যদুভ্যশ্চ পুরাস্মাভিঃ কৃপালুভিঃ ॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং শাম্বঃ প্রত্যুবাচ রুষান্বিতঃ।
ভয়াদ্রাজ্যং প্রদাস্যন্তি রাজানো মণ্ডলেশ্বরাঃ ॥ ৩০
নিরীক্ষ্য ভূমৌ শাস্তারং সংস্থিতং চক্রবর্ত্তিনম্।
ইত্যেবং বাক্যমাকর্ণ্য ভীষ্মঃ শূরশিরোমণিঃ ॥ ৩১
জঘান গদয়া গুর্ব্ব্যা শাম্ববক্ষঃস্থলে নৃপ।
গদাপ্রহারব্যথিতঃ শাম্বঃ সংমূর্চ্ছিতোঽভবৎ ॥ ৩২
সারথিস্তং রথে কৃত্বাপোবাহ শঙ্কিতো রণাৎ।
কোলাহলস্তদৈবাসীদ্ যদুসৈন্যে নৃপেশ্বর ॥ ৩৩

এবং নরে নরে পরস্পর ভীষণ সংঘর্ষ হইল; বাণান্ধকারাবৃত-যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুর্দ্ধর শাম্ব ভীষ্মের সহিত, অক্রূর কর্ণের সহিত, যুযুধান শকুনির সহিত, সারণ দ্রোণাচার্য্যসহ, সত্বরযোধী সাত্যকী দুর্য্যোধনসহ, বলী দুঃশাসনসহ এবং কৃতবর্ম্মা ভূরিশ্রবার সহিত সমর করিলেন। এই প্রকারে তাঁহাদের পরস্পর ভীষণ সংগ্রাম হইল। তখন অতি রোষান্বিত শাম্ব সুদৃঢ় ধনু সজ্জিত করিয়া শত্রুগণের হৃদয় কম্পিত করত টঙ্কার করিলেন। ১২—২০। তিনি প্রথমে কৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক দশবাণ ত্যাগ করিলেন, ভীষ্ম সেই শর আসিতে দেখিয়া স্বীয় শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন; শাম্ব রণক্ষেত্রে সিংহের ন্যায় নাদ করিয়া পুনরায় স্বর্ণময় দশটী বাণে ভীষ্মের কবচ, চারিবাণে চারি অশ্ব এবং দশবাণে জ্যাযুক্ত ধনু ছেদন করিলেন। ছিন্নধন্বা হতাশ্ব রথ ও সারথিহীন ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ গদা গ্রহণপূর্ব্বক রোষবশে উত্থিত হইলে—শাম্ব বলিলেন,—তুমি পদাতি, কেমন করিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিব? যুদ্ধ করিবার জন্য আমি অন্য রথ দিতেছি, হে কুরুবর! তুমি সেই সশস্ত্র রথ গ্রহণ কর। তুমি বৃদ্ধ ও পূজ্য, আমি নির্লজ্জ ও মূঢ়, আমাকে জয় কর। ক্রোধে অধর কম্পিত করিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ ও জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠ লেহন করিতে করিতে লোহিত-লোচন ভীষ্ম শাম্বকে বলিলেন,—তোমার দত্ত-রথে থাকিয়া যুদ্ধ করিলে আমার অযশ, পাপ ও নরক হইবে। বিপ্রগণ প্রতিগ্রহ-পরায়ণ, আমরা দাতা; আমরা কৃপালু হইয়া পূর্ব্বে যাদবগণকে রাজ্য দিয়াছি। তচ্ছ্রবণে রোষান্বিত শাম্ব প্রত্যুত্তর করিলেন,—ভূতলে শাসক চক্রবর্ত্তী নৃপতি উগ্রসেনকে অবস্থিত দেখিয়া মণ্ডলেশ্বর রাজগণও ভয়ে রাজ্য দিয়াছেন। ২১—৩১। হে নৃপ! শূরশিরোমণি ভীষ্ম শাম্ববাক্য শ্রবণে গুরু গদা দ্বারা তদীয় হৃদয়ে আঘাত করিলেন, গদাপ্রহারবেদনায় ব্যথিত শাম্ব মূর্চ্ছিত হইলেন, শঙ্কিত সারথি তাঁহাকে রথে লইয়া রণক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইল। হে নৃপবর! তখনই

ভীমোঽন্তং রথমারুহ্য দংশিতঃ সশরাসনঃ।
যযৌ সুযোধনং শীঘ্রং যাদবান্মারয়ন্ পথি॥ ৩৪
সংগ্রামে তত্র রাজেন্দ্র সাত্যকিশ্চ সুযোধনম্।
চক্রে বাণৈশ্চ বিরথং গৃধ্রপক্ষৈঃ স্ফুরৎপ্রভৈঃ॥৩৫
বিরথোঽপি রথং চান্যং স সমারুহ্য বেগতঃ।
তং শক্রং বিরথং চক্রে শরৈরাশীবিষোপমৈঃ॥৩৬
স চান্যং রথমারুহ্য সাত্যকিঃ শীঘ্রবিক্রমঃ।
বাণেনৈকেন তদ্যানং চিক্ষেপ নৃপ যোজনম্॥৩৭
রথঃ পপাত ভূমধ্যে সসূতঃ সতুরঙ্গমঃ।
অঙ্গারবদ্বিশীর্ণোঽভূন্মূর্চ্ছিতোঽভূৎ সুযোধনঃ॥৩৮
তদা দ্রোণস্তু সংক্রুদ্ধো বাণেনাগ্নিময়েন চ।
জঘান সাত্যকিং যুদ্ধে স্বশক্রং তু বিহায় বৈ॥৩৯
রথস্তু তস্য দগ্ধোঽভূৎ সতুরঙ্গঃ সসারথিঃ।
অভবন্মূর্চ্ছিতঃ সোঽপি দগ্ধাঙ্গো বাণজ্বালয়া॥৪০
কৃতবর্ম্মা ততঃ ক্রুদ্ধো ভূরিং জিত্বা রণাঙ্গনে।
আজগাম নদন্ রাজন্ দ্রোণোপরি রুষান্বিতঃ॥
স গত্বা প্রধনে রোষাদ্ দ্রোণাচার্য্যং শরৈরপি।
চক্রে পদাতিনং বীরো নিঃশস্ত্রং ছিন্নকঙ্কটম্॥৪২
ততঃ কর্ণস্তু সংক্রুদ্ধস্ত্যক্ত্বাক্রূরং রণাঙ্গনে।
ততাড় কৃতবর্ম্মাণং শক্ত্যা শক্তীব তারকম্॥৪৩
সা শক্তিস্তত্তনুং ভিত্ত্বা বিবেশ ধরণীতলে।
নির্ভিন্নহৃদয়ো ভূত্বা কৃতবর্ম্মা পপাত হ॥ ৪৪
যুযুধানস্ততঃ কোপান্নির্জ্জিত্য শকুনিং মৃধে।
কর্ণস্যোপরি রাজেন্দ্র হ্যাজগাম রথেন চ॥ ৪৫
গত্বা শরাসনেনাপি মুমুচে সায়কান্ দশ।
বীক্ষ্য তানাগতান্ কর্ণো নিজঘান স্বসায়কৈঃ॥
সংস্পৃষ্টাস্তত্র সংগ্রামে তয়োর্ব্বাণাঃ পরস্পরম্।
বিস্ফুলিঙ্গান্ ক্ষরন্তস্তে ভ্রমন্তেঽলাতচক্রবৎ॥ ৪৭
যুযুধানস্ততঃ কোপাৎ কর্ণস্য জগতীপতে।
জঘান কবচে বাণান্ কাকপক্ষযুতাঞ্ছিতান্॥৪৮
তে শরাঃ কর্ণকবচে ন লগ্নাঃ পতিতা ভুবি।
রাজন্ পাপস্য কর্ত্তারো ন স্বর্গে নিরয়ে যথা॥ ৪৯

যদুসৈন্য মধ্যে কোলাহল উঠিল, বর্ম্মাবৃত ধনুর্দ্ধারী ভীম অন্যরথে আরূঢ় হইয়া পথে যাদবগণকে প্রহার করিতে করিতে সত্বর দুর্য্যোধন সন্নিধানে উপনীত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! যুদ্ধে সাত্যকি গৃধ্রপক্ষ প্রদীপ্ত বাণে দুর্য্যোধনকে বিরথ করিয়াছিলেন, বিরথ দুর্য্যোধনও অন্যরথে সবেগে আরোহণপূর্ব্বক আশী-বিষোপম শরনিকর দ্বারা শক্র সাত্যকিকে বিরথ করিলেন; হে রাজন্! শীঘ্রবিক্রম সাত্যকিও অন্যরথে আরূঢ় হইয়া একবাণে তাঁহার রথ যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অশ্ব ও সারথিসহ রথ বিশীর্ণ অঙ্গারের ন্যায় ভূমধ্যে পতিত হইল, দুর্য্যোধন মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন ক্রোধান্বিত দ্রোণ যুদ্ধক্ষেত্রে স্বীয় প্রতিযোদ্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিময় এক বাণে সাত্যকিকে আহত করিলেন, তাঁহার রথ অশ্ব ও সারথির সহিত দগ্ধ হইল, সাত্যকিও বাণবহ্নিতে দগ্ধ হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। হে রাজন্! তখন কৃতবর্ম্মা ভূরিশ্রবাকে যুদ্ধে জয় করিয়া ক্রোধ সহকারে তথায় আগমন করত রোষভরে দ্রোণের সম্মুখে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বীর কৃতবর্ম্মা সমরে প্রবৃত্ত হইয়াই রোষবশে বহু শরবর্ষণে দ্রোণাচার্য্যকে রথ ও অস্ত্রহীন করিয়া তাঁহার বর্ম্মচ্ছেদন করিলেন। ৩২—৪২। অনন্তর ক্রুদ্ধ কর্ণ অক্রূরকে রণক্ষেত্রে ত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকেয়ের শক্তি অস্ত্রে তারকাসুর প্রহারের ন্যায় শক্তিদ্বারা কৃতবর্ম্মাকে তাড়িত করিলেন, সেই শক্তি কৃতবর্ম্মার দেহ ভেদ করিয়া পৃথিবীতলে প্রবেশ করিল, কৃতবর্ম্মা ভিন্নহৃদয় হইয়া পতিত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর যুযুধান যুদ্ধে শকুনিকে জয় করিয়া কর্ণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া রথারোহণে তাহার নিকট আগমন করত সায়ক হইতে দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন, কর্ণও সেই সমাগত শরদর্শনে স্বীয় বাণবর্ষণে বাধা দিলেন, উভয়ের শর পরস্পর সংস্পৃষ্ট হইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ত্যাগ করত জ্বলন্ত অনল চক্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। হে জগতীপতে! অনন্তর যুযুধান ক্রুদ্ধ হইয়া কর্ণের কবচে কাকপক্ষযুক্ত শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন; হে রাজন্! পাপকর্ত্তা যেমন স্বর্গে যায় না, নরকে গমন করে, তদ্রূপ, সেই বাণ কর্ণকবচ বিদ্ধ করিল

ততঃ প্রহস্য কর্ণশ্চ যুযুধানন্ত বিস্মিতম্।
চকার বিরথং যুদ্ধে শরৈর্নানাস্ত্রযোজিতৈঃ ॥ ৫০
দুঃশাসনং বলী চৈব কৃত্বা যুদ্ধে বিমূর্চ্ছিতম্।
আযযৌ সংযুগে কর্ণং রথেনানলবর্চ্চসা ॥ ৫১
আগতং বলিনং দৃষ্ট্বা কর্ণো ভাস্করনন্দনঃ।
পবনাস্ত্রেণ বাণেন তং চিক্ষেপ সবাহনম্ ॥ ৫২
পপাত যোজনে সোঽপি শাম্বস্তত্রাগমৎ পুনঃ।
অন্ধকারং শরৈঃ কুর্ব্বন্ কৌরবান্মারয়ন্ রুষা ॥৫৩

ইতি শ্রীমদ্গর্গসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রসুমেরৌ
যদুকুরুসংগ্রামবর্ণনং নামৈকোন-
পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

তদৈব বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকাদয়ঃ।
মাথুরাঃ শূরসেনাদ্যা সমুত্তীর্য্য যমস্বসাম্ ॥ ১

না, ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর কর্ণ হাস্য করিয়া বিস্মিত যুযুধানকে নানাস্ত্রযোজিত শর দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে বিরথ করিলেন। বলী দুঃশাসনকে যুদ্ধে বিমূর্চ্ছিত করিয়া অনলতেজা রথে কর্ণের নিকট সমাগত হইলেন, বলীকে অবলোকন করিয়া সূর্য্যতনয় কর্ণ পবন-বাণে তাহাকে বাহনসহ যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বলী পতিত হইলে শাম্ব আগমন করিয়া রোষবশে সেই রণক্ষেত্রে বাণ-বর্ষণে অন্ধকার করত কৌরবগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। ৪৩—৫৩।

অশ্বমেধখণ্ডে উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—হে নৃপবর! তখন মহা-রণদুর্ম্মদ বলবান্ ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, মাথুর ও শূরসেনাদি শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ অনিরুদ্ধাদি যাদব-

রজোভিশ্চ ততো ব্যাপ্তং কুর্ব্বন্তশ্চ মহীতলম্।
চালয়ন্তশ্চ বলিনো মহাসংগ্রামকর্কশাঃ ॥ ২
বিলোকয়ন্তস্তুরগং সর্ব্বতস্তে মহাবলাঃ।
আজগ্মুশ্চানিরুদ্ধাদ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণাদ্যা নৃপেশ্বর ॥ ৩
বৃষ্ণয়স্তত্র যুদ্ধস্য মহাঘোষং ভয়ঙ্করম্।
শরাসনানাং টঙ্কারং শতঘ্নীনাং রবং তথা ॥ ৪
শূরাণাং গর্জ্জনং চৈব শস্ত্রাণাং চট্চটং তথা।
কোলাহলঞ্চ হাকারং শ্রুত্বা তে বিস্ময়ং যযুঃ ॥ ৫
মত্বা তে যুদ্ধমাসীদ্বৈ যাদবানাঞ্চ কৌরবৈঃ।
শঙ্কিতা অনিরুদ্ধাদ্যাঃ কৃষ্ণাদ্যা আযযুদ্রুতম্ ॥৬
শ্রীকৃষ্ণমাগতং দৃষ্ট্বানিরুদ্ধাদ্যৈঃ সমন্বিতম্।
সসৈন্যঞ্চ সহায়ার্থং নেমুঃ শাম্বাদয়ো নৃপ ॥ ৭
কৃষ্ণে সমাগতে নেদুর্ভের্য্যঃ শঙ্খাশ্চ গোমুখাঃ।
পুষ্পবর্ষং জয়ারাবং দেবাশ্চক্রুশ্চ যাদবাঃ ॥ ৮
দৃষ্ট্বানিরুদ্ধং প্রধনে সমাগতং
হ্যক্ষৌহিণীনাং হি শতৈঃ সমাবৃতম্।
প্রচালয়ন্তং বসুধাং মহাবলং
বিদুদ্রুবুস্তে তু ভয়াচ্চ কৌরবাঃ ॥ ৯
প্রলয়াব্ধিসমং সৈন্যমন্ধকানাং বিলোক্য চ।
ভীতাশ্চ দুদ্রুবুর্বিশ্যা গেহে গেহে কৃতার্গলাঃ ॥১০

গণ যমুনা পার হইয়া ধূলি দ্বারা আকাশ পরি-ব্যাপ্ত ও মহীতল কম্পিত করত অশ্বের অনু-সন্ধান করিতে করিতে হস্তিনায় উপস্থিত হই-লেন। যাদবেরা তথায় ভয়ঙ্কর সমর নির্ঘোষ, শরাসনের টঙ্কার, শতঘ্নীর মহাশব্দ, বীরগণের গর্জ্জন, শস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, কোলাহল ও হাহাকার শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং যাদব, কৌরবের যুদ্ধ মনে করিয়া কৃষ্ণপ্রমুখ অনিরুদ্ধাদি বীর-গণ শঙ্কিত হইয়া তথায় গমন করিলেন। হে নৃপ! অনিরুদ্ধাদিসহ সসৈন্য শ্রীকৃষ্ণকে সাহায্যার্থ সমাগত দেখিয়া শাম্বাদি যাদবগণ প্রণাম করিলেন। কৃষ্ণ সমাগত হইলে ভেরী, শঙ্খ, গোমুখ বাজিয়া উঠিল, দেবগণ পুষ্প-বর্ষণ ও যাদবগণ জয় জয় ধ্বনি করিলেন।

কম্পিত করত মহাবল শত অক্ষৌ-হিণী সেনা পরিবৃত অনিরুদ্ধকে যুদ্ধে সমাগত দেখিয়া কৌরবেরা ভয়ে পলায়ন করিল, প্রলয়-

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বৃষলাঃ স্ত্রীজনাস্তথা।
দুর্য্যোধনং শপন্তশ্চ রুদন্তো নির্গতা গৃহাৎ ॥ ১১
ততো বিহায় মূর্চ্ছাং বৈ মৃধে দুঃশাসনাগ্রজঃ।
সদ্যঃ সুপ্ত ইবোত্তস্থৌ যদুসৈন্যং দদর্শ হ ॥ ১২
দৃষ্ট্বা ভয়ঙ্করাং সেনাং যাদবানাং সুযোধনঃ।
স্বপুরং শঙ্কিতো ভূত্বা পদ্ভ্যাং ভীতস্ত্বরং যযৌ ॥
কর্ণভীষ্মকৃপদ্রোণভূরিদুর্য্যোধনাদয়ঃ।
সভায়াং ধৃতরাষ্ট্রং বৈ নত্বা সর্ব্বমবর্ণয়ন্ ॥ ১৪
স্বানাং পরাজয়ং শ্রুত্বা যাদবানাং জয়ং তথা।
কৃষ্ণস্যাগমনঞ্চৈব নৃপো বিদুরমব্রবীৎ ॥ ১৫

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অক্ষৌহিণীশতযুতে বাসুদেবে সমাগতে।
কুপিতেঽদ্য বয়ং বীর করিষ্যামশ্চ কিং বদ।
নৃপস্য বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য বিদুরোঽব্রবীৎ ॥ ১৬

বিদুর উবাচ।

পুরা রামেণ চৈকেন কুপিতেন গজাহ্বয়ম্ ॥ ১৭
বিকর্ষিতঞ্চ গঙ্গায়াং তস্য ভ্রাতা হি চাগতঃ।
হৃৎকমলকোশাদ্দেবক্যাং জাতো [illegible] ॥
যেন বৈ সংযুগে রাজন্ কংসাদ্যাঃ শকুনাদয়ঃ
মারিতা বহবো দৈত্যাঃ নির্জ্জিতাশ্চ সুরাঃ নরাঃ
তস্মাদ্ যুদ্ধস্য সময়ো নাস্তি রাজন্ বিলোকয় ॥
কৌরবৈঃ শ্যামকর্ণস্তু কৃষ্ণায় দাতুমর্হসি ॥ ২০
মাভূৎ কুরূণাং বৃষ্ণীণাং কলহো নাশকারকঃ।
এবং রাজা বোধিতস্তু বিদুরেণানুজেন বৈ।
উবাচ কৌরবান্ প্রাজ্ঞো দেশকালোচিতং বচঃ ॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

গত্বা কৃষ্ণস্য নিকটে তুরগং দাতুমর্হথ ॥ ২২
সম্মুখে দেবদেবস্য যুদ্ধং কর্ত্তুঞ্চ নার্হথ।
যাদবানাং সহায়ার্থমাগতং কুপিতং হরিম্ ॥ ২৩
যূয়ং প্রসন্নং কুরুত গত্বা তন্নিকটং শনৈঃ।
কৌরবেন্দ্রস্য বচনং কৌরবাস্তে নিশম্য চ ॥ ২৪
বিবিধানুপচারাংশ্চ গন্ধাক্ষতযুতান্ কিল।
গৃহীত্বা দিব্যবস্ত্রাণি রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ২৫
বদন্তঃ পুণ্যনামানি রামকেশবয়োর্ম্মুদা।

জলধিতুল্য যাদব সৈন্য দর্শনে বৈশ্যগণ ভয়ে পলাইয়া গিয়া স্ব স্ব গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া দিল। ১—১০। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নারীজনেরা দুর্য্যোধনকে অভিসম্পাত করত রোদন করিতে করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন যুদ্ধমূর্চ্ছা পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্য সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উত্থিত ও সেই ভয়ঙ্কর যদুসৈন্য দর্শনে শঙ্কিত হইয়া সত্বর পদব্রজে নিজপুরে গমন করিলেন। কর্ণ, ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ ও ভূরিশ্রবা ইহাঁরাও গমন করিয়া দুর্য্যোধনের সহিত ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করত সভামধ্যে সমস্ত যুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র নিজপক্ষের পরাজয়, যাদবগণের জয় ও কৃষ্ণাগমন শুনিয়া বিদুরকে বলিলেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে বীর! কৃষ্ণ কুপিত হইয়া শত অক্ষৌহিণী সেনাসহ সমাগত হইয়াছেন, এখন কি করিব বল। রাজার বাক্যে হাস্য করিয়া বিদুর বলিলেন,—পূর্ব্বে বলরাম একাকী হস্তিনাকে গঙ্গায় আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা আসিয়াছেন, হে নৃপ! তিনি দেবকী-হৃদয়ের কমল কোষ হইতে জাত স্বয়ং হরি। হে রাজন্! যিনি সমরে কংস শকুনাদি বহু দৈত্য বধ ও বহু সুর-নর নির্জ্জিত করিয়াছেন, বুঝিয়া দেখুন,—তাঁহার সহিত সমরের অবসর কোথায়? অতএব কৌরবেরা কৃষ্ণকে যজ্ঞাশ্ব প্রত্যর্পণ করুক, এরূপ বলিলে কুরু-যাদবের নাশকর কলহ হইবে না। প্রাজ্ঞ নৃপতি ধৃতরাষ্ট্র কনিষ্ঠ বিদুর কর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া কৌরবগণকে দেশ-কালোচিত বাক্য বলিলেন। ১১—২১। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—তোমরা কৃষ্ণের নিকটে গিয়া অশ্ব প্রত্যর্পণ কর, দেবদেব কৃষ্ণের সম্মুখে তোমরা সমর করিতে সমর্থ হইবে না। যাদবগণের সাহায্যার্থ কৃষ্ণ কুপিত হইয়া আসিয়াছেন, অতএব শান্তভাবে তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর। কৌরবেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণে কৌরবগণ গন্ধ ও অক্ষতযুক্ত বিবিধ দিব্য বসন ভূষণ রত্নাদি উপচার গ্রহণপূর্ব্বক রামকৃষ্ণের পবিত্র নাম সকল কীর্ত্তন করিতে

পত্তিৰ্বিনির্যযুঃ সর্ব্বে কৃষ্ণং দ্রষ্টুং ভয়ান্বিতাঃ ॥২৬
আগতান্ কৌরবান্ দৃষ্ট্বা যাদবাঃ ক্রোধপূরিতাঃ
নানাশস্ত্রাণি জগৃহুস্তত্র যুদ্ধায় বেগতঃ ॥ ২৭
উচুস্তান্ কৌরবাঃ সর্ব্বে বয়ং যুদ্ধায় নাগতাঃ।
করিষ্যামশ্চ কৃষ্ণস্য দর্শনং দুঃখনাশনম্ ॥ ২৮
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা যাদবা বিস্ময়ং গতাঃ।
কৃষ্ণায় কথয়ামাসুঃ কৌরবাণাং বিচেষ্টিতম্ ॥২৯
ততঃ কৃষ্ণস্য বচসা কৌরবান্ যদুসত্তমাঃ।
আহ্বয়ামাসুস্তে প্রীতা নিঃশস্ত্রানাগতান্নৃপ ॥৩০
আহূতাস্তে তু হরিণা গত্বা শ্রীকৃষ্ণসন্নিধৌ।
লজ্জয়াবাঙ্মুখাঃ সর্ব্বে প্রণম্যোচুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥
পূর্ব্বং দ্রোণ উবাচাথ কৃষ্ণ ভদ্র জগৎপতে।
রক্ষ মাং কৌরবান্ রক্ষ মায়য়া তব মোহিতান্ ॥

কৃপাচার্য্য উবাচ।

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয়মদনুগ্রহ এষ এব
ত্বদ্‌ভৃত্যভৃত্যপরিচারকভৃত্যভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥৩৩

কর্ণ উবাচ।

ভক্তস্যার্থে ধনং ক্ষীণং স্বদারাগতযৌবনম্।
স্বামিকার্য্যে গতাঃ প্রাণা অন্তে তিষ্ঠতু মাধবঃ ॥

ভূরিরুবাচ।

যাচামহে বরদ কিঞ্চিদনল্পলভ্যং
নাথ [illegible]ঃ।
অস্মাভিরঞ্জলিরয়ং বিবশৈর্নিবদ্ধ
এষৈব মে ভবতু দেব ভবান্তরেঽপি ॥৩৫

দুর্য্যোধন উবাচ।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানামি পাপং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥ ৩৬
যন্ত্রস্য গুণদোষেণ ক্ষম্যতাং মধুসূদন।
অহং যন্ত্রং ভবান্ যন্ত্রী মম দোষো ন দীয়তাম্ ॥

ভীষ্ম উবাচ।

রাগান্ধগোপীজনচুম্বিতাভ্যাং
যোগীন্দ্রভোগীন্দ্রনিষেবিতাভ্যাম্

করিতে পাদচারে ভীতভীতভাবে কৃষ্ণদর্শনার্থ সমাগত হইলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া ক্রোধপূরিত যাদবগণ যুদ্ধার্থ সবেগে অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কৌরবগণ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমরা যুদ্ধার্থ আসি নাই, আমরা দুঃখনাশক কৃষ্ণ দর্শন করিব। তচ্ছ্রবণে যাদবগণ বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণের নিকটে তাঁহাদের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। হে নৃপ! অনন্তর কৃষ্ণাদেশে যাদবগণ সেই অস্ত্রশস্ত্রহীন কৌরবগণকে আহ্বান করিলেন, কৃষ্ণাহূত কৌরবেরা লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ সমীপে গমনপূর্ব্বক অধোমুখে অবস্থান করত পৃথক্ পৃথক্ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রথমে দ্রোণ বলিলেন,—হে জগৎপতে মঙ্গলময় কৃষ্ণ! তোমার মায়ায় মোহিত আমাকে ও কৌরবগণকে রক্ষা কর। কৃপাচার্য্য বলিলেন,—হে মধুকৈটভারে! আমার জন্মের ইহাই ফল, আমার প্রতি আপনার ইহাই অনুগ্রহ, ইহাই আমার প্রার্থনা; হে লোকনাথ! আমাকে আপনার দাসানুদাস, তদ্দাসানুদাস ও তদ্দাসানুদাসের দাস বলিয়া মনে রাখিবেন।২২—৩৩। কর্ণ কহিলেন,—হে মাধব! ভক্তের নিমিত্ত ধন, নিজ ভার্য্যার জন্য যৌবন এবং প্রভুর কার্য্যে আমার প্রাণ ব্যয়িত হইয়াছে; তুমি অন্তকালে আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিও। ভূরিশ্রবা বলিলেন,—হে বরদ! আমি অনল্পলভ্য কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতেছি;—হে নাথ! প্রসন্ন হও; আমি পরবশ, সুতরাং কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করি—হে দেব! অন্তকালে এবং জন্মান্তরেও যেন তোমার দিব্যদৃষ্টি আমার উপর পতিত হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা। দুর্য্যোধন বলিলেন,—আমি ধর্ম্ম জানি, তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই, অধর্ম্ম জানি, তাহাতেও নিবৃত্ত নাই; কোন অদৃশ্য দেবতা হৃদয়স্থিত হইয়া আমাকে যেরূপ নিয়োজিত করেন, আমি তাই করি। আমি যন্ত্র, হে মধুসূদন, আমার দোষ গুণ ক্ষমা করুন। আমি যন্ত্র, আপনি যন্ত্রী অর্থাৎ

আতাম্রপঙ্কেরুহকোমলাভ্যাং
চাভ্যাং পদাভ্যাময়মঞ্জলির্মে ॥ ৩৮
বিদুর উবাচ।
আক্রন্তবিক্রয়কৃতাং সুকৃতানি তানি
যে ব্রহ্ম বালমিব তৎপরিপালয়ন্তি।
যদ্দৈত্যদেবমুনিভির্মনসাপ্যগম্যং
যন্নেতি নেতি চ বদন্নহি বেদ বেদঃ ॥৩৯
শ্রীগর্গ উবাচ।
এবং সম্প্রার্থিতঃ কৃষ্ণঃ কৌরবৈঃ শরণাগতৈঃ।
প্রীতঃ প্রত্যাহ তান্ রাজন্মেঘনির্হ্রাদয়া গিরা ॥
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
আর্য্যাঃ শৃণুত মদ্বাক্যমহমাগতবান্ যতঃ।
যুদ্ধং বারয়িতুং চাত্র নারদেন প্রচোদিতঃ ॥৪১
ন মন্যতে মমাজ্ঞাং বৈ মৎপুত্রাশ্চ নিরঙ্কুশাঃ।
দীর্ঘাণাঞ্চ প্রকুর্ব্বন্তি হ্যপরাধঞ্চ দূষণম্ ॥ ৪২
যূয়ং ধন্যাশ্চ মান্যাশ্চ মেলনার্থং সমাগতাঃ .
মৎপুত্রৈশ্চ কৃতং যদ্বৈ তৎ সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হথ ॥৪৩

উগ্রসেনহয়ং বীরাঃ কৃপয়া চ বিমুচ্যতাম্।
পালনার্থং তু তস্যাপি যূয়ং গচ্ছত গচ্ছত ॥ ৪৪
যাদবাঃ কৌরবা মিত্রাঃ কলহং তু পরস্পরম্।
প্রকর্ত্তুং নৈব চার্হন্তি পূর্ব্বপ্রেম বিলোক্য চ ॥৪৫
এবং তে কৃষ্ণদেবেন মিষ্টবাক্যৈশ্চ তোষিতাঃ।
তুরঙ্গঞ্চ দদুঃ প্রীতাঃ পারিবর্হেণ সংযুতম্ ॥ ৪৬
দত্ত্বা তুরঙ্গমং সর্ব্বে কৌরবাঃ খিন্নমানসাঃ।
স্বপুরং বিবিশূ রাজন্ ভীষ্মো গন্তুং মনো দধে ॥

ইতি শ্রীমদ্গার্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে- সুমেরৌ হস্তিনাপুরবিজয়ো নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।
অথ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ যাদবানাঞ্চ পালনম্
কৃত্বা মিলিত্বা প্রযযৌ রথেনাপি কুশস্থলীম্ ॥ ১.
কৃষ্ণে গতেঽনিরুদ্ধস্তু হয়ং সম্পূজ্য যত্নতঃ।

চালক! অতএব আমার দোষ দিবেন না। ভীষ্ম বলিলেন,—রাগান্ধ গোপীগণ আপনার যে পাদপদ্ম চুম্বন এবং যোগীন্দ্র ও ভোগীন্দ্রগণ নিষেবণ করেন, সেই গাঢ় তাম্রবর্ণ ভবদীয় কোমল পাদপদ্মে আমার অঞ্জলি আবদ্ধ থাকুক। বিদুর বলিলেন,—তক্রবিক্রয়ী গোপ-গণের পুণ্য রাশি রাশি, যিনি সুর অসুর ও মুনিগণেরও মনোগম্য নহেন, বেদ নেতি নেতি বলিয়া যাঁহার ইতি পান না, সেই পরব্রহ্ম তাঁহাদের গৃহে বালকবৎ প্রতিপালিত। গর্গ বলিলেন,—হে রাজন্! এইরূপে প্রার্থিত ও শরণাগত কৌরবগণের প্রতি কৃষ্ণ প্রীত হইয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন,—হে আর্য্যগণ! আমি যে জন্য আসিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। আমি নারদ-প্রণোদিত হইয়া যুদ্ধনিবৃত্তির জন্য এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি; আমার নিরঙ্কুশ তনয়েরা আমার কথা না মানিয়া শ্রেষ্ঠজনের নিকট দোষাবহ অপরাধ করিয়াছে, আপ-নারা ধন্য মান্য, মেলনার্থ সমাগত; আমার পুত্রেরা যাহা করিয়াছে, তাহা ক্ষমা করুন। হে বীরগণ! উগ্রসেনের অশ্ব কৃপাপূর্ব্বক প্রত্য-র্পণ ও তাহার পালনার্থ আপনারাও আগমন করুন; পূর্ব্বস্নেহ স্মরণ করিয়া মৈত্রীবদ্ধ যাদব-কৌরবের পরস্পর কলহ করা উচিত নহে। এইরূপে কৃষ্ণের মিষ্ট বাক্যে পরিতুষ্ট কৌরবেরা প্রীতিভরে উপহারসহ অশ্ব প্রত্যর্পণ করিয়া খিন্নমনে স্বপুরে প্রবেশ করিলেন, হে রাজন্! ভীষ্ম দ্বারকা গমনে মনোরথ করি-লেন। ৩৪—৪৭।

অশ্বমেধখণ্ডে পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—অনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণ যাদবগণের রক্ষা করত তাঁহাদের সহিত কিছু-ক্ষণ থাকিয়া রথারোহণে দ্বারকায় গমন করি-লেন। হে নৃপবর! কৃষ্ণ চলিয়া গেলে অনি-

বন্ধনান্মোচয়ামাস বিজয়ার্থে নৃপেশ্বর ॥ ২
মুক্তস্তুরঙ্গঃ প্রযযৌ দেশান্ দেশান্ বিলোকয়ন্।
পৃষ্ঠতস্তস্য রাজেন্দ্র স্বয়ং জগ্মুশ্চ বৃষ্ণয়ঃ ॥ ৩
দুর্য্যোধনং জিতং শ্রুত্বা ভূপ ভূপাস্তুরঙ্গমম্।
প্রাপ্তং ন জগৃহু রাষ্ট্রে কৃষ্ণস্য বলিনো ভয়াৎ ॥ ৪
অথাত্রজত্তুরঙ্গোঽয়ং শৃণ্বন পশ্যন্নিতস্ততঃ।
সংপ্রাপ্তোঽভূদ্দ্বৈতবনে যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৫
ভ্রাতৃভির্ভার্য্যয়া সার্দ্ধং বনবাসং করোতি হি।
তস্মিন্ বনে ভীমসেনো বনদ্বিপগণৈঃ সহ ॥ ৬
নিত্যং করোতি ক্রীড়াং বৈ বালী ক্রীড়নকৈরিব
দদর্শ তুরগং তত্র তং বনং গহ্বরং মহৎ ॥ ৭
ন্যগ্রোধাশ্বত্থবিল্বৈশ্চ খর্জ্জূরপনসৈস্তথা।
বকুলৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ তিন্দুকৈস্তলিকৈরপি ॥ ৮
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ বদরীলোধ্রপাটলৈঃ।
বর্ব্বূরশাল্মলীবেণুপলাশাদিভিরন্বিতম্ ॥ ৯
আগতং ঘোটকং দৃষ্ট্বা দুর্জরে নির্জনে বনে।
বরাহমৃগশার্দ্দূলবৃকসর্পগণৈর্যুতে ॥ ১০
ঝিল্লিঝঙ্কারসংযুক্তে গৃধ্রচিল্লাদিভির্যুতে।
বৃতে তথা ভুজঙ্গৈশ্চ বল্মীকাদর্দ্ধনিঃসৃতৈঃ ॥ ১১
শৃগালমর্কমহিষগবয়াদিভিরন্বিতে।
নীলগোগজভাল্লূকমার্জ্জারৈর্বনমানুষৈঃ ॥ ১২
যুক্তে ভয়ঙ্করে রাজন্ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
অশ্বং জগ্রাহ কেশেষু সপত্রং নৃপ লীলয়া ॥ ১৩
কেনোৎসৃষ্টং বদন্ বাক্যং স্বাশ্রমং প্রযযৌ শনৈঃ
তদৈব চানিরুদ্ধাদ্যা আজগ্মুঃ সর্ব্বযাদবাঃ ॥ ১৪
পশ্যন্তো যক্ষগন্ধর্ব্বমরণ্যে নৃপ কৃচ্ছ্রতঃ।
দৃষ্ট্বা গৃহীতং তুরগমূচুস্তে তু পরস্পরম্ ॥ ১৫
অহো বনচরো হ্যেষ দৃশ্যতে ভীমসেনবৎ।
বৃহদ্বাহুর্মহাপুষ্টো মহোচ্চো রক্তলোচনঃ ॥ ১৬
মহাগৌরঃ কৃচ্ছ্রতরো ধূলিলিপ্তো গদাধরঃ ॥
ইত্থং ব্রুবন্তস্তে সর্ব্বে পুনরূচুশ্চ তং জনম্ ॥ ১৭
কস্ত্বং শ্রীরাজরাজস্য হয়ং নীত্বা ক্ব যাস্যসি।
তস্মান্মোচয় শীঘ্রং ত্বাং ন চেদ্ধন্মো শিলীমুখৈঃ ॥
ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য হয়ং বদ্ধা চ গহ্বরে।

কৃষ্ণ সত্বর অশ্বের পূজা করিয়া বিজয়ার্থ তাহাকে মোচন করিলেন। অশ্ব নানাদিগ্‌দেশ দর্শন করিয়া চলিতে লাগিল,হে রাজেন্দ্র! যাদবগণ দ্রুত গমনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। হে রাজন্! দুর্য্যোধন নির্জ্জিত শুনিয়া বিশেষতঃ বলবান্ কৃষ্ণভয়ে রাজামধ্যে অশ্ব দেখিতে পাইয়াও কোন রাজা ধরিলেন না। অনন্তর অশ্ব ইতস্ততঃ দেখিয়া শুনিয়া দ্বৈতবনে উপনীত হইল, তথায় রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বনবাস করিতেছিলেন। সেই বনে বলবান্ ভীম বন্য হস্তিগণের সহিত কন্দুকক্রীড়ার মত নিত্য খেলা করিতেন। তিনি সেই মহা গহনবনে অশ্ব দর্শন করিলেন। ১—৭। ঐ বন ন্যগ্রোধ, অশ্বত্থ, বিল্ব, খর্জ্জুর, পনস, বকুল, সপ্তপর্ণ, তিন্দুক, তিলক, শাল, তাল, তমাল, বদরী, লোধ্র, পাটল, বর্ব্বুর, শাল্মলী, বেণু ও পলাশ তরু সমাকুল। হে রাজন্! বরাহ, মৃগ, ব্যাঘ্র বৃক ও সর্পগণযুক্ত; ঝিল্লী-ঝঙ্কার-মুখরিত; গৃধ্র চিল্লাদি সমাকুল; বল্মীক স্তূপ মধ্য হইতে অর্দ্ধনিঃসৃত সর্পগণে সঙ্কুল; শৃগাল, বানর, মহিষ, গবয়, নীলবৃষ, গজ, ভল্লুক, মার্জ্জার ও বনমানুষ-ভীষিত সেই ভয়ঙ্কর দুর্গম নির্জ্জন বনে সমাগত পত্রযুক্ত অশ্বদর্শনে ভীমপরাক্রম ভীম লীলাবশে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। এবং কে অশ্ব মোচন করিল, ইহা আলোচনা করিতে করিতে ধীরে ধীরে আশ্রমে উপনীত হইলেন। হে রাজন্! তখনই অনিরুদ্ধাদি যাদবগণ বন মধ্যে অতি কষ্টে যজ্ঞাশ্ব দর্শন করিতে করিতে আগমন করিলেন এবং অশ্ব গৃহীত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন;—অহো! এই বনচর দেখিতেছি ভীমের ন্যায় বৃহদ্বাহু মহা স্থূল মহোচ্চ লোহিত-লোচন মহাগৌর সহিষ্ণু ধূলিধূসর গদাধর। তাঁহারা এইরূপ আলোচনা করিয়া পুনরায় তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে? রাজরাজ উগ্রসেনের অশ্ব লইয়া কোথায় যাইতেছ? সত্বর অশ্ব ত্যাগ কর, অন্যথা বাণদ্বারা তোমাকে নিহত করিব। ৮—১৮। ভীম তাহাদের বাক্য শুনিয়া বনমধ্যে অশ্ব

জগ্রাহ স্বগদাং গুর্ব্বীং ভারাযুতসমন্বিতাম্ ॥ ১৯
তয়া জঘান সংগ্রামে যাদবান্ ভীমবিক্রমঃ।
নিপেতুর্ম্ম্রিয়ন্তত্র ভীমেন নিহতাশ্চ যে ॥ ২০
অনিরুদ্ধস্ততঃ ক্রুদ্ধো দৃষ্ট্বা তস্য পরাক্রমম্।
সহস্রবারণান্মত্তান্নোদয়ামাস তত্র বৈ ॥ ২১
ততঃ স দিগ্‌গজৈঃ সোহপি ভূভৃচ্ছিখরসন্নিভৈঃ।
পতিতো ধরণীপৃষ্ঠে বিষাণৈরবপীড্যতে ॥ ২২
ততো ভীমঃ সমুত্থায় ক্রোধাৎপ্রস্ফুরিতাধরঃ।
মত্তান্ গজান্ জঘানাথ গদয়া বজ্রকল্পয়া ॥ ২৩
কাংশ্চিচ্চিক্ষেপ গগনে কাংশ্চিদ্ভূমৌ ব্যপোথয়ৎ
কাংশ্চিন্মমর্দ পাদাভ্যাং গজান্ কাংশ্চিদ্গজেষু চ
ততশ্চ দুদ্রুবুঃ সর্ব্বে বারণা ভয়বিহ্বলাঃ।
তদাজগাম সংক্রুদ্ধো গদস্তত্র গদাধরঃ ॥ ২৫
গত্বা তৎসন্নিধৌ সোহপি জ্ঞাত্বা ভীমং তু শঙ্কিতঃ
উবাচ নত্বা হে বীর কস্ত্বং বদ মমাগ্রতঃ ॥ ২৬
সোহব্রবীদ্ভীমসেনোহহং জিত্বা দ্যূতেন হে গদ।
দুর্য্যোধনেন রিপুণা পুরা নিষ্কাসিতা বয়ম্ ॥ ২৭

অত্র স্থানাদ্ যোজনে তু ভ্রাতৃভিশ্চ যুধিষ্ঠিরঃ।
করোতি বনবাসং বৈ হহো দেবস্য মায়য়া ॥ ২৮
বনে বর্ষা গতাশ্চাষ্টৌ চত্বারস্ত্ববশেষিতাঃ।
বর্ষমাত্রং করিষ্যামোহজ্ঞাতবাসং বয়ং পুনঃ ॥ ২৯
অর্জ্জুনস্তু গতঃ স্বর্গমাহূতো বাসবেন চ।
অহং ন জানে তু কদাগমিষ্যতি মহীতলে ॥ ৩০
গদ ত্বং তু যদূনাঞ্চ কুশলং কথয়স্ব নঃ।
তুরগঃ কস্য ভূপস্য কিমর্থং যূয়মাগতাঃ ॥ ৩১
ইত্যুক্ত্বা ভীমসেনস্তু রুরোদাশ্রুপরিপ্লুতঃ।
দুর্য্যোধনকৃতান্ ক্লেশান্ সংস্মরন্ দুঃখপূরিতঃ ॥
ইতি শ্রুত্বা স তদ্বাক্যং তং সমাশ্বাস্য দুঃখিতঃ।
ভীমায় কথয়ামাস বার্ত্তাং সর্ব্বাঞ্চ বিস্তরাৎ ॥ ৩৩
শ্রুত্বা ভীমস্তু মুদিতোহনিরুদ্ধাদ্যৈর্যদূত্তমৈঃ।
সমন্বিতস্তু প্রযযৌ ধর্ম্মপুত্রস্য সন্নিধৌ ॥ ৩৪
আগতান্ যাদবান্ শ্রুত্বাজাতশত্রুঃ প্রহর্ষিতঃ।
আনেতুং নির্যযৌ রাজন্নকুলাদ্যৈঃ সমন্বিতঃ ॥ ৩৫

বন্ধনপূর্ব্বক অযুতভারযুত স্বীয় গুর্ব্বী গদা গ্রহণ করিলেন। ভীমবিক্রম ভীমের সেই গদাঘাতে যাদবগণ নিপতিত ও নিহত হইল। অনিরুদ্ধ তাঁহার পরাক্রম দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি সহস্র মত্ত মাতঙ্গ প্রেরণ করিলেন; পর্ব্বতশিখরোপম দন্তশালী সেই সকল দিগ্‌গজ তুল্য করিকর্ত্তৃক ভীম ভূপাতিত ও তাহাদের দন্তদ্বারা পীড়িত হইলেন। অনন্তর ক্রোধকম্পিতাধর ভীম উত্থিত হইয়া বজ্রসদৃশ গদা দ্বারা সেই মত্ত গজগণকে আঘাত করিলেন; কোন গজকে গগনে নিক্ষেপ, কোন গজকে ভূমধ্যে প্রোথিত, কোন মাতঙ্গকে পদদ্বয়ে মর্দ্দিত এবং কোন গজকে অন্য গজের উপর নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর ভয়-বিহ্বল গজগণ দ্রুত পলায়ন করিল, তখন গদাধর ক্রুদ্ধ গদ যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলে, ভীমসন্নিধানে গমন করত তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া শঙ্কিত হইলেন এবং প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—হে বীর! তুমি কে, আমার নিকট বল। ভীম বলিলেন,—আমি ভীমসেন, হে গদ! দ্যূতক্রীড়ায় শত্রু দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি, ইহারই যোজন পরিমিত স্থান মধ্যে ভার্য্যা ও ভ্রাতাদিগের সহিত বনবাস করিতেছেন। অহো! কি দেবমায়া! বনবাসে অষ্টবর্ষ অতীত হইয়াছে, চার বৎসর অবশিষ্ট আছে। আমরা ইহার পর একবৎসর অজ্ঞাত বাস করিব। অর্জ্জুন ইন্দ্র কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ত্রিদশালয়ে গিয়াছে, আমি জানি না সে কত দিনে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। হে গদ! তুমি আমার নিকট যদুগণের কুশল বল; এই অশ্ব কাহার এবং তোমরাই বা আগমন করিলে কেন? ১৯—৩১। এইরূপ বলিয়া ভীম দুর্য্যোধনদত্ত ক্লেশ স্মরণপূর্ব্বক অতিদুঃখে রোদন করিলেন, অশ্রুজলে তাঁহার নয়ন পরিপ্লুত হইল। ভীমের বাক্য শ্রবণে দুঃখিত গদ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বিস্তাররূপে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে ভীম মুদান্বিত হইয়া অনিরুদ্ধাদি যাদববরগণসহ সন্নিধানে উপনীত হইলেন। হে রাজন্! অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির যাদবগণ

নেমুস্তং যাদবাঃ সর্ব্বে সোঽপি দত্ত্বা বরাশিষম্।
নিবাসয়ামাস মুদা সর্ব্বান্ দৈত্যবনে নৃপ ॥ ৩৬
আগতেভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যো যথাযোগ্যং যথারুচি।
প্রদদৌ ভোজনং রাজা স্থাল্যা ভাস্করদত্তয়া ॥ ৩৭
উষিত্বা রজনীমেকাং প্রভাতে কার্ষ্ণিনন্দনঃ।
ক্রতোর্নিমন্ত্রণং দত্ত্বা পাণ্ডবেভ্যঃ পরন্তপ ॥ ৩৮
যাদবৈঃ সহিতঃ শীঘ্রং মোচয়িত্বা তুরঙ্গমম্।
যযৌ সারস্বতান্ দেশাংস্তুরগস্য চ পৃষ্ঠতঃ ॥ ৩৯
অশূরাংশ্চ বহূন্ দেশাংস্ত্যক্ত্বা তুরগরাট্ ততঃ।
স্বেচ্ছয়া বিচরন্ রাজন্ যযৌ কৌন্তলকং পুরম্ ॥
তস্মিন্ পুরে মহারাজ চন্দ্রহাসশ্চ বৈষ্ণবঃ।
পালিতো যঃ কুলিন্দেন কেরলাধিপতেঃ সুতঃ ॥
কৃষ্ণদেবপ্রসাদেন রাজ্যং তত্র করোতি হি।
কথাস্তস্যাপি ভক্তস্য রাজন্ জৈমিনিভারতে ॥৪২
অর্জ্জুনাগ্রে বিস্তরাদ্ বৈ নারদেন তু বর্ণিতা।
তস্মিন পুরে নরাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণভক্তা বসন্তি হি ॥
ব্রহ্মণ্যাঃ পুণ্যকর্ত্তারঃ পরদারপরাঙ্মুখাঃ।
স্বদারনিরতাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণপূজনতৎপরাঃ ॥ ৪৪
গোবিন্দগাথাং শৃণ্বন্তি পুরাণানি তথৈব চ।
জপন্তি তত্র নামানি রাধামাধবয়োর্ম্মুদা ॥ ৪৫
তুলসীমালিকাভিশ্চ হ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রধরা দ্বিজাঃ।
গোপীচন্দনকাশ্মীরৈর্হরিমন্দিরচর্চ্চিতাঃ ॥ ৪৬
শ্যামবিন্দুধরাঃ সর্ব্বে শ্রীধরাঃ কেচিদেব হি।
তিলকৈর্দ্বাদশৈর্যুক্তা অষ্টমুদ্রাধরাঃ পরাঃ ॥ ৪৭
গৃহস্থাঃ শীতলাং মুদ্রাং গোপীচন্দনসংযুতাম্।
নিত্যং বিপ্রাদয়ো বর্ণাঃ প্রভাতে ধারয়ন্তি হি ॥
অগ্নিসংস্কারণার্থন্তু বিরক্তাঃ কেচিদেব হি।
তপ্তমুদ্রাং ধারয়ন্তি কেচিৎ সংন্যাসিনস্তথা ॥ ৪৯
তস্মিন্ পুরে হয়ঃ পশ্চন্ প্রাপ্তোঽভূদ্রাজমন্দিরে
যত্র রাজতি রাজা তু চন্দ্রহাসশ্চ চন্দ্রবৎ ॥ ৫০

ইতি শ্রীমদ্গার্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্র-
সুমেরৌ কৌন্তলপুরগমনং নামৈক-
পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫১॥

আসিয়াছেন শুনিয়া নকুলাদির সহিত তাঁহাদের আনয়নার্থ গমন করিলেন, হে নৃপ! যাদবগণ তাহাকে প্রণাম করিলেন যুধিষ্ঠিরও তাঁহা-দিগকে উত্তম আশীর্ব্বাদ দিয়া সানন্দে দৈত-বনে রাখিয়া দিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সূর্য্যদত্ত স্থালীপ্রভাবে সমাগত ব্যক্তিগণকে যাহার যেমন রুচি, তদনুসারে ভোজন করাইলেন। হে শত্রুতাপন! অতঃপর অনিরুদ্ধ তথায় এক রাত্রি থাকিয়া প্রভাতে পাণ্ডবগণকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া সত্বর অশ্বমোচনপূর্ব্বক যাদব-গণসহ অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সরস্বতী নদীর তীরস্থ দেশসমূহে গমন করিলেন। হে রাজন্! তুরগবর বীরহীন অনেক দেশ পশ্চাতে ফেলিয়া স্বেচ্ছাবিচরণ করিতে করিতে কৌন্তলক পুরে উপনীত হইল। হে মহারাজ! ঐ পুরে পরম বৈষ্ণব চন্দ্রহাস কৃষ্ণপ্রসাদে রাজ্য করেন; চন্দ্রহাস কেরলপতির তনয় ও কুলিন্দ কর্ত্তৃক পালিত। হে রাজন্! কৃষ্ণভক্ত চন্দ্রহাসের কথা জৈমনি ভারতে আছে,—নারদ অর্জ্জুনের সম্মুখে ইহা বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়া-ছেন। ৩২—৪২। কৌন্তলক পুরবাসী অখিল লোকই কৃষ্ণভক্ত, ব্রহ্মণ্যসম্পন্ন, পুণ্যকারী, পরদারপরাঙ্মুখ, স্বদারনিরত ও কৃষ্ণপূজন-তৎপর। তাঁহারা গোবিন্দগুণ শ্রবণ, সাদরে রাধা-মাধবের নামজপ, তুলসীমাল্য ও ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র ধারণ করেন; গোপীচন্দন, কুঙ্কুমাদি দ্বারা হরিমন্দিরাদি মুদ্রা ধারণ করিয়া থাকেন। কেহ শ্যামবিন্দু ধারণ আর কেহ বা শ্রীধারণ করেন, সকলেই দ্বাদশ তিলক ও অষ্টমুদ্রা ধারণ করিয়া থাকেন। গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদি জাতিগণ প্রতিদিন প্রভাতে গোপীচন্দন চর্চ্চিত শীতলা মুদ্রা ধারণ করেন। সংসার-বিরক্ত ব্যক্তি এবং কোন কোন সন্ন্যাসী অগ্নি-সংস্কারার্থ তপ্তমুদ্রা ধারণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রবৎ চন্দ্রহাস শাসিত এ হেন রাজমন্দিরে অশ্ব পথক্রমে প্রবেশ করিল। ৪৩—৫০।

অশ্বমেধখণ্ডে একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

গর্গ উবাচ ।

সমাগতং যজ্ঞহয়ং বিলোক্য
শ্রীচন্দ্রহাসো ব্রজচন্দ্রদাসঃ ।
সদ্যো গৃহীত্বা কিল তস্য পত্রং
স বাচয়ামাস তদৈব হৃষ্টঃ ॥ ১

তৎপত্রং বাচয়িত্বাহ মহাভাগবতো নৃপ
অহো পশ্যামি নেত্রাভ্যাং পৌত্রং শ্রীপরমাত্মনঃ
কেন পুণ্যেন পূর্ব্বেণ কৃষ্ণতুল্যং যদূত্তমম্ ।
ময়া ন দৃষ্টঃ শ্রীকৃষ্ণো মায়ামানুষবিগ্রহঃ ॥ ৩
সহিতঃ কার্ষ্ণিজেনাহং তস্মাদ্গচ্ছামি দ্বারকাম্ ।
তত্র পশ্যামি শ্রীকৃষ্ণং বলং প্রদ্যুম্নমেব চ ॥ ৪
উগ্রসেনং মহারাজং শ্রীকৃষ্ণেনাপি পূজিতম্ ।
ইত্যুক্ত্বা নির্যযৌ রাজা হ্যনিরুদ্ধং বিলোকিতুম্ ॥৫
গৃহীত্বা চোপচারাংশ্চ গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিকান্ ।
দিব্যবস্ত্রাণি রত্নানি গৃহীত্বা তুরগঞ্চ সঃ ॥ ৬
সর্ব্বৈঃ পুরজনৈঃ সার্দ্ধং মালাতিলকশোভিতৈঃ
গীতবাদিত্রঘোষৈশ্চ পদ্ভ্যাং রাজা জগাম হ ॥৭
আগতং তং নৃপং দৃষ্ট্বা নাগরৈঃ সহিতং নৃপ ।
অনিরুদ্ধো মুদাযুক্তো মন্ত্রিণং চেদমব্রবীৎ ॥ ৮

অনিরুদ্ধ উবাচ ।

কোঽয়ং রাজা মহামন্ত্রিন্ সর্ব্বৈঃ পুরজনৈঃ সহ ।
আগতো মেলনার্থং বা তস্য বার্ত্তাং বদস্ব নঃ ॥ ৯

উদ্ধব উবাচ ।

নৃপোঽয়ং চন্দ্রহাসাখ্যো কেরলাধিপতেঃ সুতঃ ।
মৃতয়োর্মাতাপিত্রোশ্চ কুলিন্দেনানুপালিতঃ ॥ ১০
আবাল্যাৎ কৃষ্ণচন্দ্রস্য ভক্তস্তেনাপি রক্ষিতঃ ।
ধৃষ্টবুদ্ধেঃ প্রধানস্য সুতাং যঃ পরিণীতবান্ ॥ ১১
যস্মৈ কুন্তলকো রাজা রাজ্যং দত্ত্বা বনং যযৌ ।
তস্যাখ্যানং দ্বারকায়াং ময়া কৃষ্ণমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥১২
যস্মৈ স্বদর্শনং দাতুং শ্রীকৃষ্ণোঽত্রাগমিষ্যতি ।
উদ্ধবস্য বচঃ শ্রুত্বা বিস্মিতোঽভূদ্ যদূত্তমঃ ॥১৩
গত্বানিরুদ্ধনিকটে চন্দ্রহাসো জনৈর্বৃতঃ ।
শ্যামকর্ণং দদৌ প্রীতো ধনানি বহুশস্তথা ॥ ১৪
গজানামর্দ্ধলক্ষঞ্চ রথানাং লক্ষমেব চ ।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

গর্গ বলিলেন,—সমাগত যজ্ঞাশ্ব দর্শনে কৃষ্ণদাস চন্দ্রহাস তখনই তাহাকে ধরিয়া সানন্দে জয়পত্র পাঠ করিলেন। হে নৃপ! সেই পত্র পাঠ করিয়া মহাভাগবত চন্দ্রহাস বলিলেন,—অহো! আমার এমন কি প্রাক্তন পুণ্য আছে যে, আমি পরমাত্মা কৃষ্ণের তুল্য তৎপৌত্র যদূত্তম অনিরুদ্ধকে নেত্রদ্বয়ে দর্শন করিব! আমি মায়া-মানুষদেহ শ্রীকৃষ্ণকে দেখি নাই, অতএব অনিরুদ্ধের সহিত দ্বারকায় গিয়া সেখানে কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও কৃষ্ণপূজিত মহারাজ উগ্রসেনকে দর্শন করিব। রাজা চন্দ্রহাস এইরূপ বলিয়া গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, বহু দিব্য বস্ত্র ও রত্নাদি উপচার-সহ যজ্ঞাশ্ব লইয়া অনিরুদ্ধ দর্শনার্থে বহির্গত হইলেন। চন্দ্রহাস মালাতিলকধারী গীত ও বাদ্যধ্বনিকারী পৌরজনগণের সহিত পদব্রজে গমন করিলেন। হে নৃপ! নগরবাসিগণসহ রাজাকে সমাগত দেখিয়া অনিরুদ্ধ সানন্দে উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—হে মহামন্ত্রিন্! সমস্ত পুরজনসহ এ কোন্ রাজা আসিতেছেন? ইহাঁর আগমন কি মিলনার্থ? ইহার বৃত্তান্ত আমাদের নিকট বল। ১—৯। উদ্ধব বলিলেন,—এই রাজার নাম চন্দ্রহাস, ইনি কেরল-পতির পুত্র, শৈশবে ইহাঁর পিতামাতার মৃত্যু হইলে কুলিন্দকর্ত্তৃক ইনি পালিত হন। ইনি বাল্য কাল হইতে কৃষ্ণভক্ত, তজ্জন্য কুন্তলপতির প্রধান মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির কন্যার পাণিগ্রহণে সমর্থ হন; আর নৃপতি কুন্তলক ইহাঁকে রাজ্য দিয়া বনে গমন করেন। ইহাঁর উপাখ্যান আমি দ্বারকায় কৃষ্ণের মুখে শুনিয়াছি। ইহাঁকে স্বীয় দর্শন দিতে কৃষ্ণ এই স্থানে উপস্থিত হইবেন। উদ্ধবের বাক্যে যদূত্তম অনিরুদ্ধ বিস্মিত হইলেন, জনপরিবৃত চন্দ্রহাস তাঁহার নিকটে গিয়া প্রীতি ভরে শ্যামকর্ণ অশ্ব ও বহু ধন দান করিলেন। তিনি অর্দ্ধ লক্ষ গজ, লক্ষ

তুরগাণামেককোটিং মুদ্রাণাং হি সহস্রকম্ ॥ ১৫
গবয়ানাং সহস্রঞ্চ শিবিকানাং সহস্রকম্।
ধেনূনাং দশলক্ষঞ্চ শিঞ্জানামযুতং তথা ॥ ১৬
এককোটিস্সুবর্ণানাং রৌপ্যানাঞ্চ চতুর্গুণম্।
লক্ষমাভরণানাঞ্চ মাধবায় দদৌ নৃপঃ ॥ ১৭

চন্দ্রহাস উবাচ।

নমোঽনিরুদ্ধায় সুরোত্তমায়
শ্রীকৃষ্ণপৌত্রায় জনেশ্বরায়।
প্রদ্যুম্নপুত্রায় যদূত্তমায়
দেবায় পূর্ণায় নমঃ পরায় ॥ ১৮

ইতি ভক্তবচঃ শ্রুত্বা প্রসন্নো মদনাত্মজঃ।
সংশ্লাঘ্য প্রদদৌ তস্মৈ প্রদীপ্তাং রত্নমালিকাম্ ॥
চন্দ্রহাসস্তু রাজেন্দ্র রাজ্যে কৃত্বা তু মন্ত্রিণম্।
স্বপুরাদ্ যাদবৈঃ সার্দ্ধং গন্তুং চালং মনোঽকরোৎ।
উষিত্বা তৎপুরে সর্ব্বে হ্যেকরাত্রং যদূত্তমাঃ।
প্রাতঃকালে যযু রাজংশ্চন্দ্রহাসেন সংযুতাঃ ॥২১
জগাম হ্যগ্রতস্তেভ্যো তুরগঃ পত্রশোভিতঃ।
ততঃ সপ্তবতীং দৃষ্ট্বা হ্যাবর্ত্তশতসঙ্কুলাম্ ॥ ২২
তরঙ্গৈস্তটং নিঘ্নন্তীং দীর্ঘবেগাং দুরত্যয়াম্।
নৌকাভিঃ সংযুতাং দৃষ্ট্বা বীরঃ প্রদ্যুম্ননন্দনঃ ॥ ২৩
অক্ষৌহিণীশতযুতো পারং গন্তুং মনো দধে।
স পূর্ব্বং গজমারুহ্য শাম্বাদ্যৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥২৪
নাবং ত্যক্ত্বা নৃপশ্রেষ্ঠ প্রবিবেশ নদীজলে।
প্রথমং সলিলং তস্যাং সমলঞ্চ বভূব হ ॥ ২৫
ততঃ পঙ্কদ্রবা ভূমিশ্চিত্রমেতদ্বভূব হ।
হসন্তো যাদবাঃ সর্ব্বে বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ২৬
অথ ব্রজংস্তুরঙ্গস্তু স জগাম শনৈঃ শনৈঃ।
নারায়ণসরো যত্র মধ্যে সিন্ধুসমুদ্রয়োঃ ॥ ২৭
পপৌ তীর্থজলং তত্র তুরগশ্চ তৃষাতুরঃ।
ততস্তত্রাযযুঃ সর্ব্বেঽনিরুদ্ধাদ্যা যদূত্তমাঃ ॥ ২৮
ধর্ম্মদ্বেষকরান্নীচান্ ম্লেচ্ছান্ জিত্বা মৃধাঙ্গনে।
দৃষ্ট্বা তুরঙ্গমং তত্র স্নানং চক্রুঃ সরোবরে ॥ ২৯

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্র-
সুমেরৌ চন্দ্রহাসানিরুদ্ধমেলনবর্ণনং নাম
দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

রথ, এককোটি অশ্ব, সহস্র মুদ্রা, সহস্র গবয়, সহস্র শিবিকা, দশ লক্ষ ধেনু, অযুত ভূষণ, এক কোটি সুবর্ণ, চারি কোটি রজত এবং লক্ষ আভরণ অনিরুদ্ধকে প্রদান করিলেন। চন্দ্রহাস বলিলেন,—সুরোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পৌত্র জননাথ অনিরুদ্ধকে নমস্কার, প্রদ্যুম্নপুত্র পূর্ণ পরম দেব যদূত্তমকে নমস্কার। ভক্তের এইরূপ বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন প্রদ্যুম্ননন্দন তাঁহাকে প্রশংসাপূর্ব্বক উজ্জ্বল রত্নমাল্য দান করিলেন, হে রাজেন্দ্র! চন্দ্রহাসও রাজ্যে মন্ত্রীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাদবগণসহ নিজপুর হইতে সত্বর যাত্রা করিবার জন্য মনোরথ করিলেন। হে রাজন্! যাদবগণ তাঁহার পুরমধ্যে এক রজনী যাপন করিয়া প্রভাতকালে তাঁহার সহিত গমন করিলেন। ১০—২১। তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে পত্রশোভিত তুরগ গমন করিল। তাঁহারা সপ্তবতী নদীতীরে উপনীত হইলেন। ঐ নদী বেগবতী দুস্পারা ও শত শত আবর্ত্তসঙ্কুলা, উহার তরঙ্গাঘাতে তীর ভগ্ন হয়। হে নৃপবর বীর প্রদ্যুম্ননন্দন তথায় নৌকা দেখিতে পাইয়াও তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক শতশত অক্ষৌহিণীসেনার পারের জন্য পর্য্যালোচনা করত নিজে শাম্বাদির সহিত পরিবেষ্টিত হইয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে নদীতে বহুজল ছিল, কিন্তু তখনই নদী কর্দ্দমাক্ত ভূমির আকার ধারণ করিল, ইহা বড়ই বিচিত্র ব্যাপার! যাদবগণ হাসিতে হাসিতে অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া গেলেন। অনন্তর যজ্ঞাশ্ব সেই নদীপথে ধীরে ধীরে গমন করিয়া সিন্ধুসমুদ্রের সঙ্গমস্থলে নারায়ণ সরোবরে উপনীত হইল। তৃষ্ণাতুর অশ্ব সেই সরোবরের জলপান করিল। অনন্তর অনিরুদ্ধাদি যাদবগণও সেই পথে তথায় উপনীত হইলেন এবং যাইতে যাইতে ধর্ম্মদ্বেষকর নীচ ম্লেচ্ছগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তথায় তড়াগদর্শনে সেই তড়াগে স্নান করিলেন। ২২—২৯।

অশ্বমেধখণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

গর্গ উবাচ ।

পশ্চান্নৃপান্মহাবীরানুগ্রসেনতুরঙ্গমঃ ।
বিচরন্ ভারতে বর্ষে দেশানন্যান্ জগাম হ ॥ ১
এবং বিচরতস্তস্য হয়স্য চ বিশাম্পতে ।
আগতঃ ফাল্গুনো মাসঃ সর্ব্বেষাং গৃহদর্শকঃ ॥ ২
আগতং ফাল্গুনং দৃষ্ট্বা চানিরুদ্ধস্ত শঙ্কিতঃ ।
উবাচ মন্ত্রিপ্রবরমুদ্ধবং বুদ্ধিসত্তমম্ ॥ ৩

অনিরুদ্ধ উবাচ ।

চৈত্রে শ্রীযাদবেন্দ্রস্ত মন্ত্রিন্ যজ্ঞং করিষ্যতি
বয়ং তু কিং করিষ্যামো দিবসা বহবো নহি ॥ ৪
ভূমৌ তুরঙ্গহর্ত্তারো নৃপাঃ কে তেঽবশেষিতাঃ ।
তেষাঞ্চ বদ নামানি মহ্যং শুশ্রূষবে ত্বরম্ ॥ ৫

উদ্ধব উবাচ ।

ন সন্তি ভূতলে শূরা গগনে সন্তি বা হরে ।
তস্মাদ্ যদুপুরীং গচ্ছ স্বর্ণদ্বারাঞ্চ দ্বারকাম্ ॥ ৬
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা হ্যনিরুদ্ধঃ প্রহর্ষিতঃ ।
তস্যাপি বচনং রাজন্নশ্বাগ্রে পুনরব্রবীৎ ॥ ৭
এবং তদ্বাক্যমাকর্ণ্য সর্ব্বজ্ঞাতা তুরঙ্গমঃ ।
প্রযযৌ দ্বারকাং শীঘ্রং কিষ্কিন্ধ্যাং হনুমানিব ॥৮
তস্যাপি পৃষ্ঠতঃ শূরা স্বচ্ছন্দস্তে তুরঙ্গমৈঃ ।
বায়ুবেগৈর্ম্মনোবেগৈর্ভানুশাম্বাদয়ো নৃপ ॥ ৯
গৃহীত্বা তুরগং সর্ব্বে বদ্ধা তং স্বর্ণদামভিঃ ।
সেনায়ামন্তরে কৃত্বা শঙ্কিতাঃ স্বপুরীং যযুঃ ॥ ১০
গীতবাদিত্রঘোষৈশ্চ নাদয়ন্তশ্চ দুন্দুভীন্ ।
চালয়ন্তশ্চ পৃথিবীং ত্রাসয়ন্তঃ খলান্ রিপূন্ ॥ ১১
ব্রজন্তং যাদবৈঃ সার্দ্ধং তুরগং বীক্ষ্য নারদঃ ।
দূতবৎ কলহার্থায় প্রযযৌ শক্রসন্নিধিম্ ॥ ১২
তস্যাগ্রে কথয়ামাস বাজিবার্ত্তাং স বিস্তরাৎ ।
শ্রুত্বা শক্রস্ত রাজেন্দ্র হয়ং হর্ত্তুং মনো দধে ॥ ১৩
আযযৌ ভূতলে শীঘ্রং দ্রষ্টুং ভূত্বা তিরোহিতঃ ।
অহো বিষ্ণোর্ম্মায়য়া চ সর্ব্বে মুহ্যন্তি দেবতাঃ ॥ ১৪
কুবেরব্রহ্মশক্রাদ্যা ভূজনানাং তু কা কথা ।
স গত্বা তত্র বৃষ্ণীনাং সেনাং সর্ব্বাং দদর্শ হ ॥ ১৫
প্রলয়াব্ধিসমাং রৌদ্রাং বৃতাং শূরৈশ্চ কোটিভিঃ

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

গর্গ বলিলেন,—উগ্রসেনের তুরঙ্গম ভারতবর্ষে বিচরণ করিতে করিতে অনেক মহাবীর নৃপতিকে দর্শন করিয়া অন্যান্য দেশে গমন করিল। হে নৃপ! অশ্ব এইরূপে বিচরণ করিতে থাকিলে ফাল্গুন মাস আসিয়া পড়িল, সকলেরই স্বগৃহদর্শনে অভিলাষ হইল। ফাল্গুনের আগমন দর্শনে অনিরুদ্ধ শঙ্কিত হইয়া মন্ত্রিপ্রবর বুদ্ধিসত্তম উদ্ধবকে বলিলেন। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—হে মন্ত্রিন্! চৈত্রমাসে যাদবরাজ যজ্ঞ করিবেন, সময় বেশী নাই, অতএব আমরা কি করিব? ভূতলে হয়হর্ত্তা কোন্ কোন্ রাজা অবশিষ্ট, আমার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে, অতএব সত্বর তাহাদের নাম আমার নিকট বল। উদ্ধব বলিলেন,—হে হরে! ভূতলে বা গগনতলে আর কোন বীর নাই, অতএব স্বর্ণদ্বারমণ্ডিতা যদুপুরী দ্বারকায় গমন কর। হে রাজন্! উদ্ধববাক্য শ্রবণে অনিরুদ্ধ সানন্দে সেই উদ্ধববাক্য অশ্ব সম্মুখে কীর্ত্তন করিলেন, অনিরুদ্ধ-বাক্য শ্রবণে সর্ব্বজ্ঞ তুরঙ্গম হনুমানের কিষ্কিন্ধ্যা গমনের ন্যায় সত্বর দ্বারকার দিকে গমন করিল। হে নৃপ! শত্রু হইতে শঙ্কিত ভানু ও শাম্বাদি বীর যাদবেরা বায়ুবেগ ও মনোবেগগামী অশ্বে আরূঢ় হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ১—১০। স্বর্ণনির্ম্মিত যজ্ঞাশ্বের বন্ধন রজ্জু ধরিয়া তাহাকে সৈন্যমধ্যে রক্ষিত করত যাদবগণ গীতবাদ্য ও দুন্দুভি ধ্বনি সহকারে পৃথিবী কম্পিত ও শত্রুগণকে ত্রাসিত করিয়া চলিতে লাগিলেন। তৎকালে নারদ ইহা দর্শন করিয়া কলহ বাধাইবার জন্য দূতবৎ ইন্দ্রসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক বিস্তর ক্রমে বাজিবার্ত্তা বর্ণন করিলেন। হে রাজেন্দ্র! দেবরাজ তচ্ছ্রবণে অশ্বহরণার্থ মনোরথ করিয়া ভূতলে সত্বর আগমন করত অন্তরাল হইতে দেখিতে লাগিলেন। অহো! বিষ্ণুর মায়ায় কুবের ব্রহ্মা ও বাসবাদি দেবতারাও বিমোহিত হন, মাদৃশ মানবগণের আর কথা কি? হে রাজন্! ইন্দ্র তথায় গিয়া যাদবগণের সমস্ত

যাদবানাং মহাসেনামুন্নটাং বীক্ষ্য শঙ্কিতঃ ॥ ১৬
যযৌ কৃষ্ণভয়াদ্রাজন্ শীঘ্রং শক্রোঽমরাবতীম্।
কৃষ্ণদেবস্য কৃপয়া যুদ্ধস্যাশাং বিসৃজ্য চ ॥ ১৭
অথ ব্রজন্তী চতুরঙ্গিণীভিঃ
সেনানিরুদ্ধস্য মহাত্মনশ্চ।
গজৈ রথৈর্বৈ তুরগৈর্নরৈশ্চ
রেজে মঘোনঃ পৃতনেব স্বর্গে ॥ ১৮
গজাঃ সর্ব্বে পৃথগ্ভূতাঃ পৃথগ্ভূতা রথাস্তথা।
পৃথগ্ভূতাস্তুরঙ্গাশ্চ পৃথগ্ভূতাঃ পদাতয়ঃ ॥ ১৯
অমুং জগ্মুর্দ্বারকান্তে হর্ষিতাঃ কৃষ্ণপোতকাঃ।
জম্বুদ্বীপস্য জেতারো লোকদ্বয়জিগীষবঃ ॥ ২০
অগ্রে বাহং পুরস্কৃত্য বাদিত্রৈর্বিবিধৈরপি।
গীতনৃত্যাদিভী রাজন্ সংযুক্তাস্তে যদূত্তমাঃ ॥২১
অনিরুদ্ধস্তু শাম্বাদ্যৈরিন্দ্রনীলাদিভির্নৃপ।
চন্দ্রহাসাদিভির্ভূপৈঃ সহস্রৈরভিভূষিতঃ ॥ ২২
শাম্বস্যানুমতেনাপি চানর্ত্তে সম্প্রবিশ্য চ।
উদ্ধবং প্রেষয়ামাস দ্বারকাং যোজনদ্বয়াৎ ॥ ২৩
এবং প্রণোদিতঃ সোঽপি নত্বা রুক্মবতীসুতম্
শিবিকাং শীঘ্রমারুহ্য হর্ষিতঃ প্রযযৌ পুরীম্ ॥ ২৪
যত্রাস্তে হ্যুগ্রসেনস্তু মুনিভিঃ পরিবারিতঃ।
শ্রেষ্ঠে পিণ্ডারকক্ষেত্রে সভামণ্ডপভূষিতে ॥ ২৫
বসুদেবাদয়ো যত্র রামকৃষ্ণাদয়ো নৃপ।
প্রদ্যুম্নাদ্যাশ্চ বলিনো যজ্ঞং রক্ষন্তি নিত্যশঃ ॥২৬
গত্বা নৃপসভাং তত্র যাদবেন্দ্রং প্রণম্য চ।
বসুদেবং বলং কৃষ্ণং প্রদ্যুম্নাদীন্ যদূত্তমান্ ॥ ২৭
সর্ব্বান্নত্বা যথাযোগ্যং তেষামগ্রে স সংস্থিতঃ।
কথয়ামাস বৃত্তান্তং পৃষ্টস্তৈর্হৃষ্টমানসৈঃ ॥ ২৮

উদ্ধব উবাচ।

আগতস্তব রাজেন্দ্র নির্ব্বিঘ্নেন তুরঙ্গমঃ।
আগতাশ্চানিরুদ্ধাদ্যাঃ কুশলেন যদূত্তমাঃ ॥ ২৯
গোবিন্দস্যাপি কৃপয়া চেন্দ্রনীলঃ সমাগতঃ।
হেমাঙ্গদঃ সুরূপা চ হ্যাগতা মণ্ডলেশ্বরী ॥ ৩০
নির্জ্জিতস্তু বকো যুদ্ধে ভীষণেন সমন্বিতঃ।
বিন্দুশ্চৈবানুশাল্বশ্চ স্বপুরাদ্দ্বৌ সমাগতৌ ॥ ৩১
উপদ্বীপে পাঞ্চজন্যো বব্বলো নির্জ্জিতোঽসুরৈঃ

সৈন্য দর্শন করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের কৃপায় তিনি সেই প্রলয়জলধিতুল্য কোটি কোটি বীর পরিবৃত মহাযোদ্ধা ভীষণ যাদবসেনা দর্শনে শঙ্কিত হইয়া যুদ্ধাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভয়ে সত্বর স্বর্গে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অনন্তর গজ, অশ্ব, ও রথসঙ্কুল মহাত্মা অনিরুদ্ধের সেনা চতুরঙ্গিণীর সহিত চলিতে থাকিলে স্বর্গস্থ ইন্দ্রসেনার ন্যায় শোভিত হইল। গজ রথ অশ্ব ও পদাতি পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পথে চলিতে লাগিল। কৃষ্ণাশ্রয়ী লোকদ্বয়জয়ী জম্বুদ্বীপজেতা যাদবগণ বিবিধ বাদ্য, গীত ও নৃত্যসহকারে অশ্বকে অগ্রে করিয়া সানন্দে দ্বারকোপান্তে প্রবেশ করিলেন। হে রাজন্! অনিরুদ্ধ শাম্বাদি যাদব, ইন্দ্রনীলাদি নৃপতি ও চন্দ্রহাস প্রভৃতি সহস্র সহস্র ভূপতি বিভূষিত হইয়া শাম্বের অনুমতিক্রমে আনর্ত্তদেশে প্রবিষ্ট হইলেন এবং যোজনদ্বয় দূর হইতে উদ্ধবকে দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। ১১—২৩। উদ্ধব এইরূপে আদিষ্ট হইয়া অনিরুদ্ধকে প্রণামপূর্ব্বক সানন্দে সত্বর শিবিকারোহণে দ্বারকাপুরে প্রয়াণ করিলেন। হে নৃপ! যেস্থানে মুনিগণ-পরিবৃত উগ্রসেন শ্রেষ্ঠ সভামণ্ডপভূষিত পিণ্ডারক ক্ষেত্রে বসুদেব বলরাম ও কৃষ্ণসহ উপস্থিত ছিলেন এবং বলবান্ প্রদ্যুম্ন যেখানে নিত্য যজ্ঞ রক্ষা করিতেন, উদ্ধব সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই রাজসভায় গিয়া যাদবেন্দ্র উগ্রসেনকে প্রণাম করিলেন এবং বসুদেব, বলরাম, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্নাদি যদুসত্তমগণকে যথাযোগ্য প্রণাম করিয়া তাঁহা'র সম্মুখে অবস্থিতি করত তাঁহাদের জিজ্ঞাসাক্রমে সানন্দে সর্ব্ববার্ত্তা নিবেদন করিলেন। উদ্ধব বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! গোবিন্দের দয়ায় আপনার যজ্ঞাশ্ব নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছে; অনিরুদ্ধাদি যাদবগণও সকুশলে সমাগত হইয়াছেন; নৃপতি ইন্দ্রনীল, হেমাঙ্গদ এবং সুরূপা নাম্নী জনৈক মণ্ডলেশ্বরী রমণীও আগমন করিয়াছেন। ভীষণের সহিত বক যুদ্ধে নির্জ্জিত হইয়াছে, বিন্দু ও অনুশাল্ব পরাজিত হইয়া নিজ পুর হইতে এই স্থানে

তস্মিন্ যুদ্ধে মহেশেন হ্যনিরুদ্ধসুনন্দনৌ ॥ ৩২
নিহতৌ চ রুষাঢ্যেন যাদবাশ্চৈব মারিতাঃ।
তত্র গত্বা স্বসৌ কৃষ্ণো জীবয়ামাস যাদবান্ ॥ ৩৩
তস্মাৎ কৃষ্ণস্য কৃপয়া বয়ং সর্ব্বে সমাগতাঃ।
নির্জ্জিতাঃ কৌরবাঃ সর্ব্বে ভীষ্মো হ্যত্র সমাগতঃ
দৃষ্টা দ্বৈতবনেঽস্মাভিঃ পাণ্ডবা দুঃখকর্শিতাঃ।
ব্রজে গোপগণাশ্চৈব কৃষ্ণবিক্ষেপবিহ্বলাঃ ॥ ৩৫
আবাল্যাৎ কৃষ্ণভক্তস্তু চন্দ্রহাসঃ সমাগতঃ।
ভীতাশ্চ বহবো ভূপা আগতাস্তে ভয়াত্তব ॥ ৩৬
গর্গ উবাচ।
ইতি কৃষ্ণগুণান্ শ্রুত্বা হ্যুদ্ধবাদ্ যাদবেশ্বরঃ।
ন কিঞ্চিদুচে প্রেম্ণা তু মগ্নশ্চানন্দসাগরে ॥ ৩৭
মণিহারং দদৌ তস্মৈ রত্নানি চাম্বরাণি চ।
শিবিকাবারণরথহয়াদীনুদ্ধবায় সঃ ॥ ৩৮
ততঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ শীঘ্রমুত্থায় হর্ষিতঃ।
সখ্যা সার্দ্ধং সভায়াঞ্চ চকার পরিরম্ভনম্ ॥ ৩৯
উগ্রসেন উবাচাথ গোবিন্দং হর্ষপূরিতঃ।

আসিয়াছে; পাঞ্চজন্য উপদ্বীপের বল্বল অসুরগণসহ পরাজিত হইয়াছে; সেই যুদ্ধে রোষপরবশ মহেশ কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধ, সুনন্দন এবং বহু যাদব নিহত হইয়াছিলেন, কৃষ্ণ তথায় গিয়া তাঁহাদিগকে জীবিত করেন। অতএব কৃষ্ণের কৃপায় আমরা সকলেই সমাগত হইয়াছি। কৌরবগণ নির্জ্জিত হইয়াছেন, ভীষ্ম এখানে আসিয়াছেন। আমরা দ্বৈতবনে ক্লেশকৃশ পাণ্ডবগণকে ও ব্রজে কৃষ্ণবিরহবিহ্বল গোপগণকে দর্শন করিয়াছি, বাল্যকাল হইতে কৃষ্ণভক্ত চন্দ্রহাস আমাদের সহিত সমাগত হইয়াছেন; আপনার ভয়ে ভীত হইয়া অন্যান্য অনেক রাজা আসিয়াছেন।২৪—৩৬।

গর্গ বলিলেন,—যাদবরাজ উদ্ধবমুখে এবংবিধ কৃষ্ণগুণ শুনিয়া প্রেমানন্দসাগরে মগ্ন হইলেন, মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না। রাজা তাঁহাকে মণিহার, অনেক রত্ন, বসন, শিবিকা, হস্তী, রথ ও অশ্ব প্রদান করিলেন। অনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণ শীঘ্র উত্থিত হইয়া সানন্দে সখার সহিত সভামধ্যে আলিঙ্গন করিলেন। আনন্দ-

আনেতুকামানিরুদ্ধং বৈ গচ্ছ শ্রীকৃষ্ণ যাদবৈঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-সুমেরৌ উদ্ধবাগমনং নাম
ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।
অথোগ্রসেনবচনাদ্বসুদেবাদয়ো নৃপ।
নেতুং বিনির্যযুঃ সর্ব্বে হ্যনিরুদ্ধং সমাগতম্ ॥ ১
গজৈ রথৈস্তুরঙ্গৈশ্চ শিবিকাভির্যদূত্তমাঃ।
শ্রীকৃষ্ণবলদেবাদ্যাঃ প্রদ্যুম্নাদ্যা নৃপেশ্বর ॥ ২
উদ্ধবাদ্যা গজস্থাশ্চ হয়ং দ্রষ্টুং বিনির্গতাঃ।
দেবকীপ্রমুখা নার্য্যো মাতরঃ কৃষ্ণরাময়োঃ ॥ ৩
শিবিকাভির্বিচিত্রাভির্নির্যযুর্নৃপসত্তম।
রুক্মিণীসত্যভামাদ্যা নার্য্যঃ কৃষ্ণস্য এব হি ॥ ৪
শিবিকাভির্যযুঃ সর্ব্বা সহস্রাণি চ ষোড়শ।
লাজানাং মৌক্তিকানাঞ্চ কুসুমানাং নৃপেশ্বর।

পূরিত উগ্রসেন গোবিন্দকে বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! অনিরুদ্ধকে আনিবার জন্য যাদবগণসহ সত্বর গমন কর। ৩৭—৪০।

অশ্বমেধখণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—হে নৃপ! অনন্তর উগ্রসেনাদেশে বসুদেবাদি যাদববরগণ গজ, রথ, অশ্ব ও শিবিকারোহণে অনিরুদ্ধকে আনিবার জন্য আগমন করিলেন। হে নৃপবর! কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও উদ্ধবাদি সকলে অশ্ব দর্শনার্থ গজারূঢ় হইয়া উপস্থিত হইলেন। হে নৃপসত্তম! রামকৃষ্ণ-জননী দেবকীপ্রমুখ নারীগণ বিচিত্র শিবিকারোহণে আগমন করিলেন, রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র কৃষ্ণপ্রিয়াগণও শিবিকারূঢ় হইয়া সমাগতা হই-

বর্ষং কর্ত্তুং যযুঃ শীঘ্রং গজস্থাশ্চ কুমারিকাঃ ॥ ৫
কলশৈর্জলহারিণ্যো নির্যযুর্জলপূরিতৈঃ।
সৌভাগ্যবত্যো ব্রাহ্মণ্যো গন্ধপুষ্পাক্ষতাঙ্কুরৈঃ ॥
বারাঙ্গনাশ্চ রূপিণ্যো নৃত্যং কর্ত্তুং বিনির্যযুঃ।
শোভিতাঃ সর্ব্বশৃঙ্গারৈর্গায়ন্ত্যশ্চ গুণান্ হরেঃ ॥৭
শঙ্খদুন্দুভিনাদেন ব্রহ্মঘোষেণ যাদবাঃ।
বারণেন্দ্রং পুরস্কৃত্য গর্গাদ্যৈর্মুনিভির্যুতাঃ ॥ ৮
বিলোকয়ন্তঃ স্বপুরীং পতাকাভিশ্চ মণ্ডিতাম্
সিক্তমার্গাং গন্ধজলৈ রম্ভাতোরণশোভিতাম্ ॥
প্রদীপ্তাং মণিদীপৈশ্চ বিতানৈর্বিবিধৈরপি।
দিব্যনারীনরৈর্যুক্তাং সুবর্ণবসনৈর্বৃতাম্ ॥ ১০
পক্ষিণাং কলশব্দেন ধূম্রেণাগুরুগন্ধিনা।
শোভিতাং কুশনগরীং শক্রস্যেবামরাবতীম্ ॥১১
ইত্থং বিলোকয়ন্তস্তে প্রাপ্তাঃ শীঘ্রঞ্চ যাদবাঃ।
যত্রানিরুদ্ধঃ সহয়ো বর্ত্ততে সেনয়া বৃতঃ ॥ ১২
তান্ দৃষ্ট্বা চানিরুদ্ধস্তু স্বরথাদবতীর্য্য চ।
পুরস্কৃত্য হয়ং চাগ্রে নৃপৈঃ সার্দ্ধং সমাযযৌ ॥১৩
পূর্ব্বং নত্বা কুলাচার্য্যং বসুদেবং বলং তথা।
শ্রীকৃষ্ণং পিতরং চৈব তেভ্যশ্চাশ্বং দদৌ পুনঃ ॥
শুভাশিষো দদুস্তে তু প্রীতাঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ।
ত্বয়া সাধু কৃতং বৎস সর্ব্বান্ জিত্বা রিপুন্নৃপান্ ॥
আনয়ামাস তুরগং মধ্যে সংবৎসরস্য চ।
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বানিরুদ্ধঃ প্রাহ মাং পুনঃ ॥ ১৬
কৃপয়া তব বিপ্রেন্দ্র মার্গে মার্গে মৃধে মৃধে।
বহুভিঃ শত্রুভিশ্চাশ্বো গৃহীতোঽপি বিমোচিতঃ
গুরোরনুগ্রহেণৈব সুখী ভবতি মানবঃ।
তস্মাদ্ গুরুঞ্চ বিধিনা যথাশক্ত্যা প্রপূজয়েৎ ॥১৮
ভূপাস্ততঃ সমাগত্য সমীপে রামকৃষ্ণয়োঃ।
নেমুঃ পৃথক্ পৃথক্ সর্ব্বে প্রীতাঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ ॥
সর্ব্বান্ দৃষ্ট্বা নতান্ ভূপান্ শ্রীকৃষ্ণো বলসংযুতঃ।
চন্দ্রহাসঞ্চ গাঙ্গেয়ং বিন্দুঞ্চৈবানুশাল্বকম্ ॥ ২০
হেমাঙ্গদং চেন্দ্রনীলং পরিরেভে হর্ষির্ম্মুদা।

লেন। হে নৃপবর! গজস্থা কুমারীগণ বহু লাজ, মৌক্তিক ও কুসুম বৃষ্টি করিল, জলানয়নকারিণী রমণীগণ জলপূর্ণ কলস ও সৌভাগ্যবতী ব্রাহ্মণপত্নীগণ গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত ও দূর্ব্বাঙ্কুরাদি লইয়া আসিলেন। সুন্দরী বারবনিতারা নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইল, সর্ব্ববিধ ভূষণে ভূষিত গায়কগণ গোবিন্দগুণ গাহিতে লাগিল; যাদবগণ শঙ্খ-দুন্দুভি নাদ ও গর্গাচার্য্য প্রমুখ মুনিগণোচ্চরিত বেদধ্বনি সহকারে গজরাজকে অগ্রে করিয়া পতাকামণ্ডিত নিজ নিজ পুরী দর্শন করিতে করিতে আসিতে লাগিলেন। দ্বারকা পুরীর পথ গন্ধজলে সিক্ত, রম্ভাতরুর তোরণে শোভিত, প্রদীপ্ত মণিদীপে আলোকিত, বিবিধ বিতান-শোভিত, দিব্য নারীগণযুক্ত, সুবর্ণবসনাবৃত, পক্ষিগণের মধুরধ্বনি মুখরিত এবং অগুরুগন্ধি সুগন্ধধূমে আমোদিত—যেন ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় পরিশোভিত। ১—১১। এইরূপ দেখিতে দেখিতে যেস্থানে সেনা ও অশ্বের সহিত অনিরুদ্ধ বিদ্যমান, যাদবগণ সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া অনিরুদ্ধ রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অশ্বকে অগ্রে করিয়া নৃপগণের সহিত সমাগত হইলেন এবং প্রথমে কুলাচার্য্য গর্গাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া ক্রমে বসুদেব, বলরাম কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্নকে প্রণাম করত তাঁহাদের নিকট অশ্ব অর্পণ করিলেন। তাঁহারাও প্রেমপরিপ্লুত হইয়া শুভশীর্ব্বাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন,—হে বৎস! উত্তম কার্য্য করিয়াছ, তুমি বৎসর মধ্যে সমস্ত শত্রু-নৃপতি জয় করিয়া অশ্ব আনিয়াছ। এবংবিধ বাক্যশ্রবণে অনিরুদ্ধ আমাকে বলিলেন,—"হে বিপ্রেন্দ্র! প্রত্যেক পথে অনেক শত্রু কর্ত্তৃক অশ্ব ধৃত হইলেও আপনার কৃপায় আমি প্রতিযুদ্ধে অশ্ব মোচন করিয়াছি; গুরুর অনুগ্রহে মানব সুখী হয়, অতএব গুরুকে শক্তি অনুসারে যথাবিধি পূজা করিবে।" অনন্তর প্রেমপরিপ্লুত নৃপগণ রাম-কৃষ্ণ ও মুনি সমীপে আসিয়া প্রীতিভরে পৃথক্ পৃথক্ প্রণাম করিলেন, নৃপতিগণকে প্রণত দেখিয়া রাম ও কৃষ্ণ চন্দ্রহাস, ভীষ্ম, বিন্দু, অনুশাল্ব, হেমাঙ্গদ ও ইন্দ্রনীলকে সানন্দে আলিঙ্গন করিলেন;

কৃষ্ণভক্তাৎ পরঃ কোঽপি তস্মাদ্ভূমৌ ন বিদ্যতে
ততোঽনিরুদ্ধং জয়িনং সমাগতং
গজে সমারোপ্য কুশস্থলীং যযৌ।
শৌরিঃ প্রসন্নঃ কিল সর্ব্বযাদবৈঃ
পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈর্মুদিতৈর্নৃপেশ্বর ॥ ২২
পুষ্পাণাং মকরন্দানাং বর্ষং চক্রুঃ সুরস্ত্রিয়ঃ।
লাজানাং মৌক্তিকানাঞ্চ কুঞ্জরস্থাঃ কুমারিকাঃ ॥
নৃত্যবাদিত্রগীতেন ব্রহ্মঘোষেণ শোভিতাঃ।
পশ্যন্তঃ সিক্তমার্গাং তাং পুরীং পিণ্ডারকং যযুঃ ॥
নৃপাঃ সর্ব্বে যদূনাঞ্চ বৈভবং দেবদুর্লভম্।
বিলোক্য বৈভবং স্বং স্বং গর্হয়ন্তি চ বিস্মিতাঃ
যজ্ঞস্থলন্তে দদৃশুর্ধূম্রেণ ঘৃতগন্ধিনা।
ব্যাপ্তং ব্রাহ্মণঘোষেণ হ্যসিপত্রব্রতেন চ ॥ ২৬
নিরীক্ষ্য তত্র ভূপালমুগ্রসেনং যদূত্তমম্।
পুরন্দরসমং দান্তং পুষ্টং গৌরং স্ফুরৎপ্রভম্ ॥ ২৭
কুশাসনস্থং সুভগং নিয়মে ন্যস্তভূষণম্।
সংযুক্তং মৃগশৃঙ্গেণ মৃগচর্ম্মণি ভার্য্যয়া ॥ ২৮
কুর্ব্বন্তং পূজনং চাগ্নের্ঘৃতগন্ধাক্ষতাদিভিঃ।
মণ্ডপে মুনিভির্যুক্তং ধূম্রেণারুণলোচনম্ ॥ ২৯
তং সর্ব্বে চানিরুদ্ধাদ্যাঃ কৃত্বাগ্রে যজ্ঞঘোটকম্।
বাহনেভ্যঃ সমুত্তীর্য্য নেমুঃ প্রীতাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥
ততঃ শ্রীযদুরাজস্তু সর্ব্বান্ দৃষ্ট্বা নৃপান্ যদূন্।
সর্ব্বেষামাদধে মানং যথাযোগ্যং যথাবলম্ ॥৩১
অনিরুদ্ধস্ততো নত্বা শীঘ্রং ভূত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
সর্ব্বেষাং শৃণ্বতাং প্রাহ জম্বুদ্বীপপতিং নৃপম্ ॥ ৩২

অনিরুদ্ধ উবাচ।

এনং পশ্য মহারাজ ইন্দ্রনীলনৃপোত্তমম্।
পাদয়োঃ পতিতং প্রেম্ণা সমুত্থাপয় দেববৎ ॥৩৩
হেমাঙ্গদং চানুশাল্বং বিন্দুং শ্রীচন্দ্রহাসকম্।
এনং দেবব্রতং পশ্য চাগতং তব সন্নিধৌ ॥ ৩৪
মম রক্ষাকরং পশ্য শাম্বং জাম্ববতীসুতম্।
রুদ্রেণ নিহতং মাঞ্চ পশ্য কৃষ্ণেন জীবিতম্ ॥ ৩৫
তথা রুদ্রহতং পশ্য জীবিতঞ্চ সুনন্দনম্।
অন্যান্ পশ্য যদূন্ সর্ব্বান্ কৃষ্ণস্য কৃপয়াগতান্ ॥

অতএব কৃষ্ণভক্ত হইতে ভূতলে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। ১২—২১। হে নৃপেশ্বর। অনন্তর প্রসন্ন বসুদেব জয়ী সমাগত অনিরুদ্ধকে গজে আরোপিত করিয়া পুত্র পৌত্রাদি যাদবগণের সহিত সানন্দে দ্বারকায় উপনীত হইলে, তখন অমরনারীগণ কুসুম ও পুষ্পরস বর্ষণ করিলেন। কুঞ্জরস্থা কুমারীরা লাজ ও মুক্তা বর্ষণ করিল, নৃত্য, গীত, বাদিত্র ও বেদধ্বনি শোভিত যাদবগণ গন্ধজলসিক্ত পথে স্ব স্ব পুরী দর্শন করিতে করিতে পিণ্ডারক ক্ষেত্রে গমন করিলেন, সমাগত রাজগণ যাদবদিগের দেবদুর্লভ ঐশ্বর্য্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া স্ব স্ব বৈভবের তিরস্কার করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন,—যজ্ঞস্থান ঘৃতগন্ধি ধূমে আমোদিত ও বেদধ্বনি-ব্যাপ্ত; যদুবর রাজা উগ্রসেন অসিপত্রব্রতরত পুরন্দর সদৃশ দান্ত, পুষ্ট, গৌর, প্রদীপ্তপ্রভ, কুশাসনস্থ, সৌভাগ্যসম্পন্ন, নিয়ম-নিরত, ভূষণাদি-বিলাসহীন; ভার্য্যার সহিত মৃগশৃঙ্গযুক্ত, তিনি মৃগাজিনে সমাসীন হইয়া ঘৃত, গন্ধ ও অক্ষতাদিদ্বারা সম্মুখবর্ত্তী বহ্নির পূজা করিতেছেন; মণ্ডপমধ্যে মুনিগণ রহিয়াছেন ও তিনি যজ্ঞধূমে আরক্তলোচন হইয়াছেন। অনিরুদ্ধাদি যাদবগণ বাহন হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া প্রীতিভরে পৃথক্ পৃথক্ প্রণত হইলেন। অনন্তর উগ্রসেন যাদবরাজগণকে সন্দর্শন করিয়া সকলেরই যোগ্যতা ও বলানুসারে সম্মান করিলেন, অনিরুদ্ধও সত্বর করজোড়ে প্রণাম করিয়া সকলের সমক্ষে জম্বুদ্বীপাধিপতি উগ্রসেনকে বলিতে লাগিলেন। ২২—৩২। অনিরুদ্ধ বলিলেন,—হে মহারাজ! এই দেখুন ইনি দেববৎ নৃপোত্তম ইন্দ্রনীল প্রেমভরে আপনারপদদ্বয়ে পতিত হইয়াছেন, ইঁহাকে উত্থাপিত করুন, হেমাঙ্গদ, অনুশাল্ব, বিন্দু ও চন্দ্রহাস এবং ভীষ্ম আপনার সন্দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছেন, আর আমার রক্ষাকারী জাম্ববতীতনয় শাম্বকে দর্শন করুন। আমি রুদ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলাম, কৃষ্ণ আমায় জীবিত করিয়াছেন। সুনন্দনও রুদ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়া কৃষ্ণকৃপায় জীবিত হই-

গৃহাণ যজ্ঞতুরগং নির্ব্বিঘ্নেন সমাগতম্।
দত্তং যুদ্ধায় নিস্ত্রিংশস্তং গৃহাণ নমোঽস্তু তে ॥৩৭
ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য যদুরাজঃ প্রহর্ষিতঃ।
সংশ্লাঘ্য তং নৃপাংশ্চৈব যথাযোগ্যাশিষং দদৌ ॥
পূজয়িত্বা নৃপান্ সর্ব্বাংস্ততো ভীষ্মমুবাচ হ।
এহি ভীষ্ম ময়া সার্দ্ধং কুরু ত্বং পরিরম্ভণম্ ॥ ৩৯
ইত্যুক্ত্বা তং সমুত্থায় পরিরেভে যদূত্তমঃ।
ততস্তে দানমানাভ্যাং পূজিতা যদবো নৃপাঃ ॥৪০
নিবাসং চক্রিরে প্রীতা দ্বারকায়াং গৃহে গৃহে।
ততো দৃষ্ট্বানিরুদ্ধং বৈ প্রাপ্তং শাম্বাদিভির্নৃপ ॥
দেবকী রোহিণী চৈব রুক্মিণ্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো বরাঃ
অন্যাশ্চ রুক্মবত্যাদ্যাঃ পরিষজ্য মুদং যযুঃ ॥ ৪২
সুরূপা রোচনা হ্যুষা রাজন্নেতা মুদং গতাঃ।
শাম্বশ্লাঘাং ততঃ শ্রুত্বা সুযোধনসুতা ভৃশম্ ॥৪৩
মুদং যযৌ স্বনেত্রাভ্যাং মুঞ্চন্তী হর্ষজং জলম্।

বভূব মঙ্গলং রাজন্ দ্বারকায়াং গৃহে গৃহে।
সসৈন্যে নৃপশার্দ্দূল হ্যনিরুদ্ধে সমাগতে ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ দ্বারকায়াং তুরগাগমনং নাম
চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

য়াছে, তাহাকেও অবলোকন করুন। কৃষ্ণ-কৃপায় প্রত্যাবৃত্ত অন্যান্য যাদবগণকেও দর্শন এবং নির্ব্বিঘ্নে সমাগত এই অশ্ব গ্রহণ করুন। আর যুদ্ধ জয়ের জন্য যে নিস্ত্রিংশ দিয়াছিলেন, তাহাও গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার। অনিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণে প্রহৃষ্ট যদুরাজ তাঁহাকে ও নৃপগণকে প্রশংসা করিয়া যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সৎকার করিয়া ভীষ্মকে বলিলেন,—হে ভীষ্ম! নিকটে আসিয়া আমার সহিত আলিঙ্গন কর। যদুরাজ এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে উত্থাপিত করত আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর যাদব-রাজগণ দান মানাদি দ্বারা পূজিত হইয়া দ্বারকায় নিজ নিজ গৃহে গিয়া বাস করিলেন। হে নৃপ! অনন্তর দেবকী রোহিণী ও রুক্মিণী প্রভৃতি বরনারী এবং রুক্মবতী প্রভৃতি অন্যান্য নারীগণ শাম্বাদির সহিত অনিরুদ্ধকে ক্রোড়ে লইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। হে রাজন্! সুরূপা, রোচনা ও ঊষা ইহারাও পরমানন্দ পাইলেন। হে রাজন্! দুর্য্যোধনতনয়া লক্ষ্মণা শাম্বের প্রশংসা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন, তাঁহার লোচন হইতে হর্ষ জল পতিত হইল, হে নৃপবর! সসৈন্য অনিরুদ্ধ সমাগত হইলে দ্বারকার গৃহে গৃহে মহামঙ্গল অনুষ্ঠিত হইল। ৩৩—৪৪।

অশ্বমেধখণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

অথ বৈ মণ্ডপে রম্যে দ্বারৈরষ্টভিরন্বিতে।
পতৎপতাকে কুণ্ডাঢ্যে যাজ্ঞিকৈরষ্টকৈর্যুতে ॥ ১
পালাশৈর্বৈল্বজৈশ্চ তথা শ্লেষ্মাতকৈর্নৃপ।
বেদিকাভিস্তথা যূপৈশ্চষালৈরপি ভূষিতে ॥ ২
স্রুক্চর্ম্মকুশমুসলোলুখলাদ্যৈর্বিশাম্পতে।
অন্যৈঃ সম্ভৃতসম্ভারৈর্নানাবস্তুভিরন্বিতে
উগ্রসেনস্তু রাজর্ষির্ঋষিভির্বেদপারগৈঃ।
যাদবৈশ্চামরাবত্যাং রেজে শক্র ইবামরৈঃ ॥ ৪
আহূতাঃ কৃষ্ণচন্দ্রেণ গোপা নন্দাদয়স্ততঃ।
বৃষভানুবরাদ্যাশ্চ শ্রীদামাদ্যাঃ সমাযযুঃ ॥ ৫

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

গর্গ বলিলেন,—হে নৃপ! অনন্তর পতৎপত শব্দায়মান পতাকাযুক্ত বহু কুণ্ডমণ্ডিত অষ্টদ্বার-সমন্বিত, অষ্ট যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণযুক্ত রম্য যজ্ঞ-মণ্ডপে বেদপারগ ঋষিগণ ও যাদবগণসহ রাজর্ষি উগ্রসেন ইন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিলেন। হে রাজন্! ঐ যজ্ঞমণ্ডপ পলাশ, বিল্ব ও শ্লেষ্মাতকাদি কাষ্ঠনির্ম্মিত যূপ ও যূপবলয়াদি-যুক্ত, পরিষ্কৃত, বেদিকা-শোভিত, স্রুক, চর্ম্ম কুশ, মুষল উদূখলাদি এবং অন্যান্য বহু যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভারে সম্ভৃত। তথায় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আহূত

যশোমতী রাধিকা চ হ্যন্যাঃ সর্ব্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ।
দ্বারকামায়যুঃ প্রীতাঃ শিবিকাভী রথৈরপি ॥ ৬
আহুতো ধৃতরাষ্ট্রস্তু কৌরবৈশ্চ সুতৈর্যুতঃ।
আজগাম কুশস্থল্যাং নৃপাশ্চান্যে সমাগতাঃ ॥ ৭
যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনশ্চার্জ্জুনো নকুলস্তথা।
সহদেবো বনাদেতে হ্যাজগ্মুর্ভার্য্যয়া সহ ॥ ৮
শ্রীকৃষ্ণেন সমাহূতাঃ প্রেষয়িত্বা চ নারদম্।
শক্রাদয়োঽষ্টৌ দিক্‌পালা বসবো রবয়স্তথা ॥৯
যজ্ঞে সনৎকুমারাশ্চ রুদ্রাশ্চৈকাদশাপি হি।
মরুদ্গণাশ্চ বেতালা গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাস্তথা ॥ ১০
বিশ্বেদেবাশ্চ সাধ্যাশ্চ সর্ব্বে বিদ্যাধরাস্তথা।
দেবাশ্চ দেবপত্ন্যশ্চ গন্ধর্ব্বোঽপ্সরসস্তথা ॥ ১১
আজগ্মুর্দ্বারকাং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনকাঙ্ক্ষয়া।
কৈলাসাচ্চ সমাহূতঃ সর্ব্বমঙ্গলয়া শিবঃ ॥ ১২
সুতলাদ্দৈত্যবৃন্দৈশ্চ প্রহ্লাদো বলিরেব চ।
বিভীষণো ভীষণশ্চ ময়ো বল্বল এব চ।
জাম্ববান্ দংষ্ট্রিভিঃ সার্দ্ধং হনুমান্ বানরৈর্যুতঃ।
পক্ষিভিঃ পক্ষিরাট্ তত্র তথা সর্পৈশ্চ বাসুকিঃ॥
ধেনুভিঃ সহিতা রাজন্ ধেনুরূপধরা ধরা।
মেরুঃ শৈলৈর্হিমগিরির্বটঃ সাক্ষাদ্ দ্রুমৈর্বৃতঃ ॥১৫
রত্নাকরা রত্নযুতা নদীভিঃ স্বর্ধুনী তথা।
তীর্থৈঃ সর্ব্বৈশ্চ রাজেন্দ্র তীর্থরাজশ্চ পুষ্করঃ।
এতে সর্ব্বে সমাহূতা আজগ্মুর্মুদিতাঃ ক্রতৌ ॥১৬
ততঃ কৃষ্ণেন চাহূতা ব্রজভূমিঃ সমাগতা ॥ ১৭
কৃষ্ণযজ্ঞোৎসবং দ্রষ্টুং যমুনা শমনস্বসা।
সর্ব্বান্ দৃষ্ট্বাগতান্ প্রীতো বাসয়ামাস চাহুকঃ ॥১৮
শিবিরেষু মন্দিরেষু বিমানেষু বনেষু চ।
অথাচার্য্যঃ কৃতো ব্যাসো বকদাল্‌ভ্যো বিধির্ম্ময়া
ঋত্বিজশ্চ কৃতা দিব্যা যে বৈ পূর্ব্বং নিমন্ত্রিতাঃ।
অথ যজ্ঞেঽনিরুদ্ধস্তু শ্রীকৃষ্ণস্বেচ্ছয়া নৃপ ॥ ২০
বিধের্ব্বিধোশ্চ স্বস্যাপি কৃত্বা রূপত্রয়ং বভৌ।
দৃষ্ট্বা লীলাং কাঞ্চিজ্জস্য দেবাশ্চ যদবো নৃপাঃ ॥২১
বিস্মিতাঃ কথয়ামাসুঃ কর্ণে কর্ণে পরস্পরম্।
ব্যাসঃ প্রত্যাহ রাজনং শৃণু যাদবসত্তম ॥ ২২
উপবিষ্টা নৃপা বিপ্রা যথাস্থানে বিভাগশঃ।
চতুষষ্টির্দম্পতীনাং যাস্তু বৈ গোমতীতটে ॥ ২৩

হইয়া নন্দাদি গোপগণ বৃষভানুবরগণ ও শ্রীদামাদি সখা, যশোদা, রাধিকা এবং অন্যান্য ব্রজস্ত্রীগণ শিবিকা ও রথারোহণে সানন্দে আগমন করিলেন। নিজপুত্রগণসহ ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য অনেক নৃপতি নিমন্ত্রিত হইয়া দ্বারকায় উপনীত হইলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন নকুল, সহদেব ইহাঁরাও দ্রৌপদীর সহিত বন হইতে আগমন করিলেন; শ্রীকৃষ্ণ নারদকে পাঠাইয়া ইহাঁদিগকে নিমন্ত্রণ করাইয়াছিলেন। হে রাজন্! কৃষ্ণ দর্শন লালসায় ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল, অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, সনৎকুমারাদি, একাদশ রুদ্র, মরুদ্গণ, বেতাল, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বিশ্বেদেব, সাধ্য, বিদ্যাধর, দেব, দেবপত্নী, গন্ধর্ব্বী ও অপ্সরাগণ দ্বারকায় আগমন করিলেন, কৈলাস হইতে সর্ব্বমঙ্গলার সহিত শিব, সুতল হইতে দৈত্যবৃন্দসহ প্রহ্লাদ ও বলি, বিভীষণ, ভীষণ, ময়, বল্বল, দংষ্ট্রিগণসহ জাম্ববান্, বানরসহ হনুমান্, পক্ষিগণসহ গরুড়, সর্পগণসহ বাসুকি এবং ধেনুগণসহ ধেনুরূপধরা ধরা আসিলেন। হে রাজন্! শৈলাদিসহ মেরু, বৃক্ষগণপরিবৃত বট, রত্ননিকরযুক্ত রত্নাকর, নদীগণসহ গঙ্গা, সমস্ত তীর্থসহ তীর্থরাজ পুষ্কর ইহাঁরাও সমাহূত হইয়া সানন্দে যজ্ঞে আগমন করিলেন। ১—১৬। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর কৃষ্ণযজ্ঞোৎসব দর্শনার্থ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আহূত ব্রজভূমি ও যমভগিনী যমুনা আসিলেন, উগ্রসেন তাঁহাদিগকে দেখিয়া সানন্দে শিবির, মন্দির, বিমান, বন প্রভৃতি নানা স্থানে বাস করাইলেন। অনন্তর আমি ব্যাসকে আচার্য্য, বকদাল্‌ভ্যকে ব্রহ্মা ও পূর্ব্বনিমন্ত্রিত বিপ্রগণকে পুরোহিত করিলাম; হে নৃপ! কৃষ্ণের ইচ্ছায় অনিরুদ্ধ ব্রহ্মা, চন্দ্র ও নিজরূপ এই তিনরূপে প্রতিভাত হইলেন। অনিরুদ্ধের লীলা দর্শনে যাদব, দেব ও নৃপতিগণ বিস্মিত হইয়া পরস্পর কাণাকাণি করিলেন। ব্যাস রাজাকে বলিলেন,—হে যাদবসত্তম! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমার আদেশে যথাযথভাবে নৃপ ও বিপ্রগণ

আহর্ত্তুং সলিলং তস্যা ময়াদিষ্টং যথোচিতম্।
অদিত্যা কশ্যপশ্চৈব বসিষ্ঠোঽরুন্ধতীযুতঃ॥ ২৪
দ্রোণাচার্য্যস্তু কৃপ্যা চ হ্যত্রিশ্চৈবানসূয়য়া।
রুক্মিণ্যা কৃষ্ণচন্দ্রস্তু রেবত্যা রাম এব চ॥ ২৫
মায়াবত্যা চ প্রদ্যুম্ন উষয়া কাঞ্চিজস্তথা।
সুভদ্রয়ার্জ্জুনশ্চৈব শাম্বো লক্ষণয়া তথা।
তথা হেমাঙ্গদাদ্যাশ্চ যান্তু বৈ স্বস্বভার্য্যয়া॥ ২৬

গর্গ উবাচ

এবন্তে ব্যাসবচনাৎ সপত্নীকা দ্বিজা নৃপাঃ॥২৭
আনেতুং গোমতীতোয়ং প্রযযুর্বদ্ধপল্লবাঃ।
দেবকীং রোহিণীং কুন্তীং গান্ধারীঞ্চ যশোমতীম্
পুরস্কৃত্য নিজগ্রাহ কুম্ভৌ ভৈষ্ম্যা যুতো হরিঃ।
তথা রামস্তু রেবত্যা সস্ত্রীকা যেঽপি ভূমিপাঃ।
সুবর্ণরৌপ্যকলশৈঃ সপুষ্পৈশ্চ সপল্লবৈঃ॥ ২৯
রুক্মিণ্যা সহিতং যাতং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা সমাগমে॥৩০
নারদঃ কলহং কর্ত্তুং সত্যভামাগৃহং যযৌ।
দৃষ্ট্বা চৈকাং হরের্ভার্য্যাং সংপৃষ্টঃ স তয়াব্রবীৎ॥

নারদ উবাচ।

আদরং সদনে নাস্তি সত্রাজিতসুতে তব।
গতঃ কৃষ্ণস্তু রুক্মিণ্যা চাহর্ত্তুং গোমতীজলম্॥৩২
বহুভির্যাচিতা ত্বং তু পারিজাতকহারিণী।
কৃষ্ণসঙ্কল্পকরিণী মণিযুক্তা চ মানিনী॥ ৩৩
ইদৃশীং ত্বাং বরারোহাং গরুড়োপরি গামিনীম্
বিহায় ভৈষ্ম্যা শ্রীকৃষ্ণঃ শোভাং দ্রষ্টুং জগাম হ
যস্যাঃ পুত্রশ্চ প্রদ্যুম্নো যস্যাঃ পৌত্রোঽনিরুদ্ধকঃ
সা দর্শয়তি ভো মাতর্বার্ত্তাং মানঞ্চ গৌরবম্॥৩৫

গর্গ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা প্রাণনাথং রুক্মিণ্যা সহিতং গতম্॥
রুরোদ দুঃখিতা রাজন্ সত্যভামা রুষান্বিতা।
তদৈব কৃষ্ণো ভগবান্ জ্ঞাত্বা নারদচেষ্টিতম্॥৩৭
সত্যভামাগৃহং শীঘ্রং রূপেণৈকেন চাগমৎ।
গত্বা প্রত্যাহ বচনং সর্ব্বজ্ঞাতা রমেশ্বরঃ॥ ৩৮
ন গতোঽহং সমাজে বৈ রুক্মিণ্যা সহিতঃ প্রিয়ে
আগতো ভোজনং কর্ত্তুং গতো রামশ্চ ভার্য্যয়া

যথাযোগ্য বিভাগক্রমে স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হউন, এবং চতুঃষষ্টি দম্পতি গোমতীতীরে জল আনিতে গমন করুন; অদিতির সহিত কশ্যপ, অরুন্ধতীর সহিত বশিষ্ঠ, কৃপীর সহিত দ্রোণ, অনসূয়ার সহিত অত্রি, রুক্মিণীর সহিত কৃষ্ণ, রেবতীর সহিত বলরাম, মায়াবতীর সহিত প্রদ্যুম্ন, উষার সহিত অনিরুদ্ধ, সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুন, লক্ষ্মণার সহিত শাম্ব এবং হেমাঙ্গদাদি নৃপতিগণ স্ব স্ব ভার্য্যার সহিত গমন করুন। গর্গ বলিলেন,—ব্যাসের এবংবিধ বাক্যে দ্বিজ ও নৃপগণ স্ব স্ব পত্নীর সহিত সপল্লব কুম্ভ লইয়া গোমতীজল আনিতে গমন করিলেন। দেবকী, রোহিণী, কুন্তী, গান্ধারী ও যশোদাকে অগ্রে করিয়া রুক্মিণীর সহিত কৃষ্ণ, রেবতীর সহিত বলরাম এবং অন্যান্য সস্ত্রীক নৃপতিগণ পুষ্পপল্লবযুক্ত স্বর্ণ-রৌপ্য কুম্ভ হইয়া গমন করিলেন। ১৭—২৯। রুক্মিণীর সহিত কৃষ্ণ গমন করিলে তদ্দর্শনে নারদ কলহ লাগাইবার জন্য হরিপ্রিয়া সত্যভামার গৃহে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে একাকী পাইয়া তাঁহার জিজ্ঞাসানুসারে বলিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন,—হে সত্রাজিতসুতে! গৃহে তোমার আদর নাই, কৃষ্ণ রুক্মিণীর সহিত গোমতীজল আনিতে গিয়াছেন; বহুলোক তোমার পাণিপ্রার্থনা করিয়াছিল, তোমার গৃহে পারিজাত বিরাজিত, তুমি কৃষ্ণের কামনা পূরণ কর, তুমি মণিযুক্তা ও মানিনী। এহেন গরুড়ারূঢ়া বরারোহা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ রুক্মিণীর সহিত শোভাদর্শনার্থ গমন করিয়াছেন। যাঁহার পুত্র প্রদ্যুম্ন ও পৌত্র অনিরুদ্ধ, হে মাতঃ! সেই রুক্মিণী আজ কৃষ্ণের সহিত বিরাজিতা হইয়া মান ও গৌরব প্রদর্শন করিতেছেন। গর্গ বলিলেন,—হে রাজন্! প্রিয় কৃষ্ণের রুক্মিণীর সহিত গমন-বার্ত্তা শুনিয়া রোষান্বিতা সত্যভামা দুঃখিতা হইয়া রোদন করিলেন। তখন ভগবান্ কৃষ্ণ নারদের উদ্যম বিদিত হইয়া অপর এক রূপ ধারণপূর্ব্বক সত্বর সত্যভামার গৃহে উপনীত হইলেন। সর্ব্বজ্ঞ রমাপতি হরি তথায় গিয়া বলিলেন,—হে প্রিয়ে! আমি রুক্মিণী-

ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য সত্যভামা মুদং গতা।
ভীতো নারদ উত্থায় গেহং চান্যং জগাম হ ॥ ৪০
গত্বা জাম্ববতীগেহং তস্যাগ্রে সর্ব্বমব্রবীৎ।
শ্রুত্বা হসন্তী সা প্রাহ মৃষা মা বদ হে মুনে ॥ ৪১
করোতি শয়নং গেহে শ্রীনাথো ভোজনান্তরে।
ইতি শ্রুত্বা শঙ্কিতস্তু ত্বরং নির্গত্য নারদঃ।
মিত্রবিন্দাগৃহে গত্বা প্রত্যুবাচ বিলোকয়ন্ ॥ ৪২

নারদ উবাচ।

ন গতাসি নৃপস্থানং মাতর্গেহে স্থিতাসি কিম্ ॥
আহর্ত্তুং গোমতীতোয়ং প্রয়াতি যত্র মাধবঃ।
ভৈষ্মীং সত্যাং জাম্ববতীং সহ নেষ্যন্তি তত্র বৈ

মিত্রবিন্দোবাচ।

কেশবস্য প্রিয়াঃ সর্ব্বা গতোঽসৌ যাং বিহায় চ
সা ন জীবতি কৃষ্ণস্তু পৌত্রং লালয়তি গৃহে ॥ ৪৫
ততো মুনিঃ সমুত্থায় সর্ব্বাণি মন্দিরাণি চ।
বভ্রাম কৃষ্ণভার্য্যাণাং সকৃষ্ণানীত্যমন্যত ॥ ৪৬
পুনর্বিচার্য্য দেবর্ষির্গোপীনাং মন্দিরাণি চ।
প্রযযৌ কথিতুং বার্ত্তাং রাধিকায়ৈ চ মানদ ॥ ৪৭
তত্র দীব্যন্তমক্ষৈশ্চ রাধয়া নন্দনন্দনম্।
গোপীভিঃ সহিতং বীক্ষ্য ঋষির্গন্তুং মনো দধে ॥
তদৈব কৃষ্ণ উত্থায় গৃহীত্বা পাণিনা মুনিম্।
তত্রৈব স্থাপয়ামাস পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥ ৪৯

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

কিং করিষ্যসি বিপ্রেন্দ্র বৃথা ভ্রমসি মোহতঃ।
গেহে গেহে স্বপত্নীনাং ময়া ত্বং তু বিলোকিতঃ
ময়া ধৃতানি রূপাণি ত্বদ্ভয়াদৃষিসত্তম।
নাহং দাস্যে দমং তুভ্যং বিপ্রত্বাৎ প্রার্থয়াম্যহম্
সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেবোঽহং মম দেবাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ।
যে দ্রুহ্যন্তি দ্বিজান্মূঢাঃ সন্তি তে মম শত্রবঃ ॥ ৫২
যে পূজয়ন্তি বিপ্রাংশ্চ মম ভাবেন ভূজনাঃ।
তে ভুঞ্জন্তি সুখং চাত্র হ্যন্তে যাস্যন্তি মৎপদম্ ॥

সহ সে জনমণ্ডলীর সহিত যাই নাই, বলরাম ভার্য্যার সহিত গিয়াছেন, আমি ভোজনার্থ আসিয়াছি। কৃষ্ণের তথাবিধ বাক্য শ্রবণে সত্যভামা আনন্দিতা হইলেন, নারদ ভীত হইয়া উঠিয়া গিয়া অন্যগৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি জাম্ববতীগৃহে গিয়া তাঁহার সম্মুখে সমস্ত বলিলেন, তচ্ছ্রবণে জাম্ববতী হাসিয়া বলিলেন,—হে মুনে! আমার নিকট মিথ্যা কথা বলিও না। শ্রীনাথ ভোজন করিয়া গৃহে শয়ন করিয়াছেন। তচ্ছ্রবণে নারদ শঙ্কিত হইয়া সত্বর গৃহ হইতে নির্গমনপূর্ব্বক মিত্রবৃন্দাগৃহে গমন করত এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া বলিলেন,—হে মাতঃ! গৃহে আছ কেন? নৃপের নিকট যাও নাই? মাধব রুক্মিণী সত্যভামা ও জাম্ববতীকে লইয়া গোমতীজল আনিবার জন্য গিয়াছেন, তোমাকে লইয়া যান নাই? ৩০—৪৪। মিত্রবিন্দা বলিলেন,—সকলেই কেশবের প্রিয়া, তিনি যাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন, সে জীবিত থাকিতে পারে না; কৃষ্ণ গৃহে থাকিয়া পৌত্রকে লালিত করিতেছেন। অনন্তর মুনি উঠিয়া গিয়া কৃষ্ণপ্রিয়াগণের সমস্ত মন্দিরে ভ্রমণ করিলেন, দেখিলেন—সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ বিদ্যমান। অনন্তর মুনি পুনরায় মনে মনে বিচার করিয়া গোপীগণের গৃহে গমন করিলেন, হে মানদ! তিনি সর্ব্বাগ্রে রাধিকাকে এই বার্ত্তা বলিতে গেলেন। সেখানে নন্দনন্দন কৃষ্ণ গোপীগণ-পরিবেষ্টিত রাধার সহিত অক্ষক্রীড়া করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে মুনি উঠিতে মন করিলেন। তখনই কৃষ্ণ উত্থিত হইয়া করদ্বারা নারদকে ধারণ-পূর্ব্বক যথাবিধি পূজা ও সেই স্থানে স্থাপিত করত কহিলেন—হে বিপ্র! এ কি করিতেছ, মোহবশে বৃথা কেন ঘুরিতেছ? আমি প্রিয়াগণের প্রত্যেক গৃহে থাকিয়া তোমাকে দেখিয়াছি; হে ঋষিসত্তম! আমি তোমার ভয়ে বহু রূপ ধারণ করিয়াছিলাম, তুমি বিপ্র বলিয়া তোমাকে দণ্ড দিতে পারি না, পরন্তু তোমাকেই প্রার্থনা করি;—আমি সকলের দেব, আমার দেবতা ব্রাহ্মণ; যাহারা ব্রাহ্মণদ্রোহী, তাহারা আমার শত্রু। যে সকল মর্ত্ত্য মানব আমার এই ভাব অবলম্বনে বিপ্রগণের পূজা করে, তাহারা ইহকালে সুখভোগ করে ও অন্তে আমার স্থানে উপস্থিত

মায়য়া মম পুর্য্যাং ত্বং মোহিতশ্চাপি মা খিদঃ।
সর্ব্বে মুহ্যন্তি দেবর্ষে ব্রহ্মরুদ্রাদয়ঃ সুরাঃ ॥ ৫৪
ইতি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য সংস্তুতঃ স মহামুনিঃ।
আযযৌ মণ্ডপে তূষ্ণীং ভূত্বা ঋত্বিগ্জনৈর্বৃতে
অথ তে গোমতীতীরং জগ্মুঃ কৃষ্ণাদয়ো নৃপাঃ।
রুক্মিণ্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব বাদিত্রৈর্বিবিধৈরপি ॥ ৫৬
নারীণাঞ্চৈব বৃন্দেন গায়ন্তীনাং হরের্যশঃ।
বলয়ানাং নূপুরাণাং শব্দোহভূন্মধুরধ্বনি ॥ ৫৭
পূজয়িত্বা জলসুরান্ ব্যাসঃ সার্দ্ধং ময়া মুনিঃ।
কলশং তোয়সংযুক্তমনসূয়াকরে দদৌ ॥ ৫৮
ততশ্চ জগৃহুঃ কুম্ভান্ রেবত্যাদ্যাশ্চ যোষিতঃ।
নোত্থিতাঃ কলশাঃ সর্ব্বে কোমলৈশ্চ করৈরপি ॥
ধারয়ন্তি কথং কুম্ভং পুষ্পভারেণ পীড়িতাঃ।
ততশ্চ জহসূ রাজ্ঞ্যো নৃপাণাঞ্চ পরস্পরম্ ॥ ৬০
কথং যামো যজ্ঞবাটমিত্যূচুঃ কলশৈর্ব্বিনা।
রুক্মিণ্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাস্তা ঊচুর্মনসা হরিম্ ॥৬১
হে শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথ ভক্তকষ্টবিনাশন।
সবলস্ত্বং চক্রধারী হ্যস্মান্ পালয় সঙ্কটে ॥ ৬২
এবং ব্রুবন্ত্যো জগৃহুঃ কলশান্ ভারবর্জ্জিতান্।
স্বে স্বে শিরসি সন্ধায় সংযুক্তে মণিমৌক্তিকৈঃ ॥
যজ্ঞবাটং সমাজগ্মুর্নার্য্যঃ শীঘ্রং সভর্ত্তৃকাঃ।
যত্র ভের্য্যশ্চ শঙ্খাদ্যা বাদ্যন্তে পণবাদয়ঃ ॥ ৬৪
আনীয় গোমতীতোয়ং প্রাপিতাস্তত্র তে নৃপ।
শ্যামকর্ণেন সহিতা যত্র বৈ যাদবেশ্বরঃ ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে সুমেরৌ গোমতীজলানয়নং নাম পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

হয়।৪৫—৫৩। হে নারদ! তুমি আমার মায়ায় প্রিয়াগণের পুরমধ্যে মোহিত হইয়াছিলে, কিন্তু দুঃখ করিও না; হে দেবর্ষে! আমার মায়ায় ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবগণ মোহিত হন। মুনিবর নারদ কৃষ্ণের এই প্রকার বাক্য শুনিয়া তাঁহারা স্তব করত মৌনভাবে মণ্ডপে আসিয়া পুরোহিতগণের সহিত মিলিত হইলেন। এ দিকে কৃষ্ণপ্রমুখ নৃপগণ ও রুক্মিণী প্রভৃতি নারীগণ গীতবাদিত্র সহকারে গোমতীতীরে গমন করিলেন; নারীবৃন্দ কৃষ্ণের গুণ গান করিলেন. তাঁহাদের বলয় ও নূপুর হইতে মধুর-ধ্বনি উত্থিত হইল। ব্যাস ঋষি আমার সহিত জলদেবতার পূজা করিয়া জলকলস অনসূয়ার করে তুলিয়া দিলেন,রেবতী প্রভৃতি নারীগণও সেই কলস ধরিলেন, তাঁহারা সকলে মিলিয়া কোমল করে ধরিয়াও কলস তুলিতে পারিলেন না। তাঁহারা পুষ্পভারেও পীড়া অনুভব করেন, কি করিয়া কুম্ভ তুলিবেন! অনন্তর নৃপগণ সমক্ষে নারীগণ পরস্পর হাস্য করিয়া বলিলেন,—কলস না লইয়া কিরূপে যজ্ঞ স্থলে উপস্থিত হইব? রুক্মিণী প্রভৃতি নারীগণ মনে মনে হরিকে কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! তুমি ভক্ত-দুঃখহারী চক্রধারী, বলরামের সহিত মিলিত হইয়া এ সঙ্কটে আমাদিগকে রক্ষা কর। এইরূপ বলিয়া তাঁহারা কলসী ধরিলেন, উহা ভারহীন হইল, সকলেই স্ব স্ব মণিমণ্ডিত মস্তকে কলসী বিন্যস্ত করিয়া নিজ নিজ পতির সহিত সত্বর যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইলেন। হে নৃপ! তাঁহারা যখন গোমতী জল লইয়া শ্যামকর্ণ অশ্বের সহিত যাদবরাজের যজ্ঞাগারে উপনীত হইলেন, তখনই তথায় ভেরী, শঙ্খ ও পণবাদির বাদ্য হইল। ৫৪—৬৫।

অশ্বমেধখণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫

ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।
উগ্রসেনস্য যজ্ঞে বৈ হয়মেধে মহাত্মনঃ।
তস্যাসন্ পরিচর্য্যায়াং বান্ধবাঃ প্রেমবন্ধনাঃ ॥ ১
ততশ্চকার যদুরাট্ নানাকর্ম্মসু বান্ধবান্।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—মহাত্মা উগ্রসেনের অশ্বমেধ যজ্ঞে তদীয় স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ যে সকল বান্ধব তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন, অতঃ-

ভীমং মহানসাধ্যক্ষং ধর্ম্মং ধর্ম্মস্য পালনে ॥ ২
শুশ্রূষণে সতাং জিষ্ণুং নকুলং দ্রব্যসাধনে।
পূজনে সহদেবঞ্চ ধনাধ্যক্ষং সুযোধনম্ ॥ ৩
দানে চ দানিনং কর্ণং দ্রৌপদীং পরিবেষণে।
রক্ষায়াং কৃষ্ণপুত্রান বৈ হ্যষ্টাদশ মহারথান্ ॥ ৪
যুযুধানং বিকর্ণঞ্চ হৃদীকং বিদুরং তথা।
অক্রূরমুদ্ধবং চৈব নানাকর্ম্মসু ভূপতিঃ ॥ ৫
কৃত্বা প্রত্যাহ শ্রীকৃষ্ণং দেব ত্বং কিং করিষ্যসি।
শ্রুত্বা কৃষ্ণ উবাচাথ ব্রাহ্মণানাং করোম্যহম্ ॥ ৬
পাদপ্রক্ষালনং রাজন্নিন্দ্রপ্রস্থে কৃতং ময়া।
ইতি শ্রুত্বা চ ব্রহ্মাদ্যা জহসুর্ভূজনাস্তথা ॥ ৭

গর্গ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ সাক্ষাদৃষীণাঞ্চ তপস্বিনাম্।
পাদপ্রক্ষালনং কৃত্বা স্থাপয়ামাস তান্নৃপ ॥ ৮
আসনেষূপবিষ্টাস্তে বাসাংসি পরিধায় চ।
তিলকৈর্দ্বাদশৈর্যুক্তা দিব্যাভরণভূষিতাঃ ॥ ৯
নানামতানাং মালাভির্যুক্তাঃ কর্পূরবীটকান্।
ভুক্ত্বা তে রেজিরে যজ্ঞে দেবা ইব মহীসুরাঃ ॥ ১০
ততোঽর্থিনো ভিক্ষবশ্চ বিরক্তাশ্চ বুভুক্ষিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি যাচনাং সর্ব্বে দূরদেশাৎ সমাগতাঃ ॥ ১১
দদস্বান্নং দদস্বান্নং দদস্বান্নং নরেশ্বর।
উপানহশ্চ পাত্রাণি বস্ত্রাণি কম্বলানি চ ॥ ১২
উগ্রসেনস্য যজ্ঞে বৈ মুনিবৃন্দৈর্নৃপৈর্বৃতে।
তেষাং তাং করুণাং বাচং নিশম্য যদুসত্তমঃ ॥ ১৩
সুবর্ণং রজতং চৈব বস্ত্রাণি ভাজনানি চ।
গজাশ্বরথগোচ্ছত্রশিবিকাদীনি হর্ষিতঃ ॥ ১৪
যেষাং যেষাং প্রিয়ং যদ্বৈ তেভ্যস্তেভ্যো দদৌ নৃপঃ।
উগ্রসেনঃ কৃতস্নানঃ ক্রতুকর্ম্মণি দীক্ষিতঃ ॥ ১৫
অসিপত্রব্রতধরো রুচিমত্যা বভৌ ততঃ।
বিপ্রা বিংশতিসাহস্রা বেদশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ১৬
ব্যাসগর্গাদয়শ্চৈব কারয়ন্তি ক্রতূত্তমম্।
হস্তিশুণ্ডাসমা ধারা হ্যগ্নিকুণ্ডে পপাত হ ॥ ১৭
ঘৃতস্য চ নৃপশ্রেষ্ঠ মুনিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
তদ্‌যজ্ঞে কৃষ্ণকৃপয়া হ্যনলোঽহজীর্ণতাং যযৌ ॥ ১৮
ততঃ প্রোবাচ বহ্নিস্তু সর্ব্বেষাং শৃণ্বতাং নৃপম্।

পর যদুরাজ তাঁহাদিগকে নানাকার্য্যে নিয়োগ করিলেন। যদুভূপতি ভীমকে পাকশালার অধ্যক্ষতায়,যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মরক্ষায়,অর্জ্জুনকে সাধুগণের সেবায়, নকুলকে দ্রব্যসংগ্রহে, সহদেবকে পূজায়, দুর্য্যোধনকে ধনাধ্যক্ষতায়, দাতা কর্ণকে দানে, দ্রৌপদীকে পরিবেশনে, অষ্টাদশ মহারথ কৃষ্ণতনয়কে রক্ষাকার্য্যে এবং যুযুধান, বিকর্ণ, হৃদীক, বিদুর, অক্রূর, উদ্ধব প্রভৃতিকে অপর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—তুমি কি করিবে? অনন্তর তচ্ছ্রবণে কৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজন্! ইন্দ্রপ্রস্থে আমি যাহা করিয়াছিলাম, এক্ষণেও বিপ্রগণের সেই পাদপ্রক্ষালন কার্য্য আমি করিব। ব্রহ্মাদি দেব ও মানবগণ তচ্ছ্রবণে হাস্য করিলেন। গর্গ বলিলেন,—হে নৃপ! সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া তপস্বী ঋষিগণের পাদ ধৌত করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে আসনে স্থাপিত করিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণেরা বসন পরিধান করিয়া দ্বাদশ তিলকযুক্ত দিব্যাভরণভূষিত এবং নানা প্রকার মাল্যমণ্ডিত হইয়া কর্পূরযুক্ত বীটিকা ভক্ষণ পূর্ব্বক আসনে সমাসীন হইয়া যজ্ঞে দেবগণের ন্যায় শোভিত হইলেন। ১—১০। হে নরেশ্বর! অনন্তর দূরদেশাগত অর্থী ভিক্ষুক বিরক্ত বুভুক্ষিত জনগণ মুনিবৃন্দপরিবৃত উগ্রসেনযজ্ঞে 'অন্ন দাও অন্ন দাও অন্ন দাও' পাদুকা পাত্র বস্ত্র ও কম্বল দাও বলিয়া যাচঞা করিলে তাহাদের সেই করুণবাক্য শ্রবণে যদুরাজ সানন্দে সুবর্ণ রজত বস্ত্র পাত্র গজ অশ্ব রথ গো ছত্র ও শিবিকাদি যাহাদের যাহা প্রিয়, তাহাদিগকে সে সকল দ্রব্য দান করিলেন। ক্রতুকার্য্যে দীক্ষিত কৃতস্নান উগ্রসেন রুচিমতীর সহিত অসিপত্রব্রতধারী হইয়া বিরাজ করিলেন। হে নৃপবর! বেদশাস্ত্রে বিশারদ ব্যাসাদি বিংশতি সহস্র বিপ্র আমার সহিত যজ্ঞ করাইলেন, অগ্নিকুণ্ডে করিশুণ্ডতুল্য ব্রহ্মবাদী মুনিগণ প্রদত্ত ঘৃতধারা পতিত হইল, কৃষ্ণের কৃপায় সেই যজ্ঞে অনল অজীর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সকলের

প্রসন্নোঽহং প্রসন্নোঽহং পশুং মম প্রযচ্ছ বৈ ॥১৯

নিশম্য চাগ্নের্বচনং সভায়াং
শ্রীযাদবেন্দ্রো মুনিভিঃ সমক্ষ।
বদ্ধং তুরঙ্গং তপনীয়যূপে
হিরণ্যদাম্না চ তমাহ ভূপঃ ॥২০

উগ্রসেন উবাচ।

অগ্নের্বাক্যং শৃণু হয় শুদ্ধং ত্বাঞ্চ পশুং ক্রতোঃ।
ভক্ষয়িষ্যতি বহ্নিস্তু ঘৃতৈস্তপ্তোঽপি চাধ্বরে ॥২১
নৃপস্য বচনং শ্রুত্বা শ্যামকর্ণস্তুরঙ্গমঃ।
কৃষ্ণং বিলোকয়ন্ প্রীতো কম্পয়ামাস স্বাননম্ ॥
ততো হয়মতং জ্ঞাত্বা বেদব্যাসঃ সমং ময়া।
মণ্ডপে মুনিভির্যুক্তে শ্রীকৃষ্ণাদ্যৈর্নৃপৈর্বৃতে ॥ ২৩
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈর্যজ্ঞদিদৃক্ষুভিঃ।
স্ত্রীভির্যুতে প্রলম্বঘ্নং প্রাহ দ্বৈপায়নো মুনিঃ ॥২৪

ব্যাস উবাচ।

উত্তিষ্ঠ বলভদ্র ত্বং করবালং প্রগৃহ্য চ।
ছিন্ধি কং বাজিনশ্চাগ্নেঃ প্রীতয়ে হ্যধুনা ত্বরম্ ॥
নিহতে তুরগে রাম হবনে চ কৃতে সতি।
যজ্ঞাবতারঃ কৃষ্ণস্তু প্রসন্নো ভবতি ক্রতৌ ॥ ২৬

গর্গ উবাচ।

এবং ব্যাসবচঃ শ্রুত্বা বলঃ খড়্গেন সত্বরম্।
শিরো হয়স্য চিচ্ছেদ তচ্ছিরো গগনং যযৌ ॥ ২৭
গত্বোর্দ্ধং নৃপশার্দ্দূল লীনং তদ্রবিমণ্ডলে।
দেবদৈত্যনরাঃ সর্ব্বে তদ্দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং গতাঃ ॥২৮
হয়স্য হৃদয়ে শূলং নিজঘান হসন্ হরিঃ।
মকরন্দসমা ধারা রাজংস্তত্র বিনির্গতাঃ ॥ ২৯
ততশ্চ নির্গতং জ্যোতিস্তুরগস্য কলেবরাৎ।
পশ্যতাং চৈব সর্ব্বেষাং বিবেশ মধুসূদনে ॥ ৩০
পশ্চাদ্ভূত্বা চ কর্পূরং শরীরং পতিতং পশোঃ।
যাত্রাচ্যুতা যথা রাজন্ বিভূতিঃ শঙ্করস্য চ ॥৩১

দৃষ্ট্বা চ কর্পূরসমূহমদ্ভুতং
সভাং সুগন্ধেন বৃতাঞ্চ দ্বারকাম্।
ব্যাসাদয়স্তে মুনয়ঃ প্রহর্ষিতা
ঊচুর্নৃপং বৈ ক্রতুকর্ম্মণি স্থিতম্ ॥ ৩২

দিষ্ট্যা তে নৃপশার্দ্দূল সফলোঽভূৎ ক্রতূত্তমঃ।
কর্পূরেণাপি হবনং করিষ্যামশ্চ ত্বং কুরু ॥ ৩৩

সমক্ষে বহ্নি বারবার বলিলেন,—আমি প্রসন্ন হইয়াছি, আমাকে পশুমাংস প্রদান কর। মুনিগণসহ যাদবরাজ সভামধ্যে বহ্নির বাক্য শুনিয়া স্বর্ণরজ্জুদ্বারা স্বর্ণযূপে আবদ্ধ অশ্বকে কহিলেন। উগ্রসেন বলিলেন,—হে অশ্ব! বহ্নির বাক্য শ্রবণ কর, তুমি যজ্ঞশুদ্ধ পশু, হুতাশন যজ্ঞে ঘৃততপ্ত হইয়াও তোমাকে ভক্ষণ করিতে অভিলাষী। উগ্রসেনের বাক্য শ্রবণে শ্যামকর্ণ অশ্ব কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রীতিভরে স্বীয় আনন কম্পিত করিল। অতঃপর মুনিমণ্ডিত মণ্ডপে আমার সহিত উপবিষ্ট কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস অশ্বের অভিমত বিদিত হইয়া কৃষ্ণাদি নৃপ, যজ্ঞদর্শক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নারীজন পরিবৃত যজ্ঞ-মণ্ডপে প্রলম্বারি বলরামকে বলিলেন। ১৯—২৪। ব্যাস বলিলেন,—হে বলরাম! তুমি করবাল লইয়া উঠ, সম্প্রতি পাবকের প্রীতির জন্য সত্বর অশ্বের শিরশ্ছেদ কর; হে রাম! তুরগ নিহত ও যজ্ঞ-হুতাশনে আহুত হইলে যজ্ঞাবতার কৃষ্ণ প্রসন্ন হইবেন। গর্গ বলিলেন,—ব্যাসের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলরাম সত্বর অসি দ্বারা অশ্বের মস্তক ছেদন করিলেন, অশ্বশির আকাশে উত্থিত হইল। হে নৃপবর! অশ্বশির উর্দ্ধগত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে লীন হইল, তদ্দর্শনে দেব দৈত্য নর বিস্মিত হইলেন। হরি হাসিতে হাসিতে অশ্বের হৃদয়ে শূলাঘাত করিলেন, হে রাজন্! অশ্বহৃদয় হইতে তথায় মধুর ন্যায় ধারা নির্গত হইল; অনন্তর অশ্বদেহ হইতে এক জ্যোতি বাহির হইয়া সকলের সমক্ষে মধুসূদনে মিশিয়া গেল। হে রাজন্! অতঃপর শঙ্করের গমন-কালে যেমন তাঁহার শরীর হইতে ভস্ম পতিত হয়, তদ্রূপ পশুদেহ কর্পূর হইয়া পতিত হইল। ঐ কর্পূরে দ্বারকা ও তত্রত্য সভা সৌরভময় হইল, ব্যাসাদি ঋষিগণ সেই কর্পূররাশি দর্শন করিয়া যজ্ঞদীক্ষিত ক্ষিতিপতিকে সহর্ষে বলি-লেন,—হে নৃপশার্দ্দূল! দৈববলে আপনার অত্যুত্তম যজ্ঞ সফল হইয়াছে, এই কর্পূর দ্বারা

ইত্যুক্তা ঋত্বিজঃ সর্ব্বে যজ্ঞকুণ্ডে চ তৎক্ষণাৎ।
ঘনসারং হি জুহুবুঃ পূর্ব্বং যজ্ঞেশ্বরায় চ ॥ ৩৪
যত্র যজ্ঞেশ্বরঃ কৃষ্ণশ্চতুর্ব্যূহধরঃ পরঃ।
রেজে পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ তত্র কিং দুর্লভং নৃপ ॥
তস্মিন্ যজ্ঞে মহেন্দ্রায় বচঃ প্রকথিতং ময়া।
গৃহাণ শক্র যজ্ঞেঽস্মিন্ কর্পূরস্যাহুতিং বিভো ॥
এহি রাজ্ঞার্পিতাং চৈনাং কলাবগ্রে হি দুর্লভাম্
ইতি শ্রুত্বা চ বচনং শক্রঃ প্রোবাচ সস্মিতম্ ॥৩৭
পুনর্গ্রহীষ্যামি মুনয়ো ধর্ম্মরাজক্রতূত্তমে।
কুলক্ষয়ে গজপুরে প্রদত্তামাহুতিং দ্বিজৈঃ ॥ ৩৮
ইতি শ্রুত্বা হরের্বাক্যং সত্যং মত্বা মুনীশ্বরাঃ।
সর্ব্বান্ দেবান্ নৃপশ্রেষ্ঠ হ্যধ্বরে চাহুতিং দদুঃ ॥৩৯
অন্যে কেঽপি ন জানন্তি বজ্রিণা কথিতঞ্চ কিং।
অগ্নয়ে স্বাহেতি মন্ত্রৈশ্চ সর্ব্বানেবাহুতীর্দদুঃ ॥ ৪০
কর্পূরহবনেনাপি প্রীতং বিশ্বং চরাচরম্।
উগ্রসেনস্তু রাজা বৈ নির্ঋণোঽভূন্মহাধ্বরে ॥ ৪১
যজ্ঞান্তেঽবভৃথস্নানমুগ্রসেনো দ্বিজোত্তমৈঃ।
কৃষ্ণাদ্যৈর্যাদবৈর্ভূপৈস্তীর্থে পিণ্ডারকেঽকরোৎ ॥
ভার্য্যয়া সহিতঃ স্নাত্বা বেদোক্তবিধিনা নৃপঃ।
ধৃত্বা ক্ষৌমাম্বরং রেজে যজ্ঞো দক্ষিণয়া যথা ॥৪৩
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নরদুন্দুভয়স্তদা।
উগ্রসেনোপরি সুরাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে ॥ ৪৪
কারয়িত্বা স্বধাপানং প্রাশয়িত্বা যথাক্রমম্।
সর্ব্বেভ্যশ্চ পুরোডাশং দত্ত্বা শেষমথাসৃজৎ ॥ ৪৫
উগ্রসেনঞ্চ বান্দিনস্তুষ্টুবুর্ব্বান্দিনো মুদা।
ততো নীরাজনং চক্রুর্দেবক্যাদ্যাশ্চ যোষিতঃ ॥
অলঙ্কারাশ্চ রত্নানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
নীরাজনান্তে প্রদদৌ তাভ্যঃ প্রীতো নৃপেশ্বরঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌গর্গসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-
সুমেরৌ যজ্ঞপূর্ত্তৌ নৃপস্যাভিষেকো
নাম ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫৬॥

আমরা আহুতি দিব, আপনিও আহুতি প্রদান করুন। পুরোহিতগণ এইরূপ বলিয়া তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাগ্রে যজ্ঞকুণ্ডে যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশে কর্পূরাহুতি প্রদান করিলেন। ২৫—৩৪। যে যজ্ঞে চতুর্ব্যূহযুক্ত পরব্রহ্ম কৃষ্ণ পুত্র-পৌত্রাদির সহিত বিরাজমান, হে নৃপ! তথায় কি দুর্লভ? সেই যজ্ঞে আমি মহেন্দ্রকে এই বাক্য বলিলাম —হে বিভো! তুমিই এই যজ্ঞে অগ্রে আসিয়া নৃপার্পিত কর্পূরাহুতি গ্রহণ কর। হে শক্র! ইহা কলিকালে দুর্লভ। তচ্ছ্রবণে ইন্দ্র হাস্য-আস্যে উত্তর করিলেন,—হে মুনিগণ! ক্ষত্রিয়-কুল ক্ষয় হইলে হস্তিনাপুরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে দ্বিজগণ-দত্ত আহুতি আর এক-বার গ্রহণ করিব। হে নৃপবর! বাসবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ও উহা সত্য জানিয়া মুনী-শ্বরগণ যজ্ঞে সমস্ত দেবতার আহুতি প্রদান করিলেন। কিন্তু ইন্দ্র কি কহিলেন, অপর কেহ জানিতে পারিল না। মহাযজ্ঞে "অগ্নয়ে স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে সর্ব্বদেবতার আহুতি প্রদত্ত হইল, সেই কর্পূরাহুতিতে সচরাচর বিশ্ব তৃপ্তিলাভ করিল। রাজা উগ্রসেন ঋণমুক্ত হইলেন। তিনি যজ্ঞান্তে দ্বিজোত্তম, কৃষ্ণাদি যাদব ও অন্যান্য রাজগণসহ পিণ্ডারক তীর্থে অবভৃত স্নান করিলেন। রাজা উগ্রসেন ভার্য্যার সহিত বেদ-বিধানে স্নান করিয়া ক্ষৌমবসন পরিধানপূর্ব্বক দক্ষিণার সহিত যজ্ঞের ন্যায় শোভিত হইলেন। তখন দেব-দুন্দুভি ও নর-দুন্দুভি বাজিল, সুরগণ উগ্রসেনের উপর পুষ্পবর্ষণ করিলেন। উগ্রসেন দেবগণকে যথাক্রমে স্বধা-পান ও পুরোডাশ ভোজন করাইয়া যজ্ঞশেষ প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন, বান্দিগণ সানন্দে বাদ্যসংকারে উগ্রসেনের স্তব করিল। অনন্তর দেবকী প্রভৃতি নারীগণ নীরাজন করিলেন, নীরাজনান্তে রাজা প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে বিবিধ বসন ভূষণ ও রত্নাদি দান করিলেন। ৩৫—৪৭।

অশ্বমেধখণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

ততঃ কৃষ্ণেন ভীমেন প্রার্থয়িত্বা দ্বিজান্নৃপান্।
ভোজয়ামাস যদুরাট্ ভোজনৈর্বিবিধৈরপি ॥ ১

সচ্ছষ্কুলীপায়সতণ্ডুলাদ্যৈঃ
সংযাবকাপূপসুসূপকাদ্যৈঃ।
সৎফেণিকাদ্যৈস্তু নিমন্ত্র্য বিপ্রান্
সম্ভোজয়ামাস বিশেষমন্নম্ ॥ ২
শিখরিণীঘৃতপূরসুশক্তিকাঃ
সুপটিনীদধিপূপকলপ্সিকাঃ।
সুবৃতসুন্দরচন্দ্রসুহালিকা
বটুকমোদকপর্পটিকৈরদাৎ ॥ ৩

কেচিৎ ফলাশনাস্তত্র শুষ্কপর্ণাশনাস্তথা।
কেচিজ্জলাশনা বিপ্রাঃ কেচিদ্দূর্ব্বারসাশনাঃ ॥ ৪
কেচিদ্বাতাশনা রাজন্ জন্মতস্তপকারিণঃ।
ভোজনানাঞ্চ নামানি তে ন জানন্তি বিস্মিতাঃ
ভক্তঞ্চ মেনিরে কেচিন্মালত্যাঃ কুসুমানি চ।
মোদকাশ্চ দ্বিজাঃ কেচিদুডুম্বরফলানি চ ॥ ৬
পায়সং ফেণিকাং দৃষ্ট্বা চন্দ্রবিম্বঞ্চ মেনিরে।
পর্পটান্ ফেণিকাং দৃষ্ট্বা পত্রাণি কিংশুকস্য বৈ ॥
মেনিরেঽর্কফলানীতি দৃষ্ট্বা চ মধুশীর্ষকান্।
প্রলেহিকাং লপ্সিকাঞ্চ ঋষয়শ্চন্দনদ্রবম্ ॥ ৮
দৃষ্ট্বা তে মিষ্টচূর্ণং বৈ বালুকাং মুনিসত্তমাঃ।
ইতি মত্বা দ্বিজাঃ সর্ব্বে বুভুজুর্ভোজনানি চ ॥ ৯
কেচিৎ পিবন্তি দুগ্ধং বৈ কেচিদ্রাক্ষারসং তথা।
কেচিদাম্ররসং বিপ্রাঃ প্রহসন্তি লুঠন্তি বৈ ॥ ১০
ততঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ ভীমেন প্রহসন্মুদা।
চকার হাস্যং বিপ্রাণাং সংস্থিতানাং তপস্বিনাম্
ভোজনানাঞ্চ নামানি মুনয়ো বদত ত্বরম্।
তান্ প্রয়চ্ছামি যুষ্মভ্যং ভীমেন সহিতোঽপ্যহম্ ॥
শ্রীকৃষ্ণভীময়োর্বাক্যং নিশম্য মুনিসত্তমাঃ।
ন কিঞ্চিদূচুর্ম্মুদিতাঃ প্রপশ্যন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ১৩
তৈলঙ্গকর্ণাটকগুর্জ্জরাদ্য-
নৃপান্ দ্বিজান্ গৌড়সনাঢ্যকাদীন্।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—অনন্তর যাদবরাজ কৃষ্ণ ও ভীম দ্বারা প্রার্থনা করাইয়া উত্তম শষ্কুলী, তণ্ডুল-পায়স, সংযাবক, অপূপ, সুসূপ ও উত্তম ফেণিকা প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্যদ্রব্যে দ্বিজ ও রাজগণকে ভোজন করাইলেন। তিনি দ্বিজগণকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত করিয়া উত্তম অন্ন, শিখরিণী, ঘৃতপূর্ণ উত্তম শক্তিকা, সুপটিনী, দধিপিষ্টক, লপ্সিকা, সুগোল সুন্দর চন্দ্রসুহালিকা, বটুক, মোদক ও পর্পটাদি দ্রব্যে সম্যক্প্রকারে ভোজন করাইলেন। সেই সকল নিমন্ত্রিত দ্বিজগণমধ্যে কেহ ফলাহারী, কেহ শুষ্কপর্ণভোজী, কেহ জলমাত্রপায়ী, কেহ দূর্ব্বারসাশী ও কেহ বায়ুভোজী ছিলেন; হে রাজন্! আজন্ম তপস্যাকারী সেই সকল দ্বিজ ভোজনের নামও জানেন না। তাঁহারা বিস্মিত হইলেন, কেহ অন্নকে মালতীকুসুম মনে করিলেন, কেহ লড্ডুককে উডুম্বর ফল বলিয়া বুঝিলেন এবং পায়স ও ফেণিকা দেখিয়া চন্দ্রবিম্ব মনে করিলেন; পর্পট ও ফেণিকা দর্শনে কিংশুকের পত্র বলিয়া বুঝিলেন, মধুশীর্ষক দর্শনে গুঞ্জাফল মনে করিলেন; ঋষিগণ প্রহেলিকা ও লপ্সিকা দর্শনে ঘৃষ্ট-চন্দন মনে করিলেন; মুনিসত্তমগণ চিনি চিনিতে না পারিয়া বালুকা বলিয়া বুঝিলেন। দ্বিজগণ এইরূপ মনে করিয়া সেই সকল ভক্ষ্য-দ্রব্য ভোজন করিলেন। কেহ দুগ্ধ, কেহ দ্রাক্ষারস এবং কেহ কেহ আম্ররস পান করিয়া হাসিতে লাগিলেন, কেহ কেহ লুণ্ঠিত হইলেন। ১—১০। অনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণ ও ভীমসেন তপস্বী বিপ্রগণ সমক্ষে সানন্দে হাস্য করিলেন, এবং তাঁহারা তত্রত্য মুনিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে মুনিগণ! সত্বর ভোজ্যদ্রব্যের নাম বলুন, আমরা তাহা পরিবেশন করিতেছি। ভীম ও কৃষ্ণবাক্যে মুনিসত্তমেরা কোন উত্তর করিলেন না, সানন্দে পরস্পর দর্শন করিতে লাগিলেন। নৃপবর উগ্রসেন তৈলঙ্গ, কর্ণাট ও গুর্জ্জর দেশ-

সম্পূজ্য হেমাম্বররত্নবৃন্দৈ-
র্নৃপেশ্বরো বিপ্রবরান্ননাম হ ॥ ১৪
একলক্ষং গজানাঞ্চ হয়ানাঞ্চ সহস্রকম্।
দ্বিসহস্রং রথানাঞ্চ গবাং লক্ষং বিধানতঃ ॥ ১৫
শতভারং সুবর্ণানামীদৃশীং দক্ষিণাং নৃপ।
উগ্রসেনস্তু যজ্ঞান্তে পূর্ব্বং মহ্যং দদৌ কিল ॥ ১৬
মদর্দ্ধং বকদাল্‌ভ্যায় দদৌ ব্যাসায় বৈ তথা।
তুরগাণাং সহস্রঞ্চ গজানাং শতমেব চ ॥ ১৭
দ্বিশতং স্যন্দনানাঞ্চ ধেনূনাঞ্চ সহস্রকম্।
বিংশদ্ভারং সুবর্ণানামীদৃশীং দক্ষিণাং পুনঃ ॥ ১৮
নিমন্ত্রিতেভ্যো বিপ্রেভ্য উগ্রসেনো দদৌ মুদা।
গজমেকং রথং গাঞ্চ স্বর্ণভারঞ্চ ঘোটকম্ ॥ ১৯
দ্বিভারং রজতং চৈব যাদবেন্দ্রঃ প্রহর্ষিতঃ।
ঈদৃশীং দক্ষিণাং রাজন্ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে দদৌ ॥
মহাধ্বরে কৃষ্ণপুরী যদা বভৌ
মহীতলে খে হ্যমরাবতী তথা।
তদাগতা মাগধসূতকাদয়ো
বন্দীজনা গায়কবারযোষিতঃ ॥ ২১
তদা নৃপদ্বারি মহোৎসবোঽভব-
ন্মৃদঙ্গবীণামুরযষ্টিবেণুভিঃ।
সুতালশঙ্খানকদুন্দুভিস্বনৈঃ
সঙ্গীতনৃত্যাদিকবাদ্যগীতকৈঃ ॥ ২২
জগুঃ সুকণ্ঠৈর্ননৃতুঃ সুতালৈঃ
সঙ্গীতগীতাক্ষরসামগীতৈঃ।
কৌসুম্ভবস্ত্রাণি বিচালয়ন্তঃ
সঙ্গীতনৃত্যেন পরিস্ফুরন্ত্যঃ ॥ ২৩
বন্দীজনা মাগধগায়কাশ্চ
যে চাগতাস্তেভ্য উপাগতেভ্যঃ।
প্রাদাদ্ধিরণ্যং বহুরত্নবৃন্দং
তথাগতা হ্যপ্সরসশ্চ তাভ্যঃ ॥ ২৪
সূতেভ্যো মাগধেভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যো বহুলং ধনম্।
ববর্ষ ঘনবদ্রাজা হয়মেধে প্রহর্ষিতঃ ॥ ২৫
তৎপশ্চাদ্ যাদবেন্দ্রস্তু হ্যুগ্রসেনো মহীশ্বরঃ।
নিযুতং তুরগাণাং চ সহস্রং হস্তিনাং তথা ॥ ২৬
শিবিকানাং শতং চৈব কুণ্ডলে কটকানি চ।
ত্রিংশদ্ভারং সুবর্ণানাং ভূপে ভূপে দদৌ মুদা ॥ ২৭
দ্বিগুণেন যদূন্ সর্ব্বান্ নন্দাদীংশ্চৈব ভূপতিঃ।
যশোদাদ্যাশ্চ গোপ্যশ্চ দেবক্যাদ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৮

বাসী দ্বিজগণ এবং গৌড় ও সনাঢ্যাদি দেশবাসী অন্যান্য দ্বিজবরগণকে স্বর্ণবসন ও রত্নসমূহ দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিলেন। হে নৃপ! উগ্রসেন যজ্ঞাবসানে আমাকে একলক্ষ গজ, সহস্র অশ্ব, দ্বিসহস্র রথ, লক্ষ গো ও শত ভার সুবর্ণ দক্ষিণাস্বরূপ যথাবিধি দান করিলেন, বকদাল্‌ভ্যকে ও বেদব্যাসকে ইহার অর্দ্ধ দক্ষিণা দিলেন। নৃপতি উগ্রসেন নিমন্ত্রিত দ্বিজগণকে সানন্দে সহস্র অশ্ব, শত গজ, দ্বিশত রথ, সহস্র ধেনু ও বিংশতি ভার সুবর্ণ পুনরায় পৃথক্ পৃথক্ দক্ষিণাস্বরূপ দান করিলেন; হে রাজন্! এতদ্ভিন্ন যাদবরাজ অন্যান্য দ্বিজগণের প্রত্যেককে একটি গজ, একখানি রথ, একটী গো, একভার স্বর্ণ, দুই ভার রজত ও একটী করিয়া অশ্ব সহর্ষে প্রদান করিলেন। সেই মহাযজ্ঞে কৃষ্ণপুরী দ্বারকা মহীতলে স্বর্গের অমরপুরীর ন্যায় শোভিত হইল। ১১—২০।

তখন মাগধ, সূত, বন্দী, গায়ক ও বারবণিতারা আগমন করিল। রাজার দ্বারদেশে মহোৎসব আরম্ভ হইল; উত্তম তাললয়যুক্ত মৃদঙ্গ, বীণা, বেণু, মুরযষ্টি, শঙ্খ, আনক ও দুন্দুভিধ্বনি সহকারে গীত নৃত্য ও বাদ্য চলিতে লাগিল। সুকণ্ঠ গীত, সুতালযুক্ত নৃত্য ও গীতাক্ষর বিন্যস্ত সাম-সঙ্গীত হইল; কৌসুম্ভ বর্ণের উজ্জ্বল বস্ত্রাঞ্চল চালিত করিয়া নর্ত্তকীরা গীত নৃত্য করিল। সমাগত বন্দী মাগধ ও অপ্সরা গায়কগণকে রাজা উগ্রসেন বহু স্বর্ণরত্ন দান করিলেন। তিনি সূত মাগধ প্রভৃতিকে মেঘ-বর্ষণের ন্যায় যজ্ঞহর্ষে বহু ধন দান করিয়াছিলেন। অতঃপর মহীশ্বর উগ্রসেন সমাগত মহীপালগণের প্রত্যেককে নিযুত অশ্ব, সহস্র হস্তী, শত শিবিকা, দুইটী করিয়া কুণ্ডল, বহু কটক ও ত্রিশভার সুবর্ণ দান করিলেন এবং যাদবগণকে ও নন্দাদি গোপগণকে

রুক্মিণ্যাদ্যা রাধিকাদ্যাঃ পট্টরাজ্ঞ্যো হরেরপি।
দিব্যাম্বরৈরলঙ্কারৈ রাজ্ঞা সর্ব্বাশ্চ তোষিতাঃ ॥২৯
পুনর্দদৌ চ গর্গায় রাজা গ্রামশতং মুদা।
স গর্গো ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ প্রদদৌ হি ক্রমাদৃষিঃ ॥৩০
ততঃ সংপূজয়ামাস কৃষ্ণং সঙ্কর্ষণান্বিতম্।
বস্ত্রালঙ্কারতিলকৈঃ স্রগ্‌ভির্নীরাজনাদিভিঃ ॥৩১
উবাচ কৃষ্ণঃ প্রহসন্ মহং রাজন মহাধ্বরে।
সমর্থেন ত্বয়া হ্যত্র ন দত্তং কিঞ্চিদেব হি ॥ ৩২
ইতি শ্রুত্বা নৃপঃ প্রাহ রামেণ সহ মাধব।
যথোক্তাং দক্ষিণাং শীঘ্রং গৃহাণ জগদীশ্বর ॥ ৩৩

গর্গ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ রাজা হর্ষিতঃ প্রেমবিহ্বলঃ।
ফলং সর্ব্বং কৃষ্ণকরে রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥ ৩৪
তদা জয়জয়ারাবো দ্বারকায়াং বভূব হ।
সদ্যঃ সুরাশ্চ সন্তুষ্টাঃ পুষ্পবর্ষং প্রচক্রিরে ॥ ৩৫
সর্ব্বাশ্চ দেবতাস্তুষ্টাঃ প্রাপ্তভাগা দিবং গতাঃ।
রক্ষোদৈত্যা দংষ্ট্রিণশ্চ খগা মর্কা বিলেশয়াঃ ॥৩৬
শৈলা গাবো বৃক্ষসঙ্ঘা নদ্যস্তীর্থানি সিন্ধবঃ।
সন্তুষ্টাঃ প্রাপ্তভাগা যে সর্ব্বে স্বং স্বং গৃহং গতাঃ॥
পূজিতা দানমানাভ্যাং রাজানো যে সমাগতাঃ।
জগ্মুঃ স্বং স্বং গৃহং সৈন্যৈঃ কম্পয়ন্তো মহীতলম্
সর্ব্বে গোপাশ্চ নন্দাদ্যা যশোদাদ্যা ব্রজস্ত্রিয়ঃ।
কৃষ্ণেন পূজিতা রাজন্ বিরহার্ত্তা ব্রজং যযুঃ ॥৩৯
এবং রাজা যাদবেন্দ্রো মনোরথমহার্ণবম্।
দুস্তরং চ সমুত্তীর্য্য হরিণা সীদ্‌গতব্যথঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রে-সুমেরৌ বিশ্বভোজ্যদক্ষিণাবর্ণনং নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

তাহার দ্বিগুণ করিয়া দিলেন। যশোদাদি গোপী, দেবকী প্রভৃতি যাদবনারী, রুক্মিণী রাধিকাদি কৃষ্ণের পট্টমহিষী—রাজা দিব্য বসন ও ভূষণ দ্বারা ইহাঁদিগের সন্তোষসাধন করিলেন। তিনি সানন্দে পুনরায় গর্গাচার্য্যকে শত গ্রাম দান করিলে ঋষি তাহা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ক্রমশঃ বিতরণ করিয়া দিলেন।২১—৩০। অনন্তর রাজা কৃষ্ণ ও বলরামকে বসন, ভূষণ, তিলক, মাল্য ও নীরাজনাদি দ্বারা সম্যক্ পূজা করিলেন। কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—হে রাজন! মহাযজ্ঞে আমাকে আপনি আপনার যোগ্য কিছুই দেন নাই। তচ্ছ্রবণে রাজা রাম-কৃষ্ণকে বলিলেন,—হে জগদীশ্বর! সত্বর যথোক্ত দক্ষিণা গ্রহণ কর। গর্গ বলিলেন,—প্রেমবিহ্বল রাজা এইরূপ বলিয়া সহর্ষে রাজসূয় ও অশ্বমেধের সমস্ত ফল কৃষ্ণ-করে অর্পণ করিলেন। তখন দ্বারকায় জয় জয় রব উত্থিত হইল, সুরগণ সন্তুষ্ট হইয়া তখনই পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব অংশলাভে সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন; রাক্ষস, দৈত্য, দংষ্ট্রী, পক্ষী, বানর, সর্প, শৈল, গো, বৃক্ষ, নদী, তীর্থ ও সাগরগণ নিজ নিজ ভাগ প্রাপ্ত ও প্রীত হইয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিল। সমাগত রাজগণ দানমানে সৎকৃত হইয়া সৈন্যগণসহ পৃথিবী কম্পিত করত স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থিত হইলেন। হে রাজন্! বিরহাতুর নন্দাদি গোপ ও যশোদাদি ব্রজনারীগণ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ব্রজপুরে প্রয়াণ করিলেন। এইরূপে যাদবেন্দ্র উগ্রসেন কৃষ্ণ কর্ত্তৃক দুস্তর মনোরথ-মহার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া বিগতশোক হইলেন। ৩১—৪০।

অশ্বমেধখণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

গর্গ উবাচ।

ততঃ সর্ব্বে সমাহূতাঃ শ্রীকৃষ্ণেন মহাত্মনা।
বৈকুণ্ঠাদাযযুঃ শীঘ্রং কংসাদ্যা নব ভ্রাতরঃ ॥ ১
দৃষ্ট্বা তানাগতান্ সর্ব্বে বিস্ময়ং পরমং যযুঃ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কংসাদি নব ভ্রাতা বৈকুণ্ঠ হইতে তৎক্ষণাৎ সমাগত হইল, তাহাদিগকে সমাগত

তে সমাগত্য শ্রীকৃষ্ণং বলং প্রদ্যুম্নমেব চ ॥ ২
অনিরুদ্ধঞ্চ কংসাদ্যা নেমুঃ সর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্।
দদর্শ চোগ্রসেনস্তু সুধর্ম্মায়াং সুতান্ নৃপ ॥ ৩
শক্রসিংহাসনস্থো বৈ রুচিমত্যা সমন্বিতঃ।
কংসাদীন্ স্বসুতান্ প্রীতঃ কৃষ্ণাকারাংশ্চতুর্ভুজান্
শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈর্ভূষিতান্ পীতবাসসঃ।
কৃষ্ণপার্শ্বে স্থিতান্ পুত্রানাহুয়য়ামাস ভূপতিঃ ॥ ৫
ততঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ কংসাদীন্ প্রাহ সস্মিতঃ।
পশ্যত মাতাপিতরৌ যুষ্মাকং দর্শনোৎসুকৌ ॥ ৬
গত্বা সমীপে হে বীরা য়ূয়ং নমত ভক্তিতঃ।
ইতি কৃষ্ণস্য বচনং কৃষ্ণভৃত্যা নিশম্য চ।
উচুঃ প্রহর্ষিতাঃ সর্ব্বে কংসন্যগ্রোধকাদয়ঃ ॥ ৭
কংসাদ্যা উচুঃ
ঈদৃশাঃ পিতরোঽস্মাকমীদৃশ্যো মাতরশ্চ বৈ ॥৮
বহুবশ্চাভবন্নাথ ভ্রমতাং তব মায়য়া।
হরিঃ পিতা তু জীবস্য শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥ ৯
তস্মাচ্চান্যং ন পশ্যামো বয়ং ত্বন্নিকটে স্থিতাঃ।
পুরা বিলোকিতস্ত্বং বৈ সংগ্রামে বলসংযুতঃ ॥১০
পশ্চাজ্জাতৌ দ্বারকায়াং ন

তস্মাদ্ দ্রষ্টুং চতুর্ব্যূহং বয়মত্র সমাগতাঃ ॥ ১১
শ্রীকৃষ্ণো বলভদ্রশ্চ শ্রীপ্রদ্যুম্ন উষাপতিঃ।
পরিপূর্ণতমা এতে হ্যহোঽস্মাভির্বিলোকিতাঃ ॥১২
কেন পূর্ব্বেণ পুণ্যেন দৃষ্টো যো দুর্লভঃ সতাম্।
পরিপূর্ণশ্চতুর্ব্যূহো ন জানীমো বয়ং কিল ॥ ১৩
হে সঙ্কর্ষণ হে কৃষ্ণ হে প্রদ্যুম্ন উষাপতে।
মূঢ়ানাং নঃ কুবুদ্ধীনামপরাধং ক্ষমস্ব চ ॥ ১৪
গচ্ছ গোবিন্দ বৈকুণ্ঠং শূন্যং তে ধাম সুন্দরম্।
ধন্যা ত্বয়া দ্বারকা তু বৈকুণ্ঠাচ্চ কৃতাধিকা ॥ ১৫
যদর্চ্চিতং ব্রহ্মশচীশবহ্নিভি-
রাদিত্যগৌরীশমরুদ্যমাদিভিঃ।
পৌলস্ত্যতারেশজলেশপূজিতং
পাদারবিন্দং সততং ভজামহে ॥ ১৬
মুনীন্দ্রলক্ষ্মীসুরভক্তসাত্বতৈঃ
সুপূজিতং চন্দনগন্ধধূপকৈঃ।

দেখিয়া সকলেই পরম বিস্মিত হইলেন। সেই কংসাদি আসিয়াই কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতিকে পৃথক্ পৃথক্ প্রণাম করিল। হে নৃপ! সুধর্ম্মা সভায় রুচিমতীর সহিত শক্রসিংহাসনে সমাসীন উগ্রসেন সুতগণকে দর্শন করিলেন। নৃপতি কৃষ্ণাকার চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্মভূষিত পীতবসন কংসাদি তনয়গণকে কৃষ্ণের পার্শ্বে অবস্থিত দর্শন করিয়া প্রীতিভরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণ হাস্য-আস্যে কংসাদিকে কহিলেন,—হে বীরগণ! তোমরা তোমাদের দর্শনোৎসুক মাতা পিতাকে দর্শন এবং সমীপে গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম কর। কৃষ্ণভৃত্য কংস ন্যগ্রোধাদি তাঁহার বাক্য শ্রবণে সানন্দে উত্তর করিল। কংসাদি কহিল,—হে নাথ! আমরা তোমার মায়ায় ভ্রমণ করিতেছি, এরূপ পিতা ও মাতা আমাদের অনেক হইয়াছে; সনাতনী শ্রুতি বলেন,—জীবের হরিই পিতা, অতএব আমরা তোমার নিকটে থাকিব, অন্য কাহাকেও দেখিব না। পূর্ব্বে যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাকে ও বলরামকে অবলোকন করিয়াছি, কিন্তু ইহার পরে দ্বারকায় উৎপন্ন প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে দেখি নাই; অতএব আমরা চতুর্ব্যূহ দর্শন করিতে এখানে আসিয়াছি। অহো! আমরা আজ শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই সকল পরিপূর্ণতম প্রত্যক্ষ করিলাম। আমরা কি প্রাক্তন পুণ্যে সাধুদুর্লভ পরিপূর্ণ চতুর্ব্যূহ দর্শন করিলাম, জানি না। ১—১১। হে সঙ্কর্ষণ! হে কৃষ্ণ! হে প্রদ্যুম্ন! হে অনিরুদ্ধ! আমরা মূঢ় কুবুদ্ধি আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। হে গোবিন্দ! আপনার ধাম শূন্য, অতএব বৈকুণ্ঠে গমন করুন। আপনি বৈকুণ্ঠ হইতেও দ্বারকাকে ধন্য করিয়াছেন। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বহ্নি, বরুণ, সূর্য্য, গৌরী, শঙ্কর, মরুদ্গণ ও যমাদি এবং বিভীষণ প্রভৃতি আপনার যে চরণের অর্চ্চনা করেন, আমরা সেই পাদপদ্ম ভজনা করি। মুনীন্দ্র, লক্ষ্মী, দেবতা ও ভক্ত যাদবগণ চন্দন, গন্ধ ও ধূপাদি দ্বারা আপনার যে

লাজাক্ষতৈশ্চাঙ্কুরপুগচর্চিতং
পাদারবিন্দং সততং ভজামহে ॥ ১৭
গর্গ উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা তে চ কংসাদ্যা বৈকুণ্ঠং প্রযযুর্নৃপ।
সর্ব্বেষাং পশ্যতাং রাজা বিস্মিতোঽভবৎ
সভার্য্যয়া ॥ ১৮

ইতি শ্রীমদ্‌গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্র-
সুমেরৌ কংসাদিদর্শনং নামাষ্ট-
পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

গর্গ উবাচ।
অথোগ্রসেনো নৃপতিঃ পুত্রেস্থাশাং বিসৃজ্য চ।
ব্যাসং পপ্রচ্ছ সন্দেহং জ্ঞাত্বা বিশ্বং মনোময়ম্ ॥১
উগ্রসেন উবাচ।
ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ হিত্বা চ জগতঃ সুখম্।
ভজেৎ কৃষ্ণং পরং ব্রহ্ম তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥২
ব্যাস উবাচ।
ত্বদগ্রে কথয়িষ্যামি সত্যং হিতকরং বচঃ।

উগ্রসেন মহারাজ শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ ॥ ৩
সেবনং কুরু রাজেন্দ্র রাধাশ্রীকৃষ্ণয়োঃ পরম্।
নিত্যং সহস্রনামাভ্যামুভয়োর্ভক্তিতঃ কিল ॥ ৪
সহস্রনাম রাধায়া বিধির্জানাতি ভূপতে।
শঙ্করো নারদশ্চৈব কেচিদ্বৈ চাস্মদাদয়ঃ ॥ ৫
উগ্রসেন উবাচ।
রাধিকানামসাহস্রং নারদাচ্চ পুরা শ্রুতম্।
একান্তে দিব্যশিবিরে কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে ॥ ৬
ন শ্রুতং নামসাহস্রং কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
বদ তন্মে চ কৃপয়া যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ৭
গর্গ উবাচ।
শ্রুত্বোগ্রসেনবচনং বেদব্যাসো মহামুনিঃ।
প্রশস্য তং প্রীতমনাঃ প্রাহ কৃষ্ণং বিলোকয়ন্ ॥ ৮
ব্যাস উবাচ।
শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি সহস্রং নাম সুন্দরম্।
পুরা স্বধাম্নি রাধায়ৈ কৃষ্ণেনানেন নির্ম্মিতম্ ॥ ৯
শ্রীভগবানুবাচ
ইদং রহস্যং কিল গোপনীয়ং
দত্তে চ হানিঃ সততং ভবেদ্ধি।

পাদপদ্ম পূজা এবং লাজ, অক্ষত, অঙ্কুর ও পুগ প্রভৃতি দ্বারা চর্চ্চিত করেন, আমরা সেই পাদপদ্মের সেবা করি। গর্গ বলিলেন,—কংসাদি সকলের সমক্ষে এইরূপ কহিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন, রাজাও ভার্য্যার সহিত বিস্মিত হইলেন। ১২—১৮।

অশ্বমেধখণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—অনন্তর নৃপতি উগ্রসেন পুত্রাশা পরিত্যাগ করিয়া সংসার মনঃকল্পিত বোধে ব্যাসকে স্বীয় সন্দেহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উগ্রসেন বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! কি উপায়ে জগতের সুখ ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্ম কৃষ্ণের ভজনা করা যায়, তাহা আমাকে বলুন। ব্যাস বলিলেন,—হে মহারাজ সেন! তোমার অগ্রে হিতকর সত্য বাক্য বলিতেছি, একমনে শ্রবণ কর। হে রাজেন্দ্র! রাধা কৃষ্ণের সহস্র নাম দ্বারা নিত্য ভক্তি করিয়া তাঁহাদের ভজনা কর। ভূপতে! রাধার সহস্র নাম ব্রহ্মা, শিব ও নারদ বিদিত আছেন, এবং আমরাও কএকজনে জানি। উগ্রসেন বলিলেন,—আমি পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে নির্জ্জন দিব্য শিবিরে সূর্য্যগ্রহণকালে রাধিকার সহস্র নাম নারদের মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণের সহস্র নাম শুনি নাই, তাহা আমায় বলুন, আমি যেন তাহা হইতে মঙ্গললাভ করিতে পারি। গর্গ বলিলেন,—উগ্রসেনের বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন মহর্ষি বেদব্যাস প্রীতিভরে তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণকে দর্শনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ব্যাস বলিলেন,—হে রাজন্! সহস্র নাম বলিতেছি, শ্রবণকর; ইহা পূর্ব্বে কৃষ্ণ নিজধামে রাধিকাকে

মোক্ষপ্রদং সর্ব্বসুখপ্রদং শং
পরং পরার্থং পুরুষার্থদঞ্চ ॥ ১০
স্বরূপঞ্চ মে কৃষ্ণসহস্রনাম
পঠেত্তু মদ্রূপ ইব প্রসিদ্ধঃ।
দাতব্যমেবং ন শঠায় কুত্র
ন দাম্ভিকায়োপদিশেৎ কদাপি ॥ ১১
দাতব্যমেবং করুণাবৃতায়
গুর্ব্বঙ্ঘ্রি ভক্তিপ্রপরায়ণায়।
শ্রীকৃষ্ণভক্তায় সতাং পরায়
তথা মদক্রোধবিবর্জ্জিতায় ॥ ১২

ওঁ অস্য শ্রীকৃষ্ণসহস্রনামস্তোত্রমন্ত্রস্য নারায়ণ ঋষির্ভুজঙ্গপ্রয়াতং ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো দেবতা বাসুদেবো বীজং শ্রীরাধা শক্তিঃ মন্মথঃ কীলকং শ্রীপূর্ণব্রহ্মকৃষ্ণচন্দ্রভক্তিজন্মফলপ্রাপ্তয়ে জপে বিনিয়োগঃ। অথ ধ্যানম্। শিখিমুকুটবিশেষং নীলপদ্মাঙ্গদেশং বিধুমুখকৃতকেশং কৌস্তুভাপীতবেশম্। মধুররবকলেশং শং ভজে ভ্রাতৃশেষং ব্রজজনবনিতেশং মাধবং রাধিকেশম্ ॥১৩

ইতি ধ্যানম্।

হরির্দেবকীনন্দনঃ কংসহন্তা
পরাত্মা চ পীতাম্বরঃ পূর্ণদেবঃ।
রমেশস্তু কৃষ্ণঃ পরেশঃ পুরাণঃ
সুরেশোঽচ্যুতো বাসুদেবশ্চ দেবঃ ॥ ১৪
ধরাভারহর্ত্তা কৃতী রাধিকেশঃ
পরো ভূবরো দিব্যগোলোকনাথঃ।
সুদামস্তথা রাধিকাশাপহেতু-
র্ঘৃণী মানিনীমানদো দিব্যলোকঃ ॥ ১৫
লসদ্গোপবেষো হ্যজো রাধিকাত্মা
চলৎকুণ্ডলঃ কুন্তলী কুন্তলস্রক্।
রথস্থঃ কদা রাধয়া দিব্যরত্নঃ
সুধাসৌধভূচারণো দিব্যবাসাঃ ॥১৬
কদা বৃন্দকারণ্যচারী স্বলোকে
মহারত্নসিংহাসনস্থঃ প্রশান্তঃ।
মহাহংসতৈশ্চামরৈর্বীজ্যমান-
শ্চলচ্ছত্রমুক্তাবলীশোভমানঃ ॥ ১৭
সুখী কোটিকন্দর্পলীলাভিরামঃ
কণন্নূপুরাঢ্যলঙ্কৃতাঙ্ঘ্রিঃ শুভাঙ্ঘ্রিঃ।
সুজানুশ্চ রম্ভাশুভোরুঃ কৃশাঙ্গঃ
প্রতাপীভশুণ্ডাসুদোর্দ্দণ্ডখণ্ডঃ ॥ ১৮
জপাপুষ্পহস্তশ্চ শাতোদরশ্রী
র্মহাপদ্মবক্ষঃস্থলশ্চন্দ্রহাসঃ।

কহিয়াছিলেন। ভগবান্ রাধিকাকে বলিলেন,—এই রহস্য সহস্র নাম গোপনীয়, অপাত্রে দিলে নিরন্তর হানি হয়; ইহা সর্ব্বসুখপ্রদ মোক্ষপ্রদ পরম মঙ্গল ও পরম পুরুষার্থপ্রদ। কৃষ্ণসহস্র নাম আমার স্বরূপ, ইহা পাঠে মানব আমার ন্যায় প্রসিদ্ধ হয়; কুত্রাপি শঠ ও দাম্ভিককে ইহা দিবে না বা উপদেশ করিবে না। করুণাযুক্ত, গুরুপদে ভক্তিনিরত, কৃষ্ণভক্ত, মদ ও ক্রোধবর্জ্জিত পরম সাধু ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করিবে। এই কৃষ্ণসহস্রনাম স্তোত্র মন্ত্রের নারায়ণ ঋষি, ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দ শ্রীকৃষ্ণ দেবতা, বাসুদেব বীজ, রাধা শক্তি, মন্মথ কীলক, পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি ভক্তি ও জন্মফল সার্থকতার জন্য ইহার প্রয়োগ। অনন্তর ধ্যান—যাঁহার মুকুটে ময়ূরপুচ্ছ, বর্ণ নীলপদ্মসদৃশ, বদন ইন্দুতুল্য এবং যিনি কৌস্তুভভূষিত, সুন্দর বেশ, পীতবাসা, মধুরভাষী, মঙ্গলময়, বলভদ্র-ভ্রাতা, কলাধীশ, ব্রজবনিতাপতি রাধানাথ মাধবকে ভজনা করি। ১—১৩। হরি, দেবকীনন্দন, কংসহন্তা, পরাত্মা, পীতাম্বর, পূর্ণদেব, রমেশ, কৃষ্ণ, পরেশ, পুরাণ, সুরেশ, অচ্যুত, বাসুদেব, দেব, ধরাভারহর্ত্তা, কৃতী, রাধিকেশ, পর, ভূবর, দিব্যগোলোকনাথ, সুদাম ও রাধিকার পরস্পর ঘৃণী, মানিনীমানদ, দিব্যলোক, গোপবেশধারী, অজ, রাধিকাত্মা, চলৎকুণ্ডল, কুন্তলী, কুন্তলমাল্যধারী, রাধাসহ একরথোপরিসমুপবিষ্ট, দিব্যরত্নপ্রভ, সুধা-সৌধোজ্জ্বল, ভূচারী, দিব্যবাসা, বৃন্দাবনচারী, গোলোকে হারত্নসিংহাসনস্থ, প্রশান্ত, মহাহংসতুল্য চামরবীজ্যমান, চলচ্ছত্র মুক্তাবলী-শোভমান, সুখী, কোটিকন্দর্প-লীলাভিরাম, কণন্নূপুরালঙ্কৃতপদ, শুভাঙ্ঘ্রি, সুজানু, রম্ভাশুভোরু, কৃশাঙ্গ,

লসৎকুন্দদন্তশ্চ বিম্বাধরশ্রীঃ
শরৎপদ্মনেত্রঃ কিরীটোজ্জ্বলাভঃ ॥ ১৯
সখীকোটিভির্বর্ত্তমানো নিকুঞ্জে
প্রিয়া রাধয়া রাসসক্তো নবাঙ্গঃ।
ধরাব্রহ্মরুদ্রাদিভিঃ প্রার্থিতঃ স-
দ্ধরাভারদূরীকৃতার্থং প্রজাতঃ ॥ ২০
যদুর্দেবকীসৌখ্যদো বন্ধনচ্ছিৎ
সশেষো বিভূর্যোগমায়ী চ বিষ্ণুঃ।
ব্রজে নন্দপুত্রো যশোদাসুতাখ্যো
মহাসৌখ্যদো বালরূপঃ শুভাঙ্গঃ ॥ ২১
তথা পূতনামোক্ষদঃ শ্যামরূপো
দয়ালুস্ত্বনোভঞ্জনঃ পল্লবাঙ্ঘ্রিঃ।
তৃণাবর্ত্তসংহারকারী চ গোপো
যশোদাযশো বিশ্বরূপপ্রদর্শী ॥ ২২
তথা গর্গদিষ্টশ্চ ভাগ্যোদয়শ্রী-
র্লসদ্বালকেলিঃ সরামঃ সুবাচঃ।
ক্বণন্নূপুরৈঃ শব্দযুগ্রঙ্গিমাণ-
স্তথা জানুহস্তৈর্ব্রজেশাঙ্গনে বা ॥ ২৩
দধিস্পৃক্ চ হৈয়ঙ্গবীদুগ্ধভোক্তা
দধিস্তেয়কৃদ্দুগ্ধভুগ্ভাণ্ডভেত্তা।
মৃদং ভুক্তবান্ গোপজো বিশ্বরূপঃ
প্রচণ্ডাংশুচণ্ডপ্রভামণ্ডিতাঙ্গঃ ॥ ২৪

যশোদাকরৈর্বন্ধনং প্রাপ্ত আদ্যো
মণিগ্রীবমুক্তিপ্রদো দামবন্ধঃ।
কদা নৃত্যমানো ব্রজে গোপিকাভিঃ
কদা নন্দসন্নন্দকৈর্লাল্যমানঃ ॥ ২৫
কদা গোপনন্দাঙ্কগোপালরূপী
কলিন্দাঙ্গজাকূলগো বর্ত্তমানঃ।
ঘনৈর্নীরুকৈশ্চন্নভাণ্ডীরদেশে
গৃহীতো বরো রাধয়া নন্দহস্তাৎ ॥ ২৬
নিকুঞ্জে চ গোলোকলোকাগতেঽপি
মহারত্নসঙ্ঘৈঃ কদম্বাবৃতেঽপি।
তদা ব্রহ্মণা রাধিকাসদ্বিবাহে
প্রতিষ্ঠাং গতঃ পূজিতঃ সামমন্ত্রৈঃ ॥ ২৭
রসী রাসযুঙ্মালতীনাং বনেঽপি
প্রিয়ারাধয়া রাধিকার্থং রমেশঃ।
ধরানাথ আনন্দদঃ শ্রীনিকেতো
বনেশো ধনী সুন্দরো গোপিকেশঃ ॥ ২৮
কদা রাধয়া প্রাপিতো নন্দগেহে
যশোদাকরৈর্লালিতো মন্দহাসঃ।
ভয়ী ক্বাপি বৃন্দারকারণ্যবাসী
মহামন্দিরে বাসকৃদ্দেবপূজ্যঃ ॥ ২৯
বনে বৎসচারী মহাবৎসহারী
বকারিঃ সুরৈঃ পূজিতোঽঘারিনামা।

প্রতাপী, ইভশুণ্ডা-দোর্দ্দণ্ডনকারী, জবাপুষ্পহস্ত, শাতোদরশ্রী, মহাপদ্মবক্ষঃস্থল, চন্দ্রহাস, লসৎকুন্দদন্ত, সুন্দরবিম্বাধর, শরৎপদ্মনেত্র, কিরীটোজ্জ্বলাভ, কোটি সখী পরিবৃত, নিকুঞ্জে প্রিয়া রাধা কর্ত্তৃক রাসাসক্ত, নবাঙ্গ, ধর ব্রহ্ম রুদ্রপ্রার্থিত, ধরা-ভার-নাশ-নিমিত্ত প্রজাত। ১১—২০। যদু, দেবকীসৌখ্যদ, বন্ধনচ্ছিৎ, সশেষ, বিভু, যোগমায়া, বিষ্ণু, নন্দপুত্র, যশোদাসুত, মহাসৌখ্যদ, বালরূপ, শুভাঙ্গ, পূতনামোক্ষদ, শ্যামরূপ, দয়ালু, পদাঘাতে শকটভঙ্গকারী, পল্লবাঙ্ঘ্রি, তৃণাবর্ত্ত-সংহারকারী, গোপ, যশোদাযশ, বিশ্বরূপপ্রদর্শী, গর্গকর্ত্তৃক সূচিতভাগ্যোদয়শ্রী, সুন্দর বালকেলিযুক্ত সরাম, সুবাক্, ক্বণন্নূপুরশব্দযুক্, ব্রজেশাঙ্গনে জানুহস্তে ভ্রমণকারী, শিকা হইতে দধি স্পর্শকারী হৈয়ঙ্গবীন ও দুগ্ধভোক্তা, দধিস্তেয়কৃৎ, দুগ্ধভুক্, ভাণ্ডভেত্তা, মৃদ্‌ভোজী, গোপজ, বিশ্বরূপ, প্রচণ্ডাংশু-চণ্ডপ্রভা-মণ্ডিতাঙ্গ, যশোদা-হস্ত-বন্ধনপ্রাপ্ত, আদ্য, মণিগ্রীব-মুক্তিপ্রদ, দামবন্ধ, গোপিকা কর্ত্তৃক নৃত্যমান, নন্দ-সন্নন্দ কর্ত্তৃক লালিত, নন্দ-গোপাঙ্কে গোপালরূপী, কলিন্দাঙ্গজাকূল-বর্ত্তমান, প্রবলবায়ু-বিচ্ছিন্ন-ভাণ্ডীরবনে নন্দহস্ত হইতে রাধা কর্ত্তৃক গৃহীত, গোলোক-লোকাগত মহারত্ন-কদম্বাবৃত নিকুঞ্জে ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক রাধাসহ প্রতিষ্ঠিত, সামমন্ত্রে বিবাহিত, রসী, মালতী বনে প্রিয়া রাধা সহ রাসকারী, রমেশ, ধরানাথ, আনন্দদ, শ্রীনিকেতন, বনেশ, ধনী, সুন্দর, গোপিকেশ, রাধা-কর্ত্তৃক নন্দগৃহে প্রাপিত, যশোদাকরলালিত, মন্দহাস, ভয়ী, বৃন্দকারণ্যবাসী, মহামন্দিরে বাসকারী, দেব

বনে বৎসকৃদ্গোপকৃদ্গোপবেশঃ
কদা ব্রহ্মণা সংস্তুতঃ পদ্মনাভঃ ॥ ৩০
বিহারী তথা তালভুগ্‌ ধেনুকারিঃ
সদা রক্ষকো গোবিষার্ত্তিপ্রণাশী ।
কলিন্দাঙ্গজাকূলগঃ কালিয়স্য
দমী নৃত্যকারী ফণেষুপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৩১
সলীলঃ শমী জ্ঞানদঃ কামপূর
গোপযুগ্‌ গোপ আনন্দকারী ।
স্থিরী হুগ্নিভুক্‌ পালকো বাললীলঃ
সুরাগশ্চ বংশীধরঃ পুষ্পশীলঃ ॥ ৩২
প্রলম্বপ্রভানাশকো গৌরবর্ণো
বলো রোহিণীজশ্চ রামশ্চ শেষঃ ।
বলী পদ্মনেত্রশ্চ কৃষ্ণাগ্রজশ্চ
ধরেশঃ ফণীশস্ত নীলাম্বরাভঃ ॥ ৩৩
মহাসৌখ্যদো হুগ্নিহারো ব্রজেশঃ
শরদ্‌গ্রীষ্মবর্ষাকরঃ কৃষ্ণবর্ণঃ ।
ব্রজে গোপিকাপূজিতশ্চীরহর্ত্তা
কদম্বে স্থিতশ্চীরদঃ সুন্দরীশঃ ॥ ৩৪
ক্ষুধানাশকৃদ্‌ যজ্ঞপত্নীমনঃস্পৃক্‌
কৃপাকারকঃ কেলিকর্ত্তা বনীশঃ ।
ব্রজে শক্রযাগপ্রণাশী মিতাশী
শুনাসীরমোহপ্রদো বালরূপী ॥ ৩৫

গিরেঃ পূজকো নন্দপুত্রো হ্যগধ্রঃ
কৃপাকৃচ্চ গোবর্দ্ধনোদ্ধারিনামা ।
তথা বাতবর্ষাহরো রক্ষকশ্চ
ব্রজাধীশগোপাঙ্গনাশঙ্কিতঃ সন্‌ ॥৩৬
অগেন্দ্রোপরি শক্রপূজ্যঃ স্তুতঃ প্রাগ্‌-
মৃষাশিক্ষকো দেবগোবিন্দনামা ।
ব্রজাধীশ-রক্ষাকরঃ পাশিপূজ্যো-
হম্বুজৈর্গোপজৈর্দিব্যবৈকুণ্ঠদর্শী ॥ ৩৭
চলচ্চারুবংশীক্বণঃ কামিনীশো
ব্রজে কামিনীমোহদঃ কামরূপঃ ।
রসাক্তো রসী রাসকৃদ্রাধিকেশো
মহামোহদো মানিনীমানহারী ॥ ৩৮
বিহারী বরো মানহৃদ্রাধিকাঙ্গো
ধরাদ্বীপগঃ খণ্ডচারী বনস্থঃ ।
প্রিয়ো হ্যষ্টবক্রর্ষিদ্রষ্টা সরাধো
মহামোক্ষদঃ পদ্মহারী প্রিয়ার্থঃ ॥ ৩৯
বটস্থঃ সুরশ্চন্দনাক্তঃ প্রসক্তো
ব্রজং হ্যাগতো রাধয়া মোহিনীষু ।
মহামোহকৃদ্গোপিকাগীতকীর্ত্তী
রসস্থঃ পটী দুঃখিতাকামিনীশঃ ॥ ৪০
বনে গোপিকাত্যাগকৃৎপাদচিহ্ন-
প্রদর্শী কলাকারকঃ কামমোহী ।

পূজ্য, বনে-বৎসচারী, মহাবৎসহারী, বকারি, সুরপূজিত, অঘারি, বৎসকারী, গোপকারী, গোপবেশ, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সংস্তুত পদ্মনাভ। ২১—৩০। বিহারী, তালভুক ধেনুকারি, রক্ষক, গোবিষার্ত্তিপ্রণাশী, যমুনাতটবিহারী, কালিয়দমনকারী, ফণোপরি নৃত্যকারী, প্রসিদ্ধ, সলীল, শমী, জ্ঞানদ, কামপূর, গোপযুক্‌, গোপ, আনন্দকারী, স্থিরী অগ্নিভুক্‌ পালক, বাললীল, সুরাগ, বংশীধর, পুষ্পশীল, প্রলম্বপ্রভা-নাশক, গৌরবর্ণ, বল, রোহিণীজ, রাম, শেষ, বলী, পদ্মনেত্র, কৃষ্ণাগ্রজ, ধরেশ, ফণীশ, নীলাম্বরাভ, মহাসৌখ্যদ, অগ্নিহার, ব্রজেশ, শরৎ-গ্রীষ্ম-বর্ষাকর, কৃষ্ণবর্ণ, গোপিকাজন-পূজিত, বসনহারী, কদম্বস্থিত, বসনদানকারী, সুন্দরীশ, ক্ষুধানাশকারী, যজ্ঞপত্নীমনস্পৃক, কৃপাকারক, কেলিকর্ত্তা অবনীশ, শক্রযাগপ্রণাশী, মিতাশী, শুনাসীরমোহপ্রদ, বালরূপী, গিরিপূজক, নন্দপুত্র, অগধারী কৃপাকারী, গোবর্দ্ধনোদ্ধারী, বাতবর্ষাহর, রক্ষক, ব্রজাধীশ, গোপাঙ্গনা-শঙ্কিত, পর্ব্বতোপরি শক্রপূজ্য, স্তুত, মৃষা-শিক্ষক, দেবগোবিন্দ, ব্রজাধীশ, রক্ষাকর, পাশি-পূজ্য, অম্বুজ গোপগণের দিব্যবৈকুণ্ঠদর্শী, চঞ্চল-চারুবংশী ধ্বনিকারী, কামিনীশ, কামিনী-মোহদ, কামরূপ, রসাক্ত, রসী, রাসকারী, রাধি-কেশ, মহামোহদ, মানিনীমানহারী, বিহারী, বর, মানহারী, রাধিকাঙ্গ, ধরাদ্বীপগ, খণ্ড-চারী, বনস্থ, প্রিয়, অষ্টাবক্রঋষিদ্রষ্টা, সরাধ, মহামোক্ষদ, প্রিয়ার্থ, পদ্মহারী, বটস্থ, সুর, চন্দনাক্ত, প্রসক্ত, রাধাসহ ব্রজাগত, মোহিনীগণ মহামোহকারী, গোপিকাগীতকীর্ত্তি,

বশী গোপিকামধ্যগঃ পেশবাচঃ
প্রিয়াপ্রীতিকৃদ্রাসরক্তঃ কলেশঃ ॥৪১
রসারক্তচিত্তো হ্যনন্তস্বরূপঃ
স্রজা সংবৃতো বল্লবীমধ্যসংস্থঃ।
সুবাহুঃ সুপাদঃ সুবেশঃ সুকেশো
ব্রজেশঃ সখা বল্লভেশঃ সুদেশঃ ॥ ৪২
কণৎকিঙ্কিণীজালভৃন্নূপুরাঢ্যো
লসৎকঙ্কণো হ্যঙ্গদী হারভারঃ।
কিরীটী চলৎকুণ্ডলশ্চাঙ্গুলীয়-
স্ফুরৎকৌস্তুভো মালতীমণ্ডিতাঙ্গঃ ॥৪৩
মহানৃত্যকৃদ্রাসরঙ্গঃ কলাঢ্য-
শ্চলদ্ধারভো ভামিনীনৃত্যযুক্তঃ।
কলিন্দাঙ্গজাকেলিকৃৎ কুঙ্কুমশ্রীঃ-
সুরৈর্নায়িকানায়কৈর্গীয়মানঃ ॥ ৪৪
সুখাঢ্যস্তু রাধাপতিঃ পূর্ণবোধঃ
কটাক্ষস্মিতী বল্গিতভ্রূবিলাসঃ।
সুরম্যোঽলিভিঃ কুন্তলালোলকেশঃ
স্ফুরদ্বর্হকুন্দস্রজা চারুবেষঃ ॥ ৪৫
মহাসর্পতো নন্দরক্ষাপরাঙ্ঘ্রিঃ
মহামোক্ষদঃ শঙ্খচূড়প্রণাশী।
প্রজারক্ষকো গোপিকাগীয়মানঃ
ককুদ্মিপ্রণাশপ্রয়াসঃ সুরেজ্যঃ ॥ ৪৬
কলিক্রোধকৃৎ কংসমন্ত্রোপদেষ্টা
তথাক্রূরমন্ত্রোপদেশী সুরার্থঃ।
বলী কেশিহা পুষ্পবর্ষোঽমলশ্রীঃ
স্তথা নারদাদ্দর্শিতো ব্যোমহন্তা ॥ ৪৭
তথাক্রূরসেবাপরঃ সর্ব্বদর্শী
ব্রজে গোপিকামোহদঃ কূলবর্ত্তী।
সতীরাধিকাবোধদঃ স্বপ্নকর্ত্তা
বিলাসী মহামোহনাশী স্ববোধঃ ॥ ৪৮
ব্রজে শাপতস্ত্যক্তরাধাসকাশো
মহামোহদাবাগ্নিদগ্ধাপতিশ্চ।
সখীবঞ্চনান্মোচিতাক্রূর আরাৎ-
সখীকঙ্কণৈস্তাড়িতাক্রূররক্ষী ॥ ৪৯
রথস্থো ব্রজে রাধয়া কৃষ্ণচন্দ্রঃ
সুগুপ্তো গমী গোপকৈশ্চারুলীলঃ।
জলেঽক্রূরসন্দর্শিতো দিব্যরূপো
দিদৃক্ষুঃ পুরী মোহিনীচিত্তমোহী ॥ ৫০
তথা রঙ্গকারপ্রণাশী সুবস্ত্রঃ
স্রজী বায়কপ্রীতিকৃন্মালিপূজ্যঃ।
মহাকীর্ত্তিদশ্চাপি কুব্জাবিনোদী
স্ফুরচ্চণ্ডকোদণ্ডরুগ্নপ্রচণ্ডঃ ॥ ৫১

রসহ, পটী, দুঃখিতাকামিনীশ। ৩১—৪০। বনে গোপিকাত্যাগকারী, পাদচিহ্নপ্রদর্শী, কলাকারক, কামমোহী, বশী, গোপিকামধ্যগ, পেশবাচ, প্রিয়াপ্রীতিকারী, রাসরক্ত, কলেশ, রসারক্তচিত্ত, অনন্তস্বরূপ, মালাধারী, বল্লবীমধ্যসংস্থ, সুবাহু, সুপাদ, সুবেশ, সুকেশ, ব্রজেশ, সখা, বল্লভেশ, সুদেশ, শব্দায়মান-কিঙ্কিণীধারণকারী, নূপুরাঢ্য, শোভমানকঙ্কণধারী, অঙ্গদী, হারভার, কিরীটী, চঞ্চলকুণ্ডলধারী, স্ফুরদাঙ্গুলীয়কধারী, কৌস্তুভধারী, মালতীমণ্ডিতাঙ্গ, মহানৃত্যকারী, রাসরঙ্গকলাঢ্য, চঞ্চলহারধারী, ভামিনীনৃত্যযুক্ত, যমুনাকেলিকারী, কুঙ্কুমশ্রী, সুরনায়ক-নায়িকাকর্ত্তৃক গীয়মান, সুখাঢ্য, রাধাপতি, পূর্ণবোধ, কটাক্ষস্মিতী, বল্গিত ভ্রূবিলাস, সুরম্য, অলি-কুন্তলালোলকেশ, ময়ূরপুচ্ছশোভিতকুন্দমালাবৃত-মনোজ্ঞবেশকারী নন্দরক্ষাপরাঙ্ঘ্রি, মোক্ষদ শঙ্খচূড়-প্রণাশী, প্রজারক্ষক, গোপিকাগীয়মান, ককুদ্মিপ্রণাশপ্রয়াস, সুরপূজিত, কলির প্রতি ক্রোধকারী, কংসমন্ত্রোপদেষ্টা, অক্রূরমন্ত্রোপদেশী, সুরার্থসাধক, বলী, কেশিহা, পুষ্পবর্ষ, অমলশ্রী, নারদদর্শিতব্যোমহন্তা, অক্রূরসেবাপর, সর্ব্বদর্শী, ব্রজগোপিকামোহদ, কূলবর্ত্তী, সতীরাধিকাবোধদ, স্বপ্নকর্ত্তা, বিলাসী, মহামোহনাশী, স্ববোধ, শাপহেতু ত্যক্ত-রাধাসকাশ, মহামোহদাবাগ্নিদহনকারী, পতি, সখীবন্ধনমোচিতাক্রূর, সখিকঙ্কণতাড়িতাক্রূর-রক্ষী, রাধাসহ একরথোপবিষ্ট, কৃষ্ণচন্দ্র, সুগুপ্ত, গমী, গোপগণসহ চারুলীল, জলে অক্রূরসন্দর্শিত দিব্যরূপ, দিদৃক্ষু, দ্বারকানারীচিত্তমোহি, ।৪১-৫০। রজক-প্রণাশী, সুবস্ত্র, স্রজী, বায়কপ্রীতিকারী, মালিপূজ্য, মহাকীর্ত্তিদ, কুব্জাবিনোদী, দীপ্ত প্রচণ্ড

ভটার্ত্তিপ্রদঃ কংসদুঃস্বপ্নকারী
মহামল্লবেষঃ করীন্দ্রপ্রহারী ।
মহামাত্যহা রঙ্গভূমিপ্রবেশী
রসাঢ্যো যশঃস্পৃক্ বলী বাক্‌পটুশ্রীঃ ॥ ৫২
মহামল্লহা যুদ্ধকৃৎ স্ত্রীবচোর্থী
ধরানায়কঃ কংসহন্তা যদুঃ প্রাক্ ॥
সদা পূজিতো হ্যুগ্রসেনপ্রসিদ্ধো
ধরারাজ্যদো যাদবৈর্মণ্ডিতাঙ্গঃ ॥ ৫৩
গুরোঃ পুত্রদো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মপাঠী
মহাশঙ্খহা দণ্ডধৃক্‌পূজ্য এব ।
ব্রজে হ্যুদ্ধবপ্রেষিতো গোপমোহী
যশোদাঘৃণী গোপিকাজ্ঞানদেশী ॥ ৫৪
সদা স্নেহকৃৎ কুব্জয়া পূজিতাঙ্গ-
স্তথাক্রূরগেহং গমী মন্ত্রবেত্তা ।
তথা পাণ্ডবপ্রেষিতাক্রূর এব
সুখী সর্ব্বদর্শী নৃপানন্দকারী ॥ ৫৫
মহাক্ষৌহিণীহা জরাসন্ধমানী
নৃপো দ্বারকাকারকো মোক্ষকর্ত্তা ।
রণী সার্ব্বভৌমস্ততো জ্ঞানদাতা
জরাসন্ধসঙ্কল্পরুদ্ধাবদঙ্ঘ্রিঃ ॥ ৫৬
নগাদুৎপতদ্দ্বারিকামধ্যবর্ত্তী
তথা রেবতীভূষণস্তালচিহ্নঃ ।
যদুঃ রুক্মিণীহারকশ্চৈদ্যবেদ্য-
স্তথা রুক্মিরূপপ্রণাশী সুখাশী ॥ ৫৭
অনন্তশ্চ মারশ্চ কার্ষ্ণিশ্চ কামো
মনোজস্তথা শম্বরারী রতীশঃ ।
রথী মন্মথো মীনকেতুঃ শরী চ
স্মরো দর্পকো মানহা পঞ্চবাণঃ ॥ ৫৮
প্রিয়ঃ সত্যভামাপতির্যাদবেশো-
হথ সত্রাজিতপ্রেমপূরঃ প্রহাসঃ ।
মহারত্নদো জাম্ববদ্‌যুদ্ধকারী
মহাচক্রধৃক্ খড়্গধৃগ্রামসন্ধিঃ ॥৫৯
বিহারস্থিতঃ পাণ্ডবপ্রেমকারী
কলিন্দাঙ্গজামোহনঃ খাণ্ডবার্থী ।
সখা ফাল্গুনপ্রীতিকৃদগ্রকর্ত্তা
তথা মিত্রবিন্দাপতিঃ ক্রীড়নার্থী ॥ ৬০
নৃপপ্রেমকৃদ্গোজিতঃ সপ্তরূপো-
হথ সত্যাপতিঃ পারিবর্হী যথেষ্টঃ ।
নৃপৈঃ সংবৃতশ্চাপি ভদ্রাপতিস্তু
বিলাসী মধোর্ম্মানিনীশো জনেশঃ ॥ ৬১
শুনাসীরমোহাবৃতঃ সৎসভার্য্যঃ
সতার্ক্ষ্যো মুরারিঃ পুরীসঙ্ঘভেত্তা ।
সুবীরঃ শিরঃখণ্ডনো দৈত্যনাশী
শরী ভৌমহা চণ্ডবেগঃ প্রবীরঃ ॥ ৬২

ধনুর্ভঙ্গকারী, প্রচণ্ড, ভটার্ত্তিপ্রদ, কংস-দুঃস্বপ্নকারী, মহামল্লবেশ, করীন্দ্রপ্রহারী, মহামাত্যনাশী, রঙ্গভূমীপ্রবেশী, রসাঢ্য, যশস্বী, বলী, বাক্‌পটুশ্রী, মহামল্লহন্তা, যুদ্ধকারী, স্ত্রীবচনার্থী, ধরানায়ক, কংসহন্তা, যদুপূজিত, উগ্রসেনপূজিত, প্রসিদ্ধ, উগ্রসেনকে ধরা-রাজ্যদ, যাদবকর্ত্তৃকমণ্ডিতাঙ্গ, গুরুপুত্রপ্রদাতা, ব্রহ্মবিৎ, বেদপাঠী, মহাশঙ্খনাশী, যম-পূজ্য, ব্রজে উদ্ধবপ্রেরক, গোপমোহী, যশোদা-ঘৃণী, গোপিকাজ্ঞানোপদেষ্টা, সতত স্নেহকারী, কুব্জাকর্ত্তৃকপূজিতাঙ্গ,অক্রূরগেহগমনকারী মন্ত্র-বেত্তা, পাণ্ডবের প্রতি প্রেষিতাক্রূর, সুখী,সর্ব্ব-দর্শী,নৃপানন্দকারী, মহাক্ষৌহিণীনাশী, জরাসন্ধ-মানী, নৃপ, দ্বারকাকারক, মোক্ষকর্ত্তা, রণী, সার্ব্বভৌমস্তত, জ্ঞানদাতা, জরাসন্ধ-সঙ্কল্পকারী, ধাবিতপাদ, পর্ব্বতলঙ্ঘনকরত দ্বারকাগমনকারী, রেবতীভূষণ, তালচিহ্ন, যদু, রুক্মিণীহারক, চৈদ-বেদ্য, রুক্মিরূপপ্রণাশী, সুখাশী, অনন্ত, মার, কার্ষ্ণি, কাম, মনোজ, শম্বরারি রতীশ, রথী, মন্মথ, মীনকেতু, শরী, স্মর, দর্পক, মানহা, পঞ্চবাণ, প্রিয়, সত্যভামাপতি, যাদবেশ, সত্রাজিতপ্রেমপূর, প্রহাস, মহা-রত্নদ, জাম্ববানের সহিত যুদ্ধকারী, মহা-চক্রধারী, গড়্গধারী, রামসন্ধি, বিহারস্থিত, পাণ্ডবপ্রেমকারী, কালিন্দীমোহন, খাণ্ডবার্থী, সখা ফাল্গুনপ্রীতিকারী, অগ্রকর্ত্তা, মিত্রবিন্দা-পতি, ক্রীড়ানার্থী । ৫১—৬০ । নৃপপ্রেমকারী, গোবিজয়ী, সপ্তরূপ, সত্যাপতি, পারিবর্হী, পূর্ণ, নৃপসংবৃত, ভদ্রাপতি, বিলাসী, বসন্ত-মানিনীশ, জনেশ, শুনাসীরমোহাবৃত,সুভার্য্যাযুক্ত, গরুড়া-

ধরাসংস্তুতঃ কুণ্ডলচ্ছত্রহর্তা
মহারত্নযুগ্ রাজকন্যাভিরামঃ।
শচীপূজিতঃ শক্রজিন্মানহর্তা
তথা পারিজাতাপহারী রমেশঃ ॥ ৬৩
গৃহী চামরৈঃ শোভিতো ভীষ্মকন্যা-
পতির্হাস্যকৃন্মানিনীমানহারী।
তথা রুক্মিণীবাক্‌পটুঃ প্রেমগেহঃ
সতীমোহনঃ কামদেবাপরশ্রীঃ ॥ ৬৪
সুদেষ্ণঃ সুচারুস্তথা চারুদেষ্ণো
পরশ্চারুদেহো বলী চারুগুপ্তঃ।
সুতী ভদ্রচারুস্তথা চারুচন্দ্রো
বিচারুশ্চ চারু রথী পুত্ররূপঃ ॥ ৬৫
সুভানুঃ প্রভানুস্তথা চন্দ্রভানু-
র্বৃহদ্ভানুরেবাষ্টভানুশ্চ শাম্বঃ।
সুমিত্রঃ ক্রতুশ্চিত্রকেতুশ্চ বীরো-
হশ্বসেনো বৃষশ্চিত্রগুশ্চন্দ্রবিম্বঃ ॥ ৬৬
বিশঙ্কুর্বসুশ্চ শ্রুতো ভদ্র একঃ
সুবাহুর্বৃষঃ পূর্ণমাসশ্চ সোমঃ।
বরঃ শান্তিরিব প্রঘোষোহথ সিংহো
বলো হ্যূর্দ্ধগোবর্দ্ধনোন্নাদ এব ॥ ৬৭
মহাশো বৃকঃ পাবনো বহ্নিমিত্রঃ
ক্ষুধির্হর্ষকশ্চানিলোহমিত্রজিচ্চ।
সুভদ্রো জয়ঃ সত্যকো বাম আয়ু-
র্যদুঃ কোটিশঃ পুত্রপৌত্রপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৬৮
হলী দণ্ডধৃগরুক্মিহা চানিরুদ্ধ
স্তথা রাজভির্হাস্যগো দ্যূতকর্তা।
মধুর্ব্রহ্মসূর্বাণপুত্রীপতিশ্চ
মহাসুন্দরঃ কামপুত্রো বলীশঃ ॥ ৬৯
মহাদৈত্যসংগ্রামকৃদ্ যাদবেশঃ
পুরীভঞ্জনো ভূতসন্ত্রাসকারী।
মৃধী রুদ্রজিদ্রুদ্রমোহী মৃধার্থী
তথা স্কন্দজিৎ কূপকর্ণপ্রহারী ॥ ৭০
ধনুর্ভঞ্জনো বাণমানপ্রহারী
জ্বরোৎপত্তিকৃৎ সংস্তুতশ্চ জ্বরেণ।
ভুজাচ্ছেদকৃদ্বাণসন্ত্রাসকর্তা
মৃড়প্রস্তুতো যুদ্ধকৃদ্ভূমিভর্তা ॥ ৭১
নৃগং মুক্তিদো জ্ঞানদো যাদবানাং
রথস্থো ব্রজপ্রেমপো গোপমুখ্যঃ।
মহাসুন্দরীক্রীড়িতঃ পুষ্পমালী
কলিন্দাঙ্গজাভেদনঃ সীরপাণিঃ ॥ ৭২
মহাদন্তিহা পৌণ্ড্রমানপ্রহারো
শিরশ্ছেদকঃ কাশিরাজপ্রণাশী।
মহাক্ষৌহিণীধ্বংসকৃচ্চক্রহস্তঃ
পুরীদীপকো রাক্ষসীনাশকর্তা ॥ ৭৩

রূঢ়, মুরারি, পুরীসজ্জভেদকারী, সুবীর, শিরঃখণ্ডন, দৈত্যনাশী, শরী, ভৌমহন্তা, চণ্ডবেগ, প্রবীর, ধরাসংস্তুত, কুণ্ডলচ্ছত্রহর্তা, মহারত্নযুক্, রাজকন্যাভিরাম, শচীপূজিত, শক্রজিৎ, মানহর্তা, পারিজাতাপহারী, রমেশ, গৃহী, চামরশোভিত, ভীষ্মকন্যাপতি, হাস্যকারী, মানিনীমানহারী, রুক্মিণীবাক্‌পটু, প্রেমগেহ, সতীমোহন, দ্বিতীয়-কামমূর্ত্তি, সুদেষ্ণ, সুচারু, চারুদেষ্ণ, চারু-দেহ, বলী, চারুগুপ্ত, পুত্রবান্, ভদ্রচারু, চারু-চন্দ্র, বিচারু, চারু, রথী, পুত্ররূপী, সুভানু, চন্দ্র-ভানু, বৃহদ্ভানু, অষ্টভানু, শাম্ব, সুমিত্র, ক্রতু, চিত্রকেতু, বীর, অশ্বসেন, বৃষ, চিত্রগু, চন্দ্র-বিম্ব, বিশঙ্কু, বসু, শ্রুত, ভদ্র, এক, সুবাহু, বৃষ, পূর্ণমাস, সোম, বর, শান্তি, প্রঘোষ, সিংহ, বল, ঊর্দ্ধগ উন্নবর্দ্ধননাদ, মহাশ, বৃক, পাবন, বহ্নি-মিত্র, ক্ষুধি, হর্ষক, অনিল, অমিত্রজিৎ, সুভদ্র, জয়, সত্যক, বাম, আয়ু, যদু, কোটিশ পুত্র-পৌত্রপ্রসিদ্ধ, হলী, দণ্ডধারী, রুক্মিহন্তা, অনি-রুদ্ধ রাজাকর্তৃক হাস্যাস্পদ, দ্যূতকর্তা, মধু, ব্রহ্মসু, বাণপুত্রীপতি, মহাসুন্দর, কামপুত্র, বলীশ, মহা-দৈত্য সহ সংগ্রামকারী, যাদবেশ, পুরীভঞ্জন, ভূতসন্ত্রাসকারী, মৃধী, রুদ্রজিৎ, রুদ্রমোহী, মৃধার্থী, স্কন্দজিৎ, কূপকর্ণপ্রহারী। ৬১—৭০। ধনুর্ভঞ্জন, বাণমানপ্রহারী, জ্বরোৎপত্তিকারী, জ্বরসংস্তুত, বাণ ভুজচ্ছেদকারী, বাণসন্ত্রাসকর্তা, মৃড়প্রস্তুত, যুদ্ধকারী, ভূমিহর্তা, নৃগমুক্তিদ, যাদবজ্ঞানদ, রথস্থ, ব্রজপ্রেমদ, গোপমুখ্য, মহা-সুন্দরীক্রীড়িত, পুষ্পমালী, কালিন্দীভেদন, সীর-পাণি, মহাদন্তিহন্তা, পৌণ্ড্রমানপ্রহারী, পৌণ্ড্র-শিরশ্ছেদক, কাশিরাজপ্রণাশী, মহাক্ষৌহিণী-

অনন্তো মহীধ্রঃ ফণী বানরারিঃ
স্ফুরদ্গৌরবর্ণো মহাপদ্মনেত্রঃ।
কুরুগ্রামতির্য্যগ্‌গতো গৌরবার্থঃ
স্তুতঃ কৌরবৈঃ পারিবর্হী সশাম্ব ॥ ৭৪
মহাবৈভবী দ্বারকেশো হ্যনেক-
শ্চলন্নারদঃ শ্রীপ্রভাদর্শকস্তু।
মহর্ষিস্তুতো ব্রহ্মদেবঃ পুরাণঃ
সদা ষোড়শস্ত্রীসহস্রস্থিতশ্চ ॥ ৭৫
গৃহী লোকরক্ষাপরো লোকরীতিঃ
প্রভুর্হ্যুগ্রসেনাবৃতো দুর্গযুক্তঃ।
তথা রাজদূতস্তুতো বন্ধভেত্তা
স্থিতো নারদপ্রস্তুতঃ পাণ্ডবার্থী ॥ ৭৬
নৃপৈর্মন্ত্রকৃদ্ধ্যুদ্ধবপ্রীতিপূর্ণো
বৃতঃ পুত্রপৌত্রৈঃ কুরুগ্রামগন্তা।
ঘৃণী ধর্ম্মরাজস্তুতো ভীমযুক্তঃ
পরানন্দদো মন্ত্রকৃদ্ধর্ম্মজেন ॥ ৭৭
দিশাজিদ্বলী রাজসূয়ার্থকারী
জরাসন্ধহা ভীমসেনস্বরূপঃ।
তথা বিপ্ররূপো গদাযুদ্ধকর্ত্তা
কৃপালুর্ম্মহাবন্ধনচ্ছেদকারী ॥ ৭৮
নৃপৈঃ সংস্তুতো হ্যাগতো ধর্ম্মগেহং
দ্বিজৈঃ সংবৃতো যজ্ঞসম্ভারকর্ত্তা।
জনৈঃ পূজিতশ্চৈদ্যদুর্ব্বাক্যক্ষমশ্চ
মহামোক্ষদোহ্যরেঃ শিরশ্ছেদকারী ॥ ৭৯
মহাযজ্ঞশোভাকরশ্চক্রবর্ত্তী
নৃপানন্দকারী বিহারী সুহারী।
সভাসংবৃতো মানহৃৎ কৌরবস্য
তথা শাল্বসংহারকো যানহন্তা ॥ ৮০
সভোজশ্চ বৃষ্ণির্ম্মধুঃ শূরসেনো
দশার্হো যদুর্হ্যন্ধকো লোকজিচ্চ।
দ্যুমন্মানহা বর্ম্মধৃগ্ দিব্যশস্ত্রী
স্ববোধঃ সদা রক্ষকো দৈত্যহন্তা ॥ ৮১
তথা দন্তবক্রপ্রণাশী গদাধৃগ-
জগত্তীর্থযাত্রাকরঃ পদ্মহারঃ।
কুলী সূতহন্তা কৃপাকৃৎ স্মৃতীশো-
হমলো বল্বলাঙ্গপ্রভাখণ্ডকারী ॥ ৮২
তথা ভীমদুর্য্যোধনজ্ঞানদাতা-
পরো রোহিণীসৌখ্যদো রেবতীশঃ।
মহাদানকৃদ্বিপ্রদারিদ্র্যহা চ
সদা প্রেমযুক্ শ্রীসুদাম্নঃ সহায়ঃ ॥ ৮৩
তথা ভার্গবক্ষেত্রগন্তা সরামো-
হথ সূর্য্যোপরাগশ্রুতঃ সর্ব্বদর্শী।
মহাসেনয়া চান্বিতঃ স্নানযুক্তো
মহাদানকৃন্মিত্রসম্মেলনার্থী ॥ ৮৪

ধ্বংসকারী, চক্র হস্ত, পুরীদাহক, রাক্ষসীনাশ-কর্ত্তা, অনন্ত, মহীধ্র, ফণী, বানরারি, স্ফুরদগৌর-বর্ণ, মহাপদ্মনেত্র, হস্তিনাপুরতির্য্যক্‌কারী, গৌর-বার্থ কৌরবস্তুত, পারিবর্হী, সশাম্ব, মহাবৈভবী, দ্বারকেশ. অনেক, নারদসহগন্তা, শ্রীপ্রভা-দর্শক, মহর্ষিস্তুত, ব্রহ্মদেব, পুরাণ, সদা-ষোড়শ-স্ত্রীসহস্রস্থিত, গৃহী, লোকরক্ষাপর, লোকরীতি-প্রভু, উগ্রসেনাবৃত, দুর্গযুক্ত, রাজদূতস্তুত, বন্ধভেদী, স্থিত, নারদপ্রস্তুত, পাণ্ডবপ্রিয়কারী নৃপসহ মন্ত্রণাকারী, উদ্ধবপ্রীতিপূর্ণ, পুত্রপৌত্র-পরিবৃত, কুরুগ্রামগমনকারী, ঘৃণী, ধর্ম্মরাজস্তুত, ভীমযুক্ত, পরমানন্দদ, যুধিষ্ঠিরসহ মন্ত্রণাকারী, দিগ্‌জয়ী, বলী, রাজসূয়ার্থকারী, জরাসন্ধহনন-কারী, ভীমসেনস্বরূপ, বিপ্ররূপ, গদাযুদ্ধকর্ত্তা, কৃপালু, মহাবন্ধনচ্ছেদনকারী, নৃপসংস্তুত, ধর্ম্মগৃহাগত, দ্বিজসম্বৃত, যজ্ঞসম্ভারকর্ত্তা, জন-পূজিত, চৈদ্যদুর্ব্বাক্যক্ষম, মহামোক্ষদ, অরিশিরশ্ছেদকারী, মহাযজ্ঞশোভাকর, চক্র-বর্ত্তী, নৃপানন্দকারী, বিহারী, সুহারী, সভা-সম্বৃত, কৌরবমানহারী, শাল্বসংহারক, যান-হন্তা। ৭১—৮০। সভোজ, বৃষ্ণি, মধু, শূরসেন, দশার্হ, যদু, অন্ধক, লোকজয়ী, দ্যুমন্মানহন্তা, বর্ম্মধারী, দিব্যশস্ত্রী, স্ববোধ, রক্ষক, দৈত্য-হন্তা, দন্তবক্রপ্রণাশী, গদাধারী, জগত্তীর্থযাত্রা-কর, পদ্মহার, কুলী, সূতহন্তা, কৃপাকারী, স্মৃতীশ, অমল, বল্বলাঙ্গপ্রভাখণ্ডকারী, ভীম-দুর্য্যো-ধনজ্ঞানদাতা, রোহিণীসৌখ্যদ, রেবতীশ, মহাদানকারী, বিপ্রদারিদ্র্যহারী, সদাপ্রেমযুক্ত, শ্রীসুদামসহায়, ভার্গবক্ষেত্রগন্তা, সরাম, সূর্য্যোপরাগ শ্রুত, সর্ব্বদর্শী, মহাসেনাসমন্বিত

তথা পাণ্ডবপ্রীতিদঃ কুন্তিজার্থী
বিশালাক্ষমোহপ্রদঃ শান্তিদশ্চ।
বটে রাধিকারাধনো গোপিকাভিঃ
সখীকোটিভী রাধিকাপ্রাণনাথঃ॥ ৮৫
সখীমোহদাবাগ্নিহা বৈভবেশঃ
স্ফুরৎকোটিকন্দর্পলীলাবিশেষঃ।
সখীরাধিকাদুঃখনাশী বিলাসী
সখীমধ্যগঃ শাপহা মাধবীশঃ॥ ৮৬
শতং বর্ষবিক্ষেপহৃন্নন্দপুত্র-
স্তথা নন্দবক্ষোগতঃ শীতলাঙ্গঃ।
যশোদাশুচঃ স্নানকৃদ্দুঃখহন্তা
সদাগোপিকানেত্রলগ্নো ব্রজেশঃ॥ ৮৭
স্তুতো দেবকীরোহিণীভ্যাং সুরেন্দ্রো
রহো গোপিকাজ্ঞানদো মানদশ্চ।
তথা সংস্তুতঃ পট্টরাজ্ঞীভিরারা-
দ্ধ্বনী লক্ষ্মণাপ্রাণনাথঃ সদা হি॥ ৮৮
ত্রিভিঃ ষোড়শস্ত্রীসহস্রস্তুতাঙ্গঃ
শুকো ব্যাসদেবঃ সুমন্তুঃ সিতশ্চ।
ভরদ্বাজকো গৌতমো হ্যাসুরিঃ স-
দ্বসিষ্ঠঃ শতানন্দ আদ্যঃ সরামঃ॥ ৮৯
মুনিঃ পর্ব্বতো নারদো ধৌম্য ইন্দ্রো-
হসিতোঽত্রির্বিভাণ্ডঃ প্রচেতাঃ কৃপশ্চ।
কুমারঃ সনন্দস্তথা যাজ্ঞবল্ক্য
ঋভুর্হ্যঙ্গিরা দেবলঃ শ্রীমৃকণ্ডঃ॥ ৯০
মরীচিঃ ক্রতুশ্চৌর্বকো লোমশশ্চ
পুলস্ত্যো ভৃগুর্ব্রহ্মরাতো বসিষ্ঠঃ।
নরশ্চাপি নারায়ণো দত্ত এব
তথা পাণিনিঃ পিঙ্গলো ভাষ্যকারঃ॥ ৯১
সকাত্যায়নো বিপ্রপাতঞ্জলিশ্চা-
থ গর্গো গুরুর্গীষ্পতির্গৌতমীশঃ।
মুনির্জাজলিঃ কশ্যপো গালবশ্চ
দ্বিজঃ সৌভরির্ঋষ্যশৃঙ্গশ্চ কণ্বঃ॥ ৯২
দ্বিতশ্চৈকতশ্চাপি জাতূকর্ণশ্চ
ঘনঃ কর্দ্দমস্যাত্মজঃ কর্দ্দমশ্চ।
তথা ভার্গবঃ কৌৎসকশ্চারুণস্তু
শুচিঃ পিপ্পলাদো মৃকণ্ডস্য পুত্রঃ॥ ৯৩
সপৈলস্তথা জৈমিনিঃ সৎসুমন্তু-
র্বরো গাঙ্গলঃ ফোটগেহঃ ফলাদঃ।
সদা পূজিতো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বরূপী
মুনীশো মহামোহনাশোঽমরঃ প্রাক্॥ ৯৪
মুনীশস্তুতঃ শৌরিবিজ্ঞানদাতা
মহাযজ্ঞকৃচ্চাভৃতস্নানপূজ্যঃ।
সদা দক্ষিণাদো নৃপৈঃ পারিবর্হী
ব্রজানন্দদো দ্বারিকাগেহদর্শী॥ ৯৫

স্নানযুক্ত-মহাদানকারী, মিত্রসম্মেলনার্থী, পাণ্ডব-প্রীতিদ, কুন্তীতনয়সিদ্ধিদ, বিশালাক্ষমোহপ্রদ, শান্তিদ, গোপিকা-সখী কোটিসহ বটমূলে রাধিকারাধনকারী, রাধিকাপ্রাণনাথ, সখী-মোহদাবাগ্নিনাশী, বৈভবেশ, প্রকাশমান কোটিকন্দর্প-লীলাবিশেষ, সখী-রাধিকাদুঃখনাশী, বিলাসী, সখীমধ্যগ, শাপনাশী, মাধবীশ, শতবর্ষব্যাপী বিরহদুঃখহারী, নন্দপুত্রবক্ষোগত-শীতলাঙ্গ, যশোদাশোকাশ্রুপরিপ্লুত, দুঃখহন্তা, সদা-গোপিকানেত্রলগ্ন, ব্রজেশ, দেবকীরোহিণীস্তুত, সুরেন্দ্র, রহোগোপিকাজ্ঞানদ, মানদ, পট্টরাজ্ঞী কর্ত্তৃক সংস্তুত, ধ্বনী, সদারাজ্ঞীসমীপস্থ, লক্ষ্মণানাথ, ষোড়শস্ত্রীসহস্র কর্ত্তৃক ত্রিকালীন স্তুত, শুক, ব্যাসদেব, সুমন্তু, সিত, ভরদ্বাজক, গৌতম, আসুরি, সদ্বসিষ্ঠ, শতানন্দ, আদ্য, সরাম, মুনি, পর্ব্বত, নারদ, ধৌম্য, ইন্দ্র, অসিত, অত্রি, বিভাণ্ড, প্রচেতা, কৃপ, কুমার, সনন্দ, যাজ্ঞবল্ক্য, ঋভু, অঙ্গিরা, দেবল, শ্রীমৃকণ্ড। ৮১—৯০। মরীচি, ক্রতু, ঔর্ব্বক, লোমশ, পুলস্ত্য, ভৃগু, ব্রহ্মরাত, বশিষ্ঠ, নর-নারায়ণ, দত্ত, পাণিনি, পিঙ্গল, ভাষ্যকার, কাত্যায়ন, বিপ্রপাতঞ্জলি, গর্গ, গুরু, গীষ্পতি, গৌতমীশ, জাজলি, কশ্যপ, গালব, দ্বিজ, সৌভরি, ঋষ্যশৃঙ্গ, কণ্ব, দ্বিত, একত, জাতূকর্ণ, ঘন, কর্দ্দমাত্মজ, কর্দ্দম, ভার্গব, কৌৎসক, অরুণ, শুচি, পিপ্পলাদ, মৃকণ্ডপুত্র, পৈল, জৈমিনি, সুমন্তু, বর, গাঙ্গল, ফোটগেহ, ফলাদ, সদাপূজিত, ব্রাহ্মণ, সর্ব্বরূপী, মুনীশ, মহামোহনাশ, অমর, প্রাচীন, মুনীশস্তুত, শৌরিবিজ্ঞানদাতা, মহাযজ্ঞকারী, অবভৃতস্নানপূজ্য, দাক্ষণাদ, নৃপপারি-

মহাজ্ঞানদো দেবকীপুত্রদশ্চা-
সুরৈঃ পূজিতো হীন্দ্রসেনাদৃতশ্চ
সদা ফাল্গুনপ্রীতিকৃৎ সৎসুভদ্রা-
বিবাহে দ্বিপাশ্বপ্রদো মানয়ানঃ ॥ ৯৬
ভুবং দর্শকো মৈথিলেন প্রযুক্তো
দ্বিজেনাশু রাজ্ঞাশ্রিতো ব্রাহ্মণৈশ্চ ।
কৃতী মৈথিলে লোকবেদোপদেশী
সদাবেদবাক্যৈঃ স্তুতঃ শেষশায়ী ॥ ৯৭
পরীক্ষাবৃতো ব্রাহ্মণৈশ্চামরেষু
ভৃগুপ্রার্থিতো দৈত্যহা চেশরক্ষী ।
সখা চার্জ্জুনস্যাপি মানপ্রহারী
তথা বিপ্রপুত্রপ্রদো ধামগন্তা ॥ ৯৮
বিহারস্থিতো মাধবীভিঃ কলাঙ্গো
মহামোহদাবাগ্নিদগ্ধাভিরামঃ ।
যদুর্হ্যুগ্রসেনো নৃপোঽক্রূর এব
তথা চোদ্ধবঃ শূরসেনশ্চ শূরঃ ॥ ৯৯
হৃদীকশ্চ সত্রাজিতশ্চাপ্রমেয়ো
গদঃ সারণঃ সাত্যকির্দেবভাগঃ ।
তথা মানসঃ সঞ্জয়ঃ শ্যামকশ্চ
বৃকো বৎসকো দেবকো ভদ্রসেনঃ ॥ ১০০
নৃপোঽজাতশত্রুর্জয়ো মাদ্রিপুত্রো-
ঽথ ভীষ্মঃ কৃপো বুদ্ধিচক্ষুশ্চ পাণ্ডুঃ ।
তথা শন্তনুর্দেববাহ্লীক এবাথ
ভূরিশ্রবাশ্চিত্রবীর্য্যো বিচিত্রঃ ॥ ১০১
শলশ্চাপি দুর্য্যোধনঃ কর্ণ এব
সুভদ্রাসুতো বিষ্ণুরাতঃ প্রসিদ্ধঃ ।
সজন্মেজয়ঃ পাণ্ডবঃ কৌরবশ্চ
তথা সর্ব্বতেজা হরিঃ সর্ব্বরূপী ॥ ১০২
ব্রজং হ্যাগতো রাধয়া পূর্ণদেবো
বরো রাসলীলাপরো দিব্যরূপী ।
রথস্থো নবদ্বীপখণ্ডপ্রদর্শী
মহামানদো গোপজো বিশ্বরূপঃ ॥ ১০৩
সনন্দশ্চ নন্দো বৃষো বল্লভেশঃ
সুদামার্জ্জুনঃ সৌবলস্তোক এব ।
সকৃষ্ণো শুকঃ সদ্বিশালর্ষভাখ্যঃ
সুতেজস্বিকঃ কৃষ্ণমিত্রো বরূথঃ ॥ ১০৪
কুশেশো বনেশস্তু বৃন্দাবনেশ-
স্তথা মাথুরেশাধিপো গোকুলেশঃ ।
সদা গোগণো গোপতির্গোপিকেশো-
ঽথ গোবর্দ্ধনো গোপতিঃ কঞ্জকেশঃ ॥ ১০৫
অনাদিস্তু চাত্মা হরিঃ পুরুষশ্চ
পরো নির্গুণো জ্যোতিরূপো নিরীহঃ ।
সদা নির্ব্বিকারঃ প্রপঞ্চাৎ পরশ্চ
সমত্যস্তু পূর্ণঃ পরেশস্তু সূক্ষ্মঃ ॥ ১০৬

বশী, ব্রজানন্দদ, দ্বারকাগেহদর্শী, মহাজ্ঞানদ, দেবকীপুত্রদ, অসুরপূজিত, অহীন্দ্রসেনাদৃত, সদাফাল্গুনপ্রীতিকারী, সুভদ্রাবিবাহে মান-যান-গজাশ্বপ্রদ, মৈথিল কর্ত্তৃক পৃথিবীদর্শক, দ্বিজপ্রযুক্ত, রাজপ্রতিষ্ঠিত, কৃতী, লোকবেদোপদেশী, সদাবেদবাক্যস্তুত, শেষশায়ী, দেব-ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরীক্ষাবৃত, ভৃগুপ্রার্থিত, দৈত্যহন্তা, ঈশরক্ষী, অর্জ্জুনসখা, মানপ্রহারী, বিপ্রপুত্রপ্রদ, ধামগন্তা, মাধবীগণসহ বিহারস্থিত, কলাঙ্গ, মহামোহদাবাগ্নিদগ্ধাভিরাম, যদু, উগ্রসেন অক্রুর, উদ্ধব, শূরসেন, শূর, হৃদীক, সত্রাজিত, অপ্রমেয়, গদ, সারণ, সাত্যকি, দেবভাগ, মানস, সঞ্জয়, শ্যামক, বৃক, বৎসক, দেবক, ভদ্রসেন। ৯১—১০০। অজাতশত্রু, জয়, মাদ্রিপুত্র, ভীষ্ম, কৃপ, বুদ্ধিচক্ষু, পাণ্ডু, শন্তনু, দেববাহ্লীক, ভূরিশ্রবা, চিত্রবীর্য্য, বিচিত্র, শল, দুর্য্যোধন, কর্ণ, সুভদ্রাসুত, প্রসিদ্ধ, বিষ্ণুরাত, জন্মেজয়, পাণ্ডব, কৌরব, সর্ব্বতেজা, হরি, সর্ব্বরূপী, রাধানিমিত্ত ব্রজাগত, পূর্ণদেব, বরং রাসলীলাপর, দিব্যরূপী, রথস্থ, নবদ্বীপখণ্ডপ্রদর্শী, মহামানদ, গোপজ, বিশ্বরূপ, সনন্দ, নন্দ, বৃষ, বল্লভেশ, সুদামা; অর্জ্জুন, সৌবল, তোক, কৃষ্ণ, শুক, সদ্বিশাল, ঋষভ, সুতেজস্বিক, কৃষ্ণমিত্র, বরূথ, কুশেশ, বনেশ, বৃন্দা-বনেশ, মাথুরেশাধিপ, গোকুলেশ, সদা গোগণরক্ষী, গোপতি, গোপিকেশ, গোবর্দ্ধন, গোপতি, কঞ্জকেশ, অনাদি, আত্মা, হরি, পুরুষ, পর, নির্গুণ, জ্যোতীরূপ, নিরীহ, নির্ব্বিকার, প্রপঞ্চাতীত,

দ্বারকায়াং তথা চাশ্বমেধস্য
কর্ত্তা নৃপেণাপি পৌত্রেণ ভূভারহর্ত্তা।
ব্রজে রাসরঙ্গস্য কর্ত্তা
হরী রাধয়া গোপিকানাঞ্চ ভর্ত্তা॥ ১০৭
সদৈকস্ত্বনেকঃ প্রভাপূরিতাঙ্গ-
স্তথা যোগমায়াকরঃ কালজিচ্চ।
সুদৃষ্টির্মহত্তত্ত্বরূপঃ প্রজাতঃ
সকূটস্থ আদ্যাঙ্কুরো বৃক্ষরূপঃ॥ ১০৮
বিকারস্থিতশ্চ হ্যহঙ্কার এব
সবৈকারিকস্তৈজসস্তামসশ্চ।
মনো দিক্ সমীরস্তু সূর্য্যঃ প্রচেতো-
ঽশ্বিবহ্নিশ্চ শক্রো হ্যুপেন্দ্রস্তু মিত্রঃ॥ ১০৯
শ্রুতিস্ত্বক্ চ দৃগ্ঘ্রাণজিহ্বাগিরশ্চ
ভুজামেঢ্রকঃ পায়ুরঙ্ঘ্রিঃ সচেষ্টঃ।
ধরাব্যোমবার্ম্মারুতশ্চৈব তেজো-
ঽথ রূপং রসো গন্ধশব্দস্পৃশশ্চ॥ ১১০
সচিত্তশ্চ বুদ্ধির্বিরাট্ কালরূপ-
স্তথা বাসুদেবো জগৎকৃদ্ধতাঙ্গঃ।
তথাণ্ডে শয়ানঃ সশেষঃ সহস্র-
স্বরূপো রমানাথ আদ্যোঽবতারঃ॥ ১১১
সদা সর্গকৃৎ পদ্মজঃ কর্ম্মকর্ত্তা
তথা নাভিপদ্মোদ্ভবো দিব্যবর্ণঃ।
কবির্লোককৃৎ কালকৃৎ সূর্য্যরূপো
নিমেষো ভবো বৎসরান্তো মহীয়ান্॥ ১১২
তিথির্বারনক্ষত্রযোগাশ্চ লগ্নো-
ঽথ মাসো ঘটী চ ক্ষণঃ কাষ্ঠিকা চ।
মুহূর্ত্তস্তু যামো গ্রহা যামিনী চ
দিনং চর্ক্ষমালাগতো দেবপুত্রঃ॥ ১১৩
কৃতো দ্বাপরস্ত্রিস্তত্রেতকলিস্ত
সহস্রং যুগান্তস্ত মন্বন্তরশ্চ।
লয়ঃ পালনং সৎকৃতিস্তৎপরার্দ্ধং
সদোৎপত্তিকৃদ্ধ্যক্ষরো ব্রহ্মরূপঃ॥ ১১৪
তথা রুদ্রসর্গস্তু কৌমারসর্গো
মুনেঃ সর্গকৃদ্দেবকৃৎ প্রাকৃতস্তু।
শ্রুতিস্তু স্মৃতিঃ স্তোত্রমেবং পুরাণং
ধনুর্ব্বেদ ইজ্যাথ গান্ধর্ব্ববেদঃ॥ ১১৫
বিধাতা চ নারায়ণঃ সৎকুমারো
বরাহস্তথা নারদো ধর্ম্মপুত্রঃ।
মুনিঃ কর্দ্দমস্যাত্মজো দত্ত এব
সযজ্ঞোঽমরো নাভিজঃ শ্রীপৃথুশ্চ॥ ১১৬
সুমৎস্যশ্চ কূর্ম্মশ্চ ধন্বন্তরিশ্চ
তথা মোহনী নারসিংহঃ প্রতাপী।
দ্বিজো বামনো রেণুকাপুত্ররূপো
মুনির্ব্যাসদেবঃ শ্রুতিস্তোত্রকর্ত্তা॥ ১১৭

সসত্তা পূর্ণ, পরেশ, সুক্ষ্ম দ্বারকাশ্বমেধকর্ত্তা, পৌত্রকর্ত্তৃকভূভারহর্ত্তা, ব্রজে পুনঃ রাসরঙ্গকর্ত্তা, হরি, রাধাসহিত, গোপিগণভর্ত্তা, এক, অনেক, প্রভাপূরিতাঙ্গ, যোগমায়াকর, কালজয়ী, সুদৃষ্টি, মহত্তত্ত্বরূপে প্রজাত, কূটস্থ, আদ্যাঙ্কুর, বৃক্ষরূপ, বিকারস্থিত, বৈকারিক অহঙ্কার, তৈজস অহঙ্কার, তামস অহঙ্কার, মন, দিক্, সমীর, সূর্য্য, প্রচেতা, অশ্বী, বহ্নি, শক্র, উপেন্দ্র, মিত্র, সচেষ্ট-শ্রুতি, ত্বক্, দৃক্, ঘ্রাণ, জিহ্বা, ভুজ, মেঢ্র, পায়ু, অঙ্ঘ্রি, ধরা, ব্যোম, জল, মারুত, তেজ, রূপ, রস গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ। ১০১—১১০। চিত্ত, বুদ্ধি, বিরাট্, কালরূপ, বাসুদেব, জগৎকারী, বিদেহ, অণ্ডশয়ান, সশেষ, সহস্রস্বরূপ, রমানাথ, আদ্যাবতার, সৃষ্টিকারী, পদ্মজ, কর্ম্মকর্ত্তা, নাভিপদ্মোদ্ভব, দিব্যবর্ণ, কবি, লোককারী, কালকারী, সূর্য্যরূপ, নিমেষ, ভব, বৎসরান্ত, মহীয়ান্, তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ, লগ্ন, মাস, ঘটিকা, স্বরূপ, ক্ষণ, কাষ্ঠ, মুহূর্ত্ত, যাম, গ্রহ, যামিনী, দিন, নক্ষত্রমালাগত, দেবপুত্র, সত্য, দ্বাপর, ত্রেতা, কলি, সহস্রযুগ, মন্বন্তর, লয়, পালন, সৎকৃতি, পরার্দ্ধ, সদোৎপত্তিকারী, অক্ষর, ব্রহ্মরূপ, রুদ্রসর্গকারী, কৌমারসর্গকারী, মুনি-সর্গকারী, দেবকারী, প্রাকৃত সর্গকারী, শ্রুতি, স্মৃতি, স্তোত্র, পুরাণ, ধনুর্ব্বেদ, ইজ্যা, গান্ধর্ব্ববেদ, বিধাতা, নারায়ণ, সৎকুমার, বরাহ, নারদ, ধর্ম্মপুত্র, মুনি, কর্দ্দমাত্মজ, দত্তাত্রেয়, যজ্ঞ, অমর, নাভিজ, শ্রীপৃথু, সুমৎস্য, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি, মোহনী, নারসিংহ, প্রতাপী, দ্বিজ, বামন, রেণুকাপুত্ররূপ, ব্যাসমুনি, শ্রুতি-স্তোত্র-

ধনুর্ব্বেদভাগ্রামচন্দ্রাবতারঃ
সসীতাপতির্ভারহৃদ্রাবণারিঃ ।
নৃপঃ সেতুকৃদ্বানরেন্দ্রপ্রহারী
মহাযজ্ঞকৃদ্রাঘবেন্দ্রঃ প্রচণ্ডঃ ॥ ১১৮
বলঃ কৃষ্ণচন্দ্রশ্চ কল্কিঃ কলেশ-
স্তবুদ্ধঃ প্রসিদ্ধশ্চ হংসস্তথাশ্বঃ ।
ঋষীন্দ্রোঽজিতো দেববৈকুণ্ঠনাথো
হ্যমূর্ত্তিশ্চ মন্বন্তরস্যাবতারঃ ॥ ১১৯
গজোদ্ধারণঃ শ্রীমনুব্রহ্মপুত্রো
নৃপেন্দ্রশ্চ দুষ্যন্তজো দানশীলঃ ।
সদ্দৃষ্টঃ শ্রুতো ভূত এবং ভবিষ্য-
স্তবৎস্থাবরো জঙ্গমোঽল্পং মহচ্চ ॥ ১২০
ইতি শ্রীভুজঙ্গপ্রয়াতেন চোক্তং
হরে রাধিকেশস্য নাম্নাং সহস্রম্ ।
পঠেদ্ভক্তিযুক্তো দ্বিজঃ সর্ব্বদা হি
কৃতার্থো ভবেৎ কৃষ্ণচন্দ্রস্বরূপঃ ॥ ১২১
মহাপাপরাশিং ভিনত্তি শ্রুতং যৎ-
সদা বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং মঙ্গলঞ্চ ।
ইদং রাসরাকাদিনে চাশ্বিনস্য
তথা কৃষ্ণজন্মাষ্টমীমধ্য এব ॥ ১২২
তথা চৈত্রমাসস্য রাকাদিনে বা-
থ ভাদ্রে চ রাধাষ্টমীসদ্দিনে বা ।
পঠেদ্ভক্তিযুক্তস্ত্বিদং পূজয়িত্বা
চতুর্দ্ধা সুমুক্তিং তনোতি প্রশস্তঃ ॥ ১২৩
পঠেৎ কৃষ্ণপুর্য্যাঞ্চ বৃন্দাবনে বা
ব্রজে গোকুলে বাপি বংশীবটে বা ।
বটে বাক্ষয়ে বা তটে সূর্য্যপুত্র্যাঃ
স ভক্তোঽথ গোলোকধাম প্রযাতি ॥ ১২৪
ভজেদ্ভক্তিভাবাচ্চ সর্ব্বত্র ভূমৌ
হরিং কুত্র চাননে গেহে বনে বা ।
জহাতি ক্ষণং নো হরিস্তঞ্চ ভক্তং
সুবশ্যো ভবেন্মাধবঃ কৃষ্ণচন্দ্রঃ ॥ ১২৫
সদা গোপনীয়ং সদা গোপনীয়ং
সদা গোপনীয়ং প্রযত্নেন ভক্তৈঃ ।
প্রকাশ্যং ন নাম্নাং সহস্রং হরেশ্চ
ন দাতব্যমেবং কদা লম্পটায় ॥ ১২৬
ইদং পুস্তকং যত্র গেহেঽপি তিষ্ঠে-
দ্বসেদ্রাধিকানাথ আদ্যস্তু তত্র ।
তথা ষড়্গুণাঃ সিদ্ধয়ো দ্বাদশাপি
গুণৈস্ত্রিংশদ্ভির্লক্ষণৈস্তু প্রযান্তি ॥ ১২৭

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্র-
সুমেরৌ শ্রীকৃষ্ণসহস্রনামবর্ণনং নামৈ-
কোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

কর্ত্তা, ধনুর্ব্বেদজ্ঞ, রামচন্দ্রাবতার, সীতাপতি, ভারহারী, রাবণারি, নৃপ, সেতুকারী, বালিহন্তা, মহাযজ্ঞকারী, রাঘবেন্দ্র, প্রচণ্ড, বল, কৃষ্ণচন্দ্র, কল্কি, কলেশ, বুদ্ধ, প্রসিদ্ধ, হংস, অশ্ব, ঋষীন্দ্র, অজিত, দেব, বৈকুণ্ঠনাথ, অমূর্ত্তি, মন্বন্তরাবতার, গজোদ্ধারণ, শ্রীমনুব্রহ্মপুত্র, নৃপেন্দ্র, দুষ্যন্তজ, দানশীল, সদ্দৃষ্ট, শ্রুত, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, স্থাবর, জঙ্গম, অল্প, মহৎ । ১১১—১২০ । এই ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দোবদ্ধ রাধিকেশ্বর হরির সহস্র নাম কথিত হইল। যে দ্বিজ ভক্তিযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা ইহা পাঠ করে, সে কৃতার্থ এবং কৃষ্ণ-চন্দ্রের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এই সহস্র নাম বৈষ্ণবদিগের প্রিয় ও মঙ্গল দায়ক। ইহা শ্রুত হইলে মহাপাপরাশি বিনষ্ট হয়। এই সহস্র নাম, আশ্বিনী পূর্ণিমায় বা কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী-দিনে, চৈত্র মাসের পূর্ণিমায় বা ভাদ্র-রাধাষ্টমী দিনে ভক্তিযুক্ত হইয়া পাঠ করিবে। ইহার পূজা করিলে চারি প্রকার মুক্তি প্রাপ্ত হয়। যে ভক্ত কৃষ্ণের গেহে বৃন্দাবনে, ব্রজে, গোকুলে, বংশীবটে, অক্ষয়বট-তলে বা যমুনা-তটে ভক্তিসহকারে এই সহস্রনাম পাঠ করে, সে গোলোকধামে গমন করিয়া থাকে। যে ভক্ত ভক্তিভাবে গৃহে বনে সকল স্থানে হরিকে ভজনা করিয়া থাকে, হরি তাহাকে ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ করেন না; কৃষ্ণচন্দ্র মাধব তাহার বশ্য হইয়া থাকেন। ভক্ত, গোপনীয় হরির এই সহস্রনাম অতি যত্নে রক্ষা করিবে। ইহা অপ্রকাশ, লম্পট ব্যক্তিকে ইহা কখনও প্রদান করিবে না। এই পুস্তক যাহার গৃহে থাকে, আদি রাধিকানাথও তাহার গৃহে বাস করেন; এবং ছয় গুণ, দ্বাদশ সিদ্ধি,

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা ব্যাসমুখাৎ কৃষ্ণনাম্নাং সহস্রকম্।
সম্পূজ্য তং যাদবেন্দ্রো ভক্ত্যা কৃষ্ণে মনো দধে
ততঃ স মিথিলায়াঞ্চ বহুলাশ্বশ্রুতদেবয়োঃ।
দত্বা স্বদর্শনং কৃষ্ণ আযযৌ দ্বারকাং পুরীম্ ॥২
ততশ্চ পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে দ্রৌপদ্যা সহ ভার্য্যয়া।
দ্বারকায়া বিনির্গত্য বিচেরুস্তে বনে বনে ॥ ৩
ভুক্ত্বা চ বনবাসং তেঽজ্ঞাতবাসং তথৈব চ।
বিরাটনগরে সর্ব্বে সসৈন্যাস্তেঽভবন্নৃপ ॥ ৪
ততশ্চ কৌরবাঃ সর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণেনাপি প্রার্থিতাঃ।
ন তেষাং প্রদদূ রাজ্যমর্দ্ধার্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধকম্। ৫
পাণ্ডবানাং কৌরবাণাং জ্ঞাত্বা যুদ্ধং জনার্দ্দনঃ।
নিরায়ুধোঽভূদ্ যাত্রায়াং বলোঽহন্ সূতবল্বলৌ
ততঃ সর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিশ্য চ।
কৌরবাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব যুদ্ধং চক্রুঃ পরস্পরম্ ॥ ৭
জয়ঃ কৃষ্ণস্য কৃপয়া পাণ্ডবানাং বভূব হ।
ভারতে চ মৃতাঃ সর্ব্বে কৌরবাঃ কৃতকিল্বিষাঃ ॥ ৮
ততশ্চ নববর্ষাণি ধর্ম্মো রাজ্যং চকার হ ॥
হয়মেধত্রয়ং চক্রে তেন শুদ্ধোঽভবন্নৃপঃ ॥ ৯
ততঃ কৃষ্ণেচ্ছয়া রাজন্ দ্বারকায়াং কিলৈকদা।
যাদবেভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যো বিপ্রশাপোঽভবন্মহান্ ॥
ততঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ প্রপন্নায়োদ্ধবায় চ।
অশ্বত্থে কথয়ামাস শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্ ॥ ১১
ততো বভূব সংগ্রামো যাদবানাং পরস্পরম্।
নিহতাস্তে প্রভাসে বৈ শস্ত্রৈর্নানাবিধৈরপি ॥ ১২
বলঃ শরীরং মানুষ্যং ত্যক্ত্বা ধাম জগাম হ।
দেবাংস্তত্রাগতান্ দৃষ্ট্বা হরিরন্তরধীয়ত ॥ ১৩
ব্রজে গত্বা হরির্নন্দং যশোদাং রাধিকাং তথা।
গোপান্ গোপীর্মিলিত্বাহ প্রেম্না প্রেমী
প্রিয়ান্ স্বকাম্ ॥ ১৪

ও সত্ত্ব রজ তম ইহারা ত্রিশৎ লক্ষণের সহিত মিলিত হইয়া তাহার গৃহে গমন করিয়া থাকে। ১১১—১২৭।

অশ্বমেধখণ্ডে ঊনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—যাদবেন্দ্র উগ্রসেন ব্যাসের মুখ হইতে কৃষ্ণের সহস্রনাম শ্রবণ করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার পূজা করত কৃষ্ণে মন নিবেশ করিলেন। কৃষ্ণ মিথিলায় বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেবকে নিজমূর্ত্তি দেখাইয়া দ্বারকায় আগমন করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ ভার্য্যা দ্রৌপদীর সহিত দ্বারকা হইতে নির্গত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হে নৃপ! তাঁহারা বনবাস ও বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাস ভোগ করিয়া, সৈন্য সহায়যুক্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের জন্য কৌরবগণের নিকট রাজত্বের অর্দ্ধেক ও তদর্দ্ধ প্রার্থনা করিলেও তাহারা তাহা প্রদান করিল না। তখন জনার্দ্দন কুরু-পাণ্ডবদের যুদ্ধ অনিবার্য্য জানিতে পারিয়া স্বয়ং নিঃশস্ত্র হইলেন। বলদেব তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গে সূত এবং বল্বলকে বধ করিয়াছিলেন। তারপর কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ সকলে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পাণ্ডবদিগের যুদ্ধে জয়লাভ ঘটিল। ভারতে পাপাচারী কৌরবগণ সকলে নিহত হইল। হে নৃপ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নয় বৎসর যাবৎ রাজত্ব করত তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া শুদ্ধিলাভ করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর একদিন কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে দ্বারকায় সকল যাদবগণের এক মহান্ বিপ্র শাপ সঙ্ঘটিত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রপন্ন উদ্ধবকে অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বসিয়া উত্তম ভাগবত বলিলেন। তৎপরে যাদবগণের পরস্পর সংগ্রাম বাধিল। প্রভাসক্ষেত্রে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রদ্বারা তাহারা সকলে নিহত হইল। বলদেব মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া নিজধামে গমন করিলেন। দেবতাদিগকে সমাগত দেখিয়া প্রেমিক হরিও অন্তর্ধান করত ব্রজে আসিয়া, গোপ গোপী ও অন্যান্য নিজ প্রিয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

গচ্ছ নন্দ যশোদে ত্বং পুত্রবুদ্ধিং বিহায় চ ।
গোলোকং পরমং ধাম সার্দ্ধং গোকুলবাসিভিঃ ॥
অগ্রে কলিযুগো ঘোরশ্চাগমিষ্যতি দুঃখদঃ ।
যস্মিন্ বৈ পাপিনো মর্ত্ত্যা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ
স্ত্রীপুংসোর্নিয়মো নাস্তি বর্ণানাঞ্চ তথৈব চ ।
তস্মাদগচ্ছাশু মদ্ধাম জরামৃত্যুহরং পরম্ ॥ ১৭
ইতি ব্রুবতি শ্রীকৃষ্ণে রথঞ্চ পরমাদ্ভুতম্ ।
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণং পঞ্চযোজনমূর্দ্ধগম্ ॥ ১৮
বজ্রনির্ম্মলসঙ্কাশং মুক্তারত্নবিভূষিতম্ ।
মন্দিরৈর্নবলক্ষৈশ্চ দীপৈর্ম্মণিময়ৈর্যুতম্ ॥ ১৯
সহস্রদ্বয়চক্রঞ্চ সহস্রদ্বয়ঘোটকম্ ।
সূক্ষ্মবস্ত্রাচ্ছাদিতঞ্চ সখীকোটিভিরাবৃতম্ ॥ ২০
গোলোকাদাগতং গোপা দদৃশুস্তে মুদান্বিতাঃ ।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র কৃষ্ণদেহাদ্বিনির্গতঃ ॥ ২১
দেবশ্চতুর্ভুজো রাজন্ কোটিমন্মথসন্নিভঃ ।
শঙ্খচক্রধরঃ শ্রীমাল্লঁক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং জগৎপতিঃ ॥২২
ক্ষীরোদং প্রযযৌ শীঘ্রং রথমারুহ্য সুন্দরম্ ।
তথা চ বিষ্ণুরূপেণ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ হরিঃ ॥২৩
লক্ষ্ম্যা গরুড়বাহ
ততো ভূত্বা হরিঃ কৃষ্ণো নরনারায়ণাবৃষী ॥ ২৪
কল্যাণার্থং নরাণাঞ্চ প্রযযৌ বদ্রিকাশ্রমম্ ।
পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো রাধয়া যুতঃ ॥২৫
গোলোকাদাগতং যানমারুরোহ জগৎপতিঃ ।
সর্ব্বে গোপাশ্চ নন্দাদ্যা যশোদাদ্যা ব্রজস্ত্রিয়ঃ ॥
ত্যক্ত্বা তত্র শরীরাণি দিব্যদেহাশ্চ তেঽভবন্ ।
স্থাপয়িত্বা রথে দিব্যে নন্দাদীন্ ভগবান্ হরিঃ ॥
গোলোকং প্রযযৌ শীঘ্রং গোপালো
গোকুলান্বিতঃ ।
ব্রহ্মাণ্ডেভ্যো বহির্গত্বা দদর্শ বিরজাং নদীম্ ॥ ২৮
শেষোৎসঙ্গে মহালোকং সুখদং দুঃখনাশনম্ ।
দৃষ্ট্বা রথাৎ সমুত্তীর্য্য সার্দ্ধং গোকুলবাসিভিঃ ॥ ২৯
বিবেশ রাধয়া কৃষ্ণঃ পশ্যন্ ন্যগ্রোধমক্ষয়ম্ ।

প্রেমে নন্দ, যশোদা ও রাধিকাকে বলিলেন। ১—১৪। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে নন্দ! হে যশোদে! তোমরা আমার প্রতি পুত্রবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, গোকুলবাসিগণের সহিত পরম ধাম গোলোকে গমন কর। সম্মুখে দুঃখদ ঘোর কলিযুগ আসিতেছে, তখন মর্ত্ত্য মানবেরা প্রায় পাপী হইবে, সংশয় নাই। স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে বিবাহাদি নিয়ম বড় একটা থাকিবে না, জাতিশৃঙ্খলা সম্বন্ধেও তদ্রূপ; অতএব সত্বর জরামরণ-বর্জ্জিত আমার পরমধামে গমন কর। কৃষ্ণ এইরূপ বলিতে থাকিলে এক পরমাদ্ভুত রথ আগমন করিল; উহা পঞ্চ যোজন বিস্তীর্ণ, পঞ্চ যোজন উচ্ছ্রিত হীরকের ন্যায় নির্ম্মল ও উজ্জ্বল, মুক্তারত্নবিভূষিত, মণিময়প্রদীপে আলোকিত, নবলক্ষ মন্দির দ্বিসহস্র চক্র ও দ্বিসহস্র ঘোটকযুক্ত, সূক্ষ্মবস্ত্রাচ্ছাদিত এবং কোটি সখীপরিবৃত।১৫—২০। গোপগণ গোকুল হইতে আগত সেই রথ দর্শনে আনন্দিত হইলেন। হে রাজন্! ইত্যবসরে তথায় কৃষ্ণদেহ হইতে কোটি কন্দর্পকান্তি চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রধর লক্ষ্মীসহ বিরাজিত জগৎপতি সুন্দর এক দেববিগ্রহ নির্গত হইয়া সুন্দর রথারোহণে সত্বর ক্ষীরোদ সাগরে গমন করিলেন; আর ভগবান্ কৃষ্ণ হরি বিষ্ণুরূপে লক্ষ্মীর সহিত গরুড়ারোহণে বৈকুণ্ঠে প্রস্থিত হইলেন! হে নৃপ! তারপর হরি কৃষ্ণ নরনারায়ণ ঋষি হইয়া লোককল্যাণার্থ বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন; আর পরিপূর্ণতম জগৎপতি সাক্ষাৎ কৃষ্ণরাধার সহিত গোলোকাগত রথে আরূঢ় হইয়া গোলোকে গমন করিলেন। নন্দাদি গোপ ও যশোদাদি ব্রজনারীগণ স্ব স্ব দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্যদেহ পরিগ্রহ করিলেন, ভগবান্ হরি সেই নন্দাদি গোপগণকে রথে স্থাপিত করত গোকুল ও গোপালসহ গোলোকে প্রস্থান করিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে গিয়া বিরজাকে দর্শন করিলেন, শেষ নাগের উৎসঙ্গে দুঃখনাশক সুখদ মহালোক গোলোক দর্শন করিয়া গোকুলবাসিগণের সহিত রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক রাধার সহিত অক্ষয় বট দর্শন

শতশৃঙ্গং গিরিবরং তথা শ্রীরাসমণ্ডলম্ ॥ ৩০
ততো যযৌ কিয়দ্দূরং শ্রীমদ্ বৃন্দাবনং বনম্।
বনৈর্দ্বাদশভির্যুক্তং দ্রুমৈঃ কামদুঘৈর্বৃতম্ ॥ ৩১
নদ্যা যমুনয়া যুক্তং বসন্তানিলমণ্ডিতম্।
পুষ্পকুঞ্জনিকুঞ্জঞ্চ গোপীগোপজনৈর্বৃতম্ ॥ ৩২
তদা জয়জয়ারাবঃ শ্রীগোলোকে বভূব হ।
শূন্যীভূতে পুরা ধাম্নি শ্রীকৃষ্ণে চ সমাগতে ॥ ৩৩
ততশ্চ যদুপত্ন্যশ্চ চিতামারুহ্য দুঃখতঃ।
পতিলোকং যযুঃ সর্ব্বা দেবক্যাদ্যাশ্চ যোষিতঃ ॥
বন্ধূনাং নষ্টগোত্রাণাং চকার সাম্পরায়িকম্।
গীতাজ্ঞানেন স্বাত্মানং শান্তয়িত্বা স দুঃখতঃ ॥ ৩৫
অর্জ্জুনঃ স্বপুরং গত্বা তমুবাচ যুধিষ্ঠিরম্।
স রাজা ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং যযৌ স্বর্গং চ ভার্য্যয়া।
প্লাবয়দ্দ্বারকাং সিন্ধু রৈবতেন সমন্বিতাম্।
বিহায় নৃপশার্দ্দূল গেহং শ্রীরুক্মিণীপতেঃ ॥ ৩৭
অদ্যাপি শ্রূয়তে ঘোষো দ্বারবত্যামর্ণবে হরেঃ।
অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ
বিষ্ণুস্বামী রবেরংশঃ কলেরাদৌ মহার্ণবে ॥
গত্বা নীত্বা হরেরর্চাং দ্বারবত্যাং স্থাপয়িষ্যতি ॥ ৩৯
তং দ্বারকেশং পশ্যন্তি মনুজা যে কলৌ যুগে।
সর্ব্বে কৃতার্থতাং যান্তি তত্র গত্বা নৃপেশ্বর ॥ ৪০
যঃ শৃণোতি চরিত্রং বৈ গোলোকারোহণং হরেঃ
মুক্তিং যদূনাং গোপানাং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

ইতি শ্রীমদ্গার্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্র-
সুমেরৌ রাধাকৃষ্ণয়োর্গোলোকারোহণং
নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন; তারপর গিরিবর গোবর্দ্ধন ও কতিপয় দ্বারবিশিষ্ট রাসমণ্ডল দর্শন করিয়া সুন্দর বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন; ঐ বৃন্দাবন দ্বাদশ বন ও কামবর্ষী বৃক্ষসমাকুল, যমুনানদীযুক্ত বসন্ত-সমীরণশোভিত, পুষ্পকুঞ্জ-নিকুঞ্জযুক্ত ও গোপ-গোপীপরিবৃত। পূর্ব্বে কৃষ্ণ চলিয়া আসায় তথাকার গোলোক শূন্য ছিল, সম্প্রতি কৃষ্ণাগমনে স্বধাম গোলোকে জয় জয় রব উত্থিত হইল। ২১—৩২। অনন্তর এদিকে দেবকীপ্রমুখ যদুপত্নীগণ দুঃখে চিতারোহণ করিয়া স্ব স্ব পতিলোক প্রাপ্ত হইলেন। যাহাদের জ্ঞাতি গোত্র ছিল না, অর্জ্জুন তাদৃশ বান্ধবগণের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া স্বয়ং গীতাজ্ঞান প্রভাবে আত্মদুঃখ দূর করিলেন। অতঃপর অর্জ্জুন স্বীয় পুরে গিয়া যুধিষ্ঠিরকে ঐ সংবাদ নিবেদন করিলে যুধিষ্ঠিরও ভার্য্যা ও ভ্রাতাদিগের সহিত স্বর্গারোহণ করিলেন। হে নৃপবর! সিন্ধু কৃষ্ণমন্দির বাদ দিয়া রৈবতপর্ব্বতসহ দ্বারকা প্লাবিত করিল। অদ্যাপি সমুদ্রমগ্ন হরির দ্বারাবতীতে এই শব্দ শুনা যায়—"অবিদ্যই হউক আর সবিদ্যই হউক, ব্রাহ্মণ আমার তনু; রবির অংশে জাত ব্রাহ্মণ বিষ্ণুস্বামী কলির প্রারম্ভে মহাসমুদ্রে গিয়া হরির মূর্ত্তি আনিয়া দ্বারকায় স্থাপিত করিবেন। হে নৃপবর! কলিযুগে যে মানব দ্বারকায় গিয়া সেই দ্বারকেশ মূর্ত্তি দর্শন করে, তাহার সমস্ত ক্রিয়া সফল হয়। যে মানব যাদব ও গোপগণের মুক্তি ও হরির গোলোকারোহণ কথা শ্রবণ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৩৩—৪১।

অশ্বমেধখণ্ডে ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

বজ্রনাভিরুবাচ।

ব্রহ্মন্নারায়ণঃ কৃষ্ণো ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ।
তস্য রূপং কথং শ্যামং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১
তাদৃশা মুনয়ো ব্রহ্মন্ জানন্তি চরিতং হরেঃ
তথা কৃষ্ণস্য দেবস্য ন বয়ং কর্ম্মমোহিতাঃ ॥ ২

একষষ্টিতম অধ্যায়।

বজ্রনাভ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! প্রকৃতির অতীত ভগবান নারায়ণ কেন কৃষ্ণ হইলেন? তাঁহার রূপ কেন শ্যাম হইল, তাহা আমাকে বলুন। হে ব্রহ্মন্! ভবাদৃশ ঋষিগণ হরি-চরিত্র বিদিত। আমরা কর্ম্মমোহিত জীব,

সূত উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেন সংস্তুতঃ স মুনির্নৃনে।
তত্ত্বজ্ঞানায় তত্ত্বজ্ঞঃ করুণঃ প্রত্যভাষত ॥ ৩
গর্গ উবাচ।
শ্যামং তু শৃঙ্গাররসস্য রূপং
শ্রীকৃষ্ণদেবং কথিতং মুনীন্দ্রৈঃ।
লাবণ্যসত্ত্বাচ্চ তথোজ্জ্বলত্বা-
চ্ছ্যামং স্বরূপং হি তথা হরেশ্চ ॥ ৪
যথা দূরতো দৃশ্যতে শ্যামরূপং
ঘটায়াস্তথেদং নদস্যাপি গর্ত্তে।
যথাকাশরূপং মহচ্ছ্যামলং বা
জলং চাম্বরং চোজ্জ্বলং নাপি কৃষ্ণম্ ॥ ৪
যথা ধৌতবস্ত্রে পরে শ্যামলা হি
ছবির্দৃশ্যতে চৈব ভাবৈঃ পরস্য।
তথা কোটিকন্দর্পলীলাশয়ত্বা-
দ্ধরেঃ শ্যামরূপং তু সন্তো বদন্তি ॥ ৬
বজ্রনাভিরুবাচ।
তব বাক্যান্মুনিশ্রেষ্ঠ সন্দেহশ্চ গতো মম।
অগ্রে ব্রহ্মন্ কলির্ঘোরশ্চাগমিষ্যতি ভূতলে ॥ ৭
তস্মিন্ মর্ত্ত্যাঃ কীদৃশাশ্চ ভবিষ্যন্তি মুনে বদ।
ত্বং জানাসি ভবিষ্যঞ্চ তস্মাত্ত্বাং প্রণমাম্যহম্ ॥৮
শ্রীগর্গ উবাচ।
কলের্দশসহস্রাণি জগন্নাথস্তু তিষ্ঠতি।
তদর্দ্ধং জাহ্নবীতোয়ং তদর্দ্ধং গ্রামদেবতাঃ ॥ ৯
ততঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি পাপিনঃ কলিমোহিতাঃ।
নরকাংস্তে প্রযাস্যন্তি সর্ব্বে চান্যায়্যুবো নরাঃ ॥১০
বিপ্রাঃ স্বকন্যা দাস্যন্তি ব্রাহ্মণায় চ মৌল্যতঃ।
ক্ষত্রিয়াশ্চৈব পুত্রীঃ স্বাঃ মারয়িষ্যন্তি লোলুপাঃ॥
মৃষা কুর্ব্বন্তি বাণিজ্যং বৈশ্যা ব্রহ্মস্বতৎপরাঃ।
শূদ্রাশ্চ ম্লেচ্ছসঙ্গেন দূষয়িষ্যন্তি ব্রাহ্মণান্ ॥ ১২
ব্রাহ্মণাঃ শাস্ত্রহীনাশ্চ রাজ্যহীনাশ্চ ক্ষত্রিয়াঃ।
বৈশ্যাশ্চ দ্রব্যহীনা বৈ শূদ্রা নাথস্য দুঃখদাঃ ॥ ১৩
দিনে ব্যবায়নিরতা বিরতা ধর্ম্মকর্ম্মণি।
স্ত্রিয়ঃ স্বচ্ছন্দগামিন্যঃ পুরুষা যোনিলম্পটাঃ ॥১৪
পিতৃণামর্চ্চনং চৈব বেদানামৃত্বিজাং তথা।
বিষ্ণোশ্চ বৈষ্ণবানাঞ্চ তুলস্যাশ্চ গবাং তথা॥১৫
ন প্রায়েণ করিষ্যন্তি মানবাঃ কলিমোহিতাঃ।
গণিকাসু পরস্ত্রীষু পরবিত্তেষু মোহিতাঃ ॥ ১৬

তত্ত্বজ্ঞ দেব কৃষ্ণের চরিত্রে অনভিজ্ঞ। সূত বলিলেন,—হে মুনে! বজ্রনাভ কর্ত্তৃক স্তুত তত্ত্বজ্ঞ কারুণিক ঋষি গর্গ তাঁহার বাক্য শ্রবণে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানার্থ প্রত্যুত্তর করিলেন। গর্গ বলিলেন, শৃঙ্গার রসের রূপ শ্যাম, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহার দেবতা, ইহা মুনীন্দ্রগণ বলিয়াছেন; দূর হইতে যেমন করিঘটা খাতমধ্যস্থ নদীজল ও আকাশের বর্ণ শ্যামল পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ লাবণ্য বাহুল্যে এবং ঔজ্জ্বল্য-প্রাবল্যে ও শৃঙ্গার রসের দেবতা বলিয়া হরির রূপ শ্যামই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আকাশ জল যেমন উজ্জ্বল কৃষ্ণ নহে, হরির বর্ণও তদ্রূপ উজ্জ্বল কিন্তু কৃষ্ণ নহে। উত্তম ধৌতবস্ত্রে যেরূপ শ্যামচ্ছবির অনুভব হয় সেইরূপ কোটি কন্দর্প লীলাকারী ভাবময় হরির রূপও শ্যামল; ইহা সাধুগণ বলিয়া থাকেন। বজ্রনাভ বলিলেন,—হে মুনিবর! আপনার বাক্যে আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে; হে ব্রহ্মন্! এইত সম্মুখে ঘোর কলিকাল আসিতেছে, হে মুনে! তখন ভূতলে মানব কি প্রকার হইবে, আপনি ভবিষ্যৎ জানেন, অতএব বলুন, আপনাকে প্রণাম। ১—৭। গর্গ বলিলেন—কলির দশ হাজার বৎসর বিষ্ণু ধরাবক্ষে বাস করিবেন তাহার অর্দ্ধ গঙ্গা এবং তদর্দ্ধ গ্রামদেবতা থাকিবেন। ইহার পর কলিমোহিত সমস্ত মানব পাপরত ও অন্যায় হইবে এবং নরকে গমন করিবে। বিপ্রগণ মূল্য লইয়া ব্রাহ্মণকে আপন কন্যা দিবে, লোলুপ ক্ষত্রিয়গণ নিজ কন্যাকে মারিয়া ফেলিবে, ব্রহ্মস্বহারী বৈশ্য মিথ্যাময় বাণিজ্য করিবে; আর ম্লেচ্ছসঙ্গী শূদ্রগণ ব্রাহ্মণদিগকে দূষিত করিবে। ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রহীন, রাজন্যগণ রাজ্যবর্জ্জিত, বৈশ্য বস্তুশূন্য এবং শূদ্রগণ প্রভুদুঃখদায়ী হইবে। লোক সকল দিবা মৈথুন-নিরত, ধর্ম্মকর্ম্মবিরত, নারীগণ স্বচ্ছন্দ গামিনী ও পুরুষগণ যোনিলম্পট হইবে; কলিমোহিত মানবগণ পিতৃগণের কিংবা বেদ পুরোহিত বিষ্ণু, বৈষ্ণব, তুলসী, গো প্রভৃতির পূজা প্রায় করিবে না;

একবর্ণা ভবিষ্যন্তি মহাশূদ্রসমাঃ কিল।
শস্যহীনা ভবেৎ পৃথ্বী শিলাবৃষ্ট্যা নিরন্তরম্॥ ১৭
ফলহীনোঽপি বৃক্ষশ্চ জলহীনা সরিত্তথা।
প্রজাভিস্তাড়িতো ভূপো ভূপেন তাড়িতাঃ প্রজাঃ
রাজোবাচ।
কেনোপায়েন জীবানাং কলৌ মুক্তির্ভবিষ্যতি।
তন্মমাখ্যাহি বিপ্রেন্দ্র ত্বং পরাবরবিত্তমঃ॥ ১৯
গর্গ উবাচ।
রাজা বিক্রমশ্চ তথা বৈ শালিবাহনঃ।
বিজয়াভিনন্দনশ্চ তথা নাগার্জ্জুনো নৃপঃ॥২০
তথা কল্কিশ্চ ভগবানেতে বৈ শকবন্ধিনঃ।
করিষ্যন্তি কলৌ ভূপা ধর্ম্মস্থাপনমেব চ॥ ২১
অভূদ্ যুধিষ্ঠিরো রাজা ভবিষ্যন্তি নৃপাশ্চ তে।
অধর্ম্মং নাশয়িষ্যন্তি ভূত্বা বৈ চক্রবর্ত্তিনঃ॥ ২২
বামনশ্চ বিধিঃ শেষঃ সনকো বিষ্ণুবাক্যতঃ।
ধর্ম্মার্থহেতবে চৈতে ভবিষ্যন্তি দ্বিজাঃ কলৌ॥২৩
বিষ্ণুস্বামী বামনাংশস্তথা মাধ্বস্তু ব্রহ্মণঃ।
রামানুজস্তু শেষাংশো নিম্বার্কঃ সনকস্য চ॥ ২৪
এতে কলৌ যুগে ভাব্যাঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকাঃ।
সংবৎসরে বিক্রমস্য চত্বারঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥ ২৫
সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলাঃ স্মৃতাঃ।
তস্মাচ্চ গমনং হ্যস্তি সম্প্রদায়ে নরৈরপি॥ ২৬
পাপক্ষয়করা যত্র শ্রীকৃষ্ণস্য কথা ভবেৎ।
বৈষ্ণবৈর্বিপ্রমুখ্যৈশ্চ নারায়ণপরায়ণৈঃ॥ ২৭
কৃতে তু লিপ্যতে দেশো ত্রেতায়াং গ্রাম এব চ
দ্বাপরে চ কুলং প্রোক্তং কলৌ কর্ত্তৈব লিপ্যতে
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥
কৃতে যদ্দশভির্বর্ষৈস্ত্রেতায়াং হায়নেন চ।
দ্বাপরে চৈকমাসেন হ্যহোরাত্রেণ তৎ কলৌ॥৩০
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতে।
বাসুদেবপরা মর্ত্ত্যাস্তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥ ৩১
তে সভাগ্যা মনুষ্যেষু কৃতার্থা নৃপ নিশ্চিতম্।
স্মরন্তি স্মারয়ন্তে যে হরের্নামানি বৈ কলৌ॥ ৩২
কৃষিশ্চ সর্ব্ববচনো ণকারশ্চাত্মবাচকঃ।

বেশ্যা, পরনারী ও পরবিত্তে মোহিত থাকিবে, সকলেই একজাতি হইয়া মহাশূদ্রে পরিণত হইবে। নিরন্তর শিলাবৃষ্টিতে পৃথিবী শস্যহীনা এবং বৃক্ষ ফলহীন হইবে, নদীতে জল থাকিবে না; রাজা প্রজা কর্ত্তৃক ও প্রজা রাজা কর্ত্তৃক তাড়িত হইবে। ৯—১৮। বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি বিশেষরূপে পরাবরজ্ঞ, অতএব কি উপায়ে কলিজীবের মুক্তি হইবে, তাহা আমার নিকট বলুন। গর্গ বলিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠির, বিক্রম শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন এবং ভগবান্ কল্কী ইহারা শকগণের বিনাশ সাধন করিয়া কলিযুগে ধর্ম্মস্থাপন করিবেন। ইহার মধ্যে যুধিষ্ঠির উৎপন্ন হইয়াছেন, অবশিষ্ট সকলে চক্রবর্ত্তী নৃপরূপে অভ্যুদিত হইয়া অধর্ম্মনাশ করিবেন; বামন, ব্রহ্মা, শেষ ও সনক ইহারা বিষ্ণু বাক্যে ধর্ম্মরক্ষার জন্য কলিকালে দ্বিজরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন বামনের অংশে বিষ্ণুস্বামী ব্রহ্মার অংশে মাধ্বাচার্য্য, শেষাংশে রামানুজ এবং সনকাংশে নিম্বার্ক হইবেন; বিক্রম সংবৎসরে এই চারিজন পৃথিবীপাবন কলিযুগের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক হইবেন। সম্প্রদায় বিহীন মন্ত্র নিষ্ফল। অতএব মানবগণের সম্প্রদায় অবলম্বনীয়। নারায়ণ-পরায়ণ মুখ্য ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ যেস্থানে কৃষ্ণকথা কহিবেন, তত্রত্য পাপ বিনষ্ট হইবে। ১৯—২৭। পাপে সত্যযুগে দেশ, ত্রেতায় গ্রাম, দ্বাপরে কুল লিপ্ত হইত; কিন্তু কলিকালে পাপকর্ত্তা মাত্র লিপ্ত হয়। সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান ও দ্বাপরে পূজা করিয়া যে ফল লাভ হয়, মানব কালকালে কেবল কেশব কীর্ত্তন করিয়া সেই ফল পাইয়া থাকে। সত্যযুগে, দশবর্ষে, ত্রেতায় একবৎসরে, দ্বাপরে একমাসে যাহা সিদ্ধ হয়, কলিযুগে তাহা এক অহোরাত্রে হইয়া থাকে। সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত ঘোর কলিকালে বাসুদেব-পরায়ণ নরগণ কৃতার্থ, সংশয় নাই। হে নৃপ! যাঁহারা হরিনাম স্মরণ করেন বা অপরকে স্মরণ করান, কলিযুগের মানব মধ্যে তাঁহারাই সৌভাগ্যযুক্ত ও নিশ্চিতরূপে কৃতার্থ। 'কৃষি' শব্দে সর্ব্ব-

সর্ব্বাত্মা চ পরং ব্রহ্ম তেন কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৩৩
সম্প্রাপ্য ব্রহ্ম পরমং বেদসারং পরাৎপরম্‌।
পরং নাস্তীতি নাস্তীতি কৃষ্ণ ইত্যক্ষরদ্বয়ম্‌ ॥ ৩৪
তাবদ্গর্ভে বসেৎ কামী তাবতী যমযাতনা।
তাবদ্‌ গৃহী চ ভোগার্থী যাবৎ কৃষ্ণং ন সেবতে।
নশ্বরো বিষয়ঃ সত্যং ভোগশ্চ বান্ধবো ভুবি।
স্বয়ং ত্যক্তাঃ সুখায়ৈব দুঃখায় ত্যাজিতাঃ পরৈঃ
শ্রুত্বা দৈবাম্মহন্নিন্দাং শ্রীকৃষ্ণস্মরণাদ্বুধঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো চান্যথা রৌরবং ব্রজেৎ ॥
ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন শিলায়াং ন কাঞ্চনে
যত্র ভাবস্তত্র হরিস্তস্মাদ্ভাবং হি কারয়েৎ ॥ ৩৮
সকৃদুচ্চরিতং যেন কৃষ্ণ ইত্যক্ষরদ্বয়ম্‌।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ ৩৯

স-রোগতা সাধুজনেষু বৈরং
পরোপতাপো দ্বিজবেদনিন্দা।
অত্যন্তকোপঃ কটুকা চ বাণী
নরস্য চিহ্নং নরকে গতস্য ॥ ৪০

স্বর্গাগতানামিহ জীবলোকে
চত্বারি চিহ্নানি সদা বসন্তি।
দানপ্রসঙ্গো মধুরা চ বাণী
দেবার্চ্চনং ব্রাহ্মণপূজনঞ্চ ॥ ৪১

রাজোবাচ।

ব্রতেষু কিং বরং ব্রহ্মন্‌ সৎসু তীর্থেষু কিং মহৎ
দেবেষু পূজনীয়েষু কো মুখ্যঃ কথয়স্ব নঃ ॥ ৪২

গর্গ উবাচ।

একাদশী বরা হন্তি ব্রতেষু যদুনন্দন।
ভাগীরথী চ তীর্থেষু দেবভক্তেষু বৈষ্ণবঃ ॥ ৪৩
সুরেষু বিষ্ণুর্ভগবান্‌ পূজনীয়েষু শ্রীগুরুঃ।
ইমাং বার্ত্তাং ন মন্যন্তে কুম্ভীপাকে পতন্তি তে ॥

রাজোবাচ।

একাদশ্যাস্তু মাহাত্ম্যমন্যেষাং চৈব যে মুনে।
কথয়স্ব প্রসাদেন গুরুদেব নমোঽস্তু তে ॥ ৪৫

গর্গ উবাচ।

কথয়িষ্যাম্যহং সর্ব্বং শৃণুষ্ব যদুনন্দন।
একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যমন্নং চৈব ফলং তথা ॥৪৬

জগতের লোক, আর ণকার আত্মার বাচক; ইহা হইতে উৎপন্ন কৃষ্ণ শব্দে সর্ব্বাত্মা পরব্রহ্ম বুঝায়। সমস্ত বেদের সার পরাৎপর পরমব্রহ্ম কৃষ্ণনাম জপ করিবে, 'কৃষ্ণ' এই দুই অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই, কিছু নাই। গৃহী ভোগার্থী যাবৎ কৃষ্ণসেবা না করে, তাবৎ গর্ভে বাস ও তাবৎ নরক যাতনা। ভূতলে বিষয় ভোগ ও বান্ধব সমস্তই অচিরস্থায়ী, ইহা সত্য। এই সকল স্বয়ং ত্যক্ত হইলে সুখ হইয়া থাকে, পরন্তু পরকর্ত্তৃক ত্যাজিত হইলে দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। দৈবাৎ সত্তমের নিন্দা শ্রুত হইলে বিজ্ঞ ব্যক্তি কৃষ্ণ স্মরণে সর্ব্বদোষ মুক্ত হইবেন, অন্যথা নরক হইবে। কেবল কাষ্ঠে, কাঞ্চনে অথবা প্রস্তরে দেবতার অধিষ্ঠান হয় না, যেখানে ভাব. সেইখানেই হরি বিদ্যমান, অতএব ভাব-সাধন করিবে। ২৮—৩৮। যে ব্যক্তি 'কৃষ্ণ' এই অক্ষরদ্বয় একবার উচ্চারণ করে,! সে মোক্ষমার্গে গমনের জন্য কোমর বান্ধিয়া বসিয়া থাকে। দেহে রোগ, সাধুজনের প্রতি বৈর, পরোপতাপ, দ্বিজ-বেদনিন্দা, অত্যন্ত কোপ, কর্কশ বাক্য—নরকগামীর এই সকল চিহ্ন। আর স্বর্গ হইতে এই জীবলোকে সমাগত-দিগের দানপ্রসঙ্গ, মধুরবাণী দেবার্চ্চন ও দ্বিজপূজা এই চারি চিহ্ন সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়। রাজা বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্‌। ব্রত সমূহের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ, সাধুগণের মধ্যে কে প্রধান, তীর্থ মধ্যেই বা কোন তীর্থ উত্তম, পূজনীয়গণ মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ আর দেবগণ মধ্যেই বা মুখ্য কে? তাহা আমার নিকট বলুন। গর্গ বলিলেন,—হে যদুতনয়! ব্রতমধ্যে একাদশী, তীর্থমধ্যে গঙ্গা, ভক্তগণ মধ্যে বৈষ্ণব. পূজনীয়গণ মধ্যে গুরু আর দেবগণের মধ্যে ভগবান্‌ বিষ্ণুই বরেণ্য। যাহারা এই বাক্য মানে না, তাহারা কুম্ভীপাক নরকে পতিত হয়। রাজা বলিলেন,—হে মুনে! একাদশীর মাহাত্ম্য ও অন্যান্য প্রাধান্য-বিষয়ক কথা কীর্ত্তন করুন, হে গুরুদেব! আপনাকে নমস্কার। গর্গ বলিলেন,—হে যদুনন্দন! সমস্তই তোমাকে

যথোক্তবিধিনা কুর্য্যাদেকাদশীং মুদা নরঃ।
তদা সা তস্য ফলদা ভবেচ্চ নৃপসত্তম ॥ ৪৭

বজ্রনাভিরুবাচ।

ফলাহারঞ্চ কুর্ব্বন্তি যে নরা হরিবাসরে।
তেষাং গতিঃ কা ভবতি তন্মে বর্ণয় বিস্তরাৎ ॥

ঋষিরুবাচ।

সমস্তং চোপবাসেন যথোক্তং লভতে ফলম্।
ফলাহারেণ চার্দ্ধং স্যাৎ কিঞ্চিন্ন্যূনং জলেন চ ॥
অন্নান্ সর্ব্বান্ বর্জ্জয়িত্বা গোধূমাদ্যান্নৃপেশ্বর।
একাদশ্যাং প্রকুর্ব্বীত ফলাহারং মুদা নরঃ ॥ ৫০
অন্নং ভুঙ্‌ক্তি যো রাজন্নেকাদশ্যাং নরাধমঃ।
ইহ লোকে স চাণ্ডালো মৃতঃ প্রাপ্নোতি দুর্গতিম্
দধি দুগ্ধং তথা মিষ্টং কূটং কর্কটিকাং তথা।
বাস্তূকং পদ্মমূলঞ্চ রসালং জানকীফলম্ ॥ ৫২
গঙ্গাফলং পত্রনিম্বং দাড়িম্বঞ্চ বিশেষতঃ।
শৃঙ্গাটকং নাগরঙ্গং সৈন্ধবং কদলীফলম্ ॥ ৫৩
আম্রাতকং চার্দ্রকঞ্চ তুলঞ্চ বদরীফলম্।
জম্বুফলমামলকং পটোলং ত্রিকুশং তথা ॥ ৫৪
রতালুং শর্করাকন্দমিক্ষুদণ্ডং তথৈব চ।
দ্রাক্ষাদীনি হি চান্যানি পবিত্রঞ্চ ফলং তথা ॥৫৫
একবারঞ্চ রাজেন্দ্র ভোক্তব্যং হরিবাসরে।
তৃতীয়ে প্রহরেঽতীতে প্রস্থস্য চ পলস্য চ ॥ ৫৬
দ্বিজায় চার্দ্ধং দাতব্যমর্দ্ধমাত্মনি ভোজনম্।
দ্বিবারং জলমশ্নীয়াদেকবারং ফলং তথা ॥ ৫৭
সমাচরেজ্জাগরণং পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্।
ত্রিবারং বা দ্বিবারং বা যো নরো হরিবাসরে ॥৫৮
করোতি চ ফলাহারং তস্য কিঞ্চিৎ ফলং নহি।
অন্নভুক্তেন যৎ পাপং জাতং পঞ্চদশৈর্দিনৈঃ ॥
একাদশ্যুপবাসেন তৎ সর্ব্বং বিলয়ং ভবেৎ।
ভোজনং ব্রাহ্মণে দত্ত্বা হ্যুপবাসং সমাচরেৎ ॥ ৬০
শ্রুত্বা তস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
দ্রব্যার্থী লভতে দ্রব্যং সুতার্থী লভতে সুতম্।
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষমেকাদশ্যা ব্রতেন বৈ ॥

ইতি শ্রীমদ্গার্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্র-
সুমেরৌ একাদশীমাহাত্ম্যকীর্ত্তনং নামৈক-
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

বলিব, শ্রবণ কর। একাদশীতে অন্ন এমন কি ফলও ভক্ষণ করিবে না, মানব সানন্দে যথা-বিধানে একাদশী করিবে। হে নৃপোত্তম! এরূপে কৃত একাদশী ফলপ্রদা হয়। বজ্রনাভ বলিলেন,—যাহারা একাদশীতে ফলাহার করে, তাহাদিগের কি গতি হইবে তাহা আমার নিকট বিস্তাররূপে বর্ণন করুন। ৩৯—৪৮। ঋষি বলিলেন,—যথাবিধি নিরম্বু উপবাসে যে ফল লাভ হয়, কেবল জলপানে তাহার কিঞ্চিন্ন্যূন ও ফলাহারে অর্দ্ধ ফল হইয়া থাকে। হে নৃপবর! গোধূমাদি সর্ব্ববিধ অন্ন বর্জ্জন করিয়া মানব একাদশীতে সানন্দে অন্ততঃ ফলাহার করিবে। হে রাজন! যে নরাধম একাদশীতে অন্ন ভোজন করে, সে ইহলোকে চণ্ডালতুল্য ও পরলোকে দুর্গতি-ভাজন হয়। হে রাজন্! হরিবাসরে দধি, দুগ্ধ, মিষ্ট, কূট ও কর্কটিকা এবং বাস্তূক, পদ্ম-মূল, আম্র, জানকীফল, গঙ্গাফল, পত্রনিম্বু, দাড়িম্ব, শৃঙ্গাটক, নাগরঙ্গ, সৈন্ধব, কদলী, আম্রাতক, আর্দ্রক, তুল, বদরী, জম্বু, আমলক, পটোল, ত্রিকুশ, রতালু, শর্করাকন্দ, ইক্ষুদণ্ড, এবং দ্রাক্ষাদি অন্যান্য পবিত্র ফল মূল একবার মাত্র ভক্ষণ করিবে। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে প্রস্থ বা পলাদি পরিমিত দ্রব্যের দ্বিজকে দিয়া অর্দ্ধ নিজে ভোজন করিবে। কেবল জল-পান কল্পে বারদ্বয় জলপান কর্ত্তব্য,ফলাহার কল্পে একবারমাত্রই ফল ভক্ষণ করিবে। জনার্দ্দনের পূজা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে। হরিবাসরে যে মানব দুই কি তিন বার ফলাহার করে, তাহার কিছুমাত্র ফললাভ হয় না। পঞ্চদশ-দিনে অন্ন ভোজন জনিত যে পাপ, একাদশী উপবাসে তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণকে ভোজ্যদান করিয়া উপবাস করিবে এবং একাদশীমাহাত্ম্য শ্রবণ করত সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে। একাদশী ব্রতে ধনার্থীমানব ধন, পুত্রার্থী পুত্র, এবং মোক্ষার্থী মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। ৪৯—৬১।

অশ্বমেধখণ্ডে একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

গর্গ উবাচ।

তপঃ কৃতং পুরা যেন দুর্জ্জয়ং পূর্ব্বজন্মনি।
ইহ লোকে চ তস্যাশু গুরোর্ভক্তির্হি জায়তে ॥১
গুরোঃ সেবাং ন কুরুতে স্বগুরুং যো ন মন্যতে
যঃ সমর্থশ্চ পততি কুম্ভীপাকে স সর্ব্বদা ॥ ২
গুরোরভক্তং প্রগতং দৃষ্ট্বা গোঘ্নো ভবেন্নরঃ।
স্নাত্বা গঙ্গাঞ্চ যমুনাং তদা ভবতি নির্ম্মলঃ ॥ ৩
দ্রব্যলাভস্য শিষ্যস্য ভবেদ্বৈ যত্র যত্র চ।
দশাংশঞ্চ গুরোস্তস্মিন্ গৃহদ্রব্যে তথাহি নঃ ॥ ৪
তং ভুঞ্জন্তি বলাচ্ছিষ্যো ন দাস্যতি গুরুং পৃথক্
স মহারৌরবং যাতি হীনঃ সর্ব্বসুখৈরিহ ॥ ৫
হরৌ কুর্ব্বন্তি যে নিত্যং ভক্তিঞ্চ নবলক্ষণাম্
সংসারসাগরং রাজংস্তে তরন্তি সুখেন বৈ ॥ ৬
জাতিং বিদ্যাং মহত্ত্বঞ্চ রূপং যৌবনমেব চ।
যত্নেন পরিবর্জ্জয়াঃ পঞ্চৈতে ভক্তিকণ্টকাঃ ॥ ৭
ভক্ত্যা কৃষ্ণস্য রাজেন্দ্র প্রসাদং চরণোদকম্।
যে গৃহ্নন্তি ভবেয়ুর্ভূপাবনা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮
গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্যং কল্পতরুর্হরেৎ।
পাপং তাপং তথা দৈন্যং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ ॥ ৯
তাবদ্ ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিণ্ডতৎপরাঃ।
যাবদ্বংশসুতঃ কৃষ্ণভক্তিযুক্তো ন জায়তে ॥ ১০
স কিং গুরুঃ স কিং তাতঃ কিং পুত্রঃ স কিং সখা।
স কিং রাজা স কিং বন্ধুর্ন দদ্যাদ্ যো হরৌ মতিম্ ॥ ১১

বিদ্যাধনাগারকুলাভিমানিনো
রূপাদিদারাসুতনিত্যবুদ্ধয়ঃ।
দৃষ্ট্বান্যদেবান্ ফলকামিনশ্চ
জীবন্মৃতাস্তে ন ভজন্তি কেশবম্ ॥১২

হয়মেধচরিত্রস্য সুমেরুঃ কথিতো ময়া।
ব্যাপ্তঃ কৃষ্ণচরিত্রৈশ্চ তবাগ্রে নৃপসত্তম ॥ ১৩
তস্য শ্রবণমাত্রেণ কৃষ্ণভক্তির্ভবিষ্যতি।
নরাণাং নৃপশার্দ্দূল শোকমোহভয়াপহা ॥ ১৪
অনেন চরিতেনাপি লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্।
ধনং ধান্যং সুতং ভক্তিং তথা শত্রুক্ষয়ং নরঃ ॥
তস্মাদ্ভজাশু রাজেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণং জগদীশ্বরম্।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

গর্গ বলিলেন,—যিনি পূর্ব্বজন্মে দুর্জ্জয় তপস্যা করেন, এসংসারে তাঁহারই সত্বর গুরু-ভক্তি জন্মে। যে সমর্থ ব্যক্তি গুরুর সেবা করে না ও স্বগুরুকে মানে না, সে সর্ব্বদা কুম্ভীপাক নরকে পতিত হয়। গুরুভক্তিহীন ব্যক্তিকে পথক্রমে দর্শন করিলেও গোহত্যার পাতক হইয়া থাকে, গঙ্গা বা যমুনা স্নানে সে ব্যক্তি নিষ্পাপ হইবে। শিষ্যের গৃহদ্রব্য বা বাহিরে লব্ধদ্রব্যের দশাংশ গুরুর প্রাপ্য, কিন্তু যদি গুরুকে তাহা পৃথক্ করিয়া না দিয়া বলপূর্ব্বক নিজে ভোগ করে, তবে সে সংসারে সুখহীন ও অন্তে মহারৌরবে গমন করিয়া থাকে। হে রাজন! যে জন নিত্য হরিতে নববিধলক্ষণ ভক্তি করেন, তিনি সুখে সংসার উত্তীর্ণ হন। জাতি, বিদ্যা, মহত্ত্ব, রূপ, যৌবন যত্নপূর্ব্বক এই ভক্তিকণ্টক পাঁচটী বস্তু ত্যাগ করিবে। হে রাজেন্দ্র! যাঁহারা ভক্তি-পূর্ব্বক কৃষ্ণের প্রসাদ ও পাদোদক গ্রহণ করেন, তাঁহারা পৃথিবী-পাবন, সংশয় নাই। গঙ্গা পাপ, শশী তাপ ও কল্পতরু দৈন্যহরণ করেন; আর সাধুসমাগম সদা এই তিনটীই হরণ করিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত বংশে কৃষ্ণ-ভক্ত তনয় না জন্মে, ততকাল পিণ্ডতৎপর পিতৃগণ সংসারে ভ্রমণ করেন। ১—১০। হরি-পরাঙ্মুখ গুরু, পিতা, পুত্র, সখা, রাজা ও বন্ধু কুৎসিত অর্থাৎ নিন্দিত। বিদ্যা, ধন, গৃহ ও কুল জন্য গর্ব্বিত; রূপ, পত্নী ও পুত্রে নিত্য বুদ্ধি সম্পন্ন ফলকামী অন্য দেবতাদর্শন-তৎপর ব্যক্তিগণ জীবন্মৃত ও তাহারা ভজনা করে না। হে নৃপসত্তম! আমি তোমার নিকট অশ্বমেধ চরিত্রের সুমেরু কহিলাম, ইহা কৃষ্ণ-চরিত্রে পরিব্যাপ্ত। হে নৃপবর! ইহার শ্রবণমাত্রে মানবগণের শোক মোহ ও ভয়-নাশিনী কৃষ্ণভক্তি হয়। এই চরিত্র শ্রবণে ধন, ধান্য, পুত্র, ভক্তি শত্রুক্ষয় প্রভৃতি যাব-

ভক্ত্যা গৃহে বা বিপনে জ্ঞাত্বা বিশ্বং মনোময়ম্
আয়ুস্তে নরবীর বর্দ্ধতু সদা হেমন্তরাত্রির্যথা।
লোকানাং প্রিয়দর্শনো ভব সদা হেমন্তসূর্য্যো যথ
শত্রূণামতিদুঃসহো ভব সদা হেমন্ততোয়ং যথা
নাশং যান্তু তবারয়োঽপি সততং হেমন্ত-
পদ্মং যথা ॥ ১৭

সূত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বজ্রনাভির্হর্ষিতঃ প্রেমবিহ্বলঃ।
স্মরন্ কৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যং নত্বা গুরুমথাব্রবীৎ ॥১৮

রাজোবাচ।

ধন্যোঽহঞ্চ কৃতার্থোঽহং ভবতা করুণাত্মনা।
শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যং লগ্নং কৃষ্ণে চ নো মনঃ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা পূজয়ামাস গর্গাচার্য্যং নৃপোত্তমঃ।
গন্ধাক্ষতৈঃ পুষ্পহারৈস্তথা জালকমালয়া ॥ ২০
গজৈ রথৈস্তুরঙ্গৈশ্চ শিবিকাভিশ্চ মন্দিরৈঃ।
রৌপ্যাণাং চৈব ভারৈশ্চ স্বর্ণভারৈশ্চ শৌনক ॥
তথা রত্নৈশ্চ গ্রামৈশ্চ হ্যাত্মনা হর্ষপূরিতঃ।
প্রদক্ষিণাপ্রণামৈশ্চ তথা নীরাজনাদিভিঃ ॥ ২২
ততশ্চ গর্গ উত্থায় দত্ত্বা বজ্রায় চাশিষম্।
নৃপেন বন্দিতঃ সোঽপি যযৌ দক্ষিণয়া যুতঃ ॥২৩
স গত্বা যমুনাতীরে তীর্থে বিশ্রান্তিসংজ্ঞকে।
মাথুরেভ্যশ্চ বিপ্রেভ্যো মুনিঃ সর্ব্বং ধনং দদৌ ॥
গর্গবাক্যাত্ততো বজ্রো মথুরায়াং মুনীশ্বরৈঃ।
চকার হয়মেধং বৈ যথা নাগপুরেশ্বরঃ ॥ ২৫
ততঃ স মথুরায়াঞ্চ দীর্ঘবিষ্ণুঞ্চ কেশবম্।
বৃন্দাবনে চ গোবিন্দং হরিদেবং গিরীশ্বরে ॥২৬
গোকুলে গোকুলেশঞ্চ গোকুলাদ্ যোজনে বলম্
স্থাপয়ামাস বজ্রস্তু হরেশ্চ প্রতিমাশ্চ ষট্ ॥ ২৭
বলস্য প্রতিমাশ্চান্যাঃ পঞ্চ বৈ ব্রজমণ্ডলে।
নৃণাং শুভায় বজ্রস্তু স্থাপয়ামাস হর্ষিতঃ ॥ ২৮
অব্দাশ্চতুঃসহস্রাণি কলৌ পঞ্চশতানি চ।
গতে গিরিবরে হি শ্রীনাথঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥২৯
তং পূজয়িষ্যতি ব্রজে বিষ্ণুস্বামী রবেস্তনুঃ।
বল্লভাদ্যাশ্চ তচ্ছিষ্যাশ্চান্যে গোকুলস্বামিনঃ ॥৩০

তীয় বাঞ্ছিত ফল লাভ, হইয়া থাকে। অতএব হে রাজেন্দ্র! বিশ্ব মনোময় জানিয়া গৃহেই হউক বা বনেই হউক ভক্তিপূর্ব্বক জগদীশ কৃষ্ণকে ভজনা কর। হে নরবীর! তোমার আয়ু সর্ব্বদা হেমন্তরাত্রির মত দীর্ঘ হউক, হেমন্ত ঋতুর সূর্য্যের মত তুমি সতত লোকের প্রিয়দর্শন হও, হেমন্তকালের জলের মত সর্ব্বদা শত্রুগণের সুদুঃসহ হও; আর হেমন্ত-কমলের মত তোমার শত্রুগণ বিনষ্ট হউক। সূত বলিলেন,—এতচ্ছ্রবণে প্রেমবিহ্বল হৃষ্ট বজ্রনাভ কৃষ্ণমাহাত্ম্য স্মরণ করত গুরুকে নমস্কার করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন। রাজা কহিলেন—আপনি করুণাত্মা, আপনার প্রসাদে আমি ধন্য কৃতার্থ হইলাম, কৃষ্ণমাহাত্ম্য শ্রবণে কৃষ্ণে আমার মন লগ্ন হইয়াছে। সূত বলিলেন,—হে শৌনক! রাজা বজ্রনাভ এইরূপ বলিয়া গন্ধ অক্ষত, পুষ্পহার, জালমালা, বহু গজ, রথ, অশ্ব, শিবিকা, মন্দির, স্বর্ণভার, রজতভার, রত্ন ও গ্রামদানে আত্মানন্দে গর্গাচার্য্যের পূজা করিয়া প্রণাম প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নীরাজনাদি করিলেন। ১১—২২। অনন্তর গর্গ উত্থিত হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ দিলেন এবং রাজা কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া রাজদত্ত ধনসহ যমুনাতীরে গিয়া বিশ্রান্তিতীর্থে মথুরাবাসী দ্বিজগণকে তৎসমস্ত অর্পণ করিলেন। তারপর গর্গাদেশে বজ্রনাভ মুনিগণকে লইয়া হস্তিনাপুরপতি যুধিষ্ঠিরের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। অনন্তর তিনি মথুরায় দীর্ঘবিষ্ণু কেশব, বৃন্দাবনে গোবিন্দ, গোবর্দ্ধনে হরিদেব, গোকুলে গোকুলেশ, গোকুল হইতে যোজন দূরে বলদেব—হরির এই ছয় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বজ্রনাভ মানবগণের মঙ্গলার্থ বলদেবের অপর পাঁচটি মূর্ত্তি সানন্দে ব্রজমণ্ডলে প্রতিষ্ঠা করেন। কলির চারিহাজার পাঁচশত বৎসর অতীত হইলে গোবর্দ্ধনে শ্রীপতি প্রাদুর্ভূত হইবেন, সূর্য্যতনয় বিষ্ণুস্বামী, বল্লভাদি তদীয় শিষ্যগণ এবং অন্যান্য গোকুলবাসী তাঁহার

শ্রীমদ্ভাগবতান্মুক্তিং দৃষ্ট্বা বজ্রঃ পরীক্ষিতঃ।
বৈরাগ্যেণাপি মনয়ো রাজ্যং ত্যক্তুং মনো দধে
তদাযযৌ চোপগবির্নরনারায়ণাশ্রমাৎ।
পাদুকাং মস্তকে বিভ্রৎ কৃষ্ণচন্দ্রস্য বৈষ্ণবঃ॥ ৩২
ভূপেন বন্দিতঃ সোঽপি প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ।
কথয়ামাস বজ্রাগ্রে শ্রীমদ্ভাগবতং মুদা॥ ৩৩
শ্রুত্বোদ্ধবাদ্ভাগবতং বজ্রঃ প্রোবাচ হর্ষিতঃ।
শ্রুতা ময়া পুরা তাত সংসত্তায়াং পরীক্ষিতঃ॥৩৪
সমাধিভাষা ব্যাসস্য শুকদেবেন বর্ণিতা।
পুনস্ত্বয়াপি কথিতা কৃতার্থোঽহং বভূব হ॥ ৩৫
ইত্যুক্ত্বা বজ্রনাভিস্তু স্বরাজ্যং প্রতিবাহবে।
দত্ত্বা জগাম গোলোকং বিমানেনাপি চোদ্ধবঃ॥
চকার রাজ্যং ধর্ম্মেণ মথুরায়াঞ্চ দক্ষিণে।
প্রতিবাহুঃ সুতস্তস্য চোত্তরে জনমেজয়ঃ॥ ৩৭
অগ্রে কলিযুগো ব্রহ্মন্নাগমিষ্যতি দারুণঃ।
পরন্তু চৈকো নির্ব্বাহো দৃশ্যতে পাপনাশনঃ॥৩৮
যাবদ্ভাগবতং শাস্ত্রং যাবদ্গোকুলস্বামিনঃ।
যাবদ্গোবর্দ্ধনো গঙ্গা তাবৎ কলিযুগো নহি॥ ৩৯
ভারতানাঞ্চ খণ্ডানাং জম্বুদ্বীপে যথা মুনে।
মধ্যে সংরাজতে মেরুঃ সৌবর্ণঃ পদ্মপুষ্পবৎ॥ ৪০
তথা গোলোকখণ্ডানাং সংহিতায়াং মহামুনেঃ।
হয়মেধচরিত্রস্য মধ্যে মেরুর্বিরাজতে॥ ৪১
অস্য শ্রবণমাত্রেণ বিপ্রহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥ ৪২
বিপ্রস্তু লভতে বিদ্যাং রাজ্যং রাজন্য এব চ।
শ্রবণাচ্চ ধনং বৈশ্যো ধর্ম্মং শূদ্রস্তথৈব চ॥ ৪৩
নদীষু চ যথা গঙ্গা দেবেষু ভগবান্ যথা।
তীর্থেষু বৈ তীর্থরাজ ইয়ং বৈ সংহিতাসু চ॥ ৪৪
অস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ তৃপ্তিং যাতি নরোত্তমঃ।
ন সজ্জেতান্যশাস্ত্রেষু যথা ভাগবতান্মুনে॥
তস্মাদ্ভজত পাদাব্জং শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ।
কল্যাণার্থঞ্চ মুনয়ো ভক্তদুঃখহরস্য চ॥ ৪৬

শ্রীগর্গ উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা শৌনকাদ্যা মুনয়শ্চরিতং হরেঃ।
শ্লাঘাং বৈ সূতপুত্রস্য চক্রুর্হর্ষিতমানসাঃ॥ ৪৭

পূজা করিলেন। ২৩—৩০। হে মুনিগণ! শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে পরীক্ষিতের মুক্তিদর্শনে বজ্র বৈরাগ্যবলে রাজ্য ত্যাগে মন করিলেন; তখন বৈষ্ণব উদ্ধব কৃষ্ণের পাদুকা মস্তকে বিন্যস্ত করত বদরিকাশ্রম হইতে আগমন করিলেন। রাজা প্রত্যুত্থান ও আসনাদি দ্বারা তাহার বন্দনা করিলে উদ্ধব সানন্দে বজ্রকে ভাগবত শুনাইলেন। বজ্র উদ্ধবের নিকট ভাগবত শুনিয়া সহর্ষে বলিলেন,—হে তাত! পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিতের সুসভায় শুকদেববর্ণিত ব্যাসরচিত জ্ঞানময়ী ভাগবতী কথা শ্রবণ করিয়াছি; এখন আবার আপনার নিকট শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম। এইরূপ বলিয়া বজ্রনাভ প্রতিবাহুকে নিজ রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক উদ্ধবসহ বিমানারোহণে গোলোকে গমন করিলেন। অতঃপর বজ্রনাভনন্দন প্রতিবাহু মথুরার দক্ষিণভাগে এবং জন্মেজয় উত্তরাংশে থাকিয়া ধর্ম্মের সহিত রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। হে ব্রহ্মন্! সম্মুখে দারুণ কলিযুগ আগমন করিবে, কিন্তু তৎকালে পাপনাশের এক পরম উপায়ও থাকিবে; যেপর্য্যন্ত ভাগবত শাস্ত্র ও গোকুল স্বামিগণ গোবর্দ্ধন ও গঙ্গা থাকিবেন, তাবৎ কলির প্রভাব থাকিবে না। হে মুনে! জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভারতবর্ষের মধ্যে যেমন স্বর্ণকমলের ন্যায় সুমেরু পরিশোভিত, তদ্রূপ মহর্ষি গর্গাচার্য্যের গোলোক খণ্ডাদি-মণ্ডিত সংহিতায় অশ্বমেধচরিত্রের মধ্যে সুমেরু বিরাজিত; ইহার শ্রবণমাত্রে বিপ্রঘাতী, গুরুদারহারী, স্ত্রী নৃপ ও পিতৃহন্তা সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয়। ৩১—৪২। ইহার শ্রবণে বিপ্র বিদ্যা, রাজা রাজ্য, বৈশ্য ধন ও শূদ্র ধর্ম্ম লাভ করে। নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবমধ্যে ভগবান্, তীর্থমধ্যে তীর্থরাজ প্রয়াগ প্রধান, তদ্রূপ সংহিতামধ্যে এই গর্গসংহিতা। হে মুনে! ভাগবত শ্রবণের পর যেমন অন্যশাস্ত্রে রুচি থাকে না, ইহার শ্রবণেও মানব তদ্রূপ তৃপ্ত হয়। অতএব মুনিগণ স্ব স্ব কল্যাণার্থ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদুঃখহর পাদপদ্ম ভজনা কর। গর্গ বলিলেন,—শৌনকাদি ঋষিগণ

সংসারসাগরে মগ্নং দীনং মাং করুণানিধে।
কালগ্রহগৃহীতাঙ্গং ত্রাহি বিষ্ণো নমোঽস্তু তে ॥
অনুগৃহীষ নঃ সাধো ত্বং হ্যনাথস্য বল্লভঃ।
ত্রৈলোক্যস্যাভয়ং দদ্যাদ্ যথা স্বামী তথা কুরু ॥
শ্রীগুরোঃ কৃপয়া হি শ্রীমদনমোহনসেবয়া।
বভূব বাগ্মম হরের্ময়া চরিতমীরিতম্ ॥ ৫০
বাল্মীক্যাদ্যাশ্চ ব্যাসাদ্যা লঘুক্তাং কবিতাং মম
পশ্যন্তু দৃষ্ট্বা যূয়ং চাপরাধং ক্ষন্তুমর্হথ ॥ ৫১

এই কৃষ্ণচরিত্র শ্রবণ করিয়া সানন্দে সূতের প্রশংসা করিলেন। হে বিষ্ণো! আপনাকে নমস্কার; আমি সংসারসাগরমগ্ন কালরূপী কুম্ভীর-কবলিত ও দীন। হে করুণানিধে! আম কে ত্রাণ করুন। ঋষিগণ সূতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে সাধো! আপনি অনাথের নাথ ও প্রিয়, অতএব আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যাহাতে ত্রিলোকের অকল্যাণ দূর হয়, তাহা করুন। গুরুর কৃপায় ও মদনমোহনের সেবায় আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি, তজ্জন্য আমি হরিচরিত্র কীর্ত্তনে সমর্থ হইয়াছি। বাল্মীকি ও ব্যাসাদি পূর্ব্বকবিগণ আমার

শ্রীমাধবং ব্রজপতিং নবমেঘগাত্রং
রাধাপতিং সুরপতিং মুরলীধরঞ্চ।
ভক্তার্ত্তিহঞ্চ পরমার্থমনন্তদেবং
কৃষ্ণং নমামি শিরসা মনসা চ ভক্ত্যা ॥ ৫২
ষড্‌বিংশচ্চ শতা ন্যাপি সপ্তাশীতিসুপ্রিয়াঃ।
শ্লোকাশ্চরিত্রমেরোর্বৈ শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমদ্গর্গাচার্য্যসংহিতায়াং হয়মেধচরিত্রসুমেরৌ সম্পূর্ত্তির্নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

সামান্য কবিতা দর্শন করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। শ্রীপতি ব্রজপতি রাধাপতি সুরপতি নবঘনশ্যাম মুরলীধারী ভক্ত-পীড়াহারী পরমার্থ অনন্তদেব কৃষ্ণকে ভক্তির সহিত মস্তক ও মন দ্বারা নমস্কার করি। মহাত্মা কৃষ্ণের সুমেরু চরিত্র উনত্রিংশ শত সাতাশী শ্লোকে উপনিবদ্ধ। ৪৩—৫৩।

অশ্বমেধ খণ্ডে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

দশমমশ্বমেধখণ্ডং সমাপ্তম্ ॥ ১০ ॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

গর্গ-সংহিতা

মাহাত্ম্যখণ্ডম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণদেবানামাচার্য্যায় মহাত্মনে।
শ্রীমদ্গর্গকবীশায় তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ১
শৌনক উবাচ।
শ্রুতং তব মুখাদ্ ব্রহ্মন্ পুরাণানাঞ্চ বিস্তরাৎ।
শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠঞ্চ মাহাত্ম্যং কর্ণয়োঃ সুখবর্দ্ধনম্॥ ২
গর্গস্য চ মুনেরদ্য সংহিতায়াঃ প্রযত্নতঃ।
অস্মাকং বদ মাহাত্ম্যং সাররূপং বিচার্য্য চ॥৩
অহো ধন্যা ভাগবতী মুনের্গর্গস্য সংহিতা।
রাধামাধবয়োর্যস্যাং মহিমা বহুবর্ণিতঃ॥ ৪
সূত উবাচ।
অহো শৌনক মাহাত্ম্যং নারদাচ্চ ময়া শ্রুতম্।
উক্তং সম্মোহনে তন্ত্রে শিবায়ৈ চ শিবেন বৈ॥ ৫
কৈলাসশিখরে শুভ্রে যত্রাক্ষয়বটাজিরে।
তীরে চালকনন্দায়া নিত্যং সংরাজতে হরঃ॥ ৬
শঙ্করং চৈকদা দেবং গিরিজা সর্ব্বমঙ্গলা।
সিদ্ধানাং শৃণ্বতাং তত্র পপ্রচ্ছ বাঞ্ছিতং মুদা॥ ৭
পার্ব্বত্যুবাচ।
যং দেবং ধ্যায়সে নাথ তস্যাপি চরিতং পরম্।
জন্ম কর্ম্ম রহস্যঞ্চ কথয়স্ব মমাগ্রতঃ॥ ৮
পুরা ত্বন্মুখতঃ সাক্ষাচ্ছ্রুতং নাম্নাং সহস্রকম্।
শ্রীমদ্গোপালদেবস্য তৎকথাং বদ মে হর॥ ৯

প্রথম অধ্যায়।

কৃষ্ণাশ্রয় বৃষ্ণিগণের আচার্য্য অতীতদর্শী মহর্ষি মহাত্মা গর্গাচার্য্যকে নিত্য নমস্কার নমস্কার। শৌনক কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তোমার মুখ হইতে পুরাণসমূহের শ্রবণসুখবর্দ্ধন উত্তম উত্তম মাহাত্ম্য বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিয়াছি, আজ প্রযত্নসহকারে সার সার বিচার করিয়া গর্গসংহিতা-মাহাত্ম্য আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর। অহো! যাহাতে রাধামাধবের বহু মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, সেই ভাগবতী গর্গসংহিতা ধন্যা। সূত কহিলেন,—অহো শৌনক! উক্ত সংহিতামাহাত্ম্য আমি নারদ মুখে শুনিয়াছি; উহা সম্মোহনতন্ত্রে শিব শিবার সমীপে প্রকাশ করেন। কৈলাস শৈলের শুভ্রশিখরে অক্ষয়বটের সমীপদেশে অলকানন্দাতীরে শিব নিত্য বিরাজ করেন; একদা সর্ব্বমঙ্গলা গিরিজা তথায় সিদ্ধগণের সমীপে শঙ্করকে সানন্দে স্বাভিলষিত জিজ্ঞাসা করেন। পার্ব্বতী বলিলেন,—হে দেব! আপনি যে দেবতার ধ্যান করেন, তাঁহার জন্ম কর্ম্ম প্রভৃতি রহস্যময় উত্তম চরিত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্বে আমি আপনার মুখে গোপাল দেবের সহস্রনাম শুনিয়াছি,

মহাদেব উবাচ।

কথা গোপালকৃষ্ণস্য রাধেশস্য মহাত্মনঃ
গর্গস্য সংহিতায়াঞ্চ শ্রূয়তে সর্ব্বমঙ্গলে ॥ ১০

পার্ব্বত্যুবাচ।

বহূনি চ পুরাণানি সংহিতাদীনি শঙ্কর।
সর্ব্বান্ বিহায় গর্গস্য ত্বং প্রশংসসি সংহিতাম্ ॥১১
যস্যাঞ্চ ভগবল্লীলা বিস্তরেণ তদুচ্যতাম্।
কৃতবান্ সংহিতাং গর্গঃ কেন সম্প্রেরিতঃ পুরা ॥
কিং পুণ্যং কিং ফলং চাস্যাঃ শ্রবণেনাপি লভ্যতে।
পুরা কৈঃ কৈর্জনৈর্দেব শ্রুতা মম বদ প্রভো ॥১৩

সূত উবাচ।

ইতি প্রিয়ায়া বচনং নিশম্য
প্রসন্নচিত্তো ভগবান্ মহেশঃ।
বিচার্য্য গর্গস্য কৃতাং কথাঞ্চ
প্রত্যাহ বাক্যং সদসি স্থিতঃ সঃ ॥১৪

মহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি সবিস্তারং মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্।
রাধামাধবয়োশ্চাপি সংহিতায়াঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৫

পূর্ব্বং চরিত্রং স্বস্যাপি ব্রহ্মণা প্রার্থিতো যদি।
রাধায়ৈ কথয়ামাস প্রব্রজন্ ভূতলং হরিঃ ॥ ১৬
ততঃ শেষেণ ভগবান্ গোলোকে প্রার্থিতঃ পুনঃ
তস্যাগ্রে কথয়ামাস সমস্তাং স্বকথাং মুদা ॥ ১৭
শেষো দদৌ ব্রহ্মণে চ ব্রহ্মা ধর্ম্মায় সংহিতাম্।
ধর্ম্মঃ সম্প্রার্থিতঃ প্রাহ স্বপুত্রাভ্যাং কথামৃতম্ ॥
নরনারায়ণাভ্যাঞ্চ রহসি সর্ব্বমঙ্গলে।
নারায়ণো নারদায় সেবনে নিরতায় চ ॥ ১৯
জগাদ কৃষ্ণচরিতং যচ্ছ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রতঃ।
ততশ্চ প্রার্থিতঃ প্রাহ গর্গাচার্য্যায় নারদঃ ॥২০
নারায়ণমুখাল্লব্ধাং সর্ব্বাং শ্রীকৃষ্ণসংহিতাম্।
ইতি শ্রুত্বা পরং জ্ঞানং হরের্ভক্তিসমন্বিতম্ ॥ ২১
চকার পূজনং গর্গো নারদস্য মহাত্মনঃ।
উবাচ নারদো গর্গং ত্রিকালজ্ঞং চ পার্ব্বতি ॥২২

নারদ উবাচ।

ময়া তুভ্যং শ্রাবিতঞ্চ যশঃ সংক্ষেপতো হরেঃ।
বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং গর্গ ত্বমেতদ্বিপুলং কুরু ॥ ২৩

সম্প্রতি তাঁহার চরিত বর্ণন করুন। মহাদেব বলিলেন,—হে সর্ব্বমঙ্গলে! মহাত্মা রাধানাথ গোপাল কৃষ্ণের কথা গর্গসংহিতায় শুনিয়াছ। পার্ব্বতী বলিলেন,—হে শঙ্কর! পুরাণ ও সংহিতা ত' বহু বিদ্যমান, সমস্ত ত্যাগ করিয়া আপনি গর্গসংহিতার প্রশংসা করিতেছেন; অতএব তাহাতে ভগবানের যে লীলা আছে, তৎসমস্ত বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। হে দেব! পূর্ব্বে কাহার প্রেরণায় গর্গ সংহিতা রচনা করিলেন, উহার শ্রবণে কি পুণ্যফল লাভ হয়, পুরাকালে কে কে উহা শুনিয়াছেন; হে প্রভো! তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। ১—১৩। সূত বলিলেন,—সভাস্থিত ভগবান্ মহেশ প্রিয়ার এই বাক্যে প্রসন্ন হইয়া গর্গসংহিতাকথা বিচারপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন। মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! সযত্নে রাধামাধবের ও গর্গসংহিতার পাপনাশন মাহাত্ম্য বিস্তাররূপে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মার প্রার্থনায় হরি ভূতলে গমন করিয়া রাধার সন্নিধানে স্বীয় চরিত বর্ণন করেন; অনন্তর গোলোকে অনন্তের প্রার্থনায় ভগবান্ সানন্দে স্বীয় সমস্ত কথা বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলেন; তারপর ঐ সংহিতা অনন্ত ব্রহ্মাকে এবং ব্রহ্মা ধর্ম্মকে দান করেন, হে সর্ব্বমঙ্গলে! তৎপর ধর্ম্ম স্বতনয় নর-নারায়ণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া এই অমৃতময়ী সংহিতা তাঁহাদের সমীপে নির্জ্জনে কীর্ত্তন করেন। নারায়ণ ধর্ম্মোক্ত উক্ত কৃষ্ণচরিত যথাশ্রুতরূপে সেবানিরত নারদকে দান করেন; অনন্তর নারদ গর্গাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া নারায়ণমুখশ্রুত কৃষ্ণ-সংহিতা তাঁহার নিকট বর্ণন করেন। গর্গাচার্য্য এই প্রকারে হরিভক্তিযুক্ত পরমজ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা নারদের পূজা করিয়াছিলেন। হে পার্ব্বতি! এইরূপে নারদ ত্রিকালজ্ঞ গর্গ-সমীপে কৃষ্ণলীলা প্রকাশ করেন। নারদ বলিলেন,—হে গর্গ! আমি সংক্ষেপে তোমাকে কৃষ্ণযশ শুনাইলাম, হে বিভো!

সর্ব্বেষাং কামদং শশ্বৎ কৃষ্ণভক্তিবিবর্দ্ধনম্।
মম প্রিয়ং কুরু বিভো শাস্ত্রন্ত পরমাদ্ভুতম্ ॥২৪
বচসা মম বিপ্রেন্দ্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নেন চ।
সর্ব্বশাস্ত্রাৎ পরং শ্রেষ্ঠং শ্রীমদ্ভাগবতং কৃতম্ ॥২৫
ব্রহ্মন্ যথা ভাগবতং গোপয়িষ্যাম্যহং তথা।
ত্বৎকৃতং শ্রাবয়িষ্যামি বহুলাশ্বায় ভূভৃতে ॥ ২৬

ইতি শ্রীসম্মোহনতন্ত্রে পার্ব্বতীহরসংবাদে
মাহাত্ম্যখণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
শ্রুত্বা দেবর্ষিবচনং গর্গাচার্য্যো মহামুনিঃ।
বিনয়াবনতো ভূত্বা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ১
গর্গ উবাচ।
ত্বয়া ব্রহ্মন্ বচঃ প্রোক্তং কঠিনং সর্ব্বতোঽস্ফুটম্
তথাপি চ করিষ্যামি ত্বং করোষি কৃপাং যদি ॥২
ইত্যেবমুক্তো ভগবান্নারদঃ সর্ব্বমঙ্গলে।
স্ববীণাং বাদয়ন্ গায়ন্ ব্রহ্মলোকং যযৌ মুদা ॥৩
গর্গাচলে কবির্গর্গঃ শাস্ত্রং চক্রে মহাদ্ভুতম্।
নিরূপিতঞ্চ সংবাদং দেবর্ষিবহুলাশ্বয়োঃ ॥ ৪
নানাকৃষ্ণচরিত্রৈশ্চ বিচিত্রৈঃ পরিপূরিতম্।
শ্লোকৈর্দ্বাদশসাহস্রৈঃ সুধামিষ্টৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৫
যচ্ছ্রুতং গুরুবক্ত্রাচ্চ যদ্দৃষ্টং শ্রীহরের্মহৎ।
তৎসর্ব্বং চরিতং গর্গঃ সংহিতায়াং সমাদধে ॥ ৬
শ্রীগর্গসংহিতা নাম্না কথাভূৎ কৃষ্ণভক্তিদা।
যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বকার্য্যঞ্চ সিধ্যতি ॥ ৭
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বপাপং প্রণশ্যতি ॥ ৮
বজ্রস্যাপি সুতো রাজা প্রতিবাহুর্নৃপো হ্যভূৎ।
তস্য রাজ্ঞঃ প্রিয়া দেবি মালিনী নাম বর্ত্ততে ॥৯
মথুরায়াং কৃষ্ণপূর্য্যাং ভার্য্যয়া সহিতো নৃপঃ।
সন্তানার্থে বিধানেন বহূন্ যত্নাংশ্চকার হ ॥ ১০
গাবশ্চ বহবো দত্তাঃ সুপাত্রেভ্যঃ সবৎসকাঃ।
তথা তেন কৃতা যজ্ঞা দক্ষিণাভিঃ প্রযত্নতঃ ॥১১

তুমি সর্ব্বকামদ সনাতন কৃষ্ণভক্তিবর্দ্ধন মৎ-প্রিয় বৈষ্ণবপ্রিয় পরমাদ্ভুত এই শাস্ত্র আরও বিস্তার করিয়া প্রকাশ কর; হে বিপ্রেন্দ্র! আমার কথায় বেদব্যাস সর্ব্বশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ অনুত্তম ভাগবত প্রণয়ন করেন, হে ব্রহ্মন্! আমি ভাগবতের মতই ইহা রক্ষা করিব, এবং তোমার কৃত এই সংহিতা আমি ভূপতি বহুলাশ্বকে শ্রবণ করাইব। ১৪—২৬।

মাহাত্ম্যখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মহাদেব বলিলেন,—মহর্ষি গর্গাচার্য্য নারদের বাক্য শ্রবণে বিনয়ে অবনত হইলে হাসিতে হাসিতে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন,—গর্গ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনার আদেশ কঠিন ও সর্ব্বতোভাবে অস্ফুট; তথাপি আপনার কৃপায় উহা আমি করিব। হে সর্ব্বমঙ্গলে! এই পর্য্যন্ত কথোপকথনান্তে ভগবান্ নারদ স্বীয় বীণা বাদন ও গান করিতে করিতে সানন্দে ব্রহ্মলোকে উপনীত হইলেন; অতীতদর্শী মহর্ষি গর্গ গর্গাচলে বসিয়া এই মহাদ্ভুত শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। ইহা দেবর্ষি-বহুলাশ্ব-সংবাদরূপে উপনিবদ্ধ, নানাবিধ পবিত্র চিত্র-বিচিত্র কৃষ্ণচরিত্রে পরিপূরিত এবং সুধাসম মধুর দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে অলঙ্কৃত। গর্গ গুরু-মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন এবং নিজে হরির যে মহা মাহাত্ম্য দেখিয়াছিলেন, তাহাই স্বীয় সংহিতায় উপনিবদ্ধ করেন। গর্গসংহিতা-কথা কৃষ্ণভক্তিপ্রদা, উহার শ্রবণ মাত্রে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়, এ বিষয়ে একটী পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত আছে, উহা শ্রবণমাত্রে সর্ব্বপাপ নিবষ্ট হইয়া থাকে। ১—৮। বজ্রনাভের পুত্র রাজা প্রতিবাহু, তাঁহার প্রিয়া মহিষীর নাম মালিনী। প্রতিবাহু মহিষীর সহিত কৃষ্ণপুরী মথুরায় সন্তান লাভার্থ যথাবিধি বহু প্রযত্ন করেন। তিনি সযত্নে সুপাত্রগণকে

গুরবো ব্রাহ্মণা দেবাঃ পূজিতা ভোজনৈর্ধনৈঃ।
পুত্রো ন জাতস্তদপি ততশ্চিন্তাতুরোঽভবৎ ॥১২
তাবুভৌ দম্পতী নিত্যং চিন্তাশোকপরায়ণৌ।
পিতরোঽস্য জলং দত্তং কবোষ্ণমুপভুঞ্জতে ॥১৩
রাজ্ঞঃ পশ্চান্ন পশ্যামো যোঽস্মাকং তর্পয়িষ্যতি।
ইত্যেবং স্মরতস্তস্য দুঃখিতাঃ পিতরোঽভবন্ ॥
ন বান্ধবা ন মিত্রাণি নামাত্যাঃ সুহৃদস্তথা।
শোচয়ন্ত্যস্য ভূপস্য ন গজাশ্বাঃ পদাতয়ঃ ॥ ১৫
নৈরাশ্যং ভূপতেস্তস্য নিত্যং মনসি বর্ত্ততে।
জনস্য সুতহীনস্য নাস্তি বৈ জন্মনঃ ফলম্ ॥ ১৬
গৃহং শূন্যং হ্যপুত্রস্য দুঃখিতঞ্চ মনঃ সদা।
দেবমানুষপিতৃণাং নানৃণত্বং সুতং বিনা ॥ ১৭
পুত্রমুৎপাদয়েৎ প্রাজ্ঞস্তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নতঃ।
যশস্তেষাং ভূমিলোকে পরলোকে গতির্ভবেৎ ॥
তেষাং তু পুণ্যকর্ত্তৃণাং পুত্রজন্ম গৃহে ভবেৎ।
আয়ুরারোগ্যসম্পত্তিস্তেষাং গেহে প্রবর্ত্ততে ॥
এবং বিচিন্ত্য মনসা ন শর্ম্ম লভতে নৃপঃ।
শ্বেতান্ স্বমূর্দ্ধজান্ দৃষ্ট্বা চক্রে শোকমহর্নিশম্ ॥২০
তস্যৈকদা মধুপুরে শাণ্ডিল্যোঽপি মুনীশ্বরঃ।
স্বেচ্ছয়া স উপাগচ্ছৎ প্রতিবাহুং বিলোকিতুম্
তং দৃষ্ট্বা সহসা রাজা প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ।
নিবেদ্য মধুপর্কাদীংশ্চকার পূজনং মুদা ॥ ২২
উদাসীনং নৃপং দৃষ্ট্বা কৃত্বা বিস্ময়মেব চ।
ঋষিস্তমভিনন্দ্যাথ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩
পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্যে সপ্তস্বঙ্গেষু ভূপতেঃ।
নিবেদিতুং স্বকুশলং প্রত্যাহ নৃপসত্তমঃ ॥ ২৪

রাজোবাচ।

পূর্ব্বদোষেণ যদ্দুষ্টং স্বদুঃখং কিং ব্রবীম্যহম্।
ঋষয়স্ত্বাদৃশা ব্রহ্মন্ কিং ন জানন্তি সাম্প্রতম্ ॥
সৌখ্যং ন রাষ্ট্রে ন পুরে মম নৈব তু দৃশ্যতে।
কিঙ্করোমি ক্ব গচ্ছামি পুত্রপ্রাপ্তিঃ কথং ভবেৎ
রাজ্ঞঃ পশ্চান্ন পশ্যামো যোঽস্মাকং পালয়িষ্যতি
ইত্যেবং স্মরতঃ সর্ব্বা দুঃখিতা মেঽভবন্ প্রজাঃ

বহু সবৎস গোদান, এবং অনেক ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ করিয়া বিবিধ ভোজ্য ও ধন দ্বারা গুরু ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়াছিলেন; তথাপি পুত্র জন্মিল না, তিনি চিন্তাতুর হইলেন। দম্পতি নিত্যই চিন্তা ও শোকে অভিভূত থাকিতেন। রাজার উত্তরকালে অন্য কাহাকেও জল-দাতা না দেখিয়া প্রতিবাহুর পিতৃগণ দুঃখিত হইতেন এবং সেই দুঃখনিশ্বাস-বায়ুতে তৎপ্রদত্ত জল কবোষ্ণ করিয়া পান করিতেন। এমন বান্ধব, মিত্র, অমাত্য, সুহৃৎ এমন কি গজ ও পদাতি কেহ ছিল না,—যাহারা রাজার জন্য শোক করে নাই। রাজার মনে নিত্যই নৈরাশ্য উদিত হইত;—তনয়-হীন জনের জন্ম বৃথা, গৃহ শূন্য, মন সর্ব্বদা দুঃখান্বিত; তনয় ব্যতীত দেব নর ও পিতৃ-গণের ঋণমোচন হয় না; অতএব প্রাজ্ঞব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে পুত্র উৎপাদন করিবেন; তনয়বান্-দিগের ভূলোকে যশ ও পরলোকে সুগতি হয়; পুণ্যকর্ম্মাদিগের গৃহেই পুত্র জন্মে; আর পুত্রবান্‌দিগের গৃহেই আয়ু আরোগ্য ও ধন-সম্পত্তি বিরাজ করে। ৯—১৯। রাজা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কুশললাভে বঞ্চিত হইলেন, বিশেষতঃ স্বীয় কেশ পক্ক হইতে দেখিয়া অহর্নিশ শোক করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা মুনিবর শাণ্ডিল্য নৃপতি প্রতিবাহুকে দেখিবার জন্য স্বেচ্ছায় মথুরায় সমাগত হন, তাঁহাকে দেখিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক আসনাদি দান ও মধুপর্কাদি নিবেদন করিয়া সানন্দে পূজা করেন। রাজাকে উদাসীন দেখিয়া তাঁহার মনে বিস্ময় হয়, তিনি স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক তাঁহার অভিনন্দন করিয়া তদীয় রাজ্য প্রভৃতি সপ্তাঙ্গের কুশল প্রশ্ন করেন। নৃপসত্তম প্রতিবাহুও কুশল জ্ঞাপনার্থ প্রত্যুত্তর করিলেন। রাজা বলিলেন,—পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতিহেতু আমার যে দুঃখ উপস্থিত, তাহা আর কি বলিব? হে ব্রহ্মন্! ভবাদৃশ ঋষিগণ কি না জানেন? রাজ্যে অন্তঃপুরে কোথাও আমার সুখ নাই, আমি কি করিব, কোথায় যাইব, কি করিয়া আমার পুত্র হইবে? "রাজার পর এমন কাহাকেও দেখি না, যে আমাদিগকে পালন করিবে।"

উপায়ং বদ মে ব্রহ্মন্ ত্বং সাক্ষাদ্দিব্যদর্শনঃ।
যেনাপি নিষ্কলঃ পুত্রো বংশকর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥২৮

মহাদেব উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচো দেবি দুঃখিতস্য নৃপস্য চ।
উবাচ মুনিশাণ্ডিল্যঃ কশ্মলং শময়ন্নিব ॥ ২৯

ইতি শ্রীসম্মোহনতন্ত্রে পার্ব্বতীহরসংবাদে
মাহাত্ম্যখণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শাণ্ডিল্য উবাচ।

উপায়াশ্চ কৃতা রাজন্ বহবশ্চ পুরা ত্বয়া।
পরন্তু তৈঃ সুতো হ্যেকো ন জাতঃ কুলদীপকঃ
তস্মাচ্ছৃণু বিধানেন ভার্য্যয়া সহিতঃ শুচিঃ।
ধনদাং পুত্রদাং রাজন্ মুক্তিদাং গর্গসংহিতাম্ ॥২
সর্ব্বং দদাত্যসৌ বিষ্ণুর্লঘুপায়েন বৈ কলৌ।
পুত্রাদিসুখসম্পত্তিঃ সংহিতাশ্রবণাদ্ভবাম্ ॥ ৩
নরেন্দ্র গর্গমুনিসংহিতায়া [illegible]
নবাহযজ্ঞেন জনাঃ পুনীতাঃ। [illegible]
ইহৈব সৌখ্যং পরমাপ্নুবন্ত- [illegible]
স্ততশ্চ গোলোকপুরং ব্রজন্তি ॥ ৪
রোগী পুমান্ রোগগণাৎ প্রমুচ্যতে
ভীতো ভয়াদ্বন্ধনগশ্চ বন্ধনাৎ।
শ্রুত্বা কথাং নির্ধন এতি বৈভবং
মূর্খো ভবেৎ পণ্ডিত এব সত্বরম্ ॥৫
বিপ্রোঽথ বিদ্বান্ বিজয়ী নৃপাত্মজো
বৈশ্যো নিধীশো বৃষলোঽপি নির্ম্মলঃ।
শ্রুত্বা কথাং প্রাপ্তমনোরথো ভবেৎ
স্ত্রীণাং জনানামতিদুর্লভোঽপি হি ॥ ৬
নিষ্কারণো ভক্তিযুতঃ শৃণোতি হি
সর্ব্বামিমাং বৈ মুনিগর্গসংহিতাম্।
বিজিত্য বিঘ্নান্ প্রবিজিত্য নাকপান্
গোলোকধামপ্রবরং প্রয়াতি সঃ ॥ ৭
প্রবন্ধকল্পনা গর্গসংহিতায়াশ্চ দুর্লভা।
সহস্রজন্মপুণ্যেন লভ্যতে ভূতলে নৃপ ॥ ৮
শ্রীগর্গসংহিতায়াশ্চ দিনানাং নিয়মো নহি।

মদীয় প্রজাগণ ইহা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছে। হে ব্রহ্মন্! আপনি দিব্য-দর্শন, অতএব যাহাতে আমার নির্ম্মল বংশ-কর্ত্তা পুত্র জন্মে, তাহার উপায় আমায় বলুন। মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! দুঃখিত নৃপতির তাদৃশ বাক্য শ্রবণে শাণ্ডিল্য যেন শোক উপশমিত করিয়াই প্রত্যুত্তর করিলেন। ২০—২৯।

মাহাত্ম্যখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

শাণ্ডিল্য বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি পূর্ব্বে বহু উপায় অবলম্বন করিয়াছ, কিন্তু— তাহাতে একটীও কুলোজ্জ্বল সন্তান উৎপন্ন হয় নাই, অতএব হে নৃপ! শুচি হইয়া ভার্য্যার সহিত ধনদ পুত্রদ এমন কি মুক্তিদ গর্গসংহিতা যথাবিধি শ্রবণ কর; এই কলিকালে এহেন অতি অল্প উপায়ে হরি অখিল অভীষ্ট প্রদান করেন; মানবগণের সংহিতা শ্রবণকালে পুত্রাদিসহ সম্পত্তিলাভ হয়। হে নরেন্দ্র! নিত্য নয় দিনব্যাপী সংহিতা-শ্রবণরূপ যজ্ঞে পবিত্র মানব ইহকালে পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া অন্তকালে গোলোকে গমন করে। ইহা শ্রবণে রোগী রোগমুক্ত, ভীত ভয়হীন, বদ্ধ বন্ধন-মুক্ত, নির্ধন ধনী এবং মূর্খ সত্বর পণ্ডিত হইয়া থাকে। বিপ্র বিদ্বান্, রাজন্য বিজয়ী, বৈশ্য ধনবান্ ও শূদ্র নিষ্পাপ হয়। ইহা শ্রবণ করিয়া মানব অখিল মনোরথলাভ করে ও তাহার নারী প্রিয়া হয়; আর নিষ্কাম হইয়া ভক্তিভরে সমস্ত গর্গসংহিতা শ্রবণ করিলে বিঘ্নরাশি বিদূরিত করিয়া দেবগণকে জয়পূর্ব্বক গোলোকে গমন করিয়া থাকে। গর্গসংহিতায় সংগৃহীত প্রবন্ধ সমূহ অন্যত্র দুর্লভ, হে নৃপ! সহস্রজন্মের পুণ্য-ফলে ভূতলে গর্গসংহিতা শ্রবণের সুযোগ হয়।

সর্ব্বদা শ্রবণপ্রোক্তং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং কলৌ ॥৯
ন জানে সময়েনাপি প্রজাতে কিং ভবিষ্যতি।
প্রোক্তং তু সংহিতায়াশ্চ নবাহশ্রবণং ভক্তঃ ॥১০
জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ চৈকভুক্তেন ভূপতে।
একান্নেন হবিষ্যেণ ফলাহারেণ বা পুনঃ ॥ ১১
মিষ্টান্নং পূরিকাশ্চৈব গোধূমস্য যবস্য বা।
অশ্নীয়াৎ সৈন্ধবং কন্দং দধি দুগ্ধং বিধানতঃ ॥১২
বিষ্ণোঃ প্রসাদং ভুঞ্জীত নাপ্রসাদং নৃপোত্তম।
শ্রদ্ধয়া তু প্রকুর্ব্বীত শ্রবণং সর্ব্বকামদম্ ॥ ১৩
ভূমিশায়ী ভবেৎ প্রাজ্ঞঃ ক্রোধলোভবিবর্জ্জিতঃ
কথাং গুরুমুখাচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বকামফলং লভেৎ ॥ ১৪
গুরুভক্তিবিহীনানাং নাস্তিকানাঞ্চ পাপিনাম্।
অবৈষ্ণবানাং দুষ্টানাং কথায়াশ্চ ফলং নহি ॥ ১৫
সুমুহূর্ত্তে কথারম্ভং স্বগৃহে কারয়েন্নরঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রান্ সমাহূয় স্বকান্ স্বকান্ ॥

গর্গসংহিতা শ্রবণের দিননিয়ম নাই, সর্ব্বদা ইহা শ্রবণ কর্ত্তব্য; কলিকালে যে কোন সময়ের শ্রবণেই ভুক্তি মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু পূর্ব্বাহ্লাদি যথাসময়ে শ্রবণে যে কত ফল, তাহা বলিতে পারি না। হে রাজন্! নয় দিনে এই সংহিতা শ্রবণের কথা নিরূপিত আছে, হে ভূপতে! ঐ নয় দিন ব্রহ্মচর্য্য ও একাহারী হইয়া শাস্ত্রকথাদি লইয়া থাকিবে। ১—১০। যথাবিধি একাহার, হবিষ্যান্ন, ফলাহার, মিষ্টান্ন, গোধূম বা যবপূরিকা দধি, দুগ্ধ, কন্দ ভোজন করিবে; লবণ বিষয়ে সৈন্ধব গ্রাহ্য। বিষ্ণুর প্রসাদ ভোজন করিবে, হে নৃপোত্তম! প্রসাদ ব্যতীত গ্রহণ করিবে না। শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বকামদ সংহিতা শ্রবণ করিবে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ভূমিশায়ী ও ক্রোধ-লোভ বিবর্জ্জিত হইবেন এবং গুরুমুখ হইতে সংহিতা কথা শুনিবেন। এইরূপ করিলে অখিল কামফল লাভ হয়। গুরুভক্তিহীন, নাস্তিক, পাপী, অবৈষ্ণব, ও দুষ্ট ব্যক্তিগণের পাঠশ্রবণে ইষ্টসিদ্ধি হয় না। মানব শুভ মুহূর্ত্তে নিজগৃহে কথারম্ভ করাইবে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মধ্যে অন্তরঙ্গগণকে

মণ্ডপং কদলীখণ্ডৈশ্চ প্রকুর্য্যাদ্ভক্তিতঃ সুধীঃ।
অগ্রে তু কলশং ধৃত্বা জলপূর্ণং সপল্লবম্ ॥ ১৭
পূর্ব্বং বিনায়কং পূজ্য তৎ পশ্চাত্তু নবগ্রহান্।
ততশ্চ পুস্তকং পূজ্য বক্তারং পরিপূজয়েৎ ॥ ১৮
সুবর্ণদক্ষিণাং দত্ত্বা হ্যশক্তো রজতস্য বা।
কলশে শ্রীফলং ধৃত্বা মিষ্টান্নঞ্চ নিবেদয়েৎ ॥ ১৯
প্রকুর্য্যাদার্ত্তিকং ভক্ত্যা সম্পূজ্য তুলসীদলৈঃ।
সমাপ্তিদিবসে রাজন্ প্রদক্ষিণমুপাচরেৎ ॥ ২০
পরদাররতং ধূর্ত্তং বাদিনং শিবনিন্দকম্।
অবৈষ্ণবং ক্রোধপরং বক্তারঞ্চ ন কল্পয়েৎ ॥ ২১
বাদী চ নিন্দকো মূর্খো গাথায়াং ভঙ্গমাচরেৎ।
দুঃখদাতা চ সর্ব্বেষাং স তু শ্রোতা হতঃ স্মৃতঃ॥২২
গুরুশুশ্রূষণে রক্তো বিষ্ণুভক্তঃ কথার্থবিৎ।
গাথাং শ্রোতুং মনো যস্য স শ্রোতা শ্রেষ্ঠ উচ্যতে

শুদ্ধঃ স আচার্য্যকুলপ্রজাতঃ
শ্রীকৃষ্ণভক্তো বহুশাস্ত্রবেত্তা।
কৃপাকরঃ সর্ব্বজনেষু নিত্যং
সন্দেহহারী কথিতঃ স বক্তা ॥ ২৪

নিমন্ত্রণ করিবে। সুধী মানব ভক্তিসহকারে কদলী খণ্ডমণ্ডিত মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া তাহার সম্মুখে পল্লবযুক্ত জল পূর্ণ কুম্ভ স্থাপনপূর্ব্বক প্রথমে বিনায়ক ও তৎপশ্চাৎ নবগ্রহের পূজা করিবে; তার পর পুস্তকের পূজা করিয়া পাঠকের পূজা করিতে হইবে। দক্ষিণায় সুবর্ণ দিবে; অশক্তপক্ষে রজত দক্ষিণা দিয়া কলসে শ্রীফল রক্ষিত করত মিষ্টান্ন নিবেদন করিবে। তুলসী পত্রে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া আরতি করিবে। হে রাজন্! সমাপ্তি-দিবসে প্রদক্ষিণ করিবে। ১১—২০। পরদার-রত, ধূর্ত্ত, কুতার্কিক, শিবনিন্দক, অবৈষ্ণব-ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তিকে পাঠক করিবে না। বাদী নিন্দক মূর্খ ও গানরসভঙ্গকারী শ্রোতা নিন্দিত ও সকলের দুঃখদাতা; গুরুশুশ্রূষা-নিরত, বিষ্ণুভক্ত, কথার অর্থজ্ঞ, গানে নিবিষ্ট-মনা শ্রোতাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দিষ্ট। পবিত্র, আচার্য্যকুলজাত, কৃষ্ণভক্ত, বহুশাস্ত্রবেত্তা, অখিলজনের প্রতি সতত কৃপাকর, সর্ব্বসন্দেহ-

বরণং ব্রাহ্মণানাঞ্চ যথা শক্ত্যা চ কারয়েৎ।
কথাবিঘ্ননিবৃত্ত্যর্থে দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া ॥ ২৫
কথান্তু ধীরকণ্ঠেন বাচয়েৎ প্রহরত্রয়ম্।
কথায়াস্তত্র বিশ্রামো দ্বিবারং কারয়েদ্ বুধঃ ॥২৬
লঘুশঙ্কাদিকং কৃত্বা ভূত্বা নীরেণ বৈ শুচিঃ।
প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ মুখপ্রক্ষালনঞ্চরেৎ ॥২৭
নবাহে পূজনং চোক্তং খণ্ডে বিজ্ঞানকে নৃপ।
পুস্তকং পূজয়িত্বা চ পুষ্পনৈবেদ্যচন্দনৈঃ ॥ ২৮
সুবর্ণরজতাদ্যৈশ্চ বাহনাদ্যৈঃ সদক্ষিণৈঃ।
বস্ত্রভূষণগন্ধাদ্যৈর্বাচকং পূজয়েৎ সুধীঃ ॥ ২৯
বিপ্রান্ বা নবসাহস্রাংস্তথা নবশতান্নৃপ।
তথা নবনবং বাপি পায়সৈর্বা নব দ্বিজান্ ॥৩০
ভোজয়েত্তু যথাশক্ত্যা কথায়াশ্চ ফলং লভেৎ।
কথায়াস্তত্র বিশ্রামে কীর্ত্তনং কারয়েদ্ বুধঃ ॥৩১
স্ত্রীজনৈঃ পুরুষৈঃ সার্দ্ধং বিষ্ণুভক্তিসমন্বিতৈঃ।
কাংস্যশঙ্খমৃদঙ্গাদ্যৈর্জয়শব্দৈরিতস্ততঃ ॥ ৩২
শ্রীগর্গসংহিতায়াশ্চ পুস্তকং গুরবে জনঃ।
নিধায় স্বর্ণসিংহে বৈ দদ্যাৎ সোঽন্তে হরিং ব্রজেৎ ॥৩৩
ইতি তে কথিতং রাজন্ কিম্ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি।
সংহিতাশ্রবণেনাপি ভুক্তিমুক্তিঃ প্রদৃশ্যতে ॥ ৩৪

ইতি শ্রীসম্মোহনতন্ত্রে পার্ব্বতীহরসংবাদে
মাহাত্ম্যেখণ্ডে শ্রবণবিধিবর্ণনং নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

হয় ব্যক্তিই বক্তা বলিয়া অভিহিত। যথাশক্তি ব্রাহ্মণগণের বরণ করিবে এবং কথা নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির জন্য দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ কর্ত্তব্য। তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ধীরকণ্ঠে কথা কীর্ত্তন করিতে হইবে; প্রাজ্ঞ পাঠক ইহার মধ্যে দুইবার বিশ্রাম দিতে পারেন। পাঠকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটির জন্য হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিলে শুদ্ধি হইবে। হে নৃপ! বিজ্ঞানখণ্ডে নবমদিনপাঠের পূজার কথা উক্ত হইয়াছে। সুধী মানব পুষ্পচন্দন ও নৈবেদ্য দ্বারা পুস্তকের পূজা করিয়া সুবর্ণ কিংবা অশক্তপক্ষে রজত নির্ম্মিত সদক্ষিণ বাহন, বসন, ভূষণ এবং গন্ধাদি দ্বারা পাঠকের পূজা করিবেন। নবসহস্র অথবা নয়শত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে অথবা অষ্টাদশ অথবা মাত্র নয়জন বিপ্রকে পায়স অথবা যথাশক্তি দ্রব্যদ্বারা ভোজন করাইবে, এইরূপ করিলে পাঠফললাভ হইবে। বিজ্ঞ ব্যক্তি কথান্তে কীর্ত্তন করাইবেন, বিষ্ণুভক্তিযুক্ত স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া এই কীর্ত্তন করিবে। কীর্ত্তনের চারিদিকে কাংস্য, শঙ্খ ও মৃদঙ্গাদি বাদ্য এবং জয় জয় রব করিবে। স্বর্ণসিংহের উপর সংহিতা পুস্তক বিন্যস্ত করিয়া গুরুকে দান করিবে। এইরূপ করিলে অন্তকালে হরিপুরে গতি হয়। হে রাজন্! এই আমি তোমার নিকট সংহিতা-মাহাত্ম্য কহিলাম, পুনরায় আর কি শুনিতে চাও। সংহিতা শ্রবণে ভুক্তি মুক্তি লাভ হয়। ২১—৩৪।

মাহাত্ম্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

মহাদেব উবাচ।
ইদং বচঃ শ্রীমুনিশস্য শ্রুত্বা
প্রহৃষ্ট রাজাবনতশ্চ সম্যক্।
কুরু ত্বং সপুত্রং মুনে মাং শরণ্যং-
ত্বরং শ্রাবয় ত্বং হরেঃ সংহিতাঞ্চ ॥১
শ্রুত্বা ভূপবচশ্চকার সুখদং পারায়ণং মণ্ডপং
কৃত্বা শ্রীযমুনাতটে মুনিবরঃ শ্রুত্বা যযুর্ম্মাথুরাঃ।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহাদেব বলিলেন,—মুনিবরের সেই বাক্য শ্রবণে প্রসন্নবদন রাজা সম্যক্ অবনত মস্তকে কহিলেন,—হে মুনে! আমি শরণ্য, আমাকে সত্বর হরিসংহিতা শ্রবণ করাইয়া পুত্রবান্ করুন। মুনিবর মহীপতির বাক্যশ্রবণে যমুনা-তটে একটী রমণীয় মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া

পূর্ণেনাথ দিনে তথা পরদিনে রাজাথ দানং দদ
দ্বিপ্রেভ্যো বরভোজনং বহুধনং শ্রীযাদ-
বেন্দ্রো মহান্ ॥ ২
শাণ্ডিল্যায় মুনীন্দ্রায় রথাশ্বান্ দ্রবিণং মহৎ।
গোগজাদীনি রত্নানি সংস্পূজ্য প্রদদৌ নৃপঃ॥
শ্রীমদ্গোপালকৃষ্ণস্য মমোক্তং সর্ব্বমঙ্গলে।
সহস্রনাম শাণ্ডিল্যঃ সর্ব্বদোষহরং জগৌ ॥ ৪
কথাবসানে রাজেন্দ্রঃ শাণ্ডিল্যেন প্রণোদিতঃ।
দধ্যৌ ভক্ত্যা ব্রজপতিং শ্রীমন্মদনমোহনম্ ॥ ৫
ততঃ প্রাদুরভূৎ কৃষ্ণঃ প্রিয়য়া পার্ষদৈঃ সহ।
বংশীবেত্রধরঃ শ্যামঃ কোটিমন্মথমোহনঃ ॥ ৬
দৃষ্ট্বাগতং তং শাণ্ডিল্যো রাজা চ সর্ব্বশ্রোতৃভিঃ
প্রণামং তু চকারাশু স্তুতিং চক্রে বিধানতঃ ॥ ৭
শাণ্ডিল্য উবাচ।
বৈকুণ্ঠলীলাপ্রপরং মনোহরং
নমস্কৃতং দেবগণৈঃ পরং বরম্।
গোপাললীলাভিযুতং ভজাম্যহং
গোলোকনাথং শিরসা নমাম্যহম্ ॥ ৮

প্রতিবাহুরুবাচ।
গোলোকনাথ গিরিরাজপতে পরেশ
বৃন্দাবনেশ কৃতনিত্যবিহারলীল।
রাধাপতে ব্রজবধূজনগীতকীর্ত্তে
গোবিন্দ গোকুলপতে কিল তে জয়োঽস্তু ॥৯
রাজ্ঞ্যুবাচ।
বৃন্দাবনেশ রাধেশ পুরুষোত্তম মাধব।
ভক্তানাং ত্বং তু সুখদস্ত্বামহং শরণং গতা ॥১০
সর্ব্বে শ্রোতার ঊচুঃ।
শ্রীনাথ হে জগন্নাথ হ্যপরাধং ক্ষমস্ব নঃ।
সুপুত্রং দেহি ভূপায়াস্মভ্যং ভক্তিং স্বপাদয়োঃ ॥
মহাদেব উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা স্তুতিং দেবি ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
উবাচ প্রণতান্ সর্ব্বান্ মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ১২
শ্রীভগবানুবাচ।
মুনীন্দ্র শৃণু মদ্বাক্যং রাজ্ঞা সর্ব্বজনৈঃ সহ।
বচনং যুষ্মদাদীনাং সফলঞ্চ ভবিষ্যতি ॥ ১৩
গর্গেণ কথিতা ব্রহ্মন্নিয়ং গর্গসংহিতা।
সর্ব্বদোষহরা পুণ্যা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা ॥ ১৪

তথায় পারায়ণে প্রবৃত্ত হইলেন; মথুরাবাসী জনগণ তাহাতে যোগ দিল। যাদবেন্দ্র মহান্ মহীপাল সমাপ্তিদিনে এবং তৎপরদিনে দ্বিজগণকে ধন ও প্রচুর ভোজন দান করিলেন। রাজা মুনিবর শাণ্ডিল্যকে পূজা করিয়া বহু রথ অশ্ব, গো, গজাদি এবং বিপুল ধনরত্ন দিলেন; হে সর্ব্বমঙ্গলে! শাণ্ডিল্য মৎকথিত সর্ব্বদোষহর গোপালকৃষ্ণের সহস্রনাম কীর্ত্তন করিলেন। কথাবসানে রাজেন্দ্র প্রতিবাহু শাণ্ডিল্যের আদেশে ভক্তিসহকারে মদনমোহন ব্রজপতির ধ্যান করিলেন। অনন্তর বংশীবেত্রধর শ্যাম কোটিকন্দর্পমোহন কৃষ্ণ প্রিয়া ও পার্ষদগণসহ প্রাদুর্ভূত হইলেন। কৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া শাণ্ডিল্য, রাজা ও সমস্ত শ্রোতার সহিত সত্বর যথাবিধি প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিলেন। ১—৭। শাণ্ডিল্য বলিলেন,—বৈকুণ্ঠলীলাপ্রবর মনোহর পরাৎপর দেববন্দ্য গোপাললীলাবিলাসী গোলোকনাথকে আমি মস্তক ও মন দ্বারা ভজনা করি। প্রতিবাহু বলিলেন,—গোলোকপতি গোবর্দ্ধনপতি পরেশ বৃন্দাবনেশ নিত্য লীলাবিহারী রাধানাথ, গোপবধূগীতে বিশ্রুতকীর্ত্তি, গোকুলপতি গোবিন্দ জয়যুক্ত হউন। রাজ্ঞী বলিলেন,—আপনি বৃন্দাবনেশ রাধেশ পুরুষোত্তম মাধব ভক্তগণের সুখদ, আমি আপনার শরণাপন্ন। সমস্ত শ্রোতারা বলিলেন,—হে শ্রীনাথ! হে জগন্নাথ! আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া রাজাকে সুপুত্র এবং আমাদিগকে ভবদীয় পদযুগলে ভক্তিপ্রদান করুন। মহাদেব বলিলেন,—ভক্তবৎসল ভগবান্ এইরূপ স্তুতি শ্রবণ করিয়া প্রণতগণকে মেঘগম্ভীর বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে মুনিবর! রাজা ও সর্ব্বজনসহ আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আপনাদের প্রার্থনা ফলবতী হইবে। হে ব্রহ্মন্! গর্গাচার্য্যকথিত এই গর্গসংহিতা সর্ব্বদোষহর পুণ্য ও চতুর্ব্বর্গ

যে যে মনোরথং যং যং বাঞ্ছন্তি মনুজাঃ কলৌ।
তং তং দাস্যতি সর্ব্বেভ্যো শ্রীমুনের্গর্গসংহিতা॥

শিব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রাধয়া সার্দ্ধং মাধবোঽন্তরধীয়ত।
মুনিভূপাদয়ঃ সর্ব্বে শ্রোতারশ্চ মুদং যযুঃ॥ ১৬
শাণ্ডিল্যশ্চ মুনির্দ্রব্যং মাথুরান্ ব্রাহ্মণান্ পৃথক্।
দত্ত্বা রাজানমাশ্বাস্য সোঽপি চান্তর্দধে প্রিয়ে॥১৭
ততো ভূপতিনা রাজ্ঞী গর্ভমাধত্ত শোভনম্।
সূতিকালে সুতো জাতো গুণবান্ পুণ্যকর্ম্মতঃ॥
হৃষ্টো রাজা ব্রাহ্মণেভ্যঃ কুমারস্য চ জন্মনি।
গোভূস্সুবর্ণবস্ত্রাণি গজাশ্বাদীনি দত্তবান্॥ ১৯
দৈবজ্ঞৈশ্চ স্বপুত্রস্য সুবাহুং নাম চাকরোৎ।
প্রতিবাহুর্নৃপশ্রেষ্ঠঃ কৃতকৃত্যো বভূব হ॥ ২০
শ্রীগর্গসংহিতাং শ্রুত্বা ভুক্ত্বা সর্ব্বসুখানি চ।
প্রতিবাহুর্যযাবন্তে গোলোকং যোগিদুর্লভম্॥ ২১
স্ত্রিয়ং পুত্রং ধনং বাপি বাহনঞ্চ যশো গৃহম্।
রাজ্যং সৌখ্যঞ্চ মোক্ষঞ্চ দদ্যাচ্ছ্রীগর্গসংহিতা॥২২
ইতি সর্ব্বাং কথাং দেব্যৈ কথয়িত্বা চ শঙ্করঃ।
তুষ্ণীং বভূব মুনয়ঃ পুনস্তং প্রাহ পার্ব্বতী॥২৩

পার্ব্বত্যুবাচ।

শ্রীগর্গসংহিতায়াশ্চ কথাং বদ মমাগ্রতঃ।
অদ্ভুতং চরিতং যস্যাং শ্রূয়তে মাধবস্য হি॥ ২৪
ইতি শ্রুত্বা কথাং সর্ব্বাং ভবান্যৈ ভগবান্ ভবঃ
গর্গস্য সংহিতায়াশ্চ কথয়ামাস হর্ষিতঃ॥ ২৫
হয়মেধচরিত্রস্য সুমেরুর্নাম শৌনক।
পুনস্তত্র দিনৈকেন বর্ণয়ামাস হর্ষিতঃ॥ ২৬
পুনরূচে হরঃ সাক্ষাৎ শৃণু ত্বং সর্ব্বমঙ্গলে।
বিল্বকেশবনে সিদ্ধপীঠে গঙ্গার্দ্ধযোজনে॥ ২৭
শ্রীমদ্ভাগবতাদীনি সংহিতাদীনি বৈ কলৌ।
গোকুলস্থৈর্বিষ্ণুজনৈর্বারংবারঞ্চ শ্রোষ্যসি॥ ২৮

সূত উবাচ

ইতীতিহাসং রুদ্রস্য মুখাচ্ছ্রুত্বা মহাদ্ভুতম্।
বৈষ্ণবী ভগবন্মায়া প্রসন্নাভূচ্চ শৌনক॥ ২৯
সকৃচ্ছ্রোতুং হরের্গাথাং বিল্বকেশবনে মুনে।

ফলপ্রদা। কলি-মানবগণ যে যে মনোরথ করিয়া ইহা শ্রবণ করে, গর্গমুনির গর্গসংহিতা সেই সেই অভীষ্ট দান করিয়া থাকে। ৮—১৬। শিব বলিলেন,—মাধব এই বলিয়া রাধার সহিত অন্তর্ধান করিলেন,—মুনি, ভূপাদ শ্রোতারা পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। হে প্রিয়ে! ঋষি শাণ্ডিল্য পাঠলভ্য দ্রব্যাদি মথুরার ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়া রাজাকে আশ্বস্ত করত তথা হইতে চলিয়া গেলেন। অনন্তর রাজ্ঞী ভূপতি হইতে পরম শোভন গর্ভ ধারণ করিলেন, গর্ভপূর্ণকালে পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবে গুণবান্ তনয় জন্মিল। পুত্র জন্মিলে নৃপতি প্রীত হইয়া বিপ্রগণকে গো, ভূ, স্বর্ণ, বস্ত্র, হস্তী ও অশ্বাদি প্রদানপূর্ব্বক দৈবজ্ঞ দ্বারা তাহার নাম করাইলেন—সুবাহু। গর্গসংহিতা শ্রবণে নৃপবর প্রতিবাহু কৃতকৃত্য হইলেন, তিনি সর্ব্ববিধ সুখ ভোগ করিয়া অন্তকালে যোগিদুর্লভ গোলোকে গমন করিয়াছিলেন। গর্গসংহিতা স্ত্রী, পুত্র, ধন, বাহন, যশ, গৃহ, রাজ্য, সৌখ্য, অধিক কি মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রদান করে। সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ! শঙ্কর দেবীকে এইপ্রকারে সকল কথা কহিয়া চুপ করিলে পার্ব্বতী পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৭—২৩। পার্ব্বতী বলিলেন,—পুনরায় আমার নিকট গর্গসংহিতাকথা কীর্ত্তন করুন, শুনিয়াছি,—উহাতে কৃষ্ণের অদ্ভুত চরিত বর্ণিত আছে। তচ্ছ্রবণে ভগবান্ ভব সানন্দে ভবানীর নিকট গর্গসংহিতার সকল কথা কীর্ত্তন করিলেন। হে শৌনক! শঙ্কর সানন্দে পুনরায় গর্গসংহিতার অশ্বমেধ চরিতের সুমেরু একদিনে বর্ণন করিলেন। হর পুনর্ব্বার বলিলেন,—হে সর্ব্বমঙ্গলে! তুমি শ্রবণ কর। গঙ্গার অর্দ্ধ যোজন মধ্যে বিল্বকেশবনের সিদ্ধ পীঠে কলিকালে গোকুলস্থ বিষ্ণুভক্তগণ শ্রীমদ্-ভাগবতাদি সংহিতা বার বার শ্রবণ করিবে। সূত বলিলেন,—হে শৌনক! ভগবানের বৈষ্ণবী মায়া মহাদেবের মুখে এইপ্রকার মহাদ্ভুত ইতিহাস শ্রবণ করিয়া প্রসন্না হইলেন। হে মুনে! বিল্বকেশ বনে একবার

স্বাত্মানং প্রকটং কর্তুং কলেরাদৌ মনো দধে ॥
তস্মাল্লক্ষ্মীরূপিণী তত্র নাম্না বৈ সর্ব্বমঙ্গলা।
গঙ্গায়া দক্ষিণতটে প্রাদুর্ভূতা ভবিষ্যতি ॥ ৩১
শ্রীগর্গসংহিতায়াশ্চ মাহাত্ম্যং কথিতং মুনে।
শৃণোতি যশ্চ পঠতি পাপদুঃখৈঃ স মুচ্যতে ॥৩২

ইতি শ্রীসম্মোহনতন্ত্রে পার্ব্বতীহরসংবাদে মাহাত্ম্যখণ্ডে শ্রীগর্গসংহিতামাহাত্ম্যং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

হরিগাথা শ্রবণ করিবার জন্য কলির আদিতে ভগবতী আত্ম প্রকট করিয়াছিলেন; অতএব সেই লক্ষ্মীরূপিণী ভগবন্মায়া সর্ব্বমঙ্গলা নামে গঙ্গার দক্ষিণ তটে প্রাদুর্ভূতা হইবেন। হে মুনে! এই আপনার নিকট গর্গসংহিতা-মাহাত্ম্য কথিত হইল, যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি পাপ-দুঃখ হইতে মুক্ত হন। ২৪—৩২।

মাহাত্ম্যখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

সমাপ্তমিদং মাহাত্ম্যখণ্ডম্।

———o———